সূচীপত্র

তারবিয়াতুস সালিক

আল্লাহপ্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ

১ম খন্ড

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা
আশরাফ আলী থানভী রাহ.

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

তারবিয়াতুস সালিক

(আল্লাহ্‌প্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ)

(১ম খণ্ড)

মূল

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা

আশরাফ আলী থানভী রহ.

অনুবাদ

হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর খলীফা আলহাজ

আবদুর রশীদ সাহেবের দুআ ও নির্দেশক্রমে

মাওলানা মাসউদুর রহমান

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

তারবিয়াতুস সালিক (১ম খণ্ড)

(আল্লাহপ্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ)

মূল	হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.
অনুবাদ	মাওলানা মাসউদুর রহমান
সপ্তম প্রকাশ	জুলাই ২০১৮
প্রথম প্রকাশ	জুলাই ২০১১
গ্রন্থস্বত্ব	রাহনুমা প্রকাশনী
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস ৪/১, পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা ১১০০
একমাত্র পরিবেশক	রাহনুমা প্রকাশনী ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ-০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি ডট কম যোগাযোগ : ১৬২৯৭/০১৫১৯-৫২১৯৭১

মূল্য ঃ ৫০০.০০ (পাঁচশো টাকা মাত্র)

ISBN : 978-984-33-3780-1
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
Web : www.rahnumabd.com

TERBEEYATUS SALIK 1st Issue
by Mawlana Ashraf Ali Thanovi, Transleted by Mawlana Masudur Rahman
Published by: Rahnuma Prokashoni, Price: Tk. 500.00, US $ 12.00 only.

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

তারবিয়াতুস সালিক

(আল্লাহ্‌প্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ)

তারবিয়াতুস সালিক ১ম খন্ড

তারবিয়াতুস সালিক ২য় খন্ড

তারবিয়াতুস সালিক ৩য় খন্ড

www.islamfind.wordpress.com

করার উদ্যোগ নিব ইনশাআল্লাহ্। ইতিমধ্যে হাফেয মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেব 'তারবিয়াতুস সালিক' কিতাবের ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায় বাংলা অনুবাদ করে আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। যা দেখে আমাদের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়েছে। আমরা আশা করি এই কিতাবটির অনুবাদ সম্পূর্ণ হলে কামলাতে আশরাফিয়া কিতাবটিরও তরজমা হয়ে প্রকাশ ও প্রচার হবে।

'বেহেশতী জেওর' কিতাবটির ব্যাপারে আমাদের আশা এগার খণ্ডের প্রতি অধ্যায় যাচাই বাছাই করে বর্তমান পরিস্থিতি ও হাল চিন্তা করে কিছু মাসআলা যোগ, বিয়োগ করে বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে সংযোগী বই প্রকাশ ও প্রচার হবে। এরপর যতটুকু সম্ভব থানভী রহ. এর সাড়ে এগার শ রচনাবলী থেকে বিশেষ বিশেষ কিতাবসমূহ বঙ্গানুবাদ হয়ে প্রকাশ ও প্রচার হবে।

দুআ করি দয়াময় আমাদের তামান্না পুরা করুন এবং হাফেয মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেবকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন। এই কাজ করার পূর্ণ যোগ্যতা দান করুন ও জাযায়ে খায়ের নসীব করুন এবং শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. এর ফয়েয ও বরকত নসীব করুন। আমীন।

(আলহাজ্জ আব্দুর রশিদ)
খলিফা, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.

www.islamfind.wordpress.com

অনুবাদকের কথা

'তারবিয়াতুস সালিক' হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. (১২৮০ হি.- ১৩৬২ হি.) এর এসলাহী খিদমতের এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। হযরতের সঙ্গে যাদের এসলাহী তাআল্লুক ছিল, তারা নিজেদের হাল ও অভিব্যক্তি, ওয়াসওয়াসা বা সংশয় ইত্যাদি জানিয়ে তাঁর নিকট পত্র লিখতেন এবং সেগুলো পাঠ করে তিনি নিজেই প্রয়োজনীয় পরামর্শ, অভিমত, বিশ্লেষণ বা এলাজ লিখে তাদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। পরবর্তীতে বহু মানুষের অনুরোধে হযরত সেইসব চিঠিপত্র ও জবাব সংকলিত করেন এবং তার নাম নির্বাচন করেন তারবিয়াতুস সালিক।

হযরত থানভী রহ. এর রচনা ও কিতাবাদি বাংলা অনুবাদের ফলে এ-দেশের মানুষের কাছে তাঁর ও তাঁর রচনাবলীর রয়েছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা। সে হিসাবে বহু পূর্বেই তারবিয়াতুস সালিকের বাংলা অনুবাদ হওয়া উচিৎ ছিল। তাছাড়া এর মাধ্যমেই এসলাহ ও আত্মশুদ্ধির ময়দানে তাঁর মুজাদ্দিদ সুলভ স্বকীয়তার প্রকাশ ঘটেছে সর্বাধিক। তাসাওউফের পূর্ণাঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ না হওয়ায় এ দেশের ইসলাহ প্রত্যাশীগণ এর বরকত থেকে এতকাল মাহরূম রয়ে গেছেন। অবশ্য গ্রন্থটির গুরুত্ব অনুধাবনকারী উলামায়ে কেরাম এযাবত মূল গ্রন্থ থেকেই উপকৃত হয়ে আসছেন। এর অসাধারণ প্রভাবের কারণেই হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. নূরিয়া মাদরাসায় আসাতিযায়ে কেরামের (শিক্ষকদের) মজলিসে আজীবন এ কিতাবের তালিম চালু রেখেছিলেন এবং উর্দূ না জানা এসলাহ প্রত্যাশীদের কাছেও এই কিতাবের কল্যাণ পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে ওলামায়ে কেরামের অনেকের কাছেই তিনি বলতেন- 'কিতাবটির বাংলা অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।'

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

উৎসর্গ–

আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ
আমার এসলাহের মুরব্বি
আলহাজ্জ আব্দুর রশীদ সাহেব
হুজুর এর দস্তমুবারকে...

তাঁর পীর হাফেজ্জী হুযূর রহ.
ও
তাঁর পীর হযরত থানভী রহ.
এর দারাজাত বুলন্দীর উদ্দেশ্যে।

www.islamfind.wordpress.com

হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর খলিফা আলহাজ্জ আব্দুর রশিদ সাহেবের

বাণী ও দুআ

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মাবাদ, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. বারবার বলতেন যে, হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. প্রতিটি বিষয়ে বই-পুস্তক লিখে গিয়েছেন। কাজেই নতুন করে বই-পুস্তক লেখার আর কোনো দরকার নেই। যেহেতু তিনি উর্দু, আরবীতে কিতাবাদি লিখেছেন কাজেই সেইগুলি বাংলায় তরজমা করা দরকার। যাতে বাংলা ভাষা-ভাষীদের উপকার হয়। শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. থানভী রহ. এর বই-পুস্তক বাংলায় তরজমা করতেন। সফরে ও হযরে তার ব্যাগের মধ্যে সবসময় থানভী রহ.-এর বই-পুস্তক থাকত। মৌঃ আব্দুস সালাম সাহেব থানভী রহ. এর মুরীদ ছিলেন। তিনি থানভী রহ. এর মাওয়ায়ের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতেন তাঁর সম্পাদিত মাসিক নেয়ামত পত্রিকায়। তিনি হযরতের মাওয়ায়েয 'আল এবকা' পঁয়ত্রিশ খণ্ড বাংলায় প্রকাশ করেছিলেন।

হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর খাঁস কামরায় প্রত্যহ বাদ আছর সমবেত শিক্ষক মণ্ডলী ও সালেকীনদের মজলিসে থানভী রহ. এর 'তারবিয়াতুস সালিক' পড়ে শোনানো হত। আমরা তাতে শরিক হতাম। সফরের সময় হাফেজ্জী হুযূর রহ. থানুভী রহ. এর 'কামালাতে আশরাফিয়া' কিতাব সঙ্গে রাখতেন এবং বিভিন্ন মজলিসে পড়ে শোনাতেন। আশরাফ চরিত এবং হযরতের জীবনী গ্রন্থে ইসলাহি চিঠি সন্নিবেশিত দেখে হযরত হাফেজ্জী হুযূর খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন।

আমরা খানকায়ে আশরাফিয়ার পক্ষ থেকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, থানভী রহ. এর বই-পুস্তক যথাসম্ভব তরজমা

www.islamfind.wordpress.com

কোনো কোনো সূফী বলেছেন– 'ইলমে শরীয়ত (বা ফিকহ) ছাড়া ইলমে মারেফাত (বা হাকীকত) বাতিল আর হাকীকত ছাড়া ইলমে শরীয়ত অকর্মা। সুতরাং একজন মুসলিমের জন্য শরীয়ত ও হাকীকত হল একটি পাখির দুটি ডানার সমতুল্য। যার একটি ছাড়াও পাখির জীবন মূল্যহীন।

এই ছিল বিদআত ও অজ্ঞতা বর্জিত, বক্রতা ও ত্রুটিমুক্ত তাসাওউফ। ভেজালমুক্ত, শরীয়াত ও মারেফাতের সমন্বয়কারী জগৎ বিখ্যাত কয়েকজন তাসাওউফের ইমাম হলেন–

১। হযরত হাসান বসরী রহ. (মৃত ১১০ হি.)
২। ইবরাহীম বিন আদহাম রহ. (মৃত ১১৬ হি.)
৩। মা'রুফ আল কারখী রহ. (মৃত ২০১ হি.)
৪। বিশর আল হাফী রহ. (মৃত ২২৭ হি.)
৫। যিন্নুন মিছরী রহ. (মৃত ২৪৫ হি.)
৬। সারী সাকতী রহ. (মৃত ২৫৭ হি.)
৭। জুনাইদ বাগদাদী রহ. (২৯৭ হি.)
৮। ইমাম গাযযালী রহ. (মৃত ৫০৫ হি.)
৯। আব্দুল কাদের জিলানী রহ. (মৃত ৫৬১ হি.)

তারাই ছিলেন আমাদের মহান আকাবির ও অনুস্মরণীয় পূর্বসূরী। উক্ত আকাবির উলামা মাশায়েখদের যুগে হক্কানি পীরের জন্য অপরিহার্য শর্ত ছিল দুটি।

এক– মুরীদদের যোগ্যতা ও মেজাজের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের পূর্ণ দক্ষতা।

দুই– শানে এরশাদ ও তারবিয়াত (প্রভাবসৃষ্টিকারী বয়ান-বক্তব্য ও অন্তরের রোগ-ব্যাধি সংশোধনের বিশেষ যোগ্যতা) পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান থাকা। শানে এরশাদের বিচারে যেই পীর আপন যুগের অন্য পীরদের শীর্ষে থাকেন তাকে বলা 'কুতুবুল এরশাদ'। যেমন

www.islamfind.wordpress.com

হযরত জুনায়েদ বাদাদাদী রহ. এবং হরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. প্রমূখ।[১]

তারবিয়াতের ব্যাপারে পীরের করণীয় বিষয়ে পড়ুন মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রহ. এর বক্তব্য। তিনি آداب الشيخ والمريد গ্রন্থে লিখেছেন-

فلابد أن يكون عند الشيخ دين الأنبياء و تدبير الأطباء و سياسة الملو و حينئذ يقال له الاستاذ. و يجب على الشيخ أن لايقبل مريدا حتى يختبره.

অর্থ- শায়েখ বা পীরের জন্য অপরিহার্য এই যে, তার কাছে থাকবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দীন, চিকৎসকদের তাদবীর এবং রাজা-বাদশাহের কৌশল। এসবের সমন্বয় ঘটলেই কেবল তাকে আখ্যায়িত করা হবে তারবিয়াতের উস্তায বলে। শায়েখ ও উস্তাদের অপরিহার্য কর্তব্য হল– পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া কাউকে মুরীদ হিসেবে কবুল না করা।

উপরোক্ত ইবারাত থেকে বোঝা যায় যে, আকাবিরদের মাকসূদ ছিল এছলাহে নফ্স, এখলাছের সঙ্গে শরীয়তের মামূরাত (নির্দেশ) পালন এবং মানহিয়াত (নিষেধ) বর্জন। আরও বোঝা যায় পীর ও মুরীদের সম্পর্ক হল রোগী ও চিকৎসকতুল্য। ইবরাহীম দাসূকী রহ. এর মন্তব্য দেখুন–

لو ان الفقيه أتى العبادة والمأمورات الشرعية بغير علة كما أمره الله تعالى استغنى عن الشيخ ولكنه أتى العبادات بعلل و امراض فلذلك احتاج إلى طبيب يداويه حتى يحصل له الشفاء.

অর্থ- ফকীহ (শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অবগত আলেম) যদি আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশমতো যথার্থরূপে ইবাদত ও শরীয়তের অন্যান্য নির্দেশ পালনে মশগুল থাকতে পারতেন নির্ভুলভাবে

---

১. তাসাওউফ এর অতীত ও বর্তমান শিরোনাম থেকে এ পর্যন্ত 'রিসালাতুল মুস্তারশিদীন' লেখক আল হারিস আল মুহাসিবী রহ. তাহকীক ও তা'লীক শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. এর ২৪,২৫,২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠা থেকে কিছুটা সংক্ষেপিত।

www.islamfind.wordpress.com

যথোপযুক্ত উলামায়ে কেরাম সম্ভবত নিজেদের নানামুখী দীনী ব্যস্ততার কারণে এরজন্য সময় বের করতে পারেন নি। ফলে হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. দিলের ঐ আকাঙ্ক্ষা দিলে নিয়েই মাহবুবের দরবারে চলে গেছেন।

আমার শায়েখ ও মুর্শিদ আলহাজ্জ আব্দুর রশিদ সাহেব (আল্লাহ্ তাকে নেক হায়াত দান করুন) নিজ পীর হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর ঐ অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করতেন এবং অনুবাদ বিষয়ক অন্তরের ব্যাকুলতা প্রকাশ করতেন। একদিন বেশ কয়েকজন খলিফার উপস্থিতিতে তিনি বললেন আমরা খানকায়ে আশরাফিয়া টাঙ্গাইলের পক্ষ থেকে মাওলানা মাসউদ সাহেবকে তারবিয়াতুস সালিক অনুবাদের অনুরোধ করছি। তিনি আরও বলেছিলেন হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর কাছে গিয়ে অন্তত বলতে পারব ''আপনার দিলের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে এসেছি। তারবিয়াতুস সালিক বাংলা ভাষার মানুষের হাতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি।''

জুলাই ২০০৮ইং এর সেইদিন থেকে নিজের অযোগ্যতার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে 'আল্লাহ্ওয়ালাদের দিলের তামান্না পূরণ হবে' এবং 'হয়ত এতে নিজের নাজাতের কোনো বাহানা হয়ে যাবে' সেই আশায় বুক বেধে অধম অবিরাম সাদা কাগজের বুক কালো কালিতে এঁকে চলেছি। এভাবেই প্রায় আড়াই বছরে তারবিয়াতুস সালিকের তিন অধ্যায় পর্যন্ত অনুবাদ করার সুযোগ দয়াময় এই অযোগ্যকে দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্। এই জটিল ও দুঃসাধ্য কাজের মধ্যে ভালো ও প্রশংসাযোগ্য কিছু হয়ে থাকলে বুঝতে হবে সেটা সম্পূর্ণই আল্লাহ্র রহমত ও আমার মুর্শিদের দোয়ার বরকত। ত্রুটি বিচ্যুতির সম্পূর্ণ দায় এই অধমের।

www.islamfind.wordpress.com

তাসাওউফ এর অতীত ও বর্তমান

তাসাওউফ হল এসলাহে নফসের উদ্দেশ্যে ইলমী ও আমলী তারবিয়াত– পরিশুদ্ধি। দিলের মধ্যে সৎ স্বভাবের প্রতিষ্ঠা ও অসৎ স্বভাব (রাযায়েল) ও শাহাওয়াতের (কু-প্রবৃত্তির) মুলোৎপাটন। ইসলামী শরীয়তের আনুগত্য, সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্টি, প্রতিকূল অবস্থায় সবর ও ধৈর্য্যের প্রতি নিজেকে প্রশিক্ষিত করে তোলা।

তাসাওউফ বলা হয় নফসের হারাম কামনার বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, প্রতিনিয়ত নফ্‌সকে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় তুলে তার করনীয় বর্জনীয় কার্যাবলীর হিসাব নিতে থাকা, কলবকে গাফলাতের সকল ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা, আল্লাহ্‌র পথে সকল বাধা অতিক্রম করা। ঐ সকল ভাব, ভালোবাসা ও ভাবনা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা যেগুলো আল্লাহ্‌র যিকির থেকে গাফেল রাখে এবং অন্তরকে দখল করে রাখে। (স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, সম্পদ ইত্যাদি)

অল্পকথায় তাসাওউফের ব্যাখা দিয়েছেন আবু মুহাম্মদ আল জারিরি রহ. এভাবে– 'তাসাওউফ হল সকল উত্তম স্বভাব গ্রহণ এবং নিকৃষ্ট স্বভাব বর্জন'। তিনি আরো বলেছেন– 'সেটা হল সকল অবস্থার প্রতি তিক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া) এবং আদব রক্ষা করা।'

তাসাওউফপন্থীদের আদব সম্পর্কে আবূ নছর রহ. বলেন- কলবকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করণ, আসরার ও রহস্যের রেয়াতকরণ, আল্লাহ্‌ ও বান্দার মধ্যকার অঙ্গীকারসমূহ পালন ও সময়ের সৎ ব্যবহার ইত্যাদি।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলোর আলোকে বলা যায়, তাসাওউফ হল ইসলামী শরীয়তের প্রাণ ও দীনের নির্যাস।

ব্যক্তির যাপিত জীবনের সঙ্গে মিলে যাবে। এবং যেগুলো পড়ে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই ফায়সালা দেবেন তার অবস্থা ভালো না মন্দ, সুস্থ না অসুস্থ। কিতাবটিতে রয়েছে মোট নয়টি অধ্যায়। শুরুতে হযরতের নিজের লেখা একটি ছোট্ট ভূমিকা এবং মূল কিতাব ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু প্রারম্ভিক কথা, যেমন তরীকতের হাকীকত, হুকূকে তরীকত, হযরতওয়ালার শানে এরশাদ ও তারবিয়াতের বৈশিষ্ট্য এবং এমনি ধরণের জরুরী আলোচনা। পাঠকের সুবিধার্তে কিতাবের মোট নয়টি অধ্যায়ের বিবরণ নিচে দেয়া হল–

১ম অধ্যায়- বাইআত ও শায়খের সোহবত
২য় অধ্যায়- আখালাকে হামীদা
৩য় অধ্যায়- আখলাকে রাযীলা
৪র্থ অধ্যায়- আ'মালের বর্ণনা
৫ম অধ্যায়- আহওয়ালের বর্ণনা
৬ষ্ঠ অধ্যায়- যিকির ও শোগলের বিবরণ
৭ম অধ্যায়- স্বপ্ন ও কাশফ সম্পর্কে
৮ম অধ্যায়- ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে
৯ম অধ্যায়- বিবিধ বিষয় সম্পর্কে

যারা নিজেকে শুদ্ধ করতে চান, অবশ্যই তাদের এ কিতাবটি পড়া উচিত। বিশেষত যেসব উলামায়ে কেরাম কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী জ্ঞানে সুপণ্ডিত হতে চান, হাকীমুল উম্মতের গোটা জীবনের তাহকীক ও মুতালাআ, রিয়াযত ও মুজাহাদা, ইলম ও আমল, হাকায়েক ও মাআরিফের নির্যাস এই কিতাব না পড়া তাদের একেবারেই অনুচিত কাজ হবে। সকল পাঠকের খিদমতে এই দুআ ভিক্ষা চাচ্ছি যে, আল্লাহ্ আরহামুর রাহিমীন যেন এই ভিক্ষুককে কাজটি সম্পূর্ণ করার তাওফিক এনায়েত করেন, আমীন।

www.islamfind.wordpress.com

বাতিল ও বিদআতপন্থী পীর মাশায়েখ

আরো এক প্রকারের তাসাওউফ যুগ যুগ ধরেই এ-জগতে প্রচলিত। যে সকল সুফি বা পীর-মুরীদ কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত। ফরয, ওয়াজিব পালন করে না, সুন্নতের ধার ধারে না। যাদের আকীদা-বিশ্বাস কুফরী ও শিরক মিশ্রিত। আমাদের এই বাংলাদেশে অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রচলিত ও পরিচিত বেশিরভাগ পীর বাতিল ও বিদআতপন্থী। তাদের কারও কারও এমন বক্তব্য পাওয়া যায় যা কোরআন সুন্নাহ বিরোধী। হযরত হাকীমুল উম্মতের এই গ্রন্থ বাতিল পীরের মুখোশ উন্মোচন করে সত্য সন্ধানীদের জন্য বর্ণনা করেছেন খাঁটি পীরের আলামতসমূহ।

পীর মুরীদির বিরুদ্ধে অপপ্রচার

বাংলাদেশে ব্যাপকহারে বাতিল পীরদের রমরমা ব্যবসা চলছে এবং প্রকাশ্যে সহজ-সরল মসুলমানদের ঈমান ধ্বংস করা হচ্ছে এ-কথা যেমন সত্য একইভাবে সত্য এ-কথাটিও যে, এখানে বাতিল পীরদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে হক্কানী পীরদের বিরুদ্ধেও বিষোদগার ও অপপ্রচারের আশ্রয় নেওয়া হয়। অথচ ইসলাম সর্বদাই সিরাতে মুস্তাকীম বা ভারসাম্যপূর্ণ পন্থার অনুসরণ করতে বলে। আল কোরআন বলে– অর্থ 'একের (দোষের) বোঝা অন্যের ঘারে চাপানো যাবে না।' তাহলে কেন বাতিল পীরদের বিভ্রান্তির আলোচনার পাশাপাশি হক্কানী পীরদের হক প্রচেষ্টার প্রশংসা করা হয় না? অথচ তারা নিজেদের মুরীদদেরকে কঠোরভাবে দীন ও শরীয়তের হুকুম পালনে, বিদআত উৎখাতে, বিদআতীদের থেকে দূরে রাখার মুজাহাদায় সর্বদা তৎপর থাকেন। নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারে তাদের প্রশংসা ও মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

www.islamfind.wordpress.com

তাহলে তার কোন পীরের প্রয়োজন হত না। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, তিনি ইবাদতে মশগুল হলেও থেকে যায় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অনেক রোগ-ব্যাধি। সে কারণে তারও প্রয়োজন পড়ে এমন চিকিৎসকের (পীরের) যিনি তার এলাজ করবেন আমরায থেকে পূর্ণ শিফা হাসিল হওয়া পর্যন্ত।

আকাবিরদের যুগে এসলাহ ও আত্মশুদ্ধি ছিল একটি স্বতন্ত্র বিষয়। তখন শায়েখ ও পীর হওয়া কেবল তখনই স্বীকৃত হত যখন তিনি ইবাদতের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অন্তরের রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে এবং ঐসবের এলাজ ও ব্যবস্থাদির সকল পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ দক্ষ হতেন এবং মুরীদগণকে ঐসকল বিষয়ে তালীম দিতেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মুরীদদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দিতেন না। এই ছিল আকাবিরদের পীর-মুরীদির ধরণ।

এরপর ধীরে ধীরে অবস্থা এরূপ পাল্টে যায় যে, এসলাহের বিষয়টি প্রায় নিস্প্রাণ ও নির্জীব হয়ে পড়ে। অন্য সকলের কথা বাদ দিলেও খোদ মুর্শিদগণও এ বিষয়ের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়েন। চিকিৎসক নিজেই অসুস্থ হলে বা নিয়মমতো চিকিৎসা না দিলে রুগীর সুস্থ হওয়ার আর কী আশা থাকে? এখন হক্কানী পীর হিসেবে পরিচিতদের মধ্যেও এরশাদ ও তারবিয়াত শুধু যিকির ও শোগলের তালীমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পীর মাশায়েখগণ ঐ তালীমকেই নিজেদের কর্তব্য স্থির করে নিয়েছেন। আর মুরীদগণও ঐটুকুর পাবন্দি করাকে এবং উহাকে কারণে সৃষ্ট কিছু কাইফিয়াত ও আহওয়ালকেই মনে করে নিয়েছেন যে, 'ওসূল ইলাল্লাহ্ হয়ে গেছে' অর্থাৎ আল্লাহ্কে পেয়ে গেছেন। যদিও অন্তর রয়ে গেছে কিবির, হাসাদ, রিয়া ইত্যাদি আখলাকে মাযমূমায় আচ্ছন্ন।

এসলাহ ও তারবিয়াতের পুনরুজ্জীবন

আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন রীতি এই যে, পরিত্যাক্ত কোন ধারায়

www.islamfind.wordpress.com

পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, উলামা ও মুজাদ্দিদীনকে। তাঁর সেই ধারাতেই হিজরী চতুর্দশ শতকেও নির্বাচন করেছেন উলামা মাশায়েখকে। যাদের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মুহউিস সুন্নাহ, কামিউল বিদআহ্ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. ছিলেন নিসন্দেহে উক্ত শতাব্দির মুজাদ্দিদ, সময়ের গাযযালী এবং উম্মতের রূহানী চিকিৎসক হাকীমুল উম্মত। তাঁর এরশাদ ও তারবিয়াত ছিল মাশায়েখে মুতাকাদ্দিমীনের সমতুল্য। বহুযুগ পর তাসাওউফের অস্পষ্ট হাকীকতের এমন স্পষ্ট ও বিশদ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন যাতে হাকীকত অনুধাবনে আর কোন অস্পষ্টতা অবশিষ্ট রয় নি। আমরা জোড়ালো ভাষায় ঘোষণা করতে পারি, যে কেউ চাইলে হযরতের বিভিন্ন কিতাব বিশেষত 'তারবিয়াতুস সালিক' পড়ে কথাটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। হযরতের প্রায় সকল কিতাবে তাসাওউফ বিষয়টি থাকলেও তারবিয়াতের অমূল্য মণি মুক্তার বহু ভাণ্ডার। আজ পর্যন্ত 'তারবিয়াত' বিষয়ে এমন কোন কিতাব রচিত হয় নি যেখানে তার উসূল, ফুরূ' অর্থাৎ তারবিয়াতের সকল মৌলিক ধারা ও উপধারা বিশদভাবে আলোচিত। সালিকদের সামনে আগত সকল হালতের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে চমৎকারভাবে। সেই সাথে সেগুলো সম্পর্কে হযরতের সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ পাঠককে করবে বিস্ময়ে অভিভূত। এমনিভাবে এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে আ'মাল ও হালাত সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরের মানুষের অসংখ্য প্রশ্ন এবং হযরতের জবাবের বিশাল ভাণ্ডার। যেগুলো মনোযোগের সঙ্গে পড়লে এই বিষয়ের সঙ্গে সমঝদার ব্যক্তিবর্গের মুনাসাবাত তৈরি হতে পারে। তারা লাভ করতে পারেন এর হাকীকত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। উপরন্তু এখানে পাওয়া যাবে বহুধরনের সামায়েল, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা আর হযরতের অসাধারণ জ্ঞানদীপ্ত তাহকীক, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও জবাব। যেগুলো কমবেশি প্রত্যেক

www.islamfind.wordpress.com

পীর ও ওলীগণ নিষ্পাপ নন

অতীত ও বর্তমানের কোনো পীর বুযুর্গ এমনকি উল্লেখিত জগতবিখ্যাত ওলীগণেরও কেউই মাসুম বা নিষ্পাপ নন। কেউই ভুল-ত্রুটির উর্দ্ধে নন। নিষ্পাপ শুধু কেবল আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাম। এতএব, ওলীদের কোনো ভুল ভ্রান্তি হওয়া 'অসম্ভব' বলে বিশ্বাস করা যাবে না। কারও কোনো ভুল-ত্রুটি জানা গেলে ভুলকেই সঠিক বলে জেদ করা যাবে না। আবার কারও কোনো ভুলের কথা জানা মাত্রই তার শানে কোনো বেআদবীও করা যাবে না। ইসলামের দেওয়া আদবের শিক্ষা ও মুসলমানী আখলাক দ্বারা সংশোধন করতে হবে।

প্রিয় পাঠক,

তারবিয়াতুস সালিক কিতাবটি খুব কঠিন বলে প্রশিদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে পাঠোদ্ধার করাই কঠিন। মর্মোদ্ধার করা আরও কঠিন। কারণ মূলত কিতাবখানি এসলাহী চিঠি ও জবাবের সংকলন। এটা হযরতের স্বতন্ত্র কোনো রচনা নয়। চিঠির লিখকগণ লিখার সময় হযরত থানভী রহ. এর তিক্ষ্ণ মেধার কথা ভেবেই সংক্ষেপে বা ইশারা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। হযরত থানবী রহ.ও একই রকম সংক্ষিপ্ততা ও ইশারার আশ্রয় নিয়েছেন। লেখক ও পাঠকের বোধগম্যতাই আসল উদ্দেশ্য। অন্য কারোর বোঝা না বোঝার বিষয়টি কারোরই উদ্দেশ্য ছিল না। ফলে পরবর্তীদের জন্য যথেষ্ট জটিল হয়ে পড়েছে কিতাবটি।

আমি অনুবাদের কাজ করতে গিয়ে জটিলতার মুখোমুখি হয়ে আশপাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে কোথাও কাউকে খুঁজে পাই নি। কারণ আমার আবাসস্থল কুষ্টিয়াতে, যেখানে লালন ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ পাওয়া গেলেও বিশেষজ্ঞ উলামা পাওয়া যায় না। শেষে আশ্রয় নিয়েছি তাঁর কাছে, যার ইশারা আমার জন্য নির্দেশ

www.islamfind.wordpress.com

সমতুল্য। তিনি আমার মুর্শিদ, তিনি বলেছেন 'যেখানেই জটিলতা বোধ করবেন দু-রাকাত নামায পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করবেন। আমিও দুআ করছি।' (আল্লাহ্ হুযূরকে ছিহ্হত ও আফিয়াত দান করুন। আমীন।) হুযূরের সেই বুদ্ধি আর দুআতেই আল্লাহ্‌র মেহেরবাণী হয়েছে। এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছে। অনুবাদকে মূলানুগ করা এবং অল্প লেখাপড়া জানা লোকদের জন্যও বোধগম্য করার চেষ্টা ছিল অধমের মধ্যে সর্বাধিক। উচ্চশিক্ষিত পাঠকদের নিকট সবিনয় আরয, দয়া করে ভাষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা অন্য যে কোনো অসঙ্গতি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। যে কোনো অসঙ্গতি আমাদের জানালে আমরা উপকৃত হব এবং পরবর্তীতে শুধরে নিতে পারব ইনশাআল্লাহ্।

রাহনুমা প্রকাশনী ইসলামী পুস্তক প্রকাশনার জগতে একটি নতুন নাম। রাহনুমা হাকীমুল উম্মতের আত্মশুদ্ধির এই কিতাব তারবিয়াতুস সালিক দিয়ে শুরু করল তার নব যাত্রা। আরহামুর রাহিমীন আল্লাহ্ এই প্রকাশনা সংস্থাকে কবুল করুন। তার অগ্রগতি হোক এই কামনা করি। মূল কিতাবের মতো অনুবাদকেও আল্লাহ্ তাআলা কবুল ও মকবুল করুন। সকলকেই এর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির তাওফীক দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

বিনীত–

মাসউদুর রহমান

কমলাপুর, কুষ্টিয়া।

মোবাইল ঃ ০১৭২৩-২২১১৪৫

www.islamfind.wordpress.com

হযরত থানভী রহ. এর ভূমিকা

মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদের পর, আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন- ولكن كونوا ربانيين (কিন্তু তোমরা হয়ে যাও রব্বানী-আল্লাহ্‌ওয়ালা)। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন 'রব্বানী' সেই ব্যক্তি যিনি বড় বড় বিষয়ের পূর্বে ছোট ছোট বিষয় শিখিয়ে মানুষের তারবিয়াত করেন।

উপরোক্ত তাফসীরের ভিত্তিতে আয়াতটি যোগ্যতা অনুসারে দীনী তারবিয়াতের কাজকে ব্যাধ্যতামূলক নির্দেশ (মামূরবিহী বা জরুরি) বলে প্রমাণ করছে। যেই দীনী তারবিয়াতের বহু ও বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিশেষ এক প্রকার তারবিয়াত ইলম ও আমলসহ প্রায় সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যেতে বসেছে। সেটা হল আত্মার পরিশুদ্ধি ও সংস্কার (তারবিয়াতে বাতেন)। আত্মার স্তর ও অভিব্যক্তিসমূহ (মাকাম ও আহওয়াল) কার্য ও প্রতিক্রিয়াসমূহ (আফআল ও আছার) ভাবাবেগ ও সংশয়সমূহ (ওয়ারেদাত ও খাতরাত) ইত্যাদি সকল অবস্থার আলোকে আত্মার পরিশুদ্ধি, পরিমার্জন, পরিচর্যা ও সংশোধন কার্যক্রম মুসলিম উম্মাহর মাঝ থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিদায় নিয়েছে। অভিজ্ঞতা বলে যে, উপরোক্ত সকল দিক বিবেচনায় রেখে আত্মার পরিচর্যা না করলে আত্মার সংশোধন সম্ভব নয়। ওইগুলোকে বাদ দিয়ে অনেক পীর ও মুরীদ যাকে ইসলাহ মনে করেন সেটা আসলে ইসলাহ নয়, সেটা হালতে মাকসূদা (কাঙ্ক্ষিত অবস্থা)ও নয়।

আলহামদুলিল্লাহ্ মহান দুই শেখ হযরত মাওলানা মুর্শিদুনা আলহাজ্জ হাফেয শাহ্ মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ্ থানভী ও মুহাজিরে মক্কী এবং তার প্রধানতম খলিফা হযরত মাওলানা হাফেয আলহাজ্জ রশীদ আহমাদ সাহেব গঙ্গোহী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমার বরকতপূর্ণ সোহবতে উপস্থিত থাকা এবং জীবনের সর্বাধিক সময় উভয়ের সঙ্গকে আঁকড়ে ধরে থাকার বদৌলতে

www.islamfind.wordpress.com

উপরোক্ত পরিচর্যা ও পরিশুদ্ধির (তারবিয়াতের) যে বিশুদ্ধ নীতিমালা শুনেছি এবং বুঝেছি, সেই নীতিমালা নিজের এবং অন্য তালিবদের (মুরীদদের)ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে উদ্ধারকারী, পেরেশানি ও কষ্ট থেকে রক্ষাকারী, প্রকৃত গন্তব্যের দিশা দানকারী এবং আত্মার সুস্থতা ও একাগ্রতা প্রদানকারী সাব্যস্ত হয়েছে। ফলে আমার মনও চেয়েছে এবং পাশাপাশি কতিপয় বুযুর্গদোস্ত আহবাবও উৎসাহ যুগিয়েছেন যে, এই ধরনের যে-সকল চিঠিপত্র আমার কাছে আসে এবং সেগুলোর যে-জবাব পাঠানো হয় সেগুলো প্রকাশ ও প্রচার করা হলে আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও কার্যকর দস্তুরুল আমল তৈরি হয়ে যাবে, সুতরাং সেই লক্ষ্য নিয়েই ১৩২৯ হিজরীতে শুরু করা হয় সেই সংকলনের ধারাবাহিকতা, আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রাণভরে দুআ করছি এবং এর নাম রাখছি 'তারবিয়াতুস সালিক ওয়া তানজিয়াতুল হালিক'। এই সংকলনের প্রশ্ন ও উত্তরগুলোকে প্রশ্ন এবং জবাব শিরোনাম দেয়া হয়েছে। অনেকে নিজেদের বিভিন্ন হাল ও অভিব্যক্তি জানিয়েছেন যেগুলোর উপর মতামত প্রকাশ করা হয়েছে, সেইগুলোকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে হাল ও বিশ্লেষণ শিরোনামে।

সত্য বটে যে, এই সংকলনের বিষয়বস্তুগুলো সুক্ষ্ম এবং সুখপাঠ্য নয় তবে এটাও ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, ডাক্তারী প্রেসক্রিপশনে কোনো জটিল কথা কিংবা জ্ঞানের কোনো গুপ্ত ভাণ্ডার থাকে না এবং তাতে কেউ উল্লাসিতও হয় না। এই সংকলনের সুক্ষ্ম ও জটিল বিষয়গুলোকে স্থানান্তর করা হয়েছে 'ইমদাদুল ফাতাওয়া' গ্রন্থে। আর ইমদাদুল ফাতাওয়ার যে বিষয়গুলো এই সংকলনের উপযোগী, সেগুলোকে এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, পাঠকের সুবিধার জন্য প্রতিটি বিষয়ের শেষে পৃথক শিরোনাম দেওয়া হয়েছে এবং একই বিষয়ের বিভিন্ন চিঠি ও হাল ইত্যাদিকে আলাদা আলাদা করে বর্ণনা করা হয়েছে।

আশরাফ আলী উফিয়া আনহু

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

তরীকত বা তাসাওউফের হাকীকত

সুলূক বা তাসাওউফের সারমর্ম নিম্নরূপ- ৩১
হুকূকে তরীকত (তরীকতপন্থীদের করণীয়) ৩৩
পীরে কামেল চেনার উপায় ৩৭
শরীয়ত, তরীকত, মা'রেফাত ও হাকীকতের ব্যাখ্যা ৩৯
ইলমুল ইয়াকীন, আইনুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন এর ব্যাখ্যা ৪০
মুতাকাদ্দিমীন এবং মুহাক্কিকীন এর সাধনা পদ্ধতির পার্থক্য এবং
মুহাক্কিকগণের পদ্ধতির প্রাধান্য ৪০
উপকৃত হওয়ার জন্য পীর ও মুরীদের রুচি অভিন্ন হওয়া শর্ত এবং
হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. এর ব্যতিক্রমী সংশোধনী রুচি ৭৪

প্রথম অধ্যায়

পীরের সোহবত ও বাইআতের বর্ণনা

বাইআতের উদ্দেশ্য দীনদারীর সংশোধন ৮০
যে পীরের অধিকাংশ মুরীদ বেনামাযী তিনি পীর হবার অযোগ্য ৮১
বেলায়াত (অলীত্ব) দান করা পীরের এখতিয়ারে নয় ৮১
কবীরা গুনাহের কারণে বাইআত বাতিল হয় না ৮১
মুরীদের উচিৎ পীরের নিকট খারাপ অবস্থাও প্রকাশ করা ৮১
গুনাহের প্রতি ঘৃণা তৈরি হওয়ার পদ্ধতি সোহবত ৮২
মুর্শিদের সঙ্গে দূরত্ব না রেখে উপকৃত হতে হবে ৮২
শরীয়ত অমান্যকারী পীরের মুরীদ হওয়া জায়েয নেই ৮৪
তাকমীল ও পূর্ণতার আলামত ৮৪
বাইআতের (মুরীদ করার) অনুমতি এবং যোগ্যতার শর্ত ৮৪
নেসবত একটিই তবে... ৮৫
নেসবত 'সল্‌ব' হয় না ৮৬
মুজাহাদা-সাধনা ছাড়াও নেসবত হাসিল হয় ৮৬
সাহেবে নেসবত চেনার পদ্ধতি ৮৭
সুলূকের চূড়ান্ত পর্যায় প্রাথমিক পর্যায়ের মতো ৮৭
'নেসবত' এবং 'রেযা' এর পার্থক্য ৮৭
পীরের তাওয়াজ্জুহের প্রভাব ৮৮

সূচীপত্র

বেলায়াতের অর্থ..... ৮৮
আমলের এসলাহ করা ওয়াজিব কিন্তু এটা বাইআতের
উপর নির্ভরশীল নয়..... ৮৮
বুযুর্গদের হালত গুরুত্বসহ পাঠ করা শেখের সোহবতের সমতুল্য..... ৯০
শেখের সোহবতের প্রয়োজনীয়তা..... ৯০
পীর মুর্শিদের দানের অর্থ..... ৯২
প্রত্যেক ব্যক্তির তারবিয়াত হয় তার যোগ্যতা অনুসারে..... ৯২
নেককার লোকদের সঙ্গে উঠা-বসা করা উপকারী..... ৯৩
ভয়ের চিকিৎসা এবং তাসাওউরে শেখ..... ৯৩
নিজেই চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয় করা মুরীদের জন্য অন্যায়..... ৯৪
সিলসিলায়ে এমদাদিয়ার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র..... ৯৫
পীরের অভ্যাসগত আচরণের অনুসরণ..... ৯৫
পীরের সোহবতের আকাঙ্ক্ষা ও পত্র যোগাযোগ সোহবতের মতোই..... ৯৭
মাশায়েখদের প্রতি সূরা ইখলাসের ঈসালে সাওয়াব..... ৯৭
কাউকে দ্রুত মুরীদ করে নেওয়া না নেওয়া পীরের আগ্রহের
উপর নির্ভরশীল..... ৯৮
কোনো হালত না হওয়ার সংবাদও পীরকে জানানো কল্যাণকর..... ৯৯
নিজের শেখ (পীর) সম্পর্কে কী এ'তেক্বাদ রাখা উচিত..... ৯৯
নামাযে ইচ্ছাকৃত পীরের কল্পনা ক্ষতিকর..... ১০০
বাইআত হবার মুনাসিব তরীকা..... ১০০
মুতাআল্লিকীনকে তিরস্কার ও নিন্দা করা মুরব্বির দায়িত্ব..... ১০১
মুরীদের জন্য পীরের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হওয়া জরুরি..... ১০২
মুরীদ না করার কারণে পীরের প্রতি অহঙ্কার ও অসন্তোষের চিকিৎসা..... ১০৩
সংশোধনের উদ্দেশ্যে মুরীদকে বাতেনি রোগ সম্পর্কে সজাগ করা..... ১০৬
নিজের এলেমকে পর্যাপ্ত মনে করা মুরীদের জন্য নিন্দনীয়..... ১১২
পীরের মধ্যে দিব্য শক্তির ধারণা করা পছন্দনীয় নয়..... ১১৩
পীরের মহব্বত সফলতার চাবিকাঠি..... ১১৩
খোদরাঈ (আত্মমত) তরীকতের মধ্যে নিন্দনীয়..... ১১৪
নফসের মুহাসাবা এবং পীরকে অবগতি প্রদান..... ১১৭
পীরের কাছে নিজের অবস্থা জানানো উপকারী..... ১১৭
পীরের মহব্বত তরীকতের মধ্যে খুবই উপকারী..... ১১৭
পীরের খেদমতে হাদিয়া পেশ করা..... ১১৮
পীরের লেবাস-পোশাক দ্বারা বরকত লাভ করা..... ১১৮
অযীফা সহজ করার আবেদন বাহুল্য ব্যাপার..... ১১৯

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

পীরের প্রতি সুধারণা পোষণ উপকারী..... ১২০
ইত্তেবায়ে শেখের আবশ্যকতা..... ১২০
পীরের তাওয়াজ্জুহ মানে কী..... ১২১
তরীকতের উসূল (রীতি-নীতি) জানার উদ্দেশ্য..... ১২১
উদ্দেশ্য বুঝার আগেই বাইআত হওয়া উচিৎ নয়..... ১২১
পীরের কাছাকাছি থাকা এবং দূরে থাকার মধ্যে ব্যবধান..... ১২৩
ইত্তেবায়ে শেখের অর্থ ও উদ্দেশ্য..... ১২৩
আবদিয়াতের আলামত ও সুন্নতের বিস্তৃতি..... ১২৪
পীরের সঙ্গে বৃহানী নৈকট্যের সুরতহাল..... ১২৬
কাজ কম হলেও পীরের সোহবত উপকারী..... ১২৬
সফলতার পূর্বাভাস..... ১২৭
পীরের মৃত্যুর পর অন্য পীরের মুরীদ হওয়া..... ১৩০
পীরের কাছে এমন কোনো আবেদন করা অনুচিত যার
মাধ্যমে নিজের রায় প্রকাশ পায়..... ১৩৫
আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক শুরু হওয়ার লক্ষণ..... ১৩৫
সোহবতের বারাকাত..... ১৩৬
বাইআতের (মুরীদ করার) অনুমতি..... ১৩৭
চিঠির অনুরোধে পীরকে সালাম না জানানো অপরাধ নয়..... ১৩৯
নিজেই লাভ-ক্ষতির প্রস্তাব করা মুরীদের জন্য বেয়াদবী..... ১৩৯
মুনাসাবাত ছাড়া বাইআত উপকারী নয়..... ১৩৯
কোনো বিশেষ অযীফা বা শোগলের আবেদন করা বেয়াদবী..... ১৪১
পীরের মহব্বত..... ১৪১
পীরের জরুরত এবং তাঁর কাছে অবস্থানের শর্ত..... ১৪২
তরীকতের মধ্যে নিজেকে সমর্পিত করে দেওয়া প্রধান শর্ত..... ১৪৫
নিসবত ইলকা করার পদ্ধতি..... ১৪৬
শয়তান কর্তৃক পীরের আকৃতি ধারণ না করা সর্বক্ষেত্রে
নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রের ব্যাপার..... ১৪৬
পীরের ভালোবাসার মাধ্যম রাসূলের ভালোবাসা..... ১৪৭
রিসালা আলইয়াম্ম ফিস্‌সাম্ম (তাসাওউফ মহাসিন্ধু এক বিন্দুতে)..... ১৪৮
আল্লাহ্, রাসূল এবং পীরের ভালোবাসার জন্য দুআ..... ১৪৮
আত্মশুদ্ধির মহাসাগর সুঁইয়ের ছিদ্রে..... ১৪৯
আমলের ইসলাহ বাইআত, যিকির ও শোগলের চেয়ে অধিক জরুরি..... ১৪৯
হালত জানানোর এবং পীরের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা..... ১৪৯
একজন খলিফার নিজেকে দীনের খিদমত থেকে সরিয়ে নেয়া..... ১৫৬

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

পীরের ইজাযত ছাড়াই তা'লীমের অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া..... ১৫৬
ইজাযত প্রাপ্তির (খলিফা হওয়ার) শর্ত..... ১৫৭
পীরের সোহবতে থাকা জরুরি..... ১৫৮
মুরীদের রায় ও মত প্রদানের অধিকার নেই..... ১৫৯
পীর ছাড়া অন্য কাউকে মা'মূলাত-এর কথা জানানো যাবে না..... ১৬০
পীরকে অন্যের মাধ্যমে সংবাদ পৌঁছানো উচিৎ নয়..... ১৬১
পীরের বৈঠকখানার দিকে থুথু না ফেলা..... ১৬২
পীরকে হাদিয়া প্রদানের শর্ত..... ১৬২
মুনাসাবাত ও সার্বিক মিলের পর বাইআত করা..... ১৬৪
পীর ও মুরীদের মধ্যে মুনাসাবাত জরুরি..... ১৬৪
নতুন করে বাইআত..... ১৬৬
মুরীদ করতে আখলাক জানতে হবে তালীম করতে নয়..... ১৬৬
পীরের কাছে থাকতে হলে শর্ত..... ১৬৭
মুরীদ করার পূর্বশর্ত যোগ্যতা..... ১৬৮
মুরীদ হওয়ার আবশ্যকতা..... ১৬৮
পীরের সঙ্গে মিল না হওয়ার আলামত..... ১৬৯
পীরকে ভালোবাসা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার আলামত..... ১৭০
পীরের প্রতি মহব্বত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
প্রতি মহব্বত সৌভাগ্যের চাবিকাঠি..... ১৭১
পীরের মহব্বত..... ১৭১
পীরের প্রত্যেক মন্দ প্রভাব মুরীদের উপর হবে না..... ১৭৬
পীর থেকে উপকৃত হওয়ার শর্ত..... ১৭৭
বাইআতের মধ্যে তাড়াহুড়া না করা উচিৎ..... ১৭৭
অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি অন্যকে মুরীদ করার নিষেধাজ্ঞা..... ১৭৮
পীরের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠানো মাহরূম হওয়ার কারণ..... ১৮০
পীরের সোহবত ও লিখিত নির্দেশনার (তালীমের) উপকারিতা..... ১৮০
শরীয়ত বিরোধী কারো হাতে বাইআতের শপথ করলে
ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব..... ১৮২
বাইআত ভাঙ্গার তরীকা..... ১৮২
তারবিয়তের পন্থা বহু ও বিভিন্ন..... ১৮২
পীরের ধমকী ও তিরস্কার..... ১৮৪
রুহানী চিকিৎসা একই পীরের নিকট করানো উচিৎ..... ১৮৫
আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তি বাইআতের উপর নির্ভরশীল নয়..... ১৮৬
মুরীদ হওয়ার শর্তসমূহ..... ১৮৭

www.islamfind.wordpress.com

ইসলাহে বাতেনের জন্য পীরের জরুরত..... ১৮৮
ইসলাহে নফসের জন্য পীরে কামেলের আবশ্যকতা..... ১৯১
পীরের সঙ্গে মুনাসাবাত তৈরি হওয়ার পন্থা..... ১৯১
পীরের সোহবতের প্রয়োজনীয়তা..... ১৯৩
বিনা চেষ্টায় কলবের উপর পীরের আকৃতি ফুটে উঠা নেয়ামত..... ১৯৫
নিসবতে বাতেনিয়্যার সূচনা..... ১৯৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

আখলাকে হামীদার বর্ণনা

নির্জনতা, ভ্রমণ এবং তাওয়াক্কুল ও তাদবীর..... ১৯৬
আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত লাভের এবং গায়রুল্লাহর
মহব্বত দূর করার পন্থা..... ১৯৭
খুশূ' তৈরি হওয়ার পন্থা..... ১৯৭
মহব্বতের আলামত..... ১৯৮
আল্লাহ্র ভালোবাসা এবং পীরের ভালোবাসা প্রবল হওয়া..... ২০০
আলামাতে আবদিয়াত বা দাসত্বের চিহ্ন..... ২০২
মহব্বত ও আবদিয়াতের লক্ষণ..... ২০৩
তাওয়াক্কুল..... ২১০
হযরত থানভী রহ. এর একজন খলিফার চিঠি..... ২১৪
তওবার তাওফীক পাওয়া সফলতার লক্ষণ..... ২১৮
যিকিরের মধ্যে উন্নতি করা..... ২১৮
রিযায়ে হক হাসিল করার পন্থা..... ২১৮
আসল মাকসাদ তাআল্লুক মাআল্লাহ্ বৃদ্ধি পাওয়া..... ২১৯
তাওহীদের গালাবা বা প্রাধান্য..... ২১৯
আবদিয়াত ও নুযূল কামেলের আলামত..... ২২১
সদাচরণের উদ্দেশ্য..... ২২২
সত্য উপলব্ধির আলামত..... ২২২
খাশ্য়াতের আছর..... ২২৩
তাফবীয ও তাওয়াক্কুলের গালাবা..... ২২৪
তাআল্লুক মাআল্লাহ্র সামনে লতীফা– নূর এসবের কোনো মূল্য নেই..... ২২৫
কলবী ইসলাহ..... ২২৫
বিনয় ও কৃতজ্ঞতার প্রাধান্য..... ২২৬
যুহদ ও দুনিয়া বিমূখতার লক্ষণ..... ২২৭
আকূলী খাওফ (মানসিক ভীতি) এর জরুরত..... ২২৭

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

দুআ বা দাওয়া রেযা বিল কাযা এর বিপরীত নয়..... ২২৮
দূরত্বের আকৃতিতে নৈকট্য..... ২৩০
আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ও রাসূলের ভালোবাসায় যুগলবদ্ধতা..... ২৩১
বিনয়ের প্রাবল্য, রহমতের প্রশস্ততা ও আল্লাহ্‌র মহত্ব..... ২৩১
যথার্থ তওবার আলামত..... ২৩২
আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার হাকীকত..... ২৩২
আখিরাতের ভয় কাঙ্ক্ষিত..... ২৩৩
ইসলাহে বাতেন যেটুকু ফরয..... ২৩৩
তরীকতের মূল লক্ষ্য 'নিসবত' সম্পর্কে বিশ্লেষণ..... ২৩৪
আল্লাহ্‌র জন্য প্রবল ক্রোধ..... ২৪১
বিনয় অন্যতম ঈমানী গুণ..... ২৪১
হুযূর ও খুলূছের (একাগ্রতা ও নিষ্ঠার) বিভিন্ন স্তর..... ২৪১
মহব্বতের বিভিন্ন রঙ ও ধরণ..... ২৪২
নিসবতের বিভিন্ন প্রকার..... ২৪২
আদবের জয় ও প্রাধান্য..... ২৪৩
তাওয়াযু' ও বিনয়ের আছর সমূহ..... ২৪৪
তওবার আবশ্যকতা..... ২৪৫
রিযা বিল কাযা..... ২৪৫
নেয়ামতের শুকরিয়া..... ২৪৬
আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের ক্রমবিন্যাস...২৪৬
নির্জনতার লাভ..... ২৪৬
আদব এবং তাকাল্লুফের পার্থক্য..... ২৪৭
তওবা কবূল না হওয়ার বিশ্বাস নিন্দনীয়..... ২৪৭
খাশ্‌য়াতের আছর..... ২৪৮
ইশ্‌কে ইলাহীর পথ..... ২৪৮
আল্লাহ্‌কে ভালোবাসা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
ভালোবাসা উভয়টি পরস্পর সংযুক্ত..... ২৫১
বিনয় ও তাওয়াযু'র আছর..... ২৫২
আল্লাহ্‌র জন্য দোস্তি ও তাঁরই জন্য দুশমনীর প্রাধান্য..... ২৫৪
আবদিয়াত আসল মাকসূদ..... ২৫৪
ভারসাম্য প্রয়োজন..... ২৫৭
আল্লাহ্‌র জন্য প্রেম আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম হিসাবে বিবেচিত..... ২৫৭
তাওহীদ, ফানা ও আবদিয়াতের প্রাবল্য..... ২৫৮
একাগ্রতা ও মহব্বত অর্জনের পন্থা..... ২৮০

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

রিয়া বিল কাযা..... ২৮০
আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার উপায়সমূহ..... ২৮২
আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াজ্জুহ অর্জনের পন্থা..... ২৮২
হায়া ও লজ্জাশীলতার প্রভাব..... ২৮২
খুশূ' এর হাকীকত..... ২৮২
আল্লাহ্‌র জন্য দুশমনির প্রভাব..... ২৮৩
আল্লাহ্‌র মহব্বত অর্জনের উপকরণ..... ২৮৪
খুশূ' ও খুলূছ অর্জনের পন্থা..... ২৮৫
শোকরের হাকীকত..... ২৮৬
শোকর অর্জনের পন্থা..... ২৮৬
যোহদ অর্জনের পদ্ধতি..... ২৮৬
সততা ও ইখলাসের হাকীকত এবং অর্জনের তরীকা..... ২৮৭
ইখলাস এবং খূশূ' খুযূ'র মধ্যে পার্থক্য..... ২৮৭
রিয়া বিল কাযার হাকীকত ও অর্জনের পদ্ধতি..... ২৮৯
মুস্তাহাব তাওয়াক্কুল হাসিলের তরীকা..... ২৯০
সবরের হাকীকত এবং বিশদ ব্যাখ্যা..... ২৯০
আবদিয়াত ও দাসত্বে প্রভাব..... ২৯১
ইশকের উপর হুব্বে আকলীর ফযীলত বিশ্লেষণ..... ২৯২

তৃতীয় অধ্যায়

আখলাকে রাযীলার বর্ণনা

গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় হিম্মত ও ইস্তিগফার..... ২৯৪
বেশি কথা বলার চিকিৎসা..... ২৯৪
গীবত ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকার পন্থা..... ২৯৪
সাহসহীনতার চিকিৎসা সাহস..... ২৯৪
হারাম দৃষ্টির প্রতিকার..... ২৯৬
গর্ব ও অহংকারের এলাজ..... ৩০৮
আনন্দ ও প্রশান্তি উজব নয়..... ৩০৯
ইশ্‌ক এর এলাজ..... ৩০৯
অধিক কথা বলার এলাজ..... ৩১১
তওবা ভঙ্গের এলাজ..... ৩১১
নাজায়েয ইশকের এলাজ..... ৩১২
রিয়া বা লোক দেখানির এলাজ..... ৩২০
রিয়া বা লোক দেখানোর হাকীকত..... ৩২১

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

দ্রুত রেগে যাওয়ার এলাজ..... ৩২৩
ক্রোধের এলাজ..... ৩২৪
আমরোদ পূজা এবং ফারায়েয ত্যাগের এলাজ..... ৩২৮
তোষামোদ নিষিদ্ধ..... ৩৩০
আমল ছুটে যাওয়ার কারণে রাগ..... ৩৩১
শাহওয়াতের এলাজ..... ৩৩১
অপ্রয়োজনীয় সম্পর্ক বর্জনের তাদবীর..... ৩৩১
সম্পদের মোহ ও এলাজ..... ৩৩২
বিনা প্রয়োজনে নামের শেষে নিসবত লেখা নিন্দনীয়..... ৩৩৩
ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করার ফযীলত..... ৩৩৩
গুনাহকে ক্ষতিকর না মনে করা শয়তানি চক্রান্ত..... ৩৩৪
অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবি ব্যস্ততার এলাজ..... ৩৩৪
গুনাহের ওয়াস্ওয়াসার এলাজ এবং নফসের মুহাসাবা..... ৩৩৫
হুব্বে দুনিয়ার এলাজ..... ৩৩৬
সন্দেহযুক্ত মাল থেকে দূরে থাকা..... ৩৩৬
অনর্থক কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকা..... ৩৩৭
কথার কর্কষতার এলাজ..... ৩৩৭
রিয়া এখতিয়ারী বিষয়..... ৩৩৭
মুক্তাদীগণের রেয়াত করা রিয়া নয়, রিয়ার বিভিন্ন অবস্থাকে এর
উপর কিয়াস করা সহীহ নয়..... ৩৩৮
রিয়ার অশঙ্কা থেকে বাঁচা জব্বুরি নয়..... ৩৪০
তাকাব্বুর এর হাকীকত..... ৩৪০
রাগের হালতে কোনো পাপীকে ঘৃণিত ভাবার এলাজ..... ৩৪৩
সৌন্দর্য পূজার এলাজ..... ৩৪৩
অন্যের ত্রুটি খোঁজার এলাজ..... ৩৪৪
মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ বিরাট নেয়ামত..... ৩৪৪
কথা ঘোরানো ব্যাখ্যা দাঁড় করা তালিবের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর..... ৩৪৫
ভুল স্বীকার না করার এলাজ..... ৩৪৬
ইনসান সকল দোষ-ত্রুটির প্রতি আকলী ঘৃণার মুকাল্লাফ..... ৩৪৭
গুনাহের প্রতি আগ্রহ, ইবাদাতে অলসতা এবং বুযুর্গদের
প্রতি খারাপ ধারণার এলাজ..... ৩৪৭
গায়রুল্লাহ্র মহব্বতের এলাজ..... ৩৪৮
গর্ব, অহঙ্কার ও রিয়ার এলাজ..... ৩৪৯
যেই ক্রোধ দোষণীয় নয়..... ৩৪৯

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

রিয়ার হাকীকত এবং নির্মূলের উপায়..... ৩৫১
উজব, হাসাদ ইত্যাদির এলাজ..... ৩৫২
আত্মগর্ব ও অহঙ্কারের এলাজ..... ৩৫৩
ক্ষতিকর সোহবত থেকে দূরে থাকা..... ৩৫৫
নফসের কৃপণতার এলাজ..... ৩৫৬
গীবত, অনর্থক কথা, কিবির ও লোভের এলাজ..... ৩৫৬
খাদ্যের লিপ্সা ও উজবের এলাজ..... ৩৫৮
ইশ্‌কে মাজাযী ইশ্‌কে হাকীকীর সেতু..... ৩৫৯
আজনবী নারীর প্রতি ইশকের এলাজ..... ৩৫৯
নিজেকে ভালো ও অন্যকে মন্দ ভাবার এলাজ..... ৩৬৪
ইলমী ও আমলী উজবের এলাজ..... ৩৬৫
গীবতের এলাজ..... ৩৬৫
উজব এর এলাজ..... ৩৬৮
আখলাকে রাযীলা মাগলূব হয় নির্মূলও হতে পারে..... ৩৬৯
কিবিরের এলাজ..... ৩৭২
রিয়া এর এলাজ..... ৩৭৮
বালকদের প্রতি মহব্বত নিন্দনীয়..... ৩৭৯
কিবিরের আলামত..... ৩৮০
কিবির, গযব ও গীবতের এলাজ..... ৩৮০
হুব্বে দুনিয়ার এলাজ..... ৩৮১
নফসের তাকাযা থেকে বাঁচার এলাজ..... ৩৮২
নফসের ঔদ্ধত্যের আলামত..... ৩৮২
শাহ্‌ওয়াত পূজার এলাজ..... ৩৮৩
এখতিয়ারী গুনাহের এলাজ..... ৩৮৪
রিয়ার চিহ্ন..... ৩৮৫
ফুযূল কথা বলার এলাজ..... ৩৮৫
ইচ্ছা ছাড়া রিয়া হয় না..... ৩৮৫
মন্দ মজলিস থেকে দূরে থাকা..... ৩৮৬
অনর্থক প্রশ্ন থেকে বিরত থাকা..... ৩৮৬
আমরোদের প্রতি মহব্বতের এলাজ..... ৩৮৭
কিবির, হাসাদ ও আরো বাতেনি আমরাযের এলাজ..... ৩৯৩
হুব্বেজাহ এর এলাজ..... ৩৯৪
নফসানী দৃষ্টিতে শিশু-বালকদেরকে দেখাও গুনাহ্..... ৪০১
গীবতের এলাজ..... ৪০১

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

হাসাদ, রিয়া ও উজবের এলাজ..... ৪০৬
যিনা ও লেওয়াতাতের এলাজ..... ৪০৮
লোভ ও লালসার এলাজ..... ৪০৯
উজবের এলাজ..... ৪১০
নযরে বদ এর ওয়াস্ওয়াসার এলাজ..... ৪১৩
সৌন্দর্য পূজার এলাজ..... ৪১৪
ফুযূল ও অনর্থক কথা বলার এলাজ..... ৪১৭
হাসাদ ও হিংসার এলাজ..... ৪১৮
'কীনা' এর এলাজ..... ৪১৯
বুখল ও বখিলির এলাজ..... ৪২০
কিবিরের এলাজ..... ৪২০
বদ যবানীর এলাজ..... ৪২৯
কয়েকটি কারণে যৌন চাহিদার প্রভাব বার্ধক্যে বৃদ্ধি হয়..... ৪৩০
অকল্যাণ চিন্তার এলাজ..... ৪৩০
বেহুদা কাজ বর্জন আবশ্যক..... ৪৩০
গোস্সা বা রাগের এলাজ..... ৪৩১
রিয়ার ওয়াসওয়াসার এলাজ..... ৪৩৯
খাহেশে নফ্সানীর প্রবল হয়ে উঠার এলাজ..... ৪৪১
মন্দ ধারণার এলাজ..... ৪৪৩
ইসরাফ ও অপচয়ের এলাজ..... ৪৪৩
বুখল ও কৃপণতার ওয়াস্ওয়াসার এলাজ..... ৪৪৩
নেয়ামতের না শুকরীর এলাজ..... ৪৪৪
দোষণীয় আখলাকের ইমালা ও ইযালা সম্পর্কে আম্বিয়া ও গায়রে আম্বিয়া
আলাইহিমুস সালামের মাঝে পার্থক্য..... ৪৪৫
খিয়ালী যিনা (কাল্পনিক ব্যাভিচার) এর এলাজ..... ৪৪৫
আখলাক রাযীলার ইমালা হওয়া..... ৪৪৭
প্রত্যেক বাতেনি রোগের এলাজ ইসলাহ পৃথক পৃথক করানো উচিৎ..... ৪৪৮
খোদরাই-র এলাজ..... ৪৪৮
না শোকরীর ওয়াস্ওয়াসার এলাজ..... ৪৪৮
হাসাদ ও গিবতা'র হাকীকত..... ৪৪৯
মনে মনে বা কল্পনায় যিনা করা হারাম ৪৪৯
তাকাব্বুরের আলামত ও তাকাব্বুরের হাকীকত..... ৪৫০
রিয়ার হাকীকত এবং তার এলাজ..... ৪৫২
অহঙ্কারের ওয়াস্ওয়াসার এলাজ..... ৪৫৫

www.islamfind.wordpress.com

তরীকত বা তাসাওউফের হাকীকত

সুলূক বা তাসাওউফের সারমর্ম নিম্নরূপ-

(১) না তো তাসাওউফের মধ্যে কাশ্‌ফ ও কারামাত জরুরি।

(২) না এখানে কেয়ামতের ময়দানে নাজাত-মুক্তির জিম্মাদারী নেওয়া হয়।

(৩) না দুনিয়াবি কার্যোদ্ধারের অঙ্গীকার করা হয়। যেমন একথা বলা হয় না যে, পীরের তাবিজ-কবচ দিয়ে সব কাজ হয়ে যাবে। মামলা-মোকদ্দমার জিত হয়ে যাবে। উপার্জনের মধ্যে উন্নতি হবে। ঝার-ফুঁক দিয়ে রোগ-বালাই সব দূর হয়ে যাবে। অথবা ভবিষ্যতের কথা জানিয়ে দেওয়া হবে।

(৪) না তো পীরের মধ্যে এমন কোনো রূহানী শক্তি থাকা জরুরি যে তার তাওয়াজ্জুহের মাধ্যমে আপনা আপনি মুরীদের আত্মশুদ্ধি ঘটে যাবে। তার মধ্যে গুনাহ করার কোনো ইচ্ছাই জাগবে না। আপনা আপনিই ইবাদত হতে থাকবে, মুরীদের জোরালো ইচ্ছাও করতে হবে না। অথবা মুরীদ শুধু পীরের তাওয়াজ্জুহের দ্বারা হাফেয, আলেম হয়ে যাবে অথবা তার স্মরণশক্তি বেড়ে যাবে।

(৫) তাসাওউফের মধ্যে না এমন কোনো বাতেনি কাইফিয়ত (মনের অবস্থা) সৃষ্টি হওয়ার অঙ্গীকার আছে যে, সর্বদা অথবা ইবাদতের সময় মুরীদ আনন্দে বিভোর হয়ে থাকবে। ইবাদতের মধ্যে মনে কোনো প্রকার খেয়াল, সংশয় ও ওয়াস্‌ওয়াসাই জাগবে না, খুব কান্না আসবে, এমন আত্মহারা অবস্থা তৈরি হবে যে, অন্য কোনো কিছুই আর মনে থাকবে না।

(৬) না যিকির ও শোগলের সময় নূর ইত্যাদি চোখে পড়া জরুরি, না কোনো গায়েবী আওয়াজ কানে আসা জরুরি।

(৭) না ভালো ভালো স্বপ্ন দেখা, না মনের মধ্যে জেগে উঠা বিভিন্ন বিষয় (এলহাম) সত্য হওয়া জরুরি। তাসাওউফের মধ্যে ঐ বিষয়গুলোর কোনোটাই জরুরি নয় এবং ঐগুলোর কোনোটাই তাসাওউফের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও নয়। আসল মাকসূদ বা মূল উদ্দেশ্য হল মহান আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা, যার উপায় এই যে, শরীয়তের সকল আদেশ ও নিষেধ সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতে হবে। সেই আদেশ-নিষেধের মধ্যে কিছু আছে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি, যেমন বিয়ে, তালাক, স্বামী-স্ত্রীর

www.islamfind.wordpress.com

হক আদায় করা, কসম, কসমের কাফ্ফারা ইত্যাদি, আরো যেমন লেন-দেন, অনুসরণ, মামলা-মকাদ্দমা, সাক্ষ্য, অসিয়ত, উত্তরাধিকার বণ্টন ইত্যাদি। আরো আছে যেমন সালাম, কথা, খাওয়া, ঘুমানো, দাঁড়ানো, বসা, কারো মেহমান হওয়া এবং মেহমানদারী ইত্যাদি এ-সকল বিষয়ের মাসায়েলকে বলা হয় ইলমে ফেকাহ। আবার শরীয়তের কিছু আদেশ-নিষেধ এমন আছে যেগুলো (জাহেরি অঙ্গের সঙ্গে নয় বরং) অন্তর ও মনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন আল্লাহ্কে ভালোবাসা, আল্লাহ্কে ভয় করা, আল্লাহ্কে স্মরণ রাখা। দুনিয়ার ভালোবাসা কমানো, আল্লাহ্র ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট ও সমর্পিত থাকা, লোভ না করা, ইবাদতের মধ্যে মনোযোগ ও একাগ্রতা সৃষ্টি করা, দীনের সকল কাজ ইখলাসের সঙ্গে অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করা, কাউকে তুচ্ছ মনে না করা, খোদ পছন্দী (অর্থাৎ নিজের সব ভালো এমন মনে না করা), ক্রোধ দমন করা ইত্যাদি। এই আখলাকগুলোকে 'সুলূক' বলা হয়। জাহেরি বা বাহ্যিক আহকামের মতো এই সকল বাতেনি আহকামের উপর আমল করাও ফরয ও ওয়াজিব। তাছাড়া এসব বাতেনি ত্রুটির কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জাহেরি আমলসমূহেও ত্রুটি হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ্র প্রতি মহব্বতে ঘাটতির কারণে নামাযে অবহেলা ও অলসতা তৈরি হয় অথবা নামাযের মধ্যে তাড়াহুড়া হয়ে যায়। অথবা মনের মধ্যে কৃপনতার রোগ থাকলে যাকাত দেওয়া ও হজ্জ পালনের সাহস হয় না। অথবা অহঙ্কার ও সীমাছাড়া ক্রোধ থাকলে অন্যের উপর জুলুম হয়ে যায়, অন্যের হক নষ্ট হয় ইত্যাদি। আর যদি ঐ সব জাহেরি আমলের মধ্যে সাবধানতাও অবলম্বন করা হয় তবুও নফসের এসলাহ ও আত্মার সংশোধন যতদিন না করা হয় ঐ সতর্কতা অল্প কয়েকদিনের বেশি চলতে পারে না। সুতরাং নফসের এসলাহ বা আত্মার সংশোধন ঐ দু-কারণে জরুরি সাব্যস্ত হয়। কিন্তু এসব বাতেনি (অন্তরের) ত্রুটিগুলো বাহির থেকে বোঝা যায় কম। আবার নফসের অনাগ্রহের ফলে জানা গেলেও সে অনুযায়ী আমল করা মুশকিল হয়ে যায়। এজন্যই নির্বাচন করতে হয় কামেল পীর। যিনি ঐ বিষয়গুলো বোঝেন এবং মুরীদকে সাবধান করেন। চিকিৎসা এবং তাদবীর বলে দেন, সঙ্গে সঙ্গে নফসের মধ্যে সুস্থ হবার যোগ্যতা এবং প্রদত্ত চিকিৎসার মধ্যে সহজতা এবং তাদবীরের মধ্যে শক্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কিছু যিকির ও অযীফাও শিক্ষা দেন। যিকির নিজেও একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। অতএব সালেককে দুটি কাজ করতে হয়, একটি জরুরি অন্যটি মুস্তাহাব।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩২

www.islamfind.wordpress.com

জরুরি কাজটি হল আহকামে শরীয়তের জাহেরি বাতেনি পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ। আর মুস্তাহাব কাজটি হল অধিক পরিমাণে যিকির করা। আহকামে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের দ্বারা হাসিল হবে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি আর যিকিরের আধিক্য দ্বারা পাওয়া যাবে সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের আধিক্য। এই হল সুলূকের পথ ও এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সারকথা।

হুকুকে তরীকত (তরীকতপন্থীদের করণীয়)

তরীকতে প্রবেশের পর যে কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে সেগুলো হলঃ-

(১) বেহেশতী জেওর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত (১-১১ শ খণ্ড) প্রতিটি বিষয়, প্রতিটি মাসআলা পড়তে বা শুনতে হবে, (অবশ্য মুরীদ না হলেও সাধারণ সকল মুসলমানের জন্যই এটা ওয়াজিব)।

(২) নিজের সকল অবস্থাই বেহশতী জেওরের মতো বানাতে হবে।

(৩) যে কাজ করতে হবে সেটা জায়েয কি নাজায়েয, বৈধ না অবৈধ, সেটা জানা না থাকলে সর্বপ্রথম কোনো হক্কানী আলেমের নিকট থেকে বিনয়ের সঙ্গে জেনে নিতে হবে এরপর তার সিদ্ধান্তের আলোকে আমল করতে হবে।

(৪) পাঁচওয়াক্ত নামায জামাতের সঙ্গে মসজিদে আদায় করতে হবে। (মহিলাদের জন্য জামাতে হাজির হওয়ার নিদের্শ নেই।) শরীয়তের কোনো ওযর থাকলে অবশ্য জামাতের হুকুম মাফ হবে। যদি বিনা ওযরে গাফলত ও অলসতার কারণে জামাত ছুটে যায় তবে অনুশোচনার সঙ্গে তওবা ইস্তেগফার করতে থাকবে।

(৫) যদি নেসাব পরিমান সম্পদের মালিক হয় তবে যাকাত আদায় করতে হবে। এ বিষয়ের মাসায়েল বেহেশতী জেওরে পাওয়া যাবে। এমনিভাবে জমিনের ফসল বা বাগানের ফল ইত্যাদির মধ্যে ওশর (দশভাগের এক ভাগ অথবা বিশভাগের এক ভাগ) আদায় করতে হবে। এ বিষয়ের মাসায়েল মৌখিকভাবে আলেমদের নিকট থেকে জেনে নিতে হবে।

(৬) হজ্জের সঙ্গতি থাকলে হজ্জ আদায় করতে হবে। এমনিভাবে আর্থিক সঙ্গতি থাকলে ঈদের সময় 'সাদাকাতুল ফিতর' এবং ঈদুল আযহায় 'কুরবাণী' দিতে হবে।

(৭) নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের হক আদায় করতে হবে। তাদের একটি দীনী হক এটাও যে, সর্বদা তাদেরকে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ শেখাতে থাকবে। এর সহজ পদ্ধতি শিক্ষিতদের জন্য এই যে, দিন বা রাতের কোনো একটি

www.islamfind.wordpress.com

সময় নির্ধারণ করে সেই সময় বেহেশতী জেওর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাড়ির লোকদের পড়ে পড়ে শোনাবে এবং বুঝিয়ে দেবে। যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আবার শুরু করবে। যতদিন পর্যন্ত সকল মাসায়েল তাদের খুব ভালোভাবে ইয়াদ (মুখস্ত) না হবে, সব মাসায়েল ভালোভাবে বুঝে না আসবে ততদিন পর্যন্ত এভাবেই চালাতে থাকবে। আর যারা লেখা-পড়া জানে না তারা এভাবে দায়িত্ব পালন করবে যে, দীনের যে কোনো বিষয়ই নির্ভরযোগ্য আলেমদের মুখ থেকে শুনে ভালোভাবে মুখস্থ করে এসে বাড়ির সকলকে শিখিয়ে দেবে।

আর নিচের এই কাজগুলি বর্জন করতে হবে-

(১) দাড়ি কামানো।

(২) দাড়ি ছোট করা অর্থাৎ দাড়ি চার আঙ্গুলের চেয়ে লম্বা হলে (চার আঙ্গুলের) অতিরিক্ত অংশ কাটা বা খাটো করা জায়েয আছে কিন্তু কেটে চার আঙ্গুলের চেয়ে ছোট করে ফেলা জায়েয নেই।

(৩) দাড়ি নিচ থেকে উপড়ের দিকে তুলে রাখা।

(৪) চুল কেটে চাঁদের আকৃতি বানানো।

(৫) চুলের মাঝে গর্তের আকার তৈরি করা।

(৬) মাথার সামনের দিক থেকে চুল কামানো। (অর্থাৎ চুল কাটা বা রাখার ক্ষেত্রে সুন্নত তরীকার অনুসরণ করতে হবে। বর্তমান কিংবা প্রাচীন কোনো ফ্যাশান কিংবা ভিন্ন ধর্মীয় রীতি-নীতির অনুসরণ করা যাবে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রের মতো এ ব্যাপারেও সুন্নতী পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে- অনুবাদক)

(৭) পায়জামা বা লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পড়া

(৮) জামা, জুব্বা, আবা ইত্যাদি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে রাখা। (মহিলাদের জন্য টাখনুর নিচে পোশাক ঝুলিয়ে পড়া জায়েয।)

(৯) পাগড়ির পিছনের অংশ কোমরের নিচে ঝুলিয়ে রাখা।

(১০) কুসুম কিংবা জাফরান কিংবা নাপাক রঙে রঙ্গীন করা জামা-কাপড় পরিধান করা।

(১১) চার আঙ্গুলের বেশি রেশমী বা জরির কাপড় পরা অথবা ছেলেদেরকে পরিধান করানো।

(১২) কাফের, মুশরিক বা অন্য কোনো ধর্মের ধর্মীয় পোশাক পরিধান করা।

(১৩) পুরুষের জন্য এক মেছকাল এর বেশি রূপার আংটি ব্যবহার করা

www.islamfind.wordpress.com

(১৪) পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা।

(১৫) মেয়েদের জন্য হাইহিল (উঁচু গোড়ালীওয়ালা) জুতা-স্যাণ্ডেল পরা ।

(১৬) বাজনাওয়ালা অলঙ্কার ব্যবহার করা।

(১৭) এমন পাতলা বা টাইট বা ছোট পোশাক পরা যাতে রিয়া বুঝা যায়।

(১৮) কোনো নারীর প্রতি কিংবা কোনো পুরুষের প্রতি কামপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকানো।

(১৯) মেয়েদের সঙ্গে অথবা ছোট ছেলেদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করা।

(২০) পুরুষের জন্য কোনো গায়রে মাহ্‌রাম নারীর সঙ্গে অথবা নারীর জন্য কোনো গায়রে মাহ্‌রাম পুরুষের কাছে বসা।

(২১) কোনো নির্জন জায়গায় থাকা।

(২২) একেবারে অনন্যোপায় অবস্থা ছাড়া পরস্পরের (অর্থাৎ নারীর জন্য পুরুষের আবার পুরুষের জন্য নারীর) সম্মুখে উপস্থিত হওয়া। চাই সে পীর হোক বা খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হোক।

(২৩) আর যখন ও যেখানে ভীষণ অপারগতাবশত নিরুপায় হয়ে পড়বে, সেই নিরুপায় অবস্থাতেও মহিলাদের জন্য মাথার চুল, হাত, পায়ের গোছা এবং গলা ইত্যাদি গায়রে মাহরামের সম্মুখে খোলা হারাম।

(২৪) উত্তম পোশাকে এবং অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়ে পুরুষের সম্মুখে আসা তো একেবারেই মন্দ কাজ।

(২৫) এমনিভাবে গায়রে মাহরাম পুরুষ ও নারীর মধ্যে পারস্পারিক হাসি-ঠাট্টা করা।

(২৬) অপ্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথাবার্তা বলাবলি করা, এ-সকল বিষয় পরিত্যাগ করতে হবে।

(২৭) খাৎনা, আকীকা বা ধুমধামের বিয়ে-শাদীতে একত্রিত হওয়া বা বরযাত্রী হওয়া। অবশ্য বিয়ে পড়ানোর সময় কাছের আত্মীয়স্বজনের সমবেত হওয়াতে দোষের কিছু নেই।

(২৮) গর্বের জন্য, নামের জন্য কিংবা লোক দেখানোর জন্য কোনো কাজ করা, যেমন বর্তমানে সামাজিক প্রথা হিসাবে বিয়ে-শাদীতে অথবা কারো মৃত্যুতে যিয়াফত বা খানা-পিনার বিশাল আয়োজন করা হয়, তাতে টাকা পয়সার লেনদেন হয়। এসব কাজ ছাড়তে হবে। এমনিভাবে অপচয় করা, চাপড়-চোপড়, পোশাক-আশাকে অতিরিক্ত সাজ-সজ্জার মাধ্যমে অহঙ্কার প্রকাশ করা।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩৫

www.islamfind.wordpress.com

(২৯) কেউ মারা গেলে তার জন্য চিৎকার করে কান্নাকাটি করা।

(৩০) মৃত ব্যক্তির তেসরা, চল্লিশা, বার্ষিকী ইত্যাদি পালন করা এবং যুগ যুগ ধরে প্রচলিত এ ধরনের (ওরশ ইত্যাদি) অনুষ্ঠানে দূর-দূরান্ত থেকে মৃত ব্যক্তির নামে সমবেত হওয়া।

(৩১) মৃত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় শরীয়ত মুতাবেক বন্টন না করে এমনি এমনি দান করে দেওয়া।

(৩২) নারীদেরকে প্রাপ্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা অর্থাৎ তাদের ন্যায্য পাওনা প্রদান না করা।

(৩৩) নেতা বা শাসক হলে গরীব-দুঃখীদের উপর জুলুম অত্যাচার করা।

(৩৪) মিথ্যা উত্তরাধিকারের দাবি করা।

(৩৫) বন্ধকী বস্তু এবং ঘুষের আয়-খাওয়া।

(৩৬) জীব-জন্তুর ছবি তৈরি করা বা ছবি রাখা।

(৩৭) সখ করে কুকুর পোষা।

(৩৮) ঘুড়ি উড়ান।

(৩৯) আতশবাজী জ্বালানো, কবুতরের লড়াই, মোড়গের লড়াই ইত্যাদি পেশা গ্রহণ করা।

(৪০) ছেলেদেরকে ঐসব পেশা গ্রহণের অনুমতি দেওয়া বা এসব দেখার জন্য পয়সা দেওয়া।

(৪১) গান শোনা, বাজনাসহ বা বাজনা ছাড়া।

(৪২) বিভিন্ন বুযুর্গের নামে যে সকল ওরশ হয়ে থাকে, তাতে অংশগ্রহণ করা।

(৪৩) কোনো বুযুর্গের নামে মানত মানা।

(৪৪) প্রচলিত ভ্রান্ত তরীকায় ফাতিহা বা ইয়াযদহম ইত্যাদি পালন করা।

(৪৫) প্রচলন অনুযায়ী মিলাদ শরীফ করা।

(৪৬) মহান বুযুর্গদের বা নবী রাসূলদের বরকতপূর্ণ কোনো বস্তু (যেগুলো বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত আছে) প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে ওরশের মতো ইনতেযাম করা। অথবা ঐ সময় নারী-পুরুষের মেলামেশা বা সামনা সামনি হওয়া।

(৪৭) শবে বরাতের হালুয়া বানানো।

(৪৮) মহররমের তাজিয়া মিছিল করা।

(৪৯) রমযান মাসে কুরআন খতম করার পর জরুরি মনে করে সিন্নি বিতরণ করা।

(৫০) টোনা-টোটকা করা।

www.islamfind.wordpress.com

(৫১) ফাল খোলা অর্থাৎ ভাগ্যের ভালো-মন্দ জানার উদ্দেশ্যে গণকের কাছে যাওয়া। কোনো জ্যোতিষী বা জিনগ্রস্থ ব্যক্তির কাছে কোনো কথা জানতে চাওয়া।

(৫২) গীবত করা।

(৫৩) চোগলখুরী করা।

(৫৪) মিথ্যা কথা বলা ।

(৫৫) ব্যবসায়ী ব্যক্তির জন্য ক্রেতার সঙ্গে প্রতারণা করা।

(৫৬) নিরুপায় না হলে অবৈধ চাকুরী করা।

(৫৭) বৈধ চাকুরীর দায়িত্ব ঠিকমতো পালন না করা।

(৫৮) স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি করা।

(৫৯) স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার অর্থ খরচ করা।

(৬০) অথবা তার অনুমতি ছাড়া কোথাও যাওয়া।

(৬১) হাফেযদের জন্য মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে অথবা তারাবীর নামাযে কুরআন শোনায়ে টাকা নেয়া। (মৌলবীরা) ওয়াজ করে অথবা মাসআলা বলে দিয়ে টাকা নেওয়া। বহস-মূবাহাসার (তর্ক-বিতর্কের) মধ্যে জড়ানো।

(৬৯) দরবেশ ধরনের লোকদের পীর হওয়ার বা মুরীদ করার আকাঙ্ক্ষা করা।

(৭০) তাবিজ-কবচের পেশা গ্রহণ করা।

এই ছিল করণীয় ও বর্জনীয় কাজসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা। প্রয়োজনমতো বিশদ আলোচনা অধমের (থানভী রহ.) রিসালা ও কিতাবসমূহে পাওয়া যাবে।

পীরে কামেল চেনার উপায়

কামেল পীরের দশটি আলামত রয়েছে–

(১) যার মধ্যে আবশ্যক পরিমান দীনের ইলম আছে।

(২) যিনি আকায়েদ, আমাল এবং আখলাকের ক্ষেত্রে শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ করেন।

(৩) যার মধ্যে পার্থিব লোভ-লালসা নেই, অর্থাৎ টাকা-পয়সার সম্মানের, প্রখ্যাতির, প্রতিষ্ঠার, নেতৃত্বের বা কর্তৃত্বের লোভ নেই। যিনি নিজেকে কামেল' বলে দাবি করেন না। কারণ এ দাবিটাও দুনিয়াবি লালসার অন্তর্ভুক্ত।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩৭

www.islamfind.wordpress.com

(৪) যিনি কোনো কামেল পীরের সোহবতে বেশ কিছু সময় কাটিয়েছেন।

(৫) যাকে সমসাময়িক আমানতদার, ভারসাম্যপূর্ণ ও বিচক্ষণ উলামায়ে কেরাম, পীর মাশায়েখ 'কামেল' মনে করেন।

(৬) যার প্রতি সাধারণ জনগণের চেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ ঈমানদার বুদ্ধিমান ও দীনের সমঝদার লোকেরা বেশি আকৃষ্ট হন।

(৭) যার মুরীদদের মধ্যে শরীয়তের হুকুম-আহকামের অনুসরণ এবং দুনিয়াবি লোভ-লালসা পরিত্যাগের বিচারে অধিকাংশের অবস্থা ভালো পাওয়া যায়।

(৮) যিনি নিজ মুরীদগণের অবস্থার প্রতি যত্ন ও মমতার দৃষ্টি রেখে তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে তা'লীম ও তালকীন করতে থাকেন। এবং তাদের কোনো বড় ধরনের দোষ-ত্রুটির কথা শুনলে বা দেখলে সেটা দূর করতে এবং সংশোধন করতে থাকেন। মুরীদদের আপন আপন স্বাধীন মর্জির উপর চলতে দেন না।

(৯) যার সোহবতে কিছুদিন থাকলে দুনিয়ার আকর্ষণ কমে এবং আল্লাহ্‌র ভালোবাসা বাড়ে।

(১০) নিজেও তিনি রীতিমতো যিকির ও শোগল করে থাকেন। নিজে আমল না করলে অথবা আমলের সংকল্প না থাকলে তার তা'লীম ও তালকীনের মধ্যে বরকত হয় না।

যেই পীরের মধ্যে উপরোক্ত গুণগুলো পাওয়া যাবে তিনি নিঃসন্দেহে একজন কামেল পীর। কামেল পীরের এইসব আলামত কারো মধ্যে পাওয়া গেলে এরপর উচিৎ নয় তার কোনো কারামাত (কেরামতি) খোঁজা, কিংবা তিনি দুআ করলে কবুল হয় কিনা, অথবা তার মধ্যে কোনো বাতেনি ক্ষমতা আছে কিনা, এগুলো খোঁজা। এই জাতীয় কৌতুহল একেবারেই অর্থহীন। কেননা এই বিষয়গুলো পীর কিংবা অলী হওয়ার জন্য মোটেও জরুরি নয়। এমনিভাবে এটাও খোঁজ করা উচিৎ নয় যে, তিনি তাওয়াজ্জুহ দিলে মানুষ একেবারে অস্থির হয়ে ছটফট করতে থাকে কিনা। বুযুর্গ বা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য এটা জরুরি কোনো অনুসঙ্গ নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা 'নাফসানী তাসাররুফ' অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির নফসের মধ্যেই আল্লাহ্‌র দেওয়া একটি ক্ষমতা, যেটি মশক ও অনুশীলনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। কোনো ফাসেক-ফাজের এমনকি কোনো অমুসলিমও অভ্যাস ও অনুশীলনের মাধ্যমে ঐ শক্তি অর্জন করতে পারে। (তাহলে কি ওদেরকেও কামেল বলতে হবে?)

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩৮

www.islamfind.wordpress.com

তাছাড়া এতে খুব একটা কল্যাণ নেই, কারণ এর আছর বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। শুধু একটি ক্ষেত্রে এর উপকারিতা ও কল্যাণ বুঝা যায়। সেটা হল কোনো মুরীদ যদি খুবই নির্বোধ হয় হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তার মধ্যে যিকিরের কোনো আছর না হয়, তাকে পীর সাহেব কিছুদিন পর্যন্ত তাওয়াজ্জুহ দিতে থাকলে ঐ মুরীদের মধ্যে যিকিরের প্রভাব কবুল করার যোগ্যতা তৈরি হয়ে যায়। এটা নয় যে পীর সাহেব তাওয়াজ্জুহ দিলে মুরীদের মধ্যে উথাল-পাথাল শুরু হয়ে যাবে আর সে লাফালাফি করতে থাকবে। -কাছদুস সাবীল থেকে

শরীয়ত, তরীকত, মা'রেফাত ও হাকীকতের ব্যাখ্যা

প্রশ্নঃ দয়া করে সংক্ষিপ্ত আকারে শরীয়ত, তরীকত, মা'রেফাত ও হাকীকতের তাৎপর্য ও বাস্তবতা এবং এগুলোর পারস্পারিক সম্পর্ক জানাবেন।

জবাবঃ পাগল, মা'যূর ও অক্ষম ছাড়া সুস্থ সাবালক শ্রেণীর জন্য আরোপিত ইসলামের আদেশ-নিষেধ বা আহকামের সমষ্টির নাম হল শরীয়ত। এর মধ্যে ইসলামের জাহেরি ও বাতেনি সকল আমলই সামিল রয়েছে। আর মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্বসূরী প্রাথমিক আলেমদের পরিভাষায় 'ফেকাহ' শব্দটিকে এর (শরীয়তের) প্রতিশব্দ মনে করা হত। যেমন ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে ফেকাহ শব্দের সংজ্ঞায় বর্ণিত হয়েছে- معرفة النفس ما لها وما عليها (মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় আহকাম জানা)। এরপর মুতাআখ্খিরীন উলামায়ে কেরামের পরিভাষায় আহকামে জাহেরার (বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলগুলোর) সঙ্গে সম্পৃক্ত শরীয়তের অংশকে নাম দেওয়া হয়েছে ফেকাহ। আর শরীয়তের অপর অংশ যা আমালে বাতেনির সঙ্গে সম্পৃক্ত তার নাম রাখা হয়েছে তাসাউফ। ঐ আ'মালে বাতেনির তরীকাগুলোকে তরীকত বলা হয়। আ'মালে বাতেন সংশোধনের দ্বারা 'কলব' হয় নির্মল ও স্বচ্ছ, তাতে 'কলবের' মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় সৃষ্টি বিষয়ক এমন কিছু হাকীকত যা বস্তুজগত ও উর্ধ্বজগতের নানান বিষয় বিশেষত আ'মালে হাসানা ও আ'মালে সাইয়্যেয়াহ (ভালো আমল ও মন্দ আমলের)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। আরো প্রতিবিম্বিত হয় মহান আল্লাহ্‌র সিফাত ও ফেয়েল (গুণ ও কর্ম) বিষয়ক হাকীকত, বিশেষত আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যবর্তী মুআমালা। উক্ত উম্মোচিত বিষয়সমূহ বা মাকশূফাত'কে হাকীকত বলা হয়। উম্মোচন বা 'ইনকিশাফ'কে বলে মা'রেফাত। আর সাহিবে ইনকিশাফকে বলা হয় মুহাক্কিক ও আরিফ।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩৯

www.islamfind.wordpress.com

এ সকল বিষয়ই শরীয়তের সঙ্গেই সম্পর্কিত। আর সর্বসাধারণের মাঝে যে কথাটি প্রচলিত 'শরীয়ত' শুধুমাত্র আহকামে জাহেরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশকে বলা হয়, এ-কথাটি কোনো বিজ্ঞজন থেকে বর্ণিত নয়। সর্বসাধারণের ঐ বক্তব্য এবং এর উদ্দেশ্য কোনোটাই শুদ্ধ ও সঠিক নয়। কেননা এর মাধ্যমে শরীয়তকে জাহের এবং বাতেন নামে বিভক্ত করে জাহের ও বাতেনের মধ্যে বৈপরীত্যের ভ্রান্ত বিশ্বাস চালু করা হচ্ছে। –আল্লাহু আ'লাম।

ইলমুল ইয়াকীন, আইনুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন এর ব্যাখ্যা

বাস্তবসম্মত সুদৃঢ় বিশ্বাসকে বলা হয় ইয়াকীন। জ্ঞানের স্তর যদি শুধু এতটুকুই হয় তবে সেটা ইলমুল ইয়াকীন। আর ঐ স্তরের সঙ্গে যদি 'গলাবায়ে হাল' প্রবল অভিব্যক্তিও যুক্ত হয় কিন্তু ঐ প্রবলতার মধ্যে জ্ঞাত বিষয়ের সামনে অজ্ঞাত অদৃশ্য না হয় তাহলে আইনুল ইয়াকীন। অভিব্যক্তির প্রবলতা যদি এতটা হয় যাতে অজ্ঞাত অদৃশ্য হয়ে যায় তাকে হক্কুল ইয়াকীন বলে।

মুতাকাদ্দিমীন এবং মুহাক্কিকীন এর সাধনা পদ্ধতির পার্থক্য এবং মুহাক্কিকগণের পদ্ধতির প্রাধান্য

প্রশ্নঃ নিঃস্ব অসহায়দের আশ্রয়স্থল, পথহারা গুমরাহ লোকদের পথের দিশারী হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানভী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী হুযূরের দরবারের এক অখ্যাত অধম খাদেম নিবেদন করছে-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি এবং রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করছি।

আম্মাবাদ, অধম আজ নিজের কিছু অবস্থা হুযূরের খিদমতে পেশ করার অনুমতি চাচ্ছে। যদিও সে অবস্থাগুলো খুবই নোংরা এবং লজ্জাজনক। উপরন্তু এতে হুযূরের মূল্যবান সময়েরও অপচয় করা হবে। কিন্তু কী আর করা! জিজ্ঞাসাই হল মূর্খ রুগীর চিকিৎসা। তা ছাড়া আল্লাহ্ তাআলা তার প্রিয় বান্দাদের হাতে দিয়েছেন এমন এক পরশপাথর (যা অসম্ভবকে সম্ভব করে দেয়।) 'ছিল যা এক খুনের দরিয়া করে দিলেন তাকে এক স্বচ্ছ পানির নহর।'

আশারাখি হুযূর 'তুমিও সেইরূপ এহসান ও দয়া কর যেরূপ আল্লাহ্ তোমার প্রতি করেছেন' আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করে সময় অপচয়ের কষ্টটুকু মেনে নেবেন। এই অধমের অনেক বড় আকাঙ্ক্ষা রয়েছে হুযূরের কাছে।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৪০

www.islamfind.wordpress.com

خواہی کہ خدائے بر تو بخشد - با خلق خدائے کن نکوئی

(পেতে চাও যদি তুমি আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমা সৃষ্টিকে দয়া কর, কর তাকে ক্ষমা)

হুযূরের তো জানা আছে এই নরাধমের লেখাপড়া সম্পন্ন হয়েছে প্রচলিত ভালো-মন্দ মিশ্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র ফযলে বুযুর্গদের পদসেবারও কিছু সুযোগ পেয়েছি। সেই সামান্য পদসেবার বদৌলতেই অধমের 'কলবী হালত' (মনের অবস্থা) সাধারণ হিসাবে ভালোই ছিল। সকল বিষয়েরই শুদ্ধ ও সঠিক মর্ম উপলব্ধির ক্ষমতা ছিল। ওয়ায-নসীহত, কুরআন তিলাওয়াত এবং যিকির ইত্যাদির ভালো তাছীর (প্রভাব) আমার মধ্যে হত। সব বিষয়ের গভীর (নিগূঢ় রহস্য) পর্যন্ত আমার দৃষ্টি পৌঁছে যেত।

এখন থেকে ছয়-সাত বছর আগের কথা, তখন আমার অবস্থা ছিল এরকম- অল্প সময়ের জন্যও যদি কোনো খারাপ লোকের সংস্পর্শে যেতাম তবে কলব সঙ্গে সঙ্গেই সেটা বুঝত এবং সেই সংস্পর্শ অপছন্দ ও অগ্রাহ্য করে বসত। আর নেক সোহবত পেলে এবং ভালো কথা শুনলে সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে চাঞ্চল্য জেগে উঠত। মন প্রফুল্ল ও আনন্দিত হয়ে যেত।

একবারের ঘটনা বলি, জনাব হাফেয আব্দুর রহমান সাহেব মুরাদাবাদীর নিকট যাওয়ার সুযোগ হল, ইতিপূর্বে আমি তার সম্পর্কে বেশি কিছু জানতাম না কিন্তু তার কাছে যাওয়ার পর আমার মনের মধ্যে এমন নেক অনুভূতি জেগে উঠল যা থেকে আমি চিনে নিলাম যে, হাফেয সাহেব একজন নেককার-ভালো মানুষ এবং তার সোহবত নিঃসন্দেহে নেক সোহবত। আমার মনের এই অনুভূতির পর বাস্তবে তাঁর সম্পর্কে তাহকীক ও অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, আমার ধারণা একদমই ঠিক।

এমনিভাবে একবার দিল্লির বাহিরে মসজিদে নামায পড়তে গেলাম। মসজিদ সংলগ্ন একটি মাজার ছিল। মনের মধ্যে ঐ মাজারের প্রতি এমন তীব্র আকর্ষণ তৈরি হল যে, কখন যেন আমি মাজারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং দেখলাম যে, সেখান থেকে নড়তেই ইচ্ছা হচ্ছে না। শেষে শীলা খণ্ডে নাম খোঁজার চেষ্টা করলাম এবং জানলাম যে সেটা হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজার।

মোটকথা তখন যে কোনো বস্তুর ভালো-মন্দের ফয়সালা আমার মনই সঠিক ভাবে করে দিত। সব কিছুর ভালো-মন্দের পার্থক্য যেন স্পষ্টই আমার চোখে

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৪১

www.islamfind.wordpress.com

পড়ত। দুধকে দুধ এবং পানিকে পানিই মনে হত। দুধকে পানি এবং পানিকে দুধ কখনোই মনে হত না।

অনেক জায়গায় এমন হয়েছে যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আমাকে আম জনতার সম্মুখে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। সেখানে এই অধম বিষয়টির সকল দিক ও বাস্তবতা এমন বিশদভাবে আলোচনা করেছে যে, উপস্থিত পক্ষ বিপক্ষ উভয় দলই আমার কথায় একমত হয়ে গেছে। বিষয়টির প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠার পর তাদের কাছে প্রমাণিত হয়ে পড়েছে যে, তাদের মত পার্থক্যটি ছিল 'শাব্দিক' বাস্তব ভিত্তিক নয়।

একবার এক মজলিসের আলোচ্য বিষয় ছিল, 'বাদ্য যন্ত্রের বাজনা অনেক রোগের ওষুধ' তো এমন উপকারী বস্তু হারাম কেন?

আমি বললাম– 'আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে যে, বাদ্যযন্ত্রের বাজনায় কেন উপকার হয়? বাদ্যযন্ত্র থেকে সূর সৃষ্টি হওয়ার পেছনে আসল কারণ এই যে, এর মধ্যে থাকে এক ধরনের রূহ– যাকে লোকে বলে বিদ্যুৎ, বিশেষ পদ্ধতিতে ঐ বিদ্যুতের মধ্যে নাড়া লাগার কারণে বাতাসের মধ্যে বা বাতাসেরও বিদ্যুতের মধ্যে সৃষ্টি হয় কম্পন, যেহেতু ইনসানী রূহের মধ্যে জড় রূহের কিছুটা সামঞ্জস্যতা রয়েছে অথবা এভাবে বলা যায় যে মানব দেহে রয়েছে বিদ্যুৎ, এ কারণে তারও ঝোঁক তৈরি হয় বাহিরের প্রতি। একেই বলা হয় আনন্দ এবং প্রাকৃতিক তাপমাত্রার সতেজতা। ইনসানী রূহ যেহেতু আশরাফ (ভদ্র ও শ্রেষ্ঠ) ফলে ঐ বহির্মুখী বায়বীয় সম্পর্ক থেকে নিজেকে সংকুচিত করে ইনসানী রূহের মহিমায় সামিল হয়ে যায়। এর পরিণতিতে তাতে (ইনসানী রূহের মধ্যে) ধীরে ধীরে ঘনত্ব বাড়তে থাকে। ইনসানী রূহের মধ্যে যে স্বচ্ছতা (নূরানিয়াত) থাকা উচিৎ তা থাকে না। এর আলামত প্রকাশ পায় এভাবে যে, সব উন্নত জ্ঞান, বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক লোপ পায় এবং বৃদ্ধি পায় নীচুতা, নিকৃষ্টতা। কার্যকলাপ ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে পবিত্রতা ও স্বচ্ছতার স্থান দখল করে নেয় নোংরামী ও মলিনতা। এমন কি ধীরে ধীরে এটা রূহকে অতিক্রম করে প্রভাব ফেলতে থাকে দেহের উপর। এই ধরনের লোকদের রক্তের ও পিত্তের রোগ খুব কম হয়। শ্লেষ্মা ও কফের রোগ বেশি হয়। সবচেয়ে বেশি হয় বিষাদগ্রস্ততা (হৃদরোগ)।

সুতরাং একথা বলা ঠিক নয় যে বাদ্য-বাজনা কোনো রোগের ওষুধ। এই ভুল ধারণার কারণ এই যে, বাদ্য বাজনার মাধ্যমে রূহের মধ্যে একটু নাড়া পড়ে,

www.islamfind.wordpress.com

যাকে ভিন্ন শব্দে বলা হয় আনন্দ। নতুবা পরিণাম হিসাবে বলা যায় এতে বরং দেহ ও আত্মার ক্ষতিই সাধিত হয়। যেমন শরাব বা মদের বেলায় হয়। শারাবের মূল উপাদান অতি দ্রুত রূহের মধ্যে মিশে তাকে আলগা ও ঢিলে করে দেয়। আপন গঠন বেড়ে যাওয়ার ফলে রূহ আকৃষ্ট হয় বাহিরের দিকে। এরই নাম স্বাভাবিক তাপমাত্রার সঞ্জীবন বা প্রাণবন্ততা। মূর্খ লোকেরা এটাকেই মনে করে শক্তি। কিন্তু যেই সুক্ষ্ম রূহ কর্তৃত্ব চালাত মানব মস্তিষ্কের উপর, তাতে অজানা উপাদান মিশ্রিত হওয়ার ফলে তার কার্যকলাপের মাঝেও সেগুলোর প্রভাব পড়ে। এবং তার কাজ-কর্ম আর মানব সুলভ থাকে না। মিশ্র সেই ভিন্ন উপাদানের পরিমান হিসাবে রূহের স্বাভাবিক কার্যক্রমের মাঝে সৃষ্টি হয় প্রতিবন্ধকতা, এরই নাম নেশা। কিছুকাল নিয়মিত পান করলে মানবাত্মার ঘণত্ব স্থায়ীরূপ নেয়। কর্মের বিশৃঙ্খলতা হয়ে পড়ে দ্বিতীয় স্বভাব। এবং সেই সকল জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি থেকে একেবারেই সম্পর্কহীন হয়ে যায় যা মানবীয় স্বভাবের উপযোগী। বলা তো হয়- 'শরাব সকল প্রকার শক্তিবর্ধক' এটা সত্য হলে তো শরাবীদের (মদখোরদের) মস্তিষ্কগত উন্নতি হওয়ার কথা ছিল সর্বাধিক। অথচ বাস্তবতা, অভিজ্ঞতা এবং সর্বশেষ গবেষণার ফলাফল এর একেবারেই উল্টা। ইংল্যান্ডে শরাব পান করা হয় রীতিমতো এবং সতর্কতার সঙ্গে। সেই ইংল্যান্ডের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, শরাব পানকারীদের শতকরা ৮৩ জনই বিষন্নতা রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। এর কারণ এটাই যে, শরাব পানের তথাকথিত সাময়িক আনন্দ এবং শক্তি প্রকৃতপক্ষে একটি ধোকা। এর আসল বাস্তবতা হল রূহের অন্তসার শূন্যতা ও বিক্ষিপ্ততা, বিবেক ও বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নতা এবং নিজ কর্মের প্রতিবন্ধকতা। আর প্রকৃত পক্ষে 'হারামের মধ্যে কোনো আরোগ্য নেই' কথাটিই সর্বাধিক বাস্তব। এই সবের ব্যবহারের ফলে মানবীয় স্বভাব পরিণত হয় পশুর স্বভাবে। আর মৌলিক দেহরসের মৌল উপাদানের মধ্যে প্রাধান্য পেয়ে যায় বিমর্ষতা ও উন্মাদনা।'

এই আলোচনা মানুষ ভীষণ পছন্দ করল। তারা বলাবলি করতে লাগল 'একদম ঠিক কথা। কারণ নিয়মিত মদ্যপান যাদের নেশা, বিষন্নতা, উম্মাদনা বা মানসিক রোগের উৎস তারাই।'

এমনিভাবে আরো অনেকবার অনেক সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম আলোচনায় আমার এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু সর্বাধিক শুকরিয়ার ব্যাপার এটাই যে মুরব্বিদের কথা

www.islamfind.wordpress.com

আমার মনে ছিল যে, 'এসব ব্যাপারে মনোযাগ দেওয়া উচিৎ নয়।' এ কারণে কখনোই এগুলোকে কোনো কামাল বা কৃতিত্ব মনে হয় নি। ভালো হালতে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলেছি আর প্রতিকূল অবস্থায় পরোয়া করি নি।

এরপর প্রায় তিন বছর হতে চলল আমার কলব বা মনের মধ্যে তৈরি হয়েছে এর একেবারে উল্টো ভাব। উপরোক্ত 'হালতে মাহমুদাহ' বা প্রশংসনীয় অবস্থার বেলায় তো সেদিকে আমার কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না কিন্তু বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার কারণে আমি এত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লাম যে, 'নাউযুবিল্লাহ্' মন্দ কাজগুলো ভালো এবং ভালো কাজগুলোকে মন্দ মনে হতে থাকল। যেমন ইতিপূর্বে বিপরীত ক্ষেত্রে হত। আলহামদুলিল্লাহ্! কলবের এই অবস্থার কাছে আমি কখনোই পরাজিত হই নি কিন্তু অবস্থা এত শোচনীয় পর্যায়ে গিয়েছিল যে, ভালো কথা বারবার শুনলেও বিন্দুমাত্র তাছীর আমার মধ্যে হত না। পক্ষান্তরে খারাপ কোনো কিছুর বাতাস লাগলেও তাছীর হত এবং একেবারে অনিচ্ছাতেও সেদিকে মনের আকর্ষণ তৈরি হয়ে যেত।

আমার চোখে ধরা পড়ত অসুমলিমদের রীতি-নীতির সৌন্দর্য, বিজ্ঞানের অপরিহার্যতা, আধুনিক জ্ঞান-গবেষণার প্রতি মুগ্ধতা। সকল বিষয়ে আমার মনের মধ্যে ছিল বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার পক্ষপাতিত্ব। হক কথার তাছীর না হওয়া, বাতিলের তাৎক্ষণিক তাছীর হওয়া, আলীগঢ় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দিকে মর্যাদার দৃষ্টিতে আর মাদরাসার তালেবে এলেমদের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাতাম। ধনীদের প্রতি আকর্ষণ, দরিদ্রদের প্রতি বিরক্তি, মান-মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা এবং আবশ্যকতা, ইসলামী শরীয়তের কিছু বিষয়ের ব্যাপারে আপত্তি (নাউযুবিল্লাহ্) এবং সেগুলো সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি, আধুনিক তরুণ-যুবকদের মতোই আমল, আখলাক ও আখিরাতকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পার্থিব উন্নতিকেই উন্নতি মনে করা এই সকল বিষয়ই মনের মধ্যে জাগত এবং কোনো প্রকার সংশয় কিংবা বিপরীত কোনো যুক্তি প্রমাণ আর মাথায় আসত না।

আলহামদুলিল্লাহ্! এসব কিছুই ছিল ওয়াস্ওয়াসার পর্যায়ে, যাকে এ অধম সর্বদা বিপদজনক মনে করত। 'এখতিয়ার বা ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ঐ ওয়াস্ওয়াসাকে প্রতিরোধে যত্নবান হয়েছি এবং ওটা যেন আমার আমলের উপরও তাছীর করতে না পারে সেজন্য সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা চালিয়েছি। যেমন উলামায়ে কেরাম এবং নেককার লোকদের ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে মেলামেশা, দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দিলাম। (এক্ষেত্রে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষ

www.islamfind.wordpress.com

করেছি যে, অজানা-অচেনা লোকদের সঙ্গে মেলামেশায়, সাক্ষাতে এ অবস্থার ক্ষতি কম আর পরিচিত, ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে মেলামেশায় হত বেশি। এ কারণেই চেনা-জানাদের থেকে দূরে সরে গেলাম বেশি করে। অথচ আমার পেশার জন্য এটা ছিল ক্ষতিকর। খবরের কাগজ পড়া একেবারেই ছেড়ে দিলাম। সাক্ষাতপ্রার্থীদের বলে দিতাম– নিজের জরুরি কথা ছাড়া আর কোনো প্রসঙ্গে যেন কথা না বলে। এই জন-বিচ্ছিন্নতাকে পূর্ণাঙ্গ করার উদ্দেশ্যে শেরোয়ানী পরা ছেড়ে দিলাম এবং ছাত্রদের মতো সাধারণ বেশ-ভূষা অবলম্বন করলাম। যাতে লোকদের বিশেষত ধনীদের নিজ থেকেই বিরক্তি এসে যায়। এর ফলাফল এই দাঁড়াল যে, সকলে আমাকে 'মৌলবী' বলে ডাকতে লাগল। এইসব কার্যকলাপের ফলে আমার পেশার যে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল, তার পরোয়া করলাম না। পূর্বে যেহেতু মনের মধ্যে সরলতা ছিল এবং এখন অবস্থা একেবারে উল্টা হলেও বাতিলের প্রতি আকর্ষণ হওয়ার সময় এ বিষয়টুকু অবশ্যই বুঝতাম যে, বর্তমানের অনুভব পূর্বের অনুভূতির একেবারেই উল্টা। ফলে মনকে সে-দিক থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুরিয়ে নিতাম এবং অন্য কোনো খেয়ালে লেগে যেতাম। যখন কোনোভাবেই ঐ খেয়াল মন থেকে তাড়াতে পাড়তাম না তখন কোনো দুনিয়াবি কাজে যেমন চিঠিপত্র লেখা অথবা কথাবার্তায় লেগে যেতাম। যদি এতেও কোনো কাজ না হত তবে আখেরী অস্ত্র ছিল এই যে, দু-রাকাত নামায পড়ে দুআ করতাম-

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك

অর্থ- হে আল্লাহ্! হে সকল অন্তরের বিবর্তনকারী! মেহেরবানী করে আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দাও।

আল্লাহ্র ফযলে এতে খুব উপকার হত। আবার কখনো আখেরী অস্ত্র ছিল এই যে, মনে মনে বলতাম আল্লাহ্ তাআলা আহকামুল হাকেমীন, তাঁর কোনো হুকুম-আহকামের জন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। হে আমার মন! তুমি কোনো যুক্তি খুঁজতে যেও না। আল্লাহ্র প্রশংসা যে, এই ব্যাপারটি ছাত্রকাল থেকেই আমার মনের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে ছিল যে এতে বিন্দুমাত্রও খটকা ছিল না।

অমুসলিম কাফের-মুশরিকদের রীতি-নীতি খণ্ডনের কোনো যুক্তি যদিও সে সময় মনে আসত না তথাপিও সেটাকে মন থেকে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করে তাদের ধর্ম ও নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে, আলোচনা করতে

www.islamfind.wordpress.com

থাকতাম। কাফেরদের জীবন আচরণের খারাবী ও মন্দ দিকগুলো মানুষের কাছে ফুটিয়ে তুলতাম। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতাম। এমনকি ঘড়িটাও একেবারে ঠেকায় না পড়লে পকেটে নিতাম না। বস্তুবাদী-নাস্তিক লেখকদের রচনাকে একেবারেই বর্জন করলাম। হক কথার কোনোরূপ তাছীর না হলেও ওয়ায মাহফিলে অবশ্যই শরিক হতাম। আলীগড়ের ছাত্রদের সাথে দেখা হলে মনোযোগ দিতাম না কিন্তু মাদরাসার তালেবে এলেমদের সঙ্গে লৌকিকতা (তাকাল্লুফ) করে হলেও সাক্ষাত করতাম, তাদের সুখে-দুঃখে এগিয়ে যেতাম। গরিবদেরকে ধনীদের উপর প্রাধান্য দিতাম। একবার এমন হল যে, এক ধনীর আহবান পেলাম আবার একই সময় এক বিধবা মহিলার কাছে যাওয়ার দরকার হল, আমি প্রথমে বিধবার প্রয়োজনে সাড়া দিলাম পরে গেলাম ধনীর কাছে। 'হুব্বেজাহ' (মর্যাদা বা পদের লোভ) এর চিকিৎসা এভাবে করতাম যে, কোথাও পরামর্শের উদ্দেশ্যে আমাকে এবং আমার পেশার অন্য কাউকে হয়ত ডাকা হল, তার প্রস্তাব ও মতামত আমার মতের বিপরীত বা ভুল হলেও আমি তাকেই সমর্থন করতাম যেন কাজটির দায়িত্ব সে পায়। খুব বেশি বেকায়দা হলে গোপনে তার ভুল সংশোধন করে তাকে সঠিক মাশওয়ারা দিতাম কিন্তু কিছুতেই যেন কাজটি আমার নামে না হয় এবং আমার কোনো কৃতিত্ব প্রকাশ না পায়, সে ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে রাখতাম। এতে আমার প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হল। কোনো পরোয়া করলাম না। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কখনো কখনো শিকারে যেতে হত। ফায়ার করার সিরিয়ালে প্রথম আমার নাম থাকত, সেটাকে নিয়ে যেতাম সর্বশেষে। আহকামে শরীয়তের মধ্যে যেসব পরিবর্তনের ধোকা মনে জাগত, জবরদস্তি সেটাকে মন থেকে তাড়াতাম। কোনো যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই সেটাকে সঠিক বলে মনকে বুঝাতাম। এরপরও মনের মধ্যে বেশি আন্দোলন হতে থাকলে হয়ত কুরআন শরীফ পড়তে বসতাম অথবা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। আল্লাহ্‌র রহমতে এতে পরিপূর্ণ সফল হওয়া যেত। কখনোই এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। এবং এই চেষ্টার পর ওয়াস্‌ওয়াসাও প্রায় শূন্যের পর্যায়ে চলে যেত।

আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সোহবতের বদৌলতে এ কথাটি মন মস্তিষ্কে গেঁথে ছিল যে, "আল্লাহ্ তাআলা 'হাকেমে মুতলাক' তিনি কোনো আইন কিংবা কোনো যুক্তি মানতে বাধ্য নন।" (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা ইনসাফগার হিসাবে সাধারণত

www.islamfind.wordpress.com

ভালো কাজের বদলা ভালো এবং মন্দ কাজের বদলা মন্দ দান করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এই ইনসাফের নিয়ম মানতে বাধ্য নন। তিনি ভালো কাজের বদলা যদি খারাপ দেন এবং মন্দের বদলা ভালো দেন তবে সেটাকে বেইনসাফী মনে করা যাবে না। একজন মুমিনকে এভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। কারণ তিনি হাকিমে মুতলাক তিনি যথেচ্ছ স্বাধীন- অনুবাদক)

উপরোক্ত 'ওয়ারেদাত'এর বিপদ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে সকল 'এলাজ' ও ব্যবস্থা নেহায়াত পাবন্দি ও গুরুত্বের সঙ্গে করেছি। এর মধ্যে কোনো ত্রুটি হলে এস্তেগফার করেছি। কিন্তু এইসব এহতেমাম করা সত্ত্বেও ঐসব ওয়াস্ওয়াসা মনের মধ্যে এমন দাগ কেটেছিল যে, 'এলাজ' বা ব্যবস্থা থেকে সামান্য গাফেল হলেই মনে হত যেন আমার কলব ঈমান হারা হয়ে গেছে। আর যখন গুনাহ কিংবা 'খেলাফে আউলা' কোনো কাজ হয়ে যেত মনে হতে যেন সকল মেহনত বেকার হয়ে গেছে।

পূর্বের সেই হালতের– যখন সব কিছুর হাকীকত বুঝতে পারতাম, কোনো ছায়াও খুঁজে পাই না মনের মধ্যে। যদিও সেই হালতের তামান্না ছিল না কিন্তু এই আশঙ্কা বারবার মনে জাগত যে, 'এর পরিণতি কী?'

এই অবস্থার মাঝে বারবার জনাব ওয়ালার (থানভীর রহ.) ওয়ায শোনার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু ওয়ায শুনবার সময় মনে হত যে, সব কথা এক কান দিয়ে ঢুকছে অন্য কান দিয়ে বের হচ্ছে। বিন্দুমাত্র তাছীর নেই। বরং উল্টো প্রত্যেক কথার বিপরীত জবাব আমার মনে ঘুরপাক খেত। সেগুলির তাছীরও হত এবং মনের মধ্যে থেকেও যেত। আগেই যেখানে মনের মধ্যে ছিল বাতিলের বদ আছর এখন আবার হক কথা শুনলে তার থেকেও এরকম বদ আছর হত। (নাউযুবিল্লাহ্)

একবার এই অধম অল্প সময়ের এক রেল সফরে হুযূরের (থানভী রহ.-এর) সঙ্গে ছিল। এই বিপদজনক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে হুযূর বলেছিলেন- 'পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। এটা হয়ত শয়তানের পক্ষ থেকে জোড়ালো কোনো বাধা অথবা খুব উঁচু স্তরের 'হালতে মাহমুদাহ' আসন্ন অথবা কোনো এলেম 'এলকা' হতে যাচ্ছে।' একথা শুনে মনে ভীষণ শান্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু এরপরও পেরিয়ে গেল লম্বা সময়। অবস্থা বেড়েই চলছিল। এমনকি নাউযুবিল্লাহ্ দীন ইসলামকেই ভানভনিতা বলে মনে হত। অন্যসব ধর্ম তার চেয়ে ভালো মনে হত। হিন্দু ধর্মের সৌন্দর্যগুলো মস্তিষ্কে ঘুরপাক খেত।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৪৭

www.islamfind.wordpress.com

(এখন অবশ্য সেগুলো কিছুই মনে নেই) আর সবচেয়ে বেশি সত্য ও বাস্তব মনে হত নাস্তিকতাবাদকে। হকের মুকাবিলায় সকল বাতিল ফেরকাকে ভালো মনে হত। এমনকি সুন্নীদের চেয়ে শিয়া, মাযহাবীদের চেয়ে লা মাযহাবী এবং বিদআত বিরোধীদের চেয়ে বিদআতীদের বেশি ভালো লাগত। সর্বাধিক অপছন্দ হত তাসাওউফপন্থীদের। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্! আমার এতটুকু হুঁশ ছিল যে, আমার রুচির বিকৃতি ঘটেছে। এই কারণে এই ইয়াকীন করে নিয়েছিলাম যে আমার (বর্তমান বিকৃত রুচির) কাছে যাকে যত বেশি খারাপ মনে হবে, প্রকৃত পক্ষে সে তত বেশি ভালো।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমার এই চরম অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হত তিনটি ক্ষেত্রে। তাহাজ্জুদের দ্বারা, তিলাওয়াতে কুরআন দ্বারা সেটা গুরুত্বহীন ও অমনোযোগিতার সাথে হলেও আর জনাবে ওয়ালার সোহবতের দ্বারা। যেদিন তাহাজ্জুদ বা তিলাওয়াত কাযা হয়ে যেত সেটা হত আমার মৃত্যুযন্ত্রণার সমতুল্য। চতুর্থ ভীষণ উপকারী ছিল মাশায়েখে চিশতিয়ার শাজারা পাঠ। তা পাঠ করতেই এক বিস্ময়কর অবস্থা তৈরি হত। মনে হত যে দিলের উপর কোনো কিছুর প্রলেপ দেয়া হয়েছে আর ঐসব আজে বাজে কল্পনা কিছু সময়ের জন্য দূর হয়ে গিয়েছে। আমি ঐ অবস্থার বর্ণনায় এর চেয়ে বেশি বলতে পারব না যে, দুনিয়া থেকে একদম আগ্রহ শূন্য হয়ে পড়তাম। এভাবে প্রায় তিন বছর পেরিয়ে গেল। বুযুর্গদের মুখে শোনা ছিল যে, 'ওয়ারেদাত'কে গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ নয়, ভালো হোক বা মন্দ। এই কারণে মনের মধ্যে কিছুটা সান্ত্বনা যদিও ছিল কিন্তু 'ইমদাদুস সুলূক' কিতাবে একবার দেখলাম যে, 'ওয়াস্ওয়াসা' হল বাল্প সমতূল্য যা সীমাহীন পেরেশানকারী কিন্তু খোদ সেটা কোনো 'মরয' বা রোগ নয়। এবং কোনো চেষ্টা দ্বারাই তার প্রতিরোধে সফল হওয়া যায় না। এর একটি শেকড় থাকে যা থেকে এই বৃক্ষ তৈরি হয়। যে পর্যন্ত ঐ মূল শেকড় উপড়ানো না যাবে সে পর্যন্ত ওটাকে থামানো সম্ভব হবে না। ঐ মূল শেকড় সন্ধান করা এবং তাকে উপড়ানোর চেষ্টা করা আল্লাহ্ ওয়ালাদের কাজ।

এই বক্তব্যের আলোকে আমার 'খাতরাত' (মনের মধ্যে জেগে উঠা বিপদজনক ওয়াস্ওয়াসা)গুলোর মূল শেকড় সন্ধানের চেষ্টা করলাম। কিন্তু অনুসন্ধান অনুযায়ী প্রাপ্ত ত্রুটিগুলো পরিত্যাগ করার পরও সাময়িক উপকার ছাড়া আর কোনো উন্নতি হল না। ফলে এমন আতঙ্ক তৈরি হল যে, এখন কী হবে? তাহলে কি আমার উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে গেছে? এ অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়ে গেলে কী হবে?

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৪৮

www.islamfind.wordpress.com

একবার দীর্ঘ প্রায় একমাস আমাকে শিয়াদের সঙ্গে থাকতে হয়েছিল, এ কারণে ঐ আতঙ্ক আরো বেড়ে গেল। এমন কি শারীরিকভাবেও ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লাম। ট্রেনের আওয়াজ কানে গেলেই শরীর কেঁপে উঠত। একদিনের জন্য ডিপুটি খাজা আযীযুল হাসান মাজযুব (খানভী রহ. এর একজন গুরুত্বপূর্ণ খলিফা এবং তাঁর জীবনী লেখক) এর সোহবতে থাকার সুযোগ হল। জানি না তাঁর মাত্র একদিনের এই সোহবতের মধ্যে কী অসাধারণ শক্তি ছিল যাতে আমি ভীষণ শান্তি পেলাম এবং শারীরিক কম্পন একেবারেই দূর হয়ে গেল। এই শান্তি ও প্রশান্তি বেশ কিছুদিন বহালও থাকল। কিন্তু এরপর আবার ফিরে এল সেই অবস্থা। আমি অবাক ও বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতাম, ইয়া আল্লাহ! এই দুটি চোখেই এক সময় আমি সব কিছু ঠিকঠাক দেখতাম, বস্তুর গভীর পর্যন্ত পৌঁছে যেত দৃষ্টি। আজ আমার সেই দুটো চোখই একেবারে উল্টো কাজ করছে। হক ও বাতিল মিশ্রিত বিষয়ের মধ্য থেকে এক সময় এরাই দুধকে দুধ ও পানিকে পানি হিসাবে আলাদা করে দিত। হক ও বাতিলকে পৃথক করে দিত। আজ সেই দুটো চোখই আলাদা করা তো দূরে থাক পানিকে দুধ এবং দুধকে পানি হিসাবে দেখায়।

এরই মধ্যে আরো একবার আমি থানা ভবনে গিয়ে হুযূরকে আমার করুণ অবস্থার কথা জানিয়েছিলাম। তখন হুযূর প্রশ্ন করেছিলেন- 'কোনো নতুন বই পুস্তক পড়েছি কি?' আমি জানিয়েছিলাম তেমন কিছুই হয় নি। আমি তো স্বেচ্ছায়ই এসব থেকে দূরে সরে থাকছি। খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়া ছেড়ে দিয়েছি।

আমার জবাব শুনে আপনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেছিলেন- 'মনে হচ্ছে এসবের কারণ আপনার স্বভাব প্রকৃতির পবিত্রতা ও মেযাজের নাযুকতা এবং ইনশাআল্লাহ্ এটা শীঘ্রই আপনা আপনি কেটে যাবে।'

হুযূরের এ কথায় আমার ভীষণ 'তাছাল্লী' হল। মনে খুব শান্তি পেলাম। তারপর সম্ভবত সাত-আট মাস হয়ে গেল। এর মধ্যে অল্প কিছুকাল মনের মধ্যে 'এতমিনান' (শান্তি ও প্রশান্তি) ছিল এরপর আবারও শুরু হল সেই পুরনো উন্মাদনা। তখন আমি এই সতর্কতা অবলম্বন করলাম যে নিজের বোধ ও বুঝকে একদম অনির্ভরযোগ্য স্থির করে নিলাম। এমন কি কেউ কোনো ফেক্হী মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে আমি অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করার অনুরোধ করতাম। গুরু সম্বন্ধে যে বইটি এ অধম লিখেছে সেটা এই সময়কালেরই রচনা। এই বইটির উপর আমার আস্থা নেই শুধু এই কারণে যে, এটি আমার

www.islamfind.wordpress.com

'উল্টা বুঝ' সময়কালের লেখা। আল্লাহই জানেন কী সব হক, না-হক বা উল্টা সিধা কলম থেকে বেরিয়েছে। এ বইয়ের অনেক জায়গারই মাযমুন বা বিষয়বস্তু আমার কাছে ভুল বলে খটকা লেগেছে। ফলে সে-সব স্থান আমি চিহ্নিত করে রেখেছি। এ জবুরতের কারণেই আমি বইটির ধর্মীয় অধ্যায় পূর্ণটাই হুযূরকে শুনিয়েছিলাম। চিকিৎসা অধ্যায়টিও হুযূরকে শোনানোর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হুযূরের মূল্যবান সময় নষ্ট করাটা মুনাসিব বা সমিচীন মনে হয় নি এই মনোভাবের কারণে যে, চিকিৎসা বিষয়ে যদি কোনো ভুল হয়েও যায়, তবে কী আর গুনাহ হয়ে যাবে?

ঐ অবস্থার বিশদ বিবরণ কত আর বলব- ওয়ায শোনা ও বই পড়া থেকে দূরে দূরে থাকতাম। কারণ কোনো ভালো কথা কানে গেলে তাতে আরো বেশি ক্ষতি হত। অথচ একটা সময় ছিল খারাপ কথা শুনলে তাতে উপকারই হত।

বেশ কয়েকবারই হুযূরের ওয়ায শোনার সুযোগ হয়েছে। যেগুলো শোনার পর মনের প্রতিক্রিয়া হত এমন যে, 'সেই পুরানো কথা যা মৌলবীরা সবসময় বলে থাকে।'

আমার 'হালত' এর বিবরণ যদি সংক্ষেপে প্রকাশ করতে চাই তবে বলতে পারি যে, 'মুহসিনূল মালিক' এবং অপরাপর 'আহলে দুনিয়া' এর অন্তরে যে কথাগুলো ছিল সেগুলোই আমার অন্তরে জায়গা করে নিয়েছিল। তবে হ্যাঁ একটু পার্থক্য ছিল, ঐ অবস্থার কাছে আমি আল্লাহর ফযলে এবং বুযুর্গদের দুআয় পরাজিত হই নি যেমন ঐ-সব লোক হয়েছিল। সুতরাং 'আলহামদুলিল্লাহি আলা যা-লিক' (এর জন্য আল্লাহরই প্রশংসা) এতটুকু চেতনা সর্বদাই ছিল যে, আমার এ 'হালত' সাময়িক এক ভগ্নদশা। 'জাহলে মুরাক্কাব' (অর্থাৎ এই খারাপ অবস্থাকে ভালো মনে করার গুনাহ) থেকে বেঁচে থেকেছি। অনেক ভেবেছি যে, এটা কোনো পাপের শাস্তি কিন্তু বুঝতে পরি নি যে, কোন পাপের?

এবার এক নতুন বিস্ময়ের কথা শুনুন, মিরাঠের মসজিদে নায়রে হযরতের এক ওয়ায মাহফিল ছিল। আলোচনা ছিল এই আয়াতের উপর–

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۭ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔـلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ۝

(অর্থ- পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, যদি তোমরা ঈমানদার হও এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না।) মুহাম্মাদ: ৩৬

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৫০

www.islamfind.wordpress.com

এই ওয়াযের মধ্যে 'বুখল' বা কৃপনতার মন্দ দিক, ক্ষতি, গুনাহের আলোচনা হচ্ছিল এবং তুর্কিদের জন্য অর্থ সাহায্যের প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছিল। এখনের অভ্যাস সর্বদা আলোচনাকে নিজের অবস্থার সাথে মিলিয়ে দেখা। জীবনের যে অবস্থাকে আলোচনার বিপরীত দেখি সেটাকে বিশেষভাবে মনে করে রাখি। অন্য কথাগুলি সাধারণভাবে শুনি। এ ধরনের বিশেষ কথা যদি বেশি হয়ে যায় তবে সাধ্যমতো মনে রাখার চেষ্টা করি। উদ্দেশ্য এই যে, অন্তত অর্ধেক কথাও যেন মনে রাখতে পারি। কারণ সব কথা মনে রাখার চেষ্টা করতে গেলে হয়ত ঐ অর্ধেকও ভুলে যাব। আমার নিজস্ব এই পদ্ধতির ভিত্তিতে আপনার ওয়াযের মধ্যে চিন্তা করে দেখলাম যে, আমার মধ্যে 'বখিলী' আছে। এই কথাটিকে মনের মধ্যে গেঁথে নিলাম। কয়েকদিন পর্যন্ত গভীর অনুসন্ধানী হয়ে ভেবে-চিন্তে নিশ্চিত হলাম যে, আমার ধারণা সঠিক। আমার মধ্যে 'বখিলী' সীমাতিরিক্ত পরিমানে আছে। পরিধেয় বস্ত্র দান করা তো দূরের কথা ব্যবহার করতে গেলেও মনে হয় ময়লা হয়ে যাবে। মনের এই খেয়াল বাহ্য আমলে যদিও প্রকাশ পায় না কিন্তু খেয়াল অবশ্যই আসে। এতকাল এটাকে অতি সাধারণ ব্যাপার মনে করতাম। আজ চোখ খুলল এবং বুঝতে পারলাম যে, এটা হল সেই বদ স্বভাব যার মূল শেকড় রয়েছে জাহান্নামের জমিনে। কোনো বস্ত্রহীন অভাবী কাপড় চাইলে ভীষণ কষ্টকর মনে হত। বরং অন্য কাউকে নিজের পোশাক দান করতে দেখলে খুবই বিস্ময় জাগত। যখন কোথাও চাঁদা বা অর্থ সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজন পড়ত দিতাম ঠিকই কিন্তু কষ্টকর অবশ্যই মনে হত। আর এ কষ্টের ভুল ব্যাখ্যা এতদিন আমি এই করতাম যে, মনের উপর চাপ প্রয়োগের ফলে আরো বেশি সওয়াব হবে। কারণ মন দিতে না চাইলেও আমি দিচ্ছি। এই ভুলের মধ্যেই আমি ডুবে ছিলাম। কখনোই মনে হয় নি যে, এর মূল উৎস 'বখিলী'। অলঙ্কারের যাকাত আমার উপর ওয়াজিব হয়েছিল। দু-বছর ধরে তালবাহানা করছিলাম। মোটকথা চিন্তা-ভাবনার পর নিশ্চিত হওয়া গেল যে, 'সিফাতে বখিলী' (কৃপণতার রোগ) আমার মধ্যে রয়েছে।

উপরোক্ত ওয়ায শোনার পর আমার 'হালত'এর মধ্যে এমন পরিবর্তন এল যা বর্ণনা করা অসম্ভব। মনের মধ্যে এক বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্টি হল এবং মনে হতে থাকল যে, আমার 'কলব' ঈমান শূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও অনুভূত হত এই অবস্থা পূর্ব অবস্থা থেকে অবশ্যই ভালো। শেষোক্ত অবস্থার যদি কোনো দৃষ্টান্ত দেয়া যায় তবে সেটা এই যে, 'লম্ফ ঝম্ফকারী

www.islamfind.wordpress.com

প্রলাপ বকা' রুগীর 'জোলাপ' চিকিৎসা দেওয়া হলে (যার মাধ্যমে অনবরত পাতলা পায়খানা হতে থাকে) তার জ্ঞান-বুদ্ধির প্রতিবন্ধকতা ও অনুভূতির বাধাগ্রস্থতা কেটে যায়। কিন্তু জোলাপের ফলে দুর্বলতা বেড়ে যায় এবং উঠা-বসা করতেও অপারগ হয়ে যায়। যেই লোকটি অস্বাভাবিক শক্তি নিয়ে লাফা-লাফি ও ছুটা-ছুটি করছিল, প্রলাপ বকছিল, চিকিৎসার ফলে তার নিস্তেজ হয়ে যাওয়া দেখে ধারণা হতে পারে যে লোকটির শান্তি নষ্ট হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দুর্বলতার মধ্য দিয়ে সে প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে যাচ্ছে সুস্থতার দিকে, সক্ষমতার দিকে। ঠিক এভাবেই আমার মনে হত আমার কলব ঈমান হারা হয়ে পড়েছে নাউযুবিল্লাহ্! কিন্তু জানি না কী এর রহস্য যে, আমার ভেতরটা ধীরে ধীরে ভালোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমার মন মেজাজ সুস্থ হয়ে উঠছিল। আমার এই অবস্থা পূর্বের অবস্থা থেকে অবশ্যই উন্নত। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, এটাও পূর্বের বিকৃত রুচিরই কোনো অংশ নাকি এরও কোনো ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে? সারকথা সেই বুযুর্গদের কথাটি অর্থাৎ 'ওয়ারেদাতকে গুরুত্ব দিতে নেই' স্মরণ করে এই অবস্থার ভালো-মন্দের বিবেচনা ত্যাগ করলাম এবং স্থির করলাম যে, এতে 'কলবী' হালত যাই হোক না কেন 'মরযে বুখল' বা কৃপনতার রোগ থেকে আমাকে মুক্তি পেতেই হবে। এতে আমার এখতিয়ার ও ক্ষমতার দখল আছে। আমি এর জন্য 'মুকাল্লাফ' নির্দেশপ্রাপ্ত। আমি বাধ্য।

আমি এর চিকিৎসার দিকে মনোযোগী হলাম এবং মনের অনাগ্রহকে উপেক্ষা করে খরচ করতে শুরু করলাম। সাংসারিক খরচপাতি সংকুচিত করে যাকাত আদায় করা শুরু করলাম। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পঞ্চাশ রুপিয়া (১০০ বছর পুর্বের কথা) দান করে দিলাম। সময়টি ছিল রোম সাম্রাজ্য ও বুলগেরিয়ার যুদ্ধের সময়। এই সব অর্থ 'তামলীক' করে যুদ্ধের জন্য চাঁদা হিসাবে দিয়ে দেয়া হল। কিছু অর্থ ইতিপূর্বে দেওয়া ছিল। সব মিলিয়ে এক শ রুপিয়ার কাছাকাছি হয়ে গেল। যেদিন যাকাত সম্পূর্ণ আদায় হয়ে গেল সেদিন মনে হতে লাগল যে, কলবের অবস্থা এমনভাবে বদলে গেল যেমন চোখে ছানি পড়ে বহু বছর পর্যন্ত কেউ অন্ধ হয়ে রইল এবং দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল হঠাৎ সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সে যেমন নতুন জীবন ফিরে পায়, হঠাৎ করেই সে ফিরে আসে অন্ধকার থেকে আলোর জগতে আমার অবস্থাও হয়ে গেল ঠিক সেইরকম। মনে হল যে, কলবের মধ্যে একদম কোনো পেরেশানি নেই। সেখানে বিরাজ করছে ভীষণ এক

www.islamfind.wordpress.com

প্রশান্তি। সব কিছুই সোজাসুজি বুঝতে পারছি। এক ধরনের ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। এবং মনের মধ্যে আশঙ্কাও জাগছিল। মনে হচ্ছিল এটা যদিও আগের চেয়ে ভালো অবস্থা কিন্তু কেমন যেন অজানা ও অচেনা। যেমন কারো কোনো হারিয়ে যাওয়া বস্তু বহুবছর পর ফিরে পেলে সেটা চিনতে বেশ সময় লাগে। অথবা যেমন কেউ দীর্ঘক্ষণ ভীষণ অন্ধকারে কাটানোর পর হঠাৎ তীব্র আলো জ্বলে উঠলে সে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে থাকে, আমার অবস্থাও যেন তাই হয়ে গেল। প্রথম প্রথম আশঙ্কা হতে থাকল যে, এটা আগের চেয়েও বেশি মারাত্মক কোনো 'হাল' তো নয় যা আমার অপরিচিত? কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই স্পষ্টই অনুভূত হলে থাকল যে, ইনশাআল্লাহ্ এটা 'হালতে মাহমুদাহ'ই হবে। তা সত্ত্বেও আমি কিছু নফল এবং দরুদ শরীফ পড়ে দুআ করলাম–

رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِیْرًا

(অর্থ- হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং আমাকে নিজের পক্ষ থেকে দান করুন সাহায্যকারী বিজয়) ৮০:১৭

নতুন করে আবার কোনো বিপদে পড়ে যাই কিনা এই আশঙ্কায় আমি এই অবস্থার দিকে মনোযোগ দিতাম না। অবশ্য এটুকু খুবই লক্ষ্য রাখতাম যে, কিসের কারণে আমার এই উপকার হল? বহু চিন্তা-ভাবনার পর এটাই বুঝে আসল যে, পূর্ববর্তী বিপদের কারণ ছিল 'যাকাত দানে বিলম্ব' এবং 'কৃপণতা'। যাকাত আদায় হয়ে যাওয়ার ফলে আল্লাহ্ তাআলার এই অনুগ্রহ ও দয়া পেলাম। আর তখনই এই আয়াতের অর্থ বুঝে আসল–

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ

(অর্থ- আর দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য, যারা যাকাত দেয় না এবং যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে।) ৬–৭: ৪১

এর শুকরিয়া হিসাবে আমি তুর্কিস্থানের চাঁদা হিসাবে আরো পঞ্চাশ রুপিয়া দান করার সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে দৃঢ় করে নিলাম এবং দানের ক্ষেত্রে যদিও গোপনীয়তা উত্তম কিন্তু এই দানের জন্য প্রকাশ্য প্রচারকেই বেশি ভালো মনে করলাম। যথারীতি একটি বিশাল সমাবেশে অন্যান্য দানের পাশে প্রকাশ্যে ঐ

www.islamfind.wordpress.com

পঞ্চাশ রুপিয়া দানের ঘোষণা দিলাম। সভার কর্তৃপক্ষকে বললাম যে, প্রকাশ্যে এই চাঁদা প্রদানের উদ্দেশ্য এটাই যে, আপনারাও এই পদ্ধতি অন্যান্য সমাবেশে চালু করে দিন। সেই সমাবেশে আমার আত্মীয় এবং সহকর্মীদের এমন অনেকেই ছিলেন যারা জানতেন যে, আমার আর্থিক সংকট চলছে। আমার মনে হল ঐ সব লোকের সামনে এত বড় অঙ্কের চাঁদা দেয়াতে এই ধারণা হবে যে, এ লোকের অর্থ সম্পদ ঠিকই আছে কিন্তু আমাদের কাছে গোপন রাখে। আরো মনে হল- বর্তমানে এই পরিমান অর্থ আমার হাতে নেই, সুতরাং পরিশোধ করতে পারি বা না পারি এ পরিমান অর্থের বোঝা মাথায় চাপিয়ে নেওয়া ঠিক হচ্ছে না। আরো মনে হল- আমার এই দানের ফলে হয়ত ঐ সব লোক প্রশংসা করবে আর তাতে আমার মধ্যে 'উজব' রোগ (আত্মপ্রশংসা) পয়দা হবে। কোনো পরোয়া না করে আমি নিজেকেই বললাম- মনের মধ্যে নিয়ত যখন করে ফেলেছি তখন তার খেলাফ (লঙ্ঘন) করা যাবে না। দান করার নিয়ত করে যদি সেটা ভঙ্গ করি তবে তো সেই সব মুনাফেকের দলভুক্ত হয়ে পড়ব যাদের কথা আল কুরআনে বলা হয়েছে-

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ. فَلَمَّآ اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ.

(অর্থ- তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে, তিনি যদি আমাদেরকে অনুগ্রহ (সম্পদ) দান করেন তবে অবশ্যই আমরা দান করব এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব। অতঃপর যখন তাদেরকে তিনি অনুগ্রহ (সম্পদ) দান করলেন তখন তারা তাতে কার্পন্য করল এবং কৃত ওয়াদা থেকে সরে গেল তা (ওয়াদা) ভঙ্গ করে। সুতরাং এরই শাস্তি হিসাবে আল্লাহ্ তাদের অন্তর সমূহে কপটতা (নেফাক) ঢেলে দেন সেদিন পর্যন্ত যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হবে। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত ওয়াদা লঙ্ঘন করেছিল এবং এজন্য যে, তারা মিথ্যা কথা বলত।) ৭৫–৭৭: ৯

আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে আমি যে মহাবিপদ থেকে মুক্ত হতে পেরেছি সেটার কথা ভুলে যাওয়া কোনোভাবেই আমার উচিৎ নয়। সাবধান থাকতে হবে যেন আবার সে রকম কোনো সমস্যায় না পড়ি। লোকে আমাকে ধনী মনে করলে আমার কী! মুআমালা ঠিক রাখতে হবে আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে। আর 'উজব'

www.islamfind.wordpress.com

এর ভয়? এতো নফসের 'শারারাত' দুষ্টামী। সময় যদি চলে যায় তবে জনগণকে তুর্কি চাঁদার জন্য উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ আর কোথায় পাব? সময় পেরিয়ে গেলে অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। মোটকথা মনের সকল ধারণা ও সংশয়ের জবাব তৈরি করে সেগুলোকে 'নফসের ধোকা' আখ্যা দিয়ে এবং 'যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার জন্য পথ বের করে দেন এবং এমন স্থান থেকে রিযিক দেন যা সে ভাবতেও পারে না।' আয়াতের উপর দৃষ্টি রেখে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে পঞ্চাশ রুপিয়া দেওয়ার ওয়াদা ঘোষণা করে দিলাম। মানুষ যখন দেখল একটি নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার হল এবং পদ্ধতিটি চাঁদা সংগ্রহের জন্য উপকারী তখন সবাই বাহবা দিতে লাগল শাবাশ! শাবাশ!! রব উঠতে লাগল। যার কারণে 'উজব' এর ধারণাটির সত্যতা পাওয়া গেল। আমার মধ্যে এরকম আত্মতুষ্টি পয়দা হল যে, কোনো সমাবেশে পাঁচ/দশ টাকার চাঁদা কেউ দেয় না আমি দিয়েছি পঞ্চাশ টাকা। যদিও এই খেয়ালের একেবারেই পরোয়া করলাম না। কেননা এটা দানের পরে তৈরি দানের ভিত্তি নয়। এরপরও আলহামদুলিল্লাহ্, এই খেয়ালের একটি প্রাকৃতিক 'এলাজে'রও ব্যবস্থা হয়ে গেল। ঠিক তখনই মজলিসের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল- এটা তেমন কিছু নয়। আজকেই গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে মেহমানদেরকে মিষ্টি খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে বাজেট ছিল পাঁচ শ রুপিয়া। তিনি মিষ্টির পরিকল্পনা বাতিল করে পুরো পাঁচ শ রুপিই দান করে দিয়েছেন। এ ছাড়া আরো একটি 'কুদরতী এলাজ' পয়দা হল। তখনই এক বিধবা মহিলা পনের রুপিয়া পাঠালেন। অবস্থা এবং পরিমানের বিচারে ঐ দুটি দানের সামনে আমার দান কিছুই নয়। আমি প্রাণ ভরে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করলাম, আলহামদুলিল্লাহ্! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্! এরপর চিন্তা করে বুঝতে পারলাম- এখন 'বুখল' বা কৃপনতা খুবই কমে গেছে। খরচ করতে মনের মধ্যে যেভাবে বাধা তৈরি হত এখন আর তেমন হয় না।

একদিন আমি মসজিদ থেকে ফিরছিলাম। এক ভিক্ষুক এসে বলল- আমার পা খালি, জুতা ছাড়া খালি পায়ে চলছি, আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার পায়ের জুতা খুলে দিলাম। খুব লক্ষ্য করে দেখলাম 'তবীয়ত' বা 'নফস' (স্বভাব) আপত্তি করে কিনা। আলহামদুলিল্লাহ্! দেখলাম কোনো আপত্তি নেই। এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'তবীয়ত' এর পরীক্ষা করে বুঝলাম এখন আর সে সব কিছু নেই। যদি কৃপণতার কিছু থেকেও থাকে তবে তা থেকে আমি ইনশাআল্লাহ্ গাফেল নই।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৫৫

www.islamfind.wordpress.com

বান্দার দৃষ্টিতে সুস্থতা ও অসুস্থতা নির্ণয়ের একটি স্পষ্ট আলামত ছিল 'হেরছে তআম' (খাবারের প্রতি অধিক আকর্ষণ) হাদীস শরীফ-'মুমিন এক পেটে খায় আর কাফের খায় সাত পেটে' এর আলোকে, অনেক ক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখেছি, যাদের মধ্যে নানান প্রকারের খাদ্যের রকমারি আয়োজন এবং এ ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব প্রদানের প্রচলন আছে, তাদের অবস্থা ভালো পাওয়া যায় না। আলীগঢ় কলেজ এবং ইসলামী মাদারেসের (মাদরাসাগুলোর) মাঝে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। একজন ব্যারিষ্টারের মাসিক খাবারের ব্যয় সাত শ রুপিয়া। আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি। সাবেক 'হালতে' খাবারের লোভ ছিল এবং এ ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেওয়া জরুরি মনে হত। যেসব নেককার বুযুর্গের স্বল্প আহারের ঘটনা প্রসিদ্ধ, যেমন খাজা আলাউদ্দিন ছাবের রহ. তাঁদের প্রতি আমার এক ধরনের আপত্তি ছিল। আমি জানতাম যে আমার কলবের মধ্যে 'কুফরে'র বীজ লুকিয়ে আছে। আলহামদুলিল্লাহ্! এখন আর সে-সব কিছু নেই। (অর্থাৎ বুযর্গদের আহারের ব্যাপারেও মনের মধ্যে কোনো এ'তেরায নেই আবার খাবারের ব্যাপারেও মনের মধ্যে অধিক কোনো গুরুত্ব নেই) এখন অবস্থা এই যে, যদি দস্তরখানে পোলাও, কোর্মা এবং ডাল দুটোই থাকে, তবে দুটোই একরকম মনে হয়। আর পেট ভরে খাওয়ার চেয়ে অল্প আহারকেই আমার 'তবীয়ত' এখন বেশি প্রাধান্য দেয়। এখন অধিক খাওয়ার পক্ষের সেই সব অজুহাত ও যুক্তির কথাও মনে পড়ে না।

মোটকথা যখন থেকে আমার যাকাত আদায় হয়ে গেছে তখন থেকেই 'হালত' পাল্টে গেছে। এখন আলহামদুলিল্লাহ্, কথা ঠিকমতো বুঝে আসে। ভালো কে ভালো এবং মন্দকে মন্দ মনে হয়। উলামাদের প্রতি রগবত (আগ্রহ) এবং উমারাদের (ধনী ও শাসকদের) প্রতি বে-রগবত (অনাগ্রহ) আছে। এখন মন্দ সোহবত অথবা খবরের কাগজ পড়লেও সেই ক্ষতি হয় না যা আগে হত। বরং মন্দ সোহবত থেকেও কখনো কখনো ভালো কিছু পেয়ে যাই। (এর অর্থ এই নয় যে, এখন আমি মন্দ লোকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা জরুরি মনে করি না। জরুরি আগের চেয়েও বেশি মনে করি। ঘটনা কী ঘটেছে আমি শুধু সেটাই তুলে ধরছি।) পূর্বে কখনো যদি অনিচ্ছাতেও খারাপ সংস্পর্শে যেতাম তবে বিদ্যুৎ গতিতে খারাপের প্রভাব আমার উপর পড়ত। খারাপের প্রভাব থেকে বাঁচা আমার জন্য অসম্ভব ছিল। এখন আলহামদুলিল্লাহ্ 'মন্দ সোহবত' থেকে আমি একদমই প্রভাবিত হই না বরং আমার প্রভাবই কখনো কখনো খারাপের উপর গিয়ে পড়ে। আমার তবীয়ত (স্বভাব) 'হক' কে গ্রহণ করে

www.islamfind.wordpress.com

নেয় এবং 'বাতিল' কে ত্যাগ করে। এখন আলহামদুলিল্লাহ্ সেই পূর্বের 'হালত' আবার ফিরে এসেছে নতুন সংযোজনসহ। আগে তো মন্দের ইলম ছিল না এখন মন্দের ইলমও আছে। 'বিপরীত'কে দিয়েই বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। যে মানুষ মন্দকে চেনে না সে তা থেকে নিজেকে বাঁচাতেও পারে না।

এত দীর্ঘ বিবরণ আমি নিজের কিংবা হুযূরের সময় নষ্ট করার জন্য দেই নি। তিনটি কারণে বিবরণকে এতটা দীর্ঘ করার সাহস পেয়েছি।

এক– এমন মহাখুশীতে আপনার মতো এমন মুরব্বিকে কিভাবে ভুলে থাকি! আপনাকে শরিক না করে কিভাবে থাকি? কষ্ট কিংবা সুখ সব সময়ই আমি পেয়েছি আপনারই তারবিয়াত। পেয়েছি আপনারই পরিচর্যা। তাছাড়া 'যে মানুষের কৃতজ্ঞতা জানায় না সে আল্লাহ্রও কৃতজ্ঞ হতে পারে না' হাদীসের কথাটি কিভাবে ভুলে যাব? আমি একেবারে নির্দ্বিধায় হুযূরের খিদমতে আরজ করছি যে আমি এর চেয়ে বেশি হুযূরের শুকরিয়া আদায় করতে পারব না-

از دست گدائے ناتواں باید ہیچ - جز آنکہ بصدق دل دعائے بکند

(অর্থ- নিঃস্ব নিরুপায় ফকির কী-বা তোমায় দেবে! প্রাণখুলে একটু দুআই তো দেবে)

আমার মনে আছে সেই সময়ের কথা যখন ভীষণ পেরেশান হয়ে যেতাম, কোনো কিছু করতে পারতাম না, নিজের অজ্ঞাতেই দুআ করতে থাকতাম হে আল্লাহ্! আমার উপর রহমত কর আশরাফ আলীর উসিলায়, ইমদাদুল্লাহ্র এবং রশীদ আহমদের উসিলায়, তোমার সকল অলীর উসিলায় এবং আমাদের প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলায়।

দুই– দয়া করে আমাকে বলুন এ ধারণা সঠিক কিনা যে পূর্ববর্তী দূর্দশার কারণ ছিল যাকাত না দেওয়া। এমন যেন না হয় যে, কারণ আসলে অন্য কিছু, যা আমার জানাই নেই। উপকার যা হয়েছে সেটা ক্ষণিকের জন্য। মূল কারণ ভেতরে রয়ে যাওয়ার ফলে সেটা কঠিন হয়ে আবারও ফিরে আসবে।

তিন– 'যাকাত' এর মতো একটি জাহেরি আমল আদায় না হওয়ায় যদি এমন ক্ষতি হতে পারে, তাহলে 'আ'মালে কলবী'-র মতো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ত্রুটিতে না জানি আরো কতো ভয়াবহ অবস্থা হতে পারে।

হুযূরের খিদমতে আমার মিনতি যে, দয়া করে এমন কোনো পদ্ধতি আমাকে বলে দিন যাতে আমি বুঝতে পারি আমার মধ্যে কী কী 'রোগ' আছে? এবং সেগুলোর চিকিৎসাই বা কী? যেন সেগুলো থেকে মুক্তির চেষ্টা করতে পারি।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৫৭

www.islamfind.wordpress.com

নিজের দোষ-ত্রুটি নিজে নিজে বুঝতে পারা যথেষ্ট কঠিন। আর সঙ্গী সাথীদের অভ্যাস হল প্রশংসা মুখের উপর করবে কিন্তু দোষ-ত্রুটির কথা প্রকাশ করবে না। আর তারা একে মনে করে দোষ গোপন রাখা। আমার মতে এটা দোস্তি বা বন্ধুত্ব নয় এটা হল 'তরকে এসলাহ' বন্ধুর সংশোধন বর্জন। এমন দুর্লভ ও বিরল বন্ধুও দেখেছি যিনি আমাকে ভুল ধরিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন, চিন্তা করে দেখেছি সত্যিই দোষটি আমার মধ্যে ছিল। অবশেষে আমি তা সংশোধন করে নিয়েছি। আমি সত্যিকার বন্ধুত্ব এটাকেই মনে করি।

বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীদের এই যখন অবস্থা তখন নিজের দোষ-ত্রুটি কী ভাবে জানব? এ উদ্দেশ্যে আমি আমার সম্পর্কে অন্যদের ধারণা বোঝার চেষ্টা করি তাদের কথা ও আচরণের ধরণ থেকে। এই চেষ্টায় আমার কাছে ধরা পড়েছে যে, কিছু লোক মনে করে আমি অহঙ্কারী। এটা আমার কিছু আত্মীয় ও ঘনিষ্ট বন্ধুদের ধারণা। এ বিষয়ে আমি সাধ্যমতো চিন্তা-ভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এর আসল কারণ 'আমার কম কথা বলা' এবং 'কারো ভালো-মন্দে নাক না গলানো।' তাছাড়া নিজের 'মা'মুলাত'-র (অযীফাসমূহের) পাবন্দি করতে গিয়ে সকলের সঙ্গে ততখানি মেলা-মেশা সম্ভব হয়ে উঠে না যতখানি তারা আশা করে। আর কারো ভালো-মন্দের মধ্যে নিজেকে জড়ালে সেখানে হয়ত কারো মিথ্যা শিকায়াতকে সত্য বলতে হয় অথবা বিরোধিতা করতে হয়। সত্য বললে মিথ্যা হয় এবং তাতে কারো গীবত করা হয় অথবা কারো উপর অপবাদ লাগানো হয়। বিরোধিতা সমপর্যায়ের কারো সঙ্গে হলে সেটা মূল্যহীন। আর বড়দের সঙ্গে হলে মূল্যহীন এবং বেয়াদবীও। এছাড়া বিরোধিতা করতে গেলেও কথা শেষ পর্যন্ত গীবত, শেকায়াত ও মিথ্যা অপবাদসহ আরো নানান মন্দ বিষয়ে গিয়ে ঠেকে।

আমার যেহেতু আগেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, চেনা-জানা লোকদের দ্বারা অবস্থা বেশি খারাপ হয় এবং অজানা লোকদের দ্বারা কম, এ কারণে জানাশোনা লোকদের থেকে বেশি দূরত্ব বজায়ে রাখতাম। এর ফলে তাদের ধারণা হয়েছে যে, আমি অহঙ্কারী। আমি এর পরোয়া করি নি। কারণ তাদের সঙ্গে মেলা-মেশার দ্বারা আমার দীনী ক্ষতি হয়, যা আমার কাম্য নয়। না মিশলে তারা আমাকে ভাবে 'অহঙ্কারী' কারো মুখ বন্ধ করা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ক্ষতি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে তাদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করলে আমাকে অহঙ্কারী বলা ছাড়া তারা কী ক্ষতি করবে! অজানা লোকদের থেকে যেহেতু ক্ষতি কম হয়, তাই তাদের সঙ্গে কথা-বার্তা, দেখা-সাক্ষাৎ ও

www.islamfind.wordpress.com

যোগাযোগের দ্বারা আমার মনের মধ্যে প্রফুল্লতা থাকে। এর কারণে এসব লোক আমাকে 'অহঙ্কারী' বলে না। বরং দেখা যায় গরিব লোকেরা আমার সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গ।

কিছু মানুষের দ্বারা বারবার আমি কষ্ট পেয়েছি কিন্তু কখনোই তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি নি। তারা আমার পিছনে নামায পড়ে না আমি যথারীতিই তাদের পিছনে নামায পড়ে যাচ্ছি। মোটকথা অজানা লোকেরা আমাকে অহঙ্কারী বলে না। জানি না কাদের ধারণা সঠিক। যারা আমাকে অহঙ্কারী বলে তাদের? নাকি যারা আমাকে নিরাহঙ্কারী মনে করে তাদের?

এতো ছিল এমন এক রোগের কথা, যার ব্যাপারে মানুষের ধারণা আমার মধ্যে রোগটি আছে। অথচ আমার ধারণা 'ওটা' আমার মধ্যে নেই। আরেকটি রোগ যার ব্যাপারে অন্যদের ধারণা যে, আমার মধ্যে নেই অথচ আমার ধারণা সেটা আছে। সে রোগটি হল 'হাসাদ' (হিংসা)। সহকর্মী বা সঙ্গীদের মধ্যে কাউকে কোনো নেয়ামত পেতে দেখলে কিছুটা খারাপ লাগে। তবে আশার কথা এই যে, সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূত হয় যে, এটা 'হাসাদ'। এর প্রতিকার হিসাবে আমি যা করি তা এরূপ- ঐ নেয়ামত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হয়ে আমার হাতে কোনো প্রকার সুযোগ থাকলে তার জন্য নিজেই প্রচেষ্টা চালাতে থাকি। এই প্রয়াস এতদূর পর্যন্ত চালাতে থাকি যে, এতে আমার ক্ষতি এবং সমস্যাও হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত কখনো এমন হয় নি যে, এ ধরনের কোনো ক্ষেত্রেই আমি নফসের ধোকা খেয়েছি। তারপরও আমার প্রশ্ন এই যে, মনের মধ্যে কারো ভালো দেখলে এই জ্বলনটুকু কেন হবে? এটা যদি 'হাসাদ' বা হিংসা হয়ে থাকে তবে মেহেরবানী করে এর কোনো 'মা'কূল এলাজ' (যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা) জানিয়ে দেবেন। এই ধরনেরই আরেকটি ত্রুটি রয়েছে আমার মধ্যে 'উজব' যা অন্যদের জানা নেই কিন্তু আমার জানা আছে। যখন আমার দ্বারা কোনো ভালো কাজ হয়ে যায় তখন মনের মধ্যে এই 'খাহেশ' (আকাঙ্ক্ষা) জেগে উঠে যে, কেউ দেখুক বা জানুক এবং প্রশংসা হোক। এর প্রতিরোধও আমি সাধ্যমতো করতে থাকি। কিন্তু কখনো কখনো এমন অবস্থা তৈরি হয়ে যায় যে, 'এলাজ' কী হবে বুঝতেই পারি না। যেমন আমার সহকর্মী যখন কোনো কাজে ত্রুটি করে এবং আমি ঠিক করি (যেহেতু সে স্পষ্ট ভুল করছে) তখন নিজের ব্যাপারে মনের মধ্যে প্রশংসা জাগবেই এটাকে আমি কীভাবে ঠেকাব? এবং নিজের সঠিক কাজটিকে ভুল এবং তার ভুলকে ঠিক কীভাবে বলব? এতদসত্ত্বেও আমার সহকর্মীকেও পরামর্শে ডাকা হলে

www.islamfind.wordpress.com

তার ভুল মারাত্মক এবং সকলের চোখে ধরা পড়ার মতো না হলে এবং এর দ্বারা যদি কোনো স্পষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তবে নিজের কাজটাকেই ভুল এবং তাকেই সঠিক বলে রায় দেই এবং আমার হাত গুটিয়ে নিয়ে কাজটা তার নামে করে দেই। এই হল আমার চূড়ান্ত এলাজ ও চিকিৎসা। এতে আমার আর্থিক ক্ষতিও হয়ে যায়। কিন্তু তাতেও আমার যুক্তি এই যে, যদি নিজের কাজকে সঠিক এবং অন্যের কাজকে ভুল আখ্যা দেই তাতে তো 'উজব' হয়েই গেল। আর্থিক ক্ষতিও হল এবং মূল রোগ রয়েই গেল।

এই কয়েকটি রোগের কথা তো আমার জানা আছে কিন্তু 'সকল রোগের জ্ঞান তো চিকিৎসকের কাছে।'

হুযূরের যাত এর উপর আমি অনেক আস্থা ও ভরসা রাখি, এবারও বলছি ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই থানাভবন হাজির হব। আমার এবারের উপস্থিতি শুধুমাত্র সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নয়। এবার হাজির হব একজন তালিবে ইলম হিসাবে। ইচ্ছা রয়েছে ঈদুল ফিতরের কাছাকাছি কোনো একদিন উপস্থিত হব। অনেক বেশি বিলম্ব হল এই আবেদনপত্র লিখতে। লিখতে বসে উল্টাসোজা যা মনে এসেছে লিখে ফেলেছি এবং সেটাই পোস্ট করে দিচ্ছি। আশা করি আমার বক্তব্য এবং এর পারস্পারিক অসংলগ্নতা এবং ভাষা ও শব্দের দুর্বলতার দিকে না তাকিয়ে আমার কঠিন অবস্থার কথাগুলো বিবেচনায় নিবেন। এত খারাপ 'হালত' জানাতেও তো লজ্জা লাগে। কিন্তু কী আর করব 'ডাক্তারের কাছে তো ব্যাথার কথা গোপন করতে পারি না।'

زانکہ تو ہر خار را گلشن کنی - دیدۂ ہر کور را روشن کنی

(অর্থ- সকল কাঁটাকেই করেছ তুমি পুষ্পোদ্যান, অন্ধ সকল চোখকে করেছো আলোক দান)

আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করে সালাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবার বর্গ ও প্রিয় সাহাবীদের প্রতি। ১৫ই জিলহজ্জ, ১৩৩১ হিজরী, মীরাঠ থেকে।

জবাবঃ হামদ ও সালাতের পর আপনার জিজ্ঞাসার জবাবে নিবেদন করছি এই যে, তরীকতের মধ্যে 'মকসূদে আসলী' বা আসল লক্ষ্য হল শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি এবং তাঁর নৈকট্য লাভ। আর এতে যত বিষয়ের দখল ও প্রভাব আছে সেগুলোই প্রভাবের পরিমান হিসাবে 'মামূর বিহি' (অবশ্য পালনীয়) আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে ও তাঁর নৈকট্য প্রাপ্তিতে কোন্ কাজে

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৬০

www.islamfind.wordpress.com

এতটুকু ভূমিকা আছে সেটা বলতে পারেন শুধুমাত্র আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এমনিভাবে 'আসলী মাযমূম' এবং 'মুজতানাব আনহু' (প্রকৃত বর্জনীয় ও নিন্দনীয়) হল আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও তাঁর থেকে দূরত্ব। আর যতগুলো বিষয়ের দখল রয়েছে এই ক্ষেত্রে (অর্থাৎ তাঁর অসন্তুষ্টি ও দূরত্ব তৈরির ক্ষেত্রে) সেগুলো দখলের পরিমান হিসাবে 'নিষিদ্ধ'। মনে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা এটি।

দ্বিতীয় ভূমিকা এই যে, আল্লাহ্র নৈকট্য সৃষ্টিতে অথবা তাঁর থেকে দূরত্ব তৈরিতে যতগুলো বিষয়ের দখল বা ভূমিকা রয়েছে সেগুলো সবই 'এখতিয়ারী বিষয়,' (মানুষের জন্য অসাধ্য নয়, বরং তার সাধ্য ও সামর্থের মধ্যে আছে এমন বিষয়গুলোকে বলা হয় 'এখতিয়ারী বিষয়')। এগুলোর মধ্যে একটি বিষয়ও 'গায়রে এখতিয়ারী' (মানুষের অসাধ্য বিষয়) নেই। আর এটাই হল-

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

এর তাৎপর্য- (আল্লাহ্ তাআলা কারো উপর তার সাধ্যাতীত কিছু চাপিয়ে দেন না।) বাকারা: ২৮৬

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল এই যে, 'এখতিয়ারী বিষয়' ব্যাপক। এতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে 'জাহেরি দৈহিক' এবং 'বাতেনি কলবি' উভয়ই। কুরআন হাদীসের অনুসন্ধান এবং দীনী রুচি ও অভিজ্ঞতা থেকে সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণ হয় যে, 'জাহেরি বিষয়' এর অর্থ হল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল সমূহ, ভালো হোক বা মন্দ। 'বাতেনি বিষয়' এর মানে হচ্ছে আভ্যন্তরীন ও চরিত্রগত। এই 'বাতেনি বিষয়' দু-প্রকারের–

১. আকায়েদ, সহী বা বাতিল (শুদ্ধ ও সঠিক বিশ্বাস এবং বাতিল ও ভ্রান্ত বিশ্বাস) এবং আখলাক, মাহমূদাহ বা মাযমূমাহ। (প্রশংসনীয় চরিত্র, অথবা নিন্দনীয় চরিত্র।)

সুতরাং আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেই বিষয়গুলোর ভূমিকা রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ-

এক- 'আ'মালে হাসানাহ' ভালো আমলসমূহ।

দুই- 'আকায়েদে সহীহাহ' শুদ্ধ বিশ্বাসসমূহ।

তিন- 'আখলাকে মাহমূদাহ' উত্তম বা প্রশংসিত চরিত্র ও আচরণসমূহ।

মূলত এই বিষয়গুলোই পালনের জন্য শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে। এগুলোই 'মামূর বিহা' অবশ্য করনীয় ও পালনীয়।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৬১

www.islamfind.wordpress.com

আর যে সব বিষয়ের ভূমিকা রয়েছে আল্লাহ্ থেকে দূরত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেগুলো নিম্নরূপ-

এক- 'আমালে কারীহাহ' বিশ্রি বা মন্দ কাজসমূহ।

দুই- 'আকায়েদে বাতেলা' বাতিল ও ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহ।

তিন- 'আখলাকে মাযমূমাহ' নিন্দিত স্বভাব চরিত্রসমূহ।

ইসলামী শরীয়তে এই বিষয়গুলোই নিষিদ্ধ। মানুষের জন্য এগুলোই বর্জনীয় ও পরিত্যাজ্য।

চতুর্থ ভূমিকা যা মূলত দ্বিতীয় ভূমিকা থেকে আবশ্যিক রূপে বুঝে আসে এবং স্বতন্ত্র দলিল দ্বারাও প্রমাণিত। আর সেটা হল, যে বিষয়গুলো 'এখতিয়ার ও সাধ্যের' বাইরে সেগুলোর কোনোই দখল নেই আল্লাহ্র নৈকট্য সৃষ্টি বা তাঁর থেকে দূরত্ব তৈরির ক্ষেত্রে। যেহেতু 'নৈকট্য' ও 'দূরত্ব' সৃষ্টিতে সাধ্যাতীত বিষয়সমূহের কোনোই ভূমিকা নেই এজন্যই এগুলো 'পালনীয়' ও 'বর্জনীয়' কোনো বিষয়েরই অন্তর্ভূক্ত নয়। গায়রে এখতিয়ারী বিষয়গুলো না তো মা'মূলবিহা এবং না মানহি আনহা।

পঞ্চম ভূমিকা 'গাইরে এখতিয়ারী' (বা অসাধ্য) বিষয়গুলির অনেক প্রকার আছে। তারমধ্যে যেগুলোকে 'আল্লাহ্র নৈকট্য ও দূরত্ব সৃষ্টিকারী' হিসাবে সন্দেহ জাগে তা মাত্র কয়েকটি প্রকার। যেমন- নৈকট্য সৃষ্টির ব্যাপারে 'আহওয়ালে মাহমূদা' (প্রশংসনীয় অবস্থাবলী) ও 'কামলাতে ওয়াহাবিয়্যাহ' (আল্লাহ্ প্রদত্ত বিভিন্ন গুণ বা বুযুর্গী)।

এমনিভাবে দূরত্ব সৃষ্টির বেলায় 'ওসাবেস' (কূমন্ত্রণা সমূহ) 'খাতরাত' (শঙ্কা সমূহ) 'কবয' (নিরানন্দ)এর প্রকার সমূহ। গুনাহের প্রতি দুর্বল কিংবা প্রবল আকর্ষণ যা আকাঙ্ক্ষার পর্যায়ে পৌছে যায়। 'গায়রে এখতিয়ারী' (অসাধ্য কাজ) উক্ত প্রকার সমূহের জন্য 'নৈকট্য' ও দূরত্বে'র হুকুম প্রযোজ্য নয় শুনে আবার এটা বুঝবেন না যে, এগুলো নৈকট্য ও দূরত্ব সৃষ্টি করে না।

হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলা কাউকে আমলের কারণে অথবা একদম আপন অনুগ্রহে নৈকট্য দান করলেন এরপর তাকে ভূষিত করলেন 'কামালাতে ওয়াহাবিয়া'র (আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণের) ভূষণে। এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলা কোনো বান্দাকে 'আমালে মাযমূম' (মন্দ আমল)এর কারণে (বিনা আমলে নয়) ধিকৃত বানিয়ে দিলেন এরপর তাকে ফেলে দিলেন কোনো 'গায়রে এখতিয়ারী' (অনিচ্ছাকৃত) বিপদাপদে। কিন্তু এই বিপদ দূরত্বের 'ছবব' নয় বরং 'মুছাব্বাব'। (অর্থাৎ এই বিপদাপদের কারণে দূরত্ব তৈরি হয়

www.islamfind.wordpress.com

না। বরং 'মন্দ আমল' এর কারণে আল্লাহ্ থেকে তার দূরত্ব সৃষ্টি। আল্লাহ্ তাকে এই দূরত্বের পর গায়রে এখতিয়ারী বিপদ যার প্রতিকার হতে পারে শুধুমাত্র আমালে মুবঈদা' (দূরত্ব সৃষ্টিকারী মন্দ আমল) ত্যাগ করার মাধ্যমে। উপরোক্ত ভূমিকাগুলো ভালোভাবে স্মরণ রেখে এবার লক্ষ করুন। আপনার পেশা কাহিনীর সারবস্তু ছিল নিম্নরূপ-

১) উপলব্ধি বিশুদ্ধ হওয়া।
২) কল্যাণকর বিষয়সমূহ থেকে প্রভাবিত হওয়া।
৩) বিভিন্ন হাকীকত ও রহস্য উদঘাটিত হওয়া কিন্তু সেটাকে কামাল (বুযুর্গী) মনে না করা।
৪) এরপর ভালোর মধ্যে মন্দ এবং মন্দের মধ্যে কল্যাণ চোখে পড়তে থাকা, যদিও এই মনোভাবের কাছে আপনার পরাজয় হয় নি।
৫) ভালোর প্রভাব আপনার মধ্যে না পড়া এবং মন্দ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়া এমনভাবে যে, সেদিকে আকর্ষণ তৈরি হতে থাকে। এ ব্যাপারে আপনি কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।
৬) এই সঙ্গে আপনি এটাকে ভয়ঙ্কর মনে করেছেন এবং এই ওয়াস্ওয়াসাকে প্রতিরোধের প্রয়াস চালিয়েছেন। গৃহীত ব্যবস্থার কয়েকটি বিশদ বিবরণ।
৭) এইসব ব্যবস্থা থেকে সামান্য সময়ও গাফেল অসচেতন হয়ে গেলে সকল মেহনত ও পরিশ্রম বেকার হয়ে যেত।
৮) বাতিলকে হক মনে হত।
৯) এই শঙ্কা যে তরক্কীর (উন্নতীর) পথ বন্ধ হয়ে গেল।
১০) এরপর 'হার্টের দুর্বলতা' ও 'অনুভূতি শূন্যতার' কিছু আলামতের উল্লেখ।
১১) ভালো কথা কানে গেলে বেশি ক্ষতি হত।
১২) নিজের মধ্যে 'বুখল' (কৃপণতা) এর রোগ বুঝতে পারা।
১৩) 'এনফাক' বা খরচের মাধ্যমে তার চিকিৎসা।
১৪) ঐ চিকিৎসা 'বুখল' বা কৃপনতার পাশাপাশি অন্যান্য সাময়িক রোগের জন্যও আরোগ্যজনক ও কল্যাণকর হওয়া।
১৫) এই কল্যাণের 'শুকরিয়া' হিসাবে আরো এনফাকের (খরচের) নিয়ত করা এবং নফ্সের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিয়ত পূর্ণ করা।
১৬) কয়েকটি ঘটনা যেগুলো দ্বারা বুঝা যায় 'বুখল' বা কৃপণতার রোগ দূর হয়েছে।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৬৩

www.islamfind.wordpress.com

১৭) লোভ-লালসার স্বল্পতা দ্বারা 'বাতেন' বা অন্তরের সুস্থতার প্রমাণ দেওয়া।
১৮) পূর্বের (প্রাথমিক) অবস্থা ফিরে পাওয়া।
১৯) ইলমের উন্নতি মন্দ সম্পর্কে সজাগ অনুভূতিসহ।
২০) নিজের অবস্থার এত বিশদ আলোচনার কয়েকটি উদ্দেশ্য।
২১) নিজের আমল অবস্থা সম্পর্কে এবং তার চিকিৎসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা, বিশেষত 'হাসাদ' (হিংসা) এবং উজব (আত্মপ্রশংসা)-এর চিকিৎসা জানতে চেয়েছেন।

আমি (থানভী রহ.) আপনার সম্পূর্ণ চিঠি অত্যন্ত মনোযাগ দিয়ে ভীষণ আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি হরফকে আলাদা আলাদা করে বরং অধিকাংশ স্থানকে বারবার পড়েছি। এ ব্যাপারে যা কিছু বুঝেছি– এবং সেটাই লিখতেও চাই, এ দাবি করতে পারব না এবং করছিও না যে, আমার এলাজ এবং আমার প্রস্তাবনাটাই একমাত্র শুদ্ধ। কিন্তু 'এনতেহাঈ খয়ের খাহী' (চূড়ান্ত হিতাকাঙ্ক্ষা) এটাই যে, নিজের জন্য যা পছন্দ হবে সেটাই অন্যের জন্য পছন্দ করবে। মনে করুন আপনি একজন চিকিৎসক, প্রিয় রুগীর বেলায় আপনি অনেক পন্থা থেকে সেটাই গ্রহণ করবেন যা আপনার নিকটে সর্বাধিক পছন্দনীয় এবং সর্বাধিক কল্যাণকর মনে হয়। এই মূলনীতির আলোকেই আমিও নির্দ্বিধায় আমার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় এলাজটাই লিখতে চাই। মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং মনঃপুত হলে অনুসরণ করুন।'

আরেফীন (বিশেষজ্ঞ তরীকতপন্থীগণ) বলেন-

طرق الوصول الى الله بعدد انفاس الخلائق

(আল্লাহ্কে পাওয়ার রাস্তা এত বেশি যেমন মাখলূকাতের শ্বাস) আল্লাহ্কে পাওয়ার পথ ও পন্থার মৌলিক নীতিমালায় কখনও কোনো রদ বদল ঘটে নি। তবে মৌলিক নীতিমালা অপরিবর্তিত রেখে রুচি, যোগ্যতা ও পারিপার্শিক অন্যান্য ভিন্নতার কারণে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঐ নীতিমালার বহু ধারা উপধারায় অনেক রদবদল ঘটানো হয়েছে। আমি যে পদ্ধতিটি আপন মুর্শিদ (আলাইহির রহমাহ্) থেকে বুঝেছি– যাকে হাজারো রুগির ক্ষেত্রে কল্যাণকর পাওয়ায় এটাকে 'চূড়ান্ত পরীক্ষিত' বলা বিলকুল সহীহ, তার সারাংশ তাই যা সংক্ষেপে উপরে উল্লিখিত পাঁচটি ভূমিকা থেকে আপনি আল্লাহ্র ফযলে বুঝে নিয়েছেন। কিন্তু সেটার উপকারিতাকে পূর্ণাঙ্গ সহজ ও ব্যাপক করার স্বার্থে আরো কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা তুলে ধরছি।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৬৪

www.islamfind.wordpress.com

যে যে কষ্ট, বিপদ, বাধা ও সমস্যার কথা আপনি লিখেছেন, এগুলো কিছু মানুষের তুলনায় শতভাগের এক ভাগও নয়। (এখন এই মহূর্তে আমার এক জনের 'আহওয়াল' মনে পড়ে গেল এবং সেই অবস্থা আমাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল। বহু কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে লেখা মওকুফ হতে দিলাম না।) কিন্তু সেই ব্যক্তি ঐ সব পেরেশানিকে মাহবুবের (প্রিয়তম আল্লাহ্‌র) নেয়ামত মনে করে গুনগুনিয়ে উঠে-

خوشاوقت شوریدگاں غمش - اگر ریش بنیند وگر مرہمش

ویادم شراب الم درکشند - اگر تلخ بنیندوم درکشند

এবং ধৈর্য ধরে বরং আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে আপন কাজে লেগে থাকেন। নিজের পরিনাম ও পরিনতির ব্যাপার আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করে দেন আর কোনো 'তাদবীর'ই (ব্যবস্থাই) করেন না। কোনো তাদবীর না করাটাই তার জন্য হাজার তাদবীরের চেয়ে বেশি কাজ দেয়। আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ সোপর্দ করার বরকতে পরিণাম হিসাবে তিনি পেয়ে যান এমন নেয়ামত-

مالاعین رأت ولااذن سمعت ولا خطر علی قلب بشرای ممن لایفعل کذالك

(অর্থ- যা কোনো চোখ দেখে নি, কোনো কান শোনে নি এবং কোনো মানুষের অন্তরেও এমন কল্পনা জাগে নি, (অর্থাৎ যারা এরূপ করে নি...) তবে এই জবাব হল বিশেষ 'আহলে হাল' এর রুচির জন্য। 'আহলে এস্তেদলাল' (দলিল ও যুক্তি সন্ধানী) ব্যক্তির মনে এরপরও অপেক্ষা থেকে যাবে কিছু জানার, কিছু বিশ্লেষণের। এজন্য তার 'উসূলে এলমিয়্যা'র ব্যাখ্যাও করছি। যদিও এই ব্যাখ্যার উৎসও শেষ পর্যন্ত রুচি এবং স্বভাবগত উপলব্ধি। আমরা সকলেই জানি সব যুক্তি ও দলিল প্রমাণ (এস্তেদলাল)এর শেষ মূলত স্বভাব প্রকৃতিই (ফিতরত) হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যাটি এই যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বভাব ও প্রকৃতিগতভাবে (ফিতরাতান) প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কম বা বেশি এমন দুটি বিষয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন যা দ্বারা জীবনেও দূর হয় না। একটির নাম ধারণা বা কল্পনা (খেয়াল) এটির সম্পর্ক ইলমের সঙ্গে' অন্যটি হল 'মায়লানে নফস' (নফসের আকর্ষণ) এটির সম্পর্ক আমলের সঙ্গে। এদের না 'হুদুস' (সূচিত হওয়া) এখতিয়ারী আর না স্থায়িত্ব (বাক্বা) এখতিয়ারী। এ কারণে এদের প্রতিরোধ করা কিংবা নিশ্চিহ্ন

www.islamfind.wordpress.com

করাটাও এখতিয়ারী নয়। এমনকি হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে, একজন সাহাবীকে তিনি বলেন 'নিশ্চয় ঐ নারীর মাঝে যা কিছু আছে (সেগুলো ভিন্ন কিছু নয় বরং হুবহু) সেইরকম জিনিসই তার (তোমার স্ত্রীর) নিকটও আছে।' অন্য হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ, যার ভুল হয় যেমন তোমাদের ভুল হয়। আমিও ক্রুদ্ধ হই যেমন তোমরা হও।'

অন্য হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'ফাতরাতুল অহী'তে (অহী বন্ধ থাকার সময়ে) পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ার ইচ্ছা জাগত।

এতটুকু পার্থক্য আছে যে, সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে (খিয়াল ও অসাবেসের) কল্পনা ও কুমন্ত্রণাসমূহের এবং 'গুনাহের প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রহের' বিজয়ী হয়ে উঠার সুযোগ এসে যায়। চাই আমল করুক বা না করুক।

পক্ষান্তরে বিশিষ্টজনদের ক্ষেত্রে– যারা সাধনা (মুজাহাদা) করেছেন অথবা মুজাহাদার কায়েম মোকাম কোনো হাল 'এস্তেগরাক' ইত্যাদিকে যাদের উপর প্রবল করে দেওয়া হয় অথবা যাদের প্রাকৃতিক স্বভাবগত শক্তিগুলো দুর্বল করে দেওয়া হয়, তাদের বেলায় খেয়াল 'অসাবেস' 'গুনাহের প্রতি আকর্ষণ' ইত্যাদি মনের কোলাহল প্রবল ও বিজয়ী হতে পারে না। অথবা খুবই বিরল ক্ষেত্রে সে সুযোগ আসে কিন্তু মনের মধ্যে চলতে চলতে অথবা অল্প সময় থামতে থামতে শঙ্কা ও গুনাহের প্রতি দুর্বল-হাল্কা ধরনের আকর্ষণ তৈরি হয় কিন্তু আমল থেকে বাঁচার জন্য তাদেরও হিম্মতের জরুরত হয়। গুনাহের কাজ ঘটানোর ক্ষমতাও তাদের অটুট থাকে।

অবশ্য সাধনা না করা (গায়রে মুজাহিদ) সাধারণ ব্যক্তির সেটার (খেয়াল, ওয়াস্ওয়াসা ইত্যাদিকে) প্রতিরোধ ও প্রতিকারের প্রয়োজন পড়ে অনেক কষ্ট ও ক্লান্তির। হাকীকি মুজাহিদ বা হুকমি মুজাহিদ ওইগুলির প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সহজেই সফল হতে পারে। আর আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম এই শক্তি-সাধনা মুজাহাদা ছাড়া শুধু 'আল্লাহ্র দান' হিসাবেই পেয়ে থাকেন। যদিও তাঁরা কখনোই কোনো 'হাল' অবস্থার কাছে পরাজিত হন না। তাদের ক্ষেত্রে কোনো প্রাকৃতিক স্বভাবগত শক্তির মধ্যেও কোনো দুর্বলতা থাকে না। নফসের বিরোধিতা করার মূল পদার্থ প্রকৃতির হাতে তাদের মধ্য থেকে বের করে দেয়া হয়। আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ বিদীর্ণ করার (ছিনা চাকের) ঘটনায় তাঁর কলব মুবারক থেকে যে বস্তুটিকে বাহির করে দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় সেটা মনে হয় এই মূল পদার্থই।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৬৬

www.islamfind.wordpress.com

(নফসের বিরোধিতার মূল পদার্থ।) আর (হ্যাঁ কিন্তু সে মুসলিম হয়ে যায় অথবা কিন্তু আমি সেই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকি) হাদীসাংশের ভিত্তি এটাই মনে হয়। এছাড়া নবীগণের নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারটির সারাংশও এটাই (নফসের বিরোধিতার মূলশক্তি বের করে দেওয়া)। ব্যাপার এমন নয় যে, তাঁদের (গুনাহ থেকে) বাঁচার জন্য ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না এবং মন্দ কাজের (কাজটি ঘটানোর) ক্ষমতা থাকে না যেমন বিশেষ মুজাহাদা ও সাধনাকারীদের অবস্থা সম্পর্কে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারকথা, সর্বসাধারণের কলব বা মনের মধ্যে ওয়াস্ওয়াসা বেশি স্থান পায়। এবং গুনাহের আকর্ষণ 'আকাঙ্ক্ষা'র স্তরে পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে বিশিষ্টজনদের থেকে এদুটো দূর হয়ে যায় দুই ধরনের 'হাকীকি' ও 'হুকমি' মুজাহাদার কারণে অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওইদুটোর বাস্তবায়ন ঘটে না। বিরল ও দুস্প্রাপ্য ক্ষেত্রে তারাও মুক্ত থাকতে পারেন না। 'এই সম্ভাবনা (ওয়াস্ওয়াসা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া ও গুনাহের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ) বেঁচে থাকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে।' কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম থেকে বিনা সাধ্য-সাধনায় সেটা নাকচ করে দেওয়া হয়।

এরপর মনে রাখতে হবে 'সালিক' ও 'মাশায়েখে তারবিয়াত'এর নিকট 'তারবিয়াত ও এসলাহ' (সংশোধন ও পরিচর্যা) এর পদ্ধতি ও পন্থায় রয়েছে ভিন্নতা। কেউতো প্রত্যেক ওয়াস্ওয়াসা প্রতিরোধের জন্য এবং প্রতিটি মন্দ স্বভাবের (খুলুকে যমীমের যেগুলোর কারণে জাহেরি বা বাতেনি গুনাহের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়) উৎপাটনের উদ্দেশ্যে আলাদা আলাদা চিকিৎসা করেন এবং চিকিৎসা করতে বলেন। সদা সর্বদা 'কলব' ও নফসের দেখভাল করতে থাকেন। যখনই আবার কোনো দোষ-ত্রুটি বা রোগ দেখতে পান আবার নতুন করে চিকিৎসা শুরু করেন। এহ্এয়াউল উলূম' এবং এ জাতীয় কিতাবগুলোর 'মূলুক' পদ্ধতির সারকথা এটাই। আপনার চিঠি থেকে বুঝা যায় যে, আপনিও সে পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন, ফলে আপনার পেরেশানি সঙ্গীন এবং কাহিনী দীর্ঘ হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ্ সফল হয়েছেন। এই সফলতা প্রাপ্তির দিক লক্ষ্য করে আপনার চিঠির জবাব দীর্ঘ না করাটাই স্বাভাবিক ছিল। কেননা যে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে তা নিয়ে তাহকীক বা গবেষণা করা অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কাজ। শুধুমাত্র শেষ দুইটি বিষয় অর্থাৎ ২০ এবং ২১ নং সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু লিখে শেষ করে দিতাম। কিন্তু আমাকে যেহেতু সামনের দিনগুলির রুটিন বলতে হবে তাই এত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন হল।

www.islamfind.wordpress.com

যাই হোক, 'সুলূক ও তারবিয়াতে'র একটি পদ্ধতি এটা। আপনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন এ পদ্ধতিতে কী পরিমান কষ্ট ও ক্লান্তি। আবার এত কষ্টের পরও স্বস্তি পাওয়া যায় না। যখন তখন আবারও রোগ ফিরে আসার আশঙ্কা থাকে বরং রোগ প্রত্যাবর্তনের শঙ্কাকে ছাপিয়ে আরো বড় হয়ে উঠে এই ব্যাকুলতা যে, হয়ত কোনো রোগ এখনো রয়েই গেছে। অতীতের (ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ ইত্যাদির) ব্যাপারে আক্ষেপ রয়েছে আলাদা। মোট কথা প্রতি মুহূর্তে মনের মধ্যে আঘাত করছে তিনটি খটকা। অতীতের আক্ষেপ, বর্তমানের সংশয় এবং ভবিষ্যতের ভীতি। তরীকতের মুহাক্কিকীন, মুজাদ্দিদীন ও মুজতাহিদীন বা গবেষক ও সংস্কারকগণ (যাদের মধ্যে সর্বাধিক কামেল ও মুকাম্মিল আমার মুর্শিদ রহ.) চিন্তা করে দেখলেন বরং এলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের দেখালেন উপরোক্ত পদ্ধতিতে অবর্ণনীয় কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াও রুহানী পরিচর্যার ফলাফল পেতে সময় লেগে যায় এত অধিক যে কখনো কখনো অবস্থা দাঁড়ায়

এই কাব্যাংশের মতো- ع تا تو بمن میرسی من بخدا میرسم

(অর্থ– যতদিনে তুমি এসে পৌছুবে আমার কাছে, আমি পৌছে যাব আল্লাহ্র কাছে।)

এছাড়া বর্তমান সময়ের মানুষের শক্তি-সামর্থ এবং হিম্মতও অল্প। এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এলহাম যোগে তারবিয়াতের একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন। সে পদ্ধতিটি এই যে, এই সব অতীত ও ভবিষ্যত আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে অন্তরায়। আল্লাহ্ তাআলা এগুলো সৃষ্টি করেছেন আপনাকে (তাঁকে) পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে। অতীত ও ভবিষ্যতের উদয়াচলের উদ্দেশ্যে নয়। মাওলানা রুমী রহ. কী চমৎকার বলেছেন-

ماضی و مستقبل پردۂ خدا است

(তোমার অতীত ও ভবিষ্যত তোমার ও তোমার মাওলার মিলনের মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছে।)

বিগত গুনাহ থেকে তওবা অনুশোচনা এবং ভবিষ্যতে পাপমুক্ত তাকওয়া পরহেযগারির জীবন-যাপনের সংকল্প করা জরুরি। সে কারণে অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখা জরুরি। কিন্তু জরুরতের উসূল হল-

الضرورة تتقدر بقدر الضرورة

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৬৮

www.islamfind.wordpress.com

(জরুরি বস্তুর ব্যবহার সীমিত থাকে জরুরতের সময়কাল ও পরিমাণের মধ্যেই) এ মূলনীতির আলোকে ঐ দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করে ফেলতে হবে জরুরতের সীমার মধ্যে। অর্থাৎ অতীতের সকল গুনাহ থেকে সকল শর্তসহ খুব ভালোভাবে তওবা করার পর মনের মধ্যে এ বিষয়ের জল্পনা-কল্পনা করবে না। ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে সংকল্প করবে যে, ইনশাআল্লাহ্ তাআলা পুনরায় এই গুনাহ করব না। ব্যাস, এটুকুই। সারাক্ষণ শুধু এই কাহিনী নিয়ে পড়ে থাকবে না। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে যাকে হাদীসে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

راقب الله تجده تجاهك

(সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র ধ্যানে থাক, তাঁকে পাবে তোমার সম্মুখে)

যিকির, ফিকির এবং সাংসারিক কাজে লেগে থাকবে, এটাও যিকিরের মধ্যেই গণ্য। মোট কথা এই যে, নৈকট্য (কুরব) কে আসল উদ্দেশ্য জেনে এর জন্য নির্ধারিত কাজে লেগে থাকবে। 'আকায়েদ' সহীহ করার পর 'এখতিয়ারী' আমলসমূহ– চাই 'জাহেরি' হোক যেমন নামায এবং যাকাত, চাই 'বাতেনি' হোক যেমন 'খাওফ' (আল্লাহ্‌র ভয়) 'রজা' (আল্লাহ্‌র রহমতের আশা) 'শুকর' (কৃতজ্ঞতা) এবং 'ছবর' (ধৈর্য) ইত্যাদি, এছাড়া যিকির ও ফিকির বেশিরভাগ সময়ে এইগুলোতে মশগুল থাকবে। 'বু'দ' এর 'আসবাব' (আল্লাহ্ থেকে দূরত্বের উপকরণ ও কার্যকলাপ) অর্থাৎ 'জাহেরি' ও 'বাতেনি' গুনাহ থেকে বিরত থাকবে। এর প্রয়োজন নেই যে, 'আসবাবে কুরব' (আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ) এর মধ্যে 'মালাকা' (যোগ্যতা) সৃষ্টির চিন্তা করতে থাকবে এবং এরও দরকার নেই যে, 'আসবাবে বু'দে (দূরত্ব সৃষ্টিকারী বিষয় সমূহের)এর 'মাদ্দাহ' (মূল ও শেকড়)কে উৎপাটন করে দেবে। এখতিয়ারী বিষয়গুলোর যেটাতে ত্রুটি হবে সেটাকে ক্ষতিকর এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে এবং সেটার সংশোধন করবে। গায়রে এখতিয়ারী বিষয়গুলোর কোনো কিছু নিজের মধ্যে থাকা না থাকার দিকে একটুও ভ্রুক্ষেপ করবে না। সংশোধনের বেলায়ও খুব বেশি খুঁজাখুঁজি করবে না। যেমন কোনো জরুরি কাজে যদি গোলমাল হয়ে যায় তবে তার কাযা করে নেবে। কোনো অন্যায় কাজ ঘটে গেলে তওবা ইস্তেগফার করে নেবে। এরপর আপন কাজে মশগুল হয়ে যাবে। ঐ একটা বিষয় নিয়েই পড়ে থাকবে না। এরূপ হায় হায় করে বেড়াবে না যে, হায়! কেন ঐ কাজটি ছুটে গেল! কেন এই কাজ আমার দ্বারা হল! এগুলোকে ঐ সব মনীষী (মুহাক্কিকীন, মুজাদ্দিদীন ও

www.islamfind.wordpress.com

মুজতাহিদীন)গণ 'বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন' (গুলু ও মুবালাগাহ) মনে করেন, কুরআন ও হাদীস যাকে নিষিদ্ধ করেছে।

لا تغلوا فى دينكم من شاق شاق الله عليه سددوا وقاربوا واستقيموا ولن تحصوا.

من غلبت النوم فليرقد. لاتفريط فى النوم انما التفريط فى اليقظة.

(অর্থ- 'দীনের মধ্যে অতিরঞ্জন করো না।' 'যে ব্যক্তি নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলবে আল্লাহ্ তাআলা তার উপর কষ্ট চাপিয়ে দেবেন।' 'সঠিক পথে চলো, মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, অবিচল থাক তোমরা কিছুতেই দীনকে সার্বিকভাবে পরিবেষ্টন করতে পারবে না।' (যদি মনে কর যে দীনের প্রতিটি বিষয়ের উপর আমল করবে, তার একটি ক্ষুদ্র অংশও ছুটতে দিবে না তবে কিছুতেই সেটা করা সম্ভব হবে না।) 'কারো উপর নিদ্রার চাপ প্রবল হয়ে গেলে তার উচিৎ শুয়ে পড়া।' 'ঘুমিয়ে থাকলে অপরাধ নেই অপরাধ জাগ্রত অবস্থায়।' হযরত আরেফ শিরাজী বলেন 'কঠোর সাধনাকারীদের জন্য জগৎটা কঠোর হয়ে যায়।'

এই 'বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন' এর মন্দ প্রভাব এ যুগের মানুষের দুর্বল শক্তি ও হিম্মতের উপর পড়ে এইভাবে যে, খুব শীঘ্রই নৈরাশ্য 'সালেক'কে অকেজো করে দেয়। এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় কখনো প্রাণ কখনো ঈমান। জীবনের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাবে সুস্থতা হারিয়ে যায়। অতিরিক্ত ভাবনা ও চিন্তার কারণে রক্তচাপ বেড়ে যায়, ঈমানের উপর এর প্রভাব এই যে, আ'মাল ও এলাজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কষ্ট ও ক্লেশ সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত সফলতা না পাওয়া অর্থাৎ রুহানী রোগ থেকে মুক্তি না হওয়া অথবা বিলম্বিত হওয়া অথবা সুস্থ হওয়ার পর আবার তা হারানোর কারণে এবং রোগ ব্যাধি বারবার ফিরে আসার কারণে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বিরক্তি এবং অভিযোগ সৃষ্টি হয়। তাঁর প্রতি সৃষ্টি হয় অসন্তুষ্টি। মনের মধ্যে ফুঁসে উঠে এই অভিযোগ যে, আমাকে এতকাল ধরে এত কষ্ট করে দেয়ালে মাথা ঠুকতে হল তাহলে-

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.

(অর্থ- যারা আমার পথে সাধনা (মুজাহাদা) করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথ দেখিয়ে দিব।) আয়াতের ওয়াদা কোথায় গেল?

এভাবে এই পন্থায় হাজার হাজার মানুষ প্রাণ ও ঈমান হারা হয়েছে। তাছাড়া নিজের আমলকে পূর্ণাঙ্গ এবং প্রচেষ্টাকে চূড়ান্ত জ্ঞান করে সর্বদা ফলাফলের প্রতীক্ষা এই পথে সার্বক্ষণিক গলার ফাঁস হয়ে যায়। ফলে নিজের আমলের

www.islamfind.wordpress.com

প্রাপ্তিকে আল্লাহ্‌র দানের তুলনায় বেশি ভারী মনে হয়। যার সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, কখনোই নিজেকে সফল মনে করতে পারে না। এ কারণে অকৃতজ্ঞতার মধ্যেই পড়ে থাকে। আর নিজের ধারণা মতে যদি সফল হয়েও যায়- সেই সফলতা আবার কখনো নষ্ট হলে (এরূপ পরিবর্তন তো জীবনভর চলতেই থাকে) আবার সেই বিরক্তি ও পেরেশানি শুরু হয়ে যায়, সারা জীবনেও এর ধারাবাহিকতা আর কখনো শেষ হয় না। তার অথবা তাকে দেখে অন্যদের মন বলে উঠে আল্লাহ্‌র এই পথ থেকে আল্লাহ্‌র পানাহ চাই, যে পথে বিপদ আর অশান্তি ছাড়া সুখ আর স্বস্তির কোনো নাম নিশানা নেই।

তাহলে বুঝে দেখুন, কত বড় বিপদজনক পদ্ধতি। বিপদ নিজের জন্যও এবং অন্যের জন্যও। অতএব এই বাড়াবাড়ি ও কষ্ট-ক্লেশের ঐসব ক্ষতি ও ত্রুটি দেখে তাঁরা (পরবর্তী যুগের মুহাক্কিক ও মুজাদ্দিদ মাশায়েখ) এই প্রস্তাবনা পেশ করেছেন যে, ঐ সব সুক্ষ্মতা ও গভীরতার প্রতি একেবারেই ভ্রুক্ষেপ করবে না। যদি কোনো ভালো অবস্থা (ওয়ারেদে মাহমূদ) আগত হয় তবে না তো সেটাকে 'কামাল' (বুযুর্গী) মনে করবে, না সেটার স্থায়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, না সেটা দূর হলে (ফউত হলে) আক্ষেপ করবে। যদি কোনো ওয়াস্‌ওয়াসা মনের মধ্যে জাগে তবে সেটাকে তাড়ানোর জন্য একেবারে জীবন দিয়ে ফেলবে না। যিকিরের প্রতি খুব 'মুবালাগা' (বাড়াবাড়ি) এর সঙ্গে নয় বরং হাল্কাভাবে মনোযোগী হবে। চাই সেটা দূর হোক বা না হোক। অবশ্য এতে দূর হয়েই যায়। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে সাহস সঞ্চয় করে এর জন্যও তৈরি থাকতে হবে যে, ওয়াস্‌ওয়াসা দূর হোক বা না হোক তাতে কিছু যায় আসে না। যিকির করবে 'নৈকট্য' লাভের উদ্দেশ্যে, ওয়াস্‌ওয়াসা দূর করার উদ্দেশ্যে নয়। যদি অসাচ্ছন্দের (কবযের) অবস্থা আগত হয় সেটাকে মন্দ ভাববে না, সেটা দূর হয়ে যাওয়ার চিন্তা করবে না আকাঙ্ক্ষাও করবে না। মোটকথা সর্বদা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রার্থী এবং তাঁর অসন্তোষ থেকে পলায়নপর থাকবে। যে বিষয়গুলোর দখল রয়েছে তাঁর সন্তোষ তৈরিতে- আর তা সীমাবদ্ধ রয়েছে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল হিসাবে পালনীয় নির্দেশের মধ্যে, তার উপর আমল করবে। যদি কোনো কিছু ছুটে যায় তবে 'কাযা' করে নেবে। এটা একবারেই সহজ, কোনোরূপ কষ্ট নেই এতে। আল্লাহ্ বলেছেন 'তিনি তোমাদের জন্য দীনের মধ্যে কোনো কষ্ট রাখেন নি।'

আর যে বিষয়ের দখল রয়েছে অসন্তোষ উৎপাদনে- যা সীমাবদ্ধ নিষিদ্ধ সমূহের মধ্যে, তা থেকে বিরত থাকবে। এটাও খুবই সহজ উপরোল্লিখিত

www.islamfind.wordpress.com

প্রমাণের ভিত্তিতে। যদি অসন্তোষ উৎপাদনকারী কোনো কিছু সংগঠিত হয়ে যায় তবে ইস্তেগফার করবে। নিজেকে বিশিষ্টজনদের (খাওয়াছ) শ্রেণী ভুক্ত মনে করবে না এবং সর্বসাধারণের 'আহওয়াল' (অবস্থা) দ্বারা ঘাবড়াবে না। না বর্তমানে ফলাফলের প্রত্যাশী হবে না ভবিষ্যতে উন্নত মর্তবার আকাঙ্ক্ষী হবে। শুধু এই দুআ করতে থাকবে যে আল্লাহ্! আমাকে দুনিয়াতে আমলের তাওফিক দান কর, আখেরাতে জান্নাত দান কর এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিও। ব্যাস এই হল সুন্নতি তরীকত বা মাসনূন সুলূক।

উপরোক্ত বক্তব্যের উপর যদি এই সংশয় বা প্রশ্ন জাগে যে, যদি শুধুমাত্র মনের ওয়াস্ওয়াসা এবং গুণাহের প্রতি আকর্ষণ ক্ষতিকর না হয় এবং ক্ষতিকর হয় শুধু আমল তবে এটা তো সাধনা ও মুজাহাদা ছাড়াও হাসিল হতে পারে, তাহলে মুজাহাদার প্রয়োজন কি?

জবাব এই যে, সত্যিই এর জন্যে মুজাহাদা করা ফরজ বা ওয়াজিব নয়। মুজাহাদা করার মধ্যে শুধু এতটুকু কল্যাণ হয় যে, গুনাহের প্রতি মনের আকর্ষণ ঠেকাতে বেশি কষ্ট বা বেগ পেতে হয় না। খুব সহজে নফসের উপর জয়ী হওয়া যায়। মুজাহাদা না করা ব্যক্তির জন্য যা খুবই কষ্ট সাধ্য। ব্যাস মুজাহাদার মধ্যে এটুকুই লাভ।

এটা একেবারেই ভুল ধারণা যে, মুজাহাদা করলে গুণাহের প্রতি আকর্ষণই নির্মূল হয়ে যায়।

এর দৃষ্টান্ত এরকম যে, সভ্য-শান্ত ঘোড়াও কখনো কখনো বজ্জাতি করে এবং অবাধ্য হয়ে যায় কিন্তু তা জলদী আবার পোষ মেনেও যায় ঐ সভ্যতার কারণে। পক্ষান্তরে অসভ্য ঘোড়াকে পোষ-মানানো খুবই কষ্টকর হয়ে থাকে।

এবার 'সালেক' এর জন্য এসব 'ওয়াস্ওয়াসা', 'কবয' (অস্বাচ্ছন্দ) এবং গুনাহের প্রতি আকর্ষণের কতিপয় কল্যাণ ও উপকারিতার কথা বলেই এই চিঠি সমাপ্ত করতে চাই। এতে রয়েছে করুণাময়ের বেশ কিছু গোপন করুণা (আলতাফে রহমানীয়াহ) যা জানলে এ সকল বিপদে আক্রান্ত ব্যক্তি পরিপূর্ণ সান্ত্বনা লাভ করবে এবং অসংকোচে গেয়ে উঠবে-

ألا لا يجأرن أحوالية – فللرحمن الطاف خفية.

(অর্থ- খবরদার! বিপদগ্রস্ত লোকেরা যেন ফরিয়াদ ও নালিশ না করে কারণ মেহেরবান আল্লাহ্র রয়েছে অনেক গোপন রহমত ও মেহেরবানী।)

এক- ঐ ব্যক্তি কখনো 'উজব'-এ (আত্মপ্রশংসার) আক্রান্ত হয় না। সে মনে করতে থাকে আমার হালত খুব খারাপ।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৭২

www.islamfind.wordpress.com

দুই- সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকে। নিজের ইলম ও আমলের ব্যাপারে গর্ব করতে পারে না। ভেতরে জাগ্রত থাকে এই অনুভূতি যে, আমার ইলম, আমল ও হাল যে কী চীয, তার আসল রূপ দেখা হয়ে গেছে।

তিন- এই দুর্গম গিড়ি যদি কেউ জীবনে অতিক্রম করে থাকে তবে তার মধ্যে শয়তানকে মোকাবেলা করার শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়। এগুলোর প্রতি তার মনে আর ভীতি থাকে না। সে ভাবে যে, ওয়াস্ওয়াসা... ইত্যাদি আমার কী আর ক্ষতি করবে? এগুলো তো দেখে ফেলেছি! এগুলো অতিক্রম করতে হয় নি এমন পবিত্র, কোমল ও নাজুক স্বভাব লোকের জন্য যে কোনো ক্ষতিকর সংস্পর্শ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই যায়। যে কথাটি আমি একবার বলেছিলাম আপনাকে যে, এর কারণ মনে হয় স্বভাবের কোমলতা ও নাজুকতা।

চার- মৃত্যুর সময় যদি হঠাৎ এই অবস্থার মুখোমুখি হয়ে পড়ত তবে আল্লাহ্ জানেন পেরেশান হয়ে কী কী খেয়াল ও অলিক কল্পনা নিয়ে দুনিয়া ছাড়ত। এই সর্বনাশা ঘাঁটি যদি কারো জীবনে একবার এসে চলে যায় তবে তার মধ্যে এগুলো বরদাশ্ত করার শক্তি ও সামর্থ এসে যায়। এরপর মৃত্যুর কঠিন মুহূর্তেও এরূপ ঘটলে সে পেরেশান এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বদগুমান (খারাপ ধারণা পোষণকারী) হবে না। এতমিনান (স্বস্তি) এবং আল্লাহ্র মহব্বত নিয়েই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে।

পাঁচ- এই ব্যক্তি অভিজ্ঞ হয়ে যায়। অন্য বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করতে পারে খুব সহজে।

ছয়- সে সর্বক্ষণ নিজের উপর আল্লাহ্র রহমত দেখতে পায়। মনের মাঝে এই অনুভূতি সজাগ থাকে যে আমার মতো এত বড় নালায়েককে আল্লাহ্ এত নেয়ামত দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

সাত- ঐ হাদীসের তাৎপর্য একেবারে খোলা চোখে দেখতে পায় যে, মাগফেরাত বান্দার আমলের দ্বারা হবে না, হবে রহমান এর রহমত দ্বারা।

এমনি আরো অনেক অনেক কল্যাণ রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। আমি এ ধরনের কল্যাণ ও উপকারিতার দিকেই ঈংগিত করে বলেছিলাম যে, কোনো 'হালতে মাহমূদাহ' আসন্ন।

আশা করি আগোছালো হওয়া সত্ত্বেও আমার বক্তব্যকে আপনার জিজ্ঞাসার বিভিন্ন অংশের সাথে মিলিয়ে নেবেন এবং ইনশাআল্লাহ্ তাআলা সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন। প্রত্যেক জিজ্ঞাসার প্রতিটি অংশের জবাব দেওয়ার

www.islamfind.wordpress.com

প্রয়োজন বোধ হয় নি আমার। শুধুমাত্র শেষের দুটি বিষয় অর্থাৎ ২০ ও ২১ নং সম্পর্কে- মূলত জিজ্ঞাসার মূল অংশও সেটুকুই, দু-চারটি কথা লিখে দেওয়া সমিচীন মনে করছি।

আপনার বক্তব্য 'তিনটি কারণে বিবরণ এত দীর্ঘ করেছি... দুই- কারণ যাকাত'...

জবাবঃ দয়া করে কারণ খুঁজে হয়রান হবেন না। কারণের চিন্তা করবে না। রোগ পুনরায় ফিরে আসার ব্যাপারেও কোনো আশঙ্কা করবেন না। নফ্সকে জানিয়ে দিন 'যদি তুমি আবারও দুষ্টামি কর তবে আমিও আবার সেই চিকিৎসাই নিব। আপনার বক্তব্য 'তিন- যাকাতের মতো একটি জাহেরি... আমার কী কী রোগ...'

জবাবঃ নাতো 'আমরায' (রোগসমূহ) এর ফিকিরে পড়বেন, না বিস্তারিত চিকিৎসার।

আপনার বক্তব্য- 'আমার মধ্যে অহঙ্কার আছে' 'হাসাদ' 'উজব'...

জবাবঃ এসকল চিন্তাই বর্জন করুন। ধরে নিলাম আপনার মধ্যে ওগুলো আছে, ঐ সব আখলাকের মূল (মাদ্দাহ) থাকাটা ক্ষতিকর নয়। ক্ষতিকর হল তার উপর আমল করা। আমলের মধ্যেও শুধু সেটাই ক্ষতিকর যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না করেন তাহলে সেটা আমল নয়, সেটা হল ওয়াস্ওয়াসায়ে আমল।

এখানেই শেষ করছি কথা।

আপনাকে এবং আমার নিজেকে (নফসকে) সোপর্দ করছি শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী মহান আল্লাহ্র উপর। ইনশাআল্লাহ্ আমার ও আপনার আমাদের সকলের শুভ পরিণতির আকাঙ্ক্ষা রাখি। সকল কথায়, সকল স্থানে তিনিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী।

(এই বক্তব্য লিখেছেন আশরাফ আলী এক বৈঠকে যার পরিমান ছিল তিন ঘন্টা। ১৮ই মুহাররম ১৩৩২ হিজরী।)

উপকৃত হওয়ার জন্য পীর ও মুরীদের রুচি অভিন্ন হওয়া শর্ত এবং হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. এর ব্যতিক্রমী সংশোধনী রুচি

হালঃ হুযূর! আস্সালামু আলাইকুম ওয়াআলামান লাদাইকুম...

হুযূরের সম্ভবত মনে আছে যে, আমি... সিলসিলাভুক্ত এবং এমন এক পীরের দস্ত মুবারকে 'বাইআত' হয়েছি যার জাহেরি ওফাত (ইনতেকাল) এর পর

www.islamfind.wordpress.com

আমার মতো এমন জাহেরি ও বাতেনি কামালাত (নুযুর্গী) সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আজ পর্যন্ত আর চোখে পড়ে নি। যার মহান চরিত্র ছিল 'মুহাম্মদী চরিত্রের বাস্তব নমুনা' এ কথার স্বীকৃতি সিলসিলাভুক্ত ব্যক্তিগণ এবং অন্য লোকেরাও দিত। কিন্তু হায় আমার দুর্ভাগ্য! এমন জালাল ও জামালে রহমানীর মাযহার (মহান ব্যক্তি) পেয়েও নিজের গাফলাত ও অবহেলার কারণে উপকৃত হতে পারি নি। আজও আমার মনে হযরত মাওলানা... এর মহব্বত জীবন্ত হয়ে আছে এবং ওয়াকীন রয়েছে যে, মৃত্যু পর্যন্ত এই মহব্বত অবিকৃত থাকবে। অনেক বড় বড় বিখ্যাত মাশায়েখকে দেখেছি কিন্তু মাওলানার কাছাকাছি ভক্তিও কারো প্রতি জাগে নি। আল্লাহ্ জানেন এটা কি আমার মাহরূমির আলামত নাকি কোনো একদিন এই বিশাল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ গাফলাত ও অবহেলার স্তূপ থেকে বেরিয়ে আমার অস্তিত্বকেও জ্বালিয়ে দেবে।

آفاقہا گردیدہ ام - مہرتباں دزدیدہ ام

بسیار خوباں دیدہ ام - لیکن تو چیزے دیگرے

অর্থ- বিশ্বজগত ঘুরে এসেছি, মুদ্রা মহর ঢের এনেছি। ঢের দেখেছি রূপের মেলাও, তুলনা তোমার পাই নি কোথাও।

কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে মাওলানার জীবদ্দশাতেই আমার হৃদয়ের একটি কোণ ঝুঁকে ছিল তাঁর দিকে যিনি মহান, শ্রদ্ধেয়দের কাছে ছিলেন শায়খুল আলম, এবং খাসরুল কুল এবং সে যুগের সকলের কাছেই ছিলেন আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক। যদিও নিজ মুর্শিদকেই মনে করতাম ফয়েয ও বরকতের উৎস, তথাপিও একটি পোস্টকার্ডে একবার আমি নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়ে সাক্ষাতের ইচ্ছা ও দুআ চেয়ে হযরত হাজী সাহেব কেবলার বরাবর সাহারানপুর মাদরাসা থেকে পাঠিয়েছিলাম। ঐ কার্ডের যদিও কোনো জবাব পাই নি এবং কয়েক মাস পরেই হযরত হাজী সাহেব কেবলার বেছাল (ইনতিকাল) হয়ে গেছে। বেছালের পর এ অধম এক স্বপ্ন দেখে যা দ্বারা একদম কামেল একীন হয়ে গেছে যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার ঐ কার্ডের জবাব। আমার মন চায় আল্লাহ্ তাআলা যেন এমন একটি সুযোগ করে দেন যে, আমি সামনা সামনি হুযূরকে স্বপ্নটি বলব এবং মিনতি করে বলব আল্লাহ্র ওয়াস্তে স্বপ্নটির ব্যাখ্যা পূরণ করে দিন, যা পূরণ করার ক্ষমতা এ মুহূর্তে সম্পূর্ণ আপনার মুঠোর মধ্যে রয়েছে।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৭৫

www.islamfind.wordpress.com

স্বপ্নের বিষয়টি সবিস্তারে আমি লিখতে সংকোচ বোধ করছি। আমার কলমকেও সে স্বপ্ন জানতে দিব না। আমি চাই সেটা শুধু আপনাকে বলতে।

غیرت از چشم برم روئے دیدن ندہم - گوش رانیز حدیث تو شنیدن ندہم

(অর্থ- আমার সংকোচ এতই বেশি যে, তোমার চেহারা দেখতে দিব না খোদ চোখকেও কর্ণকেও শুনতে দিব না তোমার কথা।)

হযরত হাজী সাহেবের ইন্তেকালের পর মনে হয় যেন জগৎটাই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সে অন্ধকারে চতুর্দিক দৃষ্টি ফেলে, অন্ধের মতো হাতড়াতে থেকেছি কিন্তু নৈরাশ্যের ভয়ানক রূপ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে নি। বারবার দিল থেকে এই আওয়াজ উঠেছে-

تہیدستان قسمت راچہ سود از رہبر کامل - کہ خضر از آب حیوان تشنہ می آرد سکندرا

(অর্থ- 'কামেল পীর পেলেও কী লাভ তাতে, যদি হয় নিজের কপাল পোড়া। আবে হায়াত পান করে হযরত খিজির অমরত্ব লাভ করলেও সিকান্দার পানির পিপাসায় ছটফট করল।)

কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও ঐ স্বপ্ন আমাকে একটু আলোর ঝলক দেখিয়ে দেয়। হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেয় আশার প্রদীপ। যেন আমাকে বলে যায়-

لاتقنطوا من رحمة الله

('আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না')

আমার মুর্শিদ ও পীর সাহেবের ইন্তেকালের পর আমার অন্তরে মানবীয় ত্রুটিবশত আপনার ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ ছিল যা প্রকাশ করা আমার জন্য ভীষণ লজ্জাজনক। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্ মুজাফ্‌ফর নগরে জগৎ আলো করা সৌন্দর্য (আপনার চেহারা মুবারক) এক নজর দেখার পর হৃদয়ের অন্ধকার রহমতের আলোতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হুযূরের যিয়ারত আমার অন্তরকে আচ্ছাদনকারী সকল সন্দেহ ও ধারণাকে বের করে দূরে নিক্ষেপ করেছে।

آے خدا قربان احسانت شوم - ایں چہ احسان است قربانت شوم

(অর্থ- হে আল্লাহ্! তোমার এহসান ও দয়ায় আমি কুরবান ও উৎসর্গীত। কী চমৎকার এহসান তোমার, আমি উৎসর্গীত!)

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৭৬

www.islamfind.wordpress.com

বর্তমানে হৃদয়ে ইশকের আগুন দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুর্শিদের জ্বালানো সেই অগ্নিতে সময়ের দৈর্ঘ আর আমার গাফলত জমিয়ে তুলেছিল ছাই এর স্তূপ, হুযূরের বৈদ্যুতিক শক্তির ভীষণ আকর্ষণ আবার তাকে করে তুলেছে দ্বিগুণ। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। এই পথভোলা পথিককে সাহায্য করুন। যেই চিরস্থায়ী দৌলতের আকাঙ্ক্ষা এক মহান বুযুর্গের দস্ত মুবারকে আমার হাত সমর্পন করে দিয়েছিল দুর্ভাগ্যক্রমে যেই দৌলত থেকে আমি মাহরূমই রয়ে গেছি, দয়া করে সেই দৌলত আমাকে দান করুন। আপনার মহান মুর্শিদ (হযরত হাজী সাহেব) এর রুহানী অসিয়তও স্বপ্নযোগে এই অক্ষমের পক্ষে রয়েছে। আমার বর্তমান হালত হুবহু এই পংক্তির মতো-

دو گونہ رنج عذاب است جان مجنوں را - بلائے صحبت لیلیٰ وفرقت لیلیٰ

(অর্থ- মজনু প্রেমিকের যাতনা দ্বিগুণ, লায়লার মিলন ও বিরহের আগুন।)

মাদরাসায়ে দীনীয়াতে দেখমত করা এবং হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা এবং বর্তমানে যেখানে খেদমতে আছি সেখানের পেরেশানির কথা যেমন সময়মতো অযিফা না পাওয়া, মাঝে মাঝে চাঁদা উঠাতে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় জানিয়ে আমি হুযূরের কাছে মশওয়ারা চেয়েছিলাম। বিশেষভাবে জানতে চেয়েছিলাম যে মাদরাসার শিক্ষকতা করা বেশি ভালো নাকি মসজিদে ইমামত। সবশেষে হুযূরের কাছে দীর্ঘ চিঠির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

বিশ্লেষণঃ আপনার চিঠি- যাকে বলা যায় সরল সত্য স্বীকৃতি ও বিবৃতি, পেয়ে আশ্বস্থ হলাম। 'সত্যের জবাব সত্য ছাড়া আর কী?' এর ভিত্তিতে জরুরি মনে করছি যে, চিঠি পড়ে যা মনে এসেছে নিঃসংকোচে সোজাসুজি প্রকাশ করে দেই। সেগুলো মোটামুটি পাঁচটি বিষয়-

১. এই পথে প্রত্যেক পথিকের রুচি পৃথক হয়ে থাকে।

২. উপকৃত হওয়ার জন্য রুচির অভিন্নতা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

৩. মুর্শিদ ও পীর নির্ধারণে তাড়াহুড়া করা তরীকতের অন্যতম নিষিদ্ধ বিষয়।

৪. দীর্ঘ সোহবত (বা দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ) ছাড়া কারো রুচি সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি হয় না।

৫. আমার রুচি মরহুম মাওলানার (আপনার পীরের) রুচি থেকে অনেক বিষয়েই ভিন্ন।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৭৭

www.islamfind.wordpress.com

এগুলো ছিল ভূমিকা। এবার আসল উদ্দেশ্যের বিবরণ তুলে ধরছি। কোনো মুসলিমের খেদমত করতেই আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার মঙ্গল এতেই যে, এই নির্বাচনে তাড়াহুড়া করবেন না ৩.নং বিষয়ের কারণে। কেননা আমার রুচি আপনার রুচির সঙ্গে নাও মিলতে পারে ১.নং-এর কারণে। এতে আপনার কোনো উপকার হবে না ২.নং বিষয়ের কারণে। বরং আপনার জন্য জরুরি এই যে, 'বার বার সাক্ষাৎ করতে থাকুন' 'গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন' অথবা 'দীর্ঘসময় যাবত পত্র যোগাযোগ রক্ষা করুন' কারণ এটাও সাক্ষাতের মতোই (মুলাকাতে হুকমি) চতুর্থ বিষয়টির কারণে।

আপনি যদি ইতিমধ্যে মাওলানা মরহুমের (আপনার পীরের) রুচিতে নিজেকে রঙ্গিন করে নিয়ে থাকেন তবে আমার রুচি-পছন্দ আপনার ভালো লাগবে না পঞ্চম বিষয়টির কারণে। যদিও খারাপ ধারণাও হয়ত হবে না, রুচির ভিন্নতাকে স্বভাবগত ও বিশ্লেষণগত মনে করার কারণে।

আর যদি পুরাপুরি নিজেকে না রাঙিয়ে থাকেন অথবা রাঙিয়েছিলেন বটে কিন্তু বর্তমানে সে ব্যাপারে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে, অবস্থার বদল হলে যেটা হওয়াও সম্ভব, তাহলে আমার সঙ্গে আপনার রুচি পছন্দের মিল ঘটতেও পারে। তেমন হলে তখন আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা গ্রহণযোগ্য হবে। নতুবা (অর্থাৎ আমার সঙ্গে রুচি-পছন্দের মিল হওয়ার পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে) নিজ সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করার প্রয়োজন হয়ে যেতে পারে। প্রত্যাহারের কথা প্রকাশ করলে সেটা তিক্ততার সৃষ্টি করবে আর গোপন করলে বাড়বে সংকোচ ও পেরেশানি। উভয়টাই ক্ষতিকর।

এবার প্রসঙ্গক্রমে আমার রুচি-পছন্দের কিছু ক্ষুদ্র দিকও তুলে ধরছি-

১. 'রিয়া' লোক দেখানো প্রবণতার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা।

২. 'নফসানী তাসাররুফাত' বা বশীকরণ ইত্যাদিকে পছন্দ না করা।

৩. ভাব গাম্ভীর্যের ব্যাপারে সংকোচ।

৪. রসম-রেওয়াজের সাথে কিছুতেই নিজেকে না জড়ানো, এমন কি সেগুলো জায়েয হলেও।

৫. বিরোধীদের মোকাবেলা না করা।

৬. আমার কাছে 'আহওয়াল' বা অবস্থাবলীর গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব আছে শুধু আমালের (কাজের)।

৭. আমার নিকট সাধনা বা মুজাহাদা মানে গুনাহ ত্যাগ করা আর মুবাহ কম করা, মুবাহ ত্যাগ করা নয়। এমনি ধরনের আরো অনেক কিছু...

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৭৮

www.islamfind.wordpress.com

সর্বশেষ যে বিষয়টি আপনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন সে ব্যাপারে আমার বক্তব্য- তা'লীমের (শিক্ষকতার) কাজকে আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি এই শর্তে যে, অযিফা (বা বেতন) পেতে যেন পেরেশানি না হয়। আর চাঁদা উঠানোকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করি। উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে তালীমের কাজ যদি না পাওয়া যায় তবে শেষ পর্যায়ে হল ইমামতি ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও আংশিক বিষয়ের জন্য পরামর্শ দেওয়া আমার নীতিবিরুদ্ধ। যে মৌলিক নীতিমালা বলেছি সেগুলোর আলোকে নিজের বিষয়গুলোকে মিলিয়ে নেবেন। জরুরি প্রয়োজনের কারণে চিঠিকে দীর্ঘ করা দোষণীয় নয়।

www.islamfind.wordpress.com

প্রথম অধ্যায়

পীরের সোহবত ও বাইআতের বর্ণনা

বাইআতের উদ্দেশ্য দীনদারীর সংশোধন

হালঃ হুযূরে আলী বাইআত করে নেয়ার পর থেকে এই গোলামের গৃহ থেকে জিন্নাতের ঝামেলা মিটে গেছে। বৎসরাধিক কালের জ্বর ভালো হয়ে গেছে। এখন নাতো রুগীর কোনো সমস্যা আছে না তার শিশু সন্তানের উপর কোনো আছর আছে। কিন্তু এই গোলামের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। রমযানের শেষের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়ি। সেই অসুস্থতা ও দুর্বলতার কারণে এখন পর্যন্ত পরিশ্রম ও মেহনত করতে পারছি না। যিকিরের দ্বারা অর্জিত সামান্য একাগ্রতাটুকুও নষ্টের পথে। আগের উৎসাহ উদ্দীপনাও আর নেই।

আমার বড় শ্যালিকা বাইআত হওয়ার ভীষণ আগ্রহী হয়েছে তার বড় বোনের অবস্থা শুনে। যেহেতু স্বামীর সঙ্গে তার ঝগড়া-ঝাঁটি ছিল এজন্য আমি তাকে আখলাক সুন্দর করার উপদেশ দিয়ে বলেছি- এটা করতে পারলে আমি হুযূরের কাছে বাইআতের ব্যাপারে লিখব। তিনি বারবার তাড়া দিচ্ছেন। হুযূরের এ ব্যাপারে কী মত?

বিশ্লেষণঃ আপনার ঘরওয়ালীর সুস্থতার খবরে খুশী হলাম। আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন এবং সবসময় আপন হেফাজতে রাখুন। তবে এ খবর শুনে তার বোনের যে বাইআতের আগ্রহ জেগেছে এটা তার অজ্ঞতার প্রমাণ। না এটা কোনো কামাল (বুযুর্গী) এবং না এর সঙ্গে বাতেনের (অন্তরের) কোনো সম্পর্ক আছে। এটাও নিশ্চিত নয় যে, সুস্থতার মধ্যে বাইআতের কোনো প্রভাব আছে। বাইআত তো দীনদারী সংশোধনের জন্যে। এজন্য উপকরণ (আসবাব)এর শক্তি ও তার হাকীকত সম্পর্কে তাকে বোঝাতে হবে। সেটা বোঝার পর দেখুন তার সিদ্ধান্ত কী হয়?

'উৎসাহ' 'উদ্দীপনা' ও 'একাগ্রতা' এগুলো নিয়ে পেরেশান হবেন না, এগুলো উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং কাজ শুরু করে দিন। খুব ভালো করে মনে রাখবেন- আসল উদ্দেশ্য 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি।'

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৮০

www.islamfind.wordpress.com

যে পীরের অধিকাংশ মুরীদ বেনামাযী তিনি পীর হবার অযোগ্য

প্রশ্নঃ যে পীরের বেশিরভাগ মুরীদ বরং বলা যায় প্রায় সকল মুরীদ বেনামাযী তিনি কি অন্যকে বাইআত করার যোগ্যতা রাখেন?

জবাবঃ যোগ্যতা রাখেন না।

বেলায়াত (অলীত্ব) দান করা পীরের এখতিয়ারে নয়

প্রশ্নঃ বেলায়াত কি এমন বস্তু যা পীর সাহেব যাকে তাকে 'যাও, এই আমানত তোমাকে সমর্পণ করলাম' বলে দিয়ে দিতে পারেন?

জবাবঃ বেলায়াত এরূপ কোনো বস্তু নয়। কোনো কোনো 'কাইফিয়াত' (মনের অবস্থা) এর ক্ষেত্রে ঐরূপ হতে পারে, বেলায়াতের ব্যাপারে যার কোনো দখল নেই।

কবীরা গুনাহের কারণে বাইআত বাতিল হয় না

হালঃ অপদার্থের জাহাজ কবীরা গুনাহসমূহের সাগরে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই নিকৃষ্ট পাপী বর্তমানে খুব খারাপ অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। বেশ কয়েকবার কবীরা গুনাহে জড়িয়ে পড়েছি। প্রত্যেকবারই তওবা করেছি। হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গোহী রহ.এর জীবনী গ্রন্থ থেকে 'কবীরা গুনাহের কারণে বাইআত নষ্ট হয়ে যাওয়া'র বিষয়টি জানতে পারলাম। এই বিষয়টি জানার পর আরো বেশি পেরেশান হয়ে পড়েছি।
দয়া করে অধমের কলবের দিকে 'খাস' তাওয়াজ্জুহ প্রদান করবেন, হিম্মত প্রদান করে কলবের এসলাহ করে দেবেন এবং খবর নেবেন।

বিশ্লেষণঃ আমার মতে বাইআত নষ্ট হওয়ার বিষয়টি ঠিক নয়। যদি কথাটি হযরত গঙ্গোহীর হয় তবে কথাটির ব্যাখ্যা করতে হবে। অর্থাৎ বাইআত নষ্ট হওয়া মানে বাইআতের বারাকাত নষ্ট হওয়া। আর যদি কথাটি অন্য কারো হয় তবে সেটা 'হুজ্জত' বা দলিল নয়।
'গুনাহ ত্যাগ করা' এবং 'তওবা করা' একাজ করতে হবে আপনাকে। আপনার করণীয় কাজের মধ্যে আমি কী খবর নিব?

মুরীদের উচিৎ পীরের নিকট খারাপ অবস্থাও প্রকাশ করা

হালঃ বেশিরভাগ সময় নিজের অবস্থা জানাতে ইচ্ছা হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার এটাও মনে হয় যে, এই সব আজে-বাজে বিষয় কী জানাব! জানানের মতো ভালো কিছু করাই হয় না। এজন্য কিছু জানাতে লজ্জা লাগে।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৮১

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ অবশ্যই সব-রকম অবস্থা প্রকাশ করা উচিৎ।

গুনাহের প্রতি ঘৃণা তৈরি হওয়ার পদ্ধতি সোহবত

হালঃ কিছুকাল থেকে আমার হালত খুব খারাপ হয়ে গেছে। হুযূরের খেদমতে কিছু হালত পেশ করছি। যদিও শরম বাধা দিচ্ছে কিন্তু চিকিৎসকের কাছে রোগের কথা গোপন রাখা ভীষণ ক্ষতিকর।

অযীফা ও শোগলের জন্য আমার কিছু সময় নির্ধারিত ছিল। সেগুলো ছুটে গেছে। গুনাহের দিকে মন ঝুঁকে পড়েছে। যেসব খারাপ বিষয়ের প্রতি ঘৃণা ছিল এখন আর সে ঘৃণাবোধ নেই। আমার জন্য দুআ করবেন এবং কোনো অযীফা শিখিয়ে দিবেন। যেন তার উসিলায় এবং বরকতে আল্লাহ্ তাআলা আমার দূর্দশা দূর করে দেন।

বিশ্লেষণঃ এসব বিষয় দূর থেকে হয় না। এর জন্য কয়েকদিন এখানে এসে থাকতে হবে। আসতে চাইলে সময় নির্ধারণের ব্যাপারে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন।

মুর্শিদের সঙ্গে দূরত্ব না রেখে উপকৃত হতে হবে

হালঃ আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্, আতঙ্কের শিকার এ অধম নিবেদন করছে, আজকাল খুব একাকীত্বের অবস্থা চলছে। তবে প্রবল নয়। হুযূর! আমার কোনো খেয়ালই স্থায়ী নয়। এমন এমন ধারণা এসে ভিড় করে যা বুদ্ধি দিয়ে ঠেকানো যায় না বরং বুদ্ধি অকেজো হয়ে যায়। প্রত্যেক মানুষ খুব সহজে করে এমন জরুরি ও জায়েজ কাজও আমার কাছে কঠিন হয়ে আসে। সাহস নেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নেই। হুযূর! কী যে পাথর হয়ে গেছি, কাকে বলব, কে-ই বা শোনবে! কিছু কিছু দৈহিক রোগও আছে। জানি না কেন আছে। অন্য কোনো বিশেষ সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও যেটুকু আছে তাও সহ্য হয় না। কিন্তু নিজেকে কোথায় রাখব। আমলের মধ্যে একটু স্বাদ ও সুখ লাগলে মনে হয় বিশ্বজাহানের রাহনুমায়ী করি আবার একটু বিপদ ও ঝামেলা আসলে সব কিছুর প্রতি ঘৃণা এসে যায়। কোনো কিছুর স্থায়িত্ব নেই। আচ্ছা, যার মধ্যে এরূপ পরস্পর বিরোধী বিষয় একত্রে থাকে তার দ্বারা কী হতে পারে?

সত্যিই আমি বিলকুল বেকার, একদম অকর্মা। নিজের একটি বিষয়ও এমন নেই যার দ্বারা উপকৃত হব। সত্যি বলছি- আমি কিছুই নই একেবারে অপদার্থ। কী বলব! কোন্টা রেখে কোন্টার কথাই বা বলব! কতদূর বলব!

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৮২

www.islamfind.wordpress.com

হুযূর! আমি একেবারে নিরুপায় এক ব্যক্তি। আমার কলমও অকেজো। কিচ্ছু বুঝে আসে না। আমার এসব অবস্থা যখন প্রবল হয়ে উঠে তখন আমার আর কিছুই থাকে না। যেখানে পড়ে থাকি সেখানেই থেকে যাই। আপনার দরবারে আমি তো কিছুই বলতে পারি না। তবে আপনার নিকট থাকার দিনগুলি আমার সাধারণ অবস্থার মতো হয় না। আপনি বলেন- 'কিছু কর' কিন্তু কী করব? যা কিছু লিখেছি সত্য লিখেছি কিন্তু ভুল লিখেছি। আমি অপারগ, নিজের পীরের কাছে লজ্জা লাগে যে, তিনি কী বলবেন! সত্যিকারের কামেল বুযুর্গ তিনি কিন্তু আমি নিজে খারাপ, অক্ষম, নির্বোধ, অপারগ, করুণার পাত্র। আল্লাহ্ জানেন আমার কী হবে? এখন বাড়ি রওনা হচ্ছি।

বিশ্লেষণঃ আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।
শিরাজী বলেছেন-

چندانکہ گفتیم غم باحبیباں - درباں نہ کردند مسکین غریباں

ماحال دل رابایار گفتیم - نتواں سفتن درداز طبیباں

অর্থ- বন্ধুদের কাছে ব্যাথা জানালাম যতই
ব্যাথাতুর তারা অসহায় ঠেকালো না একটুও
ইয়ারদের কানে বলে ফেললাম 'হালে দিল'
হেকিমের কাছে লুকানো যায় না 'দরদে দিল'

যে পর্যন্ত কাউকে নিজের অনুসরণীয় মুরব্বি না বানাবেন এবং তার থেকে সকল অন্তরায় একদম না সরিয়ে দেবেন এবং তিনি ছাড়া আর সকলকে তুচ্ছ মনে না করবেন সে পর্যন্ত কিছুই হবে না। আমি সবসময় একথাটিই বলি। বাস্তবত অস্পষ্টভাবে বলতাম। আজ একেবারে খোলাসা করে বলে দিলাম। আরেকটি কথা–

দোদুল্যমানতা ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। লৌকিকতা ত্যাগ করে (বে-তাকাল্লুফ) বলছি- যদি নিজের মুর্শিদের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা থাকে এবং তাঁরও পরিপূর্ণ দয়া ও মমতা থাকে তবে তাঁর এবং আপনার মধ্যকার সকল পর্দা (দূরত্ব) সরিয়ে ফেলুন এবং অন্য সকলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যদি কোনো আংশিক বিষয়ে পীরের মধ্যে ঘাটতি থাকে তবে যার ব্যাপারে এতমিনান (স্বস্তি) হয় স্বাধীনভাবে তার আনুগত্য করুন আর পীরকে শুধু বরকতের জন্য রাখুন।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৮৩

www.islamfind.wordpress.com

শরীয়ত অমান্যকারী পীরের মুরীদ হওয়া জায়েয নেই

হালঃ আমার বোনের স্বামী একজন বিদআতী। বোনের 'আকায়েদ' আল্লাহ্‌র ফযলে খুবই ভালো কিন্তু স্বামী তাকে একজন বিদআতী পীরের কাছে বাইআত হওয়ার জন্য জোরাজুরি করছে। আমার ভগ্নিপতি বংশের পীরজাদা এবং দরগার খাদেম। আর যে পীরের কাছে বাইআতের জন্য জোর দিচ্ছেন তিনি ওরস করেন। আমার ভগ্নিপতি এই পীরের 'কাশ্‌ফ' 'কারামাত' সম্পর্কে অনেক কিছু বলে থাকেন।

আমি আমার বোনকে বলেছি তাকে বলে দাও যে, পীর সাহেব যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে দিতে পারেন তবে তার হাতে বাইআত নিব। পরে জেনেছি তিনি ওয়াদা করেছেন যে, দেখিয়ে দেবেন। তিনি যদি সত্যিই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে দেন তবে কি তার কাছে বাইআত হওয়া জায়েয হবে? কোনো শরীয়ত বিরোধী ব্যক্তি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখায় তবে তার মুরীদ হওয়া কি জায়েয অথবা এটা কি তার 'কামেল' হওয়ার প্রমাণ?

জবাবঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ওরাহমাতুল্লাহ...

জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখানো গ্রহণযোগ্যতার (মাকবূলিয়তের) দলিল নয়। সেটা এক প্রকারের তাসাররুফ (ভেল্কিবাজী)। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মানদণ্ড অর্থাৎ শরীয়তের অনুসরণ এবং সোহবতের বরকত না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে বাইআত হওয়া বা তার মুরীদ হওয়া জায়েয নেই।

তাকমীল ও পূর্ণতার আলামত

হালঃ আজ তিনদিন থেকে দেখছি, আমার দিলের মধ্যে কোনো ধরনের দ্বিধা, সংশয় এবং পেরেশানি নেই বরং সবসময় এতমিনান ও প্রশান্তি বিরাজ করছে।

বিশ্লেষণঃ এটা তাকমীল ও পূর্ণতার আলামত। মুবারক হোক।

বাইআতের (মুরীদ করার) অনুমতি এবং যোগ্যতার শর্ত

হালঃ দীর্ঘদিন ধরে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে কিছুকাল হুযূরের খিদমতে থেকে অন্তরের সংশোধনের (এসলাহে বাতেনের) চেষ্টা করব কিন্তু আজ পর্যন্তও

www.islamfind.wordpress.com

সেটা সম্ভব হল না। পরিবার পরিজনের চিন্তা এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতাই এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়।

এ চিঠি লেখার পিছনে অতিরিক্ত আরো একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটা এই যে কখনো কখনো কিছু মানুষ আমার কাছে বাইআত (মুরীদ) হবার আকাঙ্ক্ষা পেশ করে থাকে এবং তারা আমার মাধ্যমে সিলসিলাভূক্ত হতে চায়। আমি তাদের সকলকেই হুযূরের দিকে ইশারা করে দেই। এর জবাবে তারা বলে আমাদের এতটুকু সামর্থ নেই যে, সেখানে যাব, আর মাওলানা এখানে আসলে বাইআত করেন না, বলেন থানা ভবন যেতে। সুতরাং সহজ এটাই যে, তোমার মাধ্যমে আমরা সিলসিলার অন্তর্ভূক্ত তো হয়ে যাই অথচ সেটা এজাযত (খেলাফত বা মুরীদ করার অনুমতি) ছাড়া সম্ভব নয়। বাতেনি যোগ্যতা ছাড়া এজাযত দেওয়াও সমস্যা। আজকাল অধিকাংশ লোকের দৃষ্টি থাকে রসমী (প্রথাগত) বাইআতের উপর। এজন্য আমার আশঙ্কা হয় যে এসব লোক শেষ পর্যন্ত শরীয়ত বিরোধী পীরদের ফাঁদে পড়ে ঈমান হারা না হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ এসলাহে বাতেনের উদ্দেশ্য যদি এটা হয় যে, আমি লোকদের বাইআত (মুরীদ) করব তবে এমন লোকের এসলাহে বাতেন (নফসের সংশোধন) কখনোই হবে না। কিবির বা অহঙ্কার তার ছায়ারমতো সঙ্গী হয়ে থাকবে। এ থেকে তওবা করুন, তওবার পর এসলাহ কাজে লাগতে পারে।

আর লোকদের যে কারো ফাঁদে আটকা পড়ার আশঙ্কায় যদি প্রত্যেক ব্যক্তিই বাইআতের এজাযত ও অনুমতি চাইতে লেগে যায় তবে কয়েকদিন পর তো সেই একই সমস্যা দেখা দিবে যা থেকে বাঁচার জন্য এই এজাযত দেয়া হয়েছিল। যোগ্যতা যদি পূর্বশর্ত হয়ে থাকে তবে যোগ্যতার সর্বপ্রথম শর্ত এই যে, ব্যক্তি নিজেকে যোগ্য মনে করবে না।

মোটকথা কোনো অবস্থাতেই বাইআতের অনুমতি নেওয়ার সুযোগ ও অবকাশ নেই, দয়া করে এখলাস পয়দা করুন।

নেসবত একটিই তবে...

প্রশ্নঃ নেসবত (আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক) তো অনেক মনে হয়। আসলে কী?

জবাবঃ নেসবত মূলত একটিই তবে তার রঙ ভিন্ন ভিন্ন। কোনো আল্লাহ্‌ওয়ালার মধ্যে নেসবতের রং হয় 'খাশ্‌য়াত' বা আল্লাহ্‌র ভয়, কারো

www.islamfind.wordpress.com

মধ্যে হয় 'মহব্বত' আর কারোর হয় 'হুযূর মাআল্লাহ্' বা আল্লাহ্র সঙ্গ। এর প্রকাশ ঘটে আপন যোগ্যতার অনুসারে।

নেসবত 'সল্ব' হয় না

প্রশ্নঃ নেসবত কি অন্যের নষ্ট করার দ্বারা নষ্ট হয়ে যায়?

জবাবঃ প্রকৃত নেসবত– যার অর্থ 'হুযূর মা আল্লাহ্' বা আল্লাহ্র সঙ্গ, এটাকে কেউ কীভাবে অপসারণ করতে পারবে? তবে হাঁ গুনাহ করার কারণে ঐ নেসবত অপসারিত হয়ে গেলে ভিন্ন কথা।

অবশ্য তরীকতের পথে সাধনাকারীগণ আল্লাহ্ তাআলার একধরনের সঙ্গ (কাইফিয়তে শওকিয়া) অর্জন করে থাকেন। যেসব লোক 'সল্ব' বা অপসারণের অনুশীলন করে তারা এই (কাইফিয়াতে শওকিয়া)কে অপসারণ করতে পারে। যেমনিভাবে মনের মধ্যে উদ্যম ও উৎসাহ থাকাকালীন শোক ও ব্যাথা তৈরি হলে নিমিষে ঐ উৎসাহ ও উদ্যম হারিয়ে যায় তেমনিভাবে 'তাসাররুফে সল্ব' (অপসারণ ক্ষমতা) প্রয়োগের কারণে ঐ (কাইফিয়তে শওকিয়া' (প্রফুল্ল অবস্থা) দূর হয়ে যায়। তৈরি হয় বিষাদ, অবসাদ ও নির্বুদ্ধিতা, কিন্তু আবার যিকিরের বরকতে সেটা ফিরে আসে।

মুজাহাদা-সাধনা ছাড়াও নেসবত হাসিল হয়

প্রশ্নঃ সাধারণ মুমিনদের মধ্যে যারা তাযকিয়ায়ে নফ্স এবং আত্মার পরিশুদ্ধির সাধনা করে না তারাও কি আল্লাহ্ ওয়ালা বা 'সাহেবে নেসবত' হতে পারে? কেননা কিছু কিছু মানুষকে দেখা যায় যে অন্তরের সভ্যতা সংস্কার এখলাস ও আমলের হিসাবে খুব ভালো এবং ঈমান ও তাকওয়া পরহেযগারীতে কামেল হয়ে থাকেন।

জবাবঃ কিছু কিছু মানুষ তো ঐসব লোকদের চেয়েও ভালো হয়ে যান যারা বহু বছর আত্মশুদ্ধি, পরিশ্রম ও সাধনা করে নেসবত (আল্লাহ্ সঙ্গে সম্পর্ক) লাভ করেন, এরপরও তারা পূর্বের মতো অসম্পূর্ণই (নাকেস) থেকে যান (কামেল হতে পারেন না)। তবে পার্থক্য এতটুকু হয় যে, সাধনাকারীর নিজের অবস্থা জানা থাকে। নিজের ব্যাপারে সে সজাগ ও সচেতন হয়। আর ঐসব লোকদের নিজেদের 'সাহেবে নেসবত' হওয়ারও জ্ঞান থাকে না। অথচ তারা আল্লাহ্র প্রিয় ও মকবূল বান্দা।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৮৬

www.islamfind.wordpress.com

সাহেবে নেসবত চেনার পদ্ধতি

প্রশ্নঃ আহলুল্লাহ্ এবং সাহেবে নেসবতকে চেনার কি কোনো পদ্ধতি আছে নাকি শুধু আ'মাল এবং আহওয়াল দ্বারাই বোঝা যায়?

জবাবঃ আ'মাল এবং আহওয়াল (অর্থাৎ তাদের কার্যাবলী ও অবস্থাবলী) দ্বারাও চেনা যায় কিন্তু অবস্থাবলীর মধ্যে কিছুটা 'কাশ্‌ফ' এরও প্রয়োজন আছে। সেটা এই যে, নিজেকে সকল চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত করে তার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ' ও মনোযোগী হবে এতে নিজের মধ্যে যেই হাল জেগে উঠবে, বুঝে নিবে যে সেটাই ঐ সাহেবে নেসবতের মধ্যে বিদ্যমান। আবার শুধু 'কাশ্‌ফ' এর মাধ্যমেও উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এটা আ'মাল দ্বারা চেনাই সর্বোত্তম পদ্ধতি। অর্থাৎ এটা দেখবে যে, তার মধ্যে শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণ আছে কিনা। পূর্ণ অনুসরণ মানে যথার্থ অনুসরণ। (শরীয়তের নির্দেশকে যথাযথভাবে পালন করা। শৈথিল্য কিংবা বাড়াবাড়ি না করা) এটা হল তার নিজের 'কামেল' হওয়ার আলামত। কিন্তু 'তাকমীল' (অন্যকে কামেল বানানো)এর আলামত হল তাঁর সোহবত প্রভাব সৃষ্টিকারী হওয়া।

সুলূকের চূড়ান্ত পর্যায় প্রাথমিক পর্যায়ের মতো

প্রশ্নঃ সুলূকের প্রাথমিক স্তরে সালিকের ওয়ারেদাতে কলবিয়া' বেশি বেশি হয়ে থাকে, এরপর 'ওয়ারেদাতে'র প্রাবল্য দিনে দিনে দূর হতে থাকে এবং সবশেষে সালিকের অবস্থাও সাধারণ লোকদের মতো হয়ে যায়। অথচ ওযীফা, যিকির ও আমল সব একই থাকে। 'সুলূকের শেষ স্তর সূচনার মতো' সূফীদের নিকট প্রসিদ্ধ এই কথাটির তাৎপর্য সম্ভবত সেটাই।

জবাবঃ হ্যাঁ, সেটাই কথাটির তাৎপর্য। ঐ বিশেষ অবস্থাগুলো স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয় আর স্বাভাবিক বিষয়সমূহে উত্তেজনা থাকে না।

'নেসবত' এবং 'রেযা' এর পার্থক্য

প্রশ্নঃ 'নেসবত' এর জন্য জরুরি একটি বিষয় হল এই, সালেকের স্মৃতি শক্তির যোগ্যতা এতটুকু দৃঢ় হয়ে উঠবে এবং স্বভাবগত বিষয়ে রূপান্তরিত হবে যে, 'আ'মালে শরঈয়া' (শরীয়তের নির্দেশগুলো) তার সহজাত বিষয়ের মতো হয়ে যাবে। কোনোরূপ বিপত্তি সৃষ্টি হবে না। আবার 'রেযা'ও তো একই ব্যাপার। মনের মধ্যে বাধা বিপত্তি ও অভিযোগ সৃষ্টি না হওয়া। প্রশ্ন হল এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৮৭

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ প্রথম ব্যাপারটি 'এখতিয়ারী বিষয়গুলোর' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন- নামায, রোযা, যিকির ইত্যাদি বিষয়গুলো সহজ স্বাভাবিকভাবে বেলা তাকাল্লুফ আদায় হয়ে যাবে। কোনোরূপ বিপত্তি দেখা দেবে না। দ্বিতীয়টি প্রযোজ্য 'গায়রে এখতিয়ারী' বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে। যেমন কোনো বিপদ মুসিবত ঘটলে মনের মাঝে কোনো আপত্তি ও অভিযোগ সৃষ্টি হবে না এবং তাকে অপছন্দও করবে না।

পীরের তাওয়াজ্জুহের প্রভাব

প্রশ্নঃ অধিকাংশ অলীর জীবনীতে দেখা যায় 'অমুক শেখ একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই অমুক শেখকে অলী এবং কামেল বানিয়ে দিয়েছেন' একথাটির অর্থ কী? এভাবে কি পীরসাহেব নিজের রূহানী শক্তি দ্বারা মুরীদের মধ্যে তাকমীলের যোগ্যতা সৃষ্টি করে দেন নাকি এক নজরে তাকে কামেল মুকাম্মাল আল্লাহ্ওয়ালা বানিয়ে দেন?

জবাবঃ এতে মুরীদের 'এখতিয়ারী বিষয়গুলো' আমল করার শক্তি ও যোগ্যতা তৈরি হয়ে যায়, তাকমীল হয় না। তাকমীল তো তখন হবে যখন নিজের ইচ্ছায় আমল করবে। এক নজরে ও এক তাওয়াজ্জুহে কাউকে অলী বানিয়ে দেওয়ার অর্থ এটাই।

বেলায়াতের অর্থ

প্রশ্নঃ বেলায়াতের তাৎপর্য কী?

জবাবঃ বেলায়াত বলা হয় মাকবূলিয়ত ও গ্রহণযোগ্যতাকে আর নেসবত মানেও তাই। অর্থাৎ 'অলী' এবং 'আল্লাহ্ওয়ালা' দুটো কথারই উদ্দেশ্য এক।

আমলের এসলাহ করা ওয়াজিব কিন্তু এটা বাইআতের উপর নির্ভরশীল নয়

হালঃ হুযূরের চিঠি এই অধমের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু আমি যেহেতু কোনো স্থানে মুকীম নই এ কারণে হুযূরের কাছে লিখতে আমার বিলম্ব হল। নতুবা এক মুহূর্তও বিলম্ব করতাম না। আশা করি আমার এই বিলম্বকে হুযূর ক্ষমা করে দেবেন।

হুযূর চিঠিতে যেসব শর্তের কথা বলেছেন (মুরীদ হওয়ার জন্য), সব শর্ত খুব ভালো করে চিন্তা-ভাবনা করে পড়েছি, মনে-প্রাণে সবগুলো কবুল করে নিচ্ছি।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৮৮

www.islamfind.wordpress.com

কিন্তু আমি সর্বদা সফরে থাকি বিধায় হুযূরের কোনো কোনো নির্দেশ পালন করা সম্ভব নয়। যেমন পরিবারের সকলকে বেহেশতী জেওর পরে শোনানো, এটার ব্যাপারে হুযূরের নির্দেশ কী? আর যে বিষয়গুলো হুযূর নিষেধ করেছেন তার মধ্য থেকেও কিছু বিষয় এই অধমের মধ্যে বিদ্যমান। তবে হুযূরের কাছে চিঠি লিখার পূর্ব থেকেই দুই তৃতীয়াংশ বরং তারও বেশি বিষয় থেকে এই অধম মুক্ত। দু-একটি বিষয় এখনো ত্যাগ করতে পারি নি নফসের তাড়নায় আর এ উদ্দেশ্যেই পীরে কামেল এবং অভিজ্ঞ রূহানী চিকিৎসকের সন্ধান করছিলাম। এখন বুঝলাম যে আল্লাহ্ তাআলা এই অধমের প্রতি মেহেরবান হয়েছেন। এখন যদি আপনিও একটু দয়া করেন তবে অসম্ভব নয় যে, এই অধমের উদ্দেশ্যের গোলাপ নিষিদ্ধ কাজ সমূহের কন্টকিত বাগান থেকে হাতে এসে দেহ-মনকে আলোকিত ও সুরভিত করে তুলবে।

সারকথা এই যে, আপনি মুরীদ হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো দিয়েছেন তার করণীয় ও বর্জনীয় সকল দিক বিবেচনায় আমি পরিপূর্ণ যোগ্য নই তবুও হুযূরের দরবার থেকে নিরাশ নই। আশা করছি 'আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না' আয়াতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই রূহানী রুগীকে আপন দয়া ও করুনার চিকিৎসা দিয়ে সুস্থতা দান করবেন।

مرض دارم ز عصیاں لادوائے - گر الطاف تو باشد طبیبم

(অর্থ- গুনাহের দুরারোগ্য রোগে করি ছটফট, করুণা তোমার হবে কি আমার চিকিৎসক)

আমি নিজে নফসের এসলাহের উদ্দেশ্যে আপনাকে যোগ্য চিকিৎসক এবং পীরে কামেল মুকাম্মেল হিসাবে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। এখন দৃঢ় আশা ও মজবুত আকাঙ্ক্ষা এই যে, এই অসহায় নিঃস্বকে আপনার দরবারের ফয়েয থেকে নিরাশ করবেন না। দয়া করে আমাকে তরীকত ও আত্মশুদ্ধির প্রাথমিক সবক দিয়ে আনন্দিত করবেন।

বিশ্লেষণঃ মুরীদ হওয়া ওয়াজিব নয়, আমল সংশোধন করা ওয়াজিব। ওয়াজিবের ভূমিকাও ওয়াজিব। অর্থাৎ যদি সংশোধন মুরীদ হওয়ার উপর নির্ভরশীল হয় তবে মুরীদ হওয়া ওয়াজিব। নতুবা ওয়াজিব নয়। কাজ শুরু করে দিন এবং নিজের সব হালত সম্পর্কে আমাকে জানাতে থাকবেন। যখন যা সমীচীন হবে অস্বীকার করব না ইনশাআল্লাহ্।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৮৯

www.islamfind.wordpress.com

বুযুর্গদের হালত গুরুত্বসহ পাঠ করা শেখের সোহবতের সমতুল্য

হালঃ অধম এখন পর্যন্ত বাহাদুরগঞ্জ মাদরাসায় দরসের খিদমতে মশগুল আছে। নফসের আকর্ষণ আজেবাজে বিষয়ের দিকে, রূহের আগ্রহ নেককাজের দিকে। এই টানাটানির মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। সবসময় মন চায়, যদি এমন কোনো পদ্ধতি পাওয়া যেত যদ্দারা নফস একদম মাগলূব পরাজিত হয়ে যায়, আল্লাহ্‌র যিকির থেকে গাফলত না হয়। কলবের মধ্যে প্রশান্তি দেখা দেয়। এর জন্য সম্ভবত শেখের সোহবত জরুরি। পক্ষান্তরে কারো খিদমতে গিয়ে পরে থাকব আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য সেটাও সম্ভব নয় সংসারের ভরণ-পোষণের দায়িত্বের কারণে। এ অবস্থায় আমার করণীয় কী?

বিশ্লেষণঃ এরূপ অবস্থায় বুযুর্গদের জীবনী, রচনাবলী খুব মনোযোগের সঙ্গে নিয়মিত পড়া উচিৎ এবং ইনশাআল্লাহ্‌ এটা সোহবতে শেখের পরিবর্তে উপকারী এবং যথেষ্ট হবে। আমার মাওয়ায়েয যদি সর্বদা পড়তে থাকেন তবে উক্ত সকল অভিযোগ ইনশাআল্লাহ্‌ দূর হয়ে যাবে।

শেখের সোহবতের প্রয়োজনীয়তা

হালঃ এই অধম জনাব মরহুম মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেবের কাছে– যিনি ছিলেন জনাব মাওলানা রশীদ আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরিদ ও মুরীদ, বাইআত হয়ে ফয়েয হাসিল করেছিলাম। কিন্তু কয়েক বছর পর জনাব মরহুমের ইন্তেকাল হয়ে গেল। আমার জীবনে শুরু হয়ে গেল বিস্ময়কর হালত। কিছু ছিল স্বপ্নে কিছু জাগরণে। কিছুদিন পর হয়ে গেলাম পাগল ও নামায ত্যাগী। ভীষণ দুর্বল হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে গেলাম। শহর ও লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলের রাস্তা ধরলাম। বিদআত ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ আমার দ্বারা হতে লাগল। সেই সময়ে মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেবের নিকট গিয়েছিলাম, যিনি আপনার মুরীদ ও শাগরিদ, তাঁর কাছে আরয করলাম যে, আমার অবস্থা মারাত্মক শোচনীয় হয়ে গেছে। কিন্তু যখনই 'জাযাউল আ'মাল' কিতাবটি পড়া শুরু করি কিছুটা সুস্থতা ফিরে পাই। একথা শুনে মৌলবী সাহেব (আব্দুর রহমান ছানী যিনি থানভী (রহ.) এর মুরীদ) বললেন- 'আপনার অবস্থাগুলো হযরত আকদাস (থানভী রহ.)এর নিকট পেশ করা উচিৎ। এটা ছাড়া আর কোনো এসলাহ আমার জানা নেই।'

অতএব, হুযূরের খিদমতে নিবেদন করছি যেভাবে ভালো মনে করেন এই অধমকে হেদায়াতের পথ দেখাবেন।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৯০

www.islamfind.wordpress.com

আমার কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হচ্ছে, দীন-দুনিয়া একেবারে নষ্ট হতে চলেছে। ঘুম খুবই সামান্য। করজোড়ে হুযূরের দরবারে মিনতি করছি এই অধমকে আপনার একজন গোলাম মনে করে পরামর্শ দিন। বেশি দীর্ঘ কথা বলতেও ভয় পাচ্ছি। আস্‌সালামু আলাইকুম।

বিশ্লেষণঃ শুধু বিগত হালত জানানো যথেষ্ট নয়। বর্তমান অবস্থাও বিস্তারিত লিখে জানান। যেমন- মেজায কেমন, শরীর কেমন। এছাড়াও কোনো একজন ডাক্তারের শরনাপন্ন হয়ে রোগের চিকিৎসা শুরু করুন এবং আমাকে খবর জানান।

ঐ ব্যক্তির পরবর্তী চিঠি-

হালঃ মৌলবী হাসান আলী সাহেব নামের শরীয়ত বিরোধী অর্থাৎ উলঙ্গ এবং নামাযত্যাগী এক উন্মাদ মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে শরীয়তের খেলাফ কথাবার্তা বলত, কাজ করত। তখন থেকে বর্তমানেও এই অধমের তিনটি পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

প্রথমত আমার দৃষ্টিতে সাদা-কালো মেঘের মতো কিছু একটা ভেসে উঠে, এর ফলে বিস্ময়কর সব ব্যাপার দেখতে পাই।

দ্বিতীয়ত যেখানে এবং যেদিকে তাকাই অর্থাৎ গাছ-পালার প্রতি দৃষ্টি ফেললেও দেখতে পাই শুধু মানুষের আকৃতি।

তৃতীয়ত সর্বদা আমার চোখের উপর ভাসতে থাকে 'কলকে' বা হুঁকো অথবা পোকা-মাকড় অথবা মানুষের মতো কিছু।

উক্ত ব্যাপারগুলো কী উপায়ে দূর করা যাবে, দয়া করে জানাবেন। একজন ডাক্তারের চিকিৎসাও নিয়েছি কিন্তু ঐগুলি দূর হয় নি। অধমের জন্য মেহেরবানী করে দুআয়ে খায়ের করবেন।

বিশ্লেষণঃ আমি ডাক্তারদের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম শারীরিক সুস্থতার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মানসিক অস্বাভাবিকতা- যার প্রধানতম দিক চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া, সেটা সংশোধনের পদ্ধতি জ্ঞানী ও কামেল বুযুর্গদের সোহবত ছাড়া আর কিছু নয়। আপনার ওখানে যদি এই দু-শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে উঠা-বসা করার সুযোগ থাকে তবে সে ব্যাপারে যত্নবান হোন। নতুবা হিম্মত ও সামর্থ থাকলে আমার এখানে চলে আসুন, কেননা এখানে আল্লাহ্‌র ফযলে জ্ঞানী-গুনী ও বুযুর্গদের আনাগোনা হয়ে থাকে। যদি এগুলো কোনোটাই সম্ভব না হয় তবে নির্জনতা ত্যাগ করুন এবং সকল অযীফা ছেড়ে

www.islamfind.wordpress.com

শুধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াত করুন। অধমের (থানভী রহ.) মাওয়ায়েয পড়তে থাকুন। আপনার সমমেজাযের, নেককার এবং খোশমেজায লোকদের সাথে উঠা-বসা করুন। আবারও নিজের অবস্থা জানাবেন।

পীর মুর্শিদের দানের অর্থ

প্রশ্নঃ কোনো পীর মুর্শিদ যখন কোনো মুরীদের প্রতি সন্তুষ্ট হন তখন তাকে বিশাল কোনো রুহানী দৌলত দান করেন, একথার অর্থ কী?

মুরীদ আল্লাহ্‌র হুকুম আহকাম যত মানবে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্যতা তত বাড়বে। সে হিসাবে প্রতিটি আমল ও ইবাদতের কারণে মুরীদের গ্রহণযোগ্যতা ও মাকবূলিয়াত বাড়তে থাকে। তাহলে পীরের 'মহাদান'এর উদ্দেশ্য কী? যেমন শাহভেক এবং শাহ আবুল মাআলী (রহ.)এর ঘটনা আমি স্বয়ং আপনার ওয়ায়ে শুনেছি যে, পীর সাহেব খুশী হলেন এবং কাছে ডেকে এক লোকমা খানা খাইয়ে দিলেন। ঐ লোকমা খাওয়ার সাথে সাথেই তার উপর আল্লাহ্‌র ফয়েয শুরু হয়ে গেল। অথবা কোনো কোনো বুযুর্গের ঘটনায় পাওয়া যায় যে, পীর সাহেব টুপি পরিয়ে দিলেন অথবা জামা গায়ে জড়িয়ে দিলেন অমনি মুরীদের কলব রওশন ও আলোকিত হয়ে গেল। অথবা কোনো পেয়ালা দিলেন তো মুরীদের দিল জিন্দা হয়ে গেল।

জবাবঃ এগুলো মুজাহাদা ও আনুগত্যের পর হয়ে থাকে। যেমন মুত্বালাআর পর সবক বুঝার যোগ্যতা তৈরি হয় কিন্তু বুঝতে পারাকে উস্তাদের ফয়েয বলে আখ্যায়িত করা হয়। বলা হয় আমার উস্তাদের কল্যাণে, তাঁর ফয়েয বরকতে (এই জটিল বিষয়টি) বুঝতে পেরেছি।

প্রত্যেক ব্যক্তির তারবিয়াত হয় তার যোগ্যতা অনুসারে

হালঃ আফসোস! আমার দিল অকর্মা হয়ে গেছে। দেহের বল ও শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে। কালো (চুল, দাড়ি ইত্যাদি) শুভ্র হতে চলেছে কিন্তু দিল সেই আগের মতোই কৃষ্ণ কালো। আ'মালের মাঝে অবহেলা ও গাফলত। এসব কিছুর সঙ্গে স্বভাব ও প্রকৃতিগত আযাদীর মিলন যেন সোনায় সোহাগার মতো কাজ করছে। জীবনের শুরু থেকেই স্বভাব ও মেযাজ ছিল কোলাহল প্রিয়। ভালো কাজ হোক বা মন্দ সর্বত্রই রয়েছে আমার হৈচৈ এর মিশ্রণ। বার্ধক্য যদিও দুয়ারে এসে গেছে কিন্তু হুযূর আমার স্বভাবের পাগলামী, ভয়ঙ্কর কোলাহল প্রিয়তা বেড়েই চলেছে।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৯২

www.islamfind.wordpress.com

কখনো কখনো এমনিতেই অথবা ওয়ায শুনে দিলের মধ্যে কোমলতা আসে, চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠে কিন্তু তখনই আবার মন বলে উঠে- 'আরে! এসব কান্নাকাটিতে কিচ্ছু হয় না।' এরপর সেই আবেগ ঝেড়ে ফেলি এবং নিজেকে সংবরণ করে নেই।

বিশ্লেষণঃ প্রত্যেক ব্যক্তির তারবিয়াত বা এসলাহ হয় তার যোগ্যতা অনুসারে। উক্ত অবস্থা দ্বারা আপনার তারবিয়াত চলছে। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করুন এবং তাঁর পক্ষ থেকে কোনো দানের প্রতীক্ষা করুন।

হালঃ উপরোক্ত অবস্থার সঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করতে ভুলে গেছি। বিষয়টি এই যে, আপনার প্রতি দিলের মাঝে রয়েছে ভীষণ ভালোবাসা। আপনার চেহারা দেখলেই মনে জেগে উঠে প্রফুল্লতা, শান্তি ও এতমিনান।

বিশ্লেষণঃ আপনার সৌভাগ্যের চাবিকাঠি এটাই এবং ইনশাআল্লাহ্ এটাই আপনার জন্য হেদায়াতের মশাল।

নেককার লোকদের সঙ্গে উঠা-বসা করা উপকারী

হালঃ হুযূর যেভাবে বলবেন সেভাবেই আমল করব। এ যাবৎ আমি আপন ইচ্ছায় যা যা করি সেটা এরূপ– সিলসিলাভুক্ত একই চিন্তা চেতনার বুযুর্গদের সঙ্গে বেশি মেলা-মেশা করি। সর্বাধিক মেলা-মেশা করি... সঙ্গে। ওখানে গেলে কিছুটা সান্ত্বনাও পাই নিশ্চিতরূপে। এর কারণ হল তিনি সব সময়ই নেক আলোচনা করেন, ভালো ভালো কথা বলেন। বেশিরভাগ সময় আপনার কিতাবাদির কথা আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় এই যে, 'দাআওয়াতে আবদিয়াত' কিতাবটি বেশি বেশি পড়ি। মোটামোটি এটাই হল আমার কর্ম পদ্ধতি। এগুলোতে শান্তি পাই তবে খুব সামান্য। এবার হুযূর যেভাবে বলবেন সেভাবে আমল করব।

বিশ্লেষণঃ হাঁ, সুন্দর এবং খুব সুন্দর আপনার কর্ম পদ্ধতি। তবে একটি ব্যাপার আপনাকে বলছি- খাজা সাহেব অথবা একই সিলসিলার যাদের সঙ্গে আপনার মোটামোটি মেলা-মেশা আছে, তাদের সঙ্গে একা এবং একান্তে সাক্ষাৎ করুন। বেশি লোকজনের ভিড় হয়ে গেলে সরে পড়ুন।

ভয়ের চিকিৎসা এবং তাসাওউরে শেখ

হালঃ এ অধম আপনার একজন খাদেম। দুই যোগী (সন্যাসী) বসে ছিল তাদের দেখে ভয় পেয়েছিলাম। সেদিন যখন আপনার ওয়ায শুনছিলাম

www.islamfind.wordpress.com

তখনও যোগী চোখে পড়েছিল এবং আমি ভয় পেয়ে আপনার সামনেই কেঁদে ফেলেছিলাম। আপনি সান্ত্বনা দিলে ভয় কেটে গিয়েছিল। আজ আবার একজন ফকিরকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভীষণ চিন্তার মধ্যে পড়েছি। কাজে মন বসে না। অযীফা হিসাবে দৈনিক ২৫ বার করে পড়ি–

سبحان الله والحمد لله ولااله الا الله والله اكبر. لاحول ولا قوة الابالله

অবসর থাকলে ১০০ বার করে পড়ি। উদূর্তে মুনাজাত পড়ি।
আশারাখি হুযূর আমার উপযোগী কোনো চিকিৎসা অথবা দুআ বলে দেবেন।

জবাবঃ দরূদ শরীফ পড়তে থাকবে এবং আমার কল্পনা করতে থাকবে। আমার সেই সময়ের অবস্থাটাই ভাবতে থাকবে যখন আমি ওয়ায করছিলাম। এরপর কী হল না হল সেটা আমাকে জানাবে।

পরবর্তী চিঠি–

হুযূর আমার জন্য যেটা প্রস্তাব করেছেন সেটার মাধ্যমে আমি সুস্থ হয়ে গেছি। এখন আর কখনোই যোগী চোখে পড়ে না। আগের মতো আর ভয়ও পাই না। তবে বুকের মধ্যে কিছুটা গরম গরম অনুভব করি। হুযূর বলেছিলেন– কী হল না হল সেটা জানিয়ে প্রথম চিঠিসহ পাঠিয়ে দিতে, সে হিসাবে আগের চিঠিসহ বর্তমান চিঠিও পাঠিয়ে দিলাম।

পরের জবাব–

তুমি সুস্থ হয়েছ জেনে খুশী হলাম। আলহামদুল্লিাহ্! পূর্ববর্তী চিঠিতে উল্লেখিত কল্পনা এবং দরূদ শরীফের আমল চালু রেখো। আর গাজর ছিলে তার উপর চিনি ছিটিয়ে রাতের বেলা শিশিরের মধ্যে রেখে দিবে। ভোরে খালি পেটে সেটা খেয়ে নিবে। পরবর্তী অবস্থা জানাবে।

নিজেই চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয় করা মুরীদের জন্য অন্যায়

প্রথম চিঠি–

প্রশ্নঃ দয়া করে গুনাহ থেকে বাঁচার কোনো মুরাকাবা বলুন, আল্লাহ্ আমাকে আমলের তাওফীক দিন। যেন সেই আমল এবং আপনার দুআর বরকতে গুনাহ থেকে দূরে থাকতে পারি।

জবাবঃ তাহলে কি আপনি নিজেই নিজের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয় করে নিলেন? আফসোস! আমি যে চিকিৎসার কথা বলেছি অর্থাৎ হিম্মতের মাধ্যমে গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে, সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে দিলেন? আবার নিজের

www.islamfind.wordpress.com

চিকিৎসার পদ্ধতি নিজেই ঠিক করে নিলেন। আপনি নিজেই যখন পীর তাহলে আর শুধু শুধু অন্যের দ্বারস্থ হওয়ার দরকার কী?

পরের চিঠি–

হুযূরের তিরস্কার মিশ্রিত জবাব বা হিদায়াতনামা পেয়েছি। আমি ভীষণ লজ্জিত। আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।

কক্ষনো নয়, এ অধমের নাতো চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয়ের কোনো অধিকার আছে। নাতো আমি কোনো পীর। না এই অধম হুযূরের পূর্বে বলা চিকিৎসা অর্থাৎ হিম্মতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, না সেটা করার ক্ষমতা আমার আছে। বরং আমি আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করি এই মর্মে যে, তিনি হুযূরের যে কোনো নির্দেশের প্রতি আমার অন্তরে দান করেছেন সীমাহীন মর্যাদা। আল্লাহ্ করুন এটা যেন এমনই থাকে। আমিন!

মোটকথা এই যে, দয়া করে আমাকে মাফ করে দেয়া হোক।

জবাবঃ ক্ষমা চাইলে তার জন্য তো ক্ষমা আছেই। আমি কি প্রতিশোধ নিচ্ছি? মোটেও তা নয়। ভুল করলে কি সেটা ধরিয়ে দিতে হবে না?

আমার আফসোস হচ্ছে যে, এই চিঠিতেও জানানো হয় নি যে, আমার সেই চিকিৎসার উপর (হিম্মত) আমল করা হয়েছে কি না। অথচ অপ্রয়োজনীয় কথায় চিঠি ভরা।

সিলসিলায়ে এমদাদিয়ার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র

হালঃ নিবেদন এই যে হুকূকুল ইবাদের ব্যাপারে মাঝে মাঝে মনের উপর এমন বোঝা চেপে বসে যে, চিন্তায় জান হাবুডুবু খেতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রতিকার না করা হয় মনে কোনো শান্তি পাই না।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক, আসলে এটাই সুন্নাহ'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সিলসিলায়ে এমদাদিয়ার এটাই স্বাতন্ত্র এবং এটাই তার কবূলিয়তের আলামত।

পীরের অভ্যাসগত আচরণের অনুসরণ

হালঃ মুরীদ যদি পীরের এমন অভ্যাসের অনুসরণ করে যা তার স্বভাবগত তবে কি কোনো সাওয়াব পাবে?

বিশ্লেষণঃ সাওয়াব পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৯৫

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ উপকারী কি না?

বিশ্লেষণঃ সরাসরি তো এটা উপকারী নয় তবে এই হিসাবে উপকারী যে, মূলত পীরের মহব্বত উপকারী। আর পীরের স্বভাবের অনুকরণ মহব্বত তৈরির ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টিকারী অথবা এটা মহব্বতেরই বহিঃপ্রকাশ।

হালঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো বাধা তো নেই?

বিশ্লেষণঃ বাধা-নিষেধেরও কোনো কারণ নেই। তবে এতে এত বেশি পরিমান নিমগ্নতা ও নিবিষ্টতা ক্ষতিকর যা অন্য কোনো জরুরি বিষয়ে অন্তরায় হয়ে যায়।

হালঃ এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকক্ষ বানানোর সন্দেহ ও সংশয় জেগে উঠে নাতো? কারণ তাঁর প্রত্যেক চাল-চলন, উঠা-বসা, নড়া-চড়ার অনুসরণেই সাওয়াব পাওয়া যায়। মহব্বত ও ভালোবাসার কারণে সাহবায়ে কেরাম তাঁর আচরণ, অভ্যাস ইত্যাদিরও অনুসরণ করতেন।

বিশ্লেষণঃ এর আগে 'সাওয়াবের কোনো কারণ নেই' বলেছিলাম, এবার সন্দেহমুক্ত হওয়া গেল।

হালঃ সার কথা এই যে, আমার মন চায় যেভাবে আপনি চলেন আমিও সেভাবে চলি। যেভাবে আপনি গর্দান মুবারক বাম দিকে কখনো কখনো বুকের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখেন সেইভাবে আমিও ঝুঁকিয়ে রাখি। এবং যেভাবে আপনি দাড়ি অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে রুমাল দিয়ে মোছেন, আমিও মোছব। নামায থেকে ফারেগ হয়ে যখন আপনি মুখ ঘুরিয়ে বসেন তখন হাত দিয়ে কয়েকবার জামা সরিয়ে ঠিকঠাক করেন, আমিও করব। এই সকল ভঙ্গি আমার ভীষণ ভালো লাগে। যদি কোনো অসুবিধা না হয় তবে দয়া করে আমাকে অনুমতি দেবেন। আমি মহান আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করে থাকি যে, ইয়া আল্লাহ্ আমার মধ্যে আমার হযরতের আখলাক এবং আদাত (চরিত্র ও অভ্যাস) ত্বরয্ ও আন্দায (রীতি-আদর্শ ও চাল-চলন) সবকিছু আমার মধ্যে সৃষ্টি করে দাও। হযরত! দয়া করে আপনিও দুআ করবেন।

আপনার ভঙ্গীমা, পথ-পদ্ধতির আদরনিয়তা আমার হৃদয়ে এত বেড়ে গেছে যে, যেসব অযীফা আমি নিজের পক্ষ থেকে আপনাকে বলে আপনার অনুমতি সাপেক্ষে শুরু করেছিলাম, এখন মন চায় সেগুলো সব ছেড়ে দেই এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর হুযূর নিজে যা যা পড়ে থাকেন আমিও তাই তাই পড়ি। এবং বড় বড় মা'মূলাত (অযীফা) যথাস্থানে রেখে দেই। এ ব্যাপারে হযরতের

www.islamfind.wordpress.com

নির্দেশনা জানতে চাই। 'দুআয়ে হিযবুল বাহার' প্রত্যেক নামাযের পর পড়তাম সেটাও একবারই পড়ি। এটুকুর ব্যাপারেও এখন আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি এই কারণে যে, আপনি বলেছেন- 'আমি পড়ি না, কারণ যারা এটা পড়ে তাদেরকে লোকেরা বুযুর্গ মনে করে। যে বিষয় ও কাজকর্ম থেকে বুযুর্গী ধারে পড়ে এবং শরীয়তে তা জরুরি নয় সেটা আমি পছন্দ করি না।' এ ব্যাপারেও আমার জন্য হুযূরের পক্ষ থেকে নির্দেশনা কামনা করি।

হুযূর যে মা'মূলাতগুলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পড়ে থাকেন, যদি আমার নাম মুনাসিব হয় তবে একটা কাগজে লিখে দেবেন অথবা যেখানে এগুলোর উল্লেখ পাওয়া যাবে সেটা জানিয়ে দেবেন।

যা করব! হুযূরকে কষ্ট দিতাম না কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে মনের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, এ কারণে মনের সেই দাবি মেটানোর উদ্দেশ্যে হুযূরকে লিখে বিরক্ত করলাম, দয়া করে মাফ করে দিবেন।

বিশ্লেষণঃ আমার নিকট এটা হল নিমগ্নতা ও নিবিষ্টতা।

পীরের সোহবতের আকাঙ্ক্ষা ও পত্র যোগাযোগ সোহবতের মতোই

প্রশ্নঃ খুব মনে চায় কিছুদিন আপনার সোহবতের গৌরব লাভ করব কিন্তু বেশ কিছু ব্যস্ততা আমাকে সেই সুযোগ দিচ্ছে না।

বিশ্লেষণঃ এই আগ্রহটাও উপকারিতার দিক থেকে কাছে থাকার প্রায় কাছাকাছি। বিশেষত যদি পত্র যোগাযোগও অব্যাহত রাখা হয়।

মাশায়েখদের প্রতি সূরা ইখলাসের ঈসালে সাওয়াব

প্রশ্নঃ আমি কয়েক বছর ধরে একটি আমল করছি। সেটা হল এই যে, প্রতিদিন বেতের নামাজের পর তিনবার করে সূরা ইখলাস পাঠ করে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী, হযরত শেখ শিহাবুদ্দিন সোহ্‌রাওয়ারদী, হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী, হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ, হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী, হযরত মাওলানা মিয়াঁজী নূর মুহাম্মাদ, হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম বেলায়াতী কুদ্দাসাল্লাহু আসরা-রাহুমের পবিত্র আরওয়াহ-রূহের তরে সাওয়াব পৌছে দিয়ে থাকি। প্রতিদিন ৪৫ বার সূরা ইখলাস পড়ি এবং সবশেষে বলি হে আল্লাহ্! এই সবের সাওয়াব ঐ সকল বুযুর্গের আরওয়াহের নিকট পৌছে দাও।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৯৭

www.islamfind.wordpress.com

আমার এই আমলের মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই তো?

বিশ্লেষণঃ নিয়ম হিসাবে তো কোনো অসুবিধা নেই। তবে আপনার প্রশ্ন করা থেকে আপনার রুচির পরিচয় পাওয়া গেল। যা সম্ভবত আমার রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এজন্যই আমি আমার রুচির কথা আপনাকে জানাচ্ছি, যদি সেটা আপনারও রুচিসম্মত হয় তবে আপনি এই আমল ছেড়ে দিয়ে ঐ সকল বুযুর্গের জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এমনিই দুআ করুন।

আমার রুচি এই যে, এই আমলের দ্বারা নফসের উদ্দেশ্য থাকে এরূপ– 'ঐ বুযুর্গদেরকে ঈসালে সাওয়াব (সাওয়াব প্রদান) করলে তাদের পবিত্র রূহগুলো খুশী হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে অথবা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে আমার দিকে তাওয়াজ্জুহ করে আমাকে বাতেনি কল্যাণ দান অথবা আমার বাতেনি কল্যাণের উন্নতি ও শক্তির কারণ হবেন।' এ কারণে আমি এটাকে খাঁটি তাওহীদের (খালেস তাওহীদের) খেলাফ মনে করি। আর ঐ সব বুযুর্গের আদব ও শানেরও খেলাফ (পরিপন্থী) যে, তাদেরকে নিজের মতলবের জন্য সাওয়াব পাঠানো হবে। এ সংক্রান্ত আমার বিশদ আলোচনা পাওয়া যাবে ইমদাদুল ফতাওয়া' ৫ম খণ্ড ৯৭ পৃষ্ঠায়।

কাউকে দ্রুত মুরীদ করে নেওয়া না নেওয়া পীরের আগ্রহের উপর নির্ভরশীল হালঃ বেশিরভাগ মুরীদ- যাদের উপর এখনো নিজ নিজ পীরের পক্ষ থেকে বাইআত নেয়ার (মুরীদ করার) অনুমতি এবং এসলাহের কাজ করার দায়িত্ব অর্পিত হয় নি, তারা একাজকে খুব সহজ মনে করে। তারা ধারণা করে থাকে যে, পীর হওয়ার মধ্যে আবার কষ্ট কিসের? আর আসলেও তথাকথিত এবং প্রথাগত পীর হওয়ার মধ্যে এবং গদ্দিনশীন হওয়া সে তো এক মজাদার বাদশাহী। অথচ প্রকৃতপক্ষে এর হাকীকত কতই না কঠিন! এসলাহের কাজটিও এই রকম এক বিশেষ ধরনের কষ্ট সাধ্য ও মুজাহাদার (সাধনার) কাজ। আর কোনো মুজাহাদাই কষ্ট ছাড়া হয় না।

এসলাহের কাজে কখনো কখনো আমার ভীষণ কষ্ট হয়, বিশেষত যখন মুখাতব কাজের হাকীকত সম্পর্কে থাকে অজ্ঞ। মুরীদ হতে আসে শুধু সামাজিক প্রচলন হিসাবে। এরূপ অজ্ঞ, নিরুপায় জনসাধারণের আস্থা, ভালোবাসাও থাকে গোলমাল ও ত্রুটির উপর নির্ভরশীল। এসব কারণে এদেরকে মুরীদ করতে একটা সময় পর্যন্ত বিরত থাকি। এড়িয়ে চলতে থাকি।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৯৮

www.islamfind.wordpress.com

এবং কখনো কখনো যারা বাইআত হয়ে গেছে তাদেরকেও ছেড়ে দিতে পছন্দ করি। কিন্তু এটা যেহেতু তরীকতপন্থীদের নিকট পছন্দনীয় নয় এ কারণে সবর করতে বাধ্য হই।

কাউকে যাচাই না করে বাইআত করে নিলে পরে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। সেই যেই অভিযোগ ও সমস্যার কথা আপনি বলতেন সেইগুলোর যৌক্তিকতা এখন অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করতে পারছি।

পক্ষান্তরে গুমরাহ ও বিদআতীদের ব্যাপকতা কখনো কখনো এতটাই নিরুপায় করে দেয় যে, মনে হয় বাইআত হতে যে কেউ আসবে তাকেই নির্দ্বিধায় বাইআত করে নিব। কিছু না হলেও অন্তত ঐ সব বিদআতী ও গুমরাহদের কাফের থেকে তো বেঁচে যাবে। মোট কথা এসব জটিলতায়, দ্বিধা-দ্বন্দে মন আটকে যায়।

এ ব্যাপারে আশা করছি হুযূরের উন্নত চিন্তাপ্রসূত মতামত আমাকে মুক্তির উপায় দেখাবে।

বিশ্লেষণঃ যখন যেখানে যে দিকটাকে দিল প্রাধান্য দিবে সেটাকেই গ্রহণ করবেন, ইনশাআল্লাহ্ তাতেই কল্যাণ হবে।

কোনো হালত না হওয়ার সংবাদও পীরকে জানানো কল্যাণকর

হালঃ আমার অবস্থা এই যে, কোনো অবস্থাই নেই।

বিশ্লেষণঃ এইরূপ কোনো হাল না থাকার সংবাদ জানানোতেও কল্যাণ আছে। কারণ কখনো কখনো এর মধ্যেও কোনো ব্যাপার থাকে।

নিজের শেখ (পীর) সম্পর্কে কী এ'তেক্বাদ রাখা উচিত

হালঃ আমার একটি বিষয় হল, পৃথিবীর কারো থেকে দীনি ব্যাপারে উপকৃত হওয়ার কল্পনা আসে না। দিলের মধ্যে এমন ইয়াকীন আছে যে, যা কিছু পৃথিবীতে আছে সকল যোগ্যতাই আমার হুযূরের মধ্যে আছে। আমার হুযূরই সব, অথচ পৃথিবীতে বুযুর্গ তো অনেকেই আছেন। বুঝি না আমার মন কেনো কারোর কোনো মর্যাদা স্বীকার করতে চায় না! অন্য কারো থেকে ফয়েয লাভ করার ব্যাপারে তো এত পরিমান ঘৃণা যেমন কুফর, শিরকের প্রতি ঘৃণা থাকে। কোনো বুযুর্গকে হুযূরের মোকাবেলায় বুযুর্গ মনে করাকে মনে হয় যেন কুফর'এর ধারণা করলাম।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৯৯

www.islamfind.wordpress.com

বুযুর্গদের সম্পর্কে যদি এরূপ ধারণা ক্ষতিকর হয় তবে হুযূর আমার এসলাহ ও সংশোধনের জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ অতিরিক্ত ভালোবাসার ক্ষেত্রে এ ধরনের বাড়াবাড়ি হলে তাকে মা'যুর বা অপারগ ধরে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে মৌলিক বিষয় শুধু এতটুকু যে, নিজের পীর সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করবে যে, আমার প্রচেষ্টায় তাঁর চেয়ে বেশি কল্যাণকারী আমার কপালে জুটবে না। আর বুযুর্গীর ব্যাপারে কার বুযুর্গী বেশি কার কম সেটা আল্লাহ্ জানেন। এতটুকু বিশ্বাসের মধ্যে কোনো ঝঞ্ঝাট নেই।

নামাযে ইচ্ছাকৃত পীরের কল্পনা ক্ষতিকর

প্রশ্নঃ যিকিরের সময় হুযূরের চেহারা কল্পনায় থাকলে আমার উপকার হয়। যদি আপনি হুকুম দেন তবে পীরের কল্পনা (তাসাওউরে শেখ) চালু রাখব।

জবাবঃ পীরের কল্পনা বিশেষত নামাযের মধ্যে ইচ্ছাকৃত হলে সুন্নতের খেলাফ আর কোনো কোনো অবস্থায় সীমাহীন ক্ষতিকর হয়ে যায়। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এসে যায় তার পরও ইচ্ছা করে সেই কল্পনাকে চালু রাখা যাবে না। যিকিরের দিকে কিংবা 'মযকূর' (আল্লাহ্)এর দিকে মনোযোগ তাজা করে নিবে। এইসব প্রচেষ্টার পরও যদি ঐ কল্পনা থেকে যায় তবে সেটা মুবারক বা বরকতময় হালত। সেটাকে নেআমত মনে করে আল্লাহ্র শোকর আদায় করবে। কেননা এটা ভীষণ মহব্বত ও ভালোবাসা-ভক্তি থেকে সৃষ্টি। এটাকে অন্যান্য ফাসেদ খেয়ালের মতো প্রতিরোধ ওয়াজিব (ওয়াজিবুদ্দফা) মনে করবে না। কারণ আল্লাহ্ ও বান্দার নিবিড় সম্পর্কের মাঝে প্রতিবন্ধক কল্পনা এবং আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে গভীর বন্ধন সৃষ্টিকারী কল্পনা এক সমান হতে পারে না।

যদি না বুঝে থাকেন তবে পুনরায় বিশদ ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করবেন।

বাইআত হবার মুনাসিব তরীকা

হালঃ আমি জনাব মাওলানা... এর দরবারে নিজেকে সামিল করেছিলাম এবং কিছুদিন পর্যন্ত সামিল ছিলামও। বর্তমানে মাওলানার দরবারের অবস্থা খুবই নাজুক। আল্লাহ্ তাআলা রহম করুন। 'কাশ্ফ'কে এমন ইয়াকীনী ও অকাট্য মনে করা হয় যে, তার আলোকে মুতাআল্লিকীন বা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকদের উপর হুকুম জারী করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাও করা হয় 'কী

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১০০

www.islamfind.wordpress.com

দেখেছ?' দেওবন্দীদের আকীদাকে ভ্রান্ত বলা হয়। মিলাদে কিয়াম করা হয়। কয়েকজন মিলে সালাম পাঠ করা হয়। মাদরাসার বার্ষিক জালসায় ফুল বিছানো হয়। এক ব্যক্তির কাশ্‌ফ হয়, তিনি জানান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। তখন ফুল উঠানো হয়। অথবা ফুলগুলো উঠিয়ে কোলে রাখা হয়। মাওলানার দরবারের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন এমন, যিনি নামায পড়েন না। সেই ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় যে, 'তার মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই শুধু একটি দোষ যে সে নামায পড়ে না।'

এ সকল আজেবাজে বিষয় কত আর বলব! শুধু শুধু এগুলি বলে হুযূরের সময় আর নষ্ট করতে চাই না। সার কথা এই যে, বর্তমানে আমি ঐ দরবার থেকে নিজেকে পৃথক করে নিয়েছি। 'ইসমে যাত'এর যিকির সাধ্যমতো করি। হুযূরের খিদমতে আমার নিবেদন এই যে, আমাকে সাহায্য করুন এবং দয়া করে আমাকে আপনার মুরীদ করে নিন। আপনি যেভাবে হুকুম করবেন সেভাবেই আমল করব ইনশাআল্লাহ্। আস্‌সালামু আলাইকুম।

বিশ্লেষণঃ একবার তাড়াহুড়া করে এখন পর্যন্ত পসতাচ্ছেন। সুতরাং সাবধান! আবারও যেন অনুতাপ করা না লাগে। এজন্যই বাইআতের মধ্যে তাড়াহুড়া উচিৎ নয়। ভালো হয় এই যে, যার কাছে বাইআত হওয়ার ইচ্ছা তার কাছে একমাস বা দু-মাস থাকুন। যদি সকল বিবেচনায় আপনার মন সন্তুষ্ট হয় তাহলে তাঁর নিকট বাইআতের আবেদন করুন। আপনার এই আবেদনে যদি দ্বিতীয় পক্ষের মনও সন্তুষ্ট হয় তাহলে তো তিনি কবুল করে নিবেন। আর যদি তিনি কোনো আপত্তি করেন তাহলে আরো কিছুদিন তার কাছে থাকুন। এরূপ করলে আশা করি দ্বিতীয় পক্ষের অস্বীকৃতি বেশি দীর্ঘ হবে না। এরূপ বাইআতের মজাও হবে দেখার মতো।

মুতাআল্লিকীনকে তিরস্কার ও নিন্দা করা মুরব্বির দায়িত্ব

হালঃ এ অধম এখনো নিজের কর্মে ব্যস্ত (অর্থাৎ অবসর নই) কিন্তু আমার অবস্থা থাকে বিভিন্ন রকম। বাড়ির লোকদেরকে শরীয়তের খেলাফ চলতে দেখলে কী হয়ে যায় জানি না, আমি ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে যাই। বরদাশ্‌ত করতে পারি না। অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে যে, বাড়ির সকলেই আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে। সকলেই আমার উপরে রেগে আছে। ওয়ালিদ সাহেবও মনঃক্ষুণ্ন বরং আমাকে মনে করছেন উম্মাদ ও পাগল। আর প্রকৃতপক্ষে অবস্থাও পাগলের মতোই হয়ে যায়; এলাকাতেও দুশমন অনেক। কখনো

www.islamfind.wordpress.com

মনের মধ্যে খেয়াল জাগে হয়ত কেউ আমার উপর জাদু করেছে। সেজন্যই নিজের মুরব্বিদের সঙ্গে এরকম লড়াই ঝগড়া করে থাকি। তাদেরকে দেখতেই পারি না। কখনো দিলের মধ্যে রহমও জাগে। আর বাড়ি ছাড়া অন্য জায়গায় হালত ভালো থাকে। বাড়ি ফিরলে আবার সেই একই অবস্থা হয়ে যায়। বর্তমানে প্রবাসে ভালোই আছি। মাদরাসায় পড়ানোর সময়ও মন খুশী থাকে। কিন্তু মাদরাসার কাজ সম্পন্ন করি তিলাওয়াতে কুরআন ও মুনাজাতে মাকবুলের সময়ের পর। যিকিরের সময়ে ছাত্রদের পড়াতে হচ্ছে নতুবা সময় পাওয়া যায় না। এজন্যই জানতে চাচ্ছি যে, বিভক্তভাবে যিকির করার অনুমতি আছে কি? অর্থাৎ তিলাওয়াতের পর মুনাজাতে মাকবুল এরপর এক বা দু-ঘন্টা ছাত্রদের পড়ানোর পর অবশিষ্ট অযীফা অর্থাৎ ছয় হাজার বার আল্লাহ্‌র যিকির, এভাবে কি আদায় করা যাবে?

বিশ্লেষণঃ মুরব্বি, নেতা, ইমাম এমনি ধরনের অনুসরণীয় ব্যক্তিদের কর্তব্য এটা যে, তারা নিজেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠজনদেরকে (অন্যায় কাজে) নিন্দা ও তিরস্কার করবে। তবে আপনি নিজে এখনো নিজের কাজ থেকে ফারেগ হন নি। সুতরাং আপনার জন্য কারো সঙ্গে ঝামেলায় জড়ানো উচিৎ নয়।
মাদরাসায় থাকলে যেহেতু আপনার মনে এতমিনান থাকে সুতরাং আপনি মাদরাসাতেই বেশি থাকুন।
যিকির (এক বৈঠকে সম্পূর্ণ না করতে পারলে) বিভক্তভাবে করলেও কল্যাণকর হবে।

মুরীদের জন্য পীরের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হওয়া জরুরি

হালঃ আমি প্রথম চিঠিতে 'দালাইলুল খাইরাত' এবং 'রাব্বানা...' পড়ার জন্য আপনার কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম। যদিও আমি সবসময় সেটা পড়ি। আখেরাতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে যা নিজ থেকেই আমল করি, যদিও তাতে সাওয়াব ঠিকই হচ্ছে তারপরও আমি চিন্তা করলাম যে, নিজে নিজে আমল করা আর কোনো চিকিৎসকের নির্দেশমতো আমল করার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তাছাড়া বুযুর্গদের নির্দেশনার আলোকে যে কাজ করা হয় তাতে আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করেন।

বিশ্লেষণঃ ইজাযত ও অনুমতি নেওয়ার যে উপকারিতার কথা আপনি লিখেছেন তা যথার্থ। কিন্তু এর যে পদ্ধতি আপনি নির্বাচন করেছেন সেটা যর্থাথ নয়। অর্থাৎ 'নুসখা' (অযীফা) আপনি নির্ধারণ করে আমার কাছে

www.islamfind.wordpress.com

অনুমতি চেয়েছেন। বরং এরজন্য সঠিক পদ্ধতি হল এই যে, নিজের সম্পূর্ণ অবস্থা কোনো আস্থাভাজনের সামনে পেশ করে নিজেকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিতে হবে। মনে করতে হবে যে, যে 'নুসখা' (প্রেসক্রিপশন) আমার জন্য করা হবে সেটাই আমল করব।

যেহেতু আপনার কাছ থেকে এই ধরনের কোনো চিঠি আমার কাছে আসে নি তাই আমি কোনো সুনির্দিষ্ট 'মাশওয়ারা' আপনাকে দিতে পারছি না। এ ধরনের চিঠি যখন আসবে ইনশাআল্লাহ্ পরামর্শ দিব।

মুরীদ না করার কারণে পীরের প্রতি অহঙ্কার ও অসন্তোষের চিকিৎসা

অনেক ব্যক্তির চিঠি- যাকে বাইআত না করার কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

হালঃ জনাব হযরত মাওলানা আশরাফ আলী, আস্সালামু আলাইকুম।

অধম... এর সালাম রইল। এ অধম জনাবের দরবারে উপস্থিতির সৌভাগ্য পেয়েও অকৃতকার্য হয়ে ফিরেছে। আবার দ্বিতীয়বার এই পাপী একটি স্বপ্ন হযরতের কাছে তুলে ধরছে। আশা করি জনাব স্বপ্নটির তা'বীর (ব্যাখ্যা) জানাবেন।

আমি জুমার রাতে দরূদ শরীফ পড়ে এই নিয়ত ও দুআ করে ঘুমালাম যে আল্লাহ্ যেন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারতের গৌরব দান করেন। কিন্তু এর পরিবর্তে আমি স্বপ্নে যা দেখলাম তা হল নিম্নরূপ–

আমি একটি বালাখানায় আপনাকে দেখলাম, আপনি যখন নিচে আসেন তখন আমি কাঁদতে কাঁদতে নিচে নামি, আবার আপনি উপরে তাশরিফ নিয়ে গেলে আমিও কাঁদতে কাঁদতে উপরে উঠে যাই। এমনিভাবেই আপনার পিছে পিছে আমিও কাঁদতে কাঁদতে নিচে আসি কিন্তু আপনার ব্যক্তিত্বের ভয়ে কথা বলতে পারি না, কাছেও যেতে পারি না। সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে নামার সময় আমার দিকে ধেয়ে আসে এক অগ্নি এবং তার মধ্য থেকে আওয়াজ আসে এটা তোমাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেবে। আমি বললাম- এই সিঁড়ির আড়ালে আমি আত্মরক্ষা করব। আপনার পক্ষ থেকে শুধু এতটুকু শুনতে পেলাম যে, আমি দেখছি।

বিশ্লেষণঃ আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্...

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১০৩

www.islamfind.wordpress.com

আমি আপনাকে চিনতে পারি নি। আপনার চিঠি থেকে বুঝা যাচ্ছে আপনি এখানে (থানা ভবনের খানকায়) এসেছিলেন। আমি অনেক চিন্তা করে এবং স্মৃতিতে খোঁজাখুঁজি করে আপনাকে চেনার মতো সম্ভাব্য তিনটি ঠিকানা পেয়েছি।

১) আপনি সম্ভবত সেই দুইজনের একজন যারা একই চিঠিতে নিজেদের আবেদন জানিয়েছিল। আমি বলেছিলাম-পৃথক পৃথক চিঠি পাঠাতে হবে।

২) সম্ভবত আপনি আসামাত্রই আমার পাঠানো চিঠি খুলে দেখিয়ে ছিলেন এবং এক বা দুই রুপি পেশ করেছিলেন যা গ্রহণ করতে আমি অপারগতা প্রকাশ করেছিলাম। আপনি পীড়াপীড়ি করার পর আপনাকে নিষেধ করে দেওয়া হয়।

৩) আপনি বাইআত (মুরীদ) হওয়ার জন্য জিদ করেছিলেন, আমি কিছু শর্ত আরোপ করেছিলাম, যার মধ্যে সম্ভবত এটাও ছিল যে, তাড়াহুড়া করা যাবে না। এরপরও আপনি পীড়াপীড়ি করলেন, আমি অস্বীকার করলাম। সেটা আপনার খুব অপছন্দ লাগল। সেই অপছন্দনীয়তা নিয়েই আপনি সোজা উঠে চলে গেলেন এবং বাহিরে গিয়ে আমার নামে অভিযোগ করলেন।

এখন বলতে পারব না আমার যা মনে পড়েছে তা ঠিক না ভুল। যদি ভুল হয় তাহলে আপনার পূর্ণ ঠিকানা লিখে পাঠান যাতে আপনাকে চিনতে পারি এবং সর্বাবস্থায়ই আপনার জবাবের সঙ্গে মূল চিঠিটাও পাঠাতে হবে। তখন ইনশাআল্লাহ্ জবাব দিব।

পরবর্তী চিঠি–

হালঃ হুযূরের সকল অনুমান সঠিক। এবং এই বান্দা খাকসার আপনার সেই খাদেম যার দ্বারা আপনার শানে প্রকাশ পেয়েছিল অনুচিত আচরণ যার জন্য আমি ভবিষ্যতে যে কোনো শাস্তি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত। মূল চিঠি কোন্‌টি বুঝতে না পারায় দুটো চিঠিই হুযূরের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিশ্লেষণঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্।

জানি না আপনার আচরণকে 'অনুচিত' কিসের ভিত্তিতে বলছেন। এর পেছনে কি কোনো কুরআন-হাদীসের দলিল আছে? না কি শুধু স্বপ্নের ভিত্তিতে বুঝেছেন? যদি শুধু স্বপ্নের ভিত্তিতে এরূপ বুঝে থাকেন অর্থাৎ আপনার ঐ বুঝের ভিত্তি যদি স্বপ্ন হয় তবে মনে রাখবেন স্বপ্ন শরীয়তের কাছে গ্রহণযোগ্য

www.islamfind.wordpress.com

কোনো দলিল নয়। সুতরাং আপনি ভয় পাবেন না। ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনি বে-ফিকির (নিশ্চিন্ত) থকুন। স্বপ্নের অগ্নি তো কী চীজ, কেউ যদি স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলন্ত দেখে এবং স্বপ্নের মধ্যে 'চিরস্থায়ী জাহান্নামী' হওয়ার ফয়সালাও শুনে থাকে আর তার বাস্তব অবস্থা শরীয়ত মতো থাকে তবে ঐ স্বপ্নের কোনোই মূল্য নেই।

আর যদি শরীয়তের কোনো দলিলের ভিত্তিতে নিজের ভ্রান্তি আপনি বুঝতে পেরে থাকেন তবে সেটা বিবৃত করুন। পরিষ্কার করে লিখুন যে, কী কী ভুল আপনি করেছেন? এবং সেটা যে ভুল- বুঝলেন কিসের ভিত্তিতে। যদি জবাব পাঠান তবে এই চিঠি দুটিও সঙ্গে পাঠাবেন।

পরের চিঠি–

এ অধমের আচরণ যে অনুচিত ছিল তা শুধু স্বপ্ন দ্বারা নয় বরং আমার কাছে সেটা প্রমাণিত হয়েছে শরয়ী দলিল দ্বারা। সেটার বিবরণ এই যে, হযরত আবূ বকর ও উমর রা. বিবাদের সময় তাদের আওয়াজ রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) আওয়াজের উপর প্রবল হয়ে পড়েছিল। এর প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হয়েছে অর্থাৎ কথা বলার সময় নিজেদের আওয়াজও যেন রাসূলের আওয়াজের উপর প্রবল না হয়ে যায়। এই আদব শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে আয়াত নাযিল হয়েছে–

يأيها الذين امنوا لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى

অর্থ- হে মুমিনগণ তোমরা রাসূলের আওয়াজের উপর নিজেদের আওয়াজকে প্রবল হতে দিও না।

সুতরাং আপনিও যেহেতু নায়েবে নবী, চিন্তা করে বুঝলাম যে, আমি যা বলেছিলাম- ঐ ধরনের কথা ও শব্দ আপনার শান ও মানের উপযোগী ছিল না। যা এই অধমের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। ওইসব বেয়াদবীমূলক কথা-বার্তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।

খানভী রহ.এর উত্তর–

এটাতো স্পষ্ট যে, উক্ত আয়াতটি বিশেষভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। সেই বিশেষ হুকুমকে অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাটা 'কিয়াস'। কিয়াস যদিও শরীয়তের দলিল হিসাবে গণ্য কিন্তু সেটা হতে হবে মুজতাহিদের। আপনার প্রমাণ উপস্থাপন বা ইস্তেদলাল কোনো মুজতাহিদ থেকে বর্ণিত নয়। আর যেটা কোনো মুজতাহিদ থেকে বর্ণিত নয় তাকে আপনি শরয়ী দলিল বলে আখ্যায়িত করলেন কীভাবে?

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১০৫

www.islamfind.wordpress.com

দ্বিতীয়ত আপনার এই যুক্তি প্রদর্শন থেকে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি নবীর নায়েব নন তাকে মুখের দ্বারা অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া এবং অকারণে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা আপনার মতে শরীয়ত বিরুদ্ধ নয়। এটাই যদি সত্যিকারে আপনার বিশ্বাস হয়ে থাকে তবে সেটা একেবারেই ভ্রান্ত। কুরআন-হাদীসের অসংখ্য দলিল সেটা প্রমাণ করে। আর যদি এটা আপনার ইতেক্বাদ বা বিশ্বাস না হয়ে থাকে তাহলে আপনি 'নবীর নায়েব' কথাটি কেন বিশেষভাবে বলেছেন? এই বিষয়গুলোর সমাধান করলে তারপর কিছু লিখব।

(এরপর ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে আরো একটি অগ্রহণযোগ্য চিঠি আসে, থানভী রহ. সংক্ষিপ্ত দু-চার শব্দের জবাবের পর তিনি পুণরায় নিচের চিঠিটি লেখেন।)

আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্।
হুযূরের চিঠি পেয়েছি। ঐ চিঠির তীরের আঘাত এই অধমের অন্তরে এমনই জখম তৈরি করেছে যা অবর্ণনীয়। সে কষ্ট আমি শয়নে-স্বপনে কোনো অবস্থাতেই ভুলতে পারছি না। কী ভাষায়, কোন্ শব্দ দিয়ে যে সেটা ব্যক্ত করব! এ অধম এখন ঠিক জবাই করা মুরগীর মতো ছটফট করছে। তাই যদি হুযূরের দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয় তবে তো খুবই ভালো নতুবা আমি আপনার দুয়ার ছাড়ব না। থানা ভবনের ভেতর অথবা এর আশপাশ যেখানেই বলবেন পড়ে থাকব। আপনার দুয়ার ত্যাগ করব না।
হুযূর পূর্বের চিঠিতে যেটা বলেছেন 'নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা গুনাহ' হুযূর যথার্থই বলেছেন। কিন্তু হুযূর যে অর্থ ও উদ্দেশ্যে বুঝিয়েছেন সেটা অধমের জানা নেই। অথচ প্রভাব পড়েছে আমার উপর।

জবাবঃ যদি 'তাকাব্বুর' ও অহঙ্কার শিকেয় তুলে রেখে এবং সর্বপ্রকার যিল্লতি ও লাঞ্ছনা মেনে নিয়ে আমার সকল পূর্ববর্তী প্রশ্ন এবং সকল নতুন প্রশ্নের জবাবের জন্য তৈরি হয়ে আসেন তবে কোনো বাধা নেই। এই চিঠি এবং পূর্বের সব চিঠি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

সংশোধনের উদ্দেশ্যে মুরীদকে বাতেনি রোগ সম্পর্কে সজাগ করা

জনৈক আলিম যিনি একজন পীরের খলিফাও ছিলেন। অসতর্কভাবে হযরত থানভী রহ.-এর শানে একটি লিখিত বেয়াদবী করেছিলেন এবং পরে ক্ষমার আবেদন করেছিলেন। এতে উভয় দিক থেকেই বহু পত্রের লেনদেন হয়েছে পরস্পরের এই পত্রালাপ যা ভীষণ উপকারী, নিম্নে তুলে ধরা হল-

www.islamfind.wordpress.com

আলিমের চিঠি–

আমার সাইয়িদ এবং মওলা, আপনার মর্যাদা চিরস্থায়ী হোক, খাদিমসূলভ সালাম মাসনূনের পর আরয এই যে, আজ মাওঃ... সাহেবের চিঠি পেলাম। আমি ভীষণভাবে তাঁর প্রতি কৃতার্থ হলাম। কারণ তিনি বিশদভাবে আমার ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে সজাগ করেছেন এবং সত্যিকারের সমবেদনা ও প্রকৃত ইখলাসের হক আদায় করেছেন। আমি ভেতরে-বাহিরে, অন্তরে ও মুখে আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করলাম- আমাকে দান করেছেন এমন বন্ধু যার আকাঙ্ক্ষা থাকে সকল মুসলিমের। মাওলানার জন্য প্রাণভরে দোআও করেছি যে, আল্লাহ্ তাআলা যেন তাঁকে এই অকৃত্রিম ইখলাস ও বন্ধুত্বের উত্তম পুরষ্কার হিসাবে দুনিয়া ও আখিরাতের বারাকাত দান করেন।

হুযূরের খিদমতে নিবেদন এই যে, আমি নিজের ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর নিশ্চিত হলাম যে, আমি যে কথা শুনে বা পড়ে ভুল ধারণার শিকার হয়েছিলাম এবং যে ধারণার প্রকাশ ঘটিয়েছি আমার... শিরোনামের রচনায়, নিঃসন্দেহে সেগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য ছিল না। সেগুলোর উপর ভিত্তি করে এরূপ মনোভাব পোষণ এবং তার প্রকাশ ও প্রচার করা আমার জন্য সঠিক ও জায়েয হয় নি। এজন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে কৃতগুণাহের তওবা করছি আর আপনার কাছে অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। প্রথম চিঠিতে ক্ষমার প্রার্থনা ছিল এবং ঐ চিঠির পর আপনি ক্ষমার কথা জানিয়েছেন, তখন পর্যন্ত প্রকৃত ত্রুটির বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট না থাকার কারণে ভুল ও ত্রুটির ব্যাপারে সেটাতে স্পষ্ট কোনো বিবরণ ছিল না। যেহেতু মৌলভী সাহেবের চিঠি পেয়ে আমি অভিযোগের মূল বিষয়টি বুঝতে পারি এবং তার চিঠি থেকেই নিশ্চিত হয়েছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যাপার দোষ-ত্রুটি শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যাপারটিকে বিশ্বাস করা কিংবা কারো দিকে সেটার নেসবত করা জায়েয নেই।

আলহামদুলিল্লাহ্! আপনাদের মতো ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কের বদৌলতে এই বোধ আমার অর্জিত হয়েছে যে, নিজের ত্রুটির উপর লাফালাফি করা অথবা নিজের ত্রুটি স্বীকার করতে পিছপা হওয়া অথবা নিজের ত্রুটি বিচ্যুতির ব্যাখ্যা দাড় করানো অহঙ্কারের নামান্তর এবং আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ। এই অনুভূতি ও বোধের কারণেই নাতো নিজের ত্রুটির জন্য তওবা করতে লজ্জা পাই এবং না তা স্বীকার করতে দ্বিধান্বিত হই। আল্লাহ্ সাক্ষী যে একথা অন্তর থেকেই স্বীকার করি যে, আমি ভুল-ত্রুটিমুক্ত নই। এ কারণে ভুল স্বীকার করতে কখনোই কষ্ট হয় নি।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১০৭

www.islamfind.wordpress.com

আপনাদের মতো হযরতদের আঁচল তো এজন্য ধরি নি যে, সেটা আঠারো বিশ বছর পর ছুটে যাবে। মনের মধ্যে এই সম্পর্কের প্রতি বিশেষ মর্যাদা লালন করে থাকি। আর এটা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার ফযল যা আপনাদের সম্পর্কের কল্যাণেই লাভ হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাতে বরকত দান করুন এবং এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রেখেই যেন দুনিয়া থেকে বিদায় হই।

হযরতের খিদমতে এতটুকু বিনীত দরখাস্ত অবশ্যই করব যে, যেহেতু দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছি এজন্য বেশি অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা বরদাশত করা কষ্টকর। এটা তো নিশ্চিত যে, ভবিষ্যতেও এরূপ ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ পাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু আপনি যদি মুরব্বি সুলভ পুরাতন সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিষ্কার ভাষায় এটা বলে দেন যে, 'এটা তোর ভুল হয়েছে, স্বীকার করে নিয়ে তওবা কর।' ইনশাআল্লাহ্ কখনোই অমান্য করব না। হুযূরকে মুরব্বি ও হিতাকাঙ্ক্ষী শুধু মুখে নয় বরং অন্তর থেকেই মানি। আগামীতে যাই হোক হুযূরের ইচ্ছামতো আমার সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন। আমি যা বললাম এটার উদ্দেশ্য আপনাকে পরামর্শ দান নয় বরং নিজের অবস্থার ব্যাপারে অবগতি দান। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা জানাই আমার ত্রুটির সময়টি যেন এমন না হয় যে নেক কাজগুলো খারাপের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। হুযূরের সঙ্গে রূহানী আকাবির (পূর্বসূরীগণ)এর সম্পর্ক দৈনন্দিন আরো বেশি বরকতের কারণ হোক। সবশেষে নিবেদন করছি এবং হুযূরের কাছে দুআ চাচ্ছি যে, আল্লাহ্ তাআলা যেন এই ধরনের অন্যান্য ভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত ও মাহফুয রাখেন এবং বিরত থাকার তাওফীক দান করেন।

হযরত থানভী রহ.এর জবাব–

আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্।

আপনার এনায়েত নামা (চিঠি) পেয়েছি। যদিও এরপর নিয়ম হিসাবে শুধু 'আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি' ছাড়া আর কিছুই লেখা উচিৎ নয়, কিন্তু যেহেতু আপনি নিজের মহব্বত এবং নিজের মহত্বের কারণে এটাও লিখেছেন যে, 'সোজাসুজি এভাবে বলবেন যে, এটা তোর ভুল হল' যার মধ্যে আপনার 'দাবি' অথবা কমপক্ষে অনুমতি অবশ্যই রয়েছে যে, আমি যেন কিছু বলে দেই। এজন্যই ওটা তো বলাই আছে যে, আমি ক্ষমা করে দিয়েছি দিল ও জান থেকে, আর এখন আমি মন থেকে সেই একইরকম খাদেম।

তবে আপনার ঐ অনুমতির ভিত্তিতে আরো কিছু নিবেদন আমার আছে। এই নিবেদন কেবলমাত্র তখনই নির্ভরযোগ্য ও যথেষ্ট উপকারী হতে পারে যখন

www.islamfind.wordpress.com

আমি ততটুকু নিঃসংকোচে কথাগুলো বলতে পারব যতটুকু নিঃসংকোচে বলে থাকি নিজের নিয়মিত মুরীদের কাছে আবার আপনিও জবাবের বেলায় তেমনই সঠিক ও সত্যনিষ্ঠভাবে তথ্য দেবেন যেমন আপনি তথ্য দিয়ে থাকেন জনাব মাওলানার... কাছে।

(এই তুলনা শুধুমাত্র সত্য ও সঠিক তথ্য দানের ব্যাপারে, তার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা ও মর্যাদার ব্যাপারে নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ আমার নিয়তের সাক্ষী)

এবার আমার সেই নিবেদন পেশ করছি- আপনি আমার কাছে যে তত্ত্ব পেশ করেছেন তার সারাংশ দুটি কথা-

১) আমার কৃত আপনার নামে অভিযোগ গাইরে শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে ছিল।

২) এভাবে গাইরে শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন না জায়েয। এরপর আপনি আবার বলেছেন যে, আপনি আপনার এটির ব্যাপারে সজাগ হয়েছেন মৌলভীর... চিঠির মাধ্যমে।

আমার জিজ্ঞাসা হল, ঐ কথা দুটি তো আমার প্রথম চিঠিতেও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা ছিল। তাহলে এর কী কারণ যে, আমার চিঠিতে সজাগ হতে পারলেন না অথচ মৌলভী... সাহেবের চিঠি পেয়ে সজাগ হয়ে গেলেন? যেহেতু আমি চিন্তা-ভাবনা করা সত্ত্বেও এর কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ খুঁজে পেলাম না তাই আমার মাথায় এসেছে তিনটি সম্ভবনা।

(আর এটা দলিল প্রমাণ ছাড়া ভুল ধারণা পোষণ নয় বরং সম্ভাব্য তিনটি কারণের কোনো একটিকে নিশ্চিত কারণ হিসাবে আমি অটল সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং আপনার কাছেই জিজ্ঞাসা করছি। হতে পারে আপনার জবাব থেকে চতুর্থ কোনো কারণ বেরিয়ে আসবে। আমার এই তিন সম্ভাবনা চিকিৎসকের ঐ ব্যবস্থাপত্রের মতো যেখানে চিকিৎসক নিশ্চিত হতে না পেরে কিছু বিষয় রুগীর কাছে জানতে চান যেমন- তুমি কি অমুক জিনিষ খেয়ে ছিলে? অথবা তুমি কি ঠাণ্ডা বাতাসে বেরিয়েছিলে? এক্ষেত্রে রুগী যদি প্রকৃত ব্যাপার গোপন করে তবে সে নিজেরই ক্ষতি করে। চিকিৎসকের যদি সন্দেহ হয় তবে দলিল ছাড়া রুগী মিথ্যা বলছে এ সন্দেহ করা তার জন্য জায়েয হবে না তবে সন্দেহের কারণে ঐ রুগীর চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি অপারগতা প্রকাশ করতে পারেন। সেটা তার জন্য বৈধ। তেমনিভাবে যদি আমার এই চিঠির জবাবকে আপনার কাছে সত্য বলে ধারণা হয় তবে ভবিষ্যতেও আপনার এই হুকুমের তামিল করা সম্ভব হবে- 'আমার ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে আমাকে জানিয়ে দেবেন।' তা

www.islamfind.wordpress.com

না হলে আমি এই খেদমত থেকে অপারগতা প্রকাশ করব। যাতে না আমার কোনো ক্ষতি হবে কারণ এর উপর আমার কোনো কল্যাণ মূলতবী নয়। না আপনার কোনো ক্ষতি হবে কেননা আপনার চিকিৎসক (পীর) (আল্লাহ্ তাকে নিরাপদ রাখুন) এখনও বেঁচে আছেন।)

সম্ভাবনা তিনটি হল–

১) এখনো পর্যন্ত মন থেকে ভুলের স্বীকৃতি দিতে পারছেন না শুধু মৌলভীর... পরামর্শের কারণে এই মৌখিক স্বীকারোক্তির ঘটনাটি ঘটেছে।

২) আমার চিঠি থেকেও বুঝে এসে গিয়েছিল। কিন্তু ভুল স্বীকার করতে লজ্জাবোধ হচ্ছিল এবং এখনো পর্যন্ত আপনি যেভাবে সমাধান করতে চাচ্ছেন তাতে আপনার কৌশলগত দাবি অর্থাৎ 'আশরাফ আলীর চিঠি থেকে বুঝতে পারি নি' প্রত্যাহার করতে পারেন নি। কারণ দাবি প্রত্যাহার করা লজ্জার কথা এ কারণে ভুল স্বীকার করা সত্ত্বেও ঐ লজ্জার বোঝা মাথায় উঠাতে চান নি বরং ভুল বুঝতে পারার কৃতিত্বটাও অন্য একটি চিঠির (অর্থাৎ আমার চিঠিতে নয়) বলে আপনি দাবি করেছেন।

৩) তৃতীয় সম্ভাবনা এই যে, সত্যি সত্যিই আমার চিঠি থেকে বুঝতে পারেন নি এবং এখন সেটা বুঝতে পেরেছেন। এটাই যদি সত্য হয় তবে উভয়ের চিঠি একই বিষয়ের হওয়া সত্ত্বেও এই পার্থক্যের কারণ এটা ছাড়া আর কী হতে পারে যে, আমার চিঠি পড়ার সময় আপনার মন ক্রুদ্ধ ছিল, কারণ আমাকে নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করেন নি এবং আমার মহব্বতও অন্তরে ছিল না। আর এ বিষয়গুলোই বুঝার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে মৌলভীকে... নিজের খয়ের খা মনে করেন এবং তার মহব্বতও অন্তরে ছিল। এই পার্থক্যের (অর্থাৎ উনার মহব্বত অন্তরে থাকা আমার মহব্বত না থাকা, উনাকে খয়ের খা মনে করা...) কারণ প্রবল ফের্কাবন্দী এবং দলবাজি ছাড়া আর কী! আমাকে অন্য সিলসিলার মানুষ মনে করেছেন বলে সম্পর্ক কম হয়েছে আর তাকে আপন সিলসিলার মানুষ মনে করেছেন বলে সম্পর্ক গভীর। হকপন্থী একজন মানুষের জন্য এই ন্যাক্কারজনক দলবাজি কি শোভনীয়? আপনার মধ্যে নিষিদ্ধ এই দলবাজির মানসিকতা প্রমাণ হবে যদি সম্ভাবনা তৃতীয়টা সত্য হয়। আর প্রথমটি হলে আপনার মনে 'রিয়া' আর দ্বিতীয়টি হলে তাকাব্বুরের (অহঙ্কারের) বিষয়টি স্পষ্ট। এর কারণ কী সেটা দয়া করে জানাবেন। আমার দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, ভাষা ও ভাষার আবেগ অনুভূতির ব্যাপারে যার বিন্দুমাত্র বোধ আছে তিনি আপনার নিম্নোক্ত এই কথা থেকে–

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১১০

www.islamfind.wordpress.com

'...এই বোধ অর্জিত হয়েছে যে, নিজের ত্রুটির উপর লাফালাফি করা অথবা নিজের ত্রুটি স্বীকার করতে পিছপা হওয়া অথবা নিজের ত্রুটি বিচ্যুতির ব্যাখ্যা দাড় করানো অহঙ্কারের নামান্তর এবং আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ' বুঝবে দুটো বিষয়।

এক– এমন কোনো ব্যক্তির কাছে- যার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছেন, দুঃখ প্রকাশ করার সময় মনের মধ্যে যে পরিমান অনুশোচনা ও বেদনা প্রবল হওয়া উচিৎ সেটা হলে কলম দিয়ে ঐ কথাটি বের হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ এগুলো তো ঠাণ্ডা মাথার অবসরের কথা। অনুতাপে দগ্ধ সময়ের কথা নয়। এটা বুঝার জন্য মাপকাঠি এই যে, এই একই ভুল যদি মাওলানার শানে আপনার দ্বারা হত তাহলে ক্ষমা চাওয়ার সময় কি এই ধরনের কথা লিখার হিম্মত আপনার হত? বরং চিঠি লিখারই সাহস হত না। পেরেশান ও অস্থির হয়ে দৌড়াতেন এবং গিয়ে তার পা চেপে ধরতেন। সত্য এটাই যে, এই ভঙ্গীমা একেবারে স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, আপনার মনে কোনো পেরেশানি আদৌ তৈরি হয় নি। সুতরাং এটাও একটি বুযুর্গীর দাবি। দাবিটাও ভুল (আবার ভুল দাবির উপর আল্লাহ্কে সাক্ষী বানানো হয়েছে) ভ্রান্ত হওয়া এভাবে প্রকাশ পায় যে, আমি চিঠি লিখে জানানোর পর আপনার মধ্যে ভুল স্বীকারের অনুভূতি জাগল না শরীয়তের এত সামান্য বিষয়টুকু কি আপনার জানা নেই? প্রথমত আপনাকে সতর্ক করারই প্রয়োজন ছিল না। এরপর সর্তক করার পর তো আপনার সাবধান হওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু সেটা হয় নি। তাহলে এটা কথা ও কাজে বৈপরীত্য নয় তো কী?

তৃতীয় নিবেদন এই যে, ইদানিং আপনার যে সব উক্তি শোনা গেছে এবং আপনার যে রীতি-নীতি ও শান-শওকত তা 'তাকাব্বুর' ও অহঙ্কারমুক্ত নয়। দয়া করে এর এলাজ করবেন।

চতুর্থ বক্তব্য এই যে, এখন তো আপনি বুঝে গেছেন যে যিকির ও শোগল এসলাহ ও আখলাকের (সংশোধন ও সংস্কারের) জন্য যথেষ্ট নয়।

পঞ্চম বক্তব্য এই যে, আপনি যে সব লোকের কথা ও লেখার কারণে নিজে ভ্রান্তিতে জড়ানোর কথা লিখেছেন, তাদের ব্যাপারে আমার আবেদন এই যে, যদি তারা আমার মুরীদ না হয়ে থাকে তাহলে আমি তাদের নাম জানতে চাই না। কারণ তাদের ব্যাপারে আমার না কোনো অভিযোগ আছে আর না তাদের সংশোধনের দায়িত্ব আমার আছে। আর যদি তারা আমার মুরীদ হয়ে থাকে

www.islamfind.wordpress.com

তবে তাদের নামগুলো জানানোর জন্য– ব্যক্তিগতভাবে তাতে আমার কোনো লাভ না থাকলেও তাদের এসলাহ ও সংশোধনের প্রয়োজনে, দাবি জানাচ্ছি। যেন সংশোধনের লক্ষ্যে তাদেরকে সতর্ক করতে পারি।

আপনি যদি নিজে এখনো আমার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ও ভালোবাসার দাবি না করেন তবে আপনাকে তাদের নাম জানাতে বাধ্য করছি না কিন্তু যদি ঐ দাবিতে এখনো বহাল থাকেন তবে ভালোবাসার প্রমাণ হিসাবে আমার আবেদন অবশ্যই কবুল করবেন। (সেই মুরীদদের নাম জানাবেন) এবং তাদের যে কল্যাণের কথা ভেবেছি সেটাকে সত্য জেনে মেনে নেবেন এবং তাদের কল্যাণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন। ওয়াসসালাম।

নিজের এলেমকে পর্যাপ্ত মনে করা মুরীদের জন্য নিন্দনীয়

জনৈক তালিবে ইলমের একটি চিঠি এসেছিল, যাতে তিনি সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম কিছু ইলমী তাহকীকের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। সেই চিঠির জবাব–

জবাবঃ আমার মনে পড়ে যে, ইতিপূর্বে আপনি 'এসলাহে বাতেন' বা আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। আমার ধারণা যদি সঠিক হয় এবং আপনার সেই ইচ্ছা এখনো বহাল থাকে তবে মনে রাখবেন যে, এসলাহের একটি আদব এই যে, জরুরি নয় এমন কোনো বিষয়ে নিজের শেখের কাছে জিজ্ঞাসা করা যাবে না। আর যদি আপনার সেই ইরাদা এখন আর বহাল না থাকে তাহলে এই প্রশ্নে কোনো অসুবিধা নেই। প্রশ্নগুলো আবার পাঠান।

হালঃ হুযূরের চিঠি পেয়েছি। যে কথাগুলো ইতিপূর্বে বুঝতেই পারতাম না চিঠি পড়ে সেগুলো একদম মনে বসে গেছে। আপনার বলে দেয়া 'উসূল' বা নীতিমালা সারাজীবনের জন্য ভালো পথ প্রদর্শন করতে থাকবে। এবার আমি ইচ্ছা করেছি বরং কাজও শুরু করে দিয়েছি যে, বাদ মাগরিব অথবা বাদ এশা অথবা আল্লাহ্ তাওফীক দিলে শেষ রাতে পাঁচশবার নফী-এসবাত (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ এর যিকির) প্রতিদিন যেভাবে সম্ভব হবে করে নিব। আল্লাহ্ যেন স্থায়িত্ব বা ইসতিকামাত দান করেন। যেহেতু দেমাগ খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে এজন্য সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশ) নির্ধারণ করেছি আবার এটাও ঠিক করেছি যে, খুব অনুচ্চ আওয়াজেও নয় আবার খুব উঁচু আওয়াজেও নয় যা অন্যরা জানতে পারে–যথাসাধ্য নির্জনে হালকা যরব ও ঝাঁকুনির সঙ্গে যিকির করব। অবগতির উদ্দেশ্যে হুযূরকে জনালাম। আগামীতে হুযূর যেরূপ বলবেন সেরূপই করব।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১১২

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ আপনি বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারায় আমার যেমনি আনন্দ লাভ হল তেমনিভাবে ভীষণ আফসোসও হল এ কারণে যে, এটা কেমন ধরনের আবেদন যে, 'মুলকিন' বা পীরের কথাকে এত বেপরোয়াভাবে এত অমনোযোগিতা ও অমর্যাদার সঙ্গে দেখা হয় যে কথাটি স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বুঝে আসে না। তো এরূপ অবস্থায় মুলকিনের কেমন প্রাণ জুড়াবে। জনাব, যার কারণ অধিকাংশ সময় এটাই যে, ত্বালিব (মুরীদ) নিজের জ্ঞানকে পর্যাপ্ত মনে করে থাকে। এ কারণে নিজের সেই জ্ঞানের বিপরীত কোনো কথার গুরুত্ব মনের মধ্যে থাকে না। আপনার ক্ষেত্রে যদি এটাই হয়ে থাকে তবে মনে রাখবেন আল্লাহ্‌কে পাওয়ার পথে এর চেয়ে বড় দস্যু আর কিছু নেই।

পীরের মধ্যে দিব্য শক্তির ধারণা করা পছন্দনীয় নয়

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ তাআলা আপনার দিব্য শক্তিকে কিছুটা আমার কল্যাণে লাগিয়ে দিন, যেন এই অপদার্থের দীন ও দুনিয়া পরিপাটি করে নেয়ার সুযোগ হয়। বাস্তব এই পৃথিবীতে আমার কোনো ইয়ার-দোস্ত নেই। শুধু আপনার দিকে তাকিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে আছি।

জবাবঃ আপনার মহব্বতের কারণে আপনি আমার দিব্য শক্তির ধারণা করেছেন এবং সেটাকে আপনার কল্যাণে ব্যয় করার জন্য দুআ করেছেন। আপনি বেশ ভালো মূল্যায়ন করলেন। আমার তো গর্ব এটা যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত হাজী সাহেবের বরকতে ঐ ভেল্কিবাজী ও প্রতারণা থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমার গর্বের উঁচু মাথাকে আপনি তো একেবারে ধুলিস্মাত করে দিলেন। যদি আমার প্রতি আপনার কোনো ভালোবাসা না থাকত তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ ছিল না। তাছাড়া দিব্য শক্তি দিয়ে দীন কীভাবে সাজানো যায়! আমি তো এর দ্বারা শতকরা ভাগ দুনিয়াটাও বরবাদ হতে দেখেছি।

পীরের মহব্বত সফলতার চাবিকাঠি

প্রশ্নঃ মা'মূলাত (অযীফাসমূহ) আল্লাহ্‌র ফযলে যথারীতি চলছে। আল্লাহ্‌র শোকর যে কোনোদিনই ছুটছে না। রাত দেড়টায় উঠে পড়ি। তখন থেকে ফজর পর্যন্ত এক নাগারে মা'মূলাত আদায় করতে থাকি। কোনো কোনো দিন ভয়ংকর অবস্থা তৈরি হয়। বুঝতেই পারি না যে এই মা'মূলাত কি জেগে জেগে আদায় করেছি নাকি ঘুমের মধ্যে। কিছুই বুঝতে পারি না যার জন্য সব সময় কষ্ট ও আফসোস হতে থাকে, এস্তেগফার করতে থাকি। আর কি

www.islamfind.wordpress.com

লিখব, লিখার মতো না কোনো হাল আছে না কোনো কাইফিয়ত। এজন্যই চিঠি লিখতেও লজ্জা লাগে। নাজাতের যদি কোনো অসীলা হতে পারে তবে মনে করি সেটা এই যে, অন্তরের মধ্যে হুযূরের সীমাহীন ভালোবাসা অনুভব করি, যার সামনে নিজের সকল প্রিয়জনের মহব্বত তুচ্ছ মনে হয়। এমনকি এখন নিজের পিতা-মাতার মহব্বতের চেয়েও সেটা অনেক বেশি মনে হয়। এটাকেই মনে করি নাজাতের মাপকাঠি এবং সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। আর কী বলব! হুযূর এ অধমের জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ আপনি বলছেন কোনো হালত ও কাইফিয়ত নেই। রাত দেড়টা থেকে সকাল পর্যন্ত আমলে মশগুল থাকতে পারা– এই সৌভাগ্যের সামনে কাইফিয়ত ও হালত আবার কী চীজ! কোনো কোনো বিনয় দ্বারা নিআমতের অস্বীকৃতি ঘটে যায়। আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া আদায় করুন। ইস্তিকামাত এবং বরকতের দুআ করুন এবং কাজে লেগে থাকুন। হালত জানাতে থাকুন, আপনার কাছে সেটাকে জনানোর যোগ্য হালত মনে না হলেও।

আর বুঝতে না পারার যে কথা লিখেছেন- সেটা যদি ঘুমের প্রবল চাপের কারণে হয়ে থাকে তবে সেটা মাহমুদ (প্রশংসনীয়)ও নয় মাযমুম (নিন্দনীয়)ও নয়। আর যদি ঘুমের প্রচণ্ড চাপ না থাকে তবে এই তন্দ্রাচ্ছন্নতা যিকিরের প্রভাবের কারণে হয়ে থাকে যা মাহমুদ ও প্রশংসনীয়। যদিও সেটা মাকসূদ (উদ্দেশ্য) নয়।

আর যে মহব্বতের কথা উল্লেখ করেছেন প্রকৃত পক্ষে সেটা 'তরীকতের' গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক। মহব্বতের যে দ্বিতীয় পক্ষ সে এর যোগ্য না হলেও মহব্বতকারীর (মুহিব এর) জন্য এটা সীমাহীন উপকারী।

খোদরাঈ (আত্মমত) তরীকতের মধ্যে নিন্দনীয়

হালঃ হুযূর! 'পার্থক্য না থাকা' বলে আমি যা বুঝাতে চেয়েছি তা হল এই যে, যেমন নামায, জাহেরি মন্দ কাজ থেকে নামায যেমন দূরে রাখে তেমনি ভাবে 'আওরাদের' (অযীফা সমূহের) বৈশিষ্ট্য হল বাতেনি মন্দসমূহ থেকে দূরে রাখা এবং আদায় করা সত্ত্বেও (আওরাদ) আমাকে দৈহিক রোগ থেকে দুরে রাখতে পারে না। তাহলে নিশ্চয় কিছু অসম্পূর্ণতা রয়েছে। আল্লাহ্র কসম অযীফা পাঠ করার চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। না কারামত না কাশ্ফ না অন্য কিছু। আর 'লক্ষ্য অর্জন' বলতে আমার উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁর রেযামন্দী লাভ।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১১৪

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ 'নিশ্চয়ই নামায অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে'

ان الصلوة تنهى عن الفحشآءوالمنكر

আয়াতটির আপনি মনগড়া ব্যাখ্যা করেছেন। সেই বুনিয়াদের উপরই গড়ে তুলেছেন আপনার তুলনা। ফলে এটা হয়েছে ভ্রান্তির উপর ভ্রান্তি। আপনি কি এমন নামাযী দেখেন নি যিনি 'অন্যায়' ও 'অশ্লীলতায়' জড়িত? সম্ভবত সেক্ষেত্রে আপনার মনে কুরআনের ব্যাপারেই আপত্তি বা প্রশ্ন জেগেছে। এরূপ প্রশ্ন যদি বাস্তবিকই জেগে থাকে তবে সর্বপ্রথম সেই প্রশ্ন দূর করতে হবে। আর যদি প্রশ্ন না জেগে থাকে তাহলে প্রশ্নের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আপনার মনে কেন তা জাগল না। আপনার মনে প্রশ্নটির যে জবাব সেখানের জন্য আছে সেটাকেই এখানেও ফিট করে নিন।

লক্ষ্য অর্জনের ব্যাখ্যা আপনি সঠিক লিখেছেন। সেজন্য দুআ করছি।

পরবর্তী চিঠি–

আলহামদুলিল্লাহ্! আমার মন থেকে সকল প্রশ্ন ভালোভাবে দূর হয়েছে। এখন যদি আমার মধ্যে কোনো ত্রুটি থেকে থাকে তবে আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে এই যে, যখন আমি অযীফা পড়তে বসি তখন তৎক্ষনাৎ এই খেয়াল ও ভ্রম সৃষ্টি হয় 'তোর তো এমন কোনো মুরব্বি নেই যার সঙ্গে তোর সম্পর্ক হবে, তাহলে তোর লক্ষ্য কী করে সফল হবে।' এই খেয়াল এত প্রবল হয়ে উঠে যে, পুরা অযীফার সময়টাই আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এরপর অযীফা পড়া শেষ করে এই খেয়ালের কারণে চরম দুঃখিত ও লজ্জিত হয়ে পড়ি। কিন্তু এই খেয়াল কিছুতেই দূর করতে পারি না। ঐ একই খেয়াল এখন নামাযের মধ্যেও এসে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমার মনে প্রায়ই এমন আক্রোশ সৃষ্টি হয় যে, মন বলে কোনো ছুরি বা চাকু দিয়ে নিজের জীবনটাই খতম করে দেই।

আল্লাহর ওয়াস্তে এর কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন। যদি আমাকে ওষীফাভুক্ত করে নেন তাহলে সম্ভবত ভীষণ উপকার হবে। যাই বলবেন তাই করব।

থানভী রহ. এর উত্তর–

সব প্রশ্ন দূর হওয়ার কথা শুনে খুশী হলাম। নতুন এক খেয়াল আপনার উপর প্রবল হয়ে পড়েছে যে 'তোর যখন কারো সঙ্গে সম্পর্ক নেই তাহলে তোর কাজ কিভাবে সফল হবে।' 'সম্পর্ক' মানে কি সাধারণ না বিশেষ? যদি

www.islamfind.wordpress.com

সাধারণ সম্পর্ক বুঝিয়ে থাকেন তবে মনে রাখবেন সাধারণ সম্পর্ক দ্বারা উপকৃত হওয়ার ধারণা ভুল। কেননা আপনার জন্য তা'লীম ও তালকীনকারী এক ব্যক্তি বিদ্যমান। আর যদি বিশেষ সম্পর্ক বুঝিয়ে থাকেন তবে তার উপর আপনার লক্ষ্যের সফলতাকে নির্ভরশীল বলে দেয়া ভ্রান্ত। কেননা প্রত্যেক দাবির জন্য বিশুদ্ধ দলিলের প্রয়োজন। আপনার কাছে যদি এরূপ কোনো দলিল থাকে তবে তা পেশ করুন। আর যদি তা না থাকে তবে আপনার প্রমাণহীন ঐ দাবি (আপনার উদ্দেশ্যের সফলতা নির্ভরশীল বিশেষ সম্পর্কের উপর) কাল্পনিক। ওটা আপনি ভ্রান্ত মনে করে রাখুন এবং ভুল বলে জানুন। এরপরও যদি আপনার মনে ঐ খেয়ালের প্রচুর আনাগোনা চলতে থাকে তবে সেটা স্বভাবগত যা আপনার বাতেনকে বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না। যেমন মনে করুন- কারো কোনো দৈহিক রোগের অবস্থা এত ভয়ানক যে ডাক্তারগণ তার ঐ রোগ ভালো হবে না বলে জানিয়ে দিল। আপনি কি এই ধরনের লোক সম্পর্কে একথা বলে দিবেন যে এর উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না? আপনি যদি উক্ত খেয়ালকে আঁকড়ে ধরে থাকেন তাহলে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট উক্তি 'অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি অধিক রহমত বর্ষিত হয়' কোথায় যাবে? এই উক্তির সার্থকতাই বা কোথায়? এই কথা মাথায় রেখে বার বার ভাবুন, ইনশাআল্লাহ্ এই রোগ দূর হয়ে যাবে।

আপনি নিজের মতে চলতে গিয়ে সবসময় পেরেশান হয়েছেন এবং আশ্চর্য বিষয় হল এখনো আপনি সেটা বুঝতেই পারলেন না। এখনো আপনার চোখ খুলল না।

আপনি যদি নিজের কল্যাণ কামনা করেন তাহলে নিজের রায় মতে কোনো কাজ করবেন না। আপনার দায়িত্ব শুধু এতটুকুই মনে করবেন যে, যাকে আপনার ভালো লাগে এমন আস্থাশীল ব্যক্তির কাছে আপনার অবস্থার অবগতি দিতে থাকেন। তিনি যে মত দিবেন তাই মানতে থাকুন। এবং নিজের নফসকে ব্যর্থতার জন্য রাজি করে নিন। এটা যদি না করেন তাহলে এক কদমও সামনে বাড়তে পারবেন না।

চিঠির শেষের দিকে আপনি নিজের ব্যবস্থাপত্র নিজেই নির্ধারণ করেছেন যে, 'যদি সিলসিলার মধ্যে দাখিল করে নেন তাহলে সম্ভবত খুবই উপকারী হবে।' তো আপনি সেই রুগীর মতো যে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন লেখার পর নিজে একটি প্রেসক্রিপশন লিখে ডাক্তারকে দেখিয়ে বলেন যে, সম্ভবত এই প্রেসক্রিপশন বেশি উপকারী হবে।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১১৬

www.islamfind.wordpress.com

নফসের মুহাসাবা এবং পীরকে অবগতি প্রদান

প্রশ্নঃ নফসের অন্যায় আকর্ষণ প্রতিরোধ এবং তার সংশোধনের উদ্দেশ্যে এ মাধ্যমের খেয়াল এই যে, প্রতিদিন নিজের অবস্থা- যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় জামাতের সঙ্গে নাকি জামাত ছাড়া, সময়মতো নাকি কাযা, অযীফার ব্যাপারে ছয়শত বার কালেমা, ঈশার নামাযের পর বিতিরের পূর্বে ছয় রাকাত এইভাবে নিজের অবস্থা লিখে রাখি। ইচ্ছা এই যে, তিন চার দিন পর হুযূরের খিদমতে পাঠিয়ে দিব। ধীরে ধীরে নফসের ব্যাপারে কঠোরতা করতে থাকব। যাতে করে নফস নিজে নিজেই অভ্যস্ত হতে থাকবে। এতে আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, খামাখা হুযূরের সময় নষ্ট করব। বরং এই রিপোর্ট হবে কয়েক লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। লাভ হবে এই যে, নফস দুষ্টামী থেকে ফিরে আসবে মহতিসাবের (হিসাব দেওয়ার) ভয়ে। আবার সেই হিসাব নিরীক্ষণ করবেন হুযূরের মতো ব্যক্তিত্ব। যদিও রুগীর কোনো অধিকার নেই যে, সে ডাক্তারকে নিজের রায় শোনাবে। রুগীর মন অনেক কিছুই চায় কিন্তু চিকিৎসকের পূর্ণ দখতিয়ার থাকে যা ভালো বুঝবেন তাই তিনি করবেন, যেমন ইচ্ছা তেমনই হুকুম করবেন। আমি খুব ভয়ে ভয়ে এই আবেদন জানালাম। কয়েকদিন থেকেই এই আবেদন জানানোর ইচ্ছা মনের মধ্যে হচ্ছিল সেই ইচ্ছাকে বাধা দিতে দিতে আজ নিরূপায় হয়ে আবেদনটি জানাতেই হল। যদি হুযূরের মেজাযের খেলাফ হয় তবে সাবধান করে দেবেন।

জবাবঃ খুবই মুবারক এবং ইনশাআল্লাহ্ তাআলা খুবই উপকার হবে।

পীরের কাছে নিজের অবস্থা জানানো উপকারী

প্রশ্নঃ এই নালায়েক অধমের বিরাট বড় অপরাধ হয়েছে এই যে, যেদিন থেকে হুযূরের খিদমতে হাজির হয়েছি মাত্র একবারই হুযূরকে অবস্থা জানিয়েছি। অত্যন্ত আদবের সঙ্গে এই অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং ভবিষ্যতের জন্য অঙ্গীকার করছি যে, নিজ অবস্থা সম্পর্কে বারবার হুযূরকে জানাতে থাকব। হুযূরের কাছে ক্ষমার দৃঢ় প্রত্যাশা রাখছি। ভবিষ্যতে এই ধরনের অপরাধ আর হবে না ইনশাআল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ হাঁ, জানাতে থাকবেন, এটা খুবই উপকারী।

পীরের মহব্বত তরীকতের মধ্যে খুবই উপকারী

প্রশ্নঃ কাল থেকে হুযূরের মহব্বত অন্তরের মধ্যে সীমাহীন প্রবল হয়ে গেছে। কাল থেকেই কলব একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে সব মুশ্কিল থেকে। দিল চায়

www.islamfind.wordpress.com

যে, হুযূরের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেই। মনে হচ্ছে আমার দেহের চামড়া দিয়ে যদি জুতা বানিয়ে হুযূরের পা মুবারকে পরিয়ে দেওয়া যেত তাহলে দিল ঠাণ্ডা হত। এখন আপন মহব্বত ও ইশ্‌ককে হুযূরের প্রতি নিসবত করতে ইচ্ছা জাগে অর্থাৎ নিজেকে হুযূরের আশিক বলতে মনে চায় এবং হুযূরের ইত্তেবা-অনুসরণকে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির কারণ বলে মনে হয়। মন চায় যে, আমার সকল কথা, কাজ, চলাফেরা, উঠা-বসা সব কিছুই হুযূরের মতো হয়ে যাক। এবং কলবটাও হুযূরের কলবের মতো হয়ে যাক, যেন আমি সেই বিষয়গুলোই পছন্দ করি যা হুযূরের পছন্দ।

বিশ্লেষণঃ এই ভালোবাসা তরীকতের মধ্যে সীমাহীন উপকারী।

পীরের খেদমতে হাদিয়া পেশ করা

হালঃ গতকাল জুমার নামাযের পর থেকে খুব ইচ্ছ হচ্ছে যে হুযূরের খিদমতে একটি পাগড়ি পেশ করব এবং হুযূর আমার সেই পাগড়ি মাথা মুবারকে বাঁধবেন। আমি প্রাণ ভরে হুযূরের মাথা মুবারকে ঐ পাগড়ি দেখব। এ ব্যাপারে হুযূরের কী নির্দেশনা। যদি অনুমতি দান করেন তবে হুযূরের খিদমতে হাজির করব। এই ইচ্ছা হঠাৎ করে আপনা আপনি জেগেছে। হুযূরের নির্দেশ যা হবে তাই মেনে নিব।

বিশ্লেষণঃ দু-চারদিন পরে যদি আবার এই ইচ্ছা মনে জাগ্রত হয় তবে খুব অল্প দামের একটি পাগড়ী আনলে অসুবিধা নেই। আর যদি তখন এই ইচ্ছা না থাকে তবে তাকাল্লুফ করে (অর্থাৎ হুযূরকে বলে ফেলেছি এখন যদি না নেই তবে কেমন হবে?) আনবেন না।

পীরের লেবাস-পোশাক দ্বারা বরকত লাভ করা

হালঃ আজ সকাল ৬টায়... সাহেবা বিদায় হয়ে গেলেন। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে যেদিন থেকে তিনি এখানে তাশরীফ এনেছিলেন আমার অন্তরে প্রশান্তি, প্রফুল্লতা ও সুখের বিস্ময়কর অবস্থা তৈরি হয়েছিল। সেটাকে সাময়িক খেয়াল মনে করে আমি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করি নি।

একদিন খাজা সাহেবও (থানভী রহ.এর জীবনী লেখক ও তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট খলিফা, নাম-খাজা আযীযুল হাসান) বললেন যে, আমার অবস্থাও এই যে সেইদিন থেকে আমার অবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য অনুভূত হচ্ছে।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১১৮

বিশ্লেষণঃ প্রথম কথা-

هن لباس لكم وانتم لباس لهن

(তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক)

দ্বিতীয় কথা- যেই ব্যক্তির সঙ্গে দীনি সম্পর্ক থাকে, ঐ ব্যক্তির (প্রচলিত) পোশাক দ্বারা বরকত অনুভূত হয়। অথচ দুটো কারণে পোশাকের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক খুব বেশি থাকে না। এক– পোশাকের সম্পর্ক থাকে ব্যক্তির শুধু বাহ্যদেহের চর্মের সঙ্গে। দুই পোশাকের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক দীর্ঘ হয় না। (এ সত্ত্বেও যদি ব্যক্তির প্রচলিত পোশাক দ্বারা বরকত পাওয়া যায়) তাহলে ঐ শরয়ী লেবাস দ্বারা বরকত অনুভূত হওয়াতে বিস্ময়ের কি আছে যার সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক দুটো কারণে অধিক হয়ে থাকে। এক- শরয়ী লেবাসের সঙ্গে সম্পর্ক বাতেন পর্যন্ত ব্যাপ্ত। দুই- এই সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী।

আমার জানা শোনা ও বোধ-বুদ্ধি এখন পর্যন্ত এই যে ঐ আল্লাহ্‌র বান্দী নিজেও অনেক ভালো গুণ ও বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিতা। সুতরাং আপনাদের ক্ষেত্রে সবগুলো বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে।

অযীফা সহজ করার আবেদন বাহুল্য ব্যাপার

প্রশ্নঃ এই অধম মস্তিষ্ক দুর্বলতার রোগে আক্রান্ত। তিলাওয়াত ও যিকির বন্ধ রয়েছে। আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং বিশেষভাবে যিকির ও কুরআন তিলাওয়াত করতে খুব মন চায়। সবসময় মনে হয় কতদিন আর বাঁচব। এজন্য ইচ্ছা হয় আল্লাহ্‌র নৈকট্যের তরীকা লাভ করি, আখিরাতের চিন্তা করি, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হোক। নাজাতের উপকরণ হাসিল হোক। সে কারণেই হুযূরের কাছে নিবেদন, যদি কোনো সহজ কিংবা সুক্ষ্ম পদ্ধতি-যার দ্বারা মস্তিষ্কে চাপ পড়বে না, থাকে তাহলে দয়া করে জনাবেন। আগামীতে নিয়মিত মা'মুলাত এবং আমল লিপিবদ্ধ করে রাখব। বিভিন্ন কারণে এখন লিখতে পারছি না।

জবাবঃ আফসোস! আপনিও কোনো কাজের কথা লিখেন নি। বেশ একটি ফরমায়েশ জানিয়েছেন যে কোনো সহজ বা সুক্ষ্ম পদ্ধতি যাতে মস্তিষ্কে চাপ না পড়বে না, জানানো হোক। তাহলে কি আপনার ধারণা এই যে সহজ তরীকা জানা সত্ত্বেও পীর মাশায়েখ আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর বিপদের বোঝা চাপিয়ে থাকেন। যদি ধারণা এমনই হয় তাহলে এমন মানুষকে (আমাকে) কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করাও অনর্থক। আর যদি এই ধারণা না থাকে তাহলে আপনার ফরমায়েশের মানে কী? এই মূর্খতার চিকিৎসা এবং কোনো তরীকা নির্ধারণ

www.islamfind.wordpress.com

কাছে না থাকলে সম্ভব নয়। এরপর কথা হচ্ছে এখন আমি আপনাকে এখতিয়ার দিয়ে দিচ্ছি যদি আমার সঙ্গে থাকা আপনার মনঃপুত না হয় তাহলে খুশীর সঙ্গে অনুমতি রইল, যে পীরের কাছে খুশী আপনি যেতে পারেন শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এতটুকু লক্ষ রাখবেন যে, তিনি যেন শেখুন্নার (দোযখের পীর) না হন। শেখুন্নুর (হিদায়াতের পীর) হন। আশা রাখি আগামীতে আর কখনো আপনার কাছ থেকে এরূপ ফালতু কোনো চিঠি আসবে না। তবে জরুরি কোনো খিদমত করতে আমার আপত্তি নেই।

পীরের প্রতি সুধারণা পোষণ উপকারী

হালঃ ইতিপূর্বের অর্থাৎ গতকালের চিঠিতে আমি হুযূরের খিদমতে আরয করেছিলাম যে, হুযূর যে আমাকে অগণিত বার حسبنا الله পড়ার কথা বলেছিলেন, সেটা আমার মনেই থাকে না ঠিকমতো। খুবই অল্প-স্বল্প পরিমানে কখনো কখনো মনে পড়লেই পড়ে থাকি। এখনও ঐ চিঠি হুযূরের খিদমতে হয়ত পৌঁছেও নাই এরই মধ্যে আজই অনিচ্ছাকৃত আপনা আপনি কলব থেকে حسبنا الله জারি হয়ে গেছে, জিহবাও শরিক হয়েছে। এখন এটাকে হুযূরের কারামত ছাড়া আর কী ভাবব? আর কী হতে পারে!

বিশ্লেষণঃ এই সু-ধারণা আপনার জন্য কল্যাণকর হবে। কারণ যেটাই হোক।

ইস্তেবায়ে শেখের আবশ্যকতা

হালঃ এখন আমি অপারগ পর্যায়ের উজব (আত্ম প্রশংসার) রোগে আক্রান্ত। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য অশ্রুপাত করি। কিন্তু উন্নতির কোনো পথ খুঁজে পাই না। হতভাগা (আমি) এক বন্ধুর কাছ থেকে আপনার দুটো কিতাব নিয়ে পড়েছি। এখন আপনার লিখিত সকল কিতাব পড়ার আগ্রহ মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বেহেশতী জেওর, আল ইজতিহাদ, তা'লীমুদ্দীন তো ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ পড়া শেষ করেছি। কসদুস সাবীলও আজ শেষ করলাম। এসলাহুর রুসুম, ফুরুউল ঈমান পড়ছি। এসব কিতাব পড়ে মনের মধ্যে খুবই এতমিনান লাভ হচ্ছে কিন্তু কখনো কখনো আবার সেই নৈরাশ্য এসে যায়। এজন্য হুযূরের কাছে আবেদন- কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা বলে দিন।

বিশ্লেষণঃ কোনো সাহেবে হাল ও সাহেবে কামাল (যোগ্য ও বুযুর্গ আল্লাহ্ ওয়ালা)এর সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলে তার অনুসরণ করুন।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১২০

www.islamfind.wordpress.com

পীরের তাওয়াজ্জুহ মানে কী

প্রশ্নঃ আমি হুযূরের তাওয়াজ্জুহ এবং দুআর প্রত্যাশী। যে পর্যন্ত আমার অবস্থার প্রতি হুযূরের তাওয়াজ্জুহ না হবে সে পর্যন্ত আমি সফল হতে পারব না। এবং সম্ভবত সে পর্যন্ত আমার মধ্যে কোনো কিছুর আছর বা প্রভাব হবে বলেও মনে হয় না।

জবাবঃ তাওয়াজ্জুহের মতলব (ব্যাখ্যা) পরিস্কার করে লিখুন এবং এটাও লিখতে ভুলবেন না যে, সেটা আমার এখতিয়ারভুক্ত নাকি আপনার?

তরীকতের উসূল (রীতি-নীতি) জানার উদ্দেশ্য

হালঃ আজ হযরতের ১২০নং মালফুযাত পড়তে গিয়ে দেখলাম, তরীকতের উসূল না জেনে শুধু যিকির এর উপর সন্তুষ্ট থাকলে একাগ্রতা লাভ হয় না যা ছাড়া কোনো কাজই ঠিক হয় না।

বিশ্লেষণঃ এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, প্রথমে সেই সব উসূল শিখবে তার পর যিকির শুরু করবে। বরং উদ্দেশ্য হল এই যে, কাজ করতে থাকবে এবং হালত জানাতে থাকবে। এই হালত জানানোর মধ্য দিয়েই তার শেখা হয়ে যাবে উসূল বা রীতিগুলো। উসূল যত আয়ত্ব হতে থাকবে ততই সেগুলো মান্য হতে থাকবে।

উদ্দেশ্য বুঝার আগেই বাইআত হওয়া উচিৎ নয়

হালঃ এক সপ্তাহ হয়ে গেল, আমি এখন হামিরপুর এসে গেছি। যেই যিকির করতে হুযূর নির্দেশ দিয়েছিলেন সেগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে আদায় করে চলেছি। এখনো পর্যন্ত কোনো আনন্দ ও আগ্রহ তৈরি হয় নি। যে অবস্থা আগে ছিল এখনো তাই আছে। হুযূরের তাওয়াজ্জুহ ও দুআর মুহতাজ। আমি যেন এত্তেবায়ে সুন্নত এবং আল্লাহ্‌র মহব্বত লাভ করতে পারি সেই দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ আমার কাছে যখন আপনি অবস্থান করছিলেন, সে সময় অবস্থা সম্পর্কে আমাকে ধারণা দেওয়া উচিৎ ছিল। অনেক জিজ্ঞাসার সমাধান মুখোমুখি ভালো হয়। এখন এছাড়া আর কী হতে পারে যে আপনি লেগে থাকুন। অবস্থা জানাতে থাকুন। যখন যেটা দরকার জানিয়ে দেব।

একটি বিষয়ে আমার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। সেটা হল-আপনার চিঠি পড়ে জানা যায় যে আপনার নিকট আনন্দ ও আগ্রহটাও কাঙ্ক্ষিত। যা না আমার

www.islamfind.wordpress.com

এখতিয়ারাধীন না আপনার। এর ফয়সালা আপনার বাইআত হওয়ার পূর্বে করা উচিৎ ছিল। সিদ্ধান্তপূর্ব নিরীক্ষণকালে যখন আপনি এসব আছর ও প্রভাব দেখতে পান নি, আপনার উচিৎ ছিল বিষয়টি আমাকে অবগত করা। তখন আমি এ ব্যাপারে কিছু জবাব দিতে পারতাম। যার মূল কথা ঐ এখতিয়ার বহির্ভূত হওয়া। তখন ঐ জবাব আপনার দিল কবুল না করলে আপনার বাইআত না হওয়াই উচিৎ ছিল। আর যদি আপনার দিল কবুল করে নিত তাহলে আজ ঐ আনন্দ ও আগ্রহ না পাওয়ার অভিযোগ উথাপনের সুযোগ তৈরি হত না। আপনি যখন বারবার আবেদন করছিলেন, আমার তো গায়েব জানা ছিল না। জানতে পারি নি আপনার মনের মধ্যে কী লুকানো ছিল, এখন এসে আপনি মনে মনে আমাকে ঐ সব কাইফিয়ত পয়দা করে দেয়ার জিম্মাদার বানাচ্ছেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে এই জিম্মাদারী ও দায়িত্ব আমি কখন নিয়েছিলাম। অথবা আমি কখন বলেছিলাম যে, এগুলো (যিকিরের মধ্যে আনন্দ ও আগ্রহ পয়দা হওয়া) তরীকতের মধ্যে আবশ্যক বিষয়? আপনি আন্দাজে ঢিল মেরে নিজেই মনে মনে শেখ চুল্লির[১] মতো ঘর-বাড়ি তৈরি করে বসে আছেন। মুন্সি সাহেবের[২] মতো অঙ্ক কষেছেন– যিনি বলেছিলেন- অঙ্ক তো ঠিকই আছে কিন্তু পুরো পরিবার ডুবে মরল কেন? এখন যখন কল্পিত ফলাফল পাওয়া যায় নি, অভিযোগ তৈরি হচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে যদি ওটার এখতিয়ার বহির্ভূত হওয়ার বিষয়টি বুঝানো হয় তাহলে মুরীদ মনে করে-এটা আমাকে একটা বুঝ দেয়া হল। ব্যাস এই হল আমার মন খারাপ হওয়ার কারণ।

---

১. শেখ চুল্লি– বিখ্যাত সেই 'কুলি'র নাম যাকে জনৈক তেল ব্যবসায়ী পাঁচ টাকার চুক্তিতে তেলের মটকা মাথায় করে দোকানে পৌছে দিতে বলেছিল। কিন্তু কুলি তেলের মটকা মাথায় নিয়ে যেতে যেতে মনে মনে এক স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করল যে, এই পাঁচ টাকা পেলে কিনবে মুরগী। ডিম হবে, বাচ্চা হবে। ব্যবসা বড় হবে। ছাগল কিনবে। ব্যবসা আরো বাড়বে। গরুর মহাজন হবে--- এভাবে অনেক টাকা পয়সা হলার পর বিরাট দোতালা বিল্ডিং বাড়ি করবে। সুন্দরী বউ, ফুটফুটে বাচ্চা সব হবে। দোতলার বারান্দায় বসে দখিনা বাতাস খেতে থাকব। বউ আমাকে খাওয়ার জন্য ডাকবে- আমি অভিমান করে মাথায় ঝাঁকি দিয়ে বলব- না। কল্পনার এই স্থানে এসে মাথায় ঝাঁকুনি লেগে তেলের মটকা পড়ে ভেঙ্গে যায়। তেল ব্যবসায়ীর বাগারাগীতে জবাবে কুলি বলে– আরে মহাজন সাহেব আপনার আর কতটুকু ক্ষতি হল? শুধুই এক মটকা তেল। কিন্তু আমার আহা! ব্যবসা গেল, ঘর-বাড়ি, বউ, বাচ্চা সব নষ্ট হয়ে গেল। ক্ষতি কার বেশি হল?

২. মুন্সি সাহেব- মুন্সি সাহেব হিসাব নিকাশে পটু ছিলেন। মুন্সি গিরী করতেন এক ধনীর গৃহে। গৃহস্থ ধনী নিজের ছেলে-মেয়ে বউ সকলকে একটি গরুর গাড়িতে তুলে দিয়ে, নিজে মুন্সি সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে অন্য গাড়িতে যাচ্ছিলেন। তাদের পথে পড়ল এক নদী। গৃহস্থ মুন্সি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন - কী করা যায়?
মুন্সি সাহেব হিসাব করে তার মনিব কে বললেন- কোনো সমস্যা নেই, নদীতে গড়ে কোমর সমান পানি আছে। অসুবিধা নেই আপনি চালককে বলুন-গাড়িকে চালিয়ে নিতে। গথারীতি গাড়ী চালিয়ে নিয়ে মাঝ নদীতে পুরা পরিবার ডুবে মরে। তখনই মুন্সি সাহবে বলেন-গড় অঙ্ক তো ঠিকই লিখলাম কিন্তু গোটা পরিবার ডুবে মরল কেন?

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১২২

www.islamfind.wordpress.com

আপনার কর্তব্য হল- এ বিষয়ে খোলাখুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যে, পরিকল্পের মধ্যে মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? কী কী ফল লাভ হওয়ার আপনি আশা করেন? আমিও নির্দ্বিধায় জানিয়ে দেব যে, কোন কোন বিষয় হতে পারছে? কোনটা হওয়া সংশয়পূর্ণ। এরপর আপনার সম্পূর্ণ এখতিয়ার থাকবে- ইচ্ছা হলে এই দোকান থেকে ঐ পণ্য খরিদ করবেন অথবা অন্য কোনো দোকানের সন্ধান করবেন। এবং আমারও এখতিয়ার থাকবে যে, এই খরিদ্দারকে নিজের দোকানে বসতে দিব নাকি 'সামনে যান' বলে বিদায় করে দিব।

এখন হয়ত আপনার বুঝে এসে থাকবে যে, প্রথমবার আপনি বাইআত হতে চাইলে আমি কেন অস্বীকার করেছিলাম এবং অধিকাংশকেই বাইআত নিতে আপত্তি কেন জানাই। এটাই হল মূল কারণ। যেন তালিবও ধোকায় না পড়ে এবং আমিও ধোকায় না পড়ি। অস্পষ্ট ব্যাপারে উভয় পক্ষেরই অসুবিধা হয়। খুব দ্রুত জবাব দিবেন। এবং জবাবের সঙ্গে এই চিঠি অপরিবর্তীত অবস্থায় ফেরৎ পাঠাবেন।

পীরের কাছাকাছি থাকা এবং দূরে থাকার মধ্যে ব্যবধান

প্রশ্নঃ বিস্ময়কর একটি ব্যাপার নিবেদন করছি যে, আমি যতদিন হুযূরের খিদমত থেকে দূরে থাকি তখন অধিকাংশ সময় মনের মধ্যে মহব্বতের জোশ বা আবেগ থাকে আর যেইমাত্র হুযূরের সামনে এসে যাই মনে হয় যেন কেউ জ্বলন্ত আগুনের উপর পানি ছিটিয়ে দিয়েছে। আপনার কাছে গেলে সীমাহীন শান্তি ও আনন্দ পাই বটে কিন্তু মহব্বততের এই আবেগ উত্তেজনা (জোশ) মনের মধ্যে থাকে না। জানি না কেন?

বিশ্লেষণঃ দূরে থাকলে আগ্রহ প্রবল থাকে আর কাছে এলে মিলন ও সাক্ষাতের আনন্দ ও শান্তি প্রবল হয়। এটাই সুস্থ স্বভাবের দাবি। বিশেষ কারণ ছাড়া স্বরূপ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

ইস্তেবায়ে শেখের অর্থ ও উদ্দেশ্য

প্রশ্নঃ হুযূরের খিদমতে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে নিবেদন করছি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে শুধু বারো তাসবীহের যিকিরের অনুমতি দান করুন, নির্ধারিত পরিমানে জেহের কিংবা খফি যে-ভাবেই হোক দয়া করে আমাকে অনুমতি দিন। আমি ওয়াদা করছি যে, এমন স্থানে যিকির করব যে কেউই জানতে

www.islamfind.wordpress.com

পারবে না। আর চলতে ফিরতে মনে মনে 'যিকরে খফিই' চালু রাখব। হুযূর যদি অনুমতি না দেন তবুও আমার মধ্যে কোনো ক্ষোভ বা অসন্তোষ থাকবে না, আমি আনন্দের সঙ্গেই মেনে নিব। যেহেতু খুব তীব্রভাবে মন চাচ্ছিল তাই আবেদনটা জানিয়ে দিলাম। হুযূরের যেমন মর্জি হবে সেটাই সঠিক। রুগী তো বিভিন্ন অনিয়ম করতেই চায়। কিন্তু চিকিৎসক যদি সব অনুমোদন দিয়ে দেন তাহলে তো রুগীর মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়বে।

জবাবঃ আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। 'ইত্তেবা' বা অনুসরণের উদ্দেশ্য এটাই। আর এই 'ইত্তেবা'ই সফলতা ও কল্যাণের চাবিকাঠি।
আমি আপনাকে আবার সকল কর্মকাণ্ড কাজ শুরু করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছি।

আবদিয়াতের আলামত ও সুন্নতের বিস্তৃতি

হালঃ সাত বা দশ দিন থেকে কলবের মধ্য থেকে এই তাগাদা শুরু হয়েছে যে, বাতেনি হালত জানিয়ে হুযূরের কাছে ইল্মের এবং বাতেনি দারাজাতের উন্নতির জন্য আবেদন করব। কলবের সেই তাগাদার ভিত্তিতে এলোমেলোভাবে হুযূরের খিদমতে পেশ করছি।
এখন যে অবস্থায় আছি মন্দই আছি। প্রশংসনীয় কোনো অবস্থা থাকলেও সেটা শুধুমাত্র হুযূরের নূরানী তাওয়াজ্জুহ এবং ফয়যের ফলাফল। কারণ দুগ্ধপোষ্য শিশুর পক্ষে কিরূপে সম্ভব কূল-কিনারা বিহীন অথৈ সাগরে ডুব দেওয়া। জাযা-কাল্লাহ, আমীন, ছুম্মা আমীন।
আল্লাহ্র ফযলে এবং হুযূরের দুআর বরকতে ইবাদতের প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহ এবং গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে গেছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গুনাহকেও জবাবদিহিতার এবং অতি সামান্য নেক কাজকেও নাজাতের কারণ বলে জেনে গেছি। যদিও প্রতিটি সেকেন্ড গাফলত এবং গুনাহের মধ্যেই কেটে যাচ্ছে। কলব যিকিরে মত্ত হয়ে গেছে। এখন আর বেশিক্ষণ অবকাশ দেয় না। জাগ্রত অবস্থায় পাঁচ/দশ মিনিট গাফেল হলেও কলবের জন্য অসহনীয় হয়ে যায়। বেশি সময় অন্য কোনো দিকে মনোযোগী হলে কলবের মধ্যে শুরু হয়ে যায় অস্থিরতা। এমনিতেই কর্মহীনতার সময়ে 'যিকির' এবং 'মযকুর' এর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক থাকে। কর্মব্যস্ত অবস্থায় না সংকোচ তৈরি হয় না মনের মধ্যে বিরক্তি জাগে। পরিপূর্ণ একাগ্রতা থাকে। উৎসাহ উদ্দীপনাই বিরহকাতরতা ও ভীতি বিহ্বলতা, আনন্দ ও মত্ততা, ইল্ম ও ইয়াকীন, রিয়া ও তাসলীম (সন্তুষ্টি ও সমর্পন) উন্স ও মহব্বত বা প্রেম ভালোবাসার মধ্যে উন্নতি অনুভূত হয়।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১২৪

www.islamfind.wordpress.com

সামে যাত' এর ধ্যান থাকে। ওয়াস্ওয়াসা ও খাতরাতকে ঐ ধ্যান দ্বারা প্রতিরোধ করে থাকি। চূড়ান্ত লক্ষ্য শুধুমাত্র আল্লাহ্র 'যাত' (সত্তা) সিফতের (গুণাবলীর) প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ নেই। প্রিয়তমের যিকিরের (আনন্দের) কাছে সারা দুনিয়ার সকল স্বাদ ও আনন্দকে তুচ্ছ মনে হয়। বাহুল্য ও অপ্রয়োজনীয় কথা বললে অনুতাপ হয়। নীরবতা ও নির্জনতা ভালো লাগে। কোনো সাদারিং কিংবা মজমায় শরিক হওয়া তো একদম বন্ধ করে দিয়েছি। ইবাদত-বন্দেগীতে সাধারণত প্রফুল্লতা থাকে। মন ও ইচ্ছাকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। নিজেকে এত বেশি তুচ্ছ মনে হয় যে, পারলে নিজেকে ধুলায় মিশিয়ে দিতাম। (বুযুর্গী বা মর্যাদার) দাবি করার কল্পনাও করতে পারি না। মনের মধ্যে এটাই বদ্ধমূল হয়ে আছে- আল্লাহ্ তাআলার দরবারে জবাবদিহী করার সময় সোজাসুজি বলে দিব- ইয়া আল্লাহ্ মাথা থেকে পা পর্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ, একেবারে রিক্তহস্ত, 'তুমি ক্ষমা করে দেবে' এই আশাটুকু ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই। কাশ্ফ ও কারামত আমার দৃষ্টিতে একবারেই তুচ্ছ ও অর্থহীন। খালওয়াতের চেয়ে খেদমত অর্থাৎ জন বিচ্ছিন্নতার চেয়ে জনসেবাই পছন্দনীয়। সেটারই তাওফীক আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি এবং এ কারণেই বন্ধু-বান্ধব সঙ্গ ত্যাগ করলে অস্থির হই। জীবনের প্রতি মন উদাসীন। দুনিয়া বিপদ-মুসিবত ঘেরা। এ থেকে দ্রুত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রয়েছে মনের মধ্যে। আসল গন্তব্যের প্রতি উদগ্রীব হয়ে এখানের বসবাসে অনীহা এসে গেছে। ইশ্কে জরতের তীব্র আগ্রহে কলব পরিপূর্ণ। মদীনা তাইয়েবায় মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা জাগে। বিপদ-আপদে, কষ্টে-মুসিবতে কোনো পেরেশানি বা লজ্জাবোধ হয় না বরং কখনো কখনো তো এর কামনা অন্তরে জাগে। সর্বনিম্ন ও জরুরি সম্পর্কটাও কষ্টকর মনে হয় এমন কি দেহের পোশাকটাও ভারী ভারী মনে হয়। আহলে দুনিয়া বা দুনিয়াদার থেকে সম্পূর্ণ অবসর হয়ে পড়েছি। না কারো ভয় না কারো কাছে কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে। না কারো প্রশংসা কামনা করি না কারো তিরস্কারের পরোয়া। হিম্মতে ও সাহসে ঘটেছে বৃদ্ধি। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার উপর পূর্ণ ভরসা ও আস্থা রয়েছে। সকল অবস্থাতেই জানি- তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত দয়াপ্রবণ। ব্যাস, এই হল এই অধমের রিয়া ও তাকাল্লুফ (লৌকিকতা) পূর্ণ চিঠি, যে অবস্থাগুলো সংশোধনযোগ্য আশা করি হুযূর সংশোধনী জানাবেন।

ماحال دل را با یار گفتیم - نتواں سفتن درد از طبیاں

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১২৫

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ- 'দিলের দুয়ার খুলে দিয়েছি তোমার কাছে, রোগের কথা লুকাবো কেমনে হেকিমের কাছে।'

আশা রাখি তারাক্কীর দুআ ও বাতেনি তাওয়াজ্জুহের মাধ্যমে সর্বদা স্মরণে রাখবেন। আল্লাহ্ আপনাকে আরো নিকটবর্তী মাকাম দান করুন। আমীন।

পুনশ্চঃ এ অধম যতই নফসানী ওয়াস্ওয়াসা থেকে একদম বে-পরোয়া থাকে তার পরও কখনো ভীষণ কষ্ট ও পেরেশানি হয়।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্, উঁচু স্তরের হালত। সব কিছুর সারাংশ হল নিখাদ আবদিয়াত (দাসত্ব) এবং সুন্নতের বিস্তৃতি। মুবারক হোক।

পীরের সঙ্গে রূহানী নৈকট্যের সুরতহাল

হালঃ আমি একজন গরিব মানুষ। হুযূরের বিভিন্ন কিতাব পড়ার কারণে হুযূরকে দেখার আকাঙ্ক্ষা হয়েছে। আল্লাহ্ আপন ফযল ও করমে হুযূরের দীদার ও দর্শন দ্বারা আমাকে গৌরবান্বিত করে দিয়েছেন। আমার জন্য আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যে কল্যাণ আসন্ন, আশা রাখি হুযূরের যাত ও বারাকাতের মাধ্যমে তাও সম্পন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ্র কাছে এটাই আমার দৃঢ় আশা।

হুযূরের স্নেহ-মমতার ভরসা নিয়ে এখন আমি বাড়ি ফিরে যাবার ইরাদা করেছি। এরপর হুযূরের খিদমতে হাজির হওয়ার সুযোগ আর কখনো হবে- এমন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। কারণ আসা-যাওয়ার খরচ পড়ে ৩৬ রুপিয়া। এছাড়াও খাওয়া-দাওয়ার খরচ। এসব ভেবে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য ছেয়ে যাচ্ছে। আমার জন্য যা উত্তম হবে হুযূর দয়া করে বলে দিন।

বিশ্লেষণঃ দৈহিক দূরত্ব ক্ষতিকর নয়। রূহানী নৈকট্য অটুট থাকবে-যদি আপনি সর্বদা নিজের অবস্থা জানানো এবং আমার পরামর্শ মেনে চলার নীতি আঁকড়ে ধরে থাকেন।

কাজ কম হলেও পীরের সোহবত উপকারী

হালঃ প্রায় বিশদিন থেকে শরীর এত দুর্বল যে, উল্লেখযোগ্য কোনো পরিশ্রম করা সম্ভব হচ্ছে না। ঘটনাক্রমে আমার দীনী ও দুনিয়াবি সকল কাজ ও ব্যস্ততাই দেমাগী বা মস্তিষ্ক নির্ভর। পাকস্থলি ও মস্তিষ্ক দুটোই ত্রুটিপূর্ণ।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১২৬

কখনো কখনো কষ্টও হচ্ছে। এ কারণেই অবস্থা জানাতে এতটা বিলম্ব হল। বিশেষত এখন এমন অবস্থা চলছে যে, সেটাকে 'হাল' নয়, বলা চলে 'বদহাল'। এরপরও একেবারে ছেড়ে দিই নি।

সম্ভবত এখন থানা ভবনের ওদিকে বর্ষার মওসুম প্রায় শেষ। শীতও শুরু হয়ে গেছে, মন চাচ্ছে ছুটি নিয়ে হুযূরের খিদমতে হাজির হই। কিন্তু সেখানে গেলেও তো সেই পরিশ্রম আর পরিশ্রম। আশঙ্কা হচ্ছে হয়ত সহ্য করতে পারব না। মোটকথা দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে পড়ে গেছি। হুযূরের 'সূচিন্তিত মতামত' অকপটে ও নির্দ্বিধায় মেনে নিব। বাহ্যিকভাবে হুযূরের খিদমতে আসার জন্য আমার সামনে কোনো বাধা ও অন্তরায় নেই।

বিশ্লেষণঃ মন খারাপ করা উচিৎ নয়, এ ধরনের সাময়িক সমস্যা সকলের জীবনেই এসে থাকে, যার দ্বারা ইনশাআল্লাহ্ কোনো ক্ষতি নেই। 'মা'যূর' (অপারগ) ব্যক্তি তো এমনিতেই মা'জুর (সওয়াবের অংশিদার)। সে কখনোই 'মাঝুর' (গুনাহগার) নয়। মস্তিষ্কের দুর্বলতাকে শোভাগমনের প্রতিবন্ধক স্থির করবেন না। কাজ বেশি না করা গেলেও কাছে থাকাতেও তো রয়েছে উল্লেখযোগ্য উপকারিতা।

সফলতার পূর্বাভাস

হালঃ আমি অধম আজকাল আল্লাহ্র ফযলে চব্বিশ হাজার বার ইসমে যাত এবং বিশ হাজার ইস্তেগফার এবং এক পারা কুরআন শরীফ প্রতিদিন পড়ি এবং তাহাজ্জুদের পর বারো তাসবীহ আদায় করি। আর প্রতিদিন হুযূরের একটি মাওয়ায়েয সঙ্গে হুযূরের অন্য কোনো কিতাব থেকেও যেমন তা'লীমুদ্দীন ইত্যাদি পড়াশোনা করে থাকি।

হুযূর দুআ করবেন আল্লাহ্ তাআলা যেন ইস্তেকামাত (অবিচলতা) দান করেন। কেননা নফসের দুষ্টামীর কারণে মাঝে মাঝে উলট-পালট হয়ে যায়। কখনো নফস প্রবল হয়ে গেলে নির্ধারিত কাজের মধ্যে এসে যায় ঘাটতি। কখনো আল্লাহ্ আমাকে তাওফীক দিলে আমি নফসের উপর প্রবল হতে পারলে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেই। মোটকথা নফসের সঙ্গে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে। কিন্তু এমনি মুহূর্তে হুযূরের মুখ থেকে শোনা মসনবীর নিম্নোক্ত পংক্তি মনে পড়ে–

اندریں راہ می تراش وی خراش - تادم آخر دمے فارغ مباش

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১২৭

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ-(আল্লাহ্‌কে পাওয়ার) এই পথে অবিরাম সাধনা করে যাও। শেষ নিঃশ্বাসের পূর্ব পর্যন্ত এক পলকের জন্যও নিজেকে অবসর মনে করো না। এটা মনে করেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকি।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সফলতার পূর্বাভাস।

হালঃ কলবের হালত খুব ভালো মনে হয়। হুযূর! এমন মনে হয় যে, যিকিরের বরকতে কলবের মধ্যে একটি নূর তৈরি হয়েছে, যেই নূরের বদৌলতে নিজের কাছে নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো ধরা পড়ে।

বিশ্লেষণঃ বিরাট বড় রহমতের ব্যাপার।

হালঃ পরশুদিন আমি অতীত জীবনের গুনাহ স্মরণে রেখে বসে যিকির করছিলাম। তখন মনের মধ্যে উদয় হল যে, আমার মধ্যে 'তাকাব্বুর' বা অহঙ্কারের রোগ এমনভাবে বাসা বেঁধেছে যার ফলে উক্ত গুনাহগুলো আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এবং এই অহঙ্কার রোগটির কারণেই আমাকে দীন ও দুনিয়ার অনেক ক্ষতি বরদাশ্‌ত করতে হয়েছে। এসব কথা মনে উদয় হওয়ার কারণে আমি খুবই বিনয় ও অনুতাপের সঙ্গে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে এরূপ সংকল্প করে নিলাম যে, ইনশাআল্লাহ্‌ ভবিষ্যতে আমি দীন ও দুনিয়ার কোনো কাজে কখনো অহঙ্কার করব না। 'তাওয়াদু' বা বিনয় অবলম্বন করার সংকল্প করে ইতিমধ্যে তাওয়াদু ও বিনয়ের আমল শুরুও করে দিয়েছি। হুযূর দয়া করে দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ জান প্রাণ দিয়ে দুআ করছি। আপনি একদম ঠিক বুঝেছেন।

হালঃ অন্য এক বিষয়ের নিবেদন এই যে, বেশিরভাগ সময় আমি একা থাকি। কিন্তু দীর্ঘ নির্জনবাসের সুযোগ হয়ে উঠে না। মন শঙ্কিত হয়ে উঠে। যদিও বেকার হিসাবে আমার অখণ্ড অবসর রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ নির্জনতা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি এ কারণে যে, নির্জনতার কারণে কলবের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক অবস্থা তৈরি হয়। যা আল্লাহ্‌র স্মরণ ও যিকিরের ক্ষেত্রে খুব সাহায্য করে। নির্জনতা ভঙ্গ হলে কলবের মধ্যে মলিনতা বোধ হতে থাকে। এ কারণ আমার নিবেদন এই যে, হুযূর যদি অনুমতি দেন তবে আমি চল্লিশ দিনের জন্য থানাভবন হাজির হয়ে যাব। কিন্তু সমস্যা এই যে, বেকারত্বের কারণে ভীষণ অর্থ কষ্টে ভুগছি। প্রায় দশ হাজার রুপিয়ার ঋণের বোঝা মাথায় রয়েছে। আরো নানা প্রকারের যন্ত্রণাও সহ্য করতে হচ্ছে। আপনার কাছে যেতে হলে আরো কিছু করজ করতে হবে যেন এখানের পোষ্য পরিবারের

www.islamfind.wordpress.com

...ওখানে আমার জন্য যথেষ্ট হয়। আরেকটি কথা আপনাকে জানিয়ে রাখা ...যে, আমার এই সমুদয় ঋণের কোনোটাই সুদভিত্তিক নয়। আমার এই ...অবস্থার আলোকে যদি হুযূর আমাকে অনুমতি দেওয়া ভালো মনে ...তাহলে জানিয়ে দেবেন। যেন আপনার খিদমতে হাজির হতে পারি।

বিশ্লেষণঃ 'শুধু ঐ পরিমান করজ আবার নিতে হবে' এ ছাড়া যদি আর কোনো ...আপনার না থাকে, তবে এত বিশাল করজের মধ্যে আর একটু না হয় ...লোই, তাতে এমন আর কী ক্ষতি? (অর্থাৎ আপনি আরো কিছু করজ নিয়ে ...দিনের জন্য চলে আসুন।)

বলঃ হুযূর! এই করজ এবং অর্থকষ্ট ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্ জানেন যে, ...আমার এত বেশি বাতেনি কল্যাণ হয়েছে যা হাজার হাজার মুজাহাদা ও ...সাধনা দ্বারাও হত না। সুতরাং এতদিন তো আমি একথা অন্ধের মতো অন্যের ...মুখে শুনে শুনে বলতাম যে, 'মাহবুব যা করেন ভালোই করেন' কিন্তু আল্লাহ্র ...কসম! এখন পুরাপুরি পরীক্ষা হয়ে গেছে। অভিজ্ঞতাও অর্জিত হয়েছে। হুযূর! ...আমি তো এখন নিজ চোখে এসবের অসংখ্য উপকারিতা দেখতে পাচ্ছি। শুধু ...তাই নয় বরং বর্তমান অবস্থা, আমার অর্থ সঙ্কট ইত্যাদিকে সীমাহীন রহমত ...বলেই মনে হচ্ছে। আর এই অবস্থার মধ্যে যেই পরিমান মজা এবং স্বাদ আমি ...পাচ্ছি, যে আনন্দ ও সুখ আমি উপভোগ করছি মনে হয় না যে, কোনো রাজা-...বাদশা জীবনের এত স্বাদ পেয়ে থাকে।

বিশ্লেষণঃ নিঃসন্দেহে এটা এমনই বিষয়।

বলঃ যিকিরের বরকতে কলবকে সীমাহীন ঐশ্বর্যবান (মুসতাগনী) মনে হয়, ...আল্লাহ্র নিআমাত। আলহামদুলিল্লাহ্! বিষয়টা সেই পংক্তির মতো মনে ...হয়:

بے زر و گنج بصد حشمت قاروں باشی

...অর্থ-সম্পদ ও রাজ্য ছাড়াই তুমি হয়ে যাবে শত শত কারুনের ...সম্পত্তির অধিকারী)

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ বরকত দান করুন।

বলঃ হুযূর আমার জন্য ইস্তিকামাতের (অবিচলতার) দুআ করবেন। এটাও ...করবেন যেন আল্লাহ্ তাআলা আমাকে নিজের এবং তাঁর প্রিয় হাবীবের ...মহব্বত এবং ইত্তিবায়ে সুন্নতের তাওফীক দান করেন। হুযূর দয়া করে

www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার জন্য এটাও দুআ করবেন যেন আল্লাহ্ পাক নিজ হাবীবে পাকের উসীলায় আমাকে দ্রুত বাতেনি নিসবত দান করেন, যার দ্বারা আমার সকল দোষ-ত্রুটির সংশোধন হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ আপনার জন্য সব দুআই করতেছি।

পীরের মৃত্যুর পর অন্য পীরের মুরীদ হওয়া

প্রশ্নঃ আমার মনের মধ্যে একটি খটকা লেগেছে। সেটা এই যে, আমার প্রথম মুর্শিদের ইন্তেকালের পর আমি পুনরায় মুরীদ হয়েছি হুযূরের কাছে। আমার এই দ্বিতীয়বার বাইআত হওয়া সিলসিলার বুযুর্গদের খেলাফ হল না তো? যদিও মনকে আমি এই বলে বুঝ দিয়ে থাকি যে, আমার প্রথম মুর্শিদ তো নিজেই বলতেন যে, 'যেখানেই ভালো কাউকে পাওয়া যাবে গ্রহণ করে নিবে।' আরো একটি বুঝ আমি এভাবে গ্রহণ করি যে, আমার মরহুম পীরের প্রতি তো কোনো অশ্রদ্ধা আমার নেই, তাঁর ইন্তেকালের কারণে আমি বাধ্য হয়েছি। তাছাড়া আমি এখন যার কাছে মুরীদ হয়েছি সকল বিবেচনাতেই তিনি প্রথম পীরের মতোই, সিলসিলায়ে খান্দান, আকায়েদ উভয়ের একই। এছাড়া আমি আরো ভাবি যে, এতে যদি খারাপ কোনো ব্যাপার থাকত তবে আপনি অবশ্যই আমাকে নিষেধ করতেন। উপরোক্ত বিচার বিবেচনায় আমি বুঝি যে, খারাপ কোনো কিছু আমি করি নি। কিন্তু কোনো কোনো আকাবির বুযুর্গের মালফুযাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে, সব কিছুর পরও এটা অসন্তোষের কারণ। যেমন দেখেছি মির্জা মাযহার জানে জানা (রহ.)এর মালফূযাতে।

জবাবঃ সেটা কী? সেই এবারতসহ এই চিঠি আবার পাঠাবেন।

প্রশ্নঃ যদিও মহান বুযুর্গদের সঙ্গে আমার মতো হতভাগার কোনো তুলনাই চলে না, তারপরও মনের মধ্যে খটকা তৈরি হয়েছে। সেই খটকা দূর করার জন্যই হুযূরের শরণাপন্ন হলাম। হুযূর এ বিষয়ে কিছু এরশাদ করলে মনে শান্তি পাব।

জবাবঃ আমি অপেক্ষায় আছি সেই ইবারতের।

পরবর্তী চিঠি-

অধম পাপী ভীষণ দুর্বল স্মৃতির অধিকারী। আজ আমার নাতো সেই মালফুযাতের নাম স্মরণে আছে, না আমি সেটা কোথাও লিখে রেখেছি। চিন্তা করেই পাচ্ছি না কী জবাব দিব। হযরত মির্যা সাহেবের যে মালফুযাত এ

www.islamfind.wordpress.com

বইটি আমার হাতে ছিল, সেটাতে ধারণা মতে খুঁজতে শুরু করলাম কিন্তু সেখানে পাব বলে মনে হয়েছিল অনেক খুঁজেও সেখানে কিছুই পাওয়া গেল না। ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়লাম। চিন্তা-ভাবনা না করে কেন যে, এমন কথা বলতে গেলাম! এখন কী জবাব দিব? এভাবে হতাশ মনে কিতাবের পাতা উল্টাচ্ছিলাম, এক সময় পেলাম শিরোনাম 'হযরত মির্যা সাহেবের হালত ও মাকামাত এর বর্ণনা'। সেখানে বলা হয়েছে- মির্যা মাযহার জানে জাঁনা বলেন "...(আমার পীর) বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে যখন মুরীদদের তারবিয়াত করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না তখন আমি পীরানে পীর হযরত মুহাম্মদ আবেদ মুজাদ্দিসা সিররুহু'র কাছে রুজু করলাম (আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর শরণাপন্ন হলাম)। পাশাপাশি আপন পীরের দরবারেও যাতায়াত চালু রাখলাম। কিন্তু একবার পীর সাহেবের কানে একজন খলিফা শেখ সিবগাতুল্লাহ পৌছে দিলেন। তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে বললেন- এখানে ফয়েয, বরকত ও মাহীরের ব্যাপারে কী ত্রুটি পেয়েছ যে অন্য জায়গায় রুজু করলে? আমি বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করলাম- এই অধম আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চায়, এছাড়া আমার আর কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য নেই, আর এজন্য পীরের নিয়মিত তাওয়াজ্জুহ প্রয়োজন, শারীরিক দুর্বলতার কারণে সেটা আপনার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে আমি আপনারই ঘনিষ্ট একজনের কাছে রুজু করেছি। আপনার প্রতি ভক্তি ভালোবাসা আমার পূর্বের মতোই অটুট রয়েছে। (মির্যা সাহেব বলেন) আমার এই কথায় পীর সাহেবের অসন্তুষ্টি দূর হল না। তাঁর ইন্তেকালের পর যখন আমি তাঁর মাযারে গেলাম। বুঝলাম তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। আমার দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।"

জবাবঃ এটা ছিল পীর বেঁচে থাকতেই অন্যের কাছে রুজু করার ব্যাপার। আপনার রুজুকে এর সঙ্গে কিভাবে তুলনা করতে পারেন?

প্রশ্নঃ বহু বছর পর শেখ সিবগাতুল্লাহ সুসাংবাদ দিয়েছেন যে, (মির্যা সাহেবের) পীর স্বপ্ন যোগে আমাকে বলেছেন যে, আমি মির্জা সাহেবের প্রতি রাজি ও খুশী আছি। তিনি যা করেছেন সেটা আল্লাহ্ তাআলার মর্জি মতো হয়েছে। একথা শুনে অধম (মির্জা সাহেব অথবা শেখ সিবগাতুল্লাহ) সিজদায়ে শোকর করেছেন। কারণ আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারা আল্লাহ্ তাআলার বৃহত্তম নেয়ামত।

এমনি আরো একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ যুবায়েরের এক মুরীদ পীরের ইন্তেকালের পর রুজু করলেন হযরত শেখ মুহাম্মদ আবেদের

www.islamfind.wordpress.com

কাছে। কিন্তু পীর সাহেব (স্বপ্নে) তার প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। বরং তরবারী নিয়ে মুরীদের দিকে এগিয়ে এলেন। মুরীদ তখন বর্তমান পীরের (শেখ মুহাম্মদ আবেদের) নিকট আশ্রয় নিলে তিনি (বর্তমান পীর) বললেন এত নাখোশ হবার কী আছে? আল্লাহ্‌কে পাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার সিলসিলারই একজনের কাছে রুজু করেছে। তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিৎ।

জবাবঃ প্রথম কথা হল স্বপ্ন কোনো দলিল নয়। তাছাড়া হতে পারে এটা ছিল অনাবশ্যক রুজু। সুতরাং আবশ্যক রুজুকে অনাবশ্যক রুজুর সঙ্গে তু-না করা যাবে না।

প্রশ্নঃ শেখ জালালুদ্দিন পানিপথী রহ.এর কোনো এক পুত্র জনৈক পীরের মুরীদ হলে স্বপ্নে দেখেন যে, শেখ জালালুদ্দিন ক্রুদ্ধ হয়ে বলছেন- তুই কেন নক্‌শবন্দী হয়ে গেলি? কেন আমার তরীকা ত্যাগ করলি?

জবাবঃ সবগুলো ঘটনায় প্রযোজ্য যে জওয়াব স্বপ্ন কোনো দলিল নয়, সেটা ছাড়াও হতে পারে ঐ ব্যক্তি তার পূর্বের তরীকাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছিল। এসব জবাব তরীকতের চাহিদার খেলাফ নিছক তালিবে ইলম সুলভ লিখেছি। যেন আপনি যুক্তি প্রমাণের হাকীকত বুঝতে পারেন। সকল জবাব লেখা শেষ হবার পর এবার আমি তরীকতের হক আদায় করছি। সেটা এই যে, সন্দেহ যেহেতু আমাকে নিয়েই, সুতরাং আমার জবাব দেওয়ার অর্থ তো এটাই দাঁড়াল যে, আমি নিজের দিকে আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি এবং সংশয় ও সন্দেহে পড়ে থাকা ব্যক্তিদেরকে আমার কাছে সমবেত করতে চাচ্ছি। এটা তো তরীকতের একেবারেই খেলাফ। সুতরাং উচিৎ ছিল বিষয়টি অন্য কারো কাছে তাহকীক করা। কিন্তু তাহকীক যেহেতু আমার কাছেই করেছেন সুতরাং এখন আপনি দয়া করে অন্য কোথাও রুজু করে নিন।

এরপর চিঠি আসল-

এখন রাতের শেষ প্রহর, কবুলিয়তের সময়। হে আল্লাহ্! আমার ফরিয়াদ থানা ভবন পৌঁছে দাও। আমার অশ্রুসজল চক্ষু ও অনুতাপানলে দগ্ধ হৃদয় থানা ভবনওয়ালাকে দেখিয়ে দাও। আমার মহান শেখ তো তরীকতের হক আদায় করে দিয়েছেন অথচ এদিকে তো আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার বাগানটাই উজাড় হয়ে গেল। আমি তো ছিলাম তরীকতের আদব-কায়দার ব্যাপারে অজ্ঞ, না জেনে নেক-নিয়তে এই বিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করে বসেছি যে- ভালো হোক বা মন্দ যা কিছু আমার করণীয়, সব কিছু আপনাকেই জিজ্ঞাসা করতে

www.islamfind.wordpress.com

ফলে অন্য কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখা আমার উচিৎ নয়। বুঝতেই পারি না যে, এই জিজ্ঞাসাই আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। এখন বুঝলাম ভুল হয়েছে তাই লজ্জা ও অনুশোচনায় হৃদয় আহত হল। নিজ কৃতকর্মের জন্য তওবা করছি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আমি কোনো নতুন মানুষ নই যে, ঘাবড়ে যাব। মুরীদ হওয়ার পূর্বেও আমি আপনার ছিলাম, এখনো আছি, ভবিষ্যতেও থাকব। জুতা খাওয়ার জন্য মাথা হাজির কিন্তু আপনার দুয়ার ছাড়তে রাজি নই। আপনি যদি আমাকে তাড়িয়ে দেন আপনার তাতে কী লাভ! আমার যে তাতে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মানলাম আমার খোলামী দ্বারাও আপনার কোনো লাভ নেই, কিন্তু আমার তো ভীষণ লাভ।

জবাবঃ যা কিছু লিখেছেন সবই আপনার বুযুর্গী ও মহত্বের কারণে সম্ভব হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্‌র কসম আমি নিজেকে অপদার্থ মনে করি। তা সত্ত্বেও আমি যা কিছু নিবেদন করেছিলাম তা অসন্তুষ্ট হয়ে বা খোদ পছন্দীর কারণে নয়। বরং এটা মুআমালার ব্যাপার। আপনার ব্যাপারটি এরূপ হতে পারত যে, সাধারণ কোনো শিরোনাম দিয়ে তাহকীক করতেন। এরূপ নয় যে, 'আপনার কাছে আমার রুজু করার ব্যাপারটি সম্ভবত...' এই শিরোনামের প্রভাব তো সেটাই হওয়ার কথা যা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। আমিই বা কী করতে পারি। এসব প্রভাব ও আছর তো 'গায়রে এখতিয়ারী' বিষয়। আপনিই এর একটি ব্যবস্থা বলে দিন যাতে করে মন থেকে এর প্রভাব দূরীভুত হয়ে যায়। সাধারণভাবে আপনাকে তালীম দিতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু মনের প্রফুল্লতা, সেটা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। এখন আপনি যে হুকুম দেবেন তৈরি আছি...।

গুনাহগারের অবস্থার নিবেদন

বিনয়ের সঙ্গে মাসনূন সালামের পর নিবেদন করছি যে, আপনার চিঠি পড়ার পর থেকে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। দু-চোখে নৈরাশ্য ও হতাশার চিহ্ন ভেসে বেড়াচ্ছে। আপনার চিঠির জবাব দিতে এবার অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়ে গেল। কিছুই বুঝতে পারছি না যে, কী আবেদন বা নিবেদন জানাব। আল্লাহ্‌ সাক্ষী আছেন যে, তাহকীক করতে গিয়ে আমার সাধারণ শিরোনাম ব্যবহার না করার কারণ বুদ্ধি ও জ্ঞানের ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি তো বরং এটাকেই ইখলাস মনে করে বসেছিলাম যে, যেই বিষয়টার সম্পর্ক স্বয়ং আপনার সঙ্গে সেটাকে যে কোনো শিরোনাম দিয়েই হোক না কেন অন্যের কাছে জিজ্ঞাসা করা অনুচিৎ। আমার ভালো-মন্দ, আমল ও আকীদা, ধারণা ও

www.islamfind.wordpress.com

সম্ভাবনা যা কিছুই হোক সবই আপনার সামনে তুলে ধরা উচিৎ, আপনিই সংশোধন করে দিবেন আমার সকল কিছুকে। এরপর অন্যের সঙ্গে আমার আর কি যোগাযোগ থাকতে পারে? যখন 'সঁপে দিয়েছি যবে তব হাতে, মোর জীবনের পুঁজি সবই।'

বিশ্লেষণঃ এটা তো পুরাপুরিই ঠিক আছে কিন্তু আমি বলছি অন্য কথা। আমি যে সাধারণ শিরোনামের কথা বলেছি, সেটার উদ্দেশ্য এই যে, না হয় জিজ্ঞাসাটা আমাকেই করলেন কিন্তু এই শিরোনামে যে, 'এক পীরের মুরীদের জন্য অন্য পীরের কাছে রুজু করাটা কেমন?' ইত্যাদি।

হালঃ কিন্তু সেটাই তো আমার ভুল। আল্লাহ্‌র ফয়সালায় আমার এই উপলব্ধিরই ফল হল উল্টা। যখন বুঝতে পারলাম ভুল হয়ে গেছে তখন আমার ধারণায় এর প্রতিকার ছিল শুধুমাত্র তওবা। আর তওবার দুয়ার ছিল খোলা। সুতরাং আপন সামর্থ মতো তাই করেছি এবং এখনো তা অব্যাহত রেখেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে এখানেও আমার ত্রুটি হচ্ছে। কারণ যেটাকে আমি মনে করেছি ইখলাস সেটা ইখলাস নয়, যেটাকে মনে করেছি তওবা সেটা তওবা নয়। তাই এখন আমি দিশাহারা হয়ে পড়েছি, আমি কী করতে পারি। কয়েকদিন যাবৎ দিশাহারা অবস্থায় কাটানোর পর মনের মধ্যে এই চিন্তা জাগল যে, প্রকৃত বিষয়টি তুলে ধরি, পুরাপুরি আত্মসমর্পন করে সবশেষে গায়েবী সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাকি। আর আমি কী ব্যবস্থা আপনাকে বলে দেবার ক্ষমতা রাখি! আবার শুধু তালীমের উপর সন্তুষ্ট থাকাই কি আমার পক্ষে সম্ভব? বিশেষত আমার মতো এমন মূর্খের পক্ষে? আবার বলেছেন- 'আমি যা হুকুম করব...' এও কি সম্ভব? হুকুম করব আমি? আপনাকে? আস্তাগফিরুল্লাহ্! কি করে সম্ভব যে, আপনার সামনে মুখ খুলব! আল্লাহ্ তাআলা যখন তওবা কবুল করে নেন মেহেরবানী করে পাপী তাপীকেও ক্ষমা করে দিয়ে বিলায়াতের মুকুট তার মাথায় পরিয়ে দেন। তাঁর নেক বান্দারাও তো তাঁর সেই শানেরই প্রকাশস্থল। তাহলে আমি কেন নিরাশ হব? আমি আপন রবের সুপ্রশস্ত রহমত ও অনুগ্রহের আশাবাদী হয়ে থাকলাম। তিনিই আমার ব্যাপারে আপনার অন্তরে প্রয়োজনীয় ইলক্বা (সিদ্ধান্ত) করে দিবেন ইনশাআল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ তওবা কবুল হওয়ার বিষয়ে তো আমার কোনো কথা নেই। আমি তো আরয করছি অন্য কথা, অর্থাৎ আপনার সবকিছুই ঠিক আছে, আপনার

www.islamfind.wordpress.com

...ণও গ্রহণযোগ্য, ক্ষমার যোগ্য, এসব সত্ত্বেও মনের প্রফুল্লতা আমার হাতে ...। এটাই ছিল আমার পূর্ব চিঠির আসল উদ্দেশ্য। তবে এখন আমার মনের ...য়ে কোনো সংকোচ নেই। আমার ধারণায় ঘটনাটি আপনার জন্য বিশেষ ...মত হিসাবে সংঘঠিত হয়েছে। কারণ এর মধ্য দিয়ে আপনার অনেক চিন্তা ... ধারণার এসলাহ হয়ে গেল। চিন্তা করে নিজেই বুঝে নিন। যা হোক এখন ...চিন্ত ও শান্ত থাকুন। প্রফুল্লতার সঙ্গেই খেদমত করব ইনশাআল্লাহ্।

পীরের কাছে এমন কোনো আবেদন করা অনুচিত যার মাধ্যমে নিজের রায় প্রকাশ পায়

...লঃ বর্তমানে অধমের দিলের মধ্যে একথাটি বসে গেছে যে, যতদিন পর্যন্ত ...য়ানী শক্তি অর্জিত না হয় ততদিন নেক আমল হওয়া কঠিন। এর তদবীর ...বুন।

...শ্লেষণঃ যা লিখেছেন সেটাই তদবীর। মুরীদের জন্য জরুরি হল শুধু আপন ...স্থা পীরকে জানানো এবং তাঁর নির্দেশনার (অযীফা, আমল, যিকির ... ইত্যাদি) অনুসরণ করা। এমন সব আবেদন- যাতে প্রকৃতপক্ষে নিজের মত ...কাশ করা হয়, অনুচিত।

আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক শুরু হওয়ার লক্ষণ

...লঃ আজকাল এ অধমের দিলের মধ্যে নতুন একটা কিছু তৈরি হয়েছে যার ...লে সর্বক্ষণ দিলের মধ্যে আল্লাহ্র স্মরণ থাকে। কখনোই সেটা ভুল হয় না।

...শ্লেষণঃ এটা (আল্লাহ্র সঙ্গে) সম্পর্কের সূচনা। মুবারক হোক।

...লঃ রাতের মা'মূল (আমল ও অযীফা) বারো তাসবীহ, দিনে বারো হাজার ...মে যাত। গতকাল সকাল থেকে আমার এক অবস্থা হয়েছে যা হুবহু ...াপবদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করছি, পৃথিবীতে কারো সঙ্গে ...ন গভীর সম্পর্ক এবং ভালোবাসা গড়ে উঠে তবে সারাক্ষণ শুধু তার কথাই ...নে পড়ে। তার পছন্দ-অপছন্দ, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির ভাবনাটাই মনজুড়ে থাকে ...ক্ষণ। মাহবূবের সঙ্গে সংশ্রব নেই এমন কোনো চিন্তা, কথা বা কাজ তখন ...বদম ভালো লাগে না এবং অন্য যে কোনো বিষয়ে তৈরি হয় মনের মাঝে ...নাতা। তখন হৃদয়ে থাকে শুধুমাত্র ঐ মাহবূবের প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক, আমার ...স্থা চলছে ঠিক সেই রকম। এমন অপ্রতিরোদ্ধ ভালোবাসা অনুভূত হচ্ছে

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৩৫

www.islamfind.wordpress.com

যে, সারাক্ষণ শুধু সেই ভাবনায় ডুবে থাকলে মনের মধ্যে বোধ হতে থাকে ভীষণ শান্তি ও প্রশান্তি। যদিও ঐ অবস্থার মধ্যে মনের উপর এক প্রকার চাপও থাকে কিন্তু সে চাপকে মোটেও কষ্টকর মনে হয় না। বরং তাতেও মনে থাকে আরাম ও আনন্দ। আর যদি ঐ ভাবনার মাঝে এসে পড়ে কোনো প্রতিবন্ধকতা তবে হৃদয়টা হয়ে পড়ে ভীষণ মলিন। আবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ চিন্তায় মগ্ন হলে মনে সুখ এসে যায়। এটা ছিল আমার গত কালকের অবস্থা। আজ তাহাজ্জুদের পর ঐ অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই অনুভূতি যে, জগতে একমাত্র আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুই বিদ্যমান। আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছু আছে সব তাঁর প্রকাশ ক্ষেত্র (মাযাহের)। আর পরওয়ারদেগার আল্লাহ্ প্রকাশ্য (যাহের)। এর দৃষ্টান্ত এরূপ মনে হল যে, যেমন ঘরের সকল আলোর উৎস হল বিদ্যুৎ। বৈদ্যুতিক বাল্ব যে আলো লাভ করে তা ঐ উৎস থেকে। সে আলো দান করে ঐ উৎসের জোরে। নতুবা তাতে কোনো আলো নেই। যখন ঐ মূল উৎস (বিদ্যুৎ সরবরাহ) কেন্দ্র থেকে আলো বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন সকল বাল্বের আলোই বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বুদ্ধিমান দর্শক বাল্বকে আলোকিত দেখলেই বুঝতে পারে যে, এই আলো তার নয় বরং ঐ বিদ্যুৎ (সরবরাহ) কেন্দ্র থেকেই আগত। এই সকল বাল্ব ঐ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকাশ ক্ষেত্র (মাযাহের)। যেমন কাফিরগণ 'মুদিল্ল' (গুমরাহকারী) সিফাতের প্রকাশক্ষেত্র (মাযহার)। আর মু'মিনগণ 'হাদী' (হিদায়াতকারী) সিফাত এর প্রকাশক্ষেত্র (মাযহার)।

এছাড়া সকাল থেকে নিজেকে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ মনে হচ্ছে খুব বেশি। পূর্বে নিজের মধ্যে যে সতর্কতা ও চালাকি ছিল তা একবারেই নেই মনে হচ্ছে আর যে কাজই নিজে করি বা অন্যকে করতে দেখি বুঝতে পারি যে, সকল কাজেরই আসল কর্তা আল্লাহ্ তাআলা। মানুষকে শুধু উসিলা বানিয়ে রেখেছেন।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্! বাতেনি নেসবত এবং তাওহীদ ও ফানা'র হালত শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা পূর্ণতায় উপনীত করুন।

সোহবতের বারাকাত

হালঃ হযরতের খিদমতে আসার পূর্বে কারো প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ ছিল আবার কারো প্রতি ছিল মহব্বত। তাদের মধ্য থেকে কারো কথা মনে পড়লে মনের মধ্যে মহব্বত জেগে উঠত কারো প্রতি জাগত বিদ্বেষ। কিন্তু হুযূরের খিদমতে

www.islamfind.wordpress.com

আসার পর ঐ সব বিষয়ের নাম-গন্ধই নেই মনের মধ্যে। যখনই মনে পড়ে অন্য সাধারণ লোকদের মতোই মনে পড়ে। মনের কোনো বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয় না। মোটকথা, মনের মধ্যে এখন আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ ছাড়া আর কিছু আছে বলেই মনে হয় না। মনে হয় হৃদয়ের মধ্যে যতটুকু স্থান আছে সবটুকু দখল করে আছে আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ এবং তাঁর ভালোবাসা।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

বাইআতের (মুরীদ করার) অনুমতি

হালঃ অধমের বর্তমান অবস্থা হল, যখনই বাড়ি থেকে চিঠি আসে তাতে কোনো আনন্দ বা বেদনার সংবাদ থাকে অথবা অন্য কেউ যখন কোনো আনন্দ বা বেদনার সংবাদ শোনায়, তো যখন শুনি তখন মনের উপর কিছু প্রভাব পড়ে। কিন্তু পরে একেবারেই সেদিকে কোনো খেয়াল থাকে না। দিলের উপর সর্বক্ষণ এক এতমিনান ও সুকূন (শান্তি ও প্রশান্তি) বিরাজ করে। মনটা সর্বদাই আল্লাহ্র দিকে নিবিষ্ট থাকে। কোনো কোনো সময় যিকিররত অবস্থায় কোনো অঙ্গে নড়াচড়া (হরকত) অনুভূত হয়। আর একদিন যিকিরের মাঝে মনে হল যেন সারা দেহে অসংখ্য সুঁই ফোটানো হচ্ছে।

গতরাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরত বাদ মাগরিব অধমকে ডাকলেন এবং আমার ডান হাত হযরত নিজের ঘাড়ের উপর রাখলেন। এরপর হযরত বান্দার প্রতি মুতাওয়াজ্জিহ (মনোনিবিষ্ট) হলেন। উৎসর্গ অভিলাষী এই গোলামের উপর তাওয়াজ্জুহ দিলেন, তখন আমার কলবের এক বিস্ময়কর অবস্থা তৈরি হল। মনে হচ্ছিল যে, হযরতের সীনা মুবারক থেকে আমার সীনায় কিছু একটা প্রবেশ করছে। যার ফলে আমার কলব রওশন ও আলোকিত হয়ে উঠল। আমি ভীষণ জোশ ও আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলাম। অতঃপর হযরত আমাকে ছেড়ে দিলেন। সেখানে আরো দু-একজন মানুষ ছিলেন। হযরত সকলের দিকেই তাওয়াজ্জুহ দেওয়া শুরু করলেন। তখনও কলবের আশ্চর্যজনক অবস্থা প্রত্যক্ষ করলাম। মনে হচ্ছিল কলব সবটুকু নূর ও আলোয় ভরে গেল। তখন খেয়াল হল যে, হযরত তো বলেন যে, 'আমি কারো উপর তাওয়াজ্জুহ দেই না এবং এটা আমার অভ্যাস নয়।' আমার মনে হল যে, এটা তাওয়াজ্জুহ নয় তো কী? এরপরই ঘুম ভেঙে গেল এবং আমি জেগে উঠলাম। মনের মধ্যে দারুন আনন্দ বোধ হচ্ছিল। সারাদিন ধরে বিস্ময়কর প্রফুল্লতা ও চাঞ্চল্য অনুভব করলাম।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৩৭

www.islamfind.wordpress.com

অন্য প্রসঙ্গে আরয এই যে, পিতা-মাতা আজ দু-বছর যাবত আমাকে ডাকছেন। এমন কি রমযান শরীফের পূর্বে যখন আমি এখানে আসলাম তখন উপর্যুপরি তিন-চারটা চিঠি এসেছে জলদি চলে এসো। এভাবে তারা খুবই পীড়াপীড়ি করেছেন। কিন্তু আমি সকল চিঠির জবাবে লিখেছি যে, এখানে হযরতের খেদমতে ছয়-সাত মাস থাকা যতদিন পূর্ণ না হবে, আমি কিছুতেই আসতে পারব না। এই শক্ত অবস্থানের ফলে তারা দীর্ঘদিন নীরব ছিলেন। এখন আবার সেই আগের মতো করে চিঠি লিখা শুরু করেছেন। আবারও সেই একই দাবি তুলছেন জলদি চলে এসো। ছয়-সাত মাসের স্থানে আট মাস পার হয়ে গেছে এখন তো আর কোনো ওযর তোমার নেই। আজ তো পথ খরচাও এসে গেছে।

আমাকে এরূপ ডাকার কারণ এই যে, আমার বড় ভাইকে বিয়ে করাতে চান কিন্তু তিনি আমার উপস্থিতি ছাড়া বিয়ে করতে রাজি নন। ইতোপূর্বে আমাকে যখন রমযানের আগে যাওয়ার জন্য ডেকেছিলেন তখন বিয়ের দিন তারিখ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার ভাই সাহেব বিয়ে না করে পালিয়ে কলকাতা চলে যান। সেখান থেকে চিঠি লিখে জানান যে, আমি তাকে (আমাকে) ছাড়া বিয়ে করব না। এখন বাবা অসহায় হয়ে আমাকে চিঠি লিখেছেন যে, যেভাবেই হোক তুমি দ্রুত চলে এসো। এজন্যই অধম হযরতের খেদমতে নিবেদন করছে যে, এ ব্যাপারে হযরত কী মত পোষণ করেন? অধমের জন্য এখানে আরো বেশিদিন থাকা যদি সমিচীন মনে করেন তবে আমার থাকার ইচ্ছা আছে। আর যদি যাওয়াটাই সমিচীন হয় তবে আমি চলে যাব। মোটকথা হযরত যেটা আমার জন্য উত্তম মনে করবেন আমি সেটাকেই আমার স্বার্থ ও কল্যাণ মনে করছি। আমি খুব ভালোভাবে জানি যে, হযরত আমার স্বার্থ দেখেই মতামত দিবেন। যদিও সাধারণভাবে হযরত কাউকে মশওয়ারা দেন না কিন্তু আমি আশা করি এই অধমকে সেই নিয়মের বাইরে রেখে মশওয়ারা দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

বিশ্লেষণঃ সকল হাল পড়লাম এবং খুশী হলাম। ইনশাআল্লাহ্ দৈনন্দিন উন্নতি ঘটবে। এখন আর শারীরিক দূরত্ব ক্ষতিকর হবে না। এজন্য দেশে চলে যাওয়াই আপনার জন্য যুক্তিসঙ্গত। আপনার স্বার্থ এবং মঙ্গল এটাই। আমি আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে এজাযত দিচ্ছি। যদি কোনো 'তালিবে সাদিক' (খাঁটি আল্লাহ্‌র সন্ধানী) আল্লাহ্‌র নাম বা পথ জানতে চায় অথবা মুরীদও হতে চায় তবে তার আবেদন মঞ্জুর করবেন। ইনশাআল্লাহ্ তাআলা আপনার দ্বারা

www.islamfind.wordpress.com

সাধারণের মঙ্গল ও উপকার হবে। সঙ্গে সঙ্গে এটার অনুমতি প্রদান করছি যে, আপনি এজাযতের খবর নিজের বিশেষ বিশেষ বন্ধুদেরকে জানাবেন এবং প্রচার করাবেন।

চিঠির অনুরোধে পীরকে সালাম না জানানো অপরাধ নয়

প্রশ্নঃ আমাকে যারা চিঠি লেখেন তারা প্রায় সকলেই হুযূরকে সালাম জানানোর অনুরোধ করেন। আমি জানাই না 'আসসালামু...' উচ্চারিত না হওয়ার কারণে। যাদের সাথে সহজ সম্পর্ক (বেতাকাল্লুফি) আছে, তাদেরকে লিখে দেই আমাকে না বলে সরাসরি হুযূরকে লিখুন। প্রশ্ন হচ্ছে এতে আমার কোনো অপরাধ হচ্ছে না তো?

জবাবঃ কোনো অপরাধ হচ্ছে না।

নিজেই লাভ-ক্ষতির প্রস্তাব করা মুরীদের জন্য বেয়াদবী

হালঃ আমি যখন দাওরায়ে হাদীস পড়তাম, এক রাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছিলাম। তখন আমার হালত ছিল খুব ভালো এখন আর সেটা নেই। দিলের তামান্না আবার যদি তাঁর দর্শন পেতাম! আবার যদি আল্লাহ্‌র প্রতি যওক-শওক পয়দা হত! জানি না কী হবে।

বিশ্লেষণঃ আপনি তো একাই এক শ। ফলাফল এবং তা লাভ করার পন্থা নিজেই ঠিক করে ফেলেছেন, আপনি তো নিজেই পীর, শুধু শুধু আমি অধমকে আপনার দরকার কী?

মুনাসাবাত ছাড়া বাইআত উপকারী নয়

হালঃ নেহায়াত আদবের সঙ্গে নিবেদন করছি যে, যদি হযরতের মর্জির খেলাফ না হয় এবং আমার জন্য ক্ষতিকর না হয় তাহলে বরকতের উদ্দেশ্যে এবং পূর্ণ মুনাসাবাত তৈরির লক্ষ্যে আমাকে বাইআত (মুরীদ) করে নিন।

বিশ্লেষণঃ মুনাসাবাত ছাড়া বাইআতে কোনো লাভ নেই। আপনার মুনাসাবাত যে এখনো হয় নি, উপরোক্ত আবেদন সেটাই প্রমাণ করে।

হালঃ হুযূরের মর্জির খেলাফ না হলে কিছু যবানী নসীহত বা মৌখিক আদেশ-উপদেশ কামনা করি।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৩৯

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এটাও মুনাসাবাত না হওয়ারই প্রমাণ। আমার দৈনন্দিন বিশদ দিক নির্দেশনার পরও এ ধরনের **অস্পষ্ট** আবেদনের প্রয়োজন হল?

প্রশ্নঃ সুযোগ পেলে কিতাব দেখব কিনা? যদি অনুমতি প্রদান করেন তবে কোন্ কোন্ কিতাব দেখব?

জবাবঃ পূর্ণ চিন্তা-ভাবনার সাথে দশবার ক্বসদুস সাবীল পড়বেন এরপর আবার জিজ্ঞাসা করবেন।

হালঃ এ অধম হযরত মাওলানা... এর মুরীদ। পীরের ইন্তেকালের পর থেকে মুর্শিদের তালাশ করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কোনো জায়গায়ই মন লাগল না। মনঃপুত হল না কেউই। বেশ কিছুদিন থেকে অধম আপনার রচনাবলী পড়া-শোনা করছে। বিশেষভাবে আল্ ইমদাদ এবং হুসনুল আযীয কিতাব দুটি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়েছি। তাছাড়া হুযূরের মুরীদদের সঙ্গে মেলামেশা করেও খুব ভালো লেগেছে। এজন্যই অধমের আকর্ষণ তৈরি হয়েছে হুযূরের প্রতি। দীর্ঘদিনের ইচ্ছা সত্ত্বেও এতদিন চিঠি লিখে জানাতে সক্ষম হই নি। আশা রাখি অধমকে হুযূরের খাদেমদের মধ্যে সামিল করে নিয়ে তালীম ও তালকীন দান করবেন। যেন আল্লাহ্ তাআলা ইহ্সান ও আবদিয়াতের মর্তবা দান করেন। দান করেন ইখলাস ও দাসত্বের পূর্ণ মর্যাদা। সাংসারিক কাজ-কর্ম এবং আনুষঙ্গিক কারণে খিদমতে হাজির হতে পারছি না। বর্তমানে আমি মা'যূর। পরবর্তী কোনো এক সময় ইনশাআল্লাহ্ কদমবুছির বরকত হাসিল করব।

অধমের বয়স আনুমানিক চল্লিশ বছর। পেশা দোকানদারী। মস্তিষ্কের দুর্বলতার রোগ আছে। এমন কি অল্প কিছুক্ষণ কিতাব পড়লে বা যিক্‌রে জলী করলে মস্তিষ্কে শুষ্কতা ও দুর্বলতা বোধ হতে থাকে। মরহুম মুর্শিদের নির্দেশ মতো ফজর নামাযের পর ১১০০ বার 'ইয়া মুগনী' পড়ি এবং এক বা দেড় পাড়া কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করি। এশার নামাযের পর ১১০০ বার 'ইয়া ওয়াহ্হাবু' এবং ১০০ বার 'লা হাওলা...' ১০০ বার 'আউযুবিল্লাহ' ১০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে থাকি। এখন হুযূর যেভাবে বলবেন ইনশাআল্লাহ্ সেভাবেই আমল করব। তাহাজ্জুদের আকাঙ্ক্ষা যতই করি পড়তে পারি না। নফ্স খুবই অবাধ্য। আপন মর্জি মতো যা চায় তাই করিয়ে নেয়। অধমের আরো একটি নিন্দনীয় ও নিকৃষ্ট রোগ হল সৌন্দর্যপূজা। দয়া করে এরও এলাজ বলে দেবেন। আদবের খেলাফ কোনো কথা বলা হয়ে থাকলে তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। চিকিৎসকের কাছে রোগ গোপন করা তো অন্যায়।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৪০

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ বাইআত এবং বিস্তারিত নির্দেশনা মুনাসাবাত এবং সোহবতের উপর নির্ভরশীল যা এখনো আপনি অর্জন করতে পারেন নি। সেটার জন্যে তেযার ও অপেক্ষায় থাকুন। তবে মোটামুটি এজমালী নির্দেশনা দূর থেকেও সম্ভব। আপনি অযীফার ব্যাপারে কৃসদুস সাবীলের আলোকে এবং নফসানী রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে তাবলীগে দীনের নির্দেশনা মেনে চলুন। অবস্থার অবগতি যদি দিতে থাকেন তবে তালীমের সিলসিলা চালু রাখব। শর্ত হল এই চিঠিও সঙ্গে পাঠাতে হবে। তাহাজ্জুদ এশার পর পড়ে নিন। সৌন্দর্যপূজার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা এই যে, আকর্ষণ তৈরির ব্যাপারে তো শখতিয়ার নেই কিন্তু সে আকর্ষণকে উপেক্ষা করার বা আমল করার শখতিয়ার তো আপনার আছে। উপেক্ষা করেন না কেন?

কোনো বিশেষ অযীফা বা শোগলের আবেদন করা বেয়াদবী

হালঃ এতদিন ধরে আপনার বরকতে প্রাথমিক তা'লীম-তালকীন এবং প্রচুর ফয়েয ও সফলতা পেয়েছি। হুযূরের খেদমতে প্রার্থনা এই যে, মেহেরবানী করে আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার যিকির, মুরাকাবা বা আরো বেশি আমলের অনুমতি দান করুন। ভীষণ কৃতার্থ হব। যদিও এভাবে বলাটা আমার জন্য ভীষণ বেয়াদবী।

বিশ্লেষণঃ তাহলে সেই বেয়াদবী করার প্রয়োজন কী? নিজের অবস্থা ও আমলের খবর বিশদভাবে জানাতে থাকুন। কখনো নিজে অযীফা বা শোগলের ফরমায়েশ করবেন না।

পীরের মহব্বত

হালঃ দীর্ঘকাল ধরে হুযূরের বরকতপূর্ণ সান্নিধ্যের সুযোগ ও সৌভাগ্য এই গোলামের হয়েছে। মাঝে মাঝে সাক্ষাৎও হয়। সকল বুযুর্গের চেয়ে অধিক মহব্বত, সম্মান দিলের মধ্যে সর্বদাই ছিল। কিন্তু এবারের বিরহের কারণে দিল এত অস্থির হয়েছে যা আর কখনো হয় নি। এমন কি যিকিরের হালতেও কখনো কখনো হুযূরের শুধু খেয়ালই নয় বরং পূর্ণ দেহ ও আকৃতিই যেন চোখে দেখতে পাই। দেখি যে হুযূর উস্তাদের মতো তাশরীফ রাখেন আমি অনুগত ছাত্রের মতো সামনে বসে যিকির করছি। এতে যদিও মনের মধ্যে দারুন স্বাদ ও আনন্দ পাই কিন্তু প্রশ্ন জাগছে এই যে, তাহলে কি ইতিপূর্বে হুযূরের খাঁটি মহব্বত আমার অন্তরে ছিল না? অথচ আমি তো সেই

www.islamfind.wordpress.com

মহব্বতেরই দাবি করে আসছি এতকাল ধরে এবং এ ব্যাপারে আমি একশভাগ নিশ্চিত ছিলাম।

বিশ্লেষণঃ ছিল, পূর্বেও আপনার দিলে খাঁটি মহব্বত ছিল কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশের উপকরণ এখনকার মতো ছিল না। কোনো এক বছরে গাছে ফল ধরলে কি এটা প্রমাণ হয় যে, ইতিপূর্বে তার মধ্যে এই (ফল ফলানোর) যোগ্যতা ছিল না?

পীরের জরুরত এবং তাঁর কাছে অবস্থানের শর্ত

হালঃ হুযূরের খিদমতে নিবেদন এই যে, এই অধমের মাতৃভাষা উর্দূ নয় আরবী। আমি আরবী ভাষার বিভিন্ন বিষয়ের কিতাব যেমন, ফিকহের কানযুদ্দাকাঈক, শরহুল বিকায়াহ, ফারাইয এবং তাফসীরের জালালাইন এবং হাদীসের মিশকাত পড়েছি। এছাড়া আপন যোগ্যতা মতো বিভিন্ন কিতাব নিজে নিজে অধ্যয়ন করেছি। এহ্ইয়াউল উলূম কিছুটা একজন উস্তাদের কাছে পড়েছি অবশিষ্ট অংশ নিজে নিজেই দুই তিনবার অধ্যয়ন করেছি। এই পর্যায়ে আমার সুলূকের কিতাব পড়ার আগ্রহ তৈরি হয় এবং সে হিসাবে ইবনে আব্বাদ আশ্শাযুলীর মাফাখিরুল আলিয়্যাহ, ইবনে আতাউল্লাহ আসসিকান্দারীর হিকাম এবং শা'রানীর তানবীর ফী ইসকাতিত্তাদবীর এবং লাতাঈফুল মিনান ইত্যাদি কিতাব পড়ে শেষ করেছি। এখন আমি ভীষণ পেরেশান, অস্থির ও দিশেহারা এ কারণে যে রদ্দুল মুহ্তার কিতাবে রয়েছে 'আধ্যাত্মিক ইল্ম শিক্ষা করা ফরজে আইন যা আলোচিত হয়েছে এহ্ইয়াউল উলূমের বিনাশন অংশে।' আমি এহ্ইয়াউল উলূমের উল্লেখিত অংশে দেখলাম, সেখানে বলা হয়েছে- 'যে ব্যক্তির কোনো পথ প্রদর্শক পীর নেই শয়তান তাকে আপন গোমরাহীর পথে অবশ্যই টেনে নেবে।' এটা দেখার পর আমার মধ্যে পীর সন্ধানের সংকল্প জাগল। ইতিমধ্যে ইমাম গায্যালীর খুলাসাতুত তাছানীফের মধ্যে পেলাম যে, 'কামেল পীর হবেন এমন ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (হৃদয়যোগে) প্রাপ্ত ইলমের কারণে তথাকথিত আলিমদের (ইলমের) অভাববোধ করবেন না। সুতরাং এরূপ পীর পাওয়া গেলে তাঁর অনুসারী হয়ে যাওয়াটাই হবে একমাত্র সঠিক কাজ তবে এরূপ পীর বিশেষত এই যুগে একেবারেই দুষ্প্রাপ্য...'
এটা পড়ার পর সিদ্ধান্তহীন হয়ে পড়ে থাকলাম। কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে আমল করব বলে স্থির করলাম। কিন্তু আবারও আমাকে পেরেশানিতে ফেলে দিল 'লাতাইফুল মিনান' এর নিম্ন বক্তব্যটি -

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৪২

পীর ছাড়া সাধনা করতে গিয়ে আমার অবস্থা হয়েছিল এরূপ যে, আমি বিভিন্ন লোকের কিতাব অধ্যয়ন করতাম যেমন আবু তালিব মক্কীর আল্ কুওওয়া, আওয়ারিফুল মাআরিফ, রিসালাতুল কুশাইর এবং ইমাম গাযযালীর এহইয়া ইত্যাদি এবং এসব কিতাব থেকে যা বুঝে আসত সে অনুসারে আমল করতাম কিন্তু কিছুকাল পরে মনে হত যা করছি সেটা ঠিক নয় ফলে সেই আমল ত্যাগ করে নতুন আমল শুরু করতাম। এটা হল পীর ছাড়া সাধনাকারীর দৃষ্টান্ত।

অন্যস্থানে তিনি বলেছেন- ইমাম গাযযালী মুর্শিদের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ার পর বলতেন- এতদিন মুর্শিদ ছাড়া বৃথাই জীবনটাকে নষ্ট করেছি। কারণ তিনি তখন এই সম্পর্ক ও সালেকদের বিভিন্ন অবস্থার স্বাদ পেয়েছিলেন। এছাড়া শেখ ইয্যুদ্দিন বলতেন- আমি আমার মুর্শিদ আবুল হাসান আশ্শাযুলীর সান্নিধ্য লাভের পরেই কেবল পূর্ণাঙ্গরূপে দীন ইসলামকে বুঝতে পেরেছি। পীর বা মুর্শিদের উপকারিতা এটাই যে, এতে মুরীদের সাধনার পথ সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি পীর ছাড়া এই (সুলূকের) পথে পা বাড়াবে জীবন শেষ হয়ে গেলও সে গন্তব্যে পৌছাতে পারবে না। কেননা পীরের দৃষ্টান্ত হল আঁধার রাতে মক্কার পথে হজ্জযাত্রীদের রাহবারের মতো।

তিনি আরো লিখেছেন- বর্তমানে মানুষের সামনে রয়েছে (আল্লাহ্কে পাওয়ার পথে) অসংখ্য-অগণিত বাধা। এ জন্যই কতিপয় উলামায়ে শরীয়ত তালিবের (আল্লাহ্র নৈকট্য সন্ধানীর) জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন মুর্শিদ এর আশ্রয়গ্রহণ। যিনি তাকে এই পথের বাধা বিপত্তি দূর করার নির্দেশনা দিতে পারবেন।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আমি বুঝেছি যে, উল্লিখিত বুযুর্গগানেদীন পীর ছাড়া সাধনার ক্ষেত্রে কষ্টের মধ্যে পড়েছিলেন অতঃপর পীরের বদৌলতে তাঁরা মুক্তি লাভ করেছিলেন। আমি এখন চিন্তায় পড়েছি যে, আমলের কোন্ তরয বা ধারাটি অবলম্বন করব। এ চিন্তাতেই আমি হয়রান হয়ে আছি। আমাদের এলাকায় কিছু বুযুর্গ আছেন যাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, বর্তমানে কামেল পীর খুঁজে পাবে না সুতরাং তুমি কুরআন সুন্নাহর উপর আমল কর। সেভাবে আমল করতে গেলে একসময় মনে চায়, এহ্ইয়াউল উলূমের আলোকে আমল করি, আরেক সময় মনে হয় ইবনে আতাউল্লাহর হিকাম বা লাতায়েফের আলোকে আমল করি। আবার কখনো মনে হয় এটাও নয় ওটাও নয়, মাঝখানে আমি অস্থির পেরেশান। অবশেষে হাদীস, ফেকাহ ও তাফসীরের উপর চলতে চাইলাম। এবার দেখি রদ্দুল মুহতার লিখেছে যে,

www.islamfind.wordpress.com

'ইলমুল কলব' ফিক্হ এবং হাদীসে স্পষ্ট নয়। এটা দেখে আবারও পেরেশান হলাম। আমাদের এলাকায় 'ফুতূহাতুল মাক্কিয়্যাহ' বেশি বেশি পড়েন এমন কতিপয় বুযুর্গ বললেন- ফেকাহ হল শরীয়তের একটি বিষয় যা জনসাধারণের এসলাহের জন্য, আমাদের জন্য নয়। এবং সেটা মানুষের পার্থিব উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারাম বিচারের জন্য আমাদের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে তাসাওউফ এবং এশকে ইলাহীর তরীকা বর্ণনা করার মতো কোনো মুর্শিদ এই যুগে নেই। এখন আমাদের পীর হলেন পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতএব তাঁকে অসীলা বানিয়ে সর্বদা দরূদ শরীফ পড়ে ইয়া রাসূলাল্লাহ ডাকতে থাকা উচিৎ। আমি পেরেশান হই একথা ভেবে যে, তাহলে কি হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী এবং হাম্বালী মাযহাবের মাশায়েখ ও বুযুর্গরাও এরূপই বলেন? অথচ আব্দুল ওয়াহ্হাব আশ্শারানী লাতায়েফের মধ্যে বলেছেন- নিশ্চয় প্রত্যেকেরই কিছু বাতেনি রোগ-ব্যধি আছে যা কোনো জীবিত কামেল পীরের সংস্পর্শ ছাড়া জানা যায় না।

এটা দেখে আমার দিল আপনার প্রতি ধাবিত হয়েছে। কারণ আপনার কিছু লিখনি পড়েই আপনার খিদমতে হাজির হওয়ার ইচ্ছা আমার হৃদয়ে জেগেছে। সে উদ্দেশ্যে আমার বিশেষ হালত আপনাকে জানাচ্ছি, আমার আবাস কিন্নোর-এ। এখানে একটি পুরাতন মসজিদ ছিল যেটাকে শহীদ করে নতুন মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। এতে মুসল্লি ও ইমামদের মাঝে তৈরি হয়েছে বিরোধ ও দলাদলি। এক দলের দাবি মসজিদ আমাদের, অন্যদল বলে- না, আমাদের। এভাবে এই বিরোধ শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায়। ইতিমধ্যে চল্লিশ হাজার রুপি খতম, ফয়সালা এখনো হয় নি। এসব লোকের মাঝে থেকে আমার অন্তরে তৈরি হচ্ছিল পেরেশানি। সুতরাং তাদের ছেড়ে আমি কিন্নোরের অন্যত্র ইমামতি এবং শিক্ষকতা গ্রহণ করেছি। আপনার কয়েকটি রিসালা পড়ার পর বিশেষত তরবিয়াতুস সালিক পড়ে আপনার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছি। আপনার কাছে আসার সংকল্প করেছি, উদ্দেশ্য সেটাই যা বলেছেন ইবনে আব্বাদ-'তরীকতের সবক নেয়ার উদ্দেশ্য হল আত্মাকে শুদ্ধ ও সুসভ্য করে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং ফানা ফিত্ তাওহীদ ওয়াল বাক্বা (আল্লাহ্র একত্বের ও চিরস্থায়ীত্বের মাঝে বিলীন হওয়া)এর মুশাহাদার উদ্দেশ্যে মুর্শিদের সান্নিধ্যে মুজাহাদা করে যাওয়া'। এভাবেই আপনার খিদমতে তারবিয়াত গ্রহণের জন্য আমার দিল বেকারার ও অস্থির হয়ে আছে। আপনার নির্দেশনাই পালন করব। যদি উক্ত পদ্ধতিতে বাইআত গ্রহণের যোগ্য

www.islamfind.wordpress.com

আমি না হই তবে ইবনে আব্বাদের অন্য বক্তব্য মতে-'নফসের এলাজ ও অন্যান্য শোগল সম্পাদন করা উচ্চমানের ব্যক্তি ছাড়া যেনতেন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে জনসাধারণের সুলূক এই যে, কোনো একজন নির্ভরযোগ্য ও মাশাআল্লাহ্ওয়ালা আলেমের নিকট থেকে নিজের আক্বায়েদ শুদ্ধ করে নেবে। নিজের অবস্থা সম্পর্কে বিশদভাবে জেনে নেবে। নিজের অবস্থা হিসাবে সকল কাজে তাকওয়া ও আল্লাহ্র ভয় এবং ইস্তিকামাত ও অবিচলতাকে যথাসাধ্য আকড়ে ধরে থাকবে।' এছাড়া কাওলে জালীলে উল্লেখ রয়েছে-'নিশ্চয় মানুষ সকল ব্যক্তিদের সান্নিধ্য ছাড়া সফলতা পেতে পারে না। যেমনিভাবে কেউ আমাদের সান্নিধ্য ছাড়া ইল্ম অর্জন করতে পারে না।' উদ্ধৃত এসব বক্তব্যের আলোকে হুযূর যদি আমাকে আসার অনুমতি প্রদান করেন তবে অবশ্যই চলে আসব। নতুবা অধমের কলবের পিপাসা নিবারনের জন্য অন্ততঃপক্ষে হুযূরের কিছু কথা শুনতে আমি অধির হয়ে আছি। হুযূরের খিদমতে হাজির হওয়ার জন্যও ভীষণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করছি। হুযূর যেভাবে নির্দেশ দেবেন সেভাবেই করব। উর্দূ যেহেতু আমার মাতৃভাষা নয় সুতরাং উর্দূতে লেখা এই পত্রের কোনো শব্দ হুযূরের শানের খেলাফ হয়ে থাকলে মেহেরবানী করে ক্ষমা করে দেবেন। কারণ উর্দূ আমি ভালো জানি না।

বিশ্লেষণঃ আপনার হালত শুনে খুশী হলাম। আমি ছাহেবে কামাল (মকবূল বান্দা) নই এবং খিদমত করতে আপত্তি নেই। তবে আমার নিকট আসার জন্য একটি শর্ত আছে। সেটা এই যে, কিছুদিন পর্যন্ত যা কিছু আমি বলব শুনতে থাকবেন। কোনো প্রশ্ন করবেন না। আমার কথাগুলো গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবেন। পরে সময়মতো আপনাকে বলার ও প্রশ্ন করার অনুমতি দেওয়া হবে।

তরীকতের মধ্যে নিজেকে সমর্পিত করে দেওয়া প্রধান শর্ত

প্রশ্নঃ এ অধম হুযূরের উর্দূ রচনাবলী পড়ে বারবার আপনার দরবারে হাজির হওয়ার ইচ্ছা করেছি। কিন্তু আফসোস! সাংসারিক ঝামেলা ও আর্থিক পেরেশানি সর্বদাই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হায় অভাব! এ অভাবই আমাকে একটু চিন্তামুক্ত হতে দিল না। তাসাওউফের বিভিন্ন কিতাবাদিও পড়েছি। যেমন না কেন মাআরিফে লাদুন্নিয়্যাহ, মাকতূবাতে ইমাম রব্বানী অথবা মকতুবাতে হযরত মাওলানা শাহ খলীলুর রহমান ইত্যাদি আমার বেশি পছন্দ এ কারণেই নক্শবন্দীয়া তরীকার প্রতি এক বিশেষ ধরনের হৃদ্যতা তৈরি

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৪৫

www.islamfind.wordpress.com

হয়েছে। সুতরাং হুযূরের কাছে দরখাস্ত এই যে, যদি হুযূরের উসিলায় দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের কোনো ব্যবস্থা থাকে তবে যেন আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া না হয় এবং নক্‌শবন্দীয়া সিলসিলায় এই অধমকে বাইয়াতের গৌরব দান করা হয়। আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে দূর থেকে আমাকে বাইআত করে নেয়া সম্ভব না হয় তবে কোনো একটি বিশেষ অযীফা বিশেষ এজাযতক্রমে দান করা হোক যার মাধ্যমে হুযূরের তাওয়াজ্জুহের বরকতে আমার দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা নিশ্চিত হবে। কলব একেবারেই অন্ধকারাচ্ছন্ন, পার্থিব ভোগ-বিলাশে অভ্যস্থ। নফসানী খাহেশাতের অনুগত। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এই কাফেরকে মুসলমান বানাবেন। আপনার এই খোদায়ী রহমতের দরবারে আমাকে একটু স্থান দিন এবং আমার উপর রহম করুন।

বিশ্লেষণঃ বিশেষত্বের সাথে কারো কোনো খিদমত করার ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে। তাছাড়া এরূপ বিশেষত্বের দাবি জানানো সমর্পন বা আত্ম নিবেদনের পরিপন্থী। অথচ আত্ম নিবেদন ও সমর্পনটাই তরীকতের প্রথম শর্ত।

নিসবত ইলক্বা করার পদ্ধতি

হালঃ তা'লীমুদ্দীনের সত্তর পৃষ্ঠায় আপনি লিখেছেন যে, পীরে কামেল খাঁটি তালিবের জন্য... এরপর এজমালী অথবা তফসিলী সাধনা করাবে যার মাধ্যমে কিছুটা নিসবত তৈরি হয়ে যাবে। অথবা প্রথমে নিসবত ইলক্বা (প্রক্ষেপন) করবে তারপর সাধনা করাবে। যখন সকল সম্পর্ক থেকে কলব মুক্ত হয়ে যাবে যা নিসবতের জন্য অপরিহার্য তখন আবার যিকির ও শোগল এবং মুরাকাবার তা'লীম দিবে যদ্দারা নিসবত দৃঢ় হয়ে উঠবে...।
এখানে আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে, প্রথমে নিসবত ইলক্বা করার পন্থা কী?

বিশ্লেষণঃ পন্থাটা হল তাওয়াজ্জুহে হিম্মত (বশীকরণের মতো এক ধরনের নফসানী ক্ষমতা, এর মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি যা ভাবে সেটাই ঘটে)। তবে এ পদ্ধতি শুধুমাত্র বুদ্ধিহীনদের জন্য প্রযোজ্য যাদের উপর যিকিরের কোনো প্রভাবই হয় না। নতুবা এতে অনেক ক্ষতিকর দিকও আছে।

শয়তান কর্তৃক পীরের আকৃতি ধারণ না করা সর্বক্ষেত্রে নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রের ব্যাপার

হালঃ ইতিমধ্যে আমি আবারও হুযূরকে স্বপ্নে দেখেছি। একবার তো হুযূর বলেছিলেন- যে স্বপ্ন তুমি দেখেছ তা সঠিক। স্বপ্ন থেকে আমার মধ্যে এই

www.islamfind.wordpress.com

নিশ্চয়তা জন্ম নিয়েছে যে, এতে আমার পক্ষ থেকে কোনো ভুল-ভ্রান্তি হয় নি। কেননা আমি ভীষণ শঙ্কিত থাকি যে, কেউ আমার কারণে গোমরাহী অথবা বিভ্রান্তিতে পড়ে গুনাহ্ না করে ফেলে অথবা দীনী কোনো বিষয়ে আমার কারণে ভুল না বোঝে। এ নিশ্চয়তার কারণ এই যে, হুযূর কোনো এক মালফূযে অথবা কোনো এক স্থানের বয়ানে বলেছিলেন- শয়তান পীরের সূরত ধরে আসে না। এতে বুঝা যায় যে পীর যদি স্বপ্নে দেখা সূরতকে নিজের বলে স্বীকার না করেন তবে সেটা হবে 'লতীফায়ে গায়বিয়া' অর্থাৎ আল্লাহ্র তরফ থেকে মুরীদের প্রশান্তির জন্য এরূপ দেখানো হয়। আর লতীফায়ে গায়বিয়া থেকে যেটা হবে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হওয়ার কারণে) সেটা সঠিকই হবে। যাই হোক এতে শয়তানি ওয়াস্ওয়াসা থেকে মাহফুজ থাকা প্রমাণিত হচ্ছে। যা আসল এবং প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বিশ্লেষণঃ পীরের আকৃতিতে শয়তানের না আসার ব্যাপরটা সর্বাংশে সঠিক নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঠিক তবে কখনো কখনো আসা অসম্ভব নয়। আর ঐ দাবির জন্য যে প্রমাণ খাড়া করেছেন সেগুলো কোনোটাই অকাট্য নয় বরং সবই সম্ভাব্য।

পীরের ভালোবাসার মাধ্যম রাসূলের ভালোবাসা

হালঃ হুযূর আমি ইত্তেবায়ে সুন্নতের (পুরাপুরি সুন্নত মতো জীবন যাপনের) খুব চেষ্টা করে থাকি। কোনো ব্যাপারে সামান্যতম সুন্নত পরিপন্থী কিছু ঘটলেই আমার মধ্যে অশান্তি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু অবাক ব্যাপার এই যে, আমার মনে আপনার মহব্বত যতটা অনুভব করি রাসূলের মহব্বত ততটা নয় কেন? অনেক সময় এটা ভেবে আমি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ি। এটা আমার কোনো দুর্ভাগ্য কিনা। আল্লাহ্র ওয়াস্তে হুযূর এ ব্যাপারে আমার জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ এটা আপনার একেবারেই অমূলক সন্দেহ। আসলে আপনার মনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতই অধিক। এমন কি খোদ আমার প্রতি আপনার যে মহব্বত তৈরি হয়েছে সেটা কিসের মাধ্যমে? রাসূলের প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর সম্পর্কটাই এর মাধ্যম। ভেবে দেখুন, এটাই যদি না হত তাহলে ইত্তেবায়ে সুন্নতের ব্যাপারে আপনার ঐ অবস্থা কেন হয়? তবে এরূপ সন্দেহ কেন হয় সেটা জানা দরকার, এই সন্দেহ হওয়ার কারণ এই যে, কোনো কোনো বিষয়ের মধ্যে থাকে কিছু কিছু

www.islamfind.wordpress.com

স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। যেমন দৈহিক নৈকট্য ও অনুভূতির আদান-প্রদানের মধ্যে আছে হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা তৈরির বৈশিষ্ট্য। দৈহিক নৈকট্য ও অনুভূতির আদান-প্রদানের ফলে সৃষ্ট ভালোবাসাকে বলা হয় 'হুব্বে ত্বয়ী' অর্থাৎ স্বভাবগত ভালোবাসা। যেমন সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার এবং তাদের প্রতি সন্তানের ভালোবাসা। পক্ষান্তরে রাসূলকে সর্বাধিক ভালোবাসার যে নির্দেশ সেই ভালোবাসাকে বলা হয় 'হুব্বে আকলী' অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধির বিচারে তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে সর্বাধিক। -অনুবাদক] যা আমাকে ভালোবাসার বেলায় একটি বাড়তি ব্যাপার হিসাবে থাকলেও নির্দেশিত ভালোবাসার (রাসূলকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে নেই)। আর আল্লাহ্‌র ফজলে নির্দেশিত ভালোবাসা (অর্থাৎ হুব্বে আকলী) রাসূলের সঙ্গেই বেশি আছে।

রিসালা আলইয়াম্ম ফিস্‌সাম্ম (তাসাওউফ মহাসিন্ধু এক বিন্দুতে)

এটি একটি চিঠির জবাব যাতে আবেদন করা হয়েছিল একটি অযীফা বা পদ্ধতি জানানোর যার মাধ্যমে আনুগত্যের মধ্যে উন্নতি এবং সকল গুনাহ থেকে দূরে থাকা সহজ হয়ে যাবে। তার জবাব দেওয়া হয়েছিল নিম্নরূপ।

ভালো কাজ করা এবং গুনাহ ছাড়া দুটোই এখতিয়ারী বিষয়, যেখানে অযীফার কোনো দখল নেই। পদ্ধতির ব্যাপার –ইচ্ছাধীন বিষয়ের পদ্ধতি ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার বা ইচ্ছাকে কাজে লাগানো ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে হ্যাঁ, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগকে সহজ করার জন্য জরুরত হয় মুজাহাদা বা সাধনার, যার হাকীকত হল মুখালাফাতে নফস (নফসের বিরোধিতা ও তাকে প্রতিরোধ করা) এটাকে সর্বদা কাজে লাগানোর মাধ্যমে ধীরে ধীরে সহজতা অর্জিত হয়ে যায়। আমি এখানে মাত্র কয়েকটি বাক্যের মধ্যে গোটা ইলমে তাসাওউফকে তুলে ধরেছি।

পুনশ্চঃ এরপর পীরের করণীয় কাজ থেকে যায় দুটো। এক: নফসের রোগ-ব্যাধি চিহ্নিত করণ। দ্বিতীয়: সাধনার কিছু পদ্ধতি নির্বাচন। যার মাধ্যমে নিরাময় হবে উক্ত রোগ-ব্যাধির।

আল্লাহ্‌, রাসূল এবং পীরের ভালোবাসার জন্য দুআ

হালঃ হুযূর! আমি নামাযের পর মুনাজাতে আল্লাহ্‌, রাসূল এবং পীরের ভালোবাসার জন্য প্রার্থনা করে থাকি, দুআ করি। এতে কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে মেহেরবানী করে জানাবেন।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৪৮

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত একটি দুআ- 'আল্লা-হুম্মার যুকনী হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মান য়ূহিব্বুকা' অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে দান করো তোমার মহব্বত এবং এমন ব্যক্তির মহব্বত যে তোমাকে ভালোবাসে। অতএব আপনার দুআ সম্পূর্ণ সুন্নতের মুওয়াফেক।

আত্মশুদ্ধির মহাসাগর সুঁইয়ের ছিদ্রে

(জনৈক ব্যক্তিকে লেখা একটি চিঠি) সামর্থের বাইরের কোনো বিষয়ের (গাইরে এখতিয়ারীর) পেছনে না ছোটা, ইচ্ছার অধীন বিষয়গুলোতে হিম্মত করে কাজে প্রবৃত্ত হয়ে যাওয়া, ত্রুটি হলে ইস্তেগফার করা এবং এর প্রতিকার ও তাওফীকের জন্য দুআ করা। এই হল আত্মশুদ্ধি ও ইসলাহের মূল কথা।

আমলের ইসলাহ বাইআত, যিকির ও শোগলের চেয়ে অধিক জরুরি

হালঃ এই খাদেমকে বাইআত করে মা'রিফাতে ইলাহীর সবক দেওয়া হোক।

বিশ্লেষণঃ বাইআত, যিকির ও শোগল এই সবের চেয়েও অগ্রগণ্য হল আ'মালের ইসলাহ। যার তরীকা জানার জন্য কমপক্ষে আমার চল্লিশ/পঞ্চাশটি মাওয়ায়েয এবং ইসলাহুর রুসূম, আদাবুল মুআশারাত, তাহযীবুস সালেকীন কিতাবগুলো মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করা জরুরি। এটা ছাড়া যিকির ও শোগল বা অযীফা ইত্যাদি সবকিছুই বেকার। সর্বপ্রথম এই কাজগুলো সেরে ফেলুন। তাহলে তারবিয়াত বা সংশোধনের দ্বারা কাজ ভালো হবে নতুবা যেই ইমারতের বুনিয়াদ দুর্বল হবে সেই ইমারত শীঘ্রই ধ্বসে যাবে। এই দিকে না মুরীদদের দৃষ্টি আছে না মাশায়েখদের। এ কারণেই এর ফলাফল আশানুরূপ পাওয়াও যাচ্ছে না।

হালত জানানোর এবং পীরের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা

হালঃ হুযূরের নির্দেশ মতো মৌলভী আব্দুল মজিদ সাহেবের কাছে কুরআন মাজীদ পড়া শুরু করে দিয়েছি।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন।

হালঃ অধমের বেশিরভাগ হালতের আলোচনা-পর্যালোচনা মাওয়ায়েয ও তারবিয়াতুস সালিকের মধ্যে পেয়ে যাই। এই হালতগুলোও কি হুযূরকে জানানো জরুরি?

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৪৯

বিশ্লেষণঃ উচিৎ হল নিজের হালতগুলোকে মাওয়ায়েয ও তারবিয়তের বিশ্লেষণসহ জানানো যেন কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তাতে কোনো কমবেশ করার প্রয়াজনীয়তা থাকলে সেটা আপনাকে জানাতে পারি।

হালঃ হুযূর! এমন কোনো একটি ব্যবস্থা যদি হত যা দ্বারা আমার আল্লাহ্‌কে পাওয়ার উদ্দেশ্য পূরণ হত তবে কতই না ভালো হত!

বিশ্লেষণঃ কাজ করতে থাকুন এবং হালত জানাতে থাকুন। এটাই আপনার উদ্দেশ্য পূরণের পথ। এই পথ ধরেই সকলে গন্তব্যে পৌছে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকেও পৌছাবেন।

***

ভূমিকা ঃ দক্ষিণাত্যের জনৈক ব্যক্তি হযরত থানভী রহ.-এর সঙ্গে বহু বছর ধরেই সম্পর্ক রাখতেন। তাঁর মুরীদ ছিলেন এবং সবসময় চিঠি পাঠাতেন কিন্তু প্রয়োজনীয় কথা কখনো জিজ্ঞাসা করতেন না। হযরত সবসময় এ বিষয়ে তাকে সাবধান করতেন কিন্তু তার পরও লোকটি একইভাবে অপ্রয়োজনীয় কথা দিয়ে ভরা চিঠি পাঠাতেন। শেষে তার এক চিঠির জবাবে থানভী রহ. লিখলেন।

পুরা চিঠিটাই ঠাসা ছিল ফুযূল ও বেহুদা কথায়। শেষের দিকে কিছুটা কাজের কথা শুরু করেছিলেন, মা'মূলাত সম্পর্কে আলোচনা এসেছিল দেখে খুশী হলাম কিন্তু তার সমাপ্তি ছিল এত সুন্দর যে কি বলব তিনি এখনো বারো তসবীহ, এক পাড়া তিলাওয়াত আর মুনাজাতে মকবূল নিয়েই খুশীতে আছেন। এতকাল পরে তার মনে হয়েছে যে, অযীফা বাড়ানোর দরকার। প্রচুর অবসর সত্ত্বেও মা'মূলাত বৃদ্ধির হুস হল এতদিনে। এখন বুঝলাম আসলে আমার সঙ্গে আপনার মুনাসাবাত নেই। আপনি অন্য মুর্শিদ দেখুন।

এরপরে তার চিঠি ও থানভী রহ.-এর জবাব

হালঃ আজ সকালে অধমের চিঠির জবাবে হুযূরের লেখা মুবারক পত্র পেয়েছি। শেষের দিকে হুযূর লিখেছেন 'আমার সঙ্গে আপনার মুনাসাবাত নেই, আপনি অন্য মুর্শিদ দেখুন।' এই বাক্য পড়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত সীমাহীন পেরেশানি ও চিন্তার এক বিস্ময়কর বিষাদময় অবস্থার মধ্যে পড়ে আছি। না পারছি খেতে না পারছি কথা বলতে। না পারছি অন্য কিছুতে মন বসাতে। এখন যোহরের নামাযের পর হাকীকী মালিক খোদাওন্দে কারীমের পাক দরবারে পূর্ণ খুশূ-খুযূসহ প্রার্থনা করেছি। তাঁর সুমহান দরবারের কাছে

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম. ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৫০

www.islamfind.wordpress.com

আশা রাখি যে, এই অসহায়-অস্থির বে-কারারের দুআ কবুল করবেন। হে
আল্লাহ আকুদাস! উল্লেখিত কথার ফলে আমার যে বিপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে
তার বর্ণনা আমি দিতে পারছি না দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়, আল্লাহ্‌র
ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি যে, আমার নিজস্ব
অনুসন্ধানে আপনার চেয়ে অধিক কামেল অভিজ্ঞ এবং আপন মুরীদদের প্রতি
স্নেহপ্রবণ এই জটিল পথে পরিপূর্ণ সফল আর কাউকে নজরে পড়ে নি। আর
না আপনার মতো কোনো মুর্শিদ কিয়ামত পর্যন্ত আমার পক্ষে খুঁজে পাওয়া
সম্ভব। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এই অধম অপদার্থকে আপনার দুয়ার থেকে তাড়িয়ে
দেবেন না। আপনি ছাড়া যখন আর কোনো রাহবার আমার পক্ষে পাওয়াই
সম্ভব নয় কেন আমাকে দূর করে দেবেন? কোনো অতিরঞ্জন ছাড়াই শতবার
কসম খেয়ে বলছি যদি অসন্তুষ্টির ভয় না হত তবে আমি বেশ কয়েক পৃষ্ঠা
ভরে এই বিষয়টি লিখতাম। যদিও বর্তমান চিঠির কিছু অংশও হয়ত হুযূরের
পছন্দ হবে না। কিন্তু কী করব বলুন! আমি যে নিজের সামান্য অবস্থার কথাও
না জানিয়ে থাকতে পারি না। এখন আমি কসম করে মসজিদে বসে লিখছি
এবং ওয়াদা করছি যে, আজ থেকে পূর্ণ চেষ্টা, মনোযোগ এবং পরিশ্রমসহ
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এই পথ অতিক্রম করব। হুযূর যদি এ বিষয়ে আমার
অবহেলা, অলসতা বা গাফলতের খবর পান তবে আমাকে পুরাতন একজন
মুরীদ মনে করে অবশ্য অবশ্যই যে কোনো উচিৎ শাস্তি দেবেন। যদি হুযূরের
কাছে থাকা ছাড়া আমার সংশোধন সম্ভব না হয় তবে হুযূর আমাকে আপনার
কাছে আসার অনুমতি দিন। আল্লাহ্‌র কসম! পরকালের কল্যাণের সামনে
পার্থিব কল্যাণের বিন্দুমাত্র পরোয়া করি না।

ইতঃপূর্বে আমি যখন হুযূরের কাছে আমার মা'মূলাত বৃদ্ধির জন্য আবেদন
করেছিলাম তখন থেকেই আমি সকাল ও সন্ধ্যায় এক পারার পরিবর্তে তিন
পারার এবং এক ঘণ্টা ইসমে যাতের যিকির করে থাকি। এটা এজন্য করি যে
যেন আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে কোনো সময় খালি না থাকে। এখন হুযূরের কাছে
পূর্ণ আদব ও বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করছি যে আমার মা'মূলাত ও অযীফার
বাদ্যে হুযূর যেভাবে উচিৎ মনে করেন বৃদ্ধি ঘটিয়ে দয়া করে আমাকে কৃতজ্ঞ ও
কৃতার্থ করবেন। আমার এখন পর্যন্ত যে মা'মূলাত চালু আছে তা নিম্নরূপ–
তাহাজ্জুদের পর বারো তাসবীহ্, ফজরের পরে এক পারা তিলাওয়াত, যোহর
ও আছরের পর হুযূরের আল ইমদাদ, হাসানুল আযীয ইত্যাদি থেকে কোনো
দোয়া অথবা মালফূয, মাগরিব ও আওয়াবীনের পর ইশা পর্যন্ত বাচ্চাদের
কোরআন মাজীদ শেখানো। এই সময়টুকু এখন ইসমে যাতের যিকিরের জন্য

www.islamfind.wordpress.com

নির্ধারণ করেছি। এখন থেকে হুযূর যা করতে বলবেন তাই করব। ইশার পর মুনাজাতে মাকবূল। এরপর ঘুম। বাকি যে সময়গুলোর কথা কিছু লিখা হয় নি সে সময়ে সরকারী মাদরাসায় (স্কুলে) ছেলেদের কুরআন মাজীদ, দীনিয়াত এবং উর্দূর ক্লাশ। হুযূর! সাবেক মা'মূলাতের মধ্যে বৃদ্ধি না করার কয়েকটি কারণ ছিল নতুবা অধম অনেক আগেই বৃদ্ধি ঘটাত। উল্লেখযোগ্য কারণ যেমন প্রায়ই আমার মস্তিষ্কগত দুর্বলতা ও অসুস্থতার সমস্যা ছিল আর সুস্থতার সময়ে অভাব অনটনের কারণে স্কুলের সময় ছাড়াও মাগরিবের পর প্রাইভেট পড়ানো লাগত। যা হোক এবারের মতো আমার ত্রুটি, অবহেলা বা অলসতা ক্ষমা করে দেয়া হোক। ভবিষ্যতে জরুরি ও প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া ফুযূল বিষয়ে কখনোই লিখব না।

বিশ্লেষণঃ আপনার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা তো নেই। যদি এই তরীকতের উপর চলতে থাকেন তবে খিদমতের জন্য আমি তৈরি আছি। নিজের হালতের কথা এবং মা'মূলাতের কথা জানাতে থাকুন। অন্য কোনো বিষয় লিখবেন না। প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখুন কিন্তু এক পৃষ্ঠার বেশি লিখা থেকে বিরত থাকুন।

***

হালঃ আমি একবার জনৈক মন নিয়ন্ত্রণকারীর মজলিসে বসেছিলাম মনোযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। তার কোনো প্রচেষ্টারই প্রভাব আমার উপর পড়ে নি। এরপর হযরতের (থানভী রহ.) কাছে দুই তিন দিন থেকেছি, অবস্থা শুধরে গেছে। আগে অবস্থা এরূপ ছিল কিন্তু এখন এতেও (আপনার কাছে বসলেও) কোনো কাজ হচ্ছে না। যতদূর চিন্তা করেছি তাতে দুটো সম্ভাবনার কথা মনে এসেছে। হয়ত আমার কলব খুবই পাষাণ হয়ে গেছে অথবা আমার দিকে পূর্বের মতো হুযূরের মনোযোগ নেই।

বিশ্লেষণঃ দুটোর কোনোটাই নয়। আসল বিষয় হচ্ছে এই যে প্রভাব সৃষ্টিকারীর মধ্যে যদি প্রচণ্ডতা না থাকে তবে প্রভাব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেটা অনুভূত হয় না।

হালঃ কারণ যেটাই হোক সেটা আমাকে কঠিন বিপদের মুখোমুখি করে দিয়েছে। আপন ত্রুটির প্রতিকার কী হবে! মুর্শিদের সাহায্য চাই।

বিশ্লেষণঃ ত্রুটির প্রতিকার বলুন আর মুর্শিদের সাহায্যের কথাই বলুন সবকিছুর সারকথা এটাই যে মুরীদের পক্ষ থেকে হালতের সংবাদ জানাতে হবে আর

www.islamfind.wordpress.com

মুর্শিদ সেই হালতের ব্যাপারে যে পরামর্শ দেবেন সেটা মেনে চলতে হবে। এতে অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য এসে যায়।

হালঃ আমার মধ্যে এক ধরনের ভীতি আছে। বেশি সময় ধরে কোনো কাজ করলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। শিক্ষকতার কাজে প্রতিদিন নতুন সবকের কারণে মনের মধ্যে নতুনত্বের স্বাদ থাকত। পরে এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এজন্য মনের মধ্যে কোনো বিরক্তি ও ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু যিকির করতে গেলে অল্প সময় পরেই ঘাবড়ে যাই। সাহসও দুর্বল।

বিশ্লেষণঃ যদি শক্তি দুর্বল না হয় তাহলে সাহস তো বলা হয় 'ইচ্ছা'কে (অর্থাৎ আপনার দুর্বলতা ইচ্ছার মধ্যে) যার প্রতিকার এখতিয়ারী বিষয় আবার 'আতঙ্কিত হওয়া' যদিও এখতিয়ারী নয় এবং সে কারণে এটা দূর করাটাও এখতিয়ারী নয় কিন্তু এর চাহিদামতো আমল না করা এবং (আতঙ্কিত হয়ে ছেড়ে না দিয়ে) কাজ পূর্ণ করা তো এখতিয়ারী। সুতরাং এইভাবে আতঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কাজে লেগে থাকলেই আল্লাহ্র অনুগ্রহ হয়ে যায়। তারবিয়াতুস সালিক পড়তে থাকলে এই কথাটি বুঝে এসে যাবে।

হালঃ এ সকল বিষয়ের কথা ভেবেই আমার ভিতরে নৈরাশ্য জেগে উঠে।

বিশ্লেষণঃ মূলত এই নৈরাশ্য তৈরি হয় তরীকতের হাকীকত না জানার কারণে।

হালঃ হযরত! আমার জন্য দুআ করবেন যেন আমার পক্ষে আত্মশুদ্ধির কাজ সহজ হয়ে যায় অথবা মূল লক্ষ্যে সহজে উপনীত হতে পারি অথবা উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করতে করতেই মৃত্যু হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ এই 'অথবা' গুলি আবার কী? এগুলো সবই তো কাঙ্ক্ষিত। সবগুলোর জন্যই দুআ করছি কিন্তু মনে রাখবেন নিজের প্রচেষ্টাই হল সাধারণ শর্ত।

হালঃ হুযূর! আমার অবস্থা তো খুবই এলোমেলো, এ কারণে হয়ত এক সপ্তাহের মধ্যেই একাধিকবার চিঠি লিখতে হবে। হুযূর যদি মেহেরবানী করে কিছুদিনের জন্য সে অনুমতি প্রদান করেন তবে আমার উপর খুবই দয়া হবে।

বিশ্লেষণঃ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সকলের জন্য আর আপনার জন্য সকল ক্ষেত্রেই অনুমতি রইল।

***

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৫৩

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আপনাকে নিজের হালত সম্পর্কে অবগতি প্রদান জরুরি সেজন্য সবকিছুই অবগত করাও হবে। নতুবা আজকাল মনের অবস্থা এই যে মন চায় নীরব থাকি, সবকিছু ভুলে থাকি কিন্তু আবার মনে পড়ে যায় যে, অবগতি প্রদান জরুরি, অবস্থার সংবাদ না দিলে উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায় বরং মনে হয় পূর্বের অর্জিত বিষয়গুলোও হারিয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ হ্যাঁ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটাই হয়ে থাকে। তবে এখন থেকে আপনার জন্য এটুকুই যথেষ্ট হবে যে, যে অবস্থাটি বুঝে আসবে না শুধু সেটার বিশ্লেষণ জেনে নিবেন।

***

হালঃ মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে মন খুশী হয়ে যায় মনে হয় ভালো কিছু হবে।

বিশ্লেষণঃ এটা সঠিক ধারণা। কারণ হাদীসে ভালো স্বপ্নকে সুসংবাদ বলা হয়েছে।

হালঃ অবস্থা যাই হোক হুযূরকে জানালে খুব উপকার হয় এবং বেশিরভাগ সময় এর কারণে গুনাহের কাজে মন থেকে বাধা আসতে থাকে।

বিশ্লেষণঃ এটা হল কলব সুস্থ হয়ে উঠার আলামত। এই অভ্যাস ছাড়বেন না।

হালঃ হুযূর বলেছিলেন সফর থেকে যেন দূরে থাকি। কিন্তু তিন চার দিনের জন্য এক অনুষ্ঠানে শরিক হতে বাধ্য হয়ে পড়েছি। সাহেবে নিকাহ (বর) আমার প্রতি নারাজ ছিলেন। আমি যদি শরিক না হই তবে সকলেই বুঝবেন আমি তাঁর প্রতি নারাজ। তাছাড়া ব্যবস্থাপনার কিছু কাজও আমার দায়িত্বে রয়েছে। আশা করছি হুযূরও দুআর সঙ্গে এজাযত দান করবেন আমি হিম্মতের সঙ্গেই যাব ইনশাআল্লাহ্। দুআ ও হিম্মতের ফলে আমলে কোনো ত্রুটি হবে না।

বিশ্লেষণঃ অনুমতি বা বাধা দেওয়ার আমি কে? তবে আমার পূর্ববর্তী মতের এখনো কোনো পরিবর্তন হয় নি। তাদের সন্দেহ দূর করাই যদি আপনার মূল উদ্দেশ্য হয় তবে একটি চিঠির মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। এতে যদি তাদের সন্দেহ দূর না হয় তবে আপনার তাতে কী এসে যায়? অবশ্য যদি তাদের দ্বারা আপনার ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তবে ভিন্ন ব্যাপার। আর থাকল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব, তো মূল বিষয়টাই যেখানে ফুযূল বা অনর্থক সেখানে

www.islamfind.wordpress.com

দায়িত্ব পালনটা কোন্ সওয়াবের কাজ? সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। ডাক্তার শুধুমাত্র রুগীর খাহেশের কারণে প্রেসক্রিপশন পাল্টায় না।

***

হালঃ কখনো কখনো যিকির করতে করতে এরূপ হালত হয়ে যায় যে আশ-পাশের কারো কোনো আওয়াজ কানে যায় না। এটা কেন হয়?

বিশ্লেষণঃ এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বেয়াদবী। তালিব (মুরীদ)এর কাজ হবে দুটো, এক- নিজের হালত জানানো। দুই- আমল ও অযীফা বিষয়ক তাহকীক অর্থাৎ কী আমল করব, করা উচিৎ ইত্যাদি।

হালঃ অধমের চিঠির জবাব হিসাবে লিখা হুযূরের হায়াত নামাতে নির্দেশনা ছিল যে মা'মূলাতের পাশাপাশি নিজের হালতগুলোও যেন জানাই। সে হিসাবে প্রথম দিকে কয়েকবার কিছু কিছু স্বপ্নের কথা লিখেছিলাম। জবাবে হুযূর লিখেছিলেন-স্বপ্নের ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার মুনাসাবাত নেই। এ কারণেই আর কোনো হালত লিখে জানানোর সাহস হয় নি।

বিশ্লেষণঃ তাহলে কি আপনার হালত শুধু স্বপ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ? জাগরণের কোনো হালতই কি আপনার নেই? কি যে ফালতু বাহানা!

***

জনৈক ব্যক্তি ওয়াস্ওয়াসা ও সংশয়ের কারণে নিজের নানা পেরেশানির কথা লিখে জানাল। তার ওয়াস্ওয়াসাও ছিল এই ধরনের যে তিনি সন্দেহ পোষণ করতেন এবং এই সন্দেহ পোষণের ব্যাপারেও ছিল তার সন্দেহ। এই ব্যক্তিকে থানভী রহ. জবাব দিয়েছিলেন–

জবাবঃ এই ব্যাপারে আলহামদুলিল্লাহ্ আমার এত বেশি অভিজ্ঞতা হয়েছে যা সম্ভবত আর কারোরই হয় নি। আমার সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে এগুলো সব ওয়াস্ওয়াসা এবং এগুলো প্রকৃতই ওয়াস্ওয়াসা কিনা এ ব্যাপারে যে সন্দেহ তৈরি হয়েছে সেটাও ওয়াস্ওয়াসা। আমার অভিজ্ঞতার ব্যাপারে যদি সন্দেহ জাগে তবে সেটাও ওয়াস্ওয়াসা। আপনি বিলকুল পরোয়া করবেন না। আমার অন্ধ অনুসরণ করুন যা বলি তাই শুনুন। এই ক্ষেত্রে আপনার মুক্তির একমাত্র পথ নির্ভুল অনুসরণ . অনুসন্ধান ও তাহকীক আপনার জন্য ক্ষতিকর এবং কষ্টদায়ক।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৫৫

www.islamfind.wordpress.com

সেই প্রশ্নকারী ব্যক্তির পরবর্তী অভিব্যক্তি-

হালঃ হুযূরের জবাবে অধমের সীমাহীন প্রশান্তি লাভ হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা হুযূরকে দু-জাহানে উত্তম পুরস্কার দান করুন। মনে হয় যেন হুযূর আমাকে দ্বিতীয়বার ঈমানের দৌলত দান করেছেন। কারণ সন্দেহের রোগ আমাকে নিজের ঈমানের মধ্যে সন্দেহে ফেলে দিতে যাচ্ছিল।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ বরকত দান করুন।

***

প্রশ্নঃ তারবিয়াতুস সালিক পড়লে দেখা যায় যে নিজেদের প্রায় সব হালতের কথাই এর মধ্যে এসে গেছে। সমাধানও এসে গেছে। তাহলে এই কিতাবে আলোচিত হালতের কথা যা আমার নিজেরই হালত, আবার কেন হুযূরকে জানাতে হবে? সকলেই উল্লেখিত হালতের উপর নিজেদের হালত ও বিশ্লেষণের সঙ্গে কিয়াস করে নিলেই তো হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ যিনি বিষয়টি ভালোভাবে বোঝেন, তাসাওউফের যথেষ্ট উপলব্ধি যার ঘটেছে শুধু তার জন্য ঐ অনুমতি আছে।

একজন খলিফার নিজেকে দীনের খিদমত থেকে সরিয়ে নেয়া

প্রশ্নঃ যদি কেউ নিজের মধ্যে দীনী খিদমতের সামর্থ দেখতে পায় কিন্তু সে নিজেকে অযোগ্য মনে করে এবং ফেতনায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করে, এই অবস্থায় নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার কারণে ঐ ব্যক্তি কি আল্লাহ্র কাছে পাকড়াও হবে?

জবাবঃ না, হবে না যদি অন্য যোগ্য লোকেরা কাজ করতে থাকে।

পীরের ইজাযত ছাড়াই তা'লীমের অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া

প্রশ্নঃ যতদুর মনে পড়ে হুযূরের কোনো এক মালফূযে পড়েছিলাম যে, কোনো কারণে পীর যদি কাউকে ইজাযত না দেয় আর মুরীদ নিজের মাঝে যোগ্যতা দেখতে পায় তবে সে তা'লীম ও নসীহতের অনুমতিপ্রাপ্ত। আমার প্রশ্ন হুযূরের কাছে এটাই যে– এটা কি পীরের জীবদ্দশাতেই নাকি মৃত্যুর পর?

জবাবঃ জীবদ্দশাতে তো পীরের কাছে অবস্থা জানিয়ে অনুমতি নেওয়া সম্ভব তাহলে তার অনুমতি না নিয়ে এটা করার প্রয়োজন কী?

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৫৬

www.islamfind.wordpress.com

প্রশ্নঃ যোগ্যতার মানদণ্ড কী?

জবাবঃ এটা বর্ণনা করা যায় না। যখন এরূপ যোগ্যতা তৈরি হয়ে যায় এবং তার কলব হয় রোগ-ব্যাধিমুক্ত, আল্লাহ্‌র প্রতি সমার্পিত তখন কলব নিজেই ঐ যোগ্যতার সাক্ষ্য প্রদান করতে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, কলবে সালীম (রোগ-ব্যাধিমুক্ত, সমর্পিত) হাসিল হয় কামেল পীরের সান্নিধ্যে থেকে তারবিয়াত লাভ করার মাধ্যমে।

ইজাযত প্রাপ্তির (খলিফা হওয়ার) শর্ত

ইজাযত প্রাপ্ত জনৈক খলিফার প্রথম চিঠি

হালঃ মৌলভী... সাহেব বাঙ্গালী যিনি হুযূরের অনুমতিতে আমার সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক গড়েছিলেন, তার হালত আমি খুবই ভালো এবং উন্নত দেখতে পাচ্ছি, বরং মনে হচ্ছে তাকে ইজাযতে তালকীন (অন্যদেরকে নসীহত ও অযীফা প্রদানের অনুমতি) প্রদান করা যায়। তাকে এর জন্য উপযুক্ত মনে হয়। আমার দৃষ্টিতে তার মধ্যে নিসবতের (আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কের) আলামত বিদ্যমান রয়েছে। এজন্য আমার মতে এখন তাকে হুযূর নিজের তারবিয়তে নিয়ে নিলেই ভালো হবে। হুযূরের দৃষ্টিতেও সে ইজাযতের যোগ্য হলে তাকে ইজাযত দেওয়া যেতে পারে।

বিশ্লেষণঃ এখন তার বিদায়ের মুহূর্ত। এই মুহূর্তে তার কোনো পরীক্ষা নেওয়ার মতো সুযোগ আমার হবে না। কিন্তু আপনার কাছে যদি তাকে উপযুক্ত মনে হয় তবে আপনিই নিজের তরফ থেকে তাকে ইজাযত দিয়ে দিন। কেননা আমার মুজাযীন (খলিফাগণ)কে এরও ইজাযত দিয়েছি যে তারা যাকে যোগ্য মনে করবেন ইজাযত দিয়ে দেবেন এবং সেই ইজাযত তাদের তরফ থেকেই হবে।

ঐ খলিফার দ্বিতীয় চিঠি

হালঃ মৌলভী... সাহেবের ব্যাপারে হুযূরের পক্ষ থেকে পরীক্ষা ছাড়া ইজাযত প্রদানের সাহস আমার হয় না। হুযূর বেঁচে থাকতে এতটা সাহস আমার হয়ত হবে না। অবশ্য সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে তাকে বলে দিয়েছি যে, আমার মতে আলহামদুলিল্লাহ্ নিসবতে তামকীন (আল্লাহ্‌র সম্পর্ক) আপনার দিলে অর্জিত হয়ে গেছে। এটা বলার কারণ এই যে তারবিয়াতকারীর অবগতি ছাড়া ত্বালিবের (মুরীদের) মনে প্রশান্তি লাভ হয় না সে নিজেকে মাহরূম মনে

www.islamfind.wordpress.com

করতে থাকে। পরবর্তীতে তিনি নিজের হালতের ব্যাপারে হুযূরকে জানাতে থাকবেন। হুযূর যেভাবে ভালো মনে করবেন সেটাই হবে ইনশাআল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ খুবই ভালো ফয়সালা। ইজাযত পাওয়ার জন্য নিসবত (আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক) প্রাপ্ত হওয়া যেমন শর্ত তদ্রূপ এটাও একটা শর্ত যে, তারবিয়াত করার ও অন্যকে ইসলাহ করার পদ্ধতিগুলো ঐ ব্যক্তিকে অবগত হতে হবে। যাতে করে তিনি মুরীদদের খিদমত করতে সক্ষম হন।

পীরের সোহবতে থাকা জরুরি

হালঃ হুযূর দুআ করে দিন যেন আল্লাহ্ তাআলা আমার জন্য এমন কোনো সুযোগ করে দেন যাতে দুই তিন মাস একদম ফারেগ হয়ে হুযূরের সোহবতে থাকতে পারি। কয়েকবার মনে হয়েছে যে, অর্ধ দিবস কাজ করব বাকি সময় হুযূরের কাছে থাকব। কিন্তু সাংসারিক অভাব একেবারে অক্ষম করে দিয়েছে। দুই সন্তান ও আমরা দুজন মোট চারজনের জন্য খুব বেশি খরচের প্রয়োজন হয় না কিন্তু দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতির কারণে সংসার প্রায় অচল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর সম্ভাবনার পথ দেখতে পাচ্ছি না। এরপরও মনে করি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যখন মঞ্জুর হবে তখন কোনো না কোনো ব্যবস্থা হবেই। তাঁর কাছে তো কোনো কিছুই জটিল নয়। এই জন্যই হুযূরের নিকট এ ব্যাপারে দুআ চাচ্ছি। আপাতত এই দুআই আমার সর্বাধিক প্রয়োজন।

বিশ্লেষণঃ এটা কি সম্ভব যে, বিবিকে দু-মাসের জন্য তার মা-বাবার কাছে তাদের সন্তুষ্টিতে রেখে আসবেন। এটা যদি সম্ভব হয় তাহলে সহজেই আপনার জন্য সুযোগ তৈরি হতে পারে।

হালঃ অধম দীর্ঘকাল ধরে কামেল পীরের তালাশে ব্যস্ত। এই অবস্থায় তিনবার আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি। প্রথমবার দেখেছি জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলছে যে, তুমি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী মাদ্দাজিল্লাহুল আলীর লিখিত তাসাওউফের কিতাবগুলি পড়। দ্বিতীয়বার দেখলাম যে, আমি হুযূরের খিদমতে হাজির হয়েছি। যে স্থানটিতে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম সেদিকেই আপনি কোনো এক কাজের উদ্দেশ্যে তাশরীফ আনছিলেন। হঠাৎ দেখলাম যে পুরা ঘর আলোয় ঝলমল করে উঠল। তৃতীয়বারে দেখেছি যে, হযরত ওয়ালা আমাকে একটি রুটি দিচ্ছিলেন। এই স্বপ্ন দেখামাত্রই আমার হৃদয় সীমাহীন বেকারার হয়ে উঠল। মনটা অস্থির হয়ে গেল। আমার এতখানি সঙ্গতিও নেই

www.islamfind.wordpress.com

যে হযরতের দরবারে দু-চার মাস কিয়াম (অবস্থান) করব। সে জন্যই মনের আকাঙ্ক্ষা এই যে, দশ পনের দিনের জন্য হুযূরের খিদমতে হাজির হয়ে আখলাকে যামীমাহ এর ইসলাহ করাব। হুযূরের অনুমতি চাই।

বিশ্লেষণঃ ইসলাহে আখলাকের উদ্দেশ্যে আসার অনুমতি আছে তবে শর্ত এই যে ইলম হাসিলের ক্ষেত্রে যেন কোনোরূপ বিঘ্ন না ঘটে।

***

হালঃ আফসোসের ব্যাপার এই যে, আবারও ওয়াস্ওয়াসাসমূহের প্রবল আক্রমণে অস্থির হয়ে যাচ্ছি। ইচ্ছা ছিল এই রূপ পেরেশানি দেখা দিলে হুযূরের খিদমতে হাজির থাকব। হুযূরের সোহবতের বরকতে যেন এটা দ্রুত দূর হয়ে যায়। কিন্তু আর্থিক অসংগতি বাধা হয়ে গেছে। সম্ভবত হুযূরের স্মরণে আছে যে এই অধম এক চিঠিতে জানিয়েছিল যে, আমার নানা লেবাস-পোশাক ও খানা-পিনার বাইরে মাসিক চার রুপি দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। এতে আমিও ভেবে খুশী হয়েছিলাম যে যদি তিনি আপন ওয়াদার উপর কায়েম থাকেন তাহলে হয়ত হুযূরের খিদমতে হাজির থাকা এই খাদিমের জন্য সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু আফসোস! দুই মাস পার হয়ে গেল তিনি ওয়াদা পূরণ করলেন না। এখন হুযূরের খিদমতে আরয এই যে, মেহেরবানী করে কোনো উপকারী আমল নির্বাচন করে দিন এবং দুআ করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা হিম্মত ও সাহস, অবিচলতা ও ইস্তিকামাত দান করেন এবং দীন দুনিয়ার সকল পেরেশানি থেকে নাজাত দান করেন। নানার ওয়াদা তো দেখা হয়ে গেল। এখন ইচ্ছা হচ্ছে যে, তাকে সাফ জানিয়ে দেই হয়ত মাসিক চার রুপি দিন নতুবা যা কিছু আমার পাওনা আছে হিসাব করে দিয়ে দিন যেখানে এবং যা আমার মনে চায়, করব। এখন জানতে চাই যে, এ বিষয়ে হুযূরের কী হুকুম, হুযূর যা বলবেন সেটাই মেনে চলব।

বিশ্লেষণঃ মশওয়ারা কী দিব বুঝে আসছে না, দুআ করছি। তবে আমার এখানে থাকতে যদি ইচ্ছা হয় তবে কোনো তাকাল্লুফ (লৌকিকতা) নয় মাসিক চার রুপি আমি নিজেই দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ্।

মুরীদের রায় ও মত প্রদানের অধিকার নেই

হালঃ হুযূর আমার জন্য যদি ইমালার (স্বভাবের দিক পরিবর্তনের) কোনো তাদবীর মুনাসিব মনে করেন মেহেরবানী করে জানাবেন।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৫৯

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ চিকিৎসার ব্যাপারে অসুস্থ রুগীর মতামত প্রদানের কোনো অধিকার নেই। নতুবা সে নিজেই চিকিৎসক হত।

হালঃ অযীফা, যিকির ইত্যাদি হুযূর যেমন ইরশাদ করেছিলেন অথবা কসদুস সাবীল থেকে যেসব আমলের নির্দেশ দিয়েছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ সেগুলো যথারীতি চালু আছে। মেহেরবানী করে কোনো একটি মুরাকাবার কথা জানাবেন যা বেকারার ও অস্থির দিলের জন্য প্রশান্তির কারণ হবে। মন ঘাবড়ে যায়, যার জন্য আগেও একবার কোনো তাদবীরের দরখাস্ত করেছিলাম। মেহেরবানী করে কোনো তাদবীর বলুন।

বিশ্লেষণঃ 'মুরাকাবা আপনার জন্য উপকারী হওয়া' অথবা 'ঘাবড়ে যাওয়াকে রোগ মনে করা' আবার নিজের রায় ও মতানুসারে তার চিকিৎসা হিসাবে 'মুরাকাবাকে নির্বাচন করা' এইসব কিছু করার কী যোগ্যতা ও অধিকার আপনার আছে? আপনার এই কাজটি কি তেমন নয় যেমন রুগী ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলল, আমাকে কোনো রেচক বা জোলাপের প্রেসক্রিপশন করে দিন। তাহলে এই লোক নিজেই ডাক্তার সেজে বসল, রুগী রইল কোথায়? ডাক্তারের আসল কাজই হল রোগ নির্ণয়, রোগ নির্ণিত হলে সেই রোগের ওষুধ নির্বাচন বই পুস্তক থেকে বা অন্যভাবেও করা যায়। আপনি যেহেতু নিজের রোগের নির্ণয় কর্মটি সেরে ফেলেছেন, বাকি কাজটুকুও বিভিন্ন কিতাবে পেয়ে যাবেন। চিকিৎসক বা পীরের কাছে আনাগোনা করা অনর্থক কাজ। বাতেনি হালত জানাবেন এর বাইরে এই আমল সেই আমল- এসব ফরমায়েশ করবেন না।

পীর ছাড়া অন্য কাউকে মা'মূলাত-এর কথা জানানো যাবে না

প্রশ্নঃ বন্ধু-বান্ধব অনেক সময় প্রশ্ন করে- বেশিরভাগ সময় কি কাজ করে থাক। আজকাল দেখি একে অন্যের কাছে মা'মূলাত ও অযীফার কথা আলোচনা করে থাকে। তো নিজের মা'মূলাত ও অযীফার বিষয়ে অন্যকে কি জানানো উচিৎ? কেউ কেউ আবার বলে থাকেন নিজের মামূল অন্যকে জানানো উচিৎ নয়।

জবাবঃ জানানো উচিৎ নয়।

***

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৬০

www.islamfind.wordpress.com

প্রশ্নঃ প্রাথমিক মুরীদ নিজের হালত অথবা স্বপ্ন পীর ছাড়া অন্য কাউকে বলবে কিনা। বলা উচিৎ কিনা?

জবাবঃ কক্ষণও বলবে না।

হালঃ তরীকতপন্থী সেই একই বন্ধু বলেছিলেন যে, হযরত মাওলানা মাদ্দাযিল্লাহুর কাছে অনুমতি নিয়ে বারো তাসবীহ শুরু কর। ইনশাআল্লাহ্ খুব দ্রুত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও মহব্বতের মনযিলগুলো অতিক্রম করতে পারবে। আমি ভয়ে ভয়ে হুযূরের কাছে অনুমতির আবেদন করছি যদি আমার জন্য মুনাসিব হয়। নতুবা আমার অজ্ঞতা ও উপলব্ধির ত্রুটিকে এই ভ্রান্ত ধারণার কারণ ধরে নিয়ে ক্ষমা করে দেওয়ার আবেদন করছি।

বিশ্লেষণঃ তাকে বলুন এবং নিষেধ করুন তিনি যেন আপনাকে পরামর্শ দিতে না আসেন। এ খবর শুনে আমি খুবই বিরক্ত হয়েছি। আর আপনার ব্যাপারে বলছি নিজের মা'মূলাত লিখে জানান, আপনার উপযোগী আমল জানিয়ে দিব।

পীরকে অন্যের মাধ্যমে সংবাদ পৌঁছানো উচিৎ নয়

প্রশ্নঃ হুযূরের লিখা আননূর পড়তে গিয়ে পীরের হক সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে দেখলাম অনেক বিষয়কেই হক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্য থেকে দুটো বিষয়ে আমার খটকা পয়দা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে– 'কারো মাধ্যমে পীরকে সালাম ও সংবাদ পৌঁছাবে না।' অন্যের মাধ্যমে সালাম পৌঁছানোর বিষয়টি হাদীস শরীফে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তারপরও এটাকে বেয়াদবী বলা যায় কি?

জবাবঃ হাদীস থেকে অন্যের মাধ্যমে সালাম পৌঁছানোর 'বৈধতা' প্রমাণ হয় 'ওয়াজিব হওয়া' নয়। পীর মাশায়েখ তার বৈধতা অস্বীকার করেন না। সুতরাং হাদীসের সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ নেই। তারা এটাকে আদবের পরিপন্থী বলে থাকেন। আর কোনো বিষয়কে 'আদব' বা 'আদবের পরিপন্থী' বলার মানদণ্ড হল ঐতিহ্য, প্রথা ও প্রচলিত রীতি। সুতরাং যুগের পরিবর্তনে সেটা পরিবর্তীতও হতে পারে। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাহাবাদের রসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু বর্তমানে মাশায়েখদের সঙ্গে রসিকতা করাকে আদবের পরিপন্থী বা বেয়াদবী মনে করা হয়।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৬১

www.islamfind.wordpress.com

পীরের বৈঠকখানার দিকে থুথু না ফেলা

প্রশ্নঃ দ্বিতীয় ব্যাপারটি হল পীরের অবস্থানের স্থানটির দিকে থুথু না ফেলা। সেই মুহূর্তে পীর সেখানে থাকুন বা না থাকুন। এটা কি সেই হাদীসের সুস্পষ্ট বিপরীত নয় যেখানে বলা হয়েছে তোমরা কারোর প্রতি অতি মর্যাদা আরোপে লিপ্ত হয়ো না।

জবাবঃ এর অর্থ হচ্ছে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করা। হাদীসের নিষেধাজ্ঞা সেই সীমা লঙ্ঘনের বেলায়ই প্রযোজ্য। কেউ যদি আদবের খাতিরে এরূপ করে থাকে এবং আকীদার মধ্যে তার কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে সে ব্যক্তি শরীয়তের কোন সীমাটা লঙ্ঘন করল?

পীরকে হাদিয়া প্রদানের শর্ত

হালঃ হুযূরের খিদমতে আমার প্রার্থনা ছিল এই যে, হুযূরের অনুমতি পেলে আমার হালাল কামাই থেকে যখন যেটুকু মন চাইবে হুযূরের জন্য পাঠাব।

বিশ্লেষণঃ এর জন্য তিনটি শর্ত আছে এক- নিয়মিত হতে পারবে না। দুই- এত পরিমাণ হতে পারবে না যা সাধারণত কষ্টকর। তিন- এই উদ্দেশ্যে হতে পারবে না যে এই হাদিয়ার ফলে আপনার দিকে আমি অধিক মনোযোগী হব।

***

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! বর্তমানে হুযূরের তাওয়াজ্জুহের বরকতে নিজের ভেতরের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির প্রতি মনোযোগ বেড়ে চলেছে।

জবাবঃ আল্লাহ্র শুকরিয়া। আলহামদুলিল্লাহ্।

হালঃ হুযূরের কাছে একটি জিজ্ঞাসা এই যে, কোনো কোনো বন্ধু কখনো কখনো আমার জন্য হাদিয়া পাঠায়। আমি আমার নফ্সকে লোভ থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সেই সব হাদিয়া নম্রতার সঙ্গে ফেরৎ দেওয়া শুরু করেছি। উদাহরণ হিসাবে একটি ঘটনা বলি। আমার নামে একজনের একটা চিঠি আসল– 'আমি যখন সাহারানপুর ছিলাম তখন তোমার কাছ থেকে অনেক উপকার পেয়েছি। আমি তোমার জন্য একজোড়া জুতা পাঠাব।' আমি তাকে লিখে জানালাম যে, আমার দ্বারা উপকৃত হওয়ার উল্লেখ না করলে হয়ত আমি হাদিয়া কবুল করে নিতাম কিন্তু এখন তো আপনার এখলাসের মধ্যে আমার রীতিমতো সন্দেহ হয়ে গেছে। আপনি হাদিয়া নয় প্রতিদান দিতে চান, এ

www.islamfind.wordpress.com

সাথেই আপনার প্রেরিত কোনো কিছু আমার হাতে আসলেই ফেরৎ পাঠিয়ে দিব। এটা জানানোর পর এখন পর্যন্ত কিছু আসে নি। যদি এসেও যায় তবে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়ার ইচ্ছাই আমার এখনো রয়েছে।

বিশ্লেষণঃ আপনি একদম সঠিক বিষয়টাই বুঝেছেন। আর এখলাসের মধ্যে 'সন্দেহ' মানে কি একেবারে নিশ্চিত যে কোনো এখলাস নেই। আফসোস! লোকেরা আহলে দীন কে কত তুচ্ছ জ্ঞান করে।

হালঃ কিন্তু কিছু কিছু বন্ধু এই ফেরৎ প্রদানে কষ্ট পেয়ে থাকেন। তারা এখলাসের দাবিও পেশ করে থাকেন এবং জাহেরি দৃষ্টিতে যাকে মিথ্যা প্রমাণের মতো কিছু পাওয়াও যায় না। এ ধরনের হাদিয়াগুলোর ব্যাপারে কী করণীয়?

বিশ্লেষণঃ জাহেরিভাবে মিথ্যা প্রমাণের মতো কিছু না থাকাই কবুল করার জন্য যথেষ্ট নয় বরং এর জন্য হৃদয়ের প্রশান্তি জরুরি। আরও জরুরি এই মর্মে অন্তরের সাক্ষ্য দান যে, ঐ হাদিয়াদাতার অন্তরে এখলাস আছে। এরূপ হলে গ্রহণ করতে সমস্যা নেই। তবে শর্ত হল এটা যেন তার সঙ্গতির চেয়ে বেশি মূল্যবান না হয় এবং ঐ হাদিয়া যেন নিয়মিত না হয়। এছাড়া আরো একটি জরুরি শর্ত এই যে, সেই হাদিয়ার নিকটবর্তী কারণ হওয়া চাই খোদ গ্রহিতার প্রতি দাতার মহব্বত, গ্রহিতার কোনো পূর্বসূরীর সম্পর্ক অথবা প্রভাব যেন এক্ষেত্রে না থাকে। সেটা দূরবর্তী কারণ হলে হতে পারে (কিন্তু নিকটবর্তী বা প্রধান কারণ হতে পারবে না।) যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মহব্বত যদিও ছিল নবী হওয়ার কারণে কিন্তু তাকে হাদিয়া প্রদানের কারণ ছিল মহব্বত নবুওয়াত নয়।

হালঃ একজন আমাকে একটি পাগড়ি দিয়ে ভীষণ মিনতি করে বললেন দয়া করে ফেরৎ দেবেন না। তার এই মিনতি দেখে রেখে দিয়েছি। উল্লেখ্য একটি পাগড়ি ক্রয়ের ইচ্ছা আমার নিজের মনের মধ্যে ছিল কিন্তু হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় পেরে উঠছিলাম না। ইতিমধ্যে এই পাগড়ি হাতে আসায় মনে হল যে ফেরৎ দিলে হয়ত আল্লাহ্‌র দানকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। আমার চিন্তার ব্যাপারে হুযূরের বক্তব্য কি?

বিশ্লেষণঃ হাদিয়া গ্রহণে বাধাদানকারী শর্তগুলো– যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, যদি না থাকে তবে ঐ পাগড়ির হাদিয়া গ্রহণ করা সুন্নতের যথার্থ অনুসরণ হিসাবে বিবেচিত হবে। নতুবা নয়।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৬৩

www.islamfind.wordpress.com

মুনাসাবাত ও সার্বিক মিলের পর বাইআত করা

হালঃ সিলসিলাভুক্ত হতে ইচ্ছা করে। জোরাজুরি করি না এই কারণে যে, হয়তবা আমার হালতের সঙ্গে মিল নাও হতে পারে। কিন্তু হুযূরের এই দরবার ছাড়া গোলামের আর কোনো ঠিকানা নেই। হুযূর চাই আমাকে সিলসিলাভুক্ত করুন বা না করুন। ভক্তি-বিশ্বাসের ব্যাপারে এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি যে, অন্য কোনো জামাতের সঙ্গে উঠা-বসা করাটাও বিরক্তিকর মনে হয়।

বিশ্লেষণঃ মুরীদ হয়ে কিংবা না হয়ে যেভাবে আপনি খুশী তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

পীর ও মুরীদের মধ্যে মুনাসাবাত জরুরি

প্রশ্নঃ আমি... সাহেবের কাছে যিকির ও শোগল সম্পর্কে মাঝে মাঝে কিছু জিজ্ঞাসা করতাম কিন্তু এখন আর তাকে কষ্ট দিতে চাই না। তিনি আমাদের মাসলাকের বিরোধী আমিও তার মতের বিপক্ষে। ফলে তাকে জিজ্ঞাসা করতে মন চায় না। এজন্যই হুযূরের কাছে আবেদন- আমার প্রশ্ন আপনার কাছে পেশ করার অনুমতি দিন অথবা অন্য কারো কাছে আমাকে সোপর্দ করে দিন।

জবাবঃ তোমার ব্যাপারে আমার কী ওজর থাকতে পারে! তোমার সঙ্গে তো সন্তানের মতোই সম্পর্ক। এই মুহূর্তে মৌলভী... সাহেবের কাছে তোমাকে সোপর্দ করলাম। আমার এই পত্র তাকে দেখাবে। তিনি তোমাকে তা'লীম দেবেন। তাকে যখন পঁচিশবার হালত জানানো হয়ে যাবে তখন ইচ্ছা হলে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ো। পাশাপাশি এই অনুমতিও রইল যে তার কাছেই জিজ্ঞাসা করতে থেকো।

***

প্রশ্নঃ হুযূর মেহেরবানী করে আমার সেই ত্রুটির কথাটি জানিয়ে দিন এবং ক্ষমাও করে দিন, যার কারণে এই অধমকে লিখেছেন যে, মাওলানা... এর সঙ্গে সম্পর্ক গড়লে আমার বেশি ও দ্রুত উপকার হবে। হুযূরের এই হুকুমের কারণ যদি আমার এমন কোনো ত্রুটি না হয় যা হুযূরের বিরক্তি উদ্রেক করেছে বরং অন্য কোনো বিশেষ ব্যাপার যা হুযূরের মতে আমি তাঁর খিদমতে দ্রুত লাভ করব, তাহলে আমার আরয এই যে, আমি কি তাঁর কাছে গিয়ে এ কথা বলব যে, আমাকে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব (যীদা মাজদুহু)

www.islamfind.wordpress.com

আপনার খিদমতে পাঠিয়েছেন নাকি নিজের পক্ষ থেকে তার কাছে থাকার খেয়াল জাহের করব?

জবাবঃ এই পরামর্শের কারণ নাতো নারাজী না কোনো গায়বী রাজ। আপনাকে সেখানে পাঠানোর কারণ শুধু এতটুকুই যে, আমার মেজাজে সংকীর্ণতা আছে আর অন্য হযরতদের আখলাকে রয়েছে প্রশস্ততা। সেই সংকীর্ণতার কারণে আমার এবং আপনার রুচির মিল হচ্ছে না। উপকার হওয়ার জন্য এই মিল থাকা জরুরি। যেখানে প্রশস্ততা আছে সেখানে ছোট ছোট ব্যাপারে কোনো প্রভাব পড়ে না। এ কারণে রুচিতে অমিল তৈরি হয় না। সুতরাং সেখানে আপনার কল্যাণ ও উপকারের আশা করা যায়। কোন্ শিরোনাম দেবেন তার কাছে? এ ব্যাপারে আপনার জন্য সবগুলো পথ খোলা থাকল। ইচ্ছা হলে আমার নাম বলুন অথবা নিজের পক্ষ থেকে আবেদন করুন অথবা আমার এই লেখা তাকে দেখিয়ে দিন।

***

হালঃ অন্য কতিপয় বুযুর্গের প্রতি কিছুটা মহব্বত ছিল, সেটাও দুর্বল হয়ে গেছে। আগে মাঝে মাঝে মনে হত যে, অন্যান্য বুযুর্গের প্রতি এই যে মহব্বত হয়ত এটা আমার শেখের প্রতি মহব্বতের ক্ষেত্রে অন্তরায় হবে। তবে বর্তমানে সেটাও আর অবশিষ্ট নেই। আলহামদুলিল্লাহ্ সম্পূর্ণ এককেন্দ্রিক হয়ে গেছি।

বিশ্লেষণঃ তাওহীদ মানে এটাই। এটাই 'একাগ্রতা'। আসল ব্যাপার এই যে, প্রথমে আপনার মধ্যে প্রাধান্য ছিল প্রকাশ্য ও প্রদর্শনমূখী বিষয়গুলোর, এ কারণে সে সব বুযুর্গের প্রতিই ছিল বেশি ভালোবাসা যাদের মধ্যে প্রকাশ্য বিষয়ের প্রাবল্য ছিল। হাজী সাহেব, সত্যিই বলছি বর্তমান সময়ে আহলে বাতেন খুবই কম ইল্লা-মা-শা-আল্লাহ্। আল্লাহ্র শোকর যে, এখন আপনার মধ্যে বাতেনের বিজয় শুরু হতে চলেছে। আল্লাহ্ তাআলা একে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দিন। আমি এসব আলামত দেখে খুব খুশী হয়েছি। পাশাপাশি এসব আলামতই আপনার অন্তর থেকে অন্তরায় দূরিভূত হওয়ারও প্রমাণ। যা ছিল আপনার এবং আমার মাঝে বাধা। এখন এই মুনাসাবাত ও মিলের বরকত ইনশাআল্লাহ্ দেখতে পাবেন। কিন্তু আপনি নিজে আবার ঐ বরকতসমূহের প্রতীক্ষায় থাকবেন না। সব কিছু ছেড়ে একমুখী হয়ে যান।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৬৫

www.islamfind.wordpress.com

নতুন করে বাইআত

প্রশ্নঃ আমার একটি আরজ এই যে, দীর্ঘকাল থেকে আমার মন চায় যে আমাকে বাইআত করে নেওয়ার আবেদন আপনার কাছে জানাব। কিন্তু কখনো এই আবেদন জানাই নি। কারণ ইতিপূর্বে আমি মুফতী আহমাদ আলী মরহুমের কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। তিনি অস্বীকার করে বলেছিলেন– হাজী সাহেবের মুরীদকে বাইআত করা আমি বেয়াদবী মনে করি। এখন আমার মনে আবার আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। মনে হচ্ছে যে, মহব্বত নিয়ে সঙ্গে থাকার চেয়ে মুরীদ হয়ে থাকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যদি হুযূরের বিবেচনায় অসঙ্গত না হয় তবে আমাকে রূপকভাবে হলেও বাইআত করে নিন। হাকীকতে তো বাইআত হয়েছিই।

জবাবঃ এস্তেখারা করার পরও যদি এই চিন্তা ও ইচ্ছা প্রবল থাকে তবে আমাকে জানাবেন।

মুরীদ করতে আখলাক জানতে হবে তালীম করতে নয়

প্রশ্নঃ দু-ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলল- আল্লাহ্‌র পথ চিনিয়ে দাও। আজকাল বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে ইখলাসের ঘাটতি দেখা যায় আবার অনেকের অবস্থা এরূপ যে, যিকির আযকার ইত্যাদি জেনে তো নেয় কিন্তু আমল করে না কিছুই। এই অভিজ্ঞতা থেকেই আমি ঐ দুজনকে বললাম- আপনারা তো এসেছেন অন্য কাজে। কখনো যদি বিশেষভাবে এই কাজের জন্য ফারেগ হয়ে আসেন তবে ইনশাআল্লাহ্ বুযুর্গদের দেখানো সেই পথ আমি বলে দিব। যথেষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে তারা আর আসে নি। আজকাল এভাবেই মানুষের মধ্যে ইখলাসের ভীষণ অভাব দেখা যায়। কিন্তু আমার মনে আশঙ্কা জাগল যে, রাব্বুল আলামীন এতে নারাজ তো হবেন না যে তুমি কেন তাদেরকে আমার পথ বলে দিলে না, এমনি এমনি ছেড়ে দিলে। এই ভয়ও জাগল যে এর কারণে আমি হুযূরের নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হলাম না তো, কেননা হুযূর তো আমাকে এই কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। আবার এ ধরনের মুহূর্তে মনের উপর এক ধরনের চাপ এবং লজ্জা চেপে বসে যে, আমি কি এরও উপযুক্ত নই।

এক ব্যক্তি আমাদের বুযুর্গদের প্রতি যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করে থাকেন। আমার মনে চিন্তা জাগল যে, যারা আমাদের আকাবের বুযুর্গদের ভক্ত হিসাবে পুরুষানুক্রমে প্রথাগত মুরীদ এবং আমাদের এই সিলসিলা ছেড়ে অন্য

www.islamfind.wordpress.com

বুযুর্গদের কাছে যেতে লজ্জা ও জড়তা বোধ করেন। শুধু এই কারণেই তারা অন্য বুযুর্গদের কাছে যান না এবং লোক নিন্দার ভয় পান। ভাবেন যে, লোকে ভাববে নিজেদের বুযুর্গদের ছেড়ে অন্যদের কাছে চলে গেছে। আমার মনে এই খেয়াল জেগেছে যে, এই লোক লজ্জার কারণে আমাদের দ্বারা এদের কোনো উপকার হবে না। যদি এসব লোককে অন্য বুযুর্গদের কাছে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয় তবে সেটা ভালো হবে না খারাপ? আমার এই চিন্তা সহীহ না গলদ? বাইআত ও তালকীনের ক্ষেত্রে মানুষের ইখলাস এবং কাজের নিয়ত সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝার উদ্দেশ্যে বিলম্ব করা চিন্তা-ভাবনা করা ভালো না মন্দ? নাকি যারাই আসবে তাদের চাহিদা মতো যাচাই-বাছাই না করেই অবিলম্বে বাইআত করতে হবে, তালকীন করতে হবে?

জবাবঃ আপনার এই চমৎকার ভাবনা ও ইখলাসের কথা শুনে সীমাহীন আনন্দিত হলাম। আমার মতে কাউকে মুরীদ করার ক্ষেত্রে যাচাই করা, চিন্তা করা উত্তম কিন্তু সাধারণ তালীম-তালকীনের বেলায় কোনো দিকেই তাকাবেন না। যে আসবে তাকেই তরীকা বলে দেবেন। এর বরকতে ইনশাআল্লাহ্ ইখলাস সহজ হওয়ার আশা করা যায়।

পীরের কাছে থাকতে হলে শর্ত

হালঃ কখনো কখনো ভীষণ আগ্রহ জাগে যে, যে সব লোক মুর্শিদের কাছে থেকে তাঁর নির্দেশ মতো যিকির করে থাকেন আমিও তাহাজ্জুদের পর সেই রকম যিকির আযকার করি। এর সঙ্গে মনে এই খেয়ালও জেগে উঠে যে, সম্ভবত আমার মতো বদ কিসমত ও গুনাহ্গার আর কেউ নেই। কেননা প্রায় নয় বছর হতে চলল আমার বাইআতের বয়স অথচ এতদিনেও হুযূরের কদমবুছি করতে ও দরবারে হাজির হতে পারি নি। এখন মনে হয় আমি না হলাম দীনদার না হতে পারলাম দুনিয়াদার। পার্থিব সম্পর্কের পরিধি দৈনিকই বাড়ছে। কোনোভাবেই হুযূরের দরবারে হাজির হবার সুযোগ খুঁজে পাচ্ছি না। আল্লাহ্ তাআলা পাঁচটি কন্যা সন্তান দান করেছেন। তাদের বিয়ে শাদী করানো ভীষণ দরকার হয়ে পড়েছে। এখনকার মানুষের ভাব দেখে তো পেরেশান হয়ে যাই যে, গরীবদের কথা কেউ কানে তোলে না। তাদের কেউ বিয়ে করতে চায় না। এ অবস্থায় হুযূর রাজি হলে কোনো একভাবে খিদমতে আকদাসে হাজির হয়ে হুযূরের কাছাকাছি দু-চারটা দিন কাটাতে চাই।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৬৭,

বিশ্লেষণঃ সাংসারিক খরচ-খরচা থেকে যদি নিশ্চিন্ত হতে পারেন অর্থাৎ যে কয়দিন থাকতে চান সেই দিনগুলির উপযোগি পরিবার বর্গের চলার মতো অর্থের ব্যবস্থা থাকলে আমাকে জানাবেন তারপর পরামর্শ দিব।

মুরীদ করার পূর্বশর্ত যোগ্যতা

প্রশ্নঃ জনৈক ব্যক্তি যিনি ছিলেন নিজ পীরের অযীফাপ্রাপ্ত, একরাতে নিজ মহল্লার মসজিদে অনুতাপদগ্ধ ও অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্নে দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন এবং তাকে বলছেন- হে ব্যক্তি! তুমি যাও মৌলভী আব্দুর রহমানের কাছে মুরীদ হও। ঐ ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এসে হাজির হয়েছেন। তার দাবি হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশমতো আপনি আমাকে মুরীদ করে নিন এবং আমাকে সবক দিন। এখন আমি ভাবছি- জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশপ্রাপ্ত হওয়ার মতো যোগ্যতা আমার মধ্যে নেই। ঐ ব্যক্তি যখন স্বপ্নে দেখেছেন এবং আমার কাছে এসেছেন এখন তার ব্যাপারে আমার করণীয় কী? মেহেরবানী করে বলুন।

জবাবঃ ঐ ব্যক্তির পীর কোথায়? তিনি কেমন? এগুলো জানাতে হবে। ঐ ব্যক্তিকে শুধু তালকীন করতে অসুবিধা নেই। মুরীদ করার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারব না যতক্ষণ আপনাকে না দেখব। স্বপ্ন কোনো শরয়ী দলিল নয়। তাছাড়া মুরীদ করার জন্য যোগ্যতা পূর্বশর্ত।

মুরীদ হওয়ার আবশ্যকতা

হালঃ এতদিন পর্যন্ত এই ইয়াকীন ছিল যে, যে কাজ সুন্নতে নববীর প্রতি আকর্ষণ করে সেটাই মাকবূল বা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। কিছু মানুষ যারা তাসাওউফের নামও জানে না অথচ দিন রাত ইবাদতের মধ্যেই মশগুল থাকেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে আত্মোৎসর্গীত। পক্ষান্তরে তাসাওউফের মাধ্যমেও তো এই ফলাফলই পাওয়া যায়। তাহলে প্রশ্ন হল বাইআত গ্রহণ বা মুরীদ হওয়ার দ্বারা অতিরিক্ত কী লাভ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কৃত ইসলামী বাইআত কি যথেষ্ঠ নয়?

বিশ্লেষণঃ আপনার ইয়াকীন সঠিক। বাইআতে তরীকতের আবশ্যকতা সকলের জন্যই ব্যাপক নয়। কিন্তু এতে এক ধরনের ধোকা হয়ে থাকে। উক্ত

www.islamfind.wordpress.com

বিশেষ অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও নফসের মধ্যে কিছু গোপন রোগ-ব্যধি, ত্রুটি-বিচ্যুতির অস্তিত্ব থেকে যায় যা একজন মুহাক্কিক ও আরিফ পীরের প্রেসক্রিপশন ছাড়া বুঝা যায় না। বুঝা গেলেও সেটা থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা জানা যায় না। এসব কারণে পীরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়াটাই জরুরি বলা হয়।

পীরের সঙ্গে মিল না হওয়ার আলামত

বিরাট ভয়ঙ্কর, ক্ষতিকর ও ধংসাত্মক এবং ভীষণ খারাপ এক রোগ ও হাল আমার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান রয়েছে। সর্বদা চিঠি লিখতে গিয়ে বিষয়টির উল্লেখ করতে চাই কিন্তু লজ্জার কারণে বারবার নিজেকে বিরত রাখি। কিন্তু এখন ভীষণ সাহস সঞ্চয় করে লিখতে বসেছি। ভাবছি আপনাকেই যদি না বলি তবে আর কার কাছে বলব! বিষয়টি এই যে, আমি দিল্লিতেও দশ বারোবার হুযূরের খিদমতে থেকেছি। দুবার থানা ভবনেও হাজির হয়েছি। সাহারানপুর, নাজিবাবাদ, সবূলী, মুরাদাবাদ, মিরাঠ ও দেওবন্দসহ আরো অনেক স্থানেই হুযূরের সাক্ষাৎ ও সোহবত লাভ করেছি। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সর্বক্ষণ আপনার কথা মনের মধ্যে কল্পনা হওয়া এবং আপনার প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা সীমাহীন থাকা সত্ত্বেও মনের মধ্যে দেখতে পাই এক খবিস মরয। সেটা এই যে, আপনার সামনে আপনার প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা কমে যায়। আপনাকে দেখলেই বা আপনার কাছে বসলেই মনের মধ্যে বিরক্তি ও সংকোচ আমাকে ঘিরে ধরে। হুযূর! আমি এই হালতের কথা ভেবে ভীষণ পেরেশান থাকি। বুঝতেই পারি না কেন এমন হয়। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এর প্রতিকার বলুন। এই খতরনাক ও বিপদজনক হালত নিয়ে আমি খুবই ভীত ও চিন্তিত। তাহলে কি জাহের আমার বন্ধু আর বাতেন আমার শত্রু। বিরহ উপকারী আর মিলন ক্ষতিকর। অথচ সর্বদা আমার ভেতর জ্বলতে থাকে হুযূরের দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা।

জবাবঃ এটা মহব্বত ও ভক্তির ঘাটতি নয়। বরং মুনাসাবাত ও অমিলের কারণে এই দূরত্ব ও বিরক্তি। এই দূরত্বের কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে ভালোবাসা হয়ত কম। আর অমিল এই কারণে হয়েছে যে আমার কাছে আপনার বেশি থাকা হয় নি এবং আমার মেজাজ আপনার জানা হয় নি। মেজাজ না জানার কারণে আপনার দ্বারা কিছু কিছু আমার মেজাজ পরিপন্থী কাজ ঘটে, যদ্দারা আপনার মনের উপর চাপ পড়ে। এ কারণেও আপনার মনের উপর দূরত্ব ও বিরক্তির প্রভাব পড়ে। এর এলাজ করাটা জরুরি নয়।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৬৯

www.islamfind.wordpress.com

কেননা এটা ক্ষতিকর নয়। কিন্তু জরুরি না হওয়া সত্ত্বেও যদি আপনার দিল এলাজ করতেই চায় তাহলে বেশি বেশি কাছে থাকতে হবে অথবা বার বার আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

পীরকে ভালোবাসা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার আলামত

হালঃ কয়েকদিন পূর্বের ঘটনা। নামায পড়ার সময় হুযূরের চিন্তা মনে জাগল এবং আল্লাহ্ তাআলার ধ্যানও জাগ্রত হল। নামাযের তাওফীক প্রদানের কারণে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও এহসানের কথা মনে পড়ল। আবার মনে হল হুযূরের ফয়েয বরকতের ফলে সরল ও সঠিক পথের উপর চলতে পারছি। এই পর্যায়ে এসে হুযূরের মহব্বত এত বেশি মনে হল যে হুযূরের কল্পনা মনের কোনে কোনে ছড়িয়ে পড়ল এবং হৃদয়ের মধ্যে শুধু হুযূরেরই স্থান রইল। আল্লাহ্‌র চিন্তাও ছিল কিন্তু সেটা হুযূরের চিন্তার চেয়ে প্রবল নয়। নামাযের পরে বিষয়টি ভেবে অস্থির হয়ে উঠলাম যে, এটা কেমন ধরনের চিন্তা! কেন এমন হল? কয়েকদিন ধরেই লিখব মনে করছি কিন্তু খুব ভয় পাচ্ছি, শঙ্কিত হয়ে পড়েছি যে, হয়ত এটা খুবই খারাপ কোনো হালত। এরূপ চিন্তাকে সম্ভবত মনে স্থান দেওয়া উচিৎ নয়। পরে মনে হল খুব খারাপ কোনো কিছু ঘটলেও সেটা অবশ্যই হুযূরকে জানাতে হবে। যাহোক শেষ পর্যন্ত হুযূরের নিকট সব খুলে বললাম। হুযূর মেহেরবানী করে আমার কলবের ইসলাহ করুন। বিশেষভাবে দুআ করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা সিরাতে মুস্তাকীমের উপর অবিচল রাখেন। হুযূর আমি ভীষণ পেরেশান হয়ে গেছি।

বিশ্লেষণঃ আপনার যে অবস্থা তার মধ্যে ইসলাহের কোনো জরুরত নেই। কোনো নিন্দনীয় অবস্থা নেই। অজ্ঞতার কারণে এই সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র মহব্বত আপনার মধ্যে কম। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র মহব্বতই আপনার মধ্যে বেশি। একথার দলিল এই যে, কেউ যদি আপনার সামনে এরূপ প্রস্তাব করে যে, এই দুটির মধ্যে যে কোনো একটি ভালোবাসা থাকতে পারবে দ্বিতীয়টি অবশ্যই বর্জন করতে হবে সুতরাং আপনি বেছে নিন। এরূপ ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র মহব্বতকে প্রাধান্য দেবেন। আর এটাই হল স্পষ্ট দলিল এ কথার যে, আল্লাহ্‌র মহব্বতই সর্বাধিক শক্তিশালী। কিন্তু এই মহব্বত 'ত্ববয়ী' (স্বভাবগত) হওয়া সত্ত্বেও 'আকলী'র অনুরূপ। এ কারণে এর আলামত গুলো সুক্ষ্ম। এর কারণেই এই মহব্বত দুর্বল হওয়ার সন্দেহ জাগে

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৭০

www.islamfind.wordpress.com

অথচ এটাই শক্তিশালী। আবার মানুষের প্রতি নির্দেশ রয়েছে এই আকলী মহব্বতের ব্যাপারেই। আপনি একদম নিশ্চিন্তে থাকুন।

এবার আপনার সন্দেহের আরো একটি উত্তর শুনুন সেটা এই যে, পীরের মহব্বতটাও আল্লাহ্‌রই মহব্বত হিসাবে গণ্য, কেননা সেটা আল্লাহ্‌র জন্যই। কেননা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার জন্য পীর হল মাধ্যম। সুতরাং পীরের মহব্বত স্বপ্রমাণে আল্লাহ্ হলেন মাধ্যম ফলে আল্লাহ্ হলেন মাহবূব আউয়াল আর পীর মাহবূব বিল আরয (পরোক্ষ)। আর মাওসূফ বিল আরযের চেয়ে মাওসূফ বিযযাত অধিক শক্তিশালী, পরোক্ষ মাহবূবের (পীরের) চেয়ে প্রত্যক্ষ মাহবূব (আল্লাহ্) অধিক শক্তিশালী।

পীরের প্রতি মহব্বত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত সৌভাগ্যের চাবিকাঠি

হালঃ যখন রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অথবা হুযূরের প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা কানে আসে তো ভালোবাসার আবেগ ও উচ্ছাসে কান্নার ভাব প্রবল হয়ে উঠে। কষ্ট করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

বিশ্লেষণঃ এটা উঁচুস্তরের হালত। হুব্বে রাসূল ও হুব্বে শেখ সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।

পীরের মহব্বত

হালঃ একটি বিষয় পূর্ব থেকেই আমি কিছুটা লাভ করেছিলাম আজকাল সেটা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটা হল হুযূরের মহব্বত। মন চায় চেহারা মুবারক দেখতে থাকি। যদি হুযূরের প্রভাব ও ভয় না থাকত তবে কপাল মুবারকে চুমু দিতাম, বুকের সাথে মিশে যেতাম এবং পায়ের উপর লুটিয়ে পড়তাম।

বিশ্লেষণঃ পীরের প্রতি মহব্বত সফলতার চাবিকাঠি।

হালঃ শুধু এটাই প্রার্থনা করি যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরতের প্রতি মহব্বত আরো বৃদ্ধি করে দিন। মন চায় হযরতের মতোই যেন চলা, বলা ও চিন্তার ধরণ আল্লাহ্ আমাকে দান করেন। এর জন্য হুযূর দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ মন-প্রাণ দিয়ে দুআ করছি।

হালঃ এরই ভিত্তিতে হুযূরের কাছে আবেদন এই যে, নামাযের পর মাথার উপর হাত রেখে যে দুআ হুযূর পড়ে থাকেন এবং কপালের উপর যা লিখে

www.islamfind.wordpress.com

থাকেন এবং যেই দুআর মধ্যে 'মহব্বত' শব্দটি আছে এসকল দুআ পড়ার জন্য আমাকে অনুমতি দিন আর কষ্ট না হলে এগুলোর উপকারিতাও জানিয়ে দেবেন। ঐ দুআ এবং কপালের উপর হুযূর যা লেখেন সে ব্যাপারটা আমি অন্যদের কাছে জেনে নিয়েছি।

বিশ্লেষণঃ তারপরও সব লিখে দিচ্ছি, মাথার উপর হাত রেখে পড়ি

بسم الله الذى لااله الا هو الرحمن الرحيم. اللهم اذهب عنى الهم والحزن

এ দুআটি হিসনে হাসীনে পাওয়া যায়। এর উপকারিতা অর্থ থেকেই বুঝা যায়। (চিন্তামুক্ত হওয়া)। কপালে লিখি- الله

এর উপকারিতা কোনো দলিল থেকে জানা নেই। শৈশব থেকে অভ্যাস হিসাবে করে আসছি। মহব্বত শব্দ আছে যে দুআটির মধ্যে সেটা হল–

اللهم أعط محمدا الوسيلة واجعل فى المصطفين محبة والعالين درجة.

وفى المقربين داره

এই দুআটির উল্লেখ করেছেন কাযী সানাউল্লাহ রহ. হাদীসের উদ্ধৃতিতে উপকারিতাসহ কোনো এক রচনায়। শৈশবে পড়েছিলাম। আজ আর সে সবের কথা স্মরণ নেই।

হালঃ পূর্ববর্তী এক চিঠিতে লিখেছিলাম যে, অযীফা আদায় করার সময় বোঝার মতো লাগে, আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে সেটা কেটে গেছে। এখন হুযূরের কাছে আমার যে চিঠিটা রয়েছে সেটাতে উল্লেখ করেছি যে, নামাযের প্রতিটি রোকনে এক বিশেষ মজা আল্লাহ্‌র রহমতে এবং হুযূরের বরকতে পাচ্ছি। তাশাহহুদ, দরূদ এবং দুআর মধ্যে এক খাস কাইফিয়াত তৈরি হয়। হুযূর যখন নামাযের এক একটি তাকবীর বলেন তখন আমার ভেতর থেকে কলিজা লাফাতে থাকে। আজ নতুন একটি বিষয় ঘটল এই যে, যখন ইসমে যাত ইত্যাদি থেকে ফারেগ হলাম এবং আমার কামরার দিকে যেতে লাগলাম তখন মনে হল কেউ যেন আমাকে ধরে থামিয়ে দিচ্ছে। হুযূরের মহব্বতের আবেগ উথলে উঠল। সেই মহব্বতের অশ্রু ঝরতে থাকল দু-চোখে। মনকে বুঝালাম হযরত তো তোমার প্রতি কত দৃষ্টি দিয়েছে। তুমি কী ছিলে আর কী হয়েছ? এ সবই হযরতের সুদৃষ্টির ফল নয় তো কী? আমার মনও হযরতের সকল অবদান স্বীকার করে, তবে তার আকাঙ্ক্ষা আরো বেশি, পেতে চায় আরো বেশি।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৭২

www.islamfind.wordpress.com

শেষ পর্যন্ত যখন আর দূরে থাকা সম্ভব হল না ছুটে গেলাম হযরতের দরবারে। হুযূরের সামনে গিয়ে বসে থাকলাম। সেখানেও কাঁদতেই থাকলাম। মনের ইচ্ছা ছিল এরকম যে, হুযূর যতক্ষণ বসা থাকবেন চেহারা মুবারক দেখতে থাকব। হাফেয... সাহেব চুপি চুপি কথা বলছিলেন হুযূরের সঙ্গে। আমি এই খেয়ালে সেখান থেকে চলে আসলাম যে, হয়ত কোনো গোপন কথা চলছে। সেখান থেকে এসে খেয়ে ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুমের মধ্যে দুটি স্বপ্ন দেখলাম। এক- দেখলাম যে, হযরত অত্যন্ত স্নেহপরায়নতার সঙ্গে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। বলছেন তুমি দুনিয়ার কোনো কিছুকেই ভয় করো না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর পরোয়া করো না। ভয় করবে শুধু আল্লাহ্কে, তাঁর বড় বড় অলীকে। তবে উপরে আমি যে পেরেশানির কথা লিখেছি সেটা ভীতির কারণে নয় বরং সেটার মূল উৎস হুযূরের মহব্বত এবং আমার অকর্মন্যতা আর আল্লাহ্ তাআলার মহব্বতের প্রতি অনুরাগ।

দুই- দেখলাম বিরাট বড় একটি মজলিস। সকলে হালকা বেঁধে বসে হযরতের অপেক্ষা করছেন। সবাই বলছেন হুযূর এসে বুখারী শরীফের সবক উদ্বোধন করবেন। বুখারীর সবক শুরুর জন্য আগ্রহী অপেক্ষামান জামাতের মধ্যে আমিও বসা। হযরত অযু করে দু-রাকাত নামায আদায় করলেন এরপর মজমায় হাজির হলেন। হুযূরের দাড়ি মুবারক যত বড় তার চেয়ে কিছুটা বড় বড় দেখতে পেলাম এবং দেখলাম কোথাও বড় কোথাও ছোট, কোথাও বেশি ঘন কোথাও পাতলা। হযরতের চেহারা দেখাচ্ছিল খুব নূরানী। হুযূর বসলেন এবং বুখারী শরীফ শুরু করলেন। বুখারী পড়া যিনি শুরু করলেন সেই ক্বারী আমার অপরিচিত। হুযূর বিস্ময়কর রহস্য ও হিকমতপূর্ণ বয়ান উপস্থাপন করলেন। যেগুলো মনে নেই বলে আমার পক্ষে বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে একটি বিষয় হুযূর তাকরীর বা আলোচনায় বলেছিলেন যা আমার মনে আছে। সেটা হল- মানুষের সব চেষ্টা, পরিশ্রম ও তদবীরের উপর সর্বদা জয়ী হয় আল্লাহ্ তাআলার তাকদীর। হুযূর মেহেরবানী করে তা'বীর জানিয়ে ধন্য করবেন।

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ্ তাআলা আপনার ভাগ্যে জাহেরি ও বাতেনিভাবে ইত্তেবায়ে সুন্নতের সৌভাগ্য নসীব হবে এবং সুন্নতের বারাকাত ও সামারাত লাভ করবেন। যা প্রকৃত মাকবুলিয়াতের আলামত। আর সেটার বড় ভূমিকা হল মুর্শিদের প্রতি মহব্বত, আল্লাহ্র মেহেরবানীতে সেটাও আপনি লাভ করেছেন।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৭৩

হালঃ হুযূর! আমি তো প্রায় দুই শ এর বেশি আপনার বাণী সংকলন করেছি। ইনশাআল্লাহ্ হুযূরের বরকতে সেগুলোর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সীমাহীন কল্যাণ লাভ করব।

বিশ্লেষণঃ যদি কষ্ট মনে না করেন তবে পরিস্কার করে লিখে আমাকে দেখিয়ে নিন। এতে ওটা নির্ভরযোগ্য হবে এবং অন্যদের জন্য কল্যাণকর হওয়ার যোগ্যও হয়ে যাবে।

হালঃ কিন্তু এই খাদেমের আকাঙ্ক্ষা এই যে, হুযূরের মা'মূলাত এবং চাল-চলন ও ভাব-ভঙ্গির কিছু উসূল যদি জানতে পারতাম তবে খুবই ভালো হত। হুযূরের মা'মূল সম্পর্কে লিখা আমার জন্য সহজ হয়ে যেত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হুযূরের মা'মূলাতের কয়েকটি উসূল উল্লেখ করছি।

১। লা-ইয়া'নী ও ফুযূল অর্থাৎ অনর্থক ও অনাবশ্যক সব কিছু থেকে দূরে থাকা।

২। কলবকে ফারেগ রাখা অর্থাৎ দীনী প্রয়োজনের বাইরে কোনো ব্যক্তি এবং বস্তুর প্রতি কোনোরূপ মোহ না রাখা।

৩। কঠোরভাবে সময়ের শৃঙ্খলা ও রুটিন মেনে চলা।

৪। মাখলুকাতের কল্যাণ করা এবং ক্ষতি থেকে দূরে থাকা।

৫। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো আমীর উমারার কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ না হওয়া।

এ ধরনের আরো যে উসূল ও নীতিমালা যা আমার জানা নেই বা মনে নেই সেগুলো সম্পর্কে আমার নিবেদন এই যে, যদি সেগুলো কোনো রচনার মধ্যে উল্লেখ হয়ে থাকে মেহেরবানী করে আমাকে জানাবেন। অথবা যদি কষ্টকর না হয় তবে হুযূর এরূপ উসূল লিখে দিলে সারাজীবনের জন্য তাবিজ বানিয়ে সঙ্গে রেখে দিব ইনশাআল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ প্রথম হল আমার এতখানি অবসর নেই। দ্বিতীয়ত এক বৈঠকে এত কথা কি মনে করা সম্ভব? এর জন্য সহজ পন্থা এটাই যে, দেখতে থাকুন, লিখতে থাকুন। তারপরও আপনাকে জানাচ্ছি যে, মৌলভী মুহাম্মদ মুস্তফা সাহেব মা'মূলাতে আশরাফী নামে একটি সংকলন প্রস্তুত করেছেন। সেখান থেকে আপনি অনেক সাহায্য পেতে পারেন।

***

হালঃ মা'মূলাত ও অযীফা সহজেই আদায় হয়ে যাচ্ছে। জমিদারী বিষয়ক কারবারের প্রতি কেমন যেন অনাগ্রহী ও বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছি। মেজাজের

www.islamfind.wordpress.com

মধ্যে আজকাল রাগ বেড়ে যাচ্ছে। শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ বাড়ির লোকজন অথবা অন্য কাউকে করতে দেখলে তাদের সঙ্গে কঠোর ভাষায় কথা বলি। বেশিরভাগ ঘরোয়া বিষয়ে ঝাঁঝালো কণ্ঠে কথা বলা হয়ে যাচ্ছে। নিজের দিকে, পোশাক, ঘর-দোর ইত্যাদি পরিপাটি হওয়ার দিকে, ধন-সম্পদ বাড়ানোর দিকে বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নেই। নেই এর জন্য কোনো চেষ্টাও। অবশ্য নামাযের পর আল্লাহ্ তাআলার নিকট এই দুআ নিয়মিতই করে থাকি যে, যা কিছু তুমি আমাকে দান করেছ দয়া করে সেগুলো হিফাজতের ব্যবস্থা করে দাও। এতটুকু সম্পদ-সম্পত্তি আমার জীবন ধারণের জন্য আল্লাহ্র ফযলে যথেষ্ট। যখন কোনো কঠিন ঝামেলা বেধে যায় অর্থাৎ আদালতে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই বলে মনে হয় তখন এই খেয়াল চেপে বসে যে, সব ঝামেলা থেকে নিজেকে আলাদা করে নেই। কিন্তু মা এবং আহলিয়ার জোরাজুরির ফলে পড়ে যাই ভীষণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে। আমি ছাড়া কাজ করার মতো তাদের কেউ নেই। মা বলেন যে, সব ঝামেলা মিটে যাবে। সত্যিই আল্লাহ্র ফযলে সেটাই হয়, আদালতে যাওয়া ছাড়াই সবকিছু মিটমাট হয়ে যায়।

আমার পোশাকের অবস্থা এই যে, ইতিপূর্বে শেরওয়ানী, বুট ইত্যাদি ব্যবহার করতাম কিন্তু এখন হুযূরের লেবাস-পোশাক যখন থেকে দেখেছি সেই তরীকাই মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছি। ব্যবহার করে সীমাহীন আনন্দ ও মজা পাই। যদিও শুরুর দিকে মানুষ তিরস্কার করেছে, হেঁসেছে, বিদ্রূপ করেছে কিন্তু আল্লাহ্র ফযলে এই অপদার্থের মনের উপর সেগুলো কোনোই প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

জমিদারীর কাজ করতে গিয়ে আতঙ্কিত হই এই কারণেও যে, অজ্ঞতার কারণে কখনো শরীয়ত বিরোধী কিছু করে ফেলি কিনা। যদিও আমি সাধ্যমতো সাবধান থাকার চেষ্টা করি।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্ সবই হালতে মাহমূদাহ।

***

হালঃ কিছুই নেই আমার। আছে শুধু বুকভরা আশা আর সুদৃঢ় ভরসা। আমি নিজেকে বলি তুই তো পৌঁছে গেছিস ফয়েয ও বরকতের এমন এক উৎসমুখে যার দৃষ্টিতে মাটিও হয়ে যায় পরশ পাথর। এখান থেকে সহী ইয়াকীন ও আকীদা নিয়ে কোনো সত্যের পিপাসু পরিতৃপ্ত না হয়ে ফেরে নি কখনো।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৭৫

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ আমি আবার এমন কী হয়ে গেলাম! তবে হ্যাঁ যা কিছু এখানে আছে হযরত হাজী সাহেব রহ. এর বরকত। যা প্রবাহিত হচ্ছে আমার মতো এক নিষ্প্রাণ নালার মধ্য দিয়ে।

পীরের প্রত্যেক মন্দ প্রভাব মুরীদের উপর হবে না

হালঃ আমার মনে একটি সংশয় রয়েছে। সেটা এই যে, আমার আমলী হালত খারাপ, এরপরও আমার প্রতি সুধারণাবশত যেসব লোক আমার সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন, আমার কারণে যদি তাদের উপর কোনো মন্দ প্রভাব পড়ে তাহলে এর মানে এই যে, আমি তাদেরকে ধোকা দিলাম। এই চিন্তাটা মাঝে মাঝে এত তীব্র হয়ে যায় যে, মন বলে ইসলাহ, তালীম ও তালকীনের এই সব কাজ ছেড়ে দেই এবং লোকজন যা জানতে চাইবে উপস্থিত ক্ষেত্রে জানা থাকলে বলে দিব আর জানা না থাকলে চুপচাপ থাকব। মনে মনে আবার এ কথাটাও ভাবি যে, আপনি তো অনেক ভালো বোঝেন এবং নিশ্চয় জেনে বুঝে আমাকে ইজাযত (খিলাফত) দান করেছেন। এর ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ এখন আমার জ্ঞান-বুদ্ধির উর্ধ্বে। যাই হোক ইসলাহের কাজ আমি করি আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা রেখে আমার দিক থেকে নেক আশা নিয়ে এবং এই কাজে বিনা দলিলে আমি আপনাকে অনুসরণ করি। আপনি দুআ করুন আল্লাহ্ তাআলা এই কাজকে আমার আখিরাতের জন্য কল্যাণকর করুন। এবং এ কাজে আমাকে আল্লাহ্ তাআলা যেন সর্বপ্রকার ভুল, গোমরাহী, বিপথগামিতা এবং সর্বপ্রকার ফিতনা থেকে মাহফূয রাখেন। উপরে যে সংশয়ের কথা আমি উল্লেখ করেছি সে বিষয়ে হুযূর মেহেরবানী করে সহজভাবে আমার জন্য প্রশান্তিজনক কোনো জবাব দিন।

বিশ্লেষণঃ এই সংশয় ও সন্দেহের জবাব এই যে, ইসলাহের কাজ আকাবির ও মাশায়িখ সকলেই করেছেন, সুতরাং এর উপর তাদের ইজমা ও ঐক্যমত রয়েছে। অথচ এই সংশয় তো প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সত্য। কেউই তো নিজের হালতকে ভালো মনে করে না। তারপরও এই খিদমত সকলেই আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তাহলে ইসলাহী আমলের বুনিয়াদ ইজমায়ীভাবে স্বীকৃত। এর সারমর্ম এটাই যে, অন্যের উপর মুলকিনের (সবক ও অযীফা দানকারী পীরের) প্রত্যেক ত্রুটির প্রভাব পড়ে না। বরং প্রভাব পড়ে সেই ত্রুটির যা

www.islamfind.wordpress.com

স্পষ্টতঃ শরীয়ত বিরোধী এবং যা পরিমাণে অনেক হয় অথবা পরিমাণে অল্প কিন্তু অনুশোচনা ও প্রতিকার বিহীন হয়। অথবা যে ত্রুটি আকীদা ও নিয়তের মধ্যে হয় যেমন সত্য গোপন করা, হুব্বে মাল, হুব্বে জাহ ইত্যাদি। নতুবা সুধারণার প্রভাবই গালেব এবং উপকারের মাপকাঠি হয়ে থাকে।

পীর থেকে উপকৃত হওয়ার শর্ত

হালঃ হুযূরের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা রয়েছে। তবে এই ভক্তি-শ্রদ্ধা হুযূরের ইলমের কারণে। আর আপনার প্রতি আমার মহব্বত ও ভালোবাসার কারণ আপনার নবীওয়ালা আখলাক। তবে যে মহব্বত পীর ও মুরীদের মাঝে হয় এবং যা মানুষের মাঝে প্রচলিত, সেটা আমার মধ্যে নেই। জিজ্ঞাসা এই যে, শেষোক্ত মহব্বতের অনুপস্থিতির কারণে আমি কি আপনার থেকে উপকৃত হতে পারব? নাকি এ ব্যাপারে আমার ত্রুটি হবে।

বিশ্লেষণঃ পীর ও মুরীদের মাঝে যে মহব্বত থাকে সেটা না থাকার কারণে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি হবে না। ইস্তিফাদার (উপকৃত হওয়ার) শর্ত হুব্বে আকলী হুব্বে ত্বয়ী নয়।

বাইআতের মধ্যে তাড়াহুড়া না করা উচিৎ

হালঃ এই খাদেম নিজের হালতের সংবাদ জানিয়ে এই মর্মে একটি চিঠি হুযূরের খিদমতে পাঠিয়েছিল যে, 'হুযূরের এই খাদেমকে গোলামীর হালকায় সামিল করে মুরীদীর গৌরব দান করবেন। সুলূকের ক্ষেত্রে যে কোনো নির্দেশ অম্লান বদনে মেনে নেওয়ার জন্য হাজির আছি।' এর জবাবে হুযূর ইরশাদ করেছিলেন 'হালত শুনে খুশী হলাম। আপাতত আপনি কসদুস সাবীলের ব্যস্ত আলেমের রুটিন মতো আমল শুরু করে মাঝে মাঝে হালতের এবং মা'মূলাতের অবগতি দিতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ্ সিলসিলা চলতে থাকবে। বাইআতের জন্য তাড়াহুড়ার কিছু নেই।'

হুযূরের নির্দেশনা মোতাবেক কসদুস সাবীলের ব্যস্ত আলেমের রুটিন অনুসরণ করে চলছি। যেটুকু সুযোগ পাই সাধ্যমতো আমল করি। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি যেন স্থায়িত্ব দান করেন। এখনো পর্যন্ত তাহাজ্জুদের পাবন্দি করছি। মোটকথা সেখানের নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করে যাচ্ছি। তবে কোনো স্বাদ ও মজা পাচ্ছি না। এজন্যই নিবেদন এই যে, অধমকে গোলামীর

www.islamfind.wordpress.com

হালকাতে গ্রহণ করে বাইআতের মর্যাদা দান করুন। হুযূর ছাড়া দুনিয়াতে আমার কোনো সাহায্যকারী নেই। দীনী হালত আমার খুবই খারাপ। তাই হুযূর মেরেবানী করে আমাকে আপনার মুরীদ করে নেবেন।

বিশ্লেষণঃ বুঝাই যাচ্ছে স্বাদ পাওয়ার উদ্দেশ্যে মুরীদ হতে চান। মনে রাখবেন স্বয়ং স্বাদ মাকসূদ বা লক্ষ্য নয় এবং মুরীদ হলেই স্বাদ পাওয়া যাবে সেটাও নিশ্চিত নয়।

অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি অন্যকে মুরীদ করার নিষেধাজ্ঞা

প্রশ্নঃ মৌলভী হাফেয... সাহেব যাকে হাজী সাহেব খিলাফত দিয়েছেন তিনি এক স্থানে বলেছিলেন যে, যদি কেউ তোমাদের কাছে মুরীদ হতে আসে এবং অবিলম্বে চিন্তা-ভাবনা না করে মুরীদ করে নাও তবে সেটা ভালো। তাঁর এই বক্তব্যের ভিত্তিতে আমি বেশিরভাগ মানুষকেই মুরীদ করে নেই এবং এখনও মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হয় যে, কেউ কেউ মুরীদ করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। আমি কোনোভাবেই নিজেকে বাইআত নেয়ার (মুরীদ করার) যোগ্য মনে করি না। এবং আমার মধ্যে এরূপ আগ্রহও নেই যে, লোকে আমাকে পীরসাহেব বলুক অথবা (আল্লাহ্ না করুন) এর মাধ্যমে আমি অর্থ-কড়ি কামাই। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এমন হয় যে, নিজেরই আত্মীয়-স্বজন বা প্রিয় মানুষের মধ্যে পুরুষ এবং মহিলা বাইআত নেওয়ার জন্য জোরাজুরি করেন। এদের চাহিদা মতো মুরীদ করে নেওয়াতে শুধু এতটুকু লাভ দেখেছি যে, এর ফলে আমার মুখ দিয়েও তওবার শব্দগুলো উচ্চারিত হবে। আর কিছু না হলেও তারা নামাযের পাবন্দ হবেন। আমার কথা মানবেন এবং সহীহ আকায়েদ শিক্ষা দেওয়ার একটা সুযোগ আমার লাভ হবে। পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে মুরীদ না করলে আমার আত্মীয়ের মধ্যেই বড় বড় পীর রয়েছেন। এসব লোক তাদের কাছে গিয়েই মুরীদ হয়ে যাবেন। তখন তো ঐ লোকগুলোকে কিছুই বলার সুযোগ থাকবে না। ঐ সব পীরের অবস্থা কী বলব! তাদের মধ্যে সর্বাধিক যোগ্য কামেল ও আল্লাহ্ভীরু যাকে মনে করা হয় তার মা'মুলি একটি কথা এ রকম-

وہی جو مسندِ عرش تھا خدا ہو کر - اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفےٰ ہو کر

(অর্থ- খোদা হয়ে যিনি আরশে ছিলেন হেলান দিয়ে, নেমে পড়লেন মদীনায় তিনিই মুস্তফা হয়ে। (নাউযুবিল্লাহ্)

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৭৮

www.islamfind.wordpress.com

এটুকু থেকেই বুঝে নিন অন্যদের বিষয়টি। সুতরাং এই কল্যাণ চিন্তা থেকেই হাফেয সাহেবের উক্তির কারণে আমি সাহস করেছি। এখন হুযূর মেহেরবানী করে বলুন যে, আমার উক্ত চিন্তা ও কাজ কতটুকু ঠিক হয়েছে এবং সামনে এরূপ হলে কী আমার করা উচিৎ? মঞ্জুর করব নাকি ফিরিয়ে দেব। আমি নিজেকে খুব ভালো করে চিনি- 'নিজেই পথ হারা অন্যকে পথ দেখাবে কী?'

জবাবঃ সর্বপ্রথম একটি দৃষ্টান্ত শুনুন, মনে করুন কেউ নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে ভুল চিকিৎসা করেন এবং রুগীদের মৃত্যুর অথবা ভয়াবহ রোগের কারণ হন। এটা দেখে একজন দয়াবান ব্যক্তি নিজেই রুগীদের মৃত্যু থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে আরেকটি চিকিৎসা কেন্দ্র খুলে বসেন এবং বলতে থাকেন যে, যদিও চিকিৎসা বিদ্যা আমারও জানা নেই কিন্তু আমার এই চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার কারণে রুগীরা অন্তত ভুল চিকিৎসাজনিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবে। যদিও চিকিৎসা আমিও করব না যার ফলে বিপদের আশঙ্কা তৈরি হবে কিন্তু ঐ ভুল চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসা থেকে বেঁচে থাকার পরামর্শ দিব। (অর্থাৎ বিনা চিকিৎসায় রুগী মারা গেলেও ভুল চিকিৎসায় কেউ মরবে না।) আপনি বলুন ঐ দয়াবানকে কি এই (চিকিৎসাকেন্দ্র খোলার) অনুমতি দেওয়া যাবে, না কি তাকে এটা বোঝাতে হবে যে, চিকিৎসাকেন্দ্র না খোলার চেয়ে এটা (খোলা) এই কারণে বিপদজনক যে, না খুললে ভুল চিকিৎসাজনিত মৃত্যুর জন্য দায়ী এই দয়াবানকে বানানো হত না এর জন্য দায়ী হতেন সেই আনাড়ী চিকিৎসক আর এখন বিনা চিকিৎসায় যারা মারা যাচ্ছে তাদের সকলের জন্যই দায়ী হবে এই দয়াবান।

আপনার অবস্থা এবং ঐ দয়াবানের অবস্থার মধ্যে যদি কোনো পার্থক্য না থাকে তাহলে বুঝে নিন আপনার করণীয়। যদি বলেন পার্থক্য আছে তাহলে বলুন সেটা কী? বাকি থাকল লোকদেরকে গোমরাহী থেকে বাঁচানোর ব্যাপারটি, সেটা তো মুখের দ্বারাও সম্ভব। আপনি বুঝিয়ে বলার পরও যদি কেউ না বোঝে তার জন্য সেই দায়ী। এখান থেকে কেউ যদি এরূপ চিন্তা করে যে, লোকদেরকে মুরীদ করে নিয়ে পরে কোনো কামেল পীরের কাছে পৌছে দিলেও তো হবে। চিন্তা করে দেখা যায় যে, তাতেও বহু সমস্যা রয়েছে। প্রথম সমস্যা এই যে, অনেক মুরীদই পরে অন্য কারো কাছে যেতেই রাজি হবে না। দ্বিতীয় সমস্যা এই যে, কয়েকদিনের মধ্যে এই ধরনের অপরিণত পীরের মনে জনগণের ভিড় দেখে তৈরি হবে আত্মপ্রশংসা, উজব ও রিয়া। অন্যের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করাটা লজ্জাজনক বলে শিখতেও যাবে না,

www.islamfind.wordpress.com

তার অজ্ঞতাও কখনো দূর হবে না। সে (অজ্ঞ হলেও) কখনোই নিজের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করবে না। এর ফল হবে- 'নিজেও গোমরাহ হবে অন্যদেরও গোমরাহ করবে' হাদীসের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে।

পীরের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠানো মাহরূম হওয়ার কারণ

হালঃ হুযূর একটি আম মজলিসে বলেছিলেন- পীরের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন মাহরূমীর (বঞ্চিত হওয়ার) কারণ। হুযূর! আপনার জন্য আমার অন্তরে যে মহব্বত আছে, যে শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে সেটা শুধু আল্লাহ্ই ভালো জানেন। কিন্তু এত ভক্তি-ভালোবাসার পরও হুযূরের কোনো কোনো কাজের ব্যাপারে কখনো কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে মনের মধ্যে এই খিয়াল আসে যে, হুযূর এ রকম কেন করলেন, ঐ রকম কেন করলেন। এরপর সাথে সাথেই চিন্তা করি যে, এটা তো এ'তেরায-আপত্তি। আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইতে থাকি। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে, এটা হুযূরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অভক্তির কারণে হয় না, হয় শুধুমাত্র আমার বুদ্ধির ত্রুটি ও অজ্ঞতার কারণে। যেখানে বুঝতে পারি না কাজটির কারণ কী? এখন পেরেশান হয়ে আছি যে, আমার মাহরূমীর কারণ নয় তো এটা? এই প্রশ্ন এই আপত্তিই আমাকে বঞ্চিত করে দিচ্ছে না তো? হুযূর মেহেরবানী করে সান্ত্বনার ব্যবস্থা করবেন।

বিশ্লেষণঃ অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে এটা গাইরে এখতিয়ারী আবার যথাসাধ্য আপনি সেটা প্রতিরোধের চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন সে কারণে ক্ষতিকর হবে না তবে উত্তম হবে যদি আপনি আল্লাহ্ প্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধি খরচ করে ঐ কাজগুলোর হাকীকত বুঝে নিতে পারেন।

পীরের সোহবত ও লিখিত নির্দেশনার (তালীমের) উপকারিতা

প্রশ্নঃ ফিকাহ, হাদীস ও তাসাওউফ ইত্যাদি সকল ইলমেরই কিতাবাদি মওজূদ আছে। কোনো ইলমেরই কোনো কিতাবের অভাব নেই। যে কেউ ইচ্ছা করলে কিতাবাদি দেখে পড়াশোনা ও আমল করতে পারে। তাহলে কোনো বিশেষ ব্যক্তির সোহবত গ্রহণ করা জরুরি কেন? আমার মতে এর বেশ কিছু কল্যাণ রয়েছে, যেমন (ক) সোহবত এখতিয়ার করার দ্বারা বুযুর্গদের সিলসিলার বরকত লাভ করা যায়। (খ) বিশেষ কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির যার সোহবত গ্রহণ করা হয় তিনিও কিতাবের লেখা বিষয়গুলোই বলেন কিন্তু বুযুর্গদের মুখের বরকত কিতাবের দ্বারা পাওয়া যায় না, সেটা শুধু সোহবতের

www.islamfind.wordpress.com

মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। (গ) এর মাধ্যমে আমলের শওক বৃদ্ধি পায়। (ঘ) নিজে নিজের যোগ্যতা, অযোগ্যতা, ত্রুটি ইত্যাদি বোঝা যায় না। কিন্তু যার সোহবত গ্রহণ করা হয় তিনি লক্ষ্য রাখেন, দোষ-ত্রুটির কথা বলতে থাকেন, সংশোধনের জন্য প্রয়োজনে কঠোরতাও করেন।

আমি যেহেতু সিলসিলাভুক্ত নই এ কারণে উক্ত সব বরকত থেকেই আমি বঞ্চিত। হুযূরের কাছে আমার হাল জানানো, জিজ্ঞাসা সবই হয় লিখিত, যা কিতাবের মতোই লিখিত এবং মৌখিক নসীহতের যে বরকত কাম্য সেটা থেকে আমি হুযূরের সোহবতে থেকেও বঞ্চিত। তাছাড়া এখানে হুযূরের কাছে থেকে কিংবা অন্য কোথাও থেকে জানতে চাওয়া একই রকম হয়ে যাচ্ছে। যা কিছু জানতে চেয়েছি তার জবাব পেয়ে গেছি। এর মধ্যে নিজের জবুরত ও এস্তেদাদ অর্থাৎ প্রয়োজন ও যোগ্যতা নিজেকেই বুঝে নিতে হয়। সেটা না করতে পারলে ঐ জিজ্ঞাসা ও জবাব একেবারেই অর্থহীন। যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দেশ, নিষেধ, সুন্নত, খিলাফে সুন্নত ইত্যাদি ব্যাপারে জিজ্ঞাসা বা ধরপাকড় না করা হয় সে পর্যন্ত পূর্ণ পায়রবী বা আনুগত্য তৈরি হওয়া কঠিন আর এর জন্য কঠোরতা করা প্রয়োজন যা থেকে এ অধম বঞ্চিত। মোটকথা এই যে, সিলসিলার মধ্যে দাখেল হওয়ার ব্যাপারে আমার মনোভাব এই যে, যখন আমি এর যোগ্য হয়ে যাব হুযূর নিজেই আমাকে সিলসিলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। তবে এতটুকু প্রার্থনা হুযূরের কাছে করছি যে, হুযূর অনুমতি দান করলে যে বিষয়গুলো লিখিত পেশ করে থাকি এখন থেকে মৌখিক পেশ করব। আশা করি হুযূর পিতৃসূলভ স্নেহে অধমের ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেবেন।

বিশ্লেষণঃ আপনার খিয়ালাত সবই সঠিক যা জেনে খুশী হলাম। জিজ্ঞাসাবাদ ও ধরপাকড় তখনই করে থাকি যখন কোনো ভুল-ত্রুটি দেখি। ভুল-ত্রুটি ছাড়া শুধু শুধু কেন সেটা করতে যাব? লিখিত হালকে আমি যথেষ্ট মনে করি না বরং লিখিত বিষয়ের মধ্যে যে ব্যাপারে প্রয়োজন হয় আমি নিজেই তো মৌখিক আলোচনার জন্য বলে থাকি এবং সময় নির্ধারণ করে সেটা শুনেও নেই। পীরের সোহবতে থাকার ব্যাপার, এ বিষয়ে যে সব উপকারিতার কথা আপনি লিখেছেন সেগুলো সবই ঠিক তবে সেগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আরো অনেক উপকারিতা আছে। সোহবতে থেকে যে আলোচনা পীরের মুখ থেকে শুনতে পাওয়া যায় সেগুলোই হয়ে থাকে বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত তাহকীকাত ও মাসাইলের সার নির্যাস, যার দ্বারা নিজের হালও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। তাছাড়া আহলে সোহবতের মধ্যে যারা বরকতওয়ালা হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

থাকেন তাদের সোহবতের একটি উপকারিতা হল বরকত লাভ এবং তাদের (প্র্যাকটিক্যাল) আমলের ধরন দেখে শিক্ষা নেওয়া। সুতরাং কিতাব পড়ে আমল করার চেয়ে এই সোহবত বহুগুণ বেশি উপকারী। এর উপকারিতার ব্যাপারে যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকত তবে কিছুতেই মুরীদদের জন্য আমি এ ব্যবস্থা অনুমোদন করতাম না। আর যদি সোহবত অনাবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও কাউকে আমি আবশ্যকতার নিয়ম থেকে ব্যতিক্রম করতে শুরু করি তবে অন্যদেরও এইরূপ দরখাস্ত মঞ্জুর করতে আমি বাধ্য হয়ে পড়ব। তখন এর পরিণতি কী হবে? তখন যেই সব জরূরত ও মাছলিহাত, প্রয়োজন ও কল্যাণ লাভের জন্য আমি এ ব্যবস্থার অনুমোদন করেছি সেগুলো সবই নষ্ট হয়ে যাবে। খুব ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করুন এবং নিশ্চিন্ত থাকুন।

শরীয়ত বিরোধী কারো হাতে বাইআতের শপথ করলে ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব

হালঃ আমি একজনের মুরীদ হয়ে গেছি। পরে জেনেছি তিনি ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী। পড়েছি ভীষণ চিন্তায়। আমি কি ঐ শপথ ভাঙতে পারি?

বিশ্লেষণঃ ভেঙে ফেলা আপনার উপর ওয়াজিব।

হালঃ ঐ বাইআত ভেঙে ফেলার সংবাদ কি পীরকে জানাতে হবে?

বিশ্লেষণঃ সংবাদ জানিয়ে দেয়া উত্তম যদি কোনো ঝগড়া বা ফেৎনার আশঙ্কা না থাকে। না জানালেও সমস্যা নেই। আপনার ইচ্ছাটাই যথেষ্ট।

বাইআত ভাঙ্গার তরীকা

প্রশ্নঃ বাইআত ভাঙ্গার পন্থা কী?

জবাবঃ মনে মনে সংকল্প করবে যে, তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না।

তারবিয়তের পন্থা বহু ও বিভিন্ন

হালঃ অধম বেশ কয়েকবার হুযূরের কাছে লিখার ইচ্ছা করেছি কিন্তু বিভিন্ন বাধা সেই ইচ্ছা পূরণ হতে দেয় নি। কিছু আত্মীয়-স্বজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় বারবার সেখানে যেতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় বাধা এই যে, যখনই লিখতে চাই বিষয়বস্তুর আধিক্য এমনভাবে ঘিরে ধরে যে কোনটা রাখব কোনটা লিখব ঠিক করাই কষ্ট। তাছাড়া বিষয়বস্তুর উপস্থাপন কীভাবে করব সেটাও ভেবেছি। ভেবেছি কীভাবে কথাগুলো সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলা

www.islamfind.wordpress.com

গায়। শেষ পর্যন্ত স্থির করেছি কথার বিন্যাস যেমন হয় হোক সবকথা বলতে পারি বা না পারি যতুটকু সম্ভব এবং যেভাবে সম্ভব হুযূরকে আমার হালত অবশ্যই জানাব।

অধম গৌরখপুরের সফরে হুযূরের সফরসঙ্গী ছিল। সে সময় হুযূরের কোনো কোনো ওয়ায থেকে মনে হয়েছে যে, আমার স্বভাব-চরিত্রের মূল কাঠামোটাই খারাপ যার পরিবর্তন অসম্ভব। এ ধারণা আরো শক্তিশালী হল আযমগড়-এ হুযূরের ওয়ায থেকে, নৈরাশ্য এমনভাবে ছেয়ে ধরল যে, একদিন তো হুযূরের নিকট থেকে প্রায় চলেই এসেছিলাম। তবে জৈনপুরের ওয়ায থেকে কিছুটা পরিবর্তন হল এবং পরবর্তী ওয়াযগুলো থেকে এই পরিবর্তনের ধারা অব্যহত থাকল। এমন কি কনূজের ওয়াযে হুযূর বলেছিলেন- 'রুহানী চিকিৎসক কোনো রোগকেই চিকিৎসার অযোগ্য বলেন না। চিকিৎসা করে পরীক্ষা করুন' এই বক্তব্য আমাকে কতখানি উজ্জীবিত করেছিল তা আমি বর্ণনা করতে পারব না। পূর্ণ আলোচনার মধ্যে বিশেষ এই স্থানটুকুর উপর আমি চিহ্ন দিয়ে রেখেছি। হুযূরের এই কথায় আমি নতুন জীবন ফিরে পেলাম। কিন্তু এরপরও আমি বারবার চিন্তা করে দেখেছি যে, আমার মতো এত খারাপ হালত আল্লাহ্ না করুন সম্ভবত আর কারোরই নেই। সারা দুনিয়া তো আর খুঁজে দেখা সম্ভব নয় কিন্তু নিজের জানা-শোনাদের মধ্যে এমন কি আমার নিজের ভাইদের হালত চিন্তা করলে হয়রান হয়ে যাই। ...এর হালত তো মা-শা-আল্লাহ্ খুবই উন্নত। আমি বুঝি তার মতো হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বড় ভাইয়ের কথা চিন্তা করলে দেখি যে, যদিও এ ব্যাপারে তার মধ্যে শিথিলতা আছে তা সত্ত্বেও তার হালত আমার চেয়ে বহুগুণ ভালো। আফসোস! সবচেয়ে নিম্নমানের হালত... এর, কিন্তু সামন্য একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, তারও কিছু কিছু বিষয় একেবারে ঈর্ষনীয়। বাকি থাকলাম আমি, তো বলতে গেলে সকলের আগে কিন্তু বাস্তবে সকলের পিছে। অন্য জিলার এক ব্যক্তিকে আমিই হুযূরের কথামতো যিকিরের তালীম দিয়েছিলাম। এক মাসও পার হয় নি দেখা গেল অবস্থার আকাশ পাতাল পার্থক্য। এখন তার হালত দেখে তো আমার ডুবে মরার ইচ্ছা জাগে। যে কিনা আমারই দীক্ষাপ্রাপ্ত সে এখন এতদূর পৌঁছে গেছে, যার আশপাশেও আমি যেতে পারি নি।

আমি বলতে পারি না আমার মধ্যে কী কী ত্রুটি আছে। কিন্তু আছে অবশ্যই। আমার মনে হয় যদি আজমগড়ের মাওয়ায়েয আবার দেখি তবে সেই নৈরাশ্য আবার জেগে উঠবে। যেটাই হোক আমি সংকল্প করে নিয়েছি যে, প্রত্যেক

www.islamfind.wordpress.com

ওয়াযের শেষে চিহ্ন দেওয়া বিশেষ স্থানগুলো সম্পর্কে হুযূরের সঙ্গে আলোচনা করব। আমি আমার জীবনের বাগডোর তুলে দিয়েছি হুযূরের হাতে। হুযূরের দুআ প্রার্থী।

বিশ্লেষণঃ পত্রপাঠ সমবেদনায় আমি পেরেশান হয়ে উঠব কি মনে মনে বেশ খানিকটা হেঁসেছি এবং আশ্চর্য হয়েছি যে, আপনি চিকিৎসক হয়ে কী করে এ ধরনের অযৌক্তিক চিন্তায় ক্লিষ্ট হলেন। আপনি কি কখনো দেখেন নি যিনি সাধারণ পরীক্ষায় সুস্থ স্বাভাবিক তিনিও যদি সফরের মধ্যে সুস্থতা ও অসুস্থতা বিষয়ক আপনার সাধারণ আলোচনা শোনেন তবে কি নিজেকে অসুস্থ মনে করবেন না? অথবা যদি আপনার সব সময়ের সাবধান বানী (এটা করো না, ওটা করো না। এতে এই ক্ষতি, ওতে ঐ ক্ষতি ইত্যাদি) যা আপনি সতর্কতামূলক পূর্ণ সুস্থতা লাভের উদ্দেশ্যে বা বিদ্যমান সুস্থতাকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকেন, সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে তবে কি নিজের অসাবধানতার ব্যাপারে তার ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাবে না? এ অবস্থায় তাকে সুস্থ বলা কি আপনার ঠিক হবে অথবা ঐ ব্যক্তির কি নিজেকে অসুস্থ ভাবা ঠিক হবে?

হযরত! মনে রাখবেন প্রকৃত চিকিৎসা শাস্ত্রের বিচারে যেমন কোনো ব্যক্তিই পূর্ণ সুস্থ নন তেমনিভাবে প্রকৃত রূহানী চিকিৎসা শাস্ত্রের বিচারেও কেউই পূর্ণ সংশোধিত নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুস্থতার সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তার নিজস্ব ও বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে।

পীরের ধমকী ও তিরস্কার

প্রশ্নঃ আমি এক জায়গায় দেখেছি যে, আল্লাহ্‌র অলীদের মধ্যে একদল এমন থাকেন যারা নিজেদেরকে তিরস্কৃত (মালামাতিয়া) হিসাবে গণ্য করেন। তাদের কাজকর্ম বাহ্যপন্থীদের নিকট নিন্দনীয় বা অন্যায় মনে হয়। শুধু তাই নয় আহলে জাহের তাদের কাজকর্মকে আপত্তিকর মনে করে তাদের উপর লানত (দোষারোপ) করতে থাকেন। কিন্তু ঐ সব আল্লাহ্‌র ওলী এগুলোর কোনোই পরোয়া করেন না বরং ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ধরনের কাজ করেন যেন মানুষের দৃষ্টিতে তারা নিকৃষ্ট ও ধিকৃত থাকেন। সুতরাং অধমের এটাই বুঝে এসেছে যে, হুযূরও নিজেকে উল্লেখিত দলের মধ্যে গণনা করে মুরীদদেরকে ধমক, তিরস্কার ও রাগ করে থাকেন। যা আহলে জাহেরের কাছে ভুল মনে হয়। হুযূর এমন একটি প্রশংসনীয় পন্থা অবলম্বন করেছেন যার দ্বারা নেককার

www.islamfind.wordpress.com

ও খাঁটি তালেবীনের দ্রুত ইসলাহ হয়ে যায় পক্ষান্তরে একই পন্থায় বদদীনদের গুমরাহী বেড়ে যায়। বিষয়টি ঠিক সেই রকম যা বলা হয়েছে কুরআনে- 'উহা দ্বারা তিনি বিভ্রান্ত করেন অনেককে আবার হিদায়াত দান করেন অনেককে।' তো ব্যাপারটি যেন শানে নবুওয়াত। হুযূরের কাছে আমার জিজ্ঞাসা যে, অধমের উক্ত ধারণা ও বিশ্বাস কি ঠিক না ভুল?

জবাবঃ একটি কথা ছাড়া সব ধারণা সঠিক। ...ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কাজ করেন যার দ্বারা তারা মানুষের চোখে নিকৃষ্ট ও ধিকৃত। কেননা আমি ইচ্ছাকৃত এরূপ কিছু করি না যার কারণে ধিকৃত হতে হয়।

রুহানী চিকিৎসা একই পীরের নিকট করানো উচিৎ

হালঃ মা'মূলাতের মধ্যে অনেক কিছুই হুযূরের মাশরাব ও মাসলিহাতের খেলাফ ছিল, হুযূরের পূর্ণ মনোযোগের আশায় সেগুলো সব ছেড়ে দিয়েছি।

বিশ্লেষণঃ এটা আপনার মহব্বত ও তলব, ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ। কিন্তু এতে এখনো পূর্ণাঙ্গতার জরুরত রয়েছে। এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত আমি স্পষ্ট ভাষায় কিছু বলি নি এ কারণে যে, তাতে কারো মধ্যে আমার ব্যাপারে একজন বড় বুযুর্গ সম্পর্কে বেয়াদবীর ধারণা জন্ম নিতে পারে। অথচ এ ব্যাপারে আলহামদুলিল্লাহ্ আমি মুবাররা বা দোষমুক্ত। ইশারা ইঙ্গিতে যদিও প্রায়ই এদিকে আপনাকে সজাগ করতে চেয়েছি কিন্তু আজ আপনার '...মা'মূলাতের অনেক...' বাক্যটি অনুমতি দিয়েছে যে একটু খোলাসা করে বলি। সেটা এই যে, কখনো কখনো দুজন চিকিৎসকের চিকিৎসা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আবার চিকিৎসা পদ্ধতি অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও খোদ রুগীর অবস্থা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হতে পারে। একজন রুগী ডাক্তার পরিবর্তন করে চলে গলেন দ্বিতীয় ডাক্তারের কাছে। ইতিমধ্যে রুগীর অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, প্রথম ডাক্তারের কাছে থাকলে তিনিও এই রুগীর পূর্ববর্তী চিকিৎসা পরিবর্তন করতেন। এখানে সারকথা এই যে, কখনো কখনো রুগীর জন্য জরুরি হয়ে পড়ে যে, তিনি প্রথম চিকিৎসকের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস পূর্ণই রাখবেন কিন্তু উভয়ের চিকিৎসা একত্রে প্রয়োগ করবেন না। বরং দ্বিতীয় চিকিৎসকের চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যেই নিজের রোগমুক্তিকে সীমাবদ্ধ ভাববেন। উক্ত ভূমিকার পর নিবেদন এই যে, আল্লাহ্ সাক্ষী আমি আপনার কল্যাণ চিন্তা এবং এর সঙ্গে নিজের অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর বিশ্বাস নিয়ে বলছি যে, যেগুলোকে আপনি হাল মনে করতেন সেগুলো আপনার হার্ট ও ব্রেনের দুর্বলতা ছাড়া আর

www.islamfind.wordpress.com

কিছু নয়। যত ধারণা আপনার মাথার মধ্যে আছে অর্থাৎ ঐ যে, তাওহীদে উলূদী সম্পর্কে যেসব কথা শুনেছেন সেই সব কিছুকে আপনি নিজের জন্য ক্ষতিকর এবং বাতিল মনে করে আ'মালে জাহেরা ও বাতেনাকে মাকসূদ এবং রেজায়ে মাওলাকে গায়াতুল মাকসূদ (চূড়ান্ত লক্ষ্য) মনে করে কাজ করে যান। 'লানাহদিয়ান্নাহুম সূবুলানা' (আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথগুলো দেখিয়ে দেব) এর ওয়াদা নগদ দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্তি বাইআতের উপর নির্ভরশীল নয়

হালঃ হুযূরের নিকট চিঠি পাঠিয়ে দীর্ঘদিন অপেক্ষায় থাকলাম, আফসোস! জবাব প্রাপ্তির সৌভাগ্য হল না। জানি না চিঠিই হুযূরের কাছে পৌঁছে নি না কি জবাব হারিয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ এটা কি আমাকে জিজ্ঞাসা করার মতো কোনো প্রশ্ন? বিশেষ কারো চিঠি আসার না আসার কথা কি আমার মনে থাকা সম্ভব?

হালঃ সেই চিঠিতে আমার একটি খটকার কথা হুযূরের কাছে জানিয়েছিলাম। সেটি এই যে, হাফেজ সাইয়্যেদ আহমাদ সাহেব বেরেলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহির জীবনী পড়লাম। এতে তার প্রতি আমার কলবের যে আকর্ষণ তৈরি হয়েছে এবং যা এখনো রয়েই গেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী পড়ার পর তাঁর প্রতি কলবের এরপর আকর্ষণ কেন তৈরি হয় না? পূর্বের যে চিঠিটার কোনো সন্ধান পেলাম না সেটাতে হুযূরকে আমার এই খটকার বিষয়ে অবগত করেছিলাম। যাই হোক অনেক চিন্তা-ভাবনার পর মনে হয়েছে যে, এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বেশিরভাগ ঘটনা বারবার শোনা হয়েছে পক্ষান্তরে হযরত সাইয়্যেদ সাহেবের বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রথম জানলাম, এজন্যই সেগুলো মনের উপর বিস্ময়কর প্রভাব ফেলেছে। অধম রোগ ও প্রেসক্রিপশন দুটোই করে দেওয়ার গোস্তাখী ক্ষমা চাচ্ছে। পূর্বের চিঠির জবাব না পাওয়ার কারণে মনের সান্ত্বনার জন্য অধম নিজের মন থেকে এই জবাব বের করে নিয়েছি। তবে হুযূর যেটা বলবেন সেটাকেই মনে করব প্রকৃত সান্ত্বনা।

বিশ্লেষণঃ বিষয়টি যেহেতু গায়রে এখতিয়ারী আর গায়রে এখতিয়ারী কোনো বিষয়ের কারণে কাউকে দোষারোপ করা হয় না, করা হয় না অভিযুক্তও। সুতরাং এর ব্যাপারে তত্ত তালাশ, তাহকীক করতে যাওয়ার প্রয়োজন কী?

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৮৬

হালঃ অধম বান্দা আজ পর্যন্ত হুযূরের কাছে এই দরখাস্ত করি নি যে, অধমকে হুযূরের খাদেমদের মধ্যে শামিল করে নিয়ে মুরীদীর গৌরব দান করা হোক। এর প্রথম কারণ এই যে, সম্ভবত আমার মধ্যে মুরীদ হওয়ার আবেদন করারই যোগ্যতা নেই। দ্বিতীয়, আকাঙ্ক্ষা এরূপ ছিল যে, অনুকম্পা হলে নিশ্চয় হুযূর কোনো এক সময় মুরীদ করে নেবেন। যদিও আমার কোনো যোগ্যতা নেই কিন্তু হুযূরের এজাযত হলে এসে মুরীদ হয়ে যাব। এই মনোভাব নিয়ে এতদিন ভালোই ছিলাম কিন্তু আল্ ইমদাদে হুযূরের এই বক্তব্য প্রকাশ হয়েছে যে, আল্লাহ্র নৈকট্য চাইলে তার জন্য সহজ পন্থা এটাই যে, কোনো কামেল পীরের হাতে হাত দিয়ে তার অনুগত হয়ে যাও।

বিশ্লেষণঃ এর মানে কি বাইআত? যদি এটাই আপনি বুঝে থাকেন তবে সেটা ভুল। অনুগত হওয়া আপনার এখতিয়ারী বিষয়। আর এটা নিশ্চিত যে, যায়েদের আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছা আমরের এখতিয়ারী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। বাইআত কবূল করা না করাটা পীরের এখতিয়ারভুক্ত। সুতরাং...

মুরীদ হওয়ার শর্তসমূহ

হালঃ আমি গত বছর অসুস্থ অবস্থায় স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, হযরতের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করছি যে, আমার মাদরাসা থেকে ছয় মাসের ছুটি পেয়েছি। এই ছুটির সময়টা কোথায় থাকা আমার জন্য মুফীদ ও উপকারী। হযরত বললেন যে, তুমি... সাহেবের নিকট থাক অথবা আমার কাছে থানা ভবন থাক। এরপর এ বছর আবারও অসুস্থতার মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি হুযূরের খিদমতে হাজির হয়েছি এবং মুরীদ হওয়ার জন্য আবেদন করছি। হযরত হাতের মধ্যে আমার হাত নিয়ে বাইআত করাচ্ছেন। এই দুটি স্বপ্ন দেখেছি অথচ আমি হযরত মাওলানা... সাহেবের কাছে বাইআত হয়েছি। কিন্তু হুযূরের প্রতি যে পরিমাণ আমার কলবী মহব্বত আছে, আল্লাহ্ সাক্ষী এবং আমি কলবের পরীক্ষা করে জেনেছি যে, উল্লিখিত হযরতের প্রতি তা নেই। কিন্তু ভক্তি-শ্রদ্ধায় আমার মধ্যে কোনো ঘাটতি নেই। উক্ত স্বপ্ন ও রহস্য সম্পর্কে অবগতি দান করবেন।

বিশ্লেষণঃ পূর্ণাঙ্গ জবাব মৌখিক আলোচনাতেই হতে পারে, লিখে আর কতটুকু কী বলা যাবে! তবুও আবশ্যক হিসাবে কয়েকটি বিষয় লিখে দিচ্ছি। (১) যদি এক জায়গায় বাইআত হয়ে অন্য জায়গায় তালীম ও ইসলাহের সম্পর্ক রাখেন

www.islamfind.wordpress.com

তাতে কোনোই সমস্যা নেই, বিশেষত যদি বাইআতের জায়গার সঙ্গে মুনাসাবাত কম থাকে এবং অন্য জায়গায় মুনাসাবাত বেশি থাকে। (২) যেখানে তালীম ও ইসলাহের সম্পর্ক রাখতে চান সর্বপ্রথম জরুরি হল সেখানের রীতি-নীতি সবকিছু ভালোভাবে জেনে নেবেন যেন পরে কোনো সংকোচ তৈরি না হয়। (৩) যেহেতু প্রত্যেক মুরব্বির পন্থা ভিন্ন, সেজন্য পন্থা জানার পর সেটা কবূল করার জন্য নিজেকে পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত করতে হবে। প্রস্তুতির মানে এই যে, সেই পন্থা গ্রহণ করতে গিয়ে যে কোনো বাধা আসুক না কেন (যেমন কোনো কষ্ট, লাঞ্ছনা দৈহিক, মানসিক বা আর্থিক ক্ষতি ইত্যাদি সবকিছু) মেনে নেবার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। (৪) তারবিয়তের ব্যাপারে আমার কর্মপদ্ধতি কিছুটা কঠিন, যা সহ্য করা ইসলাহের আশেক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারোর দ্বারা সম্ভব নয়। (৫) এ কারণে ইসলাহের সম্পর্ক গড়ার পূর্বে যদি কিছুদিন আমার নিকট অবস্থান করে আরো বেশি চাক্ষুস অভিজ্ঞতা অর্জন করে নেওয়া যায় এবং নিজের জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে ফয়সালা করা যায় তবেই উত্তম। এই সব কিছুর পর ইসলাহের কাজ শুরু করাটাই মঙ্গলজনক। (৬) বিশেষত কিবির বা অহঙ্কারের এলাজ আমার নিকট খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব কঠিনও। এর জন্য ধমক এমনকি কখনো প্রহারের ঘটনাও ঘটে থাকে। (৭) অহঙ্কারের রোগ বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে বিজয়ী ও ব্যাপকরূপে বিদ্যমান। বিশেষভাবে যিনি শিক্ষকতা করেন অথবা ওয়ায মাহফিলের সভাপতিত্ব কখনো লাভ করেছেন। (৮) অহঙ্কারের প্রকার এত বেশি যে, প্রায় অগণিত। আবার তার অধিকাংশই এত সুক্ষ্ম ও গুপ্ত যে মুহাক্কিক ছাড়া কারোর দৃষ্টিও অতদূর পৌঁছে না। এ ব্যাপারে উলামায়ে জাহেরদেরও কোনোরূপ হাকীকত অনুসন্ধান ছাড়াই মুহাক্কিকদের অন্ধ অনুসরণ করতে হয়। এ সকল বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে যদি কিছু লিখতে হয় তবে লিখুন।

ইসলাহে বাতেনের জন্য পীরের জরুরত

বখিদমতে শরীফ হযরত তাজুল আউলিয়া সানাদুল আতক্বিয়া সাইয়্যিদুল উলামা দামাত বারাকাতুহুম, আলসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্।

কিছুদিন থেকে ভাবছি হুযূরের কাছে অন্তরের ময়লা সম্পর্কে কিছু আরজ করব। যিকির ও শোগল থেকে তো মাহরূম আছিই অন্তত আখলাকের কিছুটা ইসলাহ হয়ে গেলেও তো গণীমত মনে করতাম। কিন্তু নিয়মিত সেই কাজটাও

www.islamfind.wordpress.com

করার তাওফিক হল না। বর্তমান চিঠির উদ্দেশ্য হল- রযায়েল (অন্তরের পঙ্কিলতা বা রোগ) সম্পর্কে এজমালীভাবে পুরাপুরি নিশ্চিত যে এই গালায়েকের মধ্যে সবই আছে। জায়গামতো সেগুলোর প্রকাশও ঘটে। যেমন 'অহঙ্কার' সময় ও সুযোগ পেলে ঠিক জাহের হয়ে পড়ে। যেমন কিতাব পড়াতে গিয়ে হয়ত কোনো জটিল জায়গার ব্যাখ্যা করলাম, অমনি মনের মধ্যে এই ভাব জেগে উঠবে যে, বাহ! কী চমৎকার ব্যাখ্যা দিলাম, সব জটিলতা মিটে গেল এবং সব ছাত্র ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অমুক হুযূর কি পারবে? এই ভাবনার গায়ে যদি তালিবুল ইলম একটু বাতাস দিয়ে বসে তাহলে তো হল- নফসের খুশী আর দেখে কে! ব্যাস, এভাবেই অন্যের আযমত দিল থেকে উধাও। এমনিভাবে অন্যের ভালো কিছু শুনলে নফ্স কামনা করে যে, আহা! এটা যদি তার না হয়ে আমার হত। যদিও নফ্সের চাহিদা মতো আমল হয়ত হল না এবং অসম্ভব নয় যে, হয়ত কখনো আমল হয়েও যায়। আমার নিবেদন এই যে, আমি বুঝি রযায়েলের (কুস্বভাবগুলোর) একদম মূল্যোৎপাটন অসম্ভব এবং মানুষের ঘারে সে দায়িত্ব চাপানোও হয় নি এবং এটাও বুঝি যে মানুষের দায়িত্ব হল ঐ গুলোর চাহিদামতো আমল না করা এবং সেটা এখতিয়ারী। আমি আরো বুঝি যে, এখতিয়ারী বিষয় সম্পাদন করার জন্য এখতিয়ার প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোনো এলাজ নেই। অন্য কোনো ওষুধ নেই। অবশ্য মাশায়েখগণের তাওয়াজ্জুহ দুআ ও কিছু চিকিৎসার মাধ্যমে এখতিয়ার প্রয়োগ করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু মূলত মানুষকেই হিম্মত করে বিরত থাকতে হয় সেটা সহজ হোক বা কঠিন। এই সবকিছুর পর আমার নিবেদন এই যে, উপরে যেসব কথা লিখেছি সেগুলো সহী না গলদ? ভুল না শুদ্ধ?

বিশ্লেষণঃ সহী।

হালঃ যদি সহী হয়ে থাকে তাহলে পীরের কাছে কুস্বভাব দূর করার জন্য কেন যেতে হয়? পীরের কাছে কিসের ইসলাহ করাতে হয়?

বিশ্লেষণঃ খোদ এই উপলব্ধি অর্জনটাও পীর এর মুখাপেক্ষী। পীরের সোহবত থেকেই এই উপলব্ধি অর্জিত হয় এবং এর তরীকা জানা যায়। এরপর বাকি থাকে আমল, সেটা মুরীদের কাজ। আমলের ক্ষেত্রে পীরের প্রয়োজন নেই। অবশ্য এরপরও কিছু কিছু রযায়েল (কুস্বভাবসমূহের) এর বিশ্লেষণে পীরের প্রয়োজন হয়।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৮৯

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, কখনো কখনো সন্দেহে পড়ে যাই যে, এটা কিবির না এস্তেগনা, অহঙ্কার নাকি নির্মোহতা। কোন্‌টা কিবির আর কোন্‌টা এস্তেগনা এটা বুঝার সহজ পন্থা কী?

বিশ্লেষণঃ অহঙ্কারের সংজ্ঞার সঙ্গে মিলে গেলে অহঙ্কার নতুবা এস্তেগনা।

হালঃ তৃতীয় নিবেদন এই যে, হয়ত কখনো কখনো চাহিদামতো আমল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বুঝতে পারছি না, এটা বুঝার কোনো পন্থা আছে কী? এটা কি নিছক ওয়াস্‌ওয়াসা না কি বাস্তবে সম্ভব যে, কেউ রযায়েলের চাহিদামতো আমল করে যাচ্ছে অথচ সে জানতেও পারছে না?

বিশ্লেষণঃ এতো ঘাঁটা-ঘাঁটির প্রয়োজন নেই। গুরুত্বের সাথে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যেটা বুঝে আসছে না সেটার জন্য মানুষকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না।

হালঃ চতুর্থ নিবেদন এই যে, যদি কেউ মাঝে মাঝে বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রযায়েলকে চিনতেই না পারে, যেমন প্রকৃত অহঙ্কারকে এস্তেগনা থেকে আলাদা করতে না পারে তাহলে সেটা বুঝার জন্য কি নিজের পীরের সাহায্য নেবে নাকি তাসাওউফের কিতাব দেখলে উপকার পাবে?

বিশ্লেষণঃ দুটোই সঠিক পন্থা। দু-ভাবেই উপকার হবে।

***

জনৈক ব্যক্তি একটি কিতাব থেকে তাওয়াদু বা বিনয় বিষয়ক আলোচনা হুবহু লিখে থানভী রহ. এর নিকট পাঠান। তিনি জানান সেই কিতাবী বক্তব্যের আলোকে আমি আমল করতে চাই। দয়া করে হুযূর জানাবেন– এটা ঠিক আছে নাকি ভুল। এর জবাব দিয়েছিলেন হযরত থানভী রহ. নিম্নোক্ত ভাষায়।

বিশ্লেষণঃ মনে রাখবেন চিকিৎসা বিষয়ক বই পুস্তক চিকিৎসকদের জন্য, রুগীদের জন্য নয়। রুগীদের জন্য তো চিকিৎসকের কথাই কিতাব। আপনার মতো বুযুর্গদের দায়িত্ব হল শুধু কিতাব ও বই-পুস্তক দেখে আমল না করা। বরং নিজের অবস্থা কোনো মুসলিহ (সংশোধনকারী পীর) এর কাছে তুলে ধরে তার চিকিৎসা জিজ্ঞাসা করে নেওয়া। অবশ্য মুসলিহ যদি কোনো কিতাব বা বই পড়ার জন্য নির্দেশনা দেন তবে ঐ কিতাব পড়াটা মুসলিহের বক্তব্য শোনার মতোই উপকারী হবে।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৯০

www.islamfind.wordpress.com

ইসলাহে নফসের জন্য পীরে কামেলের আবশ্যকতা

হালঃ সুদীর্ঘকাল থেকে হুযূরের প্রতি এ অধমের রয়েছে ভীষণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা। আমার ভীষণ আগ্রহ রয়েছে সেই বিষয় অর্জনের প্রতি, যা মানুষ আল্লাহ্ ওয়ালাদের নিকট থেকে হাসিল করে। আমি এক মূর্খ আনাড়ি আমি এটুকুও জানি না বুযুর্গদের কাছ থেকে কী বস্তু হাসিল করা হয়? অতএব হুযূর জানাবেন যে, বুযুর্গদের থেকে কী জিনিষ অর্জন করা হয় এবং সে মুতাবেক আমাকে একজন সাধারণ ব্যস্ত মানুষ হিসাবে তরীকতের শিক্ষা এরশাদ করবেন। যা আমার আমলের যোগ্য হবে। জাযা-কাল্লা-হু খাইরান ফিদ্দা-রাইন।

বিশ্লেষণঃ মনের কিছু রোগ ব্যধি থাকে যার চিকিৎসা কিতাবের মধ্যে লিখা আছে। কিন্তু যেমনিভাবে দৈহিক রোগের চিকিৎসার কথা কিতাব বা বই পুস্তকে লিখা থাকলেও ডাক্তার বা চিকিৎসকের প্রয়োজন পড়ে ঠিক তেমনি ভাবে রুহানী রোগ সমূহের চিকিৎসার জন্যও শেখ অর্থাৎ শিক্ষকের প্রয়োজন পড়ে।

এই কথাটুকু যদি আপনি বুঝে থাকেন তবে এরপর রোগের কথা বলব এবং সেটা বুঝার পর বলব চিকিৎসার কথা ইনশাআল্লাহ্।

হালঃ বুযুর্গদের কাছে শিক্ষনীয় বিষয় কি এবং তার পদ্ধতি কি?

বিশ্লেষণঃ করণীয় কাজগুলোর মধ্যে কিছু আছে জাহেরি কিছু বাতেনি। বর্জনীয় বিষয়গুলোর মধ্যেও আছে জাহেরি ও বাতেনি। উভয়শ্রেণীর মধ্যেই কিছু ত্রুটি হয়ে যায় চাই সে ত্রুটি ইলমি হোক বা আমলি। তরীকতের মাশায়েখগণ তালেবের অবস্থা শুনে উক্ত সমস্যাগুলো বুঝে তাদের এলাজ বা মুক্তির ব্যবস্থা ও পদ্ধতি বলে দেন সে অনুযায়ী আমল করা হল তালেব (মুরীদের) এর কাজ। কাজগুলো করা যেন সহজ হয় সে উদ্দেশ্যে কিছু যিকির তারা নির্ধারণ করে দেন। এ আলোচনা থেকে তরীকত ও তার উদ্দেশ্য দুটোই স্পষ্ট হয়ে গেছে।

পীরের সঙ্গে মুনাসাবাত তৈরি হওয়ার পন্থা

হালঃ একটি কথা বলতে চাচ্ছি যদিও ভয় হচ্ছে যে, বেয়াদবি হয়ে যায় কিনা। কিন্তু হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় যে, কোনো একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া

www.islamfind.wordpress.com

রাসূলাল্লাহ! আপনার সর্বাধিক প্রিয় সবচেয়ে পছন্দের মানুষ কে? এই হাদীসের কারণে সাহস হচ্ছে যে এটা সুন্নতের খেলাফ হবে না। জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, তরীকতের মধ্যে যারা হযরতের সঙ্গে তাআল্লুক রাখেন তাদের মধ্যে আপনার সর্বাধিক মাহবূব ও পছন্দনীয় কে? প্রশ্নটা মনে জেগেছে, মনের মধ্যে বারবার জিজ্ঞাসাটা উঁকি মেরেছে তাই লিখলাম। হুযূর যদি তার নাম গোপন রাখার নির্দেশ দেন তবে আজীবন ইনশাআল্লাহ্ গোপন রাখব। কাউকেই জানতে দিব না।

বিশ্লেষণঃ বলতে আমি দ্বিধা করতাম না যদি কেউ এরূপ থাকত কিন্তু সত্য কথা এটাই যে এখন পর্যন্ত কারোরই পূর্ণ মুনাসাবাত আমার সঙ্গে গড়ে উঠে নি। দূরত্বের কারণ এটাই যে, কেউই আমার চিন্তার পূর্ণধারক হতে পারে নি। সম্ভবত এর জন্য দায়ী আমিই। ত্রুটি হয়ত আমারই।

হালঃ আমার মনে হচ্ছে তৃতীয় প্রশ্নটি জবাবসহ তাররিয়াতের মধ্যে উল্লেখ হয়ে যাওয়া সালিকীনের জন্য ভীষণ উপকারী হবে। হয়তবা কোনো আল্লাহ্র বান্দার মনে হুযূরের সঙ্গে পূর্ণ মুনাসাবাত হাসিলের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়ে যাবে। পূর্বের জবাব দেখে যে অবস্থা আমার হয়েছে, আল্লাহ্র কসম! কী যে বলব। সত্যিই বলেছেন-

ہر کے از ظن خود شد یار من - وز دروں من نہ جست اسرار من

অর্থ- যাকেই ভেবেছিলাম হবে সুজন-সুহৃদ আমার
রাখে নি খবর সেও কী ছিল রহস্য ভেতরে আমার।

হুযূর! আল্লাহ্র শপথ! আপনার রহস্যগুলো জানার ভীষণ আগ্রহ আমার। আর এটাই প্রশ্ন জাগার মূল কারণ। সেই আসরার ও রহস্যগুলো যদি আমার সহ্য ক্ষমতার অতিরিক্ত না হয় তাহলে আল্লাহ্ করুন আমি যেন জানতে পারি। তবে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না এ জন্য যে, ছোট মুখ বড় কথা কী করে বলি! দ্বিতীয়ত আমি কিছুতেই এর যোগ্য নই যে, পীর-মাশায়েখের রাজ ও আসবার জানব কিন্তু এতটুকু আবেদন আমার অবশ্যই আছে যে, আমার জন্য দুআ করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা আমাকে হযরতের সঙ্গে মুনাসাবাতে তাম্মাহ দান করেন। আমীন।

বিশ্লেষণঃ প্রিয়তম! ঠিক আছে তৃতীয় বিষয়টিও তারবিয়াতুস সালিকে উঠিয়ে দেওয়া হোক। বিষয়টি প্রকাশে আমাকে বাধা দিচ্ছিল এই চিন্তা যে, এতে না

www.islamfind.wordpress.com

জানি প্রিয় মানুষদের মনে ব্যাথা লেগে যায়। তবে যেহেতু গোপন রাখার চেয়ে উল্লেখ করার মধ্যেই বেশি কল্যাণ রয়েছে সুতরাং আপনার সঙ্গে আমি ঐক্যমত পোষণ করছি।

ওহে প্রিয়! আমার আবার রহস্য কী! আসরার কী! মাওলানার ঐ-কাব্যের উল্লেখ করেছি শুধুই বরকতের জন্য। বুঝাতে চেয়েছি এটাই যে, আমার রুচি ও মাযাক্বের সঙ্গে পূর্ণ মুনাসাবাত কেউই পয়দা করে নি। কেউই আমার সঙ্গে আমার সকল বিষয়ের সঙ্গে পুরোপুরী আত্মস্থ হতে পারে নি। সুতরাং আযীযে মান! এটা তো আমার বলে দেওয়ার মতো বিষয় নয়, এ হচ্ছে মহব্বত ও খোদ আহলে মহব্বতের ব্যাপার। অনুসন্ধানে থাকা খুঁজে খুঁজে বের করে নেওয়া এবং নির্ভুল অনুসরণ এগুলোই হল তার পন্থা। তাওফীক দানকারী আল্লাহ্। আর এতটুকু মুনাসাবাতের পর আপনা আপনি আমার মনে আসরার ও রহস্য প্রকাশের আবেগ জেগে উঠবে যদি সেরকম রহস্য কিছু থেকেই থাকে। অথবা নুতন রহস্য সৃষ্টি হয়ে যাবে।

***

প্রশ্নঃ মাশায়েখদের কথা থেকে জানা যায় যে, পীরের হুকুম ছাড়া কোনো দীনী বা দুনিয়াবি কাজ করবে না। কিন্তু হুযূরকে দেখেছি আমি দুনিয়াবি কোনো বিষয় জানতে চাইলে আমাকে বাধা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বান্দার জন্য হুযূরের কি নির্দেশ?

জবাবঃ মাশায়েখগণ যেটা বলেছেন তার অর্থ হল পীরের অনুমতি ছাড়া করবে না। অর্থাৎ জানানোর পর যদি পীর নিষেধ করে তবে করবে না। হুকুম মানে নির্দেশ বা আদেশ নয়, অনুমতি।

পীরের সোহবতের প্রয়োজনীয়তা

হালঃ আমার এক আশ্চর্যরকমের অবস্থা তৈরি হয়েছে। কেমন যেন ভয় সংকোচ হতে থাকে। সকল কাজ ও সময়ের মধ্যেই পার্থক্য এসে গেছে। হয়রান ও পেরেশান হয়ে আছি যে আমার কী হল! হুযূর! এর এলাজ বলে দিন। হুযূরের নিকট আবারও নিবেদন করছি মেহেরবানী করে নামাযের পর পড়তে পারি এমন কিছু আমাকে বলে দিন। যেন অযীফা সময়মতো আদায় করতে পারি এবং মনের মধ্যে প্রশান্তি থাকে। কোনো রোগ শোক আমার নেই। মস্তিষ্কের দুর্বলতাও নেই। হুযূর! মাঝে মাঝে তিলাওয়াতে কুরআন বা

www.islamfind.wordpress.com

মুনাজাতে মকবূল পড়তে একদম মন চায় না আবার মাঝে মাঝে এত খুশী ও আনন্দ লাগে যে মন বলে শুধু এই কাজই করি। আর সে সময় খুব কান্না আসে। এই একেক সময় একেক পরিবর্তনের কারণে আরো বেশি হয়রান হয়ে পড়েছি।

বিশ্লেষণঃ বর্তমান অবস্থায় কমপক্ষে এক মাসের জন্য এখানে চলে আসাটা আপনার জন্য খুবই কল্যাণকর হবে। কিছু কিছু বিষয়ের জন্য শারীরিক নৈকট্য জরুরি হয়ে যায়। আপনি চলে আসুন।

হালঃ এর সাথে সাথে মন এটাও চায় যে, আহা! যদি হুযূরের কদম মুবারকের ধূলা এই অধমের চোখে লাগানো যেত তাতেই এই অন্ধ হয়ত চক্ষুওয়ালা হয়ে যেত।

বিশ্লেষণঃ নিজের মুলকিন (পীর) এর মহব্বত সৌভাগ্য ও সফলতার চাবি।

হালঃ তৃতীয় ব্যাপার এই যে, হুযূরের থেকে দূরে থাকার সময় ভীষণ জোশ ও আবেগ টগবগ করতে থাকে। মনে মনে বলতে থাকি এবার যখন হুযূরের কাছে যাব একদম গিয়ে কদমের উপর পড়ব, কদম মুবারক চুমু খাব, এই করব সেই করব। অথচ কাছে গেলে দূরের সেই আবেগের প্রকাশ ঘটাতে পারি না কিছুই। কসম করে বলছি, সত্যি বলছি মাঝে মাঝে সবকিছুর উপর বিরক্ত হয়ে বলতাম– সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে চলো যাই হুযূরের কাছে।
খাক আইসী যিন্দেগী পর হাম কাঁহি আওর ওহ কাঁহি (চুলোয় যাক আমার এমন জীবন আমি কোথায় আর তিনি কোথায়)
মাঝে মাঝে চিঠি লিখতে বসে কাঁদতে কাঁদতে বেহাল হয়ে যাই। কিন্তু হুযূর হয়ত নারাজ হবেন এই ভয়েই আসতাম না। নতুবা এই বান্দা কবেই এসে হাজির হতাম। আবেগের আতিশয্যে কয়েকটি কথা লিখে ফেললাম। কারণ 'ইশ্‌ক ও মেশ্‌ক গোপন করা যায় না।' এটাও আমার একটি অযোগ্যতা নইলে যাদের কামেল মহব্বত আছে তারা হয়ত এ রকম দাবি করে বেড়ায় না।
হুযূরের কাছে আসার পর জানি না সেই সব জোশ কোথায় হারিয়ে গেল। মনে হয় যেন আগুনের উপর পানির ছিটা দেওয়া হয়েছে। হুযূর! এর কারণ কী? আমার মহব্বতের কমতি নয় তো?

বিশ্লেষণঃ না, বরং এটাও মহব্বতেরই একটি বিশেষ রং, বিশেষ প্রকাশ। এটাকে বলে ভালো লাগা। এটাই আগ্রহের সূচনা।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৯৪

www.islamfind.wordpress.com

বিনা চেষ্টায় কলবের উপর পীরের আকৃতি ফুটে উঠা নেয়ামত

হালঃ রুহুল আরওয়াহ কিতাবটি পড়েছি। পড়ার সময় মন নরম হয়েছিল। পরে আবারও সেই পাষাণ অবস্থায় ফিরে এল। ইসমে যাতের যিকির করার সময় হুযূরের অবয়বের ছবি কলবের উপর অঙ্কিত হয়ে উঠে। আর আল্লাহ্ শব্দের হাল্কা জরব গিয়ে পড়ে অঙ্কিত আকৃতির উপর যার দ্বারা আমি সন্দেহে পড়ে গেছি যে, এটা জায়েয না নাজায়েয। কখনো কখনো মনের উপর এই ছবি অঙ্কিত হওয়ার ব্যাপারটা এতদূর বেড়ে যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের সময়েও হুযূরের সূরত মুবারক কলবের মধ্যে আটকে থাকে। মোটকথা এই ব্যাপারটা মাঝে মাঝে খুব বেড়ে যায়। আবার মাঝে মাঝে পাষাণ হৃদয়ের ফলে কিছুই থাকে না।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্, সামগ্রিক অবস্থা খুবই ভালো। আমার তো খুবই ভালো লাগল। হৃদয় ও মনের কোমলতা বা নম্রতার মধ্যে কম-বেশ হওয়া, পরিবর্তন হওয়া খারাপ নয়, যতটুকু হয়ে যায় আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত। আপনার 'হালতে মাহমূদাহ' এর উন্নতি হবে ইনশাআল্লাহ্। নিজের চেষ্টা তদবীর ছাড়াই পীরের ছবি তৈরি হয়ে যাওয়া বিরাট বড় নেয়ামত। কত মানুষ কত সাধনা করে এই আকৃতি মনের উপর বসাতে সক্ষম হয়। যেটা আমার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়। আপনাকে আল্লাহ্ বিনা সাধনায়, বিনা চেষ্টায় দান করেছেন, শুকরিয়া করুন।

ঐ আকৃতির উপর জরব্ (আঘাত) পড়লে সমস্যা কী? নাজায়েয বা অবৈধ হওয়ার তো কোনো কারণই নেই। ভালোই, আপনার বরকতে হয়ত আমার মধ্যে কিছু ভালো প্রভাব পড়বে। ওয়াস্সালাম।

নিসবতে বাতেনিয়্যার সূচনা

হালঃ আজকাল অধমের মনে হচ্ছে যে, আমার দিলের মধ্যে নতুন কোনো ঘটনা ঘটেছে, নতুন কিছু একটা হয়েছে যার কারণে সর্বদা আল্লাহ্র স্মরণ মনের মধ্যে থাকছে কখনোই তাঁর বিস্মরণ হচ্ছে না।

বিশ্লেষণঃ একেই বলে নিসবতের ইবতিদা, আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কের সূচনা। আল্লাহ্ বরকত দিন। মুবারক হোক।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৯৫

www.islamfind.wordpress.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আখলাকে হামীদার বর্ণনা

নির্জনতা, ভ্রমণ এবং তাওয়াক্কুল ও তাদবীর

হালঃ হুযূরের সান্নিধ্য থেকে দূরে আসার পর থেকে কয়েকটি বদ স্বভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। প্রথমটি হল চিৎকার করা ও ধমকানো। এর কারণ অবুঝ ছাত্রদেরকে অন্যায় থেকে দূরে রাখা কঠোর-কর্কষ ভাষা, চিৎকার ও ধমক ছাড়া অত্যন্ত কঠিন। দ্বিতীয়টি হল- স্ত্রীকে শরীয়ত ও সুন্নত অনুসারে পরিচালিত করা এবং তার অন্যায় ও অসদ আচরণে সবর করা এ অধমের জন্য ভীষণ কষ্টকর হয়ে পড়েছে। হুযূরের খাস দুআ চাই।

জানতে চাই যে, দীন এবং আখলাকের শিক্ষাদান উত্তম নাকি আউলিয়া কিরামের কবর ও মাজার যিয়ারত উত্তম? বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ উত্তম নাকি নির্জনতা অবলম্বন? সালিকের জন্য আসবাব গ্রহণ ও তাদবীর উত্তম নাকি বিনা তাদবীর, বিনা আসবাবে তাওয়াক্কুল উত্তম? মেহেরবানী করে আমার বুঝ মতো হেদায়াত (নির্দেশনা) দান করবেন। আশা করি হুযূরের নির্দেশনায় সান্ত্বনা পাব।

বিশ্লেষণঃ দুআ করছি আপনার জন্য। সেই হাদীসের কথা স্মরণ করুন- "যেই মুমিন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্টে সবর করে সে উত্তম ঐ মুমিন থেকে যে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে না এবং তাদের দেয়া কষ্টে সবর করে না।" নির্জনতা ও ভ্রমণ ঃ প্রাথমিক সালিকের জন্য নির্জনতা উত্তম। চূড়ান্ত পর্যায়ের সালিক গায়রে আলিম (আলিম নয়) এর জন্য পর্যটন বা কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর ক্ষতিকর নয়। প্রাথমিক মুরীদের জন্য ক্ষতিকর। আলিমের জন্য উপকারী নয়।

তাদবীর ও তাওয়াক্কুল ঃ দুর্বল মানসিকতা ও পরিবার বিশিষ্ট লোকের জন্য আসবাব ও তাদবীর গ্রহণ উত্তম। হিম্মতওয়ালা, মজবুত ও পরিবারমুক্ত লোকের জন্য তাওয়াক্কুল উত্তম।

www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত লাভের এবং গায়রুল্লাহর মহব্বত দূর করার পন্থা

হালঃ এমন একটি দুআ লিখে দিন যার মাধ্যমে আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত বেড়ে যায়। দিলের মধ্যে আল্লাহ্র ভয় বসে যায় এবং গায়রুল্লাহর মহব্বত অন্তর থেকে একদম দূর হয়ে যায় অথবা কম হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো ভয় যেন একদমই না থাকে।

বিশ্লেষণঃ বেশি বেশি যিকির, শোগল এবং উপকারী কিতাবাদি মনোযোগের সঙ্গে পড়তে থাকলে এবং আহলুল্লাহ্দের (আল্লাহ্ওয়ালা) সোহবতে থাকলে এই মহা দৌলত লাভ হয়। এর জন্য কোনো বিশেষ অযীফা বা দুআ নেই।

খুশূ' তৈরি হওয়ার পন্থা

হালঃ আমার বাড়ি আলহামদুলিল্লাহ্ নির্জন, কোলাহল মুক্ত। কিন্তু ইবাদত বন্দেগীতে আমার মনে এত বেশি এলোমেলো চিন্তা-ভাবনা ভিড় করে যে, আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। মুখ চালু আছে কিন্তু কোনো মনোযোগ নেই। তিলাওয়াত করতে অনেক সময় মনের মধ্যে এত বেশি গাফলত এসে যায় যে কোথায় পড়ছি কিছুই মনে থাকে না। নামাযের মধ্যেও অমনোযোগিতার একই অবস্থা। একাগ্রতা, ইখলাস ও খুশূ' কিছুই নেই।

বিশ্লেষণঃ অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে যখন খুশূ' তৈরির উদ্দেশ্যে যিকির, তিলাওয়াত ও নামাযের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালু রাখা যায় তখন খুশূ'সহ সকল (কায়ফিয়াতে মাহমূদাহ) প্রশংসনীয় অবস্থা তৈরি হয়ে যায়। বিলম্বের কারণে চিন্তায় পড়ে যাবেন না। কাজে লেগে থাকুন।

***

হালঃ বর্তমান অবস্থা এই যে, যখন নামাযের সর্বশেষ রাকাতে সিজদায় যাই তখন আমার চেতনা জাগে এবং খুশূ' তৈরি হয়। তখন আমি সেই সিজদার মধ্যে খুব থেমে থেমে, বিগলিত কণ্ঠে, নিজের কানে ভালোভাবে শোনা যায় এমন আওয়াজে এবং পরিমানে অনেক বেশি তাসবীহ পড়তে থাকি। নামাযের শেষ রাকাতের সিজদায় তো এই অবস্থা বেশিরভাগ সময়ই হয়ে থাকে অথচ অন্যান্য সিজদায় এমন অবস্থা কমই হয়। রুকূতে আরও কম, কিয়ামে (দাঁড়ানো অবস্থায়) তার চেয়েও কম আর বৈঠকে খুশূ' একেবারেই হয় না। হঠাৎ কখনো কিয়ামের মধ্যে ঐ (খুশূ'র) অবস্থা হলে আমার মাথা, ঘার ও

www.islamfind.wordpress.com

কোমর কিছুটা বাঁকা হয়ে নত হয়ে যায়। সোজা হয়ে দাঁড়ানো তখন দোষণীয় মনে হয়। ঝুঁকে দাঁড়ানো এবং নিজের দীনতার এরূপ প্রকাশ ভালো লাগে। দুআ ও প্রার্থনার সময়ও বেশিরভাগ এরূপ হয়ে থাকে।

বিশ্লেষণঃ সমস্যা নেই। তবে এই প্রচেষ্টার মধ্যে খুব বেশি মুবালাগা বা অতিরঞ্জন করবেন না। কারণ ওতে হয় কষ্ট, কষ্ট থেকে ক্লান্তি এবং সবশেষে হয় দ্বিধা।

***

হালঃ নামাযের মধ্যে যথাসাধ্য খুশূ' খুযূ''র জন্য খুব চেষ্টা ও চিন্তা করি, বাহ্যিক সূরত বা ভাব-ভঙ্গি হয়ত হয়ে যায় কিন্তু এর হাকীকত কিছুই বুঝি না। শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিজ অক্ষমতা ও অনুশোচনা জানিয়ে নিবেদন করি যে, এরচেয়ে বেশি আমার সাধ্যাতীত ব্যাপার। আল্লাহ্! আমাকে কামেল নামাযের তাওফীক দাও।

বিশ্লেষণঃ নামাযের পূর্ণাঙ্গতা যেমনিভাবে একাগ্রতা ও খুশূ' খুযূ' দ্বারা হয়, তেমনিভাবে বিনয় ও অনুশোচনার দ্বারাও ক্ষতিপূরণ (অতঃপর নামাযের পূর্ণাঙ্গতাও) হয়ে যায়। ইনশাআল্লাহ্ আপনার নামাযে পূর্ণাঙ্গতা এসে যাবে।

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য যিকিরের মধ্যে (সে সবের) অর্থ বুঝলেই কি খুশূ'র জন্য যথেষ্ট হবে?

জবাবঃ তারচেয়েও (অর্থ চিন্তা করার চেয়েও) অধিক কল্যাণকর এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে দেখছেন এই ধ্যান মনে জাগ্রত রাখা। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন- "যিনি আপনাকে দেখেন ঐ সময় যখন আপনি নামাযে দণ্ডায়মান হন এবং (নামায শুরু করার পর) নামাযীদের সঙ্গে আপনার অবস্থান্তরও (অবলোকন করেন)।"

মহব্বতের আলামত

হালঃ আপনি এখানে এসে যখন আবার ফিরে চলে যান সেদিন আমার কোনো কিছুই করতে ভালো লাগে না। খেতেও মন চায় না, পড়াতেও ইচ্ছা হয় না। মুরদা লাশের মতো অবস্থা হয়ে যায়, যার প্রভাব শরীরের উপরও প্রকাশ পেতে শুরু করে।

বিশ্লেষণঃ এর কারণ মহব্বত যা প্রশংসনীয় একটি বিষয়।

''তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-১৯৮

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ হুযূরের কদমবুসি করতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে, প্রায়ই হুযূরকে স্বপ্নে দেখি।

বিশ্লেষণঃ এটা মহব্বতের একটি নিশানা, যা তরীকতের মধ্যে সীমাহীন উপকারী।

***

হালঃ বেশ কিছুকাল আমি হুযূরের কাছে হালত জানাতে পারি নি। এর কারণ অলসতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার অযীফা বারো তাসবীহ এবং বারো হাজার ইসমে যাতের যিকির, মাঝে মধ্যে ছুটে যায়। দিলের অবস্থা এই যে, না ভালো পোশাকের চাহিদা আছে না ভালো খাবারের আকাঙ্ক্ষা। মন চায় যে সংসারের দায়িত্ব যদি না থাকত তাহলে মদীনা তাইয়্যেবায় গিয়ে পড়ে থাকতাম যেন জান্নাতুল বাকী'তে দাফন হতে পারি অথবা থানা ভবন এসে হুযূরের কাছাকাছি থেকে জীবনটা পার করে দেই। এ দুটো চিন্তাই নিত্যদিন মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে রাখে। কখনো তো এটা এতো প্রবল হয়ে উঠে যে, ইচ্ছা হয় এভাবেই চলে যাই, থানাভবন যেতেই ইচ্ছাটা বেশি হয়। এটা বুঝি যে, মদীনা তাইয়্যিবা'তে অবস্থানটাই সর্বোত্তম কিন্তু আমি মুবতাদী (প্রাথমিক স্তরের) ও অযোগ্য যে পর্যন্ত আমার আখলাক সুন্দর না হবে সে পর্যন্ত আমি মদীনার মর্যাদা রক্ষার অযোগ্য। এ কারণে থানা ভবনের আকাঙ্ক্ষাটাই তীব্র থাকে। এখন হুযূরের খিদমতে আরজ এই যে, এটা আমার ওয়াস্‌ওয়াসা না অন্য কিছু?

বিশ্লেষণঃ কোনো ওয়াস্‌ওয়াসা নয়, এটা সত্য ভালোবাসা।

হালঃ কেননা প্রায় প্রতিদিনই এই ইচ্ছা মনে জাগে যে, থানা ভবন অথবা মদীনা যাবার প্রস্তুতি শুরু করা উচিৎ। এরপর দেখি মনের মধ্যে এটাই স্থির হয়েছে যে জানুয়ারীর পর চার মাসের জন্য থানা ভবনে অবস্থান করব। আমার অবস্থার আলোকে যা উপযোগী হুযূর সেটা বলে দেবেন।

বিশ্লেষণঃ বলার মতো আর তো কিছু দেখি না।

হালঃ বুঝি না আমার অন্তরে আল্লাহ্‌র মহব্বত আছে কি না?

বিশ্লেষণঃ এই চিন্তাটাই প্রমাণ করে যে, আপনার মধ্যে আল্লাহ্‌র মহব্বত অবশ্যই আছে।

হালঃ যিকিরের সময় মনে পড়ে (পাই বা না পাই খুঁজব তারে জীবনভর।) এরপর এত কান্না আসে যে, সেই কান্নার বেগে যিকির চালু রাখা দুরূহ হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

পড়ে। রাতে যখন ঘুমাতে যাই দীর্ঘসময় ঘুম আসে না তখনও শুয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকি।

বিশ্লেষণঃ সবই আল্লাহ্‌র মহব্বতের দলিল।

হালঃ যিকির করতে করতে কখনো কখনো মনে ইচ্ছা জাগে যে, কেউ যদি এসে আমার মাথাটি তরবারির কোপে দেহ থেকে আলাদা করে দিত! আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলত! এভাবেই যদি আমার মৃত্যু হত!

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্‌র মহব্বতের প্রশংসনীয় আলামত।

আল্লাহ্‌র ভালোবাসা এবং পীরের ভালোোবাসা প্রবল হওয়া

হালঃ (থানভী রহ. এর এক খলিফার চিঠি) কয়েকদিন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র মহব্বত ও ভালোবাসা ভীষণ প্রবল থাকল এবং এই চিন্তা প্রবল হয়ে উঠল যে, যদি মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌র সঙ্গে হিজাব (আড়াল) তৈরি হয় তাহলে আমার কী হবে? এই ব্যাথা আমি কী ভাবে সহ্য করব? নিজেকে যতই বুঝালাম যে, নৈরাশ্য তো ভালো নয়, কিন্তু দৃষ্টি ছিল আপন অযোগ্যতা ও অকর্মন্যতার প্রতি। যার ফলে মন বলে উঠছিল– এমন হওয়া তো বিচিত্র নয় কারণ আমি তো একেবারেই অযোগ্য। না-আহাল, নালায়েক। ইতাআত ও শোকর, আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা কিছুই তো করতে পারি নি। বারবার মনে হচ্ছিল জান্নাতের একটি নেয়ামতও যদি না পাই অন্তত আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে যেন আমার কোনো আড়াল বা হিজাব না থাকে। সবর ও ধৈর্য্যের সঙ্গে আপাতত ঐ হালত মাগলূব (পরাজিত) রয়েছে। তবে শওক এখনো আগের মতোই রয়েছে। আকাঙ্ক্ষা এখনো মনের মধ্যে এটাই যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমার যেন কোনোরূপ হিজাব না থাকে।

হুযূরের বরকতে আল্লাহ্‌র মহব্বত যৎসামান্য অর্জিত হয়েছে এবং সেটা আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে দীর্ঘকাল থেকে আছে কিন্তু এবার সেটাই হয়ে উঠেছিল ভীষণ প্রবল।

এখন আবার কয়েকদিন থেকে হুযূরের মহব্বত ভীষণ প্রবল ও গালিব হয়ে উঠেছে। হুযূরের যে তীব্র ভালোবাসা ও অসামান্য শ্রদ্ধা আমার অন্তরে লুকানো আছে তার প্রকাশ ঘটানো সম্ভব নয়, কেননা সে যোগ্যতাও আমার মধ্যে নেই। তাছাড়া এটা কোনো প্রশংসনীয় বিষয়ও নয়। যা হোক বারবার মনকে বোঝানোর পরও এই চিন্তা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে যে, যদি আমার মৃত্যুর

www.islamfind.wordpress.com

পূর্বেই হুযূরের বেসাল (মৃত্যু) হয়ে যায় তাহলে আমি কীভাবে নিজেকে স্থির রাখব!? এভাবে হুযূরের সীমাহীন মহব্বত প্রবল হয়ে উঠেছে। যদিও এ ক্ষেত্রে কখনোই শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন হচ্ছে না কিন্তু বে-চাইনি অবশ্যই হচ্ছে। অস্থির হয়ে উঠছি। উল্লেখিত সব কিছুর পরও যদি আমার মহব্বত 'মাহমূদ' ও 'মাকসূদ' হয় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ্, কষ্ট যতই হোক, কোনো আপত্তি নেই। আর যদি কোনো বিষয় বা দিক ত্রুটিপূর্ণ (মাযমূম) থাকে তবে মেহেরবানী করে এলাজ বা ইসলাহ করে দেবেন।

পরশু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তখন থেকে মনের মধ্যে কিছুটা শান্তি ও প্রশান্তি পাচ্ছি নতুবা অবস্থা ছিল ভয়াবহ।

বিশ্লেষণঃ আমার প্রিয় মাহবূব ও হে আমার প্রিয় মুহিব! আল্লাহ্ তাআলা আপনার অন্তরে তাঁর মা'রেফাত ও কুরবত (পরিচিতি ও নৈকট্য) বৃদ্ধি করে দিন। আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, মুবারক হোক, মা-শা-আল্লাহ্ দুটি হালতই খুব উঁচু স্তরের। প্রথম হালতের ব্যাপারে তো স্পষ্ট হাদীস রয়েছে যার মাধ্যমে আল্লাহ্র দীদার ও সাক্ষাৎকে কাঙ্ক্ষিত জানানো হয়েছে। অতএব আপনার উক্ত হালত যে, উঁচু স্তরের সেটা ঐ হাদীসই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। অবস্থা ভেদে এই সবই ঐ আকাঙ্ক্ষার বিভিন্ন প্রকার। এগুলো সবই মাহমূদ বা প্রশংসনীয় তবে ভারসাম্যপূর্ণ হালত বা অবস্থাটি অধিক প্রশংসনীয় এবং হাদীসের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আর দ্বিতীয় অবস্থা (পীরের মহব্বত) সেটাও হুব্বুল্লাহ্ এরই একটি বিশেষ প্রকার। পরোক্ষভাবে হলেও এটাও আল্লাহ্র মহব্বতেরই অংশ। কোনো কোনো অবস্থায় কিছু কিছু কল্যাণ প্রথম অবস্থার চেয়ে এই অবস্থার উপর অধিকহারে প্রতিফলিত হয়। এ কারণে এটা সম্পূর্ণরূপেই প্রশংসনীয়। মোটেও সন্দিহান হবেন না।

আমার মৃত্যুর কথা চিন্তা করে আপনার ব্যাথিত হওয়ার চিন্তা–এটা হল ঐ মহব্বতেরই একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। প্রশংসনীয় বিষয়ের আলামত ও বৈশিষ্ট্য সবই প্রশংসনীয়। তবে যেহেতু এটা স্বভাবগত অস্থায়ী বিষয়, এগুলো একই অবস্থায় স্থির থাকে না। তাছাড়া এগুলো হুব্ব ফিল্লাহ। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা এই ধরনের অবস্থায় সাহায্য করবেন। যেভাবে সাহাবায়ে কেরামকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর করা হয়েছিল।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২০১

www.islamfind.wordpress.com

আলামাতে আবদিয়াত বা দাসত্বের চিহ্ন

হালঃ যোহরের নামাযের পর যখন আমি যিকির করছিলাম তখন দুটি বিষয় আমার চিন্তায় এল। প্রথমটি এই যে, মৃত্যু আমার কী অবস্থায় হবে? এখনতো আল্লাহ্‌র রহমতে হুঁশ-জ্ঞান ঠিক আছে তারপরও আমি ওয়াস্‌ওয়াসায় পড়ে যাই অথচ ঐ সময় তো জ্ঞানও ঠিক থাকবে না, অনুভূতিও সজাগ থাকবে না। অতএব তখন আমার অবস্থা কী হবে? দ্বিতীয়টি এই যে, আখিরাতে আমার পরিণাম কী হবে? এই চিন্তার কারণ এই যে, নিজের আমলের দিকে তাকালে বদ আমল ছাড়া কোনো নেক আমল খুঁজে পাই না।

বিশ্লেষণঃ এটা হল আবদিয়াতের আলামত বা দাসত্বের চিহ্ন। আর এটা উঁচু স্তরের একটি হালত।

হালঃ আমার গৃহিনী আল্লাহ্‌ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন আশিক যে, শরীয়তের কোনো বিষয় কোনো অবস্থাতেই তার কাছে অপছন্দনীয় মনে হয় না। আমি চাই হুযূর এবার তাকেও কিছু তালীম দেবেন। নামাযের ব্যাপারে খুবই সচেতন। আমি কয়েকবার তাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, হুযূরের কাছে তার কোনো হালত লিখব কি? জবাব দিয়েছেন– আমি একজন মানুষ আমার আবার হালত...। আলহামদুলিল্লাহ্‌ কোনো বিষয়ে তার কোনো ওয়াস্‌ওয়াসা হয় না।

বিশ্লেষণঃ তার এই যে মনোভাব... আমার আবার হালত... এটাই তো অনেক বড় একটি হালত। যার নাম আবদিয়াত। আল্লাহ্‌ তাআলা বরকত দান করুন। তাঁর জন্য মুনাসিব যিকির হল- লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্‌। সবসময় এটাই খেয়াল রাখবে। এটাই ভাববে। কোনো একটি সময় নিজেই নির্ধারণ করে নেবে। সেই সময়ের জন্য একটি সহজ পরিমান নির্ধারণ করে প্রতিদিন সেই সময়ে সেই পরিমান কালিমার যিকির করবে এবং মাঝে মাঝে হালত জানাবেন।

হালঃ নামায কাযা হলে আমার মনে এত ব্যাথা লাগে না যে, আমি অস্থির হয়ে যাব। বরং আমার মধ্যে শুধু এরূপ চিন্তা হতে থাকে যে, ব্যাথা কেন লাগে না? কাযা হলে হোক কিন্তু কোনো ব্যাথা কেন জাগে না। অথচ কোনো কোনো গুনাহের কাজ হয়ে গেলে ভীষণ কষ্ট হয় আবার কোনো কোনো গুনাহের ক্ষেত্রে খুব অল্প অথবা একদম কষ্ট হয় না।

বিশ্লেষণঃ কষ্টতো সব গুনাহর উপরই হয় তবে কষ্টের ধরন ভিন্ন ভিন্ন। একটি ধরন হল কষ্ট না হওয়ার কারণে কষ্ট পাওয়া। কথাটির ব্যাখ্যা এই যে,

www.islamfind.wordpress.com

কতিপয় গুনাহের কারণে স্বভাবের কষ্ট হয় (তবয়ী...) আর কতিপয় গুনাহের কারণে আকল ও বুদ্ধির কষ্ট (আকলী সদমা) হয়। আপনার স্বভাবগত কষ্ট না হওয়ার কারণে কষ্ট পাওয়া থেকে বুঝা যায় যে, আপনার জ্ঞানগত কষ্ট ঠিকই হচ্ছে।

হালঃ মাঝে মাঝে ভাবি, আমার হালত তো একেবারেই বাজে। খুবই খারাপ। অথচ হুযূর আমার হালতের জবাবে যা লেখেন তা পড়ে শুকরিয়া আদায় না করে পারি না। বুঝতে পারি না, অবস্থা এতো খারাপ তারপরও কীভাবে হুযূরের এতো দয়া ও স্নেহ পাই? ভয় লাগে কবে কখন হুযূরের সু-ধারণার বেলুন ফুটো হয়ে যাবে আর আমি হয়ে যাব লাঞ্ছিত।

বিশ্লেষণঃ সমস্যা কী! 'না জানি কখন লাঞ্ছিত হয়ে যাই' এই চিন্তাটা পীর ও মুরীদের মাঝে একটি আড়াল তৈরি করে রাখে। এটাও দূর হওয়া উচিত।

মহব্বত ও আবদিয়াতের লক্ষণ

হালঃ যিকিরের সময় মন কোমল, বিগলিত ও আবেগাপ্লুত হয়ে যায় এবং কিসের যেন আওয়াজ কানে আসতে থাকে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে কিছুই পাওয়া যায় না। আওয়াজটার ধরণ হল– যিকিরের প্রতিধ্বনি। জানি না এটা প্রকৃতই কোনো আওয়াজ নাকি মনের কল্পনা। যেটাই হোক আমি সেদিকে মনোযোগ দেই না। কেননা আমার আসল মাকসূদ আল্লাহ্ তাআলার পাক ও পবিত্র যাত। তবে ঐ আওয়াজটি ভালো লাগে।

হুযূর! রমযান শরীফের পর থেকে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আগ্রহ অনেক বেড়ে গেছে। তাঁর চিন্তায়ই সারাদিন কেটে যায়। বরং কখনো কখনো কান্না এসে যায় এবং ঐ কান্নাতে আশ্চর্য রকমের স্বাদ অনুভব করি। বেশি কান্না পায় দুআয় এবং দুআ শেষ করতে মন চায় না, দুআর সময় মনের মধ্যে জাগে যে, আমি খুব গুনাহ্গার, বাস্তবেও আমি তেমনই। ভালো যদি কিছু থাকে তবে হুযূরের সঙ্গে যোগাযোগ আর আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানী। এছাড়া এই অপদার্থের দ্বারা কিছুই হওয়া সম্ভব ছিল না।

ইবাদত-বন্দেগীতে কিছুটা একাগ্রতা লাভ হয়েছে তবে হুযূরের কাছে জানতে চাই যে ধ্যান কোন্ দিকে রাখা উচিৎ, মাথার উপর না সামনে? নিজের কাছে না দিলের মধ্যে? এ অধমের ধ্যান ও কল্পনা বেশিরভাগ সময় দিলের মধ্যে থাকে। আরো জানতে চাই যে, আল্লাহ্র যাতের ধ্যান কিভাবে করা উচিৎ?

www.islamfind.wordpress.com

তিনি মওজুদ, তিনি বাকী না কি তিনি মা'বূদ? কোন কল্পনা বা ধ্যানটি করা উচিৎ? মেহেরবানী করে জবাব দিয়ে শুকরিয়ার সুযোগ দান করবেন।

একটি স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নের মধ্যে আমি নামায পড়ে মসজিদ থেকে বাড়ি ফিরব। মসজিদের দরোজার পাশে এক মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আমার সম্মুখে হাঁটতে থাকলেন। আমি তাকে বললাম আমার পিছনে আসতে। তিনি কোনো জবাবও দিলেন না পিছনেও এলেন না। আমি তার সামনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দৌড় দিলাম, তিনিও দৌড় দিলেন, আমি তাকে পিছে ফেলতে পারলাম না। বাম দিকে আমার বাড়ির দরজায় পৌছে গেলাম। এরপর জানি না তার কী হল?

বিশ্লেষণঃ মা-শা আল্লাহ্! সকল হালতই মাহমূদ। যে আওয়াজের ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন সেটা বেশিরভাগ নিজের ভেতরেরই আওয়াজ হয়ে থাকে। যাকে কিছু লোক সর্বাবস্থায় গায়েবের আওয়াজ মনে করে ভুল করে। যদিও কখনো কখনো সেরকমও হয়ে থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আপনার ঐ আওয়াজটাও এ কারণে মাহমূদ যে, সেটা মনের মধ্যে একাগ্রতা তৈরি করে এবং ওয়াস্ওয়াসা প্রতিরোধ করে। সুতরাং এর জন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া করুন। কিন্তু যেহেতু এটা মাকসূদ (লক্ষ্য) নয় সে কারণে এটাকে বুযুর্গী মনে করবেন না এবং সেদিকে মনোনিবেশ করবেন না, এটাও স্মরণ রাখবেন যে, মাহমূদ (প্রশংসনীয়) হলে মাকসূদ (লক্ষ্য) হওয়াও জরুরি নয়।

যিকিরের সময় মন কোমল ও বিগলিত হওয়া– আল্লাহ্র প্রতি মহব্বতের লক্ষণ। তেমনিভাবে আল্লাহ্র ফিকিরে পুরা দিন মগ্ন থাকা, কান্না আসা এগুলি সবই তাঁর মহব্বতের আলামত। আর নিজেকে তুচ্ছ মনে করা 'আবদিয়াতের' আলামত। উক্ত অবস্থা সবই 'আহওয়ালে মাতলূবাহ' কাঙ্ক্ষিত অবস্থাবলী। আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন।

ধ্যান সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলার যাতের হওয়া উচিৎ, সেটা যে কোনো সহজ পদ্ধতিতেই করতে পারেন। এর কোনো নির্ধারিত পদ্ধতি নেই। সর্বোত্তম হল এটা ভাবা যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে দেখছেন, যদি কখনো আল্লাহ্র যাতের ধ্যান ও কল্পনা দৃঢ়তা না পায় এবং নানান ওয়াস্ওয়াসা এসে পেরেশান করে তবে ক্বল্বের দিকে এভাবে তাওয়াজ্জুহ দিবেন যেন সেটা আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করছে।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২০৪

www.islamfind.wordpress.com

এ মহিলা ছিল শয়তান। শুকরিয়া আদায় করুন। কারণ আপনি তার থেকে বাচার চেষ্টাই করেছিলেন। ইনশাআল্লাহ্ আপনি শয়তান থেকে মাহফুজ থাকবেন।

***

হালঃ (বাতেনি কিছু হালত লিখার পর লিখেছিলেন) কিন্তু এখন অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়েছে যে, আগের ঐ অবস্থাগুলো মিথ্যাদাবির মতো মনে হয়। বর্তমানে আমার মধ্যে পূর্বের কোনো কিছুরই প্রভাব অবশিষ্ট নেই। 'হায়! যদি এর পূর্বেই আমার মৃত্যু হয়ে যেত আর আমি একেবারে মুছে যেতাম স্মৃতির পাতা থেকে।' এখন নিজের চেয়ে নিকৃষ্ট অন্য কাউকে মনে হয় না। মনে হয় কাফেরও আমার চেয়ে উত্তম কেননা সেতো কোনো সুযোগ পায় নি আর আমাকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অনুগ্রহ দান করেছিলেন, গুনাহের দ্বারা যা আমি নষ্ট করে ফেলেছি।

বিশ্লেষণঃ বর্তমান দাবিকৃত অবস্থা, সন্দেহপূর্ণ পূর্ব অবস্থার চেয়ে হাজার গুণ উত্তম। কারণ আগে আপনার মধ্যে আত্ম-অহঙ্কার ছিল, মনে মনে আত্ম-প্রশংসার মিথ্যা দাবি ছিল। এখন আপনার মধ্যে এসেছে তুচ্ছতা ও নিকৃষ্টতার বোধ, নিজের মধ্যে জেগেছে ফানা ও বিলীন করে দেওয়ার সাধ। 'কোথায় নিভে যাওয়া প্রদীপ আর কোথায় আলোকিত সূর্যের কিরণ।'

***

হালঃ হুযূর! গেল মাসের শেষ দিকে কয়েকবার মনের মধ্যে আল্লাহ্র মহব্বত ও একাগ্রতা ভীষণভাবে প্রবল হয়ে থাকল। এবং বেশিরভাগ সময়

انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ...الخ

(অর্থ- যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় তখন তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে।)

-আয়াতটি মুখে অনবরত চালু ছিল। মুখ ও অন্তর একাকার হয়েছিল। ভেতর ও বাহিরের মধ্যে দূরত্ব ছিল না। এরূপ ঘটত বেশিরভাগ এশার নামাযের পূর্বে এবং বেশ কয়েকদিন এশার নামাযে এমন লয্যত ও স্বাদ পেলাম যার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। মাআনীয়ে নামায এবং মাকাসেদে নামাযের

www.islamfind.wordpress.com

দিকে ভীষণ একাগ্রতার সঙ্গে মন নিবিষ্ট থাকল। ভেতর ও বাহির একই রকম হয়ে থাকল। তবে এই অবস্থায় মনে হত বিরাট কোনো বোঝা আমার উপর চাপানো আছে। যার ফলে দুই রাকাত নামায পড়লেও শরীরে দুর্বলতা বোধ হত।

ঐ অবস্থা এখন আর নেই কিন্তু প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ মনের মধ্যে লজ্জা, অনুতাপ এমনভাবে জ্বলছে যে, কেউ যদি এই অবস্থায় আমাকে হত্যা করে ফেলে তবে মনে মনে খুশী হব (স্বভাবগত ভাবে। বুদ্ধিগত ভাবে না হলেও) ঐ লজ্জা ও অনুশোচনার কারণে ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। মনে হচ্ছে– এই জগতে থাকার উপযুক্ত নই আমি। নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা দিচ্ছে। আপাদমস্তক শুধু ত্রুটি আর ত্রুটি। যেটুকু ইবাদত বন্দেগী করেছি সবই ত্রুটিপূর্ণ। আযাবের কোনো আশঙ্কাও মনে জাগে না, সওয়াব ও পুরস্কারেরও কোনো আকঙ্ক্ষা নেই। অন্তরের মধ্যে প্রবলভাবে জেগে আছে শুধু অনুতাপ ও অনুশোচনা। যদিও আল্লাহ্ পাকের সীমাহীন রহমতের কথা বলে কলবকে সান্ত্বনা দিচ্ছি কিন্তু হালত এত বেশি প্রবল যে কোনো আছরই পড়ছে না। নিজেকে না কোনো দীনী কাজের উপযুক্ত মনে হচ্ছে, না দুনিয়া ও দীনের মধ্যে থাকার যোগ্য। নফ্সকে এভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, এটা তো তাকদীর (আল্লাহ্র ফয়সালা) এর বিরুদ্ধাচরণ যে, আল্লাহ্ যার অস্তিত্ব চান তুমি চাও তার ধ্বংস। কিন্তু কোনো ফলাফল নেই। তবে আলহামদুলিল্লাহ্ গুনাহের কোনো কাজ এই হালতের কারণে হয় নি। মনের মধ্যে খুবই কষ্ট হয়। এই কষ্টের ব্যাপারটি সত্তেও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারাটাই প্রকৃত পক্ষে দুনিয়ার হাজার আনন্দের চেয়েও বড় বিষয়।

বর্তমান অবস্থায় নিজের অক্ষমতা ও আখিরাতের হিসাবে নিঃস্বতার কারণে খুব কাঁদতে ইচ্ছা হয়। বাধ্যতামূলক আপন অযোগ্যতার কারণে ভীষণ দুঃখ হয়।

আজকাল আল্লাহ্র মেহেরবানীতে শরীর সুস্থ। উল্লেখিত বিষয়গুলো কোনো শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে নয়।

বিশ্লেষণঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্। মুবারক হোক। এসবই আবদিয়াতে কামেলা (পূর্ণাঙ্গ দাসত্ব) এর আলামত। অত্যন্ত উঁচু মাকাম। শুকরিয়া করুন। আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদার কারণে শুকরিয়ার ফলে নিয়ামত বেড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

***

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২০৬

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আমি যে আপনাকে বশীকরণকারীর নিকট কিছুদিন থাকার ইচ্ছা জানিয়েছিলাম, আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে সেটা একদম দূর হয়ে গেছে। আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। নিজ অযোগ্যতার কথা আমার খুব জানা আছে। এজন্যই আল্লাহ্‌র কাছে শুধু কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বাঁচা এবং ফরযসমূহের উপর অবিচল থাকার তাওফীক কামনা করি। এই তাওফীককেই (যদি হাসিল হয়) মে'রাজ মনে করব। কিন্তু যিকির করতে করতে যখন আবেগ উথলে উঠে তখন আবার চাওয়া শুরু করে দেই এবং নানান রকম মুনাজাত করতে থাকি। একবার জোশ ও আবেগের বশে ভাবলাম যে, আমার কলব তো নাপাক কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা! তুমি আমার কলবে এসে আমার অন্তরের সকল ময়লা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দাও, কিন্তু এরপরই এই উচ্চমার্গের চিন্তা থেকে তওবা করে নিলাম এবং সাধারণ স্তরের তাকওয়াকেই আমার জন্য চূড়ান্ত হিসাবে স্থির করলাম।

যিকিরের উপর অবিচলতা নেই (অর্থাৎ রুটিনমাফিক আদায় করা হয় না) অথচ আপনি বলে দিয়েছেন- এটাও এক ধরনের অবিচলতা (দাওয়াম)।

'ছেমা' শ্রবনের প্রতি আগ্রহ বেশ পুরাতন। সেটাও দূর করতে পারছি না। 'ছেমা' এর কিছু কিছু কথা আমি মুনাজাতে ব্যবহার করে থাকি।

আমার ব্যাপারে আপনার সবই জানা আছে। দীনের কোনো কাজ করারও হিম্মত নেই। মস্তিষ্ক, হার্ট ও অন্যান্য অঙ্গ প্রায় সবই দুর্বল। পাকস্থলি এবং দৃষ্টিশক্তিও দুর্বল। কোষ্ঠ, অর্শ, অনিদ্রা ইত্যাদি রোগও যোগ হয়ে গেছে।

আমার করনীয় কাজ একটাই তা হল নিজের ইসলাহ। অন্যের কল্যাণ চিন্তা তো পরের কথা আমার এখন 'আপনা জান বাঁচা' এর অবস্থা। আমার ইসলাহ আপনার কাছে থেকেই সম্ভব। এখানে মায়ের কোনো খেদমত আমার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ আমি নিজেই থাকি ভাইয়ের জিম্মাদারিতে। (এখানে থাকার জন্য মায়ের দিক থেকে আমার প্রতি কোনো আদেশও নেই) মা শুধু আমাকে নিয়ে চিন্তিত। ভাই দিনভর দোকানে থাকেন। বলুন এই অবস্থায় আমি কী করতে পারি? আমি কি মায়ের দিকে তাকাব না আপনার দিকে? আমি কি মায়ের খেদমতের জন্য এখানে থাকব নাকি ইসলাহের উদ্দেশ্যে আপনার নিকট চলে আসব? আমি দ্বিধামুক্ত হতে চাই। কোনটা আমার জন্য অধিক কল্যাণকর মেহেরবানী করে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ বশীকরণকারীদের নিকট থাকার ইচ্ছাটা দূর হয়েছে জেনে খুব খুশী হলাম। আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন। এরপর যে হালতের কথা

www.islamfind.wordpress.com

লিখেছেন 'সাধারণ তাকওয়াকেই চূড়ান্ত...' পর্যন্ত, এতে আরো বেশি খুশী হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্ তাআলা আবদিয়াতের একটি আকাঙ্ক্ষিত স্তর আপনাকে দান করেছেন। ইনশাআল্লাহ্ এতে ক্রমান্বয়ে উন্নতি হবে।

'ছেমা' এর প্রতি আকর্ষণ 'গায়রে এখতিয়ারী' সুতরাং এটা দোষণীয় নয়। তবে ঐ আকর্ষণের কারণে 'ছেমা' শ্রবনে মশগুল হওয়া যাবে না। কারণ সেটা ক্ষতিকর। অবশ্য একাকী নির্জনে সুর করে আশ্'আর, কবিতা, ক্বাসীদা ইত্যাদি পড়াতে কোনো সমস্যা নেই। সেটা যে ভাষাতেই হোক।

আপনি নিজের শারীরিক সমস্যা, দুর্বলতা ও অক্ষমতার যে কথা লিখেছেন এগুলি ইসলাহে বাতেনের ব্যাপারে ক্ষতিকর নয়। নিশ্চিন্ত থাকুন।

'মায়ের দিকে না তাকানো' মানে হল তাঁকে অসন্তুষ্ট করে আমার কাছে চলে আসা এমন মুহূর্তে যখন আপনার খেদমত তাঁর খুবই প্রয়োজন অথবা প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ সময়ের জন্য তাঁকে ফেলে রেখে চলে আসা। নতুবা আমার কাছে বেশি থাকা এবং মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবার ফিরে আসা, এটাকে মায়ের দিকে না তাকানো বা মাকে ত্যাগ করা বলে না। আশা করি এ ব্যবস্থাকে আপনার মাও আনন্দের সঙ্গে মেনে নেবেন।

***

হালঃ একদিন নিজের হালত সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম, আমার বিবেক বলে উঠল "যদিও তোমার দায়িত্ব খিদমতে খাল্ক কিন্তু তোমার কোনো যোগ্যতাই নেই। তোমার নিজের ইসলাহের প্রয়োজন রয়েছে। তুমি কখনোই নিজেকে 'মুকতাদা' বা অনুসরণীয় মনে করো না। পীরের নির্দেশ পালনের জন্য যা করণীয় তা করে যাও। তাঁর বরকতে কারোর কোনো ইসলাহ হলে হোক। কিন্তু তুমি মোটেও যোগ্য নও। তুমি কখনোই নিজেকে কোনো অলী বা পীরের দলভুক্ত মনে করো না। কেননা তাদের হালত, দীনের বুঝ, মেধা, বিচক্ষণতা ও তাদের মর্যাদার স্তর অনেক উর্ধ্বে।" 'কোথায় তুই আর কোথায় সেই সব পবিত্র আত্মার বুযুর্গানে দীন।' 'কোথায় খাক (মাটি) কোথায় আলমে পাক? (পবিত্র জগৎ)'

মনের উপর দিয়ে যখন এই চিন্তার ঝড় বয়ে গেল তখন নিজের হালত খুবই দুর্বল এবং নিকৃষ্ট মনে হল। এতে মনের মধ্যে ইবরত ও নাদামাত, শিক্ষা ও অনুশোচনা তৈরি হল। এমনিতেও যখন যেটুকু দীনী বিষয়ে নিজের ত্রুটি ধরা পড়ে মনে মনে ভীষণ লজ্জা ও অবর্ণনীয় যন্ত্রণা অনুভব করি। তওবা ও

www.islamfind.wordpress.com

ইস্তিগফার দ্বারা ঐ সব দোষ ত্রুটির ক্ষতিপূরণের চেষ্টা চালাই। ভবিষ্যতের জন্য সংকল্প করি যে, আর কখনোই এরূপ করব না। তবে পূর্ণ সফলতা পাই না। আপনিও মেহেরবানী করে দিল থেকে দুআ করবেন যেন ঐ ত্রুটিগুলির পূর্ণ ইসলাহ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাকে একজন 'আবদে কামেল' বানিয়ে মৃত্যু দান করেন। আখিরাতের আযাব থেকে মুক্তি দান করেন। এই ব্যাপারেই খুব বেশি চিন্তিত এবং এর জন্যই আপনার বিশেষ দুআ প্রার্থী। এছাড়া আর কোনো বুযুর্গী ও কামালাতের আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। যেমন কেউ বলেছেন-

زاہد شدی شیخ شدی دانشمند - ایں جملہ شدی ولیکن انسان نہ شدی

অর্থ- পীর হলে, যাহেদ হলে, হলে মহাজ্ঞানী, সব হলেও হও নি মানুষ এই শুধু জানি।

সত্যিই কোনো মানুষ সব কিছু হল কিন্তু মানুষ হল না তাহলে সে কিছুই হল না। এতদিন পর্যন্ত আমি তাসাওউফ বা দরবেশীকে কত কিছু ভাবতাম, কিন্তু অনেক ঘাত প্রতিঘাতের পর এখন বুঝেছি যে, ব্যাস, মানুষ হয়ে যাও তাতেই সব কিছু হবে আর যদি কেউ মানুষ হতে না পারে তাহলে তার কোনো বুযুর্গী কিছুই নয়। সকল 'কামালাতে ইনসানিয়া' এর মূল কথা হল 'আবদে কামেল' (আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ দাসত্বকারী বান্দা) হয়ে যাওয়া। সুলূক, তরীকত বা তাসাওউফের পথ ধরার আসল মাকসূদও এটাই। এছাড়া অন্য সব কামালাত, বুযুর্গী, হালত, কাইফিয়াত ও মুকাশাফাত ইত্যাদি মাকসূদ বিল গায়র (উপলক্ষ্য অর্থাৎ মূল লক্ষ্য নয়) এই চিন্তাতেই মগ্ন ছিলাম এমনি অবস্থায় মনে জেগে উঠল অন্য একটি শ্লোক –

ہفت شہرے عشق را عطار گشت - ما ہنوز اندر خم یک کوچہ ایم

অর্থ ঃ ইশ্ক প্রেমের বাকি রয়ে গেছে সপ্তদেশ, আমরা কেবল এক গলিতেই ঘুরছি বেশ।

বুঝতে পারলাম সত্যিই নিজের অবস্থা এখনো উল্লেখ করার মতো কিছুই নয়, তবে যা কিছুই আছে তার জন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া। আর যা নেই তার ইসলাহের জন্য যত্নবান হতে চাই এবং হুযূরের কাছে দুআ চাই... আল্লাহ্ তাআলা হুযূর এবং সকল আহলুল্লাহ্ ও পীরানে তরীকতের সদকায় আমার সকল ত্রুটিকে শরীয়তের মুতাবেক ইসলাহ করে দিন। এই কাজে আমাকে কামিয়াব ও সফল করুন।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২০৯

www.islamfind.wordpress.com

হুযূর! আমি একেবারে সাধারণ একজন সুস্থ মানুষ। এখানে নিজের সংক্ষিপ্ত বাতেনি হালতের বিবরণ পেশ করলাম। হঠাৎ হঠাৎ সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন অবস্থায় ঐ হালত গালেব ও প্রবল হয়ে উঠে। তখন আমার সব ভালো-মন্দ হালতের চিত্র চোখে ধরা দেয়। তখন ভীষণ লজ্জা ও অনুতাপ জেগে উঠে। উপরোল্লিখিত পংক্তি 'ইশক প্রেমের...' এর তাৎপর্য ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হই নি। যদিও এতটুকু বুঝেছি যে, তিনি এজমালীভাবে (সংক্ষেপে) আল্লাহ্‌র প্রেমের অনেক স্তরের কথা বলেছেন।

বিশ্লেষণঃ এটাই তাৎপর্য যা আপনি বুঝেছেন। ঐ স্তরগুলোর নাম একটা একটা করে বর্ণনা করাটা কি মোটেও জরুরি?

তাওয়াক্কুল

প্রশ্নঃ এ অধম নিজ ব্যয়ের মধ্যে সাধ্যমতো শরীয়তের অনসুরণের চেষ্টা করে থাকি। অর্থাৎ জরুরি বা ওয়াজিব খরচপাতির পর মুস্তাহাব জায়গাগুলিতে খরচ করে থাকি তবে এতটুকু পরিমান যেন করয বা ঋণ হয়ে না যায়। চাই তাতে সঞ্চয় কিছুই না হোক। এরই ভিত্তিতে নিজের মুরব্বি অথবা প্রিয়জনদের অথবা কখনো কেউ ধার-কর্য চাইলে উক্ত নীতির আলোকে সাধ্যমতো দান ও খেদমত করে থাকি। কিন্তু বেশিরভাগ সময় মন চায় যে, মুরব্বিদের আরো বেশি খেদমত করি। আমার আশপাশে যে দরিদ্র ও অভাবী কৃষক বসবাস করেন তাদের নানান অভাব দেখে তো মনে হয় যে, শরীয়তের উপরোল্লিখিত নীতির অনুসরণ যদি না করতাম তাহলে তাদেরকে দান করে অথবা ধার করয দিয়ে হয়ত নিজেই নিয়মিত ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়তাম। মনে ইচ্ছা জাগলেও খরচের বেলায় আয়াতটিতে-

والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا وكان بين ذلك قواما

অর্থ- (আর আল্লাহ্‌র বান্দাদের আর্থিক ইবাদতের অবস্থা এই যে,) তারা যখন খরচ করে তখন (গুনাহের কাজে ব্যয়ের মাধ্যমে) অপচয় করে না এবং (নেকির কাজে) কৃপণতা করে না আর তাদের ব্যয় হয়ে থাকে (অপচয় ও কৃপনতার) মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায়। -সূরা ফুরকান, আয়াত-৬৭)

দৃষ্টি রেখে নিজের সাধ্যমতোই দান করার চেষ্টা করে থাকি। যদিও জানি যে, শরীয়ত মুতাবেক করছি বলে এটা প্রশংসনীয় তারপরও যখন এই হাদীসগুলো দেখি-

www.islamfind.wordpress.com

لكن الزهادة فى الدنيا أن لا تكون بما فى يديك أوثق مما فى يدى الله

অর্থ- কিন্তু পৃথিবীতে নির্মোহতা এই যে, তুমি আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারের চেয়ে নিজের সম্পদের ব্যাপারে বেশি আস্থাশীল হয়ো না।

وأنفق يابلال ولاتخش من ذى العرش إقلا لا

অর্থ- হে বেলাল! তুমি খরচ কর এবং আরশের মালিকের দিক থেকে অভাবের আশঙ্কা করো না।

তখন মনে হয় সকল দানের ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিক খরচ করা উচিৎ, ঋণগ্রস্থ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও ভাবা উচিৎ নয়। এরপর আবার মনে হয়– হাদীসের বিষয়টি বড় মানুষদের জন্য, আমি দুর্বল, সুতরাং আমার জন্য এটা সমিচীন নয়। কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই অবস্থা প্রথম তিরির চেষ্টা চালানো। কিন্তু নিজের মনের ভেতর তাকালে দেখি যে, অন্যের দয়াকে কঠিন বোঝা মনে হয়। এটা একদম বরদাশত হয় না যে, আমার কাছে কেউ পাওনাদার থাকুক। আমি অন্যের প্রতি দয়া ও ইহসান করি তাতে সমস্যা নেই। যদিও আমি আল্লাহ্‌ পাকের সীমাহীন রহমত ও অসংখ্য অনুগ্রহের মুরাকাবা করি যে, আমার অবস্থা পাল্টেও যেতে পারে, এতকিছুর পরও শরীয়তের প্রথম নীতিটাই আমার কাছে নিরাপদ মনে হয় এবং দ্বিতীয় নীতির উপর আমলের কথা শুধু ভাবনা ও চিন্তাতেই ঘুরপাক খাস। আমার জিজ্ঞাসা এই যে, এটা কি তাওয়াক্কুলের ঘাটতি? যদি তাই হয় তবে চিকিৎসার ব্যবস্থা কী?

জবাবঃ এটা তাওয়াক্কুলের ঘাটতি নয় এবং প্রশ্নে বর্ণিত হাদীস দুটোরও পরিপন্থী নয়। প্রথম হাদীসে নিজের সম্পদের প্রতি ভরসা ও আস্থা রাখার নিষেধ রয়েছে ইমসাক (খরচ না করা) এর নিষেধাজ্ঞা নেই। আর দ্বিতীয় হাদীসে এই খরচের নির্দেশ 'আপন সাধ্যমতো' বুঝে নিতে হবে। (অর্থাৎ হাদীসে বলা হয়েছে - হে বেলাল! তুমি খরচ কর এবং... অভাবের আশঙ্কা করো না, এখানে 'তুমি খরচ কর' কথাটি সাধারণ ও মুক্তভাবে বলা হলেও প্রকৃত নির্দেশটি হল– তুমি আপন সাধ্যমতো খরচ কর। সাধ্যাতীত খরচের নির্দেশ দেওয়া হয় নি।) কারণ 'সাধ্যমতো' কথাটি অন্যান্য হাদীসে স্পষ্টভাবেই বলা আছে। সুতরাং আপনার চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

***

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২১১

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ সব সময় আমার লক্ষ থাকে যে, প্রত্যেক কাজের মধ্যে যেন আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা রাখতে পারি। বিশেষত রুটি-রুজির ব্যাপারে এটা খুব বেশি ভাবি। কিন্তু অবস্থা এই যে, তিনদিনের জন্য হলেও যদি আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে যায় তবে মনের মধ্যে পেরেশানি এসে যায়। অথচ আল্লাহ্ তাআলা অকল্পনীয় স্থান থেকে দিয়ে দেন। আয়-রোজগার হলে মন চিন্তামুক্ত হয়ে যায়। আবার বিলম্বেও মন অস্থির হয়ে যায় তবে পেরেশানির কালে সব সময়ই রুজূ ইলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্র প্রতিই মনোযোগ বেড়ে যায় আর টানাটানির কথা মুখে আসা তো দূরের কথা মনের মধ্যেও অভিযোগ জাগে না। এ হল আমার হালত। আর আমার বাড়ির অবস্থা এই যে, অভাব ও টানাটানি দেখা দিলে তার মনে কোনোই পেরেশানি বা দুশ্চিন্তা জাগে না, উল্টো সে বলে– আল্লাহ্ দেবেন, আমাদের চিন্তিত হওয়া উচিৎ নয়। এতে আমার নিজের উপর আফসোস হয়। মনে হতে থাকে যে, মেয়ে মানুষ হয়েও আমার চেয়ে বেশি উন্নতি করে ফেলেছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আমার এই হালত কি মাহমূদ না গায়রে মাহমূদ? গায়রে মাহমূদ হলে কী চিকিৎসা করব?

বিশ্লেষণঃ উভয়ের হালতই মাহমূদ ও প্রশংসনীয়। দুজনের পার্থক্যটা স্বাভাবিক। কেননা মেয়েদের মধ্যে পরিণাম চিন্তাটা স্বভাবগতভাবে কম আবার পুরুষদের চিন্তাশক্তি অধিক কার্যকর হয়ে থাকে। এ কারণেই দুজনের মধ্যে এই পার্থক্য।

***

হালঃ সাতদিন পূর্বে আনুমানিক সকাল দশটার দিকে মনটা এত বেশি ঘাবড়ে গেল যে তৎক্ষনাৎ স্থির করে ফেললাম হুযূরের দরবারে কমপক্ষে আটদিন থাকব। কিন্তু জনাব খাজা আযীযুল হাসান সাহেব (মাজযূব) এর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তাঁকে জানালাম যে, বর্তমানে আমি ঋণগ্রস্থ, জরুরি প্রয়োজনে খরচ-খরচা তো করতেই হয় কিন্তু আমার আশঙ্কা এই যে, অতিরিক্ত ঋণগ্রস্থ অবস্থায় হুযূরের দরবারে আসার কারণে হুযূর একথা বলে বসেন কিনা যে, এত ঋণ থাকতে কেন এলে? খাজা সাহেব পরামর্শ দিলেন যে, খোদ হুযূরের নিকটেই সব হালত জানিয়ে ইজাযত চাও। যদি অনুমতি দেন তাহলে তো আর সমস্যা নেই। সেই পরামর্শের আলোকেই আমি অনুমতি প্রার্থনা করছি এবং আমার অবস্থাটাও হুযূরের খিদমতে নিবেদন করছি– আমি প্রায় দেড় হাজার রুপি করয করেছি। প্রায় সবসময় শোধ করে দেওয়ার চিন্তা মাথায়

www.islamfind.wordpress.com

ঘুরপাক খেতে থাকে এবং আমি পরিশোধ করা শুরুও করে দিয়েছি। কিন্তু আমার উপার্জন ও সংসারের পিছনে ব্যয় করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা ঐ করযের পিছনেই ব্যয় হয় যার পরিমান খুবই সামান্য। আমার উপার্জনের মাধ্যম ছোট্ট ব্যবসা, তার মাধ্যমে যা আসে আলহামদুলিল্লাহ্ সেটা সু-নির্ধারিত নয়, একেবারে সম্পূর্ণ তাওয়াক্কুল করেই চলতে হয় আমাকে। অর্থাৎ আমি ছোট্ট একটি চামড়ার ব্যবসা করি। কানপুরে কিনে আবার কানপুরেই বিক্রি করি। পূর্বের এক চিঠিতে আমি হুযূরকে জানিয়েছিলাম যে, আমি আল্লাহ্ পাকের এক সরকারী চাকুরী শুরু করেছি, পাশাপাশি ৬-৭ ঘন্টা চামড়ার ব্যবসার পিছনে ব্যয় করে থাকি। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তো কাজ একদম কম করি কিন্তু মহান আল্লাহ্ আমার ঐ অঙ্গীকারের লাজ রেখেছেন এমনভাবে যে, তিনি ব্যবসায় আমাকে প্রচুর লাভ দান করেন। শুধু এতটুকু নয় বরং যেদিন আমি আল্লাহ্র ডিউটি ঠিকমতো পালন করি সেদিন আমার মালিক যেন গায়েব থেকে আমাকে তাঁর দান দিয়ে থাকেন। সেদিন লোকসান হওয়ার মতো মাল কিনলেও লাভই হয়। আর যদি কখনো আল্লাহ্র কাজ করা না হয়, ভুল হয়ে যায় তবে লাভের মাল কিনে আনলেও দেখেছি লোকসান হয়। আবার যেদিনই খুব বেশি লোকসান হবে এবং সেটা আমার পক্ষে বরদাশ্ত করাও সম্ভব নয়, এরূপ পরিস্থিতি তৈরি হয় তওবা করে আল্লাহ্র দিকে রুজু করেছি অমনি দেখেছি যে, বিস্ময়করভাবে লোকসানের মালের মধ্যেই প্রচুর লাভ হয়ে যায়। আমার আল্লাহ্ আমাকে লাভবান করেন। এই অবস্থা আমি তো নিয়মিত দেখছি। যার ফলে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, যদি আমি মালিকের ডিউটি ঠিকমতো পালন না করি তবে আমার দুনিয়ারও লোকসান হয়। আর যদি আমার অঙ্গীকার মতো লাগাতার মাওলা পাকের ডিউটি করতে থাকি তাহলে আল্লাহ্ পাক জানেন যে, আমার ব্যবসার মধ্যেও লাগাতার লাভই হতে থাকে, লোকসানের কোনো আশঙ্কাই থাকে না। এছাড়া রূহানী উপকার যা আছে সেটা তো আছেই সেকথা আমার আল্লাহ্র জানা আছে।

জবাবঃ আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন, যিনি আপনাকে ইয়াকীন ও তাওয়াক্কুলের দৌলত, বিশ্বাস ও ভরসার সম্পদ দান করেছেন। এমন ইয়াকীন যখন প্রাপ্ত হয়েছেন ইনশাআল্লাহ্ তাআলা আর কোনো পেরেশানি থাকবে না।

হালঃ আমি হুযূরের নিকট নিবেদন করছি যে, হুযূর অনুমতি দিলে আটদিনের জন্য হাযিরে খিদমত হয়ে যাব। হয়ত আটদিনের অল্প সময়ে আমার কিছু

www.islamfind.wordpress.com

উন্নতি হবে। ঋণের বিষয়টি যদি প্রতিবন্ধক হয় তবে আমি বলব আল্লাহ্ না করুন! আজ যদি হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, যার চিকিৎসা নেয়া জরুরি। দিল্লিতে হাকীম আজমল খান সাহেবের কাছে ছুটে যেতে হয় তখন তো নিরুপায় হয়ে সকল ব্যয় বহন করতে হবে এবং বলা হবে যদিও আমি ঋণগ্রস্থ হিসাবে সব কিছুর পূর্বে ঋণ পরিশোধ করা জরুরি কিন্তু শরীর সুস্থ না হলে তো ঋণ শোধ করাও সম্ভব হবে না। সুতরাং শরীর সুস্থ রাখা সকলের কাছেই অধিক জরুরি বলে সাব্যস্ত হবে। একই রকমভাবে জরুরি মনে করে আমি হুযূরের খিদমতে আটদিনের জন্য হাজির থাকার অনুমতি চাচ্ছি। আমার মতে শারীরিক সুস্থতার চেয়ে রূহানী সুস্থতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে আমার দুনিয়াবি বিষয় বা ব্যবসায়ের উন্নতিটাও নির্ভরশীল আত্মিক সুস্থতার উপর। মোটকথা, হুযূরের মতে মুনাসিব হলে আমাকে আসার অনুমতি প্রদান করা হোক।

বিশ্লেষণঃ সার্বিক বিবেচনায় আসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা নেই।

হযরত থানভী রহ. এর একজন খলিফার চিঠি

হালঃ অধমবান্দা উপায়-উপকরণ ছেড়ে তাওয়াক্কুল এখতিয়ার করেছি। এ কারণে চিঠি পাঠাতে বিলম্ব হল। কার্ড কেনার পয়সা হাতে ছিল না। হুযূরকে জানিয়ে রাখা ভালো যে, এ অধমবান্দা কারো কাছে এক পয়সারও করযদার নয়, কারো একটি পয়সাও পাওনা নেই আমার কাছে। আমি নিজের দোস্ত আহবাবের কাছে স্পষ্ট জানিয়েও দিয়েছি যে, আমার কাছে আসতে হলে হয়ত নিজের খানার ব্যবস্থা নিজেই করে এসো অথবা আল্লাহ্ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করে এসো। পেলে খাব না পেলে খাব না। কেননা আমার মুআমালা চলছে তাওয়াক্কুলের উপর, বিনা লোভ-লালসায় আল্লাহ্ তাআলা যে হালাল রিযিক পাঠাবেন তাই খাব এবং অন্যকেও খাওয়াব। ধার-কর্জ করে নিজেও খাব না অন্যকেও খাওয়াব না। এভাবেই আমার ভালো লাগে। এভাবেই শান্তি পাই। এটাই আমার রুচি, এটাই আমার পছন্দ। এটা শুনে আমার এক দোস্ত বলতে লাগল ধার নিলেও কোনো সমস্যা নেই। এধরনের ধার আল্লাহ্ তাআলা দ্রুত শোধ করার ব্যবস্থা করে দেন। আমি তাকে বললাম, ভাই এতে সন্দেহ নেই যে, শোধ হয়ে যায় কিন্তু এটাও ঠিক যে, এভাবে লালসা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কেননা ঋণ গ্রহণের পর পরিশোধের অব্যাহত চিন্তাও তো তৈরি হবে। পাওনাদার লোকটিও তো চাইতে থাকবে।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২১৪

নিজের কাছে না থাকার কারণে মাখলুকের প্রতি নজর যেতে থাকবে। এরপর সর্বক্ষণ মাথার মধ্যে এই চিন্তা হতে থাকবে যে, কোথায় পাব কিছু টাকা যা দ্বারা পাওনা শোধ করতে পারব? এভাবেই হালাল-হারামের পার্থক্যটাও ঘুঁচে যাবে। এসব কথা শুনে ঐ বন্ধু নীরব হয়ে গেল। এরপর ঐ বন্ধুকে আরো বললাম– ভালো সাজার কোনো খাহেশ আমার নেই যে, ঋণ করে কাউকে খাওয়াতে হবে। কেউ আমাকে যতই ভালো-মন্দ বলুক, তাতে কী এসে যায়? আপন কর্তব্যটাই বড়।

হুযূরকে জানাতে চাই যে, যেদিন অভুক্ত থাকি সেদিন আমি একটুও ক্ষুধা ও পিপাসার কথা বুঝতে পারি না। মনের মধ্যে কোনো কষ্ট, বিরক্তি বা অস্বস্তি বোধ হয় না। বরং দিলের মধ্যে এহসাস হতে থাকে ফারহাত, লয্যত ও নূর। পেট ভরা মনে হতে থাকে। ইবাদতে খুব স্বাদ পাই।

ভালো ভালো খাদ্য ও বস্ত্রের কোনো আকাঙ্ক্ষা এই অধমের নেই। আল্লাহ্ তাআলা যা দেন তাই খাই ও পরি, আল্লাহ্র নেয়ামত জেনে শুকরিয়া আদায় করি। আমি নিজেকে অত্যন্ত তুচ্ছ ও হাকীর মনে করি। আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকি। কখনো রহমতের আশায় বুক বাঁধি, কখনো আযাবের ভয়ে অস্থির হয়ে উঠি। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব ও আখিরাতের চিরস্থায়িত্বের কথা ভাবি। দুনিয়াকে খুবই নিকৃষ্ট ও অবাস্তব মনে হয়। দুনিয়ার প্রতি এতটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে যে, এর কোনো বস্তুর প্রতি নেই কোনো মোহ, নেই কোনো আগ্রহ। আগ্রহ রয়েছে শুধু আমালে সালেহার প্রতি। সকল কাজ ও সকল ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই কাম্য থাকে, আল্লাহ্ ও রাসূলের কাজের প্রতি থাকে হৃদয়ের এতো প্রবল আকর্ষণ ও অন্তরের আনন্দ যা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। গুনাহের কাজে এমন ঘৃণা ও কষ্ট হয় যা লিখে বোঝাতে পারব না। গুনাহের কাজ দেখলে আমার চোখের মধ্যে ব্যাথার মতো অনুভূত হতে থাকে। বাদ্য, বাজনা অথবা গানের আওয়াজ কানে গেলে ব্যাথা বোধ হতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুনাহের কাজ দেখলেও কষ্ট হতে থাকে। কখনো শয়তানের ধোকায় অধমের দ্বারা কোনো গুনাহের কাজ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে বাজতে থাকে।

হুযূর! আমার অন্তর থেকে সব যমীমা ও রযীলা (মন্দ ও নিকৃষ্ট স্বভাব) বের হয়ে গেছে। আওসাফে হামীদাহ (প্রশংসনীয় গুণাবলী) যা তৈরি হয়েছে সবগুলোতেই আল্লাহ্ দিন দিন দৃঢ়তা দান করে চলেছেন। হযরতকে জানিয়ে রাখছি যে, একুশে শাবান থেকে ই'তিকাফে চল্লিশ দিনের নিয়ত করে চিল্লায়

www.islamfind.wordpress.com

আছি। নির্জনতা খুব ভালো লাগে। সব সময় দিলের মধ্যে নূর অনুভব করি। সর্বদা অধম যিকিরের সঙ্গে থাকে, সামান্য একটুও যদি গাফলত এসে যায় তবে মনের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হয়। ইবাদতের সময় মন একাগ্র থাকে এবং খুবই মনোযোগের সঙ্গে ইবাদত আদায় হয়ে থাকে। মুখ মিষ্টি হয়ে যায়। কলবের মধ্যে শান্তি, দিলের মধ্যে নূর মাহসূস হতে থাকে। মন শুধু এটাই চাইতে থাকে যে বন্ধ না করি, থামিয়ে না দেই, চলতেই থাকুক অবিরাম, নামায পড়তে লাগলেও এই একই অবস্থা হয়ে যায়।

কুরআন (তিলাওয়াতের) এর মধ্যে, মুনাজাতে মকবূল এবং যাদুস সাঈদের মধ্যে, যিকির করার মধ্যেও এবং সর্বদা যিকিরের হালতে থাকার ক্ষেত্রেও এই কাইফিয়াত চালু থাকে। আর আল্লাহ্ নামের মধ্যে এ অধমের যে মজাটা হয়, যিকিরের সময় যে স্বাদ পাই সেটা আর কোনো কিছুতে পাই না। এমন লয্যত পাই যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ইবাদতের ঐ একাগ্রতা, মনোযোগ ও লয্যত (স্বাদ) এর সামনে বিশ্বজাহানের রাজত্বও তুচ্ছ মনে হতে থাকে। ঐ মজার কথা আসলে লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। ইশক যার অন্তরে আছে কেবলমাত্র সেই এটা উপলব্ধি করতে পারে।

যিকির করতে করতে কখনো এই অবস্থা হয়ে যায় যে, প্রতিটি পশম থেকে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরের আওয়াজ বের হতে থাকে আর সম্মুখে একদম উজ্জল ও নূরানী আলোতে আলোকিত হয়ে ওঠে। একদিন ই'তিকাফের হালতে আমি ঘুমাচ্ছিলাম, ঘুমের মধ্যে মনে হতে লাগল যে, শরীরের উপর পূর্ণিমা চাঁদের জোসনার মতো আলোকিত হয়ে আছে। ঘুম ভাঙলে নিজেকে যিকিররত দেখতে পেলাম। কিন্তু আসল কথা হল হুযূর! এই অধমের না কোনো আলোর খাহেশ আছে না আছে কোনো কাইফিয়াতের খাহেশ। সর্বদা চাই শুধু আল্লাহ্ তাআলার রেযামন্দি ও সন্তুষ্টি। আর আমার অবস্থা হল-

اندریں رہ می تراش وی خراش - تادم آخر دمے فارغ مباش

অর্থ- আল্লাহ্কে পাবার জন্য অবিরাম সাধনা করে যাও, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও গাফেল হয়ো না।

হযরত! আপনার সোহবত ও দুআর বরকত এবং আল্লাহ্ তাআলার ফযল ও করম, নতুবা এই নালায়েকের নসীব কোথায় ছিল যে এমন সব অমূল্য দৌলত জুটবে! হুযূর! আপনার শুকরিয়া আদায় করতে পারব না এবং আল্লাহ্ তাআলার এসব মেহেরবানী ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেও কখনোই

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২১৬

www.islamfind.wordpress.com

শেষ করতে পারব না। এই অধম তাঁর কী শুকরিয়া করতে পারবে? অধম ইসলাহের তলবগার এবং এই দুআ প্রার্থী যে, আল্লাহ্ তাআলা যেন আমালে সালেহা বা নেক কাজ সমূহের ক্ষেত্রে ইস্তিক্বামাত নসীব করেন।

বিশ্লেষণঃ দিল সীমাহীন খুশী হল। প্রকৃত দৌলত হল এইগুলি। আল্লাহ্ তাআলা এই দৌলত আরো বাড়িয়ে দিন।

***

হালঃ হযরত! অভাব, ক্ষুধা এবং কষ্টের সময়ে কলবের যে হালত ছিল এক মাসের মধ্যেই সেই খাস হালতের মধ্যে দিন ও রাতের মতো পার্থক্য এসে গেছে। যদিও আলহামদুলিল্লাহ্! এখনো তার আছর অবশ্যই রয়ে গেছে। তবে সেখানে ঘাটতিও নিশ্চিতভাবে এসেছে।

বিশ্লেষণঃ এমন কম বেশির দিকে লক্ষ করা উচিৎ নয়। কখনো কখনো এরূপ কথা না শুকরী ও অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটায়। মনে রাখবেন- 'বন্ধু যা দেয় তাই ভালো।' আনন্দ, বেদনা যেটাই হোক না কেন?

***

হালঃ এখন আলহামদুলিল্লাহ্ ভালো খাবার ও ভালো পোশাকের প্রতি আগ্রহ জাগে না বরং যা পাওয়া যায় সেটাকেই যথেষ্ট মনে করি এবং ইনশাআল্লাহ্ করব। যাই সামনে আসে মনে হয় যে ফ্রি পেয়ে গেলাম এবং মনে হয় খুব বড় কিছু পেলাম। গুনাহের প্রতি ঘৃণা এসে গেছে এবং দূরে থাকার অভ্যাসও তৈরি হয়ে গেছে। হুযূরের একটি কথা অধমের জন্য ভীষণ উপকারী হয়েছে। সেটা হল এই 'তোমার এই জবাব কি আল্লাহ্র কাছে চলবে? আমি না হয় তোমার মুখের কথা মেনে নিব কিন্তু আল্লাহ্ তো হাকীকত দেখছেন।' একথাটি সব সময় আহ্কারের যেহেন নশীন হয়ে থাকে। সর্বদা মনে জাগ্রত থাকে। যার ফলে কাউকে মিথ্যা বলা বা কোনো প্রকার চালবাজি করা, প্রতারণা বা অপব্যাখ্যা করার সাহস হয় না। এই কথার সামনে নফসের কোনো চালাকিও চলে না। আল্লাহ্র দরবারে হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করি কারণ আমল যদিও কিছুই করা হয় না কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা হুযূরের সোহবত নসীব করেছেন। যার দ্বারা নিজের ক্ষুদ্র ও সুক্ষ্ম ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং নফ্স ও শয়তানের চালবাজি ধরা পড়ে যায়, ভবিষ্যতে ঐ ভুল ত্রুটি পুনরায় না করার সংকল্প, হিম্মত ও তাওফীকও আল্লাহ্ দান করে দেন। মনে আগ্রহ জাগে যে, ইনশাআল্লাহ্ এরূপ আর কখনোই করব না।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২১৭

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। মুবারক।

তওবার তাওফীক পাওয়া সফলতার লক্ষণ

হালঃ অনেকদিন হল হুযূরের চিঠি পেয়েছি। হুযূরের হিদায়াত ও নির্দেশনা মতো আমল করছি আলহামদুলিল্লাহ্। জাযাউল আমাল হাতে পেতে বিলম্ব হয়েছিল। বর্তমানে পরীক্ষা নিকটবর্তী ও সুযোগের অভাবের কারণে প্রতিদিন পনের মিনিট করে পড়া চালু রেখেছি। গতকাল ও পরশু রাতে আগে আগে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম বলে পড়াটা ছুটে গেছে। জাযাউল আমাল পড়া, যিকির ও তাকাশশুফের হিদায়াত মতো আমল করার কারণে এই আছর নিশ্চিতরূপেই হয়েছে যে, কোনো গুনাহ যদি হয়ে যায় তবে কলব সেটা ইহসাস (অনুভব) করতে পারে। ফলে রাতে মুহাসাবার সময় তওবা করে নেই। আমি আমার জন্য এই আছরকেই বিরাট মনে করি।

বিশ্লেষণঃ বিশাল সফলতা সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ তাআলা ইস্তিকামাত দান করুন।

যিকিরের মধ্যে উন্নতি করা

প্রশ্নঃ হুযূর! কালিমা অথবা ইসমে যাতের যিকির করার মাধ্যমে যারা ঘুমে ও জাগরণে আল্লাহকে স্মরণে রাখার যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাদেরকে আর কী আমল বলা ভালো হবে?

জবাবঃ ঐ লোকদেরকে নতুন কোনো কিছু বলার প্রয়োজন নেই। যদি তাদের ফুরসত, হিম্মত, শক্তি এবং মিজাযের সুস্থতা থাকে তবে তারা যা কিছু করছেন সেগুলোই বাড়িয়ে দিন।

রিযায়ে হক হাসিল করার পন্থা

প্রশ্নঃ আমাকে এমন কোনো দুআ শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমার ইবাদতের লয্যত এবং গুনাহ থেকে নফরত হাসিল হবে। ইবাদতে স্বাদ পাব গুনাহকে ঘৃণা করতে পারব। শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা বিদূরিত হবে।

জবাবঃ এই সকল কিছুর জন্যই হল যিকির এবং যিকিরই এই উদ্দেশ্যগুলো পূরণে সহায়ক। তবে লয্যত (স্বাদ) প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, প্রকৃত উদ্দেশ্য হল রিযায়ে হক বা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। সেটা লাভ করার পথ হল যিকির ও ইতায়াত।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২১৮

আসল মাকসাদ তাআল্লুক মাআল্লাহ্ বৃদ্ধি পাওয়া

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্ গত দেড় মাস যাবৎ হুযূরের কথা মতো তাহাজ্জুদ ও ইসমে যাতের যিকির যথা সময়ে চলছে। দুআ চাই যে, আল্লাহ্ যেন চালু রাখার তাওফীক এনায়েত করেন। কোনো কোনো সময় যিকিররত অবস্থায় কলবের মধ্যে আনন্দ ও খুশী অনুভূত হয় আবার কখনো কখনো যতই যর্‌ব লাগাই কলবের উপর কোনোই আছর হয় না। কণ্ঠের নিচেই নামে না শুধু মুখে নামটা চলতে থাকে। তবে সেদিকে আমি মনোযোগ দেই না। যদিও মন চায় যে অন্তরটাও মুখের সঙ্গী হয়ে থাক। জানি না কোনো কোনোদিন কেন এমন হয়ে যায়? দয়া করে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ তাআলা বরকত ও ইস্তিকামাত দান করুন। যিকিরের মধ্যে আনন্দ ও খুশী বিরাট বড় দৌলত সন্দেহ নেই। তবে আমার খুব হাঁসি পেল এই কথায় যে, 'কলবের উপর কোনোই আছর হয় না।' 'আছর' আপনি কোন জিনিসকে মনে করেন? তাআল্লুক মাআল্লাহ্ বেড়ে যাওয়াটা হল আসল আছর আর মূল লক্ষ্য এটাই। আল্লাহ্‌র শোকর এটাতো হচ্ছেই। না জানার কারণে আপনার এই পেরেশানি, ইনশাআল্লাহ্ খুব শীঘ্রই সান্ত্বনাও পেয়ে যাবেন। তাছাল্লী নসীব হবে। এতমিনানের সঙ্গে কাজে লেগে থাকুন আর অবস্থা জানাতে থাকুন।

তাওহীদের গালাবা বা প্রাধান্য

হালঃ হুযূরের মনোযোগ আকর্ষণ করছি এই হালতের ব্যাপারে যে, ইতিপূর্বে আমি সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত ও সাহায্য লাভের আকাঙ্ক্ষামূলক আশ্‌আর ও কবিতা বেশি বেশি পড়তাম। দরুদ শরীফও ছিল আমার খাস অযীফা। কুরআন শরীফের চেয়েও বেশি আমার দরুদ শরীফ ভালো লাগত। কিন্তু ইদানিং না আছে ওইসব কবিতার আগ্রহ, না সরওয়ারে কায়েনাতের প্রতি পূর্বের সেই মহব্বতের প্রাধান্য। জনাব সরওয়ারে কায়েনাতের প্রতি দিলে আকর্ষণ, তাঁর প্রেমে বে-তাব ও মাতোয়ারা হয়ে যাওয়া এগুলো যেন একেবারে ভুলে গেছি। দরুদ শরীফও যেন শুধু অভ্যাসের বশে পড়ে থাকি; মন লাগে না। পক্ষান্তরে কুরআন শরীফের মধ্যে এখন খুব মন বসে। হুযূরের মন্তব্যের অপেক্ষায়...

বিশ্লেষণঃ এটা হল তাওহীদের গালাবা বা প্রাধান্য যা মূল লক্ষ্য ও মাকসাদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শুকরিয়া আদায় করুন।

***

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২১৯

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ কিছুদিন থেকে এমন মনে হচ্ছে যে, যদি কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে বরং নিরুপায় অবস্থায় বাদ্য-বাজনার আওয়াজ কানে যায় তখন আশ্চর্য রকম তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ্ জেগে ওঠে। আল্লাহ্র প্রতি ভীষণ মনোযোগ তৈরি হয়। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে সচেতনভাবে সেটা শোনা থেকে বিরত থাকি। এটা অবনতি তো নয়? বাহ্যিকভাবে মুখালাফাতে সুন্নতের (সুন্নতের বিরোধিতার) কারণে এরূপ উল্টা প্রতিক্রিয়া নয় তো?

বিশ্লেষণঃ এটা তাওহীদের গালাবা (প্রাধান্য) কেননা সৃষ্টবস্তু আকর্ষণকারী হয় সৃষ্টিকারীর প্রতি। এটা যদিও প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিন্তু মিষ্টি ও সুরেলা আওয়াজের মধ্যে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যে কথাটি আওয়াজ ও সুরবিশেষজ্ঞদের কাছে স্বীকৃত। আকর্ষণ তৈরি হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার এবং অনুভূতির সুস্থতা ও উপলব্ধির তীক্ষ্ণতা থেকে উদ্ভূত বিষয়। স্বাভাবিক কোনো ব্যাপার সুন্নতের মুখালেফ নয় বরং মুত্তাকী পরহেযগারের জন্য এই আকর্ষণ দীনের ক্ষেত্রে অনেক সাহায্যকারী ভূমিকা রাখে। কেননা আকর্ষণ হওয়া সত্ত্বেও তার চাহিদামতো আমল না করাটা তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী।
কোনো কোনো অবস্থায় এর প্রতি (মিষ্টি ও সুরেলা আওয়াজের প্রতি) স্বভাবগত বিতৃষ্ণা ও ঘৃণাবোধ হওয়া সেটা গালাবায়ে হাল (বিশেষ হাল এর প্রাধান্য) থেকে উদ্ভূত, যা হয়ে থাকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের সালিকদের ক্ষেত্রে, উঁচু ও চূড়ান্ত স্তরের লোকদের ক্ষেত্রে নয়।

***

হালঃ আজ ফজরের নামাযের পর থেকে আমার হালত এই যে, নিজের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সকল মানুষ, সকল জীব ও জড় পদার্থের প্রতিই এমন মহব্বত হয়ে গেছে যে, বারবার নিজেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চুমু দিচ্ছি এবং অন্যদেরকেও চুমু দিতে মন চাচ্ছে। এমনকি কুকুর, শুকরকে চুমু দিতেও মনের মধ্যে চাহিদা হচ্ছে। আর তখন থেকেই শরীর ঘর্মাক্ত ও কম্পিত হয়ে উঠছে। আসবাব-উপকরণ থেকে দৃষ্টি একদম উঠে গেছে। প্রকৃত আছরকারী (মুআচ্ছির হাকীকী) হলেন আল্লাহ্ তাআলা। আসবাব উপকরণ শুধু আলামত মাত্র। যেমন বলেছেন শেখ আশআরী রহ.। আসবাব যেহেতু কিছু করতে পারে না সুতরাং রুটি-রুজি সংক্রান্ত আমার ইতিপূর্বে যে পেরেশানি ছিল, আলহামদুলিল্লাহ্! আজকে সেটাও দূর হয়ে গেছে। এখন দৃষ্টি সম্পূর্ণ আল্লাহ্র উপর নিবদ্ধ। যেমন ইরশাদ হয়েছে- هوا غنى واقنى

(অর্থ- তিনিই ধনবান করেন তিনিই সম্পদ দান করেন)

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২২০

www.islamfind.wordpress.com

আর যেহেতু সকল মাখলূকের প্রতি মহব্বত হয়ে গেছে সেজন্য সকলের কল্যাণের দুআ করছি। আল্লাহ্ তাআলা হুযূরের মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। আমীন, ছুম্মা আমীন। আমার এই হালত তো হুযূরের জুতার কল্যাণে হয়েছে নতুবা আমি তো জানি আমি কী? মহব্বতের কারণ আমি বুঝেছি এই যে, সব মাখলূক আমার রবের কুদরতি হাতের সৃষ্টি। যেমন মজনু লায়লার কুকুরের পায়ে এজন্য চুমু দিত যে, এই কুকুর তো লায়লার কখনো না কখনো ঘনিষ্ট সান্নিধ্য পেয়েছে। তেমনি সকল মাখলূক যেহেতু আল্লাহ্ জাল্লাজালালুহুর দস্তে কুদরতে তৈরি সুতরাং আমি তো সকলের খাদেম। সকলের সেবা আমার কর্তব্য। এজন্য চুমু দেই।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। এটা হল গালাবায়ে তাওহীদ। ইনশাআল্লাহ্ তাআলা এরপরে আরো উঁচু মাকামে আপনার উন্নতি হবে যা আপনি নিজেই দেখতে পাবেন তখন বলা হবে আরো কিছু কথা।

আবদিয়াত ও নুযূল কামেলের আলামত

(এক খলিফার চিঠি)

আজকাল এ বান্দার দিন রাত কাটছে মাছ ও পাখির মতো, যখন থেকে হুযূরের ইনায়াতনামা বা খিলাফত প্রদান এর খবর সম্বলিত চিঠি প্রচার হয়েছে। হুযূরের নির্দেশনা মেনে চলছি কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, আমার মাধ্যমে ছিলছিলায় প্রবেশকারীদের অবস্থা হয়ে চলেছে ঈর্ষণীয় আর খোদ আমি হয়ে পড়ছি নিভু নিভু। দিলের চেরাগ একেবারে নিভে যাওয়ার উপক্রম। রাতদিন অন্যদের চিন্তায় বিভোর থাকি যে ইনি এগুলেন, তিনি পিছালেন কিন্তু নিজের কোনো খবর নেই। বেশিরভাগ সময় এমন বেখবর হয়ে থাকি যে, নিজের দেহ ও মনেরও খবর থাকে না। মৃত্যু-চিন্তা আজকাল আমাকে এত বেশি ঘিরে ধরেছে যে রাতভর কান্না ও অস্থির সময় যাপনটাই যেন আমার রাতের আরাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবনের শান্তি সব খতম হয়ে গেছে। আগে তো স্বাধীন জীবন-যাপন করতাম, যদিও আলহামদুলিল্লাহ্! কবীরা গুনাহে লিপ্ত ছিলাম না, কিন্তু স্বাধীনতা ছিল অনেক। এখন যেদিন থেকে হুযূর বন্দি করে ফেলেছেন, পথ চলা, খাওয়া-পড়া ও কথা বলা ইত্যাদি সব কিছুতেই ভয় ভয় লাগে। এমন কি ওয়ায নসীহতেও ভয় ভয় লাগে। বরং এরজন্য তো অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা হুযূর মেহেরবানী করে হয়ত আমাকে ওয়ায থেকে নিষেধ করে দেবেন। যদি এটা হত তাহলে মানুষের হাত থেকে বাঁচতে পারতাম।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২২১

এতে অনেক বেশি 'সময়' খুন করা হয় এছাড়া এতে একটু আধটু প্রচার ও খ্যাতির ব্যাপারও থাকে যাতে নফ্স খুশী হয়। অথবা এর কোনো এলাজ করুন।

হুযূর অবশ্যই আমাকে জানাবেন যে, কেন অন্যদের (মুরীদদের) অবস্থা ভালো হচ্ছে আর আমি নিজে খারাপ হয়ে যাচ্ছি? নতুবা আমার তো এটা মনে হয় যে, হুযূর যার প্রতি নারায হন তাকে খিলাফত দান করে দরবার থেকে বিদায় করে দেন আর যার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তাকে দরবারে রেখে মারপিট করে সোজা করতে থাকেন। এজন্যই আমার আবেদন– হয়ত আমার অবস্থা আগের মতো বানিয়ে দিন অথবা দুআ করুন হুযূরের সঙ্গে সম্পর্কওয়ালা যারা আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছেন, আমি যেন তাদের চেয়ে বেশি উন্নতি করতে পারি। এটা না হলে আমার কী লাভ হবে?

পূর্বে আমার নাজাতের উসিলা অনেক মনে হত এখন মনে হয় কোনোটাই নিশ্চিত নয়। না নামায-রোযা, না যিকির-শোগল। দয়া করে এমন কিছু বলুন যার নিশ্চয়তা আছে আমি নাযাতের জন্য সেটা করব। এখন তো মনে হয় আমি না হলাম ইধারকা না উধারকা।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সবই আবদিয়াত ও নুযূলে কামেলের আলামত। পূর্ণ দাসত্ব ও আল্লাহ্র নূরের তাজাল্লি বর্ষণের লক্ষণ। আল্লাহ্ তাআলা মুবারক করুন। এভাবেই কাজে লেগে থাকুন। যেখানেই কোনো ত্রুটি অনুভব হবে, ত্রুটির কারণে আল্লাহ্র দরবারে ইস্তিগফার আর ঐ অনুভব-অনুভূতির কারণে শুকরিয়া আদায় করবেন। নিজের রায় মতো কোনো রদবদল বা পরিবর্তন ঘটাবেন না। আল্লাহ্র প্রতি অতঃপর পীরের প্রতি পূর্ণ সমর্পণ এটাকেই আপন শেআর (বৈশিষ্ট্য) বানাবেন। আমি হিফাজতের দুআ করছি।

সদাচরণের উদ্দেশ্য

হালঃ একদিন খোশআখলাকী ও সদাচরণের বয়ান শুনে এটাই বুঝলাম যে, সব লোক আসলে আল্লাহ্র মানুষ, তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করা উচিৎ। তাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করলে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে যান।

বিশ্লেষণঃ ঠিকই বুঝেছেন।

সত্য উপলব্ধির আলামত

হালঃ ইতিপূর্বে আমার মধ্যে যে মোহিনী বিদ্যার (যাদু টোনার) প্রতি আকর্ষণ

www.islamfind.wordpress.com

ছিল, আলহামদুলিল্লাহ্ এখন সেটা একেবারেই দূর হয়ে গেছে। মীর দরদ সাহেবের এই রুবাঈ হয়েছে আমার প্রশান্তির কারণ–

ہر چند نشد دل ز حقیقت آگاہ - پائے طلبش ہست ہماں بر ہر راہ

یارب تو ز خود نشاں دہی یا ندہی - مائیم ہمیں نام تو اللہ اللہ

অর্থ- আল্লাহ্‌কে পাবার পথ যতই হোক অচেনা এই দিলের কাছে, তবু যে সে পথেই চলছে অবিরাম। হে আল্লাহ্ আমাকে তোমার প্রেম দাও বা না দাও, তোমার আল্লাহ্ আল্লাহ্ নাম আমি জপেই যাব।

এই অধমের উপর আল্লাহ্ তাআলার সীমাহীন অনুগ্রহ যে আল্লাহ্ তাআলার রিযা ও সন্তুষ্টি ছাড়া আর কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা দিলের মধ্যে জাগে না।

বিশ্লেষণঃ এটা হল হাকীকত শেনাছী বা সত্য উপলব্ধির আলামত। হাজার বার মুবারক।

হালঃ আমার এটাও মনে হয় না যে, এই মামুলাত গুলোর বিশেষ কোনো মূল্য আছে।

বিশ্লেষণঃ একদম ঠিক। তবে এই মূল্যহীনতা শুধু এই বিবেচনায় যে এগুলো আমাদের আমল। অন্য বিবেচনায় অনেক বেশি মূলবান এবং অনেক বড় নেয়ামত অর্থাৎ এই বিবেচনায় যে এগুলো আল্লাহ্‌র দান এবং তাঁর তাওফীক।

খাশ্‌য়াতের আছর

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! মা'মুল যথা সময়ে চালু রয়েছে কিন্তু মৃত্যুর ভয় এত বেশি পরিমানে ভীত করে তোলে যে অনুভূতি লোপ পেয়ে যায়। যতই আমি নিজেকে আরহামুর রাহিমীনের উপর ভরসার কথা বুঝাই তারপরও ভীতির অবস্থাই প্রবল থাকে। এজন্যই এ বিষয়ে হুযূরের মন্তব্য শুনতে চাই।

বিশ্লেষণঃ এই হালত এককভাবে নিন্দনীয় নয়। এটা আল্লাহ্‌র ভয়ের প্রভাব, যা পরিপূর্ণরূপে মাহমূদ ও প্রশংসনীয়। অবশ্য এর পাশাপাশি আপনার মধ্যে কিছুটা হার্টের দুর্বলতাও সংযুক্ত আছে। এর ডাক্তারি চিকিৎসা করানো উচিৎ। আমার লেখা 'শাওক্বে ওয়াত্বান' বারবার পড়লে উপকার পাবেন।

হালঃ আর ঐ সময় আপন জীবন খুবই প্রিয় মনে হয়।

বিশ্লেষণঃ এটা পূর্বোক্ত ব্যাপারটিরই ব্যাখ্যা। স্বতন্ত্র কোনো অবস্থা নয়।

***

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২২৩

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ যে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়, প্রথমেই মনে পড়ে যায় যে, কাজটি করার দ্বারা দীনী কী কল্যাণ হবে এবং কী ক্ষতি হবে। তখনই শুকরিয়া আদায় করি যে, সতর্ক হতে পারব।

বিশ্লেষণঃ খাশয়াত এর আছর। আল্লাহ্‌র ভয়ের আলামত। মুবারক হোক।

তাফবীয ও তাওয়াক্কুলের গালাবা

হালঃ হুযূরের খিদমতে আরয এই যে, দীর্ঘদিন হুযূরের খিদমত করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি। কয়েকবারই আসার ইচ্ছা করলাম কিন্তু বার বার সেই ইচ্ছা বাতিল হয়ে গেল। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন কী হিকমত এতে আছে যার ফলে খিদমতে উপস্থিত হতে বিলম্ব হচ্ছে। ভালো ছাড়া মন্দ কিছু যেন না হয় এটাই আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানাই। আপনি দুআ করবেন যেন আল্লাহ্ তাআলা এই নাচীয আহকারকে আপন মর্জিমতো চলার তাওফীক দান করেন এবং তাঁর স্থায়ী সন্তুষ্টি আমাকে নসীব করেন এবং আপন গযব থেকে আমাকে পানাহ দান করেন।

বিশ্লেষণঃ আমীন।

হালঃ বর্তমান অবস্থা এই যে, শরীয়তের আওয়ামের ও নাওয়াহী (আদেশ নিষেধসমূহ) ছাড়া অন্য সব কাজে বিশেষত জীবিকার ব্যাপারে আমার মধ্যে তাফবীয (সমর্পণ) ও তাওয়াক্কুলের প্রবল অবস্থা বিরাজ করছে। আমার অবস্থা বলা চলে এরকম– 'আমি এরাদা না করার এরাদা করি, পছন্দ না করাটাই পছন্দ করি আর নিজের সকল বিষয়কেই আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করি।'

আদেশগুলো পালন করা এবং নিষেধগুলো থেকে দূরে থাকার ব্যাপারেও এই পদ্ধতিই ভালো লাগে। কেননা নিজের তাদবীর ও ভাবনাকে অন্যায় অনধিকার মনে করি। নিজের প্রচেষ্টা, নিজের গ্রহণ ও বর্জন সবগুলোকেই বেখাপ্পা মনে হয়। ব্যাস এখন তাদবীর এটাই যে, কোনো তাদবীরই আর নয়।

'আরেফদের মতে তাদবীর তো এটাই যে, নিজের সব কাজ ছেড়ে দেওয়া তাকদীরের উপর।' কিন্তু এসব সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাতের প্রার্থনা জানাই এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই। সকল ভালো কাজের জন্য দুআ এবং মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

বিশ্লেষণঃ হুবহু সুন্নতের অনুসরণ। মুবারক হোক।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২২৪

হালঃ কখনো কখনো এই বস্তুজগতের পঙ্কিলতা ও কষ্টে স্বাভাবিকভাবে দিল হয়ে পড়ে জান্নাতের প্রতি উদগ্রীব আর সে অবস্থায় জান্নাতকে (রুচিগতভাবে) প্রত্যক্ষ করি নিজের নিকটবর্তী। কখনো কখনো রুচিতে এই অবস্থার এমন প্রাবল্যও হয়েছে যার মিসদাক (সত্যতা প্রমাণকারী) ছিল এই হাদীস 'যেন আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।' এরই আছর ছিল কলবের মধ্যে, প্রফুল্লতা ও প্রশস্ততা 'আর নিশ্চয় আখিরাতই চিরস্থায়ী আবাস।' কিন্তু চাক্ষুষ দেখার ক্ষেত্রে মানবীয় হায়াতের পর্দাকে অন্তরায় মনে হয়। এই অবস্থারই একটি প্রভাব অনুভূত হয় এটাও যে, কলব দুনিয়াকে এড়িয়ে চলে।

এটা আল্লাহ্ তাআলার স্পষ্ট রহমত যে, তিনি কত রকমের হালত দ্বারা সালিকের তারবিয়াত করে থাকেন। এ অবস্থায় মৃত্যুর কষ্টের কথা মনেই পড়ে না, মনে পড়ে শুধু তার পরবর্তী জান্নাতের কথাই।

বিশ্লেষণঃ অবস্থা উন্নত। আল্লাহ্ একে স্থায়ী করুন।

তাআল্লুক মাআল্লাহ্‌র সামনে লতীফা– নূর এসবের কোনো মূল্য নেই

হালঃ হযরত তো আমার সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে লিখেছেন– দুঃখ দুর্দশার জীর্ণ কুটির ফুলবাগানে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু মাহবুবে হাকীকীর কসম আমি আজ পর্যন্ত এটাই বুঝতে ছিলাম যে, আমার সেই পয়লা কদম যা এই পথে ফেলেছিলাম তারপর আর দ্বিতীয় কদমই ফেলা হয় নি, গন্তব্য তো পড়ে আছে আরো কতদূরে! কেননা কিতাবাদিতে যে লাতায়েফে ছিত্তা, আনওয়ার ও মাহওয়ালের কথা লেখা হয়, সেগুলোর কোনো কিছুই আমার সামনে আসে নি। হযরত যদি 'ঘটিতব্য' হিসাবে সান্ত্বনাস্বরূপ বলে থাকেন ওইকথা, তবে নিঃসন্দেহে আমার উদ্দেশ্যে সেটা উন্নত ধরনের ভবিষ্যৎবানী হয়েছে যাকে নিজের জন্য আমি মনে করি এক মহা সুসংবাদ।

বিশ্লেষণঃ ঘটিতব্য (সম্ভাব্য) তো আপনার বেলায় পুরাঘটিত। আলহামদুলিল্লাহ্ একেবারে নগদ হাসিল হয়ে গেছে, যার সামনে লাতায়েফ আবার কী চীজ! আবার সেগুলোর আনওয়ার-ই বা কী মূল্য রাখে? ঐ সবের আকাঙ্ক্ষা করা এখন মূল্যহীন কাজ–

কলবী ইসলাহ

হালঃ আমার সব আমল ও হালতের তাওফীক হয়েছে হুযূরের কদমের বরকতে আর এগুলোর উপর অবিচল থাকার তাওফীক লাভের শুকরিয়া আদায় করতে আমি অক্ষম।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২২৫

www.islamfind.wordpress.com

অনেকদিন হল আমার সকল অতীত গুনাহ নাবালক অবস্থার গুনাহ পর্যন্ত মনে পড়ত, এখন সর্বক্ষণ সেগুলো চোখের সামনে ভাসতে থাকে। এর প্রভাব এই যে, আমার মনে হতে থাকে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট ও গুনাহগার প্রকৃতই আর কেউ নেই। আমি একদমই জাহান্নামের উপযুক্ত। আল্লাহ্ তাআলার মর্জিমতো কোনো কাজই আমার দ্বারা হয় নি। যদি আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা না করেন তবে আমার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই। অতীতের হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ যা মনে পড়েছে, আদায় করে দিয়েছি। ভবিষ্যতেও আদায় করতে থাকার সংকল্প করে নিয়েছি। এখন যেগুলো আদায় করতে সক্ষম সেগুলো আদায় করেছি এবং আদায় করা অব্যাহত রেখেছি। অতীত হক ও হুক্কুক্ (দেনা) এর থেকে অব্যাহতির ব্যাপারে পাওনাদারদের নিকট চিঠিপত্রও পাঠানো হয়ে গেছে। রোযা যেগুলো কাযা হয়েছিল সেগুলোও আল্লাহ্ তাআলা আদায় করার তাওফীক দান করেছেন। হুযূরের কথা ও কাজ থেকে ভালোভাবে বুঝে নিয়েছি যে, আল্লাহ্ তাআলার রেযামন্দির মাধ্যম হচ্ছে শরীয়তের পাবন্দি ও অনুসরণ। তাসাওউফটাও এরই অন্তর্ভুক্ত। বিগত দিনে বেশি বেশি গুনাহ প্রকাশ পাওয়ার কারণ মনে হয় এটাই যে, যেহেতু পিতা-মাতা ইলমে দীন শিক্ষা না দিয়ে সরকারি স্কুলে পড়িয়েছেন আর সেখানে লেখা পড়ার শেষ সময় পর্যন্ত কাফেরদের সোহবতে থেকেছি এজন্যই হয়ত জীবনের সময়গুলো বরবাদ হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে হুযূরের সোহবতে উপস্থিত হতে পারাকে সীমাহীন সৌভাগ্য ও গনীমত মনে করি। এখানে ইলমে দীন ও নেক সোহবত- যা ইত্তেবায়ে শরীয়তের (শরীয়ত মেনে চলার) সহায়ক, সে দুটো দিকই পাওয়া যাচ্ছে। এখন আর অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বিশেষত যখন এখানে সেখানের চেয়ে বেশি হালাল ও সংশয়মুক্ত রিযকও আল্লাহ্ মিলিয়ে দিয়েছেন। এখন ইচ্ছাটা এরকম যে, বাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দিব। হুযূর দুআ করবেন যেন হক্ব তাআলা আমার এই আর্জি কবূল করেন।

বিশ্লেষণঃ মন প্রাণ উজাড় করে দুআ করছি।

বিনয় ও কৃতজ্ঞতার প্রাধান্য

হালঃ বান্দার হালত এই যে, আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত এবং সেটা গভীর বলে মনে হয়। কোনো কাজ করি কিংবা না করি আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত সমূহের কথা অনুভূত হয়। খানা খেলে অথবা পানি পান

www.islamfind.wordpress.com

করলে কলবের কোমলতা এমনরূপ ধারণ করে যা বর্ণনাতীত। (খাওয়া বা পান করার পর) বলি– হে আল্লাহ্! তোমার দেওয়া একটি লোকমা অথবা পানির এক ফোটারও শুকরিয়া আদায় হল না এই নাফরমানের দ্বারা। নিজের গুনাহের কথা সর্বদা চোখের সামনে থাকে, এ কারণেই কেউ যদি আমাকে খারাপ বলে তবে আমার বেশি খারাপ লাগে না। আর যদি কেউ ভালো বলে তবেও নিজেকে খুব ভালো মনে হয় না। মাঝে মাঝে তো আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠাতেও লজ্জাবোধ হয়। মন চায় যে, এই মুখ কাউকেই না দেখাই। হযরত কী বলব! কিছুই বলতে পারি না। মেহেরবানী করে দুআ করবেন আল্লাহ্ তাআলা যেন ইস্তিকামাত, আকুলে সালিম এবং হুসনে খাতেমা (অবিচলতা, বিশুদ্ধ উপলব্ধি এবং শুভ পরিণতি) নসীব করেন।

বিশ্লেষণঃ যে অবস্থাগুলোর কথা আপনি লিখেছেন সেগুলো সম্পর্কে দুটি আয়াত পড়ে দেওয়াই যথেষ্ট, তরজমা– 'আর ঐ বিষয়ে প্রতিযোগিতাকারীদের প্রতিযোগিতা করা উচিৎ', এবং 'এ ধরনের ব্যাপারেই আমালকারীদের আমল করা উচিৎ' আল্লাহ্ তাআলা ইস্তিকামাত ও বরকত দান করুন।

যুহদ ও দুনিয়া বিমূখতার লক্ষণ

হালঃ যে বস্তু বাহ্যিক সৌন্দর্যমণ্ডিত, যা কিছু চোখে ভালো লাগে সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে এইভাব জেগে ওঠে যে, এটা আজ এত সুন্দর কিন্তু কাল ফানা (ধ্বংস) হয়ে যাবে। মৃত্যুর কথা প্রায় সকল সময়ে মনের মধ্যে জাগ্রত থাকে। কখনো কখনো অবস্থা এমন হয় যে, মনে হতে থাকে আমি হয়ত আজ অথবা আগামীকালই মরে যাব।

বিশ্লেষণঃ এটা যুহদের আছর। দুনিয়া বিমূখতার লক্ষণ। মুবারক হোক।

আকুলী খাওফ (মানসিক ভীতি) এর জরুরত

হালঃ এই অভাগা দ্বারা জীবনে যে পরিমান বড় বড় গুনাহ সংঘটিত হয়েছে এবং যেগুলোর কোনো সীমা সংখ্যা নেই, সেগুলো প্রায় সকল সময় চোখের সামনে বিদ্যমান থাকে। অবাধ্য নফ্স এরপরও যথারীতি আমাকে লজ্জিত ও ভীত হতে দেয় না। মামুলিভাবে মনে হয়– এমন এমন গুনাহ আমার দ্বারা হয়েছে যার শাস্তি এমন ভয়াবহ, এই অভাগা কি ক্ষমার আশা করতে পারে? আল্লাহ্র রহমতের কথা অবশ্য ভিন্ন।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২২৭

বিশ্লেষণঃ স্বভাবগত লজ্জা ও ভয় যদি সৃষ্টি নাও হয় মানসিক লজ্জা ও ভয় যথেষ্ট যা আপনার আয়ত্তাধীন (এখতিয়ারী)।

হালঃ একটি চিন্তা আমার মাঝে ভীষণ অস্থিরতা তৈরি করে, নিজের পাপাচার এর প্রতি সজাগ দৃষ্টি এবং নিজেকে একদম শাস্তি ও আযাবের উপযুক্ত মনে করা এবং নিজের আমল অতি তুচ্ছ ও সামান্য হওয়া সত্ত্বেও আমার মধ্যে সর্বদা এই ধরণা হতে থাকে যে, হক্ব তাআলা এই অভাগাকে মাফ করে দেবেন, এছাড়া জান্নাতের নেআমত সমূহের কল্পনার মধ্যে সুখ অনুভূত হতে থাকে। জানি না এটা কোন্ পর্যায়ের গাফলত ও নির্দয়তা। 'নরকের কাজ করি ভাবি স্বর্গের ভাবনা' দোযখের আযাব যতই জানা থাক এবং সে কথাগুলো যতই মনের মধ্যে জাগ্রত থাক কিন্তু এই সীমাহীন গাফলতের কারণে মনে কখনো আতঙ্ক ও ভীতি জাগে না। এই হাল ও খিয়াল আমার মধ্যে রয়েছে সর্বদা। এটাকে আমার নিজের ভীষণ অকল্যাণ ও বরবাদী মনে হয়। ভীষণ কষ্ট সত্ত্বেও আমার এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। আমার উক্ত খিয়াল ও চিন্তা যদি প্রতিরোধ ও তিরস্কারযোগ্য হয় তবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এই নালায়েকের বদহালী ও তাবাহী, দূরবস্থা ও দুর্ভাগ্যের প্রতি দয়ার দৃষ্টি ও সাহায্যকারী মনোযোগ দান করবেন।

বিশ্লেষণঃ এই প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা স্বভাবগত। যদি আকলী খওফ বা মানসিক ভীতি থাকে তবে কোনো সমস্যা নেই।

দুআ বা দাওয়া রেযা বিল কাযা এর বিপরীত নয়

হালঃ আমার মধ্যে একটি সন্দেহ মাঝে মাঝেই জেগে ওঠে। সেটা এই যে আল্লাহ্ তাআলা নিজের বান্দাদের প্রতি তাদের মায়েদের চেয়ে অধিক স্নেহশীল এবং তিনি যখন বান্দাকে পরকালীন কোনো উঁচু মর্যাদা দান করেন যেটা নিজ আমল দ্বারা অর্জন করা ঐ বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়, এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা ঐ বান্দাকে দুঃখ, শোক, নানা মুসিবত ও কষ্টে আক্রান্ত করে সেই মর্যাদার উপযুক্ত বানিয়ে দেন। আবার কখনো কখনো পরীক্ষা স্বরূপও এমন করেন, সেখানেও উদ্দেশ্য এমনই থাকে যে, সবর করার পর আল্লাহ্ ঐ বান্দার উপর রহম করবেন। এ পরীক্ষাগুলো হয়ে থাকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্তির যোগ্যতার ব্যাপারে যেন অন্যদের সামনে এগুলো প্রমাণ হিসাবে থাকে। মোটকথা মানুষের উপর বিপদাপদ আসা তাদের জন্য আল্লাহ্ পাকের রহমত। তাহলে এটাকে (বিপদকে) দূর করার জন্য তদবীর

www.islamfind.wordpress.com

করা অথবা আল্লাহ্ তাআলার কাছেই এরূপ দুআ করা যে, আমার এই বিপদ দূর করে দাও– এমনই হবে যেমন কোনো অবুঝ সন্তান পিতার কঠোরতা কে– যা তার ভবিষ্যত জীবনের জন্য ভীষণ কল্যাণকর, দূর করার জন্য চেষ্টা করে। বিশেষত যখন সন্তানের জানা থাকে যে, এই পরীক্ষার পর পিতা তাকে যুবরাজ বানাবেন এবং এটাও তার জানা থাকে যে, এই কঠোরতা এজন্যই করা হচ্ছে যে, এই পদের যোগ্যতা আর কারো নেই এ কথা যেন অন্য লোকেরা বুঝতে পারে। জানা কথা যে, সন্তান যদি এরূপ ক্ষেত্রে ঐ কষ্ট ও কঠোরতা দূর করার চেষ্টা করে এবং খোদ পিতার কাছেই গিয়ে আবদার জানায় যে, এরূপ কষ্ট আমাকে দেবেন না, অথবা এই উদ্দেশ্যে বিভিন্নজনের সুপারিশ পাঠায় অথবা বিভিন্ন চেষ্টা তাদবীর করতে থাকে তাহলে ঐ সন্তানের চেয়ে বড় নালায়েক আর কে হবে? এতে কষ্ট ও ব্যাথা পাবেন পিতা নিজেও তাছাড়া মানুষের কাছেও স্পষ্ট হবে তার অযোগ্যতা। এতে বোঝা যায় যে, দুআ অথবা দাওয়া রিযা বিল কাযার (আল্লাহ্র ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার) খেলাফ (পরিপন্থী) হওয়া ছাড়াও যুক্তির দিক দিয়েও সঠিক নয়। মনে পড়ছে মুসলিম শরীফের ঈমান অধ্যায়ে এই বিষয়ে একটি হাদীস রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তিকে রাতে বিচ্ছু দংশন করে। দীর্ঘ হাদীসের শেষাংসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

يدخل الجنة من امتى سبعون ألفا بغيرحساب، قالوا من هم يارسول الله؟ قال الذين لايكتوون ولايسترقون وعلى ربهم يتوكلون.(أوكما قال)

(অর্থ– আমার সত্তর হাজার উম্মত বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তারা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? তিনি বললেন– যারা গরম লোহার ছ্যাক নেয় না এবং যারা (রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে) ঝাড়-ফুঁক নেয় না এবং যারা নিজেদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করে।)

এই হাদীস দ্বারা ধারণা প্রসূত ও অনুমান নির্ভর উপকরণ এবং কল্পনা প্রসূত গোপন দূরবর্তী উপরকণ উভয় প্রকার আসবাব থেকে দূরে থাকাকে তাওয়াক্কুল বলা হয়েছে। দাওয়া কিংবা দুআর মধ্যে ধারণা প্রসূত ও অনুমান নির্ভর উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নেই। সুতরাং বুঝা গেল উভয়টা থেকে দূরে থাকা উত্তম। কিন্তু এটাও আমরা জানি যে দুআরও অনেক অনেক ফযীলত রয়েছে। এমন কি বলা হয়েছে– দুআ তাকদীর কে পরিবর্তন করে দেয়। দাওয়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। আবার কোনো কোনো

www.islamfind.wordpress.com

পরীক্ষা (বিপদ) থাকে গুনাহ মিশ্রিত, যদি সেটাকে প্রতিরোধের চেষ্টা না করে তাহলে তো গুনাহের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র কসম! আমার এই সংশয় প্রকাশের উদ্দেশ্য ইলমী তাহকীক নয় বরং আসল উদ্দেশ্য হল আমার অস্থিরতা ও দিশাহারা অবস্থা প্রকাশ। আমি কী করব! কী করা উচিৎ? কখনো ফোঁড়ায় ব্যাথা হয় তখন এটা ভাবি যে, আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালা এটাই, তিনিই এটা মঞ্জুর করেছেন। আমিও তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট। গুনাহ মাফ হয়ে যায়। দাওয়া বা ওষুধ ব্যবহার করি না। ব্যাথার মধ্যে এক দারুন লুত্‌ফ ও মজা বোধ হয়। আবার মাঝে মাঝে নামাযে উঠা-বসা করা সম্ভব হয় না। কাপড়ে রক্ত বা পুঁজ লেগে যায় তখন আবার সন্দেহ হয় নামায হল কিনা? অথবা ব্যাথার কারণে মনোযোগের সঙ্গে নামায হল না, আল্লাহ্ তাআলা নারাজ হয়ে যান কিনা?

বিশ্লেষণঃ যেহেতু রহমত বালা মুসিবতের ছূরতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সুতরাং দুআ করার দ্বারা বালা মুসিবতের ছূরতটাকে দূর করা উদ্দেশ্য। বালা মুসিবতের ভেতরের রহমত কে দূর করা দুআর উদ্দেশ্য নয়। অতএব দুআর মতলব এই যে, হে আল্লাহ্! এই রহমত আমাকে ভিন্ন ছূরতে দান কর। যতদিন পর্যন্ত ঐ (বিপদের) ছূরত দূর না হবে মনে করে নেবে যে ততদিন পর্যন্ত ঐ (বিপদের) ছূরতে রহমত প্রদানটাই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য। সুতরাং ঐ (বিপদের) অবস্থার প্রতি রাজি থাকবে।

ধারণা নির্ভর উপকরণের ব্যাপারটি ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ। এর সঙ্গে সেটার কোনো মিল নেই। এটার সঙ্গে সেই বিষয়টিকে মেলানো অন্যায়। ঝার ফুঁক ত্যাগ করার ব্যাপরটিকে দুআ ও দাওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ উপস্থাপনটাও অসম্পূর্ণ। এ ব্যাপারে ইচ্ছা হলে আপনি আমার সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করতে পারেন।

দূরত্বের আকৃতিতে নৈকট্য

হালঃ মাঝে মাঝে মনে হয় কলব আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে আছে। আল্লাহ্‌র যে ধ্যান আমি করি তাতে মনে হয় যে আমার দিক থেকে আমি তো আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে আছি কিন্তু ওদিক থেকে আমার প্রতি কোনো মনোযোগ বা তাওয়াজ্জুহ নেই। আবার আমার ধ্যান ও মনোযোগের মধ্যেও ভীষণ দুর্বলতা অনুভূত হয়।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২৩০

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এটাও ছিল প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত মনযিলের নৈকট্য তবে দূরত্বের আকারে। এখন আকার আকৃতিতেও নৈকট্যকে অনুমোদন করা হল।

আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ও রাসূলের ভালোবাসায় যুগলবদ্ধতা

হালঃ নিবেদন এই যে, অধমের সামনে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক আলোচিত হয় তখন শরীরে এক রকম কম্পন তৈরি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দরূদ মুবারক মুখে এসে যায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে চালু থাকে। অবস্থা এমন হয় যে, যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আমি দরূদ না পড়তে চাই তবে সে ক্ষমতা আমার থাকে না। কিন্তু আমার সামনে যখন আল্লাহ্‌ তাআলার নাম মুবারক আলোচিত হয় তখন তো বিশেষ কোনো অনুভূতি হয় না। এটা দীনের মধ্যে কোনো সীমালঙ্ঘন নয় তো? সে রকম হলে চিকিৎসা কী?

বিশ্লেষণঃ এ বিষয়ে স্বভাবগত রুচির ভিন্নতা ও বৈচিত্র রয়েছে। কারো ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র মহব্বতের আছর গালেব ও প্রবল থাকে আবার কারো মধ্যে হুব্বে রাসূলের আছর গালেব থাকে। যেহেতু উভয় ভালোবাসার মধ্যে যুগলবদ্ধতা (পারস্পরিক সংযুক্তি) আছে সুতরাং উভয়রুচিই মাকবুল ও মাহবূব। বাহ্যিক বর্ণ ও রঙের মধ্যে শুধু পার্থক্য, হাকীকত উভয় স্থানে সংরক্ষিত ও সঠিক। মূল লক্ষ্য হাকীকত। সুতরাং সংশয় ও দ্বিধা করবেন না। এটা না তো সীমালঙ্ঘন এবং না এর কোনো চিকিৎসা প্রয়োজন। মুবারক হালত। যখন রুচির এই দিকটি গালেব ও প্রবল থাকে তখন এদিকটারই অনুসরণ করা উচিৎ। অবশ্য এ'তেক্বাদে আকলী (যুক্তিনির্ভর ও মানসিক বিশ্বাস) এখতিয়ারী বিষয়। এর সম্পর্ক 'ওয়াজিব' (আল্লাহ্‌) এবং 'মুমকিন' (রাসূল) এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হিসাবে তারতম্য হওয়া উচিৎ।

বিনয়ের প্রাবল্য, রহমতের প্রশস্ততা ও আল্লাহ্‌র মহত্ব

হালঃ ইতিপূর্বে কাউকে সুন্নতের খেলাফ দেখলে মনের উপর ভীষণ বোঝা চেপে বসত। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দিলের মধ্যে রাগ থেকে যেত। বর্তমানে সেই অবস্থাটি নেই। এখন বরং কারো দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকাতেও মন চায় না। কেউ যদি আমার সামনে শরীয়তের খেলাফ কোনো কাজ করে বসে তৎক্ষনাৎ মনের মধ্যে এই ভাবনা উদয় হয় যে, হয়তবা এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র

www.islamfind.wordpress.com

কাছে আমার চেয়ে উত্তম। প্রশ্ন হল হাদীস শরীফে যেটা এসেছে যে, কোনো অন্যায় দেখলে মনে মনে তাকে ঘৃণা করা দুর্বলতম ঈমান। তাহলে কি আমার ঈমানের মধ্যে কোনো ত্রুটি এসে গেছে? (নাউযুবিল্লাহ্) এরপর যখন আল্লাহ্ তাআলার বড়ত্বের প্রতি দৃষ্টি পড়ে তখন দিলের মধ্যে আরো বেশি পেরেশানি এসে যায়।

বিশ্লেষণঃ অন্যায়কে মন-প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করা 'এ'তেকাদান' (বিশ্বাসগত) হলেই চলবে। স্বভাবগত না হলেও অসুবিধা নেই। অন্যায়কে প্রতিরোধ করা বা বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যান্য কিছু বিষয় প্রবল হয়ে ওঠে, সেই বিষয়গুলোর মধ্য থেকে একটি হল সেই কাইফিয়াত যা আপনার মধ্যে প্রবল। যার মূল কথা হল বিনয় ও রহমতের প্রশস্ততা এবং আল্লাহ্র আযমত মহত্বের প্রতি দৃষ্টি। যেটা কাঙ্ক্ষিত একটি লক্ষ্য। সুতরাং ঐ বিষয়গুলো প্রবল হওয়ার কারণে যদি স্বভাবগত প্রতিরোধ প্রবল ও জয়ী না হয় তবে সেটা দ্বিধা-দ্বন্দের বিষয় নয়। নিশ্চিন্ত থাকুন।

যথার্থ তওবার আলামত

হালঃ যিকির করতে করতে কখনো নিজের গুনাহ গুলো মনে পড়ে যায় তখন আল্লাহ্ শব্দটি বলা কঠিন হয়ে পড়ে।

বিশ্লেষণঃ এটা যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ তওবার আলামত।

আল্লাহ্র কাছে পৌছার হাকীকত

হালঃ বর্তমানে আল্লাহ্র প্রতি আগ্রহের মধ্যে উন্নতি হয়েছে কিন্তু আল্লাহ্র কাছে পৌছার ব্যবস্থা কী? মনে নানান রকম ভাবনা আসে কিন্তু আমি নিরুপায়। শুধু হুযূরের স্নেহদৃষ্টির আশা নিয়ে আছি। ভাবি যেভাবে আমার মধ্যে আল্লাহ্র প্রতি শওক্ব ও তুলবের দৌলত দান করেছেন একইভাবে আমি ইনশাআল্লাহ্ পেয়ে যাব আমার মতলূব (আল্লাহ্) কে।

বিশ্লেষণঃ ওছল ও কুরব অর্থাৎ আল্লাহ্প্রাপ্তি ও তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তি এটাই যে, সকল গাইরুল্লাহ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে যেটা আলহামদুলিল্লাহ্ আপনি লাভ করেছেন। দুআ করছি আল্লাহ্ সেটাকে আরো বাড়িয়ে দিন। এই জগতে এর চেয়ে বেশি নৈকট্যের আশা করা অযৌক্তিক আবদার।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২৩২

আখিরাতের ভয় কাঙ্ক্ষিত

হালঃ আজকাল বেশি পরিমানে মৃত্যুর ভাবনা জাগে। নিজের গুনাহগুলো যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন লজ্জা হয় এবং পরিণতির ভয় জেগে ওঠে। ভয় হয় যে না জানি আখিরাতে আমার সঙ্গে কী আচরণ করা হবে? এই ভাবনা ও ভয়ের সময় মন খুব উদাস হয়ে যায়। কাজ কারবার কোনো কিছুতেই মন বসে না।

বিশ্লেষণঃ আখিরাতের ভয়ের কারণে দুনিয়া থেকে মন উঠে যাওয়াটাই কাঙ্ক্ষিত এবং এটাই হাদীস শরীফ (অর্থ) 'তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে থাক যেন তুমি একজন ভিনদেশী বা প্রবাসী' এবং 'দুনিয়াটা মুমিনের জন্য কারাগার' এর মূল লক্ষ্যবস্তু। মুবারক হোক।

হালঃ ভয় ও মহব্বতের কারণে বেশি বেশি ক্রন্দন, যিকিরের সময় স্বাভাবিক কিন্তু তিলাওয়াত, মুনাজাত ও দুআর সময় এত বেশি যে, নামাযের তিলাওয়াতের শুদ্ধতায় ত্রুটি এসে যায়, তিলাওয়াতে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়। এমন অতিরিক্ত কান্নাকাটির ফলে শারীরিক সুস্থতাও বিঘ্নিত হচ্ছে। হুযূরের সুদৃষ্টি ও পরামর্শ চাই।

বিশ্লেষণঃ এটাই তো মাতলুব। এটাকে কেন দূর করতে হবে? শারীরিক কোনো সমস্যা দেখা দিলে তার জন্য শারীরিক চিকিৎসা করুন।

ইসলাহে বাতেন যেটুকু ফরয

হালঃ কিছুদিন থেকে এক নতুন চিন্তা মাথায় ঢুকেছে। সেটা এই যে, তালিবুল ইলমের যামানায় (ছাত্রকালে) ইসলাহে বাতেনের একদম প্রয়োজন নেই বরং ঐ সময়ে এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া ইল্‌ম হাসিলের ক্ষেত্রে ভীষণ ক্ষতিকর। এই ধারণার শুদ্ধতা অথবা ভ্রান্তি সম্পর্কে বলুন।

বিশ্লেষণঃ ইসলাহে বাতেন এর একটি অর্থ হল তাকওয়া অর্জন ও গুনাহ বর্জন। এটা সর্বদাই ফরয এবং ইল্‌ম শিক্ষার ক্ষেত্রে বিঘ্নসৃষ্টিকারী নয়। আর অন্য অর্থ হল যিকির আযকার ও প্রচলিত শোগল বা অযীফার প্রতি মনোযোগী ও নিয়মিত আমলকারী হওয়া। এটা ফরযও নয় এবং ইল্‌ম শিক্ষাকারী তালিবে ইলমের জন্য ক্ষতিকরও।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২৩৩

তরীকতের মূল লক্ষ্য 'নিসবত' সম্পর্কে বিশ্লেষণ

(চূড়ান্তস্তরের একমুরীদের চিঠি)

হালঃ হুযূর! এই নালায়েক জরুরি এক নিবেদন হুযূরের খিদমতে পেশ করতে চায়। আশা রাখি যে, হুযূর মনোযোগ প্রদান করে বিষয়টি সম্পর্কে যথার্থ মত দিয়ে আমাকে গৌরবান্বিত করবেন। বিষয়টি এই যে, আমি নালায়েক তেইশ বছর ধরে হুযূরের দরবারে আসা যাওয়া করি, এখনো আমি সেই প্রথমদিনের মতো নালায়েক আছি। ইচ্ছা ও সংকল্প করেছি শেষবারের মতো আরো একবার চেষ্টা চালাব। হয়ত তাতে কিছু দয়া ও করুনা পেয়ে যাব। এরপর আমি বুঝে নিব যে, আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ। এজন্য আপনার খিদমতে নিবেদন এই যে, আপনি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ মেয়াদ– যা আমার জন্য মুনাসিব, নির্ধারণ করুন। মেয়াদ পূরণ করব ইনশাআল্লাহ্। আর যদি আমার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য না হয় তবে আপনি আমাকে অন্য কারো কাছে পাঠিয়ে দিন যেন সেখানে গিয়ে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে পারি। এই শেষ আবেদন সম্পর্কে আপনি নিজে একটু ভেবে দেখতে পারেন। কতখানি ব্যাথা নিয়ে আমি একথা লিখলাম যে, সারাজীবনের সঙ্গ ছেড়ে দিতে রাজি হয়ে যাচ্ছি। আফসোস!

বিশ্লেষণঃ আমি খুশী হব যদি মনের মধ্যে কিছু গোপন না করে বে-তাকাল্লুফ এটাও প্রকাশ করেন যে, আপনার মতে তরীকতের মাকসূদ কী? এবং যাকে আপনি মাকসূদ বলে জানেন সেটাই যে মাকসূদ একথার সহীহ দলিল কী? আর সেই মাকসূদ অর্জিত না হওয়াটা কি যুক্তি নির্ভর না আবেগ– উপলব্ধি নির্ভর? আর ঐ মাকসূদ কারো ক্ষেত্রে অর্জিত হতে দেখেছেন কিনা? এগুলি জানার পর পরামর্শ দিব।

ঐ ব্যক্তির দ্বিতীয় চিঠি

হালঃ আমি এই প্রশ্নগুলোরই অপেক্ষায় ছিলাম। এবার আমি ধারাবাহিকভাবে উত্তর লিখছি।

১। আমি তরীকতের মাকসূদ মনে করি নিসবত কে।

২। নিসবত যে তরীকতের মাকসূদ একথা খোদ আপনার মুখেই শুনেছি যখন আপনি... এর গৃহে আমাদেরকে ডেকে ইরশাদ করেছিলেন যে, "আমার কাছে যে বিষয়টি তাহকীকের মাধ্যমে এই তরীকতের মূল লক্ষ্য বা মাকসূদ বলে প্রমাণিত হয়েছে সেটা তোমাদের কাছে বয়ান করছি, তা দুটো জিনিষ; নিসবত

"তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২৩৪

www.islamfind.wordpress.com

এবং মাকামাত। আর সকল মাশায়েখের স্পষ্ট উক্তি হল– সকল আহওয়াল (হাল সমূহ) এর বুনিয়াদই হল নিসবত।" খোদ আপনি একথাটি তা'লীমুদ্দীন কিতাবেও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন।

৩। নিসবত অর্জিত হওয়া আবেগ ও উপলব্ধি নির্ভর। অর্থাৎ ক্ষুধা পিপাসার মতো এটাও বোঝা যায়। এটা যুক্তি নির্ভর নয়। আমি খোদ নিজের জন্য দুবার এটা অর্জিত হতে দেখেছি। একবার যখন আপনি হজ্জ থেকে ফিরে আসলেন আর আমি যিকির শুরু করলাম তখন একদিন আপনি বলেছিলেন – বীজ বপনের কাজ আমি করে দিলাম পানি ছিটানো বা সেচের কাজটি তুমি নিজে করে নিয়ো। সেদিন থেকেই আমি নিজের মধ্যে বুঝতে পারলাম এক বিশাল বিপ্লব। এর কয়েকদিন পর হঠাৎ করেই সব কিছু উধাও হয়ে গেল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আপনার কাছে ছুটতে থাকলাম। তখন আমি এটা জানতে পারলাম যে, আপনি মনে মনে বলেছেন- যেহেতু পড়াশোনায় ক্ষতি হচ্ছিল এজন্য ঐ অবস্থা ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। লেখাপড়া শেষ হলে দিয়ে দেওয়া হবে। কথাটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মাধ্যমে আমি জেনেছি, যাকে বলা যায় এ ব্যাপারে আমার আইনুল ইয়াকীন অর্জন হয়েছে। আমি বিষয়টিকে সূলূকের কিতাবাদিতে উল্লেখিত 'খাতরায়ে শেখ' মনে করে নিরব থাকলাম। এরপর আমার যখন লেখাপড়া শেষ হল এবং আপনার কাছে 'যিয়াউল কুলূব' পড়া শুরু করলাম যাতে প্রায় বিশজন মানুষ শরিক ছিলেন। খতমের দিন আপনি বললেন- যিনি যিকির ও শোগল করতে চান তিনি বসুন আর যারা চান না তারা এখন যেতে পারেন। সবাই বসে থাকলেন, কেউই উঠলেন না তখন আপনি বললেন– আমার কাছে যা কিছু ছিল সব আমি দিয়ে দিলাম এরপর সকলকে বারো তাসবীহের যিকির, শোগল ছারমাদীর আমল এবং আরো কিছু দিক নির্দেশনা দান করলেন। আমি নিজের নির্বুদ্ধিতার ফলে 'আমার কাছে যা কিছু ছিল সব দিয়ে দিলাম' কথাটির ব্যাখ্যা দাঁড় করালাম এই যে, ভীষণ উপকারী যে বিষয়গুলো আমার জানা ছিল সব বলে দিয়েছি। এটা বুঝতে পারি নি যে, বেলায়াতের নূর এবং চিরস্থায়ী সুখের বীজ প্রদান করা হয়েছে। নিজের মধ্যে যে প্রভাব পেলাম সেটাকে যিকিরের ফলশ্রুতি ধরে নিলাম। ঘটনাক্রমে আমাকে ঐ দিনই বাড়ি যেতে হল। বাড়িতে বিয়ের আয়োজন ছিল। প্রিয়জন ও আত্মীয় স্বজনের হৈ চৈ এর ফলে কলব পেরেশান হয়ে গেল। মাদরাসার তুলনায় খাওয়া দাওয়া ভালো হচ্ছিল। সুস্বাদু ও উপাদেয় খাবার বেশি বেশি খাওয়া হচ্ছিল। ভরাপেটে ঘুম বেশি হচ্ছিল।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২৩৫

www.islamfind.wordpress.com

তখন রাতগুলিও ছোট ছোট ছিল। শেষরাতে জাগতে পারি নি। একটু একটু করে আমার আমল ও অযীফা ছুটতে থাকল। পুরো একমাস এভাবে কেটে গেল। এরপর আমি সেখান থেকে অতি দ্রুত কানপুর চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে আবারো আগের মতো জানতে পারলাম যে, আপনি মনে মনে বলে দিয়েছেন নিসবত তো দিলাম তোমাকে কিন্তু তুমি সেটা নষ্ট করে ফেললে। একথা জানার পর মাথার উপর যেন চিন্তার পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। এরপর আমি ভাবলাম এর তদারক যদি কোনোভাবে সম্ভব হয় তবে সেটা আমলের দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং জান-প্রাণ দিয়ে আমল শুরু করলাম কিন্তু গযবের কথা কী বলব! বিশ্রী চেহারার একজনের ইশকে পড়ে গেলাম এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বে-খেয়াল হয়ে গেলাম যার থেকে মুক্তি অবশেষে আপনার মাধ্যমেই হল। আপনি আবার থানাভবন ফিরে আসলেন। যিকিরের উপকারিতা না থাকার অভিযোগ আমার মধ্যে নেই। আমার কলব সকল গায়রুল্লাহর তাআল্লুক থেকে একেবারেই খালি। বেশিরভাগ সময় আল্লাহ্‌র প্রতি শওক ও আগ্রহ থাকে। আমার দৃষ্টিতে আমি অত্যন্ত নিকৃষ্ট। এইসব (ভালো গুণ) আমার মধ্যে আছে কিন্তু নিসবত নেই। নিসবত তো অর্জনযোগ্য কোনো বস্তু নয়। ওটা তো আমার তখনই হাসিল হবে যখন আপনি ইলক্বা করবেন। আপনি ঢেলে দেবেন আমার অন্তরে। কোনো এক বুযূর্গের কথা– তোমাকে যদি নূহ আ. এর মতো দীর্ঘ হায়াত দেওয়া হত, আর তুমি সেই দীর্ঘ হায়াত পুরোটা এই পথে ব্যয় করতে তবুও তুমি ইশকের সেই আগুন পেতে না যা তুমি পেয়েছ আমার ছিনা থেকে।

বিশ্লেষণঃ ১ ও ২ এর উত্তর সঠিক। ৩ নং এর ব্যাপারে কথা এই যে, নিসবতকে উপলব্ধি ও অনুভূতি নির্ভরতার ভিত্তিতে হাসিল হয়েছে বা হয় নাই বলাটা নির্ভরশীল এই কথার উপর যে, প্রথমে ঠিক করতে হবে যে, এর হাকীকত কী? কেননা প্রত্যেক উপলব্ধিগত বিষয়ই তো নিসবত নয়। যদি কোনো ব্যক্তির ক্ষুধা লাগে এবং পিপাসা না লাগে আর ঐ ব্যক্তি পিপাসাকে মনে করে ক্ষুধা, এই ভুলের উপর ভিত্তি করে সে বলে– আমার ক্ষুধা লাগে না, তবে এই বক্তব্য ভুল হবে। যদিও ক্ষুধা একটি উপলব্ধি ও অনুভূতিগত বিষয়। যে ঘটনা আপনি লিখেছেন তা দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয় না যে, আপনার যা অর্জন হয়েছিল এবং অবশেষে হারিয়ে গিয়েছিল সেটাই প্রকৃত নিসবত। আমার উপর যদি আপনার আস্থা থাকে, এবং থাকাই উচিৎ অন্য কেউ হলে তো বলতাম না কিন্তু আপনার কাছে এজন্য লুকাতে পারছি না যে, আপনি

www.islamfind.wordpress.com

তালিব (মুরীদ)। কোনো তালিবের কাছে বিনয় প্রকাশ করাকে আমি ডাকাতির মতো বিপদজনক মনে করি। এজন্যই বলছি- আমার উপর আস্থা রাখা উচিৎ। যা হোক যদি আমার উপর আস্থাশীল হন তবে খুব ভালোভাবে বুঝুন যে, ঐ কাইফিয়াত ছিল নিসবতের বিভিন্ন রঙের একটি। যার মধ্যে আমার জোসের কাইফিয়াত মিশ্রিত ছিল যা শুরুতে বেশিরভাগ মানুষের থাকে। তখন আমিও ছিলাম মুবতাদী (প্রাথমিক) আপনিও। এখন খোদ আমারও জানা হয়ে গেছে যে, সেই (প্রাথমিক) জামানার এবং এই জামানার কাইফিয়াতের মধ্যে এমনই পার্থক্য যেমন মুষলধারার বৃষ্টি এবং গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মধ্যে। মুষলধারার বৃষ্টিতে জোস ও বর্ষণের প্রাবল্য থাকে অনেক বেশি কিন্তু জমিনের জন্য তা কম উপকারী পক্ষান্তরে গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মধ্যে প্রাবল্য নেই, জোস নেই কিন্তু তা উপকারী অনেক বেশি। সুতরাং ঐ রঙ ছিল কাঁচা। ক্ষণস্থায়ী। আপনার মধ্যেও আমার মধ্যেও। কিন্তু এখন আলহামদুলিল্লাহ্ সেই রঙ স্থায়ীভাবে বসে গেছে।

আপনি নিজের যে অবস্থার কথা লিখেছেন যে, 'আমার কলব সকল গাইরুল্লাহর তাআল্লুক থেকে একেবারেই খালি' এইটা হল নিসবতের একটি পূর্ণাঙ্গ রঙ। আল্লাহ্ বরকত দান করুন। আর নিসবতের হাকীকত শুধু এতটুকু যে, আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে কলবের এমন সম্পর্ক হয়ে যাবে যে তাঁর স্মরণ এবং তাঁর ইতাআত-আনুগত্য থাকবে। এটা চাই 'বাস্তে'র সঙ্গে গালেব (বেশিরভাগ সময়) হোক বা 'কবযে'র[১] সঙ্গে। চাই আনন্দের সাথে হোক বা শোক ও বেদনার সাথে। চাই আগ্রহ ও মহব্বতের সাথে হোক বা ভীতির সাথে। আরো বেশি স্বচ্ছ ধারণা নিতে চাইলে মাশায়েখদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন এরপর আপনার মনোভাব জানান।

তৃতীয় চিঠি

হালঃ আলীজাহ! আপনার বক্তব্যে আমার একটুও সান্ত্বনা লাভ হয় নি এবং আরো বেশি কলবের মধ্যে উৎকণ্ঠা শুরু হয়েছে।

বিশ্লেষণঃ আপনি তাহলে আমার কথায় মনোযোগ দেন নি। চিন্তা করেন নি।

হালঃ আমি তো বুঝি যে, আপনি যে বস্তু প্রদান করেছিলেন, সেটাই যখন যিকির ও শোগলের মাধ্যমে দৃঢ়তা লাভ করে তখন সেটাকেই নিসবত বলা হয়।

---

১. বাস্ত-ইবাদত ও আনুগত্য অর্থাৎ ভালোকাজ ভালো লাগা আর গুনাহর কাজ মন্দ লাগা কবয্ এর উল্টা।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ কথা ঠিক আছে, তবে সেই বাস্ত দৃঢ়তা লাভ করে তা নয়, বরং তার হাকীকত দৃঢ়তা লাভ করে, তার বিশেষ কোনো রঙ নয়। সুতরাং পূর্ববর্তী চিঠির আপনার ঐ কথাটি 'আমার কলব...', সেটাকেই আমি নিসবতের সর্বপ্রধান রঙ বলে আখ্যা দিয়েছি। তাহলে দৃঢ়তা লাভ না করার কথা আপনি কীভাবে বলেন?

হালঃ এ বাক্যটির তাৎপর্য কী? 'স্মৃতিশক্তির প্রতিভা উহার প্রভাব' আমি বুঝি যে, এখনো আপনি একই রকমভাবে তা প্রদান করে থাকেন আর তারাই (যাদেরকে আপনি নিসবত প্রদান করেন) ছাহেবে নিসবত হয়ে যান। তা'লীমুদ্দীন কিতাব থেকেও জানা যায় যে, "প্রথমত কোনো বুযুর্গের ইলকা এর মাধ্যমে দুর্বল নিসবত তৈরি হয়ে যাবে এরপর যিকির শোগল ইত্যাদির মাধ্যমে ঐ নিসবত মুত্তাছিল বা সংযুক্ত হয়ে যাবে।" কিন্তু আপনার এখনকার চিঠিতে মনে হচ্ছে ভুল বুঝেছি। এটা কোনো বস্তুই নয়। নিসবত অন্য কিছু।

বিশ্লেষণঃ আমি তো আমার উভয় লিখনির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য দেখছি না।

হালঃ তাহলে আপনি কেন এত বেশি পরিমানে প্রশংসা করে বলেছিলেন যে, 'যা কিছু আমার কাছে ছিল সব আমি দিয়ে দিলাম।'

বিশ্লেষণঃ আমার তো এটা স্মরণ নেই যে, একথা আমি নিসবত সম্পর্কে বলেছিলাম। আর যদি সেরকম হয়েও থাকে তবে এখন তার উল্টো কোথায় বললাম?

হালঃ যাদের থেকে নিসবত বিলুপ্ত করেন নি তাদের মধ্যে কেন এখনো রয়ে গেছে? যেমন মৌলভী... মৌলভী... এই দুই হযরত রীতিমতো কাজ করেই চলেছেন এবং তাদের আমল ও শোগল দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বিশ্লেষণঃ খোদ মৌলভী... এর কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, তিনি আপনাকে ভাগ্যবান, সফল ও দৌলতমান্দ মনে করেন এবং নিজেকে মাহরূম মনে করেন। মৌলভী... এর অবস্থা আমার জানা নেই।

হালঃ আমার অন্তরে রয়েছে আপনার প্রতি এত গভীর আস্থা ও বিশ্বাস যে, আমি মনে করি যে, একজন ছিলেন হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ সাহেব রহ. এখন তিনি দুনিয়াতে নেই। সুতরাং বর্তমানে আপনার কোনো নজির নেই। মাওলানা রশীদ আহমাদ সাহেবের পরে আমার দৃষ্টিতে আপনার মতো ছাহেবে কামাল (বুযুর্গ) আর একটিও নেই। আপনি একবার শুধু এটুকু বলে দিন যে, আমার কাছে যা কিছু আছে সব কিছু দিয়ে দিলাম।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ আমার কী যোগ্যতা আছে যে, গোপন ও গচ্ছিত কোনো ক্ষমতার দাবি করব?

হালঃ এরপর দেখুন আপনার প্রতি আমার কতখানি আস্থা আছে। অথবা আপনি বলে দিন যে, তোর মধ্যে নিসবত আছে কিন্তু তোর সে খবর নেই, আমি বিনা প্রমাণে সেটা মেনে নিব।

বিশ্লেষণঃ একটু ভিন্ন শব্দে হলেও একথা তো আমি পূর্ব চিঠিতে বলে দিয়েছি।

হালঃ আমার মধ্যে দুঃখ ও বেদনা যদি কিছু থাকে তবে সেটা এজন্য যে, আমি মনে করেছি যে, এই (নিসবতের) দৌলত থেকে আমি একেবারে মাহরূম থেকে যাব। কিছু আলামত ও লক্ষণ দেখে আমার এ রকমই মনে হয়েছিল। যাই হোক আমার মুত্মাইন ও নিরুদ্বেগ হওয়াটা কোনো দলিল প্রমাণের মুহতাজ নয়। আপনার কথার উপর বিনা দলিলে আমি বিশ্বাস রাখছি। আপনার মুখের দুটি শব্দে আমার কাজ হয়ে যাবে। আমাকে হয় ভবিষ্যতের জন্য কোনো আশার বাণী শোনান অথবা এখনই সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, যেই জিনিষ তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ সেটা তুমি পেয়ে গেছ। এ বিশ্বাস আমার অবশ্যই আছে যে, আমার নিজের মেহনত দ্বারা এই (নিসবতের) দৌলত কখনোই নসীবে জুটতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর নিজের ছিনা মুবারক থেকে দান না করবেন। বিলম্বের কারণে আমি চিন্তিত ও ভীত নই। আমি শুধু এতটুকু চাই যে, নিসবত শূন্য অবস্থায় যেন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে না হয়। সেটা হলে আমার মতো ক্ষতিগ্রস্ত আর কেউ থাকবে না। সম্ভবত হুযূর আমাকে মাহরূম রাখতে চান এই কল্পনাই আমাকে আমার ভেতর বাহিরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ তওবা! তওবা!! নিজের হিতাকাঙ্ক্ষীদের ব্যাপারে এরূপ ধারণা পোষণ করবেন না। আপনি একীন রাখুন যে, আমি আপনাকে ধোকা দিব না। কৃপনতাও করব না, উদাসীনতা দেখাব না এবং হিতাকাঙ্ক্ষার মধ্যেও কমতি করব না। আমার ধারণায় আপনার তাছাল্লী ও সান্ত্বনা না হওয়ার কারণ একটাই– বিশেষ কাইফিয়াত তৈরি না হওয়া, যা জরুরি বিষয় নয় তারপরও আপনার কাঙ্ক্ষিত সেই খাস কাইফিয়াত হয়ত কোনো খাস শোগল দ্বারা তৈরি হতে পারে। যা হলেই আপনার মনে সান্ত্বনা এসে যাবে। আপনি হাবছে নফ্সের সঙ্গে সুলতানুল আযফার শুরু করে দিন। অবস্থার অবগতি দিতে থাকুন। এতেও যদি তাছাল্লী না হয় তবে অন্য শোগল বলে দিব।

www.islamfind.wordpress.com

চতুর্থ চিঠি-

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! আজ আট বছরের ভয়াবহ কষ্ট ও পেরেশানির পর একদম শান্তি, প্রশান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করতে পারলাম। আমার মুখে এতবড় ভাষা নেই যা দ্বারা এই নিআমাতের শুকরিয়া আদায় করব। আল্লাহ্ আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন, সুস্থ রাখুন।

বিশ্লেষণঃ আমি নিজে একারণে আনন্দ পেয়েছি যে, আপনি খুশী হয়েছেন।

হালঃ আমার এটাও এক কাইফিয়াত যে বেশিরভাগ জৈবিক চাহিদা মিটে গেছে এবং প্রায় সময়ই নিভু নিভু আগুন দিলের মধ্যে জ্বলতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলার প্রতি শওক এত বেশি প্রবল যে, মাঝে মাঝে ধারণা হয় কলব ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। কলবকে যদি জোর পূর্বক দুনিয়ার প্রতি মনোযোগী করতে চাই তবে সেটা সম্ভব হয় না।

বিশ্লেষণঃ সুবহা-নাল্লাহ। আর কী চাই!

হালঃ কিন্তু আমি ভয়াবহ ভুলের মধ্যে জড়িয়ে ছিলাম, যার পরিণতিতে আমার কাছে ইবাদতে মশগুল থাকাটাকে ফালতু মনে হত। এজন্যই আমার প্রবল ধারণা ছিল যে, আমি আল্লাহ্র দরবার থেকে বিতাড়িত।

বিশ্লেষণঃ ঐ অবস্থার মধ্যেও হিকমত ছিল। এর ফলে আপনার মধ্যে তৈরি হয়েছে পূর্ণাঙ্গ বিনয়। যা আমার রুচিসম্মত ও আমার কাছে খুবই পছন্দনীয়।

হালঃ আমার কোনো বিশেষ অবস্থা ও খাস কাইফিয়াতের তামান্না নেই। আমার আকাঙ্ক্ষা শুধু এতটুকু যে যদি বেঁচে থাকি তবে তাঁরই স্মরণে বাঁচব, মরে যদি যাই তবে তাঁরই স্মরণে মরব, পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সময়ও একই স্মরণে। উপরোক্ত সকল বর্ণনায় নিজেকে চূড়ান্ত সত্যবাদী মনে হয় না। নফসের প্রতারণার জোড়ালো সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ্লেষণঃ এই সম্ভাবনা সেই কাঙ্ক্ষিত বিষয়টিই যা বর্ণিত হয়েছে এভাবে– ঈমান হল ভয় ও আশার মধ্যবর্তীস্থানে।

হালঃ হালতের পবিত্রতা অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মাঝে অবস্থান করে অর্থাৎ পবিত্র হালত কখনো আছে কখনো নেই।

বিশ্লেষণঃ আছে সর্বদাই কিন্তু তফাৎ আছে। হালতের পবিত্রতা কখনো থাকে শক্তভাবে আর কখনো-বা দুর্বলভাবে। হাদীসের মধ্যে হযরত হানযালা রা.

www.islamfind.wordpress.com

এর উদ্দেশ্যে রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্বোধনটিই আলোচিত হয়েছে।

হালঃ সুলতানুল আযকারের মধ্যে হাবছে দম কীভাবে করতে হবে?

বিশ্লেষণঃ এখন এ উদ্দেশ্যে এটা করা ঠিক হবে না যে, এতে মনে সান্ত্বনা পাবেন, কারণ সেটা হবে অর্জিত বিষয় অর্জনের চেষ্টা। তবে হাঁ, ঐ পদ্ধতিটাও উপকারী, আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব।

আল্লাহ্‌র জন্য প্রবল ক্রোধ

হালঃ কাউকে শরীয়তের খেলাফ যেমন দাড়ি কাটা দেখলে, অথবা বেনামাযীকে অথবা মামুলি লোক মজদুর, কুলি ইত্যাদি এদেরকে সালাম করতে মন চায় না। মন এদিকে অগ্রসর হতে চায় না। এটা তাকাব্বুর নয় তো?

বিশ্লেষণঃ না, এটা তাকাব্বুর বা অহঙ্কার নয় বরং এটা হল দীনী গায়রাত। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে এটাও জাগ্রত রাখবেন যে, হতে পারে এ ব্যক্তির কোনো আমল আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল আমলের চেয়ে বেশি দামী। ফলে এ লোকটি আমার চেয়ে উত্তম হতে পারে।

বিনয় অন্যতম ঈমানী গুণ

হালঃ এক বন্ধুর কাছে 'আল ইমদাদ' আসে। সেই বন্ধু আমাকে আল ইমদাদে প্রকাশিত তালিকা এনে দেখাল, যেখানে আমার নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল্লাহ্‌র কসম আমার ভীষণ লজ্জা হল। নিজের অযোগ্যতার কথা ভেবে খুবই চিন্তিত ও লজ্জিত হলাম। এই চিন্তাও হল যে, এই তালিকা আমার ভাই... এবং আরো অনেকে দেখবে... এটা ভেবে আরো বেশি লজ্জিত হলাম। এরূপ লজ্জা পাওয়া কেমন?

বিশ্লেষণঃ এটা কামাল (পূর্ণাঙ্গতা)। কেননা এটা বিনয়ের কারণে হয়েছে আর বিনয় ঈমানী গুণাবলীর অন্যতম।

হুযূর ও খুলূছের (একাগ্রতা ও নিষ্ঠার) বিভিন্ন স্তর

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্ সকল মা'মুল যথারীতি চালু আছে। ইসমে যাতের যিকিরের মধ্যে কোনো কোনো দিন লাখ এরও বেশি হয়ে গেছে। কিন্তু

www.islamfind.wordpress.com

একবারও হুযূর ও খুলূছ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আদায় হয় নি। আজও পর্যন্ত না। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্ বিরক্তি জাগে নি একদিনের জন্যও। বরং আমার আকাঙ্ক্ষা এটাই যে, মৃত্যু পর্যন্ত যেন এরচেয়েও বেশি করে যিকিরে মশগুল থাকতে পারি।

বিশ্লেষণঃ এটাও একাগ্রতা ও নিষ্ঠারই একটি আছর ও প্রভাব। এতেও রয়েছে অনেক স্তর। আল্লাহ্ তাআলা এর চেয়ে পূর্ণাঙ্গ স্তরে উন্নতি দান করুন।

মহব্বতের বিভিন্ন রঙ ও ধরণ

হালঃ মাঝে মাঝে ছোট স্ত্রীর অবস্থা মনে পড়ে এবং তার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা জাগে। জানতে চাই এটা হুযূরের মহব্বতের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর তো নয়? স্ত্রীর হালত এই যে, আমার কাছে এসে প্রথম দিকে ভীষণ কান্নাকাটি করত। এখন আর সেটা নেই। এখন বলে আমার অবর্তমানে তার অবস্থা হবে এই যে, আমার জামা কাপড় বের করে করে দেখবে আর কাঁদবে। তার প্রতি আমার মহব্বত এত বেশি নয় কিন্তু তার হালতের কারণে দিলের মধ্যে রহম গালেব হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ শরআন এই মহব্বত মাতলূব ও কাঙ্ক্ষিত। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে এক মাতলূব অন্য মাতলূবের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে না। এর রহস্য এই যে, এই দুই মহব্বতের রঙ ও ধরণ আলাদা আলাদা। এক ধরনে একটি অগ্রগামী অন্য ধরনে অন্যটি অগ্রগামী। সুতরাং কোনো বৈপরীত্ব নেই।

নিসবতের বিভিন্ন প্রকার

প্রশ্নঃ আকছার বুযুর্গ বিভিন্ন সিলসিলা থেকে ইযাযত বা খিলাফত লাভ করে থাকেন। তাহলে ঐ হযরতদের কি বিভিন্ন নিসবত (যেমন চিশতিয়ার নিসবত ও নক্শবন্দিয়ার নিসবত) ইজাযত প্রদানকারী পীরদের থেকে অর্জিত হয়েছিল নাকি ঐ পীরদের থেকে শুধু ইজাযত হাছিল হয়েছিল? বিভিন্ন নিসবত কি একজনের মধ্যে একত্রিত হওয়া সম্ভব? এমনিভাবে এমন ব্যক্তি যার ইজাযত রয়েছে বিভিন্ন সিলসিলা থেকে, তিনি যাকে ইজাযত দিবেন তারও তো বিভিন্ন নিসবত হাছিল হওয়া উচিৎ। কিন্তু চিশতিয়া তরীকার মাশায়েখদের মধ্যে অন্যান্য সিলসিলার আছর বা প্রভাব বুঝা যায় না। যদি থেকেই থাকে তবে বিভিন্ন নিসবতের অবস্থা কীভাবে বোঝা যায়?

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২৪২

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ নিসবত হল একটি একক হাকীকত। যোগ্যতা বিভিন্ন হওয়ার কারণে নিসবতের রঙ বা ধরণ বিভিন্ন হয়ে থাকে, চিশতী হওয়া বা নক্‌শবন্দী হওয়ার কারণে নয়। চিশতী হওয়া বা কাদেরী হওয়ার কারণে নিসবতের ধরণ ভিন্ন হয় না। একজন চিশতী এবং একজন নক্‌শবন্দীর নিসবতের রঙ বা ধরণ একই হওয়া সম্ভব আবার একই চিশতিয়া তরীকার দুই ব্যক্তির নিসবতের রঙ বা ধরণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। একইভাবে সময় ভিন্ন হওয়ার কারণে নিসবতের ধরণ ভিন্ন হতে পারে। সুতরাং ছাহেবে এজাযতের জন্য শর্ত হল নিসবত অর্জন করা, নিসবতের ধরণ যাই হোক এমন কি ইজাযত দানকারী (পীর) এবং ইজাযত প্রাপ্ত (মুরীদ) এর নিসবতের ধরণ ভিন্ন ভিন্ন হলেও কিছুই আসে যায় না।

আদবের জয় ও প্রাধান্য

হালঃ দুনিয়াবি বিভিন্ন ব্যাপারের দিকে মনের আকর্ষণ ছিল। বিশেষ করে দামী পোশাক ও সুস্বাদু খাবারের প্রতি লালসা ছিল। এগুলোর মধ্যে এদিক ওদিক হলে ভীষণ কষ্ট হত। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্ হুযূরের সোহবতের বরকতে ঐ বিষয়গুলোর ব্যাপারে অতিব্যস্ততা থেকে মন সরে এসেছে। মন যদি কখনো ঐদিক ঝোঁকে তবে নিচের কবিতাটি পড়ে তাকে সান্ত্বনা দেই।

اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات - ہنسکر گذار یا اسے رو کر گذار دے

(অর্থ- হে মোমবাতি! তোমার স্বাভাবিক জীবন মাত্র এক রাতের। হেঁসে হেঁসে কিংবা কেঁদে কেঁদে পার করে দাও এ রাত।)

ঠিক এই কবিতার মতো করেই বর্তমানে জীবন-যাপন করছি। যিকির অথবা অন্য কোনো কাজ করার সময় এই কথা মনে হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা দেখছেন। বিশেষত রাতে শোবার সময় এই ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে– খাটের উপর আরামের তোশক, চাদর বিছিয়ে আরামে পা ছড়িয়ে শোওয়া খুবই অসভ্যতা। কারণ আল্লাহ্ তাআলা দেখছেন। এরসঙ্গে এই ভাবনাও আসে যে, আল্লাহ্ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতা খুবই প্রশস্ত। সেই বিশালত্বের কাছে আমার এই ক্ষুদ্র বিছানার কী মূল্যায়ন হতে পারে! এই ভাবনায় বিছানায় শুয়ে থাকি কিন্তু পা ছড়িয়ে দেওয়াটা কোনোভাবেই মন মেনে নেয় না। এ কারণে কিছুকাল থেকে আমি শুই পা জড়োসড়ো করে গুছিয়ে।

বিশ্লেষণঃ সুবহানাল্লাহ্, মা-শা-আল্লাহ্।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২৪৩

হালঃ হুযূর! আপনার জন্য উৎসর্গীত এই অধমের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। হুযূরের নাম মুবারক মুখ দিয়ে এমন কি কলম দিয়েও বের করতে পারি না। কী করব! আমি একেবারে মজবূর লা-চার। জানি না কেন এমন হচ্ছে। এমন কি শাজারার মধ্যে যেখানে 'আশরাফ আলী' রয়েছে সেখানেও আমি আপনার নাম উচ্চারণ করতে পারি না বলে এভাবে পড়ি– 'থানভী মুর্শিদী শামসুল হুদা কে ওয়াস্তে...'

বিশ্লেষণঃ ঘোরানো ফেরানো কিছু অস্পষ্ট কথা লিখেছেন। খোলাখুলি স্পষ্ট ও বিশদভাবে লিখতে হবে। কী হয় আপনার দিলের মধ্যে? আমার নাম লিখতে গেলে, বলতে গেলে কেউ কি হাত টেনে ধরে? না কি মুখ চেপে ধরে?

পরের চিঠি-

হালঃ আদবের কারণে দিল বরদাশত করে না।

বিশ্লেষণঃ তাহলে আর খারাপ কী? এত চিন্তায় পড়ে গেছেন কী কারণে?

হালঃ এরপর মনের মধ্যে ওয়াস্ওয়াসা আসে যে, দাদাপীর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত কারো নাম নিতে কেন আদব রক্ষা করছি না? বরং গৌরব মনে করে আনন্দের সঙ্গে সকলের নাম উচ্চারণ করছি। এই কারণে হুযূরকে অবগত করলাম।

বিশ্লেষণঃ যার সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হচ্ছে আর যিনি অনুপস্থিত (মুশাহাদ ও গায়েব) এমন ধরনের দুই ব্যক্তির বেলায় মনের মধ্যে একই ধরনের প্রভাব না হয়ে বরং তারতম্যই হয়ে থাকে। বিশেষত কতিপয় স্বভাবের কারণে এই তারতম্য হয়ে থাকে। এতেও কোনো সমস্যা নেই।

তাওয়াযু' ও বিনয়ের আছর সমূহ

হালঃ নিজের আখলাকে রাযীলাহ (ধিকৃত ও মন্দ স্বভাব) সম্পর্কে কী আর বলব! পূর্বের চেয়ে অনেক পার্থক্য হয়েছে। উন্নতি হয়েছে সৎ স্বভাবের কিন্তু নিজের বড়দের নিঃস্বার্থপরতা দেখে আমার বিনয় ও মিনতিকে অহঙ্কার ও দম্ভ মনে হয়। মনে হয় রাস্তার ফকির বিনয় দেখালে সেটা মূল্যহীন, কেননা ওটা তো তার উপায়হীনতা।

বিশ্লেষণঃ শুকরিয়া করুন এটাও তাওয়াযু' ও বিনয়েরই প্রভাব।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ অধমের একটি রোগ ও সংশয় সৃষ্টি হয়েছে এই যে, নিজের নোংরা নামের আগে বা পরে কী শব্দ লিখব। এমন একটি শব্দ লিখা উচিৎ যা চূড়ান্ত পর্যায়ের নিকৃষ্টতা ও বিনয়ের অর্থ প্রকাশ করে। এ ব্যাপারে প্রচলিত শব্দগুলো লিখতে ভীষণ লজ্জা লাগে, এই কারণে যে, এগুলো তো বড় বড় মহান ব্যক্তিগণ লিখে থাকেন, সুতরাং ঐ শব্দগুলো নিজের জন্য লিখাটা অহঙ্কার ও লোক দেখানো ব্যাপার হয়ে যাবে, হুযূরের কাছে বিষয়টি এজন্য আরয করলাম যে, আমার এই চিন্তা-ভাবনা কেমন?

বিশ্লেষণঃ চিন্তা-ভাবনা ভালো, তবে নিজের মনমতো কোনো শব্দ নামের সাথে জুড়ে দিবেন না। অবশ্যই মাশওয়ারা নেবেন।

তওবার আবশ্যকতা

হালঃ যদি আমি কোনো অন্যায় থেকে তওবা করি এরপর অনিচ্ছাকৃত সেই কাজটি আবার ঘটে যায় তাহলে বারবার তওবা করতে লজ্জা লাগে।

বিশ্লেষণঃ এটা স্বাভাবিক ব্যাপার তবে এর উপর আমল করা যাবে না।

হালঃ মন কখনো কখনো কবীরা গুনাহের প্রতি ঝুঁকে যায় কিন্তু আল্লাহ্‌র ফযলে খুব কম সংঘঠিত হতে পারে।

বিশ্লেষণঃ শুকরিয়া করুন।

রিযা বিল কাযা

হালঃ কলব যে, আল্লাহ্‌র দিকে খুব মনোযোগী হবে সেই রকম কোনো ফুরসতই পাওয়া যায় না। মাদরাসার কাজে প্রচুর ব্যস্ততা, বিভিন্ন লোকজনের আনা গোনা, নিজের ও ঘনিষ্ঠদের সন্তানদের নেগরানীর দায়িত্ব, বাড়ির নানান উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এই সব অহেতুক বিষয়ের মধ্যে সারাদিন সারারাত নষ্ট হয়ে যায়। মাঝে মাঝে মনে পড়ে হয়ত এতেও সওয়াব পাওয়া যাবে। আল্লাহ্ তাআলা খিদমতের বরকতে নাযাত দিয়ে দিতে পারেন। এটাও তো দীন। সত্য বটে এটাও দীন কিন্তু ভীষণ বিরক্তির মধ্যে এই সব কিছুর ভিতর দিয়ে কেটে যাচ্ছে দিনরাত। কী করা যায় এ বিষয়ে?

বিশ্লেষণঃ কী করতে চান? আল্লাহ্‌র ফায়সালা মেনে নিন।

www.islamfind.wordpress.com

নেয়ামতের শুকরিয়া

হালঃ আরয এই যে, গত এক সপ্তাহ এই খাকসারের অন্তরে একটি চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। সেটা এই যে, আমাকে হযরত সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি করার কারণে এবং হুযূরের খাদেম হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করার কারণে প্রতিদিন মহান আল্লাহ্‌র দুটি শুকরিয়া আদায় করব। একটি হল প্রতিদিনের ওযীফার বাইরে একশতবার করে দরূদ শরীফ পড়ব এবং প্রতিমাসে এক রুপিয়া চার তালিবে ইলমকে দিব। অধমের এই পরিকল্পনা জায়েয হবে কি?

বিশ্লেষণঃ জায়েয হবে কিন্তু কাউকেই জানাতে পারবেন না।

আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের ক্রমবিন্যাস

হালঃ আল্লাহ্ তাআলার মহব্বত বেশি এবং হযরত মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত কম।

বিশ্লেষণঃ কম নয়, অনেক বেশি কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার মহব্বত তারচেয়েও বেশি। এই ক্রম বিন্যাসটাই বাস্তবসম্মত।

নির্জনতার লাভ

প্রশ্নঃ দীর্ঘদিন থেকে অধমের দৈনন্দিন মা'মূল এই যে, ফজরের নামাযের পর এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা পর্যন্ত কামরায় দরজা বন্ধ করে দরূদ শরীফ, যিকির ও অন্যান্য অযীফা আমল করতে থাকি, যিকিরের সময় বেশিরভাগ শরীরে হরকত ও নড়াচড়া তৈরি হয়, যে বিষয়ে পূর্বেও হুযূরকে জানিয়ে ছিলাম ঐ হরকতের সঙ্গে এক ধরনের লয্যত ও সূরূর, মজা ও আনন্দ পাই। এ অবস্থা কখনো যিকিরের পরিমান বৃদ্ধির কারণে হয় কখনো কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত দৈনন্দিন মা'মূলের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে হয় আবার কখনো নাওয়াফেল এর মধ্যে রুকূ, সিজদা দীর্ঘ করার কারণে হয়। নির্জনতার বিরাট দখল এতে রয়েছে বলে মনে হয়।

হুযূর পূর্বে এ ব্যাপারে একবার বলেছিলেন– এটা হালতে মাহমূদাহ তবে মাকসূদাহ নয়। প্রশংসনীয় কিন্তু মূল উদ্দেশ্য নয়। এখন জানতে চাই এটা মূল লক্ষ্য না হলেও মূল লক্ষ্যের জন্য সহায়ক কিনা। অর্থাৎ লোকজনের মধ্যে যদি যিকির শোগল বা অযীফা পড়ি তবে ঐ অবস্থা হবে না অথচ নির্জনে পড়লে হবে। তাহলে কি নির্জনের যিকির শোগল দ্বারা জনসমক্ষের যিকির শোগলের

www.islamfind.wordpress.com

চেয়ে অধিক কুরব বা নৈকট্য অর্জন হবে নাকি কম, না সমান সমান? বিষয়টি জানতে চাই কারণ অযীফা ও যিকির উভয় ক্ষেত্রেই একই রকম ও একই পরিমানে পড়া হচ্ছে কিন্তু জনসমক্ষের বেলায় সেই মজা ও আনন্দ পাই না যা পাই নির্জনে।

জবাবঃ মূল লক্ষ্যের জন্য সহায়ক যে অর্থে আপনি লিখেছেন সেটা ঠিক নয়। তবে নির্জনের যিকির ও অযীফার যে কাইফিয়াতের কথা আপনি লিখেছেন, এর দ্বারা লাভ এতটুকু আছে যে, এতে একাগ্রতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, যা আমল অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক, আর মনে রাখবেন আমল চালু রাখা এটাই হল তরীকতের মূল কথা।

আদব এবং তাকাল্লুফের পার্থক্য

হালঃ দিল চায় যে, আপনার সঙ্গে আমার দিলের খুব অন্তরঙ্গতা হয়ে যাক কিন্তু এখনো পর্যন্ত দিল আপনার সঙ্গে খোলামেলা হতে পারে নি। মনে হয় কিছু তাকাল্লুফ (লৌকিকতা) রয়ে গেছে। অনেক কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারছি না এই তাকাল্লুফের কারণে।

বিশ্লেষণঃ এটা তাকাল্লুফ নয় এটা হল আদব। তাকাল্লুফের ক্ষেত্রে মনের মধ্যে সংকোচ থাকে। অর্থাৎ তাকাল্লুফ থাকলে কাছে বসতে, কথা বলতে মনে বাধা বাধা ঠেকে। সেটা যেহেতু নেই সুতরাং তাকাল্লুফ নেই।

হালঃ আমার দিল চায় যে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া কোনো কাজ করব না। আমি চাই আপনার আদব রক্ষা হোক এবং আমার ভেতর থেকে ইতস্ততা দূর হয়ে যাক।

বিশ্লেষণঃ জিজ্ঞাসা করা তো এখতিয়ারী বিষয়। জিজ্ঞাসা করুন। কেউ তো আপনাকে বাধা দিচ্ছে না।

তওবা কবূল না হওয়ার বিশ্বাস নিন্দনীয়

হালঃ এখন কষ্ট এত পরিমান বেড়ে গেছে যে ছবর করতে পারি না। সবসময় ইস্তিগফার পড়ি, তওবা করি এবং কান্নাকাটি করি কিন্তু না এই কান্নাকাটি কবূল হল, না তওবা না ইস্তিগফার।

বিশ্লেষণঃ এরূপ মনে করা একদম ভুল। কবূল হওয়া মানে কি শুধু প্রার্থিত বিষয়টি পাওয়া? যদি এরচেয়েও উত্তম কিছু আপনাকে আপনার আমলের

www.islamfind.wordpress.com

বিনিময়ে দেওয়া হয়, যেমন সওয়াব নেকী এগুলোকে আপনি কি কবূল বলবেন না? কেউ চাইল পয়সা, তাকে দেওয়া হল টাকা, এবার প্রার্থী যদি বলে–আমার প্রার্থনা কবূল হল না, তাকে আপনি কি বুদ্ধিমান বলবেন?

হালঃ হুযূর এমন কোনো দুআ, অযীফা লিখে দিন যার বরকতে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি ও আরোগ্য দান করবেন।

বিশ্লেষণঃ তার চেয়েও উপকারী ও দরকারী হল রিযা বিল কাযা (আল্লাহ্র ফয়সালাকে খুশী মনে মেনে নেওয়া)। মনের শান্তির জন্যও আবার প্রতিদান ও সওয়াবের বেলায়ও। এর সঙ্গে দুআও চালু রাখুন। কিন্তু এর জন্য অযীফা কী পড়বেন।

হালঃ এখন তো রমাযান শরীফও এসে পড়ল। ইতিপূর্বে জুমা ছুটেছে, জামাতও ছুটেছে, নামাযে দাঁড়নোও ছুটে গেছে রোযাও যদি ছোটে তবে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হবে?

বিশ্লেষণঃ বান্দার গায়রে এখতিয়ারী বিষয়গুলো দ্বারা কি আল্লাহ্ তাআলা আপন বান্দার ক্ষতি চান? আল্লাহ্ কি তাকে বঞ্চিত করতে চান?

খাশ্য়াতের আছর

হালঃ মাঝে মাঝে এই খাদেম ওযরের কারণে অর্থাৎ অসুস্থতার ভয়ে শীতের সময় গোসল ও ওযূর তায়াম্মুম করি কিন্তু এতে কলবের মধ্যে এতমিনান থাকে না। ওয়াস্ওয়াসা ও খটকা থেকে যায়। নফ্স মাশওয়ারা দেয় যে নামায তো জরুরি সুতরাং তায়াম্মুম করে আদায় কর কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত করো না। নফ্স একথাও বলে যে তুমি যখন আল্লাহ্র মহব্বতের দাবি করে থাক তাহলে জানের পরোয়া কেন? অসুস্থতার ভয় পাও কেন? ঠাণ্ডার মধ্যেও গোসল করে নাও।

বিশ্লেষণঃ স্বাভাবিকভাবে এরকম ব্যাকুলতা ও পেরেশানি খাশয়াতের প্রমাণ যা সর্বাবস্থায় মাতলূব ও কাঙ্ক্ষিত তবে জ্ঞান ও বুদ্ধিগত দিক দিয়ে ফতোয়া কবূল করা এবং তদানুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে দ্বিধা না হওয়া উচিৎ।

ইশ্কে ইলাহীর পথ

প্রশ্নঃ কখনো কখনো এই সন্দেহ আমাকে কষ্ট দেয় যে, 'তালীমুদ্দীন' এর মধ্যে তরীকত পন্থীদের নিকট সূলূক ও তারবিয়াত সম্পর্কে লিখা হয়েছে–

www.islamfind.wordpress.com

সর্বপ্রথম অন্তরের সংকল্প (ইরাদায়ে কলবী) এরপর কামেল পীর বির্বাচন, অতঃপর কামেল পীর সালিককে বিশদভাবে অথবা এজমালীভাবে সাধনা (রিয়াযাত) করাবে অথবা প্রথমে নিসবত সালিকের কলবে ইলক্বা করবে (দান করবে) তারপর রিয়াযাত করাবে। কিন্তু এই বক্তব্যের মাত্র কয়েক লাইন পূর্বে লিখা হয়েছে যে, কোনো বুযুর্গের তাওয়াজ্জুহ ও হিম্মতের দ্বারা নিসবত প্রথমে হাসিল হয়ে যায় আর এটা হল সবচেয়ে নিকটতম পথ এবং এ যুগে বেশিরভাগ মাশায়েখের কর্মপদ্ধতি এটাই। এ পদ্ধতিকে 'ইশ্‌কে ইলাহীর পথ' বলে আখ্যায়িত করা হয়...। বেশ কয়েকবার যে সন্দেহটি আমাকে পেরেশান করেছে তা এই যে, যখন আল্লাহ্ ওয়ালাদের হিম্মত ও তাওয়াজ্জুহেরও পূর্ণ দখল রয়েছে এ ব্যাপারে, এবং আমাদের বেশিরভাগ বুযুর্গের কর্মপদ্ধতি এটাই তাহলে তো এরূপ তাওয়াজ্জুহ ও হিম্মতের জন্য অবশ্যই আবেদন করা উচিৎ। যার দ্বারা কলবের মধ্যে নিসবত ও তাআল্লুক মা আল্লাহ্ (ইলক্বা) প্রদত্ত হবে। আবার ঐ তাআল্লুক মা আল্লাহ্ দ্বারা হাসিল হবে একগ্রতা। নামাযে, যিকিরে ও অন্যান্য আনুগত্যে। কিন্তু এর উপর আমল আমি পূর্বেও কখনো করি নি এবং এখনো করার হিম্মত নেই। কেননা বিজ্ঞ ও দরদী চিকিৎসককে রোগ নির্ণয়ে পরামর্শ দেওয়ার হক রোগীর কি করে থাকতে পারে? এই কথা ভেবেই সন্দেহকে আমল দেই নি কিন্তু অন্য পদ্ধতিতেও যদি সন্দেহ দূর করা যায় তবে হুযূর আমার এতমিনানে কলবের জন্য মেহেরবানী করবেন।

জবাবঃ প্রথম কথা, প্রত্যেক যুগের গবেষণা ও বিশ্লেষণ ভিন্ন হয়ে থাকে। এরপর তার মধ্যে সংযোজন চলতে থাকে। দ্বিতীয়ত কখনো কখনো কথার মধ্যে অস্পষ্টতা থাকে এছাড়া কিছু কিছু আহ্‌কাম সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য (কুল্লি) হয় না। এই কথাগুলো মাথায় রেখে বোঝার চেষ্টা করুন- তরীকে ইশক (ইশকের পথ) এর মূল বক্তব্য এই যে, সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র প্রতি আকর্ষণের উপকরণ প্রস্তুত করবে। ইশ্‌ক মানে আল্লাহ্‌র প্রতি এই আকর্ষণ, আর প্রস্তুত করা মানে হল তাওয়াজ্জুহ, হিম্মত ও ইলক্বায়ে নিসবত। তবে এখানে আরো একটু যোগ করতে হবে যে, উপকরণ প্রস্তুত করতে হবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে। যদি এ উদ্দেশ্য না থাকে তবে প্রস্তুত করা কে হিম্মত বলা হবে না। তাওয়াজ্জুহ ও হিম্মত মানে প্রচলিত সেই ব্যাপার নয় যে, পীরসাহেব মুরীদদের একত্রে বসাবেন এরপর পীর ও মুরীদ উভয়ে সকল বিষয় থেকে মুক্ত মন হয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মুতাওয়াজ্জেহ হবেন। উপরোক্ত হিম্মত, তাওয়াজ্জুহ ও ইলক্বায়ে নিসবত এই সবকিছুর আছর একই অর্থাৎ

www.islamfind.wordpress.com

যোগ্যতামতো আল্লাহ্‌র প্রতি আকর্ষণ। এই আকর্ষণের বিভিন্ন আছর অর্থাৎ একাগ্রতা, সম্পর্ক বা মনোযোগ এসবেরও বিভিন্ন স্তর থাকে। ইলক্বার মাধ্যমে প্রত্যেকটির সকল স্তর লাভ হওয়া জরুরি নয়।

* উপরোক্ত আলোচনায় তরীকে ইশ্‌কের মূল বক্তব্য যা লিখা হয়েছে সেটা এই অধমের বোধগম্য হয় নি। ...সাহেব এবং মৌলভী ...সাহেবের কাছেও বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছিলাম কিন্তু তারাও একই ওযর পেশ করে বলেছেন আমরাও বুঝতে পারি নি। এজন্যই পূর্ব বক্তব্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার আবেদন করছি।

জবাবঃ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এই যে, সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র প্রতি আকর্ষণের উপকরণ তৈরি করবে। যেমন অধিক পরিমানে যিকির অথবা এমন কিছু শোগল যেগুলোর মধ্যে বিশেষত মনকে নিশ্চিন্ত করা, ওয়াস্‌ওয়াসা ধ্বংস করা এবং উত্তাপ উত্তেজনা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য রয়েছে অথবা এমন সবলোকের সংস্পর্শে বেশি বেশি থাকা যাদের নিজস্ব স্বভাব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইশ্‌ক ও প্রেম প্রবল থাকে অথবা এরূপ বিষয় বস্তুর গদ্য বা পদ্য পড়াশোনা করা, পাশাপাশি খাওয়া কমিয়ে দেওয়া এমনভাবে যেন শরীর ভারী হয়ে অলসতা না এসে যায় আবার দুর্বলতাও যেন সৃষ্টি না হয়। এই হল আকর্ষণের উপকরণ। এই আকর্ষণের নাম হল ইশ্‌ক আর এর উপকরণগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে জমা করা কে বলা হয় তাওয়াজ্জুহ ও হিম্মত। এই তাওয়াজ্জুহ ও হিম্মত পীর কর্তৃক যেমন হতে পারে তেমনি তালিব বা মুরীদ কর্তৃকও হতে পারে। অর্থাৎ উপকরণগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে মুরীদ সংগ্রহ করলে বলা হবে মুরীদ তাওয়াজ্জুহ ও হিম্মতকারী আর যদি পীর তার মুরীদের জন্য এই কাজ করতে থাকেন এবং সময় সময় মুরীদকে এর নির্দেশ দিতে থাকেন তখন বলা হবে পীর হিম্মত ও তাওয়াজ্জুহকারী। এটাকেই ইলক্বায়ে নিসবত বলা হয় তবে এটা শুধু পীর করতে পারেন। ইলক্বায়ে নিসবতের একটি পদ্ধতি এটাও যে, পীর তার কল্পনা শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা মুরীদের মধ্যে কোনো আছর ও প্রভাব তৈরি হওয়ার ইচ্ছা করবেন। আর যদি এমন হয় যে, উপকরণগুলো কার্যত জমা করা হয় কিন্তু এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি আকর্ষণ তৈরি হোক, এ ধরনের ইচ্ছা বা সংকল্প করা না হয় তবে এটাকে হিম্মত বলা হবে না। এমনকি ঘটনাক্রমে কখনো এই 'আকর্ষণ' এর প্রভাব তার উপর হয়েও যেতে পারে। উপরে যে বলা হয়েছে– এর অর্থ প্রচলিত সেই পদ্ধতি নয়... এর ব্যাখ্যা এই যে, ঐ পদ্ধতিতেই তাওয়াজ্জুহ সীমাবদ্ধ নয়। প্রচলিতটাও একটি পদ্ধতি। এতে

www.islamfind.wordpress.com

সাধারণভাবে কিছু ক্ষতি ও অপকারিতা আছে। এ কারণে সুন্নতের অনুসারী মুহাক্কিকৃগণ এই পদ্ধতি বর্জন করেছেন। উল্লেখিত উপকরণ সংগ্রহের যে আছর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি আকর্ষণ, এই আছর প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে তৈরি হয় আপন যোগ্যতা অনুসারে, বিভিন্ন স্তরে। এর প্রভাব যে সকলের মধ্যেই হৃদয়ের উত্তাপ, ভেতরে আগুন জ্বলে উঠা, চঞ্চলতা বা অস্থিরতার আকারে দেখা দেবে এমনটি নয়। কখনো কখনো এমনটিও হয়। হাঁ, আকর্ষণের মূল বিষয়টি প্রত্যেকের মধ্যেই হয় চাই সে আকর্ষণ শক্তিশালী হোক চাই দুর্বল হোক। এই আকর্ষণ হয় স্বভাবগত (তুবয়ী) এই কারণে এটা একটা স্বতন্ত্র প্রকার। তরীকতের একটি পৃথক পন্থা। তরীকতের সাধারণ পন্থাটি হল তরীকে আমল ও সুলূক আর এই পন্থাটির নাম হল তরীকে ইশ্‌ক। আল্লাহ্‌র প্রতি আকর্ষণ তরীকে আমলের মধ্যেও হয় তবে সেটা হয় বুদ্ধিগত ও বিশ্বাসগত (আকূলী ও এ'তেকাদী) আরো একটি কথা, উল্লেখিত 'আকর্ষণ' এর যে সব আছর আছে সম্পর্ক, একাগ্রতা ইত্যাদি এইসব কিছুই আকর্ষণের মধ্যে থাকা অবশ্যম্ভাবী কিন্তু এই আছরগুলোর প্রতিটি স্তরই এর মধ্যে থাকা অবশ্যম্ভাবী নয়। বরং এখানেও ব্যক্তির যোগ্যতার তারতম্যের কারণে আছরসমূহের স্তরের মধ্যে তারতম্য এসে যায় অর্থাৎ এই সম্পর্ক ও একাগ্রতা কখনো হয় মজবুত স্তরের কখনো হয় দুর্বল স্তরের। কখনো এমন হয় যে সম্পর্ক একাগ্রতা দুর্বল স্তরের হওয়ার ফলে অদূরদর্শী তালিব মনে করে যে, আমার ঐ সম্পর্ক ও একগ্রতা নসীব হয় নি। আর "ইনতিফাউল্লাযেম..." নিয়ম হিসাবে বুঝে নেয় যে, আল্লাহ্‌র প্রতি আমার আকর্ষণটাও হাসিল হয় নি। এর কুফল যা হয় সেটা হল ঐ ব্যক্তির মধ্যে নৈরাশ্য প্রবল হয়ে যায়। যেই নৈরাশ্য থেকে বেঁচে থাকা তরীকতের মধ্যে খুব বেশি জরুরি। আমার বিশ্লেষণের পর আশা করি বাস্তব বিষয়টি জানার ফলে নৈরাশ্য থেকে দুরে থাকা সহজ হবে।

আল্লাহ্‌কে ভালোবাসা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা উভয়টি পরস্পর সংযুক্ত

হালঃ আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বতের পাশাপাশি দিলের মধ্যে অন্য কারো মহব্বত নেই, এমনকি আমার দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতও সেই পরিমান নেই।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্‌ তাআলার মহব্বতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত অপরিহার্য। কিন্তু আপনার মধ্যে আল্লাহ্‌র মহব্বত বুদ্ধি

www.islamfind.wordpress.com

ও উপলব্ধিগত (আকলী) এই মহব্বত যেহেতু ভিন্ন ধরনের সেই জন্য আপনার সন্দেহ জেগেছে, মনে হয়েছে এই মহব্বত নেই। নতুবা মালযূম (আল্লাহ্‌র মহব্বত) থাকলে লাযেম (রাসূলের মহব্বত) থাকা অনিবার্য।

বিনয় ও তাওয়াযু'র আছর

হালঃ এক বছরকাল থেকে আমার এমন অবস্থা হয়ে যায় যে ঈশার নামাযের পর আবার কখনো কখনো নামাযের মধ্যে আল্লাহ্‌ পাকের কুদরত ও জালাল (ক্ষমতা ও মহিমা) হাইবাত ও শান (ভীতি ও মর্যাদা) ছিফাত ও ছানআত (গুণ ও শিল্প) মালিকুল মুলক (সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক) বিষয়গুলো মুবাকাবার মধ্যে ভাবি এবং নিজেকে হাকীর ও নাচীয, তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করি সে সময় আমার দেহের পশম ও লোম সব কেঁপে ওঠে এবং কয়েকবার দেহের মধ্যে কাঁপুনি ও ঝাঁকুনির মতো তৈরি হয়। তখন দিলের মধ্যে কল্পনা আসে আল্লাহ্‌ হাজির ও নাজির। দেহ ও মনের উপর বোঝা চেপে বসে। মনে হয় কেউ বুঝি শরীরটা সজোরে ডলা দিয়ে গেল যার ফলে শরীর ব্যাথা হয়ে যায়। দম আটকে যায়। সারা শরীর একদম অনুভূতিহীন ও অসাড় হয়ে পড়ে। চেতনাহীন অবস্থা তৈরি হয়ে যায় এমন কি মাঝে মাঝে মসজিদ থেকে বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারি না। এমন ভয় লাগে যে, রাস্তায় কোথাও পড়ে যাই কিনা। এই অবস্থা কখনো আধাঘণ্টা, একঘণ্টা স্থায়ী হয় আবার কখনো রাতভর চলতে থাকে। শরীরে অবসাদ ও ক্লান্তি থেকেই যায়। সকাল পর্যন্ত শরীর ভারী হয়ে থাকে। এ কারণে আমি ভীষণ চিন্তিত যে, কোথাও আমি শরীয়তের বরখেলাপ চলছি নাতো? অথবা নফসের মধ্যে শয়তানি ধোকা বিস্তার লাভ করল কিনা? সেরূপ হলে তো আমি গুনাহে আক্রান্ত হয়ে পড়ব। মাঝে মাঝে রাস্তায় চলতে অথবা বসে বসেই এমন হয় যে, দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত যা কিছু দেখতে পাই সব কিছুই মনে হয় আল্লাহ্‌ই আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র নাম মুখে চালু হয়ে যায়। আশা করি হুযূর আমার ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে আমার ইসলাহের ব্যবস্থা করবেন।

বিশ্লেষণঃ আসল হালতটি প্রশংসনীয়, আল্লাহ্‌ তাআলা বরকত দিন। তবে আমার মনে হয় মেজায প্রকৃতিটাও কিছুটা স্বাভাবিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, চিকিৎসা জরুরি। আপনি দ্রুত কোনো দক্ষ চিকিৎসকের মাশওয়ারা নিন।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা হয় কিন্তু যখনই চিন্তা হয় যে, আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াতে হবে এবং হাদীসের কথাটি 'যার কাছে হিসাব চাওয়া হবে...' হিসাবে আযাবের চিন্তা এসে যায় আল্লাহ্ তাআলার মহত্ব ও বড়ত্ব চোখের সামনে এসে পড়ে তখন ভয়-ভীতি এমন প্রবল হয়ে পড়ে যে, আমার অস্তিত্ব আছে কি নেই খেয়াল থাকে না। নিজের আমল এবং গুনাহের তুলনা করলে সীমাহীন লজ্জিত ও ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ি। নিজেকে এত নিচ ও হীন মনে হয় যে, ক্ষমতা থাকলে নিজেকে জমিনের মধ্যে নিমজ্জিত করে দিতাম। অভিযোগের নামও আসত না। নির্জন মুহূর্তে মৃত্যুর ভাবনা জাগে এবং দুচোখ ভরে অনুশোচনার অশ্রু নেমে আসে। বেশিরভাগ জিনিস দেখেই আল্লাহ্ তাআলার অসীম কুদরতের খিয়াল আপনা আপনি জেগে ওঠে, যে কারণে মাঝে মাঝে কান্না নিয়ন্ত্রণ করা ভীষণ কষ্টকর হয়ে পড়ে।

বিশ্লেষণঃ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই।

হালঃ তাকদীরের কথা ভাবলে দিল নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। কারণ জানি না আমাকে কোন্ দলে সামিল করেছেন। আখিরাতের সকল বিষয় যেহেতু খাতিমা বা শেষ সময়ের উপর নির্ভরশীল এবং বিষয়টি সম্পূর্ণ অজানা। এই কারণে ভীষণ ভয় হয়। খুবই কান্না হতে থাকে। দিল পেরেশান ও অস্থির হয়ে যায়। এরপর শুধুমাত্র আল্লাহ্ পাকের ফযল ও রহমের উপর ভরসা করে দিলের মধ্যে সান্ত্বনা পাই। আমার এমন কোনো আমল নেই যা মহান আল্লাহ্‌র শান উপযোগী বরং সর্বদা মনে হয় সামান্য যে আমল আছে এর বদৌলতে শুধু যদি এতটুকুর ব্যবস্থা হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে পাকড়াও না করেন তাহলেই আমি গণীমত মনে করব। মনে করব পাকড়াও না করাটা মহান আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ। নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অযোগ্যতার জন্য কান্না আসে। আল্লাহ্ কাউকে 'সাঈদ' কাউকে 'শাক্বী' অর্থাৎ সৌভাগ্যবান ও হতভাগা বানানোর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র কোনো অভিযোগ জাগে না। কেননা তাঁর ইল্‌ম কোনো বস্তু বা ব্যক্তির বাস্তব অবস্থার বিপরীত হতেই পারে না।

বিশ্লেষণঃ এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কাছে সৌভাগ্য বা সাআদাতের প্রার্থনা জানানো উচিৎ। কারণ এটাই তাঁর নির্দেশ। দুআ করে দুআ কবুলের ব্যাপারে আশাবাদী হওয়া উচিৎ।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ বেশিরভাগ সময় দিলের মধ্যে একথাটা থাকে যে, সারা দুনিয়ার মানুষ আমার চেয়ে ভালো। এমনকি হিন্দুদের দেখলেও মনে মনে বলি– এ লোকটি আমার চেয়ে হাজার গুণে ভালো। দুনিয়ার কিছু কাজ তো সে সুন্দরভাবে করছে। আর আমি! আমি তো কোনো কাজেরই না। মাঝে মাঝে ভাবি- আত্মহত্যা করি। কিন্তু হারাম হওয়ার কথা মনে পড়ে যায়। কতকিছু বলব! হুযূর দয়া করে তাওয়াজ্জুহের নযর দান করুন। নতুবা খারাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে আমার।

বিশ্লেষণঃ অবস্থা অত্যন্ত উঁচু স্তরের। এ হল হৃদয়ের পরিপূর্ণ ভঙ্গুরতা যার ফলাফল খুবই উঁচু পর্যায়ের। "যে আল্লাহ্‌র জন্য বিনীত হবে আল্লাহ্ তাকে উঁচু করে দেবেন" এই হাদীসে সেই দিকে ইংগিত করা হয়েছে। আরিফীন বলেন– মুমিন ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ সে নিজেকে কাফেরের চেয়েও নিকৃষ্ট ধারণা না করবে। অর্থাৎ বিশ্বাসের বিচারে নয় বরং অবস্থার বিচারে। এমন ব্যক্তি ইনশাআল্লাহ্ তাআলা পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী হয় না। বিপথগামী হওয়ার আসল কারণ হল 'উজব'। কিন্তু আপনি নিজের এই অবস্থার দিকে মোটেও মনোযোগ দেবেন না। কাজে লেগে থাকুন। মনোযোগ ক্ষতিকর এই জন্য যে, এতে কখনো তৈরি হয় নৈরাশ্য কখনো বা বিনয়ের অহঙ্কার। যা খালি অহঙ্কারের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর।

আল্লাহ্‌র জন্য দোস্তি ও তাঁরই জন্য দুশমনীর প্রাধান্য

হালঃ আজকাল আমার নিকট রুচিগত বিচারে দার্শনিক বক্তব্য অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার তুলনাহীনতা (তানযীহ) এর ব্যাপারেও কলবের মধ্যে বিতৃষ্ণা জেগেছে। পক্ষান্তরে আহলে শারায়ে'দের (শরীয়তের অনুসারীদের) তাশ্‌বীহকেও ভালো মনে হয়।

বিশ্লেষণঃ এমনই হওয়া উচিৎ। এখানে রহস্য এই যে, দার্শনিকদের তুলনাহীনতা নিয়মনীতির সীমানায় আবদ্ধ নয় পক্ষান্তরে শরীয়তের অনুসারীদের তাশবীহ (তুলনা) (শরীয়তের) সীমানায় আবদ্ধ।

আবদিয়াত আসল মাকসূদ

হালঃ কিছুদিন পূর্বে আমার হৃদরোগের বেশ খারাপ অবস্থা হল, এটা প্রতি বছরই হয়ে থাকে বছরের প্রায় নির্ধারিত সময়েই। আমার দৈনন্দিন অযীফার

www.islamfind.wordpress.com

বরকতে যে উপকারিতা উপলব্ধি করি তাতে ঐ অসুস্থতার দিনগুলিতে খুব ঘাটতি দেখা দিল। এর ফলে আমার মধ্যে বেশ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

বিশ্লেষণঃ এতে কখনোই অস্থির হবেন না। কোনো অনিয়ম করবেন না। অযীফা আদায় করার আসল উদ্দেশ্য যেটা অর্থাৎ আবদিয়াত সেটাতো অসুস্থতার মধ্যেও লাভ হচ্ছে।

হালঃ নিবেদন এই যে, আমার ধারণা হয়– বান্দা হওয়ার কারণে বান্দার অনুমতি নেই যে, তার প্রতি অর্পিত কোনো কর্তব্য পালন করে কোনো প্রতিদান বা পুরস্কারের প্রতীক্ষা করবে অথবা ঐ প্রতিদান পাওয়ার নিয়তে কাজ করবে। বরং কর্তব্যকে নিজের মা'বুদের হুকুম মনে করে নিজেকে তার দাস মনে করে জান-প্রাণ দিয়ে অনুগত থাকা উচিৎ। এমনকি তাঁর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টিরও প্রার্থী না হওয়া উচিৎ। এটা ভিন্ন ব্যাপার যে, আল্লাহ্ তাআলা আপন দয়া ও অনুগ্রহে বান্দার কর্তব্য পালনের বিনিময়ে "এমন নিয়ামত তৈরি করেছেন যা কোনো চোখ দেখে নি, কোনো কান শোনে নি, কোনো অন্তর কল্পনাও করে নি।" দুআর ব্যাপারটাও একই। কেননা এটিও একটি বড় ইবাদত। দুআকেও শুধু এই কথা ভেবে করা উচিৎ যে, আমাদের প্রতি উহার নির্দেশ রয়েছে। কুবল হওয়া না হওয়ার দিকে একটুও দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ নয়। কেননা এটা তাঁর কাজ। আমাদের উচিৎ নিজেদের কাজের দিকে মনোযোগ দেওয়া।

নিতে থাকব জীবন ভর নামটি তোমার, শোনা না শোনা প্রভু কর্ম তোমার।

হুযূর! জানতে চাই আমার এই ধারণাগুলো ঠিক কিনা। দুআ করবেন যেন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কামেল মহব্বত ও মা'রেফাত নসীব করেন। তাঁর অনুগত ও বাধ্য বান্দা বানিয়ে দেন। তাঁর সঙ্গ, তাঁর পূর্ণ নৈকট্য আমার স্বভাবে ও প্রকৃতিতে বিস্তার করে দিন। আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না।

বিশ্লেষণঃ ভূমিকার মধ্যে আপনার কিছু কথা বাদ পড়ে গেছে। 'নিজের প্রতি অর্পিত কর্তব্য পালন...' এর মধ্যে এটুকু কথা বাড়াতে হবে 'নিজের খাহেশ ও মত অনুসারে' নতুবা কথায় অনেক ফাঁক থেকে যাবে। কেননা বান্দা হওয়ার কারণে বান্দার জন্য ঐ সব কর্তব্য পালনের পর যে প্রতিদান পুরস্কার এর প্রতীক্ষা ও প্রার্থনা করার নির্দেশ তাকে দেওয়া হয়েছে, সেটা না করার অনুমতি তার নেই। আর সওয়াব এবং তাঁর সন্তুষ্টি চাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। অনেক হাদীসে স্পষ্ট ও সরাসরি এই বক্তব্য রয়েছে। সুতরাং এর প্রার্থনা না

www.islamfind.wordpress.com

করা স্পষ্টভাবে আবদিয়াত ও দাসত্বের বিরোধী। এ কারণেই আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– যে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে না আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। দুআর বিষয়ে যা লিখেছেন– 'কবূল হওয়া না হওয়ার প্রতি একটুও...' একথার দ্বারা যদি এটা বোঝাতে চান যে কবূল না হলেও দুআ ত্যাগ করা যাবে না তবে আপনার বক্তব্য সঠিক। আর যদি এটা বোঝাতে চান যে, দুআ কবূল করার জন্য প্রার্থনা করবে না, তাহলে আপনার বক্তব্য সঠিক নয়। দুআ কবূল হওয়া একটি আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। যেমন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে কবূল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে দুআ করবে। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে কেউ যেন একথা না বলে, আল্লাহ্! আমাকে মাফ করে দাও যদি তোমার ইচ্ছা হয়, হে আল্লাহ্! তোমার ইচ্ছা হলে আমার প্রতি রহম কর, প্রার্থনা করা উচিৎ দৃঢ়তার সঙ্গে।
আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ়তা ও কবূলের নিশ্চয়তা নিয়ে দুআ করতে বলেছেন এবং 'ইচ্ছা হলে ক্ষমা কর বা রহম কর' এরূপ বেপরোয়া কথা দুআর মধ্যে বলতে নিষেধ করেছেন। এই বলা মুখে এবং মনে মনে উভয়টাই নিষেধ।
এ ব্যাপারে রহস্য এটাই যে, ইবাদত বন্দেগীতে সওয়াব আর দুআর মধ্যে কবুলিয়াত প্রার্থনা করার দ্বারা আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার অভাব প্রকাশ পায়। বুঝা যায় বান্দা তার মা'বুদের কাছে মুখাপেক্ষী। বুঝানো হয় যে, আমরা বেপরোয়া নই অভাবহীন নই। এমন কি যে জিনিষগুলোর কাছে আপনি আমাদেরকে মুহতাজ ও মুখাপেক্ষী বানিয়ে দিয়েছেন আমরা সেগুলোর মুখাপেক্ষী হয়েই আপনার কাছে সেগুলো প্রার্থনা করি। আর এটাই খাঁটি আবদিয়াত ও নির্ভেজাল দাসত্ব। এই অনুভূতির কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ার পর আল্লাহ্‌র শুকরিয়া ও প্রশংসাজ্ঞাপক দুআর শেষ অংশে বলেছেন '...আমরা এটাকে বিদায় দিচ্ছি না এবং এর আর প্রয়োজন নেই এমন কথাও বলছি না হে আমাদের রব।'

হালঃ কিছুদিন থেকে অধমের অবস্থা এই যে, আহকামে শরীয়তের বিভিন্ন হেকমত ও যুক্তি চোখে পড়তে শুরু হয়েছে। এমন কি ছোট বড় বিভিন্ন আহকামের উপকারিতা ও কল্যাণ বর্ণনা করতে পারি। শরীয়তের বিরোধী কোনো কাজ কাউকে করতে দেখলে হতবাক হয়ে যাই। মনে হয় শরীয়তের কথা চিন্তা না করলেও লোকটি বুদ্ধি খরচ করেও কি বুঝতে পারল না যে, সে ভুলের মধ্যে আছে!

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২৫৬

www.islamfind.wordpress.com

কিন্তু এর কিছুদিন পর অন্য কাজে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সেই কাজে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর এখন দেখি যে, চিন্তা করলেও আর কিছুই আগের মতো বুঝে আসে না।

বিশ্লেষণঃ আবদিয়াতের মূলভাব এই যে, তিনি চালালে চলবেন, থামিয়ে দিলে থেমে যাবেন। চলার বা থামার নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষাও থাকবে না অস্বীকার বা অস্বীকৃতিও থাকবে না। আপনার সব চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করুন তারপর দেখবেন এমন সব ইলম দান করা হবে যার সামনে আসরার ও রহস্যের জ্ঞানও কিছুই নয়।

ভারসাম্য প্রয়োজন

হালঃ একজন তালিবে ইলমকে আমি 'বেকুব' 'পাগল' বলেছিলাম, তালিবে ইলম এতে মনে কষ্ট পায়। এরপর আমি সব তলাবার সামনে খুব মিনতি করে তার কাছে ক্ষমা চাই এবং সকল তলাবার কাছেও ক্ষমা চাই, কারণ আমি একজনকে পাগল বেকুব এর মতো বাজে শব্দ বলেছি। তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দাও আগামীতে আর কখনো এ ধরনের শব্দ বলব না। আলহামদুলিল্লাহ্ এখন আমি হিম্মতের সঙ্গে যবান নিয়ন্ত্রণ করে চলি। যদিও এতে খুবই কষ্ট হয়।

বিশ্লেষণঃ শাবাশ-জাযাকাল্লাহ। এ কাজ আল্লাহ্ ওয়ালারাই করে থাকেন যা আপনি করেছেন। কিন্তু শাগরেদদেরকে তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষেত্রে এটুকু বলা মাযমূম বা নিন্দনীয় নয়। এবং এ ধরনের কথা বলার কারণে এভাবে ক্ষমা প্রার্থনার জরুরত নেই বরং কখনো কখনো এর দ্বারা চরিত্র নষ্ট হওয়া, সাহস বেড়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হওয়ার কারণে আপনার এ আচরণ যুক্তি বিরুদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হবে। অবশ্য এটা সব সময়ই লক্ষনীয় যে, ধমক দিতে গিয়ে স্বাভাবিকতার সীমা কিছুতেই অতিক্রম করা উচিৎ নয়। এই হুকুম মুরীদীন, ছেলে-মেয়ে, খাদেম-কর্মচারী সকলের জন্যই এক।

আল্লাহ্র জন্য প্রেম আল্লাহ্র প্রতি প্রেম হিসাবে বিবেচিত

হালঃ রাতে এই গোলামের হযরতের প্রতি এত পরিমানে মহব্বতের জোশ ছিল যে ঘুমও আসে নি। মনে হচ্ছিল এটা শুধুমাত্র হযরতের স্নেহের আছর নতুবা এই গোলামের দিল তো ছিল খুবই নাপাক। এখন মন চায় এবং

www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহ্ তাআলার কাছে আকাঙ্ক্ষা এই যে, তিনি হযরতের জানকে আমার জান বানিয়ে দিন আর সকল অস্তিত্ব একদম মুছে যাক। এখন এই মুহূর্তে আবারও ভীষণ তীব্রভাবে মনের মধ্যে মহব্বতের জোশ উঠছে কিন্তু আফসোস আমি হযরতের থেকে অনেক দূরে। তবে আলহামদুলিল্লাহ্ দিল থেকে নিকটে আছি। আল্লাহ্র কাছে চাই যে, আপনার সঙ্গেই যেন এই খাদেমের মউত ও হায়াত হয়। আমীন ছুম্মা আমীন। জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষাই দূর হয়ে গেছে কেবল এই একটি আকাঙ্ক্ষাই রয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার প্রতি আপনার যে ইশ্ক ও প্রেম তা আসলে আল্লাহ্র প্রতি আপনার প্রেম হিসাবেই বিবেচিত। আল্লাহ্ তাআলা এতে বরকত দান করুন এবং দৈনন্দিন এতে বৃদ্ধি ঘটান এবং আরো বেশি উন্নতি দান করুন। শুধু মনে রাখবেন তীব্র প্রেমের কারণে যেন কোনো ক্ষতি না হয়। না আপনার নিজ দেহের এবং না দীনের।

তাওহীদ, ফানা ও আবদিয়াতের প্রাবল্য

আনওয়ারুন্নযর ফী আছারিয যফর

একই বিষয়ের অনেক চিঠি একত্র করা হয়েছিল, যেগুলোতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী কিছু আলোচনাও স্থান পেয়েছিল। এজন্যই চিঠিগুলোকে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হল এবং একটি স্বতন্ত্র নামও দেওয়া হল।

হালঃ হুযূরের খিদমতে গুযারিশ এই যে, আজকাল হুযূরের বরকতে আলহামদুলিল্লাহ্ এই অধমের অন্তরে আল্লাহ্র দীদারের আকাঙ্ক্ষা ভীষণ প্রবল থাকে। কোনো কিছু দেখেই মন ভরে না। যতক্ষণ দীদারে হক্ব (আল্লাহ্র সাক্ষাৎ) না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যত কিছুই দেখি না কেন তাতে কী হবে? মাঝে মাঝে মনের মধ্যে এই দুশ্চিন্তা ভিড় করে যে, আল্লাহ্ যদি আমাদের থেকে দূরে হতেন তাহলেও এত বেশি অস্থির হতাম না।

আফসোস এই যে, তিনি খুব কাছে, দূরে পড়ে আছি আমিই। মনের মধ্যে সর্বদা মিলনের এক সূর বাজতে থাকে (আল্লাহ্ এটা আরো বাড়িয়ে দাও) মনে হতে থাকে যে, মিলনের সময় কখন হবে। মাঝে মাঝে এই দেহকেই কাঁটা ও প্রতিবন্ধক মনে হয়। মনে হয় এই দেহের খাঁচা যদি না থাকত তবে রূহ মুক্ত হয়ে পরওয়ারদেগারের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারত। এরপর আবার চিন্তা ভাবনা করে আল্লাহ্র ফয়সালায় সন্তুষ্ট হয়ে যাই। ভাবি যতক্ষণ তিনি এই

www.islamfind.wordpress.com

বন্ধন নির্ধারণ করে রেখেছেন সেটাই অবনত মস্তকে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এই কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়ে যেন মাহজূবীনদের (দীদারবঞ্চিতদের) মধ্যে সামিল হতে না হয়। আল্লাহ্ করুন যেন তাঁর সাক্ষাৎ বঞ্চিতদের দলভুক্ত হতে না হয়। এই আশঙ্কা থেকে ভয়াবহ আর কোনো আশঙ্কা আমার নেই।

বিশ্লেষণঃ এই আশঙ্কাই বাস্তব ঈমান এবং এটাই সু-সংবাদ দীদার এর অন্তরায় না হওয়ার। আল্লাহ্ তাআলা বলেন– যারা অন্তর দিয়ে তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট পুরস্কার।

হালঃ হে আল্লাহ্! আমাকে দান কর তোমার পবিত্র চোহারার দিকে তাকানোর স্বাদ এবং দান কর তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা। হে আল্লাহ্! কেয়ামতের দিন আমার দিক থেকে তোমার চেহারা ফিরিয়ে রাখবে– এই অবস্থা থেকে আমি মুক্তি চাই।

বিশ্লেষণঃ আমীন।

হালঃ আল্লাহ্কে ভালোবাসা এবং তাঁর হুকুম মানার উপর যেন প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী থাকতে পারি হুযূর সেই দুআ করুন।

বিশ্লেষণঃ দিল ও জান দিয়ে দুআ করছি।

হালঃ আমার খারাপ অবস্থার প্রতি তাওয়াজ্জুহ দান করুন।

বিশ্লেষণঃ বলা ছাড়াই সেটা আছে।

হালঃ নিজের মন্দ হালের কারণে কাঁদি, এতে আবার কিছুটা খুশীও হই এই ভেবে যে, আল্লাহ্ তার প্রেমিকদের সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্ *আলা যালিক*। বিস্ময়ের কী আছে হয়ত একদিন তাদের বরকতে আমিও পাব তাঁর সাক্ষাৎ ও মিলন। আজকাল যিকিরের সময় আমি নূর বা অন্য কিছুর কল্পনা করি না। নূরের কল্পনা দ্বারা মনের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয় এজন্য আমি শুধু 'যাতে বাছীত' (অবিমিশ্র সত্তা অর্থাৎ আল্লাহ্র...) এর ধ্যান করি।

বিশ্লেষণঃ এটা হল হুবহু হযরত মুর্শিদের রুচি। আর এটাই একদম আমার উপলব্ধি।

হালঃ সাহরীর পর শরীর কিছুটা ভারী মনে হয়। সে কারণে আজকাল নফী ইছবাতের যিকিরের জন্য সময় নির্ধারণ করেছি মাগরিবের পর খানা খাওয়ার পূর্বে। কিন্তু আমার স্বভাবের মধ্যে স্থিরতা কম, অস্থিরতা বেশি। এখন

www.islamfind.wordpress.com

রমযানে যিকিরের সময় কিছুটা নিয়ন্ত্রিত। শাওয়ালে পড়ানোর কাজে মশগুল হয়ে গেলে অবস্থা কী হয় দেখি। আর যদি আল্লাহ্ না করুন কোনো অসুখ হয়ে যায় তাহলে তো আর কোনো রূপ নিয়ন্ত্রণই থাকবে না।

বিশ্লেষণঃ কোনো চিন্তা করবেন না। এমনি এমনি করতে থাকুন। বঞ্চিত হবেন না।

হালঃ প্রথমে আমার হযরত শেখের সঙ্গে এর কিছুকাল পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে প্রবল মহব্বত ছিল। হযরত শেখের চেহারা দেখে সহ্য করতে পারতাম না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক নিয়েই কেঁদে ফেলতাম। দরূদ শরীফের প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা ভিন্ন। এখন শুধু 'যাতে বাছীত' এর ধ্যান ও কল্পনায় মন আটকে থাকে। অন্য কিছুই ভালো লাগে না। দিলের মধ্যে সর্বদা শুধু তাঁরই সূর বেজে চলেছে। তাঁর মহব্বতের কাছে অন্য সব মহব্বত পরাভূত মনে হয়।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। এটাই হল তাওহীদের প্রাধান্য। এটাই হল তানযীহ এর প্রবলতা। এই প্রাধান্য ও প্রবলতা বাহ্যিকদৃষ্টিতে তো প্রথমোক্ত দুই মহব্বতকে দুর্বলকারী কিন্তু বাস্তবে সেই দুই মহব্বতকেও প্রবলকারী। এটা বোঝা যায় পরীক্ষার স্থান গুলোতে। রহস্য এটাই যে, ওই মহব্বত দুটিই সাহায্য করেছে এই চূড়ান্ত মহব্বত পর্যন্ত পৌঁছাতে। জানা কথা যে, লক্ষ্য যত বড় হবে তার সহায়ক আসবাবের মূল্যও তত বেশি হবে। অবশ্য মূল লক্ষ্যের তুলনায় এগুলো মাগলূব ও পরাভূত থাকবে। মাকসূদের তুলনায় দুর্বল হলেও পূর্ববর্তী হিসাবে ঐ গুলোর এখনকার সম্পর্ক শক্তিশালী।

হালঃ বেশি কিছু কি বলব! দিল বেচইন-অস্থির। বেছালে হক বা আল্লাহ্র সঙ্গে মিলনের কোনো ভাব চোখে পড়ছে না।

বিশ্লেষণঃ যদি আপনার স্বভাবে 'তাশবীহ' (মাখলূকের কোনো কিছুর সঙ্গে আল্লাহ্র তুলনা) এর প্রাধান্য থাকত তাহলে এখনই আপনার মধ্যে বেছালের (মিলনের) বিশ্বাস ও মিলনের হাল তৈরি হত। সেটা স্পষ্ট বেছাল হত না বটে কিন্তু হত এবং এই হালত হত অসম্পূর্ণ।
বেছালের কোনো ভাব চোখে না পড়াটা আলামত বহন করে আপনার স্বভাবে 'তানযীহ' (তানযীহ অর্থ আল্লাহ্কে মাখলূকের সঙ্গে তুলনা থেকে মুক্ত রাখা) এর প্রাধান্য রয়েছে। যা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মত ও পথ ছিল এবং

www.islamfind.wordpress.com

(আল্লাহ্ পাকের) নৈকট্য অর্জনের চূড়ান্ত পন্থা। সুতরাং আপনার বেছাল চূড়ান্ত বেছাল (মিলন) তবে নগদ নয়, বরং বিলম্বিত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর তাশবীহ পন্থীদের যে নগদ বেছাল বা তাৎক্ষনিক মিলন সেটা প্রকৃত বেছাল নয় বেছালের অনুরূপ (মুশাবেহে বেছাল) এবং যা বিলম্বিত হবে না (বরং তাৎক্ষণিক ও নগদ হবে) তা এরূপ কামেল ও পূর্ণাঙ্গ হবে না সুতরাং এটা হক তাআলার বিরাট নেয়ামত।

দ্বিতীয় চিঠি–

হালঃ অধমের চিঠির জবাব প্রকাশিত হয়েছে, যা পড়ে কান্নায় বুক ভেসে গেল। জানি না ঐ জবাবী চিঠির প্রতিটি বর্ণে ইশ্কের কেমন আগুন ভরা ছিল যা আমার দিলের আগুনকে আরো জ্বালিয়ে দিল। পূর্বের আগ্রহকে আরো তীব্রতর করে তুলল। বারবার পড়তে ইচ্ছা হয়।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ আপনার যোগ্যতায় বরকত দান করুন। কারণ যোগ্য ব্যক্তি যোগ্যতার ক্ষেত্রে কামেল হলে প্রভাবিত হয় যে কোনো কর্মী দ্বারা, যদিও সে তার কর্মে কামেল না হয়। কিন্তু যোগ্য ব্যক্তির উচিৎ হল কর্মীকে কামেল ও পূর্ণাঙ্গ মনে করা কেননা এই বিশ্বাসই তার উপকার করে।

হালঃ গতকাল যিকির করার সময় স্পষ্টভাবে মনে হচ্ছিল যে, হুযূরের কলবের মধ্যে নতুন কোনো বিষয় তৈরি হচ্ছে, যার আছর পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের কারণে আপনার উপর প্রকাশ না পেয়ে আমি অধমের উপর প্রকাশ হচ্ছে। আমার দিল এখন আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাতের আগ্রহে অস্থির হয়ে আছে।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্। অত্যন্ত শুদ্ধ ও সঠিক উপলব্ধি। ঐ হালতের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম মুশাহাদা, দুর্বলতা ও অক্ষমতা, চরম বিনয় ও দীনতা এবং দাবি ও অভিযোগের বিনাশ সাধন। যেগুলো আবদিয়াত (পূর্ণ দাসত্ব)এর আছর ও উপকরণ। কিন্তু বিশদ হাকীকত ও হিকমত (পূর্বোক্ত হালতের বিস্তারিত বাস্তবতা ও রহস্য) ভীষণ স্পর্শকাতর। প্রত্যেক ব্যক্তি যা বুঝার এমনকি শোনারও উপযুক্ত নয়। আপনাকে নিজের একান্ত আপন মনে করে আমি নিজেই বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু আরো কিছুদিন পর। আমার কলবের সঙ্গে পূর্ণ মুনাসাবাতের কারণে যেহেতু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনার কলবে উপলব্ধি এসে গেছে সেজন্য খুব শ্রীঘ্রই এবার বলে দিব। আপনার দ্বারাও যদি ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকত তবে আপনাকেও বলতাম না। কিন্তু এরূপ সম্ভাবনা নেই। বরং এই নাজুক অবস্থায় যে কিছু ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে

www.islamfind.wordpress.com

আপনার কাছে প্রকাশ করার মাধ্যমে সেই সম্ভাবনা দূর হয়ে যাবার আশা করা যায়। আপনি হতে পারেন এর মাধ্যম। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনি হলেন মিফতাহুল খায়ের বা কল্যাণের চাবি।

হালঃ আজকাল হযরতের কলব থেকে আমার কলবে ফয়েয আসাটা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। যিকিরের সময় এর প্রকাশ অধিক হয়ে থাকে। বিষয়টা এমন মনে হয় যে হযরতের অন্তর থেকে আসা কিছু জিনিস আমার অন্তর রাজ্যে ঢুকছে ।

বিশ্লেষণঃ সেই উল্লিখিত অবস্থা, তবে অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনের আলোকে রূপান্তরিত।

হালঃ হক্ব তাআলা শানুহু হযরতকে অনেক জাযায়ে খায়ের দান করুন, কারণ আমার অস্থির ও পেরেশান সময়ে আমার হাত ধরে ধরে সাহায্য করছেন। এই সহায়তা না পেলে জানি না আমার হাল কী হত? আলহামদুলিল্লাহ্! এখন আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মিলনের জন্য দিলের মধ্যে অস্থিরতা ও পেরেশানি, ইশতিয়াক ও আগ্রহ আছে বটে কিন্তু এখনই চাই এরূপ তাগাদা নেই। নেই কোনো ছটফটে ভাব।

বিশ্লেষণঃ এটা হল আমাদের আকাবির বুযুর্গদের দৃঢ়তা ও যোগ্যতার বরকত। শেখ আব্দুল হক রহ. দেহলভী বলেছেন – "আমাদের মাশায়েখদের শেখ মনছূর ছিলেন (ইশকে এলাহীর পথে) বাচ্চা শিশু, যিনি (শরাবে ইশকের) এক ফোটাতেই সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন অথচ আমাদের এখানে এমন অনেক মহাপুরুষ রয়েছেন যারা (শরাবে ইশকের) সাগর মহাসাগর পান করে ফেললেও একটি ঢেকুরও তোলেন নি।"

হালঃ এই বেচাইনি ও অস্থিরতার মধ্যে রাখাই যদি মহান আল্লাহ্‌র মঞ্জুর হয় তবে আনন্দচিত্তে তা মেনে নিচ্ছি। আল্লাহ্‌র ফয়সালায় রাজি আছি। তাঁর সন্তোষ প্রার্থনা করছি। মিলনের দুয়ার যদি খুলে যায় তবে তো সৌভাগ্য। মিলনই আসল ও স্বাভাবিক অবস্থা। যেদিকে স্বভাবগত ভাবেই দিলের ঝোঁক আছে। কেননা প্রথমে তো শুধু মিলনই ছিল, বিরহের কোনো নাম-নিশানাই ছিল না। এই বিরহ পরবর্তীতে আসা সাময়িক হালত। দেখা যাক এরপর আবার সেই বেছালের নেয়ামত নসীব হয় কিনা।

'যদি দান করেন তিনি সে তো মোর কিসমত, নাও যদি পাই তবে মোর নেই শিকায়াত।'

www.islamfind.wordpress.com

'আনুগত্য মেনেছি মাথানত করেছি, প্রভু যা খুশী করবেন আমার শপথ নিয়ে ফেলেছি।'

বিশ্লেষণঃ এই বিশেষ হালের মানশা (উৎস) হল চরম সন্তুষ্টি, এটা উন্নত অবস্থা। তবে আল্লাহ্‌র প্রতি বেশি মুহতাজী যুক্ত হলে তা হবে আরো উন্নত।

হালঃ বর্তমানে যিকির ও তিলাওয়াতে কুরআন ছাড়া আর কিছুই করতে মন চায় না। লিখতেও মন চায় না, মানুষের সঙ্গে মেলামেশাও ভালো লাগে না। হুযূর যেভাবে বলবেন সেভাবেই চলব।

বিশ্লেষণঃ এ পদ্ধতি খোদ আমারও পছন্দনীয়, যদিও আমলের হিম্মত হয় নি। আপনাকে এর বিপরীত কী আর বলব?

হালঃ উল্লেখযোগ্য আরো একটি বিষয় এই যে, যেসব হালতের ব্যাপারে হুযূর কোনো সু-সংবাদ দিয়ে থাকেন লিখিতভাবে, সেগুলো প্রকাশ করতে এবং বিশেষভাবে তারবিয়াতুস সালিক কিতাবে সংকলিত করার জন্য নিজে নিজে উদ্যোগ নিতে আমার ভীষণ লজ্জা বোধ হয়। মনে হয় যে, কোন মুখে আমি এগুলো প্রকাশ করব। হায় আমি তো কোনো কিছুরই যোগ্য ও উপযুক্ত নই। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কিছুই নই। হযরতের এই সু-সংবাদ বাক্যগুলি সত্য। কিন্তু এগুলো তো নিছক আল্লাহ্ পাকের দয়া ও অনুগ্রহ আর হযরতের বরকত।

আমার মন চায় আমাকে না জানিয়ে ...সাহেব যেন সেগুলো কিতাবে সামিল করে দেন।

বিশ্লেষণঃ সেটা হলে তো খুবই ভালো কিন্তু লোকটি তো অলস। যা হোক তাকে তাগাদা দিয়ে আমি করিয়ে নিব, যে বিষয়গুলো এখনো কিতাবে আসে নি সেগুলো আমাকে দিবেন আমি উনাকে দিয়ে কিতাবে সামিল করে নিব।

তৃতীয় চিঠি–

হালঃ একটু পূর্বে দুপুরের কায়লূলা করার মুহূর্তে ঘুম আসছে, ভাঙ্গছে, আবার আসছে এই রকম অবস্থার মধ্যে দেখলাম যে আমি নিজের কিছু হাল লিখে হুযূরকে দিয়েছিলাম, যার মধ্য থেকে সবগুলো কথার জবাব হুযূর দিয়েছিলেন, শুধু একটি বিষয় অস্পষ্ট ছিল বলে হযরত বিষয়টির মতলব আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন। সে সময় আমার নিজেকে কোনো একটি সেতুর উপর দাঁড়ানো মনে হল। হযরতের কাছে অস্পষ্ট কথাটি খুলে বর্ণনা করছিলাম যে, পূর্বে তো

www.islamfind.wordpress.com

মুক্তির কিছু পথ চোখে পড়ত এখন আমার অবস্থা এমন যে, নিজেকে কাফেরদের চেয়েও খারাপ মনে হয়। সেই সময় আমার শরীর ভীষণভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছিল এবং খুব অস্থির হয়ে বলছিলাম যে, আমার কুরআন শরীফ পড়তে ভয় লাগে। হাদীস পড়তেও ভয় লাগে। কেননা কুরআন, হাদীসে তো কাফেরদের তিরস্কার করা হয়েছে, তাদের নিন্দা করা হয়েছে, ধমক দেওয়া হয়েছে, আমি তো সেই কাফেরদের চেয়েও নিকৃষ্ট।

বিশ্লেষণঃ এটা হল চরম আবদিয়াত ও ফানার প্রভাব এবং এটা বহিঃপ্রকাশ সেই ঘটনাটির– যেখানে আপনার মনে হয়েছিল যে, অধমের কলবে কোনো নতুন কাইফিয়াত তৈরি হচ্ছে এবং সেটা আপনার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। আমি সেই কাইফিয়াতের বিশ্লেষণে উক্ত আবদিয়াত, ফানা ইত্যাদি ব্যাপারগুলোই উল্লেখ করেছিলাম।

হালঃ এরপর আমি এক হিন্দুর ছোট্ট একটি বাচ্চা ছেলেকে বললাম– সেই কিতাবটি নিয়ে আস যার মধ্যে বিভিন্ন হালত সংকলন করা হচ্ছে। ছেলেটি গেল এবং ভারী হওয়ার কারণে কাঁদতে কাঁদতে কিতাবটি নিয়ে আসছিল। সে কষ্ট করে সেই সেতু পর্যন্তই এসে কিতাবটি পৌঁছিয়ে দিল। তখন আমি খুব জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলাম যে, এই বাচ্চা একজন মানুষের (বান্দার) কথার কারণে নিজের শক্তি-সাহসের চেয়ে অতিরিক্ত কাজ করে ফেলল অথচ আমরা আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহজ সহজ হুকুমগুলোও পালন করি না। সব ওয়াদা-অঙ্গিকার ভুলে গেছি।

বিশ্লেষণঃ হিন্দুর ছেলেকে এই অবস্থায় দেখা অর্থ সম্ভবত ইসলামের প্রভাব বিজয়ী হওয়ার সু-সংবাদ বহন করে। আপনার নিজেকে ঐ অবস্থায় দেখাটা সেই ফানা ও আবদিয়াতেরই ইঙ্গিত।

হালঃ এরপর কেউ বললেন– একে হযরত হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও। একে সাক্ষাৎ করাও হযরত আবূ বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা এর সঙ্গে। একে সাক্ষাৎ করাও হযরত সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে। নামগুলো এই সিরিয়্যালেই বলা হল এবং এই সিরিয়্যালেই জলদি জলদি ঐ সব হযরতের যিয়ারত নসীব হল। ওয়ালহামদুলিল্লাহ্ আলা যালিক। তাড়াহুড়া এত বেশি করা হল যে, আমার ভীষণ আফসোস হল– হায়! যদি আরো বেশি সময় ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত হাসিল হত।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২৬৪

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এই যিয়ারত ইঙ্গিত করছে ঐ হযরতদের মাকাম (আল্লাহ্‌র কাছে তাদের মর্যাদার স্তরগুলো) হাসিল হওয়ার দিকে, জলদি জলদি হওয়ার ইশারা এই দিকে যে, আপনার উক্ত অর্জনে বিরাম থাকবে না। আল্লাহ্ বরকত দান করুন।

হালঃ যিয়ারতের পর হযরত হুসাইন রা. তাশরীফ আনলেন এই অধমের কাছে। এবং দীর্ঘ সময় ধরে তিনি ছন্দবদ্ধ কাব্যে হযরত (থানভী রহ.) এর প্রশংসা করতে থাকলেন। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সর্বপ্রথম প্রশংসা তিনি করলেন হযরতের পীরে কামেল এবং পথপ্রদর্শক হওয়ার, এরপর আপনার আকৃতি-প্রকৃতি, আপনার চেহারা মুবারক ও আপনার গুণাগুণেরও প্রশংসা করলেন।

বিশ্লেষণঃ যেহেতু হযরত হুসাইন রা. শহীদ আর সুন্নত জিন্দা করাটা শাহাদতের মধ্যে গণ্য, যা (সুন্নত জিন্দা করা বা তার প্রচলন ঘটানোর কাজ) বর্তমানে সংঘটিত হয়েছে। এছাড়া শাহাদাতের পূর্বে মুজাহাদা (সাধনা ও পরিশ্রম) থাকে আর বর্তমান সময়ের ঘটনাবলী (অর্থাৎ আমরা যা কিছু করছি) সবই মুজাহাদা এর অন্তর্ভূক্ত। এসব কারণে যতদূর সম্ভব হযরত হুসাইন রা. এর রূহে তাইয়্যেবার (পবিত্র আত্মার) সঙ্গে মুনাসাবাত এবং নৈকট্য কিছুটা বেশি হয়ে থাকতে পারে। পথ প্রদর্শক হওয়া সম্পর্কে সম্ভবত এজন্য বলেছেন যে, আপত্তি ও বিরোধিতাকারীদের কথায় যেন সন্দেহ সৃষ্টি না হয়।

হালঃ এরপর আমাকে চুপিসারে একটি কথা বললেন যা সম্ভবত বিশেষভাবে নসীহত ছিল যে, গংগোহওয়ালা পীরের কথায় বিভ্রান্ত হয়ো না। তারা তো কিশতির খবরও জানে না, দরিয়ার খবরও রাখে না অথচ তুমি ফানাফিল্লাহর সাগরে সাঁতার কাটছ নৌকা ছাড়াই।

বিশ্লেষণঃ যতদূর সম্ভব এই সব কথার উদ্দেশ্য সেই ঘটনা ও অভিযোগ যেগুলো দ্বারা স্বাভাবিকভাবে মন খারাপ হওয়ার সুযোগ ছিল, এর দ্বারা সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। কিশতি–মানে হল প্রচলিত অনুকূল উপকরণ। আমাদের এখানে আমরা প্রচলিত প্রতিকূল বা বিরোধী অবস্থা পার হয়ে অনুকূল বা মুওয়াফেক অবস্থায় উপনীত হয়েছি। এজন্য বলা হয়েছে 'নৌকা ছাড়াই'।

হালঃ সে সময় 'ফানাফিল্লাহ' এর দরিয়া-ভীষণ প্রশস্ততার সাথে গোচরিভূত হল। আমি নিজেকে তার মধ্যে অত্যন্ত শান্ত ও নিশ্চিন্ত মনে সাঁতার কাটতে দেখলাম।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ মুবারকবাদ।

হালঃ ঐ দরিয়ার চতুর্দিক নীল মেঘ পরিবেষ্টিত মনে হল এবং বিস্ময়কর শীতলতা হৃদয়ে অনুভূত হল।

বিশ্লেষণঃ এ হল সাকীনাহ যা কলবে নাযিল হয়ে থাকে। নীল রং স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টিকে সুখ দেয়। এটা ইশারা ঐ সাকীনাহ আনন্দের কারণ হওয়ার দিকে। মেঘের আকৃতিতে দেখার অর্থ হল সাকীনাহ মেঘের মতোই চতুর্দিক পরিবেষ্টনকারী আর শীতলতা হল সাকীনাহ এর প্রভাব।

চতুর্থ চিঠি–

হালঃ রাতে নফল নামাযে হযরতের পিছে চতুর্থ রাকাতের বৈঠকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, সেই অবস্থায় মনে হল চতুর্দিক বেষ্টনকারী হালকা মেঘ দেখলাম এবং ঐ মেঘ থেকে বৃষ্টির ফোটা এসে পড়ল আমার শরীরে। ভয়ে আমার চোখ খুলল। ভাবলাম– বৃষ্টি এসে পড়ল নাকি। সালাম ফেরানোর পর যখন আকাশের দিকে তাকালাম, দেখলাম– একদম ঝলমল করছে আকাশ, মেঘের কোনো ছিঁটেফোটাও কোথাও নেই। বৃষ্টির কোনো চিহ্নও নেই।

বিশ্লেষণঃ গায়েবী সাকীনাহ ছিল।

হালঃ আজকাল আগের সেই পেরেশানি ও অস্থিরতা নেই। শান্তিপূর্ণভাবে দিলের মধ্যে হুব্বে ইলাহী বেড়ে চলেছে, বলে অনুভূত হয়।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। আল্লাহ্ তাকে আরো বাড়িয়ে দিন।

হালঃ ফাঁসির কষ্টের মধ্যেও এক আনন্দ ও মজা আছে।

বিশ্লেষণঃ এটা প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ্ তাআলা আপনার অন্তরে হুব্বে ইলাহী দান করেছেন। 'মহব্বতের কারণে তিক্ত জিনিষও মিষ্টি হয়ে যায়।'

পঞ্চম চিঠি–

হালঃ আজ রাতে নামায ও যিকিরের মধ্যে সীমাহীন আনন্দ লাভ হয়েছে। যার প্রভাব এখন পর্যন্ত অনেকখানি বিদ্যমান। রাতে 'তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ্' খুব বেশি ছিল।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

হালঃ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চতুর্দিক পরিবেষ্টনকারী মেঘের দৃশ্য দেখলাম বলে মনে হচ্ছিল। এটা কি শবে কুদরের আনওয়ার (নূর) ছিল? নাকি কাকতালীয় অবস্থা?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ দুটোরই সম্ভাবনা আছে। রাতের শুরুতেই আমার উপলব্ধি বলছিল আজ শবে কুদর। আপনার দেখা কাইফিয়াত যদি শবে কুদরের না হয় তবে তা আন্ওয়ারে কুরআনিয়া। (কুরআনী নূর)

ষষ্ঠ চিঠি–

হালঃ রাতে মাগরিবের পর হুযূরের আসনের পাশে বসে যিকির করছিলাম। যিকির অবস্থায় কলবের মধ্যে অনেক নূর মনে হল। মনে হচ্ছিল যে ভারী কোনো জিনিষ কলবের মধ্যে এসে গেল যেটা খুব খুশীর কারণ হল।

বিশ্লেষণঃ আমার উপলব্ধিতে এটা হল 'নিসবতে তামকীন' যা তালবীনের (নিজেকে আল্লাহ্র রঙ-এ রঙ্গীন করার) পর প্রদত্ত হয়। মুবারক হোক।

সপ্তম চিঠি–

হালঃ আমি হুযূরের তাওয়াজ্জুহ ও নেক নজরের শুকরিয়া কোন মুখে ও কোন কলম দিয়ে আদায় করব! যখন থেকে হুযূরের মুবারক লিখা প্রকাশ হয়েছে তখন থেকে এক ধরনের প্রশান্তির অবস্থা আগের চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে মনের মধ্যে বিরাজ করছে। আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি আগ্রহ এবং না-ফরমানীর প্রতি ঘৃণা মনের মধ্যে খুব বেড়ে গেছে। এর জন্য প্রশংসা করছি আল্লাহ্র। পরশু যিকিরের সময় মনের মধ্যে এই কথাটি আপনা আপনি ভীষণ জোরালোভাবে জেগে উঠল যে, আলহামদুলিল্লাহ্! 'নিসবত' কলবের মধ্যে ইলক্বা হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ এটা ঠিক। যথার্থই বুঝেছেন।

হালঃ কিন্তু আমি হতবাক অবস্থায় ছিলাম যে, এই রকমের মহাদৌলতও কি আমার মতো নালায়েকের ভাগ্যে জুটতে পারে তার অজান্তেই? এই ভাবনা বারবার মাথায় আসছিল আর আমি বারবার প্রতিরোধ করছিলাম। কারণ আমি চিন্তা করলাম– 'কোথায় নিভে যাওয়া প্রদীপ আর কোথায় সূর্যের কিরণ'। একবার আমি হযরতের কাছে আবেদন করলাম আমার বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য, হযরতের উপলব্ধিও আমার ধারণাকে সত্যায়ন করলেন। আমি আবারও জানতে চাচ্ছি– হযরত! আমি যেই মিলনের আকাঙ্ক্ষী ছিলাম সেটা কি আমার নসীব হয়ে গেছে?

বিশ্লেষণঃ হাঁ, সামনে আল্লাহ্ যেন তার অসংখ্য মর্যাদার স্তরগুলোতেও আপনাকে উন্নতি দান করেন।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ এতটুকু আছর তো বুঝতে পারি যে, দিলের মধ্যে শান্তি ও আরাম আছে। অশান্তি ও পেরেশানি নেই। এর চেয়েও বড় কথা এই যে, কলবের মধ্যে নতুন কিছুর সন্ধান পাই যা পূর্বে ছিল না। হযরতওয়ালা! এর নামই কি নিসবত?

বিশ্লেষণঃ হাঁ, নিসবত এটাই যার সন্ধানে একজন আলেম হয়রান ও পেরেশান হয়ে পড়েছে।

হালঃ তাহলে এখন শুকরিয়া আদায় করা ছাড়া এবং নিজেই নিজেকে মাহবূব আল্লাহ্‌র প্রেমে ফানা করে দেওয়া ছাড়া আর কী করতে পারি?

বিশ্লেষণঃ এখানে কে কী করতে পারে? এটাও তিনিই করবেন যার জন্য আপনি এমন করতে চান।

হালঃ এখন স্বতস্ফূর্তভাবে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে–

"এতবড় দয়া আমার প্রতি আমি তো যোগ্য নই
তোমার রহমতের প্রতি কুরবান আমি তো যোগ্য নই
রিক্ত হস্ত আমি জীবনভর হে প্রভু! তোমার দুয়ার থেকে
আঁচল ভরে নিয়ে ফিরছি আমি তো কিছুরই যোগ্য নই।"

বিশ্লেষণঃ আপনার নিজের মধ্যে এই অযোগ্যতার বিশ্বাস এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনার জন্য কবূলিয়াত অব্যাহত থাক, এই দুআ করি।

হালঃ হযরত ওয়ালার নেকদৃষ্টির কথা এই অধমের চিরকাল স্মরণ থাকবে।

বিশ্লেষণঃ আমিই বা কে? আমার নেকদৃষ্টিই বা কি? এগুলো সব আল্লাহ্‌ তাআলার দয়া-অনুগ্রহ।

হালঃ এর বদলা নিজের জীবন আপনার সামনে পেশ করা ছাড়া আর কিছু তো দেখি না। আমিতো আপনার গোলাম, পুত্র, প্রতিপালিত ও নিমকখোর, সুতরাং যখন এবং যে মুহূর্তে আপনার যে কোনো নির্দেশ হবে জান-মাল সব কিছু নিয়ে আপনার খিদমতে হাজির থাকবে আপনার এই গোলাম।

বিশ্লেষণঃ আমি তো এইসব কিছুর চেয়েও বড় জিনিষ চাই অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দরবারে আমার মাগফিরাতের দুআ এবং আখিরাতে আমার মুক্তির জন্য সুপারিশ।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ কিন্তু হযরত! এখন তো আমার আগের চেয়ে বেশি আপনার তাওয়াজ্জুহ ও নেক নজরের প্রয়োজন। নিসবতের পরিপক্কতা এবং এর মকবূলিয়াতও পীরের বরকতেই লাভ হবে। আমার না অর্জনের ক্ষেত্রে হাত ছিল, না ভবিষ্যতে থাকবে।

বিশ্লেষণঃ আমি আপনার জন্য দুআ করছি। তবে এটা রক্ষা করার জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় জিনিস হল– আমলের স্থায়িত্ব। আমল অব্যাহত ও চালু রাখা।

হালঃ হযরত ওয়ালা! কাল যখন থেকে এই লেখা প্রকাশ হয়েছে যে, "আমার উপলব্ধিতে এটা হল 'নিসবতে তামকীন' যা নিজেকে আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গীন করার পর প্রদত্ত হয়। মুবারক হোক।" হৃদয়ে খুশীর মতো লাগছে। এটা মাযমূম নয় তো?

বিশ্লেষণঃ (তরজমা) "আপনি বলুন আল্লাহ্ পাকের দয়া ও তাঁর রহমতে, সুতরাং এ ব্যাপারে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিৎ" এখানে আনন্দিত হওয়ার আদেশ রয়েছে। উজব (আত্মপছন্দ) অন্য জিনিস, যেটা নিষিদ্ধ।

হালঃ চিন্তা করলে উজব তো মনে হয় না। কেননা আল্লাহ্‌র কসম! আমি এটাকে নিছক আল্লাহ্‌র ফযল মনে করি এবং নিজের অযোগ্যতার ব্যাপারে আমি অজ্ঞ নই।

বিশ্লেষণঃ ঠিকই আছে। এটাই মাপকাঠি এবং পার্থক্য নির্ণয়কারী কৃতজ্ঞতার আনন্দ এবং অহঙ্কারের আনন্দের মধ্যে।

হালঃ এটা নিছক রাব্বুল আলামীনের ফযল এবং আশরাফী ও খলীলী তাওয়াজ্জুহের বরকত। সুতরাং প্রথমে ও শেষে সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। প্রচুর পরিমাণে ও অবিরাম শুকরিয়া আদায় করছি তাঁর। সাইয়্যিদুল মুরসালীন এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি এবং সকল সাহাবীর প্রতি দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ তাআলা আমার পক্ষ থেকে দান করুন আমার সাইয়িদ ও মুর্শিদ মাওলানা খলীল ও আমার সাইয়িদ ও মুনিব মাওলানা আশরাফ আলীকে দীন ও দুনিয়াতে জাযায়ে কামেল। আল্লাহ্ বিনিময় দান করুন তাদেরকে পূর্ণ ও প্রচুর পরিমানে। আমীন।

বিশ্লেষণঃ আল্‌ফ আমীন। হাজারবার আমীন।

www.islamfind.wordpress.com

অষ্টম চিঠি–

সালাম বাদ গুযারিশ এই যে, আলহামদুলিল্লাহ্ হযরতের নেক দৃষ্টির বরকতে অধমের হালত ইসলাহের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আজকাল আলহামদুলিল্লাহ্ কোনো ইবাদতের জন্য আমাকে ইচ্ছা করতে হয় না। মনের মধ্যে আপনা আপনি সব কাজের তাগাদা তৈরি হয়ে যায়। মনে হয় যেন দিলের মধ্যে কোনো প্রেরণাদাতা বসে আছে। সকল কাজে অনেক বেশী আনন্দ পাই। পূর্বে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতে অত বেশি মন লাগত না যতটা যিকিরে লাগত। এখন আলহামদুলিল্লাহ্ কুরআনের তিলাওয়াতে বিশেষ এক ধরনের মজা পাই।

বিশ্লেষণঃ এটাও তামকীন (হৃদয়ে আল্লাহ্র জন্য সর্বোচ্চ আসন প্রদান) এর একটি আলামত। আল্লাহ্ তাআলা আরো বেশি দৃঢ়তা দান করুন।

হালঃ কিন্তু এর পাশাপাশি এই অবনতি লক্ষ্য করছি যে, আগে কোনো বস্তুর উপর দৃষ্টি পড়লে সেটাকে তুচ্ছ মনে হত। নিজের দেহটাকেও কখনো কখনো স্বপ্নের মতো কল্পনা মনে হত। নিজের অস্তিত্বের কল্পনা করলে লজ্জা লাগত। এখন সেই অবস্থাকে আগের মতো আর প্রবল মনে হয় না। শুধুমাত্র রুচি ও বুদ্ধিগতভাবে সকল জিনিসের ফানা ও বিনাশ হওয়া কল্পনায় জাগে। পূর্বে যে অবস্থাটা প্রবল ছিল এখন সেটার অবনতি হয়েছে।

বিশ্লেষণঃ যেহেতু তামকীনের জন্য নুযুল (অবতরণ) অপরিহার্য। আর নুযুলের মধ্যে ফানা এরপর বাক্বা (স্থিতি) হয়ে থাকে। পূর্বের হালত ছিল ফানার আছর আর বর্তমানের অবস্থাটা বাক্বার আছর। সুতরাং এখন এরূপ হওয়াই জরুরি। এটা তামকীন হাসিল হওয়ার দ্বিতীয় আলামত।

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! আখলাকে রযীলা বর্তমানে নিজের ভেতর খুবই কম। তাকাব্বুর ও রিয়া তো প্রায় নেই বললেই চলে।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহুম্মা বারিক। হে আল্লাহ্ বরকত দাও।

হালঃ বর্তমান অবস্থায় অধমের জন্য অধিক যিকির বেশি মুনাসিব নাকি অধিক তিলাওয়াতে কুরআন নাকি অধিক নাওয়াফেল (নফল নামায)। আমার ভালোলাগা সবগুলোতে প্রায় একই রকম। (অযূর শর্ত না থাকায়) সর্বাবস্থায় সহজ সিদ্ধ হওয়ার কারণে সর্বাধিক ভালোলাগা যিকিরের প্রতি।

বিশ্লেষণঃ যিকির এর পরিমাণ রাখুন সর্বাধিক। তিলাওয়াত ও নাওয়াফেলের জন্যও নির্ধারিত রাখুন মাসনূন পরিমাণ।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ বর্তমানে মুরাকাবা (ধ্যান) এর প্রতি মনের আগ্রহ বেশি বোধ হয়।

বিশ্লেষণঃ কিছু সময় এর জন্যও রাখুন।

হালঃ এতদিন পর্যন্ত পাস-আনফাসের মুরাকাবা করছি। কিন্ত এখন আনফাস (নিঃশ্বাস) এর দিকে মনোযোগ দিতে গাইরাত বাধা দেয়। মনে হয় গাইরুল্লাহর দিকে কেন মনোযোগ ব্যয় করব?

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্! এটা একদম আমার রুচি-পছন্দের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, আমি এটাকে মনে করি গলাবায়ে তাওহীদের আলামত।

হালঃ হযরত কোনো একটি মুরাকাবা নির্ণয় করে দিলে সেটা করতে থাকব ইনশাআল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ মুরাকাবা মাআশ্‌শোগল এর একটি পদ্ধতি হল সুলতানুল আযকার, সেটা ভালো। যদি নিয়ম জানা না থাকে তবে মৌখিক জেনে নেবেন।

হালঃ এতদিন যে পরিমাণ যিকির করতাম এখনো সেই পরিমানেই করব নাকি কিছু কম বা বেশি করব।

বিশ্লেষণঃ সেটাই মুনাসিব। কম করাটা দিল কবূল করে না আর বেশি করাটা বরদাশ্‌ত করা কঠিন।

হালঃ মাদরাসা খুলে গেছে। অনুমতি হলে আজকে যাওয়ার ইচ্ছা করব।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

নবম চিঠি–

হালঃ গতকাল দুপুরে সুলতানুল আযকার করে ঘুমিয়ে গেছি। ঘুমের মধ্যেও দিলের কাইফিয়াত ছিল আশ্চর্য রকমের। মনে হচ্ছিল ঘুমের মধ্যেও কলব যাকের (যিকিররত) ছিল। আনন্দ ও প্রফুল্লতা যেহেতু ভীষণ প্রবল ছিল তাই এত ঘুম হয়েছিল যে, মসজিদ মাদরাসা দুই জায়গাতেই যোহরের জামাত শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঘুমের মধ্যে কলবে জেগে উঠেছিল এই আয়াত– (তরজমা) "তারা কি আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা করবে না এবং তারা কি ক্ষমা চাইবে না। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও ভীষণ দয়ালূ।" ভয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং অন্য মসজিদে গিয়ে জামাতে নামায পড়লাম। তওবা ইস্তিগফারও করলাম।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এটাই হল সেই কথোপকথন যা চূড়ান্ত পর্যায়ের একজন সালিকের ভাগ্যে জুটে থাকে। মুবারক হোক।

হালঃ রাত্রে যিকিরের সময় সূর্যের মতো উজ্জল এক আলো কিবলার দিক থেকে এল এবং আমার কলবে ও সারা শরীরে ছড়িয়ে গেল। কলবের মধ্যে তখন ভীষণ আনন্দ পেলাম।

বিশ্লেষণঃ এটা আ'মাল ও আযকার এর নূর।

হালঃ সুলতানুল আযকারের সময় কলবের মধ্যে ভীষণ প্রফুল্লতা ও শীতলতা অনুভূত হয় এবং আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে সফলভাবে কলবের যিকির ও দেহের যিকিরের কল্পনা করতে পারি।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহ্ এটাকে কায়েম ও দায়েম রাখুন।

হালঃ এসব কিছুই হক তাআলার ফযল ও অনুগ্রহ এবং হযরতের তাওয়াজ্জুহ এর বরকত। নিজের অযোগ্যতা ছাড়া বেশি আর কী বলব। নিজের হালতের দিকে তাকিয়ে আমি তো সফলতা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রতি আমার মনে বিরাট আশা ছিল। যা আলহামদুলিল্লাহ্ পূর্ণ হয়েছে বলেই মনে হয়। আল্লাহ্‌র কাছে আমার তো আরো অনেক আশা রয়েছে। 'আল্লাহ্ বিরাট অনুগ্রহের মালিক।'

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ্ তাআলা।

'নৈরাশ্যের মাঝেও আশাজাগানিয়া মানুষ আছে। অন্ধকারেও আলোকিত মানুষ আছে।'

দশম চিঠি–

হালঃ কাল লোহারী যাবার সময় মনে হচ্ছিল নিসবতের মধ্যে বিশেষ শক্তি অর্জিত হয়েছে। কেননা নানান কথাবার্তা ও গল্প-সল্পের মধ্যে ব্যস্ত থাকলেও দেখলাম আল্লাহ্ থেকে অমনোযোগিতা তৈরি হয় নি। আজরাতে ফোঁড়ায় খুব ব্যাথা ছিল, নফসের মধ্যে অলসতার ভাব এল। মনে হল তাহাজ্জুদ আজ পড়ব না। সুন্নতের বেশি তো আর না। কিন্তু স্বপ্নে হযরতকে দেখলাম– আপনি বলছিলেন– ছোট ছোট সূরা দিয়ে পড়ে নিন। তাহাজ্জুদ ছাড়বেন না। স্বপ্নের মধ্যে একথাও মনে হল যে বসে বসেই না হয় পড়ব। আলহামদুলিল্লাহ্ রাত দুটোয় উঠে পড়লাম এবং তাহাজ্জুদ আদায় করলাম। ফজরের নামাযের পর যিকির করতে করতে ঘুমিয়ে গেলাম। সেই ঘুম ভাঙ্গল এই কিছুক্ষণ

www.islamfind.wordpress.com

পূর্বে। স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি হায়দারাবাদের এক মসজিদে ইতিকাফ করছি। মসজিদের মধ্যে রয়েছে বিদআতী প্রকৃতিবাদী একদল মানুষ। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে দাঁড়ালাম এবং বললাম যে, আমরা উলামা মাশায়েখরা পাগল নই, আমাদের আপন অবস্থাই আমাদের কাছে পছন্দনীয়। আমরা যে অবস্থায় আছি তোমাদের উন্নতির প্রয়োজন আমাদের নেই। আমরা ইনশাআল্লাহ্ আমাদের তরীকা কখনোই ত্যাগ করব না। তোমাদের জন্য এই সুযোগ আছে যে, আমাদের সঙ্গে মিলে পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতি গড়ে তুলবে। কিন্তু আমাদের কাছে এই প্রত্যাশা কখনোই করো না যে, আমরা তোমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে ঐক্যগড়ে কোনোভাবে তোমাদের সহযোগিতা করব। আমার মনে হল যে, এই আলোচনায় তারা সবাই প্রভাবিত হয়ে পড়ল।

বিশ্লেষণঃ আসসালামু আলাইকুম, পূর্বের চিঠিতে আমি লিখেছিলাম–

'অন্ধকারেও আলোকিত মানুষ আছে, নৈরাশ্যের মাঝেও আশাজাগানিয়া মানুষ আছে,'

আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহ্ তাআলা সেটা আপনাকে দেখিয়ে দিলেন। সেই আলো ও আশা এটাই। সামনে এমন আরো হবে, এই স্বপ্নে বিশেষভাবে এই সু-সংবাদও রয়েছে যে, ইনশাআল্লাহ্ আপনার মাধ্যমে প্রচুর মানুষ হিদায়াতের আলো পাবে। আমার মতে আপনি তা'লীম, তালকীন ও বাইআত নেওয়ার জন্য উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তি। আমি আপনাকে ইজাযত দিলে আকাবিরদের কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপের ধারণা যদি না হত তবে আমি ইজাযত দিয়েই দিতাম। বেশি আর কি লিখব।

একাদশ চিঠি

হালঃ অধমের আবেদনের প্রেক্ষিতে হুযূরের দুটি জবাব প্রকাশিত হয়েছে, দিলের বিস্ময়কর অবস্থা হয়েছে। অনুতাপ ও লজ্জায় চোখে পানি এসে গেছে।

'কোথায় সূর্যের প্রদীপ্ত আলো আর কোথায় নিভে যাওয়া প্রদীপ'

অধম... আর এতবড় আমানতের বোঝা। আল্লাহ্র শান এবং শুধুই তাঁর ফযল ও ইহসান। আর কী বলার আছে। আমি না কিছু ছিলাম এবং না কিছু হয়েছি। শুধু 'আমি সেই একই মাটির ঢেলা। গোলাপের সংস্পর্শ করেছে যাকে সুরভিত।' বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহ্র এই ফযলের শুকরিয়া আদায় করছি।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-২৭৩

www.islamfind.wordpress.com

যদিও আমি কিছুই নই, কোনোই যোগ্যতা নেই তবুও আলহামদুলিল্লাহ্ তিনি আমার মাঝে দুটি নিসবতের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। নিসবতে রশীদিয়া খলীলিয়া নকশবন্দিয়া, নিসবতে ইমদাদিয়া আশরাফিয়া চিশতিয়া। হুযূরের নেক তাওয়াজ্জুহের আশাবাদী।

বিশ্লেষণঃ এর জবাব হাজার হাজার মুবারকবাদ ছাড়া আর কী হতে পারে। খিলাফত প্রদানের ব্যাপারটি– যে বিষয়ে আমার মধ্যে আকাবিরদের কাজে হস্তক্ষেপের সন্দেহ ছিল, সে ব্যাপারে এখন এরূপ বুঝে এসেছে যে, এক নিসবত থেকে খিলাফত প্রদানের কাজটি আমি চালু করে দেই, দ্বিতীয় নিসবতের মধ্যে আমি কোনো হস্তক্ষেপ করব না। সুতরাং আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে সেটাই করলাম। একমাত্র আল্লাহ্র কাছে আমার ও আপনার বিষয় সোপর্দ করলাম।

দ্বাদশ চিঠি

হালঃ রাতে ঈশার নামাযের পর তাসবীহাত এবং যিকির করতে করতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমের মধ্যে কেউ সতর্ক করে বলল সুন্নত পড়তে বিলম্ব করলে কেন? এরপর আমি হযরতকে স্বপ্নে দেখলাম। অধম আরয করল হযরত! দেখুন আমার তো এই অবস্থা যে, সুন্নত না পড়ে ঘুমিয়ে গেছি। আপনি না জানি কেন আমাকে খেলাফত দিয়েছেন। আমি তো কোনোভাবেই এর উপযুক্ত নই। হযরত বললেন আমি আপনার এই অবস্থারই প্রতীক্ষায় ছিলাম অর্থাৎ আপনি সুন্নত ছাড়বেন আর আপনাকে সাবধান করা হবে। এই স্বপ্নের পর ঘুম ভাঙল। উঠে সুন্নত ও বিতির আদায় করলাম।

বিশ্লেষণঃ এর ব্যাখ্যা এই যে, আমি প্রতীক্ষায় ছিলাম যে, আপনি যেন জানতে পারেন আপনি মুরীদ না মুরাদ। এ ধরনের অবস্থায় সতর্কতা সংকেত এবং শেষ পর্যন্ত নামায না ছোটা প্রমাণ করে আপনার মুরাদ হওয়ার কথা। সুতরাং উদ্দেশ্য সুন্নত ত্যাগ করা নয় বরং আপনার মুরাদত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া; এই বিশেষ আলামতের মাধ্যমে হলেও। এই সতর্কতা যেমন মুরাদত্ব বোঝানোর আলামত তেমনিভাবে এটা এজন্যও কার্যকর হবে যে, ভবিষ্যতে যেন শরীয়তের আহকামে কোনোরূপ অবহেলা না হয়।

হালঃ গতকাল থেকে কিছু মানুষ খেলাফত বিষয়ে আলোচনা করছেন, এতে আমার মনে হচ্ছে যে, এরা আমাকে নিয়ে তিরস্কার করছেন। মনের মধ্যে খুশীর পরিবর্তে দুঃখ ও কষ্ট জেগে উঠল যে, অহেতুক একজন মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা করে এই লোকদের কী লাভ, এইসব ভাবনার পর ধৈর্য্য ধরে থাকি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্‌র জন্য সকল প্রশংসা! এটা হল উজব না হওয়ার আলামত। আল্লাহ্ তাআলা এর উন্নতি দান করুন। নিজেকে যেন কখনোই যোগ্য মনে না করেন। তবে এই অবস্থায় আরো অধিক শুকরিয়া করা উচিৎ এজন্য যে, হক তাআলা অযোগ্যতা সত্ত্বেও এতবড় সৌভাগ্য দান করেছেন।

ত্রয়োদশ চিঠি-

প্রশ্নঃ কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করতে চাই। তবে ভয় লাগছে এজন্য যে, ছোট মুখে বড় কথা। কিছু তো নিজের অবস্থার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করব যেগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন করার অনুমতি তো জনাবের দরবার থেকে সর্বদাই দেওয়া হয়। এর বাইরে দু-একটি কথা নিজ সামর্থের বাইরে জিজ্ঞাসা করছি এবং গোস্তাখী মাফ চাচ্ছি।

১. নিসবত এবং মালাকায় ইয়াদদাশ্‌ত– (স্মৃতিশক্তির প্রতিভা) দুটো একই নাকি এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে?

জবাবঃ (নিসবত মালযূম এবং মালাকায়ে ইয়াদদাশ্‌ত হল লাযিম। উভয়টার সারবত্তা (মাহিয়াত) পৃথক পৃথক।) 'নিসবত' বিশেষ সম্পর্কের নাম। এইটা অর্জিত হলে সেখানে দুটো জিনিষ থাকা (লাযিম) অপরিহার্য। একটি হল যিকিরের আধিক্য যার অন্য নাম মালাকায়ে ইয়াদদাশ্‌ত। দ্বিতীয়টি হল স্থায়ী আনুগত্য (দাওয়ামে ত্বআত) যেমনিভাবে কেউ কারো প্রতি আশিক হলে সেই ইশকের সম্পর্কের মধ্যে দুটো বিষয় অপরিহার্য। একটি এই যে, মাশুক অধিকাংশ সময় আশিকের স্মৃতি থেকে অনুপস্থিত থাকে না। দ্বিতীয় আশিক ইচ্ছাকৃতভাবে মাশুকের অবাধ্য হয় না।

২. "তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন।" বাহ্যিকভাবে এখানে 'মাঈয়াত যাতিয়া' বোঝানো হয়েছে। এই মাঈয়াত (সঙ্গ) বিষয়টির অনুধাবন সালিকের হয় কিনা। আল্লাহ্ তাআলার মুছাহাবাত ও মাঈয়াত (সঙ্গ) কি 'হুযূর' ও ইয়াদদাশ্‌ত এরই নাম নাকি অন্য কোনো কাইফিয়াতের?

জবাবঃ এই মাঈয়াত যাতিয়া (সত্তাগত সঙ্গ) এক বিশেষ নৈকট্য, মেধা যাকে উপলব্ধি করতে পারে এবং যা 'হুযূর' ও স্মৃতির ফলাফল, ঠিক 'হুযূর' ও ইয়াদ এটা নয়।

প্রশ্নঃ কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সময় কোনো মুরাকাবা আমার জন্য মুনাসিব? হযরত কোনো কোনো যাকেরের জন্য এই মুরাকাবা নির্ণয়

www.islamfind.wordpress.com

করেছিলেন যে, নিজ তিলাওয়াতের সময় এই ধ্যান করবেন যে, আল্লাহ্ তাআলা তিলাওয়াত করছেন এবং আপনি শুনছেন। এই ধ্যান আমার কাছে স্বর (আওয়াজ) সৃষ্টি ও একটার পর একটা শব্দের আসার কারণে বেখাপ্পা লাগে। এখন পর্যন্ত আমি এই ধ্যান করে এসেছি যে, এটা হল কালামে ইলাহী, এর তিলাওয়াত আল্লাহ্ তাআলার খুবই পছন্দ এবং তিনি খুবই মহব্বতের সঙ্গে তিলাওয়াতের সময় তাওয়াজ্জুহ দিয়ে থাকেন। আমি আল্লাহ্ তাআলাকে এই কালাম শুনাচ্ছি। এটা ছাড়া অন্য কোনো ধ্যান বা কল্পনা যদি মুনাসিব হয় তবে মেহেরবানী করে জানাবেন।

জবাবঃ আপনার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এটাই।

হালঃ প্রথম দিকেতো আমার কিছু বোধ হত, মনে হত নতুন কোনো জিনিষ আমার কলবের মধ্যে আছে। এখনতো মনে হয় সর্বসাধারণ বা আম মুসলমানদের চেয়ে অতিরিক্ত কিছুই আমার কলবের মধ্যে নেই। আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক সকলেরই আছে, আমার মধ্যে নতুন কী আছে? আমার ভেতরে এখন না আগের মতো সেই প্রচণ্ড আগ্রহ আছে, না আছে আগের সেই আবেগ ও জোশ। যেমনিভাবে অন্য লোক ইবাদত করেন আমিও করি।

বিশ্লেষণঃ এটা হল নুযূল (অবতরণ) যা চূড়ান্ত স্তর প্রাপ্তির পর প্রদত্ত হয়। আর এটা সেই বিষয় যাকে– হযরত জুনাইদের এই প্রশ্নের জবাবে যে "চূড়ান্ত স্তর" কী? বলা হয়েছিল– সূচনার দিকে ফিরে আসা। মুবারক হোক।

চতুর্দশ চিঠি–

হালঃ রাতে যিকিরের সময় পূর্ণ শরীর আলোকিত মনে হচ্ছিল।

বিশ্লেষণঃ এটা যিকিরের আলো।

হালঃ আমার দিল এমন চায় যে, কোনো বিশেষত্ব (যেমন আলো) ছাড়া সাধারণ হুযূর (বিশেষ নৈকট্য) হোক। নূর বা আলোর সঙ্গে যে হুযূর সেটা হলে কলবের মধ্যে এরূপ ধারণা আসে যে, এটা পূর্ণাঙ্গ নয়।

বিশ্লেষণঃ প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারটি ঠিক আপনার ধারণা মতোই। তবে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, হাকীকী মুরব্বি অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন যা দান করেন তখনকার জন্য সেটাই মুনাসিব। বিপরীত তামান্না না করাটাই উচিৎ।

হালঃ আজ রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, এক জায়গায় হযরত ওয়ালার সঙ্গে এই অধমও হাজির আছি। জুমার সময় হয়ে গেল। তখন এই অধম খুৎবা পড়লাম

www.islamfind.wordpress.com

আর নামায পড়ালেন হযরত ওয়ালা। প্রথম খুৎবা আমার নিজস্ব তৈরি আর দ্বিতীয় খুৎবা ছিল প্রসিদ্ধ খুৎবাগুলোর একটি। স্বপ্নের মাঝেই এই আয়াত মনে পড়ল।

(অর্থ- "যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা কর তবে শেষ করতে পারবে না।") এর পরই তাহাজ্জুদের জন্য উঠে পড়লাম।

বিশ্লেষণঃ খুৎবা হল মানুষকে সম্বোধন আর নামায হল স্রষ্টার সঙ্গে গোপন আলাপন। আপনাদের সময়টা হল মৌখিক হিদায়াতের আর আমার সময়টা তারবিয়তে হালী'র অর্থাৎ হাল ও অবস্থার ভেতর দিয়ে আত্মার সংশোধনের সময়। আর দুটোই আল্লাহ্‌র নিয়ামত।

হালঃ তাহাজ্জুদ পড়ে শেষ রাতে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম যে অনেক উঁচু একটি খাটের উপর আমি এবং আমার মরহুম ভাই মাওলানা... সাহেব শুয়ে আছি। ঐ খাট দেওয়ালের চেয়েও উপরে উঁচু করা ছিল। খাট ও দেয়ালের মাঝের ফাঁকা জায়গায় একটি প্রাণী ঢুকে খাটের সঙ্গে কোমর ঘষতে ছিল। আমি খাটটিকে দেওয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে ফাঁকা জায়গাটুকু বন্ধ করে দিলাম এমনভাবে যে এরপর আর কোনো প্রাণীর সেখানে ঢোকার সুযোগ থাকল না। এরপর আমরা নামাযের উদ্দেশ্যে খাট থেকে নামলাম। আমার চিন্তা ছিল যে, এত উঁচু খাট থেকে নামব কীভাবে? প্রাকৃতিক উপায়ে সেখানে একটি টিলার মত উঁচুস্থান তৈরি হয়ে গেল, যার উপর পা রেখে আমরা সহজেই নেমে আসলাম। নিচে একটি কূপ ছিল সেখান থেকে লোকজন পানি নিচ্ছিল। আমার মরহুম ভাই নিচে নেমেই দৌড়াচ্ছিলেন এই বলে যে, আমি তো ভিজে গেলাম। সে সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে ছাতা ধরলাম তাঁর মাথায়। এরপর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বিশ্লেষণঃ এই জড় জগতের কিছু ঘটনা উর্ধ্ব জগতে পৌঁছে যায় যার দ্বারা রূহ প্রভাবিত হয়ে ওঠে। যেমন এখানে আকস্মিক কিছু পেরেশানি এসে পড়া। জানোয়ার চরিত্রের কিছু মানুষের আজেবাজে ও অনর্থক আলোচনা- যেগুলো প্রকাশ করে তারা আনন্দ পায়, এই ব্যাপারটির উপমা হল পশুর কোমর ঘষা। এই ঘটনাগুলোর সম্পর্ক বিভিন্ন কারণে দুইভাইয়ের সঙ্গে ছিল আর ভিজে যাওয়াটাও প্রভাবিত হওয়ার একটি নমূনা। যেহেতু শরীয়ত মতো সব সমস্যার সমাধান হয়েছে আপনাদের জীবনে, এর দৃষ্টান্ত স্বপ্নে ফুটে উঠেছে খাটের নিচের ফাঁক বন্ধ করে দেওয়ার দ্বারা। এরফলে রূহের প্রভাবিত হওয়ার

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়টিতে যে সংশোধন এসেছে সেটার প্রতীকি স্বরূপ হল আপনার ছাতা ধরা যার দ্বারা তাকে ভেজা থেকে রক্ষা করা গেছে।

সারকথা এই যে, বিভিন্ন পেরেশানির কারণে রূহ প্রভাবিত ছিল এবং বিভিন্ন ইসলাহী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রূহের শান্তি হয়েছে। স্বপ্নের কিছু কিছু অংশের তা'বীর তো এই আর অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা হল– সেগুলো নেক আমলের ফলাফল।

হালঃ সকালে ফজরের নামাযের পর কুরআন তিলাওয়াত করার পর ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম যে, খাজা সাহেব হযরতকে (আমার দিকে ইশারা করে) জিজ্ঞাসা করলেন– এ সাহারানপুর কবে যাবে? হযরত ওয়ালা জবাব দিলেন– মঙ্গলবার যাবে। এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা শুনে খাজা সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন– আমি তো চাচ্ছিলাম যে, এ এখানে থেকে হযরতের কাছে বুখারী শরীফ পড়ে নিক। এরপর তিনি নিজেই আবার বলতে লাগলেন– আমি এটা চাচ্ছি যে, বুখারী শরীফ এমন ব্যক্তি হযরতের কাছে পড়ুন যিনি আগের পড়া ভুলে গেছেন। হযরত হেঁসে বললেন– তাহলে এমন লোক তো মিয়াঁ...। খাজা সাহেব বললেন– এও তো সেরকমই। হযরত বললেন–এর সূর্য এখনো উজ্জল। হাদীসে এর নম্বর অনেক ভালো ছিল। এক মৌলবী... থেকে কম ছিল। কিন্তু পুরা জামাতের অন্যদের চেয়ে এর নম্বর বেশি ছিল। মৌলবী... সাহেব যিনি ফখরে বাঙ্গাল, তার চেয়েও এর নম্বর বেশি ছিল।

বিশ্লেষণঃ এতে সুসংবাদ বোঝা যাচ্ছে যে, মিয়াঁ... এরও উচিৎ এদিকে মনোযোগী হওয়া এবং তাঁর মধ্যেও যোগ্যতা আছে আর আপনার জন্য অনেক বেশি কার্যকর সুসংবাদ এতে মওজুদ রয়েছে।

পঞ্চদশ চিঠি–

হালঃ হযরত বাহ্যিকভাবে বর্ণহীন হুযূর (বিশেষ নৈকট্য) এর তামান্না করতে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু সম্ভবত মনে মনে নিশ্চয় তাওয়াজ্জুহ দিয়েছিলেন। ফলে আলহামদুলিল্লাহ্ রাতে অনেক বেশি হুযূর বেকাইফ (আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নৈকট্য) হয়েছে। যিকিরের সময়ও, তিলাওয়াতের সময়ও, জাগ্রত অবস্থায়ও, ঘুমন্ত অবস্থায়ও। তিলাওয়াত ও যিকিরের সময় তো এমন হুযূর হয়েছে যে নিজের অজান্তেই বলে ফেলতে ইচ্ছা হচ্ছিল সেই বাণী (যা মূসা আ. বলেছিলেন–) 'হে আমার রব! আমাকে দেখা দাও, আমি দেখতে চাই তোমাকে।'

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

হালঃ রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম যে এই অধম একটি সড়কের উপর মহব্বতে ইলাহীর ওয়ায করছে। ভীষণ কান্নার বেগ আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। একস্থান থেকে অন্যত্র গেলে জনগণ আমার সঙ্গেই রয়ে যায়। পুনরায় দাঁড়িয়ে ওয়ায শুরু করি। এভাবে আমি এক সময় একটি সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাই যা ছিল মাটির নিচের একটি কুঠরীর সিঁড়ি। তখন আমি লোকদের বললাম– এখন ওয়ায শেষ। আপনারা চলে যান। সবাই মুছাফাহা করে বিদায় হয়ে গেলেন। আমি সেই ভূ-গর্ভস্থ কুঠরীর মধ্যে উপস্থিত হলাম। ভিতরে গিয়ে মনে হল আমি সাহারানপুর মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায় পৌঁছেছি। মুহতামীম সাহেবসহ সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল।

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ্ আপনার মাধ্যমে উম্মত ইলম ও হালের ফয়েয ও বরকত লাভ করবে।

হালঃ রাতে তিলাওয়াতের সময় ও যিকিরের সময় কুরআনের এবং দরূদের প্রতি এক বিশেষ মহব্বত আমার দিলের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হল। আলহামদুলিল্লাহ্। কুরআন এবং দরূদ শরীফ পড়ার সময় হক তাআলা শানুহুর বিশেষ তাওয়াজ্জুহ ও নেক নযর অনুভূত হয়।

বিশ্লেষণঃ এটাই হল সেইসব ওয়ারিদাত যা মাওলা পর্যন্ত পৌঁছার পর দান করা হয়।

হালঃ হযরত ওয়ালা! গতরাতে তাহাজ্জুদের মধ্যে বে-খূদী (আত্মনিয়ন্ত্রণহীনতা) এর এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে মুখ থেকে না কোনো শব্দ বেরুল না দুআ করা গেল বরং নামাযের উপর থেকেই মন এমন উঠে গেল যে, কষ্ট করে তাহাজ্জুদ শেষ করতে হল এবং এই ধারণা প্রবল হয়ে উঠল যে ইবাদত-উপাসনা দ্বারা তো গাইরিয়াত ও ভিন্নতা সাব্যস্ত হয়। অথচ যাতে হক (আল্লাহ্র সত্তা) ছাড়া কোথাও কেউ নেই। এর পাশাপাশি নামাযের ফরযিয়াত ও নিজের আবদিয়াতও চোখের সামনে ছিল। দৃষ্টির সামনে এটাই ছিল যে, দুআ করা ইবাদত কিন্তু এতে কোনো কিছুই হচ্ছিল না। রাতভর এই অবস্থাই ছিল। সারাদিন শরীরের উপর বে-খূদী ও কম্পন অনুভূত হতে থাকল। দুআ করবেন আল্লাহ্ তাআলা যেন পরিপূর্ণ ফানার স্তরে উপনীত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এটা ছিল তাওহীদের গালাবা (অর্থাৎ বিজয়)। এর চেয়ে উন্নত হালত আছে। সেটা হল তাওহীদের ভারসাম্য পূর্ণ হওয়া। প্রথমটি হল বিলায়াতের একটি আছর আর দ্বিতীয়টি নবুওয়াতের একটি আছর। দ্বিতীয়টি প্রথমটির চেয়ে উত্তম।

একাগ্রতা ও মহব্বত অর্জনের পন্থা

হালঃ এ ফকির সর্বদা হযরতের নির্দেশনা মতো আপন মা'মূল আদায় করছে। কিন্তু আফসোস এই যে, আমার দিলে একাগ্রতা তৈরি হয় না এবং মহব্বত ও দরদ বেশি হয় না, বেশি কি বলছি হয়ই না। এতে খুব চিন্তান্বিত থাকি যে, না জানি ধ্বংসের ও ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাচ্ছি!

বিশ্লেষণঃ মসনবীয়ে মা'নাভী এবং দেওয়ানে হাফেয প্রতিদিন দুই দুই পৃষ্ঠা করে যদি মুতালাআ করা যায় তবে উপকার হবে।

রিযা বিল কাযা

হালঃ নিবেদন এই যে, অধম দুবছর ধরে ব্যস্ত আলেমের রুটিন অনুসরণ করছে কিন্তু আফসোসের কথা দুনিয়াবি জরুরতের কারণে একটি মাসও পাবন্দির সঙ্গে আমল করতে পারি নি। প্রথম বছরে যখন যিকির ছুটে যেত তখন দিল ভীষণ অস্থির ও পেরেশান হয়ে যেত। মরে যেতে ইচ্ছা হত। আর যিকির যথারীতি আদায় করতে পারলে দিল ভীষণ খুশী হত। প্রায় একমাস হতে চলল– নিজেকে সব কিছুতেই অপারগ বা মজবুর মনে হয়। এখন এমন এ'তেক্বাদ ও বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্ তাআলা বান্দাকে যেই কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন সেটা তিনি করিয়েই নেন। এই বিশ্বাসটাই দুনিয়ার কষ্ট ক্লেশের অনুভূতি কম করে দিয়েছে। ধীরে ধীরে ঐ বিশ্বাস এতদূর এগিয়েছে যে, যিকির ছুটে গেলেও দিল ততটা পেরেশান হয় না যতটা প্রথম দিকে হত। বরং দিলের মধ্যে তাছাল্লী বা সান্ত্বনা এসে যায় যে, এটাই আল্লাহ্ তাআলার অভিপ্রায়। ইবাদতের আগ্রহ নষ্ট হয়ে গেছে। ভয় ও আশা হারিয়ে গেছে। ইবাদত এ কথা ভেবে করি যে, আমি বান্দা, ইবাদতের জন্য আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে। মুনাজাতে মকবূল পড়ি কারণ আমি নির্দেশপ্রাপ্ত। দোযখকে ভয় করি কারণ আমি নির্দেশপ্রাপ্ত। বেহেশতের আকাঙ্ক্ষা রাখি কেননা আমি আদেশপ্রাপ্ত। সব কিছু উক্ত দৃষ্টি ভঙ্গিতেই আমার দ্বারা আদায় হয়। দিল সবসময় বলে– তোর ভাগ্যে যা হবার তা হয়ে গেছে। জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা

www.islamfind.wordpress.com

আর জাহান্নামের ভয় কোনো কাজের কিছু নয়। যদি জান্নাতী হয়ে থাক তবে এইসব তোমার দ্বারা অবশ্যই আদায় হয়ে যাবে। 'আল্লাহ্ যা চান তা হবেই' কথাটিকে যেন এই চর্ম চক্ষু দিয়েই দেখে ফেলেছি। এটা কী এক ভয়াবহ অবস্থা! এতে ভীষণ পেরেশান হয়ে সান্ত্বনা লাভের জন্য হাফেয রহ. এর কিছু আশ্আর পড়ি কিন্তু দিল সর্বদা তাকদীর সংক্রান্ত বহস করে। পাবন্দির সঙ্গে যিকির নেই সেজন্য ততবেশী চিন্তাও নেই। তিন চারদিন পার হয়ে যায় দিলকে জোর করে বলেছি–তুই যদি যথার্থ উপায়ে (বাকয়েদ) যিকির না করিস তাহলে এখন থেকে অনিয়মিত হলেও করতে হবে। বা-অযূ বে-অযূ, বা-খিয়াল বে-খিয়াল যেভাবেই হোক ইসমে যাতের অযীফার অনুমতি নিব এবং বারো হাজারের মধ্যে ছয় হাজার বাকয়েদ (অযূসহ জায়নামাযে বসে ইত্যাদি নিয়ম মেনে) আদায় করব। এই চিন্তার ব্যাপারে হুযূরের এজাযত নেওয়ার উদ্দেশ্যে চিঠি লিখব এমনি অবস্থায় হঠাৎ হুযূর স্বপ্নে দেখা দিলেন এবং বললেন– যদি অবসর না পান তবে ছয় হাজার পরে নিন। আর যদি এতটুকুও না হয় তবে সবসময় মুখে যিকির করুন। ঐ দিন থেকে ছয় হাজার অযীফা বানিয়ে নিয়েছি কিন্তু আফসোস যে, এই যিকির একদম মৌখিক। মুখেই থাকে। আগ্রহের সঙ্গে নয় জোর পূর্বক আদায় করি। আমার মধ্যে না দুনিয়ার মহব্বত বাকি আছে না দীনের। হাঁ, যদি মহব্বত কিছু থাকে তবে সেটা আছে তাকদীরের প্রতি। হযরত এই কমীনাকে সাহায্য করুন। আমি তো এখন সন্তস্ত্র হয়ে পড়েছি যে, আমার মধ্যে ক্বাদরিয়াদের আক্বীদা-বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে। দুআ করবেন যেন ইশ্কের উন্নতি ঘটে এবং এসব বাজে খিয়াল দূর হয়ে যায়। হযরত! আপনি আমার জন্য আল্লাহ্র রহমত, আপনি ছাড়া কাকে বলব এসব কথা। দিলের মধ্যে এসব কারণে ভীষণ পেরেশানি রয়েছে যে, এসব বেহুদা কথা আমার মধ্যে কেন তৈরি হল যেগুলো লিখে হযরতের দিলকেও পেরেশান করতে হল। হয়ত এটাও তকদীরেরই ফয়সালা। আসতাগফিরুল্লাহ্! আমি কী সব বকবক করছি। চোখের পানিতে সব ভিজে যাচ্ছে। আল্লাহ্ আল্লাহ্ আমার এসব কী হয়ে গেল! হে মেহেরবান তবীব! আমার চিকিৎসা করুন। নিরূপায় হয়ে সব কিছুই লিখে দিলাম, বদ দুআ করবেন না।

বিশ্লেষণঃ মূল বিষয়টি মাহমূদ বা প্রশংসনীয় তবে যতক্ষণ সীমার মধ্যে থাকবে। যদি সীমা অতিক্রম করে তবে ভয়াবহ সর্বনাশ ডেকে আনবে। আর সেই সীমা হল এই যে, গুনাহের কাজের পদক্ষেপ নেবেন না। কোনোভাবেই

www.islamfind.wordpress.com

যেন আল্লাহ্ তাআলার প্রতি অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপিত না হয়। যদি কখনো এই সীমা লঙ্ঘনের আশঙ্কা হয় তবে যেন সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে আসা হয়।

আল্লাহ্র কাছে পৌঁছার উপায়সমূহ

হালঃ হযরত! আমিও কি পৌঁছতে পারব?

বিশ্লেষণঃ যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে এর সাধনা (মুজাহাদা) করার তাওফীক দিয়েছেন আর সাধনা করলে পৌঁছার ওয়াদা রয়েছে এবং এই ওয়াদা ভঙ্গের কোনো সম্ভাবনা নেই, সুতরাং আপনিও ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই পৌঁছতে পারবেন।

আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াজ্জুহ অর্জনের পন্থা

প্রশ্নঃ আল্লাহ্র প্রতি যেন সার্বক্ষণিক তাওয়াজ্জুহ (মনোনিবেশ) অর্জন হয় এর কোনো এলাজ দিন।

জবাবঃ তাওয়াজ্জুহ এর যে স্তর আমলের মধ্যে সেটা আপনার এখতিয়ার ও সামর্থ্যের ভেতরে রয়েছে, তার এলাজ হল 'ইচ্ছা' এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মনে করা। আর তাওয়াজ্জুহের যে স্তর হালের মধ্যে আছে সেটা উল্লেখিত স্তরের মধ্য দিয়ে আপনা আপনি অর্জিত হয়ে যায়।

হায়া ও লজ্জাশীলতার প্রভাব

হালঃ নিবেদন এই যে, কাজ করে যাচ্ছি। একাগ্রতাও আছে এখন আল্লাহ্র মেহেরবানী আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত সবকিছুর উপর বিজয়ী। নির্জনতা পছন্দনীয়। যিকিরের সময় কখনো কখনো এমনিতেই চোখে পানি এসে যায় এবং আল্লাহ্র দীদারের ভীষণ আকাঙ্ক্ষা হয়। কিন্তু দুআ করি না লজ্জার কারণে। কেননা না আছে আমল না কোনো কামাল।

বিশ্লেষণঃ এটা একটি হাল এবং এটি মাহমূদ ও প্রশংসনীয়। যখন লজ্জা পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে অর্থাৎ মাকাম হয়ে যাবে তখন দুআ হতে থাকবে।

খুশূ' এর হাকীকত

হালঃ তারাবীহ এর নামাযে কুরআন শরীফ শোনানোর মধ্যে খুশূ' খুযূ' থাকে না অথচ প্রত্যেক রাকাত যখন শুরু করতে যাই তখন মনে করি বিনয়ের সঙ্গে

www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহ্ তাআলার দিকে খিয়াল ও মনোযোগ রাখব। কিন্তু যখন কুরআন শরীফ পড়া শুরু করি তখন এই চিন্তা করতে করতেই পড়া শেষ হয়ে যায় যে, কোথাও ভুল হয়ে যায় কিনা। এরপর রুকু ও সিজদায় গিয়ে খুব আফসোস হয়। হযরতওয়ালা দুআ করবেন যেন আমার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। আর যদি এটাই তাঁর মঞ্জুর হয়ে থাকে তবে আমি তাতেই খুশী।

বিশ্লেষণঃ খুশূ' হল স্থিরতা পক্ষান্তরে ভুল হয়ে যায় কিনা এই চিন্তার অর্থ হল চঞ্চলতা যা স্থিরতার বিপরীত আর কোনো কিছুই তার বিপরীত জিনিষের সঙ্গে একত্র হতে পারে না। এই ভুলের চিন্তা স্বাভাবিক এবং এটা হবেই এজন্য খুশূ' অর্জন এই হালতে স্বাভাবিকভাবে অসম্ভব। তাহলে এই ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করাটাই অসাধ্যকে চাপিয়ে দেওয়া। কিন্তু এই খুশূ' না হওয়া ক্ষতিকর এবং আফসোসযোগ্য নয়। কেননা খুশূ' দ্বারা যেটা মাকসূদ অর্থাৎ মাকসূদের বাইরের কোনো দিকে মনোযোগ না যাওয়া, সেটা হাসিল হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং খুশূ' আকার আকৃতিতে নেই কিন্তু প্রকৃতিতে ও বাস্তবে হাসিল হচ্ছে। কারণ এই চিন্তাটা ইবাদতের পূর্ণাঙ্গতা আর ইবাদত মূল লক্ষ্য। সুতরাং বলা যায় যে এই চিন্তার মানে মূল লক্ষ্যের দিকে মনোযোগ।

আল্লাহ্র জন্য দুশমনির প্রভাব

হালঃ নরাধম গুনাহের সাগরে ডুবে থাকা ছাড়াও আরও একটি রোগে আক্রান্ত, সেই প্রাচীন ও দূরারোগ্য ব্যাধিটি এই যে, অধম বদদীন ও বিদআতী ছাড়া বন্ধু ও ঘনিষ্ঠদের কাউকে প্রচুর ভালো গুণ থাকা সত্ত্বেও কোনো সাধারণ বিদআতে (যেমন ওরস, কিয়াম, মৌলুদ শরীফ ও অর্থের বিনিময়ে মুরদার এর উদ্দেশ্যে খতম ও তাহলীল ইত্যাদিতে) লিপ্ত দেখলে যদিও এর চেয়েও খারাপ কিছু আমার নিজের মধ্যে রয়েছে, তার প্রতি আমার ঘৃণা জেগে ওঠে এবং তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা টিকিয়ে রাখতে পারি না। তাকেও বিদআতীদের মধ্যেই গণ্য করে ফেলি। অতএব এই ঘৃণাবোধকে খোদ পছন্দী ও উজব ছাড়া আর কী বুঝাব? আর এগুলো আমার চরিত্রের মধ্যে সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত আচরণের মতো মজবুত ও দৃঢ় হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা ও কষ্ট করেও দূর করতে পারছি না। আশা করি হযরত আরোগ্য হওয়ার মতো এলাজ ও পূর্ণাঙ্গ এসলাহের ব্যবস্থা দিয়ে সাহায্য করবেন।

বিশ্লেষণঃ আপনি যেটাকে খোদ পছন্দী ও উজব বলে নির্ণয় করেছেন সেটা আপনার ভুল নির্ণয়। আসলে সেটা আল্লাহ্র জন্য দুশমনি ও ঘৃণা। ঐ

www.islamfind.wordpress.com

লোকদের ঘৃণা করা জরুরি কিন্তু নিজেকে তাদের চেয়েও বেশি ঘৃণা করা আরো বেশি জরুরি। যদিও একটি ঘৃণা স্বভাবগত এবং অন্যটি বুদ্ধিগত। আপনার যেটা ভুল সেটা হল নিজেকে ঘৃণা না করা, তাকে ঘৃণা করা দোষের কিছু নয়।

হালঃ কোনো বদদীন ব্যক্তির সঙ্গে যখন তার বদদীনের কারণে কোনো ঝগড়া বিবাদ হয়ে যায় তখন একেবারে তীব্রভাবে তার প্রতি রাগ ও ক্রোধ তৈরি হয়ে যায়। মন চায় যে ঐ জালেম বদদীনের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেই। যতক্ষণ পর্যন্ত মন তার দিক থেকে ফারেগ না হয় ততক্ষণ হালতে মাহমূদাহ ও মাযমূমাহ্ এর ঐ ধরনের নানান ওয়ারেদাত এবং সেদিকে আকর্ষণ ও ঝোঁক ভীষণ তীব্রভাবে থাকে যা বরদাশ্‌ত করা কঠিন হয়ে যায় এবং নিজের দিল ও দেমাগের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে। মোট কথা ঐ সময় প্রচণ্ড কষ্ট করতে হয়। যদিও সীমা লঙ্ঘন না করার চেষ্টা করি। হযরতের পরামর্শ ও দুআ চাই যেন তা কমে যায়।

বিশ্লেষণঃ এটা হল বুগ্‌য ফিল্লাহ (আল্লাহ্‌র জন্য দুশমনি) এটা একদম কাঙ্ক্ষিত বিষয় এবং গায়রে এখতিয়ারী প্রভাব। কাজের মধ্যে সীমালঙ্ঘন যেন না হয় বরং ভারসাম্যের মধ্যে থাকা যায় সেই চেষ্টা করবেন যত্নের সঙ্গে। কিন্তু বদদীনী কাজের প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা কমানোর প্রয়োজন নেই।

হালঃ এই ধরনের ওয়ারেদাত ও খতরাত যা সর্বদা বদদীনের মুকাবেলায় ক্রোধ, রাগ ইত্যাদি আকারে তৈরি হয়েছে এবং এর প্রতি আকর্ষণ ও ঝোঁক এমন তৈরি হয়েছে যে, শান্ত হওয়ার মতো নয়। প্রশ্ন এটা মাহমূদ না মাযমূম। এই আকর্ষণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাকি নফস ও হাওয়ার অনুসরণ থেকে?

বিশ্লেষণঃ যতক্ষণ আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা বা নিষিদ্ধ কাজ প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত নফস থেকে সৃষ্ট মনে করা যাবে না।

আল্লাহ্‌র মহব্বত অর্জনের উপকরণ

হালঃ হযরত এই অধমের তামান্না সর্বদা এই যে, আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসা দিলে তৈরি হয়ে যাক এবং মহব্বতে মাযমূমাহ (ধিকৃত ভালোবাসা) দিল থেকে দূর হয়ে যাক। এরপর এরকমও চিন্তা হত যে, মহব্বত পয়দা হওয়া তো গায়রে এখতিয়ারী বিষয় এজন্য খুব দ্বিধান্বিত ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ্! দাওয়াত ও আবদিয়াত ৫ম খণ্ড মুতালাআ করার

www.islamfind.wordpress.com

মাধ্যমে ঐ দ্বিধা সব দূর হয়ে গেছে। কেননা সেখানে আলোচিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র মহব্বত যদিও গায়রে এখতিয়ারী কিন্তু এর উপকরণ (আসবাব) গুলো এখতিয়ারী। মানুষের আয়ত্বাধীন। সেই উপকরণগুলোর একটি হল– যিকিরের আধিক্য অর্থাৎ বেশি বেশি যিকির করা। দ্বিতীয়– আমাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার দেয়া অফুরন্ত নেয়ামত আর তাঁর জন্য আমাদের আচরণগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। তৃতীয়– কোনো আহ্‌লুল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক গড়া। চতুর্থ– ইবাদত বন্দেগীতে নিরবচ্ছিন্ন স্থিতিশীলতা। পঞ্চম– আল্লাহ্ তাআলার কাছে এই ব্যাপারে প্রার্থনা জানানো। এখন অধম এই উপকরণগুলো আল্লাহ্ তাআলার মহব্বতে কামেলা পয়দা হওয়ার জন্য এখতিয়ার বা গ্রহণ করে নিয়েছে। আকাঙ্ক্ষা করছি যে, হযরতও এ বিষয়ে আমার সফলতার জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ মন-প্রাণ উজাড় করা দুআ রইল।

হালঃ আর যদি কোনো ভুল-ত্রুটি হয় স্নেহবশত এসলাহ-সংশোধন করবেন।

বিশ্লেষণঃ তাদবীরে কোনো ভুল নেই। সম্ভাব্য একটি ইলমী ভুল হতে পারে সে ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছি। সেটা এই যে, মহব্বতের কোনো বিশেষ স্তর নিজের মনগড়া তৈরি করে নিয়ে থাকতে পারেন এবং সেই স্তরের জন্য হয়ত অপেক্ষা করবেন। এরূপ করলে মারাত্মক ভুল হবে। বরং উপরোক্ত তাদবীরে নিরবচ্ছিন্ন থাকলে যখন মহব্বতের স্তর অর্জিত হবে, বুঝতে হবে তখন সেটাই মাতলূব ও আকাঙ্ক্ষিত। এরমধ্যে চাই আপনার মনগড়া সেই স্তর থাকুক বা না থাকুক কিংবা চাই একই অবস্থার উপর থেকে যাক। অবশ্য দৃঢ়তার উন্নতি তো আবশ্যিক এতে শুধুমাত্র মহব্বতের রঙের মধ্যে (ধরনের মধ্যে) পার্থক্য হতে থাকে।

খুশূ' ও খুলূছ অর্জনের পন্থা

হালঃ আজ এখানে ইস্তিসক্বার নামায হল। নামাযের পর দুআ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ হয়েছে এবং এরূপ আরো দু-এক জায়গায় হয়েছে। তো এরূপ দীর্ঘ দুআ করার দ্বারা কখনো কখনো দিল ঘাবড়ে যায় এবং যে খুশূ' ও খুযূ' শুরুতে থাকে তা নষ্ট হয়ে যায়। এরূপ স্থানে এরূপ ধারণা থাকে যে, দুআ ছেড়ে দিলে হয়ত গুনাহ হবে, অথবা লোকে মন্দ বলবে, সকলের সঙ্গে দুআয় হাত উঠিয়ে বসে থাকা খুলূছের খেলাফ তো নয়?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ খুলূছ হল এখতিয়ারী ফেয়েল তেমনিভাবে খুশূ'ও। এরূপ ক্ষেত্রে নিয়তকে পরিবর্তন করে ফেলবে অর্থাৎ লোকে মন্দ বলবে এইটা না ভেবে এই নিয়তে দুআয় শরিক থাকবে যে, যে কাজ নফসের জন্য কঠিন তাতে সওয়াব বেশি। ব্যাস এটা ভাবলেই খুলূছ হয়ে গেল। আবার মনোযোগ দিয়েই দুআয় শামিল থাকবে যদিও মনোযোগ দিতে কষ্ট হবে। কিন্তু কষ্ট করেও সেটা করলে খুশূ' হাসিল হয়ে যাবে। খুশূ'র জন্য মন লাগা বা মন কোমল হওয়া জরুরি নয়। এমনিভাবে খুলূছের জন্য লোক মন্দ বলবে– এই ওয়াস্ওয়াসা দূর হওয়া জরুরি নয়।

শোকরের হাকীকত

হালঃ শরীয়তে শোকরের হাকীকত কী?

বিশ্লেষণঃ এখতিয়ারী বা গায়রে এখতিয়ারী যে কোনো অনুকূল হালতকে মন প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত মনে করা এবং সেই নেয়ামত পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করা, এবং একে নিজের যোগ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত মনে করা এবং মুখে আল্লাহ্র প্রশংসা করা, অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারা ঐ নেয়ামতকে গুনাহের কাজে ব্যবহার না করা এই হল শোকরের হাকীকত।

শোকর অর্জনের পন্থা

হালঃ অধমের উদ্দেশ্য শোকর অর্জনের পন্থা জিজ্ঞাসা করা। আশা রাখি হযরত এর পদ্ধতি ও সহায়ক বিষয়গুলো জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ শোকরের হাকীকত জেনে নিন। দেখুন এর সবগুলো অংশই ফেয়েলে এখতিয়ারীর অন্তর্ভুক্ত। ঐ কাজগুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে করতে থাকাটাই অর্জনের পদ্ধতি। এটাই তার সহায়ক।

যোহদ অর্জনের পদ্ধতি

হালঃ হযরত যোহদ বা নির্মোহতা অর্জনের পদ্ধতি ও সহায়ক জানতে চাই এবং যোহদের সারবত্তাও মেহেরবানী করে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ দুনিয়ার সব ব্যাপারে আগ্রহ কমানো এটাই যোহদের মাহিয়াত। অর্জনের তরীকা হল– দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্বের ধ্যান করা এবং অনাবশ্যক জিনিষ অর্জনের পিছনে ব্যতিব্যস্ত না হওয়া। এর সহায়ক হল যাহেদীনের সান্নিধ্য এবং তাদের জীবনী পড়া।

www.islamfind.wordpress.com

সততা ও ইখলাসের হাকীকত এবং অর্জনের তরীকা

হালঃ সিদ্‌ক ও ইখলাসের (সততা ও নিষ্ঠার) শরয়ী হাকায়েক (শরীয়ত নির্ভর সারবত্তা) এবং তা অর্জনের পদ্ধতি ও এরজন্য সহায়ক সম্পর্কে জানার আগ্রহ।

বিশ্লেষণঃ যে ইবাদত করতে চান তার পূর্ণাঙ্গ স্তর অবলম্বন করাটাই সিদ্‌ক বা সততা এবং ঐ ইবাদতের মধ্যে অ-ইবাদতের ইচ্ছা না করাটা ইখলাস বা নিষ্ঠা। এই সিদ্‌ক মওকুফ হল ইবাদতকে পূর্ণাঙ্গকারী বিষয় জানার উপর এমনিভাবে অ-ইবাদতকে জানার উপর। এরপর নিয়ত এবং আমলে খায়ের। সবশেষের বিষয় সিদ্‌ক ও ইখলাস দুটোই এখতিয়ারী ব্যাপার। অর্জনের পদ্ধতি তো ইতোমধ্যে বুঝে গেলে রয়ে গেছে সহায়কের কথা, এগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওয়াদা ও ধমকির কথা ভাবতে হবে এবং নিয়তের মুরাকাবা করতে হবে।

হালঃ ইখলাস ও সিদ্‌ক সম্পর্কে হযরত যা কিছু বলেছেন সেটুকু বুঝেছি কিন্তু আরো বেশি ওগুলোর ব্যাপারে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দিলে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে।

বিশ্লেষণঃ সিদ্‌কের দৃষ্টান্ত– নামায এমনভাবে পড়া যাকে শরীয়ত পূর্ণাঙ্গ নামায (ছালাতে কামেলা) বলেছে। অর্থাৎ জাহেরি ও বাতেনি আদাবসহ নামায আদায় করা, এমনিভাবে সকল ইবাদতের যে স্তরকে শরীয়ত পূর্ণাঙ্গ বলেছে ইবাদতগুলোকে সেই স্তরে আদায় করা। ইখলাসের উদাহরণ– নামাযের মধ্যে রিয়া (লোক দেখানো) এর নিয়ত না করা যা অ-ইবাদত। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টির ইচ্ছা না করা যা কিনা অ-ইবাদত।

ইখলাস এবং খূশূ' খুযূ'র মধ্যে পার্থক্য

হালঃ হযরত! এটাও দয়া করে জানাবেন যে, ইখলাস এবং খুশূ' খুযূ'র মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা?

বিশ্লেষণঃ ইখলাস নিয়তের ব্যাপার আর খুশূ' খুযূ' হল শান্ত ও স্থির থাকার নাম। অর্থাৎ প্রকাশ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অন্যায় নড়াচড়া, চলাফেরা কিংবা গোপনে কলবের নিয়মবহির্ভূত গতিধারা থেকে স্থির ও প্রশান্ত থাকা। যদিও ঐ নড়াচড়ায় অ-ইবাদতের ইচ্ছা না থাকে। সুতরাং ইখলাস খুশূ' খুযূ' থেকে আলাদা হতে পারে। অর্থাৎ কারোর মধ্যে ইখলাস আছে খুশূ' নেই এরূপ হওয়া সম্ভব।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! হযরতের আলোচনা থেকে অনেক দ্বিধা কেটে গেছে। আল্লাহ্ তাআলা হযরতের যাতে গারামীকে এবং হযরতের ফুয়ুযকে সব সময়ের জন্য আমাদের মাথার উপর কায়েম রাখুন। অবশ্য ইখলাস ও খুশূ'র পার্থক্য বর্ণনায় হযরতের যে ইরশাদ (যদিও ঐ নড়াচড়ায় অ-ইবাদতের নিয়ত না থাকে) এতে এতটুকু সন্দেহ থেকে গেছে যে ঐ নড়াচড়া যেহেতু অন্যায় সুতরাং তার মধ্যে ইবাদতের নিয়ত করাই সম্ভব নয়। উভয়ভাবেই অ-ইবাদতেরই নিয়ত হবে।

বিশ্লেষণঃ সেটা জরুরি নয়। বরং এটা সম্ভব যে কোনো কিছুরই নিয়ত নেই, অনর্থক নড়াচড়া করছে বে-পরোয়া হয়ে অথবা অভ্যাসের কারণে। এই নড়াচড়া প্রকাশ্য হোক বা গোপনে।

হালঃ কোনো ইবাদতের মধ্যে অ-ইবাদতের ইচ্ছা করল না কিন্ত অন্য ইবাদতের ইচ্ছা করল, যেমন নামাযের মধ্যে রিয়া বা লোক দেখানো ইচ্ছা তো নেই বা অন্য কোনো অ-ইবাদতের ইচ্ছাও নেই কিন্তু নামাযের অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে শরীয়তের কোনো বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে অথবা কোনো সফরে তাআত (ইবাদতের সফর) এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে চিন্তা করে। এব্যাপারটি কেমন হবে?

বিশ্লেষণঃ এ বিষয়টি অত্যন্ত সুক্ষ্ম একটি ব্যাপার, নীতিমালার আলোকে এ সম্পর্কে আরয করছি। এই মুহূর্তে দুইটি হাদীস আমার দৃষ্টির সামনে রয়েছে। একটি মারফু' হাদীস যার মধ্যে একটি অংশ হল "দুই রাকাত নামায পড়ল পূর্ণরূপে তার মধ্যে মনোযোগ ঢেলে দিয়ে..." দ্বিতীয় হাদীসটি মওকূফ হযরত উমর রা. এর উক্তি। যার মধ্যে রয়েছে এমন একটি অংশ "নিশ্চয় আমি আমার সৈন্যবাহিনীকে সাজাই নামাযরত অবস্থায়" দুই রিওয়াতের সমষ্টি থেকে ইখলাসের দুটি শ্রেণী বুঝা গেল। একটি হল যেই ইবাদতে মশগুল আছে তার মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কিছুর ভাবনাও না ভাবা। যদিও সেটাও ইবাদত। দ্বিতীয় শ্রেণী এই যে, অন্য ইবাদতের ভাবনা ইচ্ছাকৃতভাবে করা যায়। এই দুইটির মধ্যে এ বিষয়টি মুশতারাক (উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) যে, ঐ দ্বিতীয় ইবাদতের ইচ্ছা নয় প্রথম ইবাদত দ্বারা। উদাহরণ নামায পড়ার দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, নামাযের মধ্যে একাগ্রতার সঙ্গে সৈন্যের বিন্যাস করবেন। তাহলে ইখলাসের হাকীকত তো দুটোর মধ্যেই একরকম। এতে কোনো সন্দেহ নেই। অবস্থা ও পরিস্থিতির কারণে ঐ দুটোর মধ্যে পার্থক্য

www.islamfind.wordpress.com

হয়েছে। প্রথম শ্রেণীটি আকমাল (অধিক কামেল) আর দ্বিতীয় শ্রেণীটি যদি বিনা ওযরে হয় তবে গায়রে আকমাল (অধিক কামেল নয়) আর যদি ওযরের কারণে হয় তবে সেটাও আকমাল। যেমন হযরত উমরের (রা.) জরুরত ছিল। এর মাপকাঠি হল ইজতিহাদ। তবে সর্বাবস্থায় ইখলাসের একদম বিপরীত নয়। অবশ্য খুশূ'র বিপরীত হওয়া না হওয়াটা হিসাব নিকাশের ব্যাপার। আমার রুচিমতে ওযর থাকলে খূশূ'র বিপরীতও নয়। প্রয়োজন হলে উক্ত নীতিমালার সঙ্গে আপনার জিজ্ঞাসাকে মিলিয়ে নিন।

হালঃ অথবা নামায শুধু এই উদ্দেশ্যে পড়ছে যে, কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি আমার এই নামায দেখে নিজের নামাযকে দুরস্ত করে নেবে। এইরূপ ইবাদতের ইচ্ছা নামাযের মধ্যে ইখলাসের প্রতিবন্ধক কি না?

বিশ্লেষণঃ এতে খোদ নামাযের উদ্দেশ্যই গায়রে নামায। এতে বাহ্যিকভাবে ইখলাসের খিলাফ হওয়ার সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু আমার রুচিতে এতে ব্যাখ্যা আছে। শারে' (নবী) এর জন্য তো এটা ইখলাসের বিপরীত নয় তিনি এই কাজের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত। আর গায়রে শারে' এর জন্য মামুরবিহি নামাযের মধ্যে (ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ইত্যাদি নামায যেগুলো আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে) এটা সতর্কতার পরিপন্থী। বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র কোনো নামায হলে সমস্যা নেই।

রিযা বিল কাযার হাকীকত ও অর্জনের পদ্ধতি

হালঃ রিযা বিল কাযার হাকীকত ও অর্জনের তরীকা জানতে চাই, পাশাপাশি তার মানদণ্ড ও পরিমান সম্পর্কেও অবগত হতে চাই অর্থাৎ মানুষ এ ব্যাপারে কতটুকু মুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত) শরীয়তে 'রিয়া'র উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়গুলো জানতে আগ্রহী।

বিশ্লেষণঃ রিয়া বিল কাযার হাকীকত হল কাযা বা আল্লাহ্‌র ফয়সালার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন থেকে বিরত থাকা। যদি কষ্টের অনুভূতিই না থাকে তবে এটা রিযা ত্ববয়ী বা স্বভাবগত রিযা। আর যদি কষ্টের অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে তাহলে আক্বলী বা বুদ্ধিগত রিযা। প্রথমটি হাল, মানুষ এটার মুকাল্লাফ নয়। দ্বিতীয়টি মাকাম, এর জন্য মানুষ মুকাল্লাফ। এটা অর্জনের তাদবীর আল্লাহ্‌র রহমত ও করুনার কথা ভাবা এবং স্বভাব বিরুদ্ধ ঘটনাবলীতে আল্লাহ্ তাআলার হিকমত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ হযরত! আমার নিজের হালতের উপর একটি সন্দেহ হয় সেটা এই যে, অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণে মনের মধ্যে ভীষণ অস্থিরতা ও ব্যাথা রয়েছে, যদিও মুখে এর কোনোরূপ প্রকাশ ঘটে নি কিন্তু ক্ষতির প্রতি মনের সম্মতিও নেই অর্থাৎ মন ওটাকে মানতে পারছে না। এই হালতকে আমার কাছে রিযা বিল কাযা (তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি) এর বিপরীত মনে হয়। কেননা যখন আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ক্ষতিকেই ভালো মনে করেন তখন তাতে আমাদের ব্যাথা পাওয়ার কী আছে? বুদ্ধি ও উপলব্ধিগত হালত তো এটাই এবং এটা ভেবেই শান্তি ও সান্ত্বনা পাই। কিন্তু স্বভাবগত হালত এটা নয়। স্বভাব এই ক্ষতির কারণে অবশ্যই প্রভাবান্বিত কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্! বুদ্ধি ও আকল মোটেও প্রভাবিত নয়। কখনো কখনো তো মন অনেক বড় বড় ক্ষতিও মেনে নেয়। এই ব্যাথা হুব্বে মাল (সম্পদের মোহ) থেকে উদ্ভুত নয় তো? এ বিষয়ে এলাজ ও করনীয় কাজ জানাবেন এবং সান্ত্বনার ব্যবস্থা করবেন।

বিশ্লেষণঃ স্বভাবগত অস্থিরতা এমনকি অর্থের প্রতি স্বভাবগত মোহও না নিন্দনীয় না রিযা বিল কাযার বিপরীত। রিযার হাকীকত হল আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অভিযোগ ত্যাগ করা। অতএব আপনি আকলী বা বুদ্ধিগত যে অবস্থার কথা লিখেছেন সেটাই রিযা বা সন্তুষ্টি।

মুস্তাহাব তাওয়াক্কুল হাসিলের তরীকা

হালঃ হযরত! তাওয়াক্কুলের মুস্তাহাব শ্রেণীর কথাও জানাবেন যাতে ফরযের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ মুস্তাহাব তাওয়াক্কুলের জন্য দুটো জিনিষ জরুরি। সৃষ্টিগতভাবে কলবের শক্তিশালী হওয়া এবং ওয়াজিব হকের জিম্মা (দায়িত্ব) না থাকা। অথবা হকদার যারা তাদেরও অনুরূপ হওয়া।

সবরের হাকীকত এবং বিশদ ব্যাখ্যা

হালঃ সবর সম্পর্কে জানতে চাই যে, এর উপর সাওয়াবের যে ওয়াদা এসেছে সেটা কোন অবস্থায়? অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি প্রতিশোধ নিতে অথবা কষ্ট দূর করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিশোধ নেয় না এবং কষ্ট দূর করে না বরং সবর করে শুধু এক্ষেত্রেই সাওয়াব পাবে নাকি অক্ষম অবস্থাতেও সবরের সাওয়ার পাবে? যেমন একজন যায়েদকে থাপ্পর মারল, যায়েদ প্রতিশোধ নিতে সক্ষম নয় অথবা যায়েদের পুত্র মারা গেল তাকে বলা হয় সবর করো অথবা তার

www.islamfind.wordpress.com

টাকা পয়সা চুরি হয়ে গেল লোকে বলে সবর করো এসব অবস্থায় সে অপারগ ও নিরুপায়। এ ধরনের অবস্থায় সবর কীভাবে করবে? এরূপ ক্ষেত্রেও সাওয়াব পাবে কিনা। অথবা যেমন একজন দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বলল– আমি আল্লাহ্‌র ভয়ে এবং তাঁর হুকুমের কারণে গায়রে মাহরাম নারীর দিকে তাকাই না পক্ষান্তরে একজন অন্ধও একই কথা বলল তাহলে স্পষ্ট ব্যাপার যে অন্ধ ব্যক্তি তো সেই গুনাহ্ করতেই সক্ষম নয়, তাহলে অন্ধের এই দাবি ফালতু অবশ্য চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সাওয়াবের দাবি করতে পারে কেননা সে নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করতে সক্ষম কিন্তু সে সেটা করে না।

বিশ্লেষণঃ বে-সবরী বা ধৈর্য্যহীনতার বিভিন্ন রূপ হতে পারে। সম-আচরণ দ্বারা প্রতিশোধ ত্যাগ করলে সবর হবে। এই সবরটা সক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় অবস্থা– সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে মুখে ভালো-মন্দ বলা, গালি দেওয়া, অথবা বদ দুআ করা, এটা প্রতিশোধ গ্রহণে অক্ষম ব্যক্তিও করতে পারে। এই ধরনের ব্যক্তির জন্য এটা ত্যাগ করাই সবর। এমনিভাবে মৃত ব্যক্তির বাবা ও অন্যরা যদিও মৃত্যু ঠেকাতে সক্ষম নয় কিন্তু বিলাপ করতে এবং আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে সক্ষম। এই কাজগুলো করা এদের জন্য বে-সবরী বা ধৈর্য্যহীনতা আর এগুলো ত্যাগ করা সবর। আর যে ব্যক্তি বিশেষ কোনো কাজ আদৌ করতেই সক্ষম নয় যেমন অন্ধ দেখতেই সক্ষম নয় কিন্তু কল্পনা অথবা সংকল্প অথবা আকাঙ্ক্ষা তো করতে সক্ষম, তার জন্য ধৈর্য্যহীনতা এগুলোই আর এগুলো ত্যাগ করাটাই তার সবর হিসাবে গণ্য হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপযোগী সবরের সাওয়াব পায়। এ ব্যাখ্যা তো সবরের সাওয়াব সম্পর্কে। এছাড়া আরো একটি সাওয়াব হয় খোদ কষ্টের কারণে। এতে সবরের শর্ত নেই। সবর করলে দুটি সাওয়াব পাবে। একটি সবরের অন্যটি কষ্টের। আর যদি সবর না করে তাহলে কষ্টের সাওয়াব পাবে এবং ধৈর্য্যহীনতার গুনাহ্ হবে। যেমন এক ব্যক্তি নামায পড়ে এবং রোযা রাখে না, তার নামাযের সাওয়াব হবে এবং রোযা না রাখার গুনাহ্ হবে। আশা করি সব প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে।

আবদিয়াত ও দাসত্বে প্রভাব

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! মা'মূলাত রুটিনমতো চলছে। কখনো যদি ত্রুটি হয়ে যায় ঐ ক্ষতিপূরণের জন্য খুব বেশি দ্বিধাও থাকে না। কলবের মধ্যে এতমিনান (প্রশান্তি) ও লযযত (মজা) এর মতো থেকে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এই মজাটা হাকীকতের প্রতি দৃষ্টির মজা। দ্বিধা না থাকাটা আবদিয়াত (দাসত্ব) ও তাফবীযের (সমর্পনের) প্রভাব। কিন্তু এতে নফ্সের অলস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য অল্প হলেও সাধ্যমতো ক্ষতিপূরণ করাটাই নিরাপদ।

হালঃ বিশেষ একটি বিষয় যা দৈনন্দিন হৃদয়ের প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে, সেটা এই যে, আজকাল দীনী, দুনিয়াবি, নিজের বা পরের কোনো ধরনের কোনো বিতর্কে জড়াতে একদম মন চায় না। সর্বদা নেশার মতো মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে একটি কথা 'তুমি নিজের ব্যাপারে ভাব'। কেননা যেদিকে তাকাই শুধু দেখি লোভ-লালসার পুজারী, প্রবৃত্তির অনুসারী, আপন মত ও পথ নিয়ে মুগ্ধতা, এই দুনিয়াই সব ইত্যাদি ঘনঘটা চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরছে। এখন এটাই মন চায় যে, কোনোভাবে সহীহ সালামতে ঈমান নিয়ে যেতে পারলেই হয়। হায়! যদি মেষপাল নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়া যেত! অথবা যদি ঈমান নিয়ে মাটির নিচে বাস করা সম্ভব হত! বারবার চিন্তা হয়– হায় আমি যদি কোনো গাছ হতাম। এরকম আকাঙ্ক্ষা হয় যে, কেউ যেন না চেনে আমাকে এবং আমিও যেন না চিনি কাউকে আর এই অজানা অচেনাভাবেই যেন জানটা সৃষ্টিকর্তার কাছে সোপর্দ করতে পারি। কি আর করা আমরা অকর্মাদের মুক্তিই মেলে না ঝগড়া থেকে।

বিশ্লেষণঃ এই বুচি এই অপদার্থেরও, যদিও এখন পর্যন্ত সাহস না করায় সুযোগ আসে নি। কিন্তু ইদানিং এর কিছু আসবাব দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ্ করুন এর মধ্যে যেন কোনো গড়মিল লুকানো না থাকে।

ইশকের উপর হুব্বে আকলীর ফযীলত বিশ্লেষণ

প্রশ্নঃ একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, সেটা এই যে, মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহ. সিরাতে মুস্তাকীমের মধ্যে হুব্বে ঈমানী বা আক্বলীকে হুব্বে নফসানী বা ইশ্কের উপর অনেক বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ইশ্কের পথকে অনেকটাই নিন্দনীয় প্রমাণ করেছেন। অথচ বড় বড় সুফিয়ায়ে কেরাম রূমী রহ., জামী রহ. ইশ্কের প্রশংসা করেছেন। এ বিষয়ে হযরতের বিশ্লেষণী বিশদ মতামত সম্পর্কে জানতে চাই।

জবাবঃ প্রথমে একটু ভূমিকা বুঝতে হবে। এক. ফযীলত দুই রকমের। একটি বস্তুর নিজস্ব সত্তা হিসাবে, অন্যটি বিশেষ অবস্থার হিসাবে। প্রথমটিকে

www.islamfind.wordpress.com

সত্তাগত (যাতীয়া) ফযীলত এবং দ্বিতীয়টিকে তুলনামূলক (ইযাফিয়া) ফযীলত বলা উচিৎ। বেলায়াতের এই উভয় কামালাত অর্জিত হয় নবুওয়াতের কামালাত (উৎকর্ষ) থেকে। এইজন্য বেলায়াতের যেই কামাল (উৎকর্ষ) নবুওয়াতের কামালের সঙ্গে যতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, সেটা অন্যান্য কামালের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ হবে।

দুই. ইশ্‌ক হল মহব্বতের একটি বিশেষ স্তর যার মধ্যে উত্তেজনা থাকে।

এই ভূমিকার পর জানতে হবে যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মধ্যে মহব্বতে ইলাহীর যে গুণ থাকে তার মধ্যে নফসানী উত্তেজনা থাকে না। এজন্য প্রকৃত পক্ষে মহব্বতের এই প্রকারটিই নিশ্চিতরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু কোনো বিশেষ যোগ্যতা ও প্রস্তুতির হিসাবে ইসলাহে বাতেনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রকারটি অধিক কল্যাণকর ও অধিক উপযোগী হওয়া সম্ভব। যেমন গোশ্‌ত সর্বোত্তম খাবার হলেও শারীরিক বিশেষ অবস্থার আলোকে কারো জন্য যবের ঝোল (স্যুপ) অধিক সঙ্গত বলা যায়। সুতরাং মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহ. ফযীলতে যাতীয়া (সত্তাগত শ্রেষ্ঠত্ব) এর স্তরে ঈমানী ও আক্বলী মহব্বতকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, অন্য কিছু দুর্বল পারিপার্শ্বিক প্রভাবের বিচারে হুব্বে নফসানীকে ক্ষতিকর বলেছেন। অন্যান্য সূফিয়ায়ে কেরাম ফযীলতে ইযাফিয়া (তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব) এর স্তরে ইশ্‌কের প্রশংসা করছেন। কেননা এ ধরনের বিষয়বস্তু বেশিরভাগ আহলে হাল এর কথায় এসে থাকে। যাদের লক্ষ্য সাধারণ বিশ্লেষণ নয়। অথবা হয়ত ঐসব হযরতের পরিভাষায়ত ইশ্‌ক দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে কামালে মহব্বত যা মহব্বতে ঈমানীকেও সামিল করে। আর এর লক্ষ্য থাকে ঐ ব্যক্তির নিন্দা করা যার মধ্যে এই কামাল মহব্বত (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ মহব্বত অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত) নেই। যেমন হাদীসে রয়েছে (তরজমা) "তোমাদের কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তার সর্বাধিক প্রিয় না হব" সুতরাং উভয় হিসাবে মাওলানা এবং সূফিদের কথার মধ্যে দ্বন্দ নেই।

www.islamfind.wordpress.com

তৃতীয় অধ্যায়
আখলাকে রাযীলার বর্ণনা

গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় হিম্মত ও ইস্তিগফার

হালঃ মনে হয় যে, এই জীবনের চেয়ে মৃত্যুই উত্তম, অন্তত আগামী দিনের গুনাহগুলো থেকে বাঁচা যাবে। এর চিকিৎসা আপনার হাতে। আমি অপেক্ষায় আছি। এর এলাজ কী।

বিশ্লেষণঃ প্রথম হিম্মত (অর্থাৎ সাহস করে গুনাহ থেকে দূরে থাকতে হবে) এরপর যে ত্রুটি হয়ে যাবে, তার জন্য ইস্তিগফার করতে হবে।

বেশি কথা বলার চিকিৎসা

হালঃ অধিক কথনের রোগ আছে আমার। বেশিরভাগ সময় ফালতু কথা-বার্তায় ব্যস্ত থাকি। কী করব?

বিশ্লেষণঃ হিম্মত ও সাহস সঞ্চয় করে সংকল্প করুন যে, কথা বলব না। এরপর ফালতু কথা হয়ে গেলেই ইস্তিগফার করুন। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা কমিয়ে দিন।

গীবত ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকার পন্থা

হালঃ যাদের সঙ্গে বসলে গীবত এবং আলতু-ফালতু কথার আশঙ্কা থাকে তাদেরকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দেওয়া এবং নির্জনতা অবলম্বন করা ঠিক কিনা?

বিশ্লেষণঃ তাদেরকে বিদায় করার চেয়ে নিজেই উঠে যাওয়া উত্তম। বিদায় করলে তাদের মনে আঘাত লাগবে।

সাহসহীনতার চিকিৎসা সাহস

হালঃ হযরতের জবাব পেয়েছি। যিকির নিয়মিত না হওয়ার কারণ উদাসিনতা। অবহেলার বিশদ অবস্থা না জানানোর জন্য হুযূরের কাছে ক্ষমা

www.islamfind.wordpress.com

চাচ্ছি। তবে অধমের উদ্দেশ্য এটাই যে, যিকিরের মধ্যে ঘাটতি হচ্ছে- এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

বিশ্লেষণঃ ঘাটতি পূরণ তো আপনার আয়ত্তাধীন বিষয় (এখতিয়ারী)। সাহস করে নিয়মিত যিকির করতে থাকুন। সাহসহীনতার চিকিৎসা সাহস- এছাড়া আর কি বলব?

হালঃ নিজের কিছু হাল আরয করছি। মেহেরবানী করে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন। কোনো গরজে অথবা দুনিয়াবি মতলব নিয়ে হাল জানাচ্ছি না। আকাঙ্ক্ষা শুধু একটি এলাজ ও ব্যবস্থার। রোগটি হল- আমার দিলের কাইফিয়াত একরকম থাকে না। চেষ্টা করি আল্লাহ্‌র নেক ও অনুগত বান্দা হয়ে জীবন-যাপন করব কিন্তু কোনো চেষ্টাই কার্যকর হয় না। এমনি এমনি আমার এমন অবস্থা হয়ে যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায অত্যন্ত পাবন্দির সাথে আদায় করি এবং নামাযগুলি বেশ ধীরে ও দীর্ঘ করেই পড়ি, তাতে ভীষণ খুশূ' ও অনুনয় থাকে, ইস্তিগফার, দরূদ শরীফ ও কালাম মাজীদের তিলাওয়াতও প্রচুর পরিমান করি, নফ্‌স আম্মারাকে খুব তিরস্কারও করতে থাকি, মুরাকাবার মধ্যে কলব দ্বারা যিকিরও করি, বেশিরভাগ গুনাহের প্রতি ঘৃনাও হতে থাকে, কলবের মধ্যে নূর ও আনন্দও তৈরি হয়। কিন্তু মাত্র দু-তিন মাস এই অবস্থা থাকার পর আবার এমনি এমনিই পুরো পরিস্থিতি উল্টো হয়ে যায়। তখন না থাকে সেই নামায, না সেই তিলাওয়াত। না সেই যিকির আযকার বরং এগুলোর পরিবর্তে তৈরি হয় নানান রকম ভ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা। গুনাহের প্রতি আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা আর নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক করতে ভীষণ মন চায়। মনের মতো অনেক সম্পর্ক তৈরিও হয়ে যায়, সর্বদা মনের চাহিদা থাকে এটাই যে, দৈনিক একটি করে সুন্দরী মহিলা সঙ্গিনী হোক। মোটকথা, এই সব বাজে চিন্তা মাথার মধ্যে এত প্রবল হয়ে থাকে যে, রাতভর তার মধ্যেই ডুবে থাকি। ঘুমও আসে না। কিন্তু এই চিন্তাটা অবশ্য থাকে এবং দিলও ভীত থাকে যে, এই গুনাহগুলোর আযাব তো তোকে ভুগতেই হবে। এজন্যই যখন কোনো কষ্ট, বালা-মুসিবত বা পেরেশানি দেখা দেয় তখন সাথে সাথেই আল্লাহ্‌র আযাবের ধারণা এসে যায় এবং নির্লজ্জ দিল লজ্জা পেয়ে যায়, পূর্ণর্বার আল্লাহ্‌র দরবারের দিকে ফিরে সেই নামায, ইস্তিগফার, অযীফা ও যিকির আযকার সবই শুরু করে। আমি আবার নেকলোকদের মতো হয়ে যাই। আমার বর্তমান বয়স বত্রিশ বছর। এই ক্বয ও বাস্ত এর হালত জীবনের এমন এক কঠিন অংশ হয়ে গিয়েছে যে এ থেকে জীবনটা মুক্তই হতে পারছে

www.islamfind.wordpress.com

না। যদিও জানি কুবয ও বাস্ত এর হালত প্রায় সকলের জীবনেই আসে কিন্তু আমার মতো এমন কুবয নয় যা ফেতরী নূর (স্বভাবগত আলো) কেই কুবয (দখল) করে নেয়। হুযূর আকদাস! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এই ধ্বংসাত্মক রোগের কোনো চিকিৎসা বলে দিন এ রোগ তো আমার জীবনকে অতিষ্ট করে দিল। আপনাকে আল্লাহ্ তাআলা এতটা যোগ্য করেছেন যে, আমার চেয়েও ভয়াবহ রকমের বিপথগামীকে আপনি পথের সন্ধান দিয়েছেন। অনেক বুযুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি কিন্তু কারো কাছেই বাইআত হই নি। আপনি যদি পবিত্র শক্তির প্রভাব আমার উপর নিক্ষেপ করেন এবং কিছুটা তাওয়াজ্জুহ আমার প্রতি দান করেন তাহলে আমার অবস্থা ঠিক হতে পারে। খুব আশা নিয়ে আছি যে, হুযূরের কিছু ফয়েয নিশ্চয় অর্জিত হবে।

বিশ্লেষণঃ আপনার হাল অভিনব কিছু নয়। এরূপ ঘটনা বহু মানুষর জীবনে ঘটে। এর কারণ সাহসহীনতা আর চিকিৎসা হল হিম্মত ও সাহসের শক্তি। এই সাহসের শক্তিকে বলবান ও কার্যকর করার জন্য দুটো তাদবীর আছে। প্রথম শ্রেনীর তাদবীর তো এই যে, সম্ভব হলে কোনো আহলুল্লাহ্‌র (বুযুর্গের) খিদমতে হাজির থেকে সর্বদিক থেকে তার অনুসরণ করুন আর যদি এতটুকু ফুসরৎ না পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় শ্রেনীর তাদবীর এই যে, কিমিয়ায়ে সাআদাত দৈনিক গুরুত্ব ও চিন্তা ভাবনার সাথে মনোযোগ দিয়ে পড়বেন এবং মাঝে মাঝে অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখবেন। একটি কথা মনে রাখবেন- পবিত্র শক্তি না আমার আছে না আমি তার প্রভাব নিক্ষেপ করতে জানি। আমি নিছক একজন তালিবুল ইলম মানুষ।

হারাম দৃষ্টির প্রতিকার

হালঃ নিবেদন এই যে, নিজের দুই স্ত্রী ছাড়া আজনবী (গাইরে মাহরাম) মহিলাদের চিন্তাও মনে আসে। আজনবী মহিলার দিকে দৃষ্টি পড়লে তার চিন্তাও মনে আসে। এবং তাকে দেখতে, তার দিকে তাকাতে ইচ্ছা হয়, সুন্দরী হোক বা না হোক।

বিশ্লেষণঃ এটা নিঃসন্দেহে মারাত্মক একটি রোগ যার প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা হল মুজাহাদা অর্থাৎ জোরপূর্বক নফসের বিরোধিতা করা (অর্থাৎ নফসের চাহিদা পূরণ না করা অর্থাৎ নফস চাইলেও আজনবী মহিলার দিকে না তাকানো) আর ভুল হয়ে গেলে তার জন্য নিজের উপর জরিমানা আরোপ

www.islamfind.wordpress.com

করে নেয়া, যেমন একবার হারাম দৃষ্টি হলে বিশ রাকাত নফল নামায আদায় করা। এভাবে করলে ইনশাআল্লাহ্ এই রোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে।

হালঃ পরবর্তী নিবেদন এই যে, মসনবী শরীফ যখন পড়ি তখন মন কিছুটা ভালো হয়। এজন্য কয়েকদিন পর্যন্ত পড়ি। আল্লাহ্‌র ফযলে দফতরে আওউয়াল (প্রথম অংশ) সমাপ্ত করে দপ্তরে সানী (দ্বিতীয় অংশ) শুরু করেছি, কিছু কিছু স্থান বুঝে আসে বেশিরভাগ বুঝে আসে না। হাদীস, তাফসীর ও ফেকাহর কিতাবের চেয়েও মসনবী পড়তে বেশি ভালো লাগে। বুঝে আসুক বা না আসুক মন চায় খালি পড়ে যাই।

বিশ্লেষণঃ অসুবিধা নেই। কিন্তু নিজের মনগড়া কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করবেন না।

প্রশ্নঃ গত পরশু এই অধম ঘুম থেকে জেগে উঠার পর মুখে এই ইসমে পাক চালু ছিল- 'আল্লাহু জামীলুন ওয়াহুওয়াল জামালু'। এ বিষয়টির ব্যাখ্যা ও স্বপ্নটির তা'বীর জানতে চাই। (এরপর যিকির শোগল সম্পর্কে আলোচনার পর শেষে লিখেছেন) যেহেতু অধিকাংশ সময় দোকানে বসি সেখানে সব রকমের মহিলা চোখের সামনে দিয়ে চলাফেরা করে। প্রথমবার দৃষ্টি পড়লে শান্তি হয় না, মন চায় যে তাকে আবার দেখি কিন্তু তখন ইচ্ছা করে দৃষ্টি অবনত করে ফেলি। এর প্রতিকার জানতে চাই।

জবাবঃ আপনি শেষে যা লিখেছেন সেটা আপনার রোগের চিকিৎসা বা প্রতিকার। অর্থাৎ আপনাকে বলা হয়েছে যে, যখন কোনো সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হবে তখন ঐ হাদীসের বক্তব্য কল্পনা করুন এবং এভাবে ধ্যান করুন যে, প্রকৃত সুন্দর তিনি (আল্লাহ্), অন্য কারো দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিৎ নয়। হাদীসের দ্বিতীয় অংশ (প্রকৃতপক্ষে) ইউহিব্বুল জামাল (অর্থাৎ তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন) কিন্তু আপনার স্বপ্নে ভুলভাবে 'ওয়াহুয়াল জামালু' আসাটা কল্পনাশক্তির একটি ভ্রান্তি। এতে ইংগিত রয়েছে যে, তিনি ভেতরের সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। আর সেই ভেতরের সৌন্দর্য গুনাহের মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যায়। অতএব গুনাহ্ থেকে দূরে থাকা উচিৎ। এই বিষয়গুলো যদি আপনি ধ্যান (মুরাকাবা) করেন তাহলে নফসের ঐ চাহিদা দূর হয়ে যাবে।

* * *

হালঃ পথে ঘাটে কোথাও যখন কুদৃষ্টি (হারাম দৃষ্টি) হয়ে যায় তখন নিজের দিলকে বলি- হে দিল! তুই যদি নিজেকে হারাম দৃষ্টিপাত থেকে বাঁচাতে

www.islamfind.wordpress.com

পারিস তবে সেটা হবে তোর বিরাট বড় কারামাত। বরং লক্ষ কোটি কারামাতের চেয়েও অধিক মর্যাদার। তখন আরিফীনের (আল্লাহ্ ওয়ালাদের) এই উক্তি মনে পড়ে যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা ইস্তিক্বামাত চান আর আমরা দৌড়াই কারামাতের পিছে। আল্লাহ্র ফযলে এভাবে খুব সহজে নিজেকে বাঁচিয়ে নেই। উপরোক্ত চিন্তা-ভাবনা গুলো সহীহ কিনা?

বিশ্লেষণঃ একদম সহীহ। আল্লাহ্-তায়ালা ইল্‌ম ও ফাহমে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় আরো বরকত দান করুন।

* * *

হালঃ এই অকর্মা হযরতের তাওয়াজ্জুহের বরকতে যদিও সাধারণ তুচ্ছ কাজে ব্যস্ত থাকি কিন্তু এই দেশে (ভারতে) কাফেরদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস, চাকরী-বাকরীর ক্ষেত্রে অর্পিত নানান অপছন্দীয় কারবারের কারণে নিজের করুন হালতের কথা যতই চিন্তা করি, অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। আসল তো কোথায় নকলেই জীবন ভরা। নামায, নাওয়াফেল ও যিকির তো একেবারেই সামান্য। এই অপছন্দনীয়তা এবং গুনাহের মধ্যে জর্জরিত থেকে জীবনটাই পার করে দেওয়া- এরূপ হালতে জীবনের কী ছাই কল্যাণ হবে! ভাবনা ও ইচ্ছাগুলো যেহেতু বারবার হযরতের কাছে আরয করেছি তাই আবারও শ্রবনেন্দ্রিয়কে বিরক্ত করা। অনুচিৎ মনে করে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দিয়ে হযরতের কাছে দুআর জন্য নিবেদন করছি।

পরের প্রসঙ্গটি এই যে, গতরাতের শেষ প্রহরে স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নের সব কিছু ভালোভাবে মনে নেই, তবে এতটুকু মনে আছে যে, হুযূর সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন সঙ্গে ছিলেন খাতুনে জান্নাত (ফাতিমা রা.) এবং যতদূর সম্ভব হযরত উসমান রা.ও উপস্থিত ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সিনামুবারক থেকে সামান্য কাপড় সরিয়ে সাহেবজাদীর দিকে আঙ্গুলি মুবারকের ইশারায় ইরশাদ করছেন যে, এদিকের (ডানদিকের) সিনাতো তাঁদের (এই ইংগিত দুই ইমাম হাসান ও হুসাইন রা. এর প্রতি বুঝা গেল, যদিও তাদের দুজনের সেখানে উপস্থিতির ব্যাপারটি স্মরণে নেই) আর এদিকেরটা (বামদিকের) এঁর। (এই ইংগিত হযরত উসমান রা. এর দিকে।) এই হযরতদের চেহারা মুবারক ভালোভাবে দেখার সৌভাগ্যও হয় নি এবং এখন সেটা স্মরণও নেই। এরপর তাৎক্ষনিক ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং এখন পর্যন্ত এই বিস্ময়ের ধাক্কা

www.islamfind.wordpress.com

কাটল না যে, আমার মতো পাপী আর এতবড় সৌভাগ্য! যদি এ কথাটি জানা না থাকত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূরত শয়তান ধারণ করতে পারে না তাহলে আমি অপদার্থের কাছে এই স্বপ্নকে মনে হত নিছক কল্পনা। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্! ঐ বক্তব্য মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। এজন্য এই সৌভাগ্য অর্জন হওয়াতে কখনো আনন্দিত হচ্ছি আবার কখনো নিজের বদ আমলীর ব্যাপারে ভীষণ আফসোস হচ্ছে। নামাযের অবস্থা এই যে, সারা দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনা বিশেষ করে কৃষক ও জায়গীর সম্পর্কিত জমিদারীর ব্যাপার দিনভর যা নিয়ে ব্যস্ত ও মগ্ন থাকি, সব ঐ সময় গড়বড় করে দেয়। একই অবস্থা হয় তাহাজ্জুদ, অন্যান্য নাওয়াফিল ও যিকিরের সময়। নিজের এই অবস্থায় আমি খুবই বিরক্ত। এমনি এমনি ইচ্ছা জাগে যে, সারাক্ষণ নির্জনে বসে নিজের বদ আমলীর প্রতি আফসোস করতে থাকি। দীর্ঘকাল নিয়ন্ত্রণহীন দৃষ্টিপাতের গুনাহে জড়িয়ে রয়েছি, যদিও আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতার বিষয় এই যে, এই দৃষ্টিপাতের সঙ্গে অন্তত কলব ও চোখের ব্যাভিচার থেকে বেঁচে আছি। কিন্তু এই হঠাৎ দৃষ্টি এবং তাতে মজা পাওয়া এটা তো ঐ আপদেরই পূর্বাভাষ। আল্লাহ্ তাআলার শোকর যে, হুযূরের কল্যাণে ঐ রোগ বর্তমানে পূর্বের তুলনায় অনেক কম। পূর্বে অবস্থা ছিল এই যে, প্রত্যেক মহিলার দিকে এমন কি গবাদি পশু ও অন্যান্য জীবের বিশেষ স্থানের প্রতি দৃষ্টি করতে বারবার মন চাইত। যার কারণে বারবার দৃষ্টি পড়েও যেত। এখন আল্লাহ্‌র রহমতে পড়তে যাওয়া দৃষ্টিকে কেউ ফিরিয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিনত করে নেই। কিন্তু নিজের স্ত্রী এবং তার সঙ্গে সহবাসের চিত্র বেশিরভাগ সময় কল্পনায় ঘুরপাক খেতে থাকে। যেহেতু এটা আপন স্ত্রী ও তার সঙ্গে যাপিত হালাল অবস্থার কল্পনা, সেহেতু এটা থেকে বাঁচার খুব বেশি চেষ্টা করি না। জানি না এটা উচিৎ কিনা। দুআর আবেদন রইল যে, এই মগ্নতার পরিবর্তে যেন আল্লাহ্‌র ইয়াদ ও যিকিরের মগ্নতা নসীব হয়।

বিশ্লেষণঃ প্রিয়তম, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আপনার চিঠির প্রতিটি বর্ণ আমি মনোযাগ দিয়ে পড়েছি। জবাব পেশ করছি। রোজগার ছেড়ে দিলে আরো বেশি অন্ধকারের আশঙ্কা রয়েছে যা আয়-উপার্জনের অনিশ্চয়তার কারণে দেখা দেয়। এই অবস্থার ভেতর দিয়েই যতটা সম্ভব করতে থাকুন। ত্রুটি হয়ে গেলে ইস্তিগফার করে নিন। স্বপ্ন অত্যন্ত মুবারক। আমলের ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষেত্রে কি আল্লাহ্‌র রহমত হতে পারে না? আজে-বাজে চিন্তা-ভাবনা থেকে কার নামায মুক্ত। সাধ্যমতো কলবকে হাজির রাখার চেষ্টা করতে হবে।

www.islamfind.wordpress.com

ত্রুটি হয়ে গেলে ইস্তিগফার করতে হবে। নজরের এলাজ হিম্মত ও আযাবের কথা ভাবা ছাড়া আর কিছু নয়। বিবাহিতা স্ত্রীর কল্পনা গুনাহ্ একেবারেই নয় এতে সন্দেহ নেই তবে সীমার বাইরে গেলে সেটা এমনই হবে যেমন পেটের অবস্থা হয় অতিরিক্ত ঘি খেলে।

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্!! হযরত আকদাসের নেক দৃষ্টির বরকতে সিফাতে যমীমা যেমন হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত ও লোভ থেকে পূর্নাঙ্গ রূপে দূরে থাকছি কিন্তু সম্পদের মোহ (হুব্বে মাল) এখনো পর্যন্ত পূর্বের মতোই রয়েছে। এছাড়া লাগামহীন দৃষ্টির রোগও দূর হয় নি। এইরোগ দুটি দূর হওয়ার জন্য হুযূরের কাছে দুআ ও দাওয়ার প্রার্থনা জানাচ্ছি।

বিশ্লেষণঃ দৃষ্টিপাত তো এখতিয়ারী বিষয়, হিম্মত করে এ থেকে দূরে থাকুন। হুব্বে মাল কোন্ অর্থে সম্পদের প্রতি আকর্ষন না কি আর্থিক কর্তব্য (হুকূকে ওয়াজিবা) পালনে প্রতিবন্ধকতা?

* * *

হালঃ এই নরাধমের অনেক দিনের মরয সুন্দরীদের প্রতি তাকিয়ে থাকার আকাঙ্ক্ষা। ইতিপূর্বে এটা একটু একটু করে বৃদ্ধিই পাচ্ছিল কিন্তু আল্লাহ্র মেহেরবানী হুযূরের বরকতে এখন সেটা অনেক কমে গেছে। এরূপ ক্ষেত্রে দৃষ্টিকে সরিয়ে নেই কিন্তু মাঝে মাঝেই নফ্স গালেব হয়ে যায়। কিন্তু তাৎক্ষণাত সাবধান হয়ে যাই এবং তওবা, ইস্তিগফার পড়ে নেই। এক্ষেত্রে আমার ধারণায় মূল রোগ এই যে, আমার ভেতরে এমন একটি আকাঙ্ক্ষা লুকানো আছে যে, সুন্দরী মহিলারা আমাকে দেখুক, আমার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক। এজন্য নফস চায় যে, আমি যেন এমন পথ দিয়ে চলাফেরা করি যে পথে সুন্দরী মহিলারা আমাকে দেখতে পাবে। নফসের চালবাজী বুঝতে পেরে বেশিরভাগ সময় আমি ঐ রূপ পথ পরিহার করে চলি। কিন্তু অবাধ্য নফস কখনো প্রবল হয়ে উঠে এবং সেই পথে নিয়ে যেতে চায়।

বিশ্লেষণঃ এখতিয়ারী বিষয়ের এলাজ হিম্মত, সাহস ও সংকল্প ছাড়া কী হতে পারে? অবশ্য ঐ হিম্মত ও সাহসকে বলবান করতে নিজের উপর কোনো জরিমানা নির্ধারণ করে নেওয়া ভালো। যখনই এরকম হয়ে যাবে একশ রাকাত নফল নামায পড়ে নেবেন।

হালঃ বেশিরভাগ সময় মন এটা কামনা করে যে, পরিধেয় পোশাক যেন খুব পরিচ্ছন্ন থাকে। আমি সর্বদা পরিস্কার থাকি। যখন পোশাক পরিবর্তন করে

www.islamfind.wordpress.com

নূতন পোশাক পরি তখন মন চায় যে, সকলেই আমাকে দেখুক, বিশেষভাবে মহিলারা।

বিশ্লেষণঃ এর এলাজ এই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে নোংরা পোশাক পরবেন।

হালঃ কখনো এমন হয় যে, নিজের চেয়ে খারাপ আর কাউকে মনে হয় না। কখনো আবার নফস নিজেকে অন্যের উপর প্রাধান্য দেয়। তবে আলহামদুলিল্লাহ্ তৎক্ষনাৎ সতর্ক হয়ে যাই এবং নিজের পাপসমূহের কথা স্মরণ করি। এতে নিজের ঐ প্রাধান্যের ধারণা দূর হয়ে যায়। নিজের রোগ ব্যাধির কথা কত আর লিখব। শুধু হযরতের বরকতময় যাতের কাছে প্রত্যাশা এই যে, আমার কিশতীকে কূলে ভিড়িয়ে দেবেন। নতুবা আমার নাজাতের কোনো পথ নেই।

বিশ্লেষণঃ আমার কাছে যদি না থাকেন তাহলে আমার মধ্যে কোনো আছর থাকলেও আপনার কাছে পৌঁছুবে না।

* * *

হালঃ মূল ব্যাধিটাও অনেক কমে এসেছে। হঠাৎ হঠাৎ কোনো গায়রে মাহরামের প্রতি চোখ পড়ে যায়। এর কাফ্ফারার উদ্দেশ্যে অন্যান্য ওয়াক্তে ফুরসত না পেলেও মাগরিবের নামাযের পর প্রতিদিন ছয় রাকাত নফল পড়ার নিয়ম করে নিয়েছি।

বিশ্লেষণঃ এতে লাভ কম হবে। জরিমানার নফল নামায নির্ধারিত মা'মুলের বাইরে হওয়া উচিৎ কেননা স্থায়ী মামূল দ্বারা নফসের শাস্তি হয় না। কারণ নফ্স বলে- এটা তো সর্বাবস্থায় আদায় করাই লাগত। হারাম দৃষ্টি হোক বা না হোক। তাহলে আর ঐ দৃষ্টি ছাড়ব কেন? নফ্স এটাও বলবে যে, এর দ্বারা তো কাফফারা আদায় হয়েই যাবে তাহলে কেন বিরত থাকব। পৃথকভাবে আদায় করার দ্বারা যেহেতু ঐ আদায়টা কষ্টকর হবে, ঐ কষ্টের কারণে নফস হারাম দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকবে।

* * *

হালঃ লাগামহীন দৃষ্টি সম্পর্কে সম্ভবত শুধু এতটুকু আরজ করাই যথেষ্ট হবে যে,

لختے بر دار دل گزار دہر کہ زویشم - من قاش فروش دل صد پارۂ خویشم

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ– সুন্দরী যেই সামনে দিয়ে যায়, প্রেমিক হৃদয় তার পিছু নেয়।
প্রেমের ফেরিওয়ালা আমি, শতভাগ হয়েছে হৃদয় কি করি উপায়!

এ ব্যাপারে যদিও এতটুকু অবশ্যই করে থাকি যে, যখনই কারো প্রতি দৃষ্টি পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে জবরদস্তি সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেই, অতিদ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করি এবং ইস্তিগফার করি। কিন্তু এরপরও মনের চাহিদা এতবেশি থাকে যে, আল্লাহ্ মাফ করুন। কখনো এমনও হয় যে, একবার দৃষ্টি পড়ার পর সেই দৃষ্টিই আরো দু-চার সেকেন্ড চালু থেকে যায়, যখন হুঁস হয় তখন দৃষ্টি সরিয়ে তওবা করে নেই। কিন্তু এই দৃষ্টি হয়ে যাওয়ার কারণে খুবই কষ্ট হয়। খুব পেরেশানিতে আছি এটা নিয়ে। জানি যে, তওবা, ইস্তিগফার করে নিয়েছি এরপরও দিল সাফ হয় না। এতে মনে হয় যে, এখনো মনের মধ্যে সেই পঙ্কিলতা রয়ে গেছে। নতুবা ইস্তিগফার দ্বারা তো দিল সাফ হয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল। এই কথা ভেবে দিল আরো বেশি পেরেশান হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ ইস্তিগফার এর মাধ্যমে এতদ্রুত দিল সাফ হয় না। বরং সামনে যখন এই ধরনের ক্ষেত্রে কয়েকবার নফসের নিয়ন্ত্রণ হবে তখন এর নূর দ্বারা দিলের পরিচ্ছন্নতা পূর্ণ হয়ে যাবে। এর জন্য দরকার মজবুত হিম্মত।

হালঃ হালত এই যে, ওয়াস্ওয়াসা খুব আসে। যদিও ওয়াস্ওয়াসা শুধু মনের সংশয়ের পর্যায় পর্যন্ত ক্ষতিকর নয় কিন্তু এর ধারা সামনে বাড়তে থাকে এবং ভ্রান্তচিন্তার রূপ নেয়। এজন্য এগুলো শুধু ওয়াস্ওয়াসার স্তর পর্যন্ত সীমিত থাকে না। তবে আমার যখন মনে পড়ে যায় আরে--- এটা কী করছি, ওয়াস্ওয়াসাকে সামনে এগিয়ে নিচ্ছি, এটাই তো পাপ- এরকম মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থেমে যাই এবং তওবা করি। সমস্যা এই যে, এই মনে পড়াটাই কম ঘটে। এজন্য এটা নিশ্চিত যে, ওয়াস্ওয়াসা গুনাহের স্তরে পৌঁছে যায়। হযরতের কাছে দুআ প্রার্থী আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাকে এ থেকে নাজাত দান করেন।

বিশ্লেষণঃ দুআ করছি। যে তাদবীর আপনি করছেন সেটা যথেষ্ট। বারবার করার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ্ মনে হওয়াটা জলদি জলদি হতে থাকবে। এরপর এটাই আপন হাল হয়ে যাবে। এটা আল্লাহ্র জন্য মোটেও কঠিন নয়।

* * *

হালঃ আমার হালত খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্! হুযূরের তাশরীফ আনার ফলে আবার উল্টে গেছে। হুযূরের মাওয়ায়েয রীতিমতো

www.islamfind.wordpress.com

মুতালাআ করি। তাতে খুব লাভ হচ্ছে কিন্তু বড় বড় দুটি ত্রুটি রয়ে গেছে। একটি হল রিয়া। দ্বিতীয়টি বলতে লজ্জা লাগে। কিন্তু গোপন করে কী লাভ! সেটা হল লাগামহীন দৃষ্টি। বাঁচার চেষ্টা করি কিন্তু এরূপ অবস্থা যদি আকস্মিক তৈরি হয় তবে দৃষ্টি দিয়ে গুনাহে আক্রান্ত হয়ে যাই। যদি ত্রুটি গোপন করতে থাকি তাহলে ইসলাহ কীভাবে হবে! হুযূরের তাওয়াজ্জুহ প্রয়োজন আমার জন্য হুযূর যা নির্দেশ করবেন তা করব ইনশাআল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ হিম্মত ও সাহস ছাড়া কোনো কাজ হয় না। লাগামহীন দৃষ্টির মূল এলাজও এটাই। যে সময় এ ধরনের মওকা তৈরি হবে তখন এই চিন্তা করুন যে, আল্লাহ্ তাআলা এই মুহূর্তেও আমাকে দেখছেন। যদি আমার পীর আমার এই পাপাচার দেখতেন তবে তাঁর সম্মুখে এরূপ দুঃসাহস কখনোই আমি দেখাতে পারতাম না। তাহলে আল্লাহ্র সামনে এরূপ দুঃসাহস দেখানো... তাছাড়া তিনি কিয়ামতের ময়দানে জিজ্ঞাসাও করবেন। যদি তিনি আমার এই বদ আমলের কারণে শাস্তির হুকুম দিয়ে দেন তবে আমার অবস্থা কী হবে? বারবার এরূপ চিন্তা করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ্ দৃষ্টির পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টায় সফল হতে পারবেন। আর রিয়া সম্পর্কে পরে কখনো মৌখিক আলোচনা করব।

* * *

হালঃ হুযূরের চিঠি পেয়েছি। এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে কিন্তু নিজের বদ আমল ও বদহাল এখনো পর্যন্ত হাল জানানোর অনুমতি দিচ্ছে না। গাফলত ও কম হিম্মতি, অলসতা ও সাহসহীনতা পূর্বের মতোই যথারীতি আছে, বরং আরো বৃদ্ধি পেয়ে আমাকে ধ্বংস করছে। তার উপর আবার লাগামহীন দৃষ্টি আরো বেশি জুলুমের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। অনেক চেষ্টা তাদবীর চালাচ্ছি কিন্তু এখনও সেই প্রথম দিনের মতো-

ہر شبے گویم کہ فردا ترک ایں سودا کنم - باز چوں فردا شود امروز را فردا کنم

(অর্থ- প্রতিদিনই বলে থাকি- ছেড়ে দিব কালকেই, কাল এসে গেলে বলি আগামী কাল অবশ্যই।)

আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার জন্য দুআ করবেন এবং এলাজের মাধ্যমে সাহায্য করবেন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ কী ছাই চেষ্টা তাদবীর চালাচ্ছেন! এর তাদবীর শুধুই হিম্মত যা এখতিয়ারী, এটাই যদি করতে না পারেন তবে দয়া করে আমার কাছে যেন চিঠি না লিখা হয়। এই কষ্ট আমার সহ্য হয় না।

হালঃ অধম হারাম দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য দিনের বেশিরভাগ সময় গ্রামের বাহিরে থাকি। এ সময়ের মধ্যে যোহর ও আছরের নামায জামাতে আদায় করা সম্ভব হয় না। যেহেতু মসজিদের সামনে একেবারে নিকটেই পানির পুকুর আর সেখানে এই দুই নামাযের সময় মহিলাদের ভিড় হয়। এ কারণে সতর্কতামূলক সমজিদে যাই না, যেন কোনো ফেৎনায় না পড়ি। হযরত! জামাত ছুটে যাওয়ার কারণে সীমাহীন কষ্ট পাচ্ছি। উভয় সঙ্কটে আছি। আমার করণীয় কী মেহেরবানী করে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ ঐখানে জামাত মুআক্কাদাহ (জরুরি) নয়।

* * *

হালঃ অধমের হালত এই যে, আমি দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি থেকে হুযূরের খিদমতে হাজির হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছিলাম কিন্তু যখনই ইচ্ছা করি তখনই এমন কিছু বাধা এসে যাচ্ছে যাতে আমি অপারগ হয়ে যাচ্ছি। এ ব্যাপারটি পূর্বের চিঠিতেও হুযূরকে জানিয়ে ছিলাম। আজ যখন ঘর থেকে বের হয়েছি অনেক বাধাই সামনে এসেছিল কিন্তু একটি বিশেষ কারণে বাধ্য হয়ে রওনা হয়েছি। বিশেষ কারণটি এই ঘটেছে যে, কয়েকদিন থেকে স্বভাবকে শাসন করে অযীফা আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলাম। একদিন বাড়িতে মামলা-মকদ্দমার কাগজ-পত্র তালাশ করছিলাম। আমারই ঘরের অন্য একটি কামরায় সেগুলো ছিল। সেখানে হঠাৎ এসে হাজির হল আমার নিকট আত্মীয় এক বোন। সে এসেই বলল- আমার স্বামীর কাছে একটি চিঠি লিখে দাও। (আমার মাও তখন আমার পাশেই উপস্থিত ছিলেন) সঙ্গে সঙ্গেই আমার মন বলল- ওকে নিষেধ করে দে, বল যে, আমার সময় নেই। কেননা তোর মা উপস্থিত থাকলেও যেহেতু উনি চোখে কম দেখেন, সেই সুযোগে নফস তোকে ধোকায় ফেলে দিতে পারে। নফসের কোনো ভরসা নেই। পাশাপাশি আমার এটাও মনে আসল- এমন কী ধোকা দেবে, চলো বেচারী যখন এসেই পড়েছে অকারণে ঝামেলা না করে চিঠিটা লিখেই এ বিষয়ের ইতি টেনে দাও। আরেকটি ব্যাপার দীর্ঘদিন থেকে আমার মনের মধ্যে ছিল, সেটা এই যে, নফসের উপর তোমার খুব নিয়ন্ত্রণ আছে, কোনো গায়রে

www.islamfind.wordpress.com

মাহরাম তোমার পাশে শুয়ে থাকলেও তোমার মধ্যে কোনো ওয়াস্ওয়াসা আসবে না। নানান চিন্তার পর অবশেষে আমি চিঠি লিখতে শুরু করে দিলাম। চিঠির মাঝামাঝি এসে মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে এই চিন্তা জাগল যে, মেয়েটিকে একটু পরীক্ষা করে দেখি যে, সত্যিই কি সে খারাপ নাকি লোকেরা মিথ্যা বদনাম করে। তখন এটাও মনে হল যে, একাজ করা কি আমার জন্য জায়েয হবে? কিন্তু বিবেকের উপর এমন পর্দা পড়ে গেল যে, নফস বলতে থাকল- আরে তুমি তো আর শাহওয়াত পূরণ করছ না, তোমার তো নিয়ত তার পরীক্ষা নেওয়া। সুতরাং তাকে চুমুর প্রস্তাব দাও। সে যদি খারাপ হয় তাহলে রাজী হয়ে যাবে। তুমি তখন চুমু দিয়ো না, নাজায়েয কেন হবে? এই সব চিন্তা-ভাবনা করে আমি তাকে প্রস্তাবটি দিয়ে ফেললাম। কিন্তু আল্লাহ্র লক্ষ লক্ষ শোকর যে, সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে এই ভাবনা এল (হুযূরের কিতাবদি পড়ার কল্যাণেই এটা হল) এই নফস নেকীর আবরণে আমাদের নাফরমানীতে লিপ্ত করে দিতে চায়। এই কারণে বিদ্যুৎ গতিতে আমি সেখান থেকে সরে পড়লাম। চিঠি অপূর্ণই থাকল। এরপর আমি অনেক তওবা ইস্তিগফার করলাম কিন্তু মনের মধ্যে ভীষণ সংকোচ ও বাধা রয়ে গেছে। অযীফাসমূহ আদায় করতে একদম সাহস পাচ্ছি না। এবার আমি অঙ্গিকার করলাম যে, আর কখনোই নিজেকে, নফসকে বিশ্বাস করব না। এরপর আল্লাহ্ তাআলার বিরাট অনুগ্রহ আমার প্রতি হল এভাবে যে, ঐ মেয়েটির সঙ্গে সেদিনই আমার স্ত্রীর ঝগড়া হল। কারণ মেয়েটি পাশের কোনো বাড়িতে গান গাচ্ছিল। আমার স্ত্রী একারণে তাকে খুব মেরেছে। এর ফলে আমার বাড়িতে তার আসা বন্ধ হয়ে গেল। আমার স্ত্রী মেয়েটির গান গাওয়া ও তাকে প্রহারের কারণে আমাকে বলল- আমি অনেকদিন থেকেই সুযোগ সন্ধান করছিলাম যে, কোনোভাবে তার আসা বন্ধ করে দিব। আত্মীয়তার কারণে নিরুপায় ছিলাম। তাকে পিটানোর কারণে আমার খুব খুশী লাগল। আমি তাকে বললাম, এরকম মেয়ে আমাদের বাড়িতে আসার কোনো প্রয়োজন নেই। এখন নিবেদন এই যে, যা কিছু করেছি 'চিকিৎসকের কাছে রোগ গোপন করা যায় না এর ভিত্তিতে কসম করে বলছি, এর বাইরে আর কোনো কিছুই হয় নি। আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার জন্য মাগফিরাতের দুআ করবেন এবং এ দুআও করবেন যেন আল্লাহ্ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে অযীফা ও শোগলের হিম্মত ও শক্তি প্রদান করেন।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩০৫

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ভালো করেছেন যে, প্রকাশ করে দিয়েছেন। আশ্চর্য এই যে, সমঝদার হয়েও এভাবে নফসের পরীক্ষা নিতে গেলেন! নফসের কোনো ভরসা আছে? আল্লাহ্ বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন, তিনি আপনার কল্যাণ করেছেন। তবে যা হয়েছে তার জন্য ক্ষতিপূরণ জরুরি। সেটা এই যে, যতটা সময় যিকির ও শোগলে এখন ব্যয় হয়, তার সঙ্গে আরো আধাঘন্টা মিলিয়ে পূর্ণ সময় ধরে শুধু নাওয়াফেল পড়তে থাকবেন এবং যিকির ও শোগল- যা লয্যতের (মজার) বিষয়, একদম ছেড়ে দিন, আগামী দশই মহররম পর্যন্ত এভাবেই করতে থাকুন আর নফসকে বলে দিন যে, যখনই এরূপ অন্যায় করবি তোর ওপর এভাবেই নামাযের মুজাহাদা চাপিয়ে দিব।

হালঃ জনাব ওয়ালা! এ অকর্মা, অধম পূর্বে একবার নিজের বাতেনি মরযের (রোগের) কথা হযরত আকাদসের কাছে প্রকাশ করেছে। সেটা ছিল এই যে, 'নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য নারীদের চিন্তা দিলে আসে। যখন কোনো আজনবী মহিলার প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়, মনে মনে তার কল্পনা হতে থাকে, তাকে দেখতে ইচ্ছা হতে থাকে'। এর জবাবে হযরত ইরশাদ করেছিলেন- (এটা ত্যাগ করা কি আপনার এখতিয়ারী বিষয় নয়?) হযরত ওয়ালা! এটা ত্যাগ করা অবশ্যই এখতিয়ারী বিষয়। কিন্তু এই অধম, অকর্মা পূর্ণওয়াদা অঙ্গিকার করা সত্ত্বেও বজ্জাত শয়তান ও নফসের হামলায় পরাজিত ও অক্ষম হয়ে যাচ্ছি। এরই ভিত্তিতে হযরত আকদাসের কাছে ফরিয়াদ এই যে, কোনো কামেল নুসখা এবং এলাজ দ্বারা গোলামকে সাআদাতমান্দ করবেন।

বিশ্লেষণঃ সুবহা-নাল্লাহ কী বুদ্ধি! এখতিয়ারী বিষয়গুলোতে এখতিয়ার (ইচ্ছা ও ক্ষমতা) এর প্রয়োগই একমাত্র এলাজ। এটা হাতে থাকতেই আরো কি এলাজ দিতে হবে? এই এলাজে আপনার আপত্তি এবং অন্য এলাজের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। যদি অন্য এলাজও আপনার দুস্কর হয়ে যায় এবং সেখানেও আপনার একই রকম ওজর থাকে তবে তখন কী হবে? আমি শুধু এলাজ নির্ণয় করতে থাকব আর আপনি শুধু ওজর করতে থাকবেন, এই নাকি? শেষ কথা, যদি উক্ত এলাজ কাজে না লাগান তাহলে আপনার চিঠি পাঠানো নিষিদ্ধ।

প্রশ্নঃ অধমের আবেদন ছিল 'দৃষ্টির ক্ষেত্রে সতর্কতা নেই, এলাজ করুন' হযরত ওয়ালা বলেছিলেন- 'অসতর্ক দৃষ্টি এখতিয়ারী না গায়রে এখতিয়ারী (ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত) গায়রে এখতিয়ারী হলে আল্লাহ্ তাআলা দৃষ্টি অবনত করার হুকুম কেন দিয়েছেন আর যদি এখতিয়ারী হয় তাহলে এখতিয়ার

www.islamfind.wordpress.com

(ইচ্ছাশক্তির) এর প্রয়োগ ছাড়া আর কোনো কিছু কি আছে? যদি না থাকে তাহলে সেটার প্রয়োগ কেন করা হয় না?' হুযূরের কথা থেকে বোঝা গেছে যে, এটা এখতিয়ারী বিষয় এবং এর এলাজ এখতিয়ারের প্রয়োগ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এখতিয়ার (ইচ্ছাশক্তির) প্রয়োগের হিম্মত হয় না, গুনাহ্ হয়ে যায়। হিম্মতের মধ্যে শক্তি ও দৃঢ়তা নেই, এর তাদবীর কী করব?

জবাবঃ শক্তি ও দৃঢ়তা আসবে এখতিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমেই। তাছাড়া প্রয়োগের ক্ষেত্রে শক্তির প্রয়োজন নেই, হিম্মতের প্রয়োজন। সেটা কৃত্রিম কিংবা কষ্টকর হলেও। তালিবে ইলমের ইলমী যোগ্যতা কোথা থেকে আসে? ইলমের ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে। সেখানেও (ইলমের ক্ষেত্রেও) যদি প্রতীক্ষায় থাকা হয় সেই সে শক্তির যা অর্জিত হবে ইলম এর ব্যবহারের পর (অর্থাৎ পড়াশোনা, গবেষণা ও পুনরালোচনার মাধ্যমে) তাহলে পরিণতি মাহরূম হওয়া ছাড়া আর কী হবে?

সেটাকে (ইলমের ব্যবহারকে) তাকাল্লুফের সঙ্গেই এখতিয়ার করা হয়। আপনার এ ধরনের প্রশ্ন আমাকে ভীষণ দুঃখ দিয়েছে। কারণ আপনার সন্দেহ দ্বারা বুঝা যায় আমলের ইচ্ছাই নেই। ইন্না-লিল্লাহ্। এ ধরনের হালতে যেহেতু এরূপ দুঃখ আমার বরদাশ্‌ত হয় না সেজন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি আপনার চিঠিপত্র থেকে। দৃষ্টিনত রাখার হুকুম যিনি দিয়েছেন তিনিই কিয়ামতের ময়দানে জবাব দিবেন কথায় অথবা কাজে।

* * *

হালঃ অধম হযরতের খিদমতে আরয করেছিলাম যে, আগামীতে ইনশাআল্লাহ্ নিজেকে হারাম দৃষ্টি থেকে ফিরিয়ে রাখব, আলহামদুলিল্লাহ্ তারপর থেকে এখন পর্যন্ত ঐ গোনায় লিপ্ত হই নি। শুধু আকস্মিক দৃষ্টি পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে নেই এবং দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নেই।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। আল্লাহ্ তাআলা ইস্তিকামাত দান করুন।

* * *

হালঃ খিদমতে হাজির হয়ে যেই রোগের সম্পর্কে আরয করেছিলাম, সেই রোগের ক্ষতিপূরণের জন্য আপনি বলেছিলেন 'গযযুল বাছর' (দৃষ্টিনত করা) এর মুতালাআ (পড়াশোনা) করতে হবে। যখন থেকে এখানে এসেছি শুধু একবার মুতালাআ করেছি কিন্তু মাত্র একবারেই উপকার হয়েছে যে, রোগ

www.islamfind.wordpress.com

একেবারে ভালো না হলেও আরোগ্যের একদম কাছাকাছি চলে এসেছে। এখন আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে হুযূরের দুআর বরকতে এতটা নিয়ন্ত্রণ এসেছে যে, যদি আগ্রহ হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে পরাজিত করে ফেলি। আগ্রহ অবশ্যই হয় তবে হুযূরের দুআর বরকতে তার উপর গালিব ও বিজয়ী হয়ে যাই। হুযূর দুআ করবেন এই আগ্রহটাও যেন আল্লাহ্ তাআলা দূর করে দেন।

বিশ্লেষণঃ হারাম দৃষ্টির দুর্বল হওয়া এবং নির্মূল হওয়াটাও নির্ভর করে একটা মেয়াদ পর্যন্ত যেন তার উপর আমল না হয়, তাহলে এটা দুর্বল হয়ে যায়। যদিও আগ্রহ তখনও থেকেই যায়।

গর্ব ও অহংকারের এলাজ

হালঃ অধম কিছুদিন পূর্বে নিজের কিছু হালত জানিয়ে একটি পত্র হুযূরের কাছে পাঠিয়েছিলাম। যার জবাবে হুযূর জানিয়েছিলেন যে, যেভাবে কাজ করছেন, অভিযোগ দূর করার জন্য সেটাই যথেষ্ট। পেরেশান হবেন না, তাড়াহুড়া করবেন না। হুযূরের নির্দেশনামতো আমল করেছি এবং এখনো করে চলেছি, যার দ্বারা অনেক উপকার হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ভীষণ লজ্জাজনক একটি বিষয় যোগ হয়েছে, যেটা প্রকাশ করতে লজ্জা হচ্ছে। কিন্তু এভাবে হয়ত সেটা বাড়বে অথবা তাতে অন্য কোনো ক্ষতি হবে, এই চিন্তায় বিষয়টি না জানানোর কোনো উপায়ইও পেলাম না। বিষয়টি এই যে, কিছুদিন থেকে নিজের মধ্যে অহঙ্কারের নিশানা দেখতে পাচ্ছি। অল্প বয়সের অথবা নিচের তালিবে ইলমদেরকে সালাম দিতে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা লজ্জা ভাব লাগে। পূর্বে খুব সহজে বেলা তাকাল্লুফ যে বিষয়গুলো করে ফেলতাম, যেমন তালিবে ইলম সূলভ চাল-চলন, লেবাস-পোশাক অবলম্বন ইত্যাদি সেগুলোই এখন বেশ কষ্টকর হয়ে পড়েছে। সেগুলো করতে এখন লজ্জাও লাগে। অধিকাংশ বিষয়ে নিজের মান-মর্যাদার চিন্তা প্রাধান্য পায় এবং এমন সব কাজের প্রতি আগ্রহ হয় যেগুলোতে নিজের স্বতন্ত্র মর্যাদা ফুটে উঠে।

বিশ্লেষণঃ মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এতটুকু যে, আখলাকে রযীলার (নিন্দনীয় স্বভাবগুলোর) চাহিদা মতো আমল করবে না। ঐ চাহিদাগুলোই নির্মূল বা দুর্বল করা, এর জন্য মানুষ মুকাল্লাফও নয় এবং এটা করা সহজও নয়। এছাড়া তালিবে ইলম হওয়ার কারণে এর জন্য প্রয়োজনীয় সময়

www.islamfind.wordpress.com

দেওয়াও আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আপনি যেটুকুর মুকাল্লাফ সেটুকুতেই আপাতত তুষ্ট থাকুন অর্থাৎ দিলের মধ্যে বিশ্বাস রাখুন যে, আমি সকলের চেয়ে অধম, সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এই বিশ্বাস পোষণ করতে সহায়ক হবে যদি নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো সর্বদা মনে রাখেন আর যাকে তুচ্ছ মনে হবে, তাকে খুব সম্মান করবেন এবং মনের বিরুদ্ধে তাকে সালাম করবেন। সেটা যতই অসহ্য মনে হোক। অসহ্য মনে হওয়া গায়রে এখতিয়ারী বিষয়, এর জন্য আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। কিন্তু বাহ্যিক সদাচরণটাই এখতিয়ারী। এক্ষেত্রে ত্রুটি হলে আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে। ইনশাআল্লাহ্ এতে মূল সমস্যটাও কেটে যাবে।

আনন্দ ও প্রশান্তি উজব নয়

হালঃ মাগরিবের নামাযের পর প্রায়ই অল্প সময় বসে নিজের কুকর্ম সম্পর্কে চিন্তা করে আফসোস ও অনুশোচনা অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দুই জাহানের কল্যাণ প্রার্থনা করে থাকি। এই সময় বেশিরভাগই মন কোমল ও আর্দ্র হয়ে থাকে। যা তাকাল্লুফের সঙ্গে করে থাকি। কিন্তু ইহার পরে মনের মধ্যে এতমিনান ও প্রশান্তি, ফারহাত ও আনন্দ অনুভূত হয়। আমার ভয় এখানেই, এটা উজব বা নফসের কোনো প্রতারণা নয় তো?

বিশ্লেষণঃ না, সে রকম কিছু নয় বরং এটা মুবারক হাল।

হালঃ যদিও আমলের ক্ষেত্রে নিজের দুর্বলতা ও অকর্মন্যতার কথা সর্বদা মনে থাকে, তা সত্ত্বেও হুযূরের কিতাবাদি ও ওয়ায থেকে জেনেছি যে, নফসের চক্রান্ত ভীষণ গভীর হয়ে থাকে। এ কারণে আমার মধ্যে কোমলতা তৈরি হলে চিন্তা হয় যে, এটা নফসের চক্রান্ত হতে পারে। নফসের গোপন চাহিদা এমন হতে পারে যে, উপস্থিত ব্যক্তি যেন আমাকে ভালো ও বুযুর্গ মনে করে, অথচ দিল থেকে আমি কখনোই এটা কামনা করি না।

বিশ্লেষণঃ ওয়াস্ওয়াসা করবেন না।

ইশ্ক এর এলাজ

হালঃ নিবেদন এই যে, ১৯০১ খ্রি. আমাকে শিমলা যেতে হয়েছিল। পথে একদিন সকালে এক পাগল ফকিরের দেখা পেয়েছিলাম কিন্তু সেই মুহূর্তে মনের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হওয়াতে আমি তার দিকে অগ্রসর হলাম না, তার

www.islamfind.wordpress.com

সঙ্গে সাক্ষাৎ- আলাপ কিছুই করলাম না। তিনি অবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করার কষ্টে আমার বুকের ডানদিকে ব্যাথা হল। তার মুখচ্ছবি আমার চোখে এবং বুকে যেন গেঁথে গেল। বারো বছর ধরে তার সেই ছবি আমার বুকের মধ্যে এক জ্বালা হয়ে আছে। সেই ছবি সারাক্ষণ আমার চোখে ভাসতে থাকে আর আমি শুধু আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলতে থাকি।

সেই দিনই বিকেলে পথে এক অসাধারণ রূপসী মহিলাকে দেখলাম, যিনি ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন। এমন সৌন্দর্য আমার জীবনে দ্বিতীয়বার দেখি নি। তাকে দেখার পর আমার দিল আমার হাতছাড়া হয়ে পড়ল। আমার বুকের বামদিকে ব্যাথা হয়ে গেল। মহিলা যখন হাঁসল, মনে হল- আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক ধরনের বিষের জ্বালা নেমে গেল। যার কারণে জ্বলতে থাকলাম, পুড়তে থাকলাম এবং এক উন্মাদনার রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলাম। ছয়মাস ধরে শুধু ঐ মহিলার চিন্তা-কল্পনা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। সারাক্ষণ তার হাসিমাখা চেহারা আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। অবর্ণনীয় এক কষ্টের বোঝা আমি বয়ে বেড়াচ্ছি। এই কষ্টের কারণে আমার চাকরিও ছুটেছে। নানান আশঙ্কায় ও ভয়ে ঐ মহিলার বাড়িতে আমি যাই নি। চাকরি ছেড়ে ঐ স্থান ছেড়ে আমরোহা চলে এসেছি। কিন্তু সেই কষ্ট আমার পিছু ছাড়ে নি। হে আমীরুল মুমিনীন! তার চিন্তা ও কল্পনা যেন আমর মন থেকে দূর হয়ে যায় এবং হুযূর সাওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশ্‌ক ও মহব্বত যেন নসীব হয়, সে রকম কোনো এলাজ বলে দিন।

বিশ্লেষণঃ আসসালামু আলাইকুম। নির্জন একটি সময় নির্ধারণ করে সেই সময়ে পাঁচশতবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর যিকির শুরু করবেন। যিকির করতে হবে এই ভাবে 'লা ইলাহা' বলার সময় ভাবতে হবে তার সম্পর্ককে কলব থেকে বের করে দিলাম এবং 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় ভাববেন আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতকে কলবের মধ্যে দাখিল করলাম। দ্বিতীয়- নিজের মউতের মুরাকাবা করবেন এই ভাবে, চিন্তা করবেন– দুনিয়া ছেড়ে আমাকে একদিন আল্লাহ্ তাআলার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। যদি তিনি এই ব্যাপারে প্রশ্ন করেন তবে কী জবাব দিব! আমার (এই পাপী) মুখ কীভাবে তাঁকে দেখাব! এরপর তার (মহিলার) মৃত্যুর মুরাকাবা করবেন এভাবে যে, একদিন সে মরে, পচে, গলে যাবে। ঐ দেহে পোকারা

www.islamfind.wordpress.com

কিলবিল করতে থাকবে। তার আকৃতি বিগড়ে যাবে এমনভাবে যে, কারো চোখে পড়লে ঘৃণায় নাক সিটকাতে থাকবে। এরপর সুযোগ মতো বেশি বেশি ইস্তিগফার করবেন। দুই সপ্তাহ পর আবার হালত জানাবেন। অবশ্যই এই চিঠি সঙ্গে পাঠাতে ভুলবেন না।

হালঃ আসসালামু আলাইকুম, নিবেদন এই যে, হুযূর যেভাবে দিক নির্দেশনা দান করেছিলেন, সে অনুসারে আমল করেছি। হুযূরের দুআ ও এলাজের বরকতে ঐ মহিলার চেহারার প্রতি আমার ঘৃণা তৈরি হয়ে গেছে। সারাক্ষণ তার ভাবনায় ডুবে থাকা থেকে আমার মন মুক্ত হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্।

অধিক কথা বলার এলাজ

হালঃ সঙ্গী-সাথী, মুরব্বি ও প্রিয়জনদের সঙ্গে একত্রে বসলে বেশিরভাগ সময় ফুযূল (অহেতুক) কথা বলা হয়ে যায়। স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ ও একাগ্রতার যে ত্রুটি ও ঘাটতি, মনে হয় সবই অধিক কথনের কুফল। সুতরাং জানতে চাই যে, এর জন্য আমার কী করণীয়। হুযূর! মেহেরবানী করে এমন পদ্ধতি বাতাবেন যেন এই মরয থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারি এবং অনিবার্য ও জরুরি কথা ছাড়া যেন অন্য কোনো কথা মুখ দিয়ে না বলি।

জবাবঃ অধিক কথা বলা রোগের এলাজ এই যে, নিজের নফসের বিরুদ্ধে কোনো একটি শাস্তি নির্ধারণ করে নেবেন। যেমন যখনই ফুযূল কথা বলা হয়ে যাবে এক আনা অথবা দুই আনা অথবা দুই রাকাত অথবা চার রাকাত, যা নফসের জন্য অতি সহজ না হয় আবার সাধ্যের বাইরে অতি কঠিনও না হয়, এমন কোনো কিছু নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নেবেন। ইনশাআল্লাহ্! খুব দ্রুত এই মরয থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

তওবা ভঙ্গের এলাজ

হালঃ নফস ও শয়তান সব সময়ই পিছে লেগে আছে। নফস কখনো কখনো এতো বেশি প্রবল হয়ে ওঠে যে, সগীরা তো কী করিবা গুনাহ থেকেও মুক্ত থাকা সম্ভব হয় না। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে অর্থাৎ নফসের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেলে ভীষণ অনুশোচনা ও অনুতাপ জেগে ওঠে। যার ফলে ভীষণভাবে সলজ্জ তওবা করি এবং ভবিষ্যতের জন্য পাক্কা এরাদা করে নেই যে, আর

www.islamfind.wordpress.com

কখনোই এ রকম অন্যায় কাজ হতে দেব না। আবার কিছুদিন পর এমন অবস্থা হয়ে যায় যে, আগের সংকল্পের কথা ভুলে যাই। আবারও তওবা করি আবারও ভুলি। এজন্যই আশা করছি হুযূর এই অধমের জন্য কলবী তাওয়াজ্জুহের সঙ্গে এমন দুআ করবেন অথবা হিম্মতে বাতেন (আত্মিক শক্তি) দ্বারা এমন প্রভাব ফেলবেন যেন নফস মুতমাইন (প্রশান্ত) হয়ে যায়। এবং গুনাহের প্রতি আগ্রহ একদম দূর হয়ে যায়। কেননা এ অধমকে ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে অনেক হয়রানী হতে হয়েছে। এখন মন চায়, এবার আল্লাহ্ তাআলা একটু রহম করুন এবং অধমকে কবূল করে নিন।

বিশ্লেষণঃ নফসের উপর ভারী কোনো জরিমানা চাপিয়ে দিন, ইনশাআল্লাহ্ উপকার পাবেন। আমার মতে তওবার পরে যখনই গুনাহ হয়ে যাবে, ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে চল্লিশ/পঞ্চাশ রাকাত নফল পড়ে নেবেন। এরপর আপনার অবস্থা সম্পর্কে আবার জানাবেন।

নাজায়েয ইশকের এলাজ

প্রশ্নঃ আমি এক মহিলার প্রেমে আসক্ত আবার এক দুনিয়া পূজারীর সোহবতে থাকি। পূর্বের চিঠিতে যে হালতের কথা জানিয়েছিলাম, এখনও একই হালত চলছে, যে হালতের নাম হযরত লিখেছেন কূবয।

জবাবঃ ঐ দুনিয়া পূজারীর সোহবত একদম ছেড়ে দাও। যদি তার সঙ্গে কোনো দুনিয়াবি অপরিহার্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে, তবে অন্তরের ঘৃণা (কলবী নফরত) নিয়ে অল্প অল্প মেলা মেশা করবে। ঐ মহিলা থেকে জাহেরি ও বাতেনি ভাবে দূরত্ব বজায় রাখো। জাহেরি দূরত্ব এই যে, তার সঙ্গে কথা বলবে না, তার আওয়াজ কানে যেতে দেবে না, তার দিকে তাকাবে না, তার ব্যাপারে কারো সঙ্গে কোনো আলোচনা-সমালোচনা করবে না এবং তার আলোচনা-সমালোচনা অন্য কারো মুখেও শুনবে না। বাতেনি দূরত্ব হল ইচ্ছাকৃতভাবে তার কল্পনা করবে না, যদি অনিচ্ছায় তার কল্পনা এসে যায় তবে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলার কাছে দুআও করতে থাকবে এবং আল্লাহ্র যিকিরে লেগে থাকবে মন বসুক বা না বসুক। মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী অবস্থার কথা ভাবতে থাকবে। পরবর্তী অবস্থা জানাবে।

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! ক্রমেই ঐ মহিলার ভালোবাসা দুর্বল হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ্ আরো বেশি উপকার পাবে।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩১২

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ হুযূরের হুকুম ও হিদায়াতমতো ইনশাআল্লাহ্ হিম্মত করে নফসের বিরুদ্ধে চলব।

বিশ্লেষণঃ এটাই হল সর্বাধিক জরুরি বিষয়।

প্রশ্নঃ কল্পনা করার চেষ্টা করি কিন্তু প্রত্যেকবার চেষ্টা কামিয়াব হয় না। মাঝে মাঝে যখন কল্পনা ঠিক হয় না তখন খুবই পেরেশানি বোধ করি। বুঝতেই পারি না যে, কল্পনা কে গভীর করার জন্য কী এবং কিরূপ চেষ্টা করতে হবে?

জবাবঃ সাধারণ কল্পনাই যথেষ্ট। এরজন্য খুব বেশি চেষ্টার প্রয়োজন নেই।

* * *

হালঃ হুযূরের হিদায়াত ও নির্দেশনামতো আমল করছি। হুযূর লিখেছিলেন জাযাউল আ'মাল মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়ে যেন আপনাকে জানাই। সে খবরটিই কয়েকদিন ধরে জানাতে চাচ্ছি। কিছুটা বিলম্ব হয়ে গেল। কিতাবটি কয়েকবার পড়েছি। লা-ইলা-হা ইল্লাহ এর যিকির যরবের সঙ্গে প্রতিদিন পাঁচশত বার করে করছি। হঠাৎ হঠাৎ ছুটে যায়। অন্যান্য বিষয় 'তাকাশ্‌শুফ' এর মধ্যে আলোচিত হিদায়াত অনুসারে আমল করছি। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে নিজের হালত আগের চেয়ে অনেক ভালো দেখছি। এগুলো সবই হুযূরের তাওয়াজ্জুহ ও নেক দুআর আছর। নতুবা আমার মতো গুনাহগার পাপীর এই মুবারক পথে আসতে পারার কথা নয়।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্, তাদবীরগুলি উপকারী প্রমাণ হল, আরো বহু জায়গায় এর উপকারিতা পাওয়া গেছে। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথার্থই বলেছেন, 'প্রত্যেক অসুখেরই ওষুধ আছে'।

হালঃ ঐ সবকিছু সত্ত্বেও এখনো যদি ঐ মহিলার কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায় তবে মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যায়, এক ধরনের আনন্দ ও মজাও পাওয়া যায়। তবে সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনোদিকে মনোযোগ দিয়ে ঐ চিন্তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করি।

বিশ্লেষণঃ এটা স্বাভাবিক (তবয়ী) বিষয়। মুজাহাদা-সাধনা দ্বারা এটা নির্মূল হয় না, শুধু দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র রহমতে যা আপনার মধ্যে হয়েছে। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যখনই ঐ পুরাতন স্মৃতি জেগে উঠবে সেটাকে একটুও অবহেলা না করে সঙ্গে সঙ্গে এলাজ করবেন, যেমন এলাজের কথা আপনি নিজেই লিখেছেন।

* * *

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩১৩

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ নিবেদন এই যে, এই অধম অপদার্থ দীর্ঘদিন থেকে হুযূরের কদমবুছি ও সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষায় ছিল। আল্লাহ্ তাআলার শোকর যে, এবার কানপুরে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে। হুযূরের খিদমতে অতিশয় নিচু হালত জানাতে ভয় ও লজ্জা লাগছিল এই ভেবে যে, না জানি কোনোভাবে বেআদবি হয়ে যায়, যার পরিণতি ধ্বংস ও বঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু চিকিৎসকের কাছে নিজের রোগের হালত না জানিয়ে রুগীর উপায় নেই। ভীষণ পেরেশান ছিলাম, এক পা এগিয়ে আরেক পা পিছিয়ে পড়ছিলাম। শ্রদ্ধেয়... সাহেব কর্তৃক হিম্মত ও সাহস প্রদানের ফলে কিছুটা সাহস বুকে পেয়েছি।

انہیں انہیں افسانہ غم ڈرتے ڈرتے - سنایا کچھ کہیں سے کچھ کہیں سے

(অর্থ- ভয়ে ভয়ে তাকে শুনিয়েছি মোর দুঃখ শোকের কাহিনী অল্প খানিক বলতে পেরেছি, শেষটা শোনাতে পারি নি।)

হুযূর যে দয়া করেছেন এবং যে সমবেদনা নিয়ে আমার অতিশয় নিচু হালত শুনেছেন তার শুকরিয়া আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। করিব ভাষায় শুধু এতটুকু নিবেদন করতে পারি

شکر نعمتائے تو چندانکہ نعمتائے تو

(তোমার দয়া ও নিয়ামতের পরিমান যত তোমার শোকরের পরিমানও তত।)

হুযূরের দরবার থেকে যেহেতু বিশদভাবে আমার হাল লিখে জানানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে, সেজন্য পূর্ণ আদবের সঙ্গে এই লেখা পেশ করার সাহস করছি। হুযূরের মুরব্বিসূলভ স্নেহের কাছে আশা করছি যে, বেয়াদবি ও গোস্তাখি মাফ করে দেবেন। কারণ আমার অজ্ঞাতে ভুল-ত্রুটি হতে পারে।

অধমের বয়স এখন চল্লিশ বছর। প্রথম জীবনের সিংহভাগ কেটেছে গুনাহের মধ্যে। বেশিরভাগ সগীরা অল্প-স্বল্প কবীরা গুনাহে আক্রান্ত হয়েছি। কিন্তু বারবার করার ফলে যেহেতু সগীরা গুনাহ্ও কবীরা হয়ে যায়, সেজন্য আমি নিজের সব গুনাহ্কেই কবীরা মনে করি এবং সেগুলোর কারণে খুবই লজ্জিত এবং খুবই অনুতপ্ত। নিজের গুনাহ্ সমূহের দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে মনে হয় জাহান্নামের আযাব আমার জন্য যথেষ্ট নয়। মনে হয় আমার মতো এমন নাফরমান গোলামের জন্য যদি শুধু জাহান্নামের আযাব দিয়ে শেষ করা হয় তবে সেটা হবে এক ভীষণ রহমতের ব্যাপার। হাশরের দিন যখন এইসব

www.islamfind.wordpress.com

গুনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে এই নাফরমান গোলামকে হাকীকী মালিক আল্লাহ্‌র সামনে পেশ করা হবে তখন কী অবস্থা হবে! এই কথা ভাবলে হৃদয় কেঁপে ওঠে। কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া কুফরী, তাই আবার আশায় বুক বাঁধি। নিজের সব গুনাহ থেকে অবিরাম তওবা করতে থাকি। ভীষণ লজ্জিত, অনুতপ্ত থাকি।

এখনকার এই পত্রের মাধ্যমে হযরতের কাছে নিজের নাফরমানি ও গুনাহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে অন্তরের অন্তস্থল থেকে রব্বুল ইয্যতের দরবারে তওবা করছি এবং পূর্ণ আদবের সঙ্গে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, হযরত আমার জন্য বিশেষ বিশেষ সময়গুলিতে দুআ করবেন যেন বারী তাআলা আমার গুনাহগুলো মাফ করে দেন এবং আমাকে নেক আমলের তাওফীক দান করেন এবং বুযুর্গানে দীনের তোফায়লে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করেন। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার এই মিনতি কবূল করবেন নতুবা পরিতাপ ও নৈরাশ্য আমাকে বরবাদ করে দেবে।

উপরোক্ত অবস্থা ছিল আমার জীবন-যৌবনের সূচনালগ্নের। এবার পরবর্তী হালত নিবেদন করছি। আমার বয়স যখন কুড়ির কাছাকাছি ছিল তখন বিশেষ একজনের দিকে আমার মনের টান ছিল। একটু বাড়তি মনোযোগ ছিল। কিন্তু (শরীয়তের আলোকে ভয়াবহ ব্যাপার হলেও) যেহেতু বয়সের চাহিদার বিচারে এটা নিতান্ত মামুলি ব্যাপার তাই প্রতিরোধ বা নিজেকে ফেরানোর কোনো চিন্তাই মাথায় আসে নি। 'যেন এটা কোনো বিষয়ই নয়'- এমন একটা ভাব তখন আমার মধ্যে ছিল। আজ যদি শব্দ সম্পর্কে এবং শব্দের অর্থ সম্পর্কে আমার জ্ঞান ভ্রান্ত না হয় তবে বলতে পারি যে, আমার প্রথম সেই মনের টান ও বাড়তি মনোযোগ থেকে শুরু হল আগ্রহ, আগ্রহ থেকে আকর্ষণ, আকর্ষণ থেকে ভালোলাগা, তার থেকে ভালোবাসা, সেখান থেকে প্রেম সবশেষে শুরু হল প্রেমের উন্মাদনা। এবার দেখুন দুর্দশা কাকে বলে, যেহেতু আমার সেই পরম কাঙ্ক্ষিতার জীবন অন্যপুরুষের সঙ্গে জাড়িয়ে ছিল সেজন্য আদব, লেহাজ, শরম এবং অন্যান্য সব প্রতিবন্ধকতা আমার সামনে এসে এমন এক অদৃশ্য দেয়াল খাড়া করে দিল যে, কখনো তাকে ভালোবাসার কথাটি জানানোর সুযোগও হয় নি। আমি সত্য বলছি সেই তখন থেকে এখন পর্যন্ত কোনো এক সেকেন্ড, এক মিনিটও এমন কাটেনি যখন তার ছবি আমার দিলের মধ্যে ছিল না। ঘুমের সময়টাকে সবাই হয়ত ব্যতিক্রম ভাববেন, হয়ত সেটাই সত্য কিন্তু আমি বলব ঘুমন্ত অবস্থাতেওআমার মুখে তারই নাম থাকত,

www.islamfind.wordpress.com

আমার দিলে থাকত তারই চিন্তা। একদিকে চোখ বন্ধ হত অন্যদিকে সেই চেহারা এসে হাজির হত মনের পর্দায়। প্রথমত আমার দুচোখে তখন ঘুমই ছিল না। যৎসামান্য ঘুম হলে সে ঘুমে তার স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু থাকত না। ঘুম যখনই আসত, তাকে ও তার ছবিকে সঙ্গে নিয়েই আসত। ঘুম যখনই ভাঙ্গত তার বিরহ চিন্তা মনটাকে বিষন্ন করে তুলত। হয়তবা আমার বিবরণে কিছুটা অতিরঞ্জন হচ্ছে। হতেও পারে, তবে অবস্থা ঠিক প্রায় এ রকমই। চেতনার বয়স থেকেই আমার মধ্যে ইবাদতের যওক ছিল খুব। যদিও একটা সময় পর্যন্ত রীতিমতো নামায আদায় হয় নি। রোযাও কিছু কিছু কাযা হয়েছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্! ধীরে ধীরে সবক্ষেত্রে পাবন্দি এসে গেছে কিন্তু সেই চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারি নি।

کبھی وہ اور کبھی اسکا رہا غم - غرض خالی دل شیدا نہ پایا

(প্রেমজলে ডুবে ছিল এই দিল এমনই, জলহীন ডাঙ্গায় তারে কখনোই দেখি নি।)

নফসকে বারবার মালামাত ও তিরস্কার করেছি, অনেক ভেবেছি, অনেক চিন্তা করেছি কিন্তু সব বেকার। তাকে ভোলার জন্য যা যা করেছি- বছরের পর বছর সেই মহল্লার দিকে যাই নি। মন থেকে তার চিন্তা দূর করার জন্য যত কিছু করেছি সব ব্যর্থ। প্রথমে বিয়ে করতে একদম মন চাইত না। মন বলত স্বাধীনভাবে জীবন কাটাব সেই তো ভালো কিন্তু পরে মনে হল- এই ইশ্‌ক মহব্বত সবই বয়সের দোষে হচ্ছে। যদি বিয়ে করে নেওয়া যায় তবে নিশ্চিত ধীরে ধীরে এই হালত দূর হয়ে যাবে। এছাড়া মা-বাবাও বিয়ের জন্য জোরাজুরি করলেন। বিয়ে হয়ে গেল এবং আল্লাহ্ তাআলা আপন অনুগ্রহে খুব নেককার একজন বিবি দান করলেন। শিক্ষিতা, সদাচারিনী এবং নামায, রোযা ও শরীয়তের পাবন্দ কিন্তু আমার অবস্থার একদম কোনো পরিবর্তনই হল না। আল্লাহ্ তাআলা তার ব্যাপক দয়াগুণে তিনটি পুত্র সন্তান দান করলেন। নয় বছর পরে বিবির ইন্তেকাল হয়ে গেল। যেহেতু সন্তান খুবই ছোট ছোট ছিল, তাদের লালন-পালনের চিন্তা এবং নিজের নফসের হিফাজতের দিক বিবেচনায় দ্বিতীয় বিবাহে বাধ্য হলাম। দ্বিতীয় বিবিও খুবই নেক ও ফরমাবরদার পেলাম। নামায, রোযার পাবন্দি ছাড়াও সকল দিক থেকেই ভালো। তার থেকেও তিন সন্তান হল, দুই পুত্র ও এক কন্যা। বিয়ে এবং সন্তান কোনোটাতে কোনো প্রভাব পড়ল না সেই মহব্বতের উপর। অবস্থা

www.islamfind.wordpress.com

পূর্বের মতোই রইল এবং দৈনন্দিন আরো অবনতি হতে থাকল। তখন ভাবলাম দূরে কোথাও চলে যাওয়া উচিৎ। কেননা একই মহল্লায় বসবাসের কারণে এক আধ বছরের মধ্যে হটাৎ কখনো মুখোমুখি হয়েই যেতে হয়। এই উদ্দেশ্যে আমি সেই মহল্লা ছেড়ে... চলে গেলাম। এরপর সেখান থেকেও... গেলাম। দীর্ঘকাল সেখানে থাকলাম। বেশ কয়েক বছর নিজের জন্মভূমিতে গেলাম না কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টা যেই উদ্দেশ্যে করা সেটা হাসিল হল না। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। জানি না এ কী আপদ আমার উপর চাপল, যা আমার দীনকেও বরবাদ করল দুনিয়াকেও। দুনিয়ার কোনো কিছুর প্রতিই কোনো আগ্রহ থাকল না। হৃদয় থেকে আনন্দ চিরতরে বিদায় নিল। দুঃখ, শোক ও বিষন্নতা সার্বক্ষণিক রোগের মতো হয়ে থাকল। হঠাৎ হঠাৎ দু-একদিন দিলের বে-চাইনি ও অস্থিরতা এতো বেড়ে যায় যে, কোনোভাবেই নিজেকে শান্ত রাখতে পারি না। এরপর সেটা ধীরে ধীরে কেটে যায়। সবখানে, সবকিছুতেই শুধু তাকেই দেখি। না স্ত্রীর প্রতি মহব্বত না সন্তানদের প্রতি স্নেহ। দিনরাত মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাস যে চিন্তাটা সেটা তারই ভাবনা। দীর্ঘকাল থেকে মহান স্রষ্টার দরবারে দুহাত পেতে ভিক্ষা চাই আয় কাদিরে মুতলাক (হে সর্বশক্তিমান) হয়ত তার ভালোবাসা দিল থেকে একদম দূর করে দাও অথবা অন্য কোনো ব্যবস্থা কর অথবা মৃত্যু দান কর যা আমাকে এই সকল যন্ত্রণা থেকে চিরমুক্তি দেবে। বারবার আত্মহত্যার কথা মনে হয়েছে কিন্ত আল্লাহ্‌র ভয় এসে প্রতিবন্ধক হয়েছে। আজ পর্যন্ত কারো কাছেই আমার এই খবর, এই হালত প্রকাশ করি নি। এই প্রথম হুযূরের কাছে বিষয়টি পেশ করলাম।

ہوا کوئی نہ حال دل سے آگاہ - رہی مشتاق گوش اپنی کہانی

(দিলের খবর গোপন রয়েছে জানতে পারে নি কেউ, নিজের কাহিনী কর্ণ জানে নি কেউ বলে নি কেউ।)

পূর্ণ আদবের সঙ্গে জানতে চাচ্ছি যে, প্রেম-ভালোবাসা আসলে কী? বিশেষ কারো প্রতি কেন আকর্ষণ তৈরি হয়? অপর পক্ষের উপর কি এই আকর্ষণের কোনো প্রভাব পড়ে? এই ছিল আমার হালতের সংক্ষিপ্তসার। শারীরিক সুস্থতা খুব বেশি নয়। পাকস্থলি দুর্বল। প্লীহা ও মূত্রাশয়ের সমস্যায় আক্রান্ত। কিছু চিকিৎসা কয়েকবার শুরু করলেও শেষ করা হয় নি। কিছুদিন পর ছুটে গেছে। আমি ফিকাহ ও হাদীসের অনেক কিতাব পড়েছি। তাফসীরেরও বেশ কিছু কিতাব পড়েছি তবে কোনোটাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার সুযোগ হয় নি।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩১৭

www.islamfind.wordpress.com

কিমিয়ায়ে সাআদাত, এহয়াউল উলূম এবং এই ধরনের অনেক কিতাব পড়া হয়েছে। কিতাবাদি পড়তে খুবই ভালো লাগে। হুযূরের লেখা বেহেশতী জেওর, বেহেশতী গওহর কয়েকবার পড়েছি। আজকাল কালিদে মসনবী পড়ছি। নিজে কবি ও শায়ের নই কিন্তু আশআরের প্রতি ভীষণ আকর্ষণ রয়েছে। আশআর আবৃত্তি করতে গেলে এমন এক অবর্ণনীয় হালত তৈরি হয় যা লিখা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় যে, যদি কেউ সুললিত কণ্ঠে আশআর অথবা গযল পড়ে তবে হয়তবা আমার দেহ থেকে রূহ উড়াল দেবে। একই হালত হয়ে যায় কুরআন পাকের তিলাওয়াত শুনলেও। নিজে পড়লে এই হালত হয় না। প্রত্যেক নামাযের পর একবার হিযবুল বাহার পড়ি ই'তিছাম ও ইখতিতামসহ। তবে প্রতিদিন মাগরিবের পর ঐটা তিনবার পড়ি। জনৈক বুযুর্গের থেকে পড়ার ইজাযত নিয়েছি এবং বারো দিনে তার যাকাতও দিয়েছি। হুযূরের কাছেও তা পাঠ করার অনুমতি চাচ্ছি। ফজরের নামাযের পর পাঁচশত বার (لا حول ولاقوة الا بالله), পাঁচশতবার দুআ ইউনুস (

لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين), মাগরিবের পর পাঁচশতবার (حسبنا الله نعم الوكيل), এবং পাঁচশতবার (حول ولاقوة الا بالله) পড়ি। প্রতি নামাযের পর একবার আয়াতুল কুরসী, একবার (لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبى الله لا حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. এবং إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) সাতবার পড়ি। শুক্রবার ফজরের নামাযের পর সূরা কাহাফ পড়ি এবং মাঝে মাঝে কুরআনের অন্যস্থানেরও তিলাওয়াত করি। এশার নামাযের পর সাতশত চুয়াত্তরবার (يا الله يا رحمن يارحيم ياحى يا قيوم برحمتك استغيث) পড়ি। ঘুমের পূর্বে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এক হাজার বার পড়ি (أم من يجيب المضطر إذا دعاه و يكشف السوء) মাঝে মাঝে এটা ছুটেও যায়।

এই হল আমার মোটামুটি অবস্থা ও আমল ইত্যাদির বর্ণনা। এখন হুযূর যা বলবেন সেটাই আমল করব। আমি চাই তার চিন্তা আমার দিল থেকে যেন একদম দূর হয়ে যায় অথবা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা অন্য কোনো রাস্তা বের করে দেন। কেননা তিনি তো সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আমি চাই যেন সরল সঠিক পথে চলতে পারি এবং আমার দিলে আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত

www.islamfind.wordpress.com

গালিব ও বিজয়ী হয়ে যায়। স্বপ্নে অনেক বুযুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু'র সঙ্গে কয়েকবার যিয়ারত হয়েছে। তাঁর সঙ্গে কয়েকবার কাবা শরীফের ভিতরে নামায পড়েছি, বাহিরেও পড়েছি। স্বপ্নে মদীনা মুনাওওয়ারা এবং রওযা পাকেরও যিয়ারত করেছি।

হযরতের (থানভী রহ.) কদমবুসির খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল, যেদিন হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, সেদিন থেকে মনের মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তি বিরাজ করছে। মন চায় যে, বাকি জীবনটা যেন হুযূরের কদমে, হুযূরের সেবায় কেটে যায়। সংসার, ছেলে-মেয়ে, জীবন ও জিবিকার চিন্তায় মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে যাই। আজ অবধি এমন কোনো চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা হয় নি যার মাধ্যমে কলবের এতমিনানের ব্যবস্থা হবে। মনের মধ্যে স্বস্তি আসবে। হুযূরকে বিদায় দিয়ে স্টেশন থেকে যখন ফিরে আসলাম, তখন মনের যে হালত ছিল তা অবর্ণনীয়।

فردادوی کا تفرقہ یک بارمٹ گیا - تم گے کہ ہم پہ قیامت گذر گئی

(মিটে গেল দ্বৈততা হলাম আমরা একাকার, যেই তুমি গেলে আমি বিধ্বস্ত বে-কারার।)

আমি পূর্ণ আদবের সঙ্গে দীর্ঘ পত্রের জন্য ক্ষমা চেয়ে এখানেই খতম করছি।

বিশ্লেষণঃ আমি আপনার চিঠির প্রতিটি বর্ণ অত্যন্ত মনোযোগ ও আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। কেননা এতে আমি নিজে পুলকিত হয়েছি। আপনার সামগ্রিক অবস্থা সামনে রাখার পর এ ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা মনে এসেছে সেটা এই যে, বিষয়টির মধ্যে যদি আপনার নিজস্ব কুদরত ও কছদ অর্থাৎ ইচ্ছা ও ক্ষমতার সংশ্লিষ্টতা থাকে, তবে তা ত্যাগ করুন, মনে রাখবেন যে কাজ করার ক্ষমতা থাকে সেটা ত্যাগ করারও ক্ষমতা থাকে। আর যদি তাতে আপনার ক্ষমতা ও ইচ্ছার কোনো দখল না থাকে তবে সেটা হালতে মাহমূদা (প্রশংসনীয় অবস্থা) এবং অনেক আখলাকে রযীলা (নিন্দনীয় স্বভাব) এর এলাজ ও উঁচু স্তরের একটি বিশেষ মুজাহাদার অংশ। সবর করুন। হাঁ, নির্মূলের জন্য দুআ করতে থাকুন। আপনি যেহেতু সব রকম তাদবীর করে দেখেছেন এবং যথারীতি নির্মূল হয় নি, এখন সবর ও ধৈর্যকে আঁকড়ে ধরুন। বর্তমান অবস্থায় (সকল চেষ্টা তাদবীর ব্যর্থ হবার পর) সেটাকে নির্মূল করতে প্রাণপণ করে বসা কাযা ও কদর থেকে দূরে পালানোর নামান্তর হবে। মনে রাখবেন, আল্লাহ্ তাআলা সবরের মধ্যে অনেক বারাকাত রেখে দিয়েছেন। সারা জীবনের জন্য যদি

www.islamfind.wordpress.com

কোনো দৈহিক রোগ আপনার হয়ে যেত, তখন সবর করা ছাড়া আর কী করতে পারতেন? এখনো তাই করুন, সবর এখতিয়ার করুন। ঐটা থেকে ঘাবড়ে যাওয়া, আতঙ্কিত হওয়া সেটা হবে নফসের আরাম-আয়েশ খুঁজে বেরানোর নামান্তর, যাতে বান্দার কোনো হক নেই। এতে বড় একটি লাভ এই যে, (হাদীস) যে ব্যক্তির মধ্যে কারো প্রতি প্রেমাশক্তি জন্ম নেবে অতঃপর সে সবর করবে এবং শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ না করবে (অর্থাৎ তাকে না দেখা, তার আওয়াজ না শোনা, ইচ্ছাকৃত তার কল্পনা না করা এবং তার আলোচনা ও সমালোচনা না করা ও না শোনা) এবং এ অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয় তবে ঐ ব্যক্তি শাহাদাতের মর্যাদা পায়। সুবহানাল্লাহ্! আমাদের মতো নিম্ন শ্রেনীর লোকদের জন্য এর চেয়ে বড় আর কী হতে পারে!

যদি কখনো সহজে কিছুদিন আমার এখানে এসে থাকার মতো সুযোগ করতে পারেন তাহলে চলে আসবেন, তাতে সেটা নির্মূল না হলেও অন্তত কিছুটা সহনীয় হয়ত হয়ে যেতে পারে। আমিও আপনার কল্যাণের দুআ করছি।

রিয়া বা লোক দেখানির এলাজ

হালঃ রিয়া বিষয়ে একটি হালত এই যে, কখনো হয়ত আমি কোনো নেক কাজে ব্যস্ত আছি, এমন সময় হঠাৎ কোনো মানুষের উপর চোখ পড়ে যায়, তখন বেশিরভাগ এমন চিন্তা হয় যে, কাজটি আরো ভালো করে করি। এটুকু আমি নিশ্চিত জানি যে, এটা রিয়া। এরূপ ক্ষেত্রে আমি ঐ কাজ বন্ধ করি না বরং মনের মধ্যেই ভাব তৈরি করি যে, মানুষ আবার কী যাকে দেখানোর জন্য কাজ করতে হবে? এই মনোভাব নিয়ে কাজটি অব্যহত রাখি এবং নিয়তকে আল্লাহ্র দিকে নিবিষ্ট করে নেই। আমার এই তরীকা কি ঠিক আছে? নিয়তকে আল্লাহ্র প্রতি নিবিষ্ট করে নিলে কি ইখলাস থাকবে?

বিশ্লেষণঃ আমার যওক (রুচি) এ ক্ষেত্রে এই যে, এখানে শুধু তাসহীহে নিয়ত (নিয়তকে শুদ্ধ করা) যথেষ্ট নয়। কেননা এই তাসহীহ মূখ্য নয়, মুখ্য হল তাহসীনে আমল লিল খালক (মানুষের উদ্দেশ্যে আমলকে সুন্দর করা) আর তাসহীহে নিয়ত ঐ তাহসীন এর হাতিয়ার যেন রিয়া থেকে বাঁচতে পারি আবার নফসের উদ্দেশ্যও পূরণ হয়। তাহলে যেই ইখলাস দ্বারা রিয়া হাসিল করাই লক্ষ্য সেটা আসলে রিয়াই, রিয়ার ভূমিকা হওয়ার কারণে এই অবস্থায় রিয়া থেকে বাঁচার পথ শুধু এটাই যে, রিয়ার আশঙ্কায় আমল ছাড়া যাবে না, বরং আমল চালু রেখে নিয়তকে খাঁটি রাখবে। আমার জানা নেই এ ধরনের

www.islamfind.wordpress.com

ক্ষেত্রে অন্যান্য রুহানী চিকিৎকদের বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ কী? তাদের বক্তব্য এর বিপরীত হলেও আমি আমার মতে অটল। রুচিগত বিষয়ের ক্ষেত্রে একজনের ইজাতিহাদ অন্যের বিরুদ্ধে হুজ্জত হতে পারে না।

***

হালঃ আমার একটি ইচ্ছা এরূপ যে, জালসার মধ্যে ইলমে তাজবীদের কিছু জরুরি বিষয় আলোচনা হওয়া উচিৎ। যার দ্বারা লোকদের মধ্যে তাজবীদের প্রতি, হিফযে কুরআন ও কুরআন শুদ্ধ করার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। এখানে যদিও বহু মানুষ আছে যারা এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন কিন্তু আমি নিজের এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার পরিকল্পনা করতে গেলে আমার মধ্যে ওয়াস্ওয়াসা তৈরি হচ্ছে যে, এতে আত্মপ্রচার ও রিয়া হবে। আমার এ সকল কর্মকাণ্ড যদি সত্যি রিয়া হয় তবে হুযূর এলাজ করবেন। আমার ধারণায় কাজ করতে গেলে 'মানুষকে শোনানো' বা 'দেখানো' এই ধরনের কিছু খেয়াল তো মনের মধ্যে এসেই যায়। তাহলে রিয়া থেকে বাঁচব কিভাবে?

বিশ্লেষণঃ ভেবে দেখুন জালসার পর যদি আপনার একটুও প্রশংসা না হয় তবে আপনি জালসার ব্যাপারে সন্তুষ্ট কিনা? যদি আপনি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে বুঝবেন (এতে কোনো আত্মপ্রচার নেই) এটা আত্মপ্রচারের শুধু ওয়াস্ওয়াসা, এটা ক্ষতিকর নয়। আর যদি সন্তুষ্ট না থাকেন তাহলে পুণরায় এলাজ জিজ্ঞাসা করুন।

রিয়া বা লোক দেখানোর হাকীকত

হালঃ সব সময় মন চায় যে, আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে থাকি, এক মুহূর্তও এই যিকির থেকে যেন গাফেল না থাকি। আবার এর পাশাপাশি এটাও মন চায় যে, কেউ যেন এটা জানতে না পারে। সুযোগ ও সাধ্যমতো কখনোই এই যিকির থেকে গাফেল থাকি না।

বিশ্লেষণঃ কেউ যেন জানতে না পারে এই উদ্দেশ্যে খুব বেশি চেষ্টায় লেগে থাকা জরুরি নয়। কখনো কখনো এর পরিণতি এমন হয় যে, কাজই ছুটে যায়। মুহাকিকগণ বলেন যে, আমল জাহির করার এহতেমাম যেমন রিয়া, বেশি গোপন করার এহতেমামও এক প্রকারের রিয়া। কারণ মাখলূকের প্রতি নজর দেওয়া তো হলই। সে কারণেই তো তাদের থেকে গোপন রাখতে এত অস্থির। রিয়া এর প্রাণ তো এটাই। সুতরাং ইখলাসের সঙ্গে কাজে লেগে থাকা

www.islamfind.wordpress.com

চাই। মাহবূব এর (আল্লাহ্ তাআলার) ইচ্ছা, চাই তিনি জাহের করে দিন অথবা গোপন রাখুন।

* * *

হালঃ গীবতের প্রতি একদম ঘৃণা এসে গেছে। কেউ কেউ এ কারণে আমার প্রতি নারাজ হয়ে বলে উনি তো আমাদের কথা শোনেন না। তাদের এসব কথায় খারাপ লাগে এবং মনে হয় আমি এখানে একদম একা।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হালত।

হালঃ কখনো কখনো নির্জনতার অভাবে জনসম্মুখে যিকির করতে লজ্জা লাগে। ভয় হয় যে, এতে রিয়া হয়ে যায় কিনা। ফলে এরূপ ক্ষেত্রে খুব ক্ষীণ আওয়াজে যিকির সেরে নেই।

বিশ্লেষণঃ ঠিক আছে। রিয়া কী কারো পিছু লেগে থাকে? সেটা তো ইচ্ছা থেকে তৈরি হয়। আর যেটা অনিচ্ছাকৃত সেটা রিয়া নয়, রিয়ার ওয়াস্ওয়াসা, ওয়াস্ওয়াসা কুফরীর হলেও ক্ষতিকর নয়। রিয়ার ওয়াস্ওয়াসা তো দূরের কথা।

* * *

প্রশ্নঃ রিয়ার হাকীকত হল প্রদর্শন বা লোক দেখানো, চাই দৈহিক ইবাদতে হোক বা আর্থিক ইবাদতে, যেই দীনী কাজের দ্বারা গাইরুল্লাহর কাছে সন্মানের আকাঙ্ক্ষা করা হয়। এবং রিয়া হল কিবিরের অংশ।

জবাবঃ রিয়ার হাকীকত এই যে, ইবাদতের কথা দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা অথবা কোনো জায়েয কাজের কথা নাজায়েয উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা। এবার আপনি উক্ত কথাগুলো ভালো করে চিন্তা-ভাবনা করে জনান যে, আপনার নফসের মধ্যে এর অস্তিত আছে কিনা।

* * *

হালঃ গুজারিশ এই যে, খাকসারের অন্তরে যে সংশয় জেগেছ, ইসলাহের উদ্দেশ্যে সেটা হুযূরের খিদমতে পেশ করছি। সংশয়টি এই যে, হুযূর বলেছেন- কিছুদিন কাজ করে দেখিয়ে দাও, যদি নিয়মিত কাজ করতে দেখি তাহলে এতমিনান হয়ে যাবে। এতে নির্বোধ খাকসারের রিয়ার সন্দেহ হয়। কেননা এতে প্রথম থেকেই দেখানোর ইচ্ছা বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং এ

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়ে হুযূরের বক্তব্য দ্বারা অন্তরের প্রশান্তি নিশ্চিত করতে চাই। যেন পরিচ্ছন্ন অন্তরে হুযূরের নির্দেশনামতো আমল করতে পারি।

বিশ্লেষণঃ ঐ দেখানোর উদ্দেশ্য দুনিয়া হবে না দীন? রিয়া বলা হয় যদি দুনিয়াবি গরয নিয়ে কাউকে আমল দেখানো হয়। আপনার ব্যাপারটি কি তাই? প্রকৃতপক্ষে এখানে খোদ আমল এই নিয়তে নয় যে, কাউকে জানানো হবে। আমল তো শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করা হচ্ছে। আমল হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী দীনী মাসলিহাতের (কল্যাণের) জন্য নিজের শিক্ষককে আমলের ব্যাপারে অবগত করা হয়। যেমন কুরআন মাজীদ হিফয কারনেওয়ালা সাওয়াবের নিয়তেই মুখস্ত করে। কিন্তু উস্তাদকে এই মুখস্ত বিষয়ে অবগতকরে এভাবে যে, নতুন মুখস্ত অংশ তাকে শোনায় যেন তিনি এই মুখস্তের ব্যাপারে আশ্বস্থ হয়ে পরবর্তী হিফযের নির্দেশনা দেন। রিয়ার মধ্যে মূল আমলের উদ্দেশ্যই হয় প্রদর্শন বা অন্যকে দেখানো বা জানানো। পক্ষান্তরে আপনার ক্ষেত্রে আমলের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আর অবগতি প্রদানের উদ্দেশ্য আলাদা। সেটা হল উল্লেখিত দীনী লাভ।

দ্রুত রেগে যাওয়ার এলাজ

হালঃ অতিদ্রুত ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে যাওয়া আমার স্বভাব। এই বদ স্বভাবের এলাজ ও ইসলাহ চাই। হুযূরের দরবারে কয়েকদিন থেকে ফেরার পর কিছুদিনের জন্য কথায়, কাজে ও আলাপ আলোচনার মধ্যে যে কোমলতা ও মিষ্টতা তৈরি হয়েছিল, এখন আর সেগুলো নেই।

বিশ্লেষণঃ দ্রুত রেগে যাওয়া স্বভাবগত বিষয় যা এখতিয়ার বহির্ভূত এবং এর জন্য কোনো অভিযোগ ও তিরস্কার করারও সুযোগ নেই। তবে যদি কেউ এর চাহিদামতো চলতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করে তবে তা নিন্দনীয়। এর এলাজ হিম্মত ছাড়া আর কিছুই নেই। যে বিষয়গুলি লক্ষনীয় তা হল- যার প্রতি ক্রোধ, তার থেকে দ্রুত দূরে সরে যাওয়া, আউযুবিল্লাহ্ পড়া, নিজের দোষ-ত্রুটি স্মরণ করা, এবং এই ক্রোধের কারণে আল্লাহ্‌র ক্রোধে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা স্মরণ করা, এইগুলি স্মরণ করলে হিম্মত করা সহজ হবে। ক্রোধ প্রশমনে সহায়ক হবে। এছাড়া মনের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে কষ্ট করে কণ্ঠস্বরে কোমলতা ও ভাষার মধ্যে মিষ্টতা আনার দীর্ঘ সাধনা করা উচিৎ। এভাবে

www.islamfind.wordpress.com

দীর্ঘদিন সাধনার পর এটা একটা প্রতিভা ও যোগ্যতার রূপ নেবে। সাহস হারাবেন না। নিরাশ হবেন না।

ক্রোধের এলাজ

হালঃ আমার রাগ এত বেশি যে, রাগের সময় আমার হুঁস-জ্ঞান থাকে না।

বিশ্লেষণঃ এটা একদম সত্য কথা। কিন্তু আপনার রাগ ঝাড়ার জন্য কি আমাকেই নির্বাচন করেছেন? অন্যদের উপর রাগ করে আপনি আমাকে রাগের সাথে এত্তেলা ও জানান দিয়েছেন। যাতে আমার কষ্ট হয়েছে।

হালঃ আমার রাগের কারণেই এরূপ আরো অনেক মন্দ পরিণতি তৈরি হয়। হযরত মেহেরবানী করে আমার জন্য দুআ করুন।

বিশ্লেষণঃ যার কাছে দুআ চাইবেন তাকে অন্তত বিরক্ত না করা উচিৎ।

প্রশ্নঃ মেহেরবানী করে অন্য কোনো এলাজ ও সংশোধনী দিন।

জবাবঃ হিম্মত ও তাদবীর অর্থাৎ সাহস ও কৌশল ছাড়া কোনো এলাজ ও চিকিৎসা নেই। যে পর্যন্ত এই এলাজ প্রয়োগ করতে সক্ষম না হবেন এবং যতদিন নিজের ইসলাহ না করতে পারবেন ততদিন কমপক্ষে আমাকে আপনার চিঠি লেখা ও মৌখিক কিছু জানানো থেকে মাফ করবেন। আমার বিরক্তির কারণে আপনার বাতেনি ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

***

হালঃ একবার আমি হুযূরের কাছে লিখেছিলাম যে, কেউ যদি কোনো দীনী কাজে ঝামেলা বাধায় এবং নিজের কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা দ্বারা আমাকে আঘাত করতে থাকে। এসব আচরণ সহ্য করতে ভীষণ কষ্ট হয়, কখনো কখনো সহ্য করতেই পারি না। কিছু লোক আছেন যারা নেক কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকেন কারণে অকারণে। অথচ তাদের সঙ্গে আমি সর্বদা বিনম্র আচরণ করে থাকি কিন্তু তাদের স্বভাব হল, যখন তখন বদদীনী কথাবার্তা বলে ফেলা। এসব ক্ষেত্রে আমি প্রচণ্ড রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠি। আমার খুবই কষ্ট হয়। আমি যতই সীমা ও ভারসাম্যের মধ্যে থাকতে চেষ্টা করি, পারি না। আমার দ্বারা সীমা লঙ্ঘন হয়েই যায়...। এই চিঠির জবাবে হযরত লিখেছিলেন- বাতাকাল্লুফ সবর করতে থাকো। হযরত! যদি কখনো রাগ এসে যায় তাহলে সবর করার ক্ষমতা থাকে না। যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ

www.islamfind.wordpress.com

করি তাহলে ভীষণ কষ্ট হয়। যাই হোক, হযরতের খিদমতে দরখাস্ত এই যে, কোনো মুনাসিব তাদবীর করুন যেন আমার রোগের ইসলাহ হয়ে যায়। হযরতকে আরো একটু জানিয়ে রাখি যে, সাধারণত আমার ক্রোধ খুব সহজে জাগে না কিন্তু যখন জাগে তখন ভয়াবহ হালত হয়ে যায়। যাতে পরবর্তীতে আমার নিজেরও খুব কষ্ট হয়। তবে দীনী কোনো বিষয়ে এবং বারবার বাধা প্রদান ছাড়া আমার রাগ যেখানে সেখানে ও কারণে অকারণে হয় না।

বিশ্লেষণঃ এই রাগের কারণে যদি কোনো দীনী বা দুনিয়াবি ক্ষতি না হয় তাহলে এর এলাজের কোনো জরুরত নেই। বরং এটা কল্যাণকর ও উপকারী। এরপরও যদি আপনি তাদবীর চান তবে আমি আবারও সেই পরামর্শ দিব যে, বাতাকাল্লুফ সবর করা উচিৎ। কষ্ট যখন খুব বেশি হয়ে যায় সবর করতে গিয়ে, তখন অতিদ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ করুন।

* * *

হালঃ হযরতের প্রতি উৎসর্গীত এই খাদেমের মধ্যে যে ত্রুটি আছে তা পেশ করছি, এগুলোর দাওয়া ও এলাজ প্রার্থনা করছি। আমার স্মরণশক্তি খুবই খারাপ, কোনো কিছুই মনে থাকে না। স্বভাবের মধ্যে তাড়াহুড়া আছে, মেজাজে আছে উগ্রতা আর আছে প্রচণ্ড রাগ।

বিশ্লেষণঃ স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা মস্তিস্কের দুর্বলতার কারণে সৃষ্টি। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। মেজাজের উগ্রতা, তাড়াহুড়া এবং তীব্রক্রোধের কারণে যদি শরীয়তের কোনো ওয়াজিব ব্যাপারে ত্রুটি না হয় তাহলে চিন্তার কারণ নেই। আর যদি এর মধ্যেও (শরয়ী ওয়াজিবের মধ্যে) ত্রুটি হয় তাহলে এলাজ জরুরি। আর এর আসল এলাজ শুধুমাত্র আত্মনিয়ন্ত্রণ, হিম্মত ও বাতাকাল্লুফ আমল করা। এই এলাজের জন্য সহায়ক হল- যার প্রতি রাগ তার থেকে দূরে সরে যাওয়া, নিজের পাপসমূহকে এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা লাভের আকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ করা, বারবার আউযুবিল্লাহ পড়া, এবং ক্রোধের ভয়াবহ পরিণতির চিন্তা করতে থাকা।
আপনার চিঠি থেকে জানা গেল না যে আপনি কী করেন। কিছুদিন কি এখানে এসে থাকা সম্ভব।

* * *

প্রশ্নঃ আমার মধ্যে ক্রোধের মাত্রা খুব বেশি, যার কাছে আমি নিজেও মজবুর ও অপারগ হয়ে আছি। যতই ভাবি যে, একদম রাগ করব না কিন্তু সময়মতো

www.islamfind.wordpress.com

কিছুই মনে থাকে না। পরে আমি নিজেই মনে মনে খুব লজ্জিত হই। কারো প্রতি রাগ করার পর কখনো কখনো তিন চারদিন পর্যন্ত মনের মধ্যে এক ধরনের বোঝার মতো অনুভব হতে থাকে। আবার কখনো কখনো ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেই। ক্ষমা চাওয়ার পর দেখি মনের মধ্যে আর কোনো বোঝা বা চাপ থাকে না। তবে একটি অস্পষ্টতা থাকে যে ঐ ব্যক্তি কি দিল থেকেই ক্ষমা করে নাকি আমার লেহাজ করে লজ্জায় মাফ করে দেওয়ার কথা বলে দেয়। কখনো কখনো বাচ্চাদের উপর রাগ করে তাঁদেরকে অপরাধের চেয়ে বেশি শাস্তি দেওয়া হয়ে যায় যার কারণে পরে খুব অনুশোচনা হতে থাকে। আমার করণীয় কী?

জবাবঃ রাগের সময় কিছুটা হিম্মত জরুরি। অর্থাৎ সাহস করে নিজেকে নিস্ক্রীয় রাখবে এবং যার উপর রাগ, তাকে নিজের সামনে থেকে সরিয়ে দেবে অথবা নিজেই তার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। এপরও যদি ভুল হয়ে যায় তবে আপনার আমল অর্থাৎ ক্ষমা চেয়ে নেয়াই যথেষ্ট। এ সংশয় মনের মধ্যে রাখবেন না যে, হয়ত মন থেকে ক্ষমা করে নি। কেননা মানুষ এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছুর জন্য মুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত) নয় যে, কাউকে সে মন থেকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে। এই চেষ্টার বাইরে বাস্তবে তাকে মন থেকে সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা ও এখতিয়ার তার নেই। সুতরাং সে এর মুকাল্লাফও নয়।

* * *

হালঃ গুনাহের কারণে অধমের মা'মূলাতের মধ্যে ত্রুটি এসে গিয়েছিল। এখন কিছুদিন থেকে আবার আল্লাহ্‌র ফযলে এবং হযরতের বাতেনি ফয়যের বরকতে আপন মা'মূলাতের উপর কায়েম হতে পেরেছি। হযরত দয়া করে দুআ করবেন যেন আগামীতেও এর ওপর অবিচল থাকতে পারি।

অধম কয়েক ধরনের গুনাহে জড়িয়ে আছে। তার মধ্যে মূল মনে হয় দুইটিকে। বহুভাবে ঐ দুটো থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছি কিন্তু দু-চারদিনের বেশি বিরত থাকা সম্ভব হয় নি। মনে হয় ঐ দুটোই আমার বরবাদি এবং গুমরাহির কারণ। এজন্য হুযূর মেহেরবানী করে আমাকে কোনো উপায় বলে দিন যেন আমি ঐ দুটো থেকে মুক্ত হতে পারি। প্রথম মরযটি হল রাগ, এটা আমাকে খুবই কষ্ট দেয়। উচিৎ অনুচিত ও হক বাতিলের পার্থক্য করতে দেয় না। শেষ পর্যন্ত এর কারণে আমাকে লজ্জিত হতে হয়। কয়েকবার এমন হয়েছে যে, কেঁদে কেটে ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষের পা ধরতে হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

কয়েকদিন পূর্বে একটি বিষয়ে রাগের কারণে প্রতিপক্ষকে মেরে বসলাম। এরপর ক্ষমা চেয়ে তার পায়ে ধরতে হল, বহু জটিলতা পেরিয়ে মাফ পাওয়া গেল। দ্বিতীয় হল 'নযরে বদ'। এই দুই মরয থেকে যেন মুক্ত হতে পারি সেজন্য হুযূর মেহেরবানী করে কোনো পথ বাতলে দেবেন।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ তাআলা ইসতিকামাত দান করুন। প্রথম রোগের চিকিৎসা এই যে, যখন মনের মধ্যে ক্রোধ জেগে উঠবে তখন চিন্তা করবেন যে, যদি আল্লাহ্ তাআলা এভাবে আমার উপর রাগ করতে থাকেন তাহলে আমিও চাইব যে, মাফ হয়ে যাক, অতএব আমারও উচিৎ হবে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেওয়া। এটাও চিন্তা করবেন যে, এই ব্যক্তি তো আমার নিকট এতবড় অপরাধী নয়, যত বড় অপরাধী আমি নিজে আল্লাহ্র কাছে। এর পরও যখন আমি ক্ষমার আকাঙ্ক্ষী তাহলে আমি কেন ক্ষমা করব না একে? দ্বিতীয় কাজ এই যে, সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে সরে পড়বেন। যতক্ষণ পর্যন্ত রাগ একদম মিটে না যাবে সেখানে আসবেন না। ইনশাআল্লাহ্ এই ব্যবস্থার মাধ্যমে রাগের ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারবেন। তৃতীয় কাজ এই যে, কোনো একটি সময় নির্দিষ্ট করে সেই সময় বসে বসে নিজের দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ করে ভাববেন যে, আমি হলাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এতে অহঙ্কারের মূল শেকড় কেটে যাবে। আর রাগ ও ক্রোধের মূল উৎসই অহঙ্কার। রাগের সময় চিন্তা করতে থাকবেন যে, তুইতো সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ, তোর তো উচিৎ নয় নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কারো প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া। দ্বিতীয় রোগের এলাজ শুধু হিম্মত। কেননা এটা জানা কথা যে, এটা এখতিয়ারী বিষয়। যদি স্বেচ্ছায় দৃষ্টিপাত না করা হয় তাহলে দৃষ্টিতো আপনা আপনি কারো উপর পড়তে পারে না। এটাই যখন বাস্তবতা তখন এলাজও এটাই যে, আপন ইচ্ছায় দৃষ্টিকে নিচু রাখবেন। এই কাজে সহায়ক হবে এই ভাবনা যে, আল্লাহ্ তাআলা দেখছেন, যদি তোর উস্তাদ, বাপ বা পীর তোকে দেখতে পেত তাহলে তার সম্মুখে তুই কোনো আজনবী মহিলার দিকে তাকাতে পারতিস না বরং 'নযরে বদ' এর জন্য তুই মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়তিস, তাহলে বল্- আল্লাহ্ তোকে দেখছেন এতে কি তোর লজ্জা হয় না? এতে ইনশাআল্লাহ্ 'নজর' এর ত্রুটি দূর হয়ে যাবে। এই সকল এলাজের পর আবার হালত জানাবেন।

***

হালঃ যখন আমি থানাভবন ছিলাম, আমার ব্যাপারে অনেকের বিদ্রূপ ও অভিযোগ ছিল এই রকম– 'থানা ভবন গিয়েছেন এক্কেবারে আউলিয়া হয়েই

www.islamfind.wordpress.com

ফিরবেন।' এমন কি অনেকে এখনও একথাই বলেন যে, 'আউলিয়া হয়ে ফিরে এসেছেন।' তাদের মনের কোনো অভিযোগের কারণেই তারা আমাকে বিদ্রূপ করে 'খাজা সাহেব' সূফী ও শাহ সাহেব বলে ডাকেন। মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয় এবং ভীষণ রাগ হয় কিন্তু সব কষ্ট হজম করে নীরব থাকি। খুব পেরেশানিতে আছি। কখনো কখনো সঙ্গে সঙ্গে মন বলে ওঠে- আল্লাহ্ তাদের কথা কবুল করে নাও। হুযূর! মেহেরবানী করে জানাবেন এসব মুহূর্তে আমার করণীয় কী?

বিশ্লেষণঃ আপনি খুব ভালো করে চিন্তা করে দেখুন, আপনার খারাপ লাগার মূল কারণ শুধু এই যে, 'ঐ লোকেরা আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে, অথচ আমি তুচ্ছ নই' আপনার মনের গোপন এই চিন্তাটাই ভ্রান্ত। আপনি এভাবে চিন্তা করুন– তারা যতটুকু বিদ্রূপ করছে, আমি তার চেয়ে বেশি বিদ্রূপের উপযুক্ত। আমার অগণিত দোষ-ত্রুটি ও গুনাহের কারণে যেগুলো শুধু আমি জানি তারা কিছুই জানে না।

আমরোদ পূজা এবং ফারায়েয ত্যাগের এলাজ

প্রশ্নঃ অধম নিজের কিছু হালত হুযূরের কাছে পেশ করছে। যদিও এই অবস্থা জানাতে খুবই লজ্জা হচ্ছে। কেননা আমি হুযূরের একজন খাদেম অথচ আমার হালত এত নিচু, দেখতে আমি মুসলমানদের মতো এবং কাজ-কর্ম ফাসেক ফাজের বরং কাফেরদের মতো। কিন্তু হুযূর আমাদের রূহানী চিকিৎসক এবং দুজাহানের পথ প্রদর্শক সুতরাং হুযূরের কাছে যদি প্রকাশ না করি তাহলে সুস্থতার আশা করব কীভাবে? হুযূরের কাছে হাল জানাতে আমাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল বিভিন্ন খিয়াল ও চিন্তা। কিন্তু এখন আমি সব চিন্তাকে প্রতিহত করে সংকল্প ও পণ করে নিয়েছি যে, হুযূরের নিকট আর কোনো কিছু গোপন করব না এবং এর চিকিৎসা হিসাবে হুযূর যাই করতে বলবেন, আমি সাধ্যমতো কোনো কিছু করতেই পিছপা হব না। এখন যদি হুযূরের জাহেরি ও বাতেনি তাওয়াজ্জুহ হয় তাহলে কিছু রহমত ও মাগফিরাতের আশায় বুক বাঁধব, নইলে আমার আর কোনো ঠাঁই নেই। কেননা যেরূপ পাপকর্ম আমি করেছি হয়ত বা আর কোনো মুসলমানই এরূপ করে নি।

হুযূর! যখন থেকে আমার বিবেক বুদ্ধি হয়েছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোনো ভালো কাজ করি নি। নামায পড়ি নি, যদি পড়েছি তবে কখনো অযূ ছাড়া আবার কখনো বা লোক দেখানোর জন্য নামাযীদের পাশে চুপচাপ

www.islamfind.wordpress.com

দাঁড়িয়ে নামাযের অভিনয় করেছি। আমার জীবনে আজ পর্যন্ত এমন পূর্ণ দুটো মাস যায় নি যাতে আমি ভালোভাবে পাবন্দির সঙ্গে নামায আদায় করেছি। ঠিকমতো আটদিন পড়লেই আবার ছেড়ে দিয়েছি। পূর্ণ একমাস পড়েও আবার ছেড়ে দিয়েছি। রোযার ব্যাপারটিও একই রকম। বেশিরভাগ রোযা রাখি নি। বহু রোযা এমন হয়েছে যে, রাখা শুরু করেও অকারণে ভেঙ্গে ফেলেছি। এমন কোনো রমযানের কথা মনে পড়ে না যাতে ইচ্ছাকৃত দুচারটি রোযা ভাঙ্গা হয় নি। আমার অভ্যন্তরীন অবস্থা তো এটাই যা বললাম কিন্তু লেবাস আমার শরীরে উলামাদের মতো। আকায়েদ ভালো মানুষদের মতো। বাতেনি ব্যাপারগুলো কী বলব! মিথ্যা, গীবত, হাসাদ (হিংসা) হুব্বে জাহ (পদ, মর্যাদা... এর লোভ) হুব্বে মাল উপরন্তু তাকাব্বুর ও উজব। এক কথায় যত আমরাযে কলবী হতে পারে সবই আমার অন্তরে আছে। সর্বাধিক ভয়াবহ যে রোগটি আমার মধ্যে বিদ্যমান তাহল আমরোদ (দাড়িবিহীন কিশোর বা বালক) দের প্রতি আকর্ষণ। মনে হয় আমার সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির মূল উৎস এটাই।

এক মাস ধরে এ থেকে সাবধানতা অবলম্বন করে চলছি কিন্তু যখনই কারো প্রতি আকস্মিক দৃষ্টি পড়ে যায় আমার আর রেহাই নেই, শুরু হয়ে যায় অন্তরের জ্বালা। দীর্ঘ সময় ধরে এই যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকি। মনে যে সামান্য এতমিনান ও স্থিরতা ছিল, সবই নিঃশেষ হয়ে যায়, যার ফলে ভীষণ আহত হই। সর্বাধিক দুশ্চিন্তার ও পেরেশানির কারণ এই যে, যখনই আল্লাহ্‌র রহমতে কিছুটা হিদায়াতের ছোঁয়া পাই তো দেখা যায় সপ্তাহ খানিক ভালো হালত থাকে, নামাযের প্রতি পাবন্দি এং দুনিয়ার প্রতি বে-রগবতি (অনাগ্রহ) বোঝা যায়, আমরোদদের প্রতি আকর্ষণটাও শূণ্যের কাছাকাছি চলে যায় কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আবার সাবেক হালত ফিরে আসে।

হুযূর! এবারেও আমি ভীষণ শঙ্কিত যে, আল্লাহ্ না করুন, পূর্ব অবস্থা ফিরে আসে কিনা। এজন্যই হুযূরের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, এমন একটি এলাজ বাতলে দিন যেন আমার হালত শুধরে যায় এবং কলবের এই আমরায দূর হয়ে যায়। নেক আমলের উপর যেন স্থায়ী হতে পারি। হুযূর! মেহেরবানী করে এ ব্যাপারেও পরমার্শ দান করবেন যে, পিছনের নামাযগুলির ব্যাপারে কী করণীয়? হুকূকুল ইবাদের ব্যাপারে আমার অনেক ত্রুটি হয়েছে, যাদের কথা মনে আছে এবং যাদের কথা নিশ্চিত মনে নেই কিন্তু তাদের হক আমার উপর থাকার সম্ভাবনা মনে হচ্ছে তাদের সকলের নিকট থেকে ক্ষমা চাইব।

www.islamfind.wordpress.com

আদায়যোগ্য হকগুলো শোধ করে দিব। কিন্তু যাদের হকের কথা আমার স্মরণ নেই অথবা যারা মওজুদ নেই তাদের ব্যাপারে কী করব? আমার মধ্যে যদিও এ অবস্থা তৈরি হয় নি কিন্তু দিল এখন শুধু এটাই চায় যে, আল্লাহ্‌র মহব্বত দিলের মধ্যে বসে যাক আর দুনিয়ার প্রতি ভীষণ ঘৃণা এসে যাক। যতদিন এই দুনিয়ায় আমার হায়াত থাকবে এখানের মহব্বত ও আদাওয়াত বা ভালোবাসা ও শত্রুতাও শুধু তারই জন্য হোক।

জবাবঃ রোগের কথা এতদিন গোপন রেখেছেন, বড়ই ভুল কাজ করেছেন। কোনো রোগই দূরারোগ্য নয়। নিরময়ের অযোগ্য নয়। নৈরাশ্যের কিছু নেই। ছুটে যাওয়া নামাযগুলির পরিমাণ অনুমান করে আদায় করুন, এমনিভাবে রোযারও কাযা করুন। কারো কারো মতে কাফ্‌ফারা একটির দ্বারাই সব আদায় হয়ে যায়, সে হিসাবে আপনি কাফ্‌ফারার উদ্দেশ্যে বিরতিহীনভাবে ষাটটি রোযা পরপর রাখুন। বেশি বেশি তওবা করুন। আমরোদদের সঙ্গে যোগাযোগ, মেলামেশা, ওদের দিকে তাকানো, স্পর্শ, কথাবার্তা বলা সব বর্জন করুন। এর কারণে যত কষ্টই হোক সহ্য করে নিন। যদি আকস্মিক দৃষ্টির কারণে পেরেশানি হয় তাহলে সবর করুন। মউতের মুরাকাবা দ্বারা আখলাকে রযীলার এলাজ করুন। তাবলীগে দীন নিয়মিত মুতালাআ করুন। হুকূকুল ইবাদ যতটুকু স্বরণ আছে ততটুকু ক্ষমা চেয়ে অথবা পরিশোধ করে দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন। যদি সামর্থ না থাকে তবে সংকল্প রাখুন যখন যেটুকু সামর্থ হবে তখন সেটুকুর ক্ষতিপুরণ করতে থাকুন এবং ঐ হকদারদের জন্য দুআ ও ইস্তিগফার করতে থাকুন। ভবিষ্যতে অপ্রয়োজনীয় কোনো সম্পর্ক গড়বেন না। আমার মাওয়ায়েয সর্বদা পড়াশোনার তালিকায় রাখুন। সুযোগ ও অবসর পেলে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করুন। দুআও করতে থাকুন আমিও দুআ কারছি। ইনশাআল্লাহ্‌ এই এলাজ আপনার জন্য কাফী (যথেষ্ট) ও শাফী (নিরাময়) হবে।

তোষামোদ নিষিদ্ধ

প্রশ্নঃ কোনো কোনো বুযুর্গ এমন আছেন যাদের দেখে খুব বেশি বুযর্গ মনে হয় না। ফলে বুযুর্গদের মতো তাদের তা'যীম করতে বা হাতে চুমু দিতে মন চায় না, এরপরও যদি এমন করা যায়, সেটা কি নিষিদ্ধ এবং নেফাক হবে?

জবাবঃ এরূপ করার উদ্দেশ্য যদি হয় শুধু তোষামোদ, তবে নিষিদ্ধ আর যদি উদ্দেশ্য হয় তাঁর ভক্তদের শত্রুতা ও ক্ষতি থেকে বাঁচা, তাহলে জায়েয হবে।

www.islamfind.wordpress.com

আমল ছুটে যাওয়ার কারণে রাগ

প্রশ্নঃ সংসারের কাজ অথবা কোথাও যাওয়া আসার কারণে যদি অযীফা ছুটে যায় তবে দিনভর মনে হতে থাকে যে, যেন কিছু হারিয়ে গেছে এবং এর কারণে সবকিছুতেই রাগ হতে থাকে। এর এলাজ কী?

জবাবঃ এর এলাজ এই যে, নিয়ত রাখবেন যে অন্য সময় আদায় করে নিব। তাহলে মনে কোনো অস্থিরতা থাকবে না যা রাগের মূল কারণ।

শাহওয়াতের এলাজ

হালঃ কিছুদিন যাবৎ অবস্থা ভালো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যখন কোনো সন্দেহ পূর্ণ জিনিষ খাওয়া হয়ে যায় তখন শাহওয়াত (যৌন উত্তেজনা) বেড়ে যায়। আমার এ ব্যাপারটি নতুন নয়, দীর্ঘকাল থেকেই এমন হয়ে থাকে। এসব জিনিষ থেকে দূরে থাকা প্রায় সময়ই কঠিন।

বিশ্লেষণঃ এর এলাজ সেই একই হিম্মত। সাধ্যমতো এ ধরনের বস্তু খাওয়া থেকে এবং শাহওয়াতের সময় শাহ্ওয়াত প্রয়োগ থেকে নিজেকে হিম্মত করে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

হালঃ আমরোদের মহব্বত কমেছে বটে কিন্তু নির্মূল হয় নি। যদি কখনো আকস্মিক দৃষ্টি পড়ে যায় তো দিলের মধ্যে লয্যতের আগুন দাউ দাউ করে উঠে। অবশ্য তাৎক্ষণিক দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেই।

বিশ্লেষণঃ দৃষ্টিও ফেরাতে হবে এবং কলব অর্থাৎ মনোযোগকেও সেদিক থেকে ফিরিয়ে নিতে হবে। এর সহজ পন্থা এই যে, সঙ্গে সঙ্গে মনকে অন্য কোনো চিন্তায় লাগিয়ে দিতে হবে।

অপ্রয়োজনীয় সম্পর্ক বর্জনের তাদবীর

হালঃ আরয এই যে, বেশি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ককে আমার কাছে একটা আতঙ্কের ব্যাপার মনে হয়। কখনো কখনো কেউ মাসআলা জানতে চাইলে, সেটা বলতেও আমার মনে সংকোচ ও সংকীর্ণতা বোধ হতে থাকে। অথচ আমার আত্মীয় স্বজন আমাকে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, সম্পর্ক গড়তে উৎসাহিত করে। খ্যাতি অর্জন করতে, পদ ও ক্ষমতা লাভ করার জন্য সর্বদা উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। আমি যতই নিজের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার কথা তাদেরকে বলি, তারা কিছুতেই আমার কথা বুঝতে চায় না।

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ- 'আমার মতো এমন অবস্থা যেন তোমার না হয়, তোমার কাছে তো আমার অবস্থা কাল্পনিক গল্প ছাড়া কিছু নয়।'

আমি মজবূর হয়ে পড়েছি। তাদের কী জবাব দিব?

বিশ্লেষণঃ দিলে দিলে জবাব তো ঐ কবিতার কথাগুলোই আর মুখে জবাব দিবেন এই বলে যে, ভাই আমি ওসবের যোগ্য নই, আমাকে ক্ষমা করে দিন।

সম্পদের মোহ ও এলাজ

হালঃ অধমের মধ্যে মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক রোগ হুব্বে মাল তৈরি হয়েছে এবং মাল উপার্জনের জন্য খুব বেশি চিন্তা এসে যাচ্ছে। কখনো কখনো সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে এমন এমন তাদবীর ও কৌশল অবলম্বন করতে ইচ্ছা হচ্ছে যাতে গুনাহ হয় আবার কখনো এমন এমন তাদবীরের ইচ্ছা জাগছে যাতে যিল্লাত ও লাঞ্ছনা রয়েছে। আশা করি হুযূর এর এলাজ করবেন।

বিশ্লেষণঃ এলাজ দুটি এক– এর ক্ষতি ও অনিষ্টতার কথা বারবার স্মরণ করবেন। দ্বিতীয়– এই চাহিদার বিরোধিতা করবেন অর্থাৎ গুনাহের আসবাব-উপকরণ গ্রহণ করবেন না এবং যে আসবাবের প্রতি মনের অন্যায় আকর্ষণ থাকে সেগুলো অবলম্বন করবেন না।

* * *

হালঃ হুযূর! এই অধমের মন বলে যে, আমার মধ্যে মালের মহব্বত বেশি। অবশ্য আল্লাহ্ পাকের শোকর যে, এ কারণে কোনো অবৈধ কিছুতে লিপ্ত হই না এবং হুকূকে ওয়াজিবার (ওয়াজিব কর্তব্য পালনের) মধ্যেও ত্রুটি করি না। তবে খরচ করতে গেলে কষ্ট লাগে। অভাবে পড়ে যাই কিনা এবং ধার কর্জ করার প্রয়োজন হয় কিনা এই ভয় হতে থাকে খুব বেশি। আমি একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মানুষ। যতটুকু আয় ততটুকুই ব্যয়। এ কারণে মন খুলে খরচ করতে পারি না। চিন্তা-ভাবনা করে বেছে বেছে খরচ করতে হয়। অথচ অন্যদের দেখি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে যে কোনো বস্তু খরিদ করে ফেলে, যে কোনো স্থানে খরচ করে।

বিশ্লেষণঃ এটা হুব্বে মাল নয়, এটা হুব্বে ই'তেদাল (ভারসাম্যের আকাঙ্ক্ষা)।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩৩২

www.islamfind.wordpress.com

বিনা প্রয়োজনে নামের শেষে নিসবত লেখা নিন্দনীয়

হালঃ সকল ইবাদতের মূল অর্থাৎ নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের সময় কুরআনের চমৎকার ভাষা, শব্দ ও অলঙ্কারের অসাধারণ সৌন্দর্যের মধ্যে যখন বিভোর হয়ে যাই তখন প্রায়ই রাকাত দীর্ঘ হয়ে যায়। এতে এতটুকু লাভ নিশ্চয় হয়েছে যে, আজে বাজে ওয়াস্ওয়াসা থেকে মুক্তি পেয়েছি কিন্তু নামাযের উদ্দেশ্য তো ছিল "যেন তুমি তাঁকে দেখছ অথবা তিনি তোমাকে দেখছেন"- এই ধ্যানে মত্ত হয়ে যাওয়া, যা থেকে আমি পড়ে আছি বহু দূরে। মাঝে মাঝে তো নিরাশ হয়ে যাই। ঐ রকম জীবন্ত নামাযের আশাতেই তো হযরতের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। নতুবা নিষ্প্রাণ নামায তো যুগ যুগ ধরে পড়ছিই। এখনো কি হাদীসের ঐ স্তর অর্জিত হবে না?– নাচীজ খাদেম... মাতুরিদী।

বিশ্লেষণঃ হাদীসের 'যেন তুমি তাকে দেখছ' কথাটির উদ্দেশ্য সেটা নয় যা সাধারণভাবে সর্বস্তরে পরিচিত। এখানে তো কখনো সুযোগ হল না, যদি সুযোগ পাওয়া যেত তাহলে আপনাকে শোনাতাম তার মূল উদ্দেশ্য। সেই ব্যাখ্যা শুনলে বুঝতে পারবেন যে, ইবাদতের মধ্যে 'যেন তুমি তাকে দেখছ' এর স্তর অর্জন আল্লাহ্র ফযলে খুব সহজেই সম্ভব।

এবার তারবিয়াতের উদ্দেশ্যে আপনাকে একটি কথা বলছি। কথাটি হল, বর্তমানে নিজের নামের শেষে নিসবত যুক্ত করা সাধারণভাবে অহঙ্কারীদের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ব্যবহার করা বিশেষ জরুরি অথবা বিশেষভাবে যুক্তিপূর্ণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই অহঙ্কারীদের সাদৃশ্যতা বর্জন করে চলতে হবে (অর্থাৎ নামের সঙ্গে অকারণে নিসবত লেখা যাবে না।) অতএব আপনার জন্য উচিৎ নিজের নামের শেষে 'মাতুরিদী' না লেখা। কেননা সাধারণ মানুষ জানে না 'মাতুরিদী' অর্থ কী। সুতরাং এটা বিশেষ যুক্তিপূর্ণ নয়। তবে হানাফী, দেওবন্দী-এসব নিসবত লেখার ব্যাপারটি ভিন্ন। কেননা এগুলো লেখার যৌক্তিকতা হল, বিদআতীদের থেকে ভিন্নতা প্রকাশ করা। আর এটা সকলেই বোঝে।

ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করার ফযীলত

হালঃ আমার স্বভাব এমন যে, কোনো মানুষ কোনো কঠিন কথা বললে, তার বদলা নেয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠি। আল্লাহ্র শোকর আগে বদলা নিলেও বর্তমানে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নেই। কিন্তু মন থেকে ঐ চিন্তা ও ব্যাকুলতা যেতে চায় না। হুযূরের কাছে দুআ চাই।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩৩৩

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্, খুব ভালো হালত। নিয়ন্ত্রণের পর যে ব্যাকুলতা ও চিন্তার কথা লিখেছেন, এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ফযীলত তো ঐ ব্যাকুলতার কারণেই। যদি ঐ ব্যাকুলতা ও প্রতিশোধের জন্য অস্থিরতা নাই থাকে, তাহলে তো নিয়ন্ত্রণকে নিয়ন্ত্রণই বলা যাবে না। মোট কথা এটা খারাপ হালত নয়।

গুনাহকে ক্ষতিকর না মনে করা শয়তানি চক্রান্ত

হালঃ গুনাহের কারণে অধমের তাআল্লুক মাআল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র মহব্বত কমে না বরং কখনো যদি মনের মধ্যে কিছুটা হিজাব (আড়াল) এসেও যায়, তবে সেটাকে সরিয়ে দেয় এই চিন্তা যে, তাহলে তুমি কি এই তা'আল্লুককে নিজের আফআলে হাসানাহ (নেক আমল) এর ফলশ্রুতি মনে কর যে আফ'আলে কবীহা (মন্দ আমল) এর কারণে তাতে ঘাটতি এসে যাবে? কখনোই তা নয়। সেটা (তা'আল্লুক) যেটুকুই আছে বিনা চেষ্টায় সম্পূর্ণ আল্লাহ্ প্রদত্ত। না তার সৃষ্টি কোনো নেক কাজের উপর নির্ভরশীল না নেক আমলে ত্রুটির কারণে তার মধ্যে ঘাটতি হওয়া উচিৎ। এ বিষয়ে হুযূরের বক্তব্য কী? এই হালত গুনাহের প্রতি দুঃসাহসিকতা তো নয়?

বিশ্লেষণঃ এটা হল সুন্দর চেহারাওয়ালা বদ হালত। আপনার কথাগুলো বিখ্যাত সেই আরবী প্রবাদের মতো–'কথা সত্য কিন্তু মতলব খারাপ'। এটা মা'রিফাতের প্রলেপ দেওয়া শয়তানি ধোকা। মহব্বতের দুটো শ্রেনী। এক. বান্দার মহব্বত আল্লাহ্ তাআলার প্রতি। দুই. আল্লাহ্ তাআলার মহব্বত বান্দার প্রতি। প্রথমটি হল দ্বিতীয়টির ছায়া। গুনাহের কারণে দ্বিতীয়টিতে ঘাটতি আসে "সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির মধ্যে বৈপরীত্বের কারণে"। তাতে প্রথমটির মধ্যেও ঘাটতি আসা অবশ্যম্ভাবী। আর আপনি যেটা মনে করেছেন যে, গুনাহের কারণে আপনার তাআল্লুক কমে না, সেটা আসলে বাস্তব তাআল্লুক নয়, তাআল্লুকের কল্পনা। অতএব আপনার হালত গুনাহের প্রতি দুঃসাহস অবশ্যই। সারকথা, গুনাহকে অবশ্যই আল্লাহ্র অসন্তোষের কারণ মনে করতে হবে। পক্ষান্তরে ইবাদতকে সন্তুষ্টি সৃষ্টিকারী মনে করা যাবে না, কেননা আমাদের ইবাদতের মধ্যে এমন কোনো আছর নেই কিন্তু গুনাহের মধ্যে সেই প্রভাব অবশ্যই আছে, সুতরাং বিভ্রান্ত হবেন না।

অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবি ব্যস্ততার এলাজ

হালঃ ইতিপূর্বে মুআমালার ব্যাপারে আগ্রহ কম ছিল এবং দুনিয়ার কাজ কারবারে বিরক্তি লাগত। এখন দুনিয়ার কাজকর্মে আগ্রহ বোধ হয় এবং

www.islamfind.wordpress.com

বর্তমানে তাতে সময়ও বেশি ব্যয় হয়। কিন্তু মনের মধ্যে অস্বস্তি থেকে যায়। মন লাগে না।

বিশ্লেষণঃ দুনিয়াবি ঐ কাজ কারবার গুলি যদি জরুরি হয় তাহলে কোনো ক্ষতি নেই, বিশেষত অস্বস্তি নিয়ে করলে কোনো ক্ষতিই নেই। আর যদি ঐ গুলি ফুযূল বা অপ্রয়োজনীয় হয় তবে ক্ষতিকর। এর এলাজ হল, অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বর্জন করা, কষ্ট করে হলেও বর্জন করতে হবে।

গুনাহের ওয়াস্ওয়াসার এলাজ এবং নফসের মুহাসাবা

হালঃ আমার দিলে ওয়াস্ওয়াসা বেশি আসে এবং মাঝে মাঝে যখন সেটা কোনো মন্দ কাজের প্রতি ঝোঁক তৈরি করে তখন আল্লাহ্ তাআলা আপন ফযলে বাঁচিয়েও দেন আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরাজিতও হই। কিন্তু সীমাহীন পেরেশান এবং লজ্জিত হই। হযরত যদি আপন দরবারের ফয়েয থেকে কোনো নুসখা (প্রেসক্রিপশন) দান করেন, যার নির্দেশনা অনুসরণ করার মাধ্যমে আমার দিলে আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফযল (দয়া) হবে এবং হিদায়াতের পথ নসীব হবে। এটা হলে অধম খুবই অনুগৃহীত ও কৃতার্থ মনে করবে নিজেকে। আশা করি আমি মাহরূম থাকব না।

বিশ্লেষণঃ যদি সম্ভব হয় তাহলে নিয়মিত এই আমলগুলো করতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ্ উপকার হবে। অতঃপর অবস্থা সম্পর্কে আবার জানাবেন ইনশাআল্লাহ্ তালকীনের সিলসিলা (নির্দেশনা দানের ধারাবাহিকতা) চালু রাখব। আমলগুলো এইঃ-

একঃ তাহাজ্জুদ নামায চার রাকাত থেকে বারো রাকাত পর্যন্ত যা সহজ বোধ হয়, শেষ রাতে হোক বা এশার পর।

দুইঃ তাহাজ্জুদের পর অথবা অন্য যে সময়ে সুযোগ হবে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ছয়শত থেকে বারোশত পর্যন্ত নিজের কানে স্পষ্ট শোনা যায় কিন্তু অন্যের পেরেশানি না হয়, এতটুকু আওয়াজে এই যিকির করবেন, মাঝে মাঝে উহার সঙ্গে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ যোগ করবেন।

তিনঃ ঘুমের সময় মুহাসাবায়ে নফস অর্থাৎ নির্জনে বসে সারাদিনের সব গুনাহ স্মরণ করে কল্পনা করবেন যে, কেয়ামত কায়েম হয়ে গেছে, আমি আল্লাহ্ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান, প্রত্যেক গুনাহের জন্য আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা

www.islamfind.wordpress.com

হচ্ছে, আমি লা জবাব হয়ে যাচ্ছি, আমার জন্য শাস্তির ফয়সালা হয়ে গেছে, আমি তখন ক্ষমার জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা ও আবেদন জানাচ্ছি, এমনি মুহূর্তে ক্ষমার আবেদন যেই ভাব নিয়ে করা সম্ভব, এখন সেই ভাবে ক্ষমা প্রার্থনায় লেগে যাওয়া উচিৎ। আর অঙ্গিকার করা উচিৎ যে, এরপর আর নাফরমানী করব না। এই মনোভাব নিয়েই ঘুমানো উচিৎ। ঘুম থেকে উঠেই স্মরণ করতে হবে রাতে আমি কী অঙ্গিকার করেছি। যখন কোনো গুনাহের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হবে, তখন উক্ত অঙ্গিকারের কথা স্মরণ করতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে আল্লাহ্ তাআলা হাযির ও নাযির অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বত্র বিদ্যমান এবং তিরি সব কিছু দেখছেন। ইনশাআল্লাহ্ দৈনন্দিন অবস্থা ভালো হতে থাকবে। পরে আবার হালত জানাবেন।

হুব্বে দুনিয়ার এলাজ

প্রশ্নঃ দিল থেকে হুব্বেদুনিয়া (দুনিয়ার মহব্বত) বের হয়ে যাওয়ার এলাজ বলুন যেন এই মরয (রোগ) থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

জবাবঃ ইমাম গাযযালীর রহ. তাবলীগে দীন পড়তে থাকুন।

* * *

হালঃ রাত্রে পড়ে থাকি, তবে মাঝে মাঝে ছুটে যায়। ছুটে যাওয়ার কারণ, কখনো কখনো মন ভালো থাকে না আবার কখনো কখনো অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা এসে যায়। আল্লাহ্ তাআলা দাওয়াম বা স্থায়ীত্ব দান করুন। দুনিয়াবি মহব্বত কমানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি কিন্তু এই আপদ এখনো পর্যন্ত কলবের মধ্যে এমনভাবে এঁটে বসে আছে যে, বের হতেই চায় না। হুযূরের খাস তাওয়াজ্জুহ চাই।

বিশ্লেষণঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে দুটি বিষয় আপনার জন্য জরুরি।

একঃ কিছুদিনের জন্য কোনো আরেফ, যাহেদের সোহবতে থাকা।

দুইঃ যাহেদীন (দুনিয়া বিমুখ আল্লাহ্ওয়ালা)দের জীবনী ঘটনাবলী মুতালাআ (অধ্যয়ন) করা। অন্য কিছু না হলেও এহইয়াউল উলূম এবং কিমিয়ায়ে সাআদাতের কিতবুয্ যুহদ পড়লেও চলবে।

* * *

সন্দেহযুক্ত মাল থেকে দূরে থাকা

হালঃ আল্লাহ্ তাআলা সন্দেহযুক্ত সম্পদের ব্যবহার থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ আমীন।

হালঃ প্রথমত আমার ব্যক্তিগত কোনো সামানই নেই বরং যা কিছু আছে এবার বাড়ি গিয়ে যাচাই করে দেখব। সন্দেহপূর্ণ যাই আছে শরীয়তের হুকুম মতো সেগুলো আলাদা করে যথাস্থানে খরচ করে ফেলব। আল্লাহ্ এই ইচ্ছাকে সফল করুন।

বিশ্লেষণঃ আমীন।

অনর্থক কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকা

হালঃ ফুযূল কথা ও ফুযূল কাজ ও ভাবনা এক কথায় সকল অনর্থক ব্যাপারে আমার স্বভাব ভীষণ বিরক্ত হয়। যদি মুখ দিয়ে কোনো অনর্থক কথা বেরিয়ে যায় তীরের মতো কলিজায় বিঁধে যায়। মনে হতে থাকে যে, হায়রে এটা অনর্থক কথা, কেন আমার মুখ দিয়ে বের হল!
ব্যস্ত থাকা আমার কাছে পছন্দনীয়। গুনাহের ব্যাপারে মনের মধ্যে এ ধরনের চিন্তা আসে যে, আমার দ্বারা কোনো গুনাহ্ প্রকাশ পাবে, এমন দিন আসার পূর্বেই যেন আল্লাহ্ তাআলা আমাকে ধ্বংস করে দেন।

বিশ্লেষণঃ দুটি অবস্থায়ই হুবহু সুন্নতের নমূনা।

কথার কর্কষতার এলাজ

হালঃ আখলাকের হালত এই যে, বেশিরভাগ লোককে আমার আখলাকে অসন্তুষ্ট মনে হয়। বেশিরভাগ সময় মন সঙ্কুচিত থাকে, ফলে প্রাণ খুলে কারোর কথার জবাব দেয়া সম্ভব হয় না। কি করব কি না করব বুঝতে পারি না। নিজের বদ আখলাকের জন্য খুব আফসোস হয়। মনে হয় যে, আমি হুসনে আখলাকের দৌলত থেকে মাহরূমই থাকব। আল্লাহ্র ওয়াস্তে দুআ করবেন এমন যেন না হয়।

বিশ্লেষণঃ এর জন্য দরকার কিছুটা হিম্মত ও সাহস। যদি কাউকে কর্কষ কথা বলা হয়ে যায় তবে অন্য সময় তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। কিছুদিন এভাবে করলে দেখবেন স্বভাবের মধ্যে স্বাভাবিকতা ও ভারসাম্য এসে গেছে।

রিয়া এখতিয়ারী বিষয়

হালঃ আমার একটি সন্দেহ হয় এই যে, কাউকে আল্লাহ্র ইবাদত দেখানোর জন্য করা, চাই এই দেখানো যে স্তরেরই হোক না কেন অর্থাৎ ইবাদতের

www.islamfind.wordpress.com

ইচ্ছার পাশাপাশি দেখানোর ইচ্ছা কম হোক বা বেশি হোক বা সমান সমান হোক, অথবা কমপক্ষে আল্লাহ্‌র ইবাদতটাই মূল লক্ষ্য ঠিক, কিন্তু জন সম্মুখে করলে তাতে বেশি মনোযোগ আসে। অথবা ইবাদত নির্জনেই করছি কিন্তু লোকে জেনে ফেললে মনের মধ্যে প্রফুল্লতা তৈরি হয়, অথবা ইবাদতের কারণে মনের মধ্যে এই ধারণা জন্ম নেয় যে, আমি মানুষের অন্তরে মর্যাদার আসন লাভের উপযুক্ত।

উক্ত সকল অবস্থাই রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল বিবেচনায় শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার যাত মাকসূদ হতে হবে, অন্য কিছুর বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্টতাও গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্যই কতিপয় বুযুর্গের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, যতদিন পর্যন্ত ইবাদতের সময় দিলের তাওয়াজ্জুহ ইখলাসের এই স্তরে উন্নীত না হবে যে, তার সামনে দিয়ে যাওয়া জীব-জানোয়ার, অবুঝ শিশু ও সমঝদার মানুষ সবই এক সমান, ততদিন রিয়ার মূল শেকড় তার অন্তরে বিদ্যামন বুঝতে হবে।

হুযূরের কাছে আমার জানার ইচ্ছা এই যে, নিয়তকে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে নিবদ্ধ রাখা, এটুকু তো বান্দার এখতিয়ারের মধ্যে আছে, কিন্তু কেউ জেনে যাওয়ার পর মনের মধ্যে সুখানুভূতি তৈরি হওয়া, অথবা শিশু বাচ্চা ও বয়স্ক মানুষের যাওয়া এক সমান না হওয়া, এটা তো গায়রে এখতিয়ারী বিষয় মনে হয়। এটাকে রিয়ার মধ্যে কীভাবে অন্তর্ভূক্ত করা যায়? রিয়া তো একটি এখতিয়ারী বিষয়, যে কারণে এর ফল ভোগ করতে হবে জাবাবদিহিতার মাধ্যমে অথবা আমল ধ্বংস হওয়া অথবা সাওয়াবের ঘাটতির মাধ্যমে। বিশেষত উল্লেখিত অবস্থাগুলিতে যখন এমন কোনো এখতিয়ারী কারণও খুঁজে পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, এর কারণেই ঐ শাস্তি। "এবং সে যেন তাহার রবের ইবাদতের মধ্যে কাউকে শরিক না করে।" এখানেও বান্দাকে শুধুমাত্র এখতিয়ারী ব্যাপরেই মুকাল্লাফ করা হয়েছে বলে মনে হয়।

বিশ্লেষণঃ আপনি যা বুঝেছেন, তা যথার্থ। যদি এর বিপরীত কিছু কোনো নির্ভরযোগ্য কারো থেকে বর্ণিত থাকে তবে সেটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

মুক্তাদীগণের রেয়াত করা রিয়া নয়, রিয়ার বিভিন্ন অবস্থাকে এর উপর কিয়াস করা সহীহ নয়

হালঃ দ্বিতীয় বিষয়– যা সন্দেহের মূল কেন্দ্র, এই যে, কেউ হয়ত কোনো ইবাদতে মশগুল ছিল, সে সময় সে জানতে পারল যে, তার কোনো বুযুর্গ

www.islamfind.wordpress.com

ব্যক্তি সেখানে হাজির হয়েছেন অথবা সেখানে কোনো জামাত এসেছে, যে কারণে তার ইবাদতে আনন্দের বদলে লজ্জা হতে থাকল এবং যেভাবে মশগুল ছিল সেভাবে আর মশগুল থাকতে পারল না বরং সেই মশগুলি বা ব্যস্ততার মধ্যে ঘাটতি এসে গেল, অথবা কোনো কোনো ইবাদত অথবা কোনো কোনো চিন্তার কথা মুরব্বিদের সামনে করলে লজ্জা লাগে। অথবা কোনো কোনো সময় মজমার মধ্যে অথবা এমন কোনো স্থানে যেখানে লোকে জানলে তিরস্কার করবে, একারণে ইবাদত না করা অথবা লজ্জার কারণে ছেড়ে দেওয়া, এ সকল অবস্থায় কি রিয়া হবে? সাধারণভাবে মনে হয় রিয়া হবে। কেননা গায়রুল্লাহর কারণে অথবা প্রভাবে ইবাদতের মধ্যে পরিবর্তন অথবা ঘাটতি এসেছে যা উপরের আয়াতের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত। (রবের ইবাদতে যেন কাউকে শরিক না করে।)

বিশ্লেষণঃ এটাই সত্য যে, বর্ণিত পারিপার্শিকতার কারণে ইবাদত তরক করা রিয়া।

হালঃ কিন্তু যখন সেই হাদীস মনে পড়ে, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, কখনো আমি ইচ্ছা করি কেরাত লম্বা করব কিন্তু তখনই শিশুদের কান্নার আওয়াজ কানে আসে, আর ঐ সব শিশুর মায়েরাও শরিক নামাযে থাকে, তাদের রেয়াত করে আমি কেরাত সংক্ষিপ্ত করে দ্রুত নামায শেষ করি। এই হাদীস দ্বারা বোঝা গেল- গায়রুল্লাহর চিন্তা করে আল্লাহর ইবাদত সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। সম্ভবত উপরের সূরতগুলিতেও রিয়া হবে না। কিন্তু আসলে ঠিকমতো বুঝতে পারছি না।

বিশ্লেষণঃ হাদীসে বর্ণিত নামায সংক্ষিপ্তকরণ গায়রুল্লাহর জন্য নয়, মুক্তাদীর রেয়াত করা ইমামের জন্য হুকমুল্লাহ (আল্লাহর হুকুম)। উপরে বর্ণিত নানান প্রতিবন্ধকতার বিষয়গুলো এরূপ নয়। ঐ সব ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তকরণ বা তরক করা আল্লাহর হুকুমে হয় নি। সুতরাং হাদীসের ব্যাপারটির উপর অন্যগুলিকে কীভাবে কিয়াস করবেন?

হালঃ কোনো কোনো ফকীহ স্পষ্ট মতামত দিয়েছেন যে, কেউ অযূ করে জামাতে শরিক হতে গিয়েছে, পূর্বেই রুকুতে থাকা ইমাম যদি এতটুকু বিলম্ব করেন যাতে ঐ মুসল্লি শরিক হতে পারেন, এই বিলম্বে কোনো ক্ষতি নেই। ফকীহগণের এই বক্তব্যের সমর্থন দ্বারাও যদি উপরে বর্ণিত সূরতগুলোতে রিয়া হওয়াকে নাকচ করে দেয়া যায় তবে মনে হয় কিছুটা অবকাশ বৃদ্ধি পাবে।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩৩৯

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ হুকুমের ভিন্নতা কেন, সেটা পূর্বে বলা হয়েছে।

হালঃ কিন্তু সন্দেহ তো মূল জায়গাতেও আছে (যেখানে রিয়া না হওয়ার কথা বলা হচ্ছে।) যে, ঐ দুটো স্থানে (মুক্তাদীর দিকে লক্ষ করে নামাযে সংক্ষেপ করা এবং বিলম্ব করা) কেন রিয়া হবে না? সেখানেও তো গায়রুল্লাহ্‌র সুবিধা ও লাভের দিকটি এখতিয়ার করা হয়েছে যা ইখলাসের পরিপন্থী বলেই মনে হয়। যেটাই হোক আশা করছি হুযূর বিষয়টির সুরাহা করে দেবেন।

বিশ্লেষণঃ পূর্বেই আল্লাহ্‌র হুকুমের কথা বলে সুরাহা করে দেয়া হয়েছে। একটি অন্যটির চেয়ে ভিন্ন। পূর্ববর্ণিত সূরতগুলোতে ইবাদতের মধ্যে ঘাটতি করা হয়েছে, তরক করা হয়েছে গায়রুল্লাহ্‌র জন্য। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেরাত লম্বা করতে চেয়েও খাটো করেছেন এবং ফকীগণের মতানুসারে ইমামের রুকুতে বিলম্ব করা এই দুস্থানে মুক্তাদীর রেয়াত করা হয়েছে যেটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। এ কারণে বলা হয়েছে– এই দুস্থানে রিয়া হবে না। কিন্তু ঐ সব স্থানে রিয়া হবে।

রিয়ার অশঙ্কা থেকে বাঁচা জরুরি নয়

হালঃ মাঝে মাঝে খুব চিন্তা হয় যে, মানুষের সামনে যিকির করব কীভাবে? অথবা চলতে ফিরতে যদি ইসমে যাতের যিকির হালকা উঁচু আওয়াজে করি, তাতে যদিও কাউকে শোনানো মাকসূদ থাকে না। তাপরও আশঙ্কা হয় যে, না জানি এটা রিয়ার অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। আর নিচু আওয়াজে করতে গেলে কষ্টকর হয়ে যায়, তবে যরবের সঙ্গে করলে কষ্ট হয় না কিন্তু তখন জেহের বা উঁচু আওয়াজের কাছাকাছি চলে যায়।

বিশ্লেষণঃ রিয়া থেকে বাঁচা অপরিহার্য কিন্তু রিয়ার আশঙ্কা থেকে বাঁচা অপরিহার্য নয়।

তাকাব্বুর এর হাকীকত

হালঃ আমার মধ্যে এলাজ করা জরুরি এমন একটি রোগ হল তাকাব্বুর। এটাকে প্রতিরোধের তাদবীর বলে দেবেন। বিষয়টি একটু খুলে বলি- পূর্বে মনে হত আমার জাহেরে বা বাহিরে তাকাব্বুর আছে। এখন আমি আমার ধারণায় জাহেরের সেই অহঙ্কারকে প্রতিরোধ করি কিন্তু বাতেনে বা অভ্যন্তরে তাকাব্বুর হয় এভাবে যে, যদি আমার কাছে কোনো জাহেল বা নিম্নশ্রেণীর

www.islamfind.wordpress.com

কারো কোনো কাজ থাকে, তবে জাহেরিভাবে আমি তার খাতির যত্ন করি এই ভেবে যে, সে এক আল্লাহ্‌র বান্দা কিন্তু অন্তরের অনুভূতি থাকে এমন যে, 'এ লোক খুব খারাপ'। আর নিজেকে দিল খুবই ভালো বলে। যেন মুখে বলি তওবা তওবা কিন্তু আমার দিল নিজেকে উত্তম মনে করে। এটা তো তাকাব্বুর ছাড়া কিছু নয়।

বিশ্লেষণঃ মনের মধ্যে এরূপ হওয়া গায়রে এখতিয়ারী বিষয়। এর জন্য কোনো জবাবদিহিতা নেই। তবে এরপর যদি স্বেচ্ছায় ঐ গায়রে এখতিয়ারী ভাবনাকে ঠিক মনে করে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয় তবে সেটা তাকাব্বুর। আর যদি তাকে ভুল মনে করে ঐ ধারণাকে দূর করতে চেষ্টা করে, যদিও দূর না হয় এবং এটাও মনে মনে ভাবে যে, হতে পারে এই ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গুণ আছে যার কারণে সে আল্লাহ্‌র নিকট আমার চেয়ে উত্তম, তাহলে আর তাকাব্বুর হবে না।

হালঃ দ্বিতীয় এই যে, বদদীন, জাহেল, নিম্নশ্রেণীর, প্রবৃত্তিপূজারী, দুনিয়ার পাগল, গায়িকা মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে ক্রন্দনকারীনী এবং প্রতারক এই সব ধরনের লোকের প্রতি আমার দিলের মধ্যে ঘৃণা হয় এবং এদেরকে মনের মধ্যে নিকৃষ্ট মনে হয়। জানি না এটা তাকাব্বুর কিনা তবে তওবা করতে থাকি।

বিশ্লেষণঃ এখানেও সেই কথাগুলোই প্রযোজ্য যা একটু আগেই বলেছি।

হালঃ পূর্বে আমাকে দুচার জন্য মহিলা অহঙ্কারীনী বলত, এখন জিজ্ঞাসা করেছি তারা আর অহঙ্কারীনী বলে না। কিন্তু আমার কাছে এখনও নিজের অভ্যন্তরে অহঙ্কার অনুভূত হয়। এটা দূর করার এলাজ বলুন।

বিশ্লেষণঃ উপরে এর এলাজ বলে দিয়েছি। ভালোভাবে পড়ুন।

হালঃ দীনদার, আদব-তমীযওয়ালা ও উত্তম স্বভাবের লোকদের মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করি। এখন আমার দিলে শিশু বাচ্চাদের প্রতি খুব বেশি ভালোবাসা বিরাজ করে।

বিশ্লেষণঃ তাদের প্রতি ভালোবাসা মূলতঃ আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ভালোবাসা হিসাবেই গণ্য।

হালঃ শিশুদের সঙ্গে কথা বলতে এবং তাদের কাজ করতে মন চায়।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ শিশুদের প্রতি এরূপ মানসিকতা জানান দিচ্ছে যে, আপনার অন্তরে অহঙ্কার নেই।

হালঃ এখন আমার দিল সকলকেই তার হালত ও আদাত বা অবস্থা ও অভ্যাস দেখে পরীক্ষা করতে থাকে যে, লোকটি কেমন? সেকি দীনদার?

বিশ্লেষণঃ পরীক্ষার কথা ভাববেন না। এই ভাবনা ছাড়াই যদি জানা যায় সেটা ভিন্ন বিষয়।

হালঃ যাদেরকে দীনদার জানতে পারি, তাদের প্রতি অকৃত্রিম আন্তরিকতা বোধ করি। জাহেল ও বদদীন লোকদের ব্যাপারে অন্তরে অনাগ্রহ ও দূরত্ব বোধ হতে থাকে। আমি নিজের জন্মস্থানে গিয়েছিলাম। সেখানে নিজ পরিবারের সব মহিলাকে পরীক্ষা করেছি। দেখলাম- সকলের হালত খুবই খারাপ। যারা নামায, রোযা করে, তারাও নামকা ওয়াস্তে ঐ সব করে। সকলেই নানা রকমের অন্যায় ও মন্দ কাজের মধ্যে ডুবে আছে। এটা দেখে আমার দিলে আরও আত্মঅহঙ্কার জেগে উঠল। বাতেনি বিভিন্ন হালতের ব্যাপারে তাদের কিছু জানাই নেই। ইসলাহে বাতেনের ব্যাপারে তাদের কোনো দৃষ্টিও নেই।

বিশ্লেষণঃ এটা সর্বাবস্থায় আত্মঅহঙ্কার নয়। এখানেও সেই বিষয়গুলোই প্রযোজ্য যা আপনাকে পূর্বে (প্রথম বিশ্লেষণে) বলা হয়েছে।

হালঃ আমার জ্ঞাতি গোষ্ঠীর তিন চার মহিলার স্বভাবে চরম বিনয় দেখে অভিভূত হলাম যে কারোর সামনেই তারা নিজেদেরকে একেবারে তুচ্ছ দেখাচ্ছিলেন। এমন অসাধারণ বিনয় আমি নিজের মধ্যে কেন পাই না? আল্লাহ্ যেন আমাকেও এই গুণ দান করেন।

বিশ্লেষণঃ এটাও বিনয়ের একটি ধরণ। বিনয়ের আরো অনেক ধরণ আছে।

হালঃ যখন আমি জন্মস্থান থেকে ফিরে এসেছি, তখন আমার দিলের মধ্যে শুধু এই ভাবনা আসত যে, সকলের হালত কত খারাপ! অর্থাৎ যেন আমার নিজের হালত খুব ভালো। এই জঘণ্য ভাবনার কারণে বারবার তওবা করতাম কিন্তু এর পরও একই ভাবনা বারবার আসত। আট দশদিন পর্যন্ত একইভাবে কাটল। সেখানে গিয়ে আমার বাতেনি অনেক ক্ষতি হয়েছে। যা হোক, আল্লাহ্র ফযলে এখন আর সেই ভাবনা মনে জাগে না। আল্লাহ্ তাআলার ধ্যান মনের মধ্যে বসে গেছে, এর জন্য তাঁর প্রতি লক্ষ লক্ষ শোকর।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ইয়াদ দিলের মধ্যে আরো বসিয়ে দিন।

www.islamfind.wordpress.com

রাগের হালতে কোনো পাপীকে ঘৃণিত ভাবার এলাজ

হালঃ কিছুদিন থেকে শরীয়ত বিরোধী চাল চলনওয়ালা লোকদের প্রতি এক ধরনের ঘৃণা বোধ হত। হুযূরের খিদমতে কিছুদিন থেকে আসার পর তো এমন হালত হয়ে গেছে যে, ঐসব লোকের সঙ্গে কথাবার্তা তো দূরের কথা, তাদের চেহারাও দেখতে ইচ্ছা করে না। রমযান শরীফে রোযা রাখার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যারা রোযা রাখত না, এদের মধ্যে যাদের সাথে কিছুটা সম্পর্ক ছিল, এমন লোকদেরকে দিনে পান খেতে বা হুঁকা খেতে দেখে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি নি। রাগের সাথে কর্কষ ভাষা পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়ে গেছে। পরে বিবেক এই বলে শাসন করেছে যে, তুমি কি আল্লাহ্‌র দারোগা? তুমি এমন কেন কর? নিজের রাগের কারণে আফসোস এবং অনুতাপে জ্বলতে হয়েছে। অথচ এরপরও রাগ নিয়ন্ত্রণে আসে না। এজন্য হুযূরের কাছে দুআর আবেদন করছি যে, কারো সঙ্গে যেন ঝগড়া ফাসাদের অবস্থা তৈরি না হয়।

বিশ্লেষণঃ দুআ করছি। কিন্তু এই হালত মন্দ কিছু নয়। অবশ্য এই হালতে সহ্য ক্ষমতা দুর্বল হওয়ার কারণে ন্যায় ও ইনসাফের সীমা পার হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে হবে ইনসাফের সীমা যেন অতিক্রম না হয়। এর পাশাপাশি এটাও জরুরি যে, পাপীকে ঘৃণা করা যাবে না। পাপের কারণে তার উপর রাগ হলে রাগের সময় এটা চিন্তা করবেন যে, আমার মধ্যে তার চেয়েও বেশি দোষ-ত্রুটি রয়েছে।

সৌন্দর্য পূজার এলাজ

হালঃ চোখ বা দৃষ্টির হিফাজত না করার রোগ অধমের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই ছিল কিন্তু যখন থেকে হুযূরের হাতে বাইআত হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ্ রোগটি ভালোভাবেই দূর হয়ে গেছে। দিলের মধ্যে এখন আর ওয়াস্‌ওয়াসাও আসে না বরং এটাকে দিল এখন ঘৃণার চোখেই দেখে। কিন্তু এই সব কিছুর পরও যখন কোনো সুন্দর তালিবুল ইলম ও ঘনিষ্ট কাউকে দেখি, তো অন্যদের তুলনায় তার সঙ্গে কথা বলতে বা যে কোনো মুআমালা করতে ভালো লাগে। আচরণটা ভালোবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ হয়। যদিও প্রিয় মানুষদের সঙ্গে ভালোবাসা পূর্ণ আচরণ দোষনীয় নয় বরং পছন্দনীয় কিন্তু আমার মধ্যে পুরাতন রোগের প্রত্যাবর্তনের আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে। এজন্য হুযূরের নিকট দুআর ও এলাজের আবেদন করা জরুরি হয়ে গেল।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩৪৩

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ঐ রোগের যেটুকুই বিদ্যমান রয়েছে উহার ব্যাপারেও উদাসীন হওয়া উচিৎ নয়। এর এলাজ এই যে, যার সঙ্গে লেনদেন করতে ও কথা বলতে দিলের মধ্যে লয্যত পয়দা হয়, তার থেকে সাথে সাথেই আলাদা হয়ে যেতে হবে। এই ব্যাপারে কিছুতেই শিথিলতা প্রদর্শন করবেন না। আমিও দুআ করছি।

অন্যের ত্রুটি খোঁজার এলাজ

হালঃ হুযূর বিপদজনক এক রোগ দিলের মধ্যে সুদৃঢ় হয়ে গেছে। রোগটি হল- অন্যের ত্রুটিকে বড় মনে হয়, এমনকি সেই ত্রুটির চর্চা আমার দ্বারা হয়ে যায়। অথচ নিজের ত্রুটিকে ত্রুটিই মনে হয় না। যতই নিজের এই বদ স্বভাবকে তাড়ানোর চেষ্টা করছি, কোনোভাবেই এই চেষ্টা সফল হচ্ছে না। হুযূর মেহেরবানী করে কোনো একটি পথ বাতলে দিন, যে মতে আমল করলে এই বদস্বভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাই এবং দুআও চাই।

বিশ্লেষণঃ দুআ করছি। তাদবীর এই যে, আপনি প্রতিটি কথা বলার পূর্বে এইভাবে চিন্তা করবেন যে, এই কথাটি না বললে জরুরি কিছু ছুটে যাবে কিনা, যদি বোঝা যায় জরুরি কিছু ছুটবে না তাহলে কথাটি বলা ত্যাগ করবেন। এ হল যবানের এন্তেজাম। আর এর মূল শেকড়ের এন্তেজাম এই যে, যখন কারো দোষ ত্রুটি চোখে পড়বে তখন এভাবে চিন্তা করবেন যে, যদিও এই ত্রুটি তার মধ্যে আছে কিন্তু হতে পারে তার মধ্যে এমন কিছু গুণ আছে, যেগুলোর কারণে তার সামগ্রিক অবস্থা আমার সামগ্রিক অবস্থার চেয়ে আল্লাহ্ তাআলার কাছে উত্তম। তাহলে তার ত্রুটি দেখা ও তার চর্চা করার কী অধিকার আমার আছে? যেভাবে অন্ধের জন্য শোভা পায় না এক চোখ কানাকে খোঁটা দেয়া। এইভাবে এই ভাবনাকে স্মৃতির সামনে বারবার তুলে ধরলে ইনশাআল্লাহ্ রোগ নির্মূল হয়ে যাবে। আর যদি হঠাৎ কখনো এই রোগ আবারও প্রকাশ পায় তবে নিজের উপর জরিমানা হিসাবে বিশ রাকাত নফল নামায চাপিয়ে নিয়ে আদায় করবেন। ইনশাআল্লাহ্ নফস সোজা হয়ে যাবে।

মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ বিরাট নেয়ামত

হালঃ কখনো কখনো আখলাকে রাযীলার ওয়াস্ওয়াসা এসে কলবের উপর ভিড় করে, তখন ভীষণ পেরেশান হয়ে পড়ি। তখন মন বলে হায় যদি কোনো মেথর বা মুচির ঘরে জন্ম নিতাম তাহলে হয়ত এই পেরেশানি ভুলে থাকতাম।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এটা অতিরিক্ত আজিযী ও এনকেসারের (অতি বিনয়) প্রাবল্য। এরূপ প্রাবল্য পছন্দনীয় নয় যাতে নি'আমতের প্রতি গাফলত বোঝা যায়। মুসলমানের ঘরে জন্ম নেওয়ার কারণে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। হয়ত সেখানে এটা নসীবে জুটত না। সুতরাং আপনার জন্য অপরিহার্য হল বিদ্যমান হালত যে আল্লাহ্‌র নি'আমত এটা বারবার স্মরণ করা। এবং ঐ নিআমতের শোকর আদায় করা।

কথা ঘোরানো ব্যাখ্যা দাঁড় করা তালিবের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর

হালঃ অধম পূর্বে হুযূরের খিদমতে একটি পত্রে লিখেছিল যে, 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সেই সব হালত ও আনওয়ার যা যিকির ও অযিফার কারণে মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়, মুখ্য নয় এবং মূল বিষয়ও নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ ফযল অবশ্যই। এ কারণে বিভিন্ন সময় তার আকাঙ্ক্ষা হয়, দুআ করবেন যেন আল্লাহ্ তাআলা আমাকে বিশেষ নূর বা হালত দান করেন। ঐ পত্রের জবাব হুযূরের দরবার থেকে পাঠানো হয়েছে। জবাবী পত্র পড়ে আমি বাকহারা হয়ে পড়েছি। হুযূরের প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধার পরও এটা কী সম্ভব যে, আমি হুযূর কে বিদ্রূপের পাত্র বানাব? হুযূর আমাকে এমন ভেবেছেন চিন্তা করে চিঠি পড়ার পর আমি ভীষণ পেরেশান হয়ে গেলাম, ভীষণ লজ্জিত হলাম। এ কারণেই হুযূরকে লিখতে বিলম্ব হয়ে গেল। হুযূরকে লেখার মতো সাহস খুঁজে পাচ্ছি না। বহু কষ্টে লিখে একটা চিঠি পাঠালাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা হরিয়ে গেছে। যা হোক সেই চিঠির বিষয় ছিল এরকম যে, আমি একারণে ভীষণ লজ্জিত যে, আমার চিঠির আবেদন হুযূরের তবীয়তের (ইচ্ছার) খেলাফ। আমার মতলব এমন ছিল না যে, আমার চাহিদামতো আমাকে দিক নির্দেশনা দিন। হারগেয নয়। এটা কীরূপে সম্ভব যে, কেউ আপন মুর্শিদের কাছে ফরমায়েশ জানাবে! বরং আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল এরকম যে, যদি আমার এই তামান্না সহীহ হয় তাহলে হুযূর দুআ করবেন আর যদি সহীহ না হয় তবে এটা জানা যাবে যে, এমন তামান্ন করা বেহুদা ব্যাপারের অন্তর্ভূক্ত। যদি এই ব্যাপারটিই হুযূরের বিরক্তি জাগিয়ে থাকে তবে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। নির্বোধদের ত্রুটি হয়েই যায় হুযূর দয়া করে আমার নির্বুদ্ধিতার অপরাধ ক্ষমা করুন।

বিশ্লেষণঃ কথার যে ব্যাখ্যা করা হল আপনার শব্দ থেকে কেউ সেটা বুঝবে না। বরং আপনার শব্দগুলোই আপনার ব্যাখ্যার বিপরীত কথা প্রমাণ করছে।

www.islamfind.wordpress.com

আপনি নিজেই আপনার কথার মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন 'মুখ্য উদ্দেশ্য নয় এবং আসল বিষয়ও নয়'। এতেই বোঝা গেল, ঐ আকাঙ্ক্ষা করা ঠিক নয়। তাহলে আপনার এই ব্যাখ্যার অবকাশ কোথায় যে, 'যদি আকাঙ্ক্ষা করা সহীহ হয়'। পরবর্তীতে আবার নতুন করে ব্যাখ্যা দাঁড় করা অর্থাৎ ইচ্ছামতো কথা ঘোরানো ও প্যাঁচ খাটানো আরো মারাত্মক অপরাধ। কেননা এর উদ্দেশ্য হল আমি ভুল করি নাই, এতে নিজের উস্তাদকে মুর্খ ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। আফসোস! যার কাছে ইসলাহে বাতেনের আশা করা হয় তার সাথেও কথার ঘোরপ্যাঁচ খাটানো হয়। এই রোগ সূচনা থেকেই তালিবে ইলমের মধ্যে মজবুত হয়ে যায়। মনে রাখা দরকার যে, হার উস্তাদ হার হালতে আহম্মক হয় না। যদি কখনো ঘোরপ্যাঁচ তিনি কবুল করেও নেন তবে তালিবের তো ক্ষতি হবেই কেননা তার আখলাকের সংশোধন হতে পারল না।

ভুল স্বীকার না করার এলাজ

হালঃ আমার দ্বারা যদি কোনো দুনিয়াবি বা দীনী ভুল হয়ে যায়। যেমন মসজিদে আমার বমির বেগ হল। তাড়াতাড়ি মসজিদের বাহিরে দৌড়ানো এবং ওয়াক্ ওয়াক্ আওয়াজের কারণে একজন নাজুক তবীয়তের ব্যক্তিরও বমির ভাব হতে লাগল। তখনই আছরের জামাত শুরু হয়ে গেল। সেই লোকের বমির বেগের কথা মনে পড়ল এবং নামাযের মধ্যে আমার হাঁসি পেল। সঙ্গে সঙ্গেই সেটাকে গোপন করে ফেললাম। দুনিয়াবি ব্যাপারে ভুল বুঝতে পারলেও 'ভুল হয়েছে' বলা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। বরং চিন্তা আসে যে, কি করে এই ভ্রান্তি থেকে আমার সম্পর্কহীনতা প্রমাণ করা যাবে। বিশেষত কোনো বড় ব্যবসায়ী যদি আমার প্রতিপক্ষ হয় তাহলে দোষ স্বীকার করা আমার জন্য সর্বাধিক লজ্জাজনক হয়ে পড়ে। ছোটদের কাছে ভুল স্বীকার করতে একদমই লজ্জা লাগে না। বড়দের সামনে ভুল স্বীকার করতে লজ্জা বরং রাগ এসে যায় বলে খুবই পেরেশানিতে আছি। হুযূর দয়া করে এলাজ বলে দিন এবং সে অনুযায়ী যেন আমল করতে পারি সেজন্য দুআ করুন।

বিশ্লেষণঃ আপনার এই রোগের এলাজ শুধুমাত্র এই যে, মনের মধ্যে যাই হোক কাজের ক্ষেত্রে আপনি মনের বিরুদ্ধে সোজাসুজি প্রতিপক্ষের কাছে ভুল স্বীকার করে নেবেন। কিছুদিন এরকম করলে এই বদস্বভাব হয়ত নির্মূল হয়ে যাবে অথবা কমপক্ষে পরাভূত হয়ে যাবে। দুআ করছি।

www.islamfind.wordpress.com

ইনসান সকল দোষ-ত্রুটির প্রতি আকলী ঘৃণার মুকাল্লাফ

হালঃ আল্লাহ্ তাআলার ফযলে সকল কাজের পূর্বেই চিন্তা করে নেই যে, সেটা শরীয়ত বিরোধী কি না? নিজের দোষ-ত্রুটিকে আকলান (জ্ঞানগত ভাবে) ঘৃণা করি। আর তবআন (স্বভাবগত ভাবে) কখনো কখনো হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ ইনসান এর চেয়ে বেশির মুকাল্লাফও নয়।

গুনাহের প্রতি আগ্রহ, ইবাদাতে অলসতা এবং বুযুর্গদের প্রতি খারাপ ধারণার এলাজ

হালঃ একবার ট্রেনে হযরতের সঙ্গে এই অধমের মুলাকাত হয়েছিল, আমি নিজের কিছু হাল জানিয়েছিলাম, হযরত চিঠি দিয়ে জানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং সেই নির্দেশের আলোকে নিবেদন করছি এই চিঠি। আমার হালতের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম হল গুনাহের প্রতি আগ্রহ এবং ইবাদতে অনাগ্রহ আরো একটি বিষয় হল আমার মনে বুযুর্গদের ব্যাপারে ধারণা ভালো নয়। মনে হয় সকলেই স্বার্থপর, বুযূর্গ একটাও নেই। যদিও নিজেকেও ভালো মনে করি না কিন্তু অন্যদের প্রতি তো সুধারণা পোষণ করা উচিৎ। এই মরয আমাকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছে। হযরত মাওলানা... এর একটি এলাজ বলেছেন- পনের মিনিট মৃত্যুর ধ্যান করবে। হযরতের দুআ ও তাওয়াজ্জুহের অপেক্ষা করছি।

বিশ্লেষণঃ প্রিয় মাওলানা, আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্।
আপনার চিঠির জবাব হিসাবে নিবেদন করছি যে, গুনাহের প্রতি আগ্রহ এবং ইবাদতের প্রতি অনাগ্রহের ব্যাপারে বক্তব্য এই যে, এর একটি হল তবয়ী, যা ক্ষতিকর নয়। আর অন্যটি হল 'আকলী, (যা ক্ষতিকর) এটা আল্লাহ্র ফযলে আপনার মধ্যে নেই। দৃঢ়তা ও অধ্যবসার সাথে এই আকলী আগ্রহ ও অনাগ্রহকে কাজে লাগানোর দ্বারা এক সময় আল্লাহ্ তাআলার 'আদত জারী হয়ে যায় এবং তবয়ী (স্বভাবগত) স্তরও সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু এর জন্য সময়ের কোনো নির্ধারিত মেয়াদ নেই। পরিপার্শিক আসবাব উপকরণ ও অভ্যন্তরীন যোগ্যতার তারতম্যের কারণে ঐ সময়ের তারতম্য হয়ে থাকে। সুতরাং হিম্মত করে কাজ করতে থাকুন। আপন সাধ্যমতো চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। ইনশাআল্লাহ্ সফলতা পাবেন। তবে আপনার শেষের ভাবনাটি অর্থাৎ বুযুর্গ নেই কেউ, এটা একটা বিপদজনক ভাবনা। আর মৃত্যুর ধ্যান এর তাদবীর নয়। এর নির্ধারিত তাদবীর হল- বুযুর্গদের খিদমতে মুক্তমন নিয়ে

www.islamfind.wordpress.com

হাজির থাকা। নির্ভরযোগ্য পরিমান সময় পর্যন্ত তাদের খিদমতে কাটানো। এটা অসম্ভব হলে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। কিন্তু এই শেষোক্ত তাদবীর অত্যন্ত দুর্বল। মানুষ নিজ নিজ পার্থিব প্রয়োজনের জন্য সময় বের করে নেয়, এটা তো প্রকৃত মৌলিক প্রয়োজন। এর জন্য অবশ্যই সময় বের করা জরুরি। সুধারণা ছাড়া আনুগত্য তৈরি হয় না। আর আনুগত্য ছাড়া এই পথে এক কদমও সামনে অগ্রসর হওয়া যাবে না।

গায়রুল্লাহ্‌র মহব্বতের এলাজ

হালঃ হুযূর প্রশ্ন করেছিলেন যে, সেই লোক কোথায় থাকে? তো তিনি দিল্লিতে আছেন। যেখানে আমি থাকি, যেই মহল্লায় আমার বাড়ি, সেই একই মহল্লায় বাড়ি বরং আমাদের দুজনের বাড়ি পাশাপাশি। তিনি আমার সহপাঠি ও সমবয়সি। হুযূর আরো প্রশ্ন করেছেন- তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কিনা। হ্যাঁ, তার সঙ্গে প্রতিদিনই বারবার সাক্ষাৎ হয় তবে কিছুদিন ধরে মনোমালিন্যের কারণে তার সঙ্গে কথা বার্তা বন্ধ রয়েছে। শুধু নামাযের মধ্যে বিভিন্ন খেয়াল আসে, হুযূর মেহেরবানী করে কোনো তাদবীর জানাবেন যেন এই খেয়ালগুলো দূর হয়ে যায়।

জবাবঃ আচ্ছা এমন কোনো ব্যবস্থা হতে পারে কি যে, যেমনিভাবে তার সঙ্গে কথা-বার্তা বন্ধ হয়েছে, তেমনিভাবে যেন স্থায়ীভাবে বন্ধ থাকে? বরং কখনোই যেন তার সামনে পড়তেই না হয়। এর জবাবের সাথে সাথে প্রথম দুটি চিঠিও পাঠাবেন।

পরবর্তী চিঠি–

আপনি যেটা বলেছেন, যেমনিভাবে এখন কথা বন্ধ আছে এটা স্থায়ীভাবে বন্ধ হতে পারে কিনা, বরং তার সামনেও যেন না পড়তে হয়, এটা সম্ভব কিনা? এর জবাব এটাই যে, এরূপ হওয়া সম্ভব নয়। কেন না আমার বাড়ির সঙ্গেই লাগোয়া তার বাড়ি। মসজিদে প্রতিদিন তার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তাছাড়া এটাও সম্ভব নয় যে আমি শহর ছেড়ে চলে যাব। এটাও হতে পারে না যে তিনি এই স্থান ছেড়ে চলে যাবেন। মোট কথা প্রতিদিন তিন চার বার তার সামনা সামনি হতে হয়।

জবাবঃ ঠিক আছে যদি জাহেরি দূরত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব না হয়, তবে এটাতো সম্ভব যে, আপনি কখনো তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকাবেন না। যদি হঠাৎ কখনো তার সামনাসামনি হয়ে যেতে হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে

www.islamfind.wordpress.com

আলাদা হয়ে যাবেন। আর ইচ্ছা করে কখনোই তার কল্পনা মনে আনবেন না। মুখে কখনোই তার আলোচনা করবেন না। যদি অনিচ্ছায় কখনো তার কল্পনা এসে যায় তবে মনের মধ্যে তার সেই আকৃতির কল্পনা বদ্ধমূল করে নেবেন যা মৃত্যুর পর কোনো লাশের হয়ে থাকে অর্থাৎ সকল রূপ-রস, জৌলুস বিদায় নেয়। দুচার দিন পর শরীর ফুলে যায়। পঁচে গন্ধ হয়ে যায়। ফেটে যায়। তাতে পোকা পড়ে যায়। সাথে সাথে একথাও চিন্তা করতে হবে– যার শেষ পরিণতি এই তাকে কী ভালোবাসব! ভালোবাসার একমাত্র উপযুক্ত সেই মহান যাত যার হুসন ও জামাল, রূপ ও সৌন্দর্য অনন্তকালব্যাপি। পাশাপাশি নিজের মৃত্যুর কথা এভাবে কল্পনা করবেন যে, একদিন মরতে হবে। সকল লযযত ও সকল মস্তি (উম্মাদনা) খতম হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। জাহেরি, বাতেনি, আমল ও হালের হিসাব দিতে হবে। তিনি ছাড়া অন্য কারো ভালোবাসা দিলের মধ্যে নিয়ে যদি হাজির হতে হয় তবে তাঁকে মুখ দেখাব কীভাবে? আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, আমার বান্দা হয়ে তুমি অন্যকে এমন ভালোবেসেছ যেমনটি আমাকে বাসা উচিৎ ছিল, এ প্রশ্নের কী জবাব আমি দিব? ইনশাআল্লাহ্‌ বারবার এই মুরাকাবা ও ধ্যান করার মাধ্যমে মরয (রোগ) একদম ভালো হয়ে যাবে। কাজগুলো করতে হবে এবং আপনাকে এগুলো করার সংকল্প করতে হবে।

গর্ব, অহঙ্কার ও রিয়ার এলাজ

হালঃ সব রোগ আমি নিজের মধ্যে বিদ্যমান পাই। আত্মগরিমা-অহঙ্কার, লোক দেখানো মানসিকতা, নিজের কথা ও বক্তব্যের ন্যায় ও অন্যায় তাবীল বা ব্যাখ্যা করা। মেহেরবানী করে এসবের এলাজ জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ নিজের নফসের উপর সাজা ঠিক করে নিন। স্বেচ্ছায় এমন কাজ করুন যা গর্বের বিপরীত। ফরয ও সুন্নত ছাড়া নেক কাজগুলো গোপনে করুন। খুব চিন্তা করে কথা বলুন। যখন কোনো প্রকার ত্রুটি হয়ে যাবে, জরিমানা হিসাবে বিশ রাকাত নফল পড়ে নেবেন।

যেই ক্রোধ দোষণীয় নয়

হালঃ বান্দার একটি হালত এই যে, বর্তমান সপ্তাহের এক রাতে একজন রোগীকে দেখতে যেতে হল। লোকটি ছিল অচেনা আর তার সব কিছু দেখে-শুনে তাকে খুব গরিবও মনে হচ্ছিল না। কিন্তু তিনি কোনো সম্মানী (ভিজিট) দেন নি। রোগ ছিল কলেরা, এ এলাকাতে কলেরা শুরুতে খুবই মামুলি

www.islamfind.wordpress.com

অবস্থায় থাকে। কিন্তু সামান্য কয়েক ঘন্টা পরেই অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক হয়ে যায়। সেই রোগীর ছিল একেবারে প্রাথমিক অবস্থা। আর তিনি এটাকে একেবারে মামুলি ব্যাপার মনে করেই নিশ্চিন্ত থাকলেন, কোনো কথার প্রতি গুরুত্ব দিলেন না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, অতিশ্রীঘ্রই তার রোগ ভয়াবহ রূপ নেবে। ব্যবস্থা পত্র লিখে দিয়ে আমি চলে আসলাম। তার কোনো কিছু না দেওয়াটা আমার কাছে খুব অপছন্দনীয় লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার পক্ষ থেকে লোক এল আমাকে খবর দিতে। সে সময় আমি খুবই ক্রুদ্ধ অবস্থায় ছিলাম। মনে মনে তো বলতে লাগলাম এবার ঠেলা সামলাও, যা মামুলি ভেবে পাত্তা দাও নি সেটা ওত মামুলি নয়। এমনি ধরনের আরো কত কথা না জানি মনে মনে বলেছিলাম। তবে মুখে বলার সুযোগ হয় নি। ঐ লোকটিকে শুধু এতটুকু বলে বিদায় করলাম যে, অন্য কোনো হেকিমের কাছে চিকিৎসা করান, আমি চিকিৎসা করব না। লোকটি চলে গেল। সে চলে গেলে আমি ভীষণ লজ্জিত হলাম। মনে হল, আমার একথায় রোগীর ধারণা হতে পারে যে, তার আরোগ্যের কোনো সম্ভাবনা নেই। আর এতে সে নিজে এবং তার পরিবারের সকলে খুবই পেরেশান হবে। এভাবে তাদের মন ভেঙ্গে দিলাম ভেবে আমি পেরেশান হয়ে গেলাম। দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তিত ও ব্যথিত বোধ করলাম। খাজা সাহেবও সে সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বললেন- রোগীকে এ রকম কথা না বলাই উচিৎ, আমি কারণ বললাম, তখন খাজা সাহেবও বললেন- তাহলে অসুবিধা নেই। গরিব মানুষ হলে তোমার এ আচরণ অন্যায় হত। কিন্তু এরপরও অধমের মন ভালো হল না। আমার আচরণের মূল উৎস খুঁজতে থাকলাম যে, কেন এরূপ আচরণ করলাম। একবার মনে হল- ডাক্তারীর ফি না পাওয়া, আবার মনে হলে- নিজের রোগ নির্ণয়ের উপর আত্মবিশ্বাস। কিন্তু এটাকে আমার বিবেক মানতে চাইল না। এটাও মনে হল যে, এর মূল উৎস নিষ্ঠুরতা অথবা অহঙ্কার। কিন্তু এটাকেও মন প্রত্যাখ্যান করল এইভাবে যে, এর দু-একদিন পূর্বে অমুক ব্যক্তির স্ত্রী অসুস্থ হল। যে ব্যক্তি অমুক মৌলভী সাহেবের মুরীদ এবং খুবই গরিব। শুধুমাত্র দারিদ্রের কারণে এই অধম ফি ছাড়া তার চিকিৎসা করেছে। এমনকি বৃষ্টির মধ্যেও আমি দুদিন পর্যন্ত ঘন্টায় ঘন্টায় তার বাড়ি গিয়ে সেবা করেছি। এরপর তার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। আমি নিজেই পরামর্শ দিলাম অন্য হেকিমের কাছে যাওয়ার জন্য। তারা এমন একজন হাকিমের কাছে চিকিৎসা শুরু করলেন যে হেকিম আমাকে হিংসা করতেন। কিন্তু অধম তা সত্ত্বেও রোগীর খোঁজ খবর নিয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

একবার নৈরাশ্যজনক অবস্থা দেখে খাজা সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। তিনি রোগীনীকে তওবা করালেন, নামায ও অন্যান্য জরুরি ব্যাপারে হিদায়াত ও নির্দেশনা দিলেন। এরপর তার আরাম হল। এ ব্যাপার মনে হলে কিছুটা মনে শান্তি হত কিন্তু এরপরও মনে এত পেরেশানি হল যে, এরপর আমি কোথাও প্রয়োজন দেখলে বারবার যাই। ফি এর ব্যাপার একদম খেয়াল করি না। এমনকি দামী দামী ঔষধও নিজের কাছ থেকে বিনা পয়সায় দিয়ে আসি। মোট কথা ঐ ঘটনার ব্যাপারে মনের মধ্যে যে খটকা সৃষ্টি হয়েছে, নানাভাবে সেটা দূর করার চেষ্টা করেও দূর করতে পারছি না। হুজুর মেহেরবানী করে জানাবেন যে ঐ ঘটনায় আমার গুনাহ্ হয়েছে কি না। যদি গুনাহ্ হয়ে থাকে তবে কাফ্ফারা কি?

জবাবঃ এরূপ ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ হওয়া এবং তাকে এড়িয়ে যাওয়া মোটেও তিরস্কার যোগ্য আচরণ ছিল না। বরং তার আচরণে রাগ না হওয়াটাই তিরস্কারযোগ্য। কেননা আপনার সঙ্গে তার আচরণ ছিল অভদ্রোচিত ও অমর্যাদাকর, যেটা দোষণীয় ও ঘৃণ্য আচরণ। আর দোষণীয় ও ঘৃণ্য আচরণে ক্রুদ্ধ না হওয়া তিরস্কারযোগ্য এবং ক্রুদ্ধ হওয়া তিরস্কারযোগ্য নয়। অবশ্য ক্রুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যদি ক্রুদ্ধ ব্যবহার না করতেন তবে সেটা হত অধিক কামাল (নিখুঁত ব্যবহার)। তবে এটা শুধুমাত্র সেই হালতে প্রযোজ্য যখন ক্রুদ্ধ ব্যবহার না করার কারণে মনের মধ্যে বিরক্তি, সংকোচ ইত্যাদি বেড়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে। আর সে আশংকা থাকলে রাগের প্রকাশ ঘটিয়ে রাগ ঝেড়ে ফেলানোই উত্তম। সর্বাধিক সম্ভাবনা এটাই যে, আপনার বেলায় সেই উত্তমের প্রকাশই ঘটেছে। আর যদি উত্তমটি নাও হয়ে থাকে তবে জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে যদি এতটুকু লক্ষ্য রাখা যায় যে, রোগী যেন নৈরাশ্যজনক কিছু না বোঝে, তবে সেটাই সর্বোত্তম। কিন্তু অতিরিক্ত ক্রোধের কারণে আমি যদি অতখানি লক্ষ্য রাখতে না পারি তবে অন্ততঃ ক্রোধ প্রকাশের সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ শব্দ বা আচরণ যদি গ্রহণ করা হয় তবে সেটাও দোষণীয় নয়।

রিয়ার হাকীকত এবং নির্মূলের উপায়

প্রশ্নঃ আমার মন চায় যে, দুনিয়াবি বিভিন্ন মু'আমালার মধ্যে যেমন পোশাক পরিধানে, খাদ্য গ্রহণে হুযূরের যে সরল-সোজা তরীকা আছে, আমিও সকল ক্ষেত্রে সেই তরীকা মতো আমার জীবন গড়ব এবং হাদীস- "যে ব্যক্তি যেই

www.islamfind.wordpress.com

কওমের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে সে তাদের অন্তর্ভূক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে" এর আলোকে আপনার দলভূক্ত হয়ে যাব। কিন্তু আমার ভয় যে, আপনার মতো পোশাক, টুপি ইত্যাদির কারণে লোকে বলাবলি করবে যে, এইলোক হযরত মাওলানা থানভীর মুরীদ। আর এই বলাবলি আমার জন্য রিয়া এর কারণ হয়ে যাবে। জিজ্ঞাস্য বিষয় এটাই যে, আমি যদি মহব্বতের কারণে হুযূরের মতো লেবাস-পোশাক, টুপি ইত্যাদি পরিধান করি সেটা কি রিয়া হবে?

জবাবঃ রিয়া (অর্থাৎ দেখানো) রিয়া এর ইচ্ছা ছাড়া হয় না। আপনার নিয়ত যেহেতু ভালো সুতরাং এখানে রিয়া হবে না।

উজব, হাসাদ ইত্যাদির এলাজ

হালঃ ১- আল্লাহ্ তায়ালা এই অধমকে যে সব গুণ দান করেছেন, বাস্তবে সেগুলো যতটুকু, আমার নিজের কাছে তার চেয়ে অনেক বেশি বলে মনে হয় এবং মন চায় যে, অন্য লোক আমার খুব প্রশংসা করুক এবং সেই প্রশংসাগুলি আমার কানে আসুক। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে দরদভরা কণ্ঠ দান করেছেন। আশ'আর (ছন্দ ও কবিতা) পড়ার পর যদি কোনো ব্যক্তি প্রশংসা করে, যদিও প্রশংসা শুনে নিরব থাকি কিন্তু নিরবতা সত্ত্বেও নফসের মধ্যে স্বাদ ও মজা বোধ হতে থাকে। মনের গোপন প্রকোষ্ঠে চাহিদা হতে থাকে যে, আরো প্রশংসা হোক, সমস্যা কি?

২. আমার মধ্যে হিংসা অথবা ঈর্ষা রয়েছে, নিজের কোনো ভাইকে যদি বেশি দীনী কাজ করতে দেখি তাহলে মন চায় যে, আমিও করি। সেটা করতে না পারলে মনের মধ্যে এক ধরনের কষ্ট তৈরি হয় এবং তার প্রতি মনের ভেতর কিছুটা সংকোচ ও দূরত্ব তৈরি হয়। কিন্তু একটু পরেই বোঝা যায় যে, মনে কোনো আছর নেই।

বিশ্লেষণঃ উক্ত বিষয়গুলোর বিশদ এলাজ তাবলীগে দীনের মধ্যে আছে। সেগুলো মনোযোগ ও যত্নের সঙ্গে পড়ুন এবং বর্ণিত তাদবীর মতো আমল করুন এরপর যে আছর হবে সেটা সম্পর্কে এত্তেলা (অবগতি) দিন।

হালঃ আজকাল আমার মা'মুল শুধু এতটুকু- তাহাজ্জুদ নামায এরপর পাঁচশতবার আল্লাহু আল্লাহু যিকির।

বিশ্লেষণঃ পরিমান খুব কম হয়েছে। সহন ক্ষমতা অনুযায়ী বাড়িয়ে দিন।

www.islamfind.wordpress.com

আত্মগর্ব ও অহঙ্কারের এলাজ

হালঃ এই খাদেমের মধ্যে আত্মগর্ব ও অহঙ্কার খুব বেশি। অন্য মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় আবার কখনো ইলমের ক্ষেত্রে কখনো বাপ-দাদার ধন-দৌলতের বিচারে নিজের চেয়ে তুচ্ছ মনে করি। যদিও এই রোগ এখানে কম বোঝা যায় কিন্তু নিজের এলাকাতে থাকলে খুব বেশি প্রকাশ পেতে দেখা যায়।

বিশ্লেষণঃ কোনো এক সময় বসে নিজের দোষ-ত্রুটির কথা চিন্তা করুন এবং মুখ দিয়েও বলুন আমি বড় বেকুব। আমি বিরাট নালায়েক, প্রতিদিন আধাঘন্টা এই কাজ করুন। অতঃপর এই চিঠিসহ অবস্থা জানাবেন।

* * *

হালঃ আজকাল এ অধম তাহাজ্জুদ নামাযের পর বারো তাসবীহ এবং দশ হাজার বার ইস্তিগফার ও চব্বিশ হাজার বার ইসমে যাতের যিকির করি। নাশরুত্তীব, তালীমুদ্দীন, কসদুস সাবীল, তাবলীগে দীন ও দাওয়াতে আবদিয়াতের ওয়াজ মুতালা'আ (পড়াশুনা) করি। প্রতিদিন কুরআন শরীফ এক পারা তিলাওয়াত মুনাজাতে মাকবুলসহ। এর বাইরে যে সময় বাঁচে এবং চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে এরূপ সকল সময়ে হাল্কা জেহের ও হাল্কা আওয়াজে ইসমে যাতের যিকির করে থাকি। মোট কথা, আলহামদুলিল্লাহ্ খুবই কম সময় হয়ত গাফলতের মধ্যে কাটে, সকল সময় আল্লাহ্র যিকিরের মধ্যেই কাটে। যা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার ফযল এবং হুযূরের দুআ, স্নেহ, মনোযোগ এবং এনায়েতের বরকত।

কলবের হালত আলহামদুলিল্লাহ্ খুবই ভালো বোধ হয়। ইস্তিগনায়ে কলব (অন্তরের ঐশ্বর্য) সীমাহীন। কলবের শক্তি এত যে, বড় বড় মুসীবত ও কষ্টের মধ্যেও আরাম ও স্বস্তিবোধ হয় বরং এক ধরনের মজা পাই। মনের অনুভূতি ঠিক এরূপ থাকে যে, এই যে হালত আমার চলছে, আমার জন্য আমার প্রাণপ্রিয় প্রভূর এটাই পছন্দ। তাওয়াক্কুলের শক্তি এমন যে, খালেস আল্লাহ্র উপর ভরসায় থাকি। কারো কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা বলা তো কুফর ও শিরকের চেয়েও বেশি ঘৃণিত মনে হয়। কষ্ট বরদাশত করা মনের কাছে বাখুশী মঞ্জুর। আমার অবস্থা ভালো বা মন্দ যাই হয়, আল্লাহ্র কসম! সেটাকে আমি আল্হামদুলিল্লাহ্ তাঁর নেয়ামত মনে করে খুব খুশি থাকি। আর হযরত! কলবের মধ্যে সর্বদা মনে হয় যে, যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

www.islamfind.wordpress.com

যিকিরের সময় মনে হয় কলব আগুনের মত প্রজ্জলিত হচ্ছে। কলবের কোমলতা ও আর্দ্রতা যিকিরের মাঝে এবং নামাযে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি মনে হয়। বেশিরভাগ সময় গরম গরম ও উত্তপ্ত 'আহ্' বের হতে থাকে। যেদিন থেকে আমি তাকাব্বুর থেকে তওবা করেছিলাম, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমার অবস্থা হয়েছে এই যে, নিজের চেয়ে মন্দ ও নিকৃষ্ট লোক আমার কাছে আর কাউকে মনে হয় না। আল্লাহ্ পাকের শোকর যে, কিবির (অহঙ্কার) এর ব্যাপারে একদম ঘৃণা ধরে গেছে। মন এটাই কামনা করে যে, এই লেবাসটাও খুলে ফেলি এবং এমন কোনো লেবাস গ্রহণ করি যা দেখলে দুনিয়া আমাকে যিল্লাতের নজরে দেখবে। কিন্তু এটা আবার নফসের চক্রান্ত কিনা- এ ভয়ে সেটা করা হয় না। তবে দিল এটা অকাট্যরূপে কামনা করে যে, একঘণ্টা সময় নির্ধারণ করে রাত্রে ঘুমানোর সময় খানকায়ে এমদাদিয়ায় যারা ঘুমান তাদের সকলের হাত-পা টিপে দেই এবং মুখে অনুচ্চ আওয়াজে যিকির করতে থাকি। নিজের এলাকায় গিয়েও এই মা'মুল চালু রাখি এভাবে যে, মসজিদে যে সব মুসাফির এসে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে শুয়ে থাকেন, তাদের হাত-পা টিপে সেবা করব। এতে আমার নফ্সও সোজা থাকবে আবার দু-চারজন মুসলমানের দিলও খুশি থাকবে। কেননা 'তরীকত বাজুয খিদমতে খল্ক নেস্ত।' (অর্থ তরীকত জনসেবা ছাড়া আর কিছুই নয়।) এতো বললাম আমার দিলের আকাঙ্ক্ষার কথা, আমল করব যদি হুযূর এজাযত দেন।

হযরত! চিন্তা করে বুঝতে পারলাম যে, অহঙ্কার যেমন অনেক রোগের মূল তেমনি চিন্তা না করে কথা বলাটাও হাজার গুনাহের মূল শেকড় সমতুল্য। এজন্য আজ এ মুহূর্ত থেকেই তওবা করছি এবং আহাদ করছি যে, ইনশাআল্লাহ্ চিন্তা না করে মুখ থেকে কোনো কথা বের করব না। হুযূর দুআ করবেন আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাকে এ কাজে সাহায্য করেন এবং তাওফীক দান করেন। হযরত! এখন সারা দুনিয়াতে আমার কোনো দুশমন নেই বলে মনে হয়, সকলের সঙ্গেই মনে হয় আপস হয়ে গেছে। কিন্তু আমার এই যে নফ্স মনে হয় এটাই আমার আস্তিনের সাপ। এই জালিম কখনোই গাফেল থাকে না। যখনই আমাকে গাফেল দেখে এমন ছোবল মারে (গুনাহ্ করিয়ে ফেলে) যে, আমি কাতরাতেই থেকে যাই। বড় সুখের বিষয় এই যে, আমার মাওলা জানেন যে, ওটাই আমার আসল দুশমন, ফলে ক্ষমা চাইলেই তিনি ক্ষমা করে দেন।

www.islamfind.wordpress.com

হযরত! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মেহেরবানী করে আমার জন্য দুআ করবেন, আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাকে নিজের এবং আপন হাবীবের কামেল মহব্বত দান করেন এবং ইত্তেবায়ে সুন্নতের তাওফীন দান করেন।

বিশ্লেষণঃ দিল খুবই খুশী হয়ে গেল। মা-শা-আল্লাহ্! খুবই ভালো হালত। আল্লাহ্ তায়ালা ইস্তিকামাত এবং উন্নতি দান করুন। শুধু একটি বিষয় সম্পর্কে সামান্য কথা বলার আছে। সেটা হল- 'কিবির' এর এলাজের জন্য আপনি যে মুসাফিরদের হাত-পা টিপে সেবা করার ব্যাপারে ভাবছেন এটা খুবই উত্তম বিষয় কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে, ঔষধ প্রতিদিন ব্যবহার করলে যেমন ঔষধ থাকে না বা তার প্রতিক্রিয়া থাকে না। একইভাবে কতিপয় বাতেনি এলাজও দৈনিক ব্যবহার করার কারণে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাতে তেমন কোনো ক্রিয়া বা আছর থাকে না। অতএব যুক্তিযুক্ত হবে এটাই যে, যেদিন ঐ মরযের কোনো প্রভাব দেখতে পাবেন সেদিন ঐরূপ করবেন, নতুবা করবেন না। এছাড়া করার সময়ও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ঐ ব্যক্তির জন্য যেন বিরক্তিকর না হয়, বরং এটা যেন তার সন্তুষ্টিতে হয়। যদি তিনি নিষেধ করেন তবে প্রথমে তাকে রাজি করাতে হবে। যখন বোঝা যাবে যে, তিনি দিল থেকে রাজি হয়ে গেছেন তখন কাজটি করবেন।

ক্ষতিকর সোহবত থেকে দূরে থাকা

হালঃ হুযূরের প্রতি অধমের সত্যিকারের ভক্তি এরকম যে, পৃথিবীতে আমার পীর মুর্শিদের চেয়ে বড় আর কেউ নেই। এটা এই বিচারে যে, শুধু হুযূরের থেকেই এই খাদেম ফয়েয পেতে পারে। অন্য কোনো বিবেচনায় নয়। যেহেতু হুযূর নিজেই কোনো একস্থানে লিখেছেন- প্রত্যেক বুযুর্গের সঙ্গে ভক্তিপূর্ণ আচরণ কর এবং তার আদব রক্ষা কর কিন্তু ফয়েযের আশা শুধু কেবল নিজের পীরের কাছেই রাখ। অধিকাংশ সময় হুযূরের কথা মনে থাকে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে স্বপ্নে বিশেষ কিছু দেখছি না এবং বর্তমানে হুযূরকেই স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছি না। আমি হুযূরের একজন অজ্ঞ ও নির্বোধ খাদেম। নির্বুদ্ধিতারই কারণ এটা যে, আমি হুযূরের মোবারক সোহবতে বেশি থাকার সুযোগ করতে পারি নি। নতুবা আমার সবকিছুরই সংশোধন হয়ে যেত। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার কাছে দৃঢ় আশা রয়েছে যে, হুযূরের দুআ ও লিখনির মাধ্যমে আমার সকল বিষয়ের সংশোধন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩৫৫

www.islamfind.wordpress.com

পরের নিবেদন এই যে, এক ব্যক্তি বলেন যে, 'টেবিলে খানা খাওয়া এবং ইংরেজদের পোশাক পরিধান করা মোটেও কোনো অপরাধ নয়। যেমন তুর্কীর লোকেরা করে থাকে। বরং শরীয়ত তো কারোর আকাঙ্ক্ষা ও লেবাস-পোশাককে নিষেধ করে নি'। আমার আশা এ বিষয়ে শরীয়তের যে মাসায়েল আছে, হুযূর তার খোলাসা লিখে দিবেন। আর যদি আপনার নিকট এটাই মুনাসিব মনে হয় যে ঐ ব্যক্তির জবাব না দেওয়া দরকার, তাহলে এটাও জবাবেরই অন্তর্ভূক্ত।

বিশ্লেষণঃ স্বপ্নের উপর কোনো কিছু নির্ভরশীল নয়। এজন্য স্বপ্নের মধ্যে ঘাটতি হওয়াতে পেরেশান হওয়া মূর্খতা। টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি বিষয়ে ঐ ব্যক্তির গবেষণা ভুল। আফসোস এর বিষয়, আপনি এমন লোকের সোহবতে উঠা-বসা করেন যার দ্বারা দীনের ক্ষতি হয়! সকল মাকসাদের জন্য দুআ করছি।

নফসের কৃপণতার এলাজ

হালঃ আল্লাহ্‌র জন্য খরচ করতে মন চায় কিন্তু নফ্‌স বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

বিশ্লেষণঃ কয়েকবার নফ্‌সের বাধা উপেক্ষা করে দান করুন দেখবেন সহজ হয়ে গেছে।

গীবত, অনর্থক কথা, কিবির ও লোভের এলাজ

হালঃ হুযূরের মাওয়ায়েয মুতালা'আ করে নিজের মধ্যে অনেক বাতেনি মরযের উপস্থিতি বুঝাতে পারলাম। কিছু রোগের এলাজ আমার ধারণা মতে করেছি। কোনো কোনো রোগ যিকিরের মাধ্যমে দূর হয়ে গেছে। যে রোগটির এলাজ করেছি, সেটা ছিল গীবত। এখানে এসে গীবত করা থেকে মুখ বন্ধ করে নিয়েছিলাম, কিন্তু কখনো কখনো দিলে দিলে গীবত হয়ে যেত। তখন চিন্তা করলাম- এটা কেন হচ্ছে? বুঝলাম অন্যের দোষ দেখা বা অন্যের খারাপ অবস্থা জানা, এই হল মনে মনে অন্যের গীবত করার মূল উৎস। এর এলাজ করলাম দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ যতক্ষণ কামরার মধ্যে থাকি ততক্ষণ তো আছেই। এরপর যখন প্রয়োজনে বাহিরে বের হই তখন নিচের দিকে দৃষ্টি রাখি। ডানে-বামে অথবা কারোর প্রতি বিনা প্রয়োজনে একদমই তাকাতাম না। এভাবে একসময় এই রোগ দূর হয়ে গেল। এখন কারোর হেকায়াত বা শেকায়াত বন্ধ হয়েছে। মাটির দিকে তাকিয়ে চলার একরকম অভ্যাস হয়ে গেছে।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩৫৬

www.islamfind.wordpress.com

দ্বিতীয়ত অনর্থক কথা বলার রোগ ছিল, এর এলাজ করেছি ইখতেলাত তরক (মেলামেশা বর্জন) করার মাধ্যমে। অর্থাৎ খুব তীব্র প্রয়োজন না হলে কারোর কাছে যাই না। যদি কখনো বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, আর তখন কোনো বন্ধু সঙ্গী হয়ে যায়, তাহলে কোনো ওজর পেশ করে ফিরে আসতাম। একাকী হয়ে যেতাম। কিছুদিন এরূপ করতে করতে এখন অবস্থা এই যে, কারো সঙ্গে মেলামেশা করলেও জবান বন্ধই থাকে, কথা বের হতে চায় না। যদি কখনো প্রয়োজনের বাইরে একটি দুটি কথা হয়ে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে যাই এবং তওবা করে নেই।

তৃতীয় রোগটি ছিল কিবিরের। অর্থাৎ নিজের কাজ ভালো লাগত আর অন্যের কাজ খারাপ লাগত। অহঙ্কারের রোগ। এ রোগ ছিল দীর্ঘদিনের। নফ্সকে অনেক বোঝাতাম, তোর মধ্যে এই রোগ আছে, ঐ রোগ আছে কিন্তু বুঝত না। হুযূরের কী শুকরিয়া আদায় করব, শরীরের প্রত্যেক লোম দ্বারা সারাক্ষণ শুকরিয়া আদায় করলেও আদায় হবে না। সেটা হল যেদিন হুযূর আমাকে মজলিস থেকে বের করে দিলেন এবং বললেন- বের হয়ে যাও তুমি কিছুই বোঝ না। ঐদিন আমি নফ্সকে বললাম- মিয়াঁ, তোমার ভালোত্ব তো বেশ প্রমাণ হয়ে গেল, মজলিসে বসারও উপযুক্ত নও। সেদিন থেকে বুঝে নিয়েছে এবং পুরোপুরি ইয়াকীন করে নিয়েছে যে, সত্যিই আমার চেয়ে খারাপ অবস্থা আর কারো নেই। কেননা আর কাউকে তো এভাবে মজলিস থেকে বের করা হয় নি। হুযূর! এখন আমি একটি সবক পেয়ে গেছি, যখন কারো প্রতি আমার দৃষ্টিতে তুচ্ছতা সৃষ্টি হয়, তখন এই ঘটনাটি নফ্সকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তখন সে মেনে নেয় এবং বলে যে, সত্যিই আমার চেয়ে খারাপ অবস্থা কারো নেই।

চতুর্থ রোগ খাবারের প্রতি লোভ অর্থাৎ যখনই কোথাও দাওয়াত থাকে অথবা সাধারণ অবস্থার তুলনায় বেশি খানা পাওয়া যায়, তখন পেট ভরলেই হয় না বরং মনটাও ভরাতে হয়। তখন মনেও থাকে না যে এটা লিপ্সা। খাওয়ার পর মনে হয় লিপ্সা তো আমার মনটাকেও পূর্ণ করেছে, শুধু পেটকে পূর্ণ করে ক্ষ্যান্ত হয় নি। এরপর খুব আফসোস হয় যে, হাদীসে তো এর নিন্দা করা হয়েছে। এই রোগ এখনো আছে। এর কোনো এলাজ বুঝে আসে নি। হুযূরের খেদমতে আরজ এই যে, এর এলাজ জানাবেন এবং শুরু থেকে যে বিষয়গুলো জাহের করেছি, সেগুলোর মধ্যে যে ভুল-ভ্রান্তি আছে, ইসলাহ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে সেগুলো জানাবেন। মনপ্রাণ দিয়ে কবুল করব এবং আমল করব ইনশাআল্লাহ্।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্, সকল হালত এবং আমরায (রোগের) এর এলাজ সবই ঠিক আছে। খাদ্যের লিপ্সার সর্বাধিক কার্যকর আমলী এলাজ এই যে, পেট ভরার পর হিম্মত করে উঠে পড়তে হবে বা খাওয়া ত্যাগ করতে হবে। কেননা এটা এখতিয়ারী বিষয়। কিছুদিন এভাবে করলে ইনশাআল্লাহ্ এটা সহজ হয়ে যাবে।

খাদ্যের লিপ্সা ও উজবের এলাজ

হালঃ হুযূরের কথামতো অধম হযরতের ওয়াজ মুতালাআ করেছে। আশরাফুল মাওয়ায়েয ১ম, ২য়'র পর তৃতীয়টি মুতালাআ করছি। জটিলতা একদম কমে গেছে। অবশ্য সাংসারিক নানান দুশ্চিন্তার মধ্যে মন যে সব পেরেশানিতে থাকত, তা কিছুটা রয়ে গেছে। আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আশাবাদী যে, সেগুলোও দ্রুত দূর হয়ে যাবে। জনাব ওয়ালার দুআর প্রয়োজন। দুটি বিষয়ের ইসলাহ কামনা করি।

এক– খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ।

দুই– মাঝে মধ্যে গুনাহ্ থেকে দূরে থাকার কারণে এই ওয়াস্ওয়াসা আসে যে, তুই অন্যদের চেয়ে উত্তম। আর যারা গুনাহের কাজে জড়িত, তাদের দেখে মনে মনে ঘৃণা আসে, তাদেরকে নিকৃষ্ট জানি। মাঝে মাঝে কোনো ভালো কাজ করলেও একই হালত হয়। এটা দিনে চার-পাঁচবার হয়। বিশেষভাবে এই ওয়াস্ওয়াসা নামাযের মধ্যে বেশি আসে, যখন দেখি পাশে কোনো ব্যক্তি দ্রুত রুকু, সিজদা করে নামায শেষ করছে।

বিশ্লেষণঃ হালত জেনে খুশি লাগল। দুটি বিষয়ের ইসলাহ চেয়েছেন, তার জবাব এই (১) জায়েয সীমা পর্যন্ত খাদ্যের আকর্ষণকে কমানোর জরুরত নেই। ঐ সীমার মধ্যে থাকতে থাকতে এক সময় দিল অভ্যস্ত হয়ে যাবে। তখন আকর্ষণ এমনিতেই দুর্বল হয়ে যাবে। (২) এটা নিছক ওয়াস্ওয়াসা। খবরদার কখনো এমন করে বসবেন না যে, এই ওয়াস্ওয়াসা থেকে বাঁচার জন্য ইবাদত ছেড়ে দিলেন অথবা গুনাহে জড়িয়ে গেলেন। যখন এই ওয়াস্ওয়াসা আসবে তখন শুধু এতটুকু চিন্তা করলেই যথেষ্ট যে, যে লোকটিকে গুনাহ্ করতে দেখছি, তার মধ্যে এমন কোনো ভালো গুণ থাকতে পারে যার কারণে সে আল্লাহ্র দরবারে আমার চেয়ে উত্তম।

www.islamfind.wordpress.com

ইশ্‌কে মাজাযী ইশ্‌কে হাকীকীর সেতু

হালঃ হযরত! যখন ইশ্‌ক হয়ে যায়, তখন সব দোষ-ত্রুটির সংশোধন হয়ে যায়। যখন থেকে সেই মহিলার সঙ্গে মহব্বতের মজা বুঝতে পেরেছি- যাকে আমি বিবাহ করতে প্রস্তুত হয়েছিলাম, কিন্তু করা হয় নি, তখন থেকে আমার তামান্না এই যে, আল্লাহ্ যেন জলদি আমাকে তাঁর (আপন) মহব্বত নসীব করেন। আমার মেহেরবান প্রভূর কাছে সুদৃঢ় আশা এই যে, এই দান আমার নসীব হবে। কেননা এখন তো সেই মহিলার সঙ্গে মহব্বত নেই। যখন থেকে স্বেচ্ছায় সম্পর্ক ছিন্ন করেছি এবং মাসলিহাত বা যৌক্তিক কারণে বিবাহ করার ইচ্ছা মূলতবি করেছি তখন থেকে মহব্বত ইশকের লযযত ও স্বাদ বুঝে গেছি। যার ফলে আমার মনে হয় যেন আমার মেহেরবান মাওলা আমাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বোঝালেন যে, মহব্বত এরকম হয় এবং মাহবুব (প্রেমাস্পদ) এর সঙ্গে আচরণ এমন করতে হয়। যেমন উস্তাদ নির্বোধ ছাত্রকে স্নেহবশত নানান বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে অবশেষে বিশেষ একটি বিষয় বুঝিয়ে দেন। হযরত! এটাও আমার হালতের উপর আল্লাহ্ পাকের সীমাহীন দয়া। তাঁর কত ইহসান ও ইনায়াত এর আলোচনা করব?

বিশ্লেষণঃ মাজায (রূপক) কনতরায়ে হাকীকত (অর্থাৎ হাকীকতের পুল (সেতু)) কথাটির বাস্তবতা এটাই। (মাজায বা রূপকের সেতু পারি দিলে হাকীকত বা বাস্তবে উপনীত হওয়া যায়। যেমন আলোচ্য ক্ষেত্রে মাজাযী ইশকের পরে হাকীকী ইশকের সূচনা)।

আজনবী নারীর প্রতি ইশকের এলাজ

প্রশ্নঃ এই অধম নিজ মুর্শিদের জীবদ্দশায় প্রায় পাঁচ বছর কঠোর সাধনা করে কিছুটা দিলের পরিচ্ছন্নতা অর্জন করেছিল এবং আশা ছিল যে, দিলের উপর হুব্বে ইলাহীর নক্‌শা অঙ্কিত হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত মাওলানা রহ. এর জীবন ওফাদারি করল না (তিনি বাঁচলেন না) সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন, আয়োজন ভণ্ডুল হয়ে গেল। নফ্‌স ও শয়তান যা ইনসানের হাকীকী দুশমন তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সেনাদলের প্রধান আগে চলে গেলেন, কাফেলা পড়ে রইল পেছনে। নেতৃত্বহীন, কাণ্ডারীবিহীন তারা পথ হারাতে থাকল। কিছুকাল পর্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকল যথারীতি। অবশেষে ঘাটতি এল তাতে। মোটকথা এখন হালত অবর্ণনীয় অবস্থায় পৌঁছে গেছে। বলতেও পারি না আবার না বলেও থাকা যায় না। দক্ষ চিকিৎসকের কাছে রোগ গোপন

www.islamfind.wordpress.com

করার মানে মৃত্যুকে কাছে ডেকে আনা। যেহেতু দীর্ঘদিন থেকে এ অধমের হৃদয়ের আকর্ষণ হযরতের প্রতি আছে এজন্য আপনি ছাড়া অন্য কাউকে নিজের জন্য বড় চিকিৎসক ভাবতে পারি না।

আল্লাহ্‌র... কাছে প্রত্যাশা এই যে, তিনি শীঘ্রই সবকিছু ঠিক করে দেবেন। বিশদ অবস্থা জানাতে গেলে তো পূর্ণ একখানা কিতাব দরকার হবে। কিন্তু কিছুটা এজমালিভাবে হুযূরের অবগতির জন্য নিবেদন করছি। প্রায় ছয়মাস হল, এক মহিলা যার চালচলন সুন্দর নয়, কারণে অকারণে আমার প্রতি আগ্রহী হয়েছে। আমাকে সে ভাব ও ভাষা দিয়ে আবেগ ও ইশারা দিয়ে প্রলুব্ধ করে তুলল। যখন সে নিজের প্রতি আমাকে আসক্ত করে ফেলল তখন আমার মনে প্রেমের প্রচণ্ড কাতরতা তৈরি হয়ে গেল। তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ আমার জন্য কেয়ামতের আগমনের রূপ পরিগ্রহ করল। প্রেমের মজা, বিরহ বেদনার স্বাদ, মান-অভিমানের পালা আর সারাক্ষণ মিলনের ব্যাকুলতার ভাব পূর্ণরূপে আমার মধ্যে এসে গেল। যা যা না করা উচিৎ ছিল করে বসলাম।

'প্রেমে পড়ে কত কী যে করেছি কত কী না করব, অযীফা তো দূরে থাক নামাযটাও ছেড়েছি।'

শুধু তার নামের অযীফা আর কেবলমাত্র তার প্রসঙ্গই আমার ব্যথিত ভাষায় চিত্রিত হতে লাগল। শুধু তারই মুখচ্ছবির কিতাবটিই মুতালাআ করতে লাগলাম।

'ইশ্‌কের স্কুলে এসে পড়েছি উদ্যান ছেড়ে, পড়াশোনা করি রূপ, লাবণ্য, ইশ্‌ক কোরআন ছেড়ে।'

মোটকথা বর্তমানে সেই উন্মাদনার পূর্ণ যৌবন চলছে। মিলনের চেষ্টা তদবীরে লেগে আছি। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ চিন্তা হয় হায়! একি হল আমার? এই চিন্তার মধ্যেই হুযূরকে আজ চিঠি লিখলাম। যদিও অনেকদিন ধরেই ইচ্ছে হচ্ছিল যে, আপনাকে লিখব। কিন্তু সময় হয় নি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার সেই সময় আজ এল। আল্লাহ্ তাআলার... কাছে প্রত্যাশা এই যে, এবার আমার ইসলাহ হয়ে যাবে। এজন্য সবিনয় আরজ এই যে, হুযূর এই অধমকে ধ্বংসের ঘূর্ণাবর্ত থেকে উদ্ধার করুন এবং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার জন্য দুআ করুন। আপনার কাছে আমার দাবি এই যে, আমাকে আপনার গোলাম ভাবুন এবং সেই গোলামের জন্য দুআ করুন। হুযূর আমি চাই সে আমাকে আকর্ষণ করার পূর্বেই যেন আমার মন তার থেকে উঠে যায়। তার দিক থেকে যেন উল্টে যায়। হুযূর দয়া করে সেই দুআ করুন। নইলে আমার জন্য কিয়ামতের

www.islamfind.wordpress.com

বিভীষিকা নেমে আসবে। হুযূর! গোস্তাখি মাফ করবেন। নিরুপায় হয়েই অনর্থক এই সব কথায় হুযূরের মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম। আল্লাহ্ তাআলার ইশ্‌ক এবং তাঁর হাবীবের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসা যেন পাই, এই দুআর আবেদন জানাচ্ছি হুযূরের কাছে।

জবাবঃ জনাব, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রথমত ভালোভাবে বোঝা উচিৎ যে, হিম্মত ও সংকল্প ছাড়া অতি সহজ কাজও সমাধা হয় না। দেখুন, শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য তিক্ত, বিস্বাদ ও চরম অপছন্দনীয় ঔষধও খেতে হয়। যেহেতু সুস্থতা সকলেরই কাম্য, তাই হিম্মত করে খেয়ে নেয়। বাতেনি রোগের ক্ষেত্রে সেটা আরও বেশি প্রযোজ্য। এ বিষয়টি যখন বুঝতে পারলেন এবার চিকিৎসার কথা শুনুন এবং হিম্মত করে আল্লাহ্‌র নামে তা শুরু করে দিন। ইনশাআল্লাহ্ কামেল (পূর্ণ) শেফা পাবেন। এর এলাজ কয়েকটি বিষয় দ্বারা গঠিত।

(১) ঐ মুরদারের (নারীর) সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে কঠোরভাবে বর্জন করুন অর্থাৎ তার সঙ্গে উঠা-বসা, কথা-বার্তা, আসা-যাওয়া, তাকে দেখা বা তার দিকে তাকানো এমনকি অন্য কোনো ব্যক্তিও যদি আপনার সামনে তার আলোচনা করে একদম কঠোরতার সঙ্গে সে আলোচনা থামিয়ে দেবেন, স্বেচ্ছায় কৃত্রিম কোনো অজুহাতে ঐ মহিলাকে ভালো মন্দ কিছু বলে তার সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে নেবেন। যেন তার মধ্যে এমন রাগ, ঘৃণা বা অসহ্য লেগে যায়, যার ফলে এদিকের প্রতি কোনো আকর্ষণ এবং এখানে সফলতার সম্ভাবনা একদম দূর হয়ে যায়। জাহেরিভাবে তার থেকে এত বেশি দূরত্ব অবলম্বন করবেন যেন ভুলক্রমেও তার উপর দৃষ্টি না পড়ে। এক কথায় তার থেকে যেন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়ে যায়।

(২) নির্জন একটি সময় নির্ধারণ করে তাজা গোসল করে, পরিচ্ছন্ন পোশাক পড়ে, সুগন্ধি লাগিয়ে, নির্জনে কিবলামুখী হয়ে তওবার ইচ্ছায় দুই রাকাত নামায আদায় করবেন। এরপর খুব কাতরতার সঙ্গে ইস্তিগফার করবেন এবং তওবা করবেন। এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুআ ও মিনতি করতে থাকবেন। এরপর পাঁচশত থেকে এক হাজার বার পর্যন্ত 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্-' যিকির করবেন এমনভাবে যে, 'লা-ইলা-হা' বলার সময় ভাববেন যে, আমি মন থেকে সকল গায়রুল্লাহকে বের করে দিলাম আর 'ইল্লাল্লা-হ্' বলার সময় কল্পনা করবেন যে, আমি আল্লাহ্‌র ভালোবাসাকে কলবের মধ্যে বসিয়ে নিলাম। এই যিকির যরবের সঙ্গে হওয়া উচিৎ।

www.islamfind.wordpress.com

(৩) যেই বুযুর্গের প্রতি খুব বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে, কল্পনা করবেন যে তিনি কলবের মধ্যে বসে আছেন এবং এই সব আজে বাজে বিষয়কে কলবের মধ্য থেকে বের করে দূরে নিক্ষেপ করছেন।

(৪) অনূদিত কোনো হাদীসগ্রন্থ অথবা এ ধরনের যে গ্রন্থে না ফরমানদের শাস্তি জাহান্নাম ও গযবে ইলাহীর বর্ণনা আছে, বেশি বেশি পড়াশোনা করবেন।

(৫) নির্জনে বসে দৈনিক কিছু সময় এই ধ্যান করবেন যে, আমি কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্‌র সামনে হিসাবের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে বলছেন যে, এই বেহায়া নির্লজ্জ! তোর লজ্জা লাগে না যে, আমাকে ছেড়ে এক মুরদারের (নারীর) প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিস? তোর কাছে কি আমার এটাই চাওয়া ছিল? আমি এই উদ্দেশ্যে তোকে সৃষ্টি করেছিলাম? এই বেহায়া! আমার দেওয়া নেয়ামত চোখ, কান, দিল ও দেমাগকে আমার নাফরমানীতে খরচ করেছিস, তোর কি লজ্জা-শরম নেই। দীর্ঘ সময় ধরে এই মুরাকাবায় নিমগ্ন হয়ে থাকা উচিৎ। আর আমি আগেই বলেছি- নফ্‌সের যত কষ্টই হোক, এই নুস্‌খা হিম্মত করে বাস্তবায়ন করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলাই একমাত্র শেফা দানকারী।

* * *

প্রশ্নঃ আমার প্রিয় হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব, সালামবাদ চিঠির উদ্দেশ্যে এই যে, আমি এক বিপদে পড়েছি। এক বন্ধুর অসন্তুষ্টি ও রোষানল আমাকে পুড়িয়ে মারছে। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য করুন। খাস তাওয়াজ্জুহ সহকারে দুআ করুন সে যেন আমার প্রতি প্রীত হয়ে যায়। এ ব্যপারে যদি কোনো অযীফা বা পরীক্ষিত আমল আমাকে দান করেন তবে সেটা আমার জন্য খুবই উপকারী হবে। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখতিয়ারী নয় এযতেরারী (বাধ্যতামূলক), পাপাচারের কোনো পরিকল্পনা সেখানে নেই। সেটা আমার জন্য শুধুমাত্র সময় কাটানোর মাধ্যম। বর্তমানে তার যে রুষ্ঠভাব আমার প্রতি চলছে, এরকমই যদি চলতে থাকে, তবে জানি না আমার কি হাল হবে। আমার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দান করুন এবং দ্রুত চিঠির জবাব দিয়ে কৃতার্থ করুন।

জবাবঃ শ্রদ্ধেয় জনাব, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যেহেতু আপনি আমার একজন পীরভাই, সে কারণে গোস্তাখিসূলভ হলেও খয়েরখাহীমূলক আরয করছি-

www.islamfind.wordpress.com

'রূপ লাবণ্যর লাগি হয় যে ইশ্‌ক ভালোবাসা,
পরিনাম তার লাঞ্ছনা আর নিরাশা।
মরণশীলের ইশ্‌ক একদিন হবে নির্জীব,
ভালোবাস তাঁরে যিনি চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব।
ইশ্‌কে মাওলায় মগ্ন হয়ে যাও, হয়ে যাও ব্যাকুল,
তাঁর ইশ্‌কেই মগ্ন রয়েছে তাঁর সৃষ্টিকুল।
তাঁর ইশ্‌কের পথ ধরে আম্বিয়া হয়েছেন সফল,
সেই পথ ধর যদি হতে চাও সফল।'

পেতে চান আল্লাহ্‌কে আর তাকিয়ে আছেন গায়রুল্লাহর দিকে! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন, একটুখানি শরম করুন। মানলাম আপনার সম্পর্ক এযতেরারী কিন্তু তার প্রতি দৃষ্টি, তার কল্পনা, মনের মধ্যে তার ভাবনা এবং তার নৈকট্য পাওয়ার আশায় চেষ্টা তদবীর করা এগুলো সবই এখতিয়ারী এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে গুনাহ্‌। গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থেকে পাশাপাশি আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়া সম্ভব কি? 'সময় কাটানো' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন? এর মানে যদি নজরের লয্‌যত ও নৈকট্য হয় তাহলে সেটা শরীয়তের আলোকে আল্লাহ্‌র নাফরমানী আর যদি তার অর্থ হয় 'ব্যয়ভার বহন' তাহলে সৃষ্টির প্রতি মনোযোগ তরীকতের হিসাবে গুনাহ্‌ এবং তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। আর ঐযে আপনি লিখেছেন 'আমার কী হত' তো আপনার অবস্থা কীই বা হত? খারাপের সর্বোচ্চ পর্যায় হল মৃত্যু। 'যে প্রেমে পড়ল কিন্তু সেই প্রেমের কথা (প্রকাশ না করে) গোপন রাখল এবং নিজের চরিত্রকে নিষ্কলুষ রাখল অনন্তর এভাবেই তার মৃত্যু হল তাহলে সে ব্যক্তি শহীদ' এই হাদীসের কথা হয়ত শুনেছেন। আর যদি দারিদ্রের কথা বুঝিয়ে থাকেন, তবে-

অর্থ- আল্লাহ্‌ যদি কোনো হিকমতের কারণে একটি দুয়ার বন্ধ করে দেন, তবে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে অন্য একটি দুয়ার খুলে দেন।

অর্থাৎ তওবা করুন। আমি শুধু এই তাবিজ ও এই আমলই জানি।

* * *

হালঃ প্রায় একমাস হল হুযূরের প্রতি জীবন উৎসর্গকারী এই খাদেমের পূত্রবধূর ইন্তেকাল হয়েছে। যার বয়স ছিল ষোল বা সতের বছর। সে ছিল খুবই নেক চরিত্রের অধিকারীনী এবং আমার খুবই অনুগত। তার মৃত্যুতে আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছে। অথচ আমার ধারণা ছিল যে, আমার মধ্যে

www.islamfind.wordpress.com

দুনিয়াবি মহব্বত নেই কিন্তু দেখা গেল এটা ভুল। অনেক অনেক চেষ্টা করেছি যেন কাঁদতে না হয়, কিন্তু কলবের উপর এমন প্রভাব পড়েছে যে, হাজার চেষ্টা করেও অশ্রুর ধারা রোধ করা যায় নি। এক সপ্তাহ পর্যন্ত খুব যন্ত্রণা হয়েছে। কিন্তু এরপর স্বপ্নে হুযূরের সাক্ষাৎ হয়েছে। হুযূর সান্ত্বনা দিয়েছেন। সেদিন থেকেই মন শান্ত হয়েছে। কষ্টদায়ক চিন্তা দূর হয়েছে।

বিশ্লেষণঃ স্ত্রী অথবা সন্তানদের ভালোবাসায় এরূপ হলে অসুবিধা ছিল না কিন্তু পুত্রবধূর সাথে এই সম্পর্কের অর্থ কী? লা-হাওলা-ওয়ালা-কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ্! আমার তো খুবই বিরক্তিকর লাগল। এর যে ক্ষতিকর প্রভাব দীনদারীর ওপর পড়তে যাচ্ছে, একটু চেষ্টা করুন তা থেকে বাঁচতে। চিন্তা করুন লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা'র অঙ্গিকার কি কোনো ফালতু ব্যাপার ভেবেছেন? ঐ অঙ্গিকারের জন্য ক্ষতিকর কোনো প্রভাব নফসের মধ্যে লুকানো আছে। সেই গোপন চোরকে জলদি বের করুন। নইলে সে আবারও একই কাণ্ড ঘটাবে দ্বিতীয়বার সুযোগ পেলেই। আফসোস! এমন মানুষের দ্বারা এমন খিয়ানত!

নিজেকে ভালো ও অন্যকে মন্দ ভাবার এলাজ

হালঃ বাতেনি সব হালত শোকর করার মতো, কোনো মরয (ব্যাধি) এর শেকায়াত নেই। শুধু দুটি সমস্যার শেকড় এখনও কলবের মধ্যে ভালোভাবেই রয়ে গেছে। যার কারণে মাঝে মাঝে একাগ্রতার ক্ষেত্রে একদম পূর্ণ মাত্রায় বিঘ্ন ঘটে যায়। একটি হল খোদবিনী (নিজেকে ভালো ভাবা) অন্যটি বদবিনী (অন্যকে মন্দ ভাবা)। এখন শুধু এই দুটি রোগের কারণে খুবই বিরক্তি বোধ হয়। আমার নিজের চেষ্টা তদবীর এই রোগ নির্মূলে ভালোভাবে কার্যকর হয় নি। একারণে হুযূরের কাছে আশ্রয় নিচ্ছি। আশা করছি হুযূর এগুলোর মূল উৎপাটনের জন্য বিশেষভাবে দুআ করবেন ও খাস তাওয়াজ্জুহ্ প্রদান করবেন। আল্লাহ্ তাআলা হযরত কিবলাকে এর পূর্ণ আজর দান করুন।

বিশ্লেষণঃ যামায়েম বা মন্দ স্বভাবগুলো একেবারে নির্মূল করে ফেলতে হবে ইনসান এর মুকাল্লাফ নয়, তার উপর এই দায়িত্বও চাপানো হয় নি যে, ঐগুলোর ওয়াস্ওয়াসাও যেন না জাগে। বরং তার দায়িত্ব শুধু এইটুকু যে, ঐগুলোর ইচ্ছা করবে না এবং ওগুলোর চাহিদা মতো আমল করবে না।
এতটুকুর উপর অবিচলতার সঙ্গে আমল করলেই কুস্বভাব ও ওয়াস্ওয়াসাগুলো একেবারে দুর্বল এবং প্রায় নির্মূল হয়ে যায়। অবশ্য যিকির এবং নিজের দোষ ত্রুটি গুলোর ধ্যান তাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আমল করতে থাকুন। প্রয়োজনে আবার যোগাযোগ করুন।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩৬৪

www.islamfind.wordpress.com

ইলমী ও আমলী উজবের এলাজ

হালঃ হুযূর, এখন একটি ভাবনা বেশি বেশি আসতে শুরু করেছে। সেটা এই যে, যে বয়ানগুলোর মধ্যে আখলাকে হাসানা, সহীহ আকায়িদ ও জরুরি আ'মালের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, সেগুলো পড়তে গেলে মনে হয় যে, এগুলো আমার মধ্যে পূর্ব থেকেই আছে। আর যে বিষয়গুলো পরিহার করা জরুরি, সেগুলো পড়তে গেলে মন বলে ওঠে যে, এগুলো তো তুই সবসময় পরিহার করেই চলিস। এই ভাবনার মধ্য দিয়ে কিতাবের ঐ বয়ানগুলো অনাগ্রহ ও অমনোযোগিতার অবস্থায় পার হয়ে যায়। ঠিকমতো পড়া হয় না। কিন্তু গতকাল থেকে এই ভাবনাকে উজব বলে মনে হচ্ছে। এখন হুযূর মেহেরবানী করে উপরে বর্ণিত সব খিয়ালাত ও ভাবনার এলাজ জানাবেন। যদিও এগুলো আমার মা'মুলাতের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে না কিন্তু আশঙ্কা হয় যে, ভবিষ্যতে বড় রকমের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

বিশ্লেষণঃ এভাবে চিন্তা করা উচিৎ যে, প্রথমত প্রত্যেক আমল ও আখলাকেরই একটি পূর্ণাঙ্গ স্তর রয়েছে। যেটা আমি অর্জন করতে পারি নি। দ্বিতীয়ত যা কিছু অর্জিত হয়েছে সেগুলো স্থায়ী হওয়াও জরুরি। আর এই স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে বারবার মুতালা'আ সহায়ক এর ভূমিকা পালন করে। এইভাবে চিন্তা করলে ইনশাআল্লাহ্ ইলমী ও আমলী ত্রুটির ইসলাহ হয়ে যাবে।

গীবতের এলাজ

প্রশ্নঃ আমার একটি জিজ্ঞাসা এই যে, যদি কেউ আমার সামনে অন্য কারোর গীবত করে, আমার দিল যদি সেটাকে নিন্দনীয় মনে করে এবং যার গীবত করা হয়েছে তাকে আমার দিল তুচ্ছ বা ঘৃণ্য মনে না করে তাহলেও কি শ্রবণকারী গুনাহ্গার হবে? আর কোনো কারণে সেই গীবত কারীকে নিষেধ করাও সম্ভব নয়।

জবাবঃ কোনো কৌশলে কি সেখান থেকে উঠে আসতেও পারেন না?

* * *

হালঃ কোনো মজলিসে যদি কারো দোষের কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়, তাহলে তৎক্ষনাৎ তার বাস্তব কিছু প্রশংসাও করে দেই। প্রতিদিন ইস্তেগফার ও তওবা করি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ একেবারে কোনো ক্ষতিপূরণ না করার চেয়ে এটা ভালো, কিন্তু একেই যথেষ্ট মনে করা যাবে না। প্রকৃত ক্ষতিপূরণ হল ইসলাহ।

হালঃ এবার সংকল্প করে নিয়েছি যে, তাহাজ্জুদ ও যিকরে লিসানীর পাবন্দি করব। যদি হঠাৎ ছুটে যায় তাহলে কিছু জরিমানা নিজের উপর চাপিয়ে নেব। পরিমানটা হযরত ঠিক করে দেবেন। এমনিভাবে যদি কারো গীবত হয়ে যায় তবেও কিছু জরিমানা করতে চাই।

বিশ্লেষণঃ আমার অভিজ্ঞতায় নামায হল নফসের জন্য খুবই কঠিন। স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- নিশ্চয়ই উহা (নামায) কঠিন তবে যাদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় আছে তাদের জন্য নয়। এ কারণে বেশ অনেক রাকাত নামায দ্বারা জরিমানা করাটাই সর্বাধিক কার্যকর ও উপকারী। রাকাতের সংখ্যা আপনি ঠিক করে নিন।

* * *

হালঃ কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা হয়ে গেছে, যা শুনলে তার খারাপ লাগত।

বিশ্লেষণঃ তার জন্য ইস্তিগফার করুন আর ভবিষ্যতের জন্য এরূপ না করার দৃঢ় সংকল্প।

হালঃ কর্ণ (কান) সম্পর্কে আমার এই ধারণা ছিল যে, এর দ্বারা গুনাহ্ করা নিজের এখতিয়ারী বিষয়। ফলে সেটা জলদি ত্যাগ করা সম্ভব। কিন্তু এখন চোখ ও যবানের হিফাজত করার পর বুঝতে পারছি যে, কানের হিফাজত সহজ ব্যাপার নয় বরং খুবই কঠিন। কেননা রাত বা দিন যখনই আমি শোব, যেখানেই শোব এমনকি আমি যখন কোরআন তিলাওয়াত করতে বসব অনবরত আমার কানে আওয়াজ আসবেই। কোথাও দেখা যাবে দুজন মিলে কারো গীবত-শিকায়াত করছে, আজে-বাজে ও অনর্থক কথা বলছে। এতে বোঝা যাচ্ছে আমার পূর্ব ধারণা ভুল। কানের দ্বারা গায়রে এখতিয়ারী গুনাহ্ও হয়। হুযূর মেহেরবানী করে এর এলাজ বলবেন। বাহিরে চলাফেরা করার সময় কি কানে তুলা দিয়ে রাখব না কি করব?

বিশ্লেষণঃ ঐদিকে মনোযোগ দিবেন না। তাহলে আর কোনো গুনাহ্ হবে না।

হালঃ মজমা বা জনসমাগমে যদি যেতে হয় তবে গীবত হয়ে যায়, তাৎক্ষণিক বুঝে আসে না কিন্তু পরে চিন্তা করলেই ধরা পড়ে যায় যে, গীবত হয়েছে। অন্যদিকে অসুস্থতার কারণে আমি একাকীও থাকতে পারি না। কি করব?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ যে কোনো মানুষের কাছেই বসবেন না। দীনদারদের সঙ্গে বসবেন। যদি দীনদার না পাওয়া যায় তাহলে নিজেকে হিফাজত করবেন অর্থাৎ নিজে গীবত করবেন না। অন্য কেউ করলে সেটাকে ঘৃণা করবেন। নিজে কখনোই তাতে শরিক হবেন না।

* * *

হালঃ পূর্ব চিঠিতে হুযূরের খিদমতে হাজির হওয়ার অনুমতি চেয়েছিলাম, উত্তরে হুযূরও অনুমতি দেওয়ায় খুবই খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু আফসোস এই যে, আমার ছুটি মঞ্জুর হয় নি। ভাবলাম নিশ্চয়ই এতে কোনো কল্যাণ রয়েছে। হুযূরের লেখা কিতাবগুলো খুব আগ্রহের সঙ্গে মুতালা'আ করছি। নিজের মধ্যে সেগুলোর খুব প্রভাব বুঝতে পারছি। কিন্তু দুটি ব্যাপার নিয়ে পেরেশানিতে আছি। অনর্থক কথা আর গীবত থেকে বাঁচতে পারছি না। গীবত করার পর সাথে সাথেই বুঝতে পারি যে, প্রচ্ছন্নভাবে অমুকের গীবত করা হয়ে গেছে। অনর্থক কথা থেকে কখনো কখনো নিজেকে বাঁচাতে পারি কিন্তু সবসময় নয়। হুযূর মেহেরবানী করে কোনো এলাজ বলে দিন যার মাধ্যমে অনর্থক কথা ও গীবত থেকে বেঁচে থাকতে পারি। এছাড়া নামাযের একাগ্রতা নেই। আমার অবস্থা নিচের শে'য়ের এর মতো-

'গুনাহ্ ছাড়া আমার একটা ঘন্টাও কাটে না, আর কোনো ইবাদতই একাগ্রতার সঙ্গে হয় না।'

উক্ত শে'য়ের থেকে দিলের যে হালত প্রকাশ পাচ্ছে, তার জন্য ভেবেছিলাম, বাতেনের ইসলাহ ছাড়া ঐ হালতের ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। আর বাতেনের ইসলাহ হুযূরের খিদমতে হাজির হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। এব্যাপারে হুযূরের বক্তব্য জানতে চাই।

বিশ্লেষণঃ আপনার দিলের হালত মাহমুদ হওয়ার কারণে খুশী লাগল। আল্লাহ্ হালত আরও ভালো এবং হালতে মাহমুদার আরো উন্নতি দান করুন। গীবত এবং লা-ইয়া'নী (অনর্থক) কথা থেকে বাঁচার একটি মাত্র তদবীর আছে। কিন্তু ঐ তদবীরের উপরও যদি আমল করা না হয় তাহলে এরপর আর দ্বিতীয় তদবীর নেই। সেই একমাত্র তদবীরটি এই যে, যে কথাই বলতে চান, বলার পূর্বেই চিন্তা করতে হবে যে, কথাটি গুনাহ্ বা অনর্থক নয় তো? যে কথাটির ব্যাপারে এই সন্দেহ হবে সেটা মুখ দিয়ে বের করবেন না। কিছুদিনের মধ্যেই ইনশাআল্লাহ্ বে-তাকাল্লুফ (বিনা কষ্টে) আমল হতে শুরু হয়ে যাবে। নামাযে

www.islamfind.wordpress.com

একাগ্রতা না হওয়ার যে শেকায়াত (অভিযোগ) লিখেছেন সে ব্যাপারে প্রশ্ন এই যে, আপনি একাগ্রতার চেষ্টা করেন তারপরও হয় না, নাকি আপনি চেষ্টাই করেন না? আপনি নিজেকে উপরোক্ত শে'য়ের এর বাস্তব উপমা হিসেবে লিখেছেন, সেখানেও প্রশ্ন রয়েছে যে, এই হালত আপনার ইচ্ছায় হয় নাকি অনিচ্ছায়? এই প্রশ্নগুলোর জবাব যদি লেখেন তবে এই যোগাযোগটাও হবে উপস্থিতির সমপর্যায়ের। অর্থাৎ সর্বদা নিজের হালত জানাতে থাকবেন এবং যে মশওয়ারা দেওয়া হয় তার ওপর আমল করতে থাকবেন।

উজব এর এলাজ

হালঃ অধমের যদি কেউ দুর্নাম করে, বেশি রাগ হয় না কিন্তু মনের স্বতঃস্ফুর্ততা বাধাগ্রস্ত হয়। মন সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আর যদি কেউ প্রশংসা করে তাহলে মনের মধ্যে আনন্দ ও প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজের ত্রুটির ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকি। এটাকে (প্রশংসা শুনলে নিজের ত্রুটির কথা চিন্তা করতে পারাকে) আল্লাহ্ তাআলার ফযল ও অনুগ্রহ মনে করি। এটা মাযমূম (দোষনীয়) নয় তো?

বিশ্লেষণঃ না।

* * *

হালঃ মাহবূবে হাকীকী আল্লাহ্ তাআলার প্রেম-ভালোবাসা এত বেশি লাভ হয়েছে যার কোনো আশাই আমি করতে পারি নি। নির্জনতা এতটাই প্রশান্তিদায়ক যার সামান্য কণা মাত্রও পাই না দুনিয়াবি কোনো জৌলুসপূর্ণ মজলিসে। তাওয়াক্কুল 'আলাল্লাহ এর দৌলত আল্লাহ্ তাআলা এত দিয়েছেন যে, প্রতিকূল বা ভয়ঙ্কর কোনো অবস্থার কারণে কলবের উপর সামান্যতম পেরেশানিরও প্রভাব পড়ে না। তামাম জাহানকেই মনে হয় আমার মর্জিমতো চলছে। গায়েবি সাহায্যপ্রাপ্ত হই বেশিরভাগ সময়। রাত্রি জাগরণে, হিম্মত ও সাহসে, আত্ম প্রত্যয়ে সবরে ও সাধনায় সর্বদাই আল্লাহ্র সাহায্য শামিলে হাল থাকে। দুনিয়াবি উপভোগের প্রতি অনাগ্রহ এবং ভবিষ্যত চিন্তার ব্যাপারে নিস্পৃহতা সর্বদাই আমাকে সতর্ক করতে থাকে। অত্যাধিক কান্নার কারণে মউতের মুরাকাবা করতেই পারি না। মুরাকাবা ও মুসাহাবা নিত্য সঙ্গী হয়ে পড়েছে। অজানা ইলমের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। অজ্ঞতার আঁধার চিরে বিজ্ঞতার আলো পেয়ে যাই। বিভিন্ন বিষয়ের হাকীকত স্পষ্ট হয়ে যায়। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের এমন রহস্যপূর্ণ জ্ঞান, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমার সামনের

www.islamfind.wordpress.com

উন্মুক্ত হয় যা তাফসীরের কিতাবসমূহ ও অন্য কোনো উৎস থেকে অর্জিত হয় নি। আল্লাহ্ তাআলার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শোকর। আলহামদুলিল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ কোনো মুহাক্কিকের সোহবতে কিছুদিন থাকুন। তাহলে এ বিষয়গুলোর সঠিক পর্যালোচনা করা সম্ভব হবে।

হালঃ মৌলিক মানবিক চাহিদার অন্তর্ভূক্ত বিষয় হিসাবে নফসের দাবিতে কখনো কখনো আর্থিক চিন্তা মাথাচাড়া দেয়। কেননা বিগত ত্রিশ বছরের সম্পদ ও প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন, দুনিয়ার ভোগ বিলাসের আয়েশী সময়ের কথা নফ্স স্মরণ রেখেছে। অতঃপর বিত্তশালী অবস্থার অধিকাংশ নাজায়েয সামান পরিত্যাগ নফসের অপছন্দনীয়তার স্পষ্ট কারণ। এর চেয়েও বড় অপছন্দনীয়তা চিকিৎসার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধনীদের থেকে সম্মানী নেওয়া, গরিবদের পেছনে ব্যয় করা এবং গরিবদের চিকিৎসার ব্যয় নিজে বহন করা। আমার মনে হয় এসবই মুহাসাবায়ে নফসের অবশ্যম্ভাবী কারণ।

বিশ্লেষণঃ এতো বড় দাবি করবেন না।

হালঃ কিছুদিন থেকে হুযূরের সংকলিত রিসালা 'আমালে কুরআনী থেকে সূরা মুজাম্মিল এগার বার, ইয়া মুগনী এগারশ বার এর অযীফাটি আমল করেছি। আলহামদুলিল্লাহ্ তাতে গিনায়ে কলবী বা অন্তরের ঐশ্বর্য যথেষ্ট পরিমান অর্জিত হয়েছে যার বদৌলতে দুনিয়ার অন্যান্য নেয়ামতকে তুচ্ছ বস্তু মনে হয়।

বিশ্লেষণঃ আমালিয়্যাত দ্বারা শক্তি অর্জন স্বয়ং দুর্বল তাওয়াক্কুলের প্রমাণ এবং মাসলাকে 'আরিফীনের (তাসাওউফের মাশায়েখদের মত ও পথের) পরিপন্থী।

আখলাকে রাযীলা মাগলূব হয় নির্মুলও হতে পারে

হালঃ হুযূরের মোবারক জবাব পেয়ে অধম নিজেকে গৌরবান্বিত ভাবছে। যেহেতু চিকিৎসকের কাছে রোগের পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরা রোগীর উচিৎ এবং চিকিৎসা চলাকালীন পরিবর্তনগুলোও পেশ করতে থাকা তার কর্তব্য, সে কারণে অধমও অগোছালোভাবে তুলে ধরছে নিজের বর্তমান অবস্থা ইসলাহ ও সংশোধনের আশায়। প্রথম চিঠিতে আমি হযরতকে জানিয়েছিলাম যে, মনে একটু নির্জন স্থানের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। চেষ্টায় আছি যেন একটি সেরকম স্থান খুঁজে পাই। আলহামদুলিল্লাহ্ গত সাতদিন যাবৎ মসজিদের হুজরায় এসে

www.islamfind.wordpress.com

পড়েছি এবং মা'মূল খুব ভালোভাবে সময়মতো আদায় করার তাওফীক হচ্ছে। আমি ছিলাম খুব ঘুম কাতুরে কিন্তু আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে ঠিক এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে যায় সে সময়ে আমি দীর্ঘ কিরাতে তাহাজ্জুদ পড়ে বারো তাসবীহের যিকির শেষ করার পর আরো সময় বেঁচে যায়। তখন উমরী কাযা আদায় করি। এই নির্জনতা পেয়ে দিলে এতো পরিমান প্রশান্তি হাসিল হয়েছে যা বর্ণনা করতে আমি অপারগ।

সময়ের শৃঙ্খলা এমনভাবে করে রেখেছি যে, কারো সঙ্গে কথা বলারও সময় পাই না। মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, আমার জন্য হযরত যতটুকু আমল নির্ণয় করেছেন, যদিও তার চেয়ে বেশি করতে মন চায় কিন্তু আমি কিছুতেই তা করি না। ফলে আজ পর্যন্ত আমার স্বাস্থ্য এত ভালো যে, এর জন্য বারবার আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করতে হচ্ছে। আমার মনে যেটা নিয়ে খুব ভয় ছিল সেটা হল আমরোদদের প্রতি মহব্বত, আলহামদুলিল্লাহ্ পুরাপুরি না গেলেও সেটা অনেকখানি ভালো হয়ে গেছে। ঐ আকর্ষণ অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। কারো প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে একেবারেই তাকাই না। এর কারণে এখন আর কোনো কষ্টও হয় না।

যেমন পূর্বে এই রোগের ফলে কত কষ্টই না হত। এখন ঐ ধরনের কারো সঙ্গে কথাও বলি না। হুব্বে দুনিয়ার রোগ ছিল, সেটাও খুব দুর্বল হয়ে গেছে বলে মনে হয়। কেননা ইতিপূর্বে অনেক বড় বড় স্বপ্ন দিলের মধ্যে ছিল। মনে হত এমন এমন বাড়ি হতে হবে, এতো এতো অর্থ-সম্পদ হওয়া উচিৎ। এখন ঐ সকল চিন্তা-ভাবনার প্রতি ঘৃণা এসে গেছে বলে বুঝতে পারি। হুব্বেজাহ (পদ ও মর্যাদার মোহ) এর ব্যাধি ছিল এবং এক সময় সেগুলো পাওয়ার উদ্দেশ্যে কত ব্যস্ত থাকতাম কিন্তু এখন ঐসবের প্রতি ঘৃণা ধরে গেছে। সব একেবারে বাদ। পোশাক-আশাকের ব্যাপারে মন চায় যে, বিনা কষ্টে ও বিনা ঝামেলায় যদি তালিযুক্ত মোটা কাপড়ও শরীর ঢাঁকার জন্য পাওয়া যায় তবে ভালো কিন্তু ঝামেলায় জড়িয়ে দিল যেন পেরেশান না হয়। বর্তমানে এর উপরই আমল চালু রয়েছে। কিছুদিন থেকে চিন্তা শুরু হল যে, এই অবস্থা দেখে লোকে কি বলবে? এই চিন্তাকে আমি মোটেই পাত্তা দিলাম না।

এরপর আবার নতুন চিন্তা হল যে, আমাকে দেখে লোকে বলবে বড় বুযুর্গ হয়ে গেছে। এজন্য একবার ইচ্ছা জাগল যে, ইসমে যাতের যিকির যেটা সর্বদা করে থাকি, মনে মনে করব কিন্তু অবশেষে আমি এই ভাবনারও বিরোধিতা করলাম। এ ব্যাপারে আমার মনোভাব হল যে, আসল জায়গা

www.islamfind.wordpress.com

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সঙ্গে মুআমালা সাফ রাখা উচিৎ। মাখলূক যখন উপকার অপকারের মালিক নয় তাহলে তাদের ব্যাপারে এতো মনোযোগী হওয়া ফুযূল বা ফালতু ব্যাপার। বরং বর্তমানে আমার তো মনে হয় যে, এটা শিরক। নাউযুবিল্লাহ্।

পূর্বের অবস্থা ছিল এই যে, যদি কারো সম্পর্কে জানতে পারতাম যে, সে আমার নিন্দা করে, দোষ-ত্রুটি বলে বেড়ায় তাহলে ভীষণ অস্থির লাগত, ছয়-সাতদিন পর্যন্ত মনের মধ্যে কথাটি ঘুরপাক খেত। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা একদম ভিন্ন। এখন সেদিকে কোনো মনোযোগ নেই। যদি জানতে পারি যে, অমুক ব্যক্তি আমার গীবত করে তাহলে মনের অনুভূতি হয় এই যে, নিজের কথা ভাব, তার ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ কর। তার গীবতের ফলে আমার কি সমস্যা? হিংসার রোগ ছিল সেটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। কারণ হিংসা হত কারোর দুনিয়াবি অথবা দীনী হালত দেখে, এখন যেহেতু দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা জন্মে গেছে সেজন্য কারোর দুনিয়াবি উন্নতি দেখে কিসের হিংসা হবে। আর দীনের প্রতি যেহেতু মহব্বত পয়দা হয়ে গেছে অতএব নিজের জন্য যেমন পছন্দ করি অন্যকেও তেমন দেখতেই ভালো লাগে। বিদ্বেষের রোগ ছিল, সেটাকেও দুর্বল মনে হচ্ছে। আমি আমার দিলের মধ্যে খোঁজ করে দেখলাম, সেখানে কারোর প্রতি শত্রুতা, দুঃখ-কষ্ট পেলাম না। ভেবে দেখলাম যে, মানুষ যদি নিজের হালত দুরুস্ত করে নেয় তবে কারো প্রতি শত্রুতা পোষণের অবকাশই পাবে না এবং অন্য কেউও তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে না। আর যদি করেও তবে তার কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা কারোর শত্রুতার প্রভাব দীনের উপর পড়তে পারে না আর দুনিয়া তো সে নিজেই ছেড়ে দিয়েছে।

ক্রোধের রোগ ছিল, এ ব্যাপারে কোনো আন্দাজ করতে পারি নি কেননা ক্রোধ প্রকাশের মতো পরিবেশ ও সুযোগ আসে নি। অবশ্য এরূপ তো ঘটেই থাকে যে, মসজিদে কিছু লোক খুব অসতর্ক হয়ে থাকে, তারা মসজিদে এসে ঘুমায়, খানা খেয়ে নোংরা করে রাখে, অযূ না করে আযান দিয়ে দেয় এমনি ধরনের অনেক শরয়ী ত্রুটি করে, যেগুলো দেখে রাগ হয় এবং মন চায় যে, ওদের নিষেধ করি। দু-একবার এরূপ করে এবং ভেবে চিন্তে বুঝেছি যে, এতে নিজের বাতেনি ক্ষতি আছে। এতে মন খারাপ হয়ে যায়। অবশ্য যিকির করলে মন খারাপ ভাব দূর হয়ে যায়। এ কারণে যথাসাধ্য আমি কাউকে কিছু বলি না। মনকে বলি কাউকে এরূপ হুকুম করে বেড়ানো তোমার উপর ফরয

www.islamfind.wordpress.com

নয়। তাছাড়া এ বিষয়গুলো না জানার কারণে তারা করেছে তাও নয়। অতএব তোমার তাতে কী? তুমি বাপু আপন চড়কায় তেল দাও।

উপরে উল্লেখিত রোগ-ব্যাধিগুলো সম্পর্কে আমার আবেদন এই যে, ঐগুলোর মূল উৎপাটিত হয় নি। ব্যাধিগুলো একেবারে নির্মুল হয় নি বরং মনে হয় সেগুলো দুর্বল হয়েছে মাত্র। এজন্যও মাঝে মধ্যে ঐগুলোর উত্থানও বোঝা যায়। তবে ওগুলোর চাহিদামতো আমল না করার হিম্মত ও সংকল্প করে চলি। আলহামদুলিল্লাহ্ কামিয়াবও হই। আরও নিবেদেন এই যে, এই সব রোগ-ব্যাধি কি এতো দ্রুত নির্মূল হয়? না কি এই রোগ মুক্তির ধারণাটাও কোনো নফসানী ও শয়তানি চক্রান্ত?

বিশ্লেষণঃ রোগগুলো মাগলূব ও পরাভূত হয়ে পড়েছে। ইনশাআল্লাহ্ নির্মূলও হয়ে যাবে।

কিবিরের এলাজ

হালঃ কিবিরের মরয অর্থাৎ অহঙ্কার ও দাম্ভিকতার ব্যাধি এখনও খুব কষ্ট দেয়। যদিও তা থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করি এবং চাহিদামতো আমল করি না। যদি কখনো আমল হয়ে যায় মনের মধ্যে ভীষণ কষ্ট ও অশান্তি বোধ হয়। ইস্তিগফার করলে তবে প্রশান্তির ছোঁয়া পাই।

বিশ্লেষণঃ 'তাবলীগে দীন' এর এলাজ চালু রাখুন ইনশাআল্লাহ্ সফলতা পাবেন।

***

প্রশ্নঃ হুযূরের খিদমতে জানতে চাই যে, তাওয়াযু' (বিনয়) এর হাকীকত বর্ণনায় ফুতূহুল গায়েবের মধ্যে রয়েছে 'বান্দা যাকেই দেখবে নিজের চেয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ ভাববে, চাই সে জাহেল হোক, ফাসেক বা কাফের হোক। কারোর চেয়েই নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে না।' এই ব্যাপারে হযরতের খিদমতে প্রথম নিবেদন এই যে, অধম নিজের মধ্যে এই সিফাত একেবারেই খুঁজে পায় নি। অতএব প্রার্থনা এই যে, হযরত অধমের জন্য দুআ করবেন এবং সহজ কোনো তদবীর বলবেন যেন এই সিফাত সহজে অর্জন করতে পারি। আর কিবির ও উজবের নাম-নিশানাও যেন আমার মধ্যে না থাকে। দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, তাওয়াযু' এর চাহিদা হল প্রত্যেককেই নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং তার সঙ্গে নম্র ব্যবহার করা, পক্ষান্তরে 'বুগ্য ফিল্লাহ্' (আল্লাহ্র জন্য দুশমনি) এর

www.islamfind.wordpress.com

চাহিদা হল- পাপীকে মন্দ জানতে হবে এবং তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করতে হবে। তাহলে পরস্পর বিরোধী এই দুটি সিফাতের সমন্বয় কিভাবে হবে? একই সঙ্গে কাউকে শ্রেষ্ঠ ও মন্দ জানা সম্ভব কিভাবে?

জবাবঃ ভালো এবং মন্দ মনে করা সম্ভাব্যতার স্তরে হলেও যথেষ্ট অর্থাৎ মনে করবে যে, যদিও এই মুহূর্তে এই ব্যক্তি জাহেরিভাবে আমার চেয়ে অধম কিন্তু হতে পারে এই মুহূর্তেই তার মধ্যে বাতেনিভাবে আমার চেয়ে উত্তমগুণ আছে অথবা হতে পারে ভবিষ্যতে সে আমার চেয়ে উত্তম হবে। এই ভাবনার ফলাফল এই হবে যে, নিজেকে 'নিশ্চিতরূপে' শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারবে না। আর কিবির প্রতিরোধের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এভাবে কাউকে সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ মনে করার কারণে তার সঙ্গে নম্র আচরণ করা জরুরি হয়ে যায় না। কেননা যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে আমার চেয়ে উত্তম হওয়ার সম্ভাবনা বর্তমানে তার অবস্থা এমন হওয়া সম্ভব যার প্রতি লক্ষ্য করে শরীয়ত আমাদের নির্দেশ দেবে যে, তাকে ঘৃণা কর। এই দুই অবস্থার মধ্যে কী আর বৈপরীত্ব থাকল। এ সম্ভাব্যতার ব্যাখ্যা মনের মধ্যে রাখলে উজব ও কিবিরকে প্রতিরোধ করবে ইনশাআল্লাহ্।

***

হালঃ যারা শরীয়তের খেলাফ বা উল্টা চলে, তাদেরকে আমার নিকৃষ্ট মনে হয়, অথচ কাউকে এরূপ মনে করা আমি খারাপ জানি।

বিশ্লেষণঃ স্বভাবের বিচারে নিকৃষ্ট মনে হওয়া কিবির নয় শুধু আকল ও জ্ঞানের বিচারে এটুকু মনের মধ্যে জাগ্রত রাখুন যে হয়ত এই ব্যক্তি বিশেষ কোনো অবস্থার বিচারে আল্লাহ্ তাআলার কাছে আমার চেয়ে উত্তম। ব্যাস, কিবির প্রতিরোধের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

***

হালঃ স্পষ্ট কোনো দোষ-ত্রুটি ওয়ালা কেউ সামনে দিয়ে গেলে তার নিকৃষ্টতা ও তুচ্ছতার কথা মনে জাগতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্র ফযলে সঙ্গে সঙ্গে দিলের মধ্যে থেকে আওয়াজ আসে যে, তোমার চেয়ে তো ভালো। কারণ তোমার মধ্যে অমুক ত্রুটি আছে।

বিশ্লেষণঃ এটা মুজাহাদা মাতলূবা অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত মুজাহাদা।

হালঃ অধমের মধ্যে এই ত্রুটি চোখে পড়ে যে, অন্যের ইহসান ও অনুগ্রহ মনে থাকে না কিন্তু নিজের মামুলি ইহসানের কথাও খুব মনে পড়ে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এর চাহিদামতো যদি আমল না হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

হালঃ যখন কেউ আমার রুচির বিরুদ্ধে বা আমার স্বভাব বিরোধী কিছু করে তখন আমার নফ্স আমার উপর গালেব ও প্রবল হয়ে ওঠে। অকারণে তার বিরুদ্ধে মনে বিতৃষ্ণা জেগে উঠে। এই রোগের জন্য হুযূর দোয়া করবেন।

বিশ্লেষণঃ দুআ করছি। তবে বিষয়টি স্বভাবগত বিষয়ের পর্যায় পর্যন্ত তিরস্কারযোগ্য নয়। তার চাহিদার উপর আমল না করলেই হল।

***

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্ এখন বিশ হাজার বার ইসমে যাতের যিকির এবং তিন পারা কোরআন শরীফ পড়ার তাওফীক হচ্ছে। কোনো কোনোদিন এমন অবস্থা হয় যা সম্ভবত কোনো খাঁটি মুসলমানেরই হয় না। সম্পূর্ণ জোর জবরদস্তি করে সকল অযীফা ও তাহাজ্জুদ আদায় করতে হয় বরং বিলম্বই হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো দিন হয়ে যায় একেবারেই উল্টা। মনে হয় যে একেবারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ব্যক্তিরও হয়তো এতো এতমিনান ও আনন্দ লাভ হয় না। যেহেতু হুযূরের সোহবত ও তারবিয়াতুস সালিক মুতালাআর সৌভাগ্য হয়েছে, ফলে এই বিষয়টির নিশ্চিত ইয়াকীন অন্তরে বসে গেছে যে, আল্লাহ্ তাআলার মাসলিহাত ও মর্জি, তিনি যেমন চান বান্দাকে তেমন রাখবেন, সেই কারণে পেরেশানি হয় না।

তবে ওয়াস্ওয়াসা হয় যে, কব্য হয়তবা আমার অশুভ আমলের কারণে হচ্ছে। তখন ইস্তিগফার ছাড়া আর কিছুই শোভনীয় মনে হয় না। বিশেষভাবে যিকিরের সময় আর আমভাবে সকল সময় হুযূরের চেহারা মুবারক চিন্তার মধ্যে স্থির থাকে। আর সর্বাধিক পরিমানে এটা থাকে আমার বাসাত (প্রফুল্লতা যা কব্য এর বিপরীত) এর সময়। বাতেনি রোগ-ব্যাধিতে এই গোলাম খুব বেশি আক্রান্ত। যেমন কিবির বা অহঙ্কার। কেউ যদি প্রশংসা করে তাহলে মজা লাগে আর যদি মন্দ কিছু কেউ বলে তবে বেশ কষ্টদায়ক মনে হয়। আবার কখনো কখনো উভয় ব্যাপারেই রাগ হয়ে যায়। গোস্সা বা রাগের ব্যাধিতেও এই গোলাম আক্রান্ত। হে আমার পিতা-মাতার চেয়ে অধিক স্নেহশীল চিকিৎসক! মাথা থেকে পা পর্যন্ত এই অধম রোগীর জন্য দুআ করুন যে কিনা নিজ অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে নিজের হালতও যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারল না।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ উপরে উল্লেখিত অবস্থার বিভিন্নতার ক্ষেত্রে যদি আপনার ইচ্ছা, এখতিয়ার এবং কুদরত ও ক্ষমতার কোনো দখল না থাকে অর্থাৎ এখতিয়ারী আমলের মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি না হয় এবং নিজ এখতিয়ারে গুনাহের কাজ প্রকাশ না পায় তাহলে ঐসব বিভিন্নতার কারণে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। আর যদি এখতিয়ারের কোনো দখল তাতে থেকে থাকে তাহলে ক্ষতিপূরণ আপনার হাতে। আমি কি করতে পারি? এই সুক্ষ্ম ব্যাপারটি সব সময় মনে রাখবেন। ইনশাআল্লাহ্ বিরাট উপকার পাবেন।

***

হালঃ হযরতের হিদায়াতের (নির্দেশনার) আলোকে 'তাবলীগে দীন' থেকে আখলাকে যামীমা অংশ মুতালাআ করে যাচ্ছি কিন্তু আমার নিজস্ব উপলব্ধিতে মনে হয় ভেতরে অহঙ্কারের ব্যাধি বিদ্যমান, অথচ তালাবাদের (ছাত্রদের) জুতা সোজা করার কাজ নিয়মিত করি, সাক্ষাৎপ্রার্থীদেরকে আগে আগে সালাম করি নিম্ন শ্রেণীর কেউ হোক বা উচ্চ মর্যাদার।

বিশ্লেষণঃ তাহলে অহঙ্কার নেই। আর আপনার নিজস্ব উপলব্ধিতে অহঙ্কার বিদ্যমান থাকার যে প্রভাব আপনার মনে হয়, তার চাহিদামতো আমল না করলেই সেটাও দূর হয়ে যাবে। আর নির্মূল না হলেও যদি তার বহিঃপ্রকাশ না ঘটে তবে তিরস্কারযোগ্য নয়।

হালঃ গোস্সা বা রাগও খুব পেরেশান করতে থাকে। নফ্সকে যতই বোঝাই যে, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর ইচ্ছায় এরূপ ঘটেছে, এখানে তোমার রাগ করার অর্থ হল তুমি আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করছ। আপন খায়েসের উল্টা হলে তুমি কেন রেগে যাচ্ছ? এভাবে হাজার বোঝানোর পরও কোনো ফারাক দেখি না।

বিশ্লেষণঃ ঠিক এভাবেই বোঝাতে থাকুন এবং এর চাহিদা অনুযায়ী আমল করা থেকে বিরত থাকুন। ইনশাআল্লাহ্ এটুকুও নির্মূল হয়ে যাবে।

***

হালঃ বিফযলিহি তাআলা বান্দা এখানে সামগ্রিকভাবে ভালো আছে। এ মুহূর্তে এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য এই যে, দীর্ঘদিন থেকে আমি বাতেনি ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আছি। আমার বোধ ও অনুসন্ধান থেকে রোগটিকে অহঙ্কার হিসেবে চিহ্নিত করেছি। যেহেতু রোগটি দীর্ঘদিনের এবং সকল সগীরা ও

www.islamfind.wordpress.com

কবীরা গুনাহের মূল। একারণে হুযূরকে জানালাম। এই অকর্মার জন্য মেহেরবানী করে এলাজ নির্বাচন করে দিবেন যেন এই ভয়াবহ রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারি।

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ্ কোনো এক সময় মৌখিক আলোচনায় এলাজ জানিয়ে দেব। আপাতত এটাকে অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে করবেন এবং এর চাহিদার উপর আমল থেকে বিরত থাকবেন। যদি কখনো বিচ্যুতি ঘটে তবে সঙ্গে সঙ্গে ইস্তিগফার করবেন। আপতত এতটুকুই যথেষ্ট। আপনার জন্য দুআও করছি।

হালঃ আজকাল দীনী বিবেচনায় অধমের হালত খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে যদিও এর ইসলাহের জন্য আমি সবসময় সচেষ্ট আছি।

বিশ্লেষণঃ দুআয়ে খায়ের করছি। কাজে লেগে থাকুন এবং গুনাহ্ থেকে বাঁচতে থাকুন। এরপর অবস্থা যাই হোক কোনো চিন্তা করবেন না।

***

হালঃ আমার হালত এই যে, অধিকাংশ কাজ করতে গেলে এই আশঙ্কা জাগে যে, হয়তো এতে আমার অহঙ্কার হয়ে যাবে। যার উপর দৃষ্টি পড়ে মনে হয় যে তার মধ্যে তো অহঙ্কার নেই অথচ আমার মধ্যে আছে। কাফেরদের প্রতি দৃষ্টি পড়লে তৎক্ষণাৎ এটাই মনে পড়ে যে, যদিও সে কাফের কিন্তু তার যে হালত ভেতরে আছে জাহেরটাকেও সে রকমই বানিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ তার জাহের ও বাতেন একই রকম অথচ আমার ভেতরটা একরকম আর বাহিরের সূরতটা ভিন্ন রকম। এজন্য আমি ঐ কাফেরদের চেয়েও নিকৃষ্ট। এছাড়াও এই ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, দুনিয়াতে এমন মানুষ হয়তো কেউই নেই যে, নিজে নিজেকে উত্তম ভাবে। অথচ আমি এক দুর্মতি এমন যে নিজেই নিজেকে ভালো মনে করি। সুতরাং আমি দুনিয়ার মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট। আমার চেয়ে খারাপ আর কেউ নেই।

সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে সকলের আগে থাকি। অধিকাংশ সময় মন চায় যে, কাফেরদেরও সালাম দেই। সকলের সঙ্গে নম্র ভাষায় কথা বলি। কলবের উপর একটা ভীতির ছাপ থাকে। যে কারোর পেছনে এক্তেদা করে নামায পড়ি। আগে এরকম মনে হত যে, বুযুর্গদের পেছনেই শুধু নামায আদায় করা উচিৎ। কিন্তু এখন সে ধারণার উল্টো যে কারোর পেছনেই নামায পড়তে একটুও দ্বিধা হয় না। যদি কখনো একেবারে নিরূপায় হয়ে মহল্লার মসজিদে নামায পড়াতে হয় তবে জবান থেকে খুব সামান্য আওয়াজ বের হয়। ভয়ের

www.islamfind.wordpress.com

চোটে আওয়াজ উঁচু হয় না। নিজের সেই কর্মসূচী চালু আছে যে, যেখানেই যাই মসজিদে গেলে জুতা সোজা করি, বদনাগুলোতে পানি ভরে দেই। ঝাড়ু দেয়ার সুযোগ থাকলে ঝাড়ু দিয়ে দেই। কোনো কোনো স্থানে কারো কারো পা টিপে দিতে চেয়েছি কেউ সেটা মঞ্জুর করে নি। কারোর প্রতি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাই না।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হো। আল্লাহ্ তাআলার ফযল হয়েছে। যেহেতু চিকিৎসা জরুরতের ব্যাপার আর সেই জরুরত দূর হয়ে গেছে। অতএব এখন চিকিৎসার চিন্তা ছেড়ে দিন। ইনশাআল্লাহ্ সুস্থতা সুদৃঢ় হয়ে গেছে। আবার সাবেক হালতের পূনরাবৃত্তি করুন। সেই মজলিস সেই... সেই...।

হালঃ অমুসলিমসহ যারা দাঁড়ি রাখে না তাদের চেহারা মাঝে মাঝে খুব ভালো এবং পছন্দনীয় লাগে। তাদের চেহারার দিকে তাকালে আমার মনে এটাই ধারণা আসে যে, এরা সকলেই বিনয়বশত নিজেদের এই অবস্থা বানিয়ে রেখেছে এবং এরা নিজেদেরকে নিচ ও তুচ্ছ হিসেবে জাহের করছে। আর আমি এমন খবিশ যে, জাহেরি সূরত তো এরূপ বানিয়েছি অথচ ভিতরে অহঙ্কারে ভরা। অতএব, ওরা আল্লাহ্র দরবারে মকবূল আর আমি মরদূদ ও বিতাড়িত।

বিশ্লেষণঃ এই খিয়াল ও ধারণার উৎস হল নিজের নফসের প্রতি কুধারণার প্রাবল্য কিন্তু ই'তিকাদ ও বিশ্বাসের বিচারে এই খিয়ালকে সহীহ শুদ্ধ ভাবা যাবে না।

হালঃ যদি কেউ আমাকে ভালো বলে তবে নিজের কাছে কষ্টকর বোধ হয়। কিছুলোক না জেনে আমাকে মৌলভী বলে, কেউ তালিবে ইলম বলে আর বেশিরভাগ মানুষ নেককার, দীনদার মনে করে। এতে মনের মধ্যে বিরূপ ভাব জন্ম নেয়। একদম ভালো লাগে না। বুঝতে পারি মানুষের ঐ ধারণার কারণ লেবাস ও দাড়ি। এজন্য ইচ্ছা হয় এই দুটোর মধ্যেই এমন রদবদল করব যেন মানুষ খারাপ ভাবতে থাকে। মাঝে মাঝে তো ইচ্ছা হয় দাড়ি কেটে ফেলি এবং শার্ট-প্যান্ট পড়ি। যেন সব মানুষ ঘৃণার নজরে তাকায়। এছাড়া হয়তো মানুষের থেকে বাঁচার উপায় নেই।

বিশ্লেষণঃ এটাও ঐ পূর্বোক্ত হাল ও অবস্থার প্রাবল্যের প্রভাব। এই হালের ইত্তেবা-অনুসরণ সাহসহীনতা ও পরাজয়ের প্রমাণ। এই হালের কাছে

www.islamfind.wordpress.com

পরাজিত না হয়ে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন এবং এর চাহিদা মতো আমল করা থেকে সাবধান থাকবেন। এটা বিরাট মুজাহাদা।

হালঃ বেশিরভাগ সময় কাটে এই খিয়ালে যে, আমার মধ্যে তাকাব্বুর ভরা। আমি খুবই নালায়েক এবং এই পৃথিবীর সর্বাধিক নিকৃষ্ট মানুষ। মাঝে মাঝে মন চায় যে, আমার মৃত্যু এসে গেলে ভালো হত, আমার জীবনের চেয়ে তো মৃত্যু ভালো।

বিশ্লেষণঃ এখন থেকে এই কথাগুলো আর ইচ্ছাকৃতভাবে মনে করার প্রয়োজন নেই। অনিচ্ছাকৃত যা মনে এসে যায় সেটুকুই যথেষ্ট।

রিয়া এর এলাজ

হালঃ অহঙ্কারের চেয়ে রিয়া আমাকে বেশি জ্বালাতন করে অর্থাৎ যদিও ইচ্ছাকৃতভাবে রিয়ার উদ্দেশ্যে কোনো ইবাদত করি না কিন্তু ইবাদতের মাঝে যদি কেউ হাজির হয় তবে রিয়ার প্রভাব বুঝা যায়। যদিও হিম্মত করে সেটা প্রতিরোধ করি এবং নফসের উপর লা'নত করি আরে হতভাগা! এই ইবাদতের মূল্য তোর কাছে এতটুকুই! তাহলে তো তোর সকল পরিশ্রমই বেকার!

বিশ্লেষণঃ তাবলীগে দীনের এলাজ আপনার জন্য কল্যাণকর।

হালঃ নামায অথবা যিকির শুরু করার পূর্বে এমন ওয়াস্ওয়াসাও আসে না যে, যদি কেউ দেখত! বরং নির্জনতায় সামান্য যে একাগ্রতা আসে কেউ দেখলে সেটুকুও দূর হয়ে যায়। মানুষকে নীচ ও তুচ্ছ ভাবার ব্যাধি ছিল, আলহামদুলিল্লাহ্ তা খুবই দুর্বল হয়ে গেছে। বিশ্বাসের দিক থেকে তো কাউকে তুচ্ছ মনে করিই না এমনকি এখন স্বভাবগত ভাবেও নিজের নফ্স ছাড়া আর কাউকেই নীচ মনে করি না। যদি কারো সম্পর্কে খারাপ কোনো কাজ করেছে বলে শুনতে পাই অথবা কাউকে যদি খারাপ কিছু করতে দেখি তাহলে প্রথমত ঐ খারাপ কাজটির কারণে ঐ ব্যক্তিকে খারাপ মনেই হয় না। যদি কখনো খারাপ মনে হয়ে যায় তবে নফ্সকে বলি- তুই তো ঐ লোকটির শুধু একটি কাজই জেনেছিস, আর কোনো কাজের কথা কি তোর জানা আছে? হতে পারে লোকটি অন্যান্য কাজের বদৌলতে আল্লাহ্র কাছে মকবূল বান্দা। এটুকুও যদি মনে না আসে তবে একথাটি অবশ্যই মাথায় এসে যায় যে, এ লোকটি হয়তো শেষ মুহূর্তে আল্লাহ্র কাছে মকবূল হয়ে যাবে।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩৭৮

নফ্সকে বলি- আরে কমবখ্ত! অন্যের ব্যাপারে তোর এতো কিসের গরজ? তুই তোর নিজের খবর নে। অন্যের গুনাহে তোকে ধরা হবে না। অন্য কেউ মকবূল হয়ে গেলে তোকে ছাড়া হবে না। অন্যের আমলে তোর নাজাত হবে না। নফসের সঙ্গে এরূপ করার ফল হয়েছে এই যে, কারোর হাল দেখার আগ্রহ হয় না, হলেও খুবই সামান্য। এই হল অধমের আখলাকে রাযীলার হাল, যা বেলা তাকাল্লুফ এবং বেলা তারতীব (সাদামাটা ও অগোছালোভাবে) যা মনে এসেছে, হুযূরের জাহেরি ও বাতেনি মনোযোগ ও দুআর আশায় এবং ইসলাহের উদ্দেশ্যে লিখে ফেললাম। এর মধ্যে ভালো যা কিছু আছে তা সম্পূর্ণই হুযূরের তাওয়াজ্জুহের প্রভাব, যার শুকরিয়া আদায় করা অসম্ভব। হুযূরের কাছ থেকে এ অধমের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে আল্লাহ্ তাআলা পূরণ করে দিন। আখলাকে হাসানাহ্ সম্পর্কে আমার অনুভূতি এরকম যে, আখলাকে হাসানাহ্ ও আখলাকে রাযীলার মধ্যে রয়েছে বৈপরীত্বের সম্পর্ক। আখলাকে রাযীলা যতটা দূর করা যাবে আখলাকে হাসানাহ্ সামান্য মেহনত ও মনোযোগ দ্বারাই অর্থাৎ প্রায় আপনা আপনি পয়দা হয়ে যাবে।

বিশ্লেষণঃ একদম ঠিক।

বালকদের প্রতি মহব্বত নিন্দনীয়

হালঃ হযরত কোনো কোনো হিন্দু ছেলে এত খেদমত করে এবং এত অনুগত হয়ে থাকে যে মন তার প্রতি খুব খুশি হয়ে যায়। মন চায় যে, ঐ আনুগত্য ও খেদমতের প্রতিদান সে পেয়ে যাক। কলবের মধ্যে তার জন্য মহব্বত ও ভালোবাসার মতো অনুভূতি হয়। মনের মধ্যে এই দুআ করি যে, হে আল্লাহ্! এই ছেলে যদি মুসলমান হয়ে যায় তবে কত না ভালো হয়! জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব থেকে বেঁচে যাবে। এইসব অনুভূতি ও দুআ শুধু মনে মনেই হয়। বাহিরে এগুলো প্রকাশ করি না এবং প্রকাশ করাটাকে যুক্তিযুক্ত মনে করি না কোনো ভাবেই। মাঝে মাঝে এই চিন্তা হয় যে, জানি না কি এমন ব্যাপার আল্লাহ্ তাআলা এর মধ্যে গুপ্ত রেখেছেন যার কারণে একে কুফরীর হালতে সৃষ্টি করেছেন। অজ্ঞাত মাসলিহাত ও কল্যাণের কথা চিন্তা করে দিল পেরেশান হয়ে থেমে যায় এবং সান্ত্বনা গ্রহণ করে চুপিচুপি ভাবে যে, 'যা কিছুই বন্ধুর (আল্লাহ্র) তরফ থেকে আসে তা কল্যাণকর।' কিন্তু জানি না দিল কেন বারবার তার জন্য খয়েরখাহী বা কল্যাণ কামনা করতে চায়। আমার মানসিক এই হালত শুধুমাত্র তার আখলাকের কারণে এবং তার আদব

www.islamfind.wordpress.com

ও তামীজের কারণে। হযরত! ঘটনার হাকীকত বুঝি না। ভয় হয় এর মধ্যে নফসের কোনো চক্রান্ত নেই তো?

বিশ্লেষণঃ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সে রকমই অর্থাৎ নফসের চক্রান্ত হয়ে থাকে। এ কারণেই বালেগ, ভালো আখলাকওয়ালা, সভ্য বয়স্ক মানুষের সঙ্গে সেরূপ ব্যাপার হয় না যা নাবালেগ ছেলেদের বেলায় হয়। শুধু আখলাক যদি কারণ হত তবে দুক্ষেত্রে একই রকম ঘটত।

কিবিরের আলামত

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! সকল হালত শোকর করার যোগ্য। প্রতিটি লোম-কূপের মুখ দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা করছি আর হুযূরের শুকরিয়া আদায় করছি। শান্তি ও স্বস্তিতে উন্নতি হচ্ছে। আযাদী ও স্বাধীনতার অবস্থা এই যে, সাওয়াবেরও কোনো পরোয়া নেই। হুযূরের বদৌলতে এমনি এমনি লাভ হয়েছে নওয়াবী। দেহের প্রতিটি অংশ তৃপ্ত ও অভাবমুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এতে কিবির ও অহঙ্কারের ভাব রয়েছে বলে বোধ হয়। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

বিশ্লেষণঃ কিবির অন্য জিনিষ। কিবিরের পরীক্ষা এই যে, যদি কেউ আপনার তা'যীম ও সম্মান না করে তাহলে আপনার রাগ হয়ে যায় এবং তার পিছে লেগে যান। যদি এরূপ হয় তাহলে বুঝবেন আপনার মধ্যে কিবির ও অহঙ্কার আছে। নতুবা নেই।

কিবির, গযব ও গীবতের এলাজ

হালঃ যখন থেকে হুযূরের চিঠি পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ্ অযীফা একদিনও বাদ পড়ে নি। তের তাসবীহ এরপর সাত হাজার ইসমে যাত রাতে, অতঃপর দিনে তিন হাজার মা'মূল রয়েছে। আমার জানার ইচ্ছা এই যে, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ এর যিকির করতে করতে সামান্য একটু মনোযোগ এদিক ওদিক হলেই ইসমে যাতের যিকির চালু হয়ে যায় নিজের অজান্তেই। কিছুদিন থেকে এমনই হত। গতকাল দিনে এক অবসরে ইচ্ছাকৃতভাবে কালেমার সিররী যিকির করছিলাম, তো রাত্রে দেখলাম 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' এর যিকির করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' (পূর্ণ কালেমার) এর যিকির হয়ে যাচ্ছিল। যবানকে যেন থামাতেই পারছিলাম না। এটার কারণ, সুবিধা-অসুবিধা কি? নযরে বদ (হারাম দৃষ্টি) থেকে বাঁচা এখন

www.islamfind.wordpress.com

পর্যন্ত কঠিন এবং ইতিপূর্বে ভীষণ কষ্টকর বোধ হলেও ইদানিং আসানীর সঙ্গে দৃষ্টি নিচু হয়ে যায়। কিবির তো ভেতরে ভরা। কিন্তু বর্তমানে পূর্বের বিপরীত স্বভাববিরুদ্ধ কাজে মেজাজ খুব দ্রুত গরম হয়ে যায় তবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করি এবং নীরব থাকি। হযরতের দুআ ও এলাজ প্রার্থনা করছি যেন সকল পাপের জননী ও মূল অর্থাৎ কিবির দূর হয়ে যায়। হুযূরের নির্দেশমতো তারবিয়াতুস সালিক পড়ছি। হযরতের মাওয়ায়েযও নিয়মিত মুতালাআ করছি। যার মাধ্যমে বিরাট উপকারিতা ও নিজের রোগ-ব্যাধিতে দৃশ্যমান হ্রাস পাওয়া উপলব্ধি করতে পারছি।

কি যে বলব! সাক্ষাৎপ্রার্থীদের কারণে গীবতের মধ্যেও জড়িয়ে পড়তে হয়। যদিও এ কারণে সাহস করে অনেককে আসতে নিষেধ করে দিয়েছি কিন্তু বড়দেরকে তো নিষেধ করা যায় না। তারা যখন বিভিন্ন বিষয়ের কথা শুরু করেন অজান্তেই কখনো কখনো খোদ আমিও গীবত করে ফেলি। পরে লজ্জিত হই।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্! সামগ্রিক অবস্থা ভালো। যিকিরের যে ব্যাপারটির কথা উল্লেখ করেছেন সেটাতে কোনো সমস্যা নেই। উদ্দেশ্য সকল অবস্থাতেই পূরণ হচ্ছে। কিবিরের এলাজ হল নিজের দোষ-ত্রুটি ও গুনাহ্ সমূহকে স্মরণ করা এবং আল্লাহ্ তাআলার বড়ত্বের কথা ভাবা। বারবার এটা করলে ইনশাআল্লাহ্ এই রোগ মাগলূব ও পরাভূত হয়ে যাবে। মেজাজ গরম হয়ে যাওয়া এটা ভিন্ন বিষয়। এটা হল গযব বা ক্রোধ। এর এলাজ হল এই কথা মনে করা যে, যেভাবে এই লোক আমার কাছে অপরাধী একইভাবে আমি আল্লাহ্ তাআলার কাছে অপরাধী। আল্লাহ্ তায়ালা যদি একইভাবে (অর্থাৎ যেভাবে আমি রাগ করে শাস্তি দিচ্ছি) আমাকে শাস্তি দিতে থাকেন তাহলে আমার উপায় কি হবে? যেমনিভাবে আমরা পছন্দ করি যে আল্লাহ্ আমাদের ক্ষমা করে দিন তেমনিভাবে এর সঙ্গেও আমার একই মুআমালা করা উচিৎ। কথার মধ্যে গীবত চালু হয়ে গেলে সবচেয়ে বেহতর এটাই যে, সেখান থেকে কোনো এক বাহানায় উঠে যাবেন। আর এ সত্ত্বেও কোনো বিচ্যুতি ঘটে গেলে প্রত্যেক গীবতের জন্য দুই রাকাত করে সালাতুত্ তওবা নিজের উপর চাপিয়ে নিলে ইনশাআল্লাহ্ কল্যাণ হবে।

হুব্বে দুনিয়ার এলাজ

হালঃ আমাকে এমন কোনো দুআ বলে দিন যা পড়লে দুনিয়ার মহব্বত ও মোহ আমার দিল থেকে বের হয়ে যাবে এবং আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ হবে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ খালি পড়ার দ্বারা কি হয়? এর তাদবীর তো এই যে, আমার মাওয়ায়েয মুতালাআ করুন (মনোযোগ ও চিন্তা-ভাবনাসহ পড়ুন) এবং আমল করুন।

নফসের তাকাযা থেকে বাঁচার এলাজ

হালঃ বেশিরভাগ মানুষের হালত এই যে, অসুস্থতার কষ্ট ভোগ করার পর ভালো (নেককার) হয়ে যায় কিন্তু আমার অবস্থা উল্টো, অসুস্থতার পর বদকারী, বদনেগাহী এবং যিনার খাহেশ বেড়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ গায়রে এখতিয়ারী খাহেশের কারণে গুনাহ্ হয় না, যদি এখতিয়ারী লয্যত না নেওয়া হয়। (আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন যদি না হয়।)

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! এখন পর্যন্ত বেঁচে আছি (গুনাহ্ থেকে) এবং আল্লাহ্ তাআলা ফযল করলে বেঁচে থাকব (দূরে থাকব)। কিন্তু নফসের মধ্যে এই ধরনের যে তাকাযা ও চাহিদা হয় তার কারণে কোনো কোনো সময় ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। কখনো কখনো লুত্ফ ও লয্যত হাসিল হয়। মজা ও আনন্দ পাই। আল্লাহ্ তাআলা আমার হালতের উপর রহম করুন। হুযূর আমার জন্য দুআ করবেন এবং কোনো দুআ ও তদবীর জানাবেন যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা এই নফসের তাকাযা থেকে আমাকে মাহফূয ও নিরাপদ রাখবেন।

বিশ্লেষণঃ তদবীর হল শাস্তির কথা ভাবা। দুআ ও কান্না।

হালঃ সর্বাবস্থায়ই হুযূরের দুআ চাই এবং এমন কোনো অযীফা চাই যা হামেশা আমাকে ঐ মন্দ খাহেশাত থেকে হিফাজত করবে।

বিশ্লেষণঃ আশ্চর্য ব্যাপার! আজ পর্যন্ত আপনি গুনাহ্ থেকে বাঁচাকে অযীফার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার ভাবেন? আমার রাসায়েল পড়ুয়া এবং কিছুদিন আমার কাছে অবস্থানকারীদের মনে এই ধারণা থাকা একেবারেই বিস্ময়কর ব্যাপার।

নফসের ঔদ্ধত্যের আলামত

হালঃ আমার মধ্যে এমন ধরনের একটা ঘৃণ্য স্বভাব গড়ে উঠেছে, যার জন্য আমি মনে মনে ভীষণ লজ্জিত থাকি। এমনকি হুযূরকে লিখতেও খুবই লজ্জা লাগছে। আর সেটা এই যে, বেশিরভাগ সময় মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি বা বিপদ-আপদ দেখলে আমার হতভাগা নফ্স খুশী হয়। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে

www.islamfind.wordpress.com

নফ্‌স মন্দটাই কামনা করে। যেমন চলন্ত ট্রেনে কেউ লাফিয়ে উঠার সময় পড়ে যাওয়ার ভাব হলে আমার নফ্‌স চায় যে, পড়ে যাক।

বিশ্লেষণঃ এটা হল নফসের ঔদ্ধত্য। আকল, বুদ্ধি ও বিবেকের বিচার-বিবেচনা দ্বারা আপনি যদি এটাকে মন্দ জানেন তবে কোনো ক্ষতি নেই।

***

হালঃ যখনই আল্লাহ্‌ তাআলার রহমতের কোনো আলোচনা শুনি অথবা রাসুলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসনীয় চরিত্রের কথা ওঠে তখন সারা দেহে উঠে এক ধরনের শিহরণ ও কম্পন এবং অল্পক্ষণের জন্য এক আশ্চর্য রকম অবস্থা হয়ে যায়। যার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্‌ তাআলার শোকর আদায় করুন।

শাহ্‌ওয়াত পূজার এলাজ

হালঃ শাহ্‌ওয়াতসংশ্লিষ্ট ভ্রান্ত ও অন্যায় ভাবনা খুব মনে আসে, আজ এ ধরনের একটি শাহ্‌ওয়াতের গুনাহে আক্রান্ত হয়ে গেছি। ফারেগ হওয়ার পর এতো লজ্জা অনুশোচনা ও পেরেশানি আমার হয়েছে যা শুধু আমিই জানি। সাথে সাথে তওবা করেছি। বিশেষভাবে দু-রাকাত তওবার নামায আদায় করেছি। খুব বেশি বেশি ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি আল্লাহ্‌র দরবারে। কিন্তু মনে কোনো শান্তি পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে যেন বেঈমান হয়ে গেছি। হুযূর! মেহেরবানী করে গোলামের সাহায্য করুন। আমি হালাক ও বরবাদ হয়ে গেছি। পৃথিবী বিশালতা ও বিস্তীর্ণতা সত্ত্বেও আমার জন্য এখন সংকীর্ণ ও সংকুচিত হয়ে পড়েছে। দিল বে-কারার। এমন কোনো এলাজ বলুন যেন সবকিছুর ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। হুযূরের নির্দেশমতো এলাজও করছি। হুযূর দুআ করবেন যেন আল্লাহ্‌ পাক ঈমানের নূর দান করেন এবং বিগত সকল গুনাহ্‌ মাফ করে দেন।

বিশ্লেষণঃ সুবহানাল্লাহ্‌! কি চমৎকার খুশীর চিঠি পাঠিয়েছেন। এখতিয়ারী গুনাহের ক্ষতিপূরণ আমার কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে। আশা করছেন আমি আপনাকে সান্ত্বনা দিব? কেন ভাই! আগুনে নিজে হাত ঢুকিয়ে যেন ডাক্তারকে চিঠি না লেখেন যে কোনো আরামের ব্যবস্থা করে দেন। আমার তো একটা হরফও লিখতে ইচ্ছা করে না।

www.islamfind.wordpress.com

এখতিয়ারী গুনাহের এলাজ

হালঃ গতকাল সকাল দশটার পর থেকে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে যে মনের মধ্যে ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদিতে যওক-শওক ও উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং কলবের মধ্যে মহব্বতের যে দরদ ও জ্বালা ছিল এবং যার কারণে মনের মধ্যে আনন্দ ও প্রফুল্লতা থাকত তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন গুনাহের প্রতি আগ্রহ হয় এবং এরই মধ্যে তিনবার কবীরা গুনাহে মুবতালা হয়েছি। এসব কারণে আমি এখন সীমাহীন পেরেশান। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার জরুরি এলাজ ও চিকিৎসা দিন। আমার মনে হচ্ছে যে, আমার দিল কালো ও অন্ধকার হয়ে গেছে। আর আমার মরদূদ ও বিতাড়িত হয়ে যাওয়ারও ভয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে আল্লাহ্ না করুন নাউযুবিল্লাহ্ হয়তো তাঁর রহমত থেকে মাহরূম করে দেওয়া হচ্ছে। গতকাল থেকেই আমার ভেতর অস্বাভাবিক পেরেশানি আমাকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছে। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার জন্য অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমি বরবাদ হয়ে যাচ্ছি। নিজের অবস্থার জন্য খুব আফসোসও হচ্ছে। কাল থেকে ইবাদতে ও ইতাআতে বা নেকীর কাজে মনও বসছে না। কিছুই বুঝতে পারছি না যে, কী করব, কী করা উচিত? হুযূরকে কালকেই জানাতে পারি নাই এ কারণে যে, তাহলে এক সপ্তাহের মধ্যেই দুটো চিঠি লেখা হয়ে যেত। যেটা কানূনের খেলাপ। এই কানূনের কারণে কালকে না লিখলেও আজ আর কোনো উপায় খুঁজে পেলাম না। অনন্যোপায় হয়ে হুযূরকে অবগত করছি। হুযূর! মেহেরবানী করে আমার জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করুন। হুযূর দয়া করে আমার জাহের ও বাতেনের ইসলাহ্ এবং ইল্‌ম ও আমলের জন্য দুআ করুন।

বিশ্লেষণঃ আপনার ব্যবস্থাপত্র নিম্নরূপ-

১। এখতিয়ারী বিষয়সমূহের মধ্যে আপন এরাদা ও হিম্মতকে কাজে লাগানো।

২। যখনই কোনো বিচ্যুতি ঘটবে, নফসের উপর বিশ রাকাত নফলের জরিমানা চাপানো।

৩। তারবিয়াতুস সালিকের মুতালাআ চালু রাখা।

৪। হিফাজতের দুআ ও নিজের অক্ষমতা প্রকাশের নিয়তে বেশি বেশি 'লা-হাওলা' এর আমল।

৫। প্রয়োজন ছাড়া কারো সঙ্গে কথা না বলা এবং সাক্ষাৎ না করা।

www.islamfind.wordpress.com

৬। আমার কাছে বসার জন্য কোনো সময় নির্ধারণ করা, তবে আসরের পর এবং পথে হাঁটার সময় ছাড়া অন্য কোনো সময় হওয়া চাই। এই দু-সময় আমার কষ্ট হয়। আর সেটা এই পথে তালিবের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষ জরুরতের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রমটাও একটা নিয়ম।

রিয়ার চিহ্ন

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! জনাবের মুবারক সোহ্বতের বরকতে আল্লাহ্র নাম নেওয়ার তাওফীক হচ্ছে। যেই নাম নেওয়ার চর্চা বাপ-দাদাদের মধ্যে ছিল না। যদিও আমার নাম বিখ্যাত শরীফ কওমের দিকে মনসুব।

বিশ্লেষণঃ এটা হল বংশ গৌরব ও কৌলিণ্য (শরাফত) প্রকাশের এক চালাকীপূর্ণ কৌশল। এই ময়মূনের মধ্যে ঐ ব্যাপারটি টেনে আনার কী জরুরত ছিল? এটাই রিয়ার সুক্ষ্ম জটিলতা।

ফুযূল কথা বলার এলাজ

হালঃ বান্দার হালত বলার মতো নয়। ফুযূল বা অনর্থক কথা বলা হয়ে যাচ্ছে বেশি। বারবার মনে করি যে, বিনা প্রয়োজনে কথাই বলব না কিন্তু আফসোস এই যে, আজও পর্যন্ত সফল হতে পারি নি। এই ব্যাপারে দুআ করবেন যেন আল্লাহ্ তাআলা কামিয়াব করেন এবং এ বিষয়ের এলাজও জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ এলাজ এই যে, সবসময় হাতে তাসবীহ্ রাখবেন এবং এ রকম ভাববেন যে, আমার আসল কাজ হল যিকির। সামান্য একটু সময়ও যিকিরশূন্য কাটানো উচিৎ নয়। এই পদ্ধতিতে এমনিই কথা বলতে মন চাইবে না। কারণ কথাকে মনে হবে আসল কাজের প্রতিবন্ধক। আর যদি এরপরও কোনো ফালতু কথা হয়ে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে চার রাকাত নফলের জরিমানা নফসের উপর চাপিয়ে আদায় করে নিবেন এবং নফ্সকে ডেকে বলবেন- এই নফ্স! যখনই তুই এই অপকর্ম করবি তখনই এই কষ্ট তোর উপর চাপিয়ে দেব। আমি দুআও করছি।

ইচ্ছা ছাড়া রিয়া হয় না

হালঃ প্রতি জুমার দিন সালাতুত তাসবীহ্ আদায়ের মা'মূল রয়েছে এই বান্দার। গত দু-তিন জুমা থেকে মনে হচ্ছে যে, প্রতি জুমায় সালাতুত্ তাসবীহ্ পড়লে মানুষ রিয়াকার মনে করবে। এর মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে

www.islamfind.wordpress.com

বলেও ফেলেছে যে, প্রতি জুমায় সালাতুত্ তাসবীহ্ আদায় করলে রিয়ার ভাব প্রকাশ পায়। এই কথা শোনার পর থেকে মনের মধ্যে লজ্জা হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ফযলে নিয়মিত আদায় করেই যাচ্ছি। কারণ সালাতুত্ তাসবীহ্ এর মধ্যে আমার যওক ও শওক বেড়ে যায়। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, জুমার দিন বাদ দিয়ে অন্যদিন আদায় করা মুনাসিব নাকি জুমার দিনেই মুনাসিব?

বিশ্লেষণঃ পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। রিয়া (লোক দেখানি) হয় নিয়তের দ্বারা। লোককে দেখানোর ইচ্ছার কারণে রিয়া হয়। আমলের কারণে রিয়া হয় না।

মন্দ মজলিস থেকে দূরে থাকা

হালঃ বেশিরভাগ সময় দেখা যায় দু-তিন জন মানুষ একত্র হলে সেখানে কিস্‌সা কাহিনীর মতো নানান কথাবার্তা শুরু হয়ে যায়। সে সব কথার মধ্যে যদিও অশ্লীলতা কিছু থাকে না কিন্তু ফুযূল কথা অবশ্যই থাকে। কথার সিলসিলা যেই চালু হয় তখন মন চায় যে, সেখান থেকে উঠে আসি কিন্তু মুতাকাল্লিমের (বক্তার) মনে আঘাত লাগবে ভেবে আর উঠি না বরং মনে মনে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করতে থাকি। আমি কি এরূপই করতে থাকব নাকি আঘাত লাগলেও উঠে আসব?

বিশ্লেষণঃ অন্যের দিলে আঘাত দেওয়া থেকে বাঁচা যতটা জরুরি তার চেয়ে বেশি জরুরি নিজের দীনদারীতে আঘাত দেওয়া থেকে বাঁচা। সুতরাং উঠে যাওয়া উচিৎ।

অনর্থক প্রশ্ন থেকে বিরত থাকা

হালঃ হুযূরের মেজাজ মুবারক কেমন আছে? মুরাদাবাদে হুযূর বলেছিলেন ছোট পীর আম্মার হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা, সেটার কতদূর কি হল? রমযানে কুরআন শরীফ হুযূর নিজেই পড়বেন না অন্য কেউ? (তারাবীহের নামাযে)

বিশ্লেষণঃ আমি ভালোই আছি। আপনি দুটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। হজ্জের বিষয়ে এবং আমার কুরআন পড়ার বিষয়ে। আপনার এই প্রশ্ন দুটিকে কী জরুরি প্রশ্ন বলা যায়? যদি জরুরি না হয় তাহলে অনর্থক প্রশ্ন হয়েছে। অনর্থক প্রশ্নের জবাব দেওয়া জরুরি নয়। মানুষ অনর্থক বিষয় বর্জনকে ইসলাহের অন্তর্ভূক্ত মনেই করে না।

www.islamfind.wordpress.com

আমরোদের প্রতি মহব্বতের এলাজ

হালঃ ইচ্ছা ছিল খানকায় থাকার এনতেজাম হয়ে গেলে তারপর লিখব কিন্তু নতুন এক পেরেশানি এসে যাওয়ার কারণে তার পূর্বেই লিখতে বাধ্য হলাম। নতুন পেরেশানি এই যে, এক তালিবুল ইলমের প্রতি মহব্বত হয়ে গেছে। প্রায় দেড় বছর সে আমার কাছে পড়াশোনা করছে। ইতিপূর্বে মনের মধ্যে তার জন্য বিন্দুমাত্র আলাদা কোনো অনুভূতি ছিল না। কিন্তু দু-তিন মাস হল, বুঝতে পারলাম যে, মহব্বত হয়ে গেছে। যতদিন মহব্বতের ব্যাপারে সন্দেহ ছিল ততোদিন কোনো এলাজ করি নি কিন্তু যখন ইয়াকীন হয়ে গেল তখন তাকে আমার কাছ থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিলাম এইভাবে যে, অন্যস্থানে আমার থেকে দূরে থাকবে। শুধু পড়ার জন্য আমার কাছে আসবে। এ ব্যবস্থার কারণে সামান্য স্বস্তি পেলাম কিন্তু শিফা বা রোগ থেকে মুক্তি হল না বরং কয়েকদিন পর অবস্থা এমন হল যে তার জন্য আমার মনে যখন মহব্বতের জ্বলন শুরু হত ঘটনাক্রমে সে তখন বিমার বা অসুস্থ হয়ে যেত। কিছুদিন তাকে না দেখার কারণে মনে শান্তি পেতাম কিন্তু এরপর আবার কিছুদিন কোনোভাবেই মনে শান্তি পেতাম না। আলহামদুলিল্লাহ্ তাকে দেখার খুব বেশি চাহিদা কলবের মধ্যে নেই এবং বেশিরভাগ সময় ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিকে হিফাজতও করি কিন্তু কলবের বে-চায়নি ও অস্থিরতা খুব বেশি। সারাক্ষণ মনটা তার খেয়ালেই থাকে। যতই চেষ্টা করি তার চিন্তা দূর করতে পারি না। আমার কাছ থেকে তার সবক (ক্লাশ) বাদ দেওয়া ছাড়া যদি আমার রোগমুক্তির আর কোনো তদবীর না থাকে তাহলে মুহতামিম এর কাছে সেই আবেদন জানাব। তার জামাতের (ক্লাশের) অমুক অমুক বিষয় পড়ানোর দায়িত্ব আমার। এগুলো পড়ানোর কালে হালত এরূপ হয় যে, মন চায় সেই যেন বেশি উপকৃত হয়। কোনোভাবেই তার উপর কঠোর হতে মন চায় না। যদিও জরুরি হলে কঠোর হয়ে শাস্তি দেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিন্তু তাতে নিজের মনের মধ্যে খুবই কষ্ট হয়। আবার পরে তাকে সান্ত্বনা দিতে এবং খুশি করতেও বাধ্য হয়ে যাই। এই ছিল আমার হালতের বিবরণ। এখন আমার জন্য যা মুনাসিব তাই করতে প্রস্তুত। হযরত আমাকে এই বরবাদীর হাত থেকে মেহেরবানী করে উদ্ধার করুন।

বিশ্লেষণঃ আমি খানকায় অবস্থানের এবং যিকিরের পাবন্দির ব্যাপারে আলোচনা করে যে চিঠিটি পাঠিয়েছি, সেটা পড়ে এখনকার পেরেশানির ফয়সালাও হয়তো জেনে গেছেন, একটু চিন্তা করলে দেখবেন এর জন্য

www.islamfind.wordpress.com

করণীয় ব্যাপারে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তারপরও জরুরি ব্যাপার বলে আবারও স্পষ্টভাবে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। পেশা আপনার শিক্ষাদান। সেটাও আবার শিশু-কিশোরদের। সুতরাং একজনের জন্য যদি ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তবে অন্যান্য ক্ষতির কথা বাদ দিলেও আপনার প্রস্তাবিত ব্যবস্থার মধ্যে যে ক্ষতিগুলো আছে যেমন-

(১) নিজের হালত মুরব্বি ছাড়া অন্যকে জানানো, হাদীসে এটার নিষেধ এসেছে। কেননা গুনাহের কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর গুনাহের প্রারম্ভিক ব্যাপারগুলোও এক্ষেত্রে মূল গুনাহের মধ্যেই গণ্য হবে। কেননা গুনাহের প্রারম্ভের ব্যাপারটুকু শুনতেই শ্রোতার মনে মন্দ ধারণা তৈরি হয়ে যাবে। গুনাহের কথা প্রচারের ও প্রকাশের উপর শরীয়তের নিষেধাজ্ঞার এটাও একটা হিকমত। মুসলিহ ও মুরব্বির কাছে প্রকাশের ব্যাপারটি এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন সতর খোলা কারো সামনে হারাম হলেও চিকিৎসকের সামনে জায়েয। এছাড়া যেমন-

(২) অন্যকে একই ফেতনায় জড়ানো। কেননা এরূপ ঘটনা অনেক ঘটতে দেখা গেছে যে (যেমন) 'ক' 'খ' এর ব্যাপারে উদাসীন ছিল কিন্তু, যেইমাত্র 'গ' এসে 'খ' এর প্রতি নিজের মহব্বতের কথা জানাল তখন 'ক' ও 'খ' এর গুণাবলী, সৌন্দর্য ইত্যাদির প্রতি মনোযোগী হল। অবশেষে এই মনোযোগের কারণে সেও একই ফেতনায় জড়িয়ে গেল। তাহলে একজনকে ফেতনার মধ্যে ঠেলে দেওয়ার কারণ হল 'প্রকাশ'। আর বিনা জরুরতে গুনাহের কারণ ঘটাও গুনাহ্। আরো ক্ষতি যেমন-

(৩) মাহ্বূব (যার প্রতি মহব্বত হয়েছে) কে লজ্জিত করা, হাদীসে এরও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে- 'যে ব্যক্তি ইশ্ক ও প্রেমে জড়াল অতঃপর সে পবিত্র ও সংযমী থাকল এবং (মনের) ভালোবাসার কথা গোপন রাখল এবং এভাবেই (ভালোবাসা গোপন রেখেই) মৃত্যুবরণ করল সে শহীদ হল।' হাদীসটির ব্যাপারে কিছু সনদগত সমালোচনা থাকলেও শরীয়তের অন্যান্য নীতিমালার আলোকেও বিষয়টি নিষিদ্ধ। কারণ কাউকে লাঞ্ছিত করা নিঃসন্দেহে জায়েয নয়।

মোটকথা এখানে ৩টি বড় বড় ক্ষতির কথা উল্লেখ করলাম, যে ক্ষতিগুলো হতে পারে আপনার ভাবিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে। কিন্তু এই সব ক্ষতির কথা যদি বাদও দেই, তবে একজনের জন্য তো এই ব্যবস্থা নিলেন, এরপর যদি

www.islamfind.wordpress.com

দ্বিতীয় কারোর সঙ্গে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কেননা কলবের উপর তো কোনো এখতিয়ার নেই। তাহলে দ্বিতীয় জনের জন্যও কি একই ব্যবস্থা করবেন? এরপর তৃতীয় কারো সঙ্গে একই রকম ঘটলে তখন কি হবে? তাহলে কি একে একে সব শিক্ষার্থীকেই হযফ্ (বিলুপ্ত) করে দিবেন? তাহলে শিক্ষা কাকে দেবেন? বরং এরূপ ক্ষেত্রে যা করণীয়, ঐ ব্যক্তির উচিৎ হবে সম্ভব হলে খোদ শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দেওয়া (শর্ত হল এতে যেন অন্য কোনো কল্যাণ ছুটে না যায় আর সেটার ফয়সালা করতে হবে নিজের মুর্শিদের সঙ্গে) এটাই সর্বাধিক নিরাপদ পন্থা কিন্তু এটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে করণীয় হল- পড়াতে থাকুন এবং গুনাহ্ থেকে বাঁচুন। গুনাহ্ যেমন নিজের তরফ থেকে লয্যত পাওয়ার ইচ্ছায় কথা বলা তবে সবক পড়ানোর সময় সকল ছাত্রের উদ্দেশ্যে আম খেতাব ক্ষতিকর নয়। এমনিভাবে তার প্রশ্নের জবাব জরুরত পরিমান সেটাতেও ক্ষতি নেই। ইচ্ছাকৃত তার দিকে তাকানো এটাও গুনাহ্। কিন্তু মনের আকর্ষণ ও আগ্রহ যেটা গায়রে এখতিয়ারী সেটা গুনাহ্ নয়। বরং তার চাহিদা মতো আমল করা থেকে নফ্সকে বাধা দেওয়া মুজাহাদা এবং ইসলাহে নফসের জন্য সহায়ক।

অতএব এই গায়রে এখতিয়ারী বিষয়টা ক্ষতিকর নয় কিন্তু কখনো কখনো আক্রান্ত ব্যক্তির সাহসহীনতার কারণে এটাও গুনাহের দিকে ঠেলে দেয়। আবার কখনো কখনো যদিও গুনাহের দিকে নিয়ে যায় না বটে কিন্তু দৈহিক রোগ-ব্যাধির দিকে ঠেলে দেয়। এ কারণে উক্ত গায়রে এখতিয়ারী আকর্ষণেরও ব্যবস্থা নেওয়া সঙ্গত। সেই ব্যবস্থা এই যে, তার প্রতি আকর্ষণের মাত্রা যখন তীব্র হবে তৎক্ষণাৎ মনের মধ্যে এই ভাবনা জাগিয়ে নেবে যে, যখন এই ব্যক্তি মরে যাবে তার চেহারার সকল উজ্জলতা ও আকর্ষণ মিটে যাবে। সুতরাং তার এই মুহূর্তের দীপ্তি ও লাবণ্য একেবারেই ক্ষণিকের জন্য ধার করা, এটা এতটা যোগ্য নয় যে, তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া যাবে।

এরপর যখন কবরে রাখা হবে দু-চার দিনের মধ্যেই লাশ ফেটে যাবে, পোকারা কিলবিল করে বেড়াবে সারা দেহে। যে অবস্থা নিশ্চিত রূপে হবে, শীঘ্রই হবে তা থেকে সবক নেওয়া ও প্রভাবিত হওয়া জরুরি। যেমন জ্ঞানী মানুষ অপরাধের ইচ্ছা হলে অপরাধের নিশ্চিত পরিণতি জেলখানার কথা ভেবে নিজেকে নিবৃত্ত করে। অপরাধের কারণে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য জেলকে সে নিজের সম্মুখে বর্তমান ও নিশ্চিত কল্পনা করে অপরাধ কর্ম থেকে বিরত থাকে। একইভাবে কবরের আসন্ন অবস্থাকে দৃষ্টির সামনে কল্পনা করবে, যেন

www.islamfind.wordpress.com

এখনই তার লাশ পঁচে গেছে, ফেটে গেছে যেন এখনই তার সারা দেহে পোকারা কিলবিল করছে। তার জন্য ভবিষ্যতের এই চিত্রকে এখনই কল্পনায় এনে নিয়মিত ধ্যান করবেন। তাহলে ইনশাআল্লাহ্ কয়েকদিনেই দেখবেন আকর্ষণ এবং অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত প্রতিদিন নির্জনে কালেমার যিকির করবেন এইভাবে যে, 'লা-ইলাহা' বলার সময় চিন্তা করবেন যে সব গায়রুল্লাহকে দিল থেকে বাহির করে দিলাম এবং 'ইল্লাল্লাহ্' বলার সময় ভাববেন আল্লাহ্র মহব্বতকে অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলাম। এভাবে এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য যিকির এর উপকারী তরীকা ও পদ্ধতি তাকাশ্শুফ ১ম খণ্ডের ১৭ পৃষ্ঠায় দেখে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করবেন। ইনশাআল্লাহ্ এই ব্যাপারটির গায়রে এখতিয়ারী বিষয় থেকেও নাযাত পেয়ে যাবেন। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি এই ব্যাপারে সহায়ক হবে। সুতরাং সেটাও করবেন। আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় হল যে, গায়রে এখতিয়ারী অংশ থেকে মুক্তি যদি বিলম্বিত হয় তবে ঘাবড়াবেন না। কেননা এটা আসল মাকসুদ নয়। আসল মাকসুদ হল উল্লেখিত ব্যাখ্যার আলোকে গুনাহ্ থেকে দূরে থাকা যেটা আপনার এখতিয়ার ও সাধ্যের ভেতরে আছে। যদিও উল্লেখিত ফলাফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় দেহের বা নফসের কষ্ট হবে। তবে ঐ কষ্টকে বরদাশত করতে হবে। 'কেননা এটা মহান আল্লাহ্ তাআলার পরীক্ষা তোমার পরিশুদ্ধির জন্য।' আমি আমার মতে আপনার জটিল অবস্থার সকল দিকের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে পরিপূর্ণরূপে আপনাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। এবার এটাকে গুরুত্ব দিয়ে আমল করা তালিবের কাজ।

পরবর্তীতে লেখা একই ব্যক্তির চিঠি ও তার জবাব

হালঃ হযরত সে অবস্থায় আমাকে সাহায্য করেছেন যখন আমি একদম হয়রান ও পেরেশান ছিলাম। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি হয়ে পড়েছিল নিষ্ক্রিয়। প্রত্যেকটি হালত এতো জটিল হয়ে গিয়েছিল যে, সেগুলোর সংশোধন খুবই কঠিন মনে হচ্ছিল। বরং কোনো কোনো হালতকে দূরারোগ্য বোধ হচ্ছিল। হযরতকে এত্তেলা দেওয়ার (অবগত করানোর) পূর্বে খানকায় থাকা ছাড়া যিকিরের পাবন্দি না হওয়া সম্পর্কে যতটুকু চিন্তা করেছি তাতে আমার এতটুকুই বুঝে এসেছে যে, এর সমাধান একটাই, অর্থাৎ খানকায় থাকা। অন্য কোনোভাবেই এই অনিয়ম দূর হওয়া সম্ভব নয়। তখন হযরতকে এত্তেলা দেওয়ার ব্যাপারেও মনে হচ্ছিল যে, এখন যেহেতু পাবন্দি করা সম্ভব নয়

www.islamfind.wordpress.com

সুতরাং হযরতকে এই খবর দেওয়ার অর্থ হযরতকে তাকলীফ দেওয়া। ইশকের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্পর্কে তো হযরতের নির্বাচিত এলাজ ছাপা হয়ে প্রচার হয়েছে। সেগুলো পড়ার পর আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তার এলাজ আমার দূরে সরে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

যদি আমি হযরতকে আমার ব্যাপারে জানাই তাহলে হযরতও আমাকে এটাই বলবেন। সুতরাং আমি এটার উপর এতটুকু আমলও করেছিলাম যে, মুহ্তামিমের অনুমতি নিয়ে আমার কিছু কিতাব (পড়ানোর দায়িত্ব) অন্য শিক্ষককে দিয়ে তারটা আমি নিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পর সেগুলি আবারও আমার দায়িত্বে এসে গেল। তখন সেই ছাত্র থেকে দূরে সরার জন্য একটাই রাস্তা ছিল মাদ্রাসায় আমার সময় কম করে ফেলা। আর এটা হযরতের অনুমতি ছাড়া করার সাহস আমার ছিল না। এজন্যই হযরতকে আমার হালত জানালাম। এরপর তো এখন বুঝতে পারলাম যে, কোনো হালতের এলাজ যতই স্পষ্ট বোঝা যাক কিন্তু শায়েখের মত না নিয়ে তার উপর আমল করা উচিৎ নয়। এটাও বুঝতে পারলাম যে, নিজের হালত ও এলাজকে অন্যের হালত ও এলাজের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়।

বিশ্লেষণঃ এটাই বাস্তব সত্য।

হালঃ এখন আমি যিকির শুরু করে দিয়েছি। মাগরিবের পর থেকে এশার আযান পর্যন্ত ইসমে যাতের যিকির করি। বর্তমানে শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায় তখনই উঠে পড়ি। অযূ করা এবং নামায পড়ার তো হিম্মত হয় না। তবে সেভাবেই নফি ইসবাতের যিকির শুরু করে দেই।

বিশ্লেষণঃ বা-রাকাল্লাহু। তাহাজ্জুদ নামায এশার পরে পড়ে নিবেন।

হালঃ এখন আগের মতো অস্থিরতা নেই তবে তার চিন্তা কিছুতেই দূর হয় না।

বিশ্লেষণঃ ক্ষতি কি? রুহানী ক্ষতি তো এখতিয়ারের কারণে হয়। সেটা থেকে বাঁচা উচিৎ। আর গায়রে এখতিয়ারী ব্যাপারগুলোতে দৈহিক ক্ষতি কখনো কখনো হয়ে যায়। সেটা যদি দূর না হয় না হোক কিন্তু দুর্বল এবং কখনো কখনো নির্মূলও হয় তবে তার এন্তেজার করা উচিৎ নয়।

হালঃ আল্লাহ্‌র কাছে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি যে, এই পরীক্ষাকে তিনি আমার ইসলাহের কারণ বানিয়ে দিন।

বিশ্লেষণঃ হ্যাঁ এরূপও হয়।

* * *

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ একরাতে এশার সময় জামাতের অপেক্ষায় প্রথম কাতারে বসেছিলাম। কেউ একজন আমার পাশে এসে বসল। আমার সন্দেহ হল যে, সেই ছেলেটি কিনা? যার পাশে আমি বসতে চাই না। অথচ প্রথম কাতারটাও ছাড়তে চাই না। এজন্য খুব ভালো করে তাকালাম যে সেই ছেলেই না অন্য কেউ।

বিশ্লেষণঃ এটা ভুল করেছেন। তাকানো উচিৎ হয় নি।

হালঃ কিন্তু আমার দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণে আমি কিছুই নিশ্চিত হতে পারলাম না। তা সত্ত্বেও সন্দেহের কারণে পেছনে চলে আসলাম। নামাযের পর জানতে পারলাম, সেই ছেলেটাই ছিল। আমার এই অনুসন্ধান কেমন ছিল?

বিশ্লেষণঃ ক্ষতিকর।

প্রশ্নঃ নামায অথবা সবকের সময় যদি কোনো আমরোদ কাছে এসে বসে তবে চিন্তা করে যদি কোনো বাহানা খুঁজে পাই তাহলে সেখান থেকে সরে যাই নতুবা শরম ও তোহমতের আশঙ্কায় অনেক কষ্ট হলেও বসে থাকি। আমার কী করণীয়?

জবাবঃ উঠে যাওয়া উচিৎ, বাহানা কি খুব জটিল? নাক পরিস্কার করার বাহানাই যথেষ্ট।

* * *

হালঃ বালেগ বয়সের সূচনা থেকেই আমরোদদের দিকে আকর্ষণ ছিল। আলহামদুলিল্লাহ্, অশ্লীল কোনো কাজের ওয়াস্ওয়াসাও হয় না। এতটুকু হয় যে, কারো চেহারা নফসের কাছে আকর্ষণীয় হলে হঠাৎ দৃষ্টির পরে বারবার দৃষ্টি ফেরানোর ইচ্ছা হয় কিন্তু হযরতের মাওয়ায়েয ও তারবিয়াতুস সালিক মুতালাআ থেকে যে এলাজ যেহেনে এসেছে সেটা এই যে, হিম্মত করে নজরকে বাধা দিতে হবে এবং ইচ্ছাকৃত কল্পনা থেকেও বিরত থাকতে হবে। এই এলাজকে কাজে লাগাই। আলহামদুলিল্লাহ্, তাতে সফলতা পাওয়া যায়। যার সঙ্গে এরূপ সম্পর্ক হয়ে যায়, তার সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া না কথা বলি, না ইচ্ছাকৃত তার দিকে তাকাই। জরুরতের সময়ও যথাসাধ্য দৃষ্টি অবনত রাখি। নফসের চাহিদা দুর্বল হয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু আবার অন্য কোনো আকর্ষণীয় চেহারার উপর দৃষ্টি পড়লে তার সঙ্গে এই সম্পর্ক পয়দা হয়ে যায়। এলাজ করি, আল্লাহ্ তাআলা শেফা দান করেন কিন্তু আসল ব্যাধি নির্মূল হয়

www.islamfind.wordpress.com

না। এ কারণে পেরেশানি হয়। না জানি ভবিষ্যতে এটা কোনো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে বসে কি না। ইতিপূর্বেও কয়েকবার চিন্তা করেছি হযরতকে জানাব। কিন্তু হযরতের কিছু কিছু লেখাস পেয়েছি যে, এই ব্যাধির এলাজ সেটাই যা আমি ব্যবহার করছি এবং এটা ছাড়া তার আর কোনো এলাজ নেই। সে কারণে লিখতে গিয়ে থেমে গিয়েছি। কিন্তু পরে ভাবলাম যে, হযরতকে অবশ্যই জানানো উচিৎ। কেননা হযরতের কাছে এর বাহিরেও কোনো উপকারী এলাজ থাকতে পারে। সেটা যদি নাও থাকে, জানানোর কারণে অন্তত দুআর বরকত তো পাওয়া যাবে। এখন হযরতের খিদমতে দরখাস্ত এই যে, মেহেরবানী করে এলাজ নির্বাচন করে কৃতার্থ করবেন এবং দুআ করবেন যেন আ'মালে সালেহার তাওফীক দান করেন।

বিশ্লেষণঃ যতক্ষণ রোগের মূল উৎস দূর না হবে, এলাজের ব্যবহার চালু রাখতে হবে। আর মূল উৎস নির্মুল করার কোনো ব্যবস্থা নেই। এক মৌসুমে জ্বরের ঔষধ খেলে কি পরের মৌসুমে আর জ্বর হবে না? এমন কী ব্যবস্থা আছে যার দ্বারা পিত্তরোগ তৈরিই হবে না? যদি এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তাহলে পিত্তরসের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেক কল্যাণ থেকেই মাহরূম হতে হবে। এমনিভাবে যৌনশক্তির মধ্যেও অনেক উপকারিতা আছে।

কিবির, হাসাদ ও আরো বাতেনি আমরাযের এলাজ

হালঃ বাতেনি বিভিন্ন আমরাযের মধ্যে কিবির, হাসাদ হিরস, রিয়া ও তূল আমাল (দীর্ঘ আশা) এই পাঁচ প্রকার ব্যাধি আমার মধ্যে অত্যাধিক গালেব। যেগুলোর কারণে বেশিরভাগ আমলের মধ্যে ত্রুটি দেখা দেয়। যেমন কিবির ও হাসাদের কারণে কারোর গীবত হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে বলেছি বা কান দিয়ে শুনেছি। অথবা কোনো কাজ করে ভেতরে উজব পয়দা হয়েছে। অথবা আমার কাজের কারণে কারোর ক্ষতি হয়েছে। হিংসার কারণে কারো হক নষ্ট হয়েছে। তূলে আমালের কারণে গাফলতের মধ্যে ডুবে 'আজ না আগামীকাল' করে জীবন বরবাদ করে যাচ্ছি। রিয়ার অবস্থা এই যে, কোনো কাজই এমন হয় না যার মধ্যে সর্বপ্রথম নফসের কোনো গরজ মিশ্রিত নেই। হুযূর মেহেরবানী করে এই নিকৃষ্ট ব্যাধিগুলো নির্মূলের এবং বিপরীত গুণগুলো অর্জনের তদবীর জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ যে ক্ষেত্রে এখতিয়ার আছে, সেখানে হিম্মত ও সাহসকে কাজে লাগিয়ে এই বদ স্বভাবগুলোর প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং দুআ

www.islamfind.wordpress.com

করতে হবে। যদি ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে ইস্তিগফার আর মানুষের কাছে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হবে। যে ক্ষেত্রে এখতিয়ার নেই সেখানে শুধু আল্লাহ্‌র কাছে দুআ। ইনশাআল্লাহ্ এটুকুই যথেষ্ট।

হুব্বেজাহ এর এলাজ

হালঃ 'আমরাযে কলবী' অর্থাৎ আখলাকে যামীমাহ (নিন্দনীয় স্বভাব সমূহ) তো আমার ভেতর সবই আছে, যে কারণে ইমামতি করতে আমার লজ্জা লাগে। বিশেষত উলামা ও নেক্‌কারদের এই মজমায় হযরতের দরবারে।

বিশ্লেষণঃ স্বভাবের বিচারে এমনই হওয়া উচিৎ কিন্তু আকল ও বুদ্ধিগত দিক থেকে এভাবে চিন্তা করতে হবে যে, ইমামতির জন্য আপনি নিজে দায়িত্ব কাঁধে নেন নি, বরং অন্যরা এই কাজের দায়িত্ব আপনার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে। আর হাদীসের আলোকে এতে আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে আপনাকে সাহায্য করা হবে। মনে রাখবেন আল্লাহ্‌র সাহায্য যোগ্যতাকে পেছনে রেখে আসে না, সঙ্গে নিয়েই আসে। সুতরাং অন্যদের নির্বাচন যোগ্যতার অন্যতম কারণ।

* * *

হালঃ টাকা-পয়সার লোভ কম আছে এবং এটা প্রথম থেকেই। তবে ইতিপূর্বে পদ ও মর্যাদার উন্নতির খাহেশ ছিল অনেক বেশি। এখন সেখানে কিছুটা ঘাটতি এসেছে।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্! আরো কমানো উচিৎ। এর তদবীর এই যে, চিন্তা করতে হবে যে, পদ ও মর্যাদার উন্নতির ভেতরে মানুষের দৃষ্টিতে ইজ্জত বৃদ্ধি হওয়া ছাড়া আর কি লাভ? আর কি কল্যাণ? এটা নিছক কাল্পনিক ব্যাপার। বাস্তব কল্যাণ কিছুই নেই।

হালঃ নিবেদন এই যে, মুনাজাতে মাকবুল এর দুআ...

اللهم اجعلنى فى عينى صغيرا واجعلنى فى اعين اناس كبيرا

(অর্থ- আমাকে নিজের চোখে ছোট অর্থাৎ তুচ্ছ ও অন্যের চোখে বড় বা মহৎ করে দাও)

পড়ার সময় শেষ অংশটি মুক্ত মন নিয়েই পড়তাম। মনে হত হালত তো একেবারে নিকৃষ্ট কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করি 'অন্যের চোখে মহৎ করে

www.islamfind.wordpress.com

দাও', মনের মধ্যে দ্বিধা হত। কিন্তু গতকাল ভিন্ন চিন্তা এল যে, যেহেতু প্রাণের চেয়েও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন তাহলে নিশ্চয় এতে বহু যুক্তি, কল্যাণ ও হিকমত আছে এবং আল্লাহ্‌র কাছেও এটাই পছন্দনীয়। দুনিয়াতেও কোনো দয়ালু মালিক এটা চান না যে, তার ভৃত্য মানুষের দৃষ্টিতে অপদস্থ ও নীচ থাকুক। এই চিন্তার পর এখন মন চায় যে, এই দুআ অর্থ, ব্যাখ্যা ও হিকমত জেনে পড়ব। যেহেতু এই দুআয় নফসেরও লয্‌যত হাসিল হয়। অর্থাৎ নফস তো মানুষের চোখে বড় ও মহৎ হতেই চায়। অধম নালায়েকের এই যোগ্যতা নেই যে, এটা চিহ্নিত করতে পারব যে, এই নতুন ভাবনাটা 'খাতরায়ে রহমানী' নাকি 'খাতরায়ে নফ্‌সানী।' এজন্যই হুযূরের কাছে আরজ যে, দুআটি সাধারণ অযীফা হিসেবে এমনি পড়ে যাব নাকি অর্থের দিকে ধ্যান করে সেই কামনা নিয়ে পড়ব? অধমের স্বভাবগত রুচি আত্মপরিচিতি বিমুখ অখ্যাত ও অজ্ঞাত থেকে যাবার আকাঙ্ক্ষা।

বিশ্লেষণঃ খুবই চমৎকার বরকতপূর্ণ রুচি। দুআটির হাকীকত আপনার রুচির পরিপন্থী নয়। দুআটির হাকীকত বুঝতে হলে প্রথমে 'জাহ্' (পদমর্যাদা) এর হিকমত বুঝতে হবে। সেটা এই যে, পদমর্যাদা খোদ মূল মাকসুদ নয় বরং ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিরোধের মাধ্যম। ক্ষয়-ক্ষতি হল মানুষের দেওয়া কষ্ট। এই কষ্টের প্রতিরোধকারী হল জাহ্ বা পদমর্যাদা। জালিমদের অন্যায়, নির্যাতন ও অনিষ্টকে প্রতিহত করে থাকে মানুষের পদমর্যাদা। সুতরাং আসল লক্ষ্য বা মাকসূদ হল আওয়াম ও হুক্‌কাম এর কষ্ট থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা, যেন নির্বিঘ্নে ইবাদতে মশগুল থাকা যায়। অতএব এই ব্যাখ্যার চিন্তা করে দুআ করলে না আপনার রুচির পরিপন্থী হবে, না এর ভেতর নফসের বড় হওয়ার লয্‌যত হাসিল হবে।

* * *

হালঃ যখন কোনো ব্যক্তি আমার কাছে দুআ চায়, তখন আমি আল্লাহ্ তাআলার দরবারে এভাবে হৃদয়ের আকুতি পেশ করি হে আল্লাহ্! আমি কোনোই উপযুক্ত নই। এটা আপনারই দয়া ও মেহেরবানী যে, এদের অন্তরে 'গ্রহণযোগ্যতা' তৈরি করে দিয়েছেন, যার ফলে তারা আমার কাছে দুআ চায়, এরপর দুআ করে দেই।

বিশ্লেষণঃ 'গ্রহণযোগ্যতা'র পরিবর্তে 'সুধারণা' ব্যবহার করা মুনাসিব ও নিরাপদ। আর 'দয়া ও মেহেরবানী'র পর 'গুনাহ্‌কে গোপন রেখে' কথাটিও বলা যায়। এতে নিজের গুনাহ্ সমূহের স্মরণ হবে।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ কিন্তু যদি তার অবস্থা দ্বারা ধারণা হয় যে, উদ্দেশ্য পূরণ হলে আমার প্রতি ভক্তি ও আস্থা বেড়ে যাবে, তাহলে দুআ করতে মন টানে না।

বিশ্লেষণঃ এটাও প্রশংসনীয় আছর বা প্রভাব। কিন্তু বাতাকাল্লুফ এই নিয়তে দুআর ভেতর মন লাগানো উচিৎ এবং মন খুলে দুআ করা উচিৎ যে, এটা হল আল্লাহ্‌র বান্দাদের খিদমত বা জনসেবা। আর এই সেবা হল আল্লাহ্‌র তাআত ও আনুগত্যের অন্তর্ভূক্ত।

* * *

হালঃ মাঝে মাঝে জাহ্ (পদমর্যাদা) এবং কিবির এর বিষয় নিয়ে ভাবি এবং নিজের ভেতর দুটি ব্যাধিই বিদ্যমান দেখি, মনে মনে লজ্জিত হই, পেরেশানও হই, দুআও করি যে, ইলাহী আমাকে ঐ রোগ দুটি থেকে মুক্তি দাও। হুযূরের কাছে নিবেদন এই যে, ঐ বিমারী দুটির এলাজ বলে দিন।

বিশ্লেষণঃ চাহিদা তো গুনাহ্ নয়। চাহিদার উপর আমল করা বা না করা এখতিয়ারী বিষয়। আমাদের দায়িত্ব তো শুধু এই পর্যন্ত যে, চাহিদা মতো আমল করব না। আর যদি চাহিদার বিপরীত বা উল্টা আমল করি তাহলে সেটা হবে বেশি শক্তিশালী ও উপকারী আমল।

হালঃ অধমের মধ্যে হুব্বে জাহ্ এর রোগ আছে। অর্থাৎ দিল এমন কামনা করে যে, লোকেরা আমার প্রশংসা করুক, আমার গুণাগুণ বর্ণনা করুক এবং সবাই আমার যোগ্যতা স্বীকার করুক, সবাই আমার ভক্ত হয়ে যাক। এমন কি সর্বত্র মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয়। সুতরাং কেউ যদি আমার প্রশংসা করে তাহলে দিলের ভেতর প্রফুল্লতা ও আনন্দ শিহরণ খেলে যায় আর যদি কেউ প্রশংসার বদলে নিন্দা করে অথবা নীরব থাকে তাহলে নফসের জন্য তখনকার অনুভূতি কষ্টকর হয়ে যায়। আবার সঙ্গে সঙ্গে এটা মনে হয় যে, এই লোক সম্ভবত আমার গুণাগুণ সম্পর্কে জানে না। এই খাহেশ শুরুতে যদিও গায়রে এখতিয়ারী থাকে কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে ইচ্ছা ও এখতিয়ার দ্বারাই তাতে বৃদ্ধি ঘটে। অবশ্য সাবধান হওয়ার পর অনেক চেষ্টা করি এই খাহেশকে দিল থেকে বের করে দিতে। অনেক সময় এটা শনাক্তও হয়ে যায় যে, এটা হুব্বে জাহ্ এবং নফসের চক্রান্ত কিন্তু এতো কিছুর পরও অধিকাংশ সময় নিজের চেষ্টায় অসফল হয়ে যাই। সে কারণে আদবের সঙ্গে নিবেদন করছি যে, অধমের জন্য উল্লেখিত ব্যাধির এলাজ জানাবেন এবং আল্লাহ্ তাআলার দরবারে বান্দার জন্য দুআ করবেন যেন তিনি এই অধম বান্দার সকল বাতেনি আমরায নির্মূল করে দেন।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩৯৬

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ প্রত্যেক এলাজের মধ্যে মুজাহাদা ও সাধনার আবশ্যকতা আছে। অর্থাৎ নফসের চাহিদার নিন্দনীয়তাকে স্মরণ করা এবং আমলের ক্ষেত্রে সেই চাহিদার বিরোধিতা করা। উক্ত রোগের চিকিৎসাও উল্লেখিত দুই অংশ দ্বারাই গঠিত। প্রথম অংশ- এই বদ স্বভাবটির ব্যাপারে যত নিন্দা ও ধমকি বর্ণিত হয়েছে সেগুলো যেহেনে হাজির করা বরং মুখেও সেগুলো বারবার আওড়ানো বরং ঐ বিষয়গুলোর আলোকে মুখ দিয়ে নফ্সকে সম্বোধন করা যে, হে নফ্স! তোর এইরূপ শাস্তির আশঙ্কা রয়েছে। এরই সাথে নিজের ত্রুটিগুলোও যেহেনে হাজির করবে এবং নফ্সকে বলবে যে, মানুষ যদি তোর এসব রাযীলার কথা জেনে যায় তাহলে তোকে কত নীচ ও খারাপ মনে করবে? তুই এটুকুই গনীমত মনে কর যে, মানুষ তোকে ঘৃণা করে না, তোকে তুচ্ছ মনে করে না। এটা শোভন নয় যে, তুই তাদের ভক্তি ও প্রশংসার আশা করবি। আমলী অংশ হল প্রশংসাকারীকে নিষেধ করে দিবে। গুরুত্বহীনভাবে বা ইশারায় বলা এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। গুরুত্বের সাথে স্পষ্ট ভাষায় বলা উচিৎ। এর পাশাপাশি যে সব লোককে সমাজে ইতর ও অসম্মানিত মনে করা হয়, তাদের সম্মান ও ভক্তি করবে। যদিও নফসের জন্য কষ্টকর লাগবে। এর উপর আমল করার পর আবার পরবর্তী সপ্তাহে আমাকে জানাতে হবে।

এক মুরীদের অনেক চিঠি ও সেগুলোর জবাব

হালঃ এই খাকসারকে মাওলানা... সাহেবের তরীকায় প্রথমে এক বুযুর্গ তালীম ও তালকীনের ইজাযত (খেলাফত) দান করেছিলেন। পরবর্তীতে মৌলভী... সাহেব মোঙ্গেরীও সমর্থন দিয়ে সেটাকে স্থির রাখেন এবং সিল্সিলায়ে কাদেরিয়া ও চিশ্তিয়া নেযামিয়ার নেসবতের দিকে মানসূব করে দেন। অধম নিজেকে যতই 'যোগ্য' নয় মনে করে অস্বীকার করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হুকুমের অবাধ্য হওয়া সম্ভব হয় নি।

বিশ্লেষণঃ তাদের বলাবলির কারণে আপনার উপর সেটা ওয়াজিব হয়ে যায় নি এবং সেটা অনুসারে আমল না করার মানে তাদের অবাধ্য হওয়া নয়। তাদের ইজাযত প্রদানের কারণে শুধুমাত্র বৈধতা তৈরী হয়। যেই বৈধতার উপর আমল না করাও বৈধ। আমল করার চেয়ে বেশি জরুরি ছিল নিজের যোগ্যতাকে পরখ করা।

হালঃ আমি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলাম যে, আমার এটার প্রয়োজন নেই। এতে তিনি আমাকে আরও বেশি স্নেহ ও মহব্বতের সঙ্গে আপন করে নিয়েছিলেন।

www.islamfind.wordpress.com

ঘটনা চক্রে একবার তার মুরীদদের সঙ্গে মোঙ্গের যাবার সুযোগ হয়েছিল। মৌলভী সাহেব আমাকে নির্জনে ডেকে নিয়ে নিজের অনেক বাতেনি হালত বলে আমার জন্য দুআ করলেন এবং বললেন- নিজের পূর্ণ জীবনে শুধু দুজন মুরীদ পেয়েছেন। একজনের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। অন্যজনের নাম বলেন নি। এরপর বললেন- তৃতীয় তুমি এসেছ খাঁটি আল্লাহ্‌র তলব নিয়ে, তোমার প্রতি আমার কলবের আকর্ষণ হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ এর দ্বারা শায়খ হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণ করা যায় না।

হালঃ আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে উক্ত আলোচনার পরও নিজের নফ্‌সকে পূর্বের মতোই দেখি।

বিশ্লেষণঃ তাতেও উল্লেখিত যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

হালঃ ঐ সকল বিষয়কে আমি হুযূরেরই লতীফা ভিন্ন রঙে প্রকাশিত মনে করে আসছি।

বিশ্লেষণঃ এটাও ভুল, বরং দ্বিতীয় শায়খকে প্রথম শায়খের এক লতীফা মনে করা উচিৎ। শর্ত এই যে, প্রথম শায়েখকে কামেল হতে হবে।

হালঃ সমগ্র বিষয়টাকে গুরুত্বহীন ভেবে এতোদিন হুযূরের কাছে প্রকাশ করি নি।

বিশ্লেষণঃ এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়। এটাকে কেউই গুরুত্বহীন, তুচ্ছ মনে করতে পারে না। তাছাড়া বাস্তবেও বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদের তারবিয়াতের (সংশোধনের) জিম্মাদারী অন্য ভাষায় তাদের দীনদারীর মধ্যে হস্তক্ষেপ করা কি মামূলি ব্যাপার?

হালঃ প্রথম থেকে এই অধম খাদেমের অবস্থা তো এরকম ছিল যে, কোনো একটি ব্যাপারও যেন হুযূরের থেকে লুকানো না থাকে। এ যাবৎ আমার কোনো ব্যাপার যদি হুযূরের নিকট প্রকাশ করা থেকে বাদ পড়ে গিয়ে থাকে তবে সেটা এরূপ যে নিজের অজ্ঞতার কারণে হয়তো লিখে প্রকাশ করতে পারি নি, লিখার জন্য হয়তো উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাই নি। কিন্তু গত কয়েকদিন থেকে মনের মধ্যে এই খটকা হচ্ছে যে এই বর্তমান অবস্থাটি হুযূরের কাছে প্রকাশ না করাটা আমার পক্ষে হুযূরের সঙ্গে ধোকাবাজি হয়ে যাচ্ছে। ঐ বুযুর্গদের থেকে ইজাযত পাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এক আল্লাহ্‌র বান্দাকে আল্লাহ্‌র নামের যিকির করতে বলেছি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ যদি মনে করেন আমার নিকট জিজ্ঞাসা করা জরুরি ছিল তাহলে সেই জিজ্ঞাসার উপযুক্ত সময় এখন নয় বরং উচিৎ ছিল বলার পূর্বেই জিজ্ঞাসা করা।

হালঃ এই খাদেমের মতে লোকটির হালত ইত্তেবা অনুসরণে ও পরহেযগারীতে ভালো।

বিশ্লেষণঃ তো তাতে কি হয়েছে?

হালঃ তার একটি চিঠি আজ পেয়েছি, হুযূরকে দেখানোর জন্য রেখে দিয়েছি, কিন্তু যেহেতু এই ব্যাপারে হুযূরের অনুমতি নেই এবং নিজের ইসলাহে নফসের তুলনায় খাদেম এটাকে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করে। এজন্য এতে দিলে এতমিনান হয় নি বরং ভয় হচ্ছে যে কোনো আযাবের কারণ না হয়ে যায়। বরং ঐ লোককে আল্লাহ্‌র নাম বলে নিজের অযোগ্যতার এত ভয় হয়েছে যে খাদেম তাকে ডেকে এনে পরিষ্কার ভাষায় এটা জানিয়ে দিয়েছি যে, এই কাজের আমি যোগ্য নই। একথা বলে আমি তার থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছি। কিন্তু মাওলানা সাহেবের তরীকার লোকদের প্রতি পূর্ব থেকেই তার আগ্রহ ছিল। যেসব বুযুর্গের প্রতি তিনি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করেন তারা এই অধমের প্রতি তাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন আর আমার নফ্‌সও মাগলূব (পরাজিত) হয়ে এই কাজের হিম্মত ও সাহস করে ফেলেছে। এখন আপনি যা বলবেন আমি তাই করব ইনশাআল্লাহ্‌।

বিশ্লেষণঃ এখন সিল্‌সিলা আপনি শুরু করে দিয়েছেন, আমি কি বলব? ঐ সিল্‌সিলার বুযুর্গদের কাছে মশ্‌ওয়ারা করুন।

হালঃ খাদেম ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে একটি স্বপ্ন দেখেছে। আমি তাকে ভাইয়ের বিবি হতে এবং তার থেকে পুত্র সন্তান হতে দেখেছি। তাতেই আমার মনে হয়েছে যে, শিঘ্রই হালত ভালো হবে।

বিশ্লেষণঃ আমি তরীকতের ক্ষেত্রে স্বপ্নকে কোনো প্রকার হুজ্জত মনে করি না।

হালঃ আবার এখন তার এই স্বপ্ন (যা আপনার নিকট পাঠানো চিঠিতে উল্লেখিত) তার ব্যাপারে আমি হুযূরকে কোনোরূপ কষ্ট দিতে চাই না। শুধু জানার জন্য হুযূরের কাছে এ পর্যন্ত এইসব বিষয়ে প্রশ্ন করেছি।

বিশ্লেষণঃ ঠিক আছে। তাহলে তার স্বপ্নের ব্যাপারে আমাকে জানালেন কেন? আমি তো ঐ চিঠি ভালোভাবে পড়িও নি।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আর এ সব কিছুই হুযূরের কদম মুবারক ও দুআর বরকত।

বিশ্লেষণঃ আমার বরকতে কি হয়। মুআমালা সঠিক ও পরিচ্ছন্ন হওয়া জরুরি। আপনি যদি ঐ হযরতগণের দেওয়া খেলাফতের উপযুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে আপনার আমার কাছ থেকে তা'লীম হাসিল করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি আপনি নিজেকে তা'লীমের মুহতাজ মনে করেন তাহলে 'উপযুক্ততা'র ধারণা ভুল। সেক্ষেত্রে ঐ হযরতদের কথাকে 'ব্যাখ্যা সাপেক্ষ' ভাবা জরুরি। নিকট কিংবা দূর ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে তারা আপনাকে শুভসংবাদ হিসেবে বলে দিয়েছেন। এটাও ভেবে দেখুন, যদি এই শেষোক্ত সম্ভাবনা সত্যি হয় তাহলে আপনার নতুন মুরীদের হাশর কি হবে? মুআমালার ব্যাপার সুতরাং আপনার স্পষ্ট জওয়াব আমার জানা প্রয়োজন। আরো একটি ব্যাপার, ঐ মুরীদের পোস্টকার্ড পড়লে বোঝা যাচ্ছে আপনি তার কাছে কার্ড পাঠিয়েছেন জবাব লেখার জন্য। যার দ্বারা বুঝা যায় আপনার ভেতর পীর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং মুরীদদেরকে নিজের কাছে বেঁধে রাখতে চান। নইলে আপনার জবাব পাওয়ার জন্য তার কার্ড পাঠানোর কথা, আপনি কেন তাকে কার্ড পাঠালেন? মুরীদের কাছে পীরের কি এতই ঠেকা? আর মুরীদ কি এত বেপরোয়া?

হালঃ হুযূরের স্নেহপূর্ণ চিঠি থেকে নিজের ত্রুটিগুলো বুঝতে পারলাম। নিজের নফ্সকে খোদ গরয (স্বার্থপর) ও তালিবে জাহ্ (মর্যাদালোভী) আখ্যা দিয়ে ইসলাহের নিয়ত ও ইচ্ছা রাখি। আর ঐ মুরীদকে নিম্ন বক্তব্য দিয়ে চিঠি পাঠানোর ইচ্ছা রাখছি। আপনার চিঠি পেয়েছি। অবস্থা জেনেছি। যেহেতু আমি এই কাজের উপযুক্ত নই, এজন্যই আপনি আপনার বাইআত ভেঙ্গে ফেলুন। অতঃপর যার সঙ্গেই আপনার মুনাসাবাত হয়, তার প্রতি রুজু করুন। আপনার যে কষ্ট হয়েছে তা ক্ষমা করে দিবেন। আমি আপনাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম- আপনি নিজের অবস্থা জানাতে থাকবেন। সেজন্য আপনি আটটি কার্ড পাঠিয়েছিলেন।

বিশ্লেষণঃ কত বিশ্রী ব্যাপার! একটুও কী ভেবে দেখেছেন? ভেতরে অনেক সময় অনেক কথা থাকে সেগুলোর খবর কে রাখে? এই কার্ড বিষয়ক যা বললেন, এটা কি স্পষ্ট স্বার্থপরতার সন্দেহ জাগায় না? আপনার ভুল আচরণের কারণে পীর নেমে গেছে মুরীদের হালতে আর মুরীদ হয়েছেন পীর। আপনি লিখবেন মুরীদ তার জবাব দিবে। কেন এরূপ হতে পারল না যে, ঐ

www.islamfind.wordpress.com

ব্যক্তি নিজের হালত ও জবাবী কার্ড আপনাকে পাঠাবে, আপনি জবাব দিবেন? আপনি উল্টা করে কী দীনকে খুব হালকা করে ফেলেন নি?

হালঃ সেই আটটির তিনটি খরচ হয়ে গেছে। অবশিষ্ট পাঁচটির মূল্য আমার দোকান থেকে তিনি নিয়ে নিবেন সেই ব্যবস্থা আমি করে দিয়েছি। আগামীতে আমার সঙ্গে কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা থাকবে না। আপনার ভালো-মন্দের আপনি নিজেই মালিক, এ ব্যাপারে আমার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। কেননা এই কাজ করার একদম ফুসরত নেই আমার এবং আমার জন্য জায়েযও নয়।

বিশ্লেষণঃ এই বাক্যটি লেখার প্রয়োজন কি? এর ভেতরেও নফসের চালবাজি আছে, নিজের যোগ্যতা না থাকার বিষয়টাকে একটু গোপন করার প্রচেষ্টা। যেন বলার ইচ্ছাটা এরকম– যোগ্যতা টুকটাক আছে কিন্তু সময় নেই বলে ওজর পেশ করছি।

হালঃ তাকে চিঠি এখনো লিখি নাই এ কারণেই যে, হয়তো রদ বদলের প্রয়োজন হবে।

বিশ্লেষণঃ অন্য সব ঠিক আছে, সামান্য যে বিষয়টি এইমাত্র বললাম, সেটা সংশোধন করুন।

নফ্সানী দৃষ্টিতে শিশু-বালকদেরকে দেখাও গুনাহ্

প্রশ্নঃ যেভাবে বয়স্কা মেয়ে অথবা বয়স্ক ছেলের দিকে তাকানো গুনাহ্ যদি নফ্স খুশি হয়। আমার জানার ইচ্ছা এটা যে, তেমনিভাবে যদি ছোট বাচ্চাদের দিকে তাকালে নফসের মধ্যে কোনো রকম লয্যত হাসিল হয় যে বাচ্চাদের বয়স সাত আট বছর তাদেরকে দেখাও কি গুনাহ্?

জবাবঃ সাত আট বছরের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সত্যিকারের গুনাহের সন্দেহ আছে।

গীবতের এলাজ

হালঃ যবান এবং কানের হিফাজতের ব্যাপারটি ইদানিং দিলের ভেতর থেকে তাকাদা হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্।

হালঃ কিন্তু নির্জনতা অবলম্বন ছাড়া শোনার গুনাহ্ থেকে মুক্তি মিলছে না।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ নির্জনতার ব্যবস্থা যদি এখন সম্ভব না হয়, তাহলে কোনো অজুহাত দিয়ে সেখান থেকে উঠে পড়া উচিৎ, অথবা তৎক্ষনাৎ অন্য কোনো মুবাহ আলোচনা শুরু করে দিবেন যেন গীবতের আলোচনায় বাধা পড়ে যায়।

হালঃ কারো শেকায়াত বা হেকায়াত শোনার সময় যদি ঐ ব্যক্তির কথা ও কাজের ব্যাখ্যা করে নেওয়া হয় সুধারণা পোষণের মাধ্যমে, তারপরও ক্ষতিকর কিনা? অর্থাৎ গীবতের গুনাহ্ ও শাস্তি হবে কিনা?

বিশ্লেষণঃ হবে। কেননা এখানে বক্তার কর্মটি নিশ্চিতরূপে গীবত, আর অপরজন হল গীবতের শ্রোতা। পার্থক্য এটুকু যে, গীবতের গুনাহের সঙ্গে তার যে কু-ধারণার গুনাহ্ হত উক্ত ব্যাখ্যার কারণে সেটা থেকে বেঁচে গেছে।

***

হালঃ দুটো বড় রোগ এই, একটি যবানের গীবত ও মিথ্যায় আক্রান্ত থাকা। দ্বিতীয় পরিমানের চেয়ে বেশি খানা খাওয়া, যা অনেক জাহেরি ও বাতেনি রোগের কারণ। ইতিপূর্বে নিজ থেকেই চেষ্টা করেছি এই রোগ থেকে বাঁচার কিন্তু মুক্তি মেলে নি। তবে এবার আশা জেগেছে যে, হযরতের এলাজ ও দুআর বরকতে আল্লাহ্ তাআলা রহম করবেন এই রোগ দুটি থেকে। আমি রোগ দুটির কারণে ভয়াবহ মুসীবত ও হালাকাতের মধ্যে আছি।

বিশ্লেষণঃ প্রথম রোগের চিকিৎসা এই যে, চিন্তা না করে কখনোই কোনো কথা বলবেন না। যদিও মাঝে মাঝে মনেই থাকবে না যে চিন্তা করে বলি। তবে দৃঢ় সংকল্প করলে বেশিরভাগ সময়ই মনে থাকবে এবং সেটা আমল করতে থাকলে আর ভুল হবে না। চিন্তা করেই যখন কথা বলতে হবে তাহলে প্রতিটি কথার পূর্বেই চিন্তা করবেন যে, যে কথাটি বলতে চাই সেটা বললে কোনো গুনাহ্ হবে না তো? ইনশাআল্লাহ্ এভাবে কিছুদিন চলতে পারলে অনেকখানি ইসলাহ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ব্যাপারটিকে রোগ বলা যাবে যদি তৃপ্তির পর আরো খাওয়া হয়। তৃপ্তি পর্যন্ত খাওয়া মুবাহ, কোনো রোগ নয়। তৃপ্তি হয়ে যাওয়ার পরও যদি খাওয়ার অভ্যাস থাকে তাহলে এর এলাজ করবেন। দিলের উপর এই চিন্তাটা বসাতে হবে যে, এভাবে খাওয়া ক্ষতিকর। এতেই ইনশাআল্লাহ্ এই স্বভাবের ইসলাহ হয়ে যাবে।

***

হালঃ আমি নিজে কারো গীবত করতে গেলে আমার বিবেক তাতে বাধা দেয় কিন্তু অন্যরা যখন গীবত করে তখন তাদের কথা ও গীবতের তালে তালে

www.islamfind.wordpress.com

নিজেরও কথা বলতে ইচ্ছা করে এবং বলিও। তার মধ্যে কিছু গীবতও হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ প্রথম কথা সাধ্যমতো সতর্ক থাকবেন। দ্বিতীয় কথা অসতর্কতা হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে খুব তওবা করবেন।

***

হালঃ বিগত চিঠিতে অধম নিজের কিছু আমরাযের (ব্যাধির) এলাজের দরখাস্ত করেছিল। যার জবাবে হুযূর জানিয়েছিলেন যে, একটি একটি করে মরয জানাতে হবে। সেটার ইলমী ফয়সালা হয়ে গেলে, আমল করার পর উপকার পাওয়ার আলামত দেখলে আরেকটি মরযের কথা জানাতে হবে। সেই চিঠির আলোকে হযরতের কাছে আমার আবেদন যে, আমার মধ্যে গীবতের রোগ আছে। গীবতের হাকীকত আমার বুঝ হিসেবে এই যে, কারোর অসাক্ষাতে অথবা সামনেই এমন কিছু বলা, যাকে সে অপছন্দ করে অথবা যে কথা তাকে কষ্ট দেয় অথবা যে কথাটিকে সে মন্দ বিবেচনা করে। যে কথা গীবত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আমার দ্বিধা আছে, তা হল- যে কথাটি বে-তাকাল্লুফীর কারণে অথবা কোন সম্পর্কের কারণে বলা হয়, শব্দ হিসেবে অপছন্দনীয় হলেও বে-তাকাল্লুফীর হিসেবে অথবা কোনো সম্পর্কের কারণে অথবা কৌতুকবশত সেটাকে অপছন্দনীয় ভাবা হয় না।

বিশ্লেষণঃ শব্দটি অথবা কথাটি যদি অপছন্দনীয় হয় তাহলে বিবেচনা বা সম্পর্ক যাই হোক নিষিদ্ধতার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। যদি খোদ 'অপছন্দনীয়তা'র মধ্যে দ্বিধা থাকে, তাহলেও সেটা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। যদি 'অপছন্দনীয় না হওয়া' নিশ্চিত হয় তাহলে সেটা গীবত এর সীমানার বাইরে চলে গেল। সম্ভাবনা রয়েছে যে, সেটা অন্য গুনাহের অন্তর্ভূক্ত হবে। কেননা বুযুর্গানে দীন 'জিহবার আপদ' বিশ প্রকার পর্যন্ত গণনা করেছেন।

হালঃ গীবতের মূল কারণ মনে হয় মেলামেশা।

বিশ্লেষণঃ এখতিয়ারী বিষয়, ছেড়ে দাও।

হালঃ এটাকে ঘৃণিত ও ধ্বংসাত্মক মনে করি, যখন এর ওয়ীদ ও শাস্তির কথা চিন্তা করি। নিজে কত গীবত করছি সেটা ভাবলে দিল কেঁপে উঠে। বারবার মনে হয় আমার পরিনাম কী হবে?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য শুধু এই ভাবনা যথেষ্ট নয়, বরং এতে আল্লাহ্ তাআলার হুজ্জত আরও বেশি জোড়ালো হয়ে যায়। কারণ ক্ষয়-ক্ষতি জানা গেল, সাবধান হওয়ার সংকেতও এল অথচ সতর্কতা অবলম্বন করা হল না।

হালঃ কেয়ামতের দিন যখন সকল দিক থেকে আটকানো হবে তখন কী জবাব দিব?

বিশ্লেষণঃ তাহলে এখানেই সেই ব্যবস্থা কর।

হালঃ কুরআন পাকের মধ্যে গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার বরাবর বলা হয়েছে। বিভিন্ন শাস্তির বিষয়কে সামনে রেখে পাশাপাশি দিনরাত ও সকাল-সন্ধ্যা নিজেকে এই পাপে জড়িত দেখে নফ্স মুক্তির এই ব্যাখ্যা শেখায় যে, তোমারও গীবত অনেকে করে। কেয়ামতের ময়দানে যখন তোমাকে ধরা হবে, তো নিজের গীবতকারীদের থেকে যে আজর ও সওয়াব তুমি পাবে, সেগুলো তাদেরকে দিয়ে দিবে যাদের গীবত তুমি করেছ। এই ব্যাখ্যা দিল মানে না, ফালতু মনে করে। ফালতু হওয়ার কারণেই কয়েক বছর ধরেই ভাবছি এর কোনো একটা জবাব নফ্সকে দিব কিন্তু এর কোনো যুৎসই জবাব লেখার সময় পর্যন্ত মনে আসে নি।

বিশ্লেষণঃ প্রথমত এর এতো বিস্তারিত সমাধানের প্রয়োজন নেই। এর ফালতু হওয়াটা যখন বুঝে এসেছে, ভ্রুক্ষেপ না করার জন্য সেটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু নফল হিসেবে বিশদ-বিস্তারিত বিষয়টিও লিখে দিচ্ছি। সেটা এই যে, প্রথমত এর কোনো দলিল প্রমাণ নেই যে, তোমার গীবতকারীদের থেকে প্রাপ্ত আজর তোমার কৃত গীবতের ক্ষতি পূরণের জন্য যথেষ্ট হবে। হতে পারে যে, অন্যদের আজর তোমার কাছেই থাকবে আর একান্ত তোমার আমলের আজর তোমার পাওনাদারদের দেওয়া হবে। তোমার নাজাতের জন্য অন্যদের আজর যথেষ্ট হবে না। দ্বিতীয়ত এটাকে উপেক্ষা করেও বলা যায় যে, সমান সমান হওয়ার কোনো দলিল নেই। হতে পারে তুমি পাবে অল্প দিতে হবে বেশি। তাহলে ক্ষতি পূরণের জন্য (অন্যের আজর) কিভাবে যথেষ্ট হবে?

হালঃ গীবত রোগের অবস্থা এতো করুণ গীবত করার কালে স্মরণেও থাকে না যে গীবত করছি।

বিশ্লেষণঃ প্রতিটি কথার পূর্বে চিন্তা করে নিও যে, কি কথা বলতে চাও।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ যদি গীবত করার সময় গীবত হওয়ার কথা এবং তার আযাবের কথা মনে পড়ে তাহলে এর প্রভাবে যে গীবত করছিলাম হয়তো সেটাকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলি অথবা নীরব হয়ে যাই। খুব কম এরূপ হয় যে, গীবতের কথা মনে পড়তেই গুনাহ্ বলে বন্ধ করে তওবা করে নেই।

বিশ্লেষণঃ এটা তো এখতিয়ারী ব্যাপার। এখতিয়ারী বিষয়সমূহের তদবীর এখতিয়ার প্রয়োগ ছাড়া কিছুই নয়। যদি এখতিয়ার, ক্ষমতা ও হিম্মত প্রয়োগের পরও ভুল হয়ে যায় তবে তৎক্ষনাৎ সাহেবে হক (যার গীবত করা হয়েছে) এর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। গুরুত্বের সঙ্গে এটার অভ্যাস করলে গীবতের বদ অভ্যাস দূর হয়ে যাবে।

***

প্রশ্নঃ একটি জিজ্ঞাসা এই যে, কিছু মানুষ যারা কবীরা গুনাহের মধ্যে ডুবে আছে, তাদের গুনাহ্ এবং দোষ-ত্রুটির কথা প্রকাশ করে দেওয়া গীবত কিনা? নফ্স সারক্ষণ এই ব্যাখ্যা দিতে প্রস্তুত যে, এরকম লোকদের দোষ-ত্রুটি যদি মানুষকে না জানানো হয় তাহলে মানুষ ধোকা খাবে, প্রতারিত হবে। মুসলমানদেরকে ধোকা থেকে বাঁচানো জরুরি। এ বিষয়ে হুযূরের বক্তব্য কি?

জবাবঃ এই প্রশ্ন চূড়ান্ত পর্যায়ের লোকদের জন্য শোভনীয়। মুবতাদীদের জায়েয গীবতও না করা উচিৎ।

***

হালঃ যদি কেউ আমার অনর্থক গীবত করে, আমি জানতে পারলে ঐ ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি ও ক্রোধ জেগে উঠে। বিশেষত কোনো সম্পর্কের কারণে যদি তার কাছে এটা 'প্রত্যাশিত' না হয়ে থাকে। এ ধরনের লোকের বিপদ হলে আনন্দও লাগে।

বিশ্লেষণঃ উক্ত দুটি (রাগ হওয়া, বিপদে আনন্দ পাওয়া) কাইফিয়তই আবেগ ও সংবেদনশীলতার অন্তর্ভূক্ত। আবেগ গায়রে এখতিয়ারী। গায়রে এখতিয়ারী ব্যাপারে গুনাহ্ নেই। নেই তিরস্কার। অবশ্য আবেগের চাহিদার উপর আমল যেমন রাগ হয়ে তার নিন্দা শুরু করা, তার ক্ষতি করার চেষ্টা করা ইত্যাদি এগুলো কাজের অন্তর্ভূক্ত। কাজকর্ম এখতিয়ারী এবং কিছু কিছু কর্মকাণ্ডে গুনাহ্ হয় এবং তিরস্কারও হয়। সুতরাং যখনই আবেগ প্রবণতার অবস্থা তৈরি হবে, তার চাহিদা মতো কর্মকাণ্ড করা যাবে না এবং আবেগ প্রবণতা নির্মূলের দুআ

www.islamfind.wordpress.com

করতে হবে যেন তা গুনাহের কাজে ঠেলে দিতে না পারে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের গুনাহ্ ও ত্রুটিসমূহের কথা স্মরণ করবে যেন এটা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, ঐ ব্যক্তি আমার যতটুকু নিন্দা করেছে, আমি তার চেয়েও বেশি নিন্দার উপযুক্ত। পাশাপাশি কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে বর্ণিত বিভিন্ন শাস্তির কথাও স্মরণ করবেন যেন গুনাহের কাজের মূল প্রেরণা নস্যাৎ হয়ে যায়। এক সপ্তাহ পর আবার খবর জানাবেন।

***

হালঃ গীবতের এমন বদ অভ্যাস হয়ে গেছে যে, এর থেকে বাঁচা খুব কঠিন মনে হয়। অধম কয়েকবার খুব চেষ্টা করে দেখেছে কিন্তু এর থেকে বাঁচা ভীষণ কষ্টকর মনে হয়েছে।

বিশ্লেষণঃ এটা এখতিয়ারী না গায়রে এখতিয়ারী।

হালঃ এই অভ্যাস এখতিয়ারী কিন্তু এই আপদ আমার উপর এমন গালেব ও প্রবল হয়ে পড়েছে যে, যদি কখনো খুবই কঠিন সংকল্প করে দু-চারদিন গীবত না করি তারপর আবার শুরু হয়ে যায় সেই সিল্‌সিলা। এজন্য হুযূরের খিদমতে দরখাস্ত এই যে, এই রোগ থেকে মুক্তির কোনো উপায় থাকলে এলাজ দিয়ে অধমকে শুকরিয়া আদায়ের সুযোগ প্রদান করবেন।

বিশ্লেষণঃ হিম্মত ও শাস্তির কথা স্মরণ এই রোগ থেকে মুক্তির উপায়। এর সহায়ক হবে এই যে, একবার যখন এরূপ হয়ে যাবে তখন এক ওয়াক্ত অনাহারে থাকবেন।

হাসাদ, রিয়া ও উজবের এলাজ

হালঃ আমার ভেতর মন্দ তিনটি ভয়াবহ রোগ আছে। সেগুলো হল- রিয়া, হাসাদ আর উজব। কারো উপর যদি হিংসা হয় তাহলে এখন আমি এরকম করি যে, ঐ ব্যক্তির জন্য দুআ করি এবং হিংসার তীব্রতাকে হালকা করতে নফ্‌সকে সম্বোধন করে বলি- হে নফ্‌স! এটাই তোর জন্য উত্তম যে, হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে কষ্ট পেতে থাক।

বিশ্লেষণঃ সঠিক এলাজ।

হালঃ প্রায়ই রিয়ার ওয়াস্‌ওয়াসা হয়। রিয়ার ইচ্ছা করার সুযোগ সম্ভবত হয় না।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ তাহলে চিন্তার কি আছে?

হালঃ এটাও প্রায়ই ঘটে যে, আমি যিকির করছি, আর সেদিক দিয়ে অন্তরঙ্গ কোনো ব্যক্তি যাচ্ছেন তো মনের মধ্যে আবেগ জেগে উঠে। আওয়াজের মধ্যেও তার ভাব প্রকাশ পেতে থাকে। এসব ক্ষেত্রে কি করা উচিৎ?

বিশ্লেষণঃ সবর ও ধৈর্য্যের সঙ্গে কাজে লেগে থাকা উচিৎ।

হালঃ রিয়ার ওয়াস্ওয়াসার সময় আমি এই চিন্তা করি যে, যেন আমি এবং সকল মানুষ নিজ নিজ কবরের ভেতর। একে অন্যের অবস্থা কিছুই জানে না। এবং কেউ কারোর কোনো উপকার করতে পারে না।

বিশ্লেষণঃ এটাও সঠিক।

হালঃ উজবের (আত্মপ্রশংসার) ক্ষেত্রে খিয়াল ওয়াস্ওয়াসার (স্তরের) একটু উপরে এবং এ'তেক্বাদ বা বিশ্বাসের নিচে থাকে।

বিশ্লেষণঃ এটাতো গায়রে এখতিয়ারী, চিন্তা কিসের? তবে এর চাহিদা মতো আমল করবেন না।

হালঃ এইসব চিন্তার সময় বেশিরভাগ ভাবি যে, আমার মাথার জন্য জুতার জরুরত, (জুতা মারা জরুরি) এটা যদি আমার জন্য উপকারী হয় তাহলে প্রতিদিন নির্জনে নিজের মাথায় পাঁচটা করে জুতা মরাব।

বিশ্লেষণঃ কোনো প্রয়োজন নেই। এতে অন্য একটা উজব পয়দা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হালঃ নফ্সকে শায়েস্তা করার জন্য আপাতত সকলের সামনে চোরের মতো দাঁড়িয়ে থাকার হিম্মত তো হয় না, হযরত নির্দেশ দিলে হয়তো করতে পারব।

বিশ্লেষণঃ কোনো প্রয়োজন নেই।

হালঃ হযরত! আমাকে আপনার মজলিসের সেই পাশে বসার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেখানে সাধারণত বিশিষ্ট লোকেরা বসেন।

বিশ্লেষণঃ শুধু বিশিষ্টতাই কারণ নয়, আরো বিভিন্ন মাসলিহাত (যৌক্তিকতা) আছে, যেগুলো প্রকাশ করা জরুরি নয়। সুতরাং বিশিষ্টতার ধারণা প্রমাণহীন।

হালঃ ওখানে বসার কারণে আমার মধ্যে কখনো তো উজব মিশ্রিত খেয়াল তৈরি হতে থাকে আবার কখনো বা লজ্জা লাগে যে, ঐসব মহান মানুষের পাশে আমি কিভাবে বসলাম? এ অবস্থায় আমার কোথায় বসা মুনাসিব?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ভালো করলেন জানিয়ে। এখন জানানোর পরেও আপনার জন্য ঐ জায়গাই ঠিক করে দিলাম। বিশিষ্টতার ধারণা নাকচ হয়ে গেল।

হালঃ আজকাল আমি বেশিরভাগ মানুষের সঙ্গ থেকে দূরে একা একা থাকি। কারো সঙ্গে সংশ্রব রাখি না। এতেও মাঝে মাঝে উজব মিশ্রিত খেয়াল পয়দা হয়।

বিশ্লেষণঃ ক্ষতি নেই। কিন্তু এরূপ চিন্তার কারণে যদি এখতেলাত ও সংশ্রব শুরু করেন তাহলে ক্ষতি হবে। কেননা এটাও শয়তানের একটা চাল।

হালঃ কিছু মানুষ এই সংশ্রবহীনতার কারণে প্রশংসাও করেন, তাতে নফ্স খুশি হয়। এ ব্যাপারে আমার কি করা উচিৎ?

বিশ্লেষণঃ বুঝতে হবে যে, এই প্রশংসাকারীগণ না এর হাকীকত জানেন না আমার অন্য দোষ-ত্রুটির খবর রাখেন। 'হুসনে যন' ও সুধারণা পোষণ করেন এটা তো তাদের সদগুণ। কিন্তু আমার জন্য এটা কোনো হুজ্জত নয়।

হালঃ দোষ-ত্রুটি তো আমার অনেক আছে কিন্তু সবগুলো আমার জানাও নেই। যদি বর্তমানে আমার কোনো দোষ হযরতের জানা থাকে অথবা আগামীতে আমার কোনো নালায়েক হরকত ও অনুচিত আচরণ হযরতের চোখে ধরা পড়ে তবে খুবই মেহেরবানী হবে যদি আমাকে সাবধান করে দেন।

বিশ্লেষণঃ দোষ খুঁজে বেড়ানোর না আমার আদত আছে না ফুসরত, এমনি এমনি যদি জানতে পারি তবে আপনাকে জানাব।

যিনা ও লেওয়াতাতের এলাজ

হালঃ অধমের কলবি হালত খুবই খারাপ। যিনা ও লেওয়াতাতের গুনাহের কারণে দিল বহুদিন থেকে পেরেশান। কোনো ভাবেই সংশোধন গ্রহণ করছে না। গুনাহের আছর দিলের মধ্যে মিশে গেছে। দিল ও চোখ দুটোই পুরাতন রোগী। এক বছর পার হয়ে গেল। সাধারণ ব্যস্ত লোকের অযীফা হিসেবে এক শ বার সুবহানাল্লাহ্, এক শ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, এক শ বার আল্লাহু আকবার, এছাড়া ঘুমের পূর্বে এক এক তাসবীহ্ ইস্তিগফার ও দরূদ শরীফ কসদুস সাবীল থেকে হুযূরের নির্দেশে পড়ছি। আমার জন্য যে চিকিৎসা উত্তম ও মুনাসিব হবে মেহেরবানী করে জানাবেন। আমি এক মাসের একটু বেশি ৪০ দিন থাকার নিয়তে হাজির হয়েছি। হুযূর মেহেরবানী করে আমাকে তাবাহী ও বরবাদী থেকে বাঁচার তদবীর দান করবেন।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৪০৮

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা আল্লাহ্ তাআলা জানিয়েছেন। চিকিৎসা ব্যবস্থা কাজে লাগানোর জন্য হিম্মতের জরুরত রয়েছে। চিকিৎসার দিকগুলো নিম্নরূপ-

১। আজকের দিন এবং ফেরত যাবার দিন বাদ দিয়ে চল্লিশ দিন পূর্ণরূপে থাকবেন।

২। এখন এই মুহূর্ত থেকে সকলের সাথেই একদম কথা বলা বন্ধ করুন। শুধুমাত্র হাফেয এ'জায সাহেব- যার ওখানে রান্না হয় তার সঙ্গেও শুধু জরুরি কথা চাই খানার বিষয়ে হোক বা অন্য কোনো বিষয়ে অথবা অন্য কারো সঙ্গে কথা বলতে হলে তার মাধ্যমে বলবেন। আমি বলে দিয়েছি তাকে। জরুরি কথা শুনে তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন। যদি বাজারের কাজ হয় দোকানদারের সঙ্গে শুধু লেনদেন বিষয়ে কথা বলবেন। অন্য সব কিছু বর্জন করুন।

৩। আম্মার মজলিসে আমি ছাড়া অন্য কোথাও কারো পাশে বসবেন না, কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না।

৪। পরপর বিরতি ছাড়া তিনটি রোযা রাখুন। ঐ তিনদিনে অযীফা আদায়ের পর বেঁচে যাওয়া সময়ে ইস্তিগফার এবং নাওয়াফেলের মধ্যে মশগুল থাকুন।

৫। কঠোর সতর্কতার সঙ্গে সকল অঙ্গের গুনাহ্ থেকে বিরত থাকুন। এরপর অবস্থা কী হয় সেটা আমাকে জানাবেন।

লোভ ও লালসার এলাজ

হালঃ কিছুদিন থেকে লোভ-লালসার প্রবল উস্কানি বুঝতে পারছি। রোগী আসতে দেখলেই মনের ভেতর এই খেয়াল জাগে যে, এবার কিছু পাওয়া যাবে। যদি সেখান থেকে কিছু না পাওয়া যায় তাহলে মন খারাপ হয়ে যায়। ইচ্ছা হয় কিছু আদায় করি। আর কিছু না হোক দু-চার আনার ঔষধ ধরিয়ে দেই। কোনোভাবে কোনো দিক থেকে কিছু অর্থ আসার অপেক্ষায় থাকে মন। 'ইস্তিগনা' এর অভাব দেখতে পাই। এই অবস্থাগুলোর আলোকে হযরতের কাছে ইসলাহ ও চিকিৎসা কামনা করছি। পাশাপাশি দুআর আবেদন জানাচ্ছি।

বিশ্লেষণঃ ইচ্ছা জাগা ক্ষতিকর নয়। এই ইচ্ছামতো আমল করবেন না। বরং ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও তার উপর আমল না করা কঠিন মুজাহাদা, যা ইসলাহে বাতেনের ক্ষেত্রে সীমাহীন উপকারী।

www.islamfind.wordpress.com

উজবের এলাজ

হালঃ এমনিতে তো বিশ্বাস আছেই যে, মাগফিরাত আল্লাহ্ তাআলার রহমত ছাড়া হতেই পারে না। তা সত্ত্বেও যদি কোনো আমল মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে করতে পারি তাহলে সেটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এবং আশা জাগে যে, আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই মাফ করে দিবেন। এটা খারাপ নয় তো?

বিশ্লেষণঃ না।

হালঃ কখনো যদি কোনো ভালো কাজের তাওফীক লাভ হয় তাহলে মনে আনন্দ ও প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়।

বিশ্লেষণঃ ঈমানের আলামত।

হালঃ এতে কোনো সমস্যা নেই তো? সন্দেহ জাগার কারণ হল এতে নিজের আমলের উপর খুশি হওয়ার খারাবি এসে যাচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ আমলের মধ্যে দুটি দিক বিবেচ্য। একটি হল নিজের কামাল এই বিবেচনায় আমলের প্রতি তাকানো উচিৎ নয়। দ্বিতীয়টি এই যে, এই আমল করতে পারাটা হল আল্লাহ্ তাআলার রহমত। এই বিবেচনায় এতে আনন্দিত হওয়া আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ। 'বলুন আল্লাহ্র ফযল ও রহমতে, সুতরাং তারা যেন উহাতে আনন্দিত হয়।'

* * *

হালঃ না জায়েজ উপার্জনের পথ আল্লাহ্র মেহেরবানীতে প্রথম থেকেই বন্ধ। তাকাব্বুর ও অহঙ্কার স্বভাবের ভেতর একেবারেই নেই। অবশ্য আত্মমর্যাদা বোধটা একটু বেশি।

বিশ্লেষণঃ নিজের ত্রুটিসমূহ, নিজের তুচ্ছতা এবং ফানা হয়ে যাওয়ার কথাগুলো চিন্তা করবেন। ইনশাআল্লাহ্ ওটা কমে যাবে।

হালঃ কারোর কর্কশ বাক্য, সেটা বৈধ বা অবৈধ যাই হোক আমার একদম সহ্য হয় না।

বিশ্লেষণঃ তাকাল্লুফের (কৃত্রিমতার) সঙ্গে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ পূর্বক নিজের দোষ-ত্রুটির বিষয়ে ভাবতে শুরু করে দিবেন, ইনশাআল্লাহ্ মনের জ্বালাটা কমে যাবে।

* * *

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৪১০

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ নিজের হালত দেখে কখনো কখনো মনে হয় যে, এখন আমার হালত ভালো।

বিশ্লেষণঃ ধারণা ঠিকই আছে। এর সাথে সাথেই চিন্তা করে নিন যে, আমি এর উপযুক্ত নই। এটা নিছক আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহের পুরস্কার।

* * *

হালঃ এমনিতে তো এই গুনাহ্গারের কোনো বাতেনি আছার, তাজাল্লিয়াত এবং যিকিরের আন্ওয়ার মাহ্সুস হয় না এবং এই অধমের কোনো ফিকিরও নেই সেগুলো অর্জনের।

বিশ্লেষণঃ তাহলে এগুলোর কথা লিখলেন কেন? লিখার কারণে তো বুঝা যাচ্ছে যে, নিজের এই বুযুর্গী প্রকাশ করতে চান যে, এত আকাঙ্ক্ষার বিষয়গুলো থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রেখেছি। যোহরের পরে মৌখিকভাবে এর জবাব দিবেন।

* * *

হালঃ বর্তমান হালতে অধমের যিকির, অযীফা ইত্যাদি মা'মূলাতকে অন্য সকলের মা'মূলাতের চেয়ে কমই মনে হয়। এতে নিজেকে মোটেও সাহেবে কামাল মনে করি না কিন্তু পূর্বের অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার মধ্যে আসমান ও জমিনের পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি। চিন্তা করলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই যে, আমি কী ছিলাম! এজন্য হুযূরের কাছে নিবেদন এই যে, উক্ত দুই হালতের মধ্যে তুলনা করা এবং এ ব্যাপারে চিন্তা করা উচিৎ না অনুচিৎ?

বিশ্লেষণঃ সচেতনভাবে চিন্তা করা উচিৎ নয়। যদি অনিচ্ছাকৃত এসে যায় শোকর করা উচিৎ।

* * *

হালঃ অধমের বাড়ি থেকে আসা পাঁচ বছর হয়ে গেল। আমার পিতা ও দাদা বাড়ি ফেরার জন্য খুব জোর দিচ্ছেন। আব্বা চিঠিতে লিখেছেন যে, ফিরে আসার জন্য পথ খরচ পাঠাচ্ছি, তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো। এখন আমি কি করব? পেরেশান হয়ে গেছি। এদিকে আমার অবস্থা অন্যদিকে বাড়ি ফেরার এই তাগাদা। তাছাড়া তাকাশ্শুফ ৪র্থ খণ্ডের ২৪ পৃষ্ঠার এবারত পড়ে তো আমার জান বেরিয়ে যাবার দশা। সেখানে আছে 'তাকমীলের পূর্বে মুরীদের

www.islamfind.wordpress.com

জরুরতে শাদীদাহ (তীব্র প্রয়োজন) ছাড়া পীর থেকে পৃথক হওয়া উচিৎ নয়'। এটাও আছে যে, 'তবে এটা এমন ব্যক্তির জন্য যার তালীমের প্রয়োজন নেই, বরং শুধু নিসবতকে মজবুত করার কাজে মশগুল রয়েছে। দৈহিক নৈকট্য ছাড়া কাজ হয় না..., আবার অন্যস্থানে ২৫ পৃষ্ঠায় আছে 'অবশ্য যখন সে বিনা মাধ্যমে ফয়েয পেতে শুরু করে এবং মাকামে তামকীন হাসিল হয়ে যায় যা দাঁত বের হওয়ার সমপর্যায়ের, সেই সময় সোহবত ত্যাগ করলে ক্ষতি নেই'। এই সব দেখে আমি খুবই ভাবিত ও চিন্তিত আছি যে, আমি এখন কি করব? কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না, হুযূর পরামর্শ দিন।

বিশ্লেষণঃ আমার লেখা কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রেরণা একটি নফ্সানি রোগ। উদ্দেশ্য এই যে, হয়তো আমি জওয়াবে বলে ফেলব- এখন আর দৈহিক নৈকট্যের প্রয়োজন নেই। আর ঐ উদ্ধৃতিকে এক প্রকার বুযুর্গী ও কামালের সাক্ষ্য হিসেবে আখ্যা দিব। এই নীতিমালা কী আমার স্মরণে নেই? নিজের হালত লিখে আমার কাছে পরামর্শ চাওয়াটাই যথেষ্ট ছিল। আর এটাই হল নফসের অন্যতম সূক্ষ্ম চাল।

* * *

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! হযরত যে এলাজ গোলামকে দিয়েছেন তা দ্বারা আহকরের সীমাহীন উপকার হয়েছে। ইতিপূর্বে তো প্রশংসা শুনলে খুশি হতাম, এখন তো হযরত যা ইরশাদ করেছেন যে, 'সে সময় নিজের দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ করবেন,' এই কথামতো আমল যখন থেকে শুরু করেছি, তখন থেকে কেউ প্রশংসা করলে মনের ভেতর এত বিরক্তি ও ঘৃণা বোধ হয় যা বলে বোঝাতে পারব না। আল্লাহ্ তাআলার হাজার শোকর, হযরতের এলাজের ভেতর আশ্চর্যরকম প্রভাব রয়েছে। হযরতের কোনো মাযমূনের উপর যখন দৃষ্টি পড়ে তো সাথে সাথে এক হালত পয়দা হয়। আল্লাহ্র কসম! মিথ্যা বলি নি।

বিশ্লেষণঃ এলাজের সামঞ্জস্যতা মুবারক হোক।

* * *

হালঃ হযরত! কখনো কখনো যখন যিকির থেকে ফারেগ হই অধমের দিলের ভেতর খুব খুশি ও আনন্দ অনুভূত হয়। তখন আবার আশঙ্কা জাগে যে, এটা উজব ও কিবিরের আলামত নয় তো?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এটাকে যদি নিজের ফযীলত মনে হয় তাহলে কিবির আর যদি আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহ ভাবেন এবং নিজেকে অনুপোযুক্ত মনে করেন তাহলে শোকর।

হালঃ এরপর আমি নফ্‌সকে বলি হে নফ্‌স! তুই তো মাথা থেকে পা পর্যন্ত গুনাহে জর্জরিত। তুই কিভাবে খুশী হোস্‌? তোর উচিৎ সারাক্ষণ ইস্তিগফার করা। হযরত! মাঝে মাঝে কলব একদম আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকে থাকে। অন্য কোনো দিকেই খেয়াল থাকে না। পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল আল্লাহ্‌র উপর হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো এই হালতের কিছুই কলবের ভেতর দেখি না। এ অবস্থায় খুব পেরেশানিতে ভুগতে থাকি।

বিশ্লেষণঃ পেরেশানির কিছু নেই। শুরুতে অবস্থার এরূপ নানান রূপান্তর ঘটে থাকে। ইনশাআল্লাহ্‌! অবশেষে ইস্তিকামাত এসে যাবে যদি এভাবেই কাজে লেগে থাকেন।

নযরে বদ এর ওয়াস্‌ওয়াসার এলাজ

হালঃ আমি একটি ওয়াস্‌ওয়াসার জালে বন্দি হয়ে আছি। মেহেরবানী করে এলাজ জানাবেন। পথে যখন কোনো মহিলা চোখে পড়ে, নফ্‌স বলে একবার দেখে নে, ক্ষতি কী? তুই তো খারাপ কাজ করবি না। দেখার কারণে যদি মন্দ খাহেশ জাগে তবে তা থেকে বিরত থাকার মধ্যে মুজাহাদা আছে। সুতরাং দেখ। যদি একটু নাই দেখবি তাহলে মুজাহাদার মর্যাদা কোথায় পাবি? তুই তো মৌলভী মানুষ, নিজেই বুঝতে পারিস, এই বিষয়টি মুর্শিদের সঙ্গে আলোচনা করবি না। হযরত! এই চক্রান্ত থেকে আমাকে উদ্ধার করুন।

বিশ্লেষণঃ চক্রান্তকে যেহেতু চক্রান্ত বলে চিহ্নিত করেছেন তাহলে বাঁচার পথ এটাই যে, ঐ চক্রান্তের উপর আমল করবেন না। যে সুক্ষ্ম ও মনগড়া রসিকতা সে এখানে করেছে সেটাকে একেবারেই অগ্রাহ্য করতে হবে। যেহেতু শরীয়ত ঐ দৃষ্টিকে যিনা বলেছে সুতরাং এই সুক্ষ্ম যুক্তি এ বিষয়ের নীতিমালার পরিপন্থী। কেননা এতে হিকমত বের করেছে মুজাহাদার। তাহলে নফসের চাহিদা সত্ত্বেও নজর না করা অর্থাৎ একেবারেই না তাকানো, সেটা কি মুজাহাদা নয়? বরং আপনার নফসের প্রস্তাবিত মুজাহাদার মধ্যে তো কিছুটা লয্‌যত ও কিছুটা মুজাহাদা আছে পক্ষান্তরে না দেখা হল খালেস মুজাহাদা। তাহলে কোনটা বেশি পূর্ণাঙ্গ হল? সুতরাং ঐ হিকমত দৃষ্টিকে অবনত রাখার

www.islamfind.wordpress.com

মধ্যেও অর্জিত হয়। আর মুজাহাদা মাতলূবা (কাঙ্ক্ষিত মুজাহাদা) যদি এরূপ ব্যাপক অর্থে জায়েয না জায়েযের শর্তমুক্ত বিষয় হয় তাহলে তো পস্রাবের রাস্তা অর্ধেক ঢুকিয়ে আরামের সঙ্গে বসে থাকা এবং পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট না করা তার চেয়েও বড় মুজাহাদা। তাহলে কি এটাও মাতলূব হবে? আগামীতে খবরদার কিছুতেই এ ধরনের সুক্ষ্ম রহস্যের পেছনে যেহেন দৌড়াবেন না। দীন ও শরীয়তকে ইমাম বানাবেন নতুবা খুব দ্রুত নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতার দুয়ারে উপনীত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

সৌন্দর্য পূজার এলাজ

হালঃ হযরতকে আমি খাঁটি নায়েবে রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করি। নিজের ভেতর এমন কিছু মন্দ স্বভাব রয়েছে, যেগুলোর কারণে দৈনন্দিন গুনাহের মধ্যে জড়িয়েই যাচ্ছি। এ কারণে এ মুহূর্তে লজ্জা করে নিজের গুনাহের কথা প্রকাশ না করাও মনে করি গুনাহের কাজ। সুতরাং দরখাস্ত এই যে, যে সকল রোগের কথা জানাচ্ছি মেহেরবানী করে এগুলোর এলাজ জানিয়ে কৃতার্থ করবেন। প্রথম এই যে, আমার স্বভাবের মধ্যে সৌন্দর্য পূজার মৌলিকতা বিদ্যমান রয়েছে যার কারণে সুন্দরীদের সামনে আমি চুম্বকের সামনে লোহার মতো হয়ে গেছি। যে কোনো সুন্দরীর প্রতি দৃষ্টি পড়লে আমার দিল বে-কারার অস্থির আর চোখের পলকহীন দৃষ্টি প্রলম্বিত হতেই থাকে। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এর এলাজ বলুন।

বিশ্লেষণঃ আকর্ষণের একটি স্তর হল গায়রে এখতিয়ারী, এর উপর জবাবদিহিতা নেই, ধর-পাকড় নেই, গুনাহ্ নেই। অন্য স্তরটি হল ঐ আকর্ষণের চাহিদা মেনে সে মতো আমল করা। এটা এখতিয়ারী, এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে, গুনাহ্ও হবে। এই আমলের মধ্যে রয়েছে দেখা, ইচ্ছা করে কারোর চিন্তা করা, ভাবা। আর এর এলাজ হল 'গয্‌যে বাছর' দৃষ্টিকে নত রাখা। এটাও এখতিয়ারী। হিম্মত করে এটা করতে হবে। যদিও নফসের কষ্ট হবে। কিন্তু এই কষ্ট জাহান্নামের আযাবের কষ্টের চেয়ে কম। কিছুদিন যখন কষ্ট করে হিম্মতের সঙ্গে এরূপ করবেন তখন মনের আকর্ষণটাও কমবে। এটাই তার একমাত্র এলাজ। এ ছাড়া আর কোনো এলাজ নেই। সারাজীবন পেরেশান হয়ে খুঁজলেও কোনো লাভ নেই।

* * *

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৪১৪

www.islamfind.wordpress.com

প্রশ্নঃ এখন আমি এই মানসিক দ্বন্দে পড়ে আছি যে, পুনরায় তাদরীসের (শিক্ষকতার) কাজ শুরু করব নাকি অন্য কোনো পেশা গ্রহণ করব। যদিও আমার পুরাতন তালাবারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে বা অন্য কোথাও চলে গেছে। কিন্তু পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলে কিছু তালাবা তো এসেই যাবে। পুরাতন ছাত্ররা না হোক অন্য নতুন ছাত্ররা তো আসবেই। কিন্তু একটি চিন্তা আমার দিলকে পেরেশান করছে। যেটা প্রকাশ করতে লজ্জা লাগছে কিন্তু প্রকাশ না করেও তো উপায় নেই। সেটা এই যে, যখন আমি পড়ানোর কাজে মশগুল হই তখন আমার নফ্স খুব শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং খুব এলোমেলো চিন্তা এসে ভিড় করে। কখনো যিকির, তিলাওয়াতে মন লাগে না, কখনো কখনো লাগেও। এসব কিছুর চেয়ে বড় খারাবী হল 'নযর'। স্বভাবের ভিতর বদ্ধমূল এই রোগ নিয়ে দরস-তাদরীসের কাজ করা আমার জন্য কেমন? আর এই বদ স্বভাব যে নিজের থেকে নির্মূল করব সেটাও যে আমার এখতিয়ারের মধ্যে আছে তা মনে হয় না। এই অবস্থায় যদি দূরত্ব অবলম্বন করি তাহলে ঐ শক্তিটা আত্মপ্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত আর যদি নৈকট্য চাই তাহলে কমপক্ষে এতটুকু নিশ্চিত যে, ঐ গুনাহ্ থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন। কারণ 'দৃষ্টি হল ইবলিসের অন্যতম বিষাক্ত একটি তীর।'

যেই ব্যক্তির অবস্থা এই যে, কোনো সুন্দরের উপর বেলা এখতিয়ার ও অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টি পড়লেই অস্থিরতা তৈরি হয়, ইচ্ছাকৃত দৃষ্টি কত মন্দ প্রভাব পয়দা করবে! দরস তাদরীসে মশগুল হয়ে কিভাবে এসব বিষয় থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। এখন এ বিষয়ে নিবেদন এই যে, আমার ব্যাপারে যা যৌক্তিক হযরত সেটা দয়া করে জানাবেন। আমার আশঙ্কা এখন এটাই যে, না জানি আমার ঈমানের মধ্যে কোনো বাধা এসে যায় কিনা। আর যদি দরস-তাদরীস আমার জন্য অনুপযোগী হয় তাহলে কি কাজ করব, নাবালেগ ছেলেমেয়ে আছে কয়েকটি, যাদের ভরণ-পোষণের ওয়াজিব জিম্মাদারী আছে। যদি নিজেকে সবকিছু থেকে ফারেগ করে যিকির ও শোগলে ব্যস্ত করে ফেলতে চাই তাহলে পরিবারের ওয়াজিব দায়িত্বের ব্যাপারটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আবার যখন এটা বুঝতে পারি যে, যে পথে যেতে চাই সেখানে রাস্তার উপর রয়েছে একটি দেয়াল, যে কারণে হয়তো সেখান থেকে ফেরৎ আসতে হবে অথবা সেখানেই বসে যেতে হবে। সুতরাং যে পথে চলতে পারব না বাধার কারণে সে পথে যাত্রা শুরু করাটা নির্বুদ্ধিতা মনে হয়।

www.islamfind.wordpress.com

অধমের এমনিতেই বুদ্ধি কম, তাছাড়া কলব ও দেমাগের দুর্বলতার কারণে বুদ্ধির দুর্বলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। 'দুর্বলের মতামতও দুর্বল'। এর কারণে হুযূরের খিদমতে আরজ এই যে, হুযূর যা বলবেন সে অনুযায়ী আমল করব। আমার পিতার মত মনে হচ্ছে এটাই যে, এভাবে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে পড়ানো শুরু করে দেই। রিযিকের ব্যবস্থা তিনি কোনো একভাবে অবশ্যই করে দেবেন। কিন্তু সবার কাছে তো নিজের হালত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কখনো কখনো ইচ্ছা হয় যে, হুযূরের খিদমতে হাজির হয়ে কিছুদিন হুযূরের সোহবতে কাটাব কিন্তু ঐ ভরণ পোষণের চিন্তা এসে যায়। হুযূরের নির্দেশ যা হবে সেটাই আমল করব। আমার জন্য দুআ করবেন, যেন আল্লাহ্ তাআলা সকল পেরেশানি থেকে নাজাত দান করেন এবং তাঁর সাক্ষাতের পথ মসৃণ করে দেন, সকল বাধা অপসারণ করে দেন এবং আমার শেষ পরিণতি যেন শুভ হয়। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ্।

জবাবঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ্, খুব মনোযোগ দিয়ে চিঠি পড়েছি। বর্তমান অবস্থায় আপনার জন্য পড়ানোই বেশি মুনাসিব। 'নযর' এর ব্যাপারটি যদি হিম্মত না করেন তাহলে ভয়াবহ সমস্যা, আর হিম্মত করে অগ্রসর হলে দেখবেন খুবই সাধারণ ব্যাপার। হিম্মত করে শুধুমাত্র দৃষ্টি নত করে পড়াবেন, যদি মাথা উঁচু হয়ে যায় তবে চোখ বন্ধ করে কথা বলবেন। এই হিম্মতকেই সবর বলা হয়েছে। ঐ বিষয়ের প্রেরণা ও আকর্ষণ যদি না থাকত তাহলে সবরের আজর কিভাবে পাওয়া যেত। এই বিবেচনায় এটা মরয বা রোগ নয় বরং কল্যাণের মাধ্যম। শর্ত একটাই হিম্মত। আবার দুসপ্তাহ পর খবর জানাবেন।

* * *

হালঃ সৌন্দর্যপ্রিয়তা আমার ভেতর এতো বেশি যে, মামুলি মামুলি জিনিষকেও খুব গুছিয়ে, পরিপাটি ও সুন্দর করে সাজিয়ে রাখি। যার কারণে লোকে বলে যে, এ তো প্রতিটি জিনিষকেই সুন্দর করে দেয়। এমনিভাবে সুন্দর চেহারার প্রতিও রয়েছে আমার সীমাহীন আকর্ষণ। সুন্দর চেহারা দেখলে লয্‌যত ও মজা পাই।

বিশ্লেষণঃ উক্ত স্বভাবের কিছু কিছু ভালো, তার জন্য শোকর করুন। আর কিছু কিছু খারাপ, সে ক্ষেত্রে সবর করুন অর্থাৎ দৃষ্টিকে নত করুন, শরীয়ত যেখানে নত রাখতে বলেছে। কষ্ট করে হলেও দৃষ্টিকে নত রাখুন, প্রাণ বেরিয়ে যাবার

www.islamfind.wordpress.com

মতো কষ্ট হলেও। কেননা আল্লাহ্ তাআলার গায়রাত আত্ম মর্যাদাবোধ অত্যন্ত তীব্র। এই তীব্রতা আরও প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে তাঁর নিষিদ্ধ কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিলে। অতএব, সর্বশ্রেষ্ঠ মাহ্বূব (আল্লাহ্) কে অসন্তুষ্ট করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

ফুযূল ও অনর্থক কথা বলার এলাজ

হালঃ আমার মধ্যে একটি ত্রুটি এই যে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কথা বলে ফেলি। পরে আফসোস হয়। এটা আমার অনেক পুরাতন অভ্যাস। হয়তো কোনো কথা কারোর জন্য উপকারী হতে পারে মনে হল, অমনি উপকার করার আবেগে তাকে বলে ফেলি। কখনো কখনো আমার রায় ঠিক থাকে না অথবা আমার আন্তরিকতার মূল্যায়ন করা হয় না, তখন লজ্জা পাই এবং ভাবি কেন বলতে গেলাম। এরপর সংকল্প করি যে, আর কখনো চিন্তা না করে কথা বলব না এবং জিজ্ঞাসা না করে অন্যের কোনো বিষয়ে দখল দিব না। কিন্তু যেহেতু তাৎক্ষণিক জবাব দেওয়ার অভ্যাস, ফলে ভুলে যাই।

বিশ্লেষণঃ যখন ভুলের কথা মনে হবে, তৎক্ষণাৎ দু-রাকাত তওবার নামায পড়ে আল্লাহ্র কাছে তাওফীক চাইতে হবে।

* * *

হালঃ বেশি কথা বলার দোষ আছে। এমন কি অযীফা পড়ার মাঝখানেও কথা বলি। আর মনে মনে এর ব্যাখ্যা করি এই যে, এটা দুনিয়াবি কথা নয় বরং দীনী কথা আর আসলেও তো দীনী কথাই বলা হয়। কিন্তু বিষয় এই থাকে যে, অন্যরা যখন কথা বলে তখন আমার মনও কথা বলতে চায় এবং নীরব থাকলে দিল ঘাবড়ে যায়। ফলে মনের ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে এসব দীনী কথা বলে থাকি। এ ব্যাপারে হুযূর বলুন যে, এই কথা বর্জনীয় কিনা। এবং কম কথা বলার উপায় কি?

বিশ্লেষণঃ হাঁ, এই বেশি কথা বলা বর্জনীয়। করনীয় হল কষ্ট করে নীরব থাকা এবং সেটাকে অভ্যাসে পরিণত করতে জন্য গুরুত্বের সঙ্গে চেষ্টা করে যাওয়া।

* * *

হালঃ বেহুদা কথা বলার অভ্যাস আছে, জন্মগত স্বভাবের মতো হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ কথা বলা এবং না বলা দুইটাই এখতিয়ারী। কথা বলবেন না। এতেও হিম্মতের আবশ্যকতা রয়েছে। এ ছাড়া কিছুই হাসিল হয় না।

www.islamfind.wordpress.com

হাসাদ ও হিংসার এলাজ

হালঃ আমার মধ্যে হিংসার রোগ আছে।

বিশ্লেষণঃ এক হল কাইফিয়াতে নফ্সানিয়া বা মানসিক অবস্থা, যেখানে মানুষ অপারগ। আরেকটি হল ঐ মানসিক চাহিদার উপর আমল করা, এতে মানুষ গুনাহ্গার হয়। আরেকটি হল ঐ চাহিদার বিরুদ্ধে চলা এতে মানুষের সাওয়াব হয়। অর্থাৎ মনের মধ্যে হিংসা প্রবল হয়ে কারোর নিন্দা ও তিরস্কারের চাহিদা হল, তখন তার প্রশংসা ও গুণগান কর। তাকে উপেক্ষা করে এড়িয়ে চলতে মন চাইলেও তুমি তার সঙ্গে মেলামেশা কর এবং তাকে সম্মান কর, তাকে আগে আগে সালাম দাও, তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ কর। এছাড়া এই রোগের আর কোনো ঔষধ নেই।

* * *

হালঃ আমার মধ্যে একটি খুবই খারাপ রোগ আছে। সেটা এই যে, কারোর লোকসানের খবর শুনলে অথবা কারোর কোনো মন্দ সংবাদ পেলে দিল খুশি হয়।

বিশ্লেষণঃ এর মূল হল হিংসা বা বিদ্বেষ। কিন্তু মনের মধ্যেই শুধু রোগ থাকলে তাতে কোনো গুনাহ্ নেই। যদি তার চাহিদা মতো আমল করা যায় তাহলে গুনাহ্ হবে। আমল এখতিয়ারী। সুতরাং এ থেকে বাঁচা জরুরি। মূল রোগ যেন বেড়ে না যায় সেজন্য তাকে নির্মূলের প্রয়াস চালানো জরুরি। এর তদবীর এটাই যে, লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্র কাছে তওবা করবে, পাশাপাশি ঐ ব্যক্তির সাহায্য করবে, সেটা অর্থ দ্বারা হতে পারে, শারীরিকভাবে অথবা দুআ দ্বারা হতে পারে। এভাবে ঐ রোগ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

* * *

হালঃ অধমের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বড় রোগ হল হিংসা। বরং লোভ মিশ্রিত হিংসা। কেননা এর সূরত এই যে, আমার প্রিয় কারোর অথবা অন্য কোনো মানুষের কোনো লাভ হলে বা টাকা-পয়সা পেলে আমার দিলের মধ্যে জ্বালা শুরু হয়। মনে হয় ঐ লাভ বা টাকা-পয়সা সে কেন পেল? আমি কেন পেলাম না? সবই যদি আমার ভাগ্যে আসত! কোথাও কারোর কোনো প্রাপ্তির মধ্যে যদি অধমেরও অংশ থাকে তাহলে অন্যের চেয়ে আমার অংশ বেশি হোক, এই আকাঙ্ক্ষাও হয়। তবে বান্দা সাধ্যমতো মনের জ্বলনকে দমন করার চেষ্টা করে। দমিত হওয়া তো দূরের কথা দু-চারদিন পর্যন্ত ঐ

www.islamfind.wordpress.com

পেরেশানিই দিলের মধ্যে থেকে যায়। এজন্যই অভিজ্ঞ ও কামেল হাকিমের কাছে রোগের কথা না জানিয়ে থাকতে পারলাম না। আশা করছি হুযূর মেহেরবানী করে চিকিৎসা দিয়ে সা'আদাতে দারাইন ও দোজাহানের সৌভাগ্য দান করবেন।

বিশ্লেষণঃ যার প্রতি হিংসা হয় মানুষের কাছে তার প্রশংসা করবেন। সামনে পেলে তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করবেন। মাঝে মাঝে তাকে হাদিয়া পাঠাবেন। এতে তার অন্তরে ভালোবাসা তৈরি হবে আপনার জন্য এরপর তার ভালোবাসার কারণে আপনার অন্তরেও ভালোবাসা পয়দা হবে। সে আপনার মাহবূব ও প্রিয় হয়ে যাবে। আর প্রিয় ব্যক্তিকে কেউ হিংসা করে না। এটা হল সার্বিক এলাজ, যা এই রোগের বিভিন্ন অংশের আংশিক এলাজের চেয়ে সহজ ও দ্রুত কার্যকর। লোভের ব্যাপারে পৃথকভাবে কখনো জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবেন।

'কীনা' এর এলাজ

প্রশ্নঃ ওয়াজের জন্য এলাকার মানুষ দাবি জানায়। জায়গাটা একেবারেই অজপাড়া গ্রাম। দীনের ব্যাপারে নারী-পুরুষ সকলেই অজ্ঞ। এখানে যদি কারো সঙ্গে একটু রাগের সঙ্গে কথা বলে ফেলি তো নামায, তিলাওয়াতের মধ্যে সেটাই চোখের সামনে ভাসতে থাকে। যদিও তিনদিনের মধ্যেই সালাম কালাম করে রাগ ঝেড়ে ফেলে দিই। 'কীনা' দূর হওয়ার তদবীর শিখিয়ে দিন।

জবাবঃ যার প্রতি কীনা হয়, তার সঙ্গে বাতাল্লুফ মেলামেশা করবেন। তার প্রতি ইহসান ও অনুগ্রহ করবেন এতে কীনা দূর হয়ে যাবে।

* * *

হালঃ আমি মনের মধ্যে কোনো কথা ধরে রাখি না। সোজাসোজি বলে ফেলি কিন্তু কিছু মানুষের এটা ভালো লাগে না। যদি কথা মনের মধ্যে ধরে রাখি তো বিদ্বেষ তৈরি হয়। এই জন্য এই কীনা ও বিদ্বেষের চিকিৎসা জরুরি হয়ে পড়েছে।

বিশ্লেষণঃ সব জায়গায় সোজাসোজি কথা বলা মুনাসিব নয়। কীনা ও বিদ্বেষের চিকিৎসা তাবলীগে দীন দেখে করে নিবেন।

www.islamfind.wordpress.com

বুখল ও বখিলির এলাজ

হালঃ কিছুদিন থেকে নতুন এক রোগের প্রকাশ লক্ষ করছি। এটা ইতিপূর্বে ছিল না। বিষয়টা কৃপণতার। পয়সা উঠাতে খুব কষ্টবোধ হয়। এটা হয়েছে যখন থেকে আমার অল্প আয়ের জীবনের উপর জীবিকার উপর অধিক সন্তানের চাপ পড়েছে। যদিও আমি আমার অকর্মা নফ্সকে "শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখাস আর অশ্লীল কাজে প্রলুব্ধ করে" এই আয়াতের বক্তব্য স্মরণ করিয়ে লজ্জা দেই এবং আল্লাহ্র ফযলে নফসের উপর বিজয়ী হয়ে যাই। কিন্তু পূর্বে যে পরিমান উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আনন্দ পেতাম এখন আর সেটা পাই না।

বিশ্লেষণঃ যদি কোনো ওয়াজিব হক ছুটে না যায়, তাহলে চিন্তার কিছু নেই।

কিবিরের এলাজ

হালঃ আমি দীর্ঘদিন থেকে সাধারণত তুর্কি টুপি ব্যবহার করি। কিন্তু কিছুদিন থেকে এক নতুন ও বিস্ময়কর ব্যাপার অনুভব করছি। তখন থেকেই এই টুপি বর্জন করে সাধারণ সাদা টুপি ব্যবহার করছি। বিষয়টা এই যে, তুর্কি টুপি মাথায় দিলে নফ্স খুশি হয় এবং এটা ছাড়া নিজেকে বেমানান মনে হয়। এটা পড়লে উজব ও কিবিরের ভাব আসে। যদিও আলহামদুলিল্লাহ্ খাকসার তা থেকে দূরে আছে। এই খাকসার মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটির দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে যে, আমাকে যেন কেউ একথা বলতে না পারে যে, আমি নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করি। ছোট-বড়, উঁচু-নিচু সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে উঠা-বসা করি। বিশেষত নিম্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে এই চিন্তা করেই বেশি ভালো আচরণ করি।

বিশ্লেষণঃ উল্লিখিত কারণে টুর্কি টুপি বর্জন করা সত্যিই ওয়াজিব হয়ে পড়েছিল। তবে পরে যে ব্যাপারগুলো লিখেছেন সেগুলো কিবির না থাকার প্রমাণ নয়। এগুলো কিবির থাকা সত্ত্বেও হতে পারে।

* * *

পরবর্তী চিঠির ভূমিকাঃ এই ব্যক্তি কোনো এক স্কুলের মৌলভী শিক্ষক। হযরতের সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক রাখেন। কিন্তু মুনাসাবাতের ঘাটতির ফলে বাইআতের পূর্বেও তাকে ধমক দেওয়া ও সতর্ক করার প্রয়োজন যেমন পড়েছে একইভাবে বাইআতের পরেও সেই প্রয়োজন থেকেই গেছে। এটা শুধু

www.islamfind.wordpress.com

তার সঙ্গেই নয় সকলকেই– যার যার স্তর হিসাবে হযরতের নিজস্ব ইসলাহী স্তর থেকে নেমে গেলেই, বারবার সাবধান করতেন, কঠোরতাও প্রয়োজন হলে করতেন, যা হযরত এর নিতান্ত দয়া ও স্নেহেরই ফলশ্রুতি। ইসলাহ প্রত্যাশীরা সবসময়ই এগুলির জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন। একবার হযরত ফতেহ্পুর অবস্থান করছিলেন। যেখানে বড়পীর আম্মা বেশ কিছুকাল অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। একটি জটিল অপারেশনের সময় হযরত নিজেও সেখানে হাজির হয়েছিলেন।

মৌলভী সাহেব পত্র মারফত জানতে চেয়েছিলেন, হযরত কতদিন ফতেহ্পুর থাকবেন। এই জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যও তিনি জানিয়েছিলেন যে, তিনি হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন। খুবই সাধারণ ব্যাপার যে, এরূপ অবস্থায় 'কতদিন অবস্থান করতে হবে?' এটার অনুমান করা দুরূহ ব্যাপার। এখানে না চিকিৎসা নিজের হাতে, না সুস্থতা নিজের নাগালে, না রোগীর এতমিনান নিজের আয়ত্তের মধ্যে। এরূপ অবস্থায় কতদিন থাকবেন বা থাকতে বাধ্য হবেন, বিশেষত কোনো ব্যক্তি যদি দূর থেকে নিজের আসাটাকে এই অনুমানের উপর নির্ভরশীল করে দেয়, তাহলে অনুমান ভুল হলে আগমনকারীর পেরেশানি হবে, অনুমান করে সংবাদদাতার বিরুদ্ধেও মনে অভিযোগ সৃষ্টি হবে এই মর্মে যে, আমাকে পেরেশান করা হল, এই সকল বিষয় বিবেচনা করে হযরত জানিয়েছিলেন- থাকতে হবে কতদিন তা অনুমান করতে পারছি না। মৌলভী সাহেব হযরতের সতর্কতা ও সচেতন মানসিকতার ব্যাপারে না ভেবে হযরতের জবাবের মধ্যে কোনোরূপ চিন্তা না করেই কথার পিঠে কথার মতো সেই জবাবের জবাব লিখে পাঠালেন এই ভাবে- কেমন কথা এটা? থাকার প্রয়োজন, ইচ্ছা এগুলি দিয়েই তো অনুমান করা সম্ভব। অথবা আপনার ইচ্ছা কতদিন থাকার, জরুরত কতদিনের এগুলির বিবেচনা করলেই অনুমান তো আপনা আপনিই হয়ে যায়। এতে হযরত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তারপরও মৌলভী সাহেব হযরতের জবাবের হাকীকত আর নিজের ত্রুটির উৎস বুঝতে পারেন না। এ কারণে ক্ষমা চাওয়ার চিন্তাও তার মধ্যে আসে নি। অবশেষে হযরত যখন কানপুর এলেন, মৌলভী সাহেবও এলেন তবে খোলা মনে। যেন কিছুই হয় নি। কিন্তু হযরতের দিল থেকে এমন ভয়াবহ একটি ত্রুটিপূর্ণ আচরণের প্রভাব, ইসলাহ করা ছাড়া কি করে দূর হতে পারে! হযরত ঐ ঘটনার কথা মৌলভীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। মৌলভী সাহেব ক্ষমা চাওয়ার চিন্তা করলেন।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৪২১

www.islamfind.wordpress.com

তখন হযরত বললেন কি মজার কথা! আমি কি আপনার আচরণের কারণে প্রতিশোধ নিচ্ছি? ক্ষমা তো আমি করেই দিয়েছি কিন্তু তাতে তো আপনার ভুল সংশোধন হল না। আপনি এখনো পর্যন্ত নিজের ভুলের মূল জায়গাটুকুই বুঝতে পারেন নি। সেটা যদি বুঝতে পারতেন তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না। মৌখিক ক্ষমা চাইলে কিছু হয় না। আপনার মধ্যে কিবির ও অহঙ্কার রয়েছে। নিজেকে অনেক বড় বুদ্ধিমান ভাবেন। মনে করেন ছোকড়া পড়ায়ে পড়ায়ে চুল পাকিয়ে ফেলেছি। আমি কি কম বুঝি? যতদিন এই মনোভাবের ইসলাহ না হবে মুখে মুখে ক্ষমা চাইলে কিছু হবে না। যতদিন মূল উৎস নির্মূল না হবে ততদিন এই ধরনের ভুল আচরণ হতেই থাকবে। মৌলভী সাহেব বললেন- হযরত! আপনিই আমার দোষ-ত্রুটি ও ভুল ভ্রান্তির ইসলাহ ও সংশোধন করে দিন। হযরত বললেন- আমি ইসলাহের কাজ করার জন্য তৈরি আছি তবে আপনার নিজেরও প্রস্তুতির ব্যাপার আছে। আমি ইসলাহের যে তরীকাই প্রস্তাব করব আপনাকে তাই মেনে নিতে হবে। এমনকি আমি যদি আত্মহত্যা (সামনে ব্যাখ্যা আছে) করতে বলি তবে আত্মহত্যাও করতে হবে। যদি মেথরের কাজ করতে বলি সেটাও করতে হবে। যদি বাজারের মধ্যে জুতা পেটা করি তবে তাও মেনে নিতে হবে। যদি মসজিদের নর্দমা পরিস্কার করতে বা বদনা ভরতে অথবা জুতা সোজা করতে বলি তবে এ সবই করতে হবে।

মোটকথা, সর্বপ্রথম ভেবে দেখুন এই সব কিছু করার মতো মানসিক শক্তি ও হিম্মত আছে কিনা। এরপর ইসলাহের কথা বলুন। এই জবাব আমি এই মজলিসেই শুনতে চাই না, সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। খুব ভেবে-চিন্তে, বুঝে-শুনে চিঠির মাধ্যমে আপনার মত জানাবেন। এটা কোনো কথার কথা নয় যে, যা মুখে আসল তাই বলে দিলেন। ভুলের ক্ষমা সম্পর্কেও চিঠির মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই পর্যায়ে হযরতের একজন খাদেম 'আত্মহত্যার প্রস্তুতি' সম্পর্কে আপত্তি উঠালে হযরত বললেন- কঠিন ও ভয়াবহ কাজের তুলনাই এর উদ্দেশ্য। যেমন কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন- 'যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং উহা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, তাদের জন্য আসমানের দুয়ার সমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত না সূঁচের ছিদ্রে উষ্ট্র প্রবেশ করবে।'

শেষকথা হিসেবে এই বিষয়টিও শেখার মতো যা ঐ একই মজলিসে ঘটেছিল। সেটা এই যে, মৌলভী সাহেব খুব জমকালো একটি শেরওয়ানী

www.islamfind.wordpress.com

পরে হযরতের খিদমতে হাজির হয়েছিলেন। হযরত সেই মজলিসেই শেরওয়ানী খুলে ফেলতে নির্দেশ দিয়ে বললেন- লজ্জা লাগে না আপনার? বুড়ো হয়ে গেলেন এখনো বাচ্চাদের মতো শেরওয়ানী পড়ার আগ্রহ? এরপর মৌলভী সাহেব হযরতকে চিঠি লিখলেন- ইসলাহের উদ্দেশ্যে আমি সব ধরনের খিল্লতি বরদাশ্‌ত করতেই তৈরি আছি। আমাকে বার্ষিক ছুটির সময় আসার অনুমতি দেওয়া হোক। হযরত লিখলেন- প্রথমে আপনার পূর্বোক্ত ভুলের ব্যাপারে সব কথা পরিস্কার হয়ে যাক তারপর আপনাকে আসার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এরপর সে ব্যাপারেই চিঠিপত্র চালু হয়। নিম্নে উল্লিখিত চিঠিটি সম্ভবত তার তৃতীয় চিঠি।

মৌলভী সাহেব লিখেছিলেন- আমি আমার ভুল স্বীকার করছি। হযরত জবাবে লিখলেন- এতে সন্দেহ হয় যে, হয়তো আমার চাপাচাপির কারণে আপনি একথা লিখেছেন। সুতরাং আপনি 'ভুল স্বীকার করছি'র মতো এজমালী নয় বরং আপনার ভুলের বিশদ বিবরণ লিখে পাঠান। আপনার দৃষ্টিতে সেই চিঠিতে কি কি ভুল ছিল? যাতে আমি বুঝতে পারি যে, আপনি নিজের ত্রুটিগুলো বুঝে স্বীকার করছেন। এই জিজ্ঞাসাবাদকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কঠোরতা মনে হলেও হযরত বলেছেন বাস্তবতা একদম উল্টো। অত্যন্ত আন্তরিক স্নেহের কারণেই এটা করা।

তাকে লিখতে বলার উদ্দেশ্য হল- তিনি যেন নিজের ভুল-ত্রুটি বুঝতে পারেন। বুঝানোর জন্য তরীকা যেটা গ্রহণ করা হয়েছে সেটা এই যে, প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যেন তিনি চিন্তা করেন এবং মস্তিষ্কের উপর চাপ দেন। মৌখিক জিজ্ঞাসায় যদি তিনি না বুঝে থাকেন তাহলে এখন তিনি নিজের ত্রুটিগুলো বুঝতে পারবেন। এরপর তাকে আরও একটু সাহায্য দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট ত্রুটিগুলোও তাকে এভাবেই বোঝানো হবে। এতো গুরুত্ব আরোপের ফল হবে এই যে, এই আচরণের ত্রুটিগুলো ভালোভাবে সারাজীবন মনে থাকবে এবং আর কখনোই এরূপ ঘটনা ঘটবে না। যদি কোনোরকমভাবে তাকে বলা হত তাহলে তিনি ভুল-ত্রুটিকেও কোনো রকম তুচ্ছ ব্যাপার মনে করতেন এবং সংশোধনীও দীর্ঘস্থায়ী হত না। বর্তমানে এ সকল সুক্ষ্ম দিক ও ব্যাপারগুলোর দিকে কারোর দৃষ্টি পড়ে না। অগভীর দৃষ্টিতে দেখার কারণে এবং অগভীরে ভাবনার কারণে বুঝতে পারে না। আর এসব না বুঝেই মনে করে খামাখা লোকটাকে পেরেশান ও বিরক্ত করে ফেলা হচ্ছে।

www.islamfind.wordpress.com

এর পূর্বের চিঠিতে মৌলভী সাহেব বলেছিলেন যে, আমার বদ আমলীর কারণে ছুটির সময়গুলো নষ্ট হয়ে গেল। কোনো বরকত লাভ করতে পারলাম না। এর জবাবে হযরত লিখেছিলেন- এটা কি কোনো লাভ নয় যে, নিজের ভুল-ত্রুটিগুলোর ইসলাহ হচ্ছে। এই ঘটনা থেকে হযরতের সুক্ষ্মদর্শিতা, তারবিয়াত ও ইসলাহের বেলায় তাঁর এহ্তেমাম এবং চূড়ান্ত খয়েরখাহী ও স্নেহশীলতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। ঘটনাটি বোঝার জন্য জরুরি ও দীর্ঘ এই ভূমিকার পর আলোচিত চিঠি ও জবাব উপস্থাপন করা হচ্ছে।

হযরত ফতেহ্পুর থাকা অবস্থায় আমার চিঠির জবাবে যা লিখেছিলেন- যে 'কতদিন থাকতে হবে তার অনুমান করতে পারছি না' এর জবাবে খাদেম মূর্খতার ফলে লিখেছিল যে, এটা কেমন কথা!...' খাদেমের এই লেখার দ্বারা হুযূরের কথাকে খণ্ডন করা হয়েছে এবং আপত্তি তোলা হয়েছে। যার দ্বারা আনুগত্যবিরোধী মানসিকতা ও নাফরমানী প্রকাশ পেয়েছে। যা মুরীদের জন্য ঘাতক বিষ সমতূল্য এবং ফয়েয ও বরকত থেকে মাহরূমীর কারণ। আমার এই চিঠি হযরতকে বিরক্ত ও পেরেশান করেছে। মুর্শিদের প্রতি মুরীদের যে কর্তব্য ও হক রয়েছে, আমার কথা সেই হককে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। মুরীদের কর্তব্য মুর্শিদের প্রত্যেক কথায় উৎসর্গীত ও ফানা হয়ে যাওয়া। পক্ষান্তরে আমার কথাটি মুর্শিদের শানে বেয়াদবি ও অহঙ্কার প্রকাশ করেছে। সর্বোপরি অধমের ত্রুটি এই যে, এতো অন্যায় করার পরও নিজের ত্রুটির ব্যাপারে দীর্ঘদিন উদাসীন ও বে-ফিকির থেকেছে। এর জন্য কোনো চিঠিপত্র লেখা হয় নি। নিজের গাফলত ও বেফিক্রীর কারণে হযরতের মনে বিরক্তি ও পেরেশানি বেড়েছে। কষ্ট হয়েছে।

খাদেম এ পর্যন্ত যা কিছু নিবেদন করেছে, তার মূল কথা এটাই যে, আমি হুযূরকে আমার মুরব্বি ও নিজেকে হুযূরের খাদেম মনে করি। নিজের অবহেলা ও উদাসীনতা আমাকে ইসলাহে নফ্স এবং হুযূরের ফয়েয ও বরকত থেকে মাহরূম রেখেছে। আমি নিজে যা বুঝেছিলাম তা আরয করলাম। যদি এরপরও কোনো কথা ছুটে গিয়ে থাকে, তবে হুযূরের কাছে আশা এই যে, সাবধান ও তান্বীহ করলে আমি সতর্ক ও সজাগ হয়ে তওবা করব ইনশাআল্লাহ্। এসব কারণেই হযরতের খিদমতে উপস্থিতি আমার জন্য জরুরি বোধ হয়। কিন্তু যদি হযরতের অনুমতি না হয় তাহলে নিশ্চয় তাতেই আমার কল্যাণ আছে। আজ আমি আমার এলাকায় যাচ্ছি, হুযূরের নিকট প্রত্যাশা যে, ইসলাহের দিকে লক্ষ করে আমার অবস্থার প্রতি মনোযোগী হবেন এবং সর্বদা দুআয়ে খায়ের করবেন।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম. ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৪২৪

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ নীম খুশি তো হল, কারণ কিছু তো বুঝেছেন আলহামদুলিল্লাহ্। কিন্তু পূর্ণ খুশি এজন্য হতে পারি নি যে, আপনি পূর্ণরূপে বুঝতে পারেন নি। আপনি যতটুকু বুঝেছেন তার সারাংশ শুধু এটুকুই যে, আপনার আচরণ শায়খের হুকুমের খেলাফ ও পরিপন্থী হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, আপনার উপর যে জবাবদিহিতা চাপানো হয়েছে সেটা শুধু এই পীর-মুরীদির সম্পর্কের কারণে। এতে আমার প্রতি এমন এক অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে যা আমার মাথায়ও আসে নি এই জবাবদিহিতা তলবের সময়। দ্বিতীয় এতে বোঝা যায় যে ঐ আচরণ যদি পীর ছাড়া অন্য কারোর সঙ্গে করতেন তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না। অথচ তখনো একই রকম ক্ষতি হত। সে কারণেই ঐ ধরনের আচরণ কারো সঙ্গেই করা উচিৎ নয়। অতএব এই ক্ষতিকর বিষয়গুলো ভালো করে বুঝে লিখে আনবেন যেন পূর্ণ সান্ত্বনা লাভ হয় যে ঐ আচরণের ক্ষতি ও ত্রুটিগুলো আপনি পূর্ণরূপে বুঝে গেছেন।

হালঃ আমার সেই বিশ্রী আচরণের মন্দ প্রভাব সর্বাধিক অনুভূত হচ্ছে এই যে, আ'মাল ও আযকারের মধ্যে খুবই বে-লুতফী (নিরানন্দ) বোধ হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ 'কবয্' নিরানন্দ এমনিতে ক্ষতিকর নয়, কিন্তু যদি ঐ নিরানন্দ কোনো মন্দ কাজের কারণে হয় তাহলে তা ক্ষতিকর। তার ইসলাহ এটাই যে, ঐ কাজটির ক্ষতিপূরণ করে নেবে।

হালঃ অন্যদের কাছে আমার যে ব্যক্তিত্ব ছিল, তা হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ ব্যক্তিত্বের হ্রাস বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ করা সাধারণত 'কিবির' এর কারণে হয়ে থাকে।

হালঃ নিজ কর্মক্ষেত্রে চাকুরীতে উন্নতির একটি সুযোগ ছিল। সেই সম্ভাবনা আর নেই বলে মনে হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ মালের হ্রাস বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ থাকা বেশিরভাগ সময় হুব্বে দুনিয়ার কারণে হয়ে থাকে।

হালঃ আমার উপরোস্থ কর্মকর্তাদের ধারণাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ হাঁ, মন্দ কাজের প্রভাব মনে হচ্ছে।

হালঃ এগুলি সবই আমার সেই মন্দ কর্মের অশুভ প্রভাব বলে মনে হচ্ছে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ পূর্বে আমি ব্যাখ্যাসহ লিখেছি।

হালঃ হলাহল ও বিষপানকারীর মৃত্যুর দায় অন্যের উপর কিভাবে চাপানো যাবে, ঐ মৃত্যু তো বিষপানেরই প্রভাব। আমি উপরোক্ত বিষয়গুলোর দায় হুযূরের উপর কিভাবে আরোপ করব? এসব তো আমার নিজের মন্দ আচরণ ও কুকর্মের কুফল।

বিশ্লেষণঃ আমাকে আপনার এই বিশ্লেষণ জানিয়ে কিছু ইল্‌ম জাহির করা ছাড়া আর কি লাভ?

হালঃ পাশাপাশি এটাও ইয়াকিন আছে যে, এসব সমস্যা হুযূরের দুআয় দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ এতে বেশি দখল ক্ষতি পূরণের।

হালঃ হযরত মাওলানা! এই অধমের মধ্যে কিবির আছে, তার এলাজ আপনার ওয়াজ 'ইলাজুল কিবির' থেকে বুঝা গেল যে, আযমতে হক্ক সুবহানাহু (আল্লাহ্‌র বড়ত্ব) কে দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে এবং অহঙ্কার একমাত্র মহান স্রষ্টার খাস সিফাত এটাকেও দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে। এই ব্যাপারে আমার নিবেদন ও জিজ্ঞাসা এই যে, যেখানে অহঙ্কারের আশঙ্কা হয় সেই সময়েই কি ঐগুলো স্মরণ করব?

বিশ্লেষণঃ সেই সময় তো অবশ্য অবশ্যই।

হালঃ নাকি প্রতিদিন কোনো একটা সময় নির্ধারণ করব?

বিশ্লেষণঃ এটা আরও ভালো। এর পাশাপাশি এলাজের এটাও একটি অংশ যে, ইচ্ছাকৃতভাবে এমন এমন কাজ গ্রহণ করবে যেগুলোকে সামাজিকভাবে তুচ্ছ মনে করা হয়। এটা ছাড়া অন্য সব এলাজ অসম্পূর্ণ।

হালঃ তাওয়াযু' ও বিনয়ের পরীক্ষা জানা গেল (এলাজুল কিবির থেকে) যে, অন্য কেউ মন্দ বললে মনের মধ্যে তাতে একটুও খারাপ লাগবে না। চিন্তা করে দেখলাম যে, এই মাপকাঠির বিচারে আমি বিনয়ী নই। কেননা আমাকে যদি বয়স ও অন্য কোনো বিবেচনায় ছোট কেউ প্রকৃত দোষের ব্যাপারেও তিরস্কার করে, তাহলে আমার ভীষণ অসহ্য লাগে। বরং অনেক সময় সম-বয়স্ক এবং বড়দের বলাও কষ্টকর ও কঠিন মনে হয়।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ কষ্টকর মনে হওয়ায় কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু এই কষ্টকর অনুভূতির পর নিজের নফ্সকে বোঝানো এবং অসহ্য লাগাকে প্রতিরোধ করা উচিৎ। এটা বিনয়ের একটি স্তর।

* * *

হালঃ কখনো মনে উদয় হয় যে, অধম এমন একজন মুর্শিদের খিদমত থেকে ফয়েয হাসিল করছে যা থেকে অনেকেই মাহরূম হচ্ছে। আমার এই সৌভাগ্যের জন্য আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা করি। এই মনোভাবের ফলে শুকরিয়া আদায় করি আবার পাশাপাশি এই সন্দেহেও পড়ে যাই যে, এটা কিবির হয়ে যায় না তো? নফসের কুকীর্তি ধরতে পারা কঠিন ব্যাপার। তাই হযরতের খিদমতে এই দ্বিধা সম্পর্কে ফয়সালা চাই যে, এটা কিবির এর অন্তর্ভূক্ত কিনা।

বিশ্লেষণঃ নেয়ামত পেয়ে সেই নেয়ামত নিয়ে গর্ব করা কিবির। কিন্তু সেটা আল্লাহ্র দান মনে করা এবং নিজেকে তার অযোগ্য ভাবতে থাকা শোকর।

প্রশ্নঃ লোকজন দেখলে স্বভাব বেশ আতঙ্কিত হয়ে যায়, এটা তাকাব্বুর নয় তো?

জবাবঃ না। তবে আপনার জন্য এটা জরুরি যে, যাদের দেখলে আতংক সৃষ্টি হয় তাদেরকে খারাপ ও তুচ্ছ ভাববেন না। যেমন কোনো কোনো রোগীর খাদ্যের প্রতি ভীতি থাকে কিন্তু তাকে সে নিকৃষ্ট মনে করতে পারে না।

হালঃ কিবিরের হাকীকত সম্পর্কে মেহেরবানী করে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ কোনো গুণ ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করা পাশাপাশি অন্যকে তুচ্ছ ও নিচ ভাবা।

এলাজ ঃ যদি এই মনে করা ও ভাবা গায়রে এখতিয়ারী হয় তাহলে সেটা ক্ষতিকর নয় এই শর্তে যে, তার চাহিদা মতো আমল করবে না। অর্থাৎ মুখে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা ও অন্যের দুর্নাম করা যাবে না। অন্যের সঙ্গে তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার করবে না। আর যদি ঐ ভাবনা ইচ্ছাকৃত হয় অথবা ভাবনা অনিচ্ছাকৃত কিন্তু তার চাহিদামতো ইচ্ছাকৃত আমল করে তাহলে সে ব্যক্তি কিবিরের রোগে আক্রান্ত। তিরস্কার ও শাস্তিযোগ্য। যদি মুখে তার প্রশংসা ও গুণগান করে আর আচরণে তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে তবে সেটা হবে এলাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ অধম যতক্ষণ খানকায় থাকে ততক্ষণ নিজেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, তুচ্ছ ও নীচ জ্ঞান করে নিশ্চিতরূপে। কিন্তু যখন এখান থেকে বিদায় নেই, তখন আবার সবকিছু ফিরে আসে। মৌলবীও হয়ে যাই। যাকের ও শাগেলও হয়ে যাই। এর সঙ্গে নিজের বড়ত্বও এসে যায়। যখন কোনো পছন্দনীয় কাজ করা হয় তখন স্বভাব প্রকৃতিতে বড়ত্বের ভাব এসে যায়।

বিশ্লেষণঃ যে খেয়াল, চিন্তা ও আছর গায়রে এখতিয়ারীভাবে আসে, যদি বিশ্বাসের আলোকে সেটাকে মন্দ জানে এবং উহার চাহিদা মতো কাজও না করে যেমন না মুখে গর্ব করে না ইচ্ছাকৃত নিজের কামাল ও যোগ্যতার কথা চিন্তা করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। এর সঙ্গে আরও একটু অগ্রসর হয়ে যদি নিজের ত্রুটিগুলোও স্মরণ করে এবং এটাও চিন্তা করে যে, যদি আমার যোগ্যতা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল না হয় তাহলে একদম মূল্যহীন। এভাবে করলে সাওয়াব পাবে। আর উক্তরূপ স্মরণ ও চিন্তা বারবার করলেই ধীরে ধীরে ঐ খিয়াল বিলুপ্ত প্রায় হয়ে যাবে।

হালঃ এখানে এসেছিলাম দেওবন্দ হয়ে, সেখানে নিজ এলাকার তালাবাদের যে কথা বুঝে আসত না আমাকে সেটা জিজ্ঞাসা করত। যখন তাদেরকে বোঝাতাম এবং তারা বুঝতে পেরে আনন্দিত হত, তখন মেজাজের মধ্যে বড়ত্ব অনুভব হত। আবার যে বিষয়গুলো আমার বুঝে আসত না খুব যিল্লতী মনে হত এবং এটা বলতেও কষ্ট হত যে, আমিও বুঝি নি, তবে বলে দিতাম।

বিশ্লেষণঃ এটাই মুজাহাদা যা মুশাহাদার চাবি। এটাকেই আঁকড়ে ধরে থাকা মাতলূব (কাঙ্ক্ষিত) এবং অন্য মাতলূবের ভূমিকাও। এটা প্রাথমিক পর্যায়ে কষ্টকর হলেও ধীরে ধীরে কষ্ট দূর হয়ে যাবে এবং অবশেষে বিনা কষ্টে ও অনায়াসেই সম্ভব হবে।

* * *

হালঃ নিজের ইল্‌ম সম্পর্কে অনিচ্ছাকৃতভাবে এরূপ খিয়াল আসে যে, জাহেল লোকদের চেয়ে আমি উত্তম। কেননা আমি ইল্‌ম শিখেছি আর জাহেল লোকেরা শেখে নি। আমি অমুক অমুক বিষয় জানি আর ওরা জানে না। এ ধরনের বিষয় এবং চিন্তা মনের মধ্যে খুব জাগে। আমি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নফসকে বলি- কে জানে আল্লাহ্‌র নিকট কে ভালো? হতে পারে আমার চেয়ে তার বাতেনি হালত ভালো এবং এটাও হতে পারে যে, আমি আল্লাহ্‌র নিকট মন্দ, অতি তুচ্ছ ও লাঞ্ছিত ব্যক্তি। আল্লাহ্ তাআলা তোকে জাহেরি কিছু ইল্‌ম

www.islamfind.wordpress.com

দান করেছেন তাতেই তুই এমন বড়াই করিস্। তিনি চাইলে আজই ছিনিয়ে নেবেন। তখন তুই কি করবি? তুইও তো জাহেলই থেকে যাবি। এখন পর্যন্ত আমি এভাবেই করে আসছি। আমার মুনাসিব এলাজ জানিয়ে এই রোগ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। দুআ চাই।

বিশ্লেষণঃ আপনি সঠিক বুঝেছেন। এটাই এলাজ। ঐ কথাগুলো মনে করবেন। দুআ করছি।

হালঃ হযরত পূর্বের চিঠিতে যেটা লিখেছেন যে, ঐ কথাগুলো স্মরণ করতে হবে, আমি সেভাবেই আমল করছি। যখনই মনে পড়ে ঐগুলিই স্মরণ করে থাকি। এতে সমস্যাটির মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, অনেক কমে গেছে। ইতিপূর্বে নফসের চাহিদা মতো আমল না করা খুবই কঠিন ও কষ্টকর বোধ হত, এখন আর বেশি কষ্টকর মনে হয় না। কিছুটা গভীরভাবে চিন্তা করলে এক্ষেত্রে কামিয়াব হয়ে যাই কিন্তু চাহিদা নির্মূল হয় না। এতে মাঝে মাঝে কষ্ট লাগে। কারণ আমি চাচ্ছি এই চাহিদা দূর হয়ে যাক অথচ সেটা হচ্ছে না। কিছু কিছু সময় আসে, যখন মনের অনুভূতি থাকে এরকম যে, আমার মতো এমন গুনাহ্গার, হতভাগা আর কেউ নেই। কিন্তু কথাটা সবসময় মনের মধ্যে থাকে না। এটা যদি এলাজের যোগ্য হয় তাহলে এলাজ জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ বারবার ঐ কথা মনে করলেই হবে।

বদ যবানীর এলাজ

হালঃ আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার জন্য এমন কোনো তদবীর বলুন যা দ্বারা আমার বদ যবানী দূর হবে। আমার মেজাজ এতো ত্রুটিপূর্ণ যে যেইমাত্র নিজের (অর্থাৎ মেজাজের) খেলাফ কিছু দেখবে ভয়ানক রেগে যাবে। খামাখা কঠিন ও কঠোর ভাষা মুখ দিয়ে বের হতে থাকবে। যার সামনেই এরূপ ঘটুক যবান বা মুখ বন্ধ হয় না। অতএব, হুযূরের কাছে প্রার্থনা করছি যে, এমন কোনো তদবীর জানিয়ে দিন যার মাধ্যমে মানুষ আমার যবানী যুলুম থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। এ ব্যাপারে খুব পেরেশানিতে আছি।

বিশ্লেষণঃ বদ যবানীর এলাজ হিম্মত এবং কথা বলার পূর্বে চিন্তা করা এবং আল্লাহ্র আযাবের কথা স্মরণ করা। এছাড়া আর কোনো এলাজ নেই।

www.islamfind.wordpress.com

কয়েকটি কারণে যৌন চাহিদার প্রভাব বার্ধক্যে বৃদ্ধি হয়

হালঃ যৌবনের সূচনা কালটাই হল চাহিদার বিশেষ শক্তি প্রকাশের মুহূর্ত। অথচ সেই সময় নিরাপদে পার হয়ে এলেও আজ যৌবনের যৌলুস নিভু নিভু, বার্ধক্যের সূচনাও হয়ে গেছে এমনি সময়ে মাঝে মাঝে আমি নিজের মধ্যে যৌন চাহিদাগুলোর এতো বেশি তীব্রতা দেখতে পাচ্ছি যা প্রকাশ করা আমার জন্য খুবই লজ্জাজনক। আমার প্রথম চিঠিতে সেই অবস্থাই ইশারায় হযরতকে জানাতে চেয়েছি।

বিশ্লেষণঃ এটা তো সেই বিষয় যা আমি মাঝে মাঝে বলে থাকি যে, বার্ধক্যের সময় সহ্য ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে যৌবনের প্রভাব কয়েকটি কারণে বৃদ্ধি পায়।

অকল্যাণ চিন্তার এলাজ

প্রশ্নঃ আমার ঘরওয়ালী যখন জীবিত ছিল, তখন মাঝে মাঝে মনে হত যদি সে মরে যেত তাহলে মাওলানার কাছে গিয়ে খুব যিকির শোগলে ব্যস্ত হয়ে যেতাম। মৃত্যু পর্যন্ত হযরতের খানকাহ ছেড়ে আর কোথাও যেতাম না। আমি আল্লাহ্‌র কাছে দুআ তো করি নি কিন্তু মনের মধ্যে কখনো কখনো এই চিন্তা আসত। এখন তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আমার কোনো গুনাহ্ হয় নি তো?

বিশ্লেষণঃ এ ধরনের সাধারণ ও অগভীর চিন্তার কারণে গুনাহ্ হয় নি। তবে যদি গভীর প্রত্যয় নিয়ে এরূপ কামনা করা হত যে, সে মরেই যাক, তাতে গুনাহ্ হত। অভিজ্ঞতায় যদি এ ব্যক্তি সাহেবে তাসাররুফ (চিন্তার বিশেষ ক্ষমতার কারণে যা ভাবে তাই হয় এমন ব্যক্তি) না হয় তাহলে শুধু মুসলমানের অকল্যাণ চিন্তার গুনাহ্ নতুবা হত্যার গুনাহ্ও হবে। এজন্য এই ধরনের খেয়ালের সময় উচিৎ ছিল সঙ্গে সঙ্গে নিজের খেয়াল সেদিক থেকে সরিয়ে নেওয়া আর মুখে অথবা খেয়ালের মধ্যেই দুআ করা যে, আল্লাহ্ সকলের কল্যাণ কর।

বেহুদা কাজ বর্জন আবশ্যক

হালঃ নিবেদন এই যে, অধম একটি সুগন্ধি অনুভব করে। বিগত বছরে পনের দিন সারাক্ষণ এই সুগন্ধি পেলাম এরপর সেটা বন্ধ হয়ে গেল। বিষয়টি বান্দা মৌলভী... এবং হাফেজ... সাহেবের কাছে জানিয়েছিল। হাফেজ সাহেব বলেছেন- এটা যিকিরের বরকত, যার দ্বারা মনে প্রশান্তি আসবে। এখন

www.islamfind.wordpress.com

আবার সেটা শুরু হয়েছে। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে সেই একই খুশবু পাচ্ছি। সুগন্ধিটা আশ্চর্য রকমের। আমি যদিও সেটাকে মনোযোগ দেই না কিন্তু একথা অবশ্যই সত্য যে, এর কারণে মনের মধ্যে প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্লেষণঃ এই বিষয়টি জানার এবং তাহকীক করার জন্য এতো অস্থির হওয়া কি জরুরি ছিল? এতে না কোনো ক্ষতি আছে না এটা কামাল বা বুযুর্গীর বিষয়। অতএব, এর অনুসন্ধানে দৌড়ানো নিছক বেহুদা ও অনর্থক বিষয়। যা বর্জন করা সুলূকের পথে প্রথম পদক্ষেপ।

গোস্‌সা বা রাগের এলাজ

হালঃ জরুরি আরয এই যে, নিজের নেক হালত ও বদ মেজাজের প্রতি আমার খুব খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেছে। কোনোভাবেই নিজের হালত এবং নিজের ইসলাহের ব্যাপারে শান্তি পাই না। মাঝে মাঝে কিছু কিছু লোকের শুধুমাত্র বদ দীনীর কারণে আমার এতো রাগ ও উগ্রতা সৃষ্টি হয় যে, আমি আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি। এরপর আমি খুব সংকল্প করি এবং খুব চেষ্টা করি আগামীতে যেন আর এরূপ না ঘটে, কিন্তু আবার যখনই এমন আসবাব ও কার্যকারণ সৃষ্টি হয়, আমার মেজাজ আবারও আগের মতো হয়ে যায়। আবারও যত্নের সাথে চেষ্টা করি এবং ভবিষ্যতের জন্য সংকল্প করি আল্লাহ্ না করুক কোনো অপদার্থ যদি আবারও একই রকম কিছু ঘটায় তাহলে খুব ধৈর্য্য ও সহনশীলতা দেখাব। কিন্তু আবারও ঘটে যায় উল্টো ব্যাপার, আমি হয়ে যাই মাগলূব এবং আমার দ্বারা কিছু না কিছু না-মুনাসিব হরকত বা অসঙ্গত আচরণ প্রকাশ পেয়েই যায়।

ঐ অবস্থায় বুঝতে পারি না যে, আমি কি করছি আর কি বলছি! পরে আফসোস হয়। তখন সময় ও সুযোগ বুঝে ক্ষতিপূরণটাও করে নেই, ক্ষমা চাওয়ার কাজ সেরে নেই যদি নিজের বাড়াবাড়ি বুঝতে পারি। তা না হলে নীরব থেকে যাই। পরে ঐ অনর্থক আচরণের কারণে আমার খুব কষ্ট হয় অথচ অন্যের উপর তার কিছুই প্রভাব পড়ে না। কেননা তাদের প্রকৃতি এইসবে অভ্যস্ত এবং এগুলিই তাদের সাধারণ রুচি। অথচ এতে আমার ভয়বহ কষ্ট হয় এবং আমি এহ্‌তেমাম ও সংকল্প করি যে, আর কখনোই এমন করব না। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। সেজন্য আমার নিজের কোনো কোনো হালতে এমন অনুভব হয় যে, আমার হালত কি তাহলে উলোট পালোট হয়ে গেল? যতক্ষণ ঐ অহেতুক

www.islamfind.wordpress.com

ব্যাপারগুলোর প্রভাব নিজের ভেতরে বিদ্যমান থাকে, নিজেকে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ মনে হয়। যদিও নামায, রোযা ও অন্যান্য অযীফাসমূহ সবই আদায় করে নেই। কিন্তু এই অবস্থায় আমার আ'মাল লবণ ছাড়া তরকারীর মতো বিস্বাদ লাগে। যখন মুক্তমন নিয়ে ঝামেলাহীন অবস্থায় থাকি, তখন প্রচুর আমলের তাওফীক না হলেও এটা মনে হয় যে, সর্বদিক থেকে আমি পূর্ণতৃপ্ত ও আনন্দিত। মোটকথা, এরূপ স্থান ও কালে আমার কোনো হালতই নিজের চোখে ভালো মনে হয় না। উন্নতি তো দূরের কথা, অবস্থা বলার মতোই থাকে না। আমি এটাও বলতে পারি না যে, অবস্থা ভালো না মন্দ। সম্ভবত বিচক্ষণতার অভাবের কারণে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারি না।

তবে এটুকু বলতে পারি যে, ঐ ব্যাপারগুলো মন্দই এবং কারো বদ দীনী ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের কারণেই আমার মেজাজে রাগ ও উগ্রতা বেড়ে যায় এবং সহনশীলতা এত বেশি পরাজিত হয়ে যায়। যদিও পরবর্তীতে এই পরাজয়ের ভেতরে অসমিচীন কিছু বিষয় আরো বেড়ে যায় যেগুলোর ব্যাপারে আমার বিশেষ কোনো ধারণাও থাকে না। নিজের বাড়াবাড়ির ব্যাপারে কখনো বুঝি কখনো কখনো বুঝতে পারি না। যতক্ষণ পর্যন্ত মুআমালা পরিস্কার না হয়ে যায় ততক্ষণ কলবের মধ্যে বিরক্তিবোধ হতে থাকে এবং বিবেক আমাকে এই বলে দোষারোপ করতে থাকে যে, সব দোষ তোর এবং এই সবকিছুই তোর নফসের গোপন চক্রান্ত। নতুবা এতো ক্রোধ ও উগ্রতা তোর মধ্যে কেন সৃষ্টি হয়? এজন্য আমার নিজের ভালো-মন্দ যে কোনো হালত যখন যা বুঝে আসে হযরতকে বারবার জানাই। রোগের ব্যাপারে তো কেবল তখনই ধারণা পাই যখন কোনো ঘটনা ঘটে। নতুবা কিছুই বোঝা যায় না।

এজন্যই আশা করছি যে আমার খারাপ যে অবস্থাগুলো হযরতকে লিখে জানাই, দয়া করে বিশ্লেষণ পূর্বক আমার করনীয় জানিয়ে প্রশান্তির ব্যবস্থা করবেন। নইলে আমার নিজের অবস্থার কারণে কখনো কখনো খুব পেরেশান ও নিরাশ হয়ে যাই। অথবা এরূপ অবস্থার জন্য এমন কোনো তদবীর জানাবেন যাতে ঐ জ্বলন্ত অবস্থায় শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত থাকতে পারি এবং যেন নিছক আবেগের অনুগত না হয়ে যাই বরং পরিপূর্ণ হুঁস-জ্ঞান ঠিক রাখতে পারি। আমার নিজ হালতের বিচারে আমি নিজেকে একজন নিম্ন স্তরের মুবতাদীর চেয়েও অধম মনে করি। দুআ এবং দাওয়া দ্বারা পূর্ণ প্রশান্তি ও ইসলাহ দান করুন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ আমি নিজে হুবহু একই রোগে আক্রান্ত। যদিও পূর্বের চেয়ে কম। সুতরাং আমি নিজের জন্য যা পছন্দ করেছি আপনার জন্যও সেটাই নির্ধারণ করছি। এর উপর আমল করলে আশা করি মেজাজে ভারসাম্য এসে যাবে। সেটা এই যে, যথাসম্ভব সীমার মধ্যে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। এরপর যে ত্রুটি হয়ে যাবে শরীয়ত মতো ক্ষতিপূরণ ও ইস্তিগফার করতে হবে।

* * *

হালঃ আমি আমার উস্তাদের সঙ্গে মুলাকাত করার জন্য গিয়েছিলাম। এটা ছিল তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। সেখানে গিয়ে দেখলাম- একটি চৌকির উপর একা হযরত মাওলানা খানা খাচ্ছেন আর পাশেই আর একটি চৌকিতে অন্য এক ব্যক্তি বসে আছেন। আমি সালাম না দিয়েই অন্য চৌকিটির উপর গিয়ে বসে পড়লাম। উপস্থিত মৌলভী সাহেব আমার ব্যাপারে উনার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এ কে? হযরত মাওলানা জবাব দিলেন- চরথাওলে বসবাসকারী এক ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নকারী ব্যক্তি আক্রমনাত্মক ভঙ্গিতে বলে বসলেন- সালাম দেওয়া কি তাসাওউফের পরিপন্থী? আমি একদম চুপচাপ বসে থাকলাম। খানা খাওয়া শেষ হলে আমি উঠে গিয়ে সালাম, মুসাফাহ করে উস্তাদ যে চৌকিতে বসা ছিলেন সেটাতেই বসে পড়লাম। এরপর হুযূরের (উস্তাদের) কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলাম। রমযানুল মোবারকে কোথায় ছিলেন ইত্যাদি বিষয়ে দশ-বারো মিনিট পর্যন্ত কথাবার্তা হল। এরপর উপস্থিত সেই ব্যক্তি আমার ব্যাপারে আপত্তি উঠালেন এবং আমার হুযূরকে সম্বোধন করে খুব রাগের সাথে বলতে লাগলেন- কি ব্যাপার মৌলভী সাহেব! এটা কোন হাদীসে আছে যে প্রবেশ করে উনি সালাম দিলেন না? হাদীসে তো দরস তাদরীসে মশগুল ব্যক্তিকে সালাম না দেওয়া উচিৎ বলা আছে, কিন্তু খানেওয়ালাকে সালাম দেওয়ার ব্যাপারে তো কোথাও নিষেধাজ্ঞা আসে নি। এটা কেমন সুফীগিরী? হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানুভীর দিকে ইনাকে নিসবত করা হয়, তাঁর মুরীদ বলা হয় এবং সেখানের তা'লীম প্রাপ্ত, তারপরও সুন্নাত তরক করে। আসলে এরা হযরত মাওলানা থানভীর বদনাম ছড়ায়। এই ধরনের বহু কথা তিনি আমার হুযূরকে খেতাব করে খুব ক্রোধ ও উগ্রতা নিয়ে বললেন এবং অনেক সময় ধরে বলতে থাকলেন। যেসব কথা শুনে আমি চুপচাপ বসে থাকলাম। কিছুই বললাম না। বরং হেসে হেসে পার করে দিলাম।

www.islamfind.wordpress.com

অবশ্য মনের মধ্যে একথা এসেছিল যে, ঐ হযরতের এত কথা বলার কি অধিকার আছে, সেটাও এত উগ্রভাবে। অথচ তার সঙ্গে আমার এত ঘনিষ্টতা নেই যার আলোকে এসব কথা বলা যায়। সামান্য জানা চেনার পরিচয়। মনের মধ্যে অনেক কথা থাকলেও মুখ থেকে তখন পর্যন্ত আমি একটি শব্দও বের করি নি। তাছাড়া আমার উস্তাদও শুনে খামোশ হয়ে বসেছিলেন। কিছুই বলেন নি। যখন ঐলোক কথা শেষ করলেন, তখন হুযূর আমার সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন এবং আমিও তাঁর দিকে মনোযোগী হয়ে তাঁর কথার জবাব দিতে থাকলাম। যেহেতু আমার সঙ্গে হুযূরের খুব বে-তাকাল্লুফ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল তাই তিনি এক পর্যায়ে মজা (কৌতুক) করে বলে ফেললেন- তুমি আমার কলিজায় লাগলে না কেন? (মুআনাকা করলে না কেন?) তুমি যদি আমার কলিজার সঙ্গে লাগতে তাহলে তো আমার কলবের মধ্যে নূর পয়দা হয়ে যেত। আমি বললাম- মুআনাকা করা নিঃসন্দেহে সুন্নত এবং বরকতের কারণ কিন্তু এতে কলবের মধ্যে নূর তো পয়দা হয় না।

একথায় সেই ব্যক্তি আবার ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন- অবশ্যই নূর পয়দা হয়। এরপর আমার মনের ভেতরও পরিবর্তন এসে গেল। আমিও খুব রাগের সঙ্গে বললাম যে, আমি আপনার কাছে আসি নি এবং আমি আপনার সঙ্গে কথাও বলছি না। আপনি কেন আমাদের কথার মধ্যে দখল দিচ্ছেন? তাছাড়া আপনি প্রথম থেকে অনেক কথাই বলেছেন, এতো কথা বলার আপনি কে? কি অধিকার আছে আপনার? আমি কি আপনার মুরীদ? আমি আপনার কাছে আমার ইসলাহের আবেদন করি নি। আপনি আমার পীর নন, ওস্তাদও নন। তাহলে কোন অধিকার বলে আপনি এসব কথা বলছেন? এটা কি মগের মুল্লুক? মান ইয়া না মান মাঁয় তেরা মেহমান? আমার এসব কথা শুনে তিনি ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। রাগের সঙ্গে চিৎকার করে বললেন- আমার অধিকার আছে। আপনিও মুমিন আমিও মুমিন। এক মুমিনকে অন্য মুমিন বলার অধিকার রাখে। আমি বললাম- আপনি কোন মুখে বলছেন? আপনার ভেতর দোষ-ত্রুটি নেই? আর সালাম দেওয়া ফরয নয় সুন্নত। একটি সুন্নত তো কি, না জানি কত কত সুন্নত আমাদের দ্বারা তরক হচ্ছে। বরং ফারায়েযও ছুটে যাচ্ছে কত তার কোনো হিসাব নেই। খানা খাওয়ার সময়ও সালাম না দেওয়া উচিৎ। জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ খানা গলায় আটকে যেতে পারে। তিনি বলতে লাগলেন- হাদীসে কোথায় আছে দেখাও। আমি বললাম- হাদীস দেখাতে পারব না তবে আমি শুনেছি। এরপর তিনি বললেন- ঠিক আছে আমি মেনে

www.islamfind.wordpress.com

নিলাম আপনার কথা। কিন্তু আমি তো খানা খাচ্ছিলাম না, আমাকে সালাম দিলেন না কেন? এ কথায় আমি খামোশ হয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে সেখানে হাজির হলেন হাফেজ...। তিনি জানতে চাইলেন কি হয়েছে? আমি আদ্যোপান্ত তাকে ঘটনা জানালাম। সব শুনে তিনিও আমার পক্ষে কথা বললেন। তখন তিনি বললেন- আপনিও ওনার পক্ষ নিলেন? এরপর বললেন- আমার তো শুধু ওনার হালত সম্পর্কে আন্দাজ করা দরকার ছিল, ব্যাস সেটা জেনে গেছি যে, উনার মধ্যে সহনশীলতা নেই। সামান্য একটু কথায় কি রকম রেগে আগুন হয়ে গেছেন। 'সূফী'র তো এমন হালত হওয়া উচিৎ যে, তার গায়ে যদি কেউ গু-মুত ঢেলে দেয় তবুও তার কিছু বলা উচিৎ নয়। এ কথার উপর হাফেজ... বললেন, তারও তো শোভা পায় না কারো গায়ে গু-মুত ঢেলে দেওয়া। আমি বললাম- দেখুন আমি সূফীগিরির দাবি করি নি। তাছাড়া আমার মধ্যে দোষ শুধু একটি নয় হাজার হাজার আছে।

হুযূরের কাছে আমি জানতে চাই, এখানে রাগ করা যদি আমার অন্যায় হয় তাহলে আমি তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব। তওবা করব এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকব। হুযূরের হুকুমের প্রতীক্ষায় আছি। যেমন বলবেন ইনশাআল্লাহ্ জান-প্রাণ দিয়ে আমল করব।

বিশ্লেষণঃ এখানে কয়েকটি বিষয় আছে। একটি মূল কাহিনী। সে কাহিনীতে এতোটুকু তিনি সত্য বলেছেন যে, আমি তো খানা খাচ্ছিলাম না, আমাকে সালাম দিতেন। এছাড়া অন্য সব কথাই ফালতু। আর আপনি এতটুকু সঠিক বলেছেন যে, রাগ ও উগ্রতার সঙ্গে বলার কোনো অধিকার আপনার নেই। কেননা একজন মুমিন অন্যকে যে নসীহত করে তার আদব এটা নয়। কঠোর ভাষায় বলার অধিকার শুধুমাত্র বড়দের। যেই বড়ত্ব এখতিয়ারী বা এখতেরারী নিয়মের কারণে হতে পারে (যেমন পীর মুর্শিদ, উস্তাদ বা দ্বীনি মুরব্বি) অথবা তাদের বড়ত্ব কোনো গায়রে এখতিয়ারী কারণে হতে পারে। (যেমন পিতামাতা ও অন্যান্য মুরব্বি আত্মীয়গণ) এছাড়া আপনার অন্য কথাগুলো ফালতু বা ফুযূল। দ্বিতীয় বিষয় কথার তরয তরীকা (ভাবভঙ্গি) এক্ষেত্রে উভয়ের ভঙ্গিই ত্রুটিপূর্ণ, তবে তিনি সূচনাকারী, সে কারণে "সূচনাকারী অধিক জালিম" নীতির আলোকে তিনিই দোষী এবং "অন্যায়ের প্রতিদান অনুরূপ অন্যায়" নিয়মের ভিত্তিতে আপনি নির্দোষ যদি সীমালঙ্ঘন না হয়ে থাকে। নতুবা (অর্থাৎ যদি সীমালঙ্ঘন হয়ে থাকে) তবে সেই অতিরিক্ত অংশের দোষ ও দায় আপনার। তৃতীয় যতগুলো অনর্থক কথা হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা

www.islamfind.wordpress.com

প্রার্থনা করতে হবে। মূল কাহিনীর ভ্রান্তি যা আছে তা হক্কুল্লাহ, তাঁর কাছে ইস্তিগফার করতে হবে। ক্রোধ ও কষ্ট দেওয়ার যতটুকু অংশ আছে তার মধ্যে যদি সীমালঙ্ঘন হয়ে থাকে তবে সেটা হক্কুল ইবাদ। হক্কওয়ালার কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরি। যদি সীমালঙ্ঘন না থাকে তবে সেখানে কোনো গুনাহ্ নেই। এবার আপনি হিসাব নিজের সাথে মিলিয়ে নিন।

* * *

হালঃ অন্যদের সামান্য সামান্য কথা ও আচরণে জ্বলে উঠা এবং অপছন্দ করার ঘটনা আমার দ্বারা খুব ঘটে। নিজেকে অনেক নিয়ন্ত্রণ করি এবং সোজাসুজি কাউকে মন্দ বলি না এবং ঝগড়াও করি না। কিন্তু তারপরও এমন শব্দ ও এমন ভাব-ভঙ্গি হয়ে যায়, যা অন্যের জন্য অসহ্য। এটা বেশিরভাগ তখন হয় যখন কেউ হক নষ্ট করে অথবা কেউ যখন হক পছন্দ না করে অথবা উস্কানিমূলক অথবা অহঙ্কারীসূলভ কথা বলে। এরূপ অবস্থায় নম্রতার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলা এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির সমালোচনা না করা আমার জন্য দুরূহ হয়ে যায়। বেশিরভাগ সময় তওবা করতে থাকি, এর সুফল হিসাবে অন্যান্য গুনাহ্ও কমে যাচ্ছে বোধ হয়। সমস্যা এটাই যে স্থির থাকতে পারি না। আমি দুআ করি 'হে আল্লাহ্! আমি খুব দুর্বল, আমার দুর্বলতাকে দূর করে তোমার সন্তুষ্টির কাজে শক্তিশালী করে দাও এবং আমাকে ধরে কল্যাণের কাজে লাগিয়ে দাও।' হুযূরও আমার জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ দুআ করছি। আপনি নিজেও একটু চেষ্টা করুন এইভাবে যে ঐ চাহিদার বিরোধিতা করুন তাকাল্লুফ করে হলেও। যখন ত্রুটি হয়ে যাবে ইস্তিগফার করুন। আর যদি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে কোনো বাড়াবাড়ি ও শরীয়তের সীমালঙ্ঘন হয়ে যায় তাহলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবেন। কিছুদিন এইভাবে করলে ইসলাহ হয়ে যাবে।

* * *

হালঃ 'তাহযীবুস সালিকীন' পড়ছি। তাতে মনে হয় তাকাব্বুর, হাসাদ আমার মধ্যে নেই।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্।

হালঃ অবশ্য গোস্সা আছে বলে মনে হয়। আর সেটাও অন্যায়ভাবে হয় না। যদি আমার অন্যায় হয়, কারো প্রতি জুলুম ও বাড়াবাড়ি হয় তাহলে কেউ চাই

www.islamfind.wordpress.com

যতই গালমন্দ করুক আমার তাতে রাগ হয় না। কিন্তু অকারণে কেউ গালমন্দ করলে অবশ্যই রাগ হয়ে যায়। এই হল আমার দোষ, যা সোজাসোজি লিখে দিলাম।

বিশ্লেষণঃ এটা দোষ নয়। তবে এই রেগে যাওয়ার প্রবণতাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

হালঃ দুনিয়াবি কাজের মধ্যে কখনো কখনো রিয়া হয়ে যাচ্ছে। যেমন কৃষি কাজ করতে গিয়ে মনে হল এমনভাবে কাজ কর যেন লোকে বোঝে যে বিরাট শক্তিশালী। কিন্তু দীনি কাজে এরূপ হয় না।

বিশ্লেষণঃ এটাও খারাপ। 'রিয়া ফিদ্দীন' থেকে (দীনি কাজের রিয়া থেকে) কম। কিন্তু এটাকেও নির্মূল করা জরুরি।

* * *

হালঃ পূর্বে হযরতের খিদমতে একটি চিঠি লিখেছিলাম, তার জবাবে হযরত প্রশ্ন করেছেন যে, শুধুই রাগ হয় নাকি তার চাহিদা মতো আমলও, যদি চাহিদা মতো আমলও হয় তাহলে কি কি আমল হয় এবং রাগ ও তার চাহিদা মতো আমল এখতিয়ারী না গায়রে এখতিয়ারী, নাকি একটি এখতিয়ারী অন্যটি গায়রে এখতিয়ারী। রাগ নিজে গায়রে এখতিয়ারী কিন্তু তার চাহিদা মতো আমল করা এখতিয়ারী।

বিশ্লেষণঃ যখন এখতিয়ারী তাহলে তা বর্জন করাটাও এখতিয়ারী। আর এখতিয়ারী বিষয়ের এলাজ এখতিয়ার প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাতে তাকাল্লুফ ও কষ্ট হলেও একমাত্র চিকিৎসা এটাই। এই প্রয়োগ বারবার ও অব্যহতভাবে করলে ঐ চাহিদা ধীরে ধীরে দুর্বল অতঃপর নির্বাপিত হয়ে যায়। অতঃপর বর্জন করতে অধিক কষ্ট করতে হয় না। অবশ্য ঐ এখতিয়ার প্রয়োগ করতে গেলে কিছুটা কষ্ট হতেও পারে। সেই কষ্টকে সহজ করার জন্য কিছু তদবীরের প্রয়োজন পড়ে। সেগুলো এই- (১) রাগের সময় সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে সরে যাওয়া। (২) আউযুবিল্লাহ্ পড়া (৩) পানি পান করা (৪) সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাজে লেগে যাওয়া। (৫) আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমতাবান হওয়া, নিজে গুনাহ্গার হওয়া, আযাবের ভীতি, ক্ষমাশীলতা আল্লাহ্র পছন্দনীয় ইত্যাদি বিষয় গভীর ভাবে স্মরণ করে মাগযূব (যার উপর রাগ) কে ক্ষমা করে দেওয়া।

* * *

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আমার একটি রোগ হল রাগ। যাদের সঙ্গে সবসময় উঠা-বসা ও চলা-ফেরা তাদের ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ভীষণ রাগ হয়ে যায়। অথচ পরবর্তীতে লজ্জা লাগে, অনুশোচনা করতে হয়। মাঝে মাঝে এর কারণে নামাযেও মন বসে না। মেহেরবানী করে মুক্তির উপায় জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ যখন রাগ হবে তখন নিচের ব্যাপারগুলির অনুসরণ করুন।

১। ভাবুন যে, আমি নিজেও অপরাধী আল্লাহ্‌র কাছে। তিনিও যদি আমার উপর রেগে যান তাহলে আমার কি হবে?
২। আমি যদি একে মাফ করে দেই তাহলে আল্লাহ্ তাআলাও আমাকে মাফ করে দিবেন।
৩। তখন বেকার না থেকে সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে যাবেন। বিশেষত কিতাব মুতালাআয়।
৪। সেই স্থান ত্যাগ করবেন।
৫। বেশি বেশি আউযুবিল্লাহ্ পড়বেন।
৬। পানি পান করবেন।
৭। অযূ করে নেবেন।

* * *

হালঃ আমার স্বভাব ও প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র। অন্যের কথা, কাজ আমার পছন্দের বাইরে গেলে এবং উর্দু ভাষারীতির আলোকে অথবা হস্তাক্ষরের নিয়মের আলোকে অন্যের কথায় ও লেখাস ভুল পেলে আমি নিরব থাকতেই পারি না। মূর্খ লোকের মুখ থেকে শোনার সাথে সাথেই অনেক সময় সংশোধনের ইচ্ছায় তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে ভুল শব্দ সংশোধন করে দেই, যা অনেক সময়ই তাদের ভালো লাগে না। এছাড়া থানা ভবনের শিক্ষা হিসেবে নিয়ম ও রীতি বিরুদ্ধ বিষয় দেখলেও আমার স্বভাব পেরেশান হয়ে উঠে। কি যে করব বুঝতে পারি না! উক্ত ব্যাপারগুলো যদি দোষণীয় হয় তাহলে জানাবেন এবং এগুলো থেকে বাঁচার উপায়ও জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ মুবতাদীর (প্রাথমিক সালিকের) জন্য সংশোধনীর কাজটি ক্ষতিকর। কারণ সীমার মধ্যে থাকার কঠোর নিয়ম ও বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে সে সক্ষম নয়। তাছাড়া মানুষকে শেখানো তার (ডিউটি) কাজ নয়। ফলে নফসানি প্রতিশোধ প্রবৃত্তি থেকে সে মুক্ত থাকতে পারবে না। অতএব তার জন্য সবর বাধ্যতামূলক। সেটা যদি কঠিন হয় তাহলে নিজের দোষ-ত্রুটির

www.islamfind.wordpress.com

কথা স্মরণ করা এবং রাগের স্থান থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিৎ। তাহলে এগুলো তাকে উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা দিবে। দুআ ও কান্নাকাটিতে মনোযোগী হবে। ইনশাআল্লাহ্ তাহলেই মুক্তি মিলবে।

* * *

হালঃ বান্দা হাকীর (অধম বান্দা) নিজের ভেতর রাগ ও ক্রোধের ব্যাধি বিদ্যমান পাচ্ছে। অর্থাৎ যখনই স্বভাবের বিরোধী কোনো কথা বা কাজ কারো দ্বারা প্রকাশ পায়, তখনই আমার প্রকৃতি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এই রাগ প্রকাশের সময় এর ক্ষতি ও অশুভ পরিণতির কথা দৃষ্টির সামনে থাকে না।

বিশ্লেষণঃ এলাজ বিপরীতমুখী বিষয় দ্বারা করতে হবে। ভুলে যাওয়ার এলাজ মনে করা। এক টুকরা কাগজে ক্ষতিগুলো লিখে নিজের কাছে রাখবেন। পকেটের মধ্যে হোক বা তাবিজের মতো বাহুতে বেঁধে রেখে হোক। রাগের সময় মনে আসা বা স্মরণ করা সহজ হবে।

রিয়ার ওয়াসওয়াসার এলাজ

হালঃ কিছু মানুষ আমার কুরআন হিফ্জ করার ব্যাপারটি জেনে প্রশংসা করেছে। এতে দেখলাম নফসের মধ্যে এক ধরনের প্রফুল্লতা বোধ হচ্ছে। এ কারণে আমার খুলূছে নিয়তের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে এবং ইচ্ছা হচ্ছে যে পূর্ণ ইখলাস তৈরি না হওয়া পর্যন্ত হিফযে কুরআনের আমল মূলতবী করে দিব। তবে হযরতের নির্দেশ ও পরামর্শ যেভাবে হবে আমল সেভাবেই করব।

বিশ্লেষণঃ কক্ষনো এরকম করবেন না। প্রফুল্লতার কারণে নিয়তের মধ্যে ইখলাস না থাকার সন্দেহ করাটাই ভুল। নতুবা যে কোনো নেক আমল ছুটিয়ে দেওয়ার জন্য শয়তানের হাতে বিরাট অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। লোকদের দিয়ে প্রশংসা করিয়ে আপনাকে সন্দেহে ফেলে দিবে। তাতে আপনি আমল ছেড়ে দিবেন। বুযুর্গানে দীন বলেন- যেমনিভাবে 'আমল লিল খল্ক' (মাখলুকের জন্য আমল করা) রিয়া, 'তরকে আমল লিল খল্ক' (মাখলুকের জন্য আমল বর্জন করা)ও রিয়া।

* * *

হালঃ নামাযে এবং সকল নেক কাজে অধমের খুব ওয়াস্ওয়াসা হয়। বিশেষত নামায আদায়ের সময় এই খেয়াল আসে যে, তোকে অমুক অমুক দেখছে, ফলে তোর এই কাজ রিয়ার অন্তর্ভূক্ত। যা আমাকে ফরজ নামায ছাড়া বেশিরভাগ নেক কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছে। এলাজ জানতে চাই।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৪৩৯

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ শুধু কারো দেখার কারণে তো রিয়া হয় না। যতক্ষণ আমলকারী নিজে দেখানোর নিয়ত না করবে। এছাড়া লক্ষণীয় বিষয় হল যে, নিয়ত বা ইচ্ছা হল এখতিয়ারী আমল। দিলের মধ্যে শুধুমাত্র অনিচ্ছাকৃত দেখানোর খেয়াল আসাটা ইচ্ছা নয়। এই বিষয়ক সহীহ ইল্‌মটাও উক্ত খেয়ালের এলাজ। আর ঐ খেয়ালের চাহিদা মতো আমল না করা অর্থাৎ ইবাদত তরক না করা উক্ত এলাজকে পূর্ণতা দানকারী।

* * *

হালঃ কখনো যিকির করার সময় এরূপ খেয়াল আসে যে, কেউ শুনলে প্রশংসা করবে।

বিশ্লেষণঃ শোনানোর ইচ্ছা ও সংকল্প যদি না হয়, তাহলে ক্ষতি নেই।

হালঃ মুখের উপর কেউ প্রশংসা করলে ভালো লাগে। এর এলাজ কি?

বিশ্লেষণঃ এই ভালো লাগাকে যদি মন্দ ও দোষণীয় মনে করেন, তাহলে ক্ষতি নেই।

* * *

হালঃ কোনো নফল ইবাদত অথবা কোনো ভালো কাজ করতে পারলে দিলের মধ্যে প্রসন্নতা-প্রফুল্লতা তৈরি হওয়া এবং অন্য লোকদের জানার কারণে তার চেয়ে বেশি সুখানুভূতি হওয়া নিশ্চয়ই গায়রে এখতিয়ারী বিষয়। কিন্তু তাবলীগে দীনের নিম্ন ইবারত পড়ে আমি ধোকায় পড়ে গিয়েছিলাম- "আর এর চেয়েও অধিক সুপ্ত রিয়া এই যে, কারোর উপস্থিতির কারণে প্রসন্নতায়ও বৃদ্ধি ঘটে না কিন্তু ইবাদতের মাঝে অথবা ফারেগ হওয়ার পর যদি কেউ এই ইবাদতের কথা জেনে ফেলে তাহলে তার অন্তরে এক ধরনের প্রফুল্লতা ও আনন্দ তৈরি হয়ে যায়। এতে বোঝা গেল যে, দিলের মধ্যে রিয়া এমনভাবে সুপ্ত ও গুপ্ত হয়ে আছে, যেমন ছাই এর ভেতর আগুন থাকে। অন্যদের জানার কারণে এজন্যই তো সুখানুভূতি সৃষ্টি হয়।"

বিশ্লেষণঃ এখানে ঐ প্রসন্নতাকে রিয়া বলা হয় নি, এটাকে রিয়া'র আলামত বলা হয়েছে। আবার আলামতটাও রিয়ার মূল উপাদানের। যার জন্য জবাবদিহিতা নেই।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৪৪০

www.islamfind.wordpress.com

খাহেশে নফ্সানীর প্রবল হয়ে উঠার এলাজ

হালঃ মাঝে মাঝে খাহেশে নফ্সানীর আকর্ষণ প্রবল হয়ে উঠে। এবং এর মধ্যে কিছুটা নিমগ্নতা তৈরি হয়ে যায়। যতই চাই যে এমন যেন না হয় কিন্তু কখনো কখনো কিছুটা ওয়াস্ওয়াসা সৃষ্টি হয়ে নিমগ্নতা এসে যায়। কিন্তু পরে খুব পেরেশান ও অস্থির হয়ে যাই। এবং যতক্ষণ তার প্রভাব থাকে ততক্ষণ আমালের মধ্যে এক রকমের বিস্বাদ বোধ হতে থাকে। খাহেশে নফসানিয়ার স্বভাবগত আকর্ষণেও কি জবাবদিহি করতে হবে? এটাকে তো গায়রে এখতিয়ারী বোধ হয়। স্বভাবগত অলসতা অথবা পারিপার্শিকতার কারণে নিমগ্নতা সৃষ্টি হয়। সম্ভবত সকলেরই কিছু না কিছু এরূপ হয়ে থাকে। এই ধরনের ওয়াস্ওয়াসা কখনো এতো প্রবল হয় নি যে, আমি সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে গেছি।

কিন্তু দৈহিক দুর্বলতা যত বাড়ছে খাহেশে নফসানীয়ার ওয়াস্ওয়াসা ততই প্রবল রূপ নিচ্ছে। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও কখনো কখনো দীর্ঘ হয়। দূর হয়ে যাবার পর দিলের মধ্যে সংকোচ ও পেরেশানি সৃষ্টি হয়ে যায়। যতক্ষণ এর প্রভাব স্থায়ী থাকে স্বভাব প্রকৃতির স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না। এমনিভাবে যখন কোনো মন্দগুণ প্রবল হয়ে উঠে তো দিলের ভেতর অন্ধকার বোধ হয়। যতক্ষণ যিকির গালিব না হয় অথবা ঐ খেয়াল সম্পূর্ণ নির্মূল না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কলবের নূরানিয়াত ও স্বতঃস্ফূর্তভাব পাওয়া যায় না। এই ধরনের সিফাতে যামীমা (মন্দ ও দোষণীয় স্বভাব) গালিব ও প্রবল হয়ে উঠার কারণে সৃষ্ট গাফলতও কি বাতেনের জন্য ক্ষতিকর? আশা করি পূর্ণাঙ্গ সান্ত্বনার ব্যবস্থা করবেন।

বিশ্লেষণঃ গায়রে এখতিয়ারী বিধায় বিন্দুমাত্রও ক্ষতিকর নয়। তবে নির্দিষ্ট কারো সম্পর্কে মনের মধ্যে কল্পনা করা যাবে না, অনিচ্ছাকৃতভাবে যেটা এসে যায় সেটাকে ধরে রাখা যাবে না।

হালঃ শাহ্ওয়াত প্রবল হয়ে উঠলে ভাবি যে, কোনো একটা উপায় তৈরি হলে বিবাহ করে নেওয়া যেত। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতার দিকে তাকালে আর সাহস হয় না। মনে হয় যে, শরীর ও স্বাস্থ্যই যেহেতু ঠিক নেই, বিবাহের চিন্তা অমূলক। আবার যামানার দিকে লক্ষ্য করলে বুঝি যে, আমার মতো এমন হত দরিদ্রের বিবাহ হওয়াও খুবই কঠিন।

বিশ্লেষণঃ এটা ছাড়াও আমার আশঙ্কা হয় যে, বিবাহের কারণে দুর্বলতা আরো বেড়ে যেতে পারে এবং তাতে আরো মারাত্মক সমস্যা তৈরি হতে পারে।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ যাই হোক, যখন থেকে শরীর বেশি দুর্বল হয়ে গেছে, তখন থেকে প্রায়ই এই সব ভাবনা কষ্ট দেয় এবং নফসের মধ্যে এক রকম মগ্নতা তৈরি হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গাফলাত ও উদাসীনতা এসে যায়। যদিও তওবা ও ইস্তিগফার করা হয়। আর সেটা প্রবল হয়ে উঠার কারণ আমার কমবুদ্ধিতে এই যে, পূর্বে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্নতার কারণে ঐ বিষয়গুলো মাগলূব ও পরাভূত হয়ে ছিল। আবার হঠাৎ কখনো গালিব ও প্রবল হলেও অতি দ্রুত দূর হয়ে যেত। এখন হৃদয় ও মস্তিষ্কের দুর্বলতার কারণে যিকির ফিকিরে অধিক ব্যস্ত থাকা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় এই ধরনের ওয়াস্‌ওয়াসার প্রবণতা কখনো কখনো খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে। আমার অসম্পূর্ণ বুদ্ধিতে যা বুঝে এসেছিল নিজের ব্যাধি সম্পর্কে হযরতকে তা জানিয়ে দিলাম। আমার সামগ্রিক হালতের বিবেচনা করে মেহেরবানী করে পূর্ণাঙ্গ প্রশান্তির ব্যবস্থা করবেন।

বিশ্লেষণঃ ভালো কথা, ব্যস্ততা তো এখনো আছে। অবশ্য ব্যস্ততার ধরণ পাল্টে গেছে। পূর্বে যিকির নিয়ে ব্যস্ততা ছিল আর এখন ফিকির কেন্দ্রিক ব্যস্ততা। কিন্তু পূর্বে শারীরিক শক্তির কারণে প্রতিরোধ করা সহজ ছিল আর এখন শারীরিক দুর্বলতার কারণে প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়ে গেছে।

এক চিকিৎসকের চিঠিঃ এক যুবতী স্ত্রীর চিকিৎসা শুরু হল। প্রয়োজনে অন্দর মহলে যেতে হল। বাড়ি ছিল খুবই জৌলুসপূর্ণ আলিশান। আমার নিজের ঘর-দুয়ার ভালো নয় বলে এসব দেখে ভেতরে খুব কষ্ট হতে থাকল। তবে এসবের ক্ষণস্থায়িত্বের কথা ভেবে মনকে বুঝিয়ে শান্ত করলাম। কিন্তু এরপরও কলবের মধ্যে সীমাহীন অস্থিরতা আমাকে কাবু করে রাখল। চিন্তা করে প্রতীয়মান হল যে, ওটা ছিল এলতেফাত বা রোগীনীর প্রতি মনোযোগ। আমি ইচ্ছাপূর্বক ঘর-বাড়ির দিকে তাকাচ্ছিলাম না, অনবরত যিকিরে রত থাকছিলাম। কিন্তু সেই অস্থিরতা অবিরাম চলতেই থাকল। একবার মনে হল এইখানে চিকিৎসার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে দেই কিন্তু তাতে রোগীনীর বিপদের আশঙ্কা ছিল। ফলে খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। অবশেষে জঙ্গলে গিয়ে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে দুআ করলাম ইলাহী! এখন আর তদবীরে কাজ চলছে না, আপনার রহমত জরুরি। আলহামদুলিল্লাহ্ ঐ আতঙ্ক কমতে শুরু হল এমনকি এক সময় একদম দূর হয়ে গেলো। এরপর না বাড়ির দিকে আকর্ষণ হল, না বাড়িওয়ালীর দিকে। নিবেদন এই যে, এখানে তো ঐ বালা থেকে নাজাত পেয়ে গেলাম, আগামীতে কর্ম পদ্ধতি কিরূপ হবে? যেন এই ধরনের কাহিনী না ঘটে।

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৪৪২

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ আপনার আলোচিত স্থান ও পরিস্থিতির প্রভাবে পড়ে যাওয়ার মূল উৎস ও কারণ আপনার কলব ও দেমাগ, হৃদয় ও মস্তিষ্কের সৃষ্টিগত বিশেষ কাঠামো। যার পরিবর্তন প্রায়ই অসম্ভব। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছু দুর্বলতা। যার নিরাময় চিকিৎসার মাধ্যমে করা সম্ভব। তাতে আপনার প্রভাবিত হওয়ার রোগ কমে যাবে। কিন্তু মূলটা থেকেই যাবে। যার এলাজ এই মুজাহাদা ও কান্নাকাটি। এরূপ যখন ঘটবে তখন এটাই করবেন। অবশ্য শুধু দুআর দ্বারা অলৌকিকভাবে নির্মূল হয়ে যেতে পারে।

মন্দ ধারণার এলাজ

হালঃ মাঝে মাঝে অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারে অন্যদের প্রতি খারাপ ধারণা এসে যায় কিন্তু সেটাকে দিল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে থাকি।

বিশ্লেষণঃ তাড়ানোর পাশাপাশি এটাও জরুরি যে, কারো কাছে ঐ ধারণার কথা প্রকাশ করবেন না।

ইসরাফ ও অপচয়ের এলাজ

হালঃ বান্দার মধ্যে ইসরাফ ও অপচয়ের রোগ রয়েছে। এর চিকিৎসা জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ খরচের পূর্বে দুটি বিষয়কে জোড়ালো বিবেচনায় রাখবেন। প্রথমে ভাববেন যে, এইখানে খরচ না করলে কোনো ক্ষতি হবে কিনা। যদি ক্ষতি না হয় তাহলে ঐ খরচ ত্যাগ করুন। যদি ক্ষতি মনে হয় তাহলে ভালো কোনো অভিজ্ঞ লোকের সঙ্গে পরামর্শ করুন যে এই খরচ শোভনীয় না অশোভনীয়, অতঃপর তার কথামতো কাজ করুন।

বুখল ও কৃপণতার ওয়াস্‌ওয়াসার এলাজ

হালঃ মৌলভী... মাদ্রাজী, যিনি আজ এখান থেকে চলে যাচ্ছেন, গতকাল আমি তাকে পীর ভাই হিসেবে এবং আমার প্রতি তার মহব্বতের কারণে একটি সুন্দর সুরমাদানী হাদিয়া দিয়েছি।

বিশ্লেষণঃ দেওয়া এবং নেওয়ার পূর্বে উভয়েরই আমার মত নেওয়া শোভনীয় ছিল। তাকেও এ বিষয়টি জানিয়ে দিবেন, আগামীতে যেন লক্ষ্য রাখেন।

হালঃ দেওয়ার সময় তো খুশি লেগেছিল কিন্তু পরে দিলের মধ্যে সংকীর্ণতা বোধ হচ্ছে। অথচ এর পূর্বের কয়েক বছরের হালত ছিল এই যে, কাউকে

www.islamfind.wordpress.com

কিছু দিলে আমার নফ্স খুশী হত। তাহলে কি নফসের বর্তমান সংকীর্ণতা বুখলের আলামত? যদি তাই হয় তাহলে আমার এই দারিদ্রের সময়ে এর এলাজ কি হবে? নাকি এই সংকীর্ণতা বিশেষ কোনো বিষয় বা বিশেষ কোনো হালতের কারণে হয়েছে?

বিশ্লেষণঃ এটা সর্বদাই কৃপণতার আলামত নয়। কখনো কোনো বস্তু হাত ছাড়া হওয়ার পর তার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় এরূপ হয়ে থাকে। যা দোষণীয় নয়। আর যদি কখনো এর কারণ কৃপণতাও হয় তো খোদ কৃপণতা নিন্দনীয় নয়। কারণ এটা অপারগতার ব্যাপার (এখতিয়ারী নয়)। এর চাহিদার উপর আমল করা (বিভিন্ন স্তর হিসেবে) দোষণীয়। কখনো কখনো আল্লাহ্ তাআলার হেকমত এটাই কামনা করে। কেননা নফসের অপছন্দনীয় এই টানাটানিতে সবর করা মুজাহাদা। এতে অভাব ও অস্বচ্ছলতার উপর সবর হয় যেটা তরীকতের পথে মূল উপকারী বিষয়।

নেয়ামতের না শুকরীর এলাজ

হালঃ নিবেদন এই যে, আপনার গোলামের মারাত্মক একটি রোগ হয়েছে। সেটা এই যে, গোলামের কাছে নানা রকমের পোশাক বিদ্যমান (আল্লাহ্র শোকর) থাকা সত্ত্বেও যখনই কারোর ভালো পোশাক দেখতে পাই তো দিলের ভেতর বারবার এই ভাবনা আসতে থাকে যে, আমাকে ঐ রকম পোশাক অবশ্যই ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যান্য বস্তুর মধ্যেও এই ধরনের চিন্তা আসে। যদি সেটা পাওয়া যায় তবে না নিয়ে কোনো উপায় থাকে না। ঘটনাক্রমে যদি প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকে তাহলে শুধু এই না থাকাটাই আমাকে তখন ঠেকিয়ে রাখে। সবচেয়ে বড় দোষ হল অন্যের উত্তম জিনিষ বিশেষ করে পোশাক দেখে নিজের পোশাককে বাজে মনে হয়। যেটা খুবই খরতনাক ব্যাপার। মেহেরবানী করে গোলামের এলাজের ব্যবস্থা জানাবেন এবং দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ সত্যিই খতরনাক ব্যাপার। এর এলাজ দুইটি। একটি ইল্মী ও একটি আমলী। ইল্মী এলাজ এই যে, নিজের গুনাহ্ সমূহকে স্মরণ করে চিন্তা করবেন যে, আমি তো এই পোশাকগুলোরও বরং কোনো ধরনের নেয়ামতেরই উপযুক্ত নই। এটা আল্লাহ্ তাআলার নিছক দয়া যে, এমন অযোগ্য মানুষকেও এতো নেয়ামত দেওয়া হয়েছে। এটা বারবার চিন্তা করতে হবে। আর আমলী এলাজ এই যে, বিদ্যমান পোশাকসমূহের মধ্যে যেটা সবচেয়ে নিম্নমানের সেটা ব্যবহার করবেন। যখন নতুন কোনো পোশাক

www.islamfind.wordpress.com

বানানোর প্রয়োজন হবে তখন সেই সময়ের হালত ও কাইফিয়াত জানিয়ে এই চিঠিসহ মশওয়ারা করে নিবেন।

দোষণীয় আখলাকের ইমালা ও ইযালা সম্পর্কে আম্বিয়া ও গায়রে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মাঝে পার্থক্য

* ইমালাঃ স্বভাবের গতি ঘুরিয়ে দেওয়া
* ইযালাঃ স্বভাবকে নির্মূল করা।

প্রশ্নঃ রিয়াযাত (শারীরিক, মানসিক কসরত) ও শায়েখে কামেলের সোহবতের দ্বারা আখলাকে মাযমূমার পবিত্রতা হাসিল হয়, এর ব্যাখ্যা কি? স্বভাবের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান ও বিবেকের ক্ষেত্রে তার অনুগত না হওয়া এবং তাকে প্রতিরোধের ক্ষমতা লাভ করা, এটাই কি উদ্দেশ্য?

জবাবঃ হাঁ।

প্রশ্নঃ নাকি আখলাকে মাযমূমার মূল্যোৎপাটিত হয়ে যাওয়া?

জবাবঃ না।

প্রশ্নঃ যদি স্বভাব প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান ও বিবেকের মাধ্যমে অনুগত না হওয়া এবং প্রতিহত করার ক্ষমতা পাওয়াই উদ্দেশ্য হয় তাহলে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ক্ষেত্রেও কি একই উদ্দেশ্য?

জবাবঃ যেহেতু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই ঐসব আখলাকে মাযমূমা বিদ্যমান থাকে না যেগুলোর চাহিদা সংকল্পের স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম। সেজন্য সেখানে ইসলাহের হাকীকত এটা নয়। ঐ হযরতগণ সালিহীন (সৎ, যোগ্য ও নেক্‌কার) হয়ে থাকেন, মুসলাহীন (সংশোধিত) হন না।

খিয়ালী যিনা (কাল্পনিক ব্যাভিচার) এর এলাজ

হালঃ একটি ব্যাপার এই যে, হযরত নিজেই নিজের মাওয়ায়েযের মধ্যে প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা বলে দিয়েছেন। কিন্তু আমার স্মরণশক্তি ও মস্তিষ্ক এত দুর্বল যে, পড়ি কিন্তু মনে থাকে না কি পড়েছি এবং (কিতাবের) কতদূর পড়েছি। এজন্য হুযূরের বক্তব্য মোতাবেক এক একটি রোগের এলাজ আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। প্রথম এই রোগের এলাজ জানতে চাই যে, সবসময় যিনার খাহেশ হয়। যেমন যেসব চেহারা পূর্ব থেকে চোখে এবং

www.islamfind.wordpress.com

মনের মধ্যে আছে, সেগুলো বের হয় না। আরো আকর্ষণীয় যে চেহারাগুলো চোখে পড়ে তাদের সঙ্গে যিনার কল্পনা হয় অথচ বাস্তবে তাদেরকে হাতে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু শয়তান কল্পনায় তাদের সঙ্গে যিনায় লিপ্ত করে দেয়। শয়তান বুঝ দেয় যে, এই চেহারাগুলোর সঙ্গে হারাম ব্যাভিচারের চিন্তা করো না। বরং এইভাবে কল্পনা কর যে, যদি আল্লাহ্ তাআলা ঐ আকর্ষণীয় চেহারার নারীদেরকে শরীয়তের বিধি মতো বৈধ পন্থায় তোমার হাতে দিয়ে দেন এবং তোমাকে বৈধ শক্তি দিয়ে দেন তবে তুমি কি করবে? তখন তুমি এই এই করবে। সুতরাং জায়েজ নিয়ন্ত্রণ কল্পনা করে কল্পনায় মজা নিতে থাক। এবার এর এলাজ আপনি যা বলবেন করব। পেরেশান হয়ে আছি। যদিও জানি এভাবে কল্পনায় যিনার স্বাদ নেওয়া রূহানী ও ইউনানী উভয় চিকিৎসা মতেই ক্ষতিকর। যদিও একথা জানাতে আমার ভীষণ লজ্জা করছে কিন্তু না জানিয়ে তো চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব নয়। আবার এই লজ্জার মধ্যেও শয়তানের উস্কানি রয়েছে যে, এতো বড় বুযুর্গের সামনে এসব কথা প্রকাশ করা অশোভনীয়। এ কথা বলে আমাকে বাধা দিচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ আপনি জানিয়ে খুব ভালো করেছেন। চিকিৎসকের কাছে ব্যাথার কথা গোপন করা উচিৎ নয়। লজ্জা ও দ্বিধার আড়াল তো সেখানে হতে পারে যেখানে কেউ নিকৃষ্ট বা তুচ্ছ জানবে অথবা অন্যদের কাছে প্রকাশ করে দিবে। আলহামদুলিল্লাহ্! এখানে সে রকম কিছু হওয়ার কোনো সুযোগ ও সম্ভাবনা নেই। এবার এলাজের কথা বলছি- কল্পনার এলাজ কল্পনা দিয়েই করতে হবে। যিনার কল্পনার সময় এটা ভাবুন বা কল্পনা করুন যে, এই মহিলার স্বামীকে যদি এই কল্পনার এত্তেলা দিয়ে দেই তাহলে কি পরিমান লাঞ্ছনা হবে? তো আল্লাহ্ তাআলা তো বলা ছাড়াই অবগত আছেন। কত শরমের কথা যে, তিনি আমার এই ইচ্ছা ও কল্পনাকে দেখছেন। এই সাথে জাহান্নামের শাস্তির কথাটাও স্মরণ করে নিবেন।

পরবর্তী চিঠিঃ যিনার ব্যাপারে হযরত যে এলাজ দিয়েছিলেন তার উপর আমল করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্! হুযূরের তাওয়াজ্জুহের বরকতে কামিয়াব হয়েছি। কিন্তু যেহেতু নফসের মধ্যে চাহিদা খুব তীব্র তাই এরূপ করে থাকি যে, যখন এই ধরনের খিয়াল জাগে সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্ত্রীর দিকে খেয়াল করি এবং তার চেহারা কল্পনা করে মজা নিয়ে নেই। অন্যদের কল্পনার ব্যাপারে নফ্স ও শয়তানকে বলি যে, যেমনি ভাবে তুই আমাকে অন্য মহিলাদের কল্পনা করে কাল্পনিক যিনা করতে বলিস তেমনিভাবে যদি কেউ আমার স্ত্রীর

www.islamfind.wordpress.com

ব্যাপারে কল্পনা করে মনে মনে যিনা করে আর আমি সেটা জানতে পারি, তাহলে আমি কি করব? ব্যাস, সাথে সাথে গায়রাত (আত্মমর্যাদা) টগবগ করে ওঠে এবং বলে যে, এমন ব্যক্তিকে আমি খুন করে ফেলব যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে এমন কল্পনা করে অথবা কোনো বাজে চিন্তা পোষণ করে। এরপর আমি নফ্স ও শয়তানকে বলি যে, আমার নিজের যখন এত গায়রাত তাহলে অন্যদের কি গায়রাত হবে না? যদি জানতে পারে তাহলে তারাও আমাকে খুন করে ফেলবে এবং আমার ক্ষতি করবে। এরপর বলি যে, আল্লাহ্ তাআলা তো সবকিছু সর্বদা দেখছেন। এরপর জাহান্নামের চিত্র চোখের সামনে হাজির করে নেই যেমন হুযূর বলেছেন। ব্যাস, এরপর শয়তান ও নফ্স থেকে মুক্ত হয়ে যাই।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন। এলাজে উপকার হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ্। আমার বলে দেওয়া ব্যবস্থার মধ্যে আপনি যে অংশ বৃদ্ধি করেছেন, সেটা এই ব্যবস্থার প্রধান অংশ। কিন্তু আমি সেটাকে এজন্য লিখি নি যে আমার লেখা তাহযীব ও ভব্যতা বিরোধী। আপনার নিজের তরফ থেকে চিন্তা করা ভিন্ন ব্যাপার। পূর্বের জবাবের মধ্যে একটি ফেকহী মাসআলা বাদ পড়েছে, যেটা অত্যন্ত জরুরি। অজ্ঞতার কারণে কেউ হয়তো ধোকায় পড়ে যেতে পারে। সেটা এই যে, ঐযে ব্যাখ্যা 'যদি তার উপর বৈধ নিয়ন্ত্রণ...' এমনই যে, কোনো ব্যক্তি যদি বাস্তবিকই কোনো মহিলার সঙ্গে যিনা করতে লাগে এবং এটা চিন্তা করে যে, যদি এই মহিলার উপর আমার জায়েজ নিয়ন্ত্রণ থাকতো তাহলে এইভাবে তার সঙ্গে মিলিত হতাম। এই ব্যাখ্যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এটাই হল যিনা বিল কলব বা কাল্পনিক যিনার হুকুম।

আখলাক রাযীলার ইমালা হওয়া

হালঃ আরয এই যে, রাযায়েলের (দোষণীয় স্বভাব সমূহের) ইযালা (মূল্যোৎপাটন ও নির্মূল করণ) তো সম্ভবত অসম্ভব। কিন্তু ইসলাহের পর ঐগুলো কিছুটা দুর্বল হয় কিনা? যেমন হাসাদ তো থাকে তবে দুর্বলভাবে, যে পরিমান চাহিদা পূর্বে সৃষ্টি হত এলাজের পরে সেই পরিমান হয় না। ইসলাহের মানে কি এই?

বিশ্লেষণঃ হাঁ ইসলাহ এটাই।

www.islamfind.wordpress.com

প্রত্যেক বাতেনি রোগের এলাজ ইসলাহ পৃথক পৃথক করানো উচিৎ

হালঃ ইসলাহে রাযায়েলের জন্য প্রত্যেক রোগের এলাজ কি শায়েখের মাধ্যমে পৃথক পৃথকভাবে করাবে নাকি এক সঙ্গে?

বিশ্লেষণঃ একটি একটি করে।

হালঃ এ ব্যাপারে কি স্বাভাবিক ক্রমধারা আছে (অর্থাৎ প্রথমে অমুক রোগ তারপর...) নাকি নিজের অনুসন্ধানে যখন যে রোগ বুঝতে পারবে সেটাই শায়েখের কাছে পেশ করবে?

বিশ্লেষণঃ হাঁ যখন যেটাই বুঝে আসবে...।

হালঃ ভয় হয় আমার এই দীর্ঘ চিঠির কারণে হুযূরের কষ্ট হল কি না। আপনার স্নেহের প্রতি লক্ষ্য রেখে ক্ষমা করে দেওয়ার প্রত্যাশা করছি।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ না করুন, কাজের কথায় বিরক্তি বা কষ্ট কেন হবে?

খোদরাই-র এলাজ

হালঃ আমার মধ্যে খোদরাই-র রোগ আছে, এটার তো অবশ্যই এলাজ হওয়া উচিৎ। নতুবা এটা আমার সবকিছুকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে।

বিশ্লেষণঃ সূচনাতে এর এলাজ কয়েকটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ-

১। সবসময় গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করতে থাকবেন যে এই ত্রুটির প্রকাশ ঘটল কিনা।

২। যখনই এই দোষ অনুভূত হবে, তার চাহিদার বিরোধিতা করবেন কার্যক্ষেত্রে। এরপরও যদি প্রকাশ ঘটে তাহলে নফসের বিরুদ্ধে কিছু মানানসই শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। চাই দৈহিক হোক বা আর্থিক উদাহরণ স্বরূপ- এটা লক্ষ্য রাখবেন যে, কোনো ব্যাপারে নিজের মতের উপর আমল করার সংকল্প হয়ে যায় নি তো? কোথাও এরূপ হয়েছে জানা গেলে তার উপর আমল করবেন না। ভুলক্রমে যদি আমল হয়ে যায় তাহলে জরিমানা হিসেবে দশ রাকাত নফল নামায পড়বেন অথবা দুই আনা দান করে দেবেন।

না শোকরীর ওয়াস্ওয়াসার এলাজ

হালঃ যে বস্তু চুরি হয়ে গেছে, সেটার কথা চিন্তা করলেও আফসোস হয় না। এটা আবার না শোকরী বা অকৃতজ্ঞতা নয় তো?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ হাকীম সাহেবের নিকট থেকে চুরির বিষয়টি শুনে আফসোস এবং আপনার স্বাধীন আত্মপ্রত্যয়ী মানসিকতার কথা শুনে খুশি হলাম। না শোকরীর সম্ভাবনা বিষয়ে আপনার যে প্রশ্ন জেগেছে, তাতে বেশ বিস্মিত হয়েছি। যে না শোকরী দোষণীয়, সেটার দোষণীয় হওয়ার কারণ এই যে, তার উদ্ভব ঘটে মুন্‌ঈম (নিয়ামতদাতা আল্লাহ্) এর সঙ্গে সংযোগ ও সম্পর্কহীন হওয়ার কারণে। আর যেটা মুনঈমের সঙ্গে চূড়ান্ত সম্পর্কের কারণে সৃষ্ট সেটা মাহমূদ-প্রশংসনীয়। যদিও সেটার নাম কারো ভাষায় না শোকরী হয়। প্রকৃতির দিকে তাকালে সেটা না শোকরী নয়, আকৃতির বিচারে হলেও।

হাসাদ ও গিবতা'র হাকীকত

হালঃ হাসাদ ও গিবতা বিষয়ে যে কথাটি প্রচলিত যে, হাসাদ সর্ববস্থায় হারাম আর গিবতা (ঈর্ষা) যদি কারোর এমন গুণের ব্যাপারে না হয় যা তার জন্য খাস তাহলে জায়েজ, আর খাস হলে না জায়েজ। কেননা এক্ষেত্রে গিবতা এবং হাসাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে না। কারোর জন্য খাস কোনো সিফাত চাওয়ার অর্থ হয় ঐ সিফাতকে মাওসুফ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার প্রার্থনা। যা প্রকৃত পক্ষে হাসাদ। তো এটা কিভাবে জানা যাবে যে, কাঙ্ক্ষিত সিফাত কারোর জন্য খাস কিনা? নবুওয়াত ছাড়া এমন আর কোন সিফাত আছে যা কোনো একজনের জন্য খাস করে দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, কোনো বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করলে এটা কিভাবে জানা যাবে যে, এটা মুবাহ গিবতা নাকি নিষিদ্ধ গিবতা? এটা জানার জন্য মাপকাঠি কি?

বিশ্লেষণঃ গিবতার উক্ত বিভাগের কি কোনো দলিল আছে? আমি তো জানি হাসাদ বলা হয় যার মধ্যে মাহসূদ (যাকে হিংসা) এর থেকে নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়ার বা তার কোনো ভালো বিষয় দূর হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা হয়। আর গিবতা বলা হয় যে, তার নেয়ামত তার কাছেই থাক। উপরন্তু নিজের জন্য হাসিল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা।

মনে মনে বা কল্পনায় যিনা করা হারাম

হালঃ মৃত্যুর কারণে যে দাম্পত্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তা বিগত দিনের ঘটনাবলী অথবা মৃতা স্ত্রীর চেহারা স্মরণ করে স্বাদ ও মজা নেওয়া সম্ভবত নিষিদ্ধ।

বিশ্লেষণঃ মৃতা স্ত্রীর বেলায় যে স্বাদ নেওয়ার বিষয়, সেটা প্রকৃতপক্ষে অতিত ঘটনাবলির স্মৃতিচারণ, যে ঘটনাগুলো হালাল ছিল। মরহুমা স্ত্রীর ক্ষেত্রে এই

www.islamfind.wordpress.com

কল্পনা আসে না যে, এই মুহূর্তে আমি স্বাদ নিচ্ছি। পক্ষান্তরে জীবিতা তালাক দেওয়া স্ত্রীর ব্যাপারটি ভিন্ন। এক্ষেত্রে এই মুহূর্তে তার থেকে মজা নেওয়ার কল্পনা হবে। আর সেটা হারাম।

হালঃ মাঝে মাঝে নফ্স অনির্ধারিত, অনির্দিষ্টরূপে মনগড়া একটি চেহারা দাঁড় করে সুখ ও মজা উপভোগ করে। এটা উন্মাদনা সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু জানার ইচ্ছা এটাই যে, গুনাহের সীমায় এটা দাখিল কিনা?

বিশ্লেষণঃ সাধারণভাবে এটা হতেই পারে না। নির্দিষ্ট করা ছাড়া লয্যত ও স্বাদ পাওয়ার ব্যাপারটি ঘটাই সম্ভব নয়। কিন্তু তারপরেও যদি কেউ স্বাদ পায় তবে "(যারা হালাল স্ত্রী ও বৈধ দাসীর) উহার বাইরে (যৌন আকাঙ্ক্ষা নিবারনের ক্ষেত্র) সন্ধান করবে তারাই শরীয়তের সীমালঙ্ঘনকারী।" আয়াতটির উমুম ও ব্যাপকতার অন্তর্ভূক্ত হয়ে হারাম হিসাবে বিবেচিত হবে। কেননা কল্পিত চেহারা স্ত্রীরও নয়, বৈধ দাসীরও নয়। অতএব 'উহার বাইরে'র মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে।

তাকাব্বুরের আলামত ও তাকাব্বুরের হাকীকত

হালঃ হুযূরের নিকট থেকে তাকাব্বুরের এলাজ নেওয়া জরুরি।

বিশ্লেষণঃ তাকুব্বুরের ব্যাখ্যা কি? এটা এখতিয়ারী না গায়রে এখতিয়ারী?

হালঃ অধমের মতে তাকাব্বুর বলে নিজেকে জাহেরি বা বাতেনি কোনোভাবে অন্যের চেয়ে বড় মনে করা।

বিশ্লেষণঃ ঠিক।

হালঃ হুযূর প্রশ্ন করেছেন তাকাব্বুর এখতিয়ারী না গায়রে এখতিয়ারী? তো অধমের ধারণায় তা গায়রে এখতিয়ারী। কেননা তাকাব্বুরকারী (অহঙ্কারী) ব্যক্তির কাছে সর্বদা নিজের সকল কাজ ভালো মনে হয়।

বিশ্লেষণঃ তাকাব্বুর ও অহঙ্কার সম্পর্কে যদি তার জ্ঞান থাকে এবং এ ব্যাপারে যদি সে মনোযোগী হয় তাহলেও কি ঐরূপ হয়?

হালঃ ঐ ব্যক্তি ইসলাহের প্রতি মনোযোগী হওয়ার চিন্তাই করে না। যদি কোনো অহঙ্কার মনের মধ্যে আসার সময় অহঙ্কারের অনুভূতি হয়ে যায় তাহলে ঐ চিন্তাকে দূর করা এখতিয়ারী অথবা কার্যত তাকাব্বুর করার সময় যদি তাকাব্বুর করার অনুভূতি হয়ে যায় তাহলে ঐ আমলটি তরক করা

www.islamfind.wordpress.com

এখতিয়ারী। কিন্তু অহঙ্কারী ব্যক্তির এই অনুভূতি খুব কমই হয়। এজন্যই এটা গায়রে এখতিয়ারী এবং ধ্বংসাত্মক রোগ মনে হয়।

বিশ্লেষণঃ অনুভূতি না হওয়ার কারণ এখতিয়ারী না গায়রে এখতিয়ারী?

হালঃ অহঙ্কারী ব্যক্তির যদি জানা থাকে যে, আমার সবকিছু আমার কাছে ভালো লাগে এবং এদিকে সে মনোযোগীও থাকে তাহলে জ্ঞান মনোযোগের পর অহঙ্কার এখতিয়ারী। আর যদি এ বিষয়ে জ্ঞান ও মনোযোগই না থাকে তাহলে গায়রে এখতিয়ারী। কিন্তু সালিককে তো অবশ্যই এ ব্যাপারে জানতে হয় এবং মনোযাগীও হতে হয়। এই বিবেচনায় এই জ্ঞান ও মনোযোগ এখতিয়ারী। আর অহঙ্কারের অনুভূতি হীনতার কারণ যখন এখতিয়ারী তাহলে অহঙ্কারও এখতিয়ারী। বরং অহঙ্কারের অনুভূতি শূন্য হওয়া যায় না অর্থাৎ অহঙ্কারের অনুভূতি হল। অহঙ্কারের অনুভূতি যখন হয়ে গেল তাতে বুঝা গেল অহঙ্কার সর্বাবস্থায়ই এখতিয়ারী।

বিশ্লেষণঃ এখন ঠিক হয়েছে। এই পন্থায় অহঙ্কার যখন এখতিয়ারী হল, আর এখতিয়ারী ব্যাপার ত্যাগ করাও এখতিয়ারী। এটাই হল এর এলাজ। অবশ্য এতটুকু পার্থক্য আছে যে, সূচনাতে ত্যাগ করতে ও প্রতিরোধ করতে কষ্ট হয়। কিন্তু বারবার অব্যাহতভাবে ত্যাগ করতে থাকলে প্রতিরোধ করা সহজ হয়ে যায়। এজন্য পরিভাষায় এই শেষোক্ত স্তরের নাম (বারবার ত্যাগ করতে থাকা) এলাজ অর্থাৎ যার মাধ্যমে আমল এর কষ্ট দূর হয়ে যায়। এর মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত এলাজের হাকীকত নির্ধারিত হয়ে গেল।

হালঃ তবে সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তাআলাই জানেন, আমি জানি না কিছুই আর জানেন আল্লাহ্ তাআলার পছন্দনীয় নেক বান্দাগণ যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা আপন ফযল ও রহমত দান করেছেন। হুযূর! আমি তো মূর্খ। মেহেরবানী করে অধমের নির্বুদ্ধিতা সূলভ চিন্তা-ভাবনাগুলো সংশোধন করে দিবেন। আল্লাহ্ জানেন যে, এই অধম সালিক কিনা।

বিশ্লেষণঃ এই প্রশ্ন স্বয়ং অহঙ্কারের একটি অংশ। যেমনিভাবে নিজেকে বড় মনে করা অহঙ্কারের অংশ তেমনিভাবে নিজের বড় হওয়ার সম্ভাবনাও অহঙ্কারেরই অংশ। যে সম্ভাবনা আপনার মধ্যে প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। তওবা করুন তওবা, কাজে লেগে থাকুন। আল্লাহ্ সালিক বানান বা সালিকের বাইরে রাখুন।

www.islamfind.wordpress.com

রিয়ার হাকীকত এবং তার এলাজ

প্রশ্নঃ আমার নিজের দিকে এবং নিজের রোগ-ব্যাধির দিকে হুযূরের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যেন হুযূরের তাওয়াজ্জুহ, নির্দেশনা ও তাদবীর দ্বারা আমার ব্যাধিগুলোর এলাজ হয়ে যায়। রোগটি হল রিয়া। বেশিরভাগ সময় মানুষের সঙ্গে সদাচরণ এজন্য করতে চাই যে, তারা যেন আমার প্রশংসা করেন। আর যার সম্পর্কে জানতে পারি যে, তিনি আমার প্রশংসা করেন তার সাথে আরো ভালো আচরণ আরও বেশি অনুগ্রহ করতে মন চায় এবং করি। খুব আদব ও আখলাক তাকে দেখাই। মাঝে মাঝে শুধু এই চিন্তায় যে, তিনি যেন আমাকে খারাপ মনে না করেন এবং মানুষের কাছে আমার প্রশংসা করেন। মাঝে মাঝে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করতে চাই কৃপণতার ভয়ে যেন কৃপণতার অভ্যাস না হয়ে যায়। কিন্তু সাথে সাথে এ ভাবনাও দিলে উদয় হয় যে, অমুক ব্যক্তিকে এটা হাদিয়া পাঠাই যেন আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন এবং আমার প্রশংসা করেন। বুঝে আসে না যে, কোন স্বভাবটি বর্জনীয়। প্রশংসা পাওয়ার আশায় মানুষের প্রতি অনুগ্রহ ও সদাচরণ নাকি মানুষের প্রতি ইহসান না করার চিন্তায় কৃপণতা।

রিয়া-র অবস্থা এই যে, কখনো কখনো কথা বলি শুধু এইটুকু ভেবে যে, শ্রোতারা যেন মনে করে বিরাট ধার্মিক। আবার কখনো কখনো এটা ভেবে কথা বলি যেন হাদীসে যেটা এসেছে কোনো মজমাতে শুধু দুনিয়ার কথা হলে সেটা আযাবের ব্যাপার হয়ে যায়। অতএব সেই মজমাতে দীনি কথাও হোক। কখনো কোনো মজমাতে দেখি যে বেশি গীবত হচ্ছে এবং সেখানে কিছু মানুষ শাস্তির কথা জানা সত্ত্বেও গীবত থেকে বিরত থাকছে না। তখন তাদেরকে কিছু হাদীস শুনিয়ে দেই। যেন তারা গীবত থেকে দূরে থাকে। কিন্তু মনের ভেতরের ইচ্ছাটা থাকে এই যে, এইসব লোক যেন আমার দুর্নাম বা আমার লোকজনের দুর্নাম না করে। কখনো কোনো ভালো কাজ বা ভালো ব্যবহার বা অনুগ্রহ বা ইবাদত করলে বাহ্যিকভাবে চেষ্টা করি নিজের মুখ থেকে যেন কেউ ভালো কাজের কথা জানতে না পারে কিন্তু গোপন চেষ্টা থাকে অন্য কোনোভাবে, অন্য মাধ্যমে মানুষ জানুক। যেমন আজ কাযার রোযা রেখেছি, ইচ্ছা করে নিজ মুখে কাউকে জানাতে চাই না কিন্তু গোপনে গোপনে এমন খাহেশও আছে যে, ইতিমধ্যে যারা কারণবশত জেনে গেছে, তাদের মাধ্যমে যেন অন্যরাও জানতে পারে এবং তারা যেন আমাকে খুব মুত্তাকী পরহেযগার মনে করে। অথচ হুযূরের জানা আছে যে, এখন পর্যন্ত আমি তাকওয়ার

কাছেও যেতে পারি নি। স্রেফ একটা ফটকা আমি। এই সকল ব্যাপার যা মাথায় আসত, হুযূরকে জানানো জরুরি ছিল জানালাম। যেন আমার সকল রোগের এলাজ হয়ে যায়।

জবাবঃ এই বক্তব্যে যত নেক কাজ, আমালে হাসানা ও মাহমূদার কথা লিখেছেন, সেগুলো কোনো অবস্থাতেই ছাড়বেন না যতই রিয়ার খেয়াল আসুক। ঐ খেয়াল ও আশঙ্কাকে দূর করতে হবে। যদি দূর না হয় তাহলে তাকে মন্দ জেনেই আমল চালিয়ে যাবেন। এটুকু হল আপনার ঐ প্রশ্নের জবাব 'কোন স্বভাবটি বর্জনীয়?' এখন বাকি রয়ে গেছে এই বিষয়টির বিশ্লেষণ যে, রিয়া'র কোন্ ধারণাটি মাযমূম (দোষণীয়) এবং কোন্‌টি গায়রে মাযমূম (নিন্দনীয়)। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম বুঝতে হবে রিয়ার হাকীকত। তো মনে রাখবেন এর হাকীকত হল মনে প্রাণে এই ইচ্ছাকে সুদৃঢ় করে নেওয়া এবং বিশেষভাবে এই উদ্দেশ্যেই আমল করা যে, মাখলুকের সন্তুষ্টি যেন পাওয়া যায়, এটা হল রিয়ার আমল। এটাই হারাম, এটাই গুনাহের কাজ। এটার প্রতিরোধ খুব সহজ এবং এখতিয়ারী অর্থাৎ ঐরূপ ইচ্ছা করবেন না। আরও একটি স্তর হল এই যে, ঐ ইচ্ছা মনে প্রাণে সুদৃঢ় নয় অথবা ছিল কিন্তু তাকে দূর করা হয়েছে। কিন্তু তার ধারণা, প্ররোচনা নফসের মধ্যে ঘুরে ফিরে বারবার আসে। আর এই ব্যক্তি তাকে মন্দ বলে জানে এবং একেবারে পূর্ণরূপেই নির্মূল করতে চায় কিন্তু সফল হতে পারে না। এটা হল স্বভাব প্রকৃতিগত বিষয়ের স্তর। এটা রিয়া নয়, রিয়ার ওয়াস্‌ওয়াসা বা প্ররোচনা। যা গুনাহ্ নয়, ক্ষতিকরও নয়। এটা নির্মূল করা ওয়াজিব নয়। এর নির্মূল কষ্টসাধ্যও বটে। এমনকি গায়রে এখতিয়ারী বিষয়ের খুব কাছাকাছি অর্থাৎ এটা নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব। অতএব এবার নিজের অবস্থা ভেবে দেখুন এবং ফয়সালা করুন।

* * *

প্রশ্নঃ প্রায়ই রিয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। খোদ নফসের মধ্যে দেখানোর প্ররোচনা তৈরি হয়ে যায়। এমন অবস্থায় যদি শুরুতে আমার রিয়ার (দেখানোর) চিন্তা না থাকে কিন্তু আমলের সময় এই ধরনের প্ররোচনা এসে যায় তাহলে আমল তরক করা উত্তম নাকি নিজের আমল চালু রাখা উত্তম?

জবাবঃ চালু রাখাই উত্তম। মনে প্রাণে রিয়াকে মন্দ জেনে সাধ্যমতো তাকে প্রতিহত করাই যথেষ্ট।

* * *

'তারবিয়াতুস সালিক' ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৪৫৩

www.islamfind.wordpress.com

প্রশ্নঃ কতিপয় আমলের মধ্যে রিয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে দিল থেকে আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে নফ্স এই উস্কানি দিয়ে বলে এরূপ কর যেন মানুষের কাছে ইজ্জত সম্মান বাড়ে। কিন্তু দিল সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে বলে যে, না শুধু আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। মেহেরবানী করে এলাজ বলুন।

জবাবঃ যথেষ্ট। আপনার দিল থেকে আমল শুধু আল্লাহ্র জন্য করবেন। আমল ছাড়বেন না।

* * *

হালঃ ইতিপূর্বে ইবাদত করার সময়, জনসম্মুখে করলেও মনে রিয়ার প্ররোচনা হত না। কিন্তু বর্তমানে তাহাজ্জুদের সময় অথবা যিকিরের সময় যদি কেউ এসে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে এই খেয়াল মনে আসে যে, এই আগন্তুক তো অধমকে নেক বান্দা ধারণা করবে। তবে তাৎক্ষণিক ঐ খেয়ালকে এই কথা বলে প্রতিহত করি যে, আমি তো নিজেকে খুব ভালো করেই চিনি। নাপাকী ছাড়া ভেতরে আর কি আছে? আর ইবাদত-বন্দেগী যা কিছু তুই করিস, সেটুকু বহু মানুষই করে। এটা এমন আর কি যে কারণে তুই...

বিশ্লেষণঃ এ অবস্থায় বলা যায় যে, রিয়া নেই। ওয়াস্ওয়াসা আনবেন না।

* * *

হালঃ যখন মা'মুলাত আদায় করি, তখন (হে আল্লাহ্! আমার কলবকে মুনাফেকী থেকে এবং আমলকে রিয়া থেকে পবিত্র করে দাও) দুআ পড়ে আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করে শুরু করি। মাঝে কিছুটা জোশ ও উৎসাহের কারণে আওয়াজ উঁচু হয়ে যায় আবার কিছুটা এ কারণেও যে, হযরত ওয়াজের মধ্যে বলেছিলেন যে, যখন আমি কোনো তালিবের মধ্যে তলব (অধ্যাবসা) দেখতে পাই তখন অবশ্যই তার প্রতি তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ দেই। জানতে চাই যে, এই আমল ইখলাসের পরিপন্থী কিনা? যদি হয় তাহলে এলাজ করুন।

বিশ্লেষণঃ ইখলাসকে মজবুতকারী ইনশাআল্লাহ্।

* * *

www.islamfind.wordpress.com

প্রশ্নঃ ইবাদতের মধ্যে এক ব্যক্তির রিয়া সৃষ্টি হয় কিন্তু সে তার অনুগত হয় না বরং বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা ঐ স্বভাবকে দাবিয়ে রাখে এবং প্রতিহত করে। ঐ ব্যক্তির কি অসৎ স্বভাব রিয়ার ইসলাহ হল?

জবাবঃ এটা তো আমলের ইসলাহ হল। এই অভ্যাসের দ্বারা ঐ স্বভাবের চাহিদা দুর্বল হয়ে যায়, সেটা হল স্বভাবের ইসলাহ।

অহঙ্কারের ওয়াস্‌ওয়াসার এলাজ

হালঃ হযরত! নিজের হালত ইসলাহের উদ্দেশ্যে পেশ করছি। যেসব মানুষের রীতি-নীতি ও চাল-চলন শরীয়ত বিরোধী অথবা যারা শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপে ব্যস্ত থাকে, তাদের এ সকল কার্যকলাপের কারণে দিলের মধ্যে ঘৃণাবোধ জাগে এবং খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া তাদেরকে আগে সালাম দিতে বা আগ বাড়িয়ে কথা বলতে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে মন চায় না। এসব কিছু সত্ত্বেও নিজেকে তাদের চেয়ে ভালো মনে করি না। নিজের মধ্যে যে বিষয়গুলো শরীয়ত মতো পাই সেগুলোকে নিছক আল্লাহ্ তাআলার ফযল ও অনুগ্রহ মনে করি এবং মনে করি এগুলো বিলুপ্তির আশঙ্কা রয়েছে। কেননা এটা অনুপোযুক্তকে অনুগ্রহের দান। যে ব্যাপারগুলো নিজের মধ্যে শরীয়ত বিরোধী হিসাবে জানি সেগুলোকে মন্দ ও বর্জনীয় মনে করি। কিন্তু নিজের নফসের প্রতি এতটা ঘৃণা দিলের মধ্যে দেখি না যতটা অন্য লোকদের প্রতি তাদের শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের কারণে হয়। এই কারণে নিজের মধ্যে অহঙ্কার থাকার আশঙ্কা হয়।

বিশ্লেষণঃ ঘৃণার ভেতর তারতম্য হওয়াটা অহঙ্কারের কারণে নয়। বিশ্বাসের ঘৃণা তো উভয় ক্ষেত্রে একই রকম আছে। আর বান্দা এতটুকুরই মামূর (নির্দেশপ্রাপ্ত)। এই তারতম্য স্বভাবগত ঘৃণার ক্ষেত্রে হচ্ছে। যেমন মানুষের ঘৃণা নিজের পায়খানার প্রতি কম আর অন্যের পায়খানার প্রতি বেশি হয়। এই তারতম্যের রহস্য হল মহব্বতের তারতম্য। স্পষ্ট ব্যাপার যে, সব মানুষ নিজেকেই সবচেয়ে বেশি মহব্বত করে অন্যের তুলনায়। এ কারণেই তো নিজের শিশু সন্তানের পায়খানার প্রতি মায়ের তেমন ঘৃণা হয় না যেমন অপ্রিয় কারোর পায়খানার প্রতি হয়। সুতরাং ঘৃণার তারতম্য বিষয়টির কিবির বা অহঙ্কারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

আলহামদুলিল্লাহ্! তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

তারবিয়াতুস সালিক

(আল্লাহপ্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত বুযুর্গ ও হক্কানী আলেম। জীবদ্দশায় তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সকল শ্রেণির দীনদার মানুষের নিকট যেমন ছিল অবিসংবাদিত, ইন্তেকালের ৭০ বছর পর এখনো তা অম্লান ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, ফতোয়া, মাওয়ায়েয ও তাসাওউফ ইত্যাদি বহু বিষয়ে গ্রন্থিত তাঁর সহস্রাধিক রচনাসম্ভার তা-ই মুসলিম-সমাজের 'আম-খাস' (আলেম, গায়রে-আলেম) সকলের মাঝেই আজও ব্যাপক পঠিত ও সমাদৃত।

তারবিয়াতুস সালিক তাঁর তাসাওউফ বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অনন্য গ্রন্থ। জগতবিখ্যাত এই কালজয়ী গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে জটিল ও রহস্যপূর্ণ এই শাস্ত্রের প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটিনাটি, প্রচলিত-অপ্রচলিত বহু ভুল-ভ্রান্তির সংশোধনী, জটিল বিষয়গুলোর সরলীকরণ, রহস্যপূর্ণ বিষয়ের [illegible] আলোচনা। রয়েছে এই শাস্ত্রের প্রতিটি বিষয়ের কুরআন-সুন্নাহ [illegible] দলীল-প্রমাণ। পাশাপাশি সালিকদের অসংখ্য ভ্রান্ত, আপত্তিকর [illegible] ব্যাপারে হযরতের নিখুঁত যুক্তিপূর্ণ, কুরআন-সুন্নাহর [illegible] সুদৃঢ় দলীল-প্রমাণ ও দ্ব্যর্থহীন সমাধানের ভাণ্ডার। এমন বহু [illegible]—যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো গ্রন্থেই নেই। [illegible] *তারবিয়াতুস সালিক* কিতাবটিই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তাসাওউফ গ্রন্থ।

হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর খোশবো, কাসেম নানুতুবী ও দুআর বারাকাতপ্রাপ্ত হিজরী চতুর্দশ শতকের শ্রেষ্ঠতম মুজাদ্দিদ হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর সারাজীবনের পড়াশোনা, গবেষণা ও সাধনালব্ধ ইলম ও মা'আরিফ (জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা)-এর সার নির্যাস মুক্তাদানার মতো ছড়ানো রয়েছে তাঁর এই শ্রেষ্ঠতম রচনার পাতায় পাতায়। যা পাঠ করা উচিত প্রত্যেক দীনদার, অগ্রসর ও সমঝদার পাঠকের, আলেম ও গায়রে-আলেমের।



প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

ইসলামী টাওয়ার, দোকান ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

তারবিয়াতুস সালিক

(আল্লাহ্‌প্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ)

৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়

২য় খন্ড

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা
আশরাফ আলী থানভী রহ.

www.islamfind.wordpress.com

তারবিয়াতুস সালিক

(আল্লাহ্‌প্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ)

মূল

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা

আশরাফ আলী থানভী রহ.

অনুবাদ

হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর খলীফা আলহাজ্জ

আঃ রশীদ সাহেবের দুআ ও নির্দেশক্রমে

মাওলানা মাসউদুর রহমান

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

www.islamfind.wordpress.com

তারবিয়াতুস সালিক

(আল্লাহ্‌প্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ)

মূলঃ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

অনুবাদঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান

প্রকাশনায় ▸ রাহনুমা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
দোকান ঃ ০১৯১৫-৪৬২৬০৮
সার্বিক যোগাযোগ-০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১১৯৭-৩৯৭৩৩৯
প্রথম প্রকাশ ▸ নভেম্বর ২০১২
প্রকাশনা সংখ্যা ▸ ০৮
প্রচ্ছদ ▸ মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম

মূল্য ৪০০/- (চারশ টাকা মাত্র)

ISBN : 978-984-33-3785-6
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail /hotmail.com

TERBEEYATUS SALIK
by Mawlana Ashraf Ali Thanovi. Transleted by Mawlana Masudur Rahman
Published by: Rahnuma Prokashoni. Price: Tk. 400.00, US $ 10.00 only.

www.islamfind.wordpress.com

হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর খলীফা
আলহাজ্ব আঃ রশিদ সাহেবের
বাণী ও দুআ

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মাবাদ, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. বারবার বলতেন যে, হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. প্রতিটি বিষয়ে বই-পুস্তক লিখে গিয়েছেন। কাজেই নতুন করে বই-পুস্তক লেখার আর কোন দরকার নেই। যেহেতু তিনি উর্দু, আরবীতে কিতাবাদি লিখেছেন কাজেই সেইগুলি বাংলায় তরজমা করা দরকার। যাতে বাংলা ভাষা-ভাষীদের উপকার হয়। শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. থানভী রহ. এর বই-পুস্তক বাংলায় তরজমা করতেন। সফরে ও হযরে তার ব্যাগের মধ্যে সবসময় থানভী রহ. এর বই-পুস্তক থাকত। মৌঃ আব্দুস সালাম সাহেব থানভী রহ. এর মুরীদ ছিলেন। তিনি থানভী রহ. এর মাওয়ায়ের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতেন তাঁর সম্পাদিত মাসিক নেয়ামত পত্রিকায়। তিনি হযরতের মাওয়ায়েয 'আল এবকা' পঁয়ত্রিশ খণ্ড বাংলায় প্রকাশ করেছিলেন।

হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর খাস কামরায় প্রত্যহ বাদ আছর সমবেত শিক্ষক মণ্ডলী ও ছালেকীনদের মজলিসে থানভী রহ. এর 'তারবিয়াতুস সালিক' পড়ে শোনানো হত। আমরা তাতে শরীক হতাম। সফরের সময় হাফেজ্জী হুযূর রহ. থানুভী রহ. এর 'কামালাতে আশরাফিয়া' কিতাব সঙ্গে রাখতেন এবং বিভিন্ন মজলিসে পড়ে শোনাতেন। আশরাফ চরিত এবং হযরতের জীবনী গ্রন্থে ইসলাহি চিঠি সন্নিবেশিত দেখে হযরত হাফেজ্জী হুযূর খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন।

www.islamfind.wordpress.com

আমরা খানকায়ে আশরাফিয়ার পক্ষ হতে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, থানভী রহ. এর বই-পুস্তক যথাসম্ভব তরজমা করার উদ্যোগ নিব ইনশাআল্লাহ্। ইতিপূর্বে হাফেয মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেবের অনুবাদ 'তারবিয়াতুস সালিক' এর ১ম খণ্ড হাতে পেয়েছি। এখন তারবিয়াতুস সালিকের ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ের অনুবাদ দেখে যার পর নাই আনন্দিত হয়েছি।

দুআ করি দয়াময় আমাদের তামান্না পুরা করুন এবং হাফেয মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেবকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন। এই কাজ করার পূর্ণ যোগ্যতা দান করুন ও জাযায়ে খায়ের নসীব করুন এবং শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর ফয়েয ও বরকত নসীব করুন। আমীন।

(আলহাজ্ব আঃ রশিদ)
খলীফা, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.

www.islamfind.wordpress.com

'তারবিয়াতুস সালিক' 'আধ্যাত্ম পথচারীদের' প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা 'গাইড লাইন'।

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত ও বহু হাদীসে বর্ণিত এবং বাস্তব যুক্তিসম্মত নবুওয়ত-রিসালাতের দায়িত্ব-কর্তব্য চতুষ্টয়ের অন্যতম তাযকিয়া...ইহসান।

পবিত্র কুরআনের ভাষায় তাযকিয়া–

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم... ويزكيهم

"একজন রাসূল যিনি আয়াতসমূহের তিলাওয়াত করবেন, কিতাব ও হিকমতের তালীম করেন এবং তাযকিয়া পরিশুদ্ধি (Refine) করবেন। এ বিষয়টিই হাদীসের ভাষায় 'ইহসান' ان تعبد الله كانك تراه... অর্থাৎ বান্দা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্ তাআলার নজরদারীতে রয়েছে। সার্বক্ষণিকরূপে আমার সব 'নকল ও হরকত' আমার চোখ, কান, জিহ্বা ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং মন, মেধা, চিন্তার সঞ্চালন তথা সর্বকথা ও সর্বকর্ম তিনি প্রত্যক্ষ করছেন। রেকর্ড করা হচ্ছে, এ দৃঢ় বিশ্বাসের মানষিকতা। যা পরবর্তীতে 'তাসাওউফ' (তথা পীর মুরীদী) নামে অভিহিত।

আলিম মনীষীগণ, বিশেষত তাসাওউফপন্থী ও আধ্যাত্ম চর্চাকারীগণ মানুষের নফস ও রূহের রোগ-ব্যাধি তথা আধ্যাত্ম ব্যাধিসমূহকে মানুষের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন রোগ-ব্যাধির সাথে তুলনা করে থাকেন। কেননা, মানবসত্তা দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। মানব দেহের অনেক অংশ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। দেহ ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়। তখন চিকিৎসা বা রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আত্মাও রোগাক্রান্ত হয়। সুতরাং তার চিকিৎসাও অপরিহার্য।

দেহ সংক্রান্ত রোগ-ব্যাধি বহুবিধ। মাথা, চোখ, কান, নাক, মুখ,

www.islamfind.wordpress.com

দাঁত, গলা, হৃদপিণ্ড (হার্ট), ফুসফুস, যকৃত, কিডনী, হাত, পা মোটকথা শত অঙ্গের শত রোগ, আবার একই অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের রোগ। আবার চিকিৎসার ক্ষেত্রেও রয়েছে এ্যালো, হোমিও, ইউনানী, আকু ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতি। দেহের রোগ-ব্যাধির জন্য রয়েছে এল.এম.এফ, এম.বি.বি.এস থেকে শুরু করে এফ.আর.সি.এস পর্যন্ত বহু ডিগ্রীর স্তর এবং বিশেষজ্ঞ ও সার্জারী চিকিৎসক। আবার একই রোগের একই স্তরের সাধারণ থেকে অনেক উঁচু মানের নামী-দামী চিকিৎসক। আবার রয়েছে তথাকথিত 'এ টু জেড' ডিগ্রীর তকমাধারী, সাইনবোর্ড সর্বস্ব হাতুড়ে ও ফুটপাতের চিকিৎসক। ফেরেব্বাজ, ধাপ্পাবাজ ও প্রতারক। দেহের রোগী ও তার অভিভাবকরা জানেন, কোন হাসাপাতালে ও কোন ডাক্তারের কাছে কোন রোগের উন্নত ও নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা পাওয়া যাবে। সে অনুসারে তারা নির্ভরযোগ্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন এবং প্রতারক থেকে বেঁচে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

দেহের যেমন বহুবিধ রোগ-ব্যাধি (ও তার চিকিৎসা) রয়েছে তদ্রুপ মানুষের নফ্স বা প্রবৃত্তি তথা রূহ ও আত্মার বহুবিধ ব্যাধি (এবং সেগুলোর চিকিৎসা ব্যবস্থা) রয়েছে। সীমাহীন ক্রোধ, ধৈর্য্যহীনতা, লোভ, কামনা, কু-দৃষ্টি, প্রতারণা, ধাপ্পাবাজী, স্বার্থান্ধতা, অতি চালাকী, দম্ভ-অহংকার-আত্মম্ভরীতা, কারো দুঃখ দুর্দশায় আনন্দিত হওয়া এবং সুখ ও উন্নতিতে হিংসা করা, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, কারো ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা, সুখ্যাতির অভিলাষ; ইবাদতে ইত'আতে অনীহা, অবহেলা, অলসতা, দুনিয়ার মোহ ও আখিরাত বিমুখিতা; গোনাহ, নাফরমানী ও আল্লাহ্ বিরোধী কাজের প্রতি আকর্ষণ ও অতিশয় উদ্দীপনা। এ ধরনের অগণিত পঙ্কিলতা (রাযাইল) কি মানব সত্তার জন্য রোগ-ব্যাধি নয়?

www.islamfind.wordpress.com

এগুলোর চিকিৎসা এবং এগুলো থেকে আত্মরক্ষা এবং বিপরীত গুণাবলী (ফাযাইল) তথা বিনয়, নম্রতা, সহমর্মীতা, সহানুভূতি, স্বার্থত্যাগ, অপরকে প্রাধান্য দেয়া, পরমত সহিষ্ণুতা, আদব-সম্মান, সকলের প্রতি কল্যাণ কামনা, অল্পে তুষ্টি, ইবাদত আনুগত্যে উদ্যম-উদ্দীপনা, গোনাহ, নাফরমানী ও আল্লাহ্ বিরোধী কাজে প্রচণ্ড ভীতি, দুনিয়া বিমুখিতা ও আখিরাতমুখিতা প্রভৃতি গুণাবলী অর্জনে যত্নবান হওয়া কী মানব জীবনের পরম কাম্য ও মহা সফলতা নয়?

কথাটি একটু লম্বা করার উদ্দেশ্য এই যে, কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাত-পা, চোখ, কান যদি কোনো অপরাধ করে তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং সে শাস্তি ভোগ করতে হয়। কিন্তু হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কি অপরাধ সংঘঠনের প্রকৃত ক্ষমতা রয়েছে? তা হলে নেপথ্য ও মূল অপরাধী কে, তাকে সনাক্ত করা, পাকড়াও করা এবং তার শাস্তি বিধান অথবা তার অপরাধ সংঘঠনের ধারা রুদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করাই কি অধিক জরুরি, যুক্তিসঙ্গত ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়? প্রয়োজন ও গুরুত্বের বিচারে দেহের রোগ-ব্যাধি নিরাময় ও দেহের সুস্থতার চাইতে রূহ ও আত্মার রোগ নিরাময় ও আত্মার সুস্থতা কি অধিক প্রয়োজনীয় ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়?

'আমার পেটে ব্যাথা, আমার দাঁতে ব্যাথা, আমার কোমরে, হাঁটুতে ব্যাথা, আমার মাথা চক্কর দেয়, আমি চোখে কম দেখি, আমার নাক দিয়ে রক্ত ঝরে, আমার বুকে প্রচণ্ড ব্যাথা, হাঁপানি, আমার জ্বর ছাড়ে না, ...ঘুম হয় না... ওষুধ দিন...' এ ব্যক্তিকে কেউই নির্বোধ বিকারগ্রস্ত বা পাগল বলবে না, বরং তার প্রতি যত্নবান ও সহমর্মী হবে।

তাহলে কেউ যদি বলে, হুযূর! আমার প্রচণ্ড ক্রোধ, রাগের সময় আমার হুঁশ-জ্ঞান থাকে না, আমার ভিতরে অহংকার আছে,

www.islamfind.wordpress.com

প্রচণ্ড লোভ আছে, স্বার্থান্ধতা আছে, প্রতারণা ও চালাকি করে বাজিমাত করার ইচ্ছা আছে; সকলেই আমার দৃষ্টিতে তুচ্ছ, কারো সফলতা বা উন্নতি দেখলে আমার ভিতরটা হিংসায় জ্বলেপুড়ে যায়, কারো দুঃখ অবনতি দেখলে আমি আনন্দে আত্মহারা হই..., নামাযে ইবাদতে আমার মন বসে না, অনেক কষ্টকর মনে হয়..., আমার এলাজ করুন, আমাকে দুনিয়া-আখিরাতের ধ্বংস থেকে বাঁচান... এরূপ আকুতি প্রকাশকারীকে কি নির্বোধ উম্মাদ বলা যাবে? কিংবা তাকে হাতে ধরে সযত্ন সহমর্মীতায় পথের দিশা দিয়ে প্রশান্ত করে মনজিলে মাকছূদে পৌছে দেওয়ার কর্তব্য পালন করতে হবে?

মানুষের মাঝে বিদ্যমান স্বভাবজাত ও সৃষ্টিগত পঙ্কিলতা (رذائل) 'পশুত্ব' (بهيميت و حيوانيت) নিয়ন্ত্রণ ও পর্যুদস্ত করে সমুন্নত গুণাবলী (فضائل) 'ফেরশতাত্ব' (ملكيت) দ্বারা উদ্ভাসিত ও সজ্জিত করা মানব জীবনের মূল লক্ষ্য, আদম সন্তানরূপে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খিলাফত প্রতিষ্ঠার একমাত্র কর্মসূচী।

কবির ভাষায়-

از ملائک بہرداری وز بہائم نیز ہم
بگزر از حظ بہائم کز ملائک بگزری

'তোমার মধ্যে সৃষ্টিগতরূপে (আগুন, পানি, মাটি, বায়ু ও রূহ এর সংমিশ্রণের কারণে) রয়েছে ফেরেশতাত্ব, (ফেরেশতাসুলভ সদগুণাবলী) ও পশুত্ব (পশুসুলভ মন্দ স্বভাব-)। পশুত্বের গণ্ডী অতিক্রম করে উর্ধ্বে উঠে যাও, তবেই তুমি ফেরেশতার সমুন্নত মর্যাদার উর্ধ্বে উত্তীর্ণ হতে পারবে।

* * *

পৃথিবীর কোন কোন গ্রন্থ 'কালজয়ী' মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। 'তারবিয়াতুস সালিক' এ ধরনের কালজয়ী তালিকার শীর্ষে

www.islamfind.wordpress.com

অবস্থানকারী গ্রন্থসমূহের অন্যতম। 'তারবিয়াতুস সালিক' তরীকত জগতের সমকালীন সেরা মনীষী, তরীকত ও তাসাওউফের শ্রেষ্ঠ রাহবার। দীনের বিভিন্ন শাখাসহ বিশেষত তরীকত ও তাসাওউফের রীতি-পদ্ধতি ও নীতি বিধানের সংস্কারক 'মুজাদ্দিদ', আধ্যাত্ম চিকিৎসা জগতের শীর্ষে অবস্থানকারী সুদক্ষ ও মহাবিজ্ঞ অভিজ্ঞ চিকিৎসক। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ. এর যুগান্তকারী, অনবদ্য ও অতুলনীয় অবদান। গ্রন্থখানি একাধারে তাঁর অতুলনীয় তাজদীদী প্রতিভার সমুজ্জ্বল প্রমাণ হওয়ার পাশাপাশি সকল শ্রেণির আধ্যাত্ম পথচারী ব্যাধিগ্রস্তের জন্য রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে অবগত হওয়ার নির্ভরযোগ্য উৎস। চিকিৎসক তথা হক্কানী পীর মুরশিদের জন্য নিশ্চিন্ত নির্দ্ধিধায় অনুসরণীয় ব্যবস্থাপত্রের মহাগ্রন্থ; যা দিয়ে তাঁরা শতকরা একশভাগ নিশ্চয়তা ও নির্ভরতার সাথে তাঁদের রোগীদের (মুরীদবর্গের) রোগ নিরাময়ে সফল হতে পারবেন এবং যুগ যুগ ধরে এ উপযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

[চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই পাঠ করে কেউ নিজেই নিজের চিকিৎসা করতে পারে না। কেননা, তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির সমূহ আশঙ্কা বিদ্যমান। বরং সে জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর চিকিৎসা গ্রহণ অপরিহার্য]

হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুজায (খলীফা) বাংলাদেশের যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের একান্ত দিলী তামান্না পোষণ করতেন এবং বহুবার একান্ত আবেগের সাথে সে তামান্না প্রকাশও করেছেন। কিন্তু, তাঁর জীবনকালে তাঁর এ তামান্না বাস্তবের রূপ পরিগ্রহ করে নি। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল উচ্চপর্যায়ের বিষয়বস্তু সম্বলিত কিতাবের অনুবাদের কাঠিন্য ও জটিলতা, যা অনেক

www.islamfind.wordpress.com

হিম্মতওয়ালাকেও হিম্মত করার সুযোগ দেয় নি। সীমাহীন আনন্দের বিষয়, তাঁর অন্যতম মুজায (খলীফা) আমাদের পীর ভাই আলহাজ্ব আব্দুর রশীদ সাহেব তাঁর শায়েখের দিলী তামান্নার বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবত অন্তরে লালিত রেখে অবশেষে তা বাস্তবায়নের জন্য হিম্মতে কোমর বেঁধে দুঃসাহসিকতার সাথে অবিচল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। পাঠকের হাতে শোভা পাওয়া গ্রন্থটি তার এ হিম্মতেরই সুফল। মহিয়ান-গরীয়ান আল্লাহ্ তাঁকে যথাযোগ্য প্রতিদান ও মহা পুরষ্কারে ভূষিত করেন। অনুবাদক 'প্রবীণ' না হলেও অনুবাদ মূলানুগ রাখার সযত্ন প্রয়াসে সফল হয়েছেন। বিষয়বস্তুর কাঠিন্য ও জটিলতার বাস্তব কারণে অনুবাদে যেটুকু অপূর্ণাঙ্গতা রয়ে গিয়েছে তা পরবর্তী সংস্করণের পরিমার্জনে পূর্ণাঙ্গতার পোশাকে সজ্জিত ও শোভিত হওয়ার সমুদয় আশা পোষণ করা যায়।

আল্লাহ্ তাআলা এর মূল গ্রন্থকারকে যথাযোগ্য জাযা দান করুন এবং তাঁকে ও অনুবাদের একান্ত কামনা পোষণকারী প্রিয় খলীফা (হাফেজ্জী হুযূর রহ.) কে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদার স্তরে অধিষ্ঠিত করুন। অনুবাদের উদ্যোক্তা, অনুবাদক ও প্রকাশক এবং এ অধমসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ গ্রন্থের কল্যাণ লাভে ধন্য করুন এবং সিরাতে মুস্তাকীমের উপরে অবিচল রেখে তাঁর রিযামন্দী হাসিলের তাওফীক দান করুন। আমীন।

(মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল)
প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া
মুহাদ্দিস, লেখক
খলীফা, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.

মোমেনবাগ,
আশরাফাবাদ, ঢাকা
১২জিলহজ্জ ১৪৩৩ হি.
২২অক্টোবর ২০১২ ঈ.

www.islamfind.wordpress.com

উৎসর্গ–

আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দুই উস্তায,
হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর অতি প্রিয়
ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দুই খলীফা-

হযরত মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী হুযূর (দা. বা.)

এবং

হযরত মাওলানা আবদুল হক ময়মনসিংহ হুযূর (দা. বা.)

এর দস্তমুবারকে।
রাব্বুল ইয্যতের দরবারে তাঁদের সুস্থতা, নেক হায়াত
ও দারাজাত বুলন্দির উদ্দেশ্যে...।

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

চতুর্থ অধ্যায়
আ'মালের বর্ণনা

ওয়ায়েয শ্রোতাদের শোনা না শোনার পরোয়া করবে না..... ২৯
মাদরাসা কায়েম করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল..... ২৯
'দাওয়ামে আমল' এর হাকীকত..... ২৯
ঘুমের কারণে তাহাজ্জুদ না পড়তে পারা অপরাধ নয়..... ৩০
এশার পর তাহাজ্জুদ পড়া..... ৩০
'গায়রেওয়াজিব' তরক করা শয়তানী কাজ নয়..... ৩৩
বিবির অসহযোগিতার কষ্টও মুজাহাদা..... ৩৩
তা'লীম ও তালকীন উপকারী, এর কষ্টগুলো মুসীবত নয়..... ৩৫
ফজরের পূর্বে তিলাওয়াতে এবং মুনাজাতে মাকবুলে ক্ষতি নেই..... ৩৭
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখার তামান্নার
চেয়ে আমলের জরুরত বেশি..... ৩৭
যিকির বা তিলাওয়াত শেষ করার পর দুআ..... ৩৭
সফরে অযীফা ছুটে গেলে ক্ষতি নেই..... ৩৮
তালীম ও নসীহত ত্যাগ করা উচিৎ নয়..... ৩৯
তিলাওয়াতে কুরআনের ধরন..... ৩৯
খ্যাতি লাভের জন্য ওয়াযের পেশা গ্রহণ নিষিদ্ধ..... ৪০
দাওয়ামে আমল জরুরি..... ৪১
এসলাহে আখলাক জরুরি..... ৬৪
'আফযালুল আ'মাল' হাদীসগুলোর দ্বন্দ্ব নিরসন..... ৬৪
তাহাজ্জুদ নামাযের ক্ষেত্রে শিথিলতার এলাজ..... ৬৫
নামাযের সেজদায় কল্পনা..... ৬৫
মুনঈমে হাকীকী (আসল দাতা)-এর সঙ্গে সম্পর্ক প্রশান্তিদায়ক..... ৬৬
অত্যাধিক অল্প ঘুমানো উচিৎ নয়..... ৬৯
মাঝে মাঝে ছুটলে 'খেলাফে দাওয়াম' নয়..... ৭০
তালিবুল এলেম-এর তাহাজ্জুদ ও নফল পড়া..... ৭০

www.islamfind.wordpress.com

নামাযে একাগ্রতা না আসা..... ৭১
এত্তেবায়ে সুন্নাত সকল যুক্তির উপর প্রাধান্য পাবে..... ৭১
মাশায়েখের জন্য সাওয়াব রেসানী..... ৭২
কাজের গরজে নফসের সঙ্গে ওয়াদা..... ৭২
দৈনিক তিলাওয়াতে কুরআনের পরিবর্তে বয়ানুল কুরআন
তাফসীর পড়া..... ৭২
বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়া..... ৭৩
শুধু তিলাওয়াতও যথেষ্ট..... ৭৩
দুআয় হাত উঠাতে সংকোচের এলাজ..... ৭৪
কুরআনের হিফয্ ও তিলাওয়াতের মধ্যে কোনটার প্রাধান্য..... ৭৪
নামাযে চক্ষু বন্ধ করা..... ৭৪
এস্তেকামাতের জবুরত..... ৭৫
জামাতে নামায পড়ার সময় কলব থেকে দরূদ চালু হওয়া..... ৭৫
সুন্নতের এত্তেবা সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত..... ৭৫
কলবের পরিচ্ছন্নতা লাভ হয় আমলের এসলাহ দ্বারা..... ৭৬
বিনাকষ্টে অর্থের ভাবনাসহ তিলাওয়াতে ক্ষতি নেই..... ৭৬
আশ'আর পাঠ সীমিত করতে হবে..... ৭৭
সহজের প্রার্থনা নফসের বন্দেগীকে আল্লাহ্র বন্দেগীর
উপর প্রাধান্য দেওয়া..... ৭৭
মুস্তাহাব ত্যাগ করা বিশ্রি অবস্থা নয়..... ৭৮
জামাতের পাবন্দি হল সুন্নত সম্মত হালাত..... ৭৮
কাইফিয়াতের উপর আমলের প্রাধান্য..... ৭৮
লোকে যেন ভাল মনে না করে সেই উদ্দেশ্যে যিকির, নফল ছেড়ে
দেওয়া শয়তানী চিন্তা..... ৭৯
আসল বিষয় এত্তেবায়ে শরীয়ত অন্তরে সুদৃঢ় হওয়া, কাইফিয়াত নয়..... ৮০
মনোযোগ ছাড়াও তিলাওয়াত বৈধ..... ৮১
রাত্রি জাগরণকারীর উচিৎ রাতে সামান্য ঘুমানো..... ৮১
নির্ধারিত সময়ের কাজ এবং হঠাৎ এসে পড়া কাজ কোন্টির প্রাধান্য..... ৮১
নফল ইবাদত সাধ্যের ভেতরে করা উচিৎ..... ৮২
নামাযে একাগ্রতা এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের
নিষেধ মুবতাদীর জন্য খতরনাক..... ৮২
অধিক পরিমানে কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত..... ৮৪
কখনো কখনো করার সংকল্পও এলাজ..... ৮৫
নিসবত লাভের দুআ মাতলুব-কাম্য..... ৮৫

www.islamfind.wordpress.com

ফরয, সুন্নাত ও নফল নামাযে মনোযোগ ও আগ্রহের তারতম্য..... ৮৬
নামাযে ভুলের এলাজ..... ৮৬
বিশেষ বিশেষ চিঠির জন্য ওযু করা শরীয়তের মধ্যে হস্তক্ষেপতুল্য..... ৮৭
কাজে লেগে থাকতে পারা হালের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ..... ৮৭
'মুবতাদী'র জন্য পাপীকে ঘৃণা করা এবং অন্যায় কাজে
বাধাদান ক্ষতিকর..... ৮৮
নিয়মতান্ত্রিক অযীফার মাধ্যমে দৃঢ়তা ও গভীরতা সৃষ্টি হয়..... ৮৮
মুবতাদীর জন্য খবরের কাগজ পড়া ক্ষতিকর..... ৮৯
আমলে নিয়মতান্ত্রিকতা ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার
শর্তে তামকীন মাকসূদ..... ৮৯
আমলকে কবূলিয়াতের উপযুক্ত এবং মর্যাদার যোগ্য হওয়ার কারণ
মনে করা অনুচিত..... ৯১
অর্থ চিন্তা করে তারতীলের সঙ্গে পড়াটাই সুন্নাত..... ৯১
মন লাগুক না লাগুক কাজ পূর্ণ করতে হবে..... ৯২
হিম্মত ও সাহস প্রয়োজন..... ৯৩
আওয়ামের নিজে নিজে কিতাবাদি পড়া উচিৎ নয়..... ৯৩
এস্তেকামাত কারামাতের উর্ধ্বে..... ৯৩
কিতাবাদি পড়ায় ও তিলাওয়াতে কুরআনে মধ্যম স্তরের চাপ..... ৯৪
ওয়াজিব হক আদায় না করলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া জরুরি..... ৯৪
নাবালেগের হক আদায় করা জরুরি..... ৯৫
আসল উদ্দেশ্য কাজ..... ৯৫
মাওয়ায়েয মুতালাআ করার উপকারী পন্থা..... ৯৫
তাহাজ্জুদ, যিকির, শোগল বাদ গেলে ক্ষতিপূরণ..... ৯৫
তাহাজ্জুদ নামাযের রাকাত..... ৯৭
কোনো রাকাতে একই সূরা বারবার পড়া 'খেলাফে আওলা'..... ৯৭
দিনের বেলা তাহাজ্জুদের বদলে নাওয়াফেল পড়া..... ৯৭
খাদ্যে স্বল্পতা..... ৯৮
স্ত্রীর দেওয়া কষ্ট সহ্য করাও মুজাহাদা..... ৯৮
অর্থ ও মতলব চিন্তা না করে শুধু তিলাওয়াতে সমস্যা নেই..... ৯৮
তারাক্কীর আসবাব বিভিন্ন..... ৯৯
এখতেলাত মা'আল আনাম কমানো..... ৯৯
হক-হুকূক মাফ করানোর তরীকা..... ১০০
অপ্রয়োজনীয় মেলা-মেশার এলাজ..... ১০১
আল্লাহ্‌র সঙ্গে বেয়াদবীর এলাজ..... ১০১

www.islamfind.wordpress.com

সিলসিলার মাশায়েখের জন্য সাওয়াব রেসানী..... ১০২
আমলের উপর ভরসা করা 'আবদিয়াতের' পরিপন্থী..... ১০২
এনহেমাক (মগ্নতা) এর ব্যাখ্যা..... ১০৩
ঋণ পরিশোধের জন্য দুআ করা..... ১০৪
হিম্মত ও সাহস-এর প্রয়োজন..... ১০৪
আমলের মধ্যে ত্রুটির ভাবনা কাঙ্খিত..... ১০৫
'বদ কিসমতী' বা দুর্ভাগ্য বলা আল্লাহ্‌র উপর
দোষারোপের সামিল..... ১০৫
এশার পর তাহজ্জুদের নাওয়াফেল..... ১০৫
'আ'মালে এখতিয়ারিয়া' এর জরুরত..... ১০৬
নামায কাযা হওয়ার জরিমানা নফল রোযা..... ১০৭
সেররী নামাযের মধ্যেও জেহরীর মতো তারতীল..... ১০৭
তাহাজ্জুদ পড়ার তাগিদ..... ১০৭
এ'তেকাফের আমল..... ১০৮
দালায়েলুল খায়রাত পড়া..... ১০৮
আত্মহারা না হওয়া ক্ষতিকর নয়..... ১০৯
নামাযের সময়ে কল্পনা..... ১০৯
তাশাহ্‌হুদের সময় কল্পনা..... ১১০
পীরের কাছে দুআ চাওয়া..... ১১০
পীরের চেহারা কল্পনা করা..... ১১১
এশার নামাযের পর তাহাজ্জুদের নিয়তে নাওয়াফেল পড়া..... ১১২
আমলের মধ্যে ত্রুটির কারণ..... ১১৬
তাহাজ্জুদের নামাযে চক্ষু বন্ধ করা..... ১১৬
তাহাজ্জুদে ফরয, সুন্নতের চেয়ে অধিক একাগ্রতার হেকমত..... ১১৬
তাহাজ্জুদের বিশেষ কোনো তরীকা নেই..... ১১৭
তাহাজ্জুদ নামাযের পর ঘুমানো..... ১১৭
পার্থিব উদ্দেশ্যে রোজা রাখা আবদিয়াতের খেলাফ..... ১১৭
গাফলত ও উদাসীনতার হাকীকত..... ১১৮
কলব 'পাষাণ' হওয়ার ওয়াস্‌ওয়াসার এলাজ..... ১১৮
তাওয়াজ্জুহ ও তাসাররুফের চেয়ে আমলের গুরুত্ব অধিক..... ১১৮
তারবিয়াতুস সালিক মুতালাআর তারগীব..... ১১৯
একাগ্রতার প্রয়োজন..... ১২১
নামাযে ভুল হওয়া ক্ষতিকর নয়..... ১২১

www.islamfind.wordpress.com

নফল নামাযের তাগিদ..... ১২১
দুআর মধ্যে জোরালোভাবে চাওয়ার ব্যাখ্যা..... ১২২
আখলাক সংশোধনীমূলক কিতাবাদি মুতালাআ..... ১২২
কম কথা বলা..... ১২৩
দুআ ও প্রার্থনায় বাহুল্য উচিৎ নয়..... ১২৪
কাযা নামায আদায় করা..... ১২৪
দুআ রেযা'র খেলাফ নয়..... ১২৫
নামাযের মধ্যে চক্ষু বন্ধ করা..... ১২৫
সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে দুআ..... ১২৬
ফারায়েয ও নাওয়াফেল কাযা হওয়ার মধ্যে পার্থক্য..... ১২৬
ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে নামায কাযা হওয়া..... ১২৭
মেলা-মেশা কমানো এবং মুবতাদীর জন্য ওয়াযের তরীকা..... ১২৮
কুরআন ইয়াদ করার তরীকা..... ১৩৫
সূলূকের মধ্যবর্তী অথবা শেষ পর্যায়ে দ্বিতীয় মুজাহাদার জরুরত..... ১৩৫
প্রয়োজন চিন্তা ও চেষ্টার..... ১৩৭
কাযা নামায আদায়ে অলসতা করা গোনাহ..... ১৩৮
দুআ আবদিয়াতের খেলাফ নয়..... ১৩৮
পাপীর জন্য জরুরি ইস্তিগফার, শান্তনার আকাঙ্খা নয়..... ১৩৯
বিরতি না দিয়ে এশরাক ও চাশ্‌ত পড়া..... ১৩৯
নিয়মতান্ত্রিকতা বিভিন্ন প্রকার..... ১৪০
কুরআন শরীফ থেমে থেমে মুখস্ত পড়তে না পারার এলাজ..... ১৪১
নামাযে অধিক পরিমাণে ভুল হওয়ার এলাজ..... ১৪১
প্রাধান্য যিকির ও আমলের, কিতাবাদি মুতালাআর নয়..... ১৪২
এত্তেবা অনুসরণকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি..... ১৪৩
মাওয়ায়েয মুতালাআ জরুরি..... ১৪৪
ফারায়েয ও নাওয়াফেল-এর মধ্যে মানসিকতার তারতম্য..... ১৪৪
অল্প খাওয়ার নিয়ম না মানা..... ১৪৬
জেহরী ও সেররী নামাযে স্বভাবগত তারতম্য..... ১৪৬
তালেবে এলেম অবস্থায় আমলের এসলাহ জরূরী..... ১৪৬
ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইবাদতে সাওয়াব বেশি..... ১৪৭
অল্প আমল ও বেশি আমলের প্রভাব সামর্থের পরিমাণ হিসাবে সমান..... ১৪৮
এলমী ব্যস্ততা..... ১৪৮

www.islamfind.wordpress.com

পঞ্চম অধ্যায়
আহ্ওয়ালের বর্ণনা

লয্যত ও যওক (স্বাদ ও মজা) কাঙ্ক্ষিত নয়,
হাল ও মাকামের পার্থক্য.....১৪৯
লয্যত কাম্য নয়..... ১৪৯
লয্যত ও যওক মাতলূব নয়... ..... ১৫০
গায়রে এখতিয়ারীর ব্যাপারে গোনাহ নেই..... ১৫১
হালাত মাকসূদ নয়..... ১৫২
অবস্থা স্বাভাবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া উচিৎ..... ১৫৩
নামাযে মন ঘাবড়ে যাওয়ার এলাজ..... ১৫৩
আ'মালের উপর 'এস্তেকামাত একটি উন্নত হালত..... ১৫৫
অর্থাভাবের কারণে দুশ্চিন্তার এলাজ..... ১৫৫
'ফানা'-এর আলামত..... ১৫৫
কাইফিয়াত মাকসূদ নয়.....১৫৯
ওয়ারেদাতে মাহমূদা এবং যিক্রে কলবের আছর..... ১৬৫
একাগ্রতা অর্জনের পন্থা..... ১৬৫
মানসিক উদ্দীপনা ও দৈহিক দুর্বলতার প্রভাব..... ১৬৬
হালতে মাহমূদা..... ১৬৭
তামকীন অর্জন..... ১৭২
অধিক নিদ্রার এলাজ..... ১৭২
পাষণ্ডতা ও ভান (কৃত্রিমতা) এর হাকিকত..... ১৭৫
প্রবল শুষ্কতা ও উষ্ণতার প্রভাব..... ১৭৭
আসবাবের প্রতি নজর হালের ঘাটতি আকায়েদের ত্রুটি নয়..... ১৭৮
অশ্রু মোছা ও না মোছা একই সমান..... ১৭৮
কব্য ও বাস্ত এর আছর..... ১৭৮
ফানা ও গায়বাত এর আলোচনা..... ১৭৯
কল্বের অস্থির-চঞ্চল মুহূর্তে মস্তিষ্ককে লেখার কাজ থেকে ফারেগ
রাখা জরুরি..... ১৮১
জোশ (আবেগ) ছেড়ে হুঁশ ও বুদ্ধি দিয়ে কাজ করা জরুরি.....১৮১
প্রাথমিক ও চূড়ান্ত সালিকের হালাতের পার্থক্য..... ১৮৩
একাগ্রতা তৈরী না হওয়ার এলাজ..... ১৮৪
মনের আকাঙ্ক্ষা স্থায়ী হওয়া জরুরি নয়..... ১৮৪
কব্যের হালত দীর্ঘ হওয়া ক্ষতিকর নয়.....১৮৪

www.islamfind.wordpress.com

নূর বা আলো ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়..... ১৮৫
স্বাভাবিক গতিতে শওক ও আগ্রহের বৃদ্ধি উপকারী
বিশেষ ব্যবস্থার বৃদ্ধি নয়..... ১৮৬
ভালো মন্দ কাইফিয়াতকে সফলতা ও ব্যর্থতার প্রমাণ হিসাবে
উপস্থাপন ভুল, আল্লাহ্‌র প্রতি মন্দ ধারণার এলাজ..... ১৮৭
শুষ্কতা ও কোষ্ঠের আলামত..... ১৯০
অধিক একাগ্রতার ফলে সৃষ্ট ভুল নিন্দনীয় নয়..... ১৯০
অযীফা ছুটে যাওয়ার কারণে মন ভেঙ্গে যাওয়ার এলাজ..... ১৯১
দুঃখ-কষ্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুজাহাদার শামিল..... ১৯৫
একাগ্রতার প্রকার বিভিন্ন–..... ১৯৬
কব্‌যের বিভিন্ন আছর..... ১৯৬
নির্জনতা কল্যাণকর..... ১৯৭
প্রবল ভীতি ও গভীর অন্তরঙ্গতা..... ১৯৭
নূযূলে তাজাল্লী বা বিশেষ আলোকরশ্মির অবতরণ..... ১৯৮
পরস্পর বিপরীত অর্থের আসমায়ে হুসনার তাজাল্লী..... ১৯৯
কান্নাকে নিয়ন্ত্রণ না করাই উচিৎ..... ১৯৯
নূযূলের আলামত..... ২০০
ভুলের আশঙ্কাও সঠিক হওয়ার আলামত..... ২০১
শওক (আগ্রহ) ও উন্‌স (অন্তরঙ্গতা) এর পার্থক্য..... ২০১
গায়েবের জগত থেকে আকর্ষণ..... ২০৩
আমলে অমনোযোগিতা ও ঘাবড়ানির এলাজ..... ২০৪
মৃত্যুর স্মরণে দেমাগ (ব্রেন) অস্থির হলে এলাজ..... ২০৪
নাওয়াফেলের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি সামান্য মনোযোগে সমস্যা নেই..... ২০৫
হালাতে বাতেনিয়ার বিভিন্ন আলামত..... ২০৫
কলবের শাহাদাত ও সাক্ষ্যর উপর আমল করার শর্ত..... ২০৬
ওয়ারেদ (আগত হালত) কে প্রতিরোধ নয়, অনুসরণ করা উচিৎ..... ২০৬
খশ্‌য়াত বা ভয়ের আলামত..... ২০৬
আহওয়ালের আকাঙ্ক্ষা অবনতির আকাঙ্ক্ষা..... ২০৭
নৈরাশ্যজনক কথা শয়তানী এলকা (প্রক্ষেপণ)..... ২০৮
কোমল হৃদয়ের পরিচয়..... ২০৯
স্বভাবের অলসতা ক্ষতিকর নয়..... ২০৯
কলবি হালতে আফসোস থাকা ভালো লক্ষণ..... ২০৯
সুসংবাদের অপেক্ষায় খানা না খাওয়া হারাম..... ২১০
দৃঢ়তা ও অবিচলতা অর্জনের তাদবীর..... ২১০

www.islamfind.wordpress.com

'কব্য'র চিকিৎসা..... ২১১
দীনের অনুসরণে অটল থাকা উন্নত হালত..... ২১৪
আন্ওয়ার (নূর) ভ্রুক্ষেপ-যোগ্য নয়..... ২১৫
অতিরিক্ত মৃত্যু চিন্তার চিকিৎসা..... ২১৫
হাতের মধ্যে পিপড়া হেটে বেড়ানোর মতো অবস্থার হাকিকত..... ২১৫
দীনী ব্যাপারে অটল থাকতে না পারার এলাজ..... ২১৬
প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে গভীর শোকের চিকিৎসা..... ২১৬
'ফানা' সংক্রান্ত বিশ্লেষণ..... ২১৭
"কোথায় খাক (মাটি) কোথায় আলামে পাক।" (পবিত্র জগত)..... ২২০
দৃঢ়তাপ্রাপ্তি ও প্রশান্তি জ্ঞান-বুদ্ধির প্রাধান্যের দলিল..... ২২১
আন্ওয়ার ও আল্ওয়ান প্রকাশিত হওয়া..... ২২২
রাহমানী তাজাল্লী ও শয়তানী তাজাল্লীর পরিচিতি..... ২২৪
'বাস্ত'র হালতে আমল বৃদ্ধি করা উচিৎ..... ২২৪
নেসবতে ফানা মাকাম হিসাবে রূপান্তরিত..... ২২৫
'ফানা' আর 'যোহদের' তফাৎ..... ২২৫
কিসের প্রাধান্যে ফানা হয়..... ২২৬
'ব্যকা'র ব্যাখ্যা..... ২২৬
আহওয়ালের প্রবলতা মুবতাদী মুনতাহী সকল সালিকেরই হয়ে থাকে..... ২২৬
দিলের কোমলতা মাকসূদ নয়..... ২২৭
দৃঢ়তা ও অবিচলতা ধীরে ধীরে তৈরী হয়..... ২২৭
কব্যের কতিপয় কারণ..... ২২৮
নামাযের মজা..... ২২৮
হৃদয়ের কোমলতা মুবারক হালত..... ২২৮
নিজের হাল অনিচ্ছায় প্রকাশ পেয়ে গেলে সমস্যা নেই..... ২২৯
এতমিনানে কলবির ব্যাখ্যা ও প্রকার..... ২২৯
আ'মাল ধ্বংস হওয়ার ভয় ঈমানেরই আলামত..... ২৩০
দুনিয়াবি পেরেশানির এলাজ..... ২৩০
কলবের মধ্যে জ্বালা ও ব্যথার এলাজ..... ২৩১
সন্দেহের এলাজ..... ২৩২
হারাম গান-বাদ্য কখনোই আন্ওয়ারে কলবির মাধ্যম হতে পারে না..... ২৩২
কাইফিয়াত না হলে পেরেশান না হওয়া উচিৎ..... ২৩৩
ফলাফলপ্রাপ্তি যোগ্যতার হিসাবে বিভিন্ন হয়..... ২৩৩
হায়বাত ও ভীতির আলামত..... ২৩৪
কলবের একাগ্রতা কাম্য..... ২৩৭

www.islamfind.wordpress.com

কব্যের উপকারিতা ও কল্যাণ..... ২৩৭
আনওয়ার দেখা..... ২৪০
স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি তাকওয়ার আলামত..... ২৪০
ব্যাকুল হওয়া ও পালিয়ে যাওয়ার এলাজ..... ২৪১
হার্টের দুর্বলতার এলাজ..... ২৪১
আদব ও সৌজন্যের আলামত..... ২৪২
আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশে অপারগ ঘাটতি ক্ষতিকর নয়..... ২৪৩
মস্তিষ্কের দুর্বলতার লক্ষণ..... ২৪৫
দুআ কবূল হওয়া একটি নেয়ামত..... ২৪৫
আল্লাহ্ তাআলার যাতী নূরের তাজাল্লী..... ২৪৬
মস্তিষ্কের প্রবল হস্তক্ষেপ..... ২৪৭
হৃদয়ের ভাবাবেগ হওয়ার চেয়ে না হওয়া কখনো কখনো
বেশি কল্যাণকর..... ২৪৮
গোনাহের ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে নিরাশ করে দেওয়া শয়তানী চক্রান্ত..... ২৪৮
দুআর মধ্যে ভয় পাওয়ার এলাজ..... ২৪৯
গায়রুল্লাহর দিকে যুক্তি নির্ভর আগ্রহ নিন্দনীয়, স্বভাবগত আগ্রহ নয়..... ২৪৯
ওয়ারেদ বা ভাবাবেগ প্রবল হলে ঠেকানো উচিৎ নয়..... ২৫০
একাগ্রতা অর্জনের তরীকা..... ২৫১
কলবের বিস্মরণ (ভুলে যাওয়া) খারাবির কারণ নয়..... ২৫১
নির্জনতা ও জনসমাগমের তফাৎ..... ২৫২
'ওয়াজদ' আবেগ উদ্বেলতার আছর..... ২৫২
অতীত হালত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অন্তরের জন্য ক্ষতিকর..... ২৫৩
'খওফ'-র চেয়ে শওক আফযল..... ২৫৪
একাগ্রতা না হওয়া ক্ষতিকর নয়..... ২৫৪
আবেগ ও মজা খোঁজা রোগ..... ২৫৫
আবেগ উন্মত্ততা ও অভিব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করা অনর্থক ব্যাপার..... ২৫৭
উন্নত হালত..... ২৫৭
গায়রে এখতিয়ারী বিষয়াদিতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই..... ২৫৮
আল্লাহ্‌র দীদার লাভের আকাঙ্ক্ষায় আখেরাতের সফরের
দ্রুততার আকাঙ্ক্ষা বৈধ..... ২৫৮
নতুন হাল না হওয়া এবং পীরের ধ্যান..... ২৫৯
আছারে মাহমূদাহ বা প্রশংসনীয় প্রভাব..... ২৫৯
বুকের মধ্যে গরম বোধ হওয়ার এলাজ..... ২৬০
যিকির বৃদ্ধির আগ্রহের এসলাহ..... ২৬০

www.islamfind.wordpress.com

যিকিরের মধ্যে লয্যত ও মজা মাকসূদ নয়..... ২৬০
আলোকরশ্মি দেখা..... ২৬১
কামিয়াবির আলামত..... ২৬১
ফজরের পূর্বে ঘুম ভাঙ্গার ব্যবস্থা..... ২৬৪
কোনো একদিন ঘুম না ভাঙ্গা ক্ষতিকর নয়..... ২৬৫
অতিরিক্ত ঘুমের চিকিৎসা..... ২৬৫
আনওয়ার ও কাশ্‌ফ মনোনিবেশযোগ্য নয়..... ২৬৭
কোনো কোনো শব্দ দ্বারা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা আবদিয়াতের খেলাফ..... ২৭০
ফানা, তাফরীয ও ইশ্‌ক..... ২৭০
স্ত্রী গমনের কারণে পেরেশানি যুক্ত হওয়ার চিকিৎসা..... ২৭৩
খালেকের চেয়ে মাখলূকের ভয় বেশি হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার..... ২৭৪
ভয় ও আশা উভয়টার আবশ্যকতা..... ২৭৫
বিনয়-বিনম্রতা সফলতার চাবিকাঠি..... ২৭৫
শওক ও উন্‌স-এর হালত..... ২৭৬
চমৎকার বুঝ..... ২৭৬
আল্লাহ্‌র ভয় রোগ নয়..... ২৭৭
নম্রতা ও বিনয়ের হালত..... ২৭৭
প্রশংসা ও নিন্দার প্রভাব না পড়ার ব্যবস্থা..... ২৭৮
ভাল বুঝা সম্পন্ন হওয়ার অর্থ..... ২৭৮
প্রবল ভীতির চিকিৎসা..... ২৭৮
মস্তিষ্কের দুর্বলতা পেরেশানির কারণ না হওয়া উচিৎ..... ২৭৯
মুরাদিয়াত ও এজতেবা'র হাকিকত..... ২৮১
কারামাত সম্পর্কে দুর্লভ ও চমৎকার বিশ্লেষণ..... ২৮১
কতিপয় কব্‌যের এলাজ..... ২৮৫
কতিপয় বুকের ব্যথা ও অস্থিরতার এলাজ..... ২৮৭
তীব্র শোক ও ব্যথার এলাজ..... ২৮৮
দুর্লভ বিষয়বস্তু লিখে রাখা..... ২৯০
মৃত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে চিন্তিত হলে এলাজ..... ২৯০
শওকের কাইফিয়াত..... ২৯১
কলবে আগত বিশেষ ওয়ারেদ-এর অনুসরণ করা উচিৎ..... ২৯১
'ফানা'র আলামত..... ২৯১
কাইফিয়াত স্থায়ী হয় না..... ৩০২
অলসতার চিকিৎসা..... ৩০৩
সময়কে অপচয় হওয়া থেকে বাঁচানো প্রশংসনীয়..... ৩০৪

www.islamfind.wordpress.com

উন্নত হালত..... ৩০৫
কাইফিয়াত মাকসূদ নয়..... ৩০৮
বাজারের লোকদের দেখে পেরেশান হওয়া..... ৩১১
গায়রে এখতিয়ারী বিষয় হাসিল না হলে চিন্তিত না হওয়া উচিৎ..... ৩১২
কলবের একাগ্রতা না হওয়ার এলাজ..... ৩১২
যোগ্যতার আলামত..... ৩১২
নানা স্বভাবের নানান বৈশিষ্ট্য..... ৩১৩
আফসোস বা পরিতাপ দিলের কান্না..... ৩১৩
সৃষ্টি নৈপুণ্যে সুবহানাল্লাহ্ বলা..... ৩১৩
এসলাহে হালে কলব ও আরো বিভিন্ন সহী মাকসাদের ব্যাপারে
অনুসন্ধান..... ৩১৪
সালিককে পাগল বললে লজ্জিত হওয়া উচিৎ নয়..... ৩১৪
তীব্র 'হুযূরী' অনেক জরুরি কাজের প্রতিবন্ধক..... ৩১৫
ফানা অর্জনের পন্থা..... ৩১৫
আন্ওয়ার মাকসূদ নয়..... ৩১৬
গায়রে এখতিয়ারী ব্যাপার ছুটে যাওয়া বঞ্চনার কারণ নয়..... ৩১৬
কবযের এলাজ..... ৩১৭
গরম মেজায এর আলামত..... ৩২১
প্রাথমিক সালিকের গোনাহ স্মরণ করে কান্না..... ৩২১
কান্না না আসা..... ৩২১
এখতিয়ারী ব্যাপারে ত্রুটির সংশোধন অপরিহার্য আর গায়রে
এখতিয়ারী বিষয় ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়..... ৩২২
পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ হুযূরী..... ৩২৩
হায়বত-ভীতি ও উনস-অন্তরঙ্গতা..... ৩২৩
প্রবল মৃত্যুভয়ের এলাজ..... ৩২৩
নিজের রুচি পছন্দের উপর শরীয়তের দর্শনকে প্রাধান্য দেয়া প্রশংসনীয়..... ৩২৪
কুরআনের তিলাওয়াত ভালো না লাগার চিকিৎসা..... ৩২৪
ভিন্ন সিলসিলার বুযুর্গদের সঙ্গে সাক্ষাৎ মুবতাদীর জন্য ক্ষতিকর..... ৩২৫
নিজের মধ্যে অনুশোচনা বৃদ্ধি পাওয়া উপকারী..... ৩২৫
তবয়ী ওয়াহশাত (বিরক্তি) ও আকলী এলতেফাত
(সৌজন্য) একত্রে হতে পারে..... ৩২৫
চুরির অপবাদ আশঙ্কার এলাজ..... ৩২৬
বিবাহ না হওয়ার কষ্টের এলাজ..... ৩২৬
মানুষের সঙ্গে যোগাযোগহীনতা..... ৩২৭

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

অপারগতার অবস্থা দোষণীয় নয়..... ৩২৯
হুযূরে কলব ও একাগ্রতা অর্জনের পন্থা..... ৩৩০
পড়ার মধ্যে মন উদ্বিগ্ন হওয়ার এলাজ..... ৩৩০
অপারগতার কষ্ট-সাধনা, রোগ-শোক ও দুশ্চিন্তা ইত্যাদি উপকারী..... ৩৩১
হালাতে মাহমূদাহ..... ৩৩৪
দীনী জটিলতা ও ওয়াস্ওয়াসা থেকে বাঁচার উপায়..... ৩৪৪
হুযূরে কলবি..... ৩৪৭
একাগ্রতা হাসিল হওয়ার উপায়..... ৩৪৮
ক্ষুধা ও দারিদ্রের বরকত..... ৩৫০
দুনিয়াবি ব্যাপারে কান্না আসা দীনী ব্যাপারে না আসা..... ৩৫৩
জয্ব ও আকর্ষণের পন্থা..... ৩৫৩
পীরের অনুসরণ না করার এলাজ..... ৩৫৪
হায়বাত ও ভীতির বিভিন্ন আছর..... ৩৫৫
'মাঈয়্যাত' এর তীব্রতার প্রভাব..... ৩৫৫
গাফলাত-এর এলাজ..... ৩৫৫
হৃদয়ের কঠোরতা-কঠিনতার ব্যাখ্যা..... ৩৫৬
হৃদয়ের কঠোরতা-কঠিনতার আছর..... ৩৫৬
কাসাওয়াতে কলবির হাকিকত..... ৩৫৭
গালাবায়ে ফানা-এর আছর..... ৩৫৮
প্রশংসনীয় আকলী বিষয়াবলী আমলসহ যথেষ্ট..... ৩৫৮
মৃত্যুর চিন্তা..... ৩৫৯
কষ্ট ও শোক সব মুজাহাদা..... ৩৫৯
তীব্র কষ্ট ও শোকের এলাজ..... ৩৬০
মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা..... ৩৬০
স্বভাবগত ব্যথায় অসুবিধা নেই..... ৩৬১
পরিচ্ছন্নতা পছন্দনীয় হওয়া..... ৩৬১
নিজের গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি না থাকা উচিৎ..... ৩৬১
হালাতের বিশদ ব্যাখ্যা জানতে অধীর না হওয়া..... ৩৬১
দুআর সময়ে আটকে যাওয়ার কারণ..... ৩৬২
স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা..... ৩৬২
স্ত্রী সহবাস নফ্স দমনের বিপরীত নয়..... ৩৬৪
হালের তীব্রতা..... ৩৬৪
তীব্র ঘুমের চাপের এলাজ..... ৩৬৫
পীরের নিকট উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির পার্থক্য..... ৩৬৫

www.islamfind.wordpress.com

আবদিয়াত ও দাসত্বের হাল ও মাকাম..... ৩৬৬
নেসবত ছিনিয়ে নিতে না পারা এবং তাসাররুফের
ক্ষমতা ওয়ালা হওয়া..... ৩৬৬
নেসবত মাআল্লাহ্ অর্জনের পন্থা..... ৩৬৬
তাওহীদে উজূদী ও ফানা, অহঙ্কারের এলাজ ও লাতায়েফের যিকির..... ৩৬৯
রযা ও আশা..... ৩৭৪
রযা ও খওফ বা আশা ও ভীতি সম্পর্কে সন্দেহ দূরিকরণ..... ৩৭৪
উপরোক্ত বিশ্লেষণ সম্পর্কে কিছু সন্দেহ ও তা নিরসন..... ৩৭৮
নেসবতের হাকিকত এবং 'ছাহেবে নেসবত'-এর আলামত..... ৩৮০
সাহসহীনতার এলাজ..... ৩৮১
চমৎকার বুঝ ও উপলব্ধি..... ৩৮৪
প্রাথমিক অবস্থা..... ৩৮৯
আকলী তারাক্কী কাঙ্ক্ষিত মাধ্যম দিয়ে হলেও তবয়ী তারাক্কী নয়..... ৩৮৯
দৈহিক রোগ দ্বারা নফসানী রোগের চিকিৎসা হওয়া..... ৩৯০
আছর উদ্দেশ্য নয়..... ৩৯১
মাওয়াযের আছর স্থায়ী থাকা যথেষ্ট..... ৩৯১
উনস ও গভীর হৃদ্যতার আছর..... ৩৯১
চূড়ান্ত পর্যায়ে রূহানী কাইফিয়াত প্রবল হয় এবং... .....৩৯২
আউলিয়াগণের মাজারে আছর হওয়ার কারণ..... ৩৯৩
ঘুম থেকে জেগে উঠার পর আলো দেখতে পাওয়া..... ৩৯৩
কুরআন মাজীদের তিলাওয়াতে একাগ্রতা না হওয়ার এলাজ..... ৩৯৩
নিদ্রার তীব্র চাপের এলাজ..... ৩৯৪
সিনার মধ্যে নড়াচড়া ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়..... ৩৯৪
বিবাহ সুলূকের মধ্যে বিঘ্ন ঘটায় কি না..... ৩৯৪
কামিয়াবির আলামত..... ৩৯৫
সুবুদ্ধি জরুরি..... ৩৯৫
কব্যের আছর..... ৪০০
কব্যের উপকারিতা ও উপযোগিতা..... ৪০৩
কব্যের উপকারিত ও যৌক্তিকতা..... ৪০৭
নামাযের মধ্যে আলো দেখা..... ৪০৮
অর্থ-সম্পদ হারানো আর সুস্থতা ও সন্তান হারানোর প্রভাবে ভিন্নতা..... ৪০৯
আহ্ওয়াল নয় আ'মাল উদ্দেশ্য..... ৪১০
মাযমুনে কুল্লি..... ৪১০
যিনি ছাহেবে হাল নন, জান্নাতের ব্যাপারে বেপরোয়া

www.islamfind.wordpress.com

হওয়া তার জন্য নিন্দনীয়..... ৪১৯
আছরে ফানা..... ৪১৯
কলবের কোমলতা মাকসূদ..... ৪২৩
একই সিলসিলার বুদ্ধিমানের কাছে বাতেনি হালত আলোচনা করা যাবে..... ৪২৩
হালাতে মুবারাকাহ..... ৪২৩
নূর-আনওয়ার ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়..... ৪২৫
নির্জনতার জরুরত..... ৪২৭
যিকিরের আনওয়ার..... ৪২৭
পেরেশানির এলাজ..... ৪২৭
খাবার বেশি খাওয়ার অনুমতি..... ৪৩০
পীরের প্রতি ভক্তির ও বিনয়ের তীব্রতা..... ৪৩০
তাশবীহ ও তাওহীদে উজূদীর পার্থক্য..... ৪৩১
পছন্দনীয় ব্যাথা..... ৪৩১
কলবের পরিচ্ছন্নতা অনুভূত হওয়া..... ৪৩২
চিকিৎসা বর্জনের চেয়ে গ্রহণের ফজিলত..... ৪৩২
মন্দ অবস্থার এলাজ..... ৪৩২
গোনাহের পর আল্লাহ্‌র মহব্বতের কারণে লজ্জিত হওয়া..... ৪৩৮
কঠিন ওজরের কারণে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব হওয়া অন্তরের
জন্য ক্ষতিকর নয়..... ৪৩৮
নিজের হালতের প্রতি এতমিনান না হওয়া..... ৪৩৮
নামায ও যিকিরের মধ্যে মনোযোগ..... ৪৩৯
এনাবাতের আছর..... ৪৩৯
কুরআন তিলাওয়াতের সময় কান্না আসা..... ৪৩৯
ওয়ারেদাত এর অনুসরণ করা..... ৪৪০
হুযূরে কলবের জরুরত..... ৪৪৪
শওক ও মহব্বতের আছর..... ৪৪৪
আহ্‌ওয়াল স্থায়ী হয় না..... ৪৪৪
তাওহীদে উজূদীর তীব্রতার আছর..... ৪৪৫
'দায়েমি হুযূর' টাই মাকসূদ..... ৪৪৫
শরীয়ত বিরোধী কাজে রাগ ও রহম..... ৪৪৬
নিজের নফসের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া..... ৪৪৬
দিন ও রাতের নামাযে একাগ্রতার তারতম্য..... ৪৪৬
কলবি দ্বিধা সংকোচের এলাজ..... ৪৪৬
মৃত্যুকে ভালো লাগা অলী হওয়ার আলামত..... ৪৪৮

www.islamfind.wordpress.com

কলবকে ফারেগ রাখার গুরুত্ব..... ৪৪৮
ঘুমে ও জাগরণে স্বভাবগত তারতম্য..... ৪৪৯
নিজের নফসের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ..... ৪৪৯
নিজ হালতের প্রতি এতমিনান না হওয়ার এলাজ..... ৪৫০
নামাযের মধ্যে কলবি যোশ নিয়ন্ত্রণ করা উত্তম..... ৪৫৩
তীব্র উদ্বিগ্নতার আছর..... ৪৫৫
তালবীন অবস্থান্তর..... ৪৫৬
স্ত্রীর প্রতি মহব্বত ক্ষতিকর নয়..... ৪৫৬
স্বভাবগত ব্যাপার ভ্রুক্ষেপ ও গ্রহণযোগ্য নয়..... ৪৫৬
আকলি খুশি কাঙ্ক্ষিত তবয়ী খুশী নয়..... ৪৬০
দুআর মধ্যে মন না লাগার এলাজ..... ৪৬০
ইয়াদে ইলাহী..... ৪৬১
স্পষ্ট কাইফিয়াত অনুভূত না হওয়া..... ৪৬১
কলবের কাঁপুনি ও এলাজ..... ৪৬২
মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা..... ৪৬২
নির্জনতা অবলম্বন..... ৪৬২
অলসতার চিকিৎসা..... ৪৬৩
কলবের দুর্বলতার এলাজ..... ৪৬৩
কলব জারি হওয়া..... ৪৬৪
মহব্বত ও আযমত বা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার আছর..... ৪৬৪
তানযিহ-এর তাজাল্লী ও আছর..... ৪৬৪
হায়বাত ও ভীতির আছর..... ৪৬৫
মুবতাদীর (প্রাথমিক সাধকের) কোনো কাজের মাধ্যম হওয়া..... ৪৬৭
কাইফিয়াত (অবস্থাদি) উদ্দেশ্য নয়..... ৪৬৭
কাইফিয়াতে ফানা..... ৪৭০
হালাতে মাহমুদাহ..... ৪৭০
প্রশংসনীয় হালত..... ৪৭১
মনোযোগ লাভের পন্থা..... ৪৭৮
ঢোলের আওয়াজ শুনে আত্মহারা কাইফিয়াত..... ৪৭৯
কলবের দুর্বলতার লক্ষণ..... ৪৮০
আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আকর্ষণ..... ৪৮০
কাইফিয়াতে ইশকিয়া..... ৪৮০
গায়রে এখতিয়ারী কাইফিয়াত না হওয়ার এলাজ..... ৪৮১
নামাযে হুযূরে কলবি না হওয়ার এলাজ..... ৪৮১

www.islamfind.wordpress.com

সারাক্ষণ আল্লাহ্ তাআলার স্মরণের আকাঙ্ক্ষা..... ৪৮১
কলবি মলিনতার এলাজ..... ৪৮৩
চূড়ান্ত সুলুকের আহ্ওয়াল (এক খলিফার চিঠি)..... ৪৮৩
তেলাওয়াতের সময় হালের তীব্রতায় আল্লাহ্ শব্দ উচ্চ আওয়াজে বলা..... ৪৮৪
আয়-উপার্জনের টানাটানির চিন্তার এলাজ..... ৪৮৪
মুসলিম জাতীর প্রতি সমবেদনা..... ৪৮৪
যওক ও খুশূ' বিভিন্ন প্রকার..... ৪৮৪
সার্বক্ষণিক হুযূর..... ৪৮৫
ইবাদতের আছর..... ৪৮৫
নৈরাশ্যের এলাজ..... ৪৮৫
স্বভাবগত ও যুক্তিগত বিষয়ের পার্থক্য..... ৪৮৬
এত্তেবায়ে সুন্নত..... ৪৮৭
দীনী কিতাবাদির আছরটাই কাম্য..... ৪৮৭
খালেকের চেয়ে মাখলূকের প্রতি ভীতি বেশি হওয়ার কারণ..... ৪৮৮
হুকুকুল এবাদ নিয়ে চিন্তিত হওয়া..... ৪৮৮
তামকীন (সম্পর্কের দৃঢ়তা)এর আছর..... ৪৮৯
উরূজ ও নুজূল-এর আলামত..... ৪৯১
মানুষের এসলাহী খেদমতের দ্বারা সুলুকের উন্নতি হয়..... ৪৯১
ভয় ও দুর্বলতার লক্ষণ..... ৪৯২
নামাযের কবুলিয়াতের আলামত..... ৪৯২
উন্স ও হায়বতের আছর..... ৪৯৩
সুকূনে কলবির জন্য স্থায়িত্ব..... ৪৯৪
ফারায়েয ও নাওয়াফেলে খুশূ'-এর তারতম্যের কারণ..... ৪৯৪
এখতিয়ারী বিষয় এলাজযোগ্য গায়রে এখতিয়ারী বিষয় নয়..... ৪৯৫

www.islamfind.wordpress.com

চতুর্থ অধ্যায়
আ'মালের বর্ণনা

ওয়ায়েয শ্রোতাদের শোনা না শোনার পরোয়া করবে না

হালঃ জুম'আর নামাযের পর মানুষকে নসীহত করার একটি মা'মূল ছিল। শ্রোতাদের অমনোযোগিতা দেখে মনে হল- এই অমনোযোগিতার কারণ আমার নিজস্ব ত্রুটি। নতুবা তারা আকর্ষণ বোধ করত। আমার অযোগ্যতা ভেবেই ওয়ায করা ছেড়ে দিলাম।

বিশ্লেষণঃ ভুল করেছেন। আবার শুরু করুন। মনের মধ্যে রাখুন এই পংক্তি-

کس بشنو یا نشنو من گفتگوئی میکنم

অর্থঃ শুনলেও না, না শুনলেও না, আমার কথা বন্ধ হবে না।

মাদরাসা কায়েম করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল

হালঃ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের এসলাহের চেষ্টা ও চিন্তা করে যাচ্ছি কিন্তু নিজের দিকে তাকালে একেবারে অন্ধকার দেখি। অন্যের জন্য আলো জ্বালছি অথচ নিজে থেকে যাচ্ছি অন্ধ।

বিশ্লেষণঃ অন্যের কল্যাণ চিন্তার কারণে, কল্যাণ পৌঁছে দেওয়ার বরকতে ইনশাআল্লাহ্ অন্ধ থাকবেন না। তাছাড়া মনে রাখবেন, মাদরাসা প্রতিষ্ঠার চেয়ে বড় আমল এ যুগে আর কিছু নেই।

'দাওয়ামে আমল' এর হাকীকত

হালঃ প্রথমত- আমি এমন বিশেষ কিছু আদৌ করতামই না, তারপরও আল্লাহ্র মেহেরবানীতে যা কিছু হত, আজকাল কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে সব উলট-পালট হয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত এলতেযামের সঙ্গে (নিয়মিত) অযীফা পড়া হয় না। যখনই এলতেযামের সঙ্গে অযীফা আদায় করতে থাকি, তখনই কোনো বাধা বা প্রতিকূলতা সামনে এসে পড়ে। যে কারণে নিয়মতান্ত্রিকতা দূরে থাক অযীফা আদায় করাই বন্ধ হয়ে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এক ধরনের এলতেযাম বা দাওয়াম এটাও যে, কখনো হবে কখনো হবে না। বিশেষতঃ না হওয়ার কারণ যদি হয় ওযর তাহলে সেটাকে এলতেযামের পরিপন্থী বলার সুযোগ একেবারেই নেই। দ্বিতীয় কথা এই যে, কামিয়াবী কখনোই এর উপর নির্ভরশীল নয় যে, কিছুতেই কোনো অযীফা ছুটতে পারবে না। এই ফিকিরও অধ্যাবসায় লেগে থাকবে, ব্যাস। হয়ত কখনো ছুটেও যাবে কিন্তু যতই ছুটুক এর পিছে লেগেই থাকতে হবে। এভাবেই একদিন মাকসূদ হাসিল হয়ে যাবে।

ঘুমের কারণে তাহাজ্জুদ না পড়তে পারা অপরাধ নয়

হালঃ সম্ভবত আমার কপালে বড় নিয়ামত নেই, এই কথা চিন্তা করলে আমার ভীষণ কষ্ট হয়, আফসোস হয় এবং নৈরাশ্যের ভাব ফুটে উঠে। আপনার যাতে মুকাদ্দাসের (পবিত্রসত্তার) দুআর প্রতি ভরসা ছাড়া পরিত্রাণের আর কোনো উপায় আমার চোখে পড়ে না। নিজের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই। বেশিরভাগ সময় এমন হয় যে, তাহাজ্জুদের সময় ঘুম ভাঙ্গে না।

বিশ্লেষণঃ হাদীসে আছে لاتفريط فى النوم অর্থাৎ ঘুমের ক্ষেত্রে কোনো অভিযোগ নেই।

এশার পর তাহাজ্জুদ পড়া

হালঃ এমন কোনো ব্যবস্থা জানাবেন যেন অবশ্যই তাহাজ্জুদের সময় ঘুম থেকে জাগতে পারি এবং কাজে লেগে যেতে পারি।

বিশ্লেষণঃ রাতের শুরুতেই (এশার পর বা ঘুমের পূর্বে) পড়ে নেবেন।

***

হালঃ আমার জন্য দুআ করবেন যেন সকল অযীফা ও শোগলের ক্ষেত্রে মুদাওয়ামাতের (স্থায়ীভাবে আমল করার) তাওফীক নসীব হয়। দীনী কাজকর্মে হিম্মত খুব কম। মন যতই চায় যে, রাতে কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে কিছু নফল আদায় করব, এ উদ্দেশ্যে জেগেও উঠি কিন্তু নফ্‌স ও শয়তান মিলে আমার ইচ্ছাকে একেবারে নস্যাৎ করে দেয়। প্রতিদিনই ঘটে একই ঘটনা। কী করব মেহেরবানী করে কিছু তাদবীর জানাবেন। আপাততঃ এশার নামাযের পর কিছু নফল আদায় করে নেই।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ আপনি বেশি পেরেশান হবেন না। এশার পর নফল, যিকির ও শোগল সব আদায় করে নেবেন। ইনশাআল্লাহ্ এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে শেষ রাতেও আদায়ের তাওফীক হয়ে যাবে।

***

প্রশ্নঃ মাঝে মাঝেই তাহাজ্জুদের সময় ঘুম ভাঙ্গে না, এজন্য প্রতিদিন এশার নামাযের পর আট রাকাত নফল তাহাজ্জুদের নিয়তে পড়ি। তাহাজ্জুদের সময় যদি আল্লাহ্ তাআলা জেগে উঠার তাওফীক দান করেন তাহলে তখন আবার আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ি। এরপর যিকির করি। এরূপ করা কী জায়েয?

জবাবঃ জায়েয বরং আপনার তরীকা খুবই মুনাসিব।

প্রশ্নঃ নির্ধারিত সময়ে তাহাজ্জুদ পড়ার পাবন্দি নসীবে জোটে না। কী করব! বাধ্য হয়ে এশার পর তাহাজ্জুদের নিয়তে আট রাকাত নামায আদায় করে নেই। মাঝে মাঝে বা হঠাৎ হঠাৎ নির্ধারিত সময়েও।

জবাবঃ যথেষ্ট। সবই ঠিক আছে। পেরেশান হবেন না।

***

হালঃ সকল অযীফা আল্লাহ্র ফযলে আদায় করছি। শুধু তাহাজ্জুদ নামায এবং বারো তাসবীহের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। কারণ এই যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে মনে হল– এখন তো নামায পড়া ছাড়াই আমার সাওয়াব হবে। কেননা অসুস্থ অবস্থায় সুস্থ অবস্থার ইবাদতের সাওয়াব পাওয়া যায়। এরপর সুস্থ হওয়ার পর দু-একদিন ঘুম ভাঙ্গল না। এরপর দু-একদিন এমন হল যে, এশার পর পড়ে নিয়েছি। এরপর দু-একদিন আসল ওয়াক্তে পড়েছি। এরপর শুরু হল ছোটা। প্রায় একমাস যাবৎ এই পেরেশানীতে ডুবে আছি। অনেক অনেক দুআ করেও মাকসূদ হাসিল হয় নি। এখন হুযূরের নিকট নিবেদন করছি, দয়া করে আমার জন্য এই দুআ করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা তাহাজ্জুদ এবং বারো তাসবীহ যথাসময়ে আদায় করার তাওফীক দান করেন। পাশাপাশি এই মাকসূদ হাসিল করার কোনো একটি তাদবীরও জানাবেন। ঐ দুটো বিষয়ে অনিয়মের ফলে দিলের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করছে। ঠাণ্ডা-শর্দির কারণে দুর্বলতা বোধ করি এবং আফসোস হয়-কেন ঘুম ভাঙল না। হযরত! দয়া করে তাওয়াজ্জুহ দান করুন এবং এলাজ করুন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ দুআ করতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার আসল প্রয়োজন এবং আসল এলাজ হল হিম্মত। আপনি যেগুলো লিখেছেন সেগুলো সবই এখতিয়ারী বিষয়াদির অন্তর্ভূক্ত। ঠিক খাওয়া, পান করার মতো। কখনো কী এরূপ দুআ করতে বলেছেন যে, 'দুআ করুন আমি যেন রুটি ছিঁড়ে মুখে তুলে খেতে পারি।' হিম্মত ও সাহস করার পরও যদি শেষরাতে ঘুম না ভাঙ্গে তাহলে এশার পর পড়ে নেবেন। আর অসুস্থ অবস্থায় সুস্থতার আমলের সাওয়াব হয় অক্ষম-অপারগের, সক্ষমের নয়। ওটা ছিল ওয়াস্ওয়াসা। দূর করে দিন।

হালঃ বর্তমানে খাকছারের হালাত খুবই খারাপ। প্রথম প্রথম অবস্থা ছিল এরূপ– শেষরাতে এমন সময় ঘুম ভাঙতে শুরু করল যে, তাহাজ্জুদ পড়া কষ্টকর। এ অবস্থায়ও ফজরের পূর্বেই বারো তাসবীহ আদায় হতে থাকল। কিন্তু এরপর ধীরে ধীরে ঘুম আরো বিলম্বে ভাঙতে লাগল, তখন ফজরের পূর্বে বারো তাসবীহ অর্ধেক আদায় করতে পারতাম। এরপর আরো বেশি অবনতি হতে থাকল। বেশিরভাগ দিন আমার অযীফা আদায় করা হয় না। ছুটতে শুরু করে নিয়মিত। সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশি ক্ষতি এই হল যে, মনের মধ্যে এই খেয়াল বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, কোনো ভাল হালাত হলে হুযূরকে এত্তেলা (খবর) দিব, এরূপ মন্দ অবস্থার কথা কী করে জানাব। এই মনোভাবের ভেতর দিয়েই বেশ কিছু সময় পার হয়ে গেল। হঠাৎ তারবিয়াতুস সালিক পড়তে পড়তে পেয়ে গেলাম যে, হালাত যেমনই হোক, ভাল বা মন্দ শায়েখকে অবশ্যই জানাতে হবে। এরপর নিজের দিলের মধ্যে এই যুক্তি জেগে উঠল– যদি শায়েখের নিকট খারাপ অবস্থা এত্তেলা না দিই তাহলে এসলাহ হবে কিসের? এজন্যই ভীষণ লজ্জা ও অনুশোচনার সঙ্গে হুযূরের কাছে হালতের পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরলাম। দুআয়ে খায়ের ও এলাজ দিয়ে কৃতার্থ করবেন। বর্তমানেও নিয়মিত বারো তাসবীহ কাযা হয়ে যাচ্ছে তবে ইতিপূর্বে ছুটে গেলে পরে আর কখনো আদায় করতে পারতাম না। কিন্তু আজ মনের উপর পাথর চাপা দিয়ে ফজরের পর আদায় করেছি এরপর দিলের মধ্যে তাসাল্লি হয়েছে। নিজের দিক থেকে আমি সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যেন অযীফা ছুটে না যায়, যদি কখনো ছুটে যায় তবে যেন দ্রুত আদায় করে নিতে পারি। আল্লাহ্ তাআলার কাছে আমার বুক ভরা আশা যে, যদি হুযূর আমার প্রতি তাওয়াজ্জুহ দান করেন তবে দয়াময় আল্লাহ্ অবশ্যই আমাকে

www.islamfind.wordpress.com

সফলতা দান করবেন। আমি নিজের হালতের ব্যাপারে খুবই লজ্জিত। উন্নতির পরিবর্তে উল্টা অবনতির খবর লিখতে আরো বেশি লজ্জা লাগছে।

বিশ্লেষণঃ এই রকম প্রতিকূলতা আসে বড়-বড়দের জীবনেও তাঁদের অবস্থার আলোকে। পেরেশান হবেন না, নিরাশ হবেন না। শেষরাতে উঠা যদি কষ্টকর হয় তবে এশার পরে তাহাজ্জুদ এবং অন্যান্য মা'মূল আদায় করে নেবেন। এতেও যদি অসুবিধা হয় তবে অন্যান্য মা'মূল মাগরিবের পর সেরে নেবেন। এই ধরনের রদবদলকে অবনতি বলে না। গায়রে এখতিয়ারী ব্যাপারে কখনো ক্ষতি হয় না।

হালঃ শাওয়াল মাস থেকে তাহাজ্জুদ ছুটে গেছে। এরপূর্বে যখন তাহাজ্জুদ পড়তাম তখন মাদরাসার কাজে অর্থাৎ পড়ানোতে ঘাটতি এসেছিল। দিনভর ঘুমের ভাব ও ক্লান্তি বোধ হত। তখন তাহাজ্জুদের সঙ্গে এক মঞ্জিল কুরআন তিলাওয়াতও করতাম। শাওয়াল মাস থেকে যখন তাহাজ্জুদ ছুটে গেছে, এখন পড়ানোর মধ্যে কোনো ক্লান্তি নেই। শরীরও ভাল। আল্লাহ্‌র ফযলে সুস্থ দেহে এক পারা তিলাওয়াতও চালু রয়েছে। এছাড়া পূর্বে মাঝে মাঝে অসুস্থও হয়ে যেতাম। হুযূর মেহেরবানী করে বলুন আমার কী করা উচিৎ। তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ার দরুন মনে খুব কষ্ট হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ এশার পর পড়ে নিন।

'গায়রেওয়াজিব' তরক করা শয়তানী কাজ নয়

হালঃ এশার পর নামকাওয়াস্তে কয়েক রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ি। যদিও শেষরাতে জেগে উঠি কিন্তু নামায ও যিকির ইত্যাদির তাওফীক হয় না। দিনের বেলা এজন্য নফসকে গালাগালি করি, তাতে কাজ কিছুই হয় না। শয়তান ও নফ্‌স আমার উপর গালেব হয়ে যাচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ 'গায়রে ওয়াজিব' ত্যাগ করা নফ্‌স ও শয়তানের গালাবা (প্রাধান্য) নয়। আপনার অনুতাপ ও অনুশোচনা একদিন কাজে লাগবে। আপাততঃ বেশি কিছু না হোক বিছানায় বসে বসে দু-এক তাসবীহ আদায় করে নিন।

বিবির অসহযোগিতার কষ্টও মুজাহাদা

হালঃ হযরতের মুরব্বী সুলভ স্নেহের উপর ভরসা করে নিজের কিছু দুঃখজনক হালাত নিবেদন করছি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার বিবাহ যার সঙ্গে হয়েছে,

www.islamfind.wordpress.com

স্বভাবগতভাবে তিনি এবং আমি, আমরা দুজন দুই মেরুর বাসিন্দা। এতে আমি- না আমার সুখ-দুঃখের ভাগীদারকে কোনো দোষ দিচ্ছি, না বাস্তবিক তার কোনো ত্রুটি আছে। বরং আমি নিজেই এক আজগুবি স্বভাবের মানুষ। এই স্বভাবগত ভিন্নতার ফলে আমাদের দুজনের মাঝে পারস্পরিক হৃদ্যতার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে গেছে এক বৈপরীত্যের দেওয়াল। যা প্রতিদিনই মজবুত হয়ে চলেছে। এই পারিবারিক জাটিলতাগুলোর যে ভয়াবহ প্রভাব আমার জীবন ও কারবারের উপর পড়ছে তার বর্ণনা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। সার্বক্ষণিক বিষণ্ণতা আমাকে স্থায়ীভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মনে হচ্ছে প্রতিদিনই আমার জীবন আশঙ্কার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শৈশব থেকে আমি ভাবতাম– আমার ভবিষ্যত উজ্জল কিন্তু এখন আমার ভবিষ্যতকে একেবারেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখতে পাচ্ছি। এই নৈরাশ্যজনক অবস্থা আমার দীন-দুনিয়া দুটোকেই তাবাহ ও বরবাদ করে দিচ্ছে। মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না। হযরত আপনি বুযূর্গ এবং পবিত্র মানুষ, কিছু তাসারুফ করুন। দুআ করুন– আল্লাহ্ আমাকে উক্ত পেরেশানী থেকে মুক্ত করুন। কোনোভাবে একটুখানি 'সুকূনে কলব' অন্তরের শান্তি ও প্রশান্তি লাভ হোক। তিনবছর ধরে বিরামহীন এই 'আযাবে আলীমে'র মধ্যে জড়িয়ে রয়েছি। নিজের মউতের আরযু (মৃত্যুর আকাঙ্খা) পোষণ করছি। বাধ্য হয়ে ইচ্ছা করেছি যে, ঘর সংসার থেকে আলাদা হয়ে কোনো এক পরিচ্ছন্ন মানুষের কাছে গিয়ে বসে থাকি। কিন্তু এমন কে আছে আমার আশ-পাশে! তাই ইচ্ছা করেছি কিছুদিনের জন্য হুযূরের খিদমতে হাজির হয়ে উপকৃত হব।

বিশ্লেষণঃ আপনার চিঠি পেয়েছি। মা–শা–আল্লাহ্, আমি জানি আপনি একজন স্বয়ং-সম্পূর্ণ, স্বাধীন ও হিম্মতওয়ালা মানুষ। তারপরও এত অস্থির ও অধৈর্য হলেন কেন! দৃঢ় সংকল্প ও সাহসের এটাই তো উপযুক্ত স্থান। এখানে আসার যে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন সেটা আনন্দের সঙ্গে কবুল করছি। 'এ তো আপনারই গৃহ'। তবে এটুকু বোঝার চেষ্টা করুন যে, যে উদ্দেশ্যে আসার ইচ্ছা করছেন সেটা মুজাহাদার উপর নির্ভরশীল। আর যেই প্রতিকূলতার মুখোমুখি আপনি রয়েছেন সেটা স্বয়ং একটি বড় মুজাহাদা। যদি আপনার আকাঙ্খা থাকে মুজাহাদার ভিন্ন কোনো পদ্ধতির প্রতি, তবে বর্তমান অবস্থাতেই তার জন্য আপনি ভালভাবে প্রস্তুত হতে পারেন। সুতরাং বরদাশত করুন সব কষ্ট। এরপর সময় ও সুযোগ মতো এখানে আসুন। তখন সামান্য তাওয়াজ্জুহতেই কাজ হয়ে যাবে।

www.islamfind.wordpress.com

তা'লীম ও তালকীন উপকারী, এর কষ্টগুলো মুসীবত নয়

হালঃ দিনের বেশিরভাগ সময় লেখাপড়ায় আর কিছু সময় তা'লীমের মধ্যে ব্যয় হয়। দৈনন্দিন বান্দার প্রতি মানুষের আগ্রহ ও মনোযোগ দেখা যাচ্ছে। বহুদূরের মানুষকেও অধমের নিকটে কিছুদিন অবস্থান করে নিজের সংশোধন এবং অযীফা ও শোগল শেখার প্রতি আগ্রহী দেখা যাচ্ছে। এই মুহূর্তেও দূরবর্তী এলাকার তিন ব্যক্তি বিশেষ এই উদ্দেশ্যে এখানে রয়েছেন। দশদিন থাকবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁরা যখন এসেছিলেন তখন দিলে দিলে এ অধম ভীষণ লজ্জিত এবং খুবই পেরেশান হয়েছিলাম। কারণ নিজের কাজই তো রয়ে গেছে অসম্পূর্ণ। নিজের হালই তো বেহাল। সফর করে অধমের কাছে আসার মতো যোগ্য এ অধম নয়। আল্লাহ্‌র কসম! শুধুমাত্র হুযূরের 'নির্দেশিত' হওয়ার কারণে অধম আগন্তুকদের কবুল করেছে। এছাড়া দেশের নানান জায়গায় ছড়ানো ভণ্ডরা মানুষকে ঠকিয়ে থাকে, এ কারণেও তাদের উপর রহম এসেছে। যদিও ত্রুটি নিজের মধ্যেও আছে কিন্তু বিভ্রান্তি ও গোমরাহী নেই। বিশেষ করে এ ধরনের লোকদের নিকট থেকে অর্থ সম্পদের কোনো লোভ একদম করি নি। ওইসব মানুষের এসলাহী খেদমতের কাজ অধমের জন্য ভীষণ কষ্টকর, তাসত্ত্বেও অধমের দিল চায় আগামীতেও যেন এই ধরনের কাজের মধ্য দিয়েই জীবন কাটাতে পারি। হুযূর দুআ ও বাতেনী তাওয়াজ্জুহ দ্বারা এ নিঃস্ব ও অধমকে সাহায্য করবেন যেন তালেবীনের উদ্দেশ্য সফল হয়।

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ্ সেটাই হবে।

হালঃ হুযূর এই অধমকে বলেছিলেন– তোমার 'দাওয়ামে হুযূর' অর্জন হয়ে গেছে। অতএব বারো তাসবীহের মধ্যে 'আল্লাহু হাযিরী' 'আল্লাহু মাঈ' বলার জরূরত নেই। শুধু নফী-এসবাত ও অন্যগুলিই যথেষ্ট। কসদুস সাবীল-এর মধ্যে এভাবেই সরল যিকির উল্লেখিত রয়েছে। আমি কখনো কখনো ঐ পূর্বের মতো পড়ি। তাতে কী কোনো সমস্যা হবে?

বিশ্লেষণঃ কোনো সমস্যা নেই।

হালঃ কিন্তু হুযূরের শেখানো আর তা'লীমুদ্দীন ও কসদুস সাবীল-এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়।

বিশ্লেষণঃ এসব বিষয়ে সব ধরনের আমলেরই সুযোগ ও অবকাশ আছে।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আজ পর্যন্ত যত মানুষকে তা'লীম দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে শুধু নফী-এসবাতের যিকিরকালে মাঝে মাঝে (আল্লাহু হাযিরী) বলতে বলা হয়েছে। বিষয়টি আমার ভালভাবে স্মরণ ছিল না। ইতিমধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, কোন্ কোন্ জায়গায় 'আল্লাহু হাযিরী' বলতে হবে। এ কারণে হযরতের নিকট আরজ এই যে, তা কি শুধু নফী-এসবাতের মধ্যে বলতে হবে?

বিশ্লেষণঃ সে রকমই তো বর্ণনা করা হয়।

হালঃ নাকি 'এসবাতে মুজাররদ' 'দু'যরবী' 'এক যরবী' সকল ক্ষেত্রেই...?

বিশ্লেষণঃ তাতেও কোনো সমস্যা নেই।

হালঃ অন্য শহরে এক ব্যক্তি যে আমার অপরিচিত, অধমের নিকট করয পরিশোধের দুআ জানতে চেয়েছে। তার জবাবে হাদীসে বর্ণিত কিছু দুআ লিখার ইচ্ছা করেছি।

বিশ্লেষণঃ লিখে দিন।

হালঃ কিন্তু এই অধম যখন একই বিষয় হুযূরের কাছে জানতে চেয়েছিল তখন ১৪১৪ বার 'ইয়া ওয়াহ্হা-বু' প্রতিদিন এশার পরে পড়ার জন্য বলা হয়েছিল, যদি কেউ জানতে চায় তবে হযরতের শেখানো এই অযীফা শিখিয়ে দিলে উপকার হবে কিনা?

বিশ্লেষণঃ হবে ইনশাআল্লাহ্।

হালঃ অযীফাটি তো হযরত আমার আমলের জন্য দিয়েছিলেন। কাউকে শেখানোর জন্য নয়। এ কারণেই বিষয়টির এজাযত চাইলাম।

বিশ্লেষণঃ সব এজাযত রইল।

হালঃ অধম আজ নিজের আবাসস্থল ছেড়ে অন্যত্র এসেছি মানুষের অনুরোধে। নৌপথের সফর এখতিয়ার করে এখানে আসতে হয়েছে। মনটা খুবই খারাপ। অযীফাসমূহের মধ্যে বাধা পড়ছে, ঠিকমতো আদায় হচ্ছে না। খানা-পিনার এন্তেজামে ত্রুটি, খানার সময়েরও ত্রুটি, ঘুমানোর সহজ সুযোগ নেই। সবক পড়ানোর ক্ষতি তার উপর সকল শ্রেণীর মানুষের মুখোমুখি হওয়া। আজ একেবারেই বিরক্তি ধরে গেছে। হুযূরকে আরো কিছু জরুরি ব্যাপার জানাতে

www.islamfind.wordpress.com

চেয়েছিলাম কিন্তু মনের বিরক্তি ও অস্থিরতার কারণে জানাতে পারলাম না। সময়-সুযোগও কম। ডাকঘরের দূরত্ব সবচেয়ে বড় মুসীবত এবং কষ্টদায়ক। হযরতের আদতের খেলাফ এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করায় আমার উপর এইসব বিপদাপদ-এর ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ এগুলো বিপদাপদ নয়।

برنداز برائے دلے بارہا - خورنداز برائے گلے خارہا

ভাবার্থঃ প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য প্রেমিকেরা কত কষ্টের বোঝা বয়ে বেড়ায়। ফুলের প্রেমিকেরা একটি ফুলের জন্য কত কাঁটার আঘাত সয়ে নেয়।

ফজরের পূর্বে তিলাওয়াতে এবং মুনাজাতে মাকবুলে ক্ষতি নেই

হালঃ এই অপদার্থ অল্প কিছুদিন থেকে হযরতের তাওয়াজ্জুহের বরকতে আল্লাহ্‌র তাওফীকে তাহাজ্জুদ পড়া শুরু করেছি। কিন্তু ফজরের পর তাড়া থাকে কোর্টে যাওয়ার। সেজন্য মুনাজাতে মাকবুল, তিলাওয়াত ইত্যাদি ফজরের পূর্বে পড়ে নেই।

বিশ্লেষণঃ সমস্যা নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখার তামান্নার চেয়ে আমলের জরুরত বেশি

হালঃ অধমের আকাঙ্খা এই যে, স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদার লাভ হোক। হুযূরের খিদমতে প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এর জন্য দুআ বা অযীফা জানিয়ে দিন।

বিশ্লেষণঃ এর চেয়েও বেশি জরুরি দুআ আপনার জন্য এই যে, আল্লাহ্‌আপনাকে জরুরি বিষয়গুলোতে মশগুল এবং মনোযোগী করে দিন।

যিকির বা তিলাওয়াত শেষ করার পর দুআ

প্রশ্নঃ যিকির শেষ করার পর কোনো দুআ করা উচিৎ নাকি এমনি উঠে পড়ব?

জবাবঃ এভাবে দুআ করবেন– হে আল্লাহ্‌! তোমার মহব্বত ও মারেফাত এবং যিকির ও তাআতের (আনুগত্যের) তাওফীক নসীব কর।

প্রশ্নঃ কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের পর কীভাবে দুআ করা উচিৎ?

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ উপরোক্ত দুআর সঙ্গে এটুকু যোগ করবেন– কুরআনের তিলাওয়াত ও আমলেরও তাওফীক দান করুন।

সফরে অযীফা ছুটে গেলে ক্ষতি নেই

হালঃ অধম একজন প্রিয় মানুষকে নিতে- একসপ্তাহ হল, কলকাতায় এসেছি। বৃষ্টির কারণে ফিরতে আরো প্রায় ছয় দিন দেরি হবে। সফরের কারণে সব মা'মূলাত বন্ধ হয়ে আছে। শুধু চব্বিশ হাজার এসমে যাত খফীফ-এর যিকির প্রতিদিন আদায় হচ্ছে। নিয়মিত কুরআন মাজীদ এবং মুনাজাতে মাকবুল পড়তাম কিন্তু সফরে এসে সম্ভব হচ্ছে না অন্যান্য কাজের কারণে। তবে সে কারণে মনের মধ্যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে এবং সেজন্যই দ্রুত বাড়ি ফেরার ইচ্ছা জাগছে। ইনশাআল্লাহ্ ফেরার পর হুযূরকে হাল জানাব। দুআ চাই।

বিশ্লেষণঃ সফরের ওযরবশতঃ ছুটে যাওয়া ক্ষতিকর নয়। হাদীসও একথার সমর্থন করে। মা-শা-আল্লাহ্! এই অবস্থায়ও যে আপনি হিম্মত করে চব্বিশ হাজার এসমে যাতের যিকির করতে পারছেন, সেটা খুবই প্রশংসাযোগ্য। আল্লাহ্ বরকত দান করুন। আপনার কল্যাণের দুআ করছি।

***

হালঃ শরীরের অবস্থা নাজুক, এখনো ভাল হয় নি। দুর্বলতা খুব বেশি। জ্বর প্রায় প্রায়ই আসছে-যাচ্ছে। অযীফা সব বন্ধ হয়ে গেছে। যতই চেষ্টা করি কাজ হচ্ছে না। আল্লাহ্র শোকর! আমার কী ক্ষমতা আছে। মাঝে মাঝে বসে নামায পড়ি, তায়াম্মুম করি। কুরআনের তিলাওয়াত একেবারেই হচ্ছে না। এখন আমি কী করতে পারি! অযীফা আদায় না হওয়ার দরুন মনের মধ্যে অশান্তি হচ্ছে। কিন্তু সামর্থ না থাকার ফলে অপারগ থেকে যাচ্ছি। মাঝে একবার বলপূর্বক অযীফা আদায় করতে বসেছিলাম মাথাব্যথা হয়ে গেছে, মস্তিস্কের মধ্যে অস্থিরতা তৈরী হয়েছে। একদিন জোর করে অযীফা পূর্ণ করেছি। তাতে পুরা বুকের মধ্যে ব্যথা হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আমার জন্য মুনাসিব ব্যবস্থা জানিয়ে দিন।

বিশ্লেষণঃ বর্তমানের জ্বর ও দুর্বলতাজনিত অপারগতা উপকারিতার বিচারে কম নয় সেই আমলগুলো থেকে যা আপনি করতেন সুস্থতার সময়ে। কিছুতেই পেরেশান হবেন না। পূর্ণরূপে যখন সুস্থ হবেন তখন আবার শুরু করবেন।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ এই মুহূর্তে আমি সফরে আছি। হযরত যে সব শোগলের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেগুলো করা হচ্ছে ভিন্ন সময়ে এবং মাঝে মাঝে ছুটেও যাচ্ছে। এ কারণে খুব আফসোস হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ ওযরের কারণে এরূপ হলে আফসোসের কিছু নেই।

তালীম ও নসীহত ত্যাগ করা উচিৎ নয়

হালঃ আমার হালাত বর্তমানে আমার দৃষ্টিতে খুবই খারাপ। তালিবুল ইলমদেরকে পড়ানো এবং আম মানুষদের নসীহত করার ক্ষেত্রে নানান ঝামেলা ও প্রতিকূলতার কারণে কখনো বিরক্ত ও পেরেশান হয়ে যাই। কখনো কখনো কঠোর ভাষা প্রয়োগ হয়ে যায়। এতে অবশ্যই আমি গোনাহগার হব। এ কারণে নিজের বরবাদীর আশঙ্কা হয়। আওরাদ (অযীফা) ও আযকার প্রায়ই ছুটে যায় তবে পরে পূরণ করে নেওয়া হয়। এ কারণে সর্বদা দিল যন্ত্রণাকাতর হয়ে থাকে। এ বছর কয়েকটি বাগান খরিদ করেছি আর কিছু ফসলি জমিন। ইনশাআল্লাহ্ জীবন ধারণের জন্য অন্য কারোর মুহতাজ ও মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন হবে না।

বিশ্লেষণঃ তালাবাদের তালীম এবং নসীহত ত্যাগ করবেন না, কষ্ট ও পেরেশানী হলেও। রাগ ও ক্রোধের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য শরীয়তের সীমা যেন লঙ্ঘন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। এরপর যেটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যাবে ইস্তিগফারের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করবেন। যিকির, শোগল একেবারে ছাড়বেন না, কেননা তাতে আমলে বে-বরকতি এসে যায়। যদি কিছু ঘাটতি হয়, তাতে ক্ষতি নেই। মানুষের কল্যাণ করা ঐ যিকির শোগলের চেয়ে বেশি উত্তম। এ সংবাদে দিল খুশি হল যে, আপনার জীবীকার ব্যাপারে এতমিনান হাসিল হয়ে গেছে। এর ক্ষতি থেকে আল্লাহ্ আপনাকে মাহফুয রাখুন। ইনশাআল্লাহ্ আপনার নিয়ত যেহেতু খালেস এবং সংকল্পও করেছেন তাকওয়ার, আশা করি ক্ষতিকর সবকিছু থেকে আপনি থাকবেন মাহফুয ও নিরাপদ।

তিলাওয়াতে কুরআনের ধরন

হালঃ হযরত কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের যে পদ্ধতির কথা বলেছিলেন অর্থাৎ 'যাই পড়বে মনে রাখবে যে, এই শব্দ আমার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে...'

www.islamfind.wordpress.com

হযরত! খুবই মজা লাগছে। আল্লাহ্ পাক হযরতকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ তাআলা বরকত বৃদ্ধি করে দিন।

খ্যাতি লাভের জন্য ওয়াযের পেশা গ্রহণ নিষিদ্ধ

প্রশ্নঃ তুচ্ছ, অধম-এর নিবেদন এই যে, হুযূরের হিদায়াত মুতাবেক অধম 'এহ্ইয়াউল উলূম' কিতাব মুতালাআ করছে। তৃতীয় খণ্ড 'জাহ ও রিয়া' অধ্যায় পড়তে গিয়ে নিচের এই এবারত পড়ে আমি দিলে খুব আঘাত পেলাম।

وقد وعد الله ان يؤيد هذ الدين باقوام لاخلاق لهم فلا تشغل قلبك

بامر الناس فان الله لايضيع وانظر نفسك

অর্থঃ আল্লাহ্ তাআলা ওয়াদা করেছেন তিনি এমন লোকদের দ্বারা এই দীনের সাহায্য করবেন দীনের মধ্যে যাদের কোনো অংশ নেই। সুতরাং নিজেকে মানুষের জন্য অতিব্যস্ত করে ফেল না, কারণ আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংশ করবেন না। তুমি নিজের দিকে তাকাও, নিজের সংশোধন কর।

ইমাম গাযযালী রহ.-এর কথায় বোঝা যায় 'আমর বিল মা'রূফ' করা উচিৎ নয়। অথচ কুরআন মাজীদ বিভিন্নস্থানে এর প্রশংসা করেছে। এই বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্বের নিরসন জানতে চাই এবং আমার ব্যাপারে হুযুরের নির্দেশ কী মেহেরবানী করে জানাবেন। আমার অভ্যাস হয়ে গেছে এমন যে, কাউকে শরীয়তের বিরুদ্ধে কিছু করতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে সতর্ক করি। এর কারণে আমি আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেকের কাছেই অপ্রিয় হয়ে গেছি। আমার এখানের বেশিরভাগ মানুষ শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ। আমি কি নিরব থাকব নাকি অভ্যাস মতো শরীয়তের আহকাম জানাতে থাকব? আমার জন্য যা কল্যাণকর দয়া করে জানাবেন।

জবাবঃ ইমাম গাযযালী রহ.-এর নির্দেশ বিশেষভাবে ঐ শ্রেণীর মানুষের জন্য যারা খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে ওয়াযের পেশা গ্রহণ করেন এবং নিজেদের এসলাহের প্রতি মনোযোগ দেন না। এতে আর কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না। আপনি নিজের কর্মপদ্ধতি পাল্টাবেন না।

www.islamfind.wordpress.com

দাওয়ামে আমল জরুরি

হালঃ দীর্ঘদিন থেকে অধম নিজের হালাত খারাপ দেখতে পাচ্ছে, দয়া করে তাওয়াজ্জুহ দান করুন। পূর্বের অবস্থা ছিল এই যে, কোনো বস্তু অথবা কোনো কিতাবও যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকত তবে কাউকে দিয়ে দিতাম। নইলে মনে হত আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। বর্তমান অবস্থা এই যে, কাউকে দেওয়া তো দূরের কথা যদি হালালভাবে পাওয়া যায় তবে আরো বাড়ানোর চিন্তা হয়। এছাড়া আমার নিজের মধ্যে আরো ত্রুটি মনে হয় এই যে, আমার রাগ বেড়ে গেছে, যদিও রাগের সময় শরীয়ত-বিরোধী কোনো কার্যকলাপ করি না এবং ভালভাবে নিজের আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রণে থাকে। বাচ্চাদেরকে মারপিটের প্রয়োজন হয়। গরমের সময়ে যতক্ষণ পাখা থাকে ততক্ষণ ঘুম হয় এরপর পাখা না থাকলে খুব কষ্ট হয়। খাবারের তালিকায় গোশত না থাকলে খেয়ে তৃপ্তি হয় না। বারো তাসবীহের যিকির সবসময় করতাম এখনো করি। কখনো মনে শান্তি থাকলে একাগ্রতার সঙ্গেই করি আর সেটা না থাকলে অমনোযোগিতার সঙ্গেই করি। কখনো ছুটে গেলে কাযা করে নেই। এখতেলাত (মেলামেশা) আগাগোড়াই অপছন্দনীয় ছিল এখনো আছে। তবে অপছন্দনীয়তা আগের মতো নেই। কোনো নেক আলোচনার সময় শ্রোতাদের চোখে পানি এসে যায় কিন্তু আমার চোখে এক ফোটা অশ্রুও আসে না। এবার হুযূর আমার আমরাযের এলাজ এবং পরহেয (চিকিৎসা বিষয়ক করনীয়-বর্জনীয়) জানিয়ে দিন।

বিশ্লেষণঃ আপনার হালাত খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। আপনি অহেতুক চিন্তায় পড়েছেন। যতক্ষণ গুনাহে জড়িয়ে না পড়বে, ততক্ষণ সেটাকে কিছুতেই খারাপ হালাত বলা যায় না। মুবাহ বিষয়গুলোকে ব্যবহার করার জন্যই আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া হালাত এবং আবেগ অনুভূতি চিরদিন একই রকম থাকা জরুরি নয়। যে কাজটিকে দৈনন্দিন করণীয় হিসাবে তালিকাভুক্ত করবেন, সেটা মন লাগুক বা না লাগুক সাধ্যমতো প্রতিদিনই চালু রাখুন। এছাড়া অন্যান্য হালতের মধ্যে এ ধরনের যে পরিবর্তন হয়েছে সেদিকে মোটেও মনোযোগ দেবেন না।

***

প্রশ্নঃ হুযূরের দুআর বরকতে সকল মা'মূল আদায় করে যাচ্ছি। সমস্যা এই যে, মাঝে মাঝে খুব ওয়াস্ওয়াসা আসে। বিশেষতঃ যিকির করতে করতে

www.islamfind.wordpress.com

কখনো কখনো ওয়াস্ওয়াসার মধ্যে মন আটকে যায়। তবে আমি স্বেচ্ছায় সেদিকে মনোনিবেশ করি না। বরং যিকিরের অধ্যাবসায় লেগে থাকি। কয়েকদিন পর আপনা-আপনি ঐ ওয়াস্ওয়াসা দূর হয়ে যায়। এই পেরেশানীর কারণে অধম 'হাবসে দম' সম্পর্কে হুযূরের কাছে জানতে চেয়েছিল। যেন কোনো এক উপায়ে যিকিরের মধ্যে মজা পেয়ে যাই। এরপর যখন আবার একাগ্রতা তৈরী হল যিকিরের মধ্যে, তখন মনে মনে খুবই লজ্জিত হলাম হুযূরের নিকট 'হাবসে দম' বিষয়ক উক্ত অপ্রয়োজনীয় চিঠির জন্য। হুযূরের তাতে কষ্ট হয়ে থাকতে পারে। ক্ষমা চাচ্ছি। হুযূরের কাছে কী বলব! একটা আশ্চর্য রকম পেরেশানীর হালতে ঐ চিঠিটা লিখে ফেলেছি। দিলের আরো একটি আকাঙ্খার কথা হুযূরকে জানাচ্ছি, মুনাসিব এবং উত্তম মনে করলে দয়া করে জানাবেন। সেটি এই যে, রাতের বেলা এশার নামাযের পর থেকে যিকিরে মশগুল থাকব। তাহাজ্জুদের সময় হয়ে গেলে তাহাজ্জুদ, মুনাজাত, বারো তাসবীহ ইত্যাদি আদায় করব। কেননা রাত্রে একাগ্রতা বেশি থাকে এবং আল্লাহ্ তাআলার বড়ত্ব ও ভয়ের অনুভূতিও বেশি থাকে। হুযূরের অনুমতি পেলে আমি সারারাত ইবাদতে মশগুল থাকতে চাই। আজকাল খুব বেশি হুযূরের কথা মনে পড়ে যিকির থেকে ফারেগ হওয়ার পর। সব সময়ই হুযূরের কথা আলোচনা করি। হুযূরের স্মরণে দিলের মধ্যে বিস্ময়কর স্বাদ, আনন্দ ও খুশি অনুভূত হয়। পেরেশানীর সময় কখনো কখনো ভয় ও আশঙ্কা বেশি অনুভূত হতে থাকে। মন চায় যে, কাপড়-চোপড় ছিড়ে ফেলে দিয়ে জঙ্গলে চলে যাই।

জবাবঃ যিকিরের পরিমান বৃদ্ধি করা বা বেশি বেশি যিকির করা মাতলূব (কাঙ্খিত) কিন্তু এর দাওয়াম (স্থায়ীভাবে করা) তার চেয়েও অধিক মাতলূব। যেহেতু এটা (দাওয়াম) নির্ভরশীল স্বাস্থ্য রক্ষার উপর। সুতরাং এই স্বাস্থ্য রক্ষাটাও মাতলূব। আর যেহেতু বেশি রাত জাগলে স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে না। এই জন্য সারারাত জেগে ইবাদত করার ইচ্ছা কিছুতেই করবেন না। এটা সুন্নতের খেলাফ। দিন-রাতের মধ্যে আট ঘন্টা নতুবা কমপক্ষে ছয় ঘন্টা ঘুমানো একান্ত জরুরি। এটা যদি না মানেন তাহলে এখন তো শুধু মন চাচ্ছে কাপড়-চোপড় ছিড়ে জঙ্গলে দৌড়াতে তখন উম্মাদনার কারণে বাস্তবেও দৌড়ানো লাগবে।

***

www.islamfind.wordpress.com

প্রশ্নঃ আমি ফজরের নামাযের পর এক হাজারবার এসমে যাতের যিকির চুপি চুপি করে থাকি। দীর্ঘদিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে... এর পিতা আমাকে বলছেন– এসমে যাত এক তাসবীহ (১০০ বার) পড় তাতে প্রচুর লাভ হবে। এরপর আমি পড়া শুরু করে দেই। কয়েকদিন পর মনে হল এটা তো পরিমানে খুবই কম। তখন থেকে এক হাজারবার করে পড়ছি। এ ব্যাপারে হুযূরের এরশাদ জেনে আমল করতে চাই।

জবাবঃ এক হাজার খুবই সাধারণ, তবে যথেষ্ট। আপনি হাল জানাতে থাকবেন।

***

হালঃ 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' যিকির করার সময় মন চায় যে, দিলের মধ্যেও আল্লাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু না থাক। কিন্তু চেষ্টা করেও অন্যান্য চিন্তা-ভাবনার ভিড় তাড়াতে পারি না।

বিশ্লেষণঃ কোনো সমস্যা নেই। কাজ করতে থাকুন ইনশাআল্লাহ্ সকল চিন্তা-ভাবনা একসময় মনের চাহিদা মতো হয়ে যাবে। বিলকুল পেরেশান হবেন না।

হালঃ একই অবস্থা হয় নামাযের মধ্যে। প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা করে পড়লে, চিন্তা করে পড়লে কিছুটা লাভ হয়। তবে কামেল হুযূর বা পূর্ণ একাগ্রতা আসে না।

বিশ্লেষণঃ পূর্ণ একাগ্রতার জন্য যা করছেন তার চেয়ে বেশি কিছু করবেন না।

***

হালঃ তাহাজ্জুদ নামাযের পর বারো তাসবীহ পড়ি এবং ছয় হাজারবার এসমে যাত আর পাঁচ হাজারবার ইস্তিগফার পড়ি। এটা দিন-রাত মিলিয়ে পূর্ণ করি। আমি বারো হাজারবার এসমে যাত এবং দশ হাজারবার ইস্তিগফার আদায় করতে চাই, যদি হুযূরের অনুমতি হয়।

বিশ্লেষণঃ আপনার দায়িত্ব ততটুকুই যতটুকু পূর্বে আমল করতেন। তবে জিম্মাদারী ছাড়া যেদিন চাইবেন-চাই সেটা প্রতিদিনই হোক, যতটা মন চাইবে চাই ঐ পরিমানই হোক যেটা লিখেছেন, পড়বেন। এটাই যৌক্তিক।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ অবস্থা এখন এমন হয়েছে যে, কুরআন মাজীদ ইয়াদ করতে এবং নামায পড়তে মন বসে না। উদাসীনতা ও অলসতা এসে গেছে। এই গাফলত ও সুস্তী (উদাসীনতা ও অলসতা) দূর করার অনেক চেষ্টা করেছি। কোনো কাজ হয় নি।

বিশ্লেষণঃ গাফলত ও সুস্তীর মাদ্দাহ অর্থাৎ উদাসীনতা ও অলসতার মূল যদি দূর না হয় হবে এ ব্যাপারে কোনো তিরস্কার নেই। এজন্য দুঃখ করবেন না। কেননা এটা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত নয়। তবে জরুরি আমল এর ব্যাপারে এখতিয়ার আপনার নাগালের মধ্যে। এতে ত্রুটি করবেন না। আপনার জন্য এতটুকুই হুকুম। এতে পেরেশান হওয়ার কিছু নেই।

হালঃ এখন দিনের বেলায়ও গোপনে 'হায়-হায়' বের হতে থাকে।

বিশ্লেষণঃ ক্ষতি কী! এগুলো সবই মাতলূব-কাঙ্খিত।

হালঃ মন চায় সময় পাওয়া গেলে নির্জনে জঙ্গলে গিয়ে যিকির করি কিন্তু সময়ই তো বের করতে পরি না।

বিশ্লেষণঃ সামান্য সময় বের করে নিন। তাহলে মনে কিছুটা তাসাল্লী (শান্তনা) পাবেন। শান্তনার কারণে কাইফিয়াতের মধ্যে এ'তেদাল (ভারসাম্য) বজায় থাকবে। দাওয়ামের জন্য (স্থায়ীভাবে লেগে থাকার জন্য) এর আবশ্যকতা রয়েছে। নতুবা কাইফিয়াত কখনো কখনো আমলের উপর গালেব বা বিজয়ী হয়ে যায়। আর আসল মাকসূদ এই পৃথিবীতে আমল। অবশ্য ঐ জগতে কাইফিয়াতই মাকসূদ, ফলাফলসহ।

***

হালঃ দীর্ঘদিন যাবত হাল নিবেদন করতে ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু খুব লজ্জাও লাগছে যে, নিবেদন করার মতো আছে কী আমার? সবশেষে মনের মধ্যে এই ভাবনার উদয় হল যে, যা আছে তাই নিবেদন করব হুযূরের কাছে। বর্তমানে হালাত এই যে, কোনো হালাত নেই। দীর্ঘদিন ধরে কলবের মধ্যে কোনো নতুন ভাব ও অনুভব খুঁজে পাই না। নতুন কোনো কাইফিয়াতও না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার লক্ষ লক্ষ শোকর যে, তাঁর ইয়াদ ও স্মরণ হৃদয়ের গভীরে গেঁথে গেছে। তাঁর ধ্যান থেকে অন্তর এক মুহূর্তের জন্যও গাফেল হয় না। এর ফলে সেখানে খুব শান্তি ও প্রশান্তি বিরাজ করে। কখনো কখনো মুরাকাবার সময় কলবের খুব প্রশস্ততা অনুভূত হয়।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ সাধারণতঃ এরূপ পরিবর্তন তরীকতের মধ্যে হয়েই থাকে।

হালঃ কিন্তু পেরেশানী হয় এ কারণে যে, কখনো কখনো আমলের মধ্যে অলসতা এসে যায়। কখনো তাহাজ্জুদ ছোটে, কখনো বা এশরাক ছোটে। এর মূল কারণ জানি না। কখনো মনে হয় শারীরিক দূর্বলতাই কারণ আবার আশঙ্কা হয় এর কারণ হয়ত আমার অনাগ্রহ। চিন্তা করলে বুঝতে পারি এসবের প্রতি আগ্রহ তো কম নয়, আবার ছুটে যাওয়ার কারণে অশান্তি ও অস্থিরতারও সৃষ্টি হয়।

বিশ্লেষণঃ যা কিছুই হোক না কেন আমলের মধ্যে বিনা কারণে ত্রুটি হওয়া-ছুটে যাওয়া, ক্ষতিকর। যেভাবেই হোক তাকাল্লুফ করে আমলগুলো আদায় করে নিতে হবে। তা না করলে অল্পদিনের মধ্যেই আর 'তাআল্লুক' (সম্পর্ক) থাকে না।

***

হালঃ হুযূরের মুবারক খেদমত থেকে 'কাইফিয়াতের' যে দৌলত নিয়ে এসেছিলাম অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তা হারিয়ে গেছে। যদিও এটা হয়েছে আমার বদ আমলীর কারণেই কিন্তু দিলের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে পেরেশানী ও আফসোস। তবে আলহামদুল্লিাহ্ মা'মূলাতের মধ্যে এখনো খুব বেশি তফাৎ হয় নি।

বিশ্লেষণঃ 'আহ্ওয়াল' অনুগত থাকে 'আমাল' এর। আমলের উপর যেন এস্তেকামাত (অবিচলতা) থাকে সেই ব্যাপারে সচেতন থাকা জরুরি। এতে প্রতিটি সময়ের মুনাসিব আহওয়ালে মাহমূদাহ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়। তবে হতে পারে– ঐ আহওয়ালের মধ্য থেকে কোনো হাল সালিকের স্বভাবের অনুকূল নয় কিন্তু মঙ্গলজনক অবশ্যই। যা বুঝতে সক্ষম হন শুধু কেবল মুহাক্কিক। মুকাল্লিদ বা মুবতাদীর কাজ নয় সেটা। মুকাল্লিদের কর্তব্য শুধু মুহাক্কিকের এত্তেবা-অনুসরণ। মুহাক্কিকের বক্তব্য শুনে সংক্ষিপ্তভাবে ঐ প্রতিকূল হালকে কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক মেনে নেওয়া তার জন্য যথেষ্ট। এরপর যখন বিশ্লেষণ ক্ষমতার দৌলত লাভ হবে তখন আপনা-আপনি বুঝে আসতে শুরু করবে। আল্লাহ্ তাআলার ফযল যে, আপনার মামূলাত চালু আছে। এটাই সবচেয়ে জরুরি বিষয়। নিশ্চিন্ত মনে কাজে লেগে থাকুন।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ হুযূরের নির্দেশমতো অধম প্রতিদিন তিন হাজার এসমে যাতের যিকির বিল জেহের (স্বশব্দে) এশার পর আদায় করে। কোনো নতুন হালাত নেই যার ব্যাপারে হুযূরকে এত্তেলা দিব। আমি নির্দ্বিধায় বলছি– আমি বুঝতেই পারি না যে, আমার হালাত আসলে কী। আমার পক্ষে নিজের হালাত পুরাপুরি লিখাও সম্ভব নয়। আমি তো নিজেকে পূর্বের মতোই গান্দা ও নোংরা মনে করি। তফাৎ শুধু এতটুকুই যে, এখন দৈনন্দিন কিছু যিকির করার সুযোগ পাই। সেটাও শুধুমাত্র হুযূরের দুআর বরকতে। আমি তো কোনো কিছুর যোগ্য নই।

বিশ্লেষণঃ কাজ করে যান। ইনশাআল্লাহ্ সবকিছুই একসময় বুঝতে পারবেন।

***

হালঃ নাওয়াফেলের (নফল নামাযের) প্রতি দিল একদমই আকৃষ্ট হয় না। জোর-জবরদস্তি দু-চার রাকাত পড়ে নেই। মেহেরবানী করে এলাজ জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ সামান্য কিছু পরিমান আঁকড়ে ধরে রাখুন কষ্ট করে, ধীরে ধীরে আগ্রহ তৈরী হয়ে যাবে।

হালঃ নিবেদন এই যে, বর্তমানের কয়েকটি হালাত আরয করতে চাই। কিন্তু আজকাল আমার হালাত এতই নোংরা যে, 'আহওয়াল' ও 'ওয়ারেদাত' বর্ণনা করতে ভীষণ লজ্জা লাগে। বরং আমার অবাক ও বিস্ময় লাগে যে, আল্লাহ্ তাআলার রহমতের ভাণ্ডার কত বিশাল! আমার মতো গোনাহগারের প্রতিও হাজারো ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও অবিরাম রহমতের বৃষ্টি ঝরছেই। আলহামদুলিল্লাহ্! এজন্যই প্রথমে নিজের নোংরা হালাত পেশ করে অতঃপর কলবী কাইফিয়াত নিবেদন করব।

বিশ্লেষণঃ ক্ষতিপূরণ জরুরি, যেই ত্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্গে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের সম্পর্ক আছে।

হালঃ যিকিরও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, কখনো হয় কখনো হয় না।

বিশ্লেষণঃ এটা ঠিক নয়, করতেই হবে। এর জন্য প্রয়োজনে সময় পরিবর্তন করবেন। প্রয়োজন হলে পরিমান কমিয়ে নেবেন। কিন্তু কিছুতেই বিনা ওযরে বাদ দেবেন না।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ মাঝে মাঝে নামাযের মধ্যে ওয়াস্‌ওয়াসা চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে নেয়।

বিশ্লেষণঃ যদি অনিচ্ছাকৃত হয় তবে পরোয়া নেই। ইচ্ছাকৃত হলে ইচ্ছাটা ত্যাগ করুন।

হালঃ মাঝে মাঝে তিলাওয়াতের অযীফা ছুটে যায়।

বিশ্লেষণঃ এখানেও কথা সেটাই যা একটু পূর্বে যিকিরের ব্যাপারে বলা হয়েছে।

***

হালঃ হযরত লিখেছিলেন আমাকে–নিয়মিত মাওয়ায়েয ও তারবিয়াতুস সালিক মুতালা'আ করতে। কিছুদিন পর্যন্ত ঐ নির্দেশ পালন করেছি। মন লাগে না। অল্প সামান্য পড়লেই মন ঘাবড়ে যায়। পক্ষান্তরে দিওয়ানে হাফেয এবং মসনবী শরীফ পড়তে খুব ভাল লাগে। মাওয়ায়েযের বিষয়বস্তু যদিও খুবই উপকারী ও চমৎকার, পড়তে খুব ইচ্ছা হয় কিন্তু পড়তে গেলেই গোলমাল লাগে, পড়তে পারি না। জানি না কী ব্যাপার!

বিশ্লেষণঃ মন না লাগলেও বেশি সময় ব্যয় করতে হবে এতেই। আর দিওয়ান ও মসনবীতে যতই মন লাগুক ঐখানে সময় কম দিতে হবে। মাওয়ায়েয সম্পর্কে যে কথাটি লিখেছেন 'পড়তে পারি না' এতে আমার খুবই কষ্ট হল। পার হয়ে আসার পর ডুবে যাওয়ার অর্থ কী, পড়ার শক্তি থাকে না নাকি আগ্রহ থাকে না? দ্রুত জওয়াব দিবেন।

***

হালঃ এসমে যাতের যিকিরে এমন কাইফিয়াত তৈরী হয় যে, যতক্ষণ মনে শক্তি থাকে যিকিরে পরিতৃপ্তি হয় না। করতেই মন চায়। অথচ নফি-এসবাতের যিকিরে দিল লাগেই না। তবে স্বশব্দে (জেহেরের সঙ্গে) করলে মন কিছুটা আটকে থাকে। আমি এর উপর ভরসা করি না। কেননা খারাপ ব্যাপারগুলো যেমন গজল-সঙ্গিতও জেহেরের সঙ্গে রাতে সর্বসাধারণের মধ্যে খুবই প্রফুল্লতা ও একাগ্রতা তৈরী করে। যিকিরের সঙ্গে জেহেরের বিশেষত্ব নেই।

বিশ্লেষণঃ এসবই সাময়িক ব্যাপার। 'তামকীন' (দিলের মধ্যে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক সুদৃঢ় হওয়া)-এর পূর্বে যাকের-এর সম্মুখে এগুলো এসে থাকে। আবার

www.islamfind.wordpress.com

এগুলোর মধ্যে পরিবর্তনও হতে থাকে। কিন্তু এত্তেকামাতের সঙ্গে লেগে থাকলে যোগ্যতা অনুসারে শেষ পর্যন্ত এগুলোই যুৎসই হালাতে মাহমূদাহ হিসাবে স্থিরতা লাভ করে। এজন্যই এ সকল পরিবর্তনের দিকে একেবারেই ভ্রুক্ষেপ করা উচিৎ নয়। লক্ষ্য বানাতে হবে দুটি। দাওয়ামে তা'আত (নিয়মতান্ত্রিক ইবাদতের ধারাবাহিকতা) এবং কাছরাতে যিকির (যিকিরের আধিক্য)।

***

হালঃ সালামবাদ নিবেদন এই যে, আল্লাহ্ তাআলা জনাবওয়ালাকে সর্বদা সুস্থ রাখুন। হুযূর! দয়া করে আমার এসলাহ করুন। আমার হাল এই যে, যখন আমার কাছে... বাচ্চারা থাকে, তখন তাদের কাজ ও মহব্বতের মধ্যে দিল লেগে থাকে এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রতি রুজু হওয়া কমে যায়। বর্তমানে আমার এ অবস্থাই চলছে। নিজের জ্ঞান অনুসারে খুবই চেষ্টা করি কিন্তু দিল সেইরকম হয় না। এরপর যখন এরা আমার কাছে থাকে না তখন আল্লাহ্ তাআলার প্রতি দিল রুজু হয় এবং তাঁর মহব্বত ও ভয় গালেব থাকে। এ অবস্থাতেই দিল খুশি ও শঙ্কামুক্ত থাকে। কোনো কিছুর কোনো আশঙ্কা থাকে না। এমনিভাবে যখন কোনো গোনাহ হয়ে যায় তখন দিলের মধ্যে লজ্জা ও জড়তা এসে যায় কিন্তু গোনাহ থেকে মন ফিরে আসে না। কখনো গোনাহের পর দিল থেকে খুব তওবা হতে থাকে আবার শুধু পেরেশানী জাগে কিন্তু দিল থেকে বেশি ইস্তিগফার বের হয় না। দশ বারো দিন ধরে মন খুব অস্থির ও আতঙ্কিত। মন চায় আবার দিল আগের মতো আল্লাহ্ তাআলার দিকে রুজু হয়ে থাক।

বিশ্লেষণঃ এসব হালাতই ভাল এবং এগুলো এই আলামত বহন করে যে, আল্লাহ্র রহমতে এখনো কলবের মধ্যে হায়াত আছে। এখনো কলব জিন্দা আছে। আল্লাহ্ তাআলা মুবারক করুন। ঐ ধরণের পরিবর্তন সকলের সামনেই এসে থাকে। কখনো হ্রাস-কখনো বৃদ্ধি। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এর জন্য খামাখা চিন্তিত হবেন না। সন্তানদের মহব্বত এবং তাদের খেদমত এটা তাদের হক। এর কারণে বাতেনী হালতের মধ্যে যে ঘাটতি সৃষ্টি হয় সেটা খারাপ নয়। স্বাভাবিক বিষয়। অবশ্য যদি কখনো গোনাহ হয়ে যায় তবে সেটা খুবই খারাপ ব্যাপার। এর কারণে খুব ভালোভাবে তওবা ও ইস্তিগফার করতে হবে এবং যথাসম্ভব ভবিষ্যতে সেটা থেকে বাঁচার হিম্মত করতে হবে।

www.islamfind.wordpress.com

যদি আবার গোনাহ হয়ে যায় আবারো একইভাবে তওবা-ইস্তিগফার করতে হবে। এমনিভাবে জীবনভর করতে হবে। সাহস হারাবেন না। ইনশাআল্লাহ্ এভাবেই এবং এ পদ্ধতিতেই একদিন সফলতা এসে ধরা দেবে। নিশ্চিন্ত থাকুন। যে সকল অযীফা আপনার আছে সেগুলো যেভাবেই হোক পূর্ণ করবেন। আমার মাওয়ায়েয-এর মুতালাআকেও অযীফার অন্তর্ভুক্ত মনে করবেন।

হাল্লঃ আমার পীর ও মুর্শিদ, কিবলা ও কা'বা, আসসালামু আলাইকুম।
পূর্বে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। যাতে প্রকাশ করেছিলাম নিজের হালাতের জন্য কিছুটা দুঃখ আর হতাশা। হযরতের জবাব এসেছিল, যা আমার সেই দুঃখ, হতাশা ও মর্মবেদনার অগ্নিতে যেন পানি ঢেলে দিয়েছিল। এটা কোনো বিস্ময় বা অভিনব কিছু নয়। বরং যখনই হযরতের লিখনি বা বক্তব্য কোনো জবাব প্রদান করেছে, সর্বদাই সেটা প্রশান্তিদায়ক হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা হযরতের বরকতময় যাতকে– যার মাধ্যমে এই গোলামদের প্রতি ফয়েয ও বারাকাত বর্ষিত হয়, কায়েম ও দায়েম করে দিন। পূর্বের চিঠিতে যে সমস্যার কথা জানিয়েছিলাম যে, এশার পর পাঁচশবার এসমে যাতের অযীফা আছে। আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে সেটুকু পূর্ণ হত। কিন্তু হযরতের জবাব পাওয়ার পর থেকে পাঁচশ পুরা করার পর মন ভরত না। মন আরো কিছু খুঁজতে থাকত। কোনোভাবেই তৃপ্তি হত না। অবশেষে অধম পাঁচশ-এর পরিবর্তে পরিমান বাড়িয়ে এক হাজার করে নিয়েছি। দ্বিতীয় পরিবর্তন করেছি এই যে, ইতিপূর্বে অযীফা চলতে ফিরতে, বসে বসে, শুয়ে শুয়ে যে কোনো ভাবেই করতাম কিন্তু এখন হযরতের দুআর বরকতে একস্থানে বসে হাল্কা যরবের সঙ্গে আদায় করি। আল্লাহ্ তাআলার লক্ষ কোটি শোকর আজ পর্যন্ত সেভাবেই পূর্ণ অযীফা পড়ে থাকি। এসবই সেই তাওয়াজ্জুহের বরকত যা এই অধমের প্রতি হযরত দান করেছেন। আল্লাহ্র কসম! আমি কোনোকিছুর যোগ্য নই কিন্তু ওই দরবারের কুত্তা, যেখানে বাড়ির সকল সদস্যের প্রতি গৃহকর্তার দৃষ্টি থাকে, সেখানে বাড়ির কুত্তার প্রতিও কিছুটা নজর থাকেই। আমি কোনোভাবেই এই দরবারে থাকার উপযুক্ত নই। শুধুমাত্র হযরতের নেক নজর ও আল্লাহ্ তাআলার সাহায্যের বদৌলতে এখানে পড়ে থাকতে পারছি। এখন তামান্না শুধু এতটুকু যে, আল্লাহ্ তাআলা যেন অধমকে তাঁর মহব্বত, ঈমানে কামেল এবং দীনের উপর এস্তেকামাত দান করেন। যদিও আমার কিছু নেই কিন্তু দাতার তো সব ক্ষমতা আছে। হযরতের দুআ প্রার্থী।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ আলহামদুল্লিাহ্। আল্লাহ্ তাআলার মেহেরবানী হয়েছে। যথাসাধ্য এস্তেকামাত ও অবিচলতার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন যার সহায়ক হবে এটাও যে ঐ নিয়ামতের শোকর আদায় করবেন। তাহলে 'অবশ্যই বাড়িয়ে দিব' এর ওয়াদা প্রকাশিত হবে। দুআও করতে থাকবেন যেন 'আমি কবুল করব' ওয়াদার প্রকাশ ঘটে।

***

হালঃ আমার মধ্যে যেসব রোগ ও মরয রয়েছে সেগুলো গণনা করা সম্ভব নয় বরং এমন অনেক রোগ আছে যেগুলোর খবর আমার জানাও নেই। সেগুলোর মধ্য থেকে কিছু রোগের কথা হযরতের নিকট পেশ করছি এলাজের উদ্দেশ্যে। আশা করছি বিশেষ বিশেষ ওয়াক্তে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দুআ করবেন যেন ঐগুলো নির্মূল হয়ে যায়।

আমার মধ্যে তাকাব্বুর, উজব, খোদবীনী, রিয়া, নেগাহেবদ, গোনাহের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি অনেক রোগ রয়েছে। এগুলো তো এমন যা একদম স্পষ্ট বোঝা যায় এবং এগুলোর জন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। এছাড়া আমি সত্য বলছি, সারা দুনিয়াতে যত রোগ আছে একা আমার মধ্যে সেগুলো সব আছে। এ ব্যাপারে আমার ইয়াকীনও রয়েছে। কেননা কখনো তারবিয়াতুস সালিকের মধ্যে মানুষের হালাত পড়তে গিয়ে চিন্তা করি, তারা যে যে খারাপ হালাতের কথা লেখেন সেগুলো সবই আমার মধ্যে আছে, আবার যে সব দোষের কথা কেউ মৌখিকভাবে জানায় তাও আছে আমার মধ্যে। এমনকি যে সব রোগের কথা হযরত বেশিরভাগ সময় বয়ানের মধ্যে উল্লেখ করে থাকেন সেগুলোও আমার মধ্যে আছে, তাহলে আর বাদ থাকল কী? তাওয়াযু' আমার মাঝে একেবারেই নেই, সুতরাং আমি বিনয়ের কারণে বলছি এরূপ ভাবা উচিৎ নয়। তাছাড়া শায়খের কাছে হালাত বলতে গিয়ে বিনয় করা কেমন ব্যাপার? এখানে একেবারে সোজা সাপ্টা নিজের দোষের কথা বয়ান করা জরুরি। সেজন্যই আমি বলছি সব রোগ, সকল দোষ আমার মধ্যে বিদ্যমান।

বিশ্লেষণঃ মানলাম আপনার কথাই ঠিক কিন্তু কোনো রোগই এমন নয় যার এলাজ নেই। কোনো রোগই দূরারোগ্য নয়। এলাজ জানাই আছে, জীবনভর লেগে থাকতে হবে। এমনকি কামেল ব্যক্তিগণও এগুলো থেকে মুক্ত নন। কারো মধ্যে প্রবল আর কারো মধ্যে দূর্বল এতটুকুই পার্থক্য। সুতরাং সর্বদা

www.islamfind.wordpress.com

নজাগ থাকতে হবে। নিরাশ হওয়া যাবে না। হাল ছাড়া যাবে না। নিশ্চিন্তে বসেও থাকা যাবে না।

হালঃ এখনো পর্যন্ত কলবের মধ্যে ফারহাত ও সুখ তৈরী হয় নি।

বিশ্লেষণঃ রহমত তো তৈরী হয়েছে, যা আপনাকে পথ দেখাচ্ছে। ফারহাত হল রহমত-এর একটি দাসী। রহমত যেহেতু এসে গেছে সময় হলে তার দাসীও এসে যাবে।

***

হালঃ আমার হাল যথারীতি চলছে। নির্ধারিত অযীফা আদায় করছি।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ তাআলা কল্যাণ দান করুন।

হালঃ প্রায় সকল সময় কখনো দিলে দিলে আর কখনো মুখে মুখে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলতে থাকি। ধ্যান বেশিরভাগ আল্লাহ্ তাআলার দিকেই থাকে।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্।

হালঃ কিন্তু এরপরও নিজের দুনিয়াবী বিষয়ের চিন্তা ও ধ্যান মাথায় থেকেই যায়, অথবা নিজের কোনো কাজ বা জিম্মাদারীর চিন্তাও মাথার মধ্যে থেকে যায়।

বিশ্লেষণঃ এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, ভয়ের কিছুই নেই। ইনশাআল্লাহ্, এর প্রভাব আপনা-আপনি হ্রাস পাবে, যত বেশি যিকিরের গালাবা হবে।

হালঃ কিন্তু দিলের মধ্যে ঐ চিন্তা ও ধ্যানের ব্যাপারে দ্বিধা ও অস্থিরতা থাকে খুব।

বিশ্লেষণঃ একটু পূর্বে যা বলেছি, অর্থাৎ এই প্রভাব দূর হয়ে যাবে, আপনার দিলের দ্বিধা সেটারই আলামত বহন করে।

হালঃ মন-প্রাণ চায় যে, দুনিয়াবী কোনো বিষয়ের চিন্তা যেন দিলের মধ্যে বেশি না হয়। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ার সকল বিষয়ের চেয়ে বেশি তাঁর স্মরণ দিলের মধ্যে বসিয়ে দিন।

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ্! এমনই হবে। যিকির, ফিকির ত্যাগ করবেন না।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আমার মাহবূব ও আমার মুর্শিদ! আসসালামু আলাইকুম।

স্বপ্ন যদিও আসল উদ্দেশ্য নয় এবং আসল উদ্দেশ্যের জন্য জরুরি কিছুও নয়। কিন্তু নিজের হালতের বিচারে কখনো কখনো মনে হয় যে, কোনো স্বপ্নের উৎস কোনো হালতে মাহমূদাহ। আবার কখনো কখনো কোনো হালতে মাহমূদাহ তৈরী হয় স্বপ্নের কারণেই। এসব বিবেচনা থেকেই নিজস্ব উপলব্ধির বাইরে আরো অধিক উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে হযরতের খেদমতে কিছু স্বপ্নের বিবরণ পেশ করছি। প্রথম স্বপ্নটির মতলব স্পষ্ট হলেও এতমিনানের জন্য হযরতের নিকট তুলে ধরছি।

প্রথম স্বপ্নটি দীর্ঘকাল পূর্বে থানাভবনে থাকাকালীন দেখেছিলাম। লজ্জার কারণে মৌখিক জিজ্ঞাসা করতে পারি নি। দেখেছিলাম আপনি আমার মুখে চুমু দিয়েছেন। ইতিমধ্যে এর কাছাকাছি ধরণের আরো একটি স্বপ্ন দেখেছি যে, আমি থানাভবন গিয়েছি, আপনি বসেছিলেন। আমি আপনার সঙ্গে মুসাফাহা করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং খুব আপনভাবে মুআনাকা করলেন। বললেন– তোমার পুরা দেহ আমার দেহের সঙ্গে লাগাও। মুআনাকার পর ভেতরে আসতে বললেন। সেই ঘরটিকে হাজী সাহেবের কামরা মনে হল। তার কিছু কিছু নকশা... এর বাড়ির মতো ছিল।

আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয়– বাহ্যিকভাবে স্বপ্নটি চূড়ান্ত এত্তেহাদ বা হযরতের সঙ্গে আমার চেতনাগত অভিন্নতার ইংগিত বহন করছে। সেই অভিন্নতার প্রভাব আমি বে-এখতিয়ারীভাবে নিজের মধ্যে অনুভব করছি। নিজের আখলাকের মধ্যে আপনার আখলাকের আছর স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান দেখতে পাচ্ছি। বিষয়টির তফসিল এই যে, ইতিপূর্বে যখনই আপনি কারো প্রতি নাম উল্লেখ না করেই গোস্সা প্রকাশ করতেন, তখন মনে হত- মেজাজ খুব তেজী, দ্রুত গোস্সা এসে যায়। কিন্তু এখন হাল ও যাওক বা অবস্থা ও রুচি উভয় বিবেচনাতেই মনে হয় যে, এ ব্যাপারটিই ছিল অন্য কিছু।

যখন থেকে আমি আপনার থেকে দূরে পাঞ্জাবে এসেছি, কয়েকটি ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষ প্রথাগত পীর এবং ঘুরে ফিরে বেড়ানো সাধারণ মৌলবীদের কিছু কার্যকলাপের কারণে এই দলকে (তাসাওউফপন্থীদেরকে) খারাপ ভাবতে শুরু করেছে কিন্তু এখানে সে ব্যাপারে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি যদি কারো আচরণে বিন্দুমাত্র তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের আভাস পাই তবে সীমাহীন মেজাজ বিগড়ে যায়। গায়রাত ও আত্মমর্যাদাবোধের কারণে মনের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠে। এরূপ লোকদের

www.islamfind.wordpress.com

থেকে কিছু গ্রহণ করতে মন সায় দেয় না। মনে হয় এটা স্পষ্টতঃ আল্লাহ্ তাআলার নামের অবমাননা। যার থেকে দূরে থাকা খুবই জরুরি। কিছু মানুষ এমন আছেন যাদের ইচ্ছা নয় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা কিন্তু সাধারণ প্রচলনের অনুসরণের কারণে আচরণ তাদেরও সুন্দর নয়। আমি যদিও আলহামদুলিল্লাহ্ কারো সঙ্গে এ ধরণের লেন-দেন এর আচরণ করি না, তারপরও মানুষ জেনে না জেনে একই ব্যবহার করে। যার কারণে খুবই কষ্ট হয় এবং ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু ঐ যে বলে – 'দরবেশের রাগ নিজের কাছেই রাখ' শেষ পর্যন্ত সর্বসাধারণের ওইসব আচরণে ছবরই করতে হয়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সন্তুষ্টি দান করুন।

দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, এখন হাল ও যাওক অর্থাৎ অবস্থা ও রুচি এভাবে মন হয় যে, আপনি আমার ব্যাপারে যা ভেবেছেন এবং যে দুআ করেছেন, ভেতর থেকে মন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তা পূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ্। তার আছর ও আলামত বিভিন্ন সময়ে জাহের হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

পিছনের দিনগুলিতে হালতের গতি উন্নতির দিকে ছিল বলেই বুঝতাম কিন্তু নায ও মাহবূবিয়ত অর্থাৎ ভালবাসা ও অভিমানের চরিত্র একটু বিচিত্রই। সম্ভবত এরই মধ্যে মুখ থেকে ভারসাম্যহীন কোনো কথা বেরিয়ে গেছে। আজকাল কিছু ত্রুটিও প্রকাশ পাচ্ছে। সে কারণে কলবকেও দেখছি মলিন এবং আল্লাহ্র দিক থেকে বিমূখ।

দুআ করবেন যেন আল্লাহ্ তাআলা হেদায়াত দান করেন এবং দুনিয়ার যে নিয়ামত দান করবেন তাতেও যেন আল্লাহ্র প্রতি আকর্ষণ থাকে এবং ঐ নিয়ামতের মধ্যে যেন বরকত দান করেন। আল্লাহ্র কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, আয় আল্লাহ্! আমি খারাপ লোকদের চেয়েও বেশি খারাপ। কিন্তু তোমার নেকবান্দাগণ আমি বদকারকে নেককার মনে করেন। তারা আমার জন্য বিভিন্ন দুআ করেন। আয় আল্লাহ্! আমার দুআ যদিও কবুলযোগ্য নয় কিন্তু হে আল্লাহ্! তুমি আমার জন্য কৃত সেই সব নেকবান্দার দুআগুলো কবুল করে নাও, যাদের অন্তরে স্বয়ং তুমিই আমার ব্যাপারে সুধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছ। হযরতের জবাব পাওয়ার পর থানাভবন আসার এরাদা রাখছি। আল্লাহ্ তাআলা কল্যাণের তাওফীক দান করুন।

বিশ্লেষণঃ আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ্। সব হালাত খুবই ভাল। শুকরিয়া করার যোগ্য। আল্লাহ্ এগুলোতে বরকত দান করুন এবং

www.islamfind.wordpress.com

ভবিষ্যতে আরো তৎপরতা এবং সেই তৎপরতার অবস্থা ও পরিমানে এস্তেকামাত দান করুন। চিঠির শেষের দিকে এসে অন্তরের মলিনতা বিষয়ে যে আসবাবের কথা লিখেছেন, সেগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি। আর যদি হালের (বর্তমানের) শক্তি ও মাআলের (ভবিষ্যতের) দুর্বলতায় অসর্তক কথা বের হয়ে যায় তবে তৎক্ষণাৎ ইস্তিগফার এবং হেফাজত ও সাহায্যের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করবেন। অতীত ত্রুটির ক্ষতিপূরণ এবং ভবিষ্যত ত্রুটি ও ক্ষতি থেকে সংরক্ষণ বা হেফাজত কাম্য। তবে অতীত ও ভবিষ্যত-এর চিন্তায় বেশি ব্যস্ত হবেন না। ওয়াস্‌সালাম।

***

হালঃ অধম বর্তমানে যখনই কোনো নেক কাজে মশগুল হয়, মন শঙ্কিত হয়ে যায়। কাজটিও সমাপ্ত করতে পারি না। বিশেষত: কাযা নামায আদায় করতে গেলে দিল এত বেশি সংকীর্ণ হয়ে যায় যা বর্ণনাতীত। হযরত! বান্দা সর্বদাই এই চিন্তায় অস্থির থাকে যে, নামাযের কাযা মাথার উপর রয়েছে, সেগুলো আদায় করার পূর্বেই যদি জীবন খতম হয়ে যায় তবে না জানি তার পরিণতি কী হবে! খুব আশঙ্কা হয় যে, বর্তমানে তো এই অবস্থা ভবিষ্যতে না জানি আরো খারাপ কি হয়ে যায়! নিজের গোনাহসমূহের জন্য ভেতরে ভীষণ পেরেশানী রয়েছে। আল্লাহ্‌র দরবারে খুব পরিতাপ ও বিনয়ের সঙ্গে তওবা করছি, তারপরও আহকামে এলাহীর ক্ষেত্রে উদ্যম ও তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে পারি না। বেশি বেশি দুআ করবেন এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ অল্প অল্প করে কাযা করতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ্‌ ধীরে ধীরে আপনা-আপনি সংকীর্ণতা দূর হয়ে যাবে। এটা সম্ভব না হলে একদিন বাদ দিয়ে একদিন এভাবে কাযা শুরু করুন। এটা খুবই সহজ হবে। কাজ উদ্যম ও তৎপরতার সঙ্গে না হলে তাতে কী এসে যায়! অলসতার সঙ্গে হলেও হোক। যেভাবেই হোক করতে হবে। দুআ করছি।

***

হালঃ হুযূরের নির্দেশমতো সকল অযীফা আল্লাহ্‌র ফযলে খুব ভালভাবে আদায় হচ্ছে অর্থাৎ বারো হাজার এসমে যাত, বারো হাজার তাসবীহ, দালায়েলুল খায়রাত ইত্যাদি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ্ মাকসূদ হাসিল হওয়ার সুসংবাদ এটা। কিন্তু কোনো রিসালা মুতালা'আ করেন কিনা সে বিষয়ে কিছুই জানান নি।

***

হালঃ অধমের অবস্থা খুবই করুণ। হৃৎপিণ্ড, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রোগাক্রান্ত, অল্প অল্প যিকরুল্লাহ্, তিলাওয়াতে কালামুল্লাহ্ করতাম তাও এখন ছুটে গেছে। দাওয়াম ও স্থায়িত্ব থাকে না। হুযূরের খিদমতে নিবেদন এই যে, আল্লাহ্র ওয়াস্তে এই অধমকে ভায়াবহ অবস্থা ও ধ্বংসাত্মক রোগ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। অসহায় দিল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-এর এসলাহ করুন।

বিশ্লেষণঃ মাওলানা! আমার কাছে যেই এসলাহের ফরমায়েশ করেছেন, জানি না সেটা কি এসলাহে তা'লীমী (সচেতনতার এসলাহ) যার পর আমল করতে হবে আপনাকে। নাকি এসলাহে তাসাররুফী (বিশেষ পদ্ধতিতে বশীকরণ) যাতে আপনাকে কোনো আমল করতে হবে না। কী চান আপনি?

হালঃ মনে হয় সারাটা জীবন যদি এভাবে আটা আর ডাল-এর চিন্তা করতে করতে কেটে যায় তাহলে জীবনভর আর এসলাহ নসীব হবে না। এসলাহের কথা খুব ভাবি। হযরত! খুব দুআ করবেন আল্লাহ্ যেন এমন সময় দান করেন যখন একটি কামরা থাকবে আমি থাকব। কয়েকদিনের একান্ত নিরিবিলিতে আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল হয়ে থাকব। কিতাব থাকবে শুধু হযরতের মাওয়ায়েয ও মালফূযাত। শুধু আল্লাহ্ তাআলা এবং হযরত ব্যাস অন্য কারোর সঙ্গে কোনো কথা বলব না। চুপচাপ থাকব। কামরার দরজায় শিকল থাকবে বন্ধ। হায় এমন হবে কি? হুযূর! দুআ করুন আল্লাহ্ তাআলা যেন শীঘ্রই এমন সময় দান করেন। আমীন, ছুম্মা আমীন। আর এত্তেবায়ে শরীয়ত পাশাপাশি তাঁর ইশ্ক নসীব করেন। সর্বদা তার সন্তুষ্টির কাজে লাগিয়ে রাখেন।

বিশ্লেষণঃ এভাবেই লেগে থাকুন। ঐরূপ সময়ও ইনশাআল্লাহ্ এসে যাবে।

***

হালঃ হযরতের সফরের সময় থেকে অধম বারো হাজারবার এসমে যাতের যিকির করে থাকি। আজ পর্যন্ত না কোনো নতুন হাল হয়েছে না কোনো কাইফিয়াত। এটাও জানতে পারি নি যে, আগের চেয়ে আমার মধ্যে কী

www.islamfind.wordpress.com

পরিবর্তন হল। আখলাকে যামীমা যেমন বিদ্বেষ, কিবির, রিয়া ইত্যাদিতে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি হল কি না জানি না। হুযূর দুআ করবেন আল্লাহ্ তাআলা যেন লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেন এবং আমাকে যেন আপন রাস্তায় পরিচালিত করেন। আমল ও এখলাসের তাওফীক যেন হয়।

বিশ্লেষণঃ যদি অবস্থা বুঝে না আসে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কাজে লেগে থাকুন, সেটাই আসল মাকসূদ। অল্পদিনের মধ্যে আপনা-আপনি সব কিছুই বুঝে এসে যাবে। এই চিন্তায় বিচলিত হবেন না।

***

হালঃ কারবার নিয়ে অধিক ব্যস্ততার কারণে মা'মূলাত ও অযীফা পুরাপুরি আদায় করতে পারি না। প্রায়ই ছুটে যায়।

বিশ্লেষণঃ যতটা সম্ভব করতে থাকুন, যেটুকু ঘাটতি ও ত্রুটি হবে তার জন্য ইস্তিগফার এবং অনুশোচনা করুন। ইনশাআল্লাহ্ মাহরূম থাকবেন না।

***

হালঃ দিলের মধ্যে আল্লাহ্র ইয়াদ (স্মরণ) তো আগেও থাকত কিন্তু এখন তা এত বেড়েছে যে, উঠতে, বসতে, ঘুমে ও জাগরণে সর্বদাই তাঁর স্মরণ হতে থাকে। দিল থেকে কান্না আসে। মাঝে মাঝে ঘুম থেকে জেগে উঠি। মন চায় সারাক্ষণ বসে বসে তাঁকে ভাবি, তার চিন্তা ও ধ্যানে বিভোর হয়ে থাকি। যিকির করার সময়ও মন চায় যে, যিকির ছেড়ে দেই এবং বসে ভাবতে থাকি। যিকিরে এখন মন বসে না। সব সময় এ চিন্তাই হয় যে, ছেড়ে দাও, বাদ দাও। এ ব্যাপারে নির্দেশ কী?

বিশ্লেষণঃ যেটা লিখেছেন যে, যিকির ছেড়ে দিয়ে তাঁর চিন্তা করতে মন চায়। এটা যিকিরের বরকত। চিন্তার প্রতি অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়েছে। কিছুতেই যিকির ত্যাগ করবেন না। মূল ভিত্তি ধ্বসিয়ে দিলে পূর্ণ ইমারত ধ্বসে যাবে। মন চাক বা না চাক মা'মূলাতের উপর অবিচল থাকবেন।

***

হালঃ হযরত আমাকে খুব সহজ তিনটি বিষয় বলেছিলেন ১) অযীফা হিসাবে প্রতিদিন কুরআনের এক চতুর্থাংশ পারা তিলাওয়াত। চলতে ফিরতে লা-ইলা-

www.islamfind.wordpress.com

হা ইল্লাল্লাহ মাঝে মাঝে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মিলিয়ে নেওয়া। প্রতিদিন কমপক্ষে চার রাকাত নফল পড়া। ২) সর্বদা এসলাহের এহতেমাম ও এস্তেজামে মশগুল থাকা।

বিশ্লেষণঃ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

হালঃ ৩) নিজের অবস্থা বিস্তারিত জানানো।

বিশ্লেষণঃ এটাও এসলাহকে পূর্ণাঙ্গতা দানকারী।

হালঃ তবে আফসোস ঐ তিনটির একটিও আমি পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করতে পারি নি।

বিশ্লেষণঃ ঠিক আছে, অপূর্ণাঙ্গরূপে তো করেছেন।

হালঃ তবে হাঁ, পূর্বের তুলনায় আমার হালাত অবশ্যই ভাল ছিল।

বিশ্লেষণঃ শিশু বাচ্চার বিকাশ ও বর্ধন ধীরে ধীরেই হয়।

হালঃ কিছুদিন কুরআন শরীফও পড়েছি। নফল প্রায়ই পড়েছি। অল্প স্বল্প যিকিরও চলতে ফিরতে নির্দেশমতো আদায় করেছি।

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ্ সব নিয়মের মধ্যে চলে আসবে। অনিয়মিতই এখন করতে থাকুন।

হালঃ হযরত! এমন কোনো দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা নেই যার শক্তিশালী প্রেরণা ও মাদ্দাহ আমার কলব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিদ্যমান নেই। আমার মধ্যে রিয়া আছে, ধোকাবাজী আছে, নির্লজ্জতা আছে, আছে চালাকী ও চতুরতা। এমনকি এই লেখার মধ্যেও বরং এই কথার মধ্যেও উল্লিখিত ত্রুটিগুলোর আছর আছে। আমি যদি বিনয় প্রকাশ করি অথবা সদাচরণ করি তবে তার মধ্যেও খারাপ নিয়ত থাকে। মনে করি তাতে মানুষ আমাকে ভাল মনে করবে। দীনী বিষয়গুলির প্রতি যথাযথ মনোযোগ নেই।

বিশ্লেষণঃ নিজের দোষ-ত্রুটির অনুভূতি থাকাটা ভূমিকা হয় সেগুলো সংশোধনের। ইনশাআল্লাহ্ আপনার এসলাহ ও সংশোধন হবে। স্থায়ী এসলাহ হবে। এস্তেলা ও অবগতি দানের ধারা বন্ধ করবেন না। অনিয়মিত হলেও চালু রাখবেন।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ হযরত ওয়ালার স্নেহ ও মনোযোগের কিছুটা প্রভাব আমার মধ্যে রয়েছে। সেজন্যই আমার এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও কামিয়াবীর আশা অন্তরের মধ্যে আছে।

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ্ তাআলা।

হালঃ হযরত দুআ করবেন। যথাযথভাবে জামাতের পাবন্দি হয় না। অবশ্য এতে নফসকে সর্বদা তিরস্কার করতে থাকি। কয়েক বছরের মধ্যে মাঝে মাঝে নামায কাযাও হয়ে গেছে। বেশিরভাগ ফজরের নামায, মাঝে মাঝে শুধু বেতের অথবা এশাও কাযা হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ নফসের উপর কিছু জরিমানা চাপিয়ে দিন। যেমন জামাত ছুটলে আট রাকাত নফল নামায, কাযা হলে বিশ রাকাত।

হালঃ পূর্বে গোনাহের ব্যাপারে যে পরিমান অনুভূতি ছিল এখন তা নেই।

বিশ্লেষণঃ অনুভূতিহীনতার অনুভূতি আছরের দিক থেকে অনুভূতির সমপর্যায়ের। এসবই হল নানান তাদবীর ও ব্যবস্থা। এই সবের সঙ্গে দুআ ও প্রার্থনার বিশেষ এহতেমাম করা উচিৎ। ইনশাআল্লাহ্ ফযল হয়ে যাবে।

***

হালঃ মাঝে মাঝে এমন হয় যে, তাহাজ্জুদের নামায পড়া পর্যন্ত খুব মন লাগে। এরপর যিকির শুরু করলে মনের উপর খুব বোঝা চেপে বসে। মনে হয় এত কঠিন ও আহাম কাজ কিভাবে শেষ হবে। কাজ পূর্ণ করার চিন্তায় মন ঘাবড়ে যায়। এতে একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থা মাঝে মাঝে এক তাসবীহ বা দুই তাসবীহ শেষ করার পর হয়। এই অবস্থা পরিণতি অবশেষে নৈরাশ্য ও কষ্ট। এই বোঝা কখনো কখনো খুব বেশি ভারী হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ বোঝা একটি কষ্ট। বোঝা মনে হওয়ার সময় যদি মন না লাগে তাতে সমস্যা নেই। উপকারিতার দিক থেকে খোদ কষ্টও 'মন লাগার' চেয়ে কম নয়। যেভাবেই হোক সাধ্যমতো পূর্ণ করে নেবেন। ধীরে ধীরে সকল কষ্ট সহজ হয়ে যাবে।

***

হালঃ আমার হযরত কেবলা ও কা'বা, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

www.islamfind.wordpress.com

দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুদিন থেকে নিজের হালাত পেশ করতে পারি নি। কিন্তু গত দু-তিনদিন থেকে অধমের দিলে এত প্রচণ্ড আনন্দ ও খুশির ঢেউ খেলে যাচ্ছে যে, বেশিরভাগ সময় হাসতে মনে চাচ্ছে এবং নির্জনে বিনা কারণে একা একাই হাসছি। এতে এক বিশেষ জোশ ও উদ্যম আসছে আর সেই জোশের অবস্থায় চিৎকার করে 'আল্লাহ্' বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে মৃদু আওয়াজে বলছি। প্রায় প্রায়ই ঠাণ্ডা ও দীর্ঘশ্বাস বের হচ্ছে এবং সেগুলোর সঙ্গে 'আল্লাহ্' শব্দ বের হচ্ছে। এই খুশিতে খুব ইস্তিগফার পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে। সেজন্যই বেশি বেশি ইস্তিগফার পড়ছি। কখনো কখনো যিকির করতে মন চাচ্ছে তো যিকির শুরু করে দিচ্ছি। মন খুব নির্জনতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোনো কামরার মধ্যে যদি প্রবেশ করি তাতে কলব পেরেশান হয়ে যাচ্ছে। তবে সেটা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না বরং খুব শীঘ্রই স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। নির্জনতাপ্রিয় আমি পূর্বেই ছিলাম তবে আজকের ওয়াযের পর স্বভাব আরো বেশি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে গেছে। এখন মেলা-মেশা একেবারেই সহ্য হয় না। আজ পূর্বোক্ত সেই খুশি ও আনন্দ আরো বেশি হচ্ছে। তার সঙ্গেই ইস্তিগফার ও যিকরও। আলহামদুলিল্লাহ্, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

হালঃ অধম এক হাজারবার এসমে যাতের যিকির করত, এখনো সেটা আলহামদুলিল্লাহ্ চালু আছে। তবে পূর্বের মতো উচ্চ আওয়াজে করতে গেলে মাথায় খুব ব্যথা হতে থাকে। এ কারণে প্রায়ই মৃদু আওয়াজ ও সামান্য যরবের সঙ্গে করি। আবার কখনো পূর্ণ যরবের সঙ্গেও করি।

বিশ্লেষণঃ যরব একেবারেই ছেড়ে দিন।

হালঃ এখন আমি মসনবী শরীফ হাতে নিয়ে আজকের ওয়াযের উপর আমল হবে কিনা ভেবে 'ফাল' হিসাবে মসনবী খুললে নিচের শেয়েরটি বের হল–

قابل تغییر اوصاف تن است-روح باقی آفتاب روشن است

আশা করি 'ফাল' এর তা'বীর জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ 'ফাল' এর ফলাফল হল– আমল হবে। এর বিবরণ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা যে কাইফিয়াত সৃষ্টি করেছেন তা দেহের গুণ নয় বরং রূহের গুণ। রূহ অবিনশ্বরতা ও উজ্জলতার গুণে গুণান্বিত। সুতরাং 'অবিনশ্বর' রূহের গুণাগুণও

www.islamfind.wordpress.com

অবিনশ্বর। আর বিশেষ পরিবর্তন দেহের বৈশিষ্ট্য। এটা যেহেতু দৈহিক নয় সুতরাং উক্ত সিফাত পরিবর্তন হবে না এবং নিশ্চিহ্নও হবে না।

হালঃ সিরাতে মুস্তাকীমের উপর অটল থাকতে পারি, সেজন্য দুআ করবেন। এ দুআও করবেন যেন এই হতভাগা 'এখতেলাত' বা মেলা-মেশার খাছলাত ত্যাগ করতে পারে। হযরত জানেন যে, হতভাগার মধ্যে এই বদখাছলাত খুব বেশি। আল্লাহ্ আমাকে বাঁচাও।

বিশ্লেষণঃ জান-প্রাণ দিয়ে দুআ করছি, তবে এর জন্য হিম্মত এবং সজাগ ভাবে কষ্ট করে এ ব্যাপারে সাবধান হওয়াও জরুরি

***

হালঃ আমি নিজের মা'মূলাত যথারীতি আল্লাহ্ তাআলার ফযল ও হযরতে আ'লার বরকতে দৈনন্দিন আদায় অব্যাহত রেখেছি। কিন্তু কয়েকদিন থেকে মা'মূলাত আদায় করতে ভারী বোঝার মতো লাগছে। জানি না এর কারণ কী? এটা যদি 'কব্য'-এর হালাত হয় তবে এর এলাজ কী? তবে যাই হোক মা'মূলাত অবশ্যই পূর্ণ করছি।

বিশ্লেষণঃ এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। একই অবস্থায় অনেক সময় মন বিরক্ত হয়ে যায়। এদিকে মনোযোগ দেবেন না। ইনশাআল্লাহ্ আপনা-আপনিই এটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

হালঃ আল্লাহ্ তাআলার আদেশ-নিষেধগুলো সাধ্যমতো মেনে চলছি।

বিশ্লেষণঃ প্রধান লক্ষ্য তো এটাই।

হালঃ একদিন যোহরের নামাযের পর 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' করছিলাম। মনের মধ্যে এই ভাব জাগল যে, মানুষ নিজের দয়া ও অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। মনে প্রাণে সে কামনা করে যে, ঐ অনুগ্রহকারীর কোনো কাজ যদি করতে পারতাম। সেভাবে আমার মুহসিন যদি কোনো ফরমায়েশ করত। তবে খুশির সঙ্গে তা পূর্ণ করতাম। আল্লাহ্ তাআলার এন্আ-মাত ও এহসানাত বা দয়া-অনুগ্রহ অগণিত ও অসংখ্য। তাহলে তাঁর আদেশ ও নিষেধগুলো কেমন খুশির সঙ্গে প্রতিপালন করা উচিত। সেইদিন থেকে ইবাদত-বন্দেগীর সময় এই ভাবনার কথা মনে করে ইবাদতে এক অপার্থিব ও অপূর্ব স্বাদ অনুভব করি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্, বা-রাকাল্লাহ।

***

হালঃ কলবের মধ্যে সমস্ত কুরআনের আয়াত এবং যিকির লেখা মনে হত, শুরুতে এই হালাতকে আমি মাকসূদ মনে করতাম কিন্তু এখন সেই চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ্ যিকিরের বরকতে এক বিরাট উপকারিতা আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে। সেটা এই যে, আমি পনের বছর বয়স থেকেই অবিরাম চেষ্টায় ছিলাম যে, তাহাজ্জুদ নামায শেষ রাতে উঠে আদায় করব কিন্তু কখনো সফল হতে পারি নি। এখন যেদিন থেকে যিকিরের জন্য ঐ সময় নির্ধারণ করেছি, আল্লাহ্র ফযল খুবই ভালভাবে ঐ সময় ঘুমও ভেঙ্গে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠেও পড়ি। এই চিন্তায় মাঝরাতে কয়েকবার ঘুমও ভেঙ্গে যায়। তাহাজ্জুদের পরে যিকিরে খুব মন লাগে। অন্য কোনো বিশেষ কিছু এর মধ্যে মনে হয় নি। যিকিরের সময় শুধু মাযকূরের (আল্লাহ্র) দিকে খিয়াল থাকে। এছাড়া হুযূরের কল্পনাও বেশিরভাগ সময় থাকে। দৈনিক নিয়মিত একঘন্টা হুযূরের ওয়ায অথবা হুযূরের কিতাব পড়ার জন্য নির্ধারণ করেছি। ইতিপূর্বে প্রায়ই ছুটে যেত কিন্তু এখন আর যায় না।

বিশ্লেষণঃ হালাত পড়ে বিশেষতঃ প্রথম বক্তব্যে সীমাহীন খুশি হয়েছি। ইনশাআল্লাহ্ দৈনন্দিন উন্নতি হবে। কাজ করতে থাকুন এবং মাঝে মাঝে অবস্থা জানাতে থাকবেন।

***

হালঃ হযরত অধমকে এমন কোনো তরীকা জানিয়ে দিন যেন থানাভবন গিয়ে যে উপকার পেয়েছিলাম তা টিকে থাকে এবং বৃদ্ধি পায়।

বিশ্লেষণঃ অযীফা পুরাপুরি আদায় করা আর মেলামেশা কমানো।

***

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্, বারো তাসবীহ এবং সাতাশ হাজার এসমে যাতের যিকির যথারীতি চালু আছে। এছাড়া আধাপারা কুরআন মাজীদসহ অন্য সব অযীফাও চলছে। তবে কোনো কাইফিয়াতও নেই, কোনো হালও নেই। অবশ্য আল্লাহ্ তাআলার প্রতি মহব্বত গালেব ও বিজয়ী রয়েছে। কিন্তু নিজের অযোগ্যতার কারণে দূরত্ব অনুভূত হয়। কেননা বন্দেগীর হক আদায় করা

www.islamfind.wordpress.com

সম্ভব নয়। আবার চিন্তা করলে গোনাহের পরিমাণ এত বেশি বুঝতে পারি যে, যদি আল্লাহ্ তাআলার রহমত, করুণা ও ক্ষমাশীলতার চিন্তা দ্বারা তাসাল্লী ও শান্তনার ব্যবস্থা না হত তবে জীবন বরবাদ হয়ে যেত। চিন্তাশক্তির মধ্যে সর্বদাই আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ বিদ্যমান থাকে। কলবের মধ্যে সর্বদাই এসমে যাতের যিকিরের হরকত (স্পন্দন) শুনতে ও বুঝতে পারি। গায়রুল্লাহর কাছে কোনো সাহায্য পাওয়ার চিন্তা নেই। নাফরমানীর প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা, ইবাদত ও আনুগত্যের আগ্রহ অনুভব করি। মুরাকাবার যেটুকু সুযোগ পাই করে নেই। প্রায় সবসময় ঘোরাঘুরির মধ্যে থাকার কারণে জামাতে নামাযের দৌলত থেকে মাহরূম আছি। কখনো সুযোগ হলে গনীমত মনে করি। হুযূরের যিয়ারতের খুব আকাঙ্খা হয়। ইনশাআল্লাহ্ ছুটি পেলে খুব শীঘ্রই আসব। আশা করি হুযূর নারায হবেন না।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্। অনেক কাইফিয়াত আর অনেক হালাত। মুবারক হোক। তাহলে এ কথার উদ্দেশ্য কি যে, 'কোনো কাইফিয়াতও নেই, কোনো হালাতও নেই।'

***

হালঃ খুবই আফসোসের কথা যে, এই দশ দিনের মধ্যে দুই শনিবারের রাতে এমন ঘটল যে, দুই রাকাত তাহাজ্জুদের পর সুবহি সাদিক হয়ে গেল। এখন বর্ষা-বাদলের সময়, কাছে ঘড়ি না থাকার কারণেই এমন ঘটতে পারল। সুবহি সাদিক যখন হয়েই গেল এবং জামাতের পূর্বে যথেষ্ট সময় আছে বলে যিকির পূর্ণ করে নিয়েছি, তাতে কিছুটা তাড়াহুড়া করতে হয়েছিল। এই দুদিন ছাড়া অন্যদিনগুলিতে আল্লাহ্র ফযলে আট রাকাত তাহাজ্জুদ এবং বারো তাসবীহ এতমিনানের সঙ্গেই আদায় করেছি।

বিশ্লেষণঃ তাহলে আর আফসোসের কী আছে! দশদিনের মধ্যে দুদিন মাত্র এমন হয়েছে এটা কি সফলতা নয়? বিচার হয় বেশিরভাগ অবস্থার। সুতরাং শোকর করুন।

***

হালঃ অধমের শরীর কিছুদিন থেকে অসুস্থ থাকছে। দাঁতে ব্যথার কারণে মা'মূলাত প্রায়ই পূর্ণ করতে পারছি না। এছাড়া মসজিদ ছাড়া অন্য কোথায়ও মন ভাল লাগে না। মনের চাহিদা এরকম যে, সর্বদা মসজিদে শুয়ে বা বসে থাকি কিন্তু মা'মূলাত আদায়ের ব্যাপারে মনের মধ্যে কোনো আগ্রহ দেখি না।

www.islamfind.wordpress.com

অথচ এই মনটাই আবার চায় যে, অন্যদের যিকির শুনতে থাকে। কিছু কিছু মানুষ মসজিদে যিকির করে থাকেন, সেগুলো শুনে সীমাহীন আনন্দ অনুভব করি। সেগুলোর প্রতি অন্তরের খুব আকর্ষণ হয়।

বিশ্লেষণঃ আপনার উক্ত কাইফিয়াতের মধ্যে একই সঙ্গে রয়েছে হৃদ্যতা ও দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং আপনি মন চাওয়া না চাওয়ার পরোয়া করবেন না। নিজে যিকির করতে হবে অল্প হলেও এবং মন না লাগলেও। এর পাশাপাশি অবশ্যই তারবিয়াতুস সালিকের মুতালাআ চালু রাখতে হবে।

***

হালঃ জুম'আর রাত্রে এশার পর অধম দরূদ শরীফের অযীফা আদায় করছিল। হঠাৎ শুনতে পেলাম– 'আল্লাহ্ তাআলাকে আখেরাত ছাড়া দেখতে পাবে না। তুমি নিশ্চিন্তে আল্লাহ্র ইবাদত কর।' এটা কী বিষয় জানি না।

বিশ্লেষণঃ এটা হল সত্য এলহাম। এতে রয়েছে আহলে হক এবং মুহাক্কিকীনের শিক্ষার প্রতিধ্বনি। এর উদ্দেশ্য এটাই যে, কাজ করতে থাকুন, ফলাফলের চিন্তা করবেন না। আপন সময়মতো তার প্রকাশ আপনা-আপনিই হবে। যেটুকু আখেরাতের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, পৃথিবীতে তার আকাঙ্খা রাখবেন না।

***

হালঃ কিবির, খোদরাই এবং হাসাদও অল্প পরিমানে আছে। এগুলোর বাইরে নফসের এমন এমন শয়তানী ব্যাপার আছে যা প্রকাশ করতে লজ্জা লাগে। যেগুলো মাঝে মাঝে কমে যায়। পুরাপুরি 'তাযকিয়ায়ে নফ্স' (আত্মার পরিশুদ্ধি) হয় না।

বিশ্লেষণঃ এগুলোর তাদবীর যখন করা হয় নি তাহলে 'তাযকিয়া'-পরিশুদ্ধি কিভাবে হবে।

হালঃ এই দুইটি রোগ খুব মারাত্মকভাবে বিদ্যমান। এই রোগ দুটির কারণেই মুরীদ হতে একটা সময় পর্যন্ত বিলম্ব করেছি। এক পর্যায়ে ওগুলোর অস্তিত্ব ছিল খুবই সামান্য। আশা ছিল যে, বাইআতের বরকতে অবশিষ্টটুকু নির্মূল হয়ে যাবে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ সম্পূর্ণ ভুল আশা পোষণ করেছিলেন। বাইআতের মধ্যে যে, এই আছর আছে সেটার প্রমাণ নেই। বাইআত তো শুধুমাত্র এত্তেবা-অনুসরণের জন্য অঙ্গিকার করার নাম। এরপর প্রয়োজন এত্তেবা ও অনুসরণের। অনুসরণের ক্ষেত্র হল আমল। আমলের মধ্যে রয়েছে এসব রোগ সংশোধনের বৈশিষ্ট্য।

এসলাহে আখলাক জরুরি

হালঃ আমার মারাত্মক ত্রুটি এই যে, তালাবাদের বদআমলী ও বদআখলাকী দেখে আমার দিল খুবই প্রভাবিত ও অসন্তুষ্ট হয়। পক্ষান্তরে নিজের বদআমলী ও বদআখলাকীর প্রতি নজরই পড়ে না। যদি ঘটনাচক্রে কখনো দৃষ্টি পড়েও তবে দিল নিজের উপর তত বেশি ক্ষিপ্ত হয় না যতটা অন্যদের উপর হয়। আর কখনো এমন সাহস হয় না যে নফ্সকে কঠিন কোনো শাস্তি দিব, যাতে ভবিষ্যতে তার শুধু নিজের খিয়াল থাকে, নিজেরই চিন্তা থাকে এবং অন্যদের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে যায়। এর যে এলাজ আমার জন্য উপকারী মেহেরবানী করে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ এই পার্থক্য তো স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বিষয়সমূহে কোনো দোষ নেই, তিরস্কার নেই। অবশ্য নিজের এসলাহের ব্যাপারে গাফেল ও উদাসীন হওয়া উচিৎ নয়। অলসতা করা ঠিক নয়। আবার যার উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে, তার এসলাহেরও ব্যবস্থা করতে হবে। তবে দু-ক্ষেত্রে ত্রুটির প্রভাবের মধ্যে যে তফাৎ ও তারতম্য হয় সেটা ক্ষতিকর নয়।

***

'আফযালুল আ'মাল' হাদীসগুলোর দ্বন্দ্ব নিরসন

প্রশ্নঃ হাদীস শরীফে কুরআন তিলাওয়াত-এর ফযীলত পড়লাম। সেখানে মনে হল– কুরআন তিলাওয়াত সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। আবার দরূদ শরীফের ফাযায়েল পড়তে গিয়ে দেখলাম দরূদই সর্বশ্রেষ্ঠ। এমনিভাবে তাসবীহ, তাকদীস-এর ব্যাপারেও একই অবস্থা। এই যে, এক এক হাদীসে এক একটি বিষয়কে 'সর্বশ্রেষ্ঠ' বলা হচ্ছে– এই দ্বন্দ্বের সমাধান কি?

জবাবঃ দ্বন্দ্ব কোথায়? ফযীলতের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। প্রত্যেকটির হালাত আলাদা। আবার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন হালতে ফযীলতের ব্যাপারটি

www.islamfind.wordpress.com

বর্ণিত। এজন্যই তো পীরের পরামর্শ জরুরি। এবার আপনি ভেবে দেখুন কোন্‌টিতে আপনার একাগ্রতা ও মনোনিবেশ বেশি হয়।

তাহাজ্জুদ নামাযের ক্ষেত্রে শিথিলতার এলাজ

হালঃ আল্লাহ্ তাআলার ফযল এবং হযরত আ'লার বরকতে অধম শেষ রাতে তাহাজ্জুদ ও বারো তাসবীহ পড়া শুরু করেছে। সম্ভবতঃ যেদিন হযরত আমার চিঠি পেয়েছিলেন, ঐ দিনই যোহরের নামাযের পর দালায়েলুল খায়রাত অথবা এসমে যাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ চিন্তা হল হযরতের কোন্ কিতাবে যেন আছে, কারো নফস যদি ঝামেলা করে তবে সামর্থবান ব্যক্তি কিছু অর্থ সম্পদ দান করে তার এসলাহ করবে। দরিদ্র ব্যক্তি কিছু নফল নামায পড়ে অথবা রোযা রেখে নফসের এসলাহ করবে। সেই এশার নামাযের পর নফসকে এই বলে হুমকি দিলাম যে, আজ তাহাজ্জুদের ব্যাপারে তুই যদি কোনো শিথিলতা করিস তবে আগামীকাল দিনে তোকে দশ রাকাত নফল নামায পড়তে হবে, আর যদি আগামীকালও এমন হয় তবে পরশু তোকে পড়তে হবে বিশ রাকাত। ঐ দিন থেকে তাহাজ্জুদে আমার নফ্‌স আর কোনো শিথিলতা ও অলসতা করে না। নিয়মিত ঠিক সময়ে উঠতে শুরু করেছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি যে, তাদবীরে কাজ হয়েছে।

নামাযের সেজদায় কল্পনা

প্রশ্নঃ নামাযের সেজদায় কখনো কল্পনা করি 'আল্লাহ্‌র সম্মুখে মাথা রাখলাম', আবার কখনো সামনে বেড়ে সেজদা করি যেন আল্লাহ্‌র পায়ে মাথা রেখে দিলাম। এ অবস্থায় বিগলিত হয়ে দিল বলে উঠে- হে আল্লাহ্! আমার গোনাহ মাফ করে দাও, এতে খুবই মজা পাই। কখনো সেজদার সময় এমন চিন্তা করি যে, আল্লাহ্ তাআলার সামনা-সামনি অক্ষমতার মাথা রেখে দিলাম। আমি জানতে চাই যে, প্রথম কল্পনা এবং দ্বিতীয় ভাবনা জায়েয আছে কিনা?

জবাবঃ এ ধরনের এতেকাদ-বিশ্বাস তো করা যাবে না যে, আল্লাহ্-তাআলার এমন পা আছে। কিন্তু যদি এতেকাদ বা মনের মধ্যে বদ্ধমূল বিশ্বাস ছাড়া 'যেন এমন'-এর পর্যায়ে কল্পনা এসে যায় আপনা-আপনি, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। আর দ্বিতীয় বিষয়টি তো একেবারেই শঙ্কামুক্ত।

www.islamfind.wordpress.com

মুন্‌ঈমে হাকীকী (আসল দাতা)-এর সঙ্গে সম্পর্ক প্রশান্তিদায়ক

প্রশ্নঃ হাম্‌দ ও সালাতের পর আরয এই যে, যেহেতু এই অধম জাহেরী ও বাতেনী এলেমের দিক দিয়ে একেবারে অজ্ঞ। যদিও মৌলবী, মাওলানা নামে সকলে জানে। আবার হযরত মুর্শিদ মাওলানা মুহাম্মদ রশীদ আহমাদ সাহেব রহ.-এর দান এটা যে তিনি আমার নামের পূর্বে হযরত মৌলবী লিখতেন, চিঠি পত্রে মৌলবী বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু আসলে আমি তো নিরেট একটি জাহেল বরং তার চেয়েও বেশি 'আজহাল' (সবচেয়ে বড় জাহেল)। যাহোক মুর্শিদের কাছ থেকে যেই যেই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে নিজের দিলের এতমিনান করে নিতাম, তার জবাব আমার হৃদয়কে করে দিত প্রশান্ত। এখন অন্য হযরতদের প্রতি সেই পরিমান মহব্বত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আস্থা নেই। যাদের কথায় দিলকে শান্ত করব। আমি অধম মৌলবী কাসেম সাহেব রহ.-এর কাছে বাইআত এবং মৌলবী মাওলানা রশীদ আহমদ রহ.-এর খলীফা। এখন অধম নিজের কিছু হালাত আরয করছে। আমার কলবের যে হালাত, সে বিষয়ে আমি দ্বিধায় আছি, সেটা জানিয়ে আমি কলবের মধ্যে এতমিনান ও প্রশান্তি আনতে চাই। বিষয়টি এই, বাইআত হওয়ার পূর্বে অধম জান্নাত ও হুরের আকাঙ্খী ও প্রার্থী ছিল, জাহান্নামের আযাবের ভয়ে ভীত ছিল। কিন্তু মুর্শিদে বরহক মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব রহ. একদিন বয়ান করলেন। 'কালেমায়ে তাশাহহুদ' সম্পর্কে তিনি বললেন- 'আবদিয়াতের (দাসত্বের) ফলাফল রিসালাতের হাদিয়া, যা (রিসালাত) খতম হয়ে গেছে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত। এখন যে বান্দা পূর্ণাঙ্গ দাসত্ব 'আবদিয়াতে কামেলা' অর্জন করবে তার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলা তাকে বেলায়াতের মর্যাদায় ভূষিত করবেন। কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে, 'আবদ' (দাস) বলা হয় কাকে। তিনি বলেছিলেন- যে বান্দা জান্নাতের কামনায় আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ পালন করে অথবা দোযখের আযাবের ভয়ে তাঁর নিষেধসমূহ থেকে দূরে থাকে সে প্রকৃত বান্দা/দাস/আবদ নয়। বরং প্রকৃত বান্দা সেই যে, 'আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিকে সামনে রেখে তাঁর আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন করে।"

হযরতের ঐ বয়ান শোনার পর বাতাকাল্লুফ ঐ বিষয়টির খাহেশ হল। (সহজাতভাবে নয়, বরং জোর পূর্বক ঐ ভাবনা ভাবতে নিজেকে বাধ্য করলাম।) কিন্তু এরপর ঐ তাকাল্লুফের ভাবনাও এক সময় দিল থেকে দূর হল এবং আল্লাহ্ তাআলার দীদার-এর আকাঙ্খা ও সেই আকাঙ্খার প্রবলতা

www.islamfind.wordpress.com

কলবের উপর এমনভাবে ছেয়ে গেল যে, লোকজন, নিজের স্ত্রী-পরিজন এমন কি নিজের জীবনের প্রতিও ঘৃণা এসে গেল। একমাত্র রোনাজারীর প্রতি আগ্রহ থাকল আর অস্তিত্বের প্রতি বিরাগভাজন হয়ে পড়লাম। মনের মধ্যে শুধু এই কামনা থাকল যে, 'এলাহী! আপনার দীদার দান করুন নইলে আমি বেঁচে থাকতে চাই না মৃত্যু দিন।' শরীয়তের আকীদা নষ্ট হয়ে গেল। গায়রুল্লাহর ওয়াজুদ (অস্তিত্ব) এর ভাবনাকে শিরক মনে করতাম। (অর্থাৎ কোথাও কেউ নেই, সবই আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব।) দিলের কথা ছিল এই যে, ঐ পরওয়ারদেগার নিজেই নিজেকে কোথাও ফেরেশতা কোথাও নবী, ওলী এই সব নামে আখ্যায়িত করেছেন, হাকীকত বা প্রকৃত সত্য এই যে, সবই তিনি। তিনি ছাড়া আর কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই। দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত এই ধারণার প্রভাব রইল আমার উপর এরপর এই ভাবও ভাবনাটাও চলে গেল। ফিরে আসল প্রকৃত শরঈ আকীদা-বিশ্বাস, তাঁর এক অস্তিত্ব-সংক্রান্ত ভ্রান্ত-বিশ্বাসের চেয়ে তীব্রভাবে। এসময় স্পষ্ট বুঝতে পারলাম একক অস্তিত্ব সংক্রান্ত ভ্রান্ত-বিশ্বাসের পূর্বে যে শরঈ আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করতাম, তা ছিল নিছক বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ। সেতুলনায় বর্তমান বিশ্বাস ও অনুভূতি অনেক বেশি পরিণত ও অনেক বেশি পরিশীলিত। 'কোথায় খাক (মাটি) আর কোথায় আলমে পাক (পবিত্রতা)'। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে পূর্ব অবস্থার কোনো তুলনাই চলে না।

জনাবে আকদাসের (থানভী রহ. এর) মূলবান সময় নষ্ট করছি সেজন্য ক্ষমা চেয়ে একটি দিলের অনুভূতি ও সে বিষয়ে এতমিনান কামনা করছি। বিষয়টি এই যে, হযরত মুর্শিদ মাওলানা রশীদ আহমাদ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি অধমের কলবকে 'কদর ও কাযা' (ভাগ্য) সম্পর্কে এমনভাবে শান্ত ও প্রশান্ত করে দিয়েছিলেন যে, তারপর না দুনিয়াবী নিয়ামতসমূহের আকাঙ্খা আছে, না পরকালীন নিয়ামত সমূহের। আর না আছে মন্দ পরিণতি ও আযাবে জাহান্নামের ভয় ও চিন্তা। কদর ও কাযার ব্যাপারে একেবারে মুতমাঈন। ভাগ্যে যা আছে তা হবেই, আমি শুধু আমার কর্তব্য করি, কী হবে তা নিয়ে চিন্তা করি না। তবে হাঁ, একটি চিন্তা এইভাবে করি– আল্লাহ্ তাআলার যে অমূল্য নিয়ামতসমূহ ভোগ করছি যেমন জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, অনুভূতি, চোখ, কান, যবান, দৃষ্টি, শ্রবণ ও বাকশক্তি, হাত-পা ইত্যাদি এগুলোর শুকরিয়া হিসাবে দিল চায় যে আদেশ সমূহ মেনে চলি যেন আমার মা'বূদ আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। অর্থাৎ তাঁকে রাজি করার চিন্তা শুধুমাত্র নিয়ামতের শুকরিয়া

www.islamfind.wordpress.com

হিসাবে করি। যদি ওগুলো ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাহলে আর দিলের ঐ চিন্তা থাকবে না। বিপদ-মুসিবতে শুকরিয়া দূরে থাক ছবরও করতে পারি না। পক্ষান্তরে জিসমী ও কলবী (দৈহিক ও মানসিক) সুখ-শান্তির উপকরণগুলিকে এতই মূল্যবান মনে হয় যে, সেগুলোর কারণে কলবের মধ্যে কোমলতা, মুগ্ধতা এবং প্রায়ই 'হুযূরী'র এমন আজীব ও গরিব কাইফিয়াত হয় যা বর্ণনা করা অসম্ভব। আমার এই কাইফিয়াত কিসের মধ্যে গণ্য? জীবনের প্রথম হালাত ছিল জান্নাত ও হুরের আকাঙ্খা, এরপর হল দীদারের আকাঙ্খা আবার এখন সবশেষে হয়েছে রেযা ও সন্তুষ্টির আকাঙ্খা। হযরত মাওলানা গঙ্গুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহিরও আকীদা কদর ও কাযা ছিল। বেশিরভাগ সময় তিনি কদর ও কাযা দ্বারাই এতমিনান করতেন। অধমের দিলের মধ্যেও তিনি সেটারই বুনিয়াদ মজবুত করে দিয়েছেন। এজন্য ইহকালীন ও পরকালীন খাহেশাত দিল থেকে একেবারেই উধাও। একেবারে মুর্দারের মতো যিন্দা আছি। আমি জানি না উপরোক্ত 'জান্নাত ও হুরের আকাঙ্খা' 'দীদারের আকাঙ্খা' ও 'সন্তুষ্টির আকাঙ্খা' তিনটির মধ্যে কোন্ ভাবনাটি সর্বোত্তম হালাত।

শেষ নিবেদন এই যে, অধম একজন স্বাধীনচেতা ব্যক্তি। কারো কাছে সাহায্যপ্রার্থী হওয়া আমার জন্য সীমাহীন লজ্জাজনক বিষয়। আল্লাহ্ তাআলা আমার উপর রহম করেছেন, আমাকে সুস্থ সবল করেছেন। সর্বাধিক বড় করুণা এই যে, তিনি আমাকে দান করেছেন 'গেনায়ে কলবী' (অন্তরের ঐশ্বর্য)। তাঁর দেওয়া রিযিকের প্রতি তুষ্ট করে দিয়েছেন। শীত ও গরম নিবারণের পোশাক আর শুকনো রুটিতেই আমি মহাখুশি। পায়ে নেই জুতা, মাথা খালি এতে আমার কোনো পরোয়া নেই। রেবায়ে মাওলা ও তার হুযূরীতে আমি মত্ত হয়ে আছি। শুধু ভয় হাত, পা, চোখ, কান নষ্ট হওয়ার। শুধু এটুকুই আমার বে-ছবরী।

বিশ্লেষণঃ বিশদ হালাত পড়ে সীমাহীন আনন্দ পেলাম। আল্লাহ্ তাআলা এস্তেকামাতের সঙ্গে তারাক্কী দান করুন। আকাবিরদের হালাত সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার মতো কী যোগ্যতা আমার আছে! কিন্তু আপনার হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে যা মনে হয়েছে তা নিবেদন করছি। এগুলো সবই উন্নত হালাত। তবে আরো উন্নত হালাতের আকাঙ্খা, অর্জনের প্রয়াস এবং দুআ করতে থাকা উচিৎ। নিয়ামত দাতার সম্পর্ক যখন আরো অধিক প্রবল হবে তখন তাঁর কোনো কার্যকলাপ ও ফয়সালার ব্যাপারেই ভয় ও চিন্তা থাকবে

www.islamfind.wordpress.com

না। তখন ভয় ও চিন্তা থাকবে শুধু একটিই যে, আমার অন্যায়ের কারণে তাঁর শাস্তি নেমে আসে নাকি?

অত্যাধিক অল্প ঘুমানো উচিৎ নয়

হালঃ গোনাহে পূর্ণ এই পাপীর কয়েক বছরের অভ্যাস রাতে দু-ঘন্টার বেশি না ঘুমানো এবং তিলাওয়াত ও নামাযের জন্য জেগে থাকা। এখন কলব ও দেমাগের দুর্বলতা এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, কখনো কখনো মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে এবং ইবাদতের মধ্যে শিথিলতা দেখা যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও চার ঘন্টার অধিক আরাম করি না। এখন ভীতি আমাকে এমনভাবে আক্রান্ত করেছে যে, প্রতি পলকে শঙ্কিত হয়ে উঠি 'এটাই হয়ত জীবনের শেষ নিঃশ্বাস।' মৃত্যুর পর আমার পরিণতি কী হবে, সামান্য ইবাদত কাজে লাগবে কিনা। কখনো কখনো ভয়ের প্রবলতা এমন হয়ে যায় যে, নৈরাশ্যের কাছাকাছি পৌছে যাই। এজন্যই হযরতের খিদমতে নিবেদন এই যে, অধমের জন্য দুআ করবেন এবং দেহ ও আত্মার এলাজ জানাবেন। যেন তাতে অধমের কিছুটা শান্তির ব্যবস্থা হয় এবং যেন সেমতে আমল করতে পারি। আল্লাহ্‌র ফযলে অধমের অন্তরে দুনিয়া ও মালের মহব্বত নেই এবং মাল ও দুনিয়ার সঙ্গে অধমের কোনো সম্বন্ধ নেই। মসজিদে থেকে শিশু-বাচ্চাদেরকে কুরআন শেখাই। মসজিদের খেদমত করি, কারো সঙ্গেই কোনো মেলামেশা করি না। প্রচণ্ড ভয়ের কারণে প্রায় সকল সময় পেরেশান থাকি। দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেশি আর কী বলব। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে অধমের জাহেরী ও বাতেনী এসলাহ জানিয়ে পেরেশানী থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

বিশ্লেষণঃ মারাত্মক ত্রুটি ও অপরাধ করেছেন, বিশ্রাম ও নিদ্রার মাত্রা এত কমিয়ে। এখনো আপনি সেই ত্রুটির মধ্যেই আছেন। এতো কঠোর কষ্ট সাধনার পরিণতি অবধারিত অসুস্থতা। আবার অসুস্থ হয়ে গেলে নানান প্রতিক্রিয়া, ওয়াস্‌ওয়াসা ইত্যাদিও নিশ্চিত। এখন আপনার জন্য উচিৎ হবে ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ছাড়া সব আমল ছেড়ে দেওয়া অথবা কমিয়ে সংক্ষিপ্ত করে নেওয়া। বেশিরভাগ সময় ঘুম ও বিশ্রামে কাটাবেন অবশ্যই। একা থাকবেন না অথবা খুব অল্প সময় একা-নির্জনে কাটাবেন। কোনো ভাল চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। আহ্‌করের লেখা 'শওকে ওয়াতান' রিসালাটি মুতালা'আ করতে থাকবেন। দুই সপ্তাহ পরে আবার হালাত জানাবেন।

www.islamfind.wordpress.com

মাঝে মাঝে ছুটলে 'খেলাফে দাওয়াম' নয়

হালঃ আমি দৈনিক মাত্র পাঁচ হাজারবার ইস্তিগফার করি। কিন্তু আল্লাহ্ জানেন কী কারণে আমি যখনই কোনো কাজ সময়সূচী অনুযায়ী করতে চাই, তিন-চারদিন ঠিকমতো করতে পারি। এরপর এত বেশি বিরক্তি লাগে যে, পেরেশান হয়ে সব ছাড়তে হয়। কিছুদিন পর্যন্ত ঐ বিরক্তি অব্যাহত থাকে। কিছুদিন পর নফ্সকে উজ্জীবিত করে সময়সূচী মতে চলা শুরু করি। তিন-চারদিন পর্যন্ত খুবই ভালো চলে। নির্ধারিত কাজ ভাল মতোই করে ফেলি। এরপর আবার যেই বিরক্তি শুরু হয় সব ছেড়ে দেই। এই হালাত নিয়ে আমি খুবই পেরেশান।

বিশ্লেষণঃ কিছু কিছু স্বভাবের এটা হল সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। পেরেশানীর কিছু নেই। এরূপ ব্যক্তিকে বুঝে নিতে হবে যে, এটাও এক ধরণের দাওয়াম। কখনো হবে, কখনো হবে না। এভাবেই কাজে লেগে থাকলে এক সময় আসল দাওয়াম সহজ হয়ে যাবে। সারকথা ওটা যদিও 'দাওয়াম' নয় কিন্তু আছর ও বরকতের ক্ষেত্রে দাওয়ামের মতোই।

তালিবুল এলেম-এর তাহাজ্জুদ ও নফল পড়া

প্রশ্নঃ দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণে পড়াশোনা রাত্রে প্রায় হয় না বলা চলে, রাতে উঠে কি তাহাজ্জুদ পড়ে নিব?

জবাবঃ হাঁ, হাঁ।

প্রশ্নঃ তাহিয়্যাতুল অযূ, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, আছর ও এশার পূর্বে চার রাকাত করে সুন্নত পড়ি। এশার পর বেতেরের পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়তে চার রাকাত পড়ি, এ ব্যাপারে কী বলেন?

জবাবঃ চমৎকার।

প্রশ্নঃ তালিবুল এলেমের জন্য নাওয়াফেল কি প্রকৃতই অনুচিত নাকি এই কারণে যে, তাতে লেখা-পড়ার ক্ষতি হবে। যদি লেখা-পড়ার ক্ষতি না করে যেমন আযানের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে এসে গেল, জামাতের দেরি দেখে নফল পড়ল, এতেও কি ক্ষতি হবে?

জবাবঃ কোনো ক্ষতি নেই, বরং অত্যন্ত উত্তম।

www.islamfind.wordpress.com

নামাযে একাগ্রতা না আসা

হালঃ ফজর ও এশার নামাযে খুব মনোযোগ তৈরি হয় কিন্তু অন্যান্য ওয়াক্তে এমন হয় না।

বিশ্লেষণঃ যেহেতু কাজ-কর্মে মন লেগে থাকে তাই এরূপ হয়। কোনো চিন্তা করবেন না ইনশাআল্লাহ্ ধীরে ধীরে এমনিতেই মন লেগে যাবে।

হালঃ পাঁচদিন এশার নামায একদম একাকী ও নির্জনে পড়েছিলাম। ইচ্ছাকৃত নয় বরং পরিস্থিতির কারণেই এমন হয়েছিল। এশার নামায পড়ার সময় বিশেষতঃ ইল্লাল্লাহ্ যিকির করার সময় মনের মধ্যে ভাবনা হচ্ছিল যে, আমার ডানদিকে সাদা পোশাক পরা কালো চুল বিশিষ্ট হালকা মাথার কেউ চেয়ারে বসা ছিল। ঐদিকে তাকালে কিছুই পেতাম না। আবার পড়া শুরু করলে আবারও একইরকম মনে হচ্ছিল। কোনো রকম ভয়-ভীতিও বোধ হচ্ছিল না। বরং ভালই লাগছিল। পাঁচ-ছয়দিন এরকম থাকল। এরপর আমি মনে মনে ইচ্ছা করলাম যে, আপনার কাছে বিষয়টি উত্থাপন করব। সেদিন থেকেই ঐ ভাবনা বন্ধ হয়ে গেল। এখন ঐ রকম নির্জনে নামায পড়ি কিন্তু সেরকম আর হয় না।

বিশ্লেষণঃ ঐরূপ হওয়াও ক্ষতিকর ছিল না কিন্তু না হওয়াই অধিক উত্তম। 'গায়র' এর প্রতি মনোযোগ, সেটা যতই ভাল মাখলূক হোক। একরকম প্রতিবন্ধকতা।

এত্তেবায়ে সুন্নাত সকল যুক্তির উপর প্রাধান্য পাবে

হালঃ অধম পূর্বে শেষ রাতে আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ত বিভিন্ন সূরা দিয়ে। একদিন দাদাপীর হযরত হাজী সাহেব রহ.-এর কিতাব যিয়াউল কুলূব পড়ে দেখলাম যে, তাহাজ্জুদ বারো রাকাত পড়তে হবে এবং প্রত্যেক রাকআতে তিনবার সূরা এখলাছ পড়তে হবে। সেদিন থেকে আমি মনের টানে সেভাবেই আমল করছি। এই আমল যদি হযরতের রায় ও তরীকে তা'লীমের (শিক্ষাপদ্ধতির) খেলাফ হয় তাহলে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ মাশায়েখগণ এই তরীকার প্রবর্তন করেছেন না জানা ও কম জানা লোকদের জন্য। অশিক্ষিত না হলে তার জন্য সুন্নত সম্মত হওয়ার কারণে আফযাল ও উত্তম তরীকা এটাই যে, কোনো সূরা নির্দিষ্ট করবে না। আর

www.islamfind.wordpress.com

জানা কথা সকল বিবেচনা ও যুক্তির উপর এত্তেবায়ে সুন্নাতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত।

মাশায়েখের জন্য সাওয়াব রেসানী

হালঃ সিলসিলার মাশায়েখদের উদ্দেশ্যে সাওয়াব রেসানী করি শুধুমাত্র মহব্বতের কারণে, কোনো নফসানী গরজ এতে শামেল নেই। তবে বদরী সাহাবায়ে কেরাম রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন-এর নামগুলো শুরু করেছিলাম এই নিয়তে যে, আমার ভেতর থেকে যেন গোস্‌সার প্রচণ্ডতা দূর হয়ে যায় এবং হযরত যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্‌র ফযলে দুটো উদ্দেশ্যই অর্জিত হয়েছে। তবে পড়তে পড়তে এতদিনের অভ্যাসের কারণে এখন ঐ অযীফার প্রতি মহব্বত হয়ে গেছে। বর্তমানে বিনাগরজেই পড়ি।

বিশ্লেষণঃ ঐ গরজগুলোও দীনীই ছিল।

কাজের গরজে নফসের সঙ্গে ওয়াদা

হালঃ অধম হযরতের ওয়ায দাওয়াত ও আবদিয়াতের এক ঘটনা থেকে একটি তাদবীর বের করেছে। ঘটনাটি এই– এক বুযুর্গের মিষ্টি খুব পছন্দ ছিল। তিনি নফসকে বলতেন– এক ঘণ্টা যিকির কর, তাহলে তোকে মিষ্টি দিব। সে হিসাবে তিনি যিকির থেকে ফারেগ হয়ে মিষ্টি খেতেন। এভাবেই আমার নফস্ যখন যিকিরের ব্যাপারে আলসেমি করে তো চিন্তা করেছি যে, আমার নফসের তো পান খুব পছন্দ। আমি পান খেতে শুরু করেছিলাম তামাকের উদ্দেশ্যে। কারণ ঠাণ্ডা ও সর্দির সমস্যা আছে। তামাকের দ্বারা যা নিয়ন্ত্রণে থাকে। আমি পান ত্যাগ করার পরিকল্পনা করে পানের পরিমান কমিয়ে দিয়েছি। তাতে সর্দির সমস্যা বেড়ে গেছে। তবুও যিকিরের সময় আমি পান খাই না। ভাবছি যিকিরের ব্যাপারে নফস্ অবহেলা করলে তাকে বলব– যতক্ষণ যিকির পূর্ণ না করবে ততক্ষণ তোমাকে পান দিব না। এই তাদবীর করার জন্য হুযূরের কাছে পরামর্শ চাচ্ছি।

বিশ্লেষণঃ খুবই সুন্দর।

দৈনিক তিলাওয়াতে কুরআনের পরিবর্তে বয়ানুল কুরআন তাফসীর পড়া

হালঃ অজ্ঞতার কারণে প্রায়ই বিশেষভাবে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত কালে দিল খুব পেরেশান হয়ে যায়। যদি বয়ানুল কুরআন তাফসীর আমি দৈনিক

www.islamfind.wordpress.com

পড়ার জন্য এতটুকু সময় নির্দিষ্ট করে নেই, যাতে এক পারার চার ভাগের এক অংশ তাফসীরসহ এমনভাবে পড়ি যেন আহলিয়াও শোনে। সেটা কী মুনাসিব?

বিশ্লেষণঃ একদম মুনাসিব। তবে যেখানে বুঝতে পারবেন না মনগড়া মতলব বের করবেন না।

হালঃ চারদিন থেকে নতুন হালাত হয়েছে এই যে, সেজদায় যাওয়ার পর দিল বলে যে, তিনবার তো তাসবীহ পড়েছ আরো দুবার পড়। এতে সমস্যা এই যে, কোনো কোনো সেজদায় সাতবার, কোনোটায় পাঁচবার আবার কোনোটায় হচ্ছে তিনবার। এরকম হচ্ছে নফল নামাযে।

বিশ্লেষণঃ কোনো সমস্যা নেই।

বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়া

হালঃ যিকির পূর্ণ করার পর উঠতে বসতে বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়তে মন চায়। যদি এজাযত পাই তাহলে পড়ব।

বিশ্লেষণঃ অবশ্যই।

শুধু তিলাওয়াতও যথেষ্ট

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ্‌র ফযল ও হযরত আ'লার বরকতে সব মামূল প্রতিদিন পূর্ণরূপে আদায় হচ্ছে। কাসীদা বুরদার পরিবর্তে হযরতের অনুমতি নিয়ে তিলাওয়াতে কুরআন করতাম। এরপর মনে চাইল নির্দিষ্ট এক মনযিল দৈনিক পড়ব। সে হিসাবে প্রতিদিন না দেখে ঐ পরিমান পড়া শুরু করলাম। এরপর ভাবলাম, না দেখে তিলাওয়াত তাড়াহুড়া হয়ে যায়, হরফ ঠিকমতো আদায় না হওয়ায় তিলাওয়াত ঠিক হয় না। দেখে দেখে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আলহামদুলিল্লাহ্ বর্তমানে এক মনযিল করে অত্যন্ত ধীরস্থির ভাবে তিলাওয়াত করি আর এটাকে হযরতের ফয়েয এবং আল্লাহ্ তাআলার ফযল ও অনুগ্রহ মনে করি। তিলাওয়াতের সময় বিষয়বস্তু ও নসীহতসমূহ হৃদয়ে ভেসে উঠে, তবে পরে আর মনে থাকে না। দয়া করে মনে রাখার কোনো পদ্ধতি জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ কোনো প্রয়োজন নেই। মনে না থাকলেও তিলাওয়াতের সময় মনের মধ্যে হাজির হওয়াটাই যথেষ্ট। ঐ যোগ্যতা যখন হবে তখন মনেও থাকবে।

www.islamfind.wordpress.com

আর যদি সেটা নাও হয় তবে ক্ষতিকর নয় বরং ইচ্ছাকৃত সেই চেষ্টায় ব্যস্ত হওয়াটা আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অন্তরায় সৃষ্টি করে ।

দুআয় হাত উঠাতে সংকোচের এলাজ

হালঃ দুআ করার সময় হাত উঠাতে আমার মনের মধ্যে দ্বিধা ও সংকোচ হয় আবার হাত উঠালেও দ্রুত হাত মুখে ডলে নিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু হাত না তুলে প্রার্থনা করতে কোনো সংকোচ হয় না। জানিনা এটা কেমন রোগ। এলাজ প্রার্থী।

বিশ্লেষণঃ যেহেতু হাত তুলে মুনাজাতের মধ্যে একটু বাধ্যবাধকতা আছে (যেটা হাত না তোলার মধ্যে নেই) আর যে কোনো বাধ্যবাধকতা মানতে স্বভাবের মধ্যে সংকোচও সংকীর্ণতা তৈরী হয়। কিছু কিছু স্বভাব এমন আছে যেখানে এর প্রভাব বেশি হয়। এই সংকোচের কারণে কোনো তিরস্কার করা যায় না। তবে এই সংকোচের চাহিদার উপর আমল করা উচিৎ নয় অর্থাৎ হাত তুলেই মুনাজাত করতে হবে মন না চাইলেও এবং কিছুটা দীর্ঘ করেই মুনাজাত করতে হবে। তাহলে ধীরে ধীরে সংকোচটাও দূর হবে অথবা কমে যাবে।

কুরআনের হিফয্ ও তিলাওয়াতের মধ্যে কোনটার প্রাধান্য

হালঃ এক ব্যক্তি প্রতিদিন আধাঘণ্টায় একপাড়া কুরআন তিলাওয়াত করে। সে ইমামতি করে। তার কিছু ছোট ছোট সূরা মুখস্ত আছে। ইমামতির প্রয়োজনে এবং সাওয়াবের উদ্দেশ্যে অর্ধেক সময় প্রতিদিন কোনো এক রুকু মুখস্ত করার উদ্দেশ্যে ব্যয় করলে তার তিলাওয়াতের সাওয়াবে কী ঘাটতি হবে?

বিশ্লেষণঃ প্রত্যেক আমলের সাওয়াব আলাদা। একটি দ্বারা অন্যটি পূর্ণ হয় না। সুতরাং হিফযের জন্য সময় ব্যয় করলে তিলাওয়াতের সাওয়াবে ঘাটতি হবেই। একটি বিষয় থেকে যায় যে, উক্ত দুটি আমলের মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ। এ ব্যাপারেও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফয়সালা হবে হালাতের বিভিন্নতার কারণে। আপনার সামগ্রীক হালাত হিসাবে তিলাওয়াতকে প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ বলে মনে হয়।

নামাযে চক্ষু বন্ধ করা

প্রশ্নঃ নামাযে চক্ষু বন্ধ করে কেরাত পড়তে মজা লাগে। এভাবে করা যাবে কিনা?

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ কোনো অসুবিধা নেই। তবে দিল থেকে এটাকে খেলাফে আফযাল জানবেন।

এস্তেকামাতের জরুরত

হালঃ অধম আল্লাহ্‌র আদেশ মানা ও নিষেধ থেকে দূরে থাকার আমলে অবিচল রয়েছে। নিজের অযীফাগুলোও আল্লাহ্‌র ফযলে এস্তেকামাতের সঙ্গে পূর্ণ করছি। আলহামদুলিল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ তাআলা তাওফীককে আপনার সঙ্গী বানিয়ে দিন।

জামাতে নামায পড়ার সময় কলব থেকে দরূদ চালু হওয়া

হালঃ যে সময় আমি জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করি, ইমাম যখন কেরাত শুরু করেন তখন আমার কলব থেকে আপনা-আপনিই দরূদ শরীফ চালু হয়ে যায়। এতে কোনো অসুবিধা নেই তো? একাকী যখন নামায আদায় করি তখন এই ব্যাপারটি ঘটে না।

বিশ্লেষণঃ কোনো সমস্যা নেই। তবে মুখে উচ্চারণ করবেন না।

সুন্নতের এত্তেবা সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত

হালঃ পূর্ব থেকেই মাঝে মাঝে এরকম হত যে, হযরত সারওয়ারে আলম (আমার জীবন তাঁর জন্য নিবেদিত) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাতের সঙ্গে প্রচণ্ড মহব্বত হত। এটা হত বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক অবস্থা। কিন্তু ইদানিং এই অবস্থা এক চমৎকার সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে আত্ম-প্রকাশ করছে। এর একটি বাহ্যিক নিকটবর্তী কারণ প্রকাশ পেল। একস্বপ্নে নিজেকে দিল্লীর জামে মসজিদের ছাদের উপর দেখতে পেলাম। ঠিক তখনই স্বপ্নের মধ্যেই দিলে এই 'এলকা' হল – আরব দেশে তো প্রসিদ্ধ মসজিদে নববী আর হিন্দুস্থানের মসজিদে নববী এটা। এই স্বপ্নের তাবীর আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে বুঝেছি যে, স্বপ্নের জামে মসজিদের চিত্র ছিল একটি প্রিয় কাল্পনিক রূপ। স্বপ্নের প্রকৃত ইশারা ছিল এই যে, দ্রষ্টার কপালে এত্তেবায়ে নববীর সৌভাগ্য জুটবে। -হে আল্লাহ্ এই সৌভাগ্য দান করো এবং বৃদ্ধি করে দাও- এ স্বপ্ন দেখার পর আমার অনুভূতি হয়েছে এই যে– তাসাওউফের সকল হালাত, কাইফিয়াত, ইশারাত, ও নুকতা ইত্যাদির চেয়ে প্রিয় নবীর অনুসরণের পথে মাত্র এক কদম অগ্রসর

www.islamfind.wordpress.com

হওয়ার মূল্য হাজারগুণ বেশি। আরো মনে হয়– সকল নূর, কাইফিয়াত ও এলেমের অস্তিত্ব রিসালাতসূর্যের (প্রিয় নবীর)অনুগামী, যদি রিসালাতসূর্যের কিরণমালা না হত তবে এ সকল উলূম হত জাহালাত আর আনওয়ার (জ্যোতিসমূহ) হত অন্ধকার। মেশকাতে নবুওয়াত-এর ফয়যান ত্যাগ করে অন্যান্য এলেম ও বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া দ্বি-প্রহরে সূর্যকে ত্যাগ করে মাটির প্রদীপ খুঁজে বেড়ানোর মতো। সুন্নতের পথই প্রকৃত মুক্তির পথ কিন্তু বর্তমানে গায়রে সুন্নতেরই সর্বত্র চলছে জয়জয়কার। সবচেয়ে বিস্ময়কর হল সুন্নতের অনুসারীকেই বলা হয় কাফের। যা হোক সবকিছুর পরও অধম আমি নিজের মধ্যে সুন্নতের ঘাটতি দেখতে পাই। শান্তনা এই যে, আমার প্রিয় নবীর মধ্যে দূর্বলদের প্রতি রয়েছে বিশেষ করুণা।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্ নিয়ামতে উযমা ও গনীমতে কুবরা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ নিয়ামত ও গনীমত। হে আল্লাহ্! সুন্নতের উপর আমাকে জীবিত রেখ, মৃত্যু দিও এবং তার উপরই হাশর কর।

কলবের পরিচ্ছন্নতা লাভ হয় আমলের এসলাহ দ্বারা

প্রশ্নঃ হুযূর, কলবের পরিচ্ছন্নতার জন্য কোনো অযীফা লিখে দিন।

জবাবঃ কলবের পরিচ্ছন্নতার জন্য কোনো অযীফা নির্ধারিত নেই। কলবের পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় আমলের সংশোধনী দ্বারা। আমল জাহেরী ও বাতেনীও। আর অযীফা ঐ আমলের সহায়তার জন্য কাজ করে। এ ব্যাপারে যদি আপনি আগ্রহী হন তাহলে নিজের বিস্তারিত বিবরণ লিখে পাঠিয়ে দিন, নিয়মতান্ত্রিক তালীম চালু করে দিব।

বিনাকষ্টে অর্থের ভাবনাসহ তিলাওয়াতে ক্ষতি নেই

হালঃ আমার মন তিলাওয়াতে কালাম মাজীদ এবং উহার অর্থ ও মতলব ভাবতে খুব আগ্রহী। কিন্তু আমি অযীফার নির্ধারিত পরিমানের চেয়ে বেশি তিলাওয়াত করি না এবং অর্থের ব্যাপারে বেশি চিন্তা-ফিকির করি না হুযূরের পক্ষ থেকে এজাযত না থাকার কারণে।

বিশ্লেষণঃ কোনো তাকাল্লুফ ও বিয়্যতা ছাড়াই যদি ঐ দিকে আপনার আকর্ষণ হয় আমি পূর্ববর্তী নিষেধ প্রত্যাহার করে নিলাম।

www.islamfind.wordpress.com

আশ'আর পাঠ সীমিত করতে হবে

প্রশ্নঃ অনেকদিন পূর্বে অধম কয়েকদিনের হাল লিখে হুযূরের কাছে পাঠিয়েছিল। যাতে একটি বিষয় লিখেছিলাম– কখনো কখনো আমার দিল দীনী বিষয়সম্পৃক্ত আশ'আর সুর করে পড়তে চায়। তখন হুযূর লিখেছিলেন- অনুমতি আছে শুধু একাকী নির্জনের জন্য। তখন থেকে আমি এভাবেই চলছি। একাকী থাকলেই কেবল সুর করে শে'র পড়ি। কেউ এসে গেলেই চুপ হয়ে যাই, যদিও কষ্ট হয় তাতে। কেউ যদি আমার আওয়াজ শুনে ফেলে তাহলে ইস্তিগফার করি। এখন জানতে চাই যে, সেই একাকী ও নির্জনতার শর্ত কী এখনো আছে? ইতিমধ্যে আমার বয়স বিশ ছুঁয়েছে। আমার দাড়ি-গোফ উঠে গেছে।

জবাবঃ একাকী ও নির্জনতার শর্ত আরোপ দাড়ি-গোফ উঠা না উঠার ভিত্তিতে ছিল না। সেটা ছিল ফেকহী মাসআলার উপর ভিত্তি করে এবং এখনো সেটা বহাল আছে। ফুকাহায়ে কেরাম মানুষের সম্মুখে সুর করে গাওয়া নিষিদ্ধ বলেছেন আর নির্জনে মাঝে মাঝে অনুমতি দিয়েছেন। নির্জনতার সুযোগ কম পাওয়া যায়। ফলে এই শর্তারোপের কারণে সেটা সীমিত থাকবে। নতুবা মনোযোগ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। আশ'আর বেশি বেশি গাওয়া হাদীসে অপছন্দনীয় বলা হয়েছে।

সহজের প্রার্থনা নফসের বন্দেগীকে আল্লাহ্‌র বন্দেগীর উপর প্রাধান্য দেওয়া।

হালঃ যৌন বাসনা, ক্রোধ, হিংসা ও কৃপণতা এই চার খবিশ আমাকে খুব কষ্ট দেয়। বাহ্যিক কোনো আসবাব না থাকলেও ভেতরে ভেতরে কখনো যৌন উত্তেজনা উথলে উঠে। এর কারণ মাঝে মাঝে চোখ ও কানের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। আবার কখনো জাহেরী আসবাবের সমান্তরালে পড়ে যাওয়ার কারণে ঐ উত্তেজনা তৈরী হয়। অন্যান্য রযীলা ও মন্দ স্বভাবগুলোর অবস্থাও একইরকম। তওবা-ইস্তিগফার-এর পাশাপাশি হুযূরের ও ইমাম গাযযালী রহ.-এর কিতাবাদিতে বর্ণিত এলাজ ব্যবহারের কারণে ঐ বদ স্বভাবগুলোর আক্রমণ স্থায়ী হতে পারে না। দয়া করে ওগুলোর আক্রমণ থেকে স্থায়ী নাজাতের কোনো সহজ ও দ্রুত কার্যকর নুসখা-এলাজ আমাকে দান করুন।

বিশ্লেষণঃ যমীমার আকর্ষণ মূলোৎপাটনের বিষয়ে যে সহজ তাদবীর চেয়েছেন এর মানে কী? আল্লাহ্‌র তালেব (প্রার্থী) 'সহজ' এর প্রার্থী হয় কি করে! যদি

www.islamfind.wordpress.com

তাদবীর সাধ্যের বাইরে হত অর্থাৎ তাদবীর এমন হত যা করা সম্ভব নয়, তাহলে এই ফরমায়েশ জানানোর ব্যাপারে আপত্তি থাকত না। সাধ্যের মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ আবেদন যদি আল্লাহ্‌র বন্দেগীর উপর নফসের বন্দেগীকে প্রাধান্য দেওয়া না হয় তাহলে এটা কী? যে তাদবীর আপনি করছেন সেখানে হিম্মত আরো মজবুত করে নিন। মূলোৎপাটন হলে ওর দ্বারাই হবে। অবশ্য যিকির দ্বারা তাতে সহায়তা হয়। সেটারও তাওফীক আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে দিয়ে রেখেছেন।

মুস্তাহাব ত্যাগ করা বিশ্রি অবস্থা নয়

হালঃ আমার অবস্থা খুবই বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তাহাজ্জুদ ও নাওয়াফেল ছুটে যাচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ মুস্তাহাব ছুটে যাওয়াকে বিশ্রী হালাত মনে করা হয় না। এটা আপনার ভুল ধারণা। আল্লাহ্ তাআলা নাফরমানী সমূহ থেকে নিরাপদ রাখুন। বিশ্রী হালাত হল নাফরমানীতে জড়িয়ে পড়া।

জামাতের পাবন্দি হল সুন্নত সম্মত হালাত

হালঃ যদিও কোনো কোনো সময় দিলের রগবত হয় নির্জনতার প্রতি, তবুও জামাত ত্যাগ করি না। এমনকি তাকবীরে উলাও বাদ পড়ে না।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্, বিলকুল সুন্নাতের মুতাবেক হালাত।

কাইফিয়াতের উপর আমলের প্রাধান্য

হালঃ আজ দুপুরে মন খুব খারাপ ছিল। তখন হুযূরের চেহারা দেখার জন্য মন খুব উতালা হয়ে উঠেছিল। মনকে থামানোর জন্য চার রাকাত নামায পড়লাম, তাতে কিছুটা শান্তনা পাওয়া গেল। এরপর এক হাজারবার যিকির করার পর দিল প্রশান্ত হয়ে গেল। ঐ কাইফিয়াত প্রায় সম্পূর্ণই দূর হয়ে গেছে। জামাতের নামায এবং জামাত ছাড়া একাকী নামাযের পার্থক্য স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, জামাতের নামাযে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বিশেষ তাওয়াজ্জুহ থাকে। এখন নামাযকে শান্তিদায়ক মনে হয়।

বিশ্লেষণঃ হাজার হাজার কাইফিয়াত আপনার বর্তমান হালতের কাছে একেবারে তুচ্ছ।

www.islamfind.wordpress.com

লোকে যেন ভাল মনে না করে সেই উদ্দেশ্যে যিকির, নফল ছেড়ে দেওয়া শয়তানী চিন্তা

প্রশ্নঃ নিজের এলাকার বাইরে কোনো বিশেষ ব্যক্তি মৌলবী, দরবেশ বা সালিকের কাছে মাঝে মাঝে যাই। তাহাজ্জুদ ও বারো তাসবীহ এই উদ্দেশ্যে ত্যাগ করি যেন ঐ বিশেষ ব্যক্তি ভাল মনে না করে আর সে সময় দিলে দিলে যিকরে লিসানী খফীফ (অনুচ্চ আওয়াজে মৌখিক যিকির) শুয়েশুয়ে করতে থাকি। আমার এরকম করা কী ঠিক নাকি তাহাজ্জুদ ও বারো তাসবীহ আদায় করব।

বিশ্লেষণঃ এটা একেবারেই শয়তানী চিন্তা। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি বলুন- ঈমান উত্তম নাকি মুস্তাহাব আমল? নিশ্চয় ঈমান উত্তম। তাহলে মাওসূফ বিল ঈমানও আফযাল। আপনি কি এটাকে বৈধ মনে করবেন যে, ভিন্ন পরিবেশে গিয়ে নামায ছেড়ে দিবেন, আল্লাহ্ ও রাসূলের নাম ছেড়ে দিবেন যেন মানুষ আপনাকে মুমিন মনে না করে। এটাকে যদি আপনি বৈধ মনে না করেন তাহলে শরীয়তের মুস্তাহাব আমল ত্যাগ করা শুধু এজন্য কেন বৈধ মনে করবেন (যাতে কেউ আপনাকে ভাল না মনে করে?) দ্বিতীয় কথা আপনি মাশায়েখ বা মৌলবীদের যিয়ারতে নিজ এলাকা ছেড়ে কিসের জন্য যান? শিঘ্রই এর যুক্তিসঙ্গত কারণ জানাবেন।

আসল বিষয় এত্তেবায়ে শরীয়ত অন্তরে সুদৃঢ় হওয়া, কাইফিয়াত নয়

হালঃ আমি একজন শক্ত গোনাহগার বান্দা। আমার হালাত খুবই মারাত্মক বরবাদীর দিকে। যেহেতু হুযরতের মধ্যে দেখতে পেয়েছি আখলাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝলক। তাই এই গোনাহগারের মধ্যে আশা জেগেছে যে, নিজের ভয়াবহ অবস্থা জানিয়ে আপনার নিকট থেকে মানানসই কোনো এলাজ গ্রহণ করব।

অধম জীবনের শুরুর দিকে বাপ-চাচার প্রথাগত পীর সাহেবের কাছে বাইআত হয়েছিলাম এবং তাঁর নির্দেশিত অযীফা পড়তাম। যখন আমি তাঁর কাছে বাইআত হয়েছিলাম তখন আমি জরুরি দীনী এলেম সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিলাম। জনাব পীর সাহেবও ছিলেন এলমে দীন এবং দীনের জরুরি বিষয়ের ব্যাপারে একেবারে অন্ধ ও বধির। এ অধম প্রায় সময়ই তাঁর খেদমতে হাজির থাকত। কেননা সেটা ছিল আমার শ্বশুরালয়ের খুব কাছে। কিছুকাল পেরিয়ে যাবার পর যখন অধমের কিছুটা দীনের জরুরি এলেম অর্জন হল এবং আসা

www.islamfind.wordpress.com

যাওয়ার কারণে বেশ কিছু আখলাকী ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হল। এতে আমার পূর্বের ভক্তি-শ্রদ্ধা সব নষ্ট হতে শুরু হল। তাঁর কওল-ফেয়েল বা কথা ও কাজের তাবীল-ব্যাখা করেও শ্রদ্ধা ধরে রাখা গেল না। তবে এটাও জানিয়ে রাখছি যে, আমি তাঁর নির্দেশিত মা'মূলাত আজ পর্যন্ত আমল করে চলেছি। কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ে কোনো উপকারিতা পাই নি। পরে দীর্ঘ সাত বছর যাবত একজন নক্‌শবন্দী সাজ্জাদানশীন পীর সাহেবের খেদমতে যাতায়াত শুরু করি কিন্তু তাঁর কাছে বাইআত হই নি। তিনি খুবই মেহেরবানী করেছেন এবং নিজের অযীফাও পড়তে বলেছেন। আমি সেটাও আদায় করি। শুরুতে খুবই রুহানী তারক্কী দেখা গেল এবং হালাত শুধরে গেল। মনের মধ্যে খুব যওক-শওক বা উৎসাহ উদ্দীপনা শুরু হল। এরপর পেরিয়ে গেল বেশ খানিকটা সময়। সেই যওক-শওক কিছুই আর নেই। এখন শরীয়তের সীমা পার হতে কোনো দুঃখ-কষ্ট বা লজ্জা অনুভূত হয় না। হালাত পূর্বের চেয়ে বেশি খারাপ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দিল এত পরিমান নিরাশ হয়ে যায় যে, জীবনের চেয়ে মৃত্যুই কাম্য হয়ে উঠে। প্রায়ই আশঙ্কা তৈরী হয় যে, নফ্‌স ও শয়তানের প্ররোচনায় ঈমান হারা হয়ে যাই কিনা। নাউযুবিল্লাহ।

বিশ্লেষণঃ এজন্যই তো মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম 'কাইফিয়াত'কে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। দেখুন যওক-শওক সবই হল কিন্তু যা ছিল মূলবস্তু 'শরীয়তের এত্তেবা সুদৃঢ় হওয়া' সেটাই হল না। আহা! কত ভাল হত যদি এটা হত আর ওইটা না হত। তবে তো ক্ষতি হত না। কিন্তু জনসাধারণ এই অবস্থাকে দরবেশী নয় ভেবে এর অমর্যাদা করে। গুরুত্বই দেয় না।

হালঃ দুই বছর যাবত আমি ঐ নক্‌শবন্দী বুযুর্গের খেদমতে হাজির হতে পারি নি। হয়ত সেই কারণে দিল কালো হয়ে গেছে। যখন যাওয়ার পরিকল্পনা করি তখন কোনো না কোনো বিপদ ঘটে যায়। আমি একজন লৌহ কর্মকার। সংসার, সন্তানওয়ালা মানুষ হিসাবে এত অবসর নেই যে যখন তখন চলে যাব তার খেদমতে। যাতায়াত করতেও লেগে যায় ছয় সাত দিন। খরচ হয় যথেষ্ট অর্থ। যা যোগাড় করা আমার মতো হত দরিদ্রের জন্য খুবই কঠিন। নিজ হালাতের ব্যাপার জানিয়ে তাঁর কাছে অনেক চিঠি লিখেছি কিন্তু তিনি জবাব দেন নি। তিনি সবসময় বলেও থাকেন–চিঠির জবাব আমি কাউকেই দেই না।

বিশ্লেষণঃ আপনার বর্ণিত সামগ্রিক অবস্থার আলোকে তার পীর হওয়াটাই সন্দেহপূর্ণ মনে হচ্ছে। তাকে ত্যাগ করাই হবে উচিৎ কাজ।

www.islamfind.wordpress.com

মনোযোগ ছাড়াও তিলাওয়াত বৈধ

হালঃ কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার জন্য খুব সংকল্প করি। না পড়তে পারাকে খুব খারাপ জানি। তারপরও পড়তে বসলে মন লাগে না। যে দশ বারোটি সূরা মুখস্ত আছে সেগুলি পড়তে থাকতাম ইদানিং সেগুলোও পড়তে পারছি না। ভুলে যাওয়ার মতো হয়ে গেছে। এর জন্য হযরতের কাছে দুআ চাচ্ছি যেন তিলাওয়াতের মধ্যে মন বসাতে পারি। মন বসানোর জন্য খুব চিন্তা করেও কিছু করতে পারছি না।

বিশ্লেষণঃ আমি দুআ করছি। আপনিও হিম্মত করুন। মন না লাগলেও আপনি তিলাওয়াত করে যান। খুব ভালো হয় যদি শোনানোর মতো কাউকে পান। তাকে পড়ে পড়ে শোনান। ইনশাআল্লাহ্ অচিরেই আপনার সমস্যা কেটে যাবে।

রাত্রি জাগরণকারীর উচিৎ রাতে সামান্য ঘুমানো

হালঃ হুযূর সফরে থাকাকালীন আমি একটি সময়সূচী তৈরী করেছিলাম। যার সারমর্ম ছিল– সারারাত জেগে দিনে ছয় ঘণ্টা ঘুমাব। হুযূর সেটা পছন্দ করেছিলেন। সেখানে যোহরের পরেও নির্ধারিত কাজ ছিল। হুযূরের ফিরে আসার পর এখন মনে হচ্ছে যোহরের পরের কাজও যোহরের পূর্বেই সেরে ফেলব। কিন্তু সম্ভবতঃ প্রতিদিনই সেটার জন্য সময়ে সংকুলান হবে না। এজন্যই এখন আবার ভাবছি রাতে পৌণে বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত একটু ঘুমাবো এবং এর বিনিময়ে যোহরের পরের কাজ সে সময়ই আদায় করব। যোহরের পরে বিশেষ কাজ দুপারা কুরআন। এক পারা নিজে তিলাওয়াত আর এক পারা মৌলবী... এর কাছ থেকে শোনা।

বিশ্লেষণঃ ঠিক আছে। তবে ঘুমের সময় খানিকটা বাড়ানো দরকার।

নির্ধারিত সময়ের কাজ এবং হঠাৎ এসে পড়া কাজ কোন্‌টির প্রাধান্য

হালঃ কখনো কখনো সময়সূচী হিসাবে পূর্ব নির্ধারিত কাজে মন বসে না। কখনো অলসতার কারণে কখনো ক্লান্তি কখনো বা হঠাৎ কোনো কাজ এসে পড়ার কারণে। যেমন চিঠির জবাব লেখা জরুরি অথচ সে সময় অন্য কাজের জন্য নির্ধারিত। নির্ধারিত কাজ করতে গেলে চিঠির জবাবের ব্যাপারটি মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। এই ধরনের ক্ষেত্রে কী করা উচিৎ? সাময়িক কাজটি আগে করতে হবে না কী নির্ধারিত কাজ?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ যদি বিষয়টি খুব জরুরি এবং এখনই প্রয়োজন হয় এবং এমন ঘটনা প্রায় প্রায়ই না ঘটে তাহলে হঠাৎ এসে যাওয়া কাজটি থেকে আগে ফারেগ হবে নতুবা ঐকাজকে পরবর্তীর জন্য রেখে দিবে।

নফল ইবাদত সাধ্যের ভেতরে করা উচিৎ

হালঃ বর্তমানে ইবাদতের প্রতি এতো আগ্রহ জেগেছে যে, মনে চায় যত সুন্নত আছে, কষ্ট হলেও সবই আদায় করি। নফল বেশি বেশি আদায় করি। মনে চায় সারক্ষণ এতেই ব্যস্ত থাকি কিন্তু কী করব! শারীরিক দুর্বলতা, ক্লান্তি মাঝে মাঝে মাথার ব্যথা। যখনই বেশি ক্লান্ত হয়ে যাই ছেড়ে দেই। অল্প সময় পরে আবার শুরু করি। দশ রমাযান পর্যন্ত মনে হত–আগের চেয়ে শরীরে শক্তি বেড়ে গেছে। রোযা এলে অন্যদের শরীর হালকা হয়ে যায় কিন্তু অধমকে মনে হত যে মোটা হয়ে যাচ্ছি। অত্যন্ত হাঁসি-খুশি ও প্রফুল্লতার সঙ্গে সব কাজ সম্পন্ন হচ্ছিল। হঠাৎ দশ রমাযান শরীফের আছরের পর পেটে এমন তীব্র যন্ত্রণা শুরু হল যা সহ্য করা অসম্ভব ছিল। পেটের মধ্যে পট পট করছিল। যন্ত্রণার তীব্রতায় অবশেষে শরীরে জ্বর এসে গেল। সারা রাত্রি পেরেশান ও চিন্তিত কাটালাম। এগারো রোযায় দিনভর হাল্কা জ্বর ও ব্যথা ছিল। রাত্রেও সেভাবেই ব্যথা ছিল। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে এখন আর নেই। কিন্তু সেই দুদিনের ব্যথা ও যন্ত্রণার কারণে মনে হচ্ছে আমার শরীরের অর্ধেক শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। মাগরিবের নামাযের পর মনে হয় মাথা মস্তিষ্কশূন্য হয়ে গেছে। সাথে সাথে অনুভূত হয় ভীষণ দুর্বলতা। দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারি সেজন্য হুযূরের কাছে দুআর আবেদন করছি।

হে আল্লাহ্! আমি দুর্বল, তোমার সন্তুষ্টির কাজে আমার দুর্বলতাকে রূপান্তরিত করে দাও শক্তিতে। কল্যাণের পথে আমাকে পরিচালিত কর, ইয়া আরহামার রাহিমীন আমাকে তাওফীক দাও যেন উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করতে পারি।

বিশ্লেষণঃ দুআ করছি কিন্তু এতো বেশি কষ্ট উচিৎ নয়।

নামাযে একাগ্রতা এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ মুবতাদীর জন্য খতরনাক

হালঃ সারা দুনিয়ার সকল ইবাদতের মধ্যে অধমের সর্বাধিক আনন্দ, মগ্নতা ও আত্মহারা অবস্থা হয় নামাযের মধ্যে। এমনকি প্রায় সকল নামাযই এমনভাবে

www.islamfind.wordpress.com

হয় যে, পূর্ণ নামাযে গায়রুল্লাহ্‌র খেয়াল প্রায় একেবারেই হয় না। হঠাৎ কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে। বিশেষতঃ মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী নাওয়াফেলে এবং তাহাজ্জুদের মধ্যে পূর্বে ঐরকমই হত। কিন্তু এখন যেহেতু বারো তাসবীহ পূর্ণ করার একটি গায়রে এখতিয়ারী চাপ মনের উপর থাকে এই কারণে বেশ কিছুদিন থেকে তাহাজ্জুদে মনমতো একাগ্রতা, মজা পাচ্ছি না। নামায আলহামদুলিল্লাহ্, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্ আমার কাছে খুব শান্তি ও প্রশান্তিদায়ক। 'আলহামদুলিল্লাহ্ আলা এহসানিহী, আলহামদুলিল্লাহি আল্‌ফ আল্‌ফ মাররাহ্, লা হাউলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীম।'

নাফরমানীর কাজ যদি সামান্যও প্রকাশ পায় তবে বেদনার পাহাড় যেন মাথায় ভেঙ্গে পড়ল, ঠিক এমনই মনে হতে থাকে।

বর্তমানে অধমের হালতের সারমর্ম এই যে, সাধারণভাবে ইবাদতের প্রতি তীব্র আগ্রহ, আর বিশেষভাবে নামাযের দিকে আমার আগ্রহ ইশকের মতো এবং গোনাহের প্রতি অন্তরে রয়েছে প্রচণ্ড ঘৃণা। নামাযের মধ্যে যখন অন্য চিন্তা আসে তখন সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করি যে, আমার সীনার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা তোর এই ভাবনাকে দেখছেন (জানেন, এমন নয় বরং তিনি দেখছেন) ব্যাস এতেই সেই চিন্তা গায়েব হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তাআলার খেয়াল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ

(অর্থ: আর জেনে রেখ আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তঃকরণের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান।)

এর স্মরণ খুব সহজভাবে হতে থাকে। নিজের সকল মুআমালাতের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা এত পরিমান দেখতে পাই যে, মনেই হয় না সারা জীবনে কখনো কোনো কাজে তিনি ছাড়া আর কারো কাছে আমার কোনো প্রয়োজন পড়বে। নিজের ব্যাপারে এ বিষয়টি খুবই আবেগপূর্ণ সংকল্প যে, শরীয়তের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ও গুরুত্বসহ মেনে চলতে হবে এবং সর্বদা ও সর্বত্র আল্লাহ্‌র দীন, কুরআন ও হাদীসের প্রচার ও প্রসারে ব্যস্ত থাকতে হবে। বিশেষতঃ আজকাল আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের চিন্তা বিশেষভাবে তৈরী হয়েছে অর্থাৎ কোনো ভয়-ভীতি, সমালোচনা ও তিরস্কারের বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে এ ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে, তাতে যত কষ্টই বরদাশ্‌ত করতে হয় হোক। যেন এই

www.islamfind.wordpress.com

অপদার্থ আল্লাহ্‌র দলে (হিযবুল্লাহ্‌তে) অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। যে হিযবুল্লাহ্‌র অন্তর্ভূক্ত হয়েছে তার আর ভয় কিসের। এ ছিল সংক্ষিপ্ত অবিন্যাস্ত নিবেদন, যার মতলব হুযূর বুঝে নিয়েছেন। সেজন্য বিশদ আলোচনার প্রয়োজন বোধ করি নি।

বিশ্লেষণঃ আমি খুব ভালো ভাবেই বুঝে নিয়েছি। এগুলোই হল মূল লক্ষ্য (মাকাছেদে আছলিয়্যাহ) বাস্তবায়ন না হলেও যেগুলোর স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যই উচ্চ ও উন্নত হালাত। মুবারক হোক। তাহাজ্জুদের মধ্যে বারো তাসবীহের চাপের কারণে মনোযোগ না হওয়ার যে অভিযোগ করেছেন, সে ব্যাপারে কথা এই যে, ওটাও তো যিকির সুতরাং একাগ্রতা ও মনোনিবেশের পরিপন্থী নয়। আমর বিল মারূফ সম্পর্কে একটি গুযারিশ এই যে, বর্তমান অবস্থায় এর চাহিদা প্রশংসনীয় ও কাম্য কিন্তু বাস্তবায়ন বিলম্বযোগ্য। কারণ মুবতাদীকে এই কাজের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ নফসানী হারাম ও নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। যা থেকে দূরে থাকা জরুরি। আর খোদ আমর বিল মারুফ ফরয নয়। সুতরাং যেই গায়রে ফরযের তরক করার উপর নির্ভরশীল থাকে হারাম তরক করা, সেই গায়রে ফরয তরক করা ওয়াজিব।

وصرح به الغزالى – وهذا هو السرق تأخير نزول آيات القتال إلى

ان كملت نفوسهم بالفضائل وطهرت عن هذه الغوائل

অর্থঃ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন ইমাম গাযযালী রহ. আর এটাই জিহাদের হুকুম বিলম্বিত হওয়ার মূল রহস্য। যতদিন না তাদের অন্তরগুলো উত্তম চরিত্রগুণে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং এই সকল নফসানী বিভ্রান্তি থেকে পবিত্র হয়েছে।

অধিক পরিমানে কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত

হালঃ আমার হাল হুযূর যেভাবে বলেছেন সে ভাবেই চলছে। কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত আজকাল বেশ গতিশীল এবং দ্রুত হচ্ছে। ফলে প্রতিদিন পনের পারা প্রায় পড়া হয়ে যাচ্ছে। বুঝে পড়া ও না বুঝে পড়া উভয়টার উপর আমল করছি।

বিশ্লেষণঃ খুবই ভাল।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ অন্যান্য আমল, যিকির ইত্যাদি যথাসময়ে হচ্ছে। পরশুদিন মাঝের দশ পারা ইনশাআল্লাহ্ খতম করে তৃতীয় দশ পারা শুরু হবে। যা প্রধান মাকসূদ। আশা রাখি দূরে পড়ে থাকা এই খাদেমের প্রতি হুযূরের তাওয়াজ্জুহ অব্যাহত থাকবে।

আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ তাআলা মুফতী সাহেবের কালামুল্লাহ খতম হয়ে পরশু থেকে অমুক মৌলবী সাহেবের তারাবীহে সাড়ে তিন পারা এবং অমুক মৌলবী সাহেব নাওয়াফেলে একই পরিমান শোনানোর জন্য তৈরী হয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা পূর্ণ করুন এবং উপকৃত করুন এবং মুবারক রাতগুলোর বারাকাত লাভে ধন্য করুন।

বিশ্লেষণঃ আমীন।

কখনো কখনো করার সংকল্পও এলাজ

হালঃ কী যে করি! বাল-বাচ্চা আছে, নইলে মযদূরী করতাম অথবা ঘাস কেটে বিক্রি করতাম। দেখতাম নফসের অহঙ্কার কোথা থেকে আসে। কিন্তু মযদূরী করে বেচারা বিবি-বাচ্চার প্রয়োজন মেটানো যাবে না। তারা অহেতুক বিনা দোষে অন্যায়ভাবে বিপদে পড়ে যাবে।

বিশ্লেষণঃ ব্যাস্! আপনি ওইটা করতে চেয়েছেন নফসের এলাজের জন্য সেটাই যথেষ্ট। করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্নঃ এবার আমার শেষ নিবেদন হুযূর আমাকে মাফ করে দিন। আমার জন্য বিশেষভাবে মাগফেরাতের দুআ করুন। দুজাহানের মধ্যে আমার কোনো ঠিকানা নেই।

বিশ্লেষণঃ দিল ও জান দিয়ে দুআ করছি। নিশ্চিন্ত থাকুন। এই কর্মসূচীর কারণে ইনশাআল্লাহ্ আপনার মর্তবা বৃদ্ধি হয়েছে।

নিসবত লাভের দুআ মাতলুব-কাম্য

হালঃ দুআ করতে খুব ভাল লাগে। দিল চায় সারক্ষণ দুআ করতে থাকি। আমার মনে হয় দুআর মতো এমন মুআচ্ছের (প্রভাব সৃষ্টিকারী) আর কিছু নেই। হযরত 'নিসবত লাভ হোক' এরূপ প্রার্থনা করা অন্যায় নয় তো?

বিশ্লেষণঃ এটাই তো মাতলুব। চাইতে তো হবেই।

www.islamfind.wordpress.com

প্রশ্নঃ মনে পড়ে হুযূর কোথায় যেন লিখেছেন 'ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকা যাবে না।'

জবাবঃ কথাটির মানে হল 'প্রার্থিত' বস্তু বা বিষয়টির জন্য অপেক্ষায় বসে থাকবেন না যাতে দিল পেরেশান হয়ে যায়। দুআ করতেই থাকুন সমস্যা নেই।

প্রশ্নঃ নিসবত যিকিরের ফলাফল নাকি মাকসূদ। যদি বলেন মাকসুদ তাহলে কথাটি বুঝতে পারলাম না। কেননা যিকিরের মাকসূদ তো রেযায়ে মাওলা।

জবাবঃ নিসবত সেটারই অন্য নাম। কেননা তাআল্লুক মাআল্লাহ্ আর রেযায়ে মাওলা একটির সঙ্গে অন্যটি গভীরভাবে সংযুক্ত ও অবিচ্ছেদ্য।

ফরয, সুন্নাত ও নফল নামাযে মনোযোগ ও আগ্রহের তারতম্য

হালঃ নামাযের মধ্যে ফরযের তুলনায় সুন্নতে এবং সুন্নতের তুলনায় নফলে প্রশান্তি ও মনোযোগ বেশি হয়। বিষয়টি এখতিয়ারী নয়। আমার মনে হয় এটাতো উল্টো ব্যাপার ঘটছে। এ বিষয়ে কি কোনো সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে?

বিশ্লেষণঃ বিভিন্ন প্রকার নামাযে যে পার্থক্য ও মানসিক অবস্থার তারতম্যের কথা লিখেছেন, সেটা স্বভাবগত বিষয়। এর কারণ স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। এর উৎস মনে হয় এই যে, কিছু স্বভাব এমন থাকে যাদের কাছে 'বাধ্যতামূলক' বিষয় কষ্টকর লাগে। বাধ্যতামূলক বিষয় না হলে প্রফুল্লতার কারণে কাজটি তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। আবার কতিপয় স্বভাবের বৈশিষ্ট্য এমন যে, বাধ্য হলে তাদের জন্য কাজ সহজ হয়, স্বাধীনতা দিলে সে কাজে তাদের অবহেলা হয়ে যায়। তবে দুটো ব্যাপারই স্বভাবগত হওয়ার কারণে তিরস্কারযোগ্য নয়। যদিও প্রভাবের বিচারে দ্বিতীয় প্রকারের রুচি ভাল মনে হয়। যাই হোক এ নিয়ে চিন্তায় পড়ে যাবেন না।

নামাযে ভুলের এলাজ

প্রশ্নঃ কিছুদিন থেকে অধমের নামাযে খুব বেশি ভুল হচ্ছে। যোহর, আছর ও এশার নামাযে প্রায় প্রতিদিনই তৃতীয় না চতুর্থ রাকাত পড়ছি এই সন্দেহে পড়ে যাই। মনে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করি, কিন্তু এক মহূর্তের মধ্যে কখন যেন

www.islamfind.wordpress.com

ভুলে যাই, আর স্মরণ থাকে না কোন্ রাকাত পড়ছি। এ অবস্থায় প্রতিদিন আমি নামায দোহরাই। দ্বিতীয়বার নামায পড়া আমার নিয়মিত আমল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ভুল ও সন্দেহ দূর হওয়ার জন্য হুযূর মেহেরবাণী করে দুআ করবেন এবং ঐ সমস্যা প্রতিরোধের কোনো এলাজ জানাবেন।

জবাবঃ দ্বিতীয়বার নামায পড়া ঐ রোগের এলাজ নয়। আপনাকে শরীয়তের আহকাম মেনে চলতে হবে। এ বিষয়ের মাসায়েল বেহেশতী জেওর-এ সহু সিজদার বয়ান অধ্যায় থেকে জেনে নিন। যদি বুঝে না আসে আবারও লিখুন।

বিশেষ বিশেষ চিঠির জন্য ওযু করা শরীয়তের মধ্যে হস্তক্ষেপতুল্য

হালঃ হুযূরের নিকট চিঠি লেখা এবং হুযূরের চিঠি পড়ার জন্য আমার অভ্যাস হল ওযু করে নেওয়া। এতে কি কোনো সমস্যা আছে? গোলামের তো এতে বিশেষ বরকত অনুভূত হয়।

বিশ্লেষণঃ নিজের এহসাস অনুভূতিকে কখনোই গ্রহণযোগ্য মনে করবেন না। শরীয়তকে মাপকাঠি জানবেন। সুতরাং শরীয়তের মূলনীতির আলোকে এর ফয়সালা বলছি– বিশেষভাবে ঐ কাজের উদ্দেশ্যে ওযু করা শরীয়তের সীমার মধ্যে হস্তক্ষেপ করার নামান্তর। কেননা কোনো শরঈ দলীল দ্বারা ঐ কাজের জন্য ওযু 'মুস্তাহাব' হওয়ারও প্রমাণ নেই।

কাজে লেগে থাকতে পারা হালের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ

হালঃ আল্লাহ্‌র ফযলে হুযূরের বরকতে সকল অযীফা মোটামুটি আদায় হচ্ছে। প্রায়ই শেষরাতে তাহাজ্জুদ, নফী-এসবাতের যিকির ছয়শবার এবং দুই যবরী এসমে যাতের যিকির ছয়শবার আদায় করি, কোনো হাল ও অভিব্যক্তি নেই, এর যোগ্যও নই। দিন-রাত সংসারের কাজে অথবা পড়া ও পড়ানোর কাজে ব্যস্ত থাকি।

বিশ্লেষণঃ আমলের মোকাবেলায় হাল-অভিব্যক্তি মোটেও গুরুত্ব বহন করে না। আল্লাহ্ তাআলার শোকর আদায় করুন যে, আমলে লেগে থাকতে পারছেন। এটাই হাজার 'হাল' এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। লেগে থাকুন।

www.islamfind.wordpress.com

'মুবতাদী'র জন্য পাপীকে ঘৃণা করা এবং অন্যায় কাজে বাধাদান ক্ষতিকর

হালঃ বর্তমানে আমার হাল এই যে, গুনাহের কাজে কোনোরূপ আগ্রহ হয় না বরং এর প্রতি আপনা-আপনি ভীষণ ঘৃণাবোধ তৈরী হয়েছে। যখন কাউকে গোনাহ করতে দেখি, তখন মনে হয় যে, লোকটি জাহান্নামের পথিক হয়ে গেছে। মন চায় যে, মুসলিম ভাইদেরকে নম্রতার সাথে গোনাহ থেকে ফেরানোর চেষ্টা করি। সাধ্যমতো করিও। হুযূরের দুআর বরকতে চেষ্টা বিফলে যায় না। নিবেদন এই যে, অধমের ব্যাপারে হুযূরের পরামর্শ জানতে চাই। দুআ প্রার্থী।

বিশ্লেষণঃ গুনাহের প্রতি ঘৃণা তৈরী হওয়া উন্নত অবস্থা। কিন্তু গুনাহগারদের প্রতি ঘৃণাবোধ জাগা 'মুবতাদী'র (প্রাথমিক স্তরের সালেক) জন্য বিপদজনক। কেননা বেশিরভাগ সময় এর মূল উৎস থাকে কিবির, অহঙ্কার ও আত্মপ্রশংসার গোপন দাবী। হুছূলে তামকীন (আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হওয়া) পর্যন্ত পাপীকে দেখে ভাবতে হবে যে, এই ব্যক্তি তো আমার চেয়ে উত্তম। কিন্তু এর উপর পাপের অস্থায়ী ছাপ লেগে যাওয়া- যেটা ঘৃণিত ও নিন্দনীয়, এর তুলনা করা যায় ঐ ফর্সা মানুষের সঙ্গে যার চেহারায় মাখানো হয়েছে কালো কালি। এবার লোকটিকে 'ফর্সা' এবং কালিকে 'কালো' ভাবলেই হবে নির্ভুল ভাবনা। একইরকম মনোভাব পোষণ করতে হবে পাপী ও পাপের বেলায়। পাপকে ঘৃণা ও নিন্দা করতে হবে এবং পাপীকে ভাবতে হবে নিজের চেয়ে উত্তম। তাছাড়া 'মুবতাদী'র জন্য কাউকে বিরত রাখার কাজে মশগুল হওয়া উচিৎ নয়। প্রয়োজন হলে যদি অন্য কোনো হক্কানী ওয়ায়েয না থাকে তাহলে আম মজলিসে ওয়ায করলে ক্ষতি নেই। এর বেশি সামনে অগ্রসর হওয়া বিপদজনক। বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এখানে থেকেও এগুলো জানেন না।

নিয়মতান্ত্রিক অযীফার মাধ্যমে দৃঢ়তা ও গভীরতা সৃষ্টি হয়

হালঃ হুযূরের নির্দেশমতো কিমিয়ায়ে সাআদাত ও এহইয়াউল উলূম মুতালাআ শুরু করেছি। পড়ার সময় কলবের উপর খুব আছর ও প্রভাব সৃষ্টি হয় কিন্তু সেটা স্থায়ী হয় না। আরো নিবেদন এই যে, কিতাব পড়তে যতটা একাগ্রতা তৈরী হয় নামায ও যিকিরে সেটা হয় না। নানান চিন্তা কলবের মধ্যে এসে জমা হয়। যতই চেষ্টা করি একেবারে দূর হয় না।

www.islamfind.wordpress.com

হুযূরের তাওয়াজ্জুহের বরকতে মা'মুলাত নিয়মিত আদায় হচ্ছে। শরীর খুব দুর্বল। এ কারণেও আমল বৃদ্ধির আকাঙ্খা করছি না। আল্লাহ্ তাআলা মজবুত হিম্মত দান করুন এবং হুযূরকে দীর্ঘ ও সুস্থজীবন দান করুন।

বিশ্লেষণঃ প্রভাব স্থায়ী হওয়ার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। হঠাৎ করে হয় না। নিয়মিত মা'মূলাত আদায় করতে থাকলে অবশ্যই সেটা হবে। মন খারাপ করবেন না। আমল করতে থাকুন ইনশাআল্লাহ্ একদিন মাকসূদ পূরণ হয়ে যাবে। নামায ও যিকিরের তুলনায় মুতালাআর (পড়ার) সময় বেশি একাগ্রতা তৈরী হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। এর কারণ স্পষ্ট। নামায ও যিকিরের সময় স্মরণশক্তি ব্যবহৃত হয় আর পড়ার সময় চিন্তাশক্তি। মনের মধ্যে আনাগোনা করা ভাবনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণকারী হল চিন্তা। এ কারণে এটা তিরস্কারের বিষয় নয়।

মুবতাদীর জন্য খবরের কাগজ পড়া ক্ষতিকর

প্রশ্নঃ হুযূরের আদেশ মতো সকল মা'মুলাত দৈনিক আদায় করছি। খবরের কাগজের ব্যাপারে হুযূরের অনুমতি পেলে পড়া শুরু করব। ইতিপূর্বে আমি নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তাম। হুযূর যখন থেকে সব ধরণের কিতাব পড়তে নিষেধ করেছেন, তখন থেকে আমি খবরের কাগজ পড়াও ছেড়ে দিয়েছিলাম। শুধু আপনার নির্দেশিত কিতাবগুলোই পড়ি।

উত্তরঃ খবরের কাগজ পড়ার সময় এখনো হয় নি। যখন এটা ক্ষতিমুক্ত হবে তখন অনুমতি দিব। এখন যিকিরকে দিলের মধ্যে বসানোর চেষ্টা চালিয়ে যান।

আমলে নিয়মতান্ত্রিকতা ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শর্তে তামকীন মাকসূদ

হালঃ কখনো কখনো ঠিক যিকির করার সময় কলবের মধ্যে কিছু নূর চলে আসে এবং কলবের মধ্যে এক ধরনের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। যার কারণে যিকিরের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়, যিকির শেষ করতে ইচ্ছা হয় না। কখনো দরস-তাদরীস (পড়ানো) এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক এড়িয়ে চলতে ইচ্ছা হয়। নির্জনতা খুব ভাল লাগতে থাকে। হঠাৎ কারো সামনে পড়ে গেলেও বিরক্তি বোধ হয়। মাঝে মাঝে ঘটে সম্পূর্ণ এর উল্টা ঘটনা। যিকিরের আগ্রহ

www.islamfind.wordpress.com

একদম কমে যায়। এক ধরনের পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা হতে থাকে। নিজের বদ আমলের কারণে এমন আশঙ্কা হতে থাকে, সম্ভবতঃ এবার তোর উপর আযাব এসে যাবে। তখন বিভিন্ন মানুষের কাছে গিয়ে বসে থাকি। এই আশায় যে, হয়ত তাদের সোহবতের বরকতে অথবা সু-ধারণার কারণে মুক্তি পেয়ে যাব। এরপর যখনই ঐ অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে যাই তো কান্না এবং হৃদয়ের কোমলতা তৈরী হয়ে যায়। মনে হয় আহা! আমার রব কত রহীম ও কারীম, আমি তার নিকৃষ্টতম মাখলুক এবং আযাবের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি আপন করুণায় আমাকে মুক্ত করেছেন। নিজের প্রচুর গোনাহ সত্ত্বেও তাঁর সীমাহীন দান-এর কথা ভেবে আপনা-আপনিই দুচোখে কান্নার জোয়ার এসে যায়, আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় হয়। কারণ আমি তো নিজেকে অপরাধী ভাবি, পাপী মনে করি। জানি আমি মুত্তাকীদের দলে নই, পুরস্কার তো সব মুত্তাকীর জন্য, পাপীদের জন্য নয়।

মাঝে মাঝে আমার মধ্যে এমন হালাত তৈরী হয় যে, স্পষ্ট মনে হয় চিরস্থায়ী চিরঞ্জিব আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর কোনো ক্ষমতা নেই। সকলেই অক্ষম। এমন কি অম্বিয়া, আউলিয়াদেরকেও কোনো ক্ষমতা নেই বলে মনে করতে থাকি। ইচ্ছা জাগে যে, মুরশিদের কাছে কিছু বলি কিন্তু এই ভাবনাটাই আমাকে প্রতিরোধ করে বরং আমার কলবের মধ্যে ভেসে উঠে اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ আল্লাহ্ কি যথেষ্ট নন? অথবা اَلَسْتُ بِكَافٍ আমি কি যথেষ্ট নই। তবে এই অবস্থা বেশি দীর্ঘ হয় না। জানি না এটা কেমন ভাবনা? মুরশিদের সঙ্গে বেয়াদবি অথবা তার প্রতি অভক্তি নয় তো? যা মাহরুম হওয়ার কারণ।

বিশ্লেষণঃ এ ধরণের অবস্থা যাকেরীন সকলেরই হয়ে থাকে। চূড়ান্ত লক্ষ্য উদ্দেশ্যের বিচারে সবগুলোই মাহমূদ কিন্তু মাকসূদ একটিও নয়। এগুলো সবই 'তালবীনাত' বা নানান অবস্থা। আসল মাকসূদ তামকীন এবং বর্তমান অবস্থার চূড়ান্ত স্তর সেটাই, যা তালবীনের পর আল্লাহ্‌র ফযলে নসীব হয়। তবে শর্ত হল আমলের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হবে। এজন্যই আহওয়ালের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হল আমলকে আঁকড়ে ধরে থাকা। তার পরিমান কম হলেও। আর তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাকওয়াকে আঁকড়ে থাকা। এই দুটো বিষয়ে নিষ্ঠাবান ও যত্নশীল হোন, এরপর যত যাই পরিবর্তন আসে আসুক। একদম পরোয়া করবেন না।

www.islamfind.wordpress.com

আমলকে কবূলিয়াতের উপযুক্ত এবং মর্যাদার যোগ্য হওয়ার কারণ মনে করা অনুচিত

হালঃ যখন কোনো ভাল আমল করা হয় তখন মনে খুবই আনন্দ লাগে। পাশাপাশি এই ভাবনাও মনের মধ্যে আসে যে, বুযুর্গানে দীন যে সব মর্যাদা পেয়েছিলেন, নেক আমলের কারণেই পেয়েছিলেন। আমিও যদি সবসময় নেক আমল করি তাহলে আমিও মর্যাদা ও দারাজাত লাভ করতে পারব। জানতে চাই এটা শয়তানী খিয়াল কিনা?

বিশ্লেষণঃ একদম সঠিক চিন্তা। তবে ঐ কথার সঙ্গে এই সতর্কতাও মনে রাখতে হবে যে, কখনোই এই ওয়াস্‌ওয়াসা যেন না জাগে যে, আমলের মাধ্যমে আমি মর্যাদার উপযুক্ত হব অথবা এটাও মনে করা যাবে না যে, আমার আমল কবূলের যোগ্য। এরপরও যা কিছু অর্জন হয় একেবারেই তাঁর করুণা।

হালঃ যখন মাদরাসায় কোনো আসবাবের অভাব দেখা দেয়, হঠাৎ করেই দিল পেরেশান হয়ে উঠে। পরে হুযূরের নসীহত স্মরণ করে ভাবনামুক্ত হই। এ কারণেই হুযূরের নিকট আবেদন জানাচ্ছি ভাবনামুক্তির দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ জান-প্রাণ দিয়ে দুআ করছি।

হালঃ অধমের মধ্যে আল্লাহ্‌র মহব্বত এবং এখলাছ খুব কম। দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ পৃথকভাবে লিখে দিন।

অর্থ চিন্তা করে তারতীলের সঙ্গে পড়াটাই সুন্নত

হালঃ আমি যখন নামায পড়ি তখন প্রত্যেক আয়াতে থেমে থেমে অর্থ চিন্তা করে পড়ি। এভাবে পড়ার দ্বারা খুব একাগ্রতা তৈরী হয় আর মনে হয় যে, মহান আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার আবেদন পেশ করছি। আমি যেভাবে নামায পড়ি, সেটা সুন্নতের খেলাফ হয়ে যাচ্ছে কিনা? যদি তাই হয় তবে কিভাবে পড়া উচিৎ মেহেরবাণী করে জানিয়ে দেবেন।

বিশ্লেষণঃ হুবহু এটাই তো সুন্নত। وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا আয়াত সেটাই প্রমাণ করে। তিরমিযী শরীফে হযরত উম্মে সালামা রাযিঃ থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে পড়তেন আলহামদুলিল্লাহি

www.islamfind.wordpress.com

রাব্বিল আলামিন অতঃপর থামতেন। আর রাহমানির রাহীম পড়তেন অতঃপর থামতেন। এরপর মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন পড়তেন আবার থেমে থাকতেন এছাড়া অন্য এক আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌র নির্দেশও সেটাই প্রমাণ করে।

لِيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ

অর্থঃ তাদের উচিৎ তাঁর আয়াতের মধ্যে চিন্তা করা।

মন লাগুক না লাগুক কাজ পূর্ণ করতে হবে

হালঃ দীর্ঘদিন এই নালায়েক হুযূরকে নিজের খারাপ ও হতাশাজনক হালাত জানায় নি। মনের মধ্যে ভয়-ভীতি ও চাপ বোধ করছিলাম যে, এমন নালায়েক সূলভ কাজ কেন করলাম। কয়েক সপ্তাহ যাবত মনের মধ্যে এটাই ঘুরপাক খেতে থাকল যে, হালাত লিখা বন্ধ করার মতো এমন বাজে কাজটা কেন করলাম। মানলাম যে হালাত উল্লেখযোগ্য নয়। তাতে কী? সবকিছু উপেক্ষা করে আজ ভয়ে ভয়ে কিছু কথা লিখার জন্য বসে পড়েছি। কিন্তু নিজের এই হালাতের ব্যাপারে ভীষণভাবে লজ্জিত। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মাফ করবেন। এবার মনের মধ্যে এমন দ্বিধা সংকোচ জাগল যা আর কখনোই হয় নি। জানি না কী কারণে এমন হল! কলব হয়েছে একেবারে অনুভূতিহীন। না নামাযের মধ্যে মন লাগে, না যিকির করতে ইচ্ছা হয়। যদিও অনিচ্ছা সত্ত্বেও অল্প-স্বল্প করেই যাচ্ছি। কিন্তু একেবারেই স্বাদহীন। পূর্বে আলহামদুলিল্লাহ্ ভাল হালাত ছিল। খুব ভাল লাগত। রাতে প্রায়ই যিকির করতে করতে দিল কোমল হয়ে যেত। মন চাইত সারারাত যিকির করে কাটিয়ে দেই। কিন্তু এখন নাওয়াফেলকে ভারী বোঝা মনে হয়। এসব কারণেই হুযূরকে হালাত জানাতে লজ্জা লাগছিল। এরপর ভেবে দেখলাম নিজের ত্রুটি হুযূরকে না জানানো তো আত্মহত্যার শামিল। হুযূর ছাড়া আর কে আমার এলাজ করবে। আয় আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য কর, আমার হুযূরের জুতার তোফায়লে আবার আপন মহব্বত দান কর এবং সিরাতে মুস্তাকীমের উপর পরিচালিত কর। লজ্জা লাগে যে হুযূরের খাদেম হিসাবে গণ্য হয়েও এমন লজ্জাজনক হালাতে পড়ে আছি। কলব খুবই অস্থির, কোনো কাজ করতে মন চায় না। কোনো হারানো বস্তুর জন্য যেমন কেউ পেরেশান-হয়রান হয় আমার অবস্থা ঠিক সেরকম। হুযূর! মেহেরবানী করে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করুন। আল্লাহ্ তাআলা যেন মহব্বতে কামেল দান করেন। আর কোনো কিছুর আকাঙ্খা নেই।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ সালেককে এর চেয়েও ভয়াবহ অনেক ঘাঁটি পারি দিতে হয়। যে ব্যক্তি এই পথে চলতে চায়, পথের ঘাত-প্রতিঘাত, দুর্গমতা ও বন্ধুরতা দেখে কি পথ চলা ছেড়ে দিবে? যা কিছুই হোক, কাজ পূর্ণ করতেই হবে। দিল লাগা নালাগা মনের মধ্যে কোমলতা আসা না আসা কোনো দিকেই তাকাবেন না।

হিম্মত ও সাহস প্রয়োজন

হালঃ চোখের গোনাহের ব্যাপারে আগেও জানিয়েছিলাম, এখনো সেটা যথারীতি চালু আছে। আল্লাহ্ তাআলা এটা ত্যাগ করার তাওফীক এবং হিম্মত দান করুন। হুযূরও দুআ দ্বারা সাহায্য করুন। আমি নিজেকে প্রয়োজন মতো কঠোর করতে পারছি না। একটু আধটু সাহস করতে গেলেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে যাই। তবে মনে করি হুযূরের দুআ যদি আমার পৃষ্ঠপোষকতা করে আর আল্লাহ্ তাআলা তাওফীক নসীব করেন তবে খুব সহজেই আমার উদ্দেশ্য সফল হবে।

বিশ্লেষণঃ ভুল কথা বলেছেন আপনি দুআ সম্পর্কে। একেবারে সোজা সাপটা সত্য এটাই যে, আপনার হিম্মত ও সাহসের প্রয়োজনটাই সর্বাধিক। আর সফলতা পাওয়ার নিশ্চয়তাও সেখানেই আছে। সুতরাং দুআ দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা করলে কিছু হবে এটা একেবারেই মিথ্যা ধারণা। তবে 'তাওফীক' সম্পর্কে যা বলেছেন প্রকৃত অর্থে কথাটি সত্য হলেও আপনার মতলব সত্য নয়। 'কথা সত্য মতলব খারাপ' প্রবাদটির হুবহু দৃষ্টান্ত। কেননা এর দ্বারা আপনার মতলব হল হিম্মত পাক্কা না করার ইচ্ছা।

আওয়ামের নিজে নিজে কিতাবাদি পড়া উচিৎ নয়

প্রশ্নঃ কাসাসুল আম্বিয়া, খুলাছাতুল আম্বিয়া এবং তাযকেরাতুল আওলিয়া পড়ার অনুমতি কি এই অধমের আছে?

জবাবঃ এই কিতাবগুলো নিজে নিজে পড়ার অনুমতি নেই। যদি কোনো আলেমের কাছে পড়েন তাহলে অসুবিধা নেই। তিনি যেখানে প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।

এস্তেকামাত কারামাতের উর্ধ্বে

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! সকল মা'মূল ও অযীফা ঠিকঠাক চলছে, এখন পর্যন্ত একদিনও বাদ যায় নি। কোনো কোনো দিন কিছুটা বিলম্বে ঘুম ভেঙ্গেছে তবে

www.islamfind.wordpress.com

খুব বেশি নয়। আমি সকল মা'মূল এতমিনানের সঙ্গেই আদায় করতে পেরেছি। এছাড়া নিবেদন করার মতো নতুন কিছু নেই।

বিশ্লেষণঃ এস্তেকামাত যা কারামাতের উর্ধ্বে, আপনি তাই পেয়েছেন। মুবারক হোক।

কিতাবাদি পড়ায় ও তিলাওয়াতে কুরআনে মধ্যম স্তরের চাপ

হালঃ কিতাবাদি পড়া ও কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সর্বোচ্চ মনোযোগ দিয়েই করে থাকি।

বিশ্লেষণঃ মস্তিষ্কের উপর অত্যাধিক চাপ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মধ্যম স্তরের মনোযোগই এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

ওয়াজিব হক আদায় না করলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া জরুরি

প্রশ্নঃ এক ব্যক্তির মালী হক আমার উপর ওয়াজিব হয়ে আছে কিন্তু পরিশোধ করার ক্ষমতা আমার নেই। ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে মনে হয় যে, ক্ষমা করে দিবে, এ অবস্থায় তার কাছে ক্ষমা চেয়ে মনকে হাল্কা ও দায়িত্বমুক্ত করে নেওয়া কি উত্তম হবে?

জবাবঃ অবশ্যই।

প্রশ্নঃ নাকি পরিশোধের ক্ষমতা লাভের অপেক্ষা করা উত্তম?

জবাবঃ ক্ষমা চেয়ে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আর্থিকভাবে সক্ষম হলে পরিশোধ করার সংকল্প থাকা নফল হিসাবে উত্তম।

প্রশ্নঃ কেউ অন্যের সম্পদ হয়ত 'চুরি করল' 'ছিনতাই করল' অথবা 'আমানতের খেয়ানত করল' এগুলো পরিশোধের বেলায় তো প্রকাশ করা জরুরি নয় কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার ক্ষেত্রে কি স্পষ্ট করে চুরির কথা, ছিনতাই করার কথা, অর্থের পরিমানের কথা উল্লেখ করে ক্ষমা চাইতে হবে নাকি সংক্ষিপ্তভাবে এটা বললেই চলবে যে, আমার যিম্মায় যদি তোমার কোনো 'মালি হক' থেকে থাকে তবে ক্ষমা করে দাও। করণীয় কী?

জবাবঃ আলামত ও ভাব-সাব দেখে যদি ধারণা হয় ওগুলোর কথা জানালেও ক্ষমা করে দেবে, তাহলে জানানোর দরকার নেই। আর যদি ক্ষমার ব্যাপারে সন্দেহ হয় তবে অবশ্যই জানাতে হবে।

www.islamfind.wordpress.com

নাবালেগের হক আদায় করা জরুরি

প্রশ্নঃ কারো পাওনাদার কোনো মৃতব্যক্তি, যার তিন ওয়ারিশের মধ্যে একজন নাবালেগ। বালেগ দুজন ঐ হক মাফ করে দিচ্ছে। নাবালেগ অথবা তার অভিভাবক ক্ষমা করে দিলে সেটা কি গ্রহণযোগ্য?

জবাবঃ গ্রহণযোগ্য নয়। নাবালেগের হক আদায় করা জরুরি। যদি ভরসা পাওয়া যায় বালেগ দুজন কোনো খেয়ানত করবে না তাহলে তাদের কাছেই সমর্পণ করবে নতুবা নিজেই তার (নাবালেগের) কোনো জরুরি প্রয়োজনে ব্যয় করে দেবে। যেমন পোশাক বানিয়ে দেবে।

আসল উদ্দেশ্য কাজ

হালঃ দিলের আবেগ ও উৎসাহ তেমন নেই যেমন ছিল পূর্বে। দুআ করবেন। বিশেষতঃ এত্তেবায়ে শরীয়ত এবং এযদিয়াদে মহব্বত অর্থাৎ শরীয়তের অনুসরণ এবং আল্লাহ্ তাআলার মহব্বত বৃদ্ধির জন্য।

বিশ্লেষণঃ দিলের কাইফিয়াত একইভাবে স্থির থাকে না। শান্ত থাকা দুর্বলতার দলিল নয়। কখনো কখনো এর কারণ হয় কাইফিয়াতের পূর্ণাঙ্গতা বা কামাল। এজন্যই না জোশ-এর প্রতি লক্ষ্য করবে না সুকূন বা স্থিরতার প্রতি, আসল মাকসূদ কাজ করে যাওয়া। দুআ করছি।

মাওয়ায়েয মুতালাআ করার উপকারী পন্থা

প্রশ্নঃ অতিদ্রুত উপকৃত হতে চাইলে মাওয়ায়েয মুতালাআ করার সময় কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ?

জবাবঃ মাওয়ায়েয পড়ার সময় দুটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উপকারী। এক- দেখবে যে, এর মধ্যে কী কী ত্রুটির আলোচনা আছে, তন্মধ্যে যা যা নিজের মধ্যে আছে সেগুলি দূর করার চিন্তা-ফিকির করবে। দুই-কোন্ কোন্ গুণের আলোচনা আছে, তন্মধ্যে যে যে গুণ নিজের মধ্যে নেই সেগুলো অর্জনের চেষ্টা করা।

তাহাজ্জুদ, যিকির, শোগল বাদ গেলে ক্ষতিপূরণ

হালঃ আমি আমার অসফলতা ও দুর্ভাগ্যের কথা কী লিখব! পূর্ণ একমাস হয়ে গেল না তাহজ্জুদের এলতেযাম (নিয়মিত আদায়) না যিকির শোগল।

বিশ্লেষণঃ ঠিক আছে, এখন থেকেই হোক।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ সূচনা হয়েছিল এভাবে, জিলহজ্জের শুরুতে শর্দি-কাশির এত ভয়াবহ কষ্ট হতে থাকল যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াও কষ্টকর হয়ে গেল। এরপর আইয়ামে তাশরীক ও কুরবাণীর খাওয়া-দাওয়ায় গাফেল হয়ে থাকলাম। আবারও আমার পুরাতন রোগ সেই ঠাণ্ডা-কাশির প্রচণ্ড কষ্ট হতে থাকল। পরে একেক সময় একেক বাহানা সৃষ্টি হল। অভ্যাস ছুটে গেল। এর মধ্যে কখনো কখনো তাহাজ্জুদ এবং যিকিরের তাওফীক হয়েছে একেবারে না হওয়ার মতো।

বিশ্লেষণঃ এধরনের ঘটনা প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই ঘটে থাকে। বিস্ময়কর কিছু নয়, প্রতিরোধযোগ্যও নয়।

হালঃ তবে তিলাওয়াতে কুরআন, দরূদ শরীফ, মুনাজাতে মকবুলসহ অন্য সব আমল নিষ্ঠার সাথেই করেছি।

বিশ্লেষণঃ তাহলে বলুন এও কি যেমন তেমন নিয়ামত!

হালঃ আরো একটি খাস ব্যাপার এই যে, জানি না শয়তানী চক্রান্ত কিনা, আমার কাছে কলবের হালাত খারাপ মনে হয় না। সেইসব চিন্তা ভাবনাই অবিরাম উদ্দীপিত করতে থাকে বরং ঐ অসুস্থতার দিনগুলিতে হৃদয়াবেগ যেমন আসবাব-উপকরণ বর্জন আল্লাহ্‌র রাস্তায় জান-মাল খরচের আকাঙ্খা, আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা, উলূমে দীনের প্রচার ও প্রসারের আগ্রহ লোকজনের তিরস্কার সত্ত্বেও মুসলিম জাতির সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনে প্রচেষ্টা চালানো, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো কিছুর পরোয়া না করা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ইতিপূর্বে আর কখনো মনের মধ্যে এতো বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করে নি। অসুস্থতার সময়ে মাড়ির দাঁতের তীব্র ব্যথায় আক্রান্ত হই। যতক্ষণ না কেউ আমাকে দেখতে এসেছে আমার ওষুধ এনে দেওয়ার কেউ ছিল না। অসুস্থতা ও কষ্টের সময়ে এতো লয্যত ও স্বাদ পেয়েছি যা সুস্থ সময়ে কখনোই পাই নি। আরো একটি বিষয় এই যে, আলহামদুলিল্লাহ্‌! প্রতি রাতে তাহাজ্জুদ ও যিকিরের সংকল্প দৃঢ় করে ঘুমাতে যেতাম কিন্তু সময় হলে অলসতা এসে যেত, আজ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক হতে পারি নি।

বিশ্লেষণঃ এটা কি আল্লাহ্‌র মহাদান নয়? গাছের মূল শেকড় যদি যথাস্থানে থাকে তবে ডালপালা ভাঙলে কি হবে, আবার নতুন রূপে গজাবে, হয়ত বা আগের চেয়ে ভাল ও উত্তম রূপে।

www.islamfind.wordpress.com

তাহাজ্জুদ নামাযের রাকাত

হালঃ অধম যখন হযরতের কাছে বাইআত হয়েছিল, অধমের সঙ্গে ছিল আরো তিনজন। হযরত বাইআতের পর প্রথমে আমাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন তাহাজ্জুদের নামায পড়বে, এরপর যিকিরের তালীম করলেন, বললেন- সাধ্যমতো এস্তেগফার করবে। অধম নিবেদন করল- নাচীয আল্লাহ্‌র ফযলে তাহাজ্জুদ পড়ে। সেখানে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল তাজাজ্জুদ কত রাকাত আদায় কর? আমি বলেছিলাম বারো রাকাত অথবা আট রাকাত, সময় কম থাকলে চার রাকাত পড়ি। তখন আমাদেরকে আট রাকাত পড়ার তালকীন করলেন।

বিশ্লেষণঃ মতলব ছিল এই যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটাই সকলের আদত অভ্যাস। বেশির ব্যাপারে বাধা নেই। বরং যত বেশি পড়া যায় ততই ভাল। খুব বেশি হলে বলা যায় অতিরিক্ত রাকাতগুলোর বেলায় তাহাজ্জুদের নিয়ত করবে না। বুযুর্গগণ শত শত রাকাত পরেছেন।

কোনো রাকাতে একই সূরা বারবার পড়া 'খেলাফে আওলা'

হালঃ আমি আরয করেছিলাম যে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা এখলাস তিনবার করে পড়ি। বললেন, এভাবে এক রাকাতে তিনবার পড়া মাকরূহ, আমি আরয করলাম, 'কাশফুল হাজাত' কিতাবের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই রাকাতে চার সূরা পড়েছেন। আমি জানতে চাই তাহাজ্জুদ নামাযে কোনো সূরা তিনবার করে পড়া বৈধ না অবৈধ। আমার মতে বৈধ, ফরয নামাযে হয়ত মাকরূহ কিন্তু নফল নামাযে জায়েয, কেননা তারাবীহ নামাযের মধ্যে দেখি এক সঙ্গে অনেক সূরা একত্রে পড়া হয়।

বিশ্লেষণঃ এক সূরা কয়েকবার পড়া এবং কয়েক সূরা একত্রে পড়ার মাঝে পার্থক্য আছে। মাকরূহ হওয়া না হওয়া ভিন্ন প্রসঙ্গ কিন্তু এটাতো অবশ্যই স্বীকৃত যে, এভাবে পড়ার অভ্যাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল না। একারণে এটা 'খেলাফে আওলা' তাতে সন্দেহ নেই।

দিনের বেলা তাহাজ্জুদের বদলে নাওয়াফেল পড়া

হালঃ ওযরের কারণে তাহাজ্জুদ শেষরাতে পড়তে না পারলে দিনের বেলা তাহাজ্জুদের নিয়তে নফল পড়ে নেই। এসমে যাত প্রায়ই যবানে চালু থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্, সবই মাহমূদ।

খাদ্যে স্বল্পতা

প্রশ্নঃ দুই বেলায় আমার খাওয়ার অভ্যাস ছিল ছয়টি রুটি। সকালে তিনটি রুটি খেতাম, সন্ধ্যায় খেতাম তিনটি, তাবলীগে দীনের মধ্যে কম খাওয়ার উপকারিতা পড়লাম, আবার দাওয়াতে আবদিয়াত-এর মধ্যে দেখলাম যে, দিনের বেলা পূর্ণ খাবার খেয়ে রাতে পেটের এক চতুর্থাংশ খালি রেখে খাবে। এজন্য আমি দুই সপ্তাহে ধীরে ধীরে এক লুকমা দুই লুকমা করে সন্ধ্যার একটি রুটি কমিয়ে ফেলেছি। বর্তমানে সকালে একটি রুটি খাই এবং সন্ধ্যায় খাই দুইটি রুটি। সন্ধ্যায় পানি একেবারেই খাই না। আমি জানতে চাই নিজের চিন্তায় যে পরিবর্তন করলাম খাদ্যের মধ্যে এটা ভাল না মন্দ?

জবাবঃ সন্ধ্যায় আড়াইটা রুটি খাবেন।

স্ত্রীর দেওয়া কষ্ট সহ্য করাও মুজাহাদা

হালঃ হযরত! আমি সুলাইমানকে আপনি যে ধমক দিয়েছিলেন, তাতে আমার ভীষণ উপকার হয়েছে। আল্লাহ্‌র শোকর এখন নিয়মিত কাজ হচ্ছে। বিবির জন্যও দুআ করবেন। আমাকে খুবই বিরক্ত করে।

বিশ্লেষণঃ মিয়া সুলাইমান! আল্লাহ্ তাআলার শোকর কর যে, অলসতা দূর হয়েছে। আমি দুআ করছি। বিবির দেওয়া কষ্টের কারণে পেরেশান হয়ো না। এটাও একটি বড় মুজাহাদা। এতে তোমার সাওয়াব হচ্ছে। আরো কষ্ট দিতে দাও।

অর্থ ও মতলব চিন্তা না করে শুধু তিলাওয়াতে সমস্যা নেই

হালঃ আমার কুরআন শরীফ একটু কম ইয়াদ আছে। সে কারণে ইয়াদ করার নিয়তে সকালে একপারা এমনভাবে তিলাওয়াত করি যে, কোনো কোনো রুকু দুইবার তিনবার করে পড়ি। যেন ইয়াদ পাকা হয়। এরপর সেই পারাটাই অর্ধেক অর্ধেক নাওয়াফেল-আউয়াবীন-তাহাজ্জুদের মধ্যে তিলাওয়াত করি। এভাবে পড়ার সময় অর্থ ও মতলব এর প্রতি মনোযোগ কম হয়। এতে কি কোনো সমস্যা আছে?

বিশ্লেষণঃ কোনো সমস্যা নেই। সাধারণ অভ্যাসে তিলাওয়াতের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করা বেশ কঠিনও বটে। চিন্তা-ভাবনার জন্য পৃথক বৈঠক হলে সহজ হয় যেখানে পড়ার পরিমান সীমীত থাকবে না।

www.islamfind.wordpress.com

তারাক্কীর আসবাব বিভিন্ন

হালঃ 'হুযূরী'র পর আরো উন্নতি অর্জনের পন্থা কী? তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ্ অর্থাৎ এসমে যাতের ধ্যানে অত্যাধিক 'মালাকা' ও 'বে-তাকাল্লুফী' পয়দা করা নাকি আরো কোনো পন্থা আছে?

বিশ্লেষণঃ নির্ধারিত কোনো পন্থা নেই, ওয়ারিদের চাহিদা হিসাবে 'হুযূরী'র পরবর্তী রাস্তা বা তরীকা বিভিন্ন, যার মধ্যে আছে বিভিন্ন আমল, শোগল, কওল ও হাল।

এখতেলাত মা'আল আনাম কমানো

হালঃ একটি নতুন হালাত এই যে, এখতেলাত (মেলা-মেশা) কম হোক বেশি হোক সবই খুব কষ্টকর বোধহয়। তীব্র প্রয়োজন ছাড়া সকল মেলা-মেশাই বিরক্তি উৎপাদন করে যতক্ষণ নির্জনতা ও মেলা-মেশা বর্জনের আগ্রহ থাকে। পাশাপাশি মনের আগ্রহ থাকে এটাও যে, আমি যেন 'মুমতায' বা ব্যতিক্রমী না হয়ে যাই। এই কারণে, এই দ্বি-মুখিতার কারণে কিছুটা পেরেশানী পোহাতে হয়।

বিশ্লেষণঃ এই পেরেশানীটাও কল্যাণকর।

হালঃ আশপাশে এই অধমের মাধ্যমে কারোর কোনো কল্যাণ হওয়ার কোনো আশা নেই। না কেউ আমার জন্য কল্যাণকর ও উপকারী হতে পারে, না আমি কারো জন্য। এই অবস্থায় কী করা যাবে।

বিশ্লেষণঃ কেন এরূপ নিরাশ হয়ে যান যে, কারো কোনো উপকার হবে না?

হালঃ কারণ এখতেলাত ও মেলামেশার দ্বারা বিরক্তি বোধ হয়।

বিশ্লেষণঃ ঠিক আছে, নিজ থেকে মেলামেশা করবেন না। আগ্রহ নিয়ে কেউ এলে তার উপকার করার চেষ্টা করবেন।

হালঃ অধমের আকঙ্খা এই যে, নিজের ছেলেকে নিয়ে শাবান মাসের শেষে হুযূরের দরবারে হাজির হব। পুরা মাস থাকার পর ছেলেকে সাহারানপুর মাদরাসায় ভর্তি করে তারপর বাড়ি ফিরব। মা-শা-আল্লাহ্ ছেলে হুযূরের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী আর লেখা পড়ায়ও খুবই মেধাবী। হুযূরের জন্য জান ফেদা। তারও খুবই আকঙ্খা হুযূরের কাছাকাছি থাকার। যেন মাঝে মাঝে হুযূরের কদমবুসি করার সৌভাগ্য হতে থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ অসুবিধা কি। নিয়ে আসুন।

***

প্রশ্নঃ এমন কোনো এলাজ ও দুআ বলে দিন যার মাধ্যমে লোকজনের সম্পর্ক- যা ধ্বংসাত্মক, সময় নষ্টকারী ও নানাভাবে ক্ষতিকর, ছুটে যায়।

জবাবঃ কিছুদিন হিম্মত করে বাতাকাল্লুফ নিজেকে অন্যদের থেকে দূরে রাখা শুরু করুন এরপর একটা যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত অন্যদের ব্যাপারে সাবধান থাকুন। ব্যাস।

***

হালঃ কী হালাত যে লিখব! নিদারুন এক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে আছি। আমার ঘাড়ে জিম্মাদারীর বোঝা অনেক বেশি। আমার আয় উপার্জন প্রয়োজন পরিমান নয়। যার কারণে সার্বক্ষণিক পেরেশানীর মধ্যে থাকি, বোঝা হাল্কা করার মতো আর কেউ নেই। সকলেই নিজের আপন মানুষ। এ অবস্থায় যদি ভাইদের থেকে পৃথক হয়ে যাই তাহলে পেরেশানী কমে যাবে কিন্তু সেটাকে অমানবিক মনে হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ আমার কাছে তো অমানবিক মনে হয় না। একসঙ্গে থাকার কারণে খরচ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে। পৃথক হয়ে গেলে খরচ আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। প্রয়োজন বিবেচনা করে খরচ কমানোর চেষ্টা করবেন। যখনই কিছু উদ্বৃত্ত হবে অন্যদের খেদমত করবেন।

হক-হুকুক মাফ করানোর তরীকা

প্রশ্নঃ জানা-কোনো লোকের কাছে বিদায় কালে আমরা প্রায় সকলেই বলে থাকি ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করবেন। এ ধরনের রসমী ও প্রচলিত কথায় কি হুকূক মাফ হয়ে যাবে, নাকি বিশদ তফসিল-এর যরূরত হবে?

জবাবঃ ঐ হুকূক সম্পর্কে যদি শ্রোতার জানা থাকে তবে ঐ রসমী কথা যথেষ্ট। যদি জানা না থাকে তাহলে তাকে পূর্ণ তফসিল জানানো জরুরি নয়, কিন্তু এটা জানানো জরুরি যে, আপনার কিছু হক আমার দ্বারা নষ্ট হয়েছে। এভাবে বলা যথেষ্ট নয় -যদি কোনো হক আমার উপর থাকে তাহলে মাফ করে দেবেন- অথবা যা কিছু হয়েছে ক্ষমা করে দেবেন। নিজের অপরাধের স্বীকৃতি জরুরি।

www.islamfind.wordpress.com

অপ্রয়োজনীয় মেলা-মেশার এলাজ

হালঃ অপ্রয়োজনীয় এখতেলাত আল্লাহ্‌র ফযল ও হযরতের তাওয়াজ্জুহের বদৌলতে নেই। কথার ক্ষেত্রে হালাত এই যে, যখনই বলতে চাই তখনই মন বলে উঠে কী প্রয়োজন! 'ভালো মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হল অপ্রয়োজনীয় (কথা ও কাজ) বর্জন করা।' নফ্‌স তখন খামাখা অনেক প্রয়োজনীয়তা দেখায় এবং কখনো কখনো নিজের চক্রান্তের ফাঁদে ফেলে দেয় আর বুঝিয়ে দেয় যে, এতে কোনো অসুবিধা নেই।

বিশ্লেষণঃ এরূপ ত্রুটি যখন হয়ে যাবে এস্তেগফার করে নেবেন।

আল্লাহ্‌র সঙ্গে বেয়াদবীর এলাজ

হালঃ রাত তিনটায় চা ও রুটি খাই। এতে দুর্বলতা কিছুটা কমে। যিকির ও তাসবীহ কিছুটা খফী মিলিয়ে পূর্ণ করি। হুযূরের আসার একদিন পূর্বে সব তাদবীর সত্ত্বেও তাহাজ্জুদের পর খুব কান্নাকাটি করে যখন যিকির শুরু করব দেখি যে, একদম আওয়াজ বের হচ্ছে না। কফ গলা আটকে রেখেছে। ব্যাস এতেই নফ্‌স গালেব হয়ে গেল। আর আমি কমবখ্‌ত প্রচণ্ড রাগে বলে ফেললাম- এটাই যদি তোমার চাওয়া হয় তাহলে তোমার নাম নেওয়ার আগ্রহ কেন দিলে? মৃত্যু দিয়ে দাও।

বিশ্লেষণঃ হায় হায়! এতো গযব করে ফেলেছেন, মারাত্মক কথা মুখে এনেছেন। যদিও অনুশোচনা ও এস্তেগফারের মাধ্যমে পেছনের কৃত বিষয়টির কাফ্‌ফারা হয়ে গেছে। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্যও এর পথ চূড়ান্তরূপে রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে, কথাটির মূল্যোৎপাটন করার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌ তাআলার আযমত ও মহত্বকে হৃদয়ের মাঝে বদ্ধমূল করতে হবে। ইশ্‌ক ও মহব্বতের সঙ্গে কাজটি করতে হবে। আমার মতে আল্লাহ্‌র মহব্বতের ঘাটতি রয়েছে আপনার মধ্যে। যার ক্ষতিপূরণ অপরিহার্য।

হালঃ এরপর অনুশোচনা শুরু হল। হৃদয়ের প্রশান্তি নষ্ট হল। ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বারবার মন চাইতে লাগল যে, কোনো জঙ্গলে পালিয়ে যাই। হুযূরের তাশরীফ আনার পর মা'মূল হিসাবে যোহরের পর খেদমতে হাজির হলাম। খুব অস্বস্তি বোধ হল। মনে হল এখনই পালাই। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলাম। চিন্তা করতে থাকলাম যে, হুযূরের সম্মুখে হাজির থাকাই আমার রোগের এলাজ। অল্প সময়েই ঐ কাইফিয়াত মিটে গেল। দুই তিনদিন পর্যন্ত মনে একটু প্রশান্তি ছিল। এখন আবার সেই কবযের হালাত শুরু হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

যতই যিকির করতে থাকি কোনোই আছর ও প্রভাব হয় না। এমন অবস্থা হত যে, কখনো শুধু মনের একাগ্রতা, কখনো তার সঙ্গে এমন আকর্ষণ, লযযত ও কাইফিয়াত যা বর্ণনা করার ভাষা এই অধমের জানা নেই। ইতিপূর্বে যখন এরূপ কবযের হালাত হত, তখন কল্পনা করতাম যে, 'মযকূর' মওজুদ আছেন। ব্যাস এতটুকুই যথেষ্ট। যেমন কোনো মজমার মধ্যে কারো চোখ বেঁধে রাখলে মাহবূবকে দেখতে না পারার কারণে তার পেরেশানী হবে, তবে সে এই কথা ভেবে শান্তি পাবে যে, মাহবূবের কাছে আছি এবং তিনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন। এখন তো আমার হালাত এই যে, অল্পক্ষণ যিকির করলেই ভীষণ পেরেশানী এসে যায় আর খুব একাকী বোধ হয়।

বিশ্লেষণঃ মনে হচ্ছে আপনার স্বভাবে এখনো সংবেদনশীলতা ও আবেগ প্রবণতা রয়েছে। এটা খুবই আশঙ্কাজনক। উপরে যে দুঃসাহসের ঘটনা বলেছেন সেটা এরই কারণে ঘটেছে। সত্য এই যে, আদব না থাকা মহব্বত না থাকারই প্রমাণ। ইশকের চাহিদা হল বন্ধু যা করেন তাই মজা লাগে।

সিলসিলার মাশায়েখের জন্য সাওয়াব রেসানী

প্রশ্নঃ হযরত হাজী সাহেব রহ. এবং অন্যান্য বুযুর্গানে দীন যাদের মুবারক নাম শাজারার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে, যদি মাঝে মাঝে তাদের জন্য গরিব-মিসকিনকে খানা খাওয়ানোর মাধ্যমে অথবা তাদেরকে নগদ অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে ইছালে সাওয়াব করা হয়। যাতে কোনো বিশেষ মাস, তারিখ ইত্যাদির খেয়াল না রাখি বরং যখন আল্লাহ্ তাআলা তাওফীক দান করবেন তখনই করব। এই তরীকায় ইছালে সাওয়াব-এর মধ্যে কোনো সমস্যা নেই তো? যদি এতে কোনো ত্রুটি বা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে নিরাপদ ও ত্রুটিমুক্ত পন্থা জানালে সেই মতো আমল করব।

বিশ্লেষণঃ সাওয়াবের কারণ হবে। এই নিয়ত যেন না থাকে যে, এই আমলের কারণে তাদের 'আরওয়াহে তাইয়েবাহ' (পবিত্র আত্মা) থেকে ফয়েয লাভ হবে।

আমলের উপর ভরসা করা 'আবদিয়াতের' পরিপন্থী

হালঃ সুস্থতার জন্য দুআ করবেন, যেন সুস্থ হয়ে আবার কাজে লেগে যেতে পারি। কেননা পাথেয় তো একেবারেই কম।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ নিজের আমলকে পাথেয় মনে করা- যেমন আপনার কথার ইংগিতে বোঝা যাচ্ছে, আবদিয়াত ও দাসত্বের খেলাফ।

***

হালঃ দুই বছরের মেহনত ও রিয়াযত (চেষ্টা-সাধনা) দ্বারা ফলাফল লাভ হয়েছে তা আমার সফলতা ও সৌভাগ্যের স্পষ্ট প্রমাণ।

বিশ্লেষণঃ এ দাবী একেবারেই সুন্নতের খেলাফ। ফলাফলকে দাবী করছেন সাধনার কারণে অর্জিত। ঐ হাদীস স্মরণ করুন কোনো মানুষই নিজের আমলে জান্নাতে যেতে পারবে না।

এনহেমাক (মগ্নতা) এর ব্যাখ্যা

হালঃ অধমের হালাত এই যে, সর্বদাই মনে হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা হাজির নাজির। এর কারণে গোনাহের প্রতি আকর্ষণই হয় না আর হলেও তৎক্ষনাৎ দূর হয়ে যায়। কিন্তু এই হালাত সরকারী কাজ করার সময় থাকে না। এর কারণ দুনিয়ার কাজে মগ্নতা ছাড়া আর কি হতে পারে। যদি এরূপ নিমগ্ন হয়ে কাজ না করি তাহলে কাজে সময় ব্যয় হয় বেশি, অথচ কাজের কাজ কিছুই হয় না। কিন্তু সে সময় আমি উদাসীনতা ও বিস্মৃতির মধ্যেও থাকি না। কেননা যদি শয়তান কোনো ওয়াস্ওয়াসা দেয় তবে সাথে সাথেই আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ধ্যান চলে যায়, যার কারণে ওয়াস্ওয়াসা দূর হয়ে যায়। অথবা যদি নামাযের সময় হয়ে যায়। তখন উঠে বার বার ঘড়ি দেখি যে, জামাতের আর কত দেরি আছে। নাকি প্রকৃত পক্ষে এটা উদাসীনতা ও নিমগ্নতা। যাকে এ অধম বুঝতেই পারে নি। এটা যদি গাফলাত ও নিমগ্নতা হয় তাহলে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যদি না হয় তাহলে তো ভাল। হুযূর মেহেরবাণী করে জানাবেন যে, এটা কী? যেন নির্দেশনা মতো আমল করতে পারি।

বিশ্লেষণঃ এই হালাত যদি গাফলতের না হয় তাহলে এনহেমাকেরও নয়। এনহেমাক বা নিমগ্নতার জন্য গাফলাত বা বিস্মৃতি অপরিহার্য। এমনকি যদি কিছুটা গাফলাত ও বিস্মৃতিও হয় তবুও এনহেমাক ও নিমগ্নতার প্রমাণ নয়। কেননা গাফলত ও বিস্মৃতির জন্য এনহেমাক ও নিমগ্নতা আবশ্যক নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এনহেমাক পূর্ণরূপে ব্যস্ত হওয়াকে বলা হয় না, কোনো কোনো কাজের ক্ষেত্রে সেটা আবশ্যক। বরং এনহেমাক বলা হয়- আগ্রহপূর্ণ

www.islamfind.wordpress.com

ব্যাপারে ব্যস্ততাকে। সেটাও যখন দাওয়াম বা গালাবা হবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র ফযলে আপনার ক্ষেত্রে এরূপ হয় নি।

ঋণ পরিশোধের জন্য দুআ করা

হালঃ একটি দ্বিধা ও সংশয়ে খুব কষ্ট পাচ্ছি। বিষয় এই যে, অধম ঋণগ্রস্ত এবং সেটা পরিশোধের জন্য হযরতের নিকট থেকে কিছু দুআ জেনে পড়তাম, এখন আর সেই দুআ পড়তে মন চায় না। কারণ এতে মনে হয় মালের জন্য আল্লাহ্‌র নাম নিচ্ছি, মনকে যতই বুঝাচ্ছি যে, ওটাও তো দীন। মন বুঝতে চাচ্ছে না। তবে এমনিতেই আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি। এটা নফসের কোনো গোপন ষড়যন্ত্র কিনা ভেবে পাচ্ছি না।

বিশ্লেষণঃ যে বিষয়টির ব্যাপারে এই সংশয় হচ্ছে যে, নফসের ষড়যন্ত্র কিনা সেটা হুবহু এখলাস। মুবারক হোক।

হিম্মত ও সাহস-এর প্রয়োজন

হালঃ নফসানী খাহেশের গালাবা চলছে। খানার প্রতি আকর্ষণ কিছুদিন থেকে এত তীব্র যে, তার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। কয়েকবার নফল রোযা রাখতে চেয়েও শুধু এই কারণেই রাখতে পারি নি। নফসের শক্তি এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, যা খুশি তাই করছে। যতই বিরোধিতার হিম্মত করছি, কাজ হচ্ছে না। ভয় পাচ্ছি যে, 'মুবাহাত'-এর সীমা পেরিয়ে 'মুহাররামাত' (হারাম বিষয়) পর্যন্ত পৌঁছে না যায়।

বিশ্লেষণঃ হিম্মত থাকতেও ভয় কিসের।

হালঃ পূর্বে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং কর্ম চাঞ্চল্য ছিল এখন একেবারেই নেই, সার কথা এই যে, সকল হালাত আফসোস ও পরিতাপজনক।

বিশ্লেষণঃ মনে হচ্ছে তারবিয়াতুস সালিকের বিষয়বস্তুগুলো বিস্মৃত হয়ে গেছে। একেবারেই ভুলে গেছেন সব।

হালঃ নফসের অনুকূলতার সময়ে মনের মধ্যে কেমন যেন আড়াল বোধ হতে থাকে।

বিশ্লেষণঃ ধারণা প্রসূত ও কাল্পনিক আড়াল সেটা। নতুবা আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, শরীয়ত 'আড়াল' এর অনুমতি দিয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

আমলের মধ্যে ত্রুটির ভাবনা কাঙ্খিত

হালঃ নামাযের মধ্যে খুব লয্যত হাসিল হয়, অন্যান্য ইবাদতেও খুব মজা পাই।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ তাআলার শোকর।

হালঃ জনাবের মত হিসাবে কাইফিয়াতকে মাকসূদ মনে করি না। কিন্তু মাঝে মাঝে মনের মধ্যে এরূপ ওয়াস্ওয়াসা হয় যে, আমার আমল এবং তরীকায়ে আমলের মধ্যে অবশ্যই ত্রুটি আছে। মুরশিদের সোহবত ছাড়া এই ওয়াস্ওয়াসা দূর হবে না। এটাই সেই জরুরত যার এহসাস আমার মধ্যে রয়েছে এবং এর কারণেই আমি থানাভবনে থাকার আকঙ্খা পোষণ করছি।

বিশ্লেষণঃ এই ওয়াস্ওয়াসা তো সম্পূর্ণরূপে কাঙ্খিত। এমন দিন যেন জীবনে না আসে যেদিন এরূপ ধারণা হবে যে, আমার আমলে কোনো ত্রুটি নেই। অতএব এই উদ্দেশ্যে তো সোহবতের পরিকল্পনা করা উচিৎ নয়। সোহবতের বহুবিধ উপকারিতা আছে, তন্মধ্যে একটি বড় উপকারিতা এটাও যে, এই 'ত্রুটি'র ধারণা আরও প্রবল বরং প্রত্যক্ষ হয়ে যায়।

'বদ কিসমতী' বা দুর্ভাগ্য বলা আল্লাহ্র উপর দোষারোপের সামিল

হালঃ তন্ময়তা এখন খুব কমে গেছে, সরকারী দায়িত্বে কাজ কর্ম বাড়তে শুরু করেছে। অবসরের সুযোগ একেবারেই কমে গেছে। কী আর বলব! নিজেরই দুর্ভাগ্য।

বিশ্লেষণঃ এই কথায় আল্লাহ্র প্রতি দোষারোপ রয়েছে। কথাটির অর্থ দাঁড়ায় এরকম যে, আমি তো ত্রুটি করি নি, আল্লাহ্ তাআলা আমার জন্য এই ক্ষতি নির্ধারণ করেছেন। কেননা কিসমত বা ভাগ্যের মালিক তিনিই। তওবা করুন।

এশার পর তাহজ্জুদের নাওয়াফেল

হালঃ শেষরাতে না পড়ে যারা বিভিন্ন কারণে এশার পর তাহাজ্জুদের নিয়তে নাওয়াফেল পড়ে, তাদের এই নামায কি তাহাজ্জুদ হবে? এর সনদ কি? একজন আলেম অধমকে প্রশ্ন করেছে।

বিশ্লেষণঃ তাকে বলে দিন সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আজকাল হালাত এমন খারাপ যে, না তো কুরআন মাজীদ হেফ্য করতে পারছি না তার কোনো আগ্রহ দিলের মধ্যে পাচ্ছি। অথচ হেফ্য না করতে পারার কারণে মনের মধ্যে কষ্ট ও পেরেশানী থেকে যাচ্ছে। যখনই কুরআন মাজীদ নিয়ে বসছি মন খারাপ হতে শুরু করে। মনের মধ্যে দ্বিধা ও সংকোচ হতে থাকে। একথা সেকথার চিন্তা-ভাবনা মাথার মধ্যে ভিড় করে চলে আসে। কী করব! কুরআন মাজীদ বন্ধ করে দেই।

দ্বিতীয় বিষয় হল প্রায় প্রায়ই তাহাজ্জুদ নামায কাযা হয়ে যায় ঘুমের কারণে। এর ফলে সারাটা দিন মন পেরেশান থাকে। যদি ভাবি যে এশার পর আদায় করে নিব। সেটাও খুব কঠিন ও কষ্টকর বোধ হয়। মন বলতে থাকে এতবড় নিয়ামত যা আল্লাহ্ তাআলা দান করেছেন, শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার সেই অভ্যাস ত্যাগ করে অন্য সময় পড়ব? মন কিছুতেই কবুল করে না। যদিও তাহাজ্জুদ কাযা হওয়ার ঘটনা খুবই কম ঘটে। আফসোসের ব্যাপার এই যে, ইতিপূর্বে তাহাজ্জুদ কখনোই কাযা হত না। গোসলের প্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গেই সেরে নিয়ে তাহাজ্জুদ পরে নিতাম। এখন তাহাজ্জুদ প্রায়ই কাযা হয়ে যায়। এখন যদি গোসলের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে সকালে উঠে গোসল করি, আফসোস একারণেও করে থাকি। শুধুই আফসোস করি, কোনো আমল নেই। হুযূর মেহেরবাণী করে দুআ করবেন যেন কুরআন মাজীদ হেফ্য-এর আগ্রহ দৈনন্দিন বৃদ্ধি পায়। তাহাজ্জুদ, যিকির ও অন্যান্য যা কিছুই শেষরাতে করতাম, সেগুলো থেকে যেন একদম মাহরূম না হয়ে যাই।

বিশ্লেষণঃ কুরআন মাজীদ হেফ্য-এর ব্যাপারটা কিছুদিনের জন্য মূলতবি রাখুন। তাহাজ্জুদ এশার পর পড়ে নিন, শেষরাতে সুযোগ হলে আবার পড়ুন। রাতের প্রথমভাগে পড়ে নেওয়া কি মোটে না পড়ার চেয়েও কঠিন বোধ হয়?

'আ'মালে এখতিয়ারিয়া' এর জরূরত

হালঃ এখন আলহামদুলিল্লাহ্! হালাত এই যে, ওয়াস্ওয়াসা, খতরা সামান্য মনোযোগ দিলেই একদম দূর হয়ে যায়। নামাযের মধ্যেও সাধারণতঃ 'মাঈয়াত' আল্লাহ্ তাআলার সম্পর্ক প্রবল থাকে। ভাল ভাল স্বপ্ন দর্শন চলছে। রাতে হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সিদ্দীকে আকবার রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্য খোলাফায়ে রাশেদীনের যিয়ারত নসীব হয়েছে। পরে কখনো তফসীল আরয করব ইনশাআল্লাহ্।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ আ'মালে এখতিয়ারিয়া ছাড়া ঐ অবস্থাগুলোকে নির্ভরযোগ্য মনে করা উচিৎ নয়।

নামায কাযা হওয়ার জরিমানা

হালঃ বাচ্চাদের কারণে বেশিরভাগ নামায পড়া হয় না। হুযূর আমার করণীয় বলে দিন। ইনশাআল্লাহ্ হুযূরের নির্দেশ মেনে চলব।

বিশ্লেষণঃ এক ওয়াক্ত নামায কাযা হলে দুই বেলা খাওয়া বন্ধ।

নফল রোযা

হালঃ নফল রোযা রাখতে খুব ইচ্ছা হয়। হুযূর এজাযত দিলে আইয়ামে বীয (চন্দ্রমাসের ১৩,১৪,১৫ তারিখ)এবং সপ্তাহে সোমবারের রোযা রাখব।

বিশ্লেষণঃ যদি দুর্বলতা বোধ না হয় তাহলে...

সেরবী নামাযের মধ্যেও জেহরীর মতো তারতীল

হালঃ একদিন নফল নামায পড়তে পড়তে হঠাৎ ভাবনা জাগল- সেরবী ও জেহরী উভয় নামাযই একই মহান যাতের জন্য, তাহলে জেহরী নামাযে যেমন তারতীল (ধীরে ধীরে পড়া) ও অন্যান্য বিষয় খেয়াল করা হয় সেরবী নামাযে কেন করা হয় না? সুতরাং সেদিন থেকে সেরবী নামাযেও জেহরীর মতো তারতীলের খেয়াল রাখতে শুরু করেছি।

বিশ্লেষণঃ এই এলমে নাফে (কল্যাণকর উপলব্ধি) মুবারক হোক। সকল বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলা এরূপ সৎ উপলব্ধি দান করুন।

হালঃ এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। নামাযের মাঝে যদি কেউ এসে পড়ে অথবা যদি কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পাই তখন আর এই অবস্থা থাকে না। এ ছাড়া যদি অন্য কেউ পাশে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করে, তবে তার নামাযের দিকে মনোযোগ চলে যায়। খেয়াল হয় লোকটি কিভাবে তাড়াহুড়া করছে। জেহরী নামাযে শব্দের প্রতি খেয়াল করে কখনো কখনো মন কোমল হয়ে যায় কিন্তু সেরবী নামাযে সেটা হয় না। তবে যতক্ষণ তারতীলের সঙ্গে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে পড়তে থাকি ততক্ষণ উৎসাহ-উদ্দীপনা অব্যাহত থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ওটা স্বভাবগত আছর বা প্রভাব। ক্ষতির কারণ নয় তবে এখতিয়ারী কোনো আমল (অর্থাৎ পাশে এসে কেউ নামায শুরু করার পর ইচ্ছাকৃত তার প্রতি মনোযোগ...) যেন না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। 'তারতীল' তো এখতিয়ারী বিষয়। সুতরাং এহতেমামের সঙ্গে সেটা মেনে চলা উচিৎ। তাকাল্লুফের সঙ্গে হলেও।

তাহাজ্জুদ পড়ার তাগিদ

হালঃ নির্জন, একাকী থাকার কারণে তাহাজ্জুদের সময় ঘুম ভাঙে না। যার কারণে এই দৌলত থেকে মাহরূম থেকে যাচ্ছি। যেমন কোনো আল্লাহ্ ওয়ালা মধ্যরাতের মজা পেয়ে বলেছেন-

نہ جاگنے میں ہے لذت سوئے میں

مزہ جو آتا ہے پچھلے پہر کے رونے میں

অর্থঃ আহা! কিযে মজা শেষ প্রহরের ক্রন্দনে! পাবে তা কোথায় নিদ্রায় কিংবা জাগরণে।

যার ফলে আফসোস হয় যে, এখানে থেকেও যখন এই হালাত তাহলে বাড়িতে কী হবে! কিন্তু এই বরকতময় স্থানে ঘুমানোর সৌভাগ্য এবং অনুশোচনা ও আফসোসের কারণে অবিরাম অশ্রুপাত করছি।

বিশ্লেষণঃ তাতে কোনো কাজ হবে না। এর ক্ষতিপূরণ করা জরুরি। নতুবা ঘুমের স্থান পাল্টে ফেলতে হবে। সেখানের ভিন্ন ব্যবস্থা করা হবে।

এ'তেকাফের আমল

হালঃ এ'তেকাফের সময় কোন্ আমল বেশি করব? যিকির, তিলাওয়াত না নাওয়াফেল?

বিশ্লেষণঃ দিনের বেলা তিলাওয়াত আর রাতে নাওয়াফেল।

হালঃ দাওয়াতে আবদিয়াত পড়তে থাকব কিনা?

বিশ্লেষণঃ অবশ্যই।

হালঃ কুরআন মাজীদ, বেহেশ্তী জেওর এবং ফারসী কিতাবের সবক চলছে, সেগুলো পড়ব নাকি এই চল্লিশ দিনের জন্য ছেড়ে দিব?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ হাঁ, ছেড়ে দাও।

দালায়েলুল খায়রাত পড়া

হালঃ হযরত প্রথমে যে শাজারা ছেপেছিলেন, তাতে লেখা ছিল যোহরের পরে দালায়েলুল খায়রাতের এক মনযিল পাঠ করতে হবে। এই অধম বান্দি তখন থেকেই পড়ছে। এখন আল এমদাদের মধ্যে দেখলাম দালায়েলুল খায়রাত যত সময় পড়বে ততক্ষণ অন্য কোনো দরূদ পড়া অধিক উত্তম। এটা দেখার পর পূর্বের মতো ভক্তি আর নেই। যত সময় দালায়েলুল খায়রাত পাঠ করি, অন্য কোনো দরূদ তত সময় ধরে পড়া তো কঠিন কিছু নয় কিন্তু দৈনিক অত সময় বসাই তো কঠিন। হযরত যেমন বলবেন তেমনই করব।

বিশ্লেষণঃ যদি দৈনিক এটা করা মুশকিল হয়, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য দালায়েলুল খায়রাত এর এক মনযিল পড়াই যুক্তিসংগত।

আত্মহারা না হওয়া ক্ষতিকর নয়

হালঃ খুব চেষ্টার পর শুধুমাত্র পরশুদিন তিলাওয়াতে কুরআনের পর গোনাহের কথা চিন্তা করে আযাবেরও খেয়াল জাগল। খুব অনুনয়-বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা-এস্তেগফার করলাম। তেমনি গেল রাতে একটার সময় দুরাকাত নফল পড়ে এস্তেগফার করলাম। কষ্ট করে কান্নার ভাব তৈরী করেছিলাম। এস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের জন্য যে আত্মহারা ও বিভোর হয়ে যাওয়া, সেটা এখনো পর্যন্ত হয় নি।

বিশ্লেষণঃ ওইটা না হওয়া ক্ষতিকর নয়।

নামাযের সময়ে কল্পনা

হালঃ অধমের হালাত আল্লাহ্‌ তাআলার ফযলে এবং হযরত ওয়ালার বরকতে এমন হয়ে গেছে যে, সারাক্ষণ যেন আল্লাহ্‌ তাআলা সামনে আছেন। মন চায় না যে, আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ বলা শেষ করি। ঘুমের সময় 'আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌' করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি। কখনো কখনো নামাযের মধ্যে একটি সাদা রোশনি দেখতে পাই, তখন এক ধরনের প্রফুল্লতা বোধ হয় এবং খুব বেশি একাগ্রতা তৈরী হয়। এমন কল্পনা আসে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যেন খুব কাছে আছেন। যেন পায়ের উপর সেজদা করছি। হযরত ওয়ালা! এটা কেমন হাল?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ মাহমূদ ও প্রশংসনীয়।

হালঃ এরূপ কল্পনা কী করব?

বিশ্লেষণঃ কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ঐ রকম আক্বীদা রাখা যাবে না।

তাশাহ্হুদের সময় কল্পনা

হালঃ তাশাহহুদ পড়ার সময় কী ভাবতে হবে? যেমন اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ (আত্তাহিয়্যাতু...) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য।
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ (আসসালামু...) আল্লাহ্ তা'আলার বক্তব্য اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصّٰلِحِيْنَ (আসসালামু আলাইনা...) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য। اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (আশহাদু আন...) নিজের বক্তব্য ভাবতে হবে নাকি অন্য কোনো তরীকা আছে?

বিশ্লেষণঃ সব বক্তব্যই নিজের পক্ষ থেকে ভাবা সর্বোত্তম।

পীরের কাছে দুআ চাওয়া

হালঃ যদিও সব সময় দুআ চাই এবং হুযূর বলেন দুআ করছি কিন্তু আমার সব সময়ই মনে হয় যে, হুযূরের কত খাদেমের একই নাম রয়েছে, কিভাবে মনে থাকবে কোন্ আব্দুল আযীয। দুআর জরূরত আমার সর্বাধিক। আপনার দুআ চাই। আল্লাহ্র ওয়াস্তে অবশ্যই দুআ করুন হালাত খুবই খারাপ।

تم نے کبھی نہ بھول کے بھی یاد کر لیا
ہم نے تمہاری یاد میں سب کچھ بھلا دیا

ভুলেও কখনো করনিকো মনে আমার কথা তুমি,
তোমার স্মরণে অন্য সব কিছু ভুলেই গেছি আমি।

বিশ্লেষণঃ চিঠি হাতে পাওয়ার পর তো বিশেষভাবে দুআ অবশ্যই করে থাকি আর অন্য সময় আমার মুহিব্বীন, মুতাআল্লিকীন সকলের জন্য আমভাবে দুআ করি। কেননা বিশেষভাবে মনে থাকা বাস্তবিকই কঠিন। কিন্তু 'আম' এর মধ্য

www.islamfind.wordpress.com

থেকে খাস লোকদের কথা আল্লাহ্ তাআলার তো অজানা নয়। তিনি সকলের জন্য দুআকে কবুল করতে সক্ষম।

***

হালঃ হুযূর! আমার মন চায় যে, আপনি এই কথাটি লিখে দেবেন- 'আমি চাই বিনা হিসাবে তোমার মাগফেরাত হয়ে যাক। এতে আমার দুশ্চিন্তা দূর হবে। মনে শান্তি পাব। কেননা তখন ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলার ফযল ও করুণা হয়ে যাবে। কেননা আপনার চাওয়া আল্লাহ্রই চাওয়া।

تو چنیں خواہی خدا خواہد چنیں - میدہد نزداں مراد متقیں

তুমি যেমন চাও আল্লাহ্ তাআলা তেমনই চান,
কারণ তিনি মুত্তাকীদের আকাঙ্খা পূর্ণ করেন।

বিশ্লেষণঃ নিঃসন্দেহে আমি তেমনই চাই, আমার নিজের, তোমাদের এবং সকল শুভাকাঙ্খীর জন্য।

পীরের চেহারা কল্পনা করা

হালঃ অধম বান্দা যতই আপনার ছবি মনের মধ্যে স্থির করে নিতে চাই মাত্র দু-চারদিনের জন্য এরূপ হলেও এরপর আর ঐ চেহারার কথা স্মরণই থাকে না। এর কারণ কী? আমার জন্য উপযোগী তাদবীর জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ কস্মিনকালেও এরূপ চিন্তা করবেন না। এটা আমার তরীকার একদম পরিপন্থী।

***

প্রশ্নঃ যিকির করার সময় পীরের কল্পনা আসা কেমন? এতে কোনো অসুবিধা নেই তো?

জবাবঃ যদি আপনার ইচ্ছা ও চেষ্টা ছাড়াই আসে তাহলে অসুবিধা নেই। কিন্তু ইচ্ছাকৃত এরূপ কল্পনা করা উচিৎ নয়। এটা আমাদের তরীকার খেলাফ।

***

হালঃ পূর্বের চিঠিতে উল্লেখ করতে ভুলে গেছি, বিষয়টি এই যে, যখন যিকির শুরু করি তখন হযরত ওয়ালার ভাবনা এসে যায়। যেমন মনে হয় যে,

www.islamfind.wordpress.com

'আল্লাহ্ তাআলার কতবড় করুণা যে এমন একজন বুযুর্গের জামানা পেয়েছি।' অথবা মনে হয় যে, 'অমুক বিষয় চিঠিতে জানানো উচিৎ; এই ধরনের বিভিন্ন ভাবনা ও চিন্তা হুযূরকে কেন্দ্র করে চালু থাকে। আমি মনে করি অন্য আজে-বাজে চিন্তা আসার চেয়ে তো ভাল। এমনিভাবে তিলাওয়াতে কুরআন মাজীদের সময় আপনা-আপনি হযরতের চেহারা মনের মধ্যে ভাসতে থাকে। এ বিষয়টি কেমন?

বিশ্লেষণঃ কোনো অসুবিধা নেই যেহেতু অনিচ্ছাকৃত এরূপ হচ্ছে। কোনো কোনো প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত হলেও অসুবিধা নেই। যেমন দীনী কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করার চিন্তা করার সময়।

এশার নামাযের পর তাহাজ্জুদের নিয়তে নাওয়াফেল পড়া

প্রশ্নঃ জনাব মুহাম্মদ আলী সাহেব নিজের সহোদর ভাই ইমামুদ্দিন সাহেবকে বলেছেন- কুরআন-হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদ শুধুমাত্র শেষরাত্রে পড়াটাই প্রমাণিত। রাতের প্রথম ভাগে এশার পরে যে তোমরা পড়ে থাক সেটা বিদআত এবং অবশ্যই ছেড়ে দাও। একথা শুনে তিনি এশার পর তাহাজ্জুদের নিয়তে নফল পড়া মওকুফ করে দিয়েছেন। তাছাড়া মুহাম্মদ আলী সাহেবের সঙ্গী-সাথী অন্য লোকেরাও এশার পরে তাহাজ্জুদের বিরোধী, আপত্তিকারী, বিস্ময় প্রকাশকারী, সমালোচক। সুতরাং পূর্ণ আদবের সঙ্গে নিবেদন জানাচ্ছি এ বিষয়ের হাদীস ও ফেকহী হুকুম এবং এশার পর নফল পড়া সুন্নত না মুস্তাহাব ইত্যাদি বিষয়াবলী সনদসহ উল্লেখ করলে সারাজীবনের জন্য কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ থাকব এবং ঐ সকল ব্যক্তিকে নিশ্চিন্ত ও নীরব করে দিতে পারব এবং সকল পীর ভাইকে আমলের উদ্দেশ্যে অবগত করব।

জবাবঃ বিখ্যাত ফতোয়াগ্রন্থ দুররূল মুখতারে রাতের নামায আলোচনায় উল্লেখ রয়েছে-

فى الدر المختار – وصلوة الليل الى قوله ولو جعله اثلاثا فالاوسط افضل وانصافا فالأخر افضل – فى رد المحتار روى الطبرانى مرفوعا لابد من صلوة بليل ولو حلب شاة وماكان بعد صلوة العشاء فهو من الليل – هذا يفيد ان هذه السنة تحصل بالتنفل بعد صلوة العشاء قبل النوم – (جلد-1 صفحة- 715)

www.islamfind.wordpress.com

এতে তাহাজ্জুদ শেষরাতে ও মাঝরাতে উত্তম হওয়া এবং প্রথমাংশে বৈধ হওয়া বোঝা যায়। তাবারানীর রেওয়ায়াতে তো এশার পরে তাহাজ্জুদের কথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। যে বিষয়ে ফতোয়ায়ে শামীতে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে। যাই হোক, এটা বোঝা গেল যে, বিষয়টি সনদহীন নয়। কোনো ব্যক্তির যদি আফযাল বা উত্তমের হিম্মত না হয় তবে একেবারে বাদ দেওয়ার চেয়ে জায়েযের উপর আমল করে নেওয়াই উত্তম।

প্রশ্নঃ অধম মৌলবী... সাহেবের আপন মামাতো ভাই এবং ভগ্নিপতিও। হুযূর আমাদের শহরে শুভাগমনের সময় অধম হুযূরের কাছে বাইআতের আগ্রহ পেশ করেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা সম্ভব হয় নি। হযরত বলেছিলেন কিছুদিন তওবা-এস্তেগফার কর। নিয়মিত নামায পড়, সাধ্যমতো চেষ্টা চালাও যেন নামায কাযা না হয়। তাহাজ্জুদের ব্যাপারেও হুযূর বলেছিলেন অবশ্যই যেন তাহাজ্জুদের পাবন্দি করি। এছাড়া বারো তাসবীহ, কালেমা তাইয়্যেবার যিকির করতে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে বলেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্! হুযূরের মুবারক যবান থেকে নসীহতের কথাগুলো বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভাব সৃষ্টি করেছে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কোনো নামায কাযা হয় নি। আল্লাহ্র কাছে মনে প্রাণে প্রার্থনা করছি যে, এর উপর টিকে থাকার নেক তাওফীক যেন দান করেন। তাহাজ্জুদও নিয়মিত হচ্ছে অতঃপর হুযূরের নির্দেশনা মতো অযীফাও নিয়মিত চলছে। এই দীর্ঘ সময়ে চার-পাঁচদিন দুর্ভাগ্যক্রমে প্রবল ঘুমের চাপে তাহাজ্জুদ আদায় করতে পারি নি। হুযূর মাঝে মাঝে হালাত জানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেটা পালনের উদ্দেশ্যেই এই চিঠি পাঠালাম। আশা করি জবাব দিয়ে অধমকে সৌভাগ্যবান করবেন।

জবাবঃ আপনার পাবন্দির কথা শুনে খুব খুশি লাগল। ঐ গুলোর পাশাপাশি বেহেশতী জেওর, বেহেশতী গওহর, এসলাহুর রুসূম ও কসদুস সাবীলের মুতালাআ এবং আমল চালু রাখুন। হালাত জানাতে থাকুন। হঠাৎ হাঠাৎ ঘুম না ভাঙলে সূর্য উদয়ের পর পড়ে নেবেন। আর যদি আল্লাহ্ না করুন প্রায়ই বাদ যায় তাহলে এশার পর পড়ে নেওয়া ভাল। শেষরাতে ঘুম ভাঙলে আবারো পড়বেন।

***

হালঃ বর্তমানে মা'মূল এই যে, সকালে আধাপারা কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত এক মনযিল মুনাজাতে মকবুল পড়ি। দুইশবার নফী-এসবাত

www.islamfind.wordpress.com

এবং ছয়শবার এসমে যাতের যিকির করি। চার রাকাত এশরাক পড়াও চালু করেছি। বাদ মাগরিবও একই পরিমান নফী-এসবাত ও এসমে যাতের যিকির করি। এশার পর তাহাজ্জুদ চার রাকাত পড়ি।

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ্ যথেষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ। কাফী ও ওয়াফী।

***

হালঃ সব সময় আমার অভ্যাস ছিল রাতে ঘুম ভাঙলে উঠতে অলসতা হত না। ঘুমের কারণে কাজ না করতে পারলেও সর্বদাই উঠে পড়ার অভ্যাস যথারীতি ছিল কিন্তু এবার নতুন বিষয় হল এই যে, কয়েকবারই ঘুম ভাঙল অথচ উঠতে পারলাম না। দুবার নফল ছুটল আর একবার বেতের কাযা হল। নিজের চিন্তা-ভাবনায় যেটাকে কারণ মনে হল, সেটা এই যে, পূর্বের তুলনায় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাওয়ার কারণে যখন ঘুম ভাঙে, তখন নফস বলে দ্রুত ঘুমিয়ে যাওয়ার কারণে অনেক আগেই ঘুম ভেঙ্গেছে। এখনো সময় অনেক আছে। ব্যাস এরপর গাফলত পেয়ে বসেছে। এরপরে রাতে বিলম্বে ঘুমালাম। মাথায় চিন্তা থেকে গেল। ভাবলাম দেখি আজ ঘুম ভাঙে কিনা। খুব ভাল সময়ে ঘুম ভাঙল। এভাবেই যদি কাজ হয়ে যায় তবে ভাল। না হয় পরে আবার জানাব।

বিশ্লেষণঃ এ পদ্ধতি স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর। এরূপ করবেন না। যদি তাহাজ্জুদ হঠাৎ ছোটে তাহলে সূর্যোদয়ের পর আদায় করে নেবেন। তবে বেতের এশার পর পড়ে নেওয়াটাই ভাল সেক্ষেত্রে। যদি বেশিরভাগ রাতে ছুটে যায় তাহলে সব মা'মূলাতই এশার পর আদায় করে নেবেন।

***

হালঃ শর্দি-কাশি অথবা অন্য কোনো রোগের কারণে অথবা ক্লান্তির কারণে রাতে তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে উঠার নিয়ত করি না। এশার পর নফল পড়ে অথবা না পড়েই ঘুমিয়ে যাই। জরুরতবশত এরূপ করা উত্তম কিনা?

বিশ্লেষণঃ উত্তম কিনা না বলে বলুন জায়েয কিনা। জায়েয না জায়েযের ব্যাপারে তাহকীক করুন। সেটাই যথেষ্ট। সকল কাজই উত্তম হিসাবে করেন কি?

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ রাতে তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে উঠা ভীষণ কষ্ট মনে হয়। আজকাল তো রমাযান শরীফের বরকতে সেহরীর কারণে উঠতেই হয়। তারপরও নফসের কষ্ট হয়ে যায়। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরও উঠে বসতে চোখ থেকে ঘুম তাড়াতে পাঁচ-দশ মিনিট আরো কেটে যায়। এইসব কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য নফসের অলসতা দূর করার জন্য হুযূরের দুআ চাই।

বিশ্লেষণঃ এশার পর তাহাজ্জুদ পড়ে নেবেন।

হালঃ আমিও ইনশাআল্লাহ্ হিম্মত করব। কিন্তু হুযূরের দুআ ছাড়া হিম্মতে কোনো কাজ হচ্ছে না। প্রতিদিনই কষ্ট পাই, আফসোস করি, সংকল্প করে ঘুমাই কিন্তু দ্রুত উঠে পড়ার ক্ষমতা থাকে না। আমার অবস্থা এত খারাপ বাড়ির গৃহিনীরা নিজে নিজে আমার পূর্বে জেগে যায়। রান্না-বান্না করে। আমাকে জাগাতে সাহস পায় না। ভীষণভাবে লজ্জিত। মেহেরবানী করে আমার জন্য দুআ করুন। গাফলাত ও উদাসীনতার সাগরে ডুবন্ত এই অধমকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কূলে পৌছে দিন।

বিশ্লেষণঃ আর যদি এই লজ্জা ও অনুশোচনাই হয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কূলে পৌছার পথ?

***

হালঃ হুযূরের প্রতি উৎসর্গীত এই অধমের সর্বদা ইচ্ছা এই যে, তাহাজ্জুদ ও যিকির-এর উপর যেন সদা অবিচল থাকতে পারি। দুনিয়ার কোনো কিছুই অর্জনের জন্য এর চেয়ে বেশি চিন্তা করি না। আরো একটি বিষয় ভাবি যে, তাকদীর বা ভাগ্য লেখার কলম তো সব কিছুই লিখে শেষ করে ফেলেছে। কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। আমার কিসমতে যতটুকু নৈকট্য আছে তা হাসিল হবেই। শুধুমাত্র সঠিকভাবে চল এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর হাদীসের নির্দেশমতো আমলের উদ্দেশ্যে দুটি বিষয়ের এরাদা রাখি। কিন্তু তাতেও এমন ক্ষতি হয় যে সপ্তাহের মধ্যে দুই-তিনদিন ঘুম ভাঙে না আর দিনের পড়ানোর কাজে এত ব্যস্ততা থাকে যে পরে আর কাযা করার মতো হিম্মত থাকে না। এজন্য মনে থাকে খুব কষ্ট। দুআ ও দিক নির্দেশনা প্রার্থী।

বিশ্লেষণঃ যেই মহান পবিত্র সত্তা এরশাদ করেছেন 'সঠিক ভাবে ও মধ্য পন্থায় চলার জন্য' তিনিই এরশাদ করেছেন 'ঘুমিয়ে থাকলে অপরাধ নেই', অপরাধ হল জাগ্রত অবস্থায়। অতএব 'আকলীগম' না হওয়া উচিৎ অর্থাৎ

www.islamfind.wordpress.com

আকল ও বুদ্ধির বিচারে চিন্তিত হওয়া উচিৎ নয়। বাকি থাকল তবয়ী বা স্বভাবগত চিন্তা। সেটা তো খোদ একটা মুজাহাদা। ওটাকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করার কী প্রয়োজন? অবশ্য কাযা হিসাবে আদায় করার ব্যাপারটা এখতিয়ারী। এক্ষেত্রে ত্রুটি হলে 'আকলী গম' হওয়াই উচিৎ এবং সেটাই মাতলূব ও কাঙ্খিত। এই ত্রুটির প্রতিরোধ ব্যবস্থা এই যে, এশার পর সব মা'মূল আদায় করে নিন, যদি শেষরাতে ঘুম থেকে জাগতে পারেন তাহলে আবার পড়ুন।

আমলের মধ্যে ত্রুটির কারণ

প্রশ্নঃ বর্তমানে মনে হচ্ছে, ইতিপূর্বে যেটা লিখেছিলাম 'যদিও আমার আমল নেই কিন্তু আকীদা আমার হযরতদের মতো' সেকথাটি ঠিক নয়। আমার আকায়েদও হযরতদের সমপর্যায়ের নয়। নইলে আমলের ত্রুটি হবে কেন? অবশ্য এ ব্যাপারে দ্বিধা আছে। জানি না এটা ঠিক কিনা।

জবাবঃ আমলের ক্ষেত্রে ত্রুটি আকায়েদের ত্রুটির কারণে নয়, আহওয়ালের দুর্বলতার কারণে। এতে কোনো দ্বিধা করবেন না।

তাহাজ্জুদের নামাযে চক্ষু বন্ধ করা

প্রশ্নঃ বেশিরভাগ সময় তাহাজ্জুদ নামায চক্ষু বন্ধ করে পড়তাম আর অন্যান্য নামাযে হঠাৎ হঠাৎ। মাওয়াযেয় পড়ে জানলাম যে, চক্ষু খুলে নামায পড়া সুন্নত। এখন চক্ষু খুলেই সব নামায পড়ি। কিন্তু অভ্যাসের কারণে চক্ষু বন্ধ করে পড়তে মন চায়। আর ঐ অবস্থায় নামাযের মধ্যে আগ্রহ বেশি বোধ হয়। এখন হুযূর যেভাবে বলবেন।

জবাবঃ যে ব্যক্তি মুবতাদী অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরের মুরীদ, তার জন্য উভয়টাই বৈধ। দুটোরই অনুমতি আছে।

তাহাজ্জুদে ফরয, সুন্নতের চেয়ে অধিক একাগ্রতার হেকমত

প্রশ্নঃ হযরত! ফারায়েয, ওয়াজিবাত ও সুনানে মুআক্কাদাত এর চেয়ে তাহাজ্জুদ নামাযে অধিক পরিমানে একাগ্রতা তৈরী হয়। জানতে চাই এটা শয়তানী ধোকা নয় তো?

জবাবঃ এতে কোনো ধোকাবাজী নেই। এটা স্বভাবগত বিষয়। যে কাজটি বাধ্যতামূলক নয়, সেটা করে আনন্দ লাগে। মনে হয় বিরাট দৌলত আমার

www.islamfind.wordpress.com

নসীব হয়েছে, যা আমার জিম্মায় ছিল না সেটা করার তাওফীক হয়েছে। আর যে কাজ জরুরি হিসাবে করণীয়, সেটা করার সময় মনে হয় এটা তো ছিল অবশ্যকরণীয়, এমন কীইবা করলাম। সুতরাং স্বভাবগত বিষয় সমূহের ক্ষেত্রে মানুষ মা'যূর।

তাহাজ্জুদের বিশেষ কোনো তরীকা নেই

প্রশ্নঃ তাহাজ্জুদের জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে কোন্ তরীকার কথা বলেছেন? কীভাবে আদায় করা উচিৎ?

জবাবঃ কোনো বিশেষ তরীকার কথা বলেন নি। অন্য নামাযের মতোই এটাও পড়তে হবে।

তাহাজ্জুদ নামাযের পর ঘুমানো

হালঃ তাহাজ্জুদ নামাযের পর অযীফা পূর্ণ হয়ে গেলে ফজরের আযান দেই, তারপর ক্লান্তির কারণে অল্প সময় অর্থাৎ বিশ-পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত ঘুমাই। মুসল্লিরা এসে গেলে উঠে নামায আদায় করি। এ বিষয়ে হুযূরের নির্দেশনা জানতে চাই।

বিশ্লেষণঃ কোনো অসুবিধা নেই বরং জামাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা যদি না থাকে তাহলে এরূপ করাটাই সঙ্গত।

পার্থিব উদ্দেশ্যে রোজা রাখা আবদিয়াতের খেলাফ

প্রশ্নঃ ওযু নষ্ট হয়ে যায়। প্রায় একমাস-কাল ধরে অধম রোযা রাখা শুরু করেছে। আমার মাতা-পিতা-স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে কেন এভাবে রোযা রাখছি? আমি বলি এর মাধ্যমে ওযু নষ্ট হওয়ার রোগ ভাল হয়ে যায়। আর মনে মনে বলি যতদিন আমার ঋণ পরিশোধ না হবে। আল্লাহ্‌র কাছে অভাব দূর করার প্রার্থনা জানাই। ভাবি অভাব দূর না হওয়া পর্যন্ত সারাজীবন রোজা রাখতেই থাকব। এতে কোনো শয়তানী বা নফসানী কিছু নেই তো?

জবাবঃ শুধুমাত্র এই মাকসাদ অর্জনের জন্য রোযা রাখা এখলাস ও আবদিয়াতের পরিপন্থী।

www.islamfind.wordpress.com

গাফলত ও উদাসীনতার হাকীকত

হালঃ আপনার কিতাবাদিতে দেখতে পাওয়া যায় যে, গাফলতের কারণে কলবের নূরানিয়্যাত দূর হয়ে যায়, তো গাফলত মানে কী? এর মানে কি আল্লাহ্‌র ধ্যান ও আকর্ষণ দিল থেকে বের হয়ে যাওয়া? তাহলে কি এই ধ্যান সে সময়ও চালু থাকবে যখন জীবিকার কোনো কাজে লেগে থাকে। কেননা তখন তো মনোযোগ সেই কাজেই নিবদ্ধ থাকে।

বিশ্লেষণঃ গাফলত মানে কর্মহীন অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা থেকে অমনোযোগী থাকা এবং বিনা ওযরে এমন পেশা গ্রহণ করা, যা তাঁর ধ্যানের ও স্মরণের জন্য প্রতিবন্ধক।

কলব 'পাষাণ' হওয়ার ওয়াস্‌ওয়াসার এলাজ

হালঃ অধম পাষাণ হওয়ার মানে যা বোঝাতে চায়, তা হল যেমন- অনেককে দেখি নামাযের মধ্যে কেঁদে ফেলে, কুরআন শরীফ পড়তে পড়তে কেঁদে ফেলে, ওয়াযের মধ্যে শাস্তির কথা শুনেও কাঁদে। অথচ অধমের এরূপ কোনো ক্ষেত্রেই কান্না আসে না, মন কোমল হয় না। এই হালাত যদি গায়রে মাহমূদ হয় তাহলে এর জন্য এলাজ জানতে চাই।

বিশ্লেষণঃ এগুলো গায়রে এখতিয়ারী বিষয়। এসব ক্ষেত্রে গায়রে মাহমূদ এর প্রয়োগই হয় না।

হালঃ আনুগত্যের প্রতি স্বভাবগত আকর্ষণ তৈরি হয় না। ইচ্ছাকৃতও না। এমনিভাবে গোনাহের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা তৈরী হয় না।

বিশ্লেষণঃ স্বভাবগত আকর্ষণ ও ঘৃণা মাতলূব নয়। আকর্ষণ ও ঘৃণা এতে'কাদী (বিশ্বাসগত) পর্যায়ে হলেই যথেষ্ট। এটাই অর্জনের নির্দেশ রয়েছে। বিশ্বাসগত আকর্ষণ ও ঘৃণা অনুযায়ী চলতে চলতেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বভাবগত আকর্ষণ ও ঘৃণাও তৈরী হয়ে যায়। যদি না হয় সেটাও ক্ষতিকর নয়।

তাওয়াজ্জুহ ও তাসাররুফের চেয়ে আমলের গুরুত্ব অধিক

হালঃ দশ বছর পেরিয়ে গেল, অধম হযরতের খেদমত থেকে বিদায় হয়ে এসেছি। সেই তখন থেকেই অধমের দিলের মধ্যে এই পেরেশানী রয়েছে যে, বেশিরভাগ পীর-মুর্শিদকে দেখা যায় বাতেনী তাসাররুফের মাধ্যমে মুরীদদের

www.islamfind.wordpress.com

দিলে নানান কাইফিয়াত এলকা (প্রক্ষেপন) করে দেন। এতে মুরীদদের বিশ্বাস খুব দৃঢ় হয়ে যায়, হিম্মত বেড়ে যায়। খাকসার এতদিন এই গোপন ইচ্ছা কখনো প্রকাশ করে নি। এখন বাধ্য হয়ে শত বিনয় ও মিনতির সঙ্গে নিবেদন করছি- হযরত মেহেরবানী করে তাওয়াজ্জুহে বাতেনী দ্বারা যদি এই হতভাগার খবর না নেন তাহলে এই অসফল বান্দা দুনিয়া-আখেরাতে অসফল ও ব্যর্থই থেকে যাবে।

বিশ্লেষণঃ উদ্দেশ্য সিদ্ধির তরীকা কি শুধু ১) তাওয়াজ্জুহ ও তাসাররুফের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? ২) নিজে আমল ও চেষ্টা করলে কি উদ্দেশ্য পূরণ হয় না? ১) হলে দলিল কী? ২) হলে ... মেহেরবানী করে... আবেদনের উদ্দেশ্য কী?

তারবিয়াতুস সালিক মুতালাআর তারগীব

হালঃ হযরতের নির্দেশের আলোকে 'অবসর আলেমের অযীফা' শুরু করে দিয়েছি।

বিশ্লেষণঃ ভাল করেছেন। আল্লাহ্ বরকত দিন।

হালঃ তারবিয়াতুস সালিক মুতালাআ করে চিন্তা দূরে হয়ে যাচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্!

হালঃ কারণ ঐ কথাটি 'করে যান, অবশেষে এখলাসের সময় আসবেই।'

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ্ তাআলা।

হালঃ এমনকি এখন আর নোট লিখতেও দিল চাচ্ছে না। মুতালাআ আমাকে এতটাই বে-ফিকির করে দিয়েছে।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্।

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্, আমার তো মনে হচ্ছে লাভ-হচ্ছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন আসলেই কি-তাই নাকি ভুল ধারণা?

বিশ্লেষণঃ ভুল নয়।

হালঃ যে সকল আশঙ্কা, সংশয়, পেরেশানী ছিল, মুতালাআর মাধ্যমে দূর হয়ে গেছে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ঠিকই আছে।

হালঃ একটি ধারণা হচ্ছে যে, কোনো কোনো ব্যক্তিকে আপনি বলেছেন- লিখ। আমার এটাই মনে হচ্ছে যে, মানুষের স্বভাব বিভিন্ন রকম। কারো জন্য লেখাটাই মুনাসিব। আবার কাউকে বলেছেন চিন্তা নেই। এখন যিনি শুধুই মুতালাআ করছেন আপনার কথায় তার মধ্যেও শান্তনা এসে যাচ্ছে যে, চিন্তার কিছু নেই। মুতালাআ চলতে থাক। নোট লেখার জরুরত নেই। আলহামদুলিল্লাহ্! এখন আমার মুতালাআ খতম হয়ে গেছে। এখন হুযূরের নির্দেশনা জানতে চাই।

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ্ আপনি বুঝেই ফেলেছেন। তারপরও নিরাপদ ও সতর্ক পন্থা এটাই যে, যদি কোনো সন্দেহ ও দ্বিধা তৈরী হয়ে থাকে এবং সেই সন্দেহ ও দ্বিধা তারবিয়াত মুতালাআ করে দূর হয়ে থাকে তাহলে সেই সন্দেহের বিবরণ এবং সেটা কিভাবে কী পড়ে দূর হল, এই দুই বিবরণ লিখে জানালে আমার একটু বেশি তাসাল্লী হবে যে, মা-শা-আল্লাহ্ আপনি যথেষ্ট বুঝেছেন। তারবিয়াতের কিছু অংশ 'আল ইমদাদে' ছাপা হয়েছে, আরো কিছু অংশ লেখা চলছে। সবখানি পড়ুন। ওটা বিস্ময়কর কিতাব।

***

প্রশ্নঃ যেসব বিষয় আমার হালের অনুকূল জানতে পারব সে অনুযায়ী কি আমল করতে পারব।

জবাবঃ তারবিয়াতুস সালিক বারবার গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে থাকুন। সেটা খুবই উপকারী কিতাব। তখন আরো অনেক প্রকার উপকারিতা অনুভব করতে পারবেন।

***

হালঃ হুযূরের হুকুম মতো মাওয়ায়েয এবং তারবিয়াতুস সালিক মুতালাআ করছি। মাওয়ায়েয তো কিছু কিছু মুতালাআ সবসময়ই করতাম। তারবিয়াতুস সালিকও পড়তে ইচ্ছা হত কিন্তু এতদিন সেটা না পড়ার কারণ ছিল এই যে, আমার ধারণা তৈরী হয় দ্রুত এবং অতি দ্রুত তার পরিবর্তন আসে। আমি মনে করতাম যে, এটা পড়লে কারো কোনো হালাত জেনে আমার ধারণা হতে পারে যে, আমার মধ্যে ঐ সিফাত আছে, আর সে হিসাবে হুযূরকে ভুল হালাত জানিয়ে বসব। তবে ঐ ধারণা এখন আর নেই। দূর হয়ে গেছে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এরূপ ধারণাকে আমল দেবেন না। এ ধরণের সম্ভাবনা তো কিতাব পড়া ছাড়াও হতে পারে। কেননা ধারণার উৎস শুধু কিতাব নয়। মানুষ যখন রীতিমতো কাজ করে আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য পথ খুলে দেন এবং এ ধরণের ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে দেন।

একাগ্রতার প্রয়োজন

হালঃ আমার সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে, সাহসহীনতা ও অলসতার কারণে পাবন্দি ও নিয়মতান্ত্রিকতা নেই। অবস্থা এই যে, প্রতি মাসে নতুন সময়সূচী তৈরী করি; সে অনুযায়ী কাজ শুরুও করি কিন্তু দুই-তিনদিন পর কোনো সামান্য ওযর- যেমন দুর্বলতার বাহানা অথবা অন্য কোনো কাজ পূর্ণ করার তাগাদায়, পরাজিত হয়ে ছেড়ে দেই সবকিছু। আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার হিম্মতের মধ্যে শক্তি এবং স্বভাবের মধ্যে তাগাদা তৈরী হওয়ার কোনো তাদবীর বলে দিন যার দ্বারা অযীফায় নিয়মিত লেগে থাকা সম্ভব হয়।

বিশ্লেষণঃ আলাদাভাবে এর জন্য কোনো তাদবীরের প্রয়োজন নেই। এই অনিয়মিতভাবে আদায় করতে করতে যখন অযীফার প্রতি মিষ্টতা ও একাগ্রতা তৈরী হবে তখন ইনশাআল্লাহ্ নিয়মতান্ত্রিকতাও এসে যাবে।

নামাযে ভুল হওয়া ক্ষতিকর নয়

হালঃ কিছুদিন থেকে আশ্চর্যরকম ব্যাপার ঘটছে। চার রাকাত নামাযের মধ্যে প্রায়ই ভুল হয়ে যাচ্ছে। খুব চেষ্টা করছি। আল্লাহ্ তাআলার বড়ত্ব দিলের মধ্যে রেখে প্রতিটি শব্দ খেয়াল করে করে পড়ছি, তারপরও ভুল থেকে বাঁচতে পারছি না।

বিশ্লেষণঃ ভুল হলে ক্ষতি কী!

নফল নামাযের তাগিদ

হালঃ আমি মাগরিবের নামাযের পর আউওয়াবীন পড়তাম, কিছুদিন হল ছেড়ে দিয়েছি। কারণ ভেবে দেখলাম যে, মাগরিবের নামায থেকে ফারেগ হয়ে সাথে সাথেই যিকির করতে শুরু করছি এই উদ্দেশ্যে যে, এরপর আবার আউওয়াবীন পড়তে হবে। এখন মনে হচ্ছে- সেটা শয়তানী ধোকা।

বিশ্লেষণঃ তা বটে, তবে আউওয়াবীনের পরে যিকির কর।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ এশার পরেও নাওয়াফেল পড়ি না। শুধু সুন্নত ও বেতের পড়েই কুরআন তিলাওয়াত করা অথবা কোনো কিতাব পড়া শুরু করে দিই। মনে হয় যে, কিতাব পড়া বা তিলাওয়াত করা নাওয়াফেলের চেয়ে বেশি জরুরি।

বিশ্লেষণঃ বেশি জরুরি তো তখন দেখা হয় যখন উভয়টা সম্ভব নয়। যখন দুটোই করা সম্ভব তখন ভাবতে হবে এভাবে যে, দুটি ইবাদত একটি ইবাদতের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

হালঃ সত্যই কি এটা নফসানী ধোকা ছিল যা আমাকে নাওয়াফেল থেকে মাহরুম করেছে?

বিশ্লেষণঃ হ্যাঁ।

দুআর মধ্যে জোরালোভাবে চাওয়ার ব্যাখ্যা

হালঃ ছোট মেয়েটার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের ছটফটানির হালতে রাতের বেলা এই ব্যাপার ঘটল- আমি ঘরের মধ্যে অস্থির পেরেশান হয়ে রাতভর দুআ করছিলাম হে আল্লাহ্! এই শিশু মেয়েটিকে সুস্থ করে দাও। হঠাৎ আওয়াজ এল 'আমার সঙ্গে লড়াই করছ শুয়োর!' সেই সকালেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেল।

বিশ্লেষণঃ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে, যা ভালভাবে বোঝা খুব জরুরি। বিষয় এই যে, বাহ্যিকভাবে আপনার দুআর মধ্যে জোরালো প্রার্থনা ছিল যা কাঙ্খিত, তাহলে এই শাস্তি বা ধমক কেন? বিষয়টা এই যে, ঐ দুআর মধ্যে পার্থিত বিষয়ের (সুস্থতার) পাশাপাশি অন্য দিকটাকে (অসুস্থতার যা আল্লাহ্‌র ফয়সালা ছিল) অপ্রিয় ভাবা হচ্ছিল। অতএব আল্লাহ্‌র ফয়সালার প্রতি অপছন্দনীয়তার জন্য ধমক দেওয়া হয়েছে। দুআয় পার্থিত বিষয়ে জোর দেওয়ার পাশাপাশি বিপরীত দিকটির প্রতিও রেযা ও সন্তুষ্টি রাখতে হয়। আকলীভাবে হলেও। ঐ ব্যাপারে কোনো পেরেশানী থাকবে না।

আখলাক সংশোধনীমূলক কিতাবাদি মুতালাআ

হালঃ নিম্নবিষয় সম্পর্কে হুযূরের নির্দেশনা জানতে চাই। (১) যখন কোনো ব্যক্তিকে চাই নামাযী হোক বা বেনামাযী, মসজিদের মধ্যে গল্প-সল্প করতে দেখি, তখন দিলের মধ্যে এটা জেগে উঠে যে, আল্লাহ্‌র ঘরে বসে কী সব

www.islamfind.wordpress.com

আজে-বাজে কথাবার্তা বলে এরা। সাথে সাথে মনের মধ্যে এটাও জাগে যে, কখনো কখনো তো আমি নিজেও কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে এলে খুব মজার সঙ্গে একথা-সেকথা বলাবলি করি। এই অপরাধে তো আমি নিজেও জড়িত। অথচ এখন এই লোকদের কথা বলায় আমার খারাপ লাগছে। এইটা ছাড়া অন্য কিছু নেই অর্থাৎ হিংসা-বিদ্বেষের কারণে অন্যদের কথাবার্তা খারাপ লাগে, তা নয়। আবার কখনো কোনো প্রতিবেশী ঘরে বসে আড্ডা মারলে হৈ চৈ করলে সেটাও অধমের কাছে তিরস্কার যোগ্য মনে হয়। সাথে সাথেই এই ধারণা হয় যে অধমের এটা খুবই খারাপ রোগ যে, অন্যদের কথাবার্তা- তার কারণ যাই হোক না কেন, অধমের পছন্দনীয় নয়। আল্লাহ্ যেন অধমের এই রোগ দূর করে দেন। হুযূর! অধমের এই স্বভাব ভাল না মন্দ? মন্দ হলে তা থেকে বাঁচার পন্থা বলে দিন।

বিশ্লেষণঃ এ সকল খণ্ড খণ্ড অংশের তো কোনো সীমা পরিসীমা নেই। এইগুলোর পৃথক পৃথক অনুসন্ধানের চেয়ে অধিক জরুরি হল এইগুলোর প্রতি একদমই ভ্রুক্ষেপ না করা। আখলাক সংশোধনীমূলক কিতাবাদি নিয়মিত পড়ুন এবং সে সবের নির্দেশনা মেনে নিজের এসলাহ করুন। তাতে ঐ ধরনের বিভিন্ন অংশ বুঝে আসবে এবং এসলাহের তরীকাও জানা যাবে। ঐ মানসিক পদ্ধতির যদি শীঘ্রই পরিবর্তন না ঘটে তাহলে ওয়াস্ওয়াসার রোগ হয়ে যেতে পারে। অতএব সাবধান।

কম কথা বলা

হালঃ আল্লাহ্ তাআলার হাজার হাজার শোকর যে, তাঁরই ফযলে আজকাল উদাসীনতা ও গাফলত খুবই কম হয়। বেশিরভাগ সময় আল্লাহ্র ফযলে লোকজনের মাঝে থাকা অবস্থায়ই দেখি যে, আহলে মজলিসের সঙ্গে ততটা ব্যস্ত হই না যতটা আল্লাহ্র সঙ্গে হয়ে থাকি। কখনো কখনো এমন অবস্থা হয় যে, কেউ আমার সঙ্গে কথা বলা শুরু করে, তখন প্রথমে লক্ষ্য করি যে, জরুরি কথা নাকি গল্প-সল্প। জরুরি হলে মনোযোগসহ শুনি, আর অপ্রয়োজনীয় কথা হলে আমি নিজের মনোযোগ আল্লাহ্র প্রতি নিবিষ্ট করে নেই। মাঝে মাঝে তো এমনও হয় আমার খবরই নেই যে কী সে বলে গেল! আমি এক বিন্দুও সে দিকে খেয়াল করি নি। আমি দিলে দিলে আল্লাহ্আল্লাহ্ করতে থাকি এবং মনোযোগকেও সেদিকেই নিবদ্ধ রাখি। এই ধরনের মজলিসে আমি যা করছি তাই কি করা উচিৎ নাকি মজলিসটাই বর্জন করা উচিৎ।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ঐ কথা যদি মুবাহ হয় তাহলে আপনার পদ্ধতিই যথেষ্ট আর যদি কথা ও বিষয়বস্তু গোনাহ ও নাফরমানীর হয় তাহলে উঠে যেতে হবে।

***

হালঃ অধম কত কিতাবে কত স্থানে কম কথার লাভ ও প্রশংসা পড়েছে। হযরতের যবান থেকেও কত শুনেছে। যার ফলে মন চায় খুব কম কথা বলব। কিন্তু জানি না কেন যে আমার দ্বারা কিছুতেই এটা সম্ভব হচ্ছে না। একটি ব্যাপার লক্ষ করে দেখেছি যখনই দু-একদিন কথা কম বলেছি তো কলবের ভিতরে এমন অস্থিরতা শুরু হয় যা প্রকাশ করার ভাষা অধমের জানা নেই।

বিশ্লেষণঃ এর পরোয়া করা যাবে না। কথা কম বলার অভ্যাস করতেই হবে।

দুআ ও প্রার্থনায় বাহুল্য উচিৎ নয়

প্রশ্নঃ হযরত দাওয়াত ও আবদিয়াত গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে এক স্থানে লিখেছেন ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর ইন্তেকালের পর আল্লাহ্ তাআলা তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন কী চাও? তিনি আরয করলেন মাগফেরাত। আল্লাহ্ তাআলা বললেন তোমাকে যদি আযাব দিতে চাইতাম তাহলে 'এলেম' দিতাম না। এই অধমের আকাঙ্খাও এটাই যে, তাকেও যেন ঐরূপ প্রশ্ন করা হয় এবং ঐরূপই জবাব দিব। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলবেন তোমাকে যদি আযাব দিতে চাইতাম তাহলে থানাভবন পাঠাতাম না এবং আমার দোস্ত মৌলবী আশরাফ আলীর খাদেম বানাতাম না। অধমের নিবেদন এই যে, গোনাহগারের এরূপ আকঙ্খা করা আল্লাহ্র দরবারে গোস্তাখি নয় তো?

বিশ্লেষণঃ দুআ ও প্রার্থনায় আসল উদ্দেশ্য মাগফেরাত ও ক্ষমা চাওয়া। এছাড়া অন্য বিষয় যে, আমাকে এটা জিজ্ঞাসা করা হবে, আমি এটা বলব, এটা বলা হবে আমাকে, এগুলো গোস্তাখি ও বেয়াদবী। যেমন একজন সাহাবী তাঁর পুত্রকে এই দুআয় বাধা প্রদান করেছিলেন 'হে আল্লাহ্! আমাকে জান্নাতে 'ক্বসরে আবয়াদ' সাদা মহল দান কর।'

কাযা নামায আদায় করা

হালঃ এখন আর স্মরণ নেই যে, বালেগ হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নামায পাবন্দির সঙ্গে আদায় করেছি নাকি কিছু কাযা করেছি। আমার ধারণা অনেক নামাযই

www.islamfind.wordpress.com

ছুটে গেছে। এই ধারণায় কিছুদিন থেকে 'উমরী কাযা' আদায় করা শুরু করেছি। প্রত্যেক নামাযে এক ওয়াক্তের নামায কাযা পড়ছি। কোনো ওয়াক্তে কাযা পড়তে না পারলে পরের ওয়াক্তে একসঙ্গে দুই ওয়াক্তের কাযা পড়ছি। জানতে চাই যে, কতদিন পর্যন্ত এটা চালু রাখতে হবে?

বিশ্লেষণঃ নিজেই অনুমান করে নিতে পারেন।

দুআ রেযা'র খেলাফ নয়

প্রশ্নঃ আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালায় ছবর ও শোকর করতে হবে এবং তাঁর যেটা রেযা বা সন্তুষ্টি তাতে নীরবতা পালন করতে হবে। তাহলে নিজের নানা মাকসাদের জন্য দুআ করা 'রেযা ও তাসলীম' বা সন্তুষ্টি ও সমর্পণের খেলাফ হওয়ার কথা। বিষয়টিকে কিভাবে বুঝতে হবে।

জবাবঃ দুআ ও প্রার্থনার অর্থ এই যে, আমি আপনার অনুমতিতে সেই বস্তু চাচ্ছি যা আমার জ্ঞানে কল্যাণকর, যদি আপনার নিকটও সেটা কল্যাণকর হয় তাহলে দান করুন নতুবা নয়। আমি উভয় অবস্থাতেই রাজি ও খুশি। এই রাজি ও খুশি থাকার আলামত হল দুআ কবুল না হলে মনক্ষুন্ন না হওয়া, মনের মধ্যে এ ব্যাপারে অভিযোগ সৃষ্টি না হওয়া, দুআ করতে থাকা। এভাবে দুআ করলে দুআ রেযার পরিপন্থী হল না। এক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় রয়েছে। সেটা এই যে, এস্তেখারার দুআয় প্রার্থিত বিষয়টি কল্যাণকর কিনা সেটা খোদ দুআকারীর মধ্যেও দ্বিধা থাকে। এই একটি স্থান ছাড়া কোনো দুআর মধ্যে এরূপ বলা যাবে না যে, 'আপনার জ্ঞানে কল্যাণকর না হলে দেবেন না। কেননা সেটা দুআর হেকমতের খেলাফ। হিকমত হল চরম মুখাপেক্ষিতার প্রকাশ ঘটানো। ঐরূপ বলার মধ্যে বে-পরোয়া ভাব প্রকাশের সন্দেহ হয়।

নামাযের মধ্যে চক্ষু বন্ধ করা

প্রশ্নঃ অধিকাংশ সময় নামায পড়ার কালে চক্ষু বন্ধ করতে ইচ্ছা হয়। এতে কোনো খারাবী আছে কিনা?

জবাবঃ কোনো খারাবী নেই। কিন্তু চক্ষু বন্ধ রাখাকে 'সাওয়াব' মনে করবেন না। মনে করবেন এটা পেরেশানকারী নানান খেয়াল থেকে বাঁচার জন্য ওষুধ।

www.islamfind.wordpress.com

সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে দুআ

প্রশ্নঃ আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল হযরত খাজা আজমীরী রহ.এর মাজারে ফাতেহা পড়ার। যেহেতু আমার বড় ছেলে আজমীরে চাকুরি করে, সে বলেছে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখব, আপনি চলে আসুন। আমি বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আজমীর শরীফ গেলাম। আমার সাধ্যমতো দুআ দরূদ, ফাতেহা, এখলাস পড়লাম। ছেলেও পড়ল। তৃতীয় রাতে স্বপ্নযোগে ছেলে সু-সংবাদ পেল যে, 'তোমার মাকে বল নিজের পীরের কাছ থেকে জেনে নিয়ে তিনি যা কিছু পড়তে বলেন, পড়তে থাক। ইনশাআল্লাহ্ তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।' সুতরাং আমার জন্য কিছু অযীফা বলে দিন এবং দুআ করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা আমার দ্বারা অযীফা পালন করান। আল্লাহ্ তাআলা যেন পুত্রকে নেককার বানান, তার উপার্জনে উন্নতি দান করেন, যেন ভালভাবে তার বিবাহ-শাদীর ব্যবস্থা করে দায়িত্বমুক্ত হতে পারি।

জবাবঃ ঐ সকল মাকসাদের জন্য প্রত্যেক নামাযের পর সাতবার করে নিচের দুআ পড়বেন এবং দুআ করতে থাকবেন। দুআটি এই–

اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهٗ سَهْلًا وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا اِذَا شِئْتَ

এই দুআ যদি মনে রাখা কষ্ট হয় তাহলে নিচের এই শেয়ের সাতবার করে পড়বেন।

فَسَهِّلْ يَا اِلٰهِيْ كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ

ফারায়েয ও নাওয়াফেল কাযা হওয়ার মধ্যে পার্থক্য

হালঃ আজকাল হালাত এই যে, ইবাদত করতে মন চায় কিন্তু সেই চাওয়া মতো আমল হয়ে উঠে না। পেরেশানী হয়। প্রতিদিনই জোর চেষ্টা চালাই কিন্তু কিছু না কিছু ত্রুটি থেকেই যায়। তবু আল্লাহ্ তাআলার ফযল বারো তাসবীহ এবং চলতে ফিরতেও কিছু যিকির হচ্ছে। এসলাহে নফসের প্রতি মনোযোগ থাকে। শেষরাতে নিয়মিতই উঠি কিন্তু সাড়ে চারটায় তাহাজ্জুদের সময় থাকে কিনা এই সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছি। এ কারণে যিকির সেরে ফেলি। কুরআন শরীফের মনযিল নামাযের পূর্বেই পড়ে নেই। কখনো এক পারা কখনো আধা পারা। কিন্তু তাহাজ্জুদ পড়া হয় না। গতকাল একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। যদিও নামাযের জন্য ওযুও করেছিলাম কিন্তু কাজে লেগে গিয়ে

www.islamfind.wordpress.com

ভুলে গিয়েছিলাম। নামায কাযা হয়ে গেল। কাযা আদায় করে নিলাম। তবে সেদিনই তাহাজ্জুদও কাযা হয়েছিল। তাহাজ্জুদের কারণে আমার বেশি পেরেশানী বোধ হল। ফরয নামাযের জন্য ততটা অর্থাৎ তাহাজ্জুদের মতো পেরেশানী হল না। বুঝতে পারলাম না এর কারণ কী? এতে নফসের কোনো শয়তানী নেই তো? অথবা কোনো ক্ষতির দিক এতে নেই তো?

বিশ্লেষণঃ ত্রুটি তো হবেই। হাদীসেও তো একথাই বলা হয়েছে 'তোমরা কিছুতেই শরীয়তকে সম্পূর্ণরূপে পালন করতে পারবে না।' যা জরুরি তা হল সতর্কতামূলক তাহাজ্জুদ এশার পরও পড়ুন। শেষ রাতে সুযোগ হলে আবারও। যেন ছুটে যাওয়ার ভয় না থাকে। যে ব্যাপারটি আপনার বুঝে আসে নি। আমার মনে পড়ছে যেন এ ব্যাপারটি কোথাও আমি লিখেছিও। কিন্তু এ মুহূর্তে সেটা মনে নেই। হতে পারে সেটা কোনো বিশেষ প্রশ্নকারীর হালাতের মুনাসিব ছিল। এই মুহূর্তে যা উপলব্ধিগতভাবে স্বাভাবিক সাবলীল স্মৃতিতে আসছে সেটা এই যে, ইবাদতে দুই ধরণের আছর হয়ে থাকে একটি নগদ অর্থাৎ মজা। এটা হল রুচি ও স্বভাবগত। দ্বিতীয়টি বাকি অর্থাৎ সাওয়াব। এটা আকীদা ও বুদ্ধিগত। স্বাদ ও মজার ক্ষেত্রে নতুনত্ব ও স্বাতন্ত্রের বিশেষ দখল থাকে। তাহাজ্জুদের মধ্যে সেটা পাওয়া যায়। ফারায়েযের মধ্যে ব্যাপকতা ও অংশিদারিত্বের ফলে যেটা অনুপস্থিত। এই কারণে তাহাজ্জুদের মধ্যে ফারায়েযের তুলনায় মজা ও স্বাদ বেশি। যদিও আছর ও সাওয়াবের এ'তেকাদ ফারায়েযের মধ্যেই বেশি। এক ধরনের পেরেশানী হয় মজা না পাওয়ার কারণে, আরেক ধরণের পেরেশানী হয় সাওয়াব ছুটে যাওয়ার কারণে। প্রথমটি তাহাজ্জুদ ছুটে গেলে বেশি হবে আর দ্বিতীয়টি ফারায়েয ছুটলে বেশি হবে। প্রথমটি ঘটলে বুঝা যাবে স্বভাবের প্রাধান্যের আছর আর দ্বিতীয়টি ঘটলে সেটা আকলের প্রাধান্যের প্রভাব। দুটোর যে কোনোটির প্রাধান্যই গায়রে এখতিয়ারী, সুতরাং কোনোটাতেই তিরস্কার নেই এবং এটা নফসের ধোকাও নয়। তবে রুচি নষ্ট হওয়ার প্রমাণ অবশ্যই। সুরুচির জন্য অবশ্যই দুআ করা জরুরি।

ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে নামায কাযা হওয়া

প্রশ্নঃ ঘুমিয়ে থাকতে থাকতেই সূর্যোদয় হয়ে গেল। জানতেও পারি নি। কেউ জাগিয়েও দেয় নি, এই ব্যক্তির কি নামায কাযা হওয়ার জন্য গোনাহ হবে?

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ ঘুমের পূর্বে সে যদি জাগার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে, তাহলে গোনাহ হবে না আর যদি সাবধানতা অবলম্বনে বেপরোয়া হয়ে থাকে তাহলে গোনাহ হবে।

মেলা-মেশা কমানো এবং মুবতাদীর জন্য ওয়াযের তরীকা

হালঃ অধমের অবস্থা এই যে, মানুষের সঙ্গে মেলা-মেশা সীমাহীন অপছন্দনীয়, তাদের সোহবত ও সঙ্গ একেবারেই অপ্রিয়। সালাম, কালাম সবকিছু তরক করেছি। ওয়ায-নসীহতও বর্জন করেছি। মনে হয় যে, আমার চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ এই জগতে আর নেই। সে কারণে ওয়ায-নসীহত একদম মওকুফ করে দিয়েছি। অধমের মা'মূল ছিল ইতিপূর্বে হযরতের মাওয়ায়েযের কিতাবাদি থেকে বয়ান করা, আল্লাহ্‌র ফযলে এতে আমার এলাকার মানুষ কুসংস্কার (বাতিল রুসূমাত) ত্যাগ করে হযরতের ভক্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে সকলের সঙ্গে মেলা-মেশা বন্ধ করে রেখেছি। অন্য সবকিছু আগের মতোই।

বিশ্লেষণঃ ভাল করেছেন। তবে মানুষ যদি ওয়াযের জন্য জোরাজুরি করে এবং তাদের কল্যাণের আশা থাকে তাহলে অধমের মাওয়ায়েযের কিতাব হাতে নিয়ে পড়ে পড়ে বিষয়বস্তুর উপর প্রয়োজনীয় ব্যাখা তাদের বুঝিয়ে দেবেন।

***

হালঃ নিকট আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার আবেদন তো জানাতে পারি না কিন্তু কমিয়ে ফেলার ইচ্ছা তো নিবেদন করতে পারি। হযরত যেভাবে বলবেন।

বিশ্লেষণঃ সম্পর্ক কমানো খুবই জরুরি। বিশেষতঃ সুলূকের সূচনাকালে। তবে কারোর ওয়াজিব হক যেন নষ্ট না হয়।

***

হালঃ মেলা-মেশা খুবই অপ্রিয় লাগে। এমনকি যে পরিমান সময় দরসে এবং এর কারণে গাফলাত ও উদাসীনতার মধ্যে কেটে যায়, তার জন্য ভীষণ আফসোস হয়।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সব আলামাতে মাহমূদাহ।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ তালাবাদের পড়া শোনানোর উন্নতির জন্য চেষ্টা ও সাধনা করতাম আর এরচেয়েও বেশি মনোযোগী ছিলাম তাদের আখলাক ও আদাত সংশোধনের কাজে। পড়ানোর কাজেও শুধু কেবল চাকরি হিসাবে নয় বরং মন-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করতাম যেন তারা এলমে দীন পেয়ে যায়। সত্য যে এই মেহনত, নেগরানী ছাড়াও তাদের জন্য আন্তরিকভাবে দুআ করতাম। এইরূপ আচরণ ও সমবেদনার কারণে প্রায় সকল তালাবা খুব খুশি ছিল। আমিও। তাদের অভিভাবক এবং মাদরাসা পরিচালনা পরিষদের সকল সদস্যও আমার কর্মপদ্ধতিতে ছিলেন সন্তুষ্ট। অধমের থাকার জায়গায় কিতাব পড়ার সমস্যা হত বলে সেখানে শুধু কেবল রাতেই যেতাম এবং সামান্য পড়াশোনা করতাম।

উপরোক্ত আচার-আচরণের কারণে আমার প্রতি তাদের এবং তাদের প্রতি আমার আন্তরিকতার মতো এক ধরণের টান তৈরি হয়েছে। যাতে গভীর কোনো সম্পর্ক ছিল না। ঘটনাক্রমে দু-চারদিন সঙ্গত কারণে কিছু কঠোরতা করেছি যেন তাদের লেখাপড়ায় উপকার হয়। হয়তো সে কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে তাদের মধ্য থেকে দুজন তালাবা বাড়িতে না জানিয়ে এবং আমার বিনা অনুমতিতে কোথাও পালিয়ে গেছে। তাদের এই চলে যাওয়ার কারণে মনের মধ্যে কিছুটা খারাপ লাগছে। কোনো পেরেশানী নয়, খুব অস্থিরতাও নয় বরং শুধু কখনো কখনো মনে পড়ে যাচ্ছে। এই কারণে এখন মন চাচ্ছে যে, শুধু পেশাদার শিক্ষকসুলভ আচরণ করব। কোনো তালেবে এলেমের সঙ্গে বিশেষ কোনো খায়েরখাহীমূলক আচরণ করব না যেন তাদের থাকার কারণে খুশি আর চলে যাওয়ার কারণে কষ্ট ও চিন্তায় পড়তে না হয়। এছাড়াও কিছু মানুষ অধমের সঙ্গে অন্তরঙ্গ, মনে চাচ্ছে যে, তাদের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করব। যেন অধম না থাকলে তাদের পেরেশানী না হয়। যেমন মৌলবী... এর চলে যাওয়ার কারণে এখানের মানুষ পেরেশান ছিলেন। এমনকি মন চায় যে, দুনিয়ার কোনো কিছুর সাথেই কোনো সম্পর্ক রাখব না। আমার জন্য কোন্‌টা মুনাসিব হুযূর মেহেরবাণী করে নির্ণয় করে দেবেন।

বিশ্লেষণঃ নিজের থেকে জরুরত ছাড়া সম্পর্ক তৈরি করবেন না। যে নিজ থেকে সম্পর্ক গড়বে তাকে উপেক্ষা করবেন না। এমনিভাবে যেখানে কারো এসলাহের দরকার হবে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। এরপর যদি খারাপ লাগে আপনার অথবা তাদের তাহলে সেই খারাপ লাগা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবেন

www.islamfind.wordpress.com

না। যদি এক খারাপ লাগা থেকে বাঁচতে চান অন্য খারাপ লাগায় জড়িয়ে পড়বেন। বহুবার পরীক্ষিত এসব বিষয়।

***

হালঃ এক– দৈনন্দিন 'খাল্ওয়াত' (নির্জনতা) এর প্রতি 'রগবত' (আগ্রহ) বৃদ্ধি পাচ্ছে আর জনসাধারণ এমনকি উলামায়ে জাহের-এর ব্যাপারে অনাগ্রহ বেড়েই চলেছে। এমনকি প্রিয়জন, বন্ধু, স্বজনকে সালাম-কালামও করি না। অবশ্য কেউ নিজে শুরু করলে খুশির সঙ্গে জবাব দেই। সেটা বিরোধীদের দিক থেকে হলেও।

দুই–কাউকে নাফরমানীতে জড়িত দেখলে সীমাহীন পেরেশান হয়ে যাই, সে আমার পক্ষের হোক বা বিপক্ষের। আর হাঁ, কারো কারো পার্থিব উন্নতি দেখে কষ্ট লাগে বরং অবনতির খাহেশ হয়ে যায়।

তিন– কখনো কখনো কলবের মধ্যে কোনো দীনি বা দুনিয়াবী ব্যাপারের খাহেশ থাকে না। জান্নাত ও জাহান্নামের খিয়ালকে তো বাহুল্য মনে হয়। না কোনো বস্তুর দুআর খাহেশ থাকে। তবে ঐধরণের আশ'আর দুআ হিসাবে পড়তে থাকি।

বিশ্লেষণঃ হাল 'এক ও দুই' মাতলূব ও কাঙ্খিত। আর হাল 'তিন' আছর এর প্রবলতা। এটাকে শোধরানো জরুরি। যা এত্তেবায়ে আহকামে শরীয়তের মাধ্যমে আপনা-আপনি হয়ে যাবে। দুআয়ে খায়ের করছি।

***

হালঃ আমি আমার সকল বড় ও ছোটকে খুব পছন্দ করি কিন্তু আমাকে তারা কেউ একেবারেই পছন্দ করে না যাতে আমার ভীষণ কষ্ট হয়।

বিশ্লেষণঃ এতে তো শান্তি ও সুখ পাওয়া দরকার ছিল। কেননা আল্লাহ্ তাআলা গায়রুল্লাহ থেকে মন সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

হালঃ হুযূর! আল্লাহ্র কাছে দুআ করুন যে, তিনি আমার দিল থেকে সকলের মহব্বত বের করে দিয়ে আমাকে তাঁর খাঁটি মহব্বতে মত্ত ও মাতোয়ারা করে দিন।

বিশ্লেষণঃ আমীন।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ উল্লেখযোগ্য কোনো খাস হালাত নেই। বারো হাজার এসমে যাতের যিকির বিভিন্ন মজলিসে (বৈঠকে) আদায় করে থাকি। যরব ও জেহেরের পাবন্দির সাথে এক বৈঠকে আদায় করতে পারি না। প্রত্যেক বৈঠকের সংখ্যা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে স্বাস্থ্য ও মস্তিষ্কের সহ্য ক্ষমতার হিসাবে।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্! হালাত ভালো। কিন্তু এখনো আপনার উপর যিকিরের আছর হয় নি। সেটা নির্ভর করছে খাওয়া কমানো, মানুষের সঙ্গে মেলা-মেশা কমানো এবং বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কের প্রতি মনোযোগ কমানোর উপর। এর জরুরত এখনো পর্যন্ত আপনার কাছে অনুভূত হয় নি। আপনার উচিৎ মাওয়ায়েয মুতালাআ করা এবং মসনবী (যদিও বুঝে না আসে) মুতালাআ করতে থাকা।

***

হালঃ তিন-চারদিন থেকে হালাত এই যে, মন চায় কামরার দরজা বন্ধ করে সারক্ষণ যিকির করতে থাকি। না কারো সঙ্গে কথা বলতে না কারো সঙ্গে দেখা করতে মন চায়। মেলা-মেশা করা খুবই অপছন্দনীয় বোধ হয়। বরং যেদিকে লোকজন থাকে সেদিকে যেতেও মন চায় না। অন্যদিক দিয়ে চলে যাই। নির্জনতা খুব ভাল লাগে।

বিশ্লেষণঃ মুবারক মুবারক।

হালঃ হযরত এটা কোনো ত্রুটির ব্যাপার নয় তো?

বিশ্লেষণঃ কক্ষনো নয়।

হালঃ এখানে যত মানুষ আছেন তারা তো সবাই নেককার। এই যে, তাদের সঙ্গেও মেলা-মেশা এড়ানোর চেষ্টা করছি এতে তো ভয় ভয় লাগে। এতে নফসানী কোনো বিষয় তো নেই?

বিশ্লেষণঃ আপনি তো আর সরাসরি তাদের যাতকে অবজ্ঞা বা অপছন্দ করছেন না। 'আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশকে বিক্ষিপ্ত' করার ক্ষেত্রে তারা কারণ হয়ে যাবেন জন্যই আপনি এসব করছেন। আপনার অনীহা আকলী নয়, তবয়ী। তবয়ীটাও তাদের যাতের সঙ্গে নয়, উপরোক্ত ব্যাখ্যা সাপেক্ষে। সুতরাং চিন্তিত হবেন না।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ অনেক রকম এরাদা করি কিন্তু সেমতে দু-চারদিনও চলতে পারি না। কিছু কিছু বিষয় শুরু করে দেই কিন্তু আঞ্জাম পর্যন্ত পৌঁছুতে পারি না। নফ্‌স ও শয়তানের এত প্রবল আধিপত্য যে সগীরা ও কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া ছাড়াও নিজের বৃহানী আমরায-এর কথা দয়ালু মুরুব্বীর কাছে তুলে ধরারও সৎ সাহস হয় না। হাজারো ওযর মাথার উপর ভারী হয়ে দাঁড়ায়। যদিও আমি জীবনের সূচনাতে গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ হযরতের স্নেহ ছায়ায় কাটিয়েছি কিন্তু আফসোসের বিষয় যে, খাহেশাতে নফসানীতে আক্রান্ত হয়ে নিজের 'ওয়াজিবুল এসলাহ' আহওয়াল হযরতের কাছে পেশ করতে সংকোচ এসে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ইতিপূর্বে হযরত লিখেছিলেন... এসলাহের উদ্দেশ্যে কিছু করা উচিৎ। বুঝে আসে না যে, কিভাবে শুরু করব। নিম্নোক্ত কিতাবাদির সবক আমার জিম্মায় আছে। দেওয়ানে মুতানাব্বী, মাকামাতে হারীরী, মূল্লা জালাল, মীর জাহেদ, মুতাউওয়াল, আছরের পরে একজন উকীল মৌলবী... সাহেবকে হেদায়া আউওয়ালাইন পড়াই। এর বাইরে মৌলবী... ত্রিবিন্দু... সাহেব পনের-বিশ মিনিট করে মুখতাসারুল মাআনী পড়েন।

এবার আমার অবস্থা, ব্যস্ততা, সাহসহীনতা, শৈথিল্যের আলোকে আমার জন্য কর্মপদ্ধতি ঠিক করে দিন এবং দুআ করুন যেন আমলের তাওফীক হয়। ঐসব গোনাহের লজ্জার কারণে হযরতের কাছে চিঠি লেখার হিম্মত হয় নি। এখন এই চিঠিও লিখছি এই নিয়তে যে যাই হোক, যেভাবেই হোক কিছুটা অবস্থার অবগতি দেই। তাতে কমপক্ষে এসলাহে নফসের উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠানোর সাওয়াব তো পাব।

বিশ্লেষণঃ সূচনা করা কী এমন কঠিন! নিজের সব হালাত লিখে পাঠাবেন, আমি যা লিখে দিব তার উপর আমল শুরু করে দেবেন। তাতে যদি কোনো ত্রুটি হয় তাহলে বেতাকাল্লুফ আমাকে সেই ত্রুটির ব্যাপারে জানাবেন। এরপর আমি যা লিখব সেটার ব্যাপারেও একই কথা (অর্থাৎ আমল করবেন, ত্রুটি হলে জানাবেন।) এভাবেই টুক টুক করে চলতে চলতে কাজ হয়ে যাবে।

دوست دارد دوست ایں آشفتگی - کوشش بیہودہ بہ از خفتگی

অর্থঃ বন্ধু (আল্লাহ্) পছন্দ করে এই আসক্তি, গাফলতের ঘুমে বিভোর বা উদাসীন থাকার চেয়ে টুকটাক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উত্তম।

www.islamfind.wordpress.com

এবার তিনটি বিষয় লিখছি, লক্ষ্য পূরণে যেগুলোর রয়েছে পূর্ণ দখল। দখলের কারণ আপনার বুঝে না আসুক সমস্যা নেই। এই পথে 'তাকলীদ'ই 'তাহকীক' এর মুকাদ্দামা।

এক– তাকাল্লুফ এর রীতি-নীতি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। দুই– প্রয়োজন ছাড়া মানুষের সঙ্গে 'এখতেলাত' ত্যাগ করতে হবে। তিন– নির্জনে আধাঘণ্টা সময় করে আল্লাহ্ তাআলার নিকট এসলাহ ও হেদায়াতের দুআ করতে হবে।

***

হালঃ আমার বাড়িতে মেহমান অথবা সাক্ষাৎপ্রার্থী যারা আসেন, তাদের বিদায় নেওয়া পর্যন্ত জরুরি খেদমত করা ছাড়াও তাদের কাছে বসতেও হয়। এতে কখনো দীন কখনো দুনিয়াবী নানান কথা শুরু হয়। সময় নষ্ট হতে দেখে খুব কষ্ট লাগে। মন চায় উঠে চলে যাই। কিন্তু উঠি না এটা চিন্তা করে যে, এরা তো এসেছে আমার কাছে, আমি উঠে গেলে মনে কষ্ট পাবে। সুতরাং অনিচ্ছাকৃত বসে থাকি। আর কালেমায়ে সুওম এর যিকির করতে থাকি। তাদের কথাও শোনা হয় না। এ বিষয়ে হুযূরের এরশাদ জানতে চাই।

বিশ্লেষণঃ অল্পসময় কাছে বসে যখন দেখবেন অপ্রয়োজনীয় কথা শুরু হচ্ছে, তখন হয় কোনো অজুহাত দেখিয়ে অথবা বিনা অজুহাতে সেখান থেকে সরে পড়তে হবে। এরপরেও যদি তিনি থেকে যান তবে পরের বৈঠকেও একই আচরণ করতে হবে। ভদ্রতা দেখাতে গিয়ে নিজের দীনী ক্ষতি কিছুতেই মেনে নেওয়া যাবে না। ধীরে ধীরে এভাবেই অভ্যাস হয়ে যাবে আপনারও এবং আপনার মেহমানদেরও।

***

হালঃ যখন এমন কোনো ব্যক্তি আমার কাছে আসে যার সঙ্গে আমার কোনো দীনী বা দুনিয়াবী কাজের সম্পর্ক আছে অথবা তার কোনো দীনী বা দুনিয়াবী কাজ আমার দ্বারা সমাধা হতে পারে, এ ধরণের কারো আগমনে বিরক্তি লাগে না কিন্তু যদি সে আমার কাছে খুব আগ্রহ নিয়ে না বসে তাহলে খুবই অসহ্য হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ আমার অবস্থাও হুবহু এরকমই। এটা জানালাম আপনার শান্তনার জন্য।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ কেউ যখন শুধু সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসে, মনে ভীষণ পেরেশানী তৈরী হয়ে যায়। যদি ধনী ব্যক্তি হয় তাহলে মনের উপর জবরদস্তি করে বসে থাকি।

বিশ্লেষণঃ তাকে খুশি করার জন্য নিজেকে এভাবে আটকে রাখা বিরাট সাধনা এবং ইবাদত।

হালঃ কিন্তু ধনী না হলে তো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। এরপর মনে হয় ধনী-গরীব সকলের সঙ্গে একই ব্যবহার হওয়া উচিৎ। যখন চিন্তা করি– এভাবে গরিবদের সরিয়ে দেওয়া আর ধনীদেরকে বসতে দেওয়া ঠিক নয়, তখন নিজের মন থেকে জবাব আসে–ধনী লোক তো হঠাৎ আসে, তাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার। কিন্তু গরিবদের ব্যাপার অন্যরকম। তাদের প্রতি মনোযোগী হলে তো পেয়ে বসবে। পরে পিছ ছাড়ানোই কঠিন।

বিশ্লেষণঃ এই পার্থক্য ঠিক নয়, কেননা গরিব মানুষও হঠাৎ আসতে পারে। আপনার কথা হিসাবে আপনার বর্ণিত পার্থক্য হিসাবে তাকেও বসতে দেওয়া উচিৎ। অথচ আপনার আমল তো সেরকম নয়। সুতরাং যে পার্থক্য বলেছেন সেটা সঠিক নয়। সঠিক পার্থক্য হল 'মনজয়' করা ব্যাপারটি মুশতারাক (যৌগিক) কিন্তু মনজয়-এর পদ্ধতি প্রত্যেকের জন্য পৃথক। ব্যক্তি'র অবস্থা, স্বভাব ও অভ্যাসের তারতম্যের কারণে অর্থাৎ ধনীলোকদের সামগ্রিক মানসিক ও আচরণগত হালাত এমন যে, তাদের প্রতি যতক্ষণ বেশি মনোযোগ না দেওয়া যাবে তারা খুশি হবে না। পক্ষান্তরে গরিব মানুষ অল্প মনোযোগেই খুশি হয়ে যায়। এই কারণে উভয়ের মনজয়ের পদ্ধতিতে ঐরূপ তারতম্য মাযমূম বা নিন্দনীয় নয়। অবশ্য গরিবদেরকে হয়তো সরিয়ে দেবে না সে নিজেই সরে যাবে। অথবা কোনো অজুহাতে যদি সরিয়ে দিতেই হয় তবে খুবই নম্রতার সঙ্গে। যেমন এটা আমার আরামের সময় আপনিও আরাম করুন অথবা আমার কাজের সময় ইত্যাদি।

হালঃ কোনো কাজ নিয়ে হোক বা এমনিই হোক, কেউ আসলেই আমার মনের মধ্যে বিরক্তির আছর পড়ে। মাথায় ব্যথা হতে থাকে। কখনো এমনও হয় যে, আমি নিজেই কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলাম আর সেই লোক জবাব দিতে গিয়ে দুনিয়ার সব কথা টেনে আনতে শুরু করল। আমার ভেতর তখন শুরু হয় ভীষণ পেরেশানী। মন চায় সে দ্রুত কথা শেষ করুক অথবা আমিই ক্ষমা চেয়ে মুক্তির চেষ্টা করি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ আপনি মাজুর মানুষ। সম্ভবতঃ আমি পূর্বে যা বলেছি সেটা যথেষ্ট। একটি সূরত আরো আছে। সবার সাথে না হলেও কারো কারো ক্ষেত্রে এর মাধ্যমে কিছুটা আরাম ও সহজ হবে। সেটা এই যে, একটি কাগজে নিজের ওযর ও মরযের কথা লিখে রেখে দেবেন। সুযোগ মতো সেটা সামনে পেশ করবেন।

কুরআন ইয়াদ করার তরীকা

হালঃ কুরআন শরীফ হেফ্য করেছিলাম। দুবার তারাবীহও পড়িয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত আর্থিক কারণে বিদেশে গিয়ে চাকরী করেছি। অবসর না পাওয়ার কারণে তিলাওয়াত করতে পারি নি। এর মধ্যে তারাবীতেও শোনানো হয় নি। এভাবে সাত বছর পার হয়ে গেছে। গেল রমযানে খুব কষ্ট ও মেহনত করে পনের পারা ইয়াদ করেছি। রমযানের পর কুরআন শরীফ যতই পড়তে চাই। মন বসাতে পারি না। পেরেশান হয়ে যাই। আধা পারা বা তার চেয়ে বেশি পড়লেই ক্লান্তি বোধ করতে থাকি। অথচ উর্দূর বিভিন্ন কিতাব পড়ি তাতে কোনো সমস্যা হয় না। এজন্য হযরতের শরণাপন্ন হলাম। আশা করি দুআর মাধ্যমে হযরত আমাকে সাহায্য করবেন আর আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা জানাবেন, যা করলে আমি বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি পাব।

বিশ্লেষণঃ কিছু কিছু স্বভাব এমন হয় যা দ্বারা একাকী কোনো কাজ হয় না। এমন কোনো ব্যক্তিকে ঠিক করে নিন যিনি উস্তাদ হিসাবে আপনার পড়া শুনবেন এবং আপনাকে প্রয়োজনীয় পরমর্শ দেবেন যে, এতটুকু ইয়াদ কর এতটুকু শোনাও। আর যদি মস্তিষ্কের দুর্বলতা থাকে তাহলে চিকিৎসাও গ্রহণ করুন।

সূলূকের মধ্যবর্তী অথবা শেষ পর্যায়ে দ্বিতীয় মুজাহাদার জরুরত

হালঃ আরয এই যে, পূর্বের হালাতে 'তাওয়াজ্জুহ ইল্লাল্লাহ' ছিল অত্যাধিক। তখন গোনাহের প্রতি আকর্ষণ ছিল খুবই পরাভূত এবং এক ধরণের মনোনিবেশ, প্রশান্তি ও একাগ্রতা সবসময় বিরাজ করত। কিন্তু এখন আর সেসব নেই। মাঝে মাঝে গোনাহের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হয়ে উঠে। তাছাড়া প্রথম দিকের সেই একাগ্রতা কোথায় হারিয়ে গেল! এই হালাতের কারণে আতঙ্কিত হয়ে আছি। আল্লাহ্র ওয়াস্তে সিরাতে মুস্তাকীমের জন্য দুআ করুন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এটাই প্রথম মুজাহাদা থেকে ফারেগ হওয়ার পর দ্বিতীয় মুজাহাদার সময়। এটাই সেই স্থান যা না জানার কারণে একজন অগ্রসর সালেকের সন্দেহ হয় পূর্ব অবস্থায় পশ্চাদগমনের। আবার অনেকে নিরাশ হয়ে এ অবস্থায় সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বেকার ও অকর্মা হয়ে যায়। অথচ এই অবস্থাটা হল সুলূকের পূর্ণাঙ্গতার (পথ পরিক্রমার) স্বাভাবিক আবশ্যিক অনুষঙ্গ। এর হাকীকত (ও প্রকৃত ব্যাখা) এই যে, এই পথের সূচনাতে একজন সালিকের জোশ ও আবেগ থাকে অত্যাধিক, ফলে স্বভাবগত বিষয়াদি থাকে পরাভূত (মাগলূব) এরপর মধ্যম বা পরিণত পর্যায়ে এসে সেই জোশ কমে যাওয়ার কারণে স্বভাবগত বিষয়গুলো আবার ফিরে আসে। কেননা পূর্বে এগুলো নির্মূল হয় নি। শুধুমাত্র পরাভূত হয়েছিল জোশের আধিক্যের কাছে। এই প্রত্যাবর্তনের সময় আবার মুজাহাদার প্রয়োজন হয় কিন্তু এইবার মুজাহাদার মধ্যে কষ্ট ও ক্লান্তি কম থাকে নফসের মধ্যে তারবিয়াত-এর প্রভাব সুদৃঢ় হওয়ার কারণে। তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজন মনোযোগ, সাহস ও নিয়ন্ত্রণ শক্তির সংকল্প। যেহেতু বিভিন্ন আলামত দেখে আপনার মধ্যে নিসবতের পূর্ণাঙ্গতা অনুভূত হচ্ছে, তাই আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে আমি আপনাকে 'এজাযাতে বাইআত' (মুরীদ করার খেলাফত) প্রদান করলাম। ইনশাআল্লাহ্ আপনার দ্বারা মানুষের কল্যাণের আশা রাখি।

***

হালঃ হযরত! অধমের নফসের ভেতর কিছুদিন থেকে গোনাহের প্রতি আগ্রহ প্রথম দিকের মতো বেড়ে গেছে। বিস্মিত হচ্ছি যে, দীর্ঘদিনের অবলুপ্ত নফস আবার তীব্রতা নিয়ে জেগে উঠল। সেই সূচনাকালের জোশ ও উত্তেজনা নিয়ে তাগাদা শুরু করল!

বিশ্লেষণঃ বেশিরভাগ সালিকের জীবনে এমনই ঘটে। এতে পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। এই অবস্থায় নফসের যে মুজাহাদা করা হয় তাকে বলা হয় মুজাহাদ ছানিয়া বা দ্বিতীয় সাধনা। এই মুজাহাদার প্রভাব দিলের মধ্যে ইনশাআল্লাহ্ সুদৃঢ় হয়ে যাবে। এর দৃষ্টান্ত 'সুবহে কাযেব' এর মতো। রাতের শেষ প্রহরে অন্ধকার চিরে বেরিয়ে হঠাৎ করে আবার অন্ধকার জগৎটাকে ছেয়ে ফেলে। যার সামান্য পরেই আসল 'সুবহে সাদিক' আলো বিস্তার করে। যে আলো ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং যার পর আর কোনো অন্ধকার থাকে না।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য হযরত বিভিন্ন সময় অধমকে যেসব এলাজের কথা বলেছেন, অধম সেগুলোর উপর আমল করছে। হযরতের দুআর বরকতে নফসের বিরোধিতা করার দ্বারা প্রতিটি গোনাহের তাগাদা অতিদ্রুত অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। পূর্বের মতো নফসের প্রতিরোধে কষ্ট ও জটিলতা ভোগ করতে হচ্ছে না। সামান্য বিরোধিতা ও সতর্কতার দ্বারাই নফস গোনাহের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বিশ্লেষণঃ প্রথম মুজাহাদার সময় পরাভূত স্বভাবগত বিষয়গুলোর পূণরায় স্বাভাবিক শক্তি নিয়ে প্রত্যাবর্তন আসলে যে দুর্বল, আপনার কথা সেটাই প্রমাণ বহন করে। নতুবা ঐগুলোর প্রতিরোধ প্রথমবারের মতোই কষ্টকর হত।

হালঃ হযরত! আমি অবাক হই এটা ভেবে যে, (গোনাহের প্রতি নফসের আকর্ষণ হলেও) আমলের ব্যাপারে, অযীফা পড়ার ব্যাপারে নফস কোনোরূপ অলসতা, অবহেলা করে না। বরং এ ব্যাপারে নফসের অবস্থা এই যে, এগুলো তো তোকে করতেই হবে। হযরত! নফসের এই চালবাজীর জন্য কী তাদবীর করব। গোনাহ থেকে বাঁচার ব্যাপারে পূর্বের এলাজের উপর অধম আমল অব্যাহত রেখেছে।

বিশ্লেষণঃ ওটাই একমাত্র তাদবীর এবং তাতেই ইনশাআল্লাহ্ সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। যখন এরকম কিছু হবে মনে রাখবেন 'এটাই এলাজ'। এলাজ চালু রাখতে হবে, কখনোই বন্ধ করা যাবে না। কখনোই এ ব্যাপারে 'অবসর' গ্রহণের সুযোগ নেই। জ্বরের মৌসুমে কারো কারো বার বার জ্বর হয়। তার একমাত্র চিকিৎসা হল – জ্বরের চিকিৎসা চালু রাখা। এরূপ চিন্তা ও চেষ্টা একেবারেই বেকার যে 'জ্বরই যেন না আসে।'

প্রয়োজন চিন্তা ও চেষ্টার

হালঃ হুযূর অধমের জন্য এমন কোনো ব্যাপক পন্থা ও তরীকা বলে দিন যা গোনাহ থেকে বাঁচার ব্যাপারে বহু পরীক্ষিত। আমি সর্বদা প্রতি সপ্তাহে তওবা করি এই মর্মে যে, এই সপ্তাহ থেকে সকল 'যামীমা' (নিন্দনীয় বিষয়) ত্যাগ করব এবং আমালে হাসানাহ-যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার রেযামন্দী লাভ হয়, করব। এরূপ করা শুরুও করি কিন্তু একদিন পরেই সব প্রস্তুতি, প্রতিজ্ঞা নস্যাত হয়ে যায়। তওবার পূর্বে যেমন ছিল, কলব আবারো সেরূপ অন্ধকারে

www.islamfind.wordpress.com

আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কী যে করব! হুযূরই এই নাচীজের এসলাহের কোনো ব্যবস্থা করেন। জানি না পরিণতি কী হবে! যদিও জানি, তওবা করা, জোরপূর্বক নিজেকে গোনাহ থেকে দূরে রাখা এখতিয়ারী বিষয়। তওবার সময় অন্তরের সংকল্প সুদৃঢ়ও হয়ে যায় তারপরও জানি না আমার সংকল্প কেন টেকে না? হুযূর মেহেরবানী করে দুআ করুন আর কোনো মুজাররাব তরীকা বলে দিন।

বিশ্লেষণঃ ফিকির ও কোশেশ। চিন্তা ও চেষ্টা চালু রাখতে হবে। এই চেষ্টা ও সাধনা থেকে কখনোই উদাসীন হওয়ার সুযোগ নেই। এর কোনো অবসর নেই। লেগে থাকুন। ইনশাআল্লাহ্ এভাবেই একসময় সফলতার মুখ দেখতে পাবেন।

কাযা নামায আদায়ে অলসতা করা গোনাহ

হালঃ যদি অতীত জীবনের নামায জিম্মায় থাকে, সেগুলো আদায়ে অলসতা করা গোনাহ কিনা?

বিশ্লেষণঃ বিনা ওযরে করলে গোনাহ।

দুআ আবদিয়াতের খেলাফ নয়

হালঃ আপনার দুআর বরকতে এই অধমের হালাত এখন পর্যন্ত ভাল। সময় মতো সকল অযীফা ঠিকমতো আদায় করা হচ্ছে। চোখের ব্যাপারে খুব কষ্টে আছি। শুধু এক চোখে দেখতে পারতাম এখন সেটাও কাজ করছে না। ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছি না। তিলাওয়াতে কালামে পাক, কিতাবাদি পড়া থেকে বঞ্চনার কষ্ট অসহনীয়। তাছাড়া ছোট ছোট শিশু বাচ্চা আছে। আমার দৃষ্টিশক্তির জন্য দুআ করুন। হে পরওয়ারদেগারে আলম! আমাকে ঈমানের সঙ্গে তোমার কাছে ডেকে নাও। দৃষ্টিশক্তি ছাড়া জীবন অর্থহীন।

বিশ্লেষণঃ সুস্থতার জন্য দুআ করা তো সুন্নত এবং আবদিয়াতের আলামত। কিন্তু 'হে পরওয়ারদেগারে আলম! আমাকে ঈমানের সঙ্গে নিয়ে যাও, দৃষ্টিশক্তি ছাড়া জীবন অর্থহীন।' এই কথা বলা বেয়াদবি এবং আবদিয়াতের পরিপন্থী। আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালার ব্যাপারে মত্ প্রকাশ করার কী হক আমার আছে! মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে ফয়সালা হবে, তাই কল্যাণকর। তিলাওয়াত ও কিতাবাদি পড়ার মধ্যেই সাওয়াব ও রেযা সীমাবদ্ধ নয়।

www.islamfind.wordpress.com

প্রথমতঃ সুস্থকালে নফল ইবাদত-বন্দেগী নিয়মিত আদায়কারী ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় আমল করা ছাড়াই পূর্ববর্তী আমলের মতো সাওয়াব পায়। দ্বিতীয়তঃ কখনো কখনো ছবরের সাওয়াব আমলের সাওয়াবের চেয়ে বেশি হয়। অবশ্য দৃষ্টিশক্তির জন্য দুআ করা আত্মমত্ প্রতিষ্ঠা নয়। এর অনুমতি আছে। দুআ করবেন এবং দিল দিয়ে করবেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে এই চেতনা রাখবেন যে, যদি দুআর বিপরীত ঘটে তাহলে অবশ্যই সেটাই কল্যাণকর এবং সেটার প্রতিই সন্তুষ্টি রাখবেন।

পাপীর জন্য জরুরি ইস্তিগফার, শান্তনার আকাঙ্খা নয়

হালঃ কয়েকদিন হল অধমের দ্বারা এমন এক গোনাহ্ প্রকাশ পেয়েছে যার কারণে দিলে এতই ব্যথা লেগেছে যা অধমের সহ্য ক্ষমতার বাইরে। এই ব্যথার কারণে জ্বরও এসে গিয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ্! জ্বর তো ভাল হয়ে গেছে কিন্তু সেই ব্যথা আর পেরেশানী রয়েই গেছে। তওবা-ইস্তিগফার যতদূর সম্ভব, যেইভাবে হুযূর শিখিয়েছেন এবং হুযূরের কিতাবাদিতে পাওয়া যায়, সেইভাবেই এখানো লেগেই আছি কিন্তু মনে শান্তি পাচ্ছি না। হয়তো হুযূরের জবাব পেলে শান্তি পাব।

বিশ্লেষণঃ আমার উপর কি অহী নাযেল হয় যে, আমি আপনার কাছে লিখব জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলে গেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেছেন আমি পাপ মাফ করে দিয়েছি। কী সব বেহুদা ফরমায়েশ শান্তি পাচ্ছি না! ভাল কথা- তুমি আল্লাহ্ তাআলার না ফরমানী করলে, তার শান্তি হিসাবে একটু পেরেশানীও হবে না? গনীমত মনে করো যে, আযাব নাযিল হয় নি। শান্তনা দেওয়ার দরখাস্ত করতে তোমার শরম লাগল না? এর মতলব তো এটাই দাঁড়ায় যে, তোমার ইচ্ছামতো শয়তানী, নাফরমানী করবে আর আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে আদর করে শান্তনা দেবেন যে, চিন্তা করো না, গোনাহ করেছ তাতে কী? আমি কিছুই বলব না। তোমার বিবেক বুদ্ধি কোথায় হারিয়ে গেল? ব্যাস, তোমার জন্য খায়ের এটাই যে, ইস্তিগফার করে যাও। শান্তনা খুঁজতে যেও না।

বিরতি না দিয়ে এশরাক ও চাশ্‌ত পড়া

প্রশ্নঃ এশরাক চার রাকাত এবং চাশ্‌ত চার রাকাত একত্রে পড়ি এসমে যাতের যিকির শেষ করার পর। এটা কি জায়েয আছে না কি দুইটার মধ্যে বিরতি দিতে হবে।

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ বিরতি দেওয়া জরুরি নয়। এটাও জায়েয।

নিয়মতান্ত্রিকতা বিভিন্ন প্রকার

হালঃ অন্য কোনো কাজে মন বসে না। কোনো কাজ ঠিকমতো করতেও পারি না। এক ধরনের বেকার অকর্মন্য জীবন কাটাচ্ছি। যিকির শোগল কখনো হয় কখনো হয় না। মস্তিষ্কের রোগের কারণে যিকিরের নিয়ম রক্ষা হচ্ছে না। অসুস্থতার ধরণটাই এমন যেন কখনো শরীর একভাবে চলে না। কোনো সময় যিকির বেশি করি, কখনো দুআ, কখনো ইস্তিগফার কখনো দরূদ শরীফ। শুধু তিলাওয়াত ও দরূদ শরীফের কিছুটা নিয়ম রক্ষা হচ্ছে। দুআ করবেন- আল্লাহ্ তাআলা যেন তাঁর সন্তোষ লাভের বেশি বেশি তাওফীক দান করেন।

বিশ্লেষণঃ এরূপ নিয়ম রক্ষাও যদি সর্বদা এই চিন্তা এবং নিজের প্রতি দৃষ্টিও আফসোস অব্যাহত থাকে, যথেষ্ট।

***

প্রশ্নঃ চিল্লার ইচ্ছা করেছি। বিশ শা'বান থেকে ঈদুল ফিতর পর্যন্ত এ'তেকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করব। এর জন্য হুযূরের এজাযত চাই। তাছাড়া চিল্লার সময় যদি যিকির নিজের অযীফার চেয়ে বেশি করি এবং চিল্লার পরে সেই পূর্বের পরিমানে ফিরে যাই তাতে কোনো সমস্যা আছে কি? সন্দেহের কারণ এই যে, এভাবে করলে দাওয়ামের খেলাফ হয়ে যাচ্ছে। আরো একটি বিষয় এই যে, মা'মূলাত আদায়ের পর অবসর সময়ে মুরাকাবা ও তা'লীমের কাজ করব কিনা?

জবাবঃ আপনি যে এ'তেকাফের এজাযত চেয়েছেন, সেটা যদি সর্বদিক থেকে এন্তেজাম হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন। আর অযীফা নিয়মের চেয়ে বৃদ্ধি করার এবং চিল্লার পর কমিয়ে ফেলানোতে কোনো সমস্যা নেই। এটা দাওয়ামের খেলাফ নয়। কেননা দাওয়ামের কয়েকটি প্রকার আছে। যেহেতু ইচ্ছা এমনই ছিল যে চিল্লা পর্যন্ত পড়বেন, সুতরাং এক্ষেত্রে দাওয়াম এটাই যে, বিনা ওযরে চিল্লার মধ্যে নিয়ম লঙ্ঘন করবেন না। এই সময়ে মুরাকাবা কম উপকারী হয়। ফিকিরের সঙ্গে যিক্‌রে যবানী ও কিতাবী তা'লীম অধিক সঙ্গত।

www.islamfind.wordpress.com

কুরআন শরীফ থেমে থেমে মুখস্ত পড়তে না পারার এলাজ

হালঃ এই গোনাহগার যৌবনে কুরআন শরীফ মুখস্ত করেছে। এই কারণে জিহবা খুব ভাল চলে না। তাছাড়া দ্রুত পড়ার এমন অভ্যাস হয়েছে যে, ভালভাবে হরফ উচ্চারণ হয় না। যদি ধীরে ধীরে থেমে থেমে পড়তে যাই তাহলে মুখস্ত পড়তে পারি না। আপনার এই খাদেম সর্বদা খুবই লজ্জিত ও পেরেশান থাকে। কী করব! এই পাপী বান্দার এখতিয়ারেও নেই যে, কুরআন শরীফ থেমে থেমে মুখস্ত পড়ব। অধমের সাধ্যের বাইরের ব্যাপার। এখন অধমের বয়স পঁচাত্তরের কাছাকাছি। আমি খুবই শঙ্কিত ও পেরেশান। হযরত! মেহেরবানীপূর্বক পড়ার এমন কোনো তরীকা বলে দিন যে, আমি থেমে থেমে মুখস্ত পড়তে সক্ষম হই। আলফায সুন্দরভাবে উচ্চারণ হয়। হুযূর দুআ করবেন যে, গোনাহগারের উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

বিশ্লেষণঃ অযীফা পরিমান প্রতিদিন অভ্যাস মতো পড়তে থাকুন। এত দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয় আর ততদিন পর্যন্ত পড়া বন্ধ রাখাও সঙ্গত নয়। প্রতিদিন এক পারা অথবা এর চেয়ে কম খুব ধীরে ধীরে থেমে থেমেও পড়ুন। মুখস্ত পড়া সম্ভব না হলে কুরআন শরীফ পাশে রেখে দিন। মুখস্ত শুরু করবেন, যেখানে সন্দেহ হবে দেখে নেবেন। এইভাবে কিছুদিন করলে আশা করি শীঘ্রই এসলাহ হয়ে যাবে।

নামাযে অধিক পরিমাণে ভুল হওয়ার এলাজ

হালঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে আমার খুব বেশি ভুল হয়। বিশেষতঃ ফরয ও ওয়াজিব অর্থাৎ বেতের নামাযে। মনে থাকে না যে, কত রাকাত পড়লাম। চেষ্টা করা সত্ত্বেও কখনো কখনো তাশাহহুদে গিয়ে এই রকম ধোকায় পড়ে যাই যে, মাত্র দুরাকাত পড়েছি। কখনো মনে হয় যে, এটা প্রথম রাকাত। এমন কি ফজরের দুই রাকাতের মধ্যেও এরূপ ভুল হয়ে যায়। কমের ব্যাপারেই ধারণা প্রবল থাকে। যদি নামায পূর্ণ করে সেজদায়ে সাহু করি তাহলে মনে হতে থাকে যে, অনুমানের নামায হল। আবার পড়ি। আবারও একই অবস্থা হয়। দুএকবার আমি কোনো নামাযকে আট দশবারও পড়েছি। কিন্তু প্রতিবার একই অবস্থা হয়েছে। নফসের জন্য এই বারবার পড়া ভীষণ কষ্টকর হয়েছে। দুএকবার যোহরের নামায একাকী পড়ার কালে পরের দুই রাকাত সুন্নত পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে পূর্বের সুন্নত পড়ছি। ফরয এখনো পড়াই হয় নি। নতুন করে সব নামায পড়েছি। প্রতিদিন তিন-চার ওয়াক্ত

www.islamfind.wordpress.com

নামায সিজদায়ে সাহুর মাধ্যমে ক্ষতি পূরণ করে করে পড়লে তাতে দিল খুশি হয় না। আর দুবার-তিনবার করে পড়লে নফসের জন্য অসহ্য হয়ে যায়। বিষয়টি ফরয ওয়াজিবে বেশি হয়। সুন্নত-নফলে হয় না অথবা একেবারেই সামান্য হয়। মেহেরবানী করে আমার এই অবস্থা থেকে মুক্তির কোনো এলাজ দিন।

বিশ্লেষণঃ মনে হচ্ছে নামাযের মধ্যে ভুল হলে আপনার মানসিক কষ্ট হয়, সেই কষ্টের কারণে ভয় ও সন্দেহ প্রবল হয়ে যায়। সন্দেহ প্রবল হওয়ার কারণে ভুল হতে থাকে। এর তাদবীর এই যে, আপনি মানসিক চাপমুক্ত থাকুন। নিজের দিলকে শক্ত এবং চিন্তামুক্ত রাখুন। এই বুঝ দিন নিজেকে যে, ভুল যদি হয়েও যায় সমস্যা নেই। মাসায়েল মতো আমল করলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। চিন্তা কিসের! এই তাদবীর করে কয়েকদিন পর আবার এত্তেলা দেবেন।

প্রাধান্য যিকির ও আমলের, কিতাবাদি মুতালাআর নয়

হালঃ দুআর মধ্যে আমার মনোযোগ ও একাগ্রতা বেশি হয় তারপর তিলাওয়াতে। যিকির এবং নামাযের মধ্যে বেশিরভাগ সময় ওয়াস্ওয়াসা, খতরা এবং নানা রকমের খিয়াল ও চিন্তা ভিড় করে আসে, যার ফলে যওক-শওক তো দূরের কথা আদায় করাই কষ্টকর হয়ে যায়। শেষ করার পর মনে হয় বাঁচা গেল। আমি আল্লাহ্ তাআলার শোকর গোজারী করি যে যেটাই হোক তিনি আমলের মধ্যে মুদাওমাতের (স্থায়িত্বের) তাওফীক দান করেন। দুআর মধ্যে প্রায় সকল সময়ই উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি হয় আর তিলাওয়াতের মধ্যে কখনো কখনো ওইসব কিছুর চেয়ে বিস্ময়কর বিষয় যেটা সেটা হল যদি আমার মন দ্বিধান্বিত ও চিন্তাযুক্তও থাকে, তখন হযরতের কিতাবাদি পড়ার তাওফীক হলে সকল চিন্তা ও দ্বিধা কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিশে যায়। সীমাহীন উপকার অনুভূত হয়, যেটা কোনো ইবাদতে পাই না। কিন্তু যখনই কোনো দুনিয়াবী ব্যাপারে জড়িয়ে পরি সেই হালাত আর অবশিষ্ট থাকে না। কখনো কখনো নাওয়াফেল পড়া বা যিকির করার চেয়ে কিতাব পড়াকে বেশি প্রাধান্য দিই। আমার এই চিন্তা কি সঠিক?

বিশ্লেষণঃ ঠিক নয়। যেটা মাকসূদে আসলী তা লাভের ক্ষেত্রে কিতাব মুতালাআর চেয়ে যিকির ও নামাযের দখল বা ভূমিকা বেশি। কিতাবাদির মুতালাআ মাকসূদ বিল গায়র আর যিকির ও নামায মাকসূদ বিযযাত।

www.islamfind.wordpress.com

মাকসূদ বিল গায়র (কিতাবাদি পড়া) জরূরত পরিমাণ হওয়া উচিৎ আর মাকসূদ বিযযাত হওয়া উচিৎ স্বতন্ত্রভাবে। এইসব খারাবীর মূল কারণ হল যওক-শওককে মাকসূদ ও মূল লক্ষ্য মনে করা। এটা হল ভ্রান্তি। চাটনিতে যত মজা থাকে খাদ্যে তত থাকে না। কিন্ত শরীর গঠন করে খাদ্য, চাটনি নয়।

***

হালঃ এই অধমের হযরত ওয়ালার কিতাবাদি পড়ার খুব শওক। ফলে রাত-দিন পড়তে থাকি।

বিশ্লেষণঃ কিতাবাদি মুতালাআর তুলনায় অযীফা ও আমলের পরিমান বেশি হওয়া উচিৎ। আপনার আগ্রহের কারণ বিষয়ের মজা, যিকিরের প্রতি ভালবাসা নয়।

এত্তেবা অনুসরণকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি

হালঃ হুযূর আমার পূর্ববর্তী চিঠির জওয়াবে লিখেছিলেন, কসদুস সাবীল পড়ে, যোগ্যতা অনুসারে আমল শুরু করতে। এরপর এত্তেলা দিতে বলেছিলেন। অধম কসদুস সাবীল সংগ্রহ করে পড়েছি, ব্যস্ত মানুষের জন্য যে অযীফা বর্ণিত আছে, অধম সেটা শুরু করেছে। এর মধ্যে অধম 'সুবহা-নাল্লাহ্' একশবার, 'আলহামদুলিল্লাহ্' একশবার এবং 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্' একশবার করে দিনে একবার পড়ছিলাম। ইতিমধ্যে শৈশবে যেই পীরের কাছে বাইআত হয়েছিলাম, তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। মরহুম পীর সাহেব একটি খাটে ঘুমিয়েছিলেন। আমাকে তিনি বললেন, (হযরতের নাম উচ্চারণ করে) তাঁর কাছে তোমার কোনো উপকার হবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম- কেন? তিনি বললেন- কারণ তিনি অনাগ্রহী।

বিশ্লেষণঃ এর মধ্যে কথা আরো একটি আছে সেটা এই যে, তুমি বেপরোয়া ও অমনোযোগী, সেটা হলে উপকার অবশ্যই কম হয়। একথাটির উল্লেখ এজন্য করেন নি যে, নিজের হালাত তো আপনি ভালই জানেন। যাহোক, এর দুটো তাদবীর আছে। এক- এমন কোনো পীর তালাশ করুন যিনি আপনার অমনোযোগিতা সত্ত্বেও নিজে অনাগ্রহী হবেন না বরং আপনাকে পথে ধরে রাখবেন এবং মনোযোগী করে তুলবেন। দ্বিতীয়- এই যে, মুরীদ

www.islamfind.wordpress.com

অমনোযোগিতা ত্যাগ করবে, তাহলে অনাগ্রহী পীরও বাধ্য হয়ে তার প্রতি আগ্রহী হবে। এই দুই তাদবীরের দ্বারা দুই দিকের মনোযোগই একসঙ্গে হবে। তরীকতের মধ্যে ঐ দুটোই জরুরি।

মাওয়ায়েয মুতালাআ জরুরি

হালঃ হুযূর! নিজের মধ্যে এক বিশ্রী অবস্থা অনুভব করছি। যেই মহা নিয়ামতের কারণে (দাওয়াতে অবদিয়াত) ইয়াকীনের মহাদৌলত লাভ হয়েছে, বর্তমানে সেটা পড়তে মন চায় না। বিরক্তি লাগে। দয়া করে এর এলাজ বলুন।

বিশ্লেষণ ঃ কষ্ট ও তাকাল্লুফ করে বেশি বেশি পড়তে থাকুন। এতেই ক্রমান্বয়ে ঐ বিরক্তি দূর হয়ে যাবে।

ফারায়েয ও নাওয়াফেল-এর মধ্যে মানসিকতার তারতম্য

হালঃ সুনান (সুন্নত নামাযসমূহ) এবং নাওয়াফেল (নফলসমূহ) পড়ার সময় হৃদয়ের একাগ্রতা ফরয আদায়ের সময়ের তুলনায় অধিক থাকে। কারণ সুনান ও নাওয়াফেলের সময় নিজের কেরাত পড়তে হয়, কেরাতের আলফাযের (শব্দাবলির) দিকে মনোযোগ দিয়ে থাকি আর ফরযের মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। যে কারণে চিন্তা-ভাবনা এলোমেলো হয়ে যায়। কী ব্যবস্থা করা যাবে যেন চিন্তা এলোমেলো না হয়।

বিশ্লেষণঃ জিহবা নড়াচড়া না করে মনে মনে পড়ুন।

***

হালঃ নিবেদন এই যে, প্রতি রাতে এশার পর যখন ঘুমাতে যাই, দিলের মধ্যে তীব্রভাবে এই আকাঙ্খা জাগে যে, ইয়া আল্লাহ্! তাহাজ্জুদের সময় কখন হবে! শেষ রাতে হযরতের বরকত এবং আল্লাহ্ তাআলার মদদে যখন উঠি, ওযূ ও মিসওয়াক করতে থাকি, তখন দিলের মধ্যে খুব খুশি লাগে, মন চায় দ্রুত প্রস্তুতি শেষ করি এবং নামায শুরু করি। নামাযের মধ্যে যখন সামান্য আওয়াজে কেরাত শুরু করি, তখন মন চায় সারারাত নামায পড়তেই থাকি। পাশাপাশি তখন যিকিরের জন্য দিলের মধ্যে আকর্ষণ হতে থাকে। তখন দিলকে বুঝিয়ে কোনো রকম শান্ত করে নামায শেষে যিকির শুরু করি। দিনের

www.islamfind.wordpress.com

বেলাও এই চিন্তা হতে থাকে যে, তাহাজ্জুদের সময় কখন আসবে? এইরূপ খুশির কারণে আমার মধ্যে দুটি সন্দেহ তৈরী হয়েছে। এক- তাহাজ্জুদ এবং যিকিরের মধ্যে যে পরিমাণ আনন্দ অনুভূত হয়, ফরয নামাযগুলোতে ততটা কেন হয় না? অবশ্য পূর্বের তুলনায় এখন ফরযের মধ্যেও বেশি লযযত অনুভূত হয় কিন্তু তাহাজ্জুদের তুলনায় অনেক কম। দুই- ফারায়েযের (ফরয নামাযগুলোর) মধ্যে খুশূ খুযূ কম হয় এবং তাহাজ্জুদের মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই খুশূ বহাল থাকে। এর কোনো কারণ বুঝলাম না। হযরত দুকথা লিখে এতমিনান ও প্রশান্তি দান করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

বিশ্লেষণঃ এক- নামায পড়া এবং না পড়া, ফরয নামাযের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দিক অর্থাৎ ত্যাগ করার কোনো এখতিয়ারই নেই। কিন্তু তাহাজ্জুদের মধ্যে এই দিকটিরও অবকাশ আছে। তাছাড়াও তাহাজ্জুদের তাওফীক হওয়ার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ বেশি প্রত্যক্ষ হয়। এসব কারণে অধিক আনন্দ অনুভূত হয়। এরূপ আনন্দ মাতলূব ও কাঙ্খিত।

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

অর্থঃ বল, আল্লাহ্র করুণা ও অনুগ্রহে, এতেই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিৎ।

যদিও অন্যদিক বিবেচনা করলে ফরযের তাওফীক হওয়া বেশি অনুগ্রহের ব্যাপার। মানুষের মনের উপর কখনো একদিকের বিবেচনার প্রভাব প্রবল হয় কখনো অন্যদিকের। আর সেটা কারোর এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত নয়। দুই- আপনি জানতে চেয়েছেন ফারায়েযের মধ্যে খুশূ অল্প এবং তাহাজ্জুদের মধ্যে বেশি হওয়ার কারণ। এসব বিষয়ের কারণ বেশিরভাগ স্বভাবগত ও মানসিক হয়ে থাকে আবার সেটাও বিভিন্ন রকম যা কোনো নিয়মের গণ্ডিতে আনা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ ফরযের সময়গুলোতে নানা কাজে ব্যস্ততার চাপ আর শেষ রাতে ব্যস্ততা না থাকা, অথবা ঐ সময়গুলোতে অন্য মানুষের অবগতি আর শেষরাতে কারোর জানতে না পারার, অথবা ফারায়েযের মধ্যে অন্য সকলের অংশগ্রহণ- যা স্বাদের ঘাটতি ঘটায় আর তাহাজ্জুদে আমলকারীর ব্যতিক্রমী উদ্যোগ যা স্বাদের বৃদ্ধি ঘটায় ইত্যাদি, এগুলো সবই গায়রে এখতিয়ারী বিষয়। সে কারণে এসব কারণ অনুসন্ধান করা বা এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া তরীকতের শিক্ষার পরিপন্থী। অল্প হলেও এখতেয়ারী খূশূর নির্দেশ রয়েছে শরীয়তে কিন্ত গায়রে এখতিয়ারী খূশূ অবলম্বনের কোনো

www.islamfind.wordpress.com

আদেশ শরীয়ত দেয় নি। শুধু আপনার খাতিরে এত কথা লিখলাম। নতুবা এর প্রকৃত জবাব হত এই –'প্রশ্ন অবান্তর'।

অল্প খাওয়ার নিয়ম না মানা

হালঃ দিনে রাতে ছয়টি রুটি খাই, যাতে পূর্ণরূপে পেট ভরে যায়। ক্ষুধার ফাযায়েল পড়ার পর ইচ্ছা করেছি দুইটি রুটি কমিয়ে ফেলব।

বিশ্লেষণঃ কিছুতেই এরূপ করবেন না।

জেহরী ও সেররী নামাযে স্বভাবগত তারতম্য

হালঃ জেহরী নামাযে যতটুকু লযযত ও স্বাদ পাই সেররী নামাযে তার চেয়ে কম।

বিশ্লেষণঃ জেহরী নামাযে নিজের কানেও আওয়াজ আসে, এই কারণে ঐ নামাযে মনোযোগ ও একগ্রতা এবং মনের মধ্যে একথা ওকথা আনাগোনার প্রতিরোধ বেশি হয়। এটা (খতরাহ) আনাগোনা যত কম হবে, মনের ছোটাছুটি তত কম হবে, এটা যত কম হবে, মনোনিবেশ তত বেশি হবে। লযযত ও স্বাদ পাওয়ার মাপকাঠি এটাই। এটাও স্বভাব-প্রকৃতিগত ব্যাপার এবং যথারীতি গায়রে এখতিয়ারী।

তালেবে এলেম অবস্থায় আমলের এসলাহ জরূরী

হালঃ প্রায় সাত বছর হতে চলেছে, অধম খানকায় থেকে তা'লীম হাসিল করছে। এখন ইনশাআল্লাহ্ আগামী বছর কোনো বড় মাদরাসায় গিয়ে লেখা-পড়া শেষ করতে হবে। বর্তমান মাদরাসার নেসাব রমাযান পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে। এরপর অন্য কোথাও লেখাপড়া শেষ করার পর হযরতের খেদমতে এসে দীর্ঘসময় থাকার অবকাশ পাব কিনা জানা নেই। এ কারণে মনে চায় এখন যে চার পাঁচ মাস সময় আছে এই সময়ে জাহেরী ও বাতেনী এসলাহ্ গ্রহণ করি। দীর্ঘদিন থেকে এই চিঠি লিখব বলে ভাবছিলাম। কিন্তু এরমধ্যে একদিন হযরত বলেছিলেন- তালাবাদের নিজেদের কিতাবাদি ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে মশগুল হওয়া উচিৎ নয়। এই কারণে এতদিন চিঠি লিখি নি। পরে মনে হল এটা শয়তানী ধোকা হতে পারে আমাকে সোহবত ও বরকত থেকে মাহরূম করার জন্য। এখন আমার মাকসূদ হুযূরকে জানিয়ে দিলাম।

www.islamfind.wordpress.com

হযরত শয়তানের চক্রান্ত ভাল বুঝবেন। হযরত অধমের জন্য যা সঙ্গত মনে করবেন আমি সেটাই অম্লান বদনে মেনে চলব ইনশাআল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ এই পথে দুটি বিষয় আছে। কাসরাতে যিকির (যিকিরের আধিক্য) আর এসলাহে আমল। প্রথমটি তালিবে এলেমের জন্য মুনাসিব নয়। কাসরাতে যিকিরের যেটা মাকসূদ সেটা এলমী ব্যস্ততার কারণে তাদের হাসিল হয়ে যায়। শর্ত হল তাকওয়া থাকতে হবে। দ্বিতীয় বিষয় এসলাহে আমল, সেটা হার হালে ফরয, তালেবে এলেম এর বাইরে নয়। সুতরাং তুমি এসলাহে আমলের সিলসিলা শুরু করে দাও। এর তরীকা এই যে, প্রথমে কসদুস সাবীল দুবার খুব মনোযোগ ও চিন্তা-ভাবনা করে পড়ার পর তরীকতের সারমর্ম যা বুঝে আসে সে সম্পর্কে জানাও। এরপর এসলাহের তরীকা জানাব।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইবাদতে সাওয়াব বেশি

হালঃ এই সফরের স্বভাবগত উৎসাহ আমার কখনোই হয় নি এখনো কোনো আকর্ষণ বোধ করছি না। বুদ্ধি ও বিশ্বাস (আকল ও ঈমান) দ্বারা স্বভাবকে বাধ্য করে প্রস্তুত করেছি এবং এখনো আছি। আল্লাহ্ তাআলা শক্তি ও সাহস দান করুন। আমার স্বভাব প্রকৃতি এখনো সন্দিগ্ধ হয়ে আছে। হুযূরের কাছে মনোযোগের এমন দুআ প্রার্থনা করছি যা হুযূর এই অধমের জন্য মুনাসিব মনে করেন।

বিশ্লেষণঃ উৎসাহ বা শওক না- তো স্বয়ং মাতলূব না কবূল হওয়ার শর্ত। এখলাসের সঙ্গে আমল হলেই যথেষ্ট। আকর্ষণ, আগ্রহ বা উৎসাহ থাক না থাক তাতে কিছুই আসে যায় না। বরং স্বভাব প্রকৃতির কাছে কষ্টকর হলেও এখলাসের সঙ্গে হওয়াই যথেষ্ট। হাদীসে বর্ণিত 'কষ্ট হলেও ওযূকে পূর্ণাঙ্গ করা' এ বিষয়ের নকলী দলিল, যার দ্বারা আমার উল্লিখিত দাবীর চেয়ে অতিরিক্ত এটাও প্রমাণ হয় যে, এরূপ কষ্টের কারণে সাওয়াব ও ফযীলত বেড়ে যায়। আর ঐ দাবীর আকলী হাকীকত এই যে, ইবাদত কারো জন্য খাদ্য সমতূল্য আর কারো জন্য ওষুধতূল্য। জানা কথা ওষুধ কার্যকরি হওয়া বা উপকারী হওয়া তার প্রতি আগ্রহী হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। বরং অনাগ্রহী হলেও ওষুধের যথার্থ ব্যবহার আরো অধিক সাহস ও মুজাহাদার ব্যাপার।

www.islamfind.wordpress.com

অল্প আমল ও বেশি আমলের প্রভাব সামর্থের পরিমাণ হিসাবে সমান

হালঃ অযীফা বাড়ানোর খুব ইচ্ছা হয় কিন্তু যখনই বাড়িয়েছি হৃৎপিণ্ডে অথবা মাথায় ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। ব্যাস সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। এমন মানুষ আফসোস এবং হতাশার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কী করতে পারে! নিজের কিসমতের উপর অশ্রুপাত ছাড়া আর কী করা যাবে?

পূর্বে হযরতের অনুমতি নিয়ে সুলতানুল আযকার শুরু করেছিলাম, তাতে বুকে ব্যথা হয়ে গেল। ছুটে গেল। বেশি যরবের কারণে ব্যথা হতে শুরু করে। এখন এই অবস্থায় কী করব? অনেক কিছুই করতে ইচ্ছা হয় কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার কারণে করতে পারি না। আকাঙ্খা, সংকল্প তো অনেক কিন্তু বাস্তবায়ন কিছুই হচ্ছে না। সুলতানুল আযকার-এর খুব আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু কী করব! আমি মজবুর। যদি আবার এজাযত হয় তাহলে এখানেই শুরু করব আর বাড়ি গেলে অল্প সময়ে একটু একটু করব। সহ্য করতে না পারলে ছেড়ে দিব। আমার মতো এমন অক্ষম ব্যক্তি যিকির ও শোগল দ্বারা কীভাবে উন্নতি করবে। যেহেতু নিজের কোনো যোগ্যতা নেই এজন্য হযরত ওয়ালার দুআর খুব বেশি মুহতাজ।

বিশ্লেষণঃ সুস্থ সবল ব্যক্তির অধিক আমলের মধ্যে যে প্রভাব অসুস্থ দুর্বল ব্যক্তির অল্প আমলের মধ্যে সেই প্রভাব থাকে। ঐ অল্প আমলের দ্বারাই ইনশাআল্লাহ্ সফলতা আসবে।

এলমী ব্যস্ততা

হালঃ আজকাল কিছু এলমী ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ার কারণে এবং শারীরিক কিছু দুর্বলতার কারণে মা'মূলাত পূর্ণরূপে আদায় করতে পারছি না। তারপরও অল্প কিছু মৌখিক যিকির নিয়মিতই করে থাকি। কলবী তাওয়াজ্জুহ ও হুযূর সর্বদাই ঠিক আছে। নতুন কোনো হালাত নেই।

বিশ্লেষণঃ এলমী ব্যস্ততা যিকির ও শোগলের অতি উত্তম বিকল্প। অসুস্থতাজনিত দুর্বলতা ও অলসতা ওযর এর অন্তর্ভূক্ত। এটাও আজর ও বরকতের ব্যাপার।

www.islamfind.wordpress.com

পঞ্চম অধ্যায়

আহ্ওয়ালের বর্ণনা

লয্যত ও যওক (স্বাদ ও মজা) কাঙ্ক্ষিত নয়, হাল ও মাকামের পার্থক্য

হালঃ পূর্বে ইবাদতে যে মজা পেতাম, যে পুলক অনুভূত হত। এখন আর তা পাই না।

বিশ্লেষণঃ 'স্বাদ' ও 'মজা' মাতলূব ও কাঙ্ক্ষিত নয়। কেননা ওটা একটি হাল (হৃদয়ের অভিব্যক্তি), মাকাম নয়। আহ্ওয়াল (অভিব্যক্তি) মাতলূব নয়। মাতলূব হল মাকাম।

'হাল' ও 'মাকাম'-এর মধ্যে পার্থক্য হল, হাল গায়রে এখতিয়ারী আর মাকাম এখতিয়ারী অর্থাৎ হাল বা হৃদয়ের অভিব্যক্তি (যেমন ইবাদতে মজা লাগা ও না লাগা ইত্যাদি) মানুষের এখতিয়ারী বা আয়ত্তাধীন ব্যাপার নয়। পক্ষান্তরে মাকাম অর্থাৎ দীর্ঘ সাধনা, কষ্ট-ক্লেশের পর অর্জিত অবস্থান, এখতিয়ারী বা আয়ত্তাধীন বিষয়। তাসাউফের ইমামগণের বক্তব্য হল–

المقامات مكاسب والاحوال مواهب

অর্থ: হাল-অভিব্যক্তি আল্লাহ্প্রদত্ত কিন্তু মাকাম সাধনালব্ধ বিষয়।

হযরত হাজী সাহেব বলতেন– 'তালেবে লয্যত তালেবে হক নয়।' অর্থাৎ মজার পাগল আল্লাহ্র পাগল নয়। উচিত হল কাজে লেগে থাকা, মাওলার সন্তুষ্টির কাজ করতে থাকা। ফলাফল বা পরিণতির দিকে তাকানোই উচিত নয়।

লয্যত কাম্য নয়

হালঃ ইবাদতের মধ্যে অধম কোনো স্বাদ ও মজা পায় না। আল্লাহ্র হুকুমের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বা পূর্ণাঙ্গ আকর্ষণ অধমের দিলে নেই।

বিশ্লেষণঃ ইবাদতের মধ্যে লয্যত বা মজা পাওয়া এখতিয়ারী বিষয় নয়। গায়রে এখতিয়ারী কোনো বিষয়ের পিছে লেগে থাকা উচিত নয়। লেগে থাকতে হবে নিজের সামর্থ, ক্ষমতার মধ্যে, এখতিয়ারী বিষয়াদির মধ্যে।

www.islamfind.wordpress.com

লয্যত ও যওক মাতলূব নয়

হালঃ অধম নিজের মা'মুলাত (নিত্য পালনীয় আমল) যথারীতি আদায় করছে। আমার অযীফা ছয় হাজারবার এসমে যাতের যিকির। আল্লাহ্ তাআলার ফযল এবং হুযূরের দুয়ার বরকতে সেটা বেশিরভাগ দিনে তাহাজ্জুদের পর সুবহে সাদিকের পূর্বে শেষ করে ফেলি। মাঝে মাঝে সুবহে সাদিকের পর পর, একদম হঠাৎ হঠাৎ ফজরের পর শেষ করে থাকি। যে কথাটি হুযূরের কাছে আরজ করতে চাই, সেটা এই যে, হুযূরের দরবারে থাকাকালীন যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল এবং যে হালত সেই সময় ছিল অর্থাৎ যিকিরের প্রতি এত আকর্ষণ ছিল, এত ভাল লাগত যে, চোখে পানি এসে যেত। এখন সেই হালত নেই। জানি না কেন এমন হল।

বিশ্লেষণঃ হাল একই রকম থাকে না। মনে রাখবেন, রুচি ও সংবেদনশীলতার এসব বৈশিষ্ট্য তরীকতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়। মূল লক্ষ্য সর্বদাই সংরক্ষিত থাকা উচিত। সেটা হল যিকির ও আনুগত্য। এই মূল মাকসাদে সর্বদাই অবিচল থাকতে হবে। মন লাগুক বা না লাগুক। মজা পাওয়া যাক বা বিরক্তি লাগুক কোনো পরোয়া করা যাবে না। পরিভাষায় যাকে 'বাস্ত' ও 'কব্য' বলা হয়। (বাস্ত মানে ইবাদতের প্রতি আগ্রহ এবং গোনাহ্ বর্জনের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কব্য হল তার বিপরীত) হালত 'বাস্ত'-এর হোক বা 'কব্য'-এর মূল লক্ষ্যে অবিচল থাকতেই হবে (অর্থাৎ মনে চাইলেও 'যিকির ও আনুগত্য' বজায় রাখতে হবে না চাইলেও)। 'কব্যের' কল্যাণ ও উপকারিতা 'বাস্ত'-এর চেয়েও বেশি। হিম্মত ও সাহস করে কাজে লেগে থাকতে হবে। প্রথম প্রথম এরূপ নানা পরিবর্তন হয়েই থাকে। অতঃপর যোগ্যতা অনুসারে আল্লাহ্ তাআলা একসময় তামকীন দান করেন অর্থাৎ আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ককে অন্তরে সুদৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত করে দেন। আল্লাহ্ তাআলা সেটা করেন যথা সময়ে। কোনো কিছুতেই ঘাবড়ানো উচিত নয়। ঘাবড়ে যাওয়ার অর্থ হল সাহস হারানো। আরে ভাই! দৌলত পেতে হলে চাই বুদ্ধি, সাহস আর উদ্যম।

প্রশ্নঃ অবস্থা এই যে, মাঝে মাঝে নামাযে যখন খুব মনোযোগ ও একাগ্রতা সৃষ্টি হয় তখন কখনো রুকু দীর্ঘ হয়ে যায় কখনো সেজদা। সেই সময় সেজদার মাঝে শরীরে এক প্রকার কাঁপুনি সৃষ্টি হয় আর রূহের মাঝে তৈরী হয় বিস্ময়কর এক আকর্ষণ। মন চায় যে, নির্জন কোথাও গিয়ে একদম একা থাকি। মানুষের ব্যাপারে মনের মধ্যে তৈরী হয় এক ধরণের আতঙ্ক। ঐ

www.islamfind.wordpress.com

কাঁপুনির কারণে যে পুলক-আনন্দ আর যে অবস্থা তৈরী হয়, সেটা প্রকাশের মতো ভাষা আমার নেই। শুধু এতটুকু বলতে পারি যে, চূড়ান্ত রকমের এক অভূতপূর্ব স্বাদ, প্রফুল্লতা ও প্রশান্তি পেতে থাকি। কিন্তু পরে যখন পড়ানোর কাজে লেগে যাই অথবা লোকজনের সংস্পর্শে এসে পড়ি, ঐ অবস্থা আর থাকে না। নামায একাকী ও নির্জনে পড়লেই কেবল ঐ অবস্থা হয়, জামাতে, জনসম্মুখে পড়লে হয় না। বুঝলাম না, এর কারণ কী হতে পারে!

জবাবঃ যেহেতু জনসমাবেশের মাঝে স্বাভাবিকভাবেই অন্যের প্রতি নজর থাকে, এ কারণে নির্জন স্থানের মতো একাগ্রতা থাকে না। এই স্বাদ বা মজা পাওয়ার ক্ষেত্রে একাগ্রতার বিরাট দখল রয়েছে। তবে যেহেতু এই স্বাদ 'মাকসূদ' নয়। সে কারণে তার জন্য (স্বাদ পাওয়ার উদ্দেশ্যে) সুন্নতে মাতলূবাকে (যে সুন্নত পালনের জোড়ালো নির্দেশ রয়েছে। যেমন জামাতে নামায আদায়) ত্যাগ করা যাবে না। হাঁ, সুন্নত পালনের মাধ্যমে যদি ঐ স্বাদ পাওয়া যায় তাহলে সেটা প্রশংসনীয়।

* * *

হালঃ ইতিপূর্বে যিকিরের মধ্যে বেশ স্বাদ পেতাম, এখন সেই স্বাদ যিকিরে কম পাই, তেলাওয়াতে বেশি পাই।

বিশ্লেষণঃ যিকিরে যদি কোনো স্বাদই না পান তবুও চিন্তিত হবেন না। কাজ চালু রাখুন। যেদিন স্বাদ পাওয়া যায় সেদিন মনে করবেন যিকির আপনার খোরাক আর যেদিন স্বাদ পাওয়া যাবে না সেদিন মনে করে নেবেন ওটা আপনার ওষুধ।

গায়রে এখতিয়ারীর ব্যাপারে গোনাহ নেই

হালঃ অনেক সময় নফ্স পাপী লোকদের প্রতি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকায়, তাদেরকে মনে মনে অবজ্ঞা করে। নিজেকে জ্ঞানী-গুণী ভেবে অন্যের নিকট ভক্তি-শ্রদ্ধার কামনা করে। অথচ নিজের মধ্যে না এলেমের কোনো প্রভাব আছে না আমলের। কখনো নিজেকে 'ধনীর দুলাল' মনে করে নফ্স নিজের প্রতি অন্যদের সমীহ প্রত্যাশা করে, অথচ 'প্রকৃত ইজ্জত তো শুধু আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের ও মুমিনদের।'

বিশ্লেষণঃ এগুলো সবই ওয়াস্‌ওয়াসা। আপনার মনে যখন তাদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা জাগে আর আপনার বিবেক যদি তাকে সমর্থন না দেয় তাহলে

www.islamfind.wordpress.com

বলা যায় সেটা আপনার 'ভক্তি কামনা' নয় এবং সেটা তাকাব্বুর ও অহঙ্কারও নয়। কেননা ঐ সকল 'আফআলে মাযমূমাহ' বা নিন্দনীয় বিষয়গুলো এখতিয়ারী (স্বেচ্ছাকৃত) সুতরাং যা কিছু এখতিয়ার বহির্ভূত তা নিন্দনীয় বিষয়েরও বহির্ভূত। একে বলা যায় শুধু আখলাকে মাযমূমাহ এর ওয়াস্ওয়াসা। যার (অর্থাৎ ওয়াস্ওয়াসার) জন্য কোনোরূপ জবাবদিহিতা করতে হবে না। জবাবদিহি করতে হবে শুধুমাত্র ইচ্ছাকৃত কর্মের জন্য এবং সংকল্পের জন্য।

হালাত মাকসূদ নয়

হালঃ হুযূর আমাকে তাহাজ্জুদের পর তের তাসবীহ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্ সেটা আমি নিয়মিত পালন করে যাচ্ছি, পাশাপাশি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ্' ও 'আল্লাহু আকবার'ও নিয়মিত আমল করছি। কিন্তু এ সকল আমলের মধ্যে একাগ্রতা না থাকার ফলে অধমের মনে ভীষণ কষ্ট রয়েছে। এই একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য অধম ছবরকমের চেষ্টাই করেছে। এ ব্যাপারে হুযূরের বক্তব্য শুনতে চাই।

বিশ্লেষণঃ যিকিরের উপর এস্তেকামাত (অব্যাহতভাবে যিকির করে যাওয়া) একটি উঁচু 'মাকাম' আর একাগ্রতা একটি 'হাল'। 'হাল'-এর চেয়ে 'মাকাম' উত্তম। সুতরাং আপনি হাল-এর জন্য কখনোই আফসোস করবেন না। আল্লাহ্ তাআলার শোকর আদায় করুন। ঐ হাদিসটি স্মরণ করুন 'যে হবে ভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত। তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে ভাগ্যবানদের আমল।' সুতরাং আমল সহজ হওয়াটাই সৌভাগ্যের প্রমাণ। এই সৌভাগ্যটা আসল উদ্দেশ্য। একাগ্রতার জন্য অর্থাৎ মনটাকে কাজের মধ্যে লাগিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে চাই মন লাগুক বা না লাগুক। সময় যখন হবে তখন আল্লাহ্ তাআলা 'হাল'ও দান করবেন। চিন্তা করবেন না। কাজে লেগে থাকুন। আমি দুআ করছি।

হালঃ রমাযান মাসে সব আমল ছুটে গেছে অসুস্থতার কারণে। শাওয়ালের প্রথমদিন থেকেই আবার শুরু করলাম। শোগল ছারমাদী (বিশেষ ধরণের অযীফা)সহ। আজ পর্যন্ত নতুন কোনো বিষয় প্রকাশ পায় নি। এতটুকু অভিব্যক্তি বোঝা যাচ্ছে যে, শরীয়তের প্রতিটি বিষয় আমল করতে ভালো লাগে। আল্লাহ্র মর্জি কী জানি না। আমার দ্বারা তো কোনো কিছুই পূর্ণাঙ্গ

www.islamfind.wordpress.com

রূপে পালন হয় না। 'যিয়াউল কুলুব'-এর মধ্যে নূর ও আনওয়ার (আলো...) প্রকাশ পাওয়ার যে আলোচনা দেখি, সেরূপ কোনো আছর তো দেখতে পাই না নিজের মধ্যে। মনের মধ্যে এরূপ প্রতিক্রিয়া জাগে যে, নিজেই নিজেকে বলি 'তুই কোনো কাজের না'। হযরতের কী খেদমত হবে আমার দ্বারা? হুযূর! মেহেরবানি করে আমাকে এমন পদ্ধতিতে তারবিয়াত করুন যার দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয়। আরো একটি ব্যাপার এই যে, জানি না কেন সমবয়স্ক সব আলেমকে 'দুনিয়াদার' ভাবার খারাপ ধারণা মনের মধ্যে জাগে। দুআ চাই।

বিশ্লেষণঃ নতুন কোনো বিষয় প্রকাশ পেলেও এরচেয়ে বেশি আর কী হত, 'যে শরীয়তের প্রত্যেকটি বিষয় আমল করতে ভালো লাগে'। এটা যেহেতু পূর্বে ছিল না। সেহেতু এটাকে নতুন বিষয়ের সংযোজনও বলা যায়। নূর আনওয়ার বা আলোর খোঁজে বা ঐ সবের চিন্তায় পড়বেন না। কেননা ঐগুলো অপরিহার্য ও মূল মাকসাদের অন্তর্ভূক্ত নয়; বরং অস্থায়ী ও বাড়তি বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। কারো কারো জন্য ওগুলো না হওয়াই কল্যাণকর। কারণ এগুলো হেজাব (অন্তরায়) হয়ে যায় কখনো কখনো। 'খারাপ' ধারণার কারণ অন্য কিছু নয়। হক ও সত্যের প্রতি আপনার আকর্ষণ। আল্লাহ্ তাআলার শোকর করা উচিত। ছবর করা উচিত।

অবস্থা স্বাভাবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া উচিৎ

হালঃ আল্লাহ্র ভয় আমার মধ্যে প্রবল।

বিশ্লেষণঃ সেরূপ ক্ষেত্রে 'একসীরে হেদায়াত' অথবা অন্য কোনো কিতাবে আল্লাহ্র রহমত ও করুণা বিষয়ক আলোচনা মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত।

হালঃ কুরআন শরীফ পড়তে বসি, কান্নার চোটে পড়তে অক্ষম হয়ে যাই।

বিশ্লেষণঃ এর এলাজ (ব্যবস্থা) হল রহমত ও সুসংবাদের আয়াতসমূহ।

হালঃ আপনার নাম মনে পড়লেও একই অবস্থা হয়।

বিশ্লেষণঃ তখন অন্য কোনো কাজে লেগে যাবেন।

নামাযে মন ঘাবড়ে যাওয়ার এলাজ

হালঃ হুযূরের নির্দেশনামতো 'কসদুস সাবীল' থেকে সাধারণ ব্যস্ত মানুষের যিকির আদায় করে চলেছি আলহামদুলিল্লাহ্। এশার পরে বেতের নামাযের

www.islamfind.wordpress.com

পূর্বে যে নফল আদায়ের জন্য বলেছেন, সেটার পরিমাণ নির্ধারণ করে দিলে আমার জন্য ভাল হয়।

হুযূর! নামাযের মধ্যে আমার দিল এত বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, নামায ছেড়ে পালানোর অবস্থা এসে পড়ে। তবে এখনো সেরকম ঘটে নি। হুযূরের কাছে দুআ চাই এবং এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা চাই।

বিশ্লেষণঃ এশার পর আট রাকাত নফল পড়াই যথেষ্ট। নামায আদায়ের সময় এরূপ কল্পনা করুন যে, আরশের উপর পূর্ণিমার চাঁদের মতো আলো ছড়িয়ে আছে। সেখান থেকে আমার কলবের উপর বৃষ্টির মতো নূরের বর্ষণ হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ এতে আপনার আতঙ্ক দূর হয়ে যাবে। এর বাইরে অন্য কোনো সময়েও পনের-বিশ মিনিট নির্জনে ঐ ধ্যান চালু রাখুন। চলতে ফিরতে খুব বেশি পরিমাণ ইয়া বাসিতু (يَا بَاسِطُ) পড়তে থাকুন। দুসপ্তাহ পর অবস্থা জানাবেন।

* * *

হালঃ কিছুদিন থেকে দিলের মধ্যে খুব অস্থিরতা এবং আতঙ্ক বিরাজ করছে। একদিন আমি কিমিয়ায়ে সাআদাত পড়ছিলাম সেখানে ইমাম গাজ্জালী রহ. জান কবযের এবং কবরের ভয়াবহতার যে আলোচনা করেছেন, সেটা পড়ার পর থেকেই মনের মধ্যে খুব আতঙ্ক ছড়িয়ে রয়েছে।

বিশ্লেষণঃ কিমিয়ায়ে সাআদাতেরই 'আশা' এবং 'মহব্বত' অধ্যায় দুটি কয়েকবার গভীর মনোযোগ দিয়ে মুতালাআ করুন।

হালঃ মাঝে মাঝে মনের মধ্যে এমন ধারণা আসে যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি মহব্বত তোর নিজের জীবনের চেয়ে বেশি নয়, তাহলে আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য জীবন দেওয়ার প্রয়োজন হলে তোর ঐ ভীরু দিল কিভাবে তাতে রাজী হবে?

বিশ্লেষণঃ জীবনের প্রতি মহব্বত তবয়ী (স্বভাবগত) আর আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি মহব্বত আকলী (জ্ঞানগত)। আপনার মধ্যে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি সেই আকলী মহব্বত অবশ্যই আছে। তবে জীবন দেওয়ার ব্যাপারে জটিলতার বিষয়টি আকলী মহব্বতের ত্রুটির প্রমাণ নয়। এতে আকলী মহব্বতের ঘাটতি প্রমাণিত হয় না। কোনো চিন্তা করবেন না।

www.islamfind.wordpress.com

প্রশ্নঃ এমন কিছু বলুন যাতে এই পঁচা দুনিয়ার মহব্বত দিল থেকে একেবারে দূর হয়ে যায়।

জবাবঃ কিমিয়ায়ে সাআদাতের 'দুনিয়ার নিন্দনীয়তা' অধ্যায় পড়ুন।

আ'মালের উপর 'এস্তেকামাত একটি উন্নত হালত

হালঃ রাতে যে বারো তাসবিহ আমলের জন্য বলেছিলেন, সেটা যথারীতি চালু আছে আলহামদুলিল্লাহ্। দিনের যিকির অবস্থা হিসাবে কখনো তিন হাজার কখনো ছয় হাজার চালু আছে, হুযূরের দুআ চাই। নুতন কোনো অবস্থা হলে হুযূরকে জানাব ইনশাআল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ এস্তেকামাত আলাল 'আ'মাল' অর্থাৎ বিরামহীনভাবে আমল করতে থাকা, এটাই খোদ একটা উন্নত হালত, যা সকল কাইফিয়াতের চেয়ে অগ্রগণ্য। আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন ।

অর্থাভাবের কারণে দুশ্চিন্তার এলাজ

হালঃ অভাব-অনটনের কারণে কখনো কখনো পেরেশানি ও দুশ্চিন্তা এসে পড়ে কী করতে পারি?

বিশ্লেষণঃ কোনো চাকরি পাওয়া গেলে করুন অথবা কোনো প্রেসে যোগাযোগ করে প্রুফ সংশোধনের কাজ করতে পারেন।

'ফানা'-এর আলামত

হালঃ কলবের মধ্যে কখনো কখনো এমন আবেগ ও ভাবাবেগ জেগে ওঠে, যার কারণে যিকিরের উৎসাহ বেড়ে যায় আবার কখনো কখনো এমন অবস্থা তৈরী হয় যে, মন একেবারে নিস্তেজ ও আশাহত হয়ে পড়ে। নিজের প্রতি খেয়াল করলে মনে হয় যে, আমার চেয়ে খারাপ আর কেউ নেই। পৃথিবীতে যত খারাপ ঘটনা ঘটছে সবই আমার বদ আমলের কারণে...। এই ধারণা যখন তৈরী হয়, তখন কলবের উপর খুব নৈরাশ্য ছেয়ে যায়। এর এলাজ কী?

বিশ্লেষণঃ এটা কোনো রোগ নয়। এর এলাজও জরুরি নয়। এটাই খোদ প্রশংসনীয় ও কাঙ্ক্ষিত হালতের অন্তর্ভূক্ত। এটা হল নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ারই একটি আলামত। যা 'ফানা' (বিলিন করে দেওয়া) এর একটি শাখা।

* * *

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ এই পথের মনজিলগুলোতে পৌঁছা খুবই কষ্টসাধ্য এবং বিপদজনক। প্রথম প্রথম বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান ও উপলব্ধি কলবের মধ্যে উদ্ভাসিত হত। নিজের স্বল্পযোগ্যতা অনুসারে 'তাকদীর' এবং 'ওয়াহ্দাতে উযুদ'[১] এর মাসআলা এবং দুটোর পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারি আপন রুচিমতো। এরপর বিভিন্ন সময় শরীয়তের আহকামের এবং সৃষ্টিগত বিষয়ের রহস্যজ্ঞান বোধগম্য হতে থাকে। এই ব্যাপারটির এতটাই অগ্রগতি হল যে বিভিন্ন গোনাহের হেকমত উপলব্ধিতে আসার সময় মনে হত যে, ইসলাম ও কুফরির সীমান্তের উপর দিয়ে চলছি। একটু খানি পা ফস্‌কে গেলেই বাহিরে পড়ে যাব।

এরপর যখন থেকে থানাভবন এসেছি, কলবের মধ্যে ঐসব এলেমের আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেছে। যা হোক, সেটা নিয়ে কোনো চিন্তার ব্যাপার ছিল না। কিন্তু বাড়তি বিষয় যুক্ত হয়েছে এই যে, আপনার আলোচনাও বেশি স্মরণ নেই। রমাযানে আপনি অনেক আলোচনা করেছেন, এখন পর্যন্ত আপনার বিভিন্ন স্থানে অনেক বয়ান শুনছি কিন্তু আমি সব ভুলে যাচ্ছি। সামান্য কিছু মনে থাকছে। এমনিতেই পূর্বের মতো সেই ধারণ ক্ষমতা নেই। এখন যা কিছু লেখি সেগুলোও মনে থাকে না। বর্তমানে মনে হয় যে, দিলের মধ্যে কিছু নেই। সব খালি ও শূন্য পড়ে আছে।

ہم سبق گشتیم با مجنون بصحرائے جنون
سبق مصلی بر طرف درس و فتاوی بر طرف

অর্থ : প্রেম উন্মাদনার মরুভূমিতে সহপাঠী হয়ে ঘুরেছি
(লায়লার প্রেমিক) মজনূর সঙ্গে।
তাসবিহ, জায়নামায পড়েছিল একদিকে,
সবক পড়া, ফতোয়া এগুলো ছিল অন্য দিকে।

বিশ্লেষণঃ এই আছর ও প্রভাবের কারণ সমন্বিত দুটি বিষয়- ফানা ও যু'উফ (নফ্‌সের বিলুপ্তি ও কলবের দুর্বলতা) প্রথমটি মাহমূদ (প্রশংসনীয়) দ্বিতীয়টি মাযমূম (নিন্দনীয়) নয়। কেননা কোনো মাকসূদ ছোটে নি। এতেও রয়েছে অনেক হেকমত ও রহস্য, যেমন আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশের 'নিরবিচ্ছন্নতা'

১. ওয়াহ্দাতে উযুদ - সুফীদের একটি পরিভাষা। যার মর্ম সকল মওযুদাত (অস্তিত্বশীল) কে আল্লাহ্ তাআলার এক অস্তিত্ব মানা এবং গায়রুল্লাহ্‌র ভিন্নতাকে এতেবারী ব্যাপার ধরে নেওয়া। মুজাদ্দেদে আলফেসানী এটাকে ভ্রান্ত বিশ্বাস বলে আখ্যায়িত করেন ।

www.islamfind.wordpress.com

এ জাতীয় আরো অনেক হেকমত এতে আছে। খুব শিগ্‌গির এই আলোচনা আসছে।

* * *

হালঃ গতকাল আসরের পরে একটি প্রয়োজনে খানকা থেকে বাহিরে গিয়েছিলাম। একটি কুকুর ছানার উপর নজর পড়ল। তার আকৃতি আমার চোখে খুবই পছন্দনীয় বোধ হল।

বিশ্লেষণঃ এটা ছিল তাওয়াযু বা বিনয়ের প্রাবল্য। 'ফানা'-এর স্তরে উন্নীত 'তাওয়াযু'।

হালঃ এরপর হালত এমন হল, মনে হচ্ছিল যে, আজ পর্যন্ত যত যিকির করেছি সব যিকিরের মধ্যেই লুকানো ছিল কোনো না কোনো গরজ। সে হিসাবে তো শিরকের মধ্যে আক্রান্ত ছিলাম। কারণ মাওলা ছাড়া অন্যের আকাঙ্ক্ষি ছিলাম। নিজেকে তিরস্কার করেছিলাম যে, তুই তো আল্লাহ্‌ তাআলার মূল্য বুঝলি নে। যদি তাঁর মূল্য বুঝতে পারতি তাহলে কিছুতেই অন্য কোনো কিছুর তালেব বা আকাঙ্ক্ষি হতি না। ওয়াস্‌ওয়াসা দূর করার নিয়তে যিকির করাও শিরক। আল্লাহ্‌র 'নাম'ই মাকসূদ। আরে আমার নফ্‌স! তুই বড়ই কুচক্রী, সব ক্ষেত্রেই সব কাজেই তুই কোনো না কোনো কুমতলব এঁটে রেখেছিস।

বিশ্লেষণঃ এটাও ভিন্ন রঙে 'ফানা'র প্রাবল্য ও তীব্রতা।

হালঃ কাল আসর, মাগরিব ও এশার নামাযে খুব প্রশান্তি পেলাম।

বিশ্লেষণঃ এটা হল সেই নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ যা বর্ণিত এই হাদীসে- 'আমার চোখ জুড়ানো শান্তি রয়েছে নামাযে'।

* * *

হালঃ হুযূরের দিকনির্দেশনায় আনন্দিত হলাম। ইনশাআল্লাহ্‌ আপন মাশায়েখের তরীকার মুখালাফাত এবং এই মহা দৌলতের অমর্যাদা নিজের জীবনে কখনোই করব না। যে কেউ সত্যিকার 'তলব' (অনুসন্ধিৎসা, আকাঙ্ক্ষা) নিয়ে অধমকে খাদেম বানাবে, শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমি তার খাদেম ও গোলাম। আর যে আমার কাছ থেকে দূরে ও পৃথক থাকবে আমিও তার থেকে আযাদ ও বেপরোয়া। যদিও বাহিরে আমি তুচ্ছ কিন্তু হুযূরের

www.islamfind.wordpress.com

দোআর বরকতে অন্তরে আমি বাদশাহ। আল্লাহ্‌র প্রশংসা, কারো কাছ থেকে কোনো উপকার ও ক্ষতির আশা নেই। কারো প্রশংসা ও নিন্দার পরোয়া করি না। প্রায়ই নিজের অন্তরে খোঁজ-খবর করে দেখি যে, দুনিয়াবি বিষয়ে নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ করাই উদ্দেশ্য থাকে। সকল বিষয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই একমাত্র কাম্য থাকে। এসকল বিষয় হুযূরেরই ফয়েয-বরকতের নূর এবং হুযূরেরই 'বাতেনি নেসবত'-এর ফলাফল। নতুন আমি কি আর আমার অস্তিত্বই বা কি? কসম আল্লাহ্‌র আমি কিছুই না।

বিশ্লেষণঃ মা-শা আল্লাহ্! এরূপ জীবন-যাপনই করা উচিত।

* * *

হালঃ মানসিক হালত এই যে, কেউ যদি মুখের উপর প্রশংসা করে তবে খুবই অপ্রীতিকর বোধ হয় এবং সংযতভাবে তাকে সাবধান করে দেই।

বিশ্লেষণঃ অন্যায়কে প্রতিরোধ করা শরীয়তের কাম্য বিষয়।

হালঃ কোথাও ভাল ও নেক লোকদের সঙ্গে বসলে লজ্জা ও জড়তা আমাকে ঘিরে ধরে। নিজেকে ঐ সব হযরতের তুলনায় একেবারে তুচ্ছ মনে হয়। কেউ আমাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখালেও ভীষণ লজ্জিত হই।

বিশ্লেষণঃ এটা ফানা ও তাওয়াযু (বিনয়) এর প্রভাব। মুবারক হোক।

* * *

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! হুযূরের ফয়েয ও বরকতে দিলের হালত এমন হয়েছে যে, কারোর প্রতি দিলের মধ্যে কোনো হিংসা নেই। গীবতে জড়িয়ে গেলে মনের মধ্যে খুব অস্থিরতাবোধ হতে থাকে। যা কিছুই দেখি, সেখান থেকে নিজের জন্য কিছু শিক্ষা পেয়ে যাই। এমনকি অহেতুক-অনর্থক, রাগা-রাগি ও গালা-গালি দেখে বা শুনেও এক ধরনের শিক্ষা লাভ হয়। কারোর কথা-ভালো হোক বা মন্দ, মনে থাকে না। কখনো কখনো অবস্থা এমন হয় যে, মন মস্তিষ্ক অস্থির হয়ে উঠে। ইচ্ছে হয় কাউকে সঙ্গে নিয়ে এমন কোথাও যাই যেখানে কিছুটা মনকে ভুলানো যাবে। প্রফুল্ল করা যাবে। কিন্তু সেখানে গিয়েও ঐ চিন্তা থেকে মনকে সরানো যায় না; বরং কখনো তো এমন হয়েছে যে, কোনো প্রদর্শণীতে গিয়েছি তো সেখানে গিয়ে আরো বেশি পেরেশানি হয়েছে। ভাবনা এসেছে যে, এরা দুনিয়ার জন্য এত চেষ্টা করে অথচ আমি দীনের জন্য এর সামান্যও করি না। এ কথা ভাবতেই দুচোখ অশ্রুতে ভরে গেল যা বহু কষ্টে সংবরণ করতে হল।

www.islamfind.wordpress.com

আমার বাড়ীর আশপাশে সব হিন্দুবাড়ি, রাত-দিন তাদের গান-বাদ্য চলতে থাকে। বিয়ে-শাদীর সময় খুব অশ্লীল ও গালাগালি মেশানো গান তারা বাজিয়ে থাকে। আমার খুব কান্না পায়; বরং কেঁদেই ফেলি যখন চিন্তা করি যে, হায় ওদের গালির সময় যদি আমি আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ করতাম তাহলে কত উপকার হত। তবে এরপর একটি গালিও মনে থাকে না। কোথাও যদি কেউ আমাকে কঠিন কোনো কথা শোনায় তবে কিছুক্ষণ পর অথবা কয়েকদিন পর একদম কিছুই মনে থাকে না। এমনকি কেউ সেই ব্যাপারটিকে নতুন করে উস্কে দিলে আমার মধ্যে অনীহা জেগে ওঠে যে, অহেতুক এসব পুরাতন কথা উঠানোর কী দরকার ছিল?

বিশ্লেষণঃ এগুলো সবই 'অনুভূত' ফানা-এর আলামত। মুবারক হোক।

হালঃ কোনো কোনো সময় ভাবি যে, আল্লাহ্ তাআলা আমার দেহের ভেতর কী এমন বস্তু ঢুকিয়ে দিয়েছেন যার কারণে আমি নড়া-চড়া করছি! এরপর যখন চিন্তা করি তো নিজের অস্তিত্ব বলার মতো কোনো ব্যাপারই মনে হয় না। তখন আল্লাহ্র শান ও মাহাত্মের উপর ফেদা ও কুরবান হয়ে যেতে ইচ্ছা হয়।

বিশ্লেষণঃ এটা 'ইলমী ফানা' এর আলামত। মুবারক হোক।

* * *

কাইফিয়াত মাকসূদ নয়

হালঃ প্রায় পনের দিন ধরে গত শনিবার পর্যন্ত কলবের মধ্যে এক বিস্ময়কর কাইফিয়াত চলছিল। কখনো মনে হচ্ছিল যে, মহান আল্লাহ্র সামানা-সামনি আছি, মহব্বত ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, মুখে কিছু বিনয় ও অক্ষমতার কথা বলছি। চেহারায় তন্দ্রার মতো বোধ হচ্ছিল। এরূপ কাইফিয়াত বিশেষভাবে শনিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেশি ছিল। রবিবারে মনে হল- এগুলো সবই মস্তিষ্কের কল্পনা। তখন থেকে দেহ-মন ভাল বোধ হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ হাঁ, কখনো কখনো এটাও কারণ হয়ে থাকে আবার কখনো যিকিরের প্রভাবও হয়ে থাকে। যেটাই হোক প্রথমটি হলে মাহমুদও নয়, মাযমূমও নয়। দ্বিতীয়টি হলে মাহমুদ-প্রশংসনীয়। উভয় অবস্থাতেই এ ধরণের কাইফিয়াত মাকসূদ নয়। মনোযোগ যিকিরের প্রতিই রাখতে হবে। চাই কোনো

www.islamfind.wordpress.com

কাইফিয়াত হোক বা না হোক। সম্ভাব্য মস্তিষ্ক সংক্রান্ত রোগ হয়ে থাকলে তার চিকিৎসাও জরুরি।

* * *

হালঃ হযরত মাওলানা সাহেব দামাত ফুয়ূযুকুম, হুযূরের প্রতি উৎসর্গিত এই খাদেম অনেক পুরাতন একজন রোগী। আমি প্রায় সকল রূহানী চিকিৎসকের স্মরণাপন্য হয়েছি কিন্তু না আমার রোগমুক্তি হয়েছে না মৃত্যু হয়েছে। সর্বশেষ আশ্রয় নিয়েছি মাসীহে জামান ও আফলাতুনে দাওরান (থানবী রহ.) এর কাছে। হুযূরের দরবারে আসার পর রোগের বিশদ অবস্থার বর্ণনা পেশ করি নি, এজন্য মূল রোগও কমে নি। রোগের কথা প্রকাশ না করার পেছনেও বিশেষ একটি কারণ ছিল। অধমের সামান্য জ্ঞানে এ বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমুল হয়ে গিয়েছিল যে, শুধুমাত্র হুযূরের সোহবতের বরকতেই যেভাবে রাগ-হিংসা ও অহংকারের রোগগুলো কমে গিয়েছিল, এ রোগটিও সেভাবেই ভাল হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। কিন্তু সময়ের দীর্ঘতার কারণে রোগটির আলোচনা তুলে ধরার প্রয়োজন দেখা দিল। রোগটি এই, যে কাইফিয়াত বা হালত তৈরী হয় তা মাত্র তিন দিন থাকে। অর্থাৎ তিন দিনের এক ঘন্টা বেশিও থাকে না কমও থাকে না। তৃতীয় দিনের পর বিলকুল শূন্য। যেমন ছিলাম পূর্বে ঠিক তেমনই হয়ে যাই। এভাবেই এই হালতেই পেরিয়ে গেছে আমার বিগত ত্রিশটি বছর। হালত তৈরী হওয়ার জন্য বিশেষ কোনো এহতেমাম করতে হয় না। এমনি এমনি আমার হালত কোনো কিছু ছাড়াই হয়ে যায়। এর জন্য কোনো নির্ধারিত মেয়াদ নেই। কখনো এক মাস কখনো বা দুই-তিন মাস আবার কখনো এক মাসের মধ্যেই দু-তিনবার হয় কিন্তু স্থায়িত্ব শুধুমাত্র তিন দিন, এতে কোনো পরিবর্তন নেই। অবস্থার উন্নতির জন্য যত চেষ্টা ও কষ্ট করেছি সব বেকার চলে গেছে। গত দুবছর ধরে- যখন থেকে হুযূরের দরবারে আসা-যাওয়া করছি, না কখনো নির্ধারিত আমল ও অযীফা কাযা হয়েছে না কখনো একটা থেকে চারটার রাত্রি জাগরণ কাযা হয়েছে। হঠাৎ কোনো অসুস্থতার জন্য কাযা হয়েছে কি না মনে নেই কিন্তু জানি না এই হালত কেন যথারীতি একই রকম রয়ে যাচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ যতদূর সম্ভব এমন বিষয়ের যে মূল বা মূলনীতিমালা আমি প্রায় সময়ই বলে থাকি, আপনি মনে রাখেন নি। একটি মুলনীতি এটাও- যা আপনার জিজ্ঞাসার জবাব, সেটা হল, কোনো কাইফিয়াত মাকসূদ নয়। এটা

www.islamfind.wordpress.com

বিরাট বড় নেয়ামত যে, কাইফিয়াত তৈরী হয়। যদি এটা একদম না হয় তবুও মূল উদ্দেশ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। আকাবের বুযুর্গদেরও কোনো কাইফিয়াত স্থায়ী হয় নি একেবারে বিরল ক্ষেত্র ছাড়া। এই যখন ব্যাপার তাহলে ভালভাবে মনে রাখুন কাইফিয়াত স্থায়ী না হওয়া কোনো রোগ নয়। ওটাকে স্থায়ী করার চেষ্টা করা সময় নষ্ট করার নামান্তর। নিজ হাতে নিজের ক্ষতি করার শামিল। যা কুরআন-হাদীস মতে নাজায়েয। কুরআনের দলিল- 'তোমরা নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।' -সূরা বাকারা। হাদীসের দলিল- 'কোনো ব্যক্তির চমৎকার মুসলিম হওয়ার লক্ষণ হল অহেতুক কর্মকাণ্ড বর্জন করা।

হালঃ হুযূর যখন সফরে গিয়েছিলেন, তখন আপন কলবের প্রতি অধমের সার্বক্ষণিক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

বিশ্লেষণঃ মনগড়া 'শোগল' সমীচিন নয়।

হালঃ শুরুর দিকে এটা (কলবের প্রতি সার্বক্ষণিক দৃষ্টি) এত শক্তিশালী ও তীব্র হয় যে, অন্যদিকে মনোনিবেশ করা অসম্ভব বোধ হয়। কিন্তু তৃতীয় দিন শেষ হলে কলব থেকে আপনা-আপনি দৃষ্টি সরে যায়। এই সময়ের মধ্যে তিনবার এরূপ হয়েছে। যে সময় এই অবস্থা দূর হয়ে যায় তখন খুবই ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা ঘিরে ধরে। কী করব কোনো উপায় নেই বাঁচার।

বিশ্লেষণঃ উপায় আছে, ঐ বিষয় নিয়ে সারাক্ষণ ভেবে ব্যাকূল হওয়া ছেড়ে দিন।

হালঃ অধম যদিও ভালভাবেই জানে যে, যদি গায়রে এখতিয়ারী কোনো ব্যাপারে চেষ্টা সাধনা সত্ত্বেও সফল না হওয়া যায় তবে ঐ ব্যক্তি দায়ী নয় কিন্তু হৃদয়ের ব্যকুলতা ও রূহের অস্থিরতা থেকে বাঁচারও কি কোনো চিকিৎসা নেই? একটি মুহূর্তও যে মুক্তি মিলছে না!

বিশ্লেষণঃ ঐ ব্যাকুলতা দান করাই যদি আল্লাহ্ তাআলার অভিপ্রায় হয়, তাহলে তা থেকে মুক্তি খুঁজে বেড়ানোর আপনি কে? এ কষ্ট তো আপনার কল্যাণের জন্যেই আল্লাহ্র বিশেষ নেয়ামত।

হালঃ আফসোস! অপদার্থ যদি 'শুষ্ক সাধক'ই থেকে যেত তাহলে এত রূহানী কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করতে হত না। ও শৈশব থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে বার্ধক্যের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে এত নিয়ন্ত্রণ করেছি যে, এই দেহ মাটির স্তূপের মতো হয়ে গেছে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ছেড়ে দিন নিয়ন্ত্রণ, ছেড়ে দিন চিকিৎসা খুঁজে বেড়ানো। অনুসরণ করুন এই মাজহাব-

خوشا وقت شوردیگاں غش - اگر ریش بینند دگر مرہمش

ودادم شراب الم در کشند - اگر تلخ بینند دم در کشند

অর্থঃ খুশি হও হে আমার মন! আল্লাহ্‌র প্রেমে মত্ত হওয়ার, তাঁর বিরহে পাগল হওয়ার এই তো সময়। তাঁর প্রেমিক বান্দারা আহত হলে তাঁরাই (দেওয়া ছবর ও শোকরের) ব্যান্ডেজ বেঁধে নিন। দমে দমে পান করতে থাকেন ব্যাথার (ইশ্‌ক ও মহব্বতের) শরাব। যদি তিক্ত ও বিস্বাদ লাগে তবে (ধৈর্য ধরে) নীরব থাকুন।

(অর্থাৎ-আল্লাহ্‌র ফয়সালা খুশি মনে গ্রহণ করে ব্যাকুলতা ও পেরেশানি ত্যাগ করুন)।

হালঃ প্রকাশিত বিভিন্ন নূর, ঘটিত আছর ও কাশ্‌ফের কথা প্রকাশ করা অর্থহীন ব্যাপার। যেহেতু ওগুলো মাকসূদ নয় এবং মাকসূদের মধ্যে দখলও নেই, এ কারণে সেগুলোর আলোচনা করাও বেকার কাজ। যতদিন অজ্ঞতাবশত ঐসবকে মাকসূদ মনে করতাম ততদিন মনজিলে মাকসূদ থেকে দূরে পড়েছিলাম। পক্ষান্তরে এখন সে অজ্ঞতা দূর হওয়া সত্ত্বেও মাহরূম রয়েছি।

বিশ্লেষণঃ ঐসবকে যেহেতু মাকসূদ মনে করেন না তাহলে এত আফসোসের সঙ্গে মাহরূম হওয়ার আলোচনার কারণ কী? এতে তো সন্দেহ হয় যে, 'গায়রে মাকসূদ' মনে করাকেও হাসিলের একটি প্রক্রিয়া ভেবে ঐগুলোর এন্তেজার করেছেন। তাহলে গায়রে মাকসূদ মনে করার দাবি সহী হয় কীভাবে?

হালঃ এখন এই অধমের চাহিদা এই যে, মনজিলে মাকসূদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারা তো আহলুল্লাহ ও খাস মানুষের কাজ। আমার মতো নালায়েক, গোনাহগারের যদি কলবের প্রতি সার্বক্ষণিক দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে যায় এবং সেটা স্থায়িত্ব পায় তাহলে বিরাট গনিমত মনে করে নিব। যেন হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও ছটফটানি দূর হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ এই দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়াটা আবার কোন্ মাকসূদ? আমি তো বুঝলাম না কী এর হাকিকত?

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ এই খাদেম যা কিছু নিবেদন করেছে, তা গৌরব প্রকাশের জন্য নয়; বরং শুধুমাত্র এজন্যই যে, রোগীর ভাল-মন্দ সকল বিষয়ই পূর্ণরূপে চিকিৎসকের নিকট প্রকাশ করা উচিৎ।

বিশ্লেষণঃ জরুরি বিষয় ছিল জানানো। খুব ভাল করেছেন।

হালঃ এই পাপী গর্ব করার মতো তো কোনো ভাবেই নয়। এই নালায়েক, খবিশ তো এমন যে, হাজারবার হত্যা করলে, হাজারবার রজম (পাথর ছুড়ে হত্যা) করলে এবং হাজারবার আগুনে পুড়িয়ে ছাই উড়িয়ে দিলেও নিজের অপকর্ম ও পাপের হাজারভাগের একভাগেরও প্রায়শ্চিত্য হবে না।

বিশ্লেষণঃ ব্যাস! ফয়সালা এটাই। নিজেকে এরকম মনে করতে পারা বিরাট বরকতের ব্যাপার। এটাই হল সেই হালতের ফলাফল যাকে আপনি মনে করেন ব্যর্থতা ও বঞ্চনা।

হালঃ উক্ত আবেদন-নিবেদনের মধ্যে কোনো শব্দ ও কথা বেয়াদবিমূলক হয়ে থাকলে ক্ষমা প্রার্থনা কারছি।

বিশ্লেষণঃ সব মাফ।

হালঃ অভিজ্ঞ চিকিৎসক দয়া করে অধমের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করবেন এবং ঐ উল্টা চলা থেকে আমাকে বাহির হওয়ার পথ দেখিয়ে সাহায্য করবেন। যেন সীমাহীন পেরেশানি ও অশান্তি থেকে বের হতে পারি।

বিশ্লেষণঃ আমি সবকিছুই ইতিমধ্যে বলে দিয়েছি। এরপরও যদি দুশ্চিন্তা দূর না হয়ে থাকে তাহলে সরাসরি মৌখিক আলোচনা করে নেবেন।

হালঃ এখন তো অধম হুযূরের দরবারে পড়ে আছে। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত হুযূরের কমদ মুবারক থেকে পৃথক হওয়ার এরাদা নেই।

বিশ্লেষণঃ আমি তো কিছুই নই কিন্তু আপনার সুধারণার ভিত্তিতে এই আঁকড়ে ধরে রাখা বিফল হবে না।

হালঃ এরপর কপালে যা আছে তাই হবে।

বিশ্লেষণঃ কপালে ভালই আছে ইনশাআল্লাহ্। আপনার চিঠির বিষয়বস্তুগুলোই তার আলামত।

* * *

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ অন্তরের ঝোঁক ও কলবের আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ্ তাআলার ইশক ও মহব্বতের দিকেই ধাবিত। একেই মনে করি দীন ও ঈমান।

বিশ্লেষণঃ এটা ঠিক আছে, তবে মহব্বতের হাকিকত বুঝতে হবে।

হালঃ যেহেতু অপদার্থ মহব্বত অর্জন করতে পারে নি সেজন্যই হয়ত এর হাকিকত অজানা।

বিশ্লেষণঃ আপনার বক্তব্য ঠিক নয়। দলিল, আল্লাহ্র বাণী- (তরজমা) 'ঈমানদারদের অন্তরে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা তীব্র।' (বাকারা -১৬৫) এবং মদ পানকারীর ব্যাপারে প্রিয় নবীর উক্তি- 'নিশ্চয় সে আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসে।' আকলী মহব্বত (যুক্তিগত ভালবাসা) তো আছেই এমনকি তবয়ী মহব্বত (স্বভাবগত)ও আছে। এটা হল একটা আকর্ষণ যা প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে আছে। সেটা যেভাবেই হোক না কেন।

হালঃ তো সর্বদা ঐ মহব্বতের বেদনাতেই ভারাক্রান্ত থাকি। কোনো অযীফা মজা লাগে না।

বিশ্লেষণঃ স্বয়ং মজা উদ্দশ্যেই নয়।

হালঃ যদিও এই হালত এখতিয়ারী নয় তবুও দুর্ভাগ্যের জন্য আফসোস হয়।

বিশ্লেষণঃ এটা দুর্ভাগ্য নয়। যখন নবুওয়াতের ধারা বন্ধ হয় নি কোনো গায়রে নবীর জন্য এই কথা বলা- আমি নবুওয়াত পেলাম না, আমার দুর্ভাগ্য, এটা কি ঠিক হত।

হালঃ যতই উচ্চ মর্যাদার কথা হোক, সেদিকে কোনো আগ্রহ নেই। ইশ্কের প্রতি কিছুটা আগ্রহ আছে। এটা তো আমার এখতিয়ারী বিষয় নয় এযতেরারী (বাধ্যগত) বিষয়।

বিশ্লেষণঃ মা-শা আল্লাহ্, সবই ভাল। শুধু জরুরি হাকিকত উন্মেচিত হওয়া আর সে জন্য অপরিহার্য হল- মনোযোগ দিয়ে কথা শোনা। একাগ্রতা ও তন্ময়তা দরকার কথা শোনার মুহূর্তে।

হালঃ অধমের জাহেরি ও বাতেনি সব হালত সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরলাম, এর মধ্যে যা পরিবর্তনীয় মেহেরবানি করে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ সব ঠিক আছে তবে বারো তাসবীহ আরো বৃদ্ধির দরকার।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ অধমের দোষ-ত্রুটি তো গণনার বাইরে।

বিশ্লেষণঃ সে জন্য জরুরি হল ইমাম গাজ্জালী রহ. এর কিতাবাদি পড়া ও আমল করা।

হালঃ এবার মুরব্বি হিসাবে কিছু যিকিরের আর কিছু নসীহতের কথা বলুন।

বিশ্লেষণঃ যিকিরের ব্যাপারে বারো তাসবীহ এবং পড়া-শোনা ও এলাজ হিসাবে ইমাম গাজ্জালী রহ. এর কিতাবাদির কথা তো বলেই দিলাম।

ওয়ারেদাতে মাহমুদা এবং যিক্‌রে কলবের আছর

হালঃ বারো তাসবীহ আদায় করার পর মুরাকাবার মধ্যে ঘুম ঘুম অবস্থায় সুবহে সাদিকের খুব কাছাকাছি সময়ে একটি আওয়াজ শ্রুত হল- 'মৌলবী সাহেব নামায!'

বিশ্লেষণঃ এটা 'ওয়ারেদাতে মাহমুদার' একটি এবং একটি বাস্তব এলহাম। মুবারক হোক।

হালঃ দ্বিতীয় রাতে সেই যিকিরের সময় ঘুম ঘুম অবস্থা যেন কলবের দিক থেকেই দুই গাছ অথবা দুই বাঁশের ঘর্ষণের মতো আওয়াজ শোনা গেল।

বিশ্লেষণঃ যিকরে কল্‌ব অর্থাৎ কলবের যিকিরের একটি আছর তবে মনোযোগ দেওয়ার মতো বিষয় নয়।

একাগ্রতা অর্জনের পন্থা

হালঃ যতদিন যিকির নিয়মতান্ত্রিক চলতে থাকে ততদিন কিছুটা প্রশান্তি ও বরকত অনুভূত হতে থাকে। কিন্ত দুনিয়ার কাজ-কর্মের সূত্রে বাধ্য হয়ে কিছু কিছু গোনাহে জড়িয়ে পড়তে হয় তখন ঐসব বরকত, স্বাদ, প্রশান্তি বরং যিকিরের তাওফিকও ভাগ্যে জোটে না। যতই এস্তেগফার করি সেই ব্যাপারগুলো আর নসীব হয় না। দুনিয়ার কাজ-কর্ম আর যিকির একত্র হওয়া অসম্ভব মনে হয়। এখন মিথ্যা ও ধোকা ছাড়া কোনো কাজ হয় না। প্রচলন এমন হয়ে গেছে যা অন্যকে বদনসীব বানিয়ে দেয়। আমার মতো হিম্মতহারা লোকের জন্য পথনির্দেশ কী?

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ্! এভাবেই ক্রমান্বয়ে একাগ্রতা ও মনোনিবেশ গায়েব থেকে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এস্তেগফার ও দুআ বাদ দেবেন না।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ ভীষণ পেরেশান। এখন তো সারাজীবনে দুনিয়াদারি থেকে মুক্তি সম্ভব বলে মনেই হয় না। বরং মনে হয় এই ঝামেলা দৈনন্দিন শুধু বাড়তেই থাকবে। আল্লাহ্ বাঁচাও।

বিশ্লেষণঃ পৃথিবী যদি বরফে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। সূর্যতাপ মুহূর্তেই করতে পারে অপসারিত। হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। কখনোই নিরাশ হবেন না।

মানসিক উদ্দীপনা ও দৈহিক দুর্বলতার প্রভাব

হালঃ পূর্বে কখনোই আমার এরূপ ঘটেনি যা বর্তমানে ঘটছে। যিকির করতে বসে দুএকশ তাসবীহ্ পড়ার পর হয়ত চিৎকার শুরু করে দেই অথবা লাফ-ঝাফ ও শরীরে আঘাত করতে থাকি। বিষয়গুলোর সূচনা থাকে এখতিয়ারী অর্থাৎ আমি প্রতিরোধ করতে পারি কিন্তু পরে সেটা চলে যায় সাধ্যের বাইরে। উচ্চস্বরে 'যরব' লাগাতে থাকি এমনকি আওয়াজ বসে যায়। একদিন চোকির উপর বসে যিকির করছিলাম লাফালাফি এত হয়েছে যে, চৌকিটাই অবশেষে ভেঙ্গে গেছে।

বিশ্লেষণঃ এর কারণ যৌথ। মানসিক উদ্দীপনা ও দৈহিক দুর্বলতা। উদ্দীপনার চিকিৎসা জরুরি নয়, ধীরে ধীরে এমনিতেই প্রশান্ত হয়ে যাবে। তবে দুর্বলতার চিকিৎসা করা উচিত। কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন। শক্তিবর্ধক, উষ্ণতানাশক ও চিন্তামুক্তকারী বিষয় (ওষুধ, খাদ্য ইত্যাদি) ব্যবহার করুন। পরে আবার জানাবেন।

হালঃ দুদিন এমন হল যে, রাত্রে ঘুম থেকে উঠে যখন তাসবীহ আদায় করছিলাম। তখন এত বেশি ঘুম চাপল, যে চাপ কখনোই আমার হয় না। বসে বসে আমার ঘুম আসে না কখনোই তবে বিছানায় শোয়ার সাথে সাথে ঘুম এসে যায়। জানি না এটা কেন হল।

বিশ্লেষণঃ দুর্বলতার কারণে।

* * *

হালঃ প্রোমোদ্দীপনামূলক ও আবেদনময় আশআর (পংক্তিমালা) আমার খুব পছন্দনীয়। ভীতিকর বিষয়ে দ্রুত চোখে পানি এসে যায় এবং উৎকণ্ঠা জেগে উঠে। আশিক হালতে থাকতেই আমার তবীয়ত পছন্দ করে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ সেই উদ্দীপনা ও দুর্বলতা যৌথভাবে এর কারণ।

হালঃ স্বপ্নে প্রায়ই নিজেকে চিৎকার করতে এবং যিকির করতে দেখি। কখনো আপনাকেও দেখতে পাই। যেন আপনাকে দেখে আশআর (পংক্তিমালা) পড়ছি অথবা কাঁদছি।

বিশ্লেষণঃ উপরে রোগের উৎস ও প্রতিকারের ব্যবস্থা লিখে দিয়েছি।

* * *

হালঃ মুরাকাবার মধ্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ি। কোনোরূপ আত্মচেতনা থাকে না। মাঝে মাঝে মুরাকাবায় আত্মহারা অবস্থায় ভীতি বোধ হতে থাকে। কোনো খবরই থাকে না যে, কোথায় আমি, কোথায় যাচ্ছি। নৈমিত্তিক ঘুম ঠিকমতো হয় না। শোয়ার এক বা দুই ঘণ্টা পর ঘুম আসে। আল্লাহ্ তাআলার ফযল ও করমে কলবের মধ্যে সকল সময় জোরেশোরে যিকির চলতে থাকে। 'হাবছে দম'এর হালতে মাঝে মাঝে মনে হয় যেন গোটা অস্তিত্বের সবখানে যিকির চলছে। এ ছাড়াও মাঝে মধ্যে 'হু' 'হু'-র মতো আওয়াজ অনুভূত হতে থাকে।

বিশ্লেষণঃ হালত 'মাহমূদ' বা প্রশংসনীয়। তবে ঐ অবস্থা ও আবেগের সঙ্গে কিছুটা অসুস্থতা ও দুর্বলতা মিলিত হয়েছে। স্বাস্থ ও চিকিৎসা বিষয়ক ব্যবস্থা গ্রহণের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তাই গ্রহণযোগ্য।

হালতে মাহমুদা

হালঃ নির্দেশমতো যিকির ও শোগলে ব্যস্ত থাকি। কিন্তু আগের সেই অবস্থা অর্থাৎ অচৈতন্য এসে যায়। যিকিরের খুব উৎসাহ ও স্বাদ পাই। আমার বিশ্বাস ঘণ্টায় যদি সোয়া লাখ যিকির করি তবুও কষ্ট হবে না; বরং খুশি ও আনন্দ লাগবে।

মানুষের সাথে দুনিয়াবি বিষয়ে সম্পর্ক রক্ষা করা খুব কঠিন মনে হচ্ছে। মানুষের সঙ্গে দেখা করা, মেলামেশা করা খারাপ মনে হচ্ছে। মন চায় সারাক্ষণ নির্জনে থাকি। নিজের কাজ ছাড়া অন্য কোনো কিছু ভাল লাগে না। তিন-চার বেলা যদি খাবার না খাই তবে কোনো কষ্টই বোধ হয় না। বর্তমানে ইমামত করা খুব কষ্টকর হয়ে গেছে। খুব ভয় লাগে। সবসময় মনের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আপনার খিদমতে থাকি। এখন হাত একেবারেই শূন্য বলে আসতে পারছি না। আশা আছে শা'বান মাসে অবশ্যই হাজির হব

www.islamfind.wordpress.com

ইনশাআল্লাহ্। বর্তমানে খুব পেরেশান ও উৎকণ্ঠিত। সেজন্য হুযূরের খিদমতে আরজ করছি যে, যিকির কিছুটা বাড়িয়ে দিন।

বিশ্লেষণঃ আপনার সব হালাত প্রশংসনীয়। আল্লাহ্ তাআলা তারাক্কী ও বরকত দান করুন। যিকির এই মুহূর্তে বাড়ানোর প্রয়োজন নেই, শা'বান মাসে যখন আসার নিয়ত করেছেন, সে সময় সাক্ষাতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ্।

* * *

হালঃ তাহাজ্জুদ, বারো তাসবীহ, তাহলীল, তাসবীহ, তাকবীর ও দরূদ শরীফ এবং জামাতে নামায আদায় আল্লাহ্র ফযলে সব চালু আছে। হুযূরের বরকতে নয় মাস যাবৎ কল্ব থেকে প্রতি মুহূর্তে 'ইল্লাল্লাহ' জারি আছে। দশদিন হল হুযূরের উসিলায় সিনার উপর থেকে প্রতি মুহূর্তে 'আল্লাহ্' যিকির চালু আছে।

বিশ্লেষণঃ আল্হামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্ তাআলা বরকতময় করুন, আরো উন্নতি দান করুন। এগুলো সব প্রশংসনীয় বা মাহমুদ তবে মাকসূদ আরো সামনে।

হালঃ আমি হুযূরের কী শুকরিয়া আদায় করতে পারি?

বিশ্লেষণঃ হাকিকি শোকর বা প্রকৃত কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র জন্য। মাধ্যমের জন্য জাহেরি শোকর আদায় করাও সুন্নত। এতে রয়েছে উপকারিতা ও সাওয়াব।

হালঃ বর্তমানে কী যিকির, কী পদ্ধতিতে এবং কী পরিমাণে করব, দয়া করে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ যখন সুযোগ হবে এবং যতটুকু পরিমাণ সহ্য হবে এসমে যাত অর্থাৎ 'আল্লাহু' হাল্কা 'যরব' ও হাল্কা 'জেহের'-এর সঙ্গে নিজেই পরিমান নির্ধারণ করে শুরু করুন। পরে পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে আমাকে জানাবেন।

প্রশ্নঃ সিনার উপরে কোন্ লতীফার স্থান?

জবাবঃ এই তাহকীক আপনার জন্য কল্যাণকর হবে না। কাজ করতে থাকুন। সময় হলে সকল লতীফার হাকিকত ও আহ্কাম বলে দেওয়া হবে।

* * *

হালঃ নিবেদন এই যে, আমার পূর্ব চিঠির জবাবে হুযূর দুইটি কথা লিখেছিলেন। 'নিজের মধ্যে কুফরির হালত দেখতে পাই' আমার এই কথার

www.islamfind.wordpress.com

জবাবে হুযূর লিখেছিলেন- 'এই অবস্থাকে 'হায়বাত' (ভীতি ও আতঙ্ক) বলা হয়। সাহাবায়ে কেরামেরও এ অবস্থা হত।' আপনি লিখেছিলেন- 'ইনশাআল্লাহ্ খুব শিগ্‌গির এই হালত দূর হয়ে যাবে এবং 'উন্‌স' (আন্তরিকতা ও মহব্বত) পয়দা হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় বিষয় ছিল এই যে, আমি লিখেছিলাম- 'আমি অন্তরকে উলূম বা জ্ঞানশূণ্য দেখতে পাই।' আপনি লিখেছিলেন- 'এ ক্ষেত্রেও হেকমত আছে। যেমন শুধুই আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ' তো আলহামদুলিল্লাহ্, আপনার বক্তব্য সঠিক প্রমানিত হয়েছে এবং দুটো ব্যাপারই আমার মধ্যে বাস্তব হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। হায়বাত (ভীতি) মহব্বত-এ পরিণত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্যাপারটির বিশদ বিবরণ এই যে, একদিন এশার ফরযের পর সে সময় আপনি মসজিদে উপস্থিত ছিলেন, খুব কঠিন অস্থিরতা তৈরী হল আমার মধ্যে, যেটা বরদাশ্‌ত করা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর মনে করে আমি বের হয়ে এলাম মসজিদ থেকে। কিন্তু ঐ অস্থিরতার সঙ্গে এক ধরণের আনন্দও ছিল। কুরআনের আয়াতেরই যেন বাস্তব নমুনা।

وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْدًا

وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنًا

(তরজমা) এবং তারা প্রচণ্ডরূপে প্রকম্পিত হল। -আহযাব-১১

এবং তিনি যেন মুমিনদের প্রতি যথার্থরূপে তা দ্বারা এহসান করতে পারেন। -আনফাল-১৭

যা হোক অল্প সময়েই সে হালত শান্ত হয়ে গেছে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন এশার নামাযের মধ্যে পুনরায় এক হালত তৈরী হল অল্প সময়কালের জন্য। সে হালত ব্যক্ত করা যায় আল্লাহ্ তাআলার এই কালাম দ্বারা-

ثُمَّ اَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا.

(তরজমা) এরপর তিনি সাকীনা-প্রশান্তি নাযিল করলেন তার রাসূলের প্রতি এবং মুমিনদের প্রতি, আর পাঠালেন এমন সৈনিকদের যাদের দেখতে পাওনি তোমরা। -তাওবা-২৬

সে অবস্থায় ঠিক কলবের মধ্যে একদম হাল্কা উষ্ণতা বা গরমভাব অনুভূত হচ্ছিল। তারই প্রভাবে মনে হল প্রশান্তি, প্রফুল্লতা ও ভীষণ আনন্দ অনুভব

www.islamfind.wordpress.com

করতে থাকলাম। মনের মধ্যে কৃতজ্ঞতার অনুভূতিও ছিল বিদ্যমান। এই প্রফুল্লতা গোটা দেহেই অনুভব হচ্ছিল। কেউ দীর্ঘ প্রতিক্ষিত প্রিয় কোনো বস্তু পেলে যেমন খুশি ও আনন্দিত হয়, আমার মধ্যেও সেই অবস্থা হচ্ছিল। ঐ যে কলবের মধ্যে উষ্ণতার মতো অনুভূত হচ্ছিল সেটা অল্প সময় পরেই হারিয়ে গেল। তবে তার দীর্ঘস্থায়ী আছর এখন পর্যন্ত রয়েছে। মাঝে মাঝে ঐ অবস্থা ফিরে আসে। আমি তখন পরাজিতের মতো হয়ে যাই। আপনার থাকাকালে ঐ অবস্থা বেড়ে যায় আর অনুপস্থিতে যায় কমে। এর পূর্বে যখন আপনি সফরে গিয়েছিলেন তখন মনের মধ্যে খুব সংকীর্ণতা ও অস্থিরতা বোধ হচ্ছিল। এই হালতের খাস আছর হল এই যে, আপনার সঙ্গে তাআল্লুক বেড়ে গেছে আর মনে হয় যে, আপনার নিকট থেকে কিছু একটা আমার মধ্যে প্রবেশ করছে। মাঝে মাঝে মহব্বতের আতিশয্যে আপনার পা মুবারকে চুমু দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এটা আপনার পছন্দনীয় নয় বলে মন সেদিকে অগ্রসর হয় না।

আপনি দয়া করে আমার এই 'এযহারে মহব্বত' (ভালবাসার প্রকাশ)কে অবাস্তব দাবি হিসাবে নেবেন না। আমি তো তুচ্ছ কোনো বস্তুরও 'দাবি' করার উপযুক্ত নই, মহব্বত তো অনেক বড় জিনিস। অতএব এই এযহারও (প্রকাশ) এক নাদান- অজ্ঞদিলের গোস্তাখি এবং অপমান হতে চায় এমন দিলের তাগাদা। নতুবা আমি এর যোগ্য নই যে, মহব্বতের দাবি করব। ঐ হালতের একটি আছর এটাও যে, এখান থেকে (হুযূরের দরবার থেকে) যেতে মান চায় না। যদিও কিছু বন্ধু-বান্ধব আগ্রহ জানিয়ে দ্রুত ফেরার জন্য চিঠি পাঠিয়েছে কিন্তু কী করব এখনো যে মনই মানছে না। তবে কোনো অপারগতা দেখা দিলে তখন বিবেচনা করা যাবে। উল্লেখিত হালতের একটি আছর যে, খাহেশ ও মাআছি বা প্রকৃতির অনুসরণ ও গোনাহের চাহিদা প্রথম হালতের তুলনায় এখানে পরাভূত থাকে। তাছাড়া আল্লাহ্ তাআলার প্রতি তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ, অন্তরের কোমলতাও অধিক থাকে। এই হালতের আরেকটি বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, উক্ত হালতের প্রবলতা রাতে বেশি হয়। এশা ও মাগরিবে। এর সূচনাও হয়েছিল রাতে মসজিদ ও নামাযের মধ্যে এবং এযাবৎ মসজিদ ও নামাযের মধ্যেই সেটা ফিরে ফিরে আসে। ঐ হালতের প্রবলতা এবং সূচনার সময় যেহেতু রাত এ কারণে বারবার মনে পড়ে নিম্নোক্ত পংক্তি-

وشمس الناس تطلع بعد فجر - وشمسی تطلع بعد العشاء

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ ঃ জগতের সূর্য উদিত হয় ফজরের পরে, আমার সূর্য উদিত হয় এশার পর।

আমি কোনো কিছুরই উপযুক্ত নই। আমার দ্বারা না যিকির-শোগল হয়, না রাত্রি জাগরণ। এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার ফযল ও অনুগ্রহ আর আপনার সুদৃষ্টি ও সুধারণার ফল। আমার থেকে কষ্ট ছাড়া আপনার কী প্রাপ্তি আছে। এটা একান্তই আপনার দয়া যে, আপনি আমার সার্বিক সংশোধন করছেন এবং আমার মতো এমন পাপী-তাপীকে নিজের সোহবতে মেনে নেয়ার কষ্ট স্বীকার করছেন। আমি আপনার দয়া ও অনুগ্রহের হক কীভাবে আদায় করতে পারব। উন্নতি ও মজবুতির জন্য দুআ করবেন।

جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے
جو کچھ ہو گا تیرے کرم سے ہو گا

অর্থঃ হয়েছে যা সবই আপনার দয়ায়, যা কিছু হবে সবই আপনারই দয়ায়।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক, হালত অত্যন্ত বরকতপূর্ণ। তারাক্কী ও এস্তেকামাতের (দৃঢ়তার) জন্য দিল থেকে দুআ করছি এবং দুআ কবুলের আশা করছি।

হালঃ নিবেদন এই যে, উল্লেখিত হালতের সময়ে মস্তিষ্কের দুর্বলতাজনিত কারণে কখনো কখনো মাথার মধ্যে ভার ভার বোধ হয়, অস্থির লাগে। তখন নির্জনতা ছেড়ে ইচ্ছাকৃত অন্য কোনো বিষয়ে মনকে ব্যস্ত করে দেই, এতে সমস্যাটা কেটে যায়। খুব ভুল হতে থাকে। তবে নামাযে কম হয়।

বিশ্লেষণঃ চিন্তার কিছু নেই। সম্ভব হলে হার্ট ও ব্রেনের জন্য কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন ।

* * *

হালঃ গতকাল জুমার নামাযে সেজদার মধ্যে এত মজা, এত আনন্দ পেলাম যেন মাহবুব আল্লাহ্ তার কোলে তুলে নিলেন আমার মাথা।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

হালঃ এখন তো হুযূরের তাওয়াজ্জুহের বরকতে দরূদ শরীফ এস্তেগফার, জুমার খুতবা, আযান ইত্যাদি সকল দীনী বিষয় এক বিস্ময়কর অনুভূতি সৃষ্টি করে মনের মধ্যে।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আখলাকী কাইফিয়াত বা আচরণগত অবস্থা এই যে, ক্রোধের অগ্নি এখন আর আগের মতো জ্বলে উঠে না। মনের বিরুদ্ধে কিছু ঘটলেও স্বভাব শান্ত থাকে, উত্তেজিত হয় না। নম্রতার সঙ্গে জবাব বেরিয়ে আসে। কয়েকদিন থেকে এই অবস্থাই দেখতে পাচ্ছি, যে বাচ্চাদের পড়াই, না তাদের হাত আমার শরীর স্পর্শ করা ভাল লাগে, না আমার আঙ্গুল তাদের শরীরে স্পর্শ লাগা। এর অন্যথা হলে খুবই খারাপ লাগে। নজর বা দৃষ্টি সহজেই নিচু থাকে।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

তামকীন অর্জন

শব্দার্থ তামকীন -আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা, নিবিড় সম্পর্ক।

হালঃ হুযূর যা বলেছিলেন যথারীতি আদায় করছি, মাঝে মাঝে মজা আসে। মাঝে মাঝে মনে হয় যে, কিছু একটা নিজের মধ্য থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা হুযূরের দুআর বরকতে এস্তেকলাল দান করুন ।

বিশ্লেষণঃ প্রথমটি বাস্ত এর হালত আর দ্বিতীয়টি কব্য এর। কাজে লেগে থাকুন। ইনশাআল্লাহ্ এভাবেই এক সময় এস্তেকলাল অর্থাৎ তামকীন অর্জিত হয়ে যাবে। শুরুতে এরূপ নানান অবস্থা হয়েই থাকে।

(বাস্ত- ইবাদত- ভাল লাগা, গোনাহ- মন্দ লাগা, কব্য তার উল্টা)

অধিক নিদ্রার এলাজ

হালঃ আমার একটি রোগ হয়েছে, যার অবগতি হুযূরকে দেওয়া জরুরি। ফজরের নামাযের জন্য ঘুম ভাঙ্গে না। যদি ঘুম ভাঙ্গেও তবে অলসতা ও নিদ্রার চাপ এত প্রবল থাকে যে, আমি কিছুতেই তার বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারি না। বেশিরভাগ সময় নামায কাযা হয়ে যায় অর্থাৎ আমি জেগে উঠেও আবার ঘুমিয়ে যাই। জেগে উঠার পর স্বাভাবিক অবস্থায় সেটার জন্য আমি ভীষণ কষ্ট ও ব্যাথা পাই। অন্যান্য নামায আদায় হয়ে যাচ্ছে, তবে এশার নামাযের পর তাহাজ্জুদের যে কয়েক রাকাত পড়া দরকার প্রায় সময়ই সেগুলো আদায় করতে পারি না। হুযূর এক হাজার এসমে যাতের (আল্লাহ্ যিকির) অযীফা আদায় করতে বলেছেন, কখনো কখনো সেটা পূর্ণ করতে পারি না, ঘুমের প্রবল চাপে একেবারে অচেতন হয়ে পড়ি। মনে মনে ভেবেছি যে, তাহাজ্জুদ

www.islamfind.wordpress.com

শেষ রাতেই উঠে আদায় করব কিন্তু শেষ রাতে উঠা তো দূরের কথা এখন তো পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের মধ্যেও বিঘ্ন ঘটতে শুরু হয়েছে।

বিশ্লেষণঃ রাতের খাবার একটু আগে ভাগে সেরে ফেলুন এবং খাবারের পরিমান একটু কমিয়ে ফেলুন। এশার নামায আগে ভাগে (ওয়াক্তমতো এবং জমাতে) আদায় করে অবিলম্বে ঘুমিয়ে পড়ুন। অযীফা তাহাজ্জুদের পরে নতুবা অন্য কোনো সময় যেমন বাদ মাগরিব আদায় করে নেবেন। পরে আবার হালত জানাবেন।

* * *

হালঃ আজকাল এই অপদার্থের হালত এই যে, রাতে বা দিনে যখনই এসমে যাত অথবা বারো তাসবীহের যিকির করতে বসি, ঘুমের প্রবল চাপে পেরেশান হয়ে যাই, চোখ দুটো বন্ধ হয়ে যায়। মুখ দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে তবে কী যে বলছি সে খবর থাকে না। তবে যখনই সজাগ ও সচেতন হই তখন সঠিক শব্দই মুখ থেকে বের হচ্ছে দেখতে পাই। মনে হয়েছে যে, হয়ত রসালো শরীর বিধায় ঘুমের প্রবল চাপ, এটা ভেবেই মাথায় তেল ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছি। এরপরও অবস্থা একই রকম। হুযূর, দয়া করে কোনো ব্যবস্থা ও তাদবীর জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ এমন কোনো তাদবীর গ্রহণ করবেন না যার কারণে স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এশার পর যিকির করে নেবেন এরপর খানা খাবেন। দিনেও খানা খাওয়ার পূর্বে যিকির সেরে ফেলুন। আবার হালত জানাবেন।

* * *

হালঃ হুযূর আমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাহ' এর যিকির একশ করে করতে বলেছেন, এই যিকির করতে যখন বসি তখন ভীষণ ঘুম চেপে যায়, কল্‌ব পেরেশান থাকে, দুনিয়াবি চিন্তা-ভাবনা সব জড়ো হয়ে যায়। দিল লাগানোর যত রকম চেষ্টাই করি না কেন এখনো পর্যন্ত তা নসীব হয় নি। দিল লাগে নি।

বিশ্লেষণঃ জায়গা পরিবর্তন করে দাও। বসা থেকে উঠে একটু হাটাহাটি কর। এরপরও যদি ঘুম আসতেই থাকে তাহলে ঘুমিয়ে যাও। অযীফা এমন কোনো সময় আদায় করে নিয়ো যখন ঘুম না আসে। সেই রকম কোনো সময়ে যদি অযীফা পড়তে বসলে ঘুম এসে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে, সেটা দুর্বলতা।

www.islamfind.wordpress.com

সে ক্ষেত্রে অযীফার পরিমাণ কম করে দাও। যেই পরিমাণে কোনোরূপ কষ্ট ও ক্লান্তি না আসে। সেইটুকুই করতে থাক নিশ্চিন্তে। এটা নিয়ে কোনো চিন্তা কর না, এমনিতেই ঠিক হয় যাবে। মন লাগানোর জন্য খুব বেশি চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই, স্বাভাবিকভাবে একাগ্রতা রক্ষার চেষ্টা করলেই যথেষ্ট, একাগ্রতা হোক বা না হোক।

* * *

হালঃ আজ একটি বিশেষ দুঃখের কথা নিবেদন করতে চাই। হুযূর নারাজ হয়ে যান কিনা সেটাই বড় ভয়। আমি লজ্জা, অনুতাপ ও বেদনার সাথে জানাচ্ছি, এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখজনক ব্যাপার, যার কারণে সর্বদাই আমি থাকি চিন্তিত। জীবনভর এই হতভাগার যা ঘটছে তা এই যে, ফজরের নামাযে কেউ না ডাকলে আমি জাগতে পারি না। ঘটনাক্রমে কেউ যদি আমাকে ডেকে না দেয় তাহলে সূর্য উদয়ের পরেও ঘুমিয়ে থাকি। আফসোস কখনো তো মসজিদে যেতে পারি না। আবার কখনো সময় স্বল্পতার কারণে নিজ ঘরেই নামায পড়ে নিতে হয়। ইদানিং শুরু হয়েছে আরো বড় মুসিবত। কখনো কখনো কেউ ঘুম থেকে ডেকে দিলেও উঠতে পারি না। তখন ঘুমের এমন প্রবল চাপ থাকে যে, যেন অন্ধ হয়ে যাই,পড়ে থাকি বেহুশের মতো। দিনভর চিন্তিত থাকি। কখনো আবার এমনও হয়ে যায় যে, কারো ডাকা ছাড়া নিজে নিজেই ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাহাজ্জুদও পড়ে ফেলি। মোটকথা, আশ্চর্যরকম বিপদের মধ্যে পড়ে আছি। যেভাবেই হোক হুযূর আমার চিকিৎসা করে সাহায্য করুন। আমার ডুবতে যাওয়া পরকালীন নাও এর একটু হাল ধরুন।

বিশ্লেষণঃ নারাজ হওয়ার কী আছে! এটা কোনো এখতিয়ারী বিষয় নয়। 'আল্লাহ্ কাউকে সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।' এ ব্যাপারে কখনোই চিন্তা করবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট উক্তি রয়েছে 'ঘুমের ব্যাপারে কোনো অপরাধ নেই'। যেন ঘুম থেকে সজাগ হতে পারেন এই ব্যবস্থা করে রাখা জরুরি। যেমন কাউকে বলে রাখলেন জাগিয়ে দেওয়ার জন্য। আগে আগে ঘুমুতে যাওয়া, খানা ও পানির পরিমাণ কিছুটা কমানো, এলার্মওয়ালা ঘড়ি (মোবাইল) এলার্ম দিয়ে নিজের কাছে রাখা। ঘুম ভাঙ্গলে পরে ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই অপারগতা দূর করুন।

উক্ত সকল ব্যবস্থা গ্রহণের পরও যদি কোনো গায়রে এখতিয়ারী ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে খবরদার চিন্তিত হবেন না। অতিরিক্ত দুশ্চিন্তার ফলে 'হৃৎপিণ্ড'

www.islamfind.wordpress.com

দুর্বল হয়ে যায় এরপর মানুষ একসময় অকেজো হয়ে পড়ে। আরো একটি কাজ করবেন, সুরা কাহাফের শেষ চার আয়াত পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করে ঘুমাবেন। কিছুদিন পর অবস্থা জানাবেন। পাশাপাশি কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন, হয়ত কোনো শারীরিক চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্নঃ অধমের একটি বিশেষ ত্রুটি হল, ভোরে বিলম্বে ঘুম থেকে উঠা। যে কারণে নামায কাযা পড়তে হয়। যদি হঠাৎ কখনো খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে যায় তাহলেও প্রবল ঘুমের চাপে অথবা বলা যায় অলসতার কারণে আবার কখন্ যেন ঘুমিয়ে যাই। হুযূরের মেহেরবানির কাছে প্রত্যাশা এই যে, কোনো দুআ অথবা অধমের অবস্থা অনুসারে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নির্ণয় পূর্বক উক্ত খবিশ রোগ থেকে অধমকে মুক্তির উপায় করে দেবেন।

জবাবঃ এক- রাতের খাবার আছরের পর সেরে নিবেন। দুই- সন্ধ্যায় পানি কম খাবেন। তিন- এশার জামাত যেখানে আগে হয় সেখানে পড়ে নিবেন। চার- সুরা কাহাফের শেষ চার আয়াত শোয়ার সময় একবার পড়ে দুআ করুন, হে আল্লাহ্! অমুক সময় যেন আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। পাঁচ- বাড়ির সকলকে বলে রাখবেন- শেষরাত্রে যেই প্রথমে জাগবে, আপনাকে যেন ডেকে দেয়।

পাষণ্ডতা ও ভান (কৃত্রিমতা) এর হ!কিকত

হালঃ কাসাওয়াতে কলবির (হৃদয়ের পাষণ্ডতার) হালত এই যে, যতই কামনা করি যে, রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে কান্নাকাটি করব কিন্ত চোখ থেকে এক ফোটা অশ্রু ঝরে না। এক- আবার ভান করতেও মন চায় না। দুই- যদিও অনেক সময় একাকী ও নির্জনতায় কাটে, দেখা যায় দেহ থাকছে মসজিদে কিন্তু মন ও চিন্তা-ভাবনা না জানি কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। তিন- সারকথা এই যে, অধমকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। নইলে না জানি তার পরিণতি কী হবে? চার- তালীমুদ্দিন কিতাবের ৭০ পৃষ্ঠায় ছয় লতীফার তরিকায়ে যিকির বিবৃত হয়েছে, অধম এখন পর্যন্ত ঐসব কিছু থেকে বঞ্চিত। পাঁচ- জীবনের দীর্ঘসময় পার হয়ে গেছে, দৈহিক শক্তিও দুর্বল হয়ে গেছে, বর্তমান অবস্থাই যদি অধমের জন্য উত্তম বলে বিবেচিত হয় তাহলে তো বলার কিছু নেই। আর যদি সেরকম না হয় তাহলে হুযূর মেহেরবানি করে উপদেশ দিন, হুযূরের যে কোনো নির্দেশনা মেনে চলতে দ্বিধা করব না। যদি হুযূরের দরবারে হাজির হওয়া প্রয়োজনীয় হয় তবে অধম অত্যন্ত আনন্দের

www.islamfind.wordpress.com

সঙ্গে হাজির হতে তৈরী আছে। যতদিন বলবেন ততদিন দরবারে হাজির থাকব। হুযূরের পুর্ব অনুমতি ছাড়া দরবারে হাজির হতে সাহস করছি না।

বিশ্লেষণঃ চোখে পানি না আসাকে আপনি পাষণ্ডতা বলেছেন, আসলে সেটা হৃদয়ের পাষণ্ডতা নয়। 'কান্না'র মূল বিষয় হল কলবের কোমলতা- যা গায়রে এখতিয়ারী, (আপন সাধ্য ও আয়ত্বের বাইরের) গায়রে এখতিয়ারী বিষয় শরীয়তে মাতলুব (কাম্য) নয়। কাসাওয়াত (পাষণ্ডতা) এই যে, গোনাহের কাজ করার পর আফসোফ হয় না। দুই- এটাকে ভান বা কৃত্রিমতা বলে না। তিরস্কারযোগ্য ও নিন্দনীয় ভান হল 'রিয়া' যা সৃষ্টির সন্তোষের উদ্দেশ্যে করা হয়। তিন- ঐ অবস্থা থেকে কেউই মুক্ত নয়, অতএব কোনো চিন্তা করবেন না। এই চিন্তা ও পেরেশানিই প্রমাণ করে যে, পরিণতি ভাল হবে। চার- তরিকা বা পদ্ধতি হল মাধ্যম, মাধ্যম মূল লক্ষ্য নয়। মাধ্যম বহু এবং বিভিন্ন হয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নির্ণয় করে নেওয়া হয়। এটা জরুরি নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যেমনিভাবে ওষুধের দোকানে (ফার্মেসীতে) ওষুধ থাকে অগণিত কিন্তু প্রত্যেক রোগীকে প্রত্যেক ওষুধ ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। পাচ- তার প্রয়োজন নেই। লেখা-পড়া শেষ করার পর চিঠি পত্রের যোগাযোগ রাখলেই যথেষ্ট।

* * *

হালঃ নিবেদন এই যে, আমার হালত খুবই খারাপ। দিল একদম পাষাণ হয়ে গেছে। এর কোনো সহজ এলাজ ও চিকিৎসা দান করবেন। আমার হালত কিছুকাল খুব ভাল থাকে। নামাযের মধ্যে খুব একাগ্রতা থাকে। সকল কাজ ভালভাবে চলতে থাকে। দিলের হালতও খুব ভাল থাকে। সময় ভাল কাটতে থাকে। এরপর শুরু হয় অন্য অবস্থা। তখন সময় কাটে খুবই খারাপ। নামাযেও মন বসে না। কোনো ইবাদতই ভাল লাগে না। সাধ্যমতো সব আমল ঠিকমতো করি। কোনো কিছুতেই ঘাটতি আসতে দেই না। কিন্তু দিল হয়ে যায় এমন পাথর, নেক কাজে কোনো মজাই পাই না। আমার জন্য কোনো দুআ বা আমল লিখে দিন যেন অবস্থা শুধরে যায়।

বিশ্লেষণঃ মন ভাল না লাগা, মজা না পাওয়া- এটা দিলের কঠোরতা নয়; বরং এটাকে কেন্দ্র করে, আপনার দিলের এই যে ব্যথা, এটাই তো খোদ দিলের উন্নতি ও তারাক্কীর আলামত। অথচ এটা প্রকৃত দুঃখের ব্যাপার নয়। তাহলে যেটা প্রকৃত দুঃখের অর্থাৎ কোন গোনাহ ঘটে যাওয়া, সেটার জন্য তো এ ধরনের দিলের মধ্যে অনেক বেশিই দুঃখ ও ব্যথা হবে। তাহলে পাষাণ হৃদয়

www.islamfind.wordpress.com

কোথায়! প্রকৃত পাষণ্ডতা হল- গোনাহ থেকে দূরে না থাকা, গোনাহ হয়ে গেলে পরোয়া না করা, গোনাহর কাজ করার পর মনে কষ্ট না লাগা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কাজে লেগে থাকুন। আপাততঃ এর বেশি আপনার জন্য জরুরি নয়।

হালঃ অধমের কলবের মধ্যে কঠোরতা বেড়ে চলেছে, যিকিরের সময় দিল হাজির থাকে না। এমন কিছু বলে দিন যাতে একাগ্রতা এবং নম্রতাও এসে যায়। আমাকে সাহায্য করুন। ভীষণ পেরেশান হয়ে গেছি। দুআও করবেন।

বিশ্লেষণঃ হৃদয়ের কঠোরতা বলা হয়- বেপরোয়া হয়ে গোনাহের কাজ করতে থাকা, আলাহর ভয় অন্তরে না থাকা। আপনি যেটাকে সাখতি (কঠোরতা) মনে করেছেন সেটা আসলে সাখতি (কঠোরতা) নয়। কল্‌ব হাজির থাকা এটা এখতিয়ার বহির্ভূত ব্যাপার। এর জন্য ব্যস্ত হবেন না। হাজির রাখা- এটা কিন্তু এখতিয়ারভুক্ত ব্যাপার। সাধ্য ও সামর্থের অন্তর্ভূক্ত। যার অর্থ এই যে, নিজে যিকির এর প্রতি অথবা 'মযকূর' (আল্লাহর) এর প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখুন। এর জন্য আলাদা কোনো তাদবীরের প্রয়োজন নেই। এই এতটুকু মূলকথা সারা জীবনের জন্য মনে রাখবেন। তাহলে হাজার রকমের সংশয় কেটে যাবে। আমি দুআও করছি আপনার জন্য।

প্রবল শুষ্কতা ও উষ্ণতার প্রভাব

হালঃ অধম যখন থেকে হুযূরের দরবার থেকে এসেছে, কোনো কিছুরই কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। হালত একেবারে উল্টা-পাল্টা। তবে কলব সর্বদাই জারি থাকে। কোনো কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু আগুনের মতো মনে হয় সবকিছু। চোখের নিচে মোটা মোটা আলোর মতো কিছু দেখছি বলে মনে হয়। মনে স্বস্তি নেই। নিজের প্রতি আশঙ্কা হয়, কখন যেন কোথায় আঘাত লেগে বসে! হুযূরের থেকে দূরে এসে খুব পেরেশান হয়ে পড়েছি। ভাল লাগছে না কিছুই। হুযূর এজাযত দিলে আবার দরবারে আসতে চাই। এতমিনানের জন্য দুআও করবেন।

বিশ্লেষণঃ আপনার এই হালত হল প্রবল শুষ্কতা ও উষ্ণতার প্রভাব। সকল যিকির আপাততঃ বন্ধ রাখুন। শুধুমাত্র দরূদ শরীফ আমল করুন যে পরিমানটা আপনার জন্য অতি সহজ। শুধু এই সামান্য আমল ছাড়া অন্য অযীফাগুলো বন্ধ করে অবিলম্বে বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন। শরীর ঠাণ্ডা ও সতেজকারী ওষুধ ব্যবহার করুন। দু-তিনদিন পর অবশ্যই পুনরায় হালত জানাবেন। দুআ করছি।

'তারবিয়াতুস সালিক' পঞ্চম অধ্যায়-১৭৭

www.islamfind.wordpress.com

আসবাবের প্রতি নজর হালের ঘাটতি আকায়েদের ত্রুটি নয়

হালঃ মেহেরবানি করে অধমের প্রতি তাওয়াজ্জুহ দান করবেন। কারণ আমার নজর থাকে আসবাব ও উপকরণের প্রতি। আমি চাই আমার নজর যেন আসবাব অতিক্রম করে 'মুসাব্বিব' (কারণ ও উপকরণ সৃষ্টিকারী অর্থাৎ আল্লাহ্) এর প্রতি হয়ে যায়। আসবাবের প্রতি দৃষ্টি আমার আকীদার মধ্যে ত্রুটি ও বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। আমি এ কারণে খুব পেরেশান।

বিশ্লেষণঃ এই ত্রুটি ও বিঘ্নতা আকায়েদের নয়, এটা হল হালের ত্রুটি যা ক্ষতিকর নয়।

অশ্রু মোছা ও না মোছা একই সমান

হালঃ জানি না তাহাজ্জুদের বরকতে না এসমে যাতের (আল্লাহ্) যিকিরের কারণে চাকরি সংক্রান্ত অপ্রীতিকর নানা বিষয়ে জড়িত থাকা সত্ত্বেও পূর্বের বিপরীত প্রায়সময়ই জামাতের সঙ্গে নামায নসীব হচ্ছে। এরূপ হৃদয়ের কোমলতার মুহূর্তে যে অশ্রু আসে তা মুছে ফেলা কি না মোছার চেয়ে উত্তম?

বিশ্লেষণঃ দুটোই একই রকম, কোন পার্থক্য নেই।

হালঃ বিশেষত রাতের শেষ প্রহরে যখন অন্য কেউ দেখতেও পাচ্ছে না, সে মুহূর্তে মন তো বলে যে, এই অশ্রু তো সরকারি হাদিয়া, মুছে ফেলা উচিত নয়। কেননা এর উসিলাতেই কেয়ামতের ময়দানে কিছু লাভ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আসল বিষয়টা কী? সেটাই আমার জানার প্রয়োজন। আমার ধারণা তো ভুলও হতে পারে। সে জন্যই হুযূরের শরণাপন্ন হলাম।

বিশ্লেষণঃ যেসময় যেটা মনের চাহিদা থাকে সেটাই তখনকার হাল, সেটাই গ্রহণ ও অনুসরণ করা উচিৎ।

কব্য ও বাস্ত এর আছর

হালঃ যিকিরের পরে কখনো কখনো কল্বের মধ্যে নির্মলতা ও প্রফুল্লতা পাই। আবার কখনো কখনো যিকিরের সময় এবং যিকিরের পরে কল্বের পাষাণভাব ছাড়া আর কিছু পাই না।

বিশ্লেষণঃ প্রথমটি হল বাস্ত আর দ্বিতীয়টি কব্জ। দুটোই উন্নত হালাতের অন্তর্ভূক্ত। বরং দ্বিতীয়টি অধিক উন্নত। কেননা তাতে নিজের মধ্যে বিনয় ও তুচ্ছতার ভাব সৃষ্টি হয়। অহংকারের সুযোগ থাকে না।

www.islamfind.wordpress.com

প্রশ্নঃ অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, 'কব্য ও বাস্ত' এই দুই হালত সালিকের জীবনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেগেই থাকে। প্রাথমিক সালিক, মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত পর্যায়ের সকলের জীবনেই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় হলেও এই হালাত আসবেই।

জবাবঃ হাঁ, এটা সত্য, সাধারণ মানুষ এবং প্রাথমিক স্তরের সালিকের বেলায় যা হয় তাকে 'খওফ ও রজা' (ভয় ও আশা) বলা হয়। মধ্যম স্তরের সালিকের যা হয় তাকে বলা হয় 'কব্য ও বাস্ত'। আপন আপন যোগ্যতানুসারে চূড়ান্ত পর্যায়ের সালিকের ক্ষেত্রে যা ঘটে, তাকে বলা হয় 'উনস' ও 'হায়বাত' (হৃদ্যতা ও ভীতি)।

প্রশ্নঃ যেমনিভাবে একজন সালিক চরম কব্য-এর সময় আমলের তাওফিক কমে যাওয়ার কারণে নিজেকে মুরতাদ ও কাফির মনে করতে থাকে। তেমনিভাবে চরম বাস্ত-এর সময়ে ইবাদত বন্দেগীর ভীষণ স্বাদ ও মজা পেয়ে যদি উৎসাহ-উদ্দীপনায় বৃদ্ধি ঘটে এবং আমলের তাওফিক বেড়ে যায়, তখন সালিকের মধ্যে ঔদ্ধত্য ও অহমিকা তৈরী হয়ে যায় আর তিনি তখন সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেন। এমনকি যদি অহমিকা ও ঔদ্ধত্য তৈরী নাও হয় অন্তত নিজেকে 'বুযুর্গ' বলে ওয়াস্ওয়াসা অবশ্যই হয় এবং ধীরে ধীরে আমলের তাওফিক কম হয়ে যায়।

জবাবঃ এটা হল নখরা, অভিমান বা গর্ব। এতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটো বিষয়ই হতে পারে। ইতিবাচক দিক অর্থাৎ উৎসাহ যদি তৈরী হয় তাহলে আমলের তাওফিক বৃদ্ধি পায়। আর যদি কখনো বেপরোয়াভাব তৈরী হয়ে যায় আর সালিক মনে করে এখন তো আমি বুযুর্গ হয়ে গেছি, তাহলে আমলের তাওফিক হ্রাস পেয়ে যায়।

ফানা ও গায়বাত এর আলোচনা

(ফানা-নফ্সের বিনাশ, ক্ষয়, লয়। গায়বাত- নফ্সের অদৃশ্যতা)

হালঃ হুযূরের নির্দেশ বরাবর মেনে চলছি। নতুন একটি ব্যাপার ঘটছে, নামায আদায়ের সময় গোটা দেহে এক আশ্চর্যরকম অবস্থা তৈরী হয়ে যায়। নিজের তেলাওয়াতের আওয়াজ কানে ঢোকে না। এমন মনে হতে থাকে যে, প্রতিটি শব্দ মুখ থেকে বের হতে খুব কষ্ট হচ্ছে। কারণ কী?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ইতিপূর্বে যদি কখনো কোনো রোগের আলামত প্রকাশ না পেয়ে থাকে তাহলে বর্তমান হালতটির নাম গায়বাত ও ফানা। আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন। অন্যথায় চিকিৎসা করুন।

প্রশ্নঃ অধমকে তিন হাজারবার এসমে যাতের যিকির দেওয়া হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ্, যথারীতি তা আদায় করেই যাচ্ছি। স্থান পরিবর্তনের কারণে তাতে এতটুকু পরিবর্তন হয়েছে যে, এশার পর ঘুমের পূর্বে তাহাজ্জুদ ও অযীফা আদায় করে নেই। এ পরিবর্তনটাও হুযূরের নির্দেশনার কারণেই করেছি। আল্লাহ্র শোকর এখন পর্যন্ত এভাবে মন লাগিয়ে সব কিছু করার তাওফিক হচ্ছে। মাঝে মাঝে নামাযের মধ্যে এমন অবস্থা হয় যে, আমার খবরই থাকে না যে, আমি নামায পড়ছি না কী করছি। চোখ বন্ধ হয়ে যায়, কী পড়ছিলাম মাঝে মাঝে তাও মনে থাকে না। এখানে আমার যেটা জিজ্ঞাসা তা এই যে, যেহেতু এখানে নামায আমিই পড়াই, কারণ ছাত্রদের মধ্যে যারা ইমামতি করে তারা একেবারেই ভুল পড়ে, তো আমার এই ইমামতির সময়ই উপরোক্ত কাইফিয়াত হয়ে যায়। এক আয়াতের সঙ্গে অন্য আয়াতের গোলমাল লেগে যায়। মাঝে মাঝে একদম চুপ হয়ে যাই, অবশ্য এই নীরবতা তিন তাসবীহের চেয়ে কমই হয়, এরই মধ্যে সচেতন হয়ে যাই। এতে আমার নামায হবে কি না? নীরবতার পরিমাণ সম্পর্কে যা বললাম সেটা আমার নিজস্ব অনুমান। নতুবা আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি যে, হঠাৎ তুমি চুপ হয়ে যাও কেন? এ কারণেই মনে হয় নীরবতার পরিমান সম্ভবত অল্পই হয়। তবে ঐ হালতে যে মজা পাওয়া যায় তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এখন হুযূর বললে ইমামত চালু রাখব নইলে ছেড়ে দিব।

জবাবঃ মা'মুলাতের ফলাফল আল্লাহ্ তাআলা দান করেছেন, যদিও এগুলো মাকসূদ নয়। আলহামদুলিল্লাহ্। এই হালতকে বলা হয় গায়বাত অর্থাৎ নফসের অদৃশ্যতা। যদি এক্তেদা করা জায়েয এমন কোনো ইমাম থাকত তাহলে ইমামতি না করা উত্তম হত। কিন্তু নামাযের হেফাজত করা ফরয আর ঐ হালতের রেয়াত করা মুস্তাহাব। ফরয মুস্তাহাবের চেয়ে অগ্রগণ্য। বিধায় ইমামত ত্যাগ করবেন না। ঐ সামান্য নীরবতার কারণে নামায মাকরূহ হয় না। এমনকি এটা দীর্ঘ হলেও যেহেতু এটা নিদ্রার সমতুল্য সে কারণে তার দ্বারাও নামায মাকরূহ হত না এবং সাহু সেজদাও লাগত না। শুধু এই হালতে পঠিত অংশটুকু পুনরায় পড়তে হয় যেটা নিদ্রার বেলায় নিয়ম রয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

কল্‌বের অস্থির-চঞ্চল মুহূর্তে মস্তিষ্ককে লেখার কাজ থেকে ফারেগ রাখা জরুরি

হালঃ প্রতিদিন ইচ্ছা করি কাসেম রচনাবলীর ব্যাখা ও টীকা লিখার কাজ শুরু করব কিন্তু আজকাল মনের মধ্যে চলছে নানারকম হাল-চাল। কল্‌ব এখন অস্থির ও চঞ্চল। সব কাজেই অলসতা বোধ করি।

বিশ্লেষণঃ এখন তাহলে বাদ রাখুন।

হালঃ সহীহ মুসলিম শরীফের কাজও এক সপ্তাহ যাবত কিছুই করা হয় নি।

বিশ্লেষণঃ আপাতত সেটাও বন্ধ রাখুন।

হালঃ পড়ানোর কাজটাও খুবই অনাগ্রহ ও অমনোযোগিতার সঙ্গে চলছে। কোনো কোনোদিন সেটাও সম্ভব হয় না। ক্লাশ করা থেকেও বিরত থাকতে হয়। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে লেখা ও পড়ানোর ঐকাজগুলো যথারীতি চালিয়ে নেওয়ার তাওফিক দান করুন যেন বুযুর্গদের কাছে আমাকে লজ্জা ও সংকোচের মুখোমুখি না হতে হয়। হিম্মত ও সংকল্প যথারীতি অন্তরে থাকার পরও জানি না কেন লেখা-পড়ার কোনো কাজেই একদম মন বসাতে পারছি না।

বিশ্লেষণঃ যতদিন বর্তমান 'হাল' প্রবল থাকবে লেখার কাজ একদম বন্ধ রাখুন। লেখার কাজ বন্ধ থাকা নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না। যথাসময়ে আমি নিজেই আপনাকে লেখা শুরু করতে পরামর্শ দিব। এখন এ ব্যাপারে একদম চিন্তামুক্ত থাকুন।

হালঃ কখনো কখনো মনে হয় মান-মর্যাদা বাড়ানো উচিৎ। তবে আল্লাহ্‌র শোকর যে, নফসের এই আকাঙ্ক্ষাটা খুবই ক্ষীণ।

বিশ্লেষণঃ এই 'ক্ষীণ' কে 'ক্ষীণ' মনে করে বসে থাকবেন না। এরূপ আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তৎক্ষণাৎ বিনয় এর এমন কোনো কার্যকরী আমলী সূরত অবলম্বন করবেন যা নফ্‌সের চাহিদার একদম উল্টা তবে কাজটি যেন সামাজিকভাবে ঘৃণিত না হয়।

জোশ (আবেগ) ছেড়ে হুঁশ ও বুদ্ধি দিয়ে কাজ করা জরুরি

হালঃ আমি কোনো বুযুর্গ তো দূরের কথা কোনো মুসলিমকেও নিকৃষ্ট মনে করি না। তবে বিদাতি (বিদআতের সঙ্গে জরিত বা বিদআতপন্থী) লোকদের

www.islamfind.wordpress.com

ব্যাপার ভিন্ন। তাদেরকে অন্তর থেকেই একদম ঘৃণা করি। একবার জনৈক ব্যক্তি ওরশে যাওয়ার অনেক লাভ ও উপকারিতা বর্ণনা করল আর আমি ওরশে যাওয়ার অকল্যাণ ও ক্ষতি বর্ণনা করলাম। লোকটির বর্ণিত একটি ফায়েদা ছিল এরকম যে, ওরশে গেলে অনেক বুযুর্গ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। যাদের ফয়েয ও বরকত লাভ হওয়াটাও বড় সফলতা। আমি বললাম- এক বুযুর্গের মাযারে অন্য বুযুর্গের ফয়েয লাভের নিয়তে যাওয়া খুবই অস্বাভাবিক ও লজ্জাকর বিষয়। যে ব্যক্তি এইরূপ করে সে না এধারকা না ওধারকা। কেননা যত মানুষ সেখানে হাজির হয় তারা সকলেই 'মাযারওয়ালা'কে বুযুর্গ মেনে তার রূহানী ফয়েযের জন্য হাজির। উপস্থিত অন্য বুযুর্গদের ফয়েয লাভের নিয়তে ওরশে যাওয়া ব্যক্তির মধ্যে ইখলাস থাকে না। ইখলাস ছাড়া ফায়েদাও হয় না। এরপর আমার মধ্যে জোশ ও আবেগ এসে যায়, যাতে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় যে- আমার মানসিকতা এমন যে, কোনো বুযুর্গের নিকট যদি আমি ফয়েয হাসিলের নিয়তে যাই, আর ততক্ষণে সেখানে হযরত খিযির আলাইহিস সালাম হাজির হয়ে বলেন- আমি খিযির, আমার নিকট থেকে ফয়েয-বরকত নাও, সে সময় আমি তার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও রাজি নই। কেননা প্রথম নিয়ত পরিবর্তন করাটা আমার মনে হবে আত্মসম্মানবোধের পরিপন্থী। একথা শুনে তিনি ঝট করে বলে ফেললেন- ইনশাআলাহ্, তুমি কাফির হয়ে মারা যাবে। কেননা খিযির আলাইহিস সালাম একজন নবী। যাদের অবমাননা করা কুফরি। তুমি তাঁকে অবমাননা করেছ। পরে চিন্তা করে আমার খুবই আফসোস হল যে, কেন ঐ কথা আমি বলতে গেলাম ঐলোকের কাছে। কিন্তু আমি যেহেতু তাঁর অবমাননার উদ্দেশ্যে কথাটি বলি নি, সে কারণে দিলের মধ্যে নিশ্চিন্তভাব বা এতমিনান ছিল। এই ঘটনার পর আমার শিক্ষা হল যে, অযোগ্যদের সঙ্গে নিজের রুচি-পছন্দের কথা বলা একেবারেই অনুচিত। আমার সাধারণ স্বভাব সে রকমই। কিন্তু কারো কথায় হঠাৎ রাগ হয়ে গেলে এরূপ কথা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে। গায়রে এখতিয়ারী অবস্থা।

বিশ্লেষণঃ 'কুফরি'র ফয়সালা শুনিয়ে দেওয়া ঐ ব্যক্তির জন্য বাড়াবাড়ি। যতদূর সম্ভব আপনার দিলে ঐ সময় খিযির আলাইহিস সালামের নবী হওয়ার ব্যাপারটি ছিল না। কিন্তু তারপরও বলব এত জোশ উচিত নয়। সর্বদাই হুঁশ ও যুক্তি দিয়ে কাজ করতে হবে। আপনাকে এস্তেগফার করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমাশীল। আপনি অন্যদের সঙ্গে এমন বিষয়ে কথাই কেন বলতে যান যার পরিণতি এমন হয়!

www.islamfind.wordpress.com

প্রাথমিক ও চূড়ান্ত সালিকের হালাতের পার্থক্য

হালঃ এবার হুযূরের সান্নিধ্যে বসার সুযোগ কম হয়েছে। তবে প্রায় সর্বদাই কল্‌ব হুযূরের খিদমতে হাজির ছিল। আজকাল থানাভবনে এলে অন্তরে প্রশান্তি বেড়ে যায়। কল্‌বের মধ্যে অনুভূত হয় এমন শান্তি যাতে সারা দেহে যেন বয়ে যায় শান্তির শীতল পরশ। প্রথমদিকে হুযূরের দরবারে এলে মনের মধ্যে অস্থিরতা বেড়ে যেত।

বিশ্লেষণঃ সেটা ছিল সূচনাকাল। সূচনাকালে তলব ও শওকের (কৌতুহল ও উদ্দীপনায়) তীব্রতা থাকে। এখন আছেন আপনি চূড়ান্ত পর্যায়ে। এ পর্যায়ে 'উনস ও তামকীনে'র (গভীর আন্তরিক সম্পর্ক এবং সে সম্পর্কে দৃঢ়তার) শীতল প্রশান্তি অন্তরে থাকে।

হালঃ প্রথমদিকে তো অবস্থা ছিল এমন যে, কোনো গায়রুল্লাহ্‌র প্রতি সামান্য আকর্ষণ তৈরী হলেও খুব ঘৃণাবোধ হত। ভাবতাম যে, মাহবুব হাকিকি থাকতে অন্য কেউই এতটা যোগ্য নয় যে, তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া যাবে। অথচ বর্তমান অবস্থা এই যে, সামান্য ও তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ও আমার মধ্যে আকর্ষণ তৈরী করে ফেলছে, এমনকি কামদৃষ্টি থেকেও এখন মুক্ত নই। আল্লাহ্‌র শোকর যে, সে দৃষ্টি দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকে না বরং খুব শিগ্‌গিরই বিবেক সাবধান করে দেয় এবং তাওবা-এস্তেগফার করে ফিরে আসি। বুঝি না এখন কী কারণে কল্‌ব এত বেশি গায়রুল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়?

বিশ্লেষণঃ প্রাথমিক অবস্থায় সালিকের মধ্যে 'শওকে'র (আগ্রহের) প্রাধান্য থাকে। আর শেষ পর্যায়ে এসে তার মধ্যে প্রাধান্য পায় 'উন্‌স' (গভীর হৃদ্যতা)। শওকের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বভাবগত আর উন্‌সের মধ্যে সেটা যুক্তিগত। (যুক্তিগত বিষয়ের চেয়ে স্বভাবগত বিষয়ের শক্তি বেশি।) এটাই পরীক্ষার ক্ষেত্র। আকর্ষণের কারণে পেরেশান ও অস্থির হওয়ার কিছু নেই, আকর্ষণ মতো আমল হয়ে গেলে সেটা অবশ্যই দুশ্চিন্তার বিষয়। আমলের ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। আমল থেকে বিরত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে অবহেলা আল্লাহ্‌ তাআলার শান ও মর্যাদার পরিপন্থী। হাদীসে এসেছে- 'আল্লাহ্‌ তাআলা অপমানিত হন তাঁর বান্দা বা বান্দি যিনায় লিপ্ত হলে।' অন্য হাদীসে এসেছে- 'চোখ যেনা করে।' অতএব মনের মধ্যে যতই আকর্ষণ তৈরী হোক, দৃষ্টিকে সংযত করে আকর্ষণের খেলাফ আমল করতে হবে।

www.islamfind.wordpress.com

আকর্ষণ মতো আমল কিছুতেই করা যাবে না। সেটা করলে আল্লাহ্ তাআলার নারাজী ও অসন্তুষ্টি ডেকে আনা হবে।

একাগ্রতা তৈরী না হওয়ার এলাজ

হালঃ কিছুদিন যাবত আমার একাগ্রতা তৈরী হচ্ছে না। ইবাদত বন্দেগিতে কেমন একটা সংশ্রবহীনতা ও অস্বভাবিকতার হালত বিরাজ করে। অথচ এর কোনো কারণ ও যুক্তি খুঁজে পাই না। দৈনিক বাদ ফজর একশবার লা- হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ও একশবার দরূদ শরীফ আর এশার পর একশবার এস্তেগফার ও একশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকি কিন্তু তাতেও কলবের মধ্যে কোনোরূপ স্বস্তি ও শান্তি লাভ হয় না। এ জন্যই পূর্ণ আদবের সঙ্গে নিবেদন করছি যে, কোনো একটি অযীফা বা আমল বলে দিন যাতে আমার সমস্যা দূর হয়ে যায় এবং ইবাদতের মধ্যে আগ্রহ তৈরী হয়।

বিশ্লেষণঃ একাগ্রতা তৈরী না হওয়ার কারণে আপনার ক্ষতি কী হচ্ছে? সেটা জানালে পরে কিছু লিখব।

মনের আকাঙ্ক্ষা স্থায়ী হওয়া জরুরি নয়

হালঃ কিছুদিন থেকে অধমের জাহেরি ও বাতেনি হালতের মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। প্রথমটি এই যে, হযরতের প্রতি ও হযরতের সংসর্গের প্রতি যে তীব্র ও অস্থির আকাঙ্ক্ষা এতদিন ছিল, বর্তমানে সে ক্ষেত্রে ঘাটতি এসেছে। পূর্বে সারাক্ষণ অন্তরের মধ্যে উক্ত আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বলতে থাকত আর বর্তমানে মাঝে মাঝে মনে পড়ে এবং আগ্রহ জাগে।

বিশ্লেষণঃ এই হালত- মাযমূম ও নিন্দনীয় নয়। সূচনাকালের তীব্র কৌতুহলী ও আগ্রহমূলক অবস্থা স্থায়ী হওয়া জরুরি নয়।

কব্যের হালত দীর্ঘ হওয়া ক্ষতিকর নয়

হালঃ 'কব্য' ও 'বাস্ত' এর হালত একের পর এক অবিরাম চালু থেকেই যাচ্ছে। এরমধ্যে 'কব্য' (ইবাদতে মন না লাগা, গুনাহের প্রতি আকর্ষণ হওয়া) এর হালত অধিক দীর্ঘ আর 'বাস্ত' এর হালত অল্প দীর্ঘ হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ তরীকতের মধ্যে সালিকের সামনে যা আসে তাই কল্যাণ।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ এখন কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকলেও আল্লাহ্ তাআলার প্রতি মনের আকর্ষণ অটুট থাকে।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্।

হালঃ অবশ্য যে সকল কাজে চিন্তা-ভাবনা করতে হয় সেগুলো করার সময় গাফেল হয়ে যাই।

বিশ্লেষণঃ জানি না, সেটা আবার কী কাজ? যাই হোক, ছেড়ে দিন সেটা।

নূর বা আলো ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্ এই অধম পচিশ হাজারবার এসমে যাত (আল্লাহ্)-এর যিকির আর সপ্তাহে আল্লাহ্র ফযলে সূরা ইখলাস লক্ষাধিকবার পাঠ করছে। কপালে আলোক রশ্মি অনুভূত হয় নামায ও প্রার্থনার সময়। মাঝে মাঝে অন্য সময়েও প্রচুর হয়। কখনো কখনো মনে হয় যে, কপালে সূর্যের উত্তাপ লাগছে। কখনো মনে হয় যে, আগুনের পাশে অবস্থানের কারণে যেরূপ উত্তাপ হয়ে থাকে, আমার দেহ তেমনই উত্তপ্ত। আবার মাঝে মাঝে মনে হয় শুধু দেহ নয় অন্তরও উত্তপ্ত। জানি না এর কারণ ও হাকিকত কী? মেহেরবানি করে এর কারণ ও এলাজ বা করণীয় জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ যে আলোকরশ্মি অনুভূত হয়, তা ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়। এটা কখনো দৈহিক উষ্ণতা ও কোষ্ঠের কারণেও হয়ে থাকে। আর যদি এটা যিকিরের নূর হয়ে থাকে তাহলে এই আলোকরশ্মিকে বলা হয় 'আনওয়ারে মেছালিয়্যাহ' (বিশেষ রূপায়িত আলো) যা না তো আল্লাহ্র নৈকট্যের পূর্বাভাস না তার ফলশ্রুতি। 'আনওয়ারে হাকিকিয়্যাহ' (প্রকৃত নূর) যার প্রকৃত স্থান কল্ব, সেটা অবশ্য একটি নেয়ামত ও মহাদান। যদিও উক্ত 'আনওয়ারে মেছালিয়্যাহ' এর মধ্যেও কিছু হেকমত কিছু কল্যাণ আছে, যেমন এর মাধ্যমে একাগ্রতা লাভ হয়। কিন্তু মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে এর কোনোরূপ অংশ নেই। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য। এই 'আনওয়ারে মেছালিয়্যাহ' সেই উদ্দেশ্যের পূর্বাভাসও নয় (অর্থাৎ এই আন্ওয়ার একথা বুঝায় না যে, খুব শিগ্গির মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হবে) ফলশ্রুতিও নয়। (অর্থাৎ এই আন্ওয়ার এই ইংগিত করে না যে, উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেছে, ফলে...)

www.islamfind.wordpress.com

স্বাভাবিক গতিতে শওক ও আগ্রহের বৃদ্ধি উপকারী বিশেষ ব্যবস্থার বৃদ্ধি নয়

হালঃ আজকাল রোযা রাখতে খুব মন চায়। বিশেষত আল্লাহ্ তাআলা যে শওক ও আগ্রহের দৌলত দান করেছেন, এর কৃতজ্ঞতা হিসাবেই বেশি ইচ্ছা জাগে। হুযূরের এজাযত পেলে রাখব। মনে হয় তাতে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, উদ্দেশ্য দ্রুত হাসিল হবে।

বিশ্লেষণঃ আগ্রহ স্বাভাবিক গতিতে বাড়লে উপকারী, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বৃদ্ধি ঘটালে সম্ভাবনা থাকে যে, বাড়তে বাড়তে চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে 'কোনো বস্তু পূর্ণতায় পৌঁছে গেলে তার হ্রাস প্রাপ্তি শুরু হয়।' এই নীতির আলোকে বৃদ্ধি খতম হয়ে যাবে। এছাড়া বর্তমানে রয়েছে দুটি আগ্রহ। একটি হল মূল উদ্দেশ্যের (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আগ্রহ) দ্বিতীয় খোদ এই আগ্রহ। 'একটির চেয়ে দুটি উত্তম'। বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে (তাতে একটি বাড়লেও) অন্যটি কম হয়ে যাবে। এই জন্য রোযা বা অন্য কোনো আমলের মাধ্যমে নিজেকে দুর্বল করবেন না। তাছাড়া বেশি বেশি রোযা রাখার মাধ্যমে শুষ্কতা ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য হয়ে সজীবতা ও ফুর্তি কম হয়ে যায়। এটাই আগ্রহ-এর মূল ভিত্তি। আমাদের পূর্বসূরীদের শক্তি-সামর্থ অধিক ছিল। সুতরাং তাদের উপর কিয়াস করা চলবে না।

হালঃ একটি কথা লেখা বাদ ছিল যে, আমি চাই আমি যেন খুব কান্নাকাটি করতে পারি, আল্লাহ্র ইশ্ক ও মহব্বতের দরদ যেন লাভ হয়, আমার অন্তর তীব্রভাবে কামনা করে, খুব ইচ্ছা হয় কিন্তু মনে হয় আমার পাষাণ হৃদয়ে কান্নার কোনো স্থান নেই। হুযূর মেহেরবানি করে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করুন যেন আমি কান্নাকাটির মজা লাভ করতে পারি।

বিশ্লেষণঃ শওক ও আগ্রহ সম্পর্কে একটু পূর্বে যা উল্লেখ করেছি, সে কথাটিই হুবহু এখানে প্রযোজ্য। অর্থাৎ অধিক কান্নাকটির কারণে কখনো কখনো কান্নার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়। আর এই যে আপনার চোখে পানি আসে না, এতে কখনো কখনো ভেতরে ভেতরে আগ্রহ বাড়তে থাকে। যেহেতু প্রত্যেক তালেবের (আল্লাহ্ সন্ধানীর) যোগ্যতা পৃথক পৃথক ধরনের, যা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। সুতরাং মানতে হবে যে, তিনিই ভাল জানেন কার তারবিয়াত কীভাবে করতে হবে।

www.islamfind.wordpress.com

ভালো মন্দ কাইফিয়াতকে সফলতা ও ব্যর্থতার প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন ভুল, আল্লাহ্‌র প্রতি মন্দ ধারণার এলাজ

হালঃ হুযূরের নির্দেশনামতো কাজ করে যাচ্ছি। আবেগ ও উৎসাহ দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এটাই আমার বঞ্চনা ও মাহরূমির প্রকৃত প্রমাণ। জনৈক কবির ভাষায়-

'এই যাতনা কোত্থেকে হয়, যা থাকে আত্মার অন্য প্রান্তে'

পূর্বসূরীদের কঠোর সাধনার কাহিনী যখন পড়ি, তখন চূড়ান্ত মঞ্জিলে পৌঁছার ব্যাপারে আমার ভীষণ সন্দেহ জাগে। আমার না আছে তাদের মতো সেই শক্তি, না সেই রকম দুনিয়া বিমুখতা আর না মুজাহাদার ক্ষেত্রে সেই ইখলাস। এ কারণে কখনো কখনো 'ক্ষান্ত' হওয়ার প্রায় ইচ্ছা করে ফেলি। কিন্তু নিজেকেই আবার আশাবাদী করে তুলি এই ভেবে যে, যখন হযরতের মতো তরীকতের এমন পথ প্রদর্শক ও হিদায়াতের মশাল বিদ্যমান রয়েছেন, তখন বিস্ময়ের কী আছে? সহজেই নিজের চূড়ান্ত ও কাঙ্ক্ষিত স্থানে কোনো একদিন হয়ত পৌঁছেই যাব। এরপরেও নফ্‌সের নিরাশ করে দেওয়ার ধোকা সচল রয়েছে। কখনো আবার মাওলানা রুমি সান্তনা প্রদান করেন -

خاک شو در پیش شیخ با صفا تا خاک تو زر دید کیمیا

অর্থ : কামেল পীরের সামনে নিজেকে মাটি (ফানা বিলীন) করে দাও, যেন তোমার মাটির দেহ থেকেই বের হয় পরশ পাথর।

'ফানার' যদি এর চেয়েও কোনো নিম্নস্তর থাকে, তবে আমার দিল তার জন্যও তৈরী। হুযূরের সম্পর্কে কোনো মন্দ ধারণা করার চেয়ে আমার কাছে নিজের মূর্খতা স্বীকার করে নেওয়া অনেক সহজ মনে হয়। মাঝে মাঝে তো ইচ্ছে জাগে যে, সেই বিখ্যাত উক্তির মতো হয়ে যাক-

تو من شدی من تو شدم

'তুমি হলে আমি, আমি হলাম তুমি'

নামাযের মধ্যে খুশূ-খুযূ'র উন্নতি হচ্ছে প্রতি নিয়ত কিন্তু পাশাপাশি এই সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে যে, রিয়া হচ্ছে না তো? সূরা মাউনের হুশিয়ারী (ধ্বংস হোক সেইসব নামাযী যারা.... এবং যারা লোক দেখানো নামায পড়ে।) চোখের সামনে ভাসতে থাকে। আল্লাহ্ রহম করুন। তাহাজ্জুদের সময় এরূপ একটি চিত্র কল্পনায় ভাসতে থাকে যে, মহান আল্লাহ্ চতুর্থ আসমানে অধিষ্ঠিত, বহু মুখলেছ বান্দার মিনতিই সেখান থেকে শুনে থাকেন, সেই সঙ্গে

www.islamfind.wordpress.com

এই বে-তমিজ অধমের প্রতিও যদি একটু দৃষ্টি হয়ে যায়! এই কল্পনার পর কুরআনের প্রতিটি আয়াত তীর ও তোপের মতো আমার ভেতরে আছর করতে শুরু করে। তখনকার মজার কোনো তুলনাই চলে না। রাত পার করে দিলেও মনে হবে কমই হল।

বিশ্লেষণঃ ভালো অবস্থাকে আল্লাহ্প্রাপ্তির প্রমাণ আর মন্দ অবস্থাকে মাহরূম হওয়ার প্রমাণ হিসাবে উপস্থান করা, এটা চিকিৎসা প্রার্থীর (মুরীদ) কাজ নয়। কেননা তাতে প্রথমটিতে আত্মপ্রশংসা আর দ্বিতীয়টিতে অকৃজ্ঞতার আশঙ্কা থাকে। উভয়টাই আল্লাহ্র নেয়ামত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্তরায়। তালেবের (মুরীদের) কর্তব্য হল হালত জানানো, সে হালতের তাহকীক ও বিশ্লেষণ করা চিকিৎসক বা পীরের কাজ।

আপনার বেশিরভাগ চিঠি আল্লাহ্র প্রতি মন্দ ধারণায় পূর্ণ, যাকে আপনি মনে করেন নিজের প্রতি মন্দ ধারণা। কিন্তু সেটা মূলত (এলতেজামী না হলেও লুজুমান অবশ্যই) আল্লাহ্র প্রতি মন্দ ধারণায় পর্যবসিত হয়।

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, আবেগ-উৎসাহ যা সফলতার পূর্বাভাস, তাকেই আপনি মনে করেন মাহরূমী ও বঞ্চনার প্রমাণ। আবার সেই ভুল ধারণার প্রমাণ হিসাবে সুক্ষ্ম কাব্য বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। যেই মুর্খ কবিদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'তারা প্রত্যেক উপত্যকাতেই উদভ্রান্ত ঘুড়ে বেড়ায়'। ঐ কবির কি এটা জানা আছে যে, এখানে (সুলূকের পথে) অন্তরকে যত ভেদ করা যায় (অর্থাৎ নফসের চাহিদা উপেক্ষা করে তাকে যত হত্যা করা যায়।) যাতনা এশকের ততই বৃদ্ধি পায়। কারণ দুনিয়ার রঙ-তামাশার জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অন্তর ভেদ করার দ্বারা। তা দুনিয়াবি যাতনারও সমাপ্তি ঘটে। পক্ষান্তরে এ ক্ষেত্রে অন্তর ভেদ করলে হায়াত দীর্ঘায়িত হয়। এ কারণে তার অনুভূতি (অর্থাৎ আবেগ-উৎসাহ, এশক-মহব্বত) বৃদ্ধি পায়, বিরহের যাতনা বেড়ে যায়। এটাকেই জনৈক আরেফ বিল্লাহ বলেছেন-

کشتگان خنجر تسلیم را- ہر زماں از غیب جانے دیگر ست.

অর্থঃ আল্লাহ্র ফয়সালার প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পনের ছোরায় নিহত ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত গায়েব থেকে লাভ করে নতুন নতুন জীবন।

পূর্বসুরীদের মুজাহাদার কথা ভাবলে যে নৈরাশ্যের ভাবনা এসে যায় বলে লিখেছেন, এটা এমন এক ভাবনাকে অত্যাবশ্যক করে তোলে, যা থেকে

www.islamfind.wordpress.com

এস্তেগফার করা ওয়াজিব। সেই ভাবনাটি এই যে, এই কথার মাধ্যমে যেন আপনি মুহাজাহাদাকে আল্লাহ্প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ কারণ ভাবেন। অথচ আল্লাহ্কে পাওয়ার সরাসরি কারণ শুধুমাত্র তার অনুগ্রহ। আর মুজাহাদা একটি। কৌশলমাত্র। কৌশল কখনো শক্তিশালী হয় কখনো বা দুর্বল। সেই হাদীসটি কি আপনি পড়েন নি যে, 'একটি সময় এমন আসবে, যখন শরীয়তের এক দশমাংশ হুকুম মানলেও নাজাত ও মুক্তি পাওয়া যাবে।' খুশূ-খুযূ সম্পর্কে মন্দ ধারণার ব্যাপারেও জবাব এটাই। বিশেষভাবে চতুর্থ আসমানের ব্যাপারটি বলার পেছনে আপনার কী যুক্তি আছে, বুঝলাম না।

একই ব্যক্তির পরবর্তী চিঠি ও তার জবাব

হালঃ এতদিন পর্যন্ত আবেগ উৎসাহকে বঞ্চনার প্রমাণ এবং মুজাহাদাকে আল্লাহ্প্রাপ্তির সরাসরি কারণ মনে করার ভুল ধারণার শিকার ছিলাম। যার কারণে প্রায় সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিলাম। আল্লাহ্র মেহেরবানি হযরতের দৃষ্টি ও নির্দেশনার ফলে আমি সাবধান হতে পেরেছি। নিজের দিল থেকে এরূপ অগ্রহণযোগ্য বাজে চিন্তাকে বের করে দিয়েছি। আবেগ-উৎসাহ যা প্রকৃতপক্ষে নেয়ামত, তার জন্য আল্লাহ্র দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতা নিজের লাভের জন্য। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন- 'যে ব্যক্তি শোকর আদায় করে, সে শুধুমাত্র নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে, আর যে অকৃতজ্ঞ হয় (তাকে মনে রাখতে হবে) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রশংসিত ও বেপরোয়া। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন সকল গোনাহ মাফ করে দেন।

আমার বর্তমান হালত এই যে, তিন-চারদিন যাবৎ মনে হচ্ছে যে, কল্বের সামনে কোনো আগুনের চুলা রাখা আছে, যার কারণে সর্বদা কল্বকে উষ্ণ ও গরম বোধ হচ্ছে। নামায, যিকির অথবা বুযুর্গদের সান্নিধ্যে অথবা নেক আলোচনার সময় বেশি গরমের অনুভূতি তৈরী হয়। কোনো কারণ ছাড়াই নীরব থাকতে ইচ্ছা করে। প্রতি রাতেই স্বপ্নে নিজেকে তিলাওয়াতরত অথবা নামাযে মশগুল দেখতে পাই।

বিশ্লেষণঃ জবাব জামেউল ফাযায়েল (বহু ফযীলতওয়ালা) আসসালামু আলাইকুম... ভুল ধারণা সংশোধনের খবর শুনে খুবই আনন্দিত হলাম। আল্লাহ্ তাআলা এস্তেকামাত (অবিচলতা) ও বরকত দান করুন। কল্বের ঐ

www.islamfind.wordpress.com

উষ্ণতা মহব্বতের। আল্লাহ্ মুবারক করুন। উক্ত ধরণের স্বপ্নগুলোই হয়ে থাকে মুবাশ্শেরাত (সুসংবাদবাহী)। কল্বের উক্ত উষ্ণতার কারণে যদি কোনো কষ্ট বোধ হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন আর যদি তা না হয় তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই।

শুষ্কতা ও কোষ্ঠের আলামত

হালঃ যিকির ও তিলাওয়াত ইত্যাদি অযীফা সব ঠিকঠাক চলছে। মা'মুলের চেয়ে বেশি যিকির করব বলে মনে মনে চিন্তা করি, কিন্তু মস্তিষ্কের দুর্বলতার কারণে অপারগ হয়ে যাই। এ কারণেই আর বাড়ানো হয়ে উঠে না। রাতের বেলা যিকির করার সময় মনে হয় যে, কল্বের মাথার উপর আল্লাহ্ ﷻ শব্দটি মোটা হরফে স্পষ্ট করে লেখা আছে। কখনো কখনো এতে মনের মধ্যে প্রফুল্লতা আসে। জানি না এর হাকিকত কী? এটা কি শুধুই কল্পনা না কি যিকিরের আছর? নাকি এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে? সবিনয়ে জানতে চাই।

বিশ্লেষণঃ মনে হচ্ছে শারিরীক দুর্বলতা থেকে শুষ্কতা ও কোষ্ঠ বেড়ে গেছে। ঐ শব্দটি লিখিত দেখতে পাওয়া সেই কোষ্ঠেরই আছর। শিগ্গিরই চিকিৎসা করা উচিত। যিকিরের মধ্যে জেহের ও যরব (উচ্চস্বর ও ঝাকুনি) একদম (আপাতত) বন্ধ রাখতে হবে। শরীরে যদি না কুলায় তাহলে যিকিরের পরিমানও কমিয়ে দেওয়া উচিত। মা'মুলের চেয়েও অধিক কখনোই করা উচিত নয়। দেমাগ ঠাণ্ডা রাখার ও শক্তিশালী করার চিকিৎসা নেওয়ার পর যে হালত হয় সেটা জানাবেন।

অধিক একাগ্রতার ফলে সৃষ্ট ভুল নিন্দনীয় নয়

হালঃ হুযূরের ফয়েয ও বরকতে এখন নামাযে খুব একাগ্রতা তৈরী হয়। এমন কি কখনো কখনো এটাই স্মরণ থাকে না যে, কত রাকাত পড়লাম। বাধ্য হয়ে সেজদায়ে সাহু করতে হয়। বেশিরভাগ নামাযের মধ্যে যিকিরের দিকে (অর্থাৎ নামাযে পঠিত সূরা, কেরাত, রুকুর ও সেজদার তাসবীহ, তাশাহহুদ, দরূদ ইত্যাদি) একেবারেই খেয়াল থাকে না। মাযকূর (আল্লাহ্) এর প্রতি ব্যস্ততার কারণে অন্য কোনো ধ্যান একদমই থাকে না। রাকাত মনে রাখার জন্য জবরদস্তি স্মরণ রাখতে হয় যে, কত রাকাত হল। এ ব্যাপারে সামান্য শিথিল হলেই সব উলট-পালট হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ এমন ভুল নিন্দনীয় নয় যার কারণ একাগ্রতা ও তন্ময়তা।

www.islamfind.wordpress.com

অযীফা ছুটে যাওয়ার কারণে মন ভেঙ্গে যাওয়ার এলাজ

হালঃ আফসোস, হাজারবার আফসোস- অধমের সকল মেহনত বেকার ও বরবাদ হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র রহমতে অর্জন যেটুকু ছিল, সব হারিয়ে গেছে। আবার এই হারানোর ব্যাপারে যে পরিমান ব্যথিত হওয়ার কথা ছিল, তাও হয় নি। কষ্ট অবশ্যই আছে এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারে আর এরূপ না হতে পারে, সে জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টাও আছে কিন্তু পরিতাপের ব্যাপার এই যে, ঐ কষ্ট ও চেষ্টা কোনোটাই পূর্ণাঙ্গ নয়। দুর্ভাগ্যের কথা কী আর বলব নৌকা ডুবল কোথায় এসে। বিষয় এই যে, আমি সবসময়ই নিজের কাজ-কর্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। এরই মধ্যেই সর্বপ্রথম সহীহ মুসলিম খতম করার চেষ্টায় ফজর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের অযীফা কাযা হল। এই বিষয়ে আমি মনোযোগ দিলাম না। কারণ এই সময়ের এই অযীফা হুযূরের নির্ধারণ ছিল না। ছিল আমার নিজস্ব। দ্বিতীয় কারণ আমি মনে করলাম অন্য কোনো কাজে তো নয়, হাদীস পড়ানোর কাজে সময় খরচ হবে। সমস্যা কী! এরপর হঠাৎ করেই শুরু হল মারাত্মক ঠাণ্ডা, মাথা ব্যথা আর জ্বর। জ্বর মাঝে মাঝে হাল্কা হত কিন্তু সর্দি ও শরীরের ব্যথার কারণে সাহস হারিয়ে ফেললাম। তা সত্ত্বেও দু-একদিন সেভাবেই অযীফা আদায় করলাম কিন্তু চালু রাখা সম্ভব হল না। পনেরদিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকলাম এভাবেই। মাঝে দু-একদিন সুস্থতা বোধ করলেও সাহস করতে পারি নি। শরীরে অলসতা ও ক্লান্তির ফলে এই দিনগুলিতে সবক পড়ানোও বন্ধ ছিল। প্রথম দিকে যিকির অযীফা ছুটে যাওয়ায় অন্তরে এর বেশ আছর হত। দুঃখ ও পেরেশানি বোধ হত। ধীরে ধীরে সেটাও দূর হয়ে গেল। উপরন্তু গাফলত ও উদাসীনতা বাড়তে থাকল। ইবাদতের এহতেমাম এবং গোনাহ থেকে দূরে থাকার তাওফিক আগের মতো আর থাকল না। মোটকথা, জীবনে এক আশ্চর্যরকম উলট-পালট এসে গেল। রাতে কোনো কোনোদিন উঠার চেষ্টাও করলাম কিন্তু ঠাণ্ডা ও সর্দির কারণে এবার দেমাগের উপর এমন আছর হয়ে গেল যে, মস্তিষ্কের কাজে অপারগ হয়ে গেলাম। যা কিছুটা এখনো রয়ে গেছে। দীর্ঘ সময়ের পর যখন সুস্থ হলাম তখন ছোট ভাইয়ের বিবাহের অনুষ্ঠান বাড়িতে শুরু হল। পিতার ইন্তিকাল পূর্বেই হয়ে গেছে। মায়ের সব শক্তিই আমরা কয়েক ভাই। তার সব আকাঙ্ক্ষা ও আবদারও আমাদেরই কাছে। তাঁর খুব আগ্রহ দেখে বাধ্য হয়েই তিন-চার দিন পর্যন্ত সেই অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হল। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সব ভাই-বোন তাদের ছেলে-মেয়ে সবাই বাড়িতে জমা হল। তাদের সকলের নানামুখি প্রয়োজনের

www.islamfind.wordpress.com

পরিমাণ ছিল এত বেশি যে, মুহূর্ত পরিমাণ অবসর ও যিকিরের সুযোগ পাই নি। সেই বিরাট দলবলের বড় এটা অংশ এখনো রয়েই গেছে। মোটকথা এই পঁচিশ দিন উদাসীনতায় একেবারে সম্পুর্ণ ডুবে গেছি। বর্তমান অবস্থা এই যে, আমার দিন-রাতের মধ্যে কোনো যিকির ও শোগল নেই। অবশ্য দু-তিনদিন ধরে আবার শুরু করার পরিকল্পনা করছি। কিন্তু প্রতিবারই অকল্পনীয় বাধার মুখোমুখি হয়ে যাচ্ছি। ইচ্ছা ও সংকল্পে কোনো ত্রুটি নেই। কোনো আলসেমি নেই। তারপরও ইচ্ছার বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কয়েকবার ইচ্ছা করেছি হুযূরের কাছে চিঠি লিখব। কিন্তু লজ্জা-অনুশোচনা সামনে এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে যে, কী লিখব? এমন অপদার্থের আজে-বাজে কথা শুনে অহেতুক হুযূরও হয়ত বিরক্তি বোধ করবেন কিন্তু এটা ছাড়া সমাধান বা আমার করণীয় কিছুই খুঁজে পেলাম না। সেজন্যই ভয়ে ভয়ে হুযূরের নিকট এই পত্র পাঠাচ্ছি। হুযূর যা বলবেন তাই করব, যে শাস্তি বলবেন তাই মাথা পেতে নিব। মাদ্‌রাসার সবক পড়ানো রজব মাসের শেসের দিকে সমাপ্ত হয়ে যাবে। তারপরে শুরু হবে বার্ষিক পরীক্ষা। যদি আমাকে খুব দ্রুত থানাভবন আসতে হয় তাহলে আমার মাদ্‌রাসার মুহতামিম সাহেবকে আপনি দু-কলম লিখে দিন যেন তিনি আমাকে রজব মাসের আঠার-ঊনিশের ভেতর ছুটি দিয়ে দেন। যেন রমজান পর্যন্ত এক চিল্লা এবং শাওয়ালের দশ তারিখ পর্যন্ত আরো এক চিল্লা হয়ে যায়। আশা করি তাতে হুযূরের বরকতপূর্ণ তাওয়াজ্জুহের বদৌলতে কিছুটা ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। যা এখানে থেকে হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। যাই হোক হযরত যে মতামত দেবেন তার আলোকেই আমি সব সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতি গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ বুহী ওয়া রাওহী! (আমার জান ও আমার শান্তি!) আসসালামু আলাইকুম.... সত্যিই উত্তর দানে বিলম্ব হওয়াতে আমি লজ্জিত কিন্তু বিলম্ব হল ঝামেলামুক্ত, নিশ্চিন্ত সময়ের অপেক্ষা করতে করতে। সেটা যখন পাওয়া গেল না তখন ব্যস্ততার মাঝেই লিখতে বসে গেলাম। বান্দার তৈরী ব্যবস্থাপত্র ও নিয়ম-কানুন মাঝে মাঝে ভেঙ্গে ফেলাটাই হেকমত। আমরা তাতেই সন্তুষ্ট যা আমাদের জন্য ফয়সালা হয়।

আমার প্রিয়! এই দৌলতের বৈশিষ্ট্যই এই যে, এটা ছিনিয়ে নেওয়া হলে পেরেশানি হয় না। অর্থাৎ এই দৌলত একেবারে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য এত বেশি হৃদয়ের পাষণ্ডতা, বিতাড়ন ও দূরত্ব জরুরি যার সঙ্গে পেরেশানি, আফসোস ও অনুশোচনা যেগুলো আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তি ও কবুলের আলামত,

www.islamfind.wordpress.com

একত্রিত হতে পারে না। এছাড়া আপনি লিখেছেন 'খুব বেশি ব্যথা লাগে নি' তো একথা মেনে নিলেও বলা যায় যে, মূল জায়গায় ব্যথা না লাগলেও এই না লাগার জন্য তো ব্যথা ঠিকই লেগেছে। কোনো এক বিষয়ে ব্যথা ঠিকই লেগেছে এবং সেটাও দূরবর্তী ও সম্পর্কহীন বিষয় নয়। এভাবে শেষ পর্যন্ত বলে দেওয়া যায় যে, ব্যথা মূল জায়গাতেও লেগেছে। সুতরাং এই ভীষণ অস্থিরতা এটাই প্রমাণ করে যে, আপনার সবকিছু বেকার ও বাতিল হয়ে যায় নি বরং আঘাতপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আর প্রত্যেক ক্ষতি ও আঘাতই নিরাময়যোগ্য। বরং কখনো কখনো এ কারণেই বান্দাকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেয়া হয় যে, তার গঠন ভাল ছিল না, নতুন করে তাকে উত্তম রূপে পুনর্গঠিত করা হয়। আঘাত ও হাড় ভাঙ্গার ক্ষেত্রে অনাড়ি চিকিৎসক দ্বারা ত্রুটিপূর্ণভাবে জোড়া লাগানো হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎক তা খুলে পুনরায় জোড়া লাগিয়ে দেন। এই জোড়া খোলার সময় যে বেদনা ও কষ্ট হয়, কোনো কোনো বিবেচনায় প্রথম আঘাতের চেয়ে অনেক তীব্র হয়ে থাকে, তা সত্ত্বেও জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা খুশি হন। এটা শুধু কথার কথা বলছি না, বাস্তবতা এটাই যা আমি এতক্ষণ সবিস্তারে তুলে ধরেছি। কখনো কখনো উপর্যুপরি আহওয়ালে মাহমুদার (প্রশংসনীয় অবস্থার) ধারাবাহিক আগমনে ব্যক্তির মধ্যে আত্মপ্রশংসা জাগে এবং নিজেকে বড় বুযুর্গ বলে ধারণা জন্ম নেয়। এই ধারণা দোষ-ত্রুটি মুক্ত থাকে না। এই রোগ নিরাময়ের জন্য গায়েব থেকে এমন ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় যেমন আপনার ক্ষেত্রে হয়েছে। তখন বান্দা আসল বিষয় বা হাকিকত বুঝতে পারে যে, হায় হায় আসলে তো আমি কিছুই নই, আমি তো চলি অন্যের চালনায়। এই অনুভূতি তৈরী হয়ে গেলে আর কখনো দম্ভ ও অহমিকা আসতে পারে না। এতে কি কোনো সন্দেহ আছে যে, আদম আলাইহিস সালাম পদস্খলনের পর যে তওবা করেছিলেন তা সম্ভব হত না ঐ ব্যাপারটি ছাড়া?

যা হয়েছে তা থেকে তওবা করে নিন, এর বেশি আর কিছু নয়। এমন যেন না হয় যে, সারাক্ষণ ব্যাস একই চিন্তা নিয়ে পড়ে থাকলেন, ভাবলেন- না জানি আবার কখন ঐ অবস্থা হয়ে যায়। মাওলানা রুমির বক্তব্য- 'তোমার অতীত-ভবিষ্যত আল্লাহ্‌র নৈকট্যের মাঝে অন্তরায়' এজাতীয় অমূলক চিন্তার ব্যাপারেই বলা হয়েছে। যদি কারো শরীরের তাপ বেড়ে যায় (অর্থাৎ জ্বর এসে যায়) তার করণীয় কাজ কোন্‌টি? চিকিৎসা নাকি চিন্তা? তার উচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এটা নয় যে, বসে বসে আফসোস করবে যে, 'জ্বর কেন এল'

www.islamfind.wordpress.com

অথবা এটাও উচিত নয় যে, বসে বসে চিন্তা করবে- চিকিৎসার পর আবার যদি জ্বর ফিরে আসে তাহলে আমার কী হবে? সহজ ব্যাপার, আবার হলে আবারও ওষুধ খেতে হবে। কারণীয় কাজ না করে অহেতুক চিন্তা করতে থাকলে তো শরীর দুর্বল হবে, রোগ বাড়বে। এ ছিল আপনার সার্বিক প্রশ্নের সার্বিক উত্তর। সম্ভবতঃ আংশিক কিছু বিষয়ের জবাব বাকি রয়ে গেছে। চিঠি পড়ে সেগুলো সম্পর্কেও লিখছি- আপনার মাদরাসার মুহতামিম সাহেবের কাছে সুপারিশ প্রসঙ্গ, এখানে ফলশ্রুতি একই অর্থাৎ রজবের শেষে আপনার চলে আসা। আমি বলি বা আপনি বলেন। যেহেতু মাদরাসার সার্বিক প্রয়োজন ও হাল-অবস্থা আমার জানা নেই, সে কারণে জনাব মুহতামিমের কাছে সুপারিশ করার সাহস আমার হয় না। যদি স্পষ্ট কোনো বাধা না থাকে তবে আমার বিশ্বাস আপনি বললেও ইনশাআল্লাহ্ তিনি বাধা দেবেন না। রমাযান মাসে এখানে থাকায় সম্ভবত বেশি উপকার হবে না এ কারণে যে, রমাযানে আরামের জরুরত আছে। সফরে মুশকিলের মধ্যে যা হয় না। অন্য সময়ে যে কোনো ব্যাপারই সহ্য করা যায়। আমার মতে শা'বান মাসের শেষ পর্যন্ত এখানে থাকুন এরপর রমাযানের পরপরই অথবা কিছুদিন পর কিছুদিন থাকলেই যথেষ্ট হবে। পরিশেষে একটি কাজের কথা বলি, এবার যেমন হল, এমনটি যদি আবার কখনো ঘটে সাহস করে কিছু কাজ করবেন, ভালো লাগুক চাই না লাগুক, চাই অসম্পূর্ণভাবেই হোক, চাই শর্তপূরণ নাই করলেন জবরদস্তি একটু সময় বের করে নির্জনে বা জঙ্গলে বা নির্জন কোনো ময়দানে গিয়ে উল্টা-পাল্টা কিছু কাজ করবেন। যদি একই সময়ে হয় তাহলে খুব উপকারী না হলে সময়ের পাবন্দিও বাদ, যেভাবেই হোক করবেন, এর ফায়েদা বাস্তব আমল করে বুঝতে পারবেন। ওয়াস্ সালাম।

সেই বিজ্ঞ আলেমের পরের চিঠি

হালঃ স্নেহ-ভালোবাসা মেশানো চিঠি দ্বারা আলহামদুলিল্লাহ্ কল্‌বের মধ্যে আশ্চর্যরকম শান্তি-প্রশান্তি ও চিন্তামুক্তি নাজিল হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম তাসাওউফের একাধিক কিতাবের অধ্যায়নও সম্ভবত এত বেশি প্রশান্তিদায়ক হত না যতটা হুযূরের সামান্য কয়েকটি শব্দ ও বাক্যে এই অস্থির অপদার্থের নিরাময় হয়েছে। মুবারক চিঠিটি বারবার পড়ে যখন ফারেগ হলাম তখন আপনা-আপনি মুখে এসে গেল।

نامہ آیا گویا عیسیٰ آیا - تن افسردہ میں جی سا آیا

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ ঃ পত্র এল, মনে হল ঈসা এল, মুমূর্ষ দেহ যেন প্রাণ ফিরে পেল। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে আমার ও সকল মুরীদের পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। জানি না কী উপায়ে হুযূরের এই ধরনের এহসান ও অনুগ্রহের শুকরিয়া আমার মতো নালায়েকের দ্বারা আদায় হতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা ভালই জানেন যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের পূর্ণাঙ্গ শোকরগুযারী তো অসম্ভব, পাশাপাশি এ ধরনের মুরব্বী পীরের দয়া-অনুগ্রহও এমন নয় যে, কোনো কৃতজ্ঞতা, খেদমত-সেবা এমন কি জীবন দিয়ে দিলেও ঋণ শোধ করা যেতে পারে। যা হোক এরচেয়ে বেশি আর কী লিখব! আর অন্তরে লুকানো অনুভূতি কীভাবে প্রকাশ করব, তবে এতটুকু না বললেই নয় যে, হযরতের নেক তাওয়াজ্জুহ ও বরকত যদি এভাবে অব্যাহত থাকে তাহলে নিশ্চিত যে, ইনশাআল্লাহ্ আমার মতো নাদান, অপদার্থ পাপীরও বেড়া পার হয়ে যাবে।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্র ফযলে বেড়া তো পার হয়েই গেছে। এখন বাকি শুধু অবিচলতা ও দৃঢ়তা। অর্থাৎ কখনো কখনো মানুষ নিজের ত্রুটির কারণে পার থেকে আবার 'দার'এ (গৃহে) ফিরে আসে। এখন আবশ্যক হল এই অবস্থার সংরক্ষণ। যার একমাত্র উপায় নিজের হালতের অবগতি প্রদান অব্যহত রাখা এবং যে মশ্ওয়ারা দেওয়া হয় তা মেনে চলা। অর্থাৎ অবগতি প্রদানের বেলায় কোনো সংকচ রাখা যাবে না এবং প্রদত্ত পরামর্শের খেলাফ নিজের মনগড়া কিছু করা যাবে না। কিছুকাল কঠোরভাবে এই নিয়ম মেনে চললে ইনশাআল্লাহ্ আর কখনো উল্টা দিকে ফেরার আশঙ্কা থাকবে না। আল্লাহ্র নির্ধারিত তাকদীরের ব্যাপারটি ছাড়া।

দুঃখ-কষ্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুজাহাদার শামিল

হালঃ গতকাল আমার ছোট ভাইয়ের তিন বছর বয়সী মেয়ে ইন্তেকাল করেছে। যদিও এটা ছিল একটা মামুলি ঘটনা কিন্তু আমার প্রতি ঐ শিশুর গভীর আন্তরিকতা নয়, প্রেম ছিল। আমারও দুনিয়ার কোনো আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠজনের সন্তানের প্রতি এত বেশি টান ছিল না যা ছিল ঐ বাচ্চাটির প্রতি। তাকে বরং কলিজার টুকরা সন্তানের স্থান দিয়েছিলাম। এ ঘটনায় অধম অসম্ভব ব্যথা ও যন্ত্রণাকাতর হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তাআলা আপন মহব্বতে সকল গায়রুল্লাহ্ থেকে সম্পর্কহীন করে দিন। হযরত আমার জন্য দুআ করবেন যেন এই ব্যথা কাটিয়ে উঠতে পারি। অনিচ্ছাকৃত ঐ মেয়েটির কল্পনা প্রায়ই চলে আসে আর আমাকে একেবারে অস্থির, বে-কারার করে দেয়।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এটাও দিলের জন্য উপকারী। তরীকতের ইমামগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন- দুঃখ-কষ্ট, বেদনা, অভাব, বিপদ-আপদ এসবের মতো উপকারী মুজাহাদা আর কিছু নেই, শর্ত এই যে এগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ থেকে গাফেল ও উদাসীন হওয়া যাবে না আর গায়রুল্লাহ্র অস্থায়িত্ব ও নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতার কথা স্মরণ রাখতে হবে। এই স্মরণের মধ্য দিয়ে নিজের আখলাকের মধ্যে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করবে।

একাগ্রতার প্রকার বিভিন্ন

হালঃ দেমাগের (মস্তিষ্কের) দুর্বলতার কারণে হুযূরের নির্দেশে তাহাজ্জুদের পর যরব্ ছাড়া অনুচ্চ আওয়াজে বারো তাসবীহ আদায়ের আমল করছি, যিকিরের সময় একাগ্রতা আসে না।

বিশ্লেষণঃ একাগ্রতা না হওয়ার যে অভিযোগ করেছেন, সে ক্ষেত্রে আপনার করণীয় হল- নিজের কোনো চিন্তাকে টেনে আনবেন না। এরপরও যদি একাগ্রতা না আসে তবে সেটা আপনার জন্য ক্ষতিকর নয়। যে একাগ্রতা না থাকা ক্ষতিকর সেটা হল আকীদা-বিশ্বাসের একাগ্রতা। এই একাগ্রতা অর্জন করা ওয়াজিব এবং এটা এখতিয়ারী। চিন্তা ও কল্পনার একাগ্রতা না এখতিয়ারী, না ওয়াজিব। আর না সেটার অনুপস্থিতি ক্ষতিকর। এ কথাটি খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন। এটা না জানার কারণে বহু মানুষ অকারণে পেরেশান হয়ে থাকে।

কব্যের বিভিন্ন আছর

হালঃ হুযূরের নির্দেশনা মোতাবেক সকালে চার হাজার সন্ধ্যায় তিন হাজারবার এসমে যাতের যিকির এবং তাহাজ্জুদের সময় আট রাকাত নফল পড়া শুরু করেছি।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্, ভাল করেছেন।

হালঃ এটা হযরতের দুআর বিশেষ বরকত যে, অসময়েই হঠাৎ আমল শুরু হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ্। পরশুদিন মাগরিবের পূর্বে মনে হচ্ছিল যে, বুকের মধ্যে কিছু উড়ছে।

বিশ্লেষণঃ এটা এক ধরণের কব্য ছিল।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ গেল সপ্তাহে কোনো কোনো সময় এমন মনে হচ্ছিল যে, আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে কলবের যে সম্পর্ক ছিল তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সে সময় মনের মধ্যে সীমাহীন অস্থিরতা ও অশান্তি বিরাজ করছিল। তিনদিন যাবত আলহামদুলিল্লাহ্ সেটা আর হচ্ছে না।

বিশ্লেষণঃ ওটা ছিল কব্যের একটা প্রকার। সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার সন্দেহ। যা ইতিমধ্যে দূর হয়ে গেছে। কব্যের হালতও ক্ষতিকর নয়, কষ্টদায়ক বটে। সুতরাং কব্যের হালত হলে সহ্য করতে হবে।

নির্জনতা কল্যাণকর

হালঃ মানুষের কোলাহল-বেষ্টিত থাকার বিরক্তি বিলম্বিত হলেও নির্জনতায় গেলে দূর হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ সত্যিই নির্জনতা এমন জিনিষই বটে। তবে লক্ষ রাখবেন স্বল্প নির্জনতার যেন কানাআত (অল্পে তুষ্টি) না এসে যায়। (অর্থাৎ নির্জনতা তৈরী করে নেবেন।)

প্রবল ভীতি ও গভীর অন্তরঙ্গতা

হালঃ গতকাল আছরের পর থেকে আমার অন্তরে ঢুকেছে হুযূরের সীমাহীন ভয়। হুযূরের সামনে যেতে এত ভয় লাগছে, মনে হচ্ছে যেন জান বের হয়ে যাবে। দিল চাচ্ছিল যে, কোথাও কোনো অপরাধ করে যাই হুযূর আমাকে খানকাহ থেকে বের করে দেন। সেই ভাল। যে চিঠি গতকাল হুযূরকে দিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল ওর পুরোটাই অহঙ্কার আর দম্ভে ভরা ছিল। মাগরিব পর্যন্ত চলল এই হালত। মাগরিবের পর যিকির করলাম, তারপরও হালত একই রকম থাকল। এশার পরের হালত- মন চাচ্ছিল যে, হায় আমি যদি ফাসেক, ফাজের ও কাফের হতাম তাহলে কত ভাল হত। মানুষ আমাকে ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট মনে করত, কেউই আমাকে নিজের কাছে ঘেঁষতে দিত না। কলবের মধ্যে ছিল এত বেশি কষ্ট যে, যেন কেউ করাত দিয়ে কাটলেও এত কষ্ট হত না। এই হালতেই ঘুমিয়ে গেলাম। তাহাজ্জুদের জন্য যখন উঠলাম, তখন মনে হচ্ছিল যে, হুযূর আমার সামনেই আছেন। ব্যাস, মুখ দিয়ে বে-এখতিয়ারীভাবে চালু হয়ে গেল ইশক ও প্রেমের কবিতা। ওযু করার পর অনিচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘশ্বাস বের হল। কষ্ট করে নফল আদায় করলাম এরপর যিকির করলাম। নফী-এসবাতের যিকির প্রত্যেকটি যেন কলবকে টুকর টুকর

www.islamfind.wordpress.com

করে দিচ্ছিল। মুখ দিয়ে খুব বেশি অনিচ্ছাকৃত প্রেমের কবিতা বের হচ্ছিল। যিকিরের মাঝখানেও দুই-তিনবার মুখ দিয়ে খুব উচ্চস্বরে চিৎকার বেরিয়ে গেল। দুই-চারবার এমন হল যে, আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল এবং যিকিরের আওয়াজ মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল না। আমার ইচ্ছার বাইরে একবার এমন হল যে, দেহ মাটি থেকে উপরে শূন্যে উঠে গেল এবং ধপাস করে পড়ে গেল। এরপর বাকি তাসবীহ পূর্ণ করার সময় আর এই কষ্ট ছিল না। ফজরের নামাযের পূর্বে দিলের কামনা ছিল এই যে, আমি নিজের লাঞ্ছনা ও ঘৃণিত হওয়ার চিন্তাটাকেও ভুলে যাই, পৃথিবীতে আমার নাম-ধাম ও অস্থিত্বই না থাকুক, সেটাই ভাল। সকালে যিকির করতে গিয়ে বকরী ও মুরগি চোখে পড়ল। এরপর দেখলাম একটি ঘোড়া যার পিঠে ছিল ছেড়া ও নোংড়া চারটি জামা। ঘোড়াটির পিঠের উপর থেকে একটি উলঙ্গ মহিলা নেমে পালিয়ে গেল। যিকিরের মাঝখানে কয়েকবার সুরা ইখলাস এমনি এমনি দিলের মধ্যে জেগে উঠল। যিকির শেষ করার পর মনে হচ্ছিল যে, মাহবুব (আল্লাহ্) আমার দিলের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আশ্চর্যরকমের সুখানিভূতি হচ্ছিল, ধীরে ধীরে সেই সুখের অনুভূতি কমতে থাকল। কিন্তু মূল কাইফিয়াত একদম কমে নি।

বিশ্লেষণঃ এটা হল প্রবল ভীতি ও গভীর অন্তরঙ্গতার হাল। (সাধারণ সালিকের ক্ষেত্রে যাকে কব্য ও বাস্ত বলা হয়, চূড়ান্ত শ্রেণীর সালিকের ক্ষেত্রে সেটাকেই হায়বাত ও উন্স অর্থাৎ ভীতি ও গভীর অন্তরঙ্গতা বলা হয়।) উভয় হালতই মাহমুদ (প্রশংসনীয়) ও মুবারক (বরকতপূর্ণ)। তবে আশেকী গভীর প্রণয় ও প্রেম উক্ত হালত দুটির চেয়েও উন্নত। ইনশাআল্লাহ্ শিগ্গিরই সেটাও আত্মপ্রকাশ করবে।

নূযুলে তাজাল্লী বা বিশেষ আলোকরশ্মির অবতরণ

হালঃ রাত্রে তাহাজ্জুদের পর যিকির করতে করতে মনে হল যে, বাইতুল্লাহ্ (কা'বা শরীফ) আমার নিকট চলে এসেছে। হযরত সেটাকে বাম হাতে ধরে, আমাকে ডান হাত দিয়ে ধরে দুটোকে একত্রে মিলিয়ে দিলেন। সেটা আমার বুকের সাথে একদম আটকে রইল। হজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) খুব ভাল ভাবে আমার বুক স্পর্শ করে থাকল। এরপর বাইতুল্লাহ্ খুব দ্রুততার সাথে কয়েকবার আমাকে তাওয়াফ করল। এরপর আমি তার ভেতর প্রবেশ করলাম আর সেটা আমার সিনার মধ্যে প্রবেশ করল। এখনো এমন মনে হচ্ছে যেন আমার সিনার সঙ্গে সেটা লেগে আছে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক, বিশেষ তাজাল্লী কল্‌বের মধ্যে নাজিল হয়েছে।

পরস্পর বিপরীত অর্থের আসমায়ে হুসনার তাজাল্লী

হালঃ গতকাল মাগরিবের সময় থেকে কষ্ট শুরু হয়েছিল। সেটা প্রায় ভোর সাতটা পর্যন্ত ছিল। মনে হচ্ছিল যেন মাহবুব নিজের চেহারাকে নেকাবের মধ্যে লুকিয়ে নিয়েছেন আর আশেক তার দর্শনের জন্য অস্থির। বিরহের কালে যেরূপ শব্দ মুখ দিয়ে বের হয় সেগুলোই বের হচ্ছিল। এরপর থেকে শুরু হল হুযূরী। মনে হচ্ছিল যেন মাহবুব পর্দা সরিয়ে ফেলেছেন।

বিশ্লেষণঃ এটা হল 'আসমায়ে মুতাকাবিলা'র (বিপরীতমুখী নাম সমূহের) তাজাল্লী।

* * *

হালঃ অধমের হাল এই দশ দিনেও আগের এতই রয়েছে। 'কবয'ও যেমন 'বাস্ত'ও তেমন ঠিক পূর্বের মতো চালু ছিল। কোনো এক অবস্থা স্থির ছিল না। অবস্থা দুটোই এই এল এই গেলর মতো। তাতে কখনো কখনো একদম নিয়ন্ত্রণ হারা হয়ে যাই।

বিশ্লেষণঃ 'আসমায়ে মুতাকাবিলা'র তাজাল্লী।

কান্নাকে নিয়ন্ত্রণ না করাই উচিৎ

প্রশ্নঃ কখনো কখনো যিকিরের সময়, এমনিভাবে কখনো আবার আবেগ জাগানো বিরহের কবিতামালা শুনলে কান্না প্রবল হয়ে উঠে। এ অবস্থায় কি তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে না কেঁদে ফেলতে হবে। কাঁদলে আশঙ্কা জাগে যে, শ্রোতারা ভাল মনে করবে, এ কারণে আমি নিয়ন্ত্রণ করে থাকি। হুযূরের নির্দেশনা জানতে চাই, কী করণীয়?

জবাবঃ ঐ ধরনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করা সমীচীন নয়। আর মানুষ ভালো মনে করবে... এই যে আশঙ্কা, এটা ক্ষতিকর নয়। আপনি নিজেকে ভাল মনে করবেন না। যতক্ষণ নিজেকে আপনি নিজে ভাল মনে না করছেন ততক্ষণ কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই; বরং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি থাকলে সম্ভাবনা বেশি যে বিষয়টির, তা হল লজ্জা ও ধিক্কার আসবে অন্তরের ভেতর থেকে যে, মানুষ তোকে ভাল মনে করে, অথচ তুই তো ভাল না। অতএব ভালই হয়ে যাওয়া উচিৎ।

www.islamfind.wordpress.com

নুযূলের আলামত

হালঃ বর্তমানে অধমের কোনো হালত নেই, হালতের কোনো খাহেশও নেই। বরং দিল চায় যে, কোনো হালত না হোক। কেননা ওটা সুন্নতের খেলাফ। নেক আমলের আকাঙ্ক্ষা এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার আগ্রহ আছে। যেটুকু যিকির, নাওয়াফেল ও তেলাওয়াতের তাওফিক হয়, গনিমত মনে করি। মজা লাগা না লাগার কোনো চিন্তা করি না। আল্লাহ্ তাআলা এই মানসিকতাকে স্থায়ী করে দিন। আমীন। আমার নিজের আমলের ঝুলি একেবারেই শূন্য মনে হয়। হুযূর! মেহেরবানি করে দুআ করবেন- আল্লাহ্ তাআলা যেন এখলাছের সঙ্গে আ'মালে ছালেহা করার তাওফিক দান করেন এবং যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায় সতর্ক করে তওবার তাওফিক দান করেন। অধম একজন পরিবারওয়ালা মানুষ। যিকির-শোগল বেশি করতে পারি না, বেশি সময়ও পাই না। আমি হুযূরের খেদমতে হাজির থাকলেই যিকির-শোগলের চেয়ে বেশি উপকার পাই। ভবিষ্যতেও আমার আকিদা-বিশ্বাস এটাই যে, ছোহবতে শেখের পাশাপাশি নিজের শেখের পক্ষ থেকে নির্ধারিত যিকির অল্প-স্বল্পও যথেষ্ট। হযরতের মেহেরবানিতেই কিছু কিছু চোখ খুলেছে। ভবিষ্যতেও হুযূরের খাস তাওয়াজ্জুহের মাধ্যমে আশা রাখি গোলামের জাহেরি ও বাতেনি হালতের এসলাহ ও তারাক্কী, সংশোধন ও উন্নতি হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

হালত দূর হওয়ার পর মনে হয়, হালত তৈরী হলে মানুষ নিজের স্বরূপ ভুলে যায়। হালত দূর হয়ে গেলে নিজের হাকিকত ও স্বরূপ বুঝে আসে যে, আমার তো আসলে কোনো মূল্যই নেই। কয়েকদিন থেকে তাহাজ্জুদের সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের কিছু আশআর (কবিতামালা) মুখে চালু হয়ে যেত। আজ দুপুরের পূর্ব থেকে এত্তেবায়ে সুন্নতের চিন্তা মাথায় ঢুকল। এখন বুঝতে পারছি যে, হযরতের অনুসরণ আসলে পূর্ণাঙ্গ সুন্নতেরই অনুসরণ আর সুন্নতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণই আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির কারণ। সুন্নতের বিরোধী কোনো কিছুই তাঁর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু আমি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিপ্রার্থী সুতরাং আমি চাই পূর্ণরূপে সুন্নতের অনুসারী হয়ে যেতে। সকল কাজ সুন্নত মুতাবেক করব। কোনো কাজ, কোনো কথাই যেন সুন্নতের খেলাফ না হয়। হুযূর! মেহেরবানি করে এত্তেবায়ে সুন্নতের তাওফিক হাসিলের জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ মা-শা আল্লাহ্। এগুলো সবই নুযূলের (অবতরণের) আলামত, যা উরূজের (উর্ধ্বগমনের) চেয়ে উত্তম। মোবারক হোক।

www.islamfind.wordpress.com

ভুলের আশঙ্কাও সঠিক হওয়ার আলামত

হালঃ আমার কলবের হালত একই সঙ্গে ভাল আবার মন্দও। কিন্তু মন্দের মুকাবিলায় আমার কাছে ভালোত্বের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। যদিও ঐ সামান্য ভালোটুকুর জন্যও আল্লাহ্ তাআলার দরবারে হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করে থাকি। কারণ মহাবিপদ ঘটে যেত যদি এইটুকুও না থাকত। কলবি গোনাহ্ অর্থাৎ চিন্তা ও কল্পনার পাপে জড়িয়ে থাকি। যদিও হুযূরের তাওয়াজ্জুহের বদৌলতে কলবের মধ্যে 'হুযূর মাআল্লাহ্' (আল্লাহর সঙ্গ) এর কাইফিয়াতও প্রায় সময়ই দেখতে পাই। কিন্তু কলবের নানা নাফরমানির কারণে ঐ দিকে ফিরেও তাকাই না। এবং এটাকে গ্রহণযোগ্যও মনে করি না। খাছ করে দুআ করবেন আল্লাহ্ তাআলা যেন সকল কলবি নোংরামি থেকে মুক্তি দান করেন। ভীষণ পেরেশান ও চিন্তিত আছি।

সত্যিই কলব মাঝে মাঝে এত খবিস হয়ে যায় যে, কী আর বলব! আল্লাহ্ মাফ করুন। অসম্পূর্ণ জ্ঞান আর সঙ্কীর্ণ উপলব্ধিতে চাই যে, সব বিষয় যেন জ্ঞানের পরিধিতে ধরা দেয়, সব কিছু যেন বুঝতে পারি। নতুবা ভীষণ সমস্যায় ও উদ্বেগে পড়ে যাই। তাবীল ও হুসনে যন্ন (সুধারণা পোষণ) এর কোনো ব্যাপারই যেন নেই। এ কারণে গোমরাহির ভীষণ আশঙ্কায় থাকি। আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য করুন।

বিশ্লেষণঃ সঠিকের ফিকির এবং ভুলের আশঙ্কা এটাও সঠিক হওয়ারই আলামত। শোকর করুন আর কাজে লেগে থাকুন। তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র প্রতি ভরসাও তো করতে হবে। শুধু নিজের তাদবীরকেই মাপকাঠি বানাবেন না। তাদবীর কিছুতেই ছাড়বেন না। কিন্তু তাদবীরের উপর মোটেই ভরসা করবেন না। ভরসা থাকবে একমাত্র আল্লাহ্র উপর।

শওক (আগ্রহ) ও উন্‌স (অন্তরঙ্গতা) এর পার্থক্য

হালঃ ইতিপূর্বে মনের মধ্যে এক ধরণের দ্বিধা থাকত কিন্তু বর্তমানে সেটা দূর হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ সেটা ছিল কাইফিয়াতে শওকিয়া, যার স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয় না। সকল তরীকতপন্থীর সামনেই এটা আসে। কাইফিয়াতে বাকিয়া বা স্থায়ী কাইফিয়াতকে বলা হয় উন্‌স। যা আলহামদুলিল্লাহ্ এখনো রয়ে গেছে।

হালঃ কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্ হুযূরীয়ে কলব যথারীতি চলমান।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এটাই উন্‌স (গভীর অন্তরঙ্গতা) যা স্থায়ী হয় এবং যা শওক থেকে উত্তম।

হালঃ ইতিপূর্বে আমার ব্যাপার এরকম ছিল যে, যে হালতের কথা হুযূরের কাছে প্রকাশ করতাম, সেই হালত সেইদিনই ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে 'আনন্দ কমে যাওয়া' ও 'কখনো কখনো যিকিরের মাঝে কাইফিয়াত তৈরী হওয়া' এই বিষয় দুটো ছাড়া আর কোনো পার্থক্য হয় নি।

বিশ্লেষণঃ পূর্বের সেই বিশেষ ধরণের রুচিও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যেমন দীর্ঘ দিনের স্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ও মনের মিল বেশি থাকলেও আবেগ-উত্তেজনা থাকে না। এটা নিয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। এটাই স্বাভাবিকতা।

গায়েবের জগত থেকে আকর্ষণ

হালঃ আজ সকালে আমি ফজরের নামায থেকে ফারেগ হয়ে মসজিদ থেকে নায়েবে তহসিলদারের বাড়িতে চেয়ারে বসে তাসবীহ পড়ছিলাম। হঠাৎ করে এমন অনুভূত হল যে, হুযূরের দিক থেকে খুব জোরে-শোরে বিশাল পরিমাণে কিছু একটা ঠিক আমার কলবের দিকে অবিরাম ছুটে আসছে। এতে কলব প্রভাবিত হচ্ছে। বে-এখতেয়ারীভাবে কলব থেকে এসমে যাতের যিকির (খফি) চালু হয়ে গেল, যবান একদম বন্ধ হয়ে গেল, শরীরে চঞ্চলতা এবং কলবে প্রফুল্লতা অনুভূত হচ্ছিল অর্থাৎ মনে হচ্ছিল যে, দিলের দুয়ার খুলে যাচ্ছে আর দিলের ভিতরের প্রশস্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কলবের এমন কোনো নড়াচড়া- যা যাকের কলবের ব্যাপারে শোনা যায়, অর্থাৎ লাফানো বা এ জাতীয় কোনো কিছুই আমার কলবের মধ্যে ছিল না। অথবা আমার কাছে অনুভূত হচ্ছিল না। আমার আশ্চর্য হালত হয়ে গেল, যেন বাকশক্তি রহিত হল। আতঙ্কিত হয়ে সেখানে থেকে উঠে পড়লাম এই ভেবে যে, বাড়ি ফিরে নির্জনে বসবো। কিন্তু হঠাৎ এভাবে উঠে পড়ায় নায়েব সাহেব বললেন, আরে ভাই কোথায় যাও, বসো বসো। আমার লজ্জা লাগল এবং বাধ্য হয়ে আবার বসে গেলাম। কিন্তু একদম নীরব বসে থাকলাম এবং কলবের সেই অবস্থাই যথারীতি চলতে থাকল। অল্পক্ষণ বসার পর আমি বাড়ি ফিরে আসলাম, তবে এবার উঠার কারণ কোনো অস্থিরতা বা আতঙ্ক ছিল না বরং স্বভাবিকভাবেই উঠেছিলাম। বাড়ি আসার সময় সারা পথে এবং পৌঁছে যাওয়ার পরও সেই পূর্বের অবস্থাই চালু থাকল, অর্থাৎ এই হালত প্রায় দু-ঘন্টা চলল। আনুমানিক

www.islamfind.wordpress.com

দু-ঘন্টা পর এসমে যাতের যিকির বন্ধ হয়ে গেল। এরপর এসমে যাতের পরিবর্তে কোনোরূপ চিন্তা ও ইচ্ছা ছাড়াই (হাসবুনাল্লাহ্) এর যিকির কলব থেকে অটোমেটিক চালু হয়ে গেল। এই যিকির তুলনামূলক দীর্ঘসময় চালু থাকল। তারপরে শরীর ও মন স্বাভাবিকতা ফিরে পেল। সন্ধ্যা সাতটায় এই চিঠি লেখার সময় পর্যন্ত আর কোনো পরিবর্তন হয় নি। কখনো কখনো 'হাসবুনাল্লাহ্' যিকির মনে হয়ে গেছে আর আমি তখন মুখে (যবানে) পড়তে শুরু করেছি। প্রথমবার যখন 'হাসবুনাল্লাহ্' কলব থেকে হঠাৎ জারি হয়ে গিয়েছিল তখনও আমি যবানে এটাই পড়ছিলাম। কিন্তু এসমে যাতের যিকির কলবেই জারি ছিল যবানে যিকির করি নাই।

বিশ্লেষণঃ যিকিরকারীদেরকে (যাকিরীনকে) তাদের গাফলতের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য প্রায়ই এইরূপ কাইফিয়াত ঘটে থাকে। এটা হল গায়েব বা অদৃশ্য জগতের আকর্ষণ। আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন।

আমলে অমনোযোগিতা ও ঘাবড়ানির এলাজ

হালঃ আমি হুযূরের হেদায়াত (নির্দেশনা) মতে তাহাজ্জুদের পর নফী-এসবাতের যিকির ছয়শবার এবং ছয়শবার এসমে যাতের দুই যরবী যিকির করি, বাদ মাগরিব তিন হাজারবার এসমে যাতের এক যরবী যিকির করি আর সকালে প্রায় এক ঘন্টা তেলাওয়াতে কুরআনের আমল করি কিন্তু সমস্যা এই যে, ঐ সকল আমলেই খুব অমনোযোগিতা থাকে। প্রায়ই মনটা ঘাবড়াতে থাকে। মন বলে- ছেড়ে দাও এসব কর না, একদম কোনো লাভ নেই। কিন্তু আল্লাহ্র মেহেরবানীমনের এই দাবির কাছে আমি মাগলুব বা পরাস্ত হই নি। মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সব আমল পূর্ণ করি, যদিও মনোযোগ থাকে না।

বিশ্লেষণঃ এর কারণ নির্ণিত হওয়া দরকার। কারণ যদি হয় দেমাগ বা মস্তিষ্কের দুর্বলতা তবে তার ব্যবস্থা ও চিকিৎসা জরুরি। আর যদি কারণ হয় কাজের চাপ বা ব্যস্ততা, মানুষের সঙ্গে অধিক সম্পর্ক অথবা পরিবারিক ঝামেলা, তাহলে যতটা সম্ভব সেগুলো কমিয়ে আনতে হবে আর যেটা কমানো সম্ভব নয় সে বিষয়ে মৌখিক পরামর্শ জরুরি। আর যদি কারণ এটা হয় যে, আপনার মনের মধ্যে শওক-আগ্রহ কম তাহলে বুযুর্গাণে দীনের জীবনী পড়তে বিশেষ এহতেমাম করবেন। যেমন তাযকেরাতুল আওলিয়া, মাকাছেদুহু ছালেহীন ইত্যাদি। যদি আপনার অমনোযোগিতার কারণ উল্লেখিত কোনোটাই না হয় তাহলে মৌখিক আলোচনা জরুরি।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ হুযূর যেসব কিতাব পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেগুলো আমি পড়েছি। কিতাবগুলোর তালিকা ছিল এরূপ- তাবলীগে দীন, ফুরুউল ঈমান, কসদুস সাবিল, জাযাউল আমাল, তারবিয়াতুস সালিক প্রথম-দ্বিতীয়, তালীমুদ্দীন, দাওয়াত ও আবদিয়াত প্রথম ও চতুর্থ ক্রয় করেছি, বাকিগুলো ইনশআল্লাহ্ শিগ্‌গিরই সংগ্রহ করে নিব। এই দাওয়াত ও আবদিয়াত কিতাবটি আমার এখনো পড়া হয় নি। ইনশআল্লাহ্ আগামীকাল থেকেই শুরু করব। একাগ্রতা ও মনোযোগ সৃষ্টির জন্য কোনো ব্যবস্থা দান করুন।

বিশ্লেষণঃ মনে হচ্ছে যে, আপনি কিতাবগুলো খুবই অগভীর দৃষ্টিতে পড়েছেন, মনেযোগ দেন নি। চিন্তা করেন নি। মন দিয়ে পড়লে আগ্রহ তৈরী না হওয়ার কথা নয়।

মৃত্যুর স্মরণে দেমাগ (ব্রেন) অস্থির হলে এলাজ

হালঃ অধমের অবস্থা এই যে, মূল কথা স্মরণ হলে স্থির থাকতে পারি না। দেমাগ ঠিক থাকে না। এর কী এলাজ বা চিকিৎসা আছে?

বিশ্লেষণঃ যখন মৃত্যুর স্মরণ আসে তখন জান্নাতের কথা এইভাবে ভাববে যে, জান্নাতের এত এত অকল্পনীয় নেয়ামত নেক আমল দ্বারা পাওয়া যাবে।

নাওয়াফেলের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি সামান্য মনোযোগে সমস্যা নেই

হালঃ প্রায়ই এমন হয় যে, নিজের ঘরে যখন আমি নামায পড়ি, আমার স্ত্রী একই বরাবর সামান্য দূরত্ব রেখে নামায পড়তে থাকে। সে নিজের নামায পড়ে, আমি পড়ি আমারটা। এ অবস্থায় কখনো সমান্য হলেও তার প্রতি কিছুটা চোখ পড়ে, মনও সেদিকে যায়। তাহলে স্ত্রীকে বরাবর দাঁড়াতে নিষেধ করব নাকি এভাবে দাঁড়ালে কোনো সমস্যা নেই?

বিশ্লেষণঃ কোনো সমস্যা নেই। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদের হালতে প্রায় তাঁর সামনে মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা শোয়া থাকতেন। সেজদায় যাওয়ার সময় নবীজী তাঁর পায়ে আঙ্গুল স্পর্শ করতেন, তাতে তিনি পা গুটিয়ে নিতেন। তাঁর সঙ্গে প্রিয়নবীজীর যে অন্তরঙ্গতা ছিল, তাতে স্বাভাবিকভাবে সেদিকে মন যাওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। এরপরও তিনি এটাকে রোধ করার ব্যবস্থা নেন নি।

www.islamfind.wordpress.com

হালাতে বাতেনিয়ার বিভিন্ন আলামত

হালঃ হুযূর সফরে যাওয়ার পর এমন আশ্চর্যরকম হালত সামনে এল, যা বর্ণনা করার জন্য শব্দ খুঁজছি কিন্তু পাচ্ছি না। হুযূরের কাছে পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে চাই।

বিশ্লেষণঃ ঐ হালতগুলো যে প্রকৃতই বাতেনি, এটা তারই আলামত যে, প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা 'হাল'কে কাল (ভাষা) ধারণ করতে পারে না এবং বিজদানকে (আবেগকে) লিসান (যবান) ব্যক্ত করতে পারে না।

হালঃ মনে হত যে, ভেতরে আর কিছুই থাকল না। ছিল না আনন্দ ও প্রফুল্লতা। নামাযে দেহ-মনে ক্লান্তি বোধ হত। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্ দুনিয়াবি ওয়াস্ওয়াসা ও খেয়াল আসত না।

বিশ্লেষণঃ এর মানে এই নয় যে, সাবেক হালত সব একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে। এটা সাবেক হালতের মূলোৎপাটন ছিল না। এটা ছিল বিচ্ছিন্নতাজনিত সাময়িক নির্জীবতা। যা দূর হয়ে গেছে।

হালঃ দুই-তিনদিন পর্যন্ত সেই হালত ছিল। এরপর হুযূরের তাওয়াজ্জুহের বরকতে পুণরায় পূর্ব অবস্থা ফিরে এসেছে। সেদিন থেকেই মনে হতে লাগল যে, হুযূরের সিনা মুবারক থেকে নূর এসে অধমের সিনায় প্রবেশ করছে। প্রতিদিন এ রকমই মনে হতে থাকল।

বিশ্লেষণঃ এটাই দলিল সাবেক হালত নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল না হওয়ার।

কলবের শাহাদাত ও সাক্ষ্যর উপর আমল করার শর্ত

প্রশ্নঃ শর্তসাপেক্ষে অন্তরের সাক্ষ্যমতো যদি আমল না করি এই যুক্তিতে যে, আমি এক নাদান অনুপযুক্ত মানুষ, লেখা-পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে পূর্ণাঙ্গ একাগ্রতাও আমার মধ্যে নেই, সুতরাং আমার আবার অন্তরের সাক্ষ্য কী? এই প্রবল যুক্তির ভিত্তিতে অন্তরের সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করে চললে বারবার দেখেছি যে, তাতে আমার দুনিয়াবি ক্ষতি হয়ে যায়। কখনো কখনো ঐ ক্ষতি দীনী বিষয়েও বিস্তৃত হয়ে যায়। নিয়ত করি যে, আগামীতে আর এরূপ করব না অর্থাৎ কলবের সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করব না কিন্তু উল্লেখিত যুক্তি আবার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আরেফ সোহ্রাওয়ার্দী এলহাম অনুযায়ী আমল না

www.islamfind.wordpress.com

করার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যে, তাতে আহ্ওয়াল ছিনিয়ে নেওয়া হয়। উল্লেখিত কলবের সাক্ষ্যও এলহামেরই একটি প্রকার। হুযূর দুআ করবেন যেন হিম্মত করে আমল করতে পারি এবং সঠিক দূরদর্শিতা লাভ করতে পারি। প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেবেন যে, এখন আমি কোন্টা আমল করব?

জবাবঃ এটা একদম সহীহ। এ ধরণের ওয়ারেদ (হৃদয়ে উদিত বিষয়) অনুযায়ী শর্তসাপেক্ষে আমল করাই উত্তম। বিশেষত যখন বিষয়টি বারবার অন্তরে জাগে, অথবা একবারই জাগে কিন্তু সেটা খুব শক্তিশালী, চাই শক্তি পরিমানের দিক দিয়ে হোক, বা অবস্থার দিক দিয়ে। যখন এরূপ শক্তিশালী হাল ওয়ারেদ হয় তখন সে মতে আমল করাই উত্তম।

ওয়ারেদ (আগত হালত) কে প্রতিরোধ নয়, অনুসরণ করা উচিৎ

হালঃ কয়েকটি মামুলি বিষয় সামনে এসেছে, যেগুলো নিবেদন করতে হিম্মত হচ্ছে না। ভাবছি হযরতের কষ্ট হয় কিনা। কিন্তু বারবার ভেতর থেকে তাগাদা হচ্ছে। ভেতর থেকে আমাকে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে– আরে তুই তো রোগী, তোর সকল পরিবর্তন, শান্তি অভিজ্ঞ চিকিৎসকের এলাজের প্রভাব। এই প্রভাব কোনোটা উপকারী ও প্রশংসনীয় আবার কোনোটা ক্ষতিকর ও নিন্দনীয়। সুতরাং যতই মামুলি হোক এত্তেলা ও অবগতি প্রদান জরুরি। যেন চিকিৎসক প্রয়োজনীয় সংশোধনী দিতে পারেন। নতুবা তোর ক্ষতির কারণ হয়ে যেতে পারে। এজন্যই হুযূরের সীমাহীন স্নেহ-ভালোবাসার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিবেদন করাটাই উচিৎ মনে করছি।

এক ঃ অধিক পরিমাণে এসমে যাতের যিকির চালু রাখার ফলে কখনো কখনো যবানে এতবেশি মজাদার হয়ে অনিচ্ছাকৃত যিকির চালু হয়ে যায় যে, সেটাকে ঠেকানোর শক্তি ও সামর্থ আমার মধ্যে থাকে না। কখনো এমনও হয় যে, সাধারণ জনসমাগমে অথবা রাস্তায় চলাফেরার সময়ে জোরে জোরে যিকিরের আওয়াজ বাহির হতে থাকে। পরে ভাবি মানুষ কী মনে করবে। উপরোক্ত অবস্থায় আমার করণীয় কী?

বিশ্লেষণঃ ঐসব হালের অনুসরণ করা উচিৎ। ঠেকানো উচিৎ নয়।

খশ্য়াত বা ভয়ের আলামত

হালঃ আমি সত্যি সত্যিই বলছি, মাঝে মাঝে আমার এমন অবস্থা হয়ে যায় যে, শরীয়তের ফত্ওয়া হিসাবে (নাউযুবিল্লাহ) মুরতাদ হয়ে যাওয়ার সন্দেহ

www.islamfind.wordpress.com

হয়। এখন আমার সেই ভয় ও আশঙ্কাই হচ্ছে যে, আল্লাহ্ মাফ করুন এই হালতে যদি মৃত্যু এসে এসে যায় তাহলে কী হবে? নিজের এই করুণ অবস্থা কাউকে জানাতেও লজ্জা লাগে, আবার চিন্তা করি কী লাভ হবে জানালে!

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَامَنَعْتَ

(অর্থ ঃ গোনাহ থেকে বাঁচার এবং ইবাদত করার ক্ষমতাদাতা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। তিনি যা দান করেন তা ফেরানোর কেউ নেই, তিনি যা ফেরান (বা ঠেকান) তা দেওয়ার কেউ নেই)

বিশ্লেষণঃ মন-প্রাণ দিয়ে আপনার জন্য দুআ করছি। মনে রাখবেন ঐ ভীতিটাই ঈমানের আলামত। সহীহ বুখারীর হাদীস নিশ্চয় দেখেছেন–

اَدْرَكْتُ سَبْعِيْنَ بَدْرِيًّا كُلُّهُمْ يَخَافُوْنَ النِّفَاقَ عَلٰى نَفْسِهٖ

(আমি সত্তরজন বদরের যোদ্ধা সাহাবীকে পেয়েছি, প্রত্যেকেই তারা নিজের মুনাফেক হওয়ার আশঙ্কা করতেন।)

আহওয়ালের আকাঙ্ক্ষা অবনতির আকাঙ্ক্ষা

হালঃ না কোনো নূর দেখতে পাই, না কলবের মধ্যে বিশেষ কোনো হরকত অনুভূত হয়, না অন্য অন্য কোনো কিছু। কিছু কিছু কল্পনা ও আবেগ এমন আছে যেগুলোর প্রাবল্যে অনেক সময় একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়ি। অথচ মনের মধ্যে ছিল ভীষণ আকাঙ্ক্ষা, অন্যদের কলবের মধ্যে যেমন যিকির চালু হয় আমারও যদি কলব সেভাবে যাকের হত। তাহলে যিকিরের পরিপূর্ণ মজা হাসিল হত। কিন্তু আমার সেই গোপন আকাঙ্ক্ষা আজও রয়ে গেল অপূর্ণ। আলহামদুলিল্লাহ্ আমি হযরত সাহাবায়ে কেরামের আসল দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যেটা প্রকৃত লক্ষ্য তা ভালভাবেই বুঝেছি এবং হাজার হাজার শোকর মহান আল্লাহ্র যে, হযরতের গোলামি আমাকে প্রতিদিন সেই মূল লক্ষ্যের নিকটবর্তী করছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মনটা অবশ্যই কামনা করে যে, ঐ ধরনের হাল আমারও হোক। আশ্চর্যের কী আছে যদি হযরতের খাস-তাওয়াজ্জুহ পাই, তাহলে এ অধমের সেটাও হাসিল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্!

বিশ্লেষণঃ মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের নৈকট্য পেয়েও এই হাল বা আহওয়ালের আকাঙ্ক্ষা করার মানে নিজের অবনতির আকাঙ্ক্ষা করা।

www.islamfind.wordpress.com

নৈরাশ্যজনক কথা শয়তানী এলকা (প্রক্ষেপণ)

হালঃ আমার একবন্ধু লিখেছে যে, দুরাতে তাহাজ্জুদ ও তাসবীহ আদায়ের পর সে সেজদার হালতে ঘুমাত। এক ব্যক্তি এক বন্ধুর আওয়াজে বলল– এখন কী করবে? একথা শোনার পর সে উঠে পড়ে এবং দীর্ঘক্ষণ এসমে যাতের যিকির করতে থাকে। সে আরো লিখেছে– সর্বদা রাত-দিন সে কলবের প্রতি মুতাওয়াজ্জেহ থাকে। আল্লাহ্ তাআলার ধ্যান আসে, গাফলাত ও উদাসীনতা কমে গেছে। কিন্তু পূর্বে অনেক আলামাত ও আছার দেখত। এখন সেগুলো খুব কমে গেছে। এজন্য সে চিন্তিত। এর জবাব অধম হযরতের নিকট থেকে প্রাপ্ত বক্তব্যের আলোকে দিয়েছে যে, আছার ও আলামত মাকসূদ নয়। কখনো বৃদ্ধি কখনো ঘাটতি হয়েই থাকে। এগুলো মনোযোগ দেয়া বা লক্ষ্য করার উপযুক্ত বিষয় নয়। এগুলো যদি আদৌ না হয় তবে সর্বোত্তম। আর যদি বিনা চেষ্টায় হয়ে যায় তবে সেদিকে খেয়াল করা উচিৎ নয়, একথাগুলো তাকে বলা হয়েছে। উপরে বর্ণিত দাগ দেওয়া কথাটির ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কিছু যদি বলার থাকে তাহলে জানালে ভাল হয়। আর ঐ ব্যক্তি সুগন্ধি পায়, এর কী ব্যাখ্যা?

বিশ্লেষণঃ আপনি যেমন বলেছেন 'মনোযোগ দেওয়ার মতো নয়' সেটাই সঠিক। দাগ দেওয়া অংশের ব্যাপারে বলা যায় যে, এরূপ নৈরাশ্যজনক কথা শয়তান এলকা করে থাকে। লা-হাওলা পড়তে হবে। 'সুগন্ধি' আমার মতে 'আরওয়াহ' (বিভিন্ন রূহ)-এর গায়েবী সুগন্ধি প্রকাশ পায়। শোকর আদায় করবে। বুযুর্গী মনে করবে না।

হালঃ এই ব্যক্তিকে মুরাকাবার তা'লীম কি দেওয়া যাবে?

বিশ্লেষণঃ দেওয়া যায় যদি বুঝ ভাল হয়। এরজন্য জরুরি হল এলেম অথবা আহলে এলেম (আলেম) এর সাহচর্য।

হালঃ কোন্ মুরাকাবা তার জন্য উপযোগী? যিয়াউল কুলূবে ছয়টি সূরত উল্লেখ করা হয়েছে। এ অধম নিজে নিজে একসময় হয়ত কিছু করেছিলাম, এরপর যখন হুযূরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হল তখন আমার জন্য মুরাকাবার যে পন্থা নির্ণিত হয়েছিল, সেটা অন্য সব পদ্ধতির চেয়ে ছিল ভিন্ন ধরনের। সম্ভবত বেশিরভাগ মানুষেরই সেই স্বাধীন পদ্ধতি পছন্দ হবে না।

বিশ্লেষণঃ যিয়াউল কুলূব থেকে সুলতানুল আযকার তরীকা মুনাসিব।

www.islamfind.wordpress.com

কোমল হৃদয়ের পরিচয়

প্রশ্নঃ এমন কান্না কি প্রশংসনীয় যা অন্যের কান্না দেখে সৃষ্টি হয়? আমার অবস্থা এই যে, কোনো হিন্দু কাঁদুক বা মুসলিম শিশু বা বড়, কারণ যাই হোক, আমার চোখে সেই কান্না পড়লেই তৎক্ষণাৎ অশ্রুতে দুই চোখ ভরে যায়, তবে এরপর মনোযোগ চলে যায় রব্বুল আলামীনের প্রতি।

জবাবঃ এটা হল হৃদয়ের কোমলতার পরিচায়ক। এটা যখন প্রশংসনীয় বিষয়ের মাধ্যম হয় তখন সেটা প্রশংসনীয়। যেমন আপনি লিখেছেন যে, তখন মনোযোগ চলে যায় রব্বুল আলামীন-এর প্রতি।

স্বভাবের অলসতা ক্ষতিকর নয়

প্রশ্নঃ কাশ্‌ফ বা কোনো ঈমানী দূরদর্শীতা দ্বারা কি আমাকে জানানো যায় যে, আমার দুর্ভাগ্য বা অলসতা কি সেই বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত 'যে অলসতা করল সে দুনিয়া, আখেরাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত' তাই যদি হয় তাহলে তো আমার দীন ও দুনিয়া সব বরবাদ।

জবাবঃ এটা স্বভাবগত ও চিকিৎসার অলসতা, যা নিন্দনীয় নয়, নয় ক্ষতিকর। যেই অলসতার নিন্দা ও তিরস্কার বর্ণিত হয়েছে, সেটা আকীদা-বিশ্বাসের অথবা জরুরি বিষয়সমূহে কাজের। চিন্তা করবেন না। এটা কোনো কলবি মরয্ নয়, অন্তরের অসুখ নয়।

কলবি হালতে আফসোস থাকা ভালো লক্ষণ

হালঃ লেখার মতো নতুন কোনো হালত নেই। অবশ্য কলবি হালত এমন থাকে যাতে আফসোস বোঝা যায়। বোঝা যায় অন্তরে আক্ষেপ রয়েছে। জানি না পরিণতি কী হবে। রহমতে এলাহীর প্রশস্ততা চিন্তা করলে আশা জাগে, নিজের পাপাচারের দিকে তাকালে হতাশা আচ্ছন্ন করে ফেলে। অবশেষে এই সান্ত্বনা আসে যে, তাঁরই তো বান্দা। আসলে আমার জন্য যা ফয়সালা হয়ে আছে কে সেটা খণ্ডাতে পারে? দুআ করবেন আল্লাহ্ তাআলা যেন রহম করেন।

বিশ্লেষণঃ আফসোস থাকাটাই তো কল্যাণের লক্ষণ। নিজের কাজে লেগে থাকুন এবং ত্রুটি হলে এস্তেগফার করতে থাকুন।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ অনেকদিন ধরে হাল জানাতে পারছি না, সাংসারিক কাজে কর্মে এত ব্যস্ত যা বলার মতো নয়। বিশেষভাবে প্রায় দেড় মাস বা এরচেয়ে বেশিদিন যাবৎ অযীফা আদায় করার সময়ও খুব কম পাচ্ছি। যেভাবেই হোক প্রতিদিনের আমল দিনে দিনেই আদায় করে ফেলছি। তেলাওয়াতে কুরআন, দালায়েলুল খায়রাতের মন্‌যিল, মুনাজাতে মাকবূলের এক মনযিল তো অবশ্যই আদায় করা হয়ে যাচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ গনিমত মনে করা উচিৎ।

হালঃ অবশ্য বারো তাসবীহ নির্ধারিত সময়ে আদায় করা হয়ে উঠছে না বলে মনে মনে খুব কষ্ট হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ এই কষ্ট পাওয়ার মধ্যেও লাভ আছে।

হালঃ এশার পর শারীরিক ক্লান্তির কারণে প্রায়ই খুব ঝিমুনি আসে, বাধ্য হয়ে ছেড়ে দেই এই ভেবে যে, তাহাজ্জুদের সময় আদায় করে নেব। কিন্তু সে সময় আর ঘুম ভাঙ্গে না। ফলে দিনের বেলায়ই পড়তে হয়। কোনো দিন কাজা হয় না। ছোটে না। কিন্তু একাগ্রতার সঙ্গে আদায় হচ্ছে না।

বিশ্লেষণঃ নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

হালঃ দুআ চাই যেন নেক কাজের তাওফিকপ্রাপ্ত হই।

বিশ্লেষণঃ আমীন।

সুসংবাদের অপেক্ষায় খানা না খাওয়া হারাম

প্রশ্নঃ কোনো সালিক নিজের গোনাহের ক্ষমার ব্যাপারে নিশ্চিত না হতে পারায় সংকল্প করলেন যে, যতক্ষণ আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির সুসংবাদ না পাব ততক্ষণ পর্যন্ত খানা খাব না, এই কসম খাওয়া কি শরীয়তে জায়েয?

জবাবঃ এরূপ কসম হারাম। কেননা নিশ্চিত সুসংবাদ তো দুনিয়ায় সম্ভব নয়। আর অনিশ্চিত (যন্নী) সুসংবাদ এখতিয়ারী নয়। সেটা যদি না ঘটে তাহলে আত্মহনন অবশ্যম্ভাবী।

দৃঢ়তা ও অবিচলতা অর্জনের তাদবীর

হালঃ হুযূর! আমার স্বভাব-চরিত্রে অবিচলতা ও দৃঢ়তা একেবারেই নেই। যে কোনো কাজই শুরু করি, তার পরিণতি ও ফলাফল জানতে পারি না। এর জন্য কোনো ব্যবস্থা বাতলে দিন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ দৃঢ়তা ও অবিচলতা অর্জনেরও ব্যবস্থা আছে। কিছুদিন নফসের উপর জবরদস্তি করে কোনো কাজ করে যেতে হবে। লেগে থাকতে থাকতে এভাবেই ধীরে ধীরে অভ্যাসের পরিবর্তন হয়ে অবিচলতার স্বভাব গড়ে উঠবে। খুব তাড়াতাড়ি নয়, সফলতা পেতে সময় ও ধৈর্য লাগবে।

'কব্য'র চিকিৎসা

হালঃ হুযূর 'কব্য'র জন্য যে 'হাবসে দম' করতে বলেছিলেন, যথারীতি এখনও সেটা চালু রেখেছি। এখন আগের চেয়ে অনেক পার্থক্য বোঝা যায়। সেই সংকোচ দূর হয়ে হৃদয় এখন খুলতে শুরু করেছে।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্!

প্রশ্নঃ কিছুদিন পর্যন্ত 'হাবসে দম'এর পরে চোখের সামনে গোলাকৃতিতে সবুজ ও হলুদসহ আরো নানা রঙ দেখা যেত। এখন আর দেখা যায় না। আল্লাহ্ ভাল জানেন এসব কী? এসবের কারণই বা কী?

জবাবঃ কখনো কখনো এগুলো লাতায়েফের নূর হয়ে থাকে। আর বেশিরভাগ সময় হয় মস্তিষ্কের কল্পনা।

প্রশ্নঃ আমি কি এই 'হাবসে দম'ই করতে থাকব?

জবাবঃ কোনোদিন করবেন আবার কোনোদিন বাদ দেবেন। এইভাবে চালাতে থাকুন।

হালঃ কিছুদিন থেকে দেহ-মন ক্লান্ত ও বিরক্ত ছিল। ঋতু পরিবর্তনের জ্বরও ছিল। এ কারণে চিঠি লিখতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেল। যেহেতু হযরতের জবাব পেলে শান্তি পাই, এজন্যই সর্বদাই কোনো বিশেষ জরুরত না থাকলেও মনে চায় লিখি। এখন আর শারীরিক অসুস্থতা নেই। ভাল আছি। দু-একদিন এমন হয়েছিল যে, মনে হত কলব একেবারে শূণ্য। সামান্যও আকর্ষণ নেই। ইবাদত-বন্দেগী করাও কষ্টকর মনে হত। তারপরও সংকল্প এরূপ ছিল, যাই হোক না কেন এই তিক্ত ওষুধ তোকে মৃত্যু পর্যন্ত খেতেই হবে। আলহামদুলিল্লাহ্ এখন আবার আগের মতোই অবস্থা ফিরে এসেছে। ইবাদতের মধ্যে সেই আসানী-সহজতা, সেই আবেগ-উৎসাহ শুরু হয়েছে। নামাযের মধ্যে কখনো কখনো, আর নির্জনে পূর্ণ তাওয়াজ্জুহ তৈরী হয়ে যায়। যিকিরের সময় যিকিরে মন বসলেও নানা চিন্তার ভিড় এসে পড়ে, নিজেকে

www.islamfind.wordpress.com

গুটিয়ে যিকিরের দিকে ফিরিয়ে নেই। অনেক পরে আবার সেই একই রকম উত্তেজনা শুরু হয়ে যায়। মোটকথা এই অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা চলতেই থাকে সমাপ্তি পর্যন্ত। মাঝে মাঝে তো অসম্ভব কষ্ট হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ তাআলা আপন হেফাজতের চাদরে ঢেঁকে রাখুন। মা-শা-আল্লাহ্ আপনি চমৎকার বুঝেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে এমনই করা উচিৎ। হালত ছিল কবযের, যার হক আপনি খুবই সুন্দরভাবে আদায় করেছেন। এই কৌশল অবলম্বন করে চললেই 'বাস্ত' এসে যায়। যদিও 'বাস্ত' আসার জন্য করা উচিৎ নয়। চিন্তা-ভাবনার দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে যে কর্মপদ্ধতির কথা আপনি লিখেছেন তার হকও এটাই। এটাই হল কাঙ্ক্ষিত সেই সব মুজাহাদা যা মুশাহাদার চাবিকাঠি। তবে এই সাধনার ক্ষেত্রে এত বেশি কষ্ট করবেন না যা সহ্যক্ষমতার বাইরে চলে যায়। মধ্যম মানের চেষ্টা ও কষ্টই যথেষ্ট। নতুবা সহ্য না হলে সব কিছু বেকার হয়ে পড়বে।

* * *

হালঃ গতরাত থেকেই অধমের চলছে আজব হালত। কোনো কাজেই মন বসছে না। সর্বদা একটা নিস্প্রাণ ও নির্জীব অবস্থা আচ্ছন্ন করে রাখছে। যিকির, তাহাজ্জুদ, তিলাওয়াত ও নফল নামাযে ইতিপূর্বে সীমাহীন আনন্দ ও প্রফুল্লতা বোধ হত। এখন ঐগুলোর প্রত্যেকটাই পাহাড়ের মতো ভারী বোধ হয়। বরং প্রচুর চেষ্টা করেও আগের মতো ঐগুলো সব আর আদায় করা যায় না। ইতিপূর্বে মনে হত পূর্ববর্তী গোনাহ তো নিশ্চিতরূপে সব মাফ হয়ে গেছে। সুতরাং সেদিকে পুনরায় মনোযোগ দেওয়া, আবারও ক্ষমা চাওয়া, অর্জিত বিষয় পুনরায় অর্জন চেষ্টার শামিল। এখন আবার সেই অতীত গোনাহগুলো এত বেশি মনে পড়ছে যে, দিল ফেটে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। মনে হচ্ছে যে, যদি এখনই মউত এসে যায় তাহলে আল্লাহ্র সামনে মুখ দেখাব কি করে? ভীষণ চিন্তিত ও আতঙ্কিত হয়ে আছি। কী করব? আসল কারণ তো আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা এবং একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন এর প্রকৃত কারণ। তবে দূরবর্তী কারণ হিসাবে ধারণা হয় এই যে, হযরতের খেদমতে হয়ত অধমের এমন কোনো অশোভন আচরণ প্রকাশ পেয়েছে, যার দ্বারা হযরতের কষ্ট হয়েছে এবং সে কারণে অধমের দিক থেকে হযরতের স্নেহ-দৃষ্টি উঠে গেছে। ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা ঐ কষ্টের অবশ্যম্ভাবী প্রভাবের কারণেই হোক। আর অধমের হয়ত সেটার অবগতিও নেই। যেমন একটি

www.islamfind.wordpress.com

দৃষ্টান্ত পাখা দিয়ে বাতাস দেওয়ার ব্যাপারে ঘটল। বাদ ফজর ও বাদ আছর আমার ধারণায় হযরতের বাতাসের প্রয়োজন ছিল। আর দেখলাম অন্য কেউই কয়েকদিন যাবত বাতাস দিচ্ছে না। তাই আমি একটু দূর থেকেই পাখা নেড়ে বাতাস অর্থাৎ হযরতকে আরাম দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অথচ সে বাতাস হযরতের শরীরে লাগতই না। ফলে এই অহেতুক কাজটি অবশ্যই হযরতের কাছে অপ্রীতিকর ও বিরক্তিকর লেগেছে, যা হযরত সীমাহীন সহনশীলতার কারণে সহ্য করতেই থেকেছেন। অবশেষে গতকাল প্রকাশ করেছেন যে, তোমার বাতাস আমার গায়ে লাগছে না। তারপর থেকে অধমের হুঁশ হল এবং তখন থেকেই ভীষণ হয়েছি যে, আমার দ্বারা হযরতকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে হয়ত আরো অনেক অশোভন ব্যাপার ঘটেছে। আমার প্রথম নিবেদন এই যে, মেহেরবানীকরে আমার ভুল-ত্রুটিগুলো মাফ করে দেন। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, অধমের কোনো আচরণ যদি হযরতের কাছে অপ্রীতিকর ও অপছন্দনীয় হয়, তাহলে মেহেরবানি করে আমাকে সতর্ক করবেন। আল্লাহ্‌র কসম অধমের নিজের কোনো অপমানেরও ভয় নেই এবং নেই নিজের জ্ঞানের উপর বা কৃতকর্মের উপর কোনো ভরসা। আমার সবচেয়ে বড় ভয় আমার কারণে যেন হযরতের কখনো কোনো কষ্ট না হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ সালিকের জীবনে এরচেয়েও কঠিন, এরচেয়েও ভয়াবহ অবস্থা এসে থাকে। এটাই তো ইশ্‌ক ও প্রেমের পরীক্ষা।

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَايُفْتَنُوْنَ

(মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই ছাড়া পেয়ে যাবে যে, 'আমরা ঈমান আনলাম' এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না?)

মনে রাখতে হবে যে, পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিপক্কতা এই যে, সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে হলেও পরীক্ষককে সন্তুষ্ট করতে হবে। ছবর করুন। কারণ প্রত্যক কষ্টের সঙ্গেই আরাম রয়েছে। যা কিছু হচ্ছে আপনার এসলাহ ও কল্যাণের জন্যই। নিরাশ হওয়া যাবে না। ইনশাআল্লাহ্‌ শিগ্‌গির এই ঘাঁটি পার হয়ে যাবেন। রইল আমার বিরক্তির ওয়াস্‌ওয়াসা, এটা একেবারেই আপনার মনগড়া আবিষ্কার। তেমন কিছু হলে অবশ্যই বলে ফেলতাম। অবশ্য আমার খেদমত করার চেয়ে না করাটাই উত্তম।

www.islamfind.wordpress.com

দীনের অনুসরণে অটল থাকা উন্নত হালত

হালঃ যদি শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ হতে দেখি তখন মনের মধ্যে সীমাহীন কষ্ট হয়। ভীষণ রাগ হয় যে, কেন এমন হচ্ছে? দিল বে-কারার ও অস্থির হয়ে যায় কোনোভাবে তাকে মানা করার জন্য। সময় সুযোগ পেলে তাকে মানা করেও থাকি। যদি দিলের মধ্যে কোনো ভালো কাজের চিন্তা আসে তবে খুব তীব্রতার সাথে আসে। যতক্ষণ সেটা না করি মনের মধ্যে আলোড়ন চলতে থাকে। যখন কাজটি সেরে ফেলি, তখন মনের মধ্যে প্রশান্তি আসে।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। এটা খুবই উন্নত ও উঁচু হালত। আল্লাহ্ তা'আলা স্থায়িত্ব ও উন্নতি দান করুন।

হালঃ মানুষকে যে কাজে বাধা দেই অথবা যে কাজের উৎসাহ দেই, দেখি এর কিছুটা আছর ও প্রভাব অবশ্যই তাদের মধ্যে হয়।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্! এটা 'খুলূছ ফিল মাওয়েযা' অর্থাৎ এখলাসপূর্ণ ওয়াযের বরকত।

হালঃ মাঝে মাঝে যখন শোয়া থাকি, তখন মনে হয় যে, এভাবেই একদিন রূহ বের হয়ে যাবে, আমি হয়ে যাব মৃত লাশ। তখন আমার জিম্মায় যত হুকূকুল্লাহ ও হুকূকুল ইবাদ থেকে যাবে, কেয়ামতের ময়দানে সেগুলো আদায়ের কী ব্যবস্থা হবে? কোনো সূরত বুঝে আসে না। শুধু ভাবি যে, আল্লাহ্ তাআলা যদি আপন কুদরত ও রহমতে ক্ষমা করে দেন তাহলে নাজাত পাওয়া যাবে। নতুবা খুবই মুশকিল। আরো মনে হয় যে, আমার কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত যে খুশূ, সেটাই তো নেই। এই চিন্তার সঙ্গে কান্নাও এসে যায়। খুব কান্নাকাটির পর আবার মনে হয়, আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব হুকুম পালন করে যাচ্ছি, কবূল করা না করা আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা। ঐ সব আমল দ্বারা মুক্তি পাওয়ার কোনো আশা নেই। তিনি যদি আপন মেহেরবানীদ্বারা ক্ষমা করে দেন তাহলে দিতে পারেন। কারণ তাঁর রহমত সীমাহীন।

বিশ্লেষণঃ এই এলেম ও আহ্ওয়াল বিলকুল সুন্নতের মুওয়াফেক। আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন।

www.islamfind.wordpress.com

আন্ওয়ার (নূর) ভ্রুক্ষেপ-যোগ্য নয়

প্রশ্নঃ আমার মা হুযূরের খেদমতে আরজ করছেন যে, পূর্বে মুশাহাদায় যে সব কারামাত দেখতে পেতেন এখন আর কিছুই দেখতে পান না। একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। কী কারণ তা জানা নেই। সেজন্য হুযূরের খেদমতে মিনতি জানাচ্ছেন যে, হুযূর নিজের সাগরেদের মধ্যে শামিল করে আয়না পরিষ্কার করার জন্য কিছু যিকিরের শিক্ষা দেবেন। দিন-রাত কান্নাকাটি করছেন কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না।

জবাবঃ মাকে বলে দিন যে, যে বিষয়গুলোকে তুমি কারামাত (কেরামতি) ভাবছ সেগুলো সব ঈমান ছিনতাইকারী তরীকতের ডাকাত ছিল। আল্লাহ্র শোকর কর যে, সব বন্ধ হয়ে গেছে। নইলে তো জীবনটাই গায়রুল্লাহর তামাশায় জড়িয়ে যেত। ঐ সব কিছুর জন্য 'লা-হাওলা' পড়ে যিকির ও ইবাদতে মশগুল থাকতে বলুন।

অতিরিক্ত মৃত্যু চিন্তার চিকিৎসা

প্রশ্নঃ কিছুদিন যাবৎ কোনো কোনো সময় অধমের এতবেশি মৃত্যু চিন্তা এসে যায় যাতে হাত-পা শিথিল হয়ে যায়। ভীষণ পেরেশানি ও চিন্তায় পড়ে যাই। কলবের মধ্যে থাকে না কোনো সজীবতা। কয়েক ঘন্টা পরে চিন্তাটা যখন কমে যায় তখন শরীর ও মন স্বাভাবিকতা ফিরে পায়। দিন-রাত নেই যে কোনো সময় মৃত্যুর চিন্তা প্রবল হয়ে ওঠে। কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া এ ব্যাপারটাই তো বুঝতে পারলাম না– এমন হচ্ছে কেন?

জবাবঃ মৃত্যুর চিন্তা আসা মুবারক হালত। তবে এতে যদি শরীর-স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয় তাহলে সেটা ঠিক করার জন্য রহমতের মুরাকাবা দ্বারা এবং 'শওকে ওয়াতান' কিতাবটি মুতালাআ দ্বারা করতে হবে।

হাতের মধ্যে পিপড়া হেটে বেড়ানোর মতো অবস্থার হাকিকত

হালঃ কলবের মধ্যে তো এসমে যাতের কল্পনার মতো বোঝা যায়। কিন্তু দুই হাতের মধ্যে অনুভূত হয় যে, পিপড়ার মতো কিছু একটা পিলপিল করে হেটে যাচ্ছে। আমার ধারণা রক্ত চলাচলের নড়াচড়াই ঐরূপ অনুভূতি তৈরী করে।

বিশ্লেষণঃ হাতের মধ্যে যে কিছু একটা হাটছে বোধ হয়, এ বিষয়ে আপনার মত্ একেবারেই সঠিক। বেশিরভাগ সময় উক্ত অনুভূতির কারণ এটাই হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

থাকে। এর সঙ্গে যদি শারীরিক অসুস্থতা না থাকে তাহলে এই হালতটাও মাহমূদ-প্রশংসনীয়। কেননা এতে বিশেষভাবে একাগ্রতা ও যিকিরের মজা পাওয়া যায়। অতএব এটাকে দূর করার ব্যবস্থা না নেওয়া উচিৎ। এর সঙ্গে যদি শারীরিক অসুস্থতা থাকে তাহলে চিকিৎসা নেওয়া উচিৎ।

দীনী ব্যাপারে অটল থাকতে না পারার এলাজ

হালঃ কলবের মধ্যে ভীষণ পেরেশানি এসে গেছে। মনে হচ্ছে আমার ভয়াবহ ক্ষতিকর রোগ খুব শিগ্‌গির আমাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে। রোগটি হল দীনী ব্যাপারসমূহে অটল থাকতে না পারা। আমার এই রোগ যেন দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। হযরত! নির্দেশমতো যিকির চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু বিভিন্ন ওয়াস্‌ওয়াসা এসে ভিড় করে। আখলাকে যামীমা বা নিন্দনীয় চরিত্র সীমাহীন বেড়ে গেছে। এক কথায় সকল অন্যায় বিষয়ে জড়িয়ে আছি। তিলাওয়াত করতেও মাঝে মাঝে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। মেহেরবানি করে এই অধমের প্রতিও একটু তাওয়াজ্জুহ দান করুন। মনের উপর জোর জবরদস্তি করে পড়ানোর কাজটা চালিয়ে নিচ্ছি। নইলে নফ্‌স এটাও বন্ধ করবে।

বিশ্লেষণঃ কারণ যদি অলসতা হয় অথবা বদ-সোহবত, তাহলে তার এলাজ হল হিম্মত ও সেই সোহবত পরিত্যাগ। আর যদি এর কারণ হয় সীমার বাইরে শারীরিক কষ্ট, তাহলে তার এলাজ হল- কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া। আর যদি কারণ হয় অন্যকিছু তাহলে সেটা জানান। এলাজ জানানো হবে।

প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে গভীর শোকের চিকিৎসা

প্রশ্নঃ অধমের সবিনয় নিবেদন এই যে, বর্তমান এই চিঠি দয়া করে গভীর মনোযোগ সহকারে পড়বেন। আরো নিবেদন এই যে, আমার গোস্তাখী আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ও প্রিয়নবীর তোফায়েলে মাফ করবেন। আমার এক স্ত্রী ছিল। যার সঙ্গে আমার মনের মিল ছিল পরিপূর্ণরূপে, ছিল গভীর অন্তরঙ্গতা। আমি ছিলাম তার আশেক-প্রেমিক। তার সন্তানরা আছে, তার এন্তেকাল হয়ে গেছে প্রায় দেড় বছর আগে। তার মৃত্যু আমাকে এত বেশি শোকাহত করেছে যা যবানে ও কলমে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এত দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত আমার অবস্থা সেই একই রকম শোকাহত। শুধু মজনুর তুলনা আমার বেলায় পর্যাপ্ত নয়। না দিনের বেলায় শান্তি না রাতের বেলায় আরাম।

www.islamfind.wordpress.com

আমার সব মা'মূল ও অযীফা ছুটে গেছে। কষ্ট ও জবরদস্তি করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, যার মধ্যে খুশূ, খুযূ এর লেশমাত্র থাকে না। প্রতিরোধের সকল চেষ্টা করেও কোনো লাভ হয় নি। স্ত্রীর শোকে আমি এতটাই পাথর হয়ে পড়েছি যে, আমার দীন-দুনিয়া দুটোই বরবাদ হতে চলেছে। এরই মধ্যে ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছি। গৃহস্থালি ও গার্হস্থ সব আসবাব বন্ধক রাখা হয়ে গেছে বা বিক্রি হয়ে গেছে। পরিণতি কী হবে তাও ঠিকমতো বুঝি না। আল্লাহ্ তাআলা রহম করুন, খুবই শঙ্কিত ও কম্পিত হয়ে থাকি। কিন্তু আমি নিরুপায়। হুযূরের কাছে দুআ প্রার্থী। হুযূর দুআ করবেন যেন ঠিক তার মতো কোনো নারী পেয়ে যাই। অথবা যেন আমার শোক ও ব্যথা একদম দূর হয়ে যায়। অথবা এই দুটোর মধ্যে যা আমার জন্য কল্যাণকর তাই দুআ করবেন। আর ঐ মহব্বতের বদলে যেন আমার দিলে প্রিয়নবীর মহব্বতের ঘর হয়ে যায়। পাশাপাশি আমার জন্য কোনো হেদায়াত ও নির্দেশনা থাকলে বলবেন।

বিশ্লেষণঃ দুআ করছি। বিয়ে করলেই লাভ হবে। সেইরকম কোনো মহিলা না হলেও। যদি কোনো শক্ত প্রতিবন্ধক না থাকে তাহলে বিয়ে করে নেওয়া উচিৎ। যতদিন বিবাহের ব্যবস্থা না হবে 'তাবলীগে দীন' কিতাবের 'যোহদ' ও 'দুনিয়ার নিন্দা' অধ্যায় দুটো পড়তে থাকবেন। দুই সপ্তাহ পর আবার খবর জানাবেন।

'ফানা' সংক্রান্ত বিশ্লেষণ

(হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-কে উক্ত বিষয়ে মৌখিক প্রশ্ন করার তিনিও জবাব দেন মৌখিক। পরে তাঁর জনৈক খলীফা উক্ত প্রশ্নোত্তর লিপিবদ্ধ করেন নিজের ভাষায়।)

প্রশ্নঃ 'ফানা' (বিলীন হওয়া)-এর মধ্যে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মচেতনাহীনতা হয় কি না? অর্থাৎ ফানার মধ্যে কী মানুষ নিজেকে ভুলে যায়? নিজের চেতনা হারিয়ে ফেলে?

জবাবঃ 'ফানা'র মধ্যে মানুষ নিজের প্রতি ও মাখলুকের প্রতি মনোযোগহীন হয়ে যায়। চাই সেটা একেবারে সম্পূর্ণ হোক বা না হোক। 'ফানা'র জন্য পরিপূর্ণ ভ্রূক্ষেপহীনতা আবশ্যক নয়। 'ফানা'র দুটি প্রকার আছে। এক-সালিকের মধ্যে যত সিফাতে যামীমা (নিন্দনীয় স্বভাব) থাকবে, সব বদলে সিফাতে হামীদা (প্রশংসনীয় গুণাবলী) হয়ে যাবে। যেমন কর মধ্যে আছে

www.islamfind.wordpress.com

কিবির ও দাম্ভিকতা, বুখল ও কৃপণতা, গযব ও ক্রোধ, রিয়া ও লোক দেখানি বা প্রদর্শনেচ্ছা, হিরছ ও তমা অর্থাৎ লোভ ও লালসা ইত্যাদি। এগুলো বদলে তার মধ্যে তৈরী হয়ে যাবে তাওয়ায ও বিনয়, সাখাওয়াত ও দানশীলতা, তাহাম্মুল ও সহনশীলতা, কানাআত ও অল্পেতুষ্টি, ইখলাস ও নিষ্ঠা, তাওয়াক্কুল ও ভরসা ইত্যাদি। আর ঐ সিফাতে যামীমা মাগলূব ও পরাভূত এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাবে। আবার এগুলোর প্রয়োগ ও প্রয়োগক্ষেত্রও বদলে যাবে। প্রশ্ন হতে পারে যে, এমন স্থান বা ক্ষেত্র হতে পারে যেখানে প্রয়োগ করা নিন্দনীয় এবং এই ক্ষেত্রকে অজায়গা বা অপাত্র বলা যায় যেমন গোনাহের জায়গা, তো এমন গোনাহের স্থানে বিনয়, বদান্যতা ও সহনশীলতা ইত্যাদি সিফাতের প্রয়োগ হবে মাযমূম (দোষণীয়) ও গোনাহ। যেখানে গোনাহের সম্ভাবনা নেই সেখানে ঐ সিফাতের প্রয়োগ হবে মাহমূদ (প্রশংসনীয়)। তো এই ফানা-র মধ্যে সালিকের সিফাতে যামীমা কিবির ও দম্ভ, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি প্রকৃতই 'ফানা' (বিনাশ) হয়ে যায়। বাস্তবে এদের এযালা (নির্মূল) ও এমালা (গতি পরিবর্তন) ঘটে যায়। সে রয়ে যায় সিফাতে হামীদা-ইখলাস, তাওয়ায, ছবর-শোকর, এলেম, হেলেম (সহনশীলতা), তাওয়াক্কুল, রেযা ইত্যাদি গুণাবলীতে গুণান্বিত হয়ে। এই অর্থে সুফীদের পরিভাষায় সিফাতে যামীমার 'ফানা' (বিনাশ)কে ফানায়ে হেস্সী (অনুভূত ও বাস্তব ফানা) বলা হয়। ঐগুলোর পরিবর্তে সিফাতে হামীদা পয়দা হয়ে যাওয়াকে 'বাকা' বলা হয়।

'ফানা'র দ্বিতীয় প্রকার হল– এই যে, সালিক আল্লাহ্-তাআলার যাত ও সিফাতে প্রবল মগ্নতার কারণে নিজের ও মাখলূকের এলেম ও এলতেফাত (জ্ঞান ও মনোযোগ) থেকে ফানা (বিনাশ) হয়ে যায়। থেকে যায় শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার এলেম ও এলতেফাত (জ্ঞান ও মনোযোগ) এর সঙ্গে। বাস্তবে সালিক এবং মাখলূক ফানা হয়ে যায় না বরং তার ও মাখলূকের এলেম ও এলতেফাত ফানা হয়ে যায়। এই অর্থে এই 'ফানা' কে সুফীদের পরিভাষায় বলা হয় 'ফানায়ে এলমী।' যে রকম এলেম ও এলতেফাত সালিকের নিজের ও অন্যের প্রতি পূর্বে ছিল এখন আর সেরকম নেই, ফানা ও ধ্বংস হয়ে গেছে।

فانی شوی وبدوست باقی - این طرفہ نیستند وہستند

(তুমি ফানা হয়ে যাও, বাকা বন্ধুর (আল্লাহ্র) সঙ্গে। এটা কোনো আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। আল্লাহ্র খাস বান্দাগণ নিজেদেরকে এরূপ ফানা ও বাকা করেই থাকেন।)

www.islamfind.wordpress.com

উক্ত ফানার পর সালিক যে কাইফিয়াত হাসিল করে তাকে বলা হয় বাকা (স্থায়িত্ব ও অবিনাশিতা)। আর যদি এই ফানা সংক্রান্ত জ্ঞান থেকেও যদি ফানা হাসিল করে নেয় তাহলে তাকে বলা হয় 'ফানা দর ফানা' এবং 'ফানউল ফানা' অর্থাৎ এই ফানার মধ্যে নিজের ফানা হওয়ার ব্যাপারেও সালিকের অবগতি থাকে না যে, আমি ফানা হয়ে গেছি, এই অর্থে একে 'ফানা দর ফানা' এবং 'ফানাউল ফানা' বলা হয়। এই 'ফানাউল ফানা'র পরে যে কাইফিয়াত সালিক হাসিল করে তাকে বলা হয় 'বাকাউল বাকা'। উক্ত ফানার মধ্যে সালিকের কামেল ও পূর্ণাঙ্গ ফানা এবং কামেল পরিপূর্ণ বাকা হাসিল হয়ে যায়। এখানে 'সায়ের ইলাল্লাহ' (আল্লাহ্ ছাড়া যতকিছু আছে সব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া) খতম হয়ে যায়। এরপর 'সায়ের ফিল্লাহ' (আল্লাহ্র প্রতি সার্বক্ষণিক অভিনিবেশ) এখান থেকে শুরু হয় সেই তাজাল্লী ও মুশাহাদা যার নেই কোনো সীমা, নেই কোনো সমাপ্তি। অসীম ও অশেষ।

نہ حسنش غایتے دارد نہ سعدی را سخن پایاں
بمیرد تشنہ مستسقی و دریا ہمچناں باقی
اے برادر بے نہایت در گمیست
ہر چہ بروے میر سی بروے مایست

(অর্থ ঃ না তাঁর সৌন্দর্যের কোনো সীমা আছে, না শেখ শাদীর (এই পৃথিবীতে) কোনো স্থায়িত্ব আছে। মহা সাগরের অথৈ জলরাশি পড়েই থাকল কিন্তু তৃষ্ণার্ত পানি পানি করে পিপাসায় মারা গেল। ও আমার ভাই! আল্লাহ্কে চেনা-জানার অসংখ্য-অগণিত স্তর রয়েছে, কোনো একটি স্তরে পৌঁছেই তোমার সফর ক্ষ্যান্ত কর না।)

প্রত্যেক আরেফ (জ্ঞানী) সালিকের আপন রুচি ও মেধার পরিমাণে মা'রেফাত আর আপন উন্স, মহব্বত ও তাক্ওয়ার পরিমাণ হিসাবে সর্বদা এই নেসবত অর্জিত হয়। এতে আরেফ সালিক সর্বদা নৈকট্য ও উন্নতি করতে থাকে। আল্লাহ্র মা'রেফাতের ব্যাপারে কখনোই তার পরিতৃপ্তি আসে না। বরং যতই পেতে থাকে তার আগ্রহ ততই বাড়তে থাকে। আগ্রহ কেনই বা বাড়বে না, যার হুসন (রূপ), জামাল (সৌন্দর্য) ও আযমত (বড়ত্ব) এর শেষ নেই, তার মা'রেফাতেরও কোনো সীমা নেই, যার মা'রেফাতের (পরিচিতির) কোনো সীমা নেই তাকে পরিবেষ্টিত করা (অর্থাৎ পূর্ণরূপে তাকে জানা) কী করে

www.islamfind.wordpress.com

সম্ভব? গালাবায়ে হাল (অভিব্যক্তির প্রবল অবস্থায়) অথবা মুকাশাফার (কাশফের) মাধ্যমে কখনো সালিকের উপলব্ধিতে যা ধরা দেয়, তার সামনে প্রকাশ পায় এবং হাজির হয় তাকে বলা হয় তাজাল্লীয়ে মেছালী (ছায়া জ্যোতি)। কতিপয় সালিকীন ধোকায় পড়ে উক্ত ছায়া জ্যোতিকেই (তাজাল্লিয়াতে মেছালিয়াকে)-যা একটি পরিভাষার তাজাল্লী এবং যা মাখলূক এর অন্তর্ভূক্ত, ধরে নিয়েছে আসল বা হাকিকি তাজাল্লী বলে। অথচ হাকিকি তাজাল্লীর ওয়াদা রয়েছে শুধু আখেরাতের জন্য। অতএব, এখানে সালিক যা বুঝবে, দেখবে সেগুলো সবই ঐ মেছালী বা ছায়া–

ہرچہ در فہم آید آں توئی - در گذر کاں جانمی گنجد دوئی

(অর্থ ঃ যা কিছু বুঝে ও উপলব্ধিতে এসেছে সে তোমার মতোই। তুমি আরও এগিয়ে যাও, এমন স্থানে যেখানে 'দুই' এর স্থান নেই। ঐ তাজাল্লীকে বলা হয় হাকিকি তাজাল্লী। হাকিকি তাজাল্লী -যা চাক্ষুষ দৃষ্টি ও দিদার এর দ্বারা হাসিল হবে, সেটা শুধুমাত্র আখেরাতেই হবে। কুরআনের আয়াত ليس كمثله شيئ (তাঁর অনুরূপ কিছু নেই) এবং لاتدركه الابصار (দৃষ্টি তাকে বেষ্টন করতে পারবে না।) সেই কথারই প্রমাণ। আল্লাহ্ তাআলা ঐ সব তাজাল্লী থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি 'ওয়ারাউল ওয়ারা'-আড়ালেরও আড়ালে।

"কোথায় খাক (মাটি) কোথায় আলামে পাক।" (পবিত্র জগত)

আরেফের সর্বোচ্চ অর্জিত মা'রেফাত হল (العجز عن درك الادراك) (জ্ঞান ও উপলব্ধির অক্ষমতা) এবং ماعرفناك (বুঝতে পারলাম না।) অর্থাৎ মারেফাতের এই পথে সর্বোচ্চ সাধনার ফলাফল নিজের জ্ঞান ও উপলব্ধি-ক্ষমতার অপারগতা মেনে নেওয়ার সরল স্বীকৃতি। আর এই স্বীকৃতি জীবন ভর সাধনা করে বুঝলাম যে, 'কিছুই বুঝলাম না'।

যেভাবে আরেফ মা'রেফাত ও মুশাহাদা দ্বারা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না একই ভাবে আখেরাতে দীদারে এলাহী দ্বারা কখনোই পরিতৃপ্ত হবে না। অনন্তকাল ধরে সেই স্বাদ ভোগ করবে আর আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে যে, দীদার আরো হোক, আরো দর্শন হোক আল্লাহ্ তাআলার। যতবারই দীদার হবে তৃপ্ত কখনোই হবে না। যেমনিভাবে এখানে এই নেসবত, মা'রেফাত লাভ হয় সালিকের তাকওয়া ও মহব্বতের পরিমাণ হিসাবে, ঠিক ওখানেও একইভাবে

www.islamfind.wordpress.com

সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলেরই আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও দীদার লাভ হবে নিজ নিজ মা'রেফত এবং তাকওয়ার পরিমাণ হিসাবে যেমন হাদীসে আছে– 'হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু আপন মর্যাদা অনুসারে তাজাল্লী ও দীদারে এলাহী দ্বারা সম্মানিত হবেন, আর অন্য সকলে নিজ মর্যাদা, সম্পর্ক এবং মা'রেফাত অনুসারে দীদারে এলাহী (আল্লাহ্‌র দর্শন) দ্বারা সম্মানিত হবে।' এটা ইমাম গাযালী রহ. কিমিয়ায়ে সাআদাত-র মধ্যে আরো অনেকে তাসাওউফের অন্যান্য কিতাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্‌ই সর্বাধিক জ্ঞাত হাকিকতে হাল সম্পর্কে।

প্রশ্নঃ তাসাওউফের বিভিন্ন কিতাব থেকে জানা যায় যে, ফানার মধ্যে বে-খুদী ও বে-শুউরী হয় অর্থাৎ সালিক নিজেকে ভুলে যায় এবং তার কোনো নিজ অনুভূতি থাকে না।

জবাবঃ এটা একটা বিশেষ পরিভাষা। কিন্তু প্রকৃত কথা হল ফানা'র জন্য বে-খুদী (নিজেকে ভুলে যাওয়া) আবশ্যক নয়। বে-খুদী যেখানে হয় সেটাকে ফানা বলা হয় না। বলা হয় 'গায়বাত'।

প্রশ্নঃ ফানা'র নেসবত কী নিশ্চিহ্ন হয়?

জবাবঃ না, এটা নিশ্চিহ্ন বা নির্মূল হয় না। এটা মাকাম হয়ে যায়।

দৃঢ়তাপ্রাপ্তি ও প্রশান্তি জ্ঞান-বুদ্ধির প্রাধান্যের দলিল

প্রশ্নঃ হাল ও কাইফিয়াত প্রাধান্য বিস্তারের সময় আত্মাঅহঙ্কার পরাভূত মনে হয় কিন্তু পরে ঐ কাইফিয়াত দূর হয়ে যায়।

জবাবঃ ঐ কাইফিয়াতের সর্বদা থাকা সম্ভব নয়।

প্রশ্নঃ হালাত এবং ওয়ারেদাতে কলবিয়া (অভিব্যক্তিসমূহ এবং হৃদয়ে আগত ভাব ও ভাবনাগুলো) উৎসাহ-উদ্দীপনা, গভীর প্রণয় ও ভীতি, উদ্বেগ-উত্তেজনা ইত্যাদি বিষয়গুলো কখনো কখনো সালিকের মধ্যে প্রবল থাকে আবার পরে দেখা যায় বিষয়গুলো শান্ত হয়ে আছে। এরূপ কখনো শান্ত কখনো অশান্ত না হয়ে সর্বদা একই রকম কেন হয় না? এর কারণ কী?

জবাবঃ আহ্‌ওয়াল ও অভিব্যক্তিসমূহ দৃঢ়তা লাভ করে এবং প্রশান্ত থাকে চূড়ান্ত অবস্থায়। সুলূকের প্রথম ধাপে সালিকের মধ্যে নিজস্ব স্বভাবের প্রাধান্য ও প্রবলতা থাকে। পরবর্তীতে তার মধ্যে প্রাধান্য পায় জ্ঞান-বুদ্ধি। এই জ্ঞান-

www.islamfind.wordpress.com

বুদ্ধির কারণে ঐগুলো শান্ত ও প্রশান্ত হয়ে যায়। আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সাহাবায়ে কেরামের হালাত এমনই ছিল যে, তাদের স্বভাব অনুগত ছিল জ্ঞান-বুদ্ধির। এ কারণেই তাঁদের মধ্যে এশ্‌কে এলাহী পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত থাকলেও সেই হালতের কাছে পরাভূত হন নি। উম্মতের মধ্যমপন্থী আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যেহেতু জ্ঞান-বুদ্ধির উপর স্বভাবেরই প্রবলতা ছিল, ফলে তাদের দ্বারা বেশি প্রকাশ পেয়েছে আহওয়ালের কাছে পরাজিত ঘটনাবলী।

আন্‌ওয়ার ও আল্‌ওয়ান প্রকাশিত হওয়া

আন্‌ওয়ার-বিভিন্ন নূর বা আলো। আলওয়ান-বিভিন্ন রং

প্রশ্নঃ তাসাওউফের ইমামগণ এ বিষয়ের কিতাবাদিতে যিকির ও মুরাকাবার হালতে আন্‌ওয়ার ও আলওয়ান (বিভিন্ন নূর ও রং) প্রকাশিত হওয়ার কথা লিখেছেন। তারা বলেছেন যে, সালিক যখন অধিক পরিমানে যিকির ও মুজাহাদার মাধ্যমে কলব ও রূহের পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে, তখন প্রায়ই যিকির ও লাতায়িফের (লতীফা সমূহের) জান্নাতী রং ও নূরের প্রকাশ কখনো নিজের অস্তিত্বের মধ্যে কখনো বাইরে পৃথকভাবে দেখতে পায়। আর এর আছর মাহমূদা (প্রশংসনীয়) আবার গায়রে মাহমূদাও হয় বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলো চিন্তাশক্তির তাসাররুফ এবং মস্তিষ্কের শুষ্কতার কারণে কল্পিত বিষয়ের আকার ধরে প্রকাশিত হয় নাকি আসলেও এর কোনো বাস্তবতা আছে?

জবাবঃ বেশিরভাগ তেমনই হয়। আর যদি প্রকৃতই কোনো জান্নাতী বিষয়, ঘটনা ইত্যাদি কারো গোচরে আসে বা কারো সামনে প্রকাশিত হয় তাহলেও এটা গায়রে মাকসূদ এবং ভ্রূক্ষেপযোগ্য না হওয়ার কারণে তা 'না' করে দেওয়া উচিৎ। এক্ষেত্রে বড় ভ্রান্তি দেখা যায় এই যে, যদি কামেল পীর ও মুহাক্কিকের ছত্রছায়া না থাকে তাহলে তালেবে হক (সত্য সন্ধানী) গায়রে মাকসূদকে মাকসূদ মনে করে এবং নানা রকম ভুল-ভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়ে। আর জীবন ভর নানা রঙ ও নূর (আলওয়ান ও আনওয়ার) এর মজা ও অর্জন চেষ্টাতেই চিন্তিত ও ব্যথিত থেকে যায়। উপরন্তু বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে যিকির ও ইবাদতকে -যা মূল উদ্দেশ্য, পরিত্যাগ করে বসে। পীরের প্রতিও ভুল ধারণা করে বসে। মোটকথা তার গোটাজীবনই ঐ উল্টাপাল্টা ও ভুলভ্রান্তির মধ্যে কেটে যায় এবং তার দীন-দুনিয়ার কোনো কাজই ঠিক হয় না।

www.islamfind.wordpress.com

فراق ووصل چہ باشد رضائے دوست طلب

کہ حیف باشد ازو غیر او تمنائے

(অর্থ ঃ বন্ধুর (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টি প্রার্থীর কাছে বিরহ-মিলন কিছুই নয় (উভয় অবস্থায়ই তাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর সন্তুষ্টি) তার মতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষা করা ভীষণ পাপ।)

এ কারণেই হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব হেজাবে নূরানীকে (ইবাদত আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত আনওয়ার ও আলওয়ান -যা গায়রে মাকসূদ, এই সকল অন্তরায়কেই হেজাবে নূরানী বলেছেন) হেজাবে যুলমানী (পাপ কর্মের দ্বারা তৈরী অন্তরায়) এর চেয়েও ভয়ঙ্কর ও ক্ষতিকর আখ্যায়িত করেছেন। নিজের লোকদেরকে ঐদিকে মনোযোগ দেওয়া থেকে বাধা দিয়েছেন। কেননা এক্ষেত্রে আসল মাকসূদ থেকে তালেব অন্যদিকে ছিটকে পড়ে। যা বড়ই বঞ্চনা। বিভিন্ন অযীফা ও শোগল আদায় করা, বিভিন্ন রকমের কষ্ট সাধনায় লেগে থাকা, মুরাকাবা ও অধিক পরিমাণে চিন্তা-ভাবনা করা- এসব কিছুর আসল উদ্দেশ্য-নফ্‌সকে সুসভ্য করা এবং কলবকে সংশোধন করা এবং আয়াতে কারীমা اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ এর আলোকে হৃদয় ও কলবের অভিনিবেশ ও প্রশান্তির দৌলত, হুযূর মাআল্লাহ্ এর নেসবত, একাগ্রতা এবং স্মৃতিশক্তির সুদৃঢ়যোগ্যতা তৈরীর তাদবীর এবং তাওয়াক্কুল, তাসলীম, তাফবীয, রেযা, ইখলাস, তাওহীদ, মহব্বত ও খশ্‌য়াত ইত্যাদি মাকাম ও স্তরসমূহের পরিশুদ্ধি ঘটানো। নতুবা খোদ এ সকল অযীফা ও শোগলের কোনো প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তাআলার যিকির ও তাঁর আনুগত্য। আর এ দুটো দ্বারাই আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি পাওয়া যায়।

প্রশ্নঃ লাতায়েফ (বিভিন্ন লতীফা যেমন সির, আখফা...) এর আল্‌ওয়ান ও আন্‌ওয়ারের দিকে ধ্যান কল্পনাকে স্থির রাখার কী প্রয়োজন? এটা কি তরীকতের অংশ যেমন তাসাওউফের বিভিন্ন কিতাবে বলা হয়েছে?

জবাবঃ এটা তরীকতের অংশ নয়। লাতায়েফের আল্‌ওয়ান ও আন্‌ওয়ার (রঙ ও আলো) অস্থায়ী ও সাময়িক বিষয়। যেহেতু লাতায়েফের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখার কারণে তালেবের মধ্যে অতি দ্রুত মনোনিবেশ তৈরী হয়, এজন্য

www.islamfind.wordpress.com

মাশায়েখ উলামা সেই দিকে মনোযোগী করেন। এই ব্যস্ততার মধ্যে যদি কিছু নূর-রং কারো দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে প্রথমেই তাঁরা সেই আলো ও রং-এর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন না যেন নতুন সৃষ্ট একাগ্রতার মধ্যে দুর্বলতা না এসে যায়। এরপর যখন পূর্ণাঙ্গ ও সুদৃঢ় একাগ্রতা এসে যায় তখন ঐদিক থেকে (আলো ও রঙ-এর দিকে থেকে) মনোযোগ সরিয়ে দেন।

রাহমানী তাজাল্লী ও শয়তানী তাজাল্লীর পরিচিতি

প্রশ্নঃ হতে তো পারে যে, সূরাতে মেছালিয়া নিয়ে শয়তান জ্যোতির্ময় হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, তাহলে রাহমানী তাজাল্লী আর শয়তানী তাজাল্লী আলাদা করার উপায় কী?

জবাবঃ যদি ঐ তাজাল্লী (জ্যোতি) প্রকাশিত হওয়ার পর গুমরাহী ও ভয়-বর্বরতার আলামত প্রকাশ পায় তাহলে সেটা শয়তানী তাজাল্লী আর যদি হিদায়াতের নূর, অন্তরঙ্গতা ও প্রশান্তির আলামত পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে সেটা রাহমানী (আল্লাহ্ তাআলার) তাজাল্লী।

প্রশ্নঃ উক্ত মেছালী তাজাল্লীতে স্বপ্নে বা কাশফের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলাকে দেখা– এটা কি শুধু কলবি দর্শন হয়ে থাকে না কি সরাসরি এই চর্ম চোখেও তাঁর দর্শন পাওয়া সম্ভব?

জবাবঃ হযরত হাজী সাহেব (থানভী রহ. এর পীর হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী রহ.) বলতেন যে, ঐ তাজাল্লী বা জ্যোতির দর্শন (বোধ, উপলব্ধি) শুধু কলবে হয়। মুরাকাবার সময় যদি চোখ খোলাও থাকে তবুও তার দর্শন ঐ বাতেনি চোখ দিয়েই ঘটে। দলিল এই যে, যদি জাহেরি চোখ বন্ধ করে নেওয়া হয় তবুও বাতেনি চোখ উপলব্ধি করতে পারে।

'বাস্ত'র হালতে আমল বৃদ্ধি করা উচিৎ

প্রশ্নঃ 'বাস্ত' এবং 'উন্‌স'র হালতে আ'মাল সাধারণ রুটিনের চেয়ে বেশি করা উচিৎ কিনা। কেননা এ অবস্থায় আমলের খুশূ' খুযূ', হিম্মত ও শক্তি অনেক বেশি থাকে।

জবাবঃ হাঁ, ওয়ারেদাত (কলবে জেগে উঠা অবস্থাদি) এর চাহিদা মতো আমল করা উচিৎ।

www.islamfind.wordpress.com

নেসবতে ফানা মাকাম হিসাবে রূপান্তরিত

প্রশ্নঃ পূর্বে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, নেসবতে ফানা কি দূর হয়ে যায়? বলা হয়েছিল মাকামে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এখানে জিজ্ঞাসা এই যে, হাল তো একটি গায়রে এখতিয়ারী এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত ব্যাপার। পক্ষান্তরে মাকাম হল এখতিয়ারী ও অর্জনযোগ্য বিষয়। তাহলে বোঝার উপায় কী?

জবাবঃ দৃঢ়তাপ্রাপ্তির পর হালও মাকামে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই দৃষ্টিতেই তাকে মাকাম বলা হয়। এটাও তাসাওউফের একটি পরিভাষা। অর্থাৎ মাকামের একটি অর্থ– এখতিয়ারী বাতেনি আমল, আর অন্য অর্থ-প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় হাল।

'ফানা' আর 'যোহদের' তফাৎ

প্রশ্নঃ 'ফানা' মানে তো গায়রুল্লাহর প্রতি এলতেফাত ও তাওয়াজ্জুহ (মনোযোগ ও অভিনিবেশ) না করা। এখানে জিজ্ঞাসার বিষয় এই যে, ঐ মনোযোগহীনতার পরও কি পুনরায় গায়রুল্লাহর প্রতি সালিকের মনোযোগ বা তাওয়াজ্জুহ তৈরী হয়? কেননা পূর্ববর্তী কোনো একটি হালের মধ্যে বলা হয়েছে যে, হালের স্থায়িত্ব নেই। অস্থায়ী ও সাময়িক ব্যাপার। সে কারণেই মনে হয় 'ফানা'র পরে সালিকের পুনরায় মনোযোগ গায়রুল্লাহর প্রতি হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা এই যে, 'যোহদ'ও একটি মাকাম, যেখানে গায়রে হক-এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ থাকে না। তাহলে এই মাকাম এবং ঐ হালের মধ্যে তফাৎ কি?

জবাবঃ মনোযোগহীনতার পর আবার মনোযোগ হতে পারে, তবে পূর্বে যতটা হত ততটা মনোযোগ আর হয় না। খুব সামান্য হয়। 'ফানা'র মধ্যে হৃদয়ের আকর্ষণ, মনোযোগ এবং ওয়াস্ওয়াসা কমে যাওয়াটা অত্যাবশ্যক। এগুলো যদি হ্রাস না পায় তাহলে সেটা 'ফানা'র বিপরীত হবে। 'যোহদ' বিষয়টা হেরছ বা লোভ-লালসার বিপরীত ব্যাপার। এর মধ্যে লোভ-লালসা থাকতে পারে না। কিন্তু মনোযোগ ও ওয়াস্ওয়াসা সবই হয়।

প্রশ্নঃ 'ফানা'র মধ্যে শুধু কি গায়রুল্লাহর প্রতি এলতেফাত ও তাওয়াজ্জুহ হয় না নাকি যা কিছু সরাসরি আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত সেদিকেও হয় না? কেননা আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয় তো গায়রুল্লাহ নয়।

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ যদি ফানা হয় আল্লাহ্‌র জ্যোতির প্রাধান্যসমৃদ্ধ তাহলে তাঁর সিফাত ও মুমকিনাতের প্রতি তাওয়াজ্জুহ হয় না। আর ফানা যদি হয় তাজাল্লী আফআল ও সিফাতসমৃদ্ধ তাহলে মুমকিনাতের প্রতি তাওয়াজ্জুহ হয়।

কিসের প্রাধান্যে ফানা হয়

প্রশ্নঃ ফানা কি সালিকের মধ্যে তাওহীদের প্রাধান্য ও বিজয়ে নাকি মহব্বত ও খশ্‌য়াতের বিজয়ে হয়?

জবাবঃ ফানা হয় 'গালাবায়ে এসতেহযার' অর্থাৎ সর্বদা হাজির-নাযির জ্ঞানের প্রবলতায়। এই গালাবা (প্রবলতা/বিজয়) যে কারণেই হোক। এলমী বিশ্লেষণের স্তরে 'ফানা'কেই বলা হয় তাওহীদ আর হাল বা হৃদয়ের অভিব্যক্তির স্তরে তাকে বলা হয় ফানা।

'বাকা'র ব্যাখ্যা

প্রশ্নঃ 'বাকা'র ব্যাখ্যা কী?

জবাবঃ 'ফানা'র হালতে 'গালাবায়ে শুহুদে হক' আল্লাহ্‌কে দেখার তত্ত্বে প্রবলভাবে মগ্ন থাকায় মাখলূকের প্রতি মনোযোগ থাকে না। কিন্তু ফানা পরবর্তী মনোযোগ আর ফানা পূর্ব মনোযোগের মধ্যে পার্থক্য আছে। পূর্ববর্তী মনোযোগ হীনস্বার্থে ও প্রবৃত্তির চাহিদায় আর ফানা পরবর্তী মনোযোগ– যাকে 'বাকা' বলা হয়, তা খালেছ আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌র আয়না (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলারই গুণাবলীর প্রকাশক্ষেত্র) মনে করে হয়ে থাকে। এমন ব্যক্তি প্রকৃত নায়েবে রাসূল, অনুসরণযোগ্য এবং পীর হয়ে থাকেন।

আহওয়ালের প্রবলতা মুবতাদী-মুনতাহী সকল সালিকেরই হয়ে থাকে

প্রশ্নঃ আহ্‌ওয়ালের প্রবল হয়ে উঠা-এটা কি মুবতাদী ও মুনতাহী (প্রাথমিক সালিক ও চূড়ান্ত সালিক) উভয়েরই কখনো কখনো হয়ে থাকে নাকি শুধু মুবতাদীর?

জবাবঃ মুবতাদী ও মুনতাহী উভয়স্তরের সালিকেরই কখনো কখনো হয়ে থাকে, তবে মুনতাহী বা চূড়ান্ত সালিকের এত বেশি হয় না যে, হালতের প্রবলতার কারণে তার কাজে-কর্মে বাধা সৃষ্টি করবে। সে নিজে জয়ী আর হালত তার কাছে পরাজিত হয়। পক্ষান্তরে মুবতাদী নিজে হয় পরাজিত আর হাল হয় তার উপর জয়ী। আর হালতের কাছে পরাজিত হওয়াকে 'ওয়াজ্‌দ'ও

www.islamfind.wordpress.com

বলা হয়। আর সাধারণ ওয়াজদ বলা হয় প্রবল হালতে মাহমূদাকে। এটা সালফে ছালেহীনের জীবনেও ঘটেছে। তবে এতটা নয় যার কাছে তারা একেবারেই পরাজিত হয়েছেন–

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

(যেই কিতাবের মাধ্যমে আল্লাহ্ভীরু লোকদের লোম শিউরে উঠে।)

আয়াতটি ঐ সবলোকের শানেই নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীতেও পাওয়া যায় যে, যখন তিনি নামায পড়তেন তখন তাঁর সিনা মুবারক থেকে ফুটন্ত টগবগ করা ডেগের মতো আওয়াজ বের হত। এটাই ছিল প্রিয়নবীর ওয়াজ্দ।

দিলের কোমলতা মাকসূদ নয়

হালঃ এক হাজারবার নফী-এছবাতের যিকির আর এসমে যাতের যিকির দেড় হাজারবার জেহেরসহ করি। কিন্তু ইতিপূর্বে যিকিরের মধ্যে কোমলতা ও আবেগ তৈরী হত। এখন সেটা হয় না।

বিশ্লেষণঃ কাজ করতে থাক। হৃদয়ের কোমলতা, ভাবাবেগ এগুলো গায়রে মাকসূদ। আসল মাকসূদ হল আমলের অভ্যাস সুদৃঢ় করা অর্থাৎ এস্তেকামাত এবং আবদিয়াত অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র গোলাম–এই মনোবৃত্তি নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা।

দৃঢ়তা ও অবিচলতা ধীরে ধীরে তৈরী হয়

হালঃ আমার অবস্থা এই যে, মাঝে কিছুদিন একাগ্রতা এবং নামাযের মনোযোগে উন্নতি হয়েছিল, যেটা হুযূরকে জানানো হয়েছিল। আবার সে অবস্থার অবনতি হয়ে গেছে। সার্বিক অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ্ পূর্বের চেয়ে ভাল। হুযূরের তাওয়াজ্জুহ খুব প্রয়োজন। সকল মা'মূল হুযূরের নির্দেশ মতোই চলছে। ঘুমের প্রবলচাপ আগের মতোই আছে। তাতে কোনোই ঘাটতি আসে নি।

বিশ্লেষণঃ প্রিয়... আহওয়ালের মধ্যে শুরুতে এরূপ পরিবর্তন ও কমবেশ হয়েই থাকে। কোনো চিন্তা করবেন না। যদি অব্যাহত চেষ্টা চালাতে থাকেন তাহলে একটা সময়ে তামাক্কুন ও এস্তেকামাত (দৃঢ়তা ও অবিচলতা) তৈরী হয়েই যাবে ইনশাআল্লাহ্। তাছাড়া বিষয়টি স্বভাবগত ও গায়রে এখতিয়ারী, ফলে ক্ষতিকর নয়।

www.islamfind.wordpress.com

কব্যের কতিপয় কারণ

প্রশ্নঃ আমি যে যিকির করতাম তাহাজ্জুদ, ফজর ও জোহরের পর, বর্তমানে এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে, যিকিরের প্রতি দিলের কোনো আগ্রহ নেই। এখন দিল একেবারেই যিকির করতে চায় না। বরং প্রত্যেক নেক কাজের ব্যাপারেও দিলের একই অবস্থা হয়ে গেছে। কী করব? প্রায় এক মাস যাবত এই অবস্থা চলছে। আল্লাহ্ জানেন আমার তাকদীরে কী আছে! আমি তো যিকিরের জন্যই অন্য কোনো কাজে নিজেকে জড়াই নি। হযরতের দরবার থেকে এসে যিকিরের মধ্যেই লেগে ছিলাম। তারপর এক বছর হয়ে গেল। এখন তো তাহাজ্জুদও ছেড়ে দিয়েছি। দিলের মধ্যে কোনো উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই।

জবাবঃ এটাকে হালতে কব্য বলা হয়। এর বিভিন্ন কারণ আছে এবং প্রত্যেকটার এলাজ ভিন্ন ভিন্ন। আপনার মনের মধ্যে কারোর প্রতি প্রেম হয়ে যায় নি তো? অথবা কোনো দুনিয়ালোভী মানুষের সঙ্গে উঠা-বসা করছেন নাতো? বিষয়টি জানাবেন।

নামাযের মজা

হালঃ কোনো কোনো সময় নামাযের মধ্যে এমন এক প্রফুল্লতা ও স্বাদ অনুভূত হয়েছে, পৃথিবীতে এর তুলনা করার মতো কিছু নেই।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। একদম সুন্নতের মুওয়াফেক হালত। 'নামাযের মধ্যেই আমার চক্ষুর শীতলতা।'

হৃদয়ের কোমলতা মুবারক হালত

হালঃ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কালামে মাজীদ তেলাওয়াতের সময় এবং অন্যান্য সময়েও কলবের মধ্যে এমন ভাবাবেগ উদয় হয় যে, কলব ভীষণ কোমল হয়ে যায় এবং এই আকাঙ্ক্ষা হতে থাকে যে, এই দেহ আল্লাহ্র জন্য টুকর টুকর করে বিলিয়ে দেওয়া হোক। সারা শরীর অস্থির ও বে-কারার হয়ে যায়। দিলের মধ্যে আশ্চর্য রকম আনন্দ এবং বসন্ত বিরাজিত বোধ হতে থাকে। এই হালত প্রায় ঘণ্টাখানেক চালু থাকে।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। কিছুদিন পর্যন্ত শক্তিবর্ধক ও আনন্দদায়ক ওষুধ চালানো উচিত।

* * *

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ নামাযের মধ্যে খুশূ' তৈরী হয় এবং অন্তরে খুব নম্রতা ও কোমলতা তৈরী হয়। মনে হয় সারা শরীর থেকে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বের হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ তাআলা উন্নতি দান করুন।

নিজের হাল অনিচ্ছায় প্রকাশ পেয়ে গেলে সমস্যা নেই

হালঃ মাঝে মাঝে নিজের হাল সাধ্যমতো অন্যদের কাছ থেকে গোপন করি।

বিশ্লেষণঃ এর জন্য খুব বেশি চেষ্টা না করাই ভাল। অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি প্রকাশ হয়ে যায়, হতে দিন।

এতমিনানে কলবির ব্যাখ্যা ও প্রকার

হালঃ অধম নিজের অবস্থায় ভীষণ লজ্জিত ও পেরেশান। আল্লাহ্ তাআলার ঘোষণা তো আছে اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (আল্লাহ্র যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহের প্রশান্তি লাভ হয়।) অধম কেন এর উল্টা অশান্তি ও দুশ্চিন্তা-পেরেশানিতে পড়ে থাকে।

বিশ্লেষণঃ আয়াতের ব্যাখ্যায় যে এতমিনানের কথা বলা হয়েছে, সেটা স্বভাবগত নয়। নইলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বক্তব্য وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ(কিন্তু আমার হৃদয়ের এতমিনানের জন্য) বলে দিচ্ছে সেই সময় তার এতমিনান না থাকার কথা, যা অবধারিত করে তোলে যিকির দ্বারা তার প্রভাবিত না হওয়াকে। নাউযুবিল্লাহ। এতবড় অপবাদ আরোপের দুঃসাহস কার আছে? বরং এর উদ্দেশ্য হল 'এতমিনানে আকলী' অর্থাৎ ঈমানে এ'তেকাদী, যাকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম 'তুমি কি বিশ্বাস কর না?' প্রশ্নের উত্তরে সম্মতিসূচক বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। আয়াতের মধ্যে এই এতমিনানে এ'তেকাদীই উদ্দেশ্য। আয়াতটির পূর্বাংশই এ কথার দলিল। আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ

(আর কাফেররা বলে তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন (মু'জিযা) কেন নাযিল হল না।)

অর্থাৎ তারা অবাধ্যতাবশত মু'জিযার ফরমায়েশ করে থাকে। আর যারা মুমিন তারা আল্লাহ্র যিকির দ্বারা– যার প্রধানতম অংশ কুরআন, শান্তি লাভ করে

www.islamfind.wordpress.com

অর্থাৎ ঈমান আনে অর্থাৎ তারা কুরআনের মুজিযাকেই নবুওয়াতের প্রমাণের জন্য যথেষ্ট মনে করে। যিকরুল্লাহ-র (আল্লাহ্‌র যিকিরের) বৈশিষ্ট্য এটাই যে, যিকির যেই স্তরের হবে তার দ্বারা সেই স্তরেরই এতমিনান হাসিল হবে। যিকরে এ'তেকাদী দ্বারা অর্জিত হয় এতমিনানে এ'তেকাদী আর যিকরে হালী দ্বারা এতমিনানে হালী। আপনি যিকিরে এ'তেকাদী দ্বারা এতমিনানে হালী তালাশ করছেন। এটাই আপনার ভুল। তবে ধীরে ধীরে সেটাও হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্‌। সেটা না হওয়ায় যিকিরের উপকারী না হওয়ার সন্দেহ করবেন না।

আ'মাল ধ্বংস হওয়ার ভয় ঈমানেরই আলামত

হালঃ অবস্থা এই যে, হুযূর যবান মুবারক থেকে যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, এখন পর্যন্ত তার সবটুকুই পালন করে যাচ্ছি। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পর বারো তাসবীহ, ফজরের পর কালামে মাজীদ তিলাওয়াত এরপর মুনাজাতে মাকবূল আরবী পড়ে নিজের কাজে যাই। কিন্তু অধমের ভয় এই যে, হাশরের ময়দানে যদি এইসব মেহনত বেকার হয়ে যায় তাহলে তো কোনো উপায়ই থাকবে না।

বিশ্লেষণঃ এই ভয় তো ঈমানেরই আলামত।

প্রশ্নঃ দুআপ্রার্থী, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এমন কোনো রাস্তা বলে দিন যেন একীনের স্তরে পৌঁছতে পারি।

জবাবঃ আখেরাতে নাজাত পাওয়ার একীন এবং দুনিয়ার সকল আমল কবূল হচ্ছে, না হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই বাতিল, এই জাতীয় একীন তো আদৌ জায়েয নেই।

দুনিয়াবি পেরেশানির এলাজ

হালঃ বর্তমান দিনগুলিতে অধমের অন্তর ভীষণ পেরেশান। যদিও অধম দুনিয়াবি বিষয় লিখতে চায় না কিন্তু হুযূরের নিকট বিষয়টি এই জন্য আরজ করলাম যে, এর কারণে দীনের কাজের মধ্যেও আছর পড়ছে। সেজন্য জানানোই উচিৎ মনে করলাম। অযীফা রীতিমতো আদায় হচ্ছে না। তাহাজ্জুদের সময় প্রতিদিন ঠিকমতো ঘুম ভাঙে না। প্রায়দিনই বিলম্ব হয়ে যায়, যা পেরেশানিকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ পেরেশানির প্রতি বেশি গুরুত্ব দিলে তাতে পেরেশানি আরো বাড়ে। পেরেশানি হলে সেটার দিকে গুরুত্বারোপ না করে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি মনোযোগী হবেন এই চিন্তা করে যে, সকল বিষয়ে তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট। একমাত্র তার সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধিই সকল বিপদ-আপদকে প্রতিরোধ করতে পারে। এভাবেই ধীরে-ধীরে পেরেশানি ও দুশ্চিন্তার প্রভাব কমতে থাকবে। এক সময় একেবারেই পেরেশানি বিদায় নেবে। করেই দেখুন আরামে থাকুন।

কলবের মধ্যে জ্বালা ও ব্যথার এলাজ

প্রশ্নঃ কিছুদিন যাবৎ কলবের মধ্যে বোধ হয় যেন জ্বালা অথবা আগুন। সর্বদা মনে হয় যেন কিছু একটা ধীরে-ধীরে পিপড়ার মতো হাটছে। এ যাবৎ মনে করেছি হয়ত কোনো অসুখ। এখন মনে হচ্ছে হুযূরকে জানানো দরকার যে, এটা কী? আমার জন্য মুফীদ না মুযির? উপকারী না ক্ষতিকর?

জবাবঃ এই জ্বালা কখনো কখনো যিকিরের প্রভাবের কারণেও হয়ে থাকে আবার কখনো হয় অসুখের কারণে। প্রথমে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। তিনি যদি নিশ্চিত করেন যে, শারীরিক অসুস্থতা নয় তাহলে নিম্ন লিখিত কর্মসূচী মেনে চলুন– ১. জেহের ও যর্‌ব ত্যাগ করুন। ২. যিকিরের পর এক হাজারবার يَا بَاسِطُ পড়ুন। প্রত্যেক নামাযের পর এগারবার দরূদ শরীফ পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করুন। ৩. আল্লাহ্ তাআলার রহমত ও করুণার বিষয়ে পড়া-শোনা করুন। কিমিয়ায়ে সাআদাত থেকে 'আশা' অধ্যায় পড়লে ভাল হবে। ৪. অন্তরের জন্য শান্তিদায়ক ও শক্তিবর্ধক ওষুধ ব্যবহার করুন। এক সপ্তাহ পর অবস্থা জানাবেন।

* * *

হালঃ আমার মেজাযের মধ্যে কিছু নতুন বিষয়ের উৎপাত লক্ষ করছি। প্রথম- খুব দ্রুত রাগ এসে যায় যার কারণে আমাকে নিজেই লজ্জিত হতে হয়। দ্বিতীয়- দিল কেমন উদাস ভাব ধরে থাকে। মন একাগ্র অবস্থায় থাকে না। আমার জন্য হুযূর দুআ করবেন যেন আল্লাহ্ তাআলা এই অবস্থা থেকে মুক্তি দেন।

বিশ্লেষণঃ রাগের চিকিৎসা হল আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ এবং নিজের পাপাচারের কথা স্মরণ করা। উদাস মনের চিকিৎসা হল মনোযোগের সঙ্গে

www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহ্ তাআলার যিকিরের আধিক্য। এতে পেরেশানি দূর হবে ইনশাআল্লাহ্। দুআও করছি।

* * *

হালঃ কয়েকদিন পূর্বে গরম ও উষ্ণতার হালত এই ছিল যে, সেই উত্তাপ যিকির ও নামাযের সময় কলবের মধ্যে অনুভব করছিলাম। এখন দিন-রাত ২৪ ঘন্টা মনে হয় যে, কলবের সামনে জ্বলন্ত অঙ্গার রয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত সহ্যের বাইরে যায় নি।

বিশ্লেষণঃ এটা সহ্যের বাইরে চলে যেতে পারে সেইজন্য পূর্বক্ষণেই সতর্ক হওয়া জরুরি। প্রথমত- বিভিন্ন সময় বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়বেন। দ্বিতীয়- পেট যখন ভরা না থাকে এমন কোনো সময় ১৫ মিনিট প্রতিদিন কল্পনা করবেন যে, কলবের উপর চাঁদ উদিত হচ্ছে। তৃতীয় শারীরিক কোনো চিকিৎসা হাকীম সাহবের নিকট থেকে জেনে নিবেন।

সন্দেহের এলাজ

প্রশ্নঃ আমার মেজাযে হাল্কা কিছু সন্দেহ বাতিক আছে। কোনো তরীকা বলে দিন যা অবলম্বন করে চললে বান্দার মুক্তি হবে এই ত্রুটি থেকে।

জবাবঃ সন্দেহ রোগ দূর হওয়া নির্ভর করে কোনো জ্ঞানীর পাশে থাকার উপর। সেই রকম সুযোগ না থাকলে তরিকা এই যে, সন্দেহ যা বলে সে অনুযায়ী আমল করা যাবে না। এভাবে সন্দেহের বিরোধিতা করতে থাকলে ঐ রোগ দূর হয়ে যায়।

হারাম গান-বাদ্য কখনোই আন্ওয়ারে কলবির মাধ্যম হতে পারে না

প্রশ্নঃ গান-বাদ্য যখন শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও নিষিদ্ধ। তাছাড়া শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বাদ দিলেও গান-বাদ্য করা এমনকি গান-বাদ্য উপভোগ করা একটি তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্যের ব্যাপার। যা সামাজিকভাবে ভাব-গাম্ভীর্য ও মর্যাদার খেলাফ ব্যাপার মনে হয়। সুতরাং খুবই বিস্ময়কর যে, এহেন কার্যকলাপ কি করে কলবি ভাব ও ভাবাবেগ এবং আন্ওয়ারে এলাহিয়ার মাধ্যম হতে পারে!

জবাবঃ ভাবাবেগের কারণ হতে পারে। সেটা স্বীকৃত। কিন্তু সেগুলো ঐশী ব্যাপার হওয়া বা আলোকিত হওয়া স্বীকৃত ব্যাপার নয়।

www.islamfind.wordpress.com

কাইফিয়াত না হলে পেরেশান না হওয়া উচিৎ

হালঃ মরহুমা স্ত্রীর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর দুই মাস পর্যন্ত কলবের মধ্যে ছিল কোমলতা। নামাযে থাকত খুশূ', খুযূ' ও একাগ্রতা আর দুআর মধ্যে থাকত মিনতি। এরপর প্রায় তিনমাস দীর্ঘ অসুস্থতার মধ্যে অযীফা সময়মতো আদায় হতে থাকল। কিছুদিন এমন হল যে, তাহাজ্জুদের সময় জেগে উঠার সৌভাগ্য হল না। বর্তমানে প্রায় দু-মাস যাবত তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য অযীফা আদায় হচ্ছে ঠিকমতো। বরং এসমে যাতের যে যিকির অসুস্থতার সময় ছুটে গিয়েছিল সেগুলোও দিন-রাত মিলিয়ে বারো হাজার করে কিছুটা যরব ও জেহেরের সঙ্গে আদায় হচ্ছে। কিন্তু উপরে বর্ণিত সেই কাইফিয়াত ও ভাবাবেগ আর তৈরী হয় না। সর্বাধিক খারাবি এই যে, কোনো কোনো সময় দুআর মধ্যে মন বসে না। ভালোর মধ্যে এতটুকু বাকি আছে যে, নামাযের মধ্যে কিছুটা হুযূরে কলব থাকে। আমার অযীফা যা ছিল তা হল তাহাজ্জুদের পর বারো তাসবীহ, ফজরের পর পাঁচশবার দরূদ শরীফ, যোহরের পর পাঁচশবার এস্তেগফার আর প্রত্যেক ফরয ও নফল নামাযের পর এসমে যাতের যিকির। পূর্বে এই অবস্থা ছিল যে, চুপি চুপি এসমে যাতের যিকির বেশিরভাগ সময় যবানে জারি থাকত। এখন ইচ্ছা করলেও গাফলত এসে যায়। আরো একটি খারাবি এই হয়েছে যে, পূর্বে যদি কোনো গোনাহ হয়ে যেত তাহলে ভীষণ অনুশোচনা ও মিনতির সঙ্গে তওবা করার তাওফিক হত, এখন লজ্জা-অনুশোচনা কিছুটা হলেও আগের সেই তওবার ভাব আর তৈরী হয় না। আশা করি আমার জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ কাজ করে যান। ইনশাআল্লাহ্ পূর্বের চেয়েও ভাল কাইফিয়াত ধীরে ধীরে ভাগ্যে আসবে। নিরাশ এবং চিন্তাগ্রস্ত হওয়া উচিৎ নয়। মা'মূলাতের মধ্যে কোনো ত্রুটি হলে এস্তেগফার করবেন।

ফলাফলপ্রাপ্তি যোগ্যতার হিসাবে বিভিন্ন হয়

হালঃ দরূদ শরীফের আমলে এবং মুনাজাতে মাকবূল তেলাওয়াতে অধমের যে রকম উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগে, নামাযে ও কুরআন তেলাওয়াতে সে রকম হয় না। যদিও উৎসাহ-উদ্দীপনা মাকসূদ নয় তবুও বিষয়টি হুযূরের খেদমতে পেশ করা ওয়াজিব মনে করি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ নামায ও তেলাওয়াতে কুরআনেও ধীরে-ধীরে এ অবস্থা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্। মানুষের যোগ্যতা ভিন্ন ভিন্ন রকমের। এ কারণে ফলাফল প্রাপ্তিতেও বিভিন্নজনের অবস্থা বিভিন্ন হয়ে থাকে।

হায়বাত ও ভীতির আলামত

হালঃ رازیکہ بر خلق نہفتیم و نگفتیم- بادوست بگوئیم کہ او محرم رازست

অর্থঃ যে রহস্যের কথা গোপন করেছি অন্যদের কাছে, কাউকে বলিনি। বলতে চাই শুধু বন্ধুর কাছে, কারণ রহস্য শুধু তাঁরই কাছে নিরাপদ।

সময় অনেক পেরিয়ে গেছে, এর মধ্যে হুযূরকে আমার হালতের এত্তেলা দেওয়া হয় নি। কারণ আমি নিজের গাফলাত-উদাসীনতা ও অযোগ্যতার কারণে খুবই লজ্জিত ছিলাম। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এর মধ্যে আমার হয়েছে এমন এক হালত, যা মৌখিকভাবে হুযূরকে বলা প্রয়োজন ছিল কিন্তু সে সাহস আমার হয় নি। বারবার ভেবেছি, মৌখিক না হলে লিখেই জানানো দরকার, কিন্তু আপনার উপস্থিতিতে এরও সাহস হল না। সাহস এখনো হচ্ছে না, খুবই লজ্জা লাগছে। মনে হচ্ছে যে, আপনি বলবেন– এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। উম্মাদনা ও পাগলামী ভর করেছে। কাল্পনিক বিষয় নিয়ে লোকটি এত বকবক করছে কেন? কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম– রোগের কথা লুকিয়ে রাখা কোনো যুক্তিতেই ভাল নয়। তাই মন চাক বা না চাক আমি আমার হালত জানাচ্ছি। কিরনামের শে'রটির কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

আরজ এই যে, কিছুদিন থেকে আমি নিজের মধ্যে, নিজের হাল ও আবেগের মধ্যে কুফরির হালত দেখতে পাচ্ছি। যদিও আল্লাহ্র মেহেরবানিতে আকীদার মধ্যে কোনো তারতম্য নেই কিন্তু রুচির বিচারে নিজের কাজ-কর্মকে কুফরি কাজের মতো বোধ হচ্ছে। এক ধরনের পরিতাপ ও আফসোস মনের মধ্যে তৈরী হচ্ছে। বিশেষত পরহেযগারদের দেখলে তো আরো বেশি আফসোস ও লজ্জাবোধ হয় এবং তাদের মুকাবিলায় নিজের অবস্থাকে তীব্রভাবে কুফরি মনে হতে থাকে। তখন কিছু আশআর মনে পড়ে আর অন্তরের মধ্যে কোমলতা ও ব্যথা বোধ হতে থাকে।

چہ تدبیر اے مسلماناں کہ من خود را نمی دانم
نہ ترساؤ یہودیم نہ گبرم نے مسلمانم

www.islamfind.wordpress.com

عجائب حالتے دارم کہ من خود را نمی دانم
نہ دانم من کدامستم نہ با اینم نا آنم
سودہ شد از سجدہ پیش بتاں پیشانیم
چند بر خود تہمت دین مسلمانی نہم

অর্থঃ ও মুসলিম ভাইয়েরা! আমার কী উপায় হবে বল তো? আমি যে জানি না কোন্ ধর্মের মানুষ আমি। আমি না তো মূর্তিপূজক, না ইহুদী, না অগ্নি উপাসক না মুসলিম। আশ্চর্য অবস্থা আমার নিজেই জানি না কী পরিচয় আমার। জানি না আমি কোন্ দিকের, জানি আমি এদের দলেও ওদের দলেও না। চুক্তি ছিল আমার এই কপাল দিয়ে সম্মুখে সেজদা করার। নিজের প্রতি কিছুটা মুসলমানী দীনের অপবাদ নিয়েছিলাম।

ہر رگ من تار گشتہ حاجت زنار نیست

আমার দেহের প্রত্যেক রগ সুতা হয়ে গেছে, পৈতা বাঁধার আর প্রয়োজন নেই।

হাজারবার দিলকে বুঝ দিচ্ছি যে, মুসলিম হয়ে নিজেকে কাফের মনে করা খুবই পাগলামি। কিন্তু ভেতর থেকে জবাব আসে–

مرا دیست بکفر آشنا کہ چندیں بار - بکعبہ بردم بازش بر ہمن آوردم

অর্থঃ আমার দিল কুফরির সঙ্গে এত অন্তরঙ্গ যে, তাকে যতবার কা'বায় নিয়ে গেলাম, ফেরার সময় ব্রাহ্মণকেই যেন নিয়ে আসলাম।

আল্লাহ্ আল্লাহ্! আমার একী হয়ে গেল! ইতিপূর্বে আমি আমার দিলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব কাছে পেতাম। আজ সুন্নতের পথ থেকে কতদূর সরে পড়েছি! সুন্নত তো দূরে আজ শুধু ফরয আর ইসলামের পরিচয়টুকু নিরাপদ থাকলেও আমার কাছে গণীমত মনে হয়। উপরে বর্ণিত হালত সম্পর্কে হযরতের বক্তব্য জানতে চাই।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। এটাকে হালতে হায়বত বলা হয়, যা উঁচু স্তরের একটি হালত। বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের জীবনেও এই হালত এসেছে। সহীহ বুখারীতে সত্তরজন বদরী সাহাবী সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে– 'তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলেন যে, মুনাফিক হয়ে গেলাম না তো?'

www.islamfind.wordpress.com

ইনশাআল্লাহ্ খুব শিগগির এই হায়বত (কব্য) এর হালত পাল্টে যাবে, উন্‌স (আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা) এসে যাবে। আপনার এই শ্রোতার জীবনেও এই হালত এসেছিল, যাতে হাজার হাজার কল্যাণ লাভ হয়েছিল। উজব ও আত্মপ্রশংসা দূর হওয়া, অসীম কুদরতের মুশাহাদা, আপন অক্ষমতা চোখে পড়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

* * *

হালঃ অবস্থা এই যে, যখন হুযূরের খেদমত থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি, তখন থেকে কলবের উপর এক গভীর ভীতির ছাপ পড়ে থাকে। সেটা যেন দৈনন্দিন বেড়েই চলেছে। নিজের প্রত্যেকটা কাজকে মনে হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ ও নফ্‌সানী খাহেশের ভিত্তিতে কৃত। তবে সুনির্দিষ্ট কোনো খাহেশ খুঁজে পাই না। নিজের হালত এত তুচ্ছ মনে হচ্ছে যে, ভালো মানুষ তো দূরের কথা যেন মানব সন্তান বলারও উপযুক্ত নই।
এমন কি শারীরিক দুর্বলতাও বেড়েই চলেছে। হয়ত এর ভেতর দিয়েই গলে গলে এক সময় বরফখণ্ডের মতো নিঃশেষ হয়ে যাব। দুআর ভীষণ প্রয়োজন।

বিশ্লেষণঃ এটা হায়বত ও হাযম, মুবারক এবং উচ্চ হালতের অন্তর্ভুক্ত। এতে যদি মৃত্যু হয় তাহলে অনেক বড় শাহাদতের মর্যাদা লাভ হয়। তবে সুন্নতের দাবি এই যে, নিজের জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে নিজের বৈশিষ্ট্য ও ঠিকানা বানাতে হবে ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাকে। অর্থাৎ কোনো হালতের কাছে পরাজিত হওয়া যাবে না। হায়বাতের সঙ্গে উন্‌স ও হাযম এবং নিজের প্রতি মন্দ ধারণার সঙ্গে রজা ও রহমত, ফানা'র সঙ্গে বাকা, নিস্তী'র সঙ্গে হাস্তী এবং বিনয়ের মধ্যে অতিরঞ্জন'র সঙ্গে মুশাহাদা এসব নিআমত এর প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে এবং সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে, নিজে খতম হয়ে যাওয়ার পূর্বে যেন অন্যদের মৃত্যুকে সুন্দর ও সঠিক করা যায়। পূর্ব বর্ণিত কাইফিয়াতের মধ্যে সুদৃঢ় নেসবতওয়ালা ব্যক্তির পেরেশানি কম হয়। এ সকল সমস্যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিন্তার কারণে বেড়ে যায়। ফলে সংযুক্ত কাইফিয়াত সালিককে মাহরূম করে দেয় বলেই তরীকতে এইসব কাইফিয়াত নিয়ে চিন্তাকে ক্ষতিকর মনে করা হয়।
আপনার মধ্যে যদি হায়বত এবং নিজের প্রতি মন্দ ধারণার আছর বেশি প্রবল হয়ে যায় তখন চিন্তা করুন কী আর হবে? এর চেয়ে বেশি কিছু তো নয় যে আমি সর্বাবস্থায় ত্রুটিযুক্ত ও পাপী। আল্লাহ্ তাআলার কাছে কামেল ব্যক্তিদের যেভাবে নাজাত হবে তেমনি তওবাকারীদেরও হবে। সামনের সারিতে স্থান না

www.islamfind.wordpress.com

পেলেও জুতা রাখার স্থানে হলেও তো স্থান পাওয়া যাবে। প্রথম বারেই যদি জান্নাতের ফয়সালা না হয় অন্তত শাস্তি ভোগ করার পর হলেও তো একসময় হবে। এইসব ভেবে 'হে আল্লাহ্! আমাকে সংশোধন করে দাও' এর পরিবর্তে- 'হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দাও' বেশি বেশি বলা উচিৎ। ইনশাআল্লাহ্ মেজায ঠিক হয়ে যাবে। এই সব কিছুর পরও যদি উক্ত কব্য নিয়ন্ত্রণে না আসে, মাগলূব ও পরাজিত না হয় তাহলে রমজানের পর অতি দ্রুত এখানে চলে আসবেন।

কলবের একাগ্রতা কাম্য

প্রশ্নঃ অধম বছরের শুরু থেকে যিকির, অযীফা এবং কাযা নামায আদায়ের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পাবন্দির সঙ্গে কাজ শুরু করেছি। দুআ ও তাওয়াজ্জুহের দ্বারা সাহায্য করার আবেদন করছি।

আলহামদুলিল্লাহ্! এখন পর্যন্ত হালত সন্তোষজনক। দুআ করবেন যেন এস্তেকামাত নসীব হয়। ঘরে বসলে সময়ের সমস্যা হত এইজন্য এরকম ব্যবস্থা করেছি যে, বাদ ফজর ও বাদ মাগরিব যতক্ষণ অযীফা ও যিকির শেষ না হয়, ততক্ষণ ঘরে ফিরি না। মসজিদে একাগ্রতাও বেশি হয়। যদিও সেখানে লোকজনের আনা গোনা চলতেই থাকে। যাতে খ্যাতির আশংকা জাগে। আমার মত্ ও সিদ্ধান্তে ভুল হলে জানাবেন। সকালে হাওয়া খেতে খেতে তিলাওয়াত করার অভ্যাস ছিল কিন্তু এখন সবই মসজিদে হয়। মূত্র থলির দুর্বলতার কারণে হাওয়া খেতে খেতে তেলাওয়াতের সময় ওযুর ব্যাপারে সন্দেহ হত। এতেও সমস্যা বোধ হত। যে কারণে এখন সব কিছু শেষ না হওয়া পর্যন্ত মসজিদ থেকে বেরই হই না। মাঝে মাঝে বাতাসে বের হতে ইচ্ছা হলেও মসজিদ থেকে বের হই না। সকাল আটটার দিকে ফারেগ হয়ে যাই। ইচ্ছা আছে ঐ সময় একটু হাটাহাটি করে নিব। যদি সেটা না হয় তাহলে ছুটিরদিন একটু বেশি করে হাঁটব।

জবাবঃ মসজিদের মধ্যে সকল আমল সেরে নেওয়াই মুনাসিব। কারণ মনোযোগ ও একাগ্রতা কাম্য। সেটা যেখানে হবে সেটাই উপযুক্ত স্থান।

কব্যের উপকারিতা ও কল্যাণ

হালঃ নিবেদন এইযে, অধম এক চিঠির মাধ্যমে আজ এক বছর হল হুযূরের বাইআত দ্বারা সন্মানিত হয়েছি। হযরতের নির্দেশনার আলোকে কসদুস

www.islamfind.wordpress.com

সাবীলে বর্ণিত চার প্রকারের দস্তুরুল আমল থেকে নিজেকে ব্যস্ত আলেমদের মধ্যে গণ্য করে তাদের (ব্যস্ত আলেমদের) রুটিন অবলম্বন করেছি। প্রথম প্রথম যিকির আযকার এর প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল প্রচুর। সে কারণে যতক্ষণ পর্যন্ত চবিশ হাজার এসমে যাতের যিকির পূর্ণ না হত মনের মধ্যে শান্তি পেতাম না। তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য অযীফা রীতিমতো আদায় করতাম। কখনো যদি অনাগ্রহ দেখা যেত তবে খুব শিগগির সেটা দূরও হয়ে যেত। সেই অনাগ্রহের সময়ে অযীফা কখনো ছুটত কখনো জোর করেই আদায় করে নিতাম চব্বিশ হাজার বা কিছু কম।

কিন্তু হযরত! এখন আমার কীযে দুর্ভাগ্য, প্রায় তিনমাস বা আরো বেশি সময় ধরে অযীফা, যিকির-আযকার, তাহাজ্জুদ, তিলাওয়াত সব কিছু ছুটে গেছে। এমনকি ফরয, ওয়াজিব নিরুপায় হয়ে সময়মতো আদায় করি। যাতে না থাকে খুশূ' খুযূ' না একাগ্রতা বরং সর্বদা ওয়াস্‌ওয়াসায় ডুবে আছি। যিকির-আযকারে মন একেবারেই লাগে না। এখন এই শঙ্কা আমাকে বিহ্বল করে তুলেছে যে, এই অবস্থায় মৃত্যু এলে তো ঈমান নিরাপদ থাকবে না। এ কারণেই পেরেশান ও চিন্তিত হয়ে পড়েছি। কি করব? কোথায় যাব? কেন আমার এই দুরবস্থা। আল্লাহ্‌ই জানেন আমার পরিণতি কী হবে? এই একই চিন্তা রাত-দিন আমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। এতদিন যাবত হযরতের নিকট এই হালত পেশ করতাম না যে, এই রকম হালত হযরতের সামনে কোন মুখ নিয়ে পেশ করব। লজ্জার কথা! কখনো এমন চিন্তা হত যে, হযরতের খেদমতে তুলে ধরলে অবশ্যই হযরত কোনো ব্যবস্থার কথা বলবেন। অথচ আমার হালত তো এতই নিকৃষ্ট যে, কিছুতেই সেই ব্যবস্থা মতো চলতে পারব না। কখনো আবার এরূপ চিন্তা হত যে, আমার তাকদীরেই যখন এই মহান দৌলত নেই তাহলে হাজার চেষ্টা করলেই বা কী হতে পারে? মোটকথা, এমনই সব বাহানায় হযরতের খেদমতে নিবেদন করা হয়ে ওঠে নি। কিন্তু সব শেষে এই চিন্তা এল যে, হযরতের খেদমতে পেশ করি, তাতে যদি কিছু না হয় অন্তত হযরতের দুআ পেতে পারি এবং সে দুআয় কী না হতে পারে। তাছাড়া নিজের বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট রোগ প্রকাশ না করা একেবারেই বোকামি। যদি হযরত কোনো চিকিৎসা দেন এবং আমলের তাওফিকের জন্যও দুআ করে দেন, তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে আমলেরও তাওফিক হবে এবং হয়ত রোগও ভালো হয়ে যাবে। অবশেষে হযরতের খেদমতে সব দ্বিধা-দ্বন্দ ঝেড়ে ফেলে নিবেদন করে দিলাম। দুআ

www.islamfind.wordpress.com

চাই এবং আমার রোগ মুক্তির জন্য এলাজ চাই। জানতে চাই যে, এটা চিকিৎসার অযোগ্য বা দূরারোগ্য নয় তো? এটা বঞ্চিত হওয়ার লক্ষণ নয় তো? এরূপ রোগ কি অন্য কারোর হয়? এ ধরনের রোগ হওয়ার পর আবার সুস্থ হয়ে মনযিলে মাকসূদ পর্যন্ত কেউ যেতে পেরেছে কি? আল্লাহ্ তাআলার এশক ও মহব্বত তৈরীর কোনো তাদবীর জানাবেন। হযরতের মহব্বত দিলের মধ্যে ভরপুর। কখনো কখনো হযরতের কথা স্মরণ হলে কান্না এসে যায়। প্রায় সময়ই হযরতের স্মরণ হলে দিলের মধ্যে অস্থিরতা তৈরী হয়। তাতে কষ্টও হয়। তবে ঐ কষ্টের মধ্যে এক ধরনের লয্যতও আছে। যার ফলে দিল চায় সব সময়েই এই কষ্ট হোক। মাঝে মাঝে রাতের বেলা ঐ অস্থিরতার কারণে ঘুম আসে না। এটা কী মাহমুদ না মাযমুম? এবার কয়েকটি স্বপ্নের বিষয় আরজ করছি। আমি কখনো নিজেকে উড়ন্ত দেখতে পাই। খুব উপরে এবং অনেক দূরে নয়, কখনো কোনো বিপদে পড়ার কারণে, কখনো পানির উপর দিয়ে, কখনো কুকুর দেখি।

নিজেকে কয়েকবার লেখা-পড়ার কাজে ব্যস্ত দেখেছি। কখনো দেওবন্দে কখনো অন্য কোথাও। হযরতের সফর দেখেছি। একবার এরকম দেখলাম যে, হযরত কোথাও আল্লাহ্র কোনো হুকুম চালুর জন্য যাচ্ছেন। এই খাদেমও হযরতের সঙ্গে, আরো আছে আমার মাদরাসার এক ছাত্র। আমি ছিলাম খালি গায়ে সতর ঢাকা। চতুষ্পদ জন্তুর মতো হাত মাটিতে রেখে চলছিলাম। আমার মনে হয় হযরতের তা'যীমের উদ্দেশ্যেই এটা করেছিলাম। এরপর হযরত এক হিন্দুর দোকানে গেলেন। সে হযরতকে খুবই তা'যীম ও শ্রদ্ধা করল। আমি তার দিকে গরম চোখে তাকাচ্ছিলাম। বেশিরভাগ সময় আমার দৃষ্টি হযরতের চেহারা মুবারকের দিকে ছিল। তাকানোর সময় মনে হচ্ছিল চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। এরপর সেই হিন্দু হযরতকে শরবত পান করাল। আমার মনে হচ্ছে হযরত কিছুটা শরবত আমাকেও পান করতে দিয়েছিলেন। এরপর হযরত আমাকে ফির্নি খেতে দিলেন। আমি পেট ভরে খেলাম। সেখান থেকে যাওয়ার সময় সাহারান পুর জামে মসজিদে আযান হয়ে গেল। আমি জেগে উঠলাম। দ্বিতীয় রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরত নিজ হাতে আঁখ ছিলে দুই ভাগ করে আমাকে এক ভাগ দিলেন আর অন্য অংশ অন্য আরেকজনকে দিলেন।

বিশ্লেষণঃ আমি পুরা চিঠি পড়লাম। পেরেশান হওয়ার মতো কোনো বিষয় নেই। এটাকে কব্যের হালত বলা হয়। যার বিভিন্ন কারণ থাকে। একটি

www.islamfind.wordpress.com

কারণ হল- সহ্যক্ষমতার চেয়ে বেশি কাজ করা। আপনার ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে। এটা খারাপ হালত নয়। হালতে মাহমূদাহ এবং উপকারী। বরং মুহাক্কিকগণ বলেছেন 'বাস্ত'র চেয়েও উঁচু হালত। কেননা এতে আখলাকে রাযীলার চিকিৎসা বেশি হয়। যা হোক এটা দূরারোগ্য নয় এবং মাহরূম বা বঞ্চিত হওয়ার কারণও নয়। সকল যাকেরের জীবনে কমবেশি এই হালত দেখা দেয় এবং এ অবস্থা থেকে মুক্তিও পেয়ে যায়। অতঃপর তারাক্কী বা আরো উন্নতিও হয়। এটা যে উন্নত হালত তার একটি প্রমাণ তো স্বয়ং আপনার চিঠিতেই রয়েছে। অর্থাৎ হুব্বে শেখ বা পীরের প্রতি ভালবাসা। বিতারিত ব্যক্তি যা থেকে মাহরূম থাকে। মোটকথা, একেবারেই নিশ্চিত থাকুন। যিকির-শোগল টুকটাক শুরু করুন। নিজের মন মতো বাড়াবেন না। আমাকে নিয়মিত আপনার মামূলাত সম্পর্কে জানাতে থাকুন। আমার নির্দেশনা মানতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ্ দৈনন্দিন উন্নতি হবে। স্বপ্ন সবই ভাল। সবই ফলাফল প্রাপ্তি এবং অন্যদের প্রতিও বরকত হওয়া বুঝায়।

আনওয়ার দেখা

হালঃ একরাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠলাম। সালাম ফেরানোর পর পায়খানার কাছে ঘরের ঝাড়বাতির মতো আলো দেখতে পেলাম। দেখে মন খুশি হয়ে গেল। জানি না এটা কী দেখলাম। যিকির-শোগলের কারণে প্রায়ই নূর দেখা যায়। অধম এখন পর্যন্ত যিকির-শোগল শুরুই করে নি। বিষয়টি আমি মৌলভী সুলতান আহমদ সাহেব ছাড়া আর করো কাছে বলি নি।

বিশ্লেষণঃ এই ধরনের নূর কখনো কখনো চিন্তাশক্তির কারসাজি হয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো হয়ে থাকে আনওয়ারে মালাকূতিয়্যাহ (স্বর্গীয় আলো)। প্রথমটিই বেশি হয়। কিন্তু এতেও সালিকের উপকার হয় এভাবে যে, এর দ্বারা একাগ্রতা তৈরী হয়। যাকে যিকিরের ক্ষেত্রে কাজে লাগালে খুব কল্যাণ ও উপকার হয়।

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি তাকওয়ার আলামত

হালঃ কিছুদিন থেকে স্ত্রীর প্রতি মহব্বত বেড়ে গেছে। এটা আমার জন্য ক্ষতিকর নয় তো?

বিশ্লেষণঃ একদম সুন্নতসম্মত। আল্লাহ্ তাআলা এর নেক ফলাফল উভয়কে দান করুন। যখন তাকওয়া বাড়ে তখন স্ত্রীর প্রতি মহব্বত বাড়ে।

www.islamfind.wordpress.com

ব্যাকুল হওয়া ও পালিয়ে যাওয়ার এলাজ

হালঃ হাকিম সাহেবের সহোদরা বোনের হালত লিখে ইতিপূর্বে জানিয়ে ছিলাম যে, খুব বেশি অযীফা আদায় করতেন, মন-মানসিকতা বিগড়ে যেত। পালানোর চেষ্টা করত। হুযূর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তার ওযায়েফ (সব অযীফা) বন্ধ করে দাও এবং তারপর কী হয় সেটা জানাও। সেজন্য নিবেদন করছি যে, বর্তমানে তার অবস্থা পূর্বের চেয়ে নিয়ন্ত্রিত। ব্যাকুল হয়ে পড়া, বের হয়ে পালানো এখন বন্ধ হয়েছে। কিন্তু কখনো কখনো ভেতরে মন বিগড়ে যায়, তবে এতটা ক্ষমতা থাকে যে, সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেন। নামাযে এবং তাহাজ্জুদের সময় পূর্বে যেমন আনওয়ার অনুভব করতেন এখনো একই রকম অনুভব করেন তবে পূর্বে মাঝে মাঝে খুব ভয় পেতেন এখন ভয় পান না। তিনি বলেছেন, আমার কুরআন শরীফ পড়তে মন চায়। মাওলানা সাহেব যেটুকু অনুমতি দেন সেটুকুই পড়ব। অথবা তিনি যা বলেন তাই মানব। এখন অল্প পরিমাণ দরূদ শরীফ পড়েন। আমাকে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলাম অল্প-সল্প পড়লে সমস্যা নেই। যিকির, তেলাওয়াতে কুরআন মাজিদ ও দরূদ শরীফের ব্যাপারে হুযূরের যে নির্দেশনা হবে তাকে বলে দেওয়া হবে। হুযূরের দৃষ্টিতে যা কিছু তার জন্য কল্যাণকর সেটাই মান্য করা হবে।

বিশ্লেষণঃ তার স্বাভাবিকতা ও সুস্থতার খবর শুনে চিন্তামুক্ত ও আনন্দিত হলাম। আল্লাহ্ তাআলা পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন। কুরআন শরীফ যে পরিমাণে কষ্ট না হয়, ততটুকু পড়লে সমস্যা নেই। কোনো সংখ্যা ও পরিমানের বাধ্যবাধকতা ছাড়া চলতে ফিরতে দরূদ শরীফ পড়লেও সমস্যা নেই। অন্যান্য ওযায়েফ মওকুফ রাখবেন,। যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ সুস্থতা ও পূর্ণ শক্তি অর্জিত না হবে এবং বিজ্ঞ চিকিৎসক না বলবেন যে, এখন না রোগ আছে, না আছে দুর্বলতা। তাহাজ্জুদ এশার পর চার রাকাত থেকে আট রাকাত পড়ে নেবেন। পরে আবার অবস্থা জানাবেন। ইনশাআল্লাহ্ সব ঠিক হয়ে যাবে।

হার্টের দুর্বলতার এলাজ

হালঃ কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের প্রতি খুব উৎসাহ ও আগ্রহ তৈরী হয়েছে। মাদরাসায় মুদাররিস হিসেবে রয়েছেন অমুক কারী সাহেব। যিনি বিখ্যাত অমুক কারী সাহেবের সুযোগ্য শাগরিদ। ঐ কারী সাহেবের বদৌলতে মাদরাসার কিছু তালাবাও তৈরী হয়েছেন। তাদের মধুর তিলাওয়াত শুনে স্থির

www.islamfind.wordpress.com

থাকতে পারি না। মাঝে মাঝে এমন হয় যে, অধমের মানোযোগ আকৃষ্ট হয়, তিলাওয়াতকৃত আয়াতের বিষয়বস্তু মস্তিষ্কে এসে মনের মধ্যে উৎসাহ তৈরী করে। এতে কলব বা হার্টের মধ্যে ব্যথা শুরু হয়। কান্না এসে যায়। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি। ভীষণ প্রভাব পড়ে দেহ ও মনে। বর্তমান হালতের প্রতি মনোনিবেশ করে আমার করণীয় ও আমার জন্য মুনাসিব ব্যাপার নির্দেশ করবেন বলে আশা করি।

বিশ্লেষণঃ স্বয়ং অবস্থাটি মাহমুদ ও প্রশংসনীয় এবং মুবারক। কিন্তু এর কট্টর অবস্থা যতদুর সম্ভব হৃৎপিঘেণর দুর্বলতার প্রভাব। যেহেতু এই অবস্থার কট্টরতায় অন্য জরুরি কাজে বিঘ্ন ঘটে সেজন্য এর চিকিৎসা ও প্রতিকার করা জরুরি। সার্বিক তাদবীর ও চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের শরনাপন্ন হোন। কলবের বলবর্ধক সেবন করুন। সাময়িক তাদবীর ও চিকিৎসা এই যে, ক্লাশ ও অন্যান্য সময় এমন স্থানে বসুন যেখানে ঐ তেলাওয়াতের আওয়াজ না আসে।

* * *

হালঃ হালত এই যে, প্রথম অবস্থা অর্থাৎ এতমিনান সৃষ্টির পর তাওয়াজ্জুহ ইল্লাল্লাহ কিছুটা বেশি থাকছিল। আর চিন্তার কোনো কোনো সময়ে ঘাড় বুকের দিকে ঝুকে যাচ্ছিল, যাতে মুরাকাবার আকৃতি তৈরী হচ্ছিল, কিন্তু আমি মুরাকাবার ইচ্ছায় এরূপ করতাম না, বরং হালতের কাছে পরাজয়ের কারণে এক আধবার হয়ত মুরাকাবার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ঐ হালতের পরে দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে কলবের আশ-পাশে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। হযরতের নির্দেশনা মতো কিছুটা চিকিৎসাও করিয়েছি যাতে আল্লাহ্র মেহেরবানিতে ব্যথা ভাল হয়ে গিয়েছে। যদিও ব্যথার মূল কারণ অর্থাৎ হৃৎপিঘেণর দুর্বলতা সেটা এখনো অনেক বাকি রয়ে গেছে। তবে সেই হালত ভাল হয়ে গেছে। কিছুটা যর্ব ও জেহেবের সঙ্গে যিকির করতে ইচ্ছা করে কিন্তু কলব দুর্বলতার কারণে করি না।

বিশ্লেষণঃ সেটাই উচিৎ।

আদব ও সৌজন্যের আলামত

হালঃ হযরতওয়ালার খেদমতে আরজ এই যে, এই অধমের এমন হালত হয়েছে যা মৌখিকভাবে পেশ করা আমার জন্য কষ্টকর হয়ে গেছে। একারণে

www.islamfind.wordpress.com

কাছে থাকা সত্ত্বেও নিজের অবস্থার নিবেদন পূর্বেও দু-একবার চিঠির মাধ্যমে করেছি। এখনো সুযোগ পেয়ে চিঠির মাধ্যমে হাল নিবেদন করছি।

বিশ্লেষণঃ এটা আদবের একটি অংশ।

হালঃ আপনার উপস্থিতির সময়ে চিঠি লিখে হাল জানাতেও এক ধরনের লজ্জাবোধ হল।

বিশ্লেষণঃ এটাও ঐ প্রথমটির চেয়ে বড় আদবের অংশ।

আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশে অপারগ ঘাটতি ক্ষতিকর নয়

হালঃ কালামে মাজিদ, দরূদ শরীফ টুকটাক হচ্ছে। হৈ চৈ, হট্টেগোল ইত্যাদি ব্যাপার আলহামদুলিলাহ্ আমাদের সিলসিলায় নেই। যেমন সেমা এ ধরনের বিষয়গুলোকে আমি এখন খুবই ভয় পাই। কেননা এতে আমার কষ্ট হয়ে থাকে। আশঙ্কা হয় যে, হৃদস্পন্দন থেমে (হার্ট এ্যাটাক হয়ে) যায় কিনা। কারণ হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা ক্রমে সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। তবে একটি বিষয় এমন রয়েছে যে, সেখানেও একটি সীমা পর্যন্ত আমি অপারগ হয়ে আছি। সেটা হল দেওয়ানে হাফেয অথবা মসনবীর কবিতামালা হালতের প্রবল মুহূর্তে পড়ে থাকি। এই একটি হৈ হট্টগোলের বিষয় আমার মধ্যে বাকি রয়ে গেছে। এটাকে আমি কী করতে পারি? আমি নিজেকে যতই বুঝিয়েছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার কোনো ক্ষমতাই চলে না।
যখন থেকে আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে তখন থেকে বেশিরভাগ সময় আমার মধ্যে গাফলত ও উদাসীনতা থাকে। আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ কম থাকে।

বিশ্লেষণঃ কমতো নয়, ব্যথার প্রতি অপারগ মনোনিবেশের কারণে অপারগ ঘাটতি হচ্ছে। এটা ক্ষতিকর নয়।

হালঃ নামাযের মধ্যে নানান খেয়াল ও চিন্তা-ভাবনা ভিড় করে।

বিশ্লেষণঃ ঐ অপারগ ঘাটতির কারণে।

হালঃ অবশ্য কখনো কখনো আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ হয়েও যায়। কলবের মধ্যে কিছুটা শক্তি অনুভূত হয়।

বিশ্লেষণঃ এর কারণ কলবের প্রতি মনোযোগহীনতা। কলবের রোগের প্রতিও মনোযোগ থাকে না।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ এর মধ্যেও কি কোনো হেকমত আছে?

বিশ্লেষণঃ যেন রোগ বৃদ্ধি না পায়।

হালঃ প্রথম অবস্থায় বেশিরভাগ নফ্সানী খাহেশাত এমনকি বিবাহের খাহেশও একেবারেই নিষ্প্রাণ ও নির্জীব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার এক আনন্দাদয়ক কাইফিয়াতের সঙ্গে সঙ্গে ঐসব খাহেশ ফিরে এসেছে। যদিও প্রবল নয় এবং এখন পর্যন্ত বিবাহ সম্পর্কে কোনো দৃঢ় সংকল্প বা এরাদাই মনের মধ্যে চূড়ান্ত করি নি।

বিশ্লেষণঃ এসব হল স্বভাবগত পরিবর্তন। না প্রশংসনীয়, না নিন্দনীয়।

হালঃ খোশ মেজাযের বন্ধুদের সঙ্গে কিছু রস-কৌতুক করলে কলবে কিছু শক্তি লাভ হয়।

বিশ্লেষণঃ বাড়াবাড়ি যেন না হয়ে যায়, সেটা লক্ষ রাখবেন।

হালঃ খুব নির্জনতা ও একাকীত্ব আতঙ্কিত করে তোলে।

বিশ্লেষণঃ ঐ স্বভাবগত রোগের প্রভাব। যাতে কোনো সমস্যা নেই।

হালঃ কখনো কখনো তাওয়াজ্জুহ ইল্লাল্লাহ্‌র পরে নতুন করে ফিরে আসা গাফলাতের জন্য খুব কষ্ট হয়। এবং মনে হয় যে, আমার কী চরম অযোগ্যতা যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসা নেয়ামত সহ্য করতে পারি না। হালত বরদাশত করার সামর্থও রহিত হয়ে গেছে। ফলে অবশ্যম্ভাবী দূরত্ব তৈরী হয়েছে।

বিশ্লেষণঃ এটা হল অপরাগতার দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতার দূরুত্ব নয়।

হালঃ আরজ এই যে, আপনার চমৎকার শিক্ষা ও এসলাহ পদ্ধতির মূল্য এখন বুঝে আসছে, যখন আমি এর বিভিন্ন আলামত নিজের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি। আপনি প্রথম থেকেই আমার উপর অর্পন করেছিলেন এই লেখালেখির দায়িত্ব। এই কাজের মধ্যেই আমি দেখেছি মুজাহাদা ও সাধনার, তারবিয়াত ও আত্মশুদ্ধির বিভিন্ন আলামত। এর মধ্যেই আমার সেইসব উপকারিতাও লাভ হয়েছে যা অন্যদের লাভ হয় বিভিন্ন মুজাহাদার মাধ্যমে। এর মাধ্যমে আমি দৈনিক সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনার সুযোগ পেতাম। সে আলাপের বিষয় যাই হোক না কেন। এই কাজের বদৌলতেই এখানে অবস্থানের বাড়তি উপকার আমার হয়েছিল। ওর বাইরে ছিল এলমী উপকারিতা।

www.islamfind.wordpress.com

چہ خوش بود بر آید یک کرشمہ دو کار

আহা কি চমৎকার! এক ঢিলে দুই পাখির পুরস্কার।

এটাই মূলতঃ আপনার দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কৃতিত্ব যে, আমার মতো একজন স্বাধীন ও বেপরোয়া ব্যক্তির জন্য এমন সহজ মুজাহাদা ও সাধনা পদ্ধতি নির্ণয় করেছিলেন। আল্লাহ্ আপনাকে দান করুন উত্তম বিনিময়।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ যে, তিনি আপনার কল্যাণের দিকগুলো আমার দিলে ঢেলে দিয়েছেন। যেসব কল্যাণের কোনো কোনোটা এমন যে, আমার ইচ্ছাও তার সঙ্গে সংযুক্ত নয়।

মস্তিষ্কের দুর্বলতার লক্ষণ

হালঃ জাগ্রত অবস্থায় যে ঘটনাগুলো ঘটছে, এর কেনো কোনোটার ব্যাপারে মনে হয় যে, এগুলো স্বপ্নে দেখেছিলাম অথবা মনে হয় পূর্বেও কোথাও দেখেছিলাম। এমন হয় কেন?

বিশ্লেষণঃ মস্তিষ্কের দুর্বলতায় এগুলো হয়।

হালঃ এমনিতে এখানে হুযুরের দরবারে যেমন মনটা লেগে আছে এবং এখানের যে বিশেষ লাভ, আর কোথাও সেটা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অন্যান্য কিছু কারণে- যেমন একটি কারণ চিকিৎসার ভাবনা, আমার পাঞ্জাব যাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। ইচ্ছা হচ্ছে রবিউস সানীর শেষ দিকে যাওয়ার। তবে এখনো কিছুই চূড়ান্ত হয় নি।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ তাআলা সফর মুবারক করুন। কোনো সমস্যা নেই।

দুআ কবূল হওয়া একটি নেয়ামত

হালঃ হযরতের রচনাবলী ও বক্তব্য থেকে কাশ্ফ ও কারামাত-এর অকল্যাণকর বরং বিপদজনক হওয়ার কথা জেনে ঐগুলোর খাহেশ দিল থেকে একদম বের হয়ে গেছে। না এগুলো আমার মধ্যে আছে, না এগুলোর প্রতি আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা আছে। তবে একদিনের ঘটনা -যেটা বর্ণনা করা আমার নিজের বোধ অনুসারে কল্যাণকর ও উপকারী, সেটা এখন নিবেদন করছি। সেটা এই যে, যে সময় হযরতের শরীর ও মন বিষন্ন ছিল। বারবার জ্বর হচ্ছিল। সেইসময় একদিন আসরের নামাযের পর হযরতের চেহারা

www.islamfind.wordpress.com

মুবারক নিষ্প্রাণ দেখে অধমের মনটা একেবারে দমে গেল। আমি তৎক্ষণাত নির্জন ময়দানে ছুটে চলে গেলাম। সেজদায় লুটিয়ে পড়ে সাধ্যমতো কাকুতি-মিনতি ও কান্নাকাটি করে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা জানালাম - হে আল্লাহ! আমার হযরতকে দ্রুত সুস্থ করে দাও। দুআ শেষ করে মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ঈদগার নিকট পৌঁছার পর বারবার এই আওয়াজ শুনতে পেলাম যে, হযরত সুস্থ হয়ে গেছেন। ইনশাআল্লাহ্‌ দ্বিতীয়বার জ্বর ফিরে আসবে না। সত্যিই তারপর আর জ্বর ফিরে আসে নি। হযরতের চেহারা মুবারকে প্রফুল্লতা দেখতে পেলাম। আলহামদুলিল্লাহ্‌!

বিশ্লেষণঃ এটা ছিল একটি নিয়ামত। যার জন্য শোকর করা ওয়াজিব। অহঙ্কার করা ও কৃতিত্ব প্রকাশ করা না জায়েজ। বেশিরভাগ অনভিজ্ঞ ও কাঁচা লোকেরা এসব ভুলে জড়িয়ে পড়ে।

আল্লাহ্‌ তাআলার যাতী নূরের তাজাল্লী

হালঃ কিছুদিন থেকে হুযূরের তাওয়াজ্জুহের বরকতে যিকিরের সময় প্রবলভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার অনুভব হৃদয়ের মধ্যে হতে শুরু করেছে। আজ তো যখন মনে হল, শুধু তাঁর যাতের ধ্যান করব, তখন শুধু এই ধ্যানের বিষয় ছাড়া আর কিছুই চিন্তায় আসে নি। এরপর মনে হল-

اسم الله للمستجمع الصفات الكمالية আল্লাহু- যার মধ্যে সকল সিফাতে কামালিয়ার (পরিপূর্ণতার গুণাবলীর) সমাবেশ ঘটেছে, তেমন সত্তারই নাম। তিনি এখানে মওজুদ আছেন। কোনো সিফাতের প্রতি লক্ষ্য না করে সরাসরি 'আল্লাহু' নামীয় সত্তার প্রতি চিন্তাকে নিবিষ্ট রাখা উচিৎ। অতএব তেমনটাই করলাম। আজকের পূর্বে যিকিরের সময় এ বিষয়টির চিন্তা হত না। এই চিন্তার কারণে কলবের মধ্যে এক ধরনের শান্তি ও প্রশান্তি অনুভব হল।

বিশ্লেষণঃ একে বলা হয় তাজাল্লিয়ে যাতী (সত্তাগত নূরের জ্যোতি)। এটা উন্নত হালত।

হালঃ শুধুমাত্র হুযূরের মনোনিবেশের কারণে এই বিশেষ নিয়ামত পাওয়া গেল। হুযূরের নেক নজর ও তাওয়াজ্জুহের ফলশ্রুতিতেই এই ধ্যান আমার মধ্যে আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিলাহ্‌!

www.islamfind.wordpress.com

মস্তিষ্কের প্রবল হস্তক্ষেপ

হালঃ ফকীর জহুর আদবের সঙ্গে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব মুদ্দাযিল্লুহুর খিদমতে নিবেদন করছে যে, এই অধম হযরত মাওলানা আমরোহি রহ. এবং হযরত হাফেজ আব্দুর রহমান মুরাদাবাদী ছাল্লামাহুর খাদেম হিসাবে গণ্য। শাহ ওলিউল্লাহ রহ.এর লিখিত শিফাউল আলীল কিতাব থেকে 'ইয়ামুগনী' (১১১১) এক হাজার একশ এগার বার, সুরা মুযযাম্মিল ১১ বার ফজরের নামাযের পর প্রতিদিন পড়ব, এই চিন্তা করে কিছুদিন পর আমল শুরু করলাম। যেহেতু এর বৈশিষ্ট্য কিছুটা এই অধমের অবস্থার সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল। সে জন্যই মনের মধ্যে ইচ্ছা জাগল যে, ধনাঢ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পড়া হোক। এরপর মনে হল আল্লাহ্কে আল্লাহ্র জন্যই স্মরণ করা উচিৎ। সে হিসাবে এই আমল ছেড়ে দিলাম। এর অনেকদিন পর ঐ অযীফার প্রতি শুধুমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পড়ার জন্যই মন আকৃষ্ট হল। কিন্তু শুরু করার সুযোগ এখনো হয়ে উঠে নি। এর মধ্যে সোমবার রাত্রে এই অধম স্বপ্নে জনাবকে দেখেছে- আপনি বলছেন যে, পড়, আমি তোমাকে এজাযত দিলাম। মনে আছে যে, বাদ ফজর অথবা বাদ তাহাজ্জুদ-এর কেনো একসময় পড়তে বলেছেন। এরপর ঐ স্বপ্নের মধ্যেই আরো কিছু বিষয় ছিল যা আমার স্মরণ নেই। শেষে আপনি বললেন, ...রুপিয়া আমাকে নযর দাও। নিবেদন এই যে, অধম আজ ফজর থেকে ঐ আমল শুরু করেছে। জনাব এর জন্য জাহেরি অনুমতি প্রদান করবেন এবং স্বপ্নটির ব্যাখ্যা জানাবেন। উল্লেখিত নযর এই মুহূর্তে পরিশোধ করতে পারছি না রিক্ত হস্ত হওয়ার কারণে। তবে অবশ্যই সেটা হুযূরের খেদমতে পেশ করব এবং কবূল করার জন্য হুযূরকে জোরালোভাবে অনুরোধ করব। জবাব প্রদানের উদ্দেশ্যে পোস্টকার্ড পাঠানো হল। স্বপ্নের মধ্যে হুযুর আরো একটি কথা বলেছিলেন যে, তোমার জন্য দুআ করা হবে। সুতরাং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ আর জাহেরি ও বাতেনি গেনা (ঐশ্বর্য)-এর উদ্দেশ্যে দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ এটা স্বপ্ন নয়। মস্তিষ্কের প্রবল তাসাররুফ হস্তক্ষেপ। অতীত চিন্তার প্রত্যাবর্তন হয়েছে। আবার নযরের বিষয়টাও মস্তিষ্কের কল্পনা প্রসূত। যার মূল উৎস হল স্বভাবের উপর রসম বা প্রচলনের প্রাধান্য বিস্তার। যার এলাজ করা জরুরি।

www.islamfind.wordpress.com

হৃদয়ের ভাবাবেগ হওয়ার চেয়ে না হওয়া কখনো কখনো বেশি কল্যাণকর

হালঃ কয়েক মাস হয়ে গেল কলবের মধ্যে কোনো কিছু ওয়ারেদ হয় না। কেনো ভাবাবেগ তৈরী হয় না। আমার নিকট যে যিকিরের তালীম নেয় তারও 'ওয়ারেদাত' (ভাবাবেগ অর্থাৎ অন্তরে তৈরী হওয়া বিভিন্ন হালত) হয় না। অধমের তো কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবনা আসে যে, এটা কেমন ব্যাপার? আল্লাহ্ জানেন অন্য কোনো ব্যাপার কিনা, যেমন কোনো গোনাহ হয়ে গেল কিনা? অথবা কী ঘটল জানি না। সবসময় খাঁটি দিলে তওবা করি। সর্বদা আরাম-আনন্দ এবং সময়মতো নিয়মিত অযীফা আদায় আগ্রহের সঙ্গে হয়। আল্লাহ্র ফযলে গোনাহের প্রতি ভীষণ ঘৃণা বোধ আছে যেন স্বভাবগত বিষয়। শরীয়তের হুকুম আহকামের ব্যাপারে খুবই যত্নশীল। কিন্তু যিকিরের ব্যাপারে হঠাৎ হঠাৎ ভুলবশত অথবা তা'লিমী ও তাদরিসী ব্যস্ততার কারণে উদাসীন হয়ে যাই।

বিশ্লেষণঃ 'ওয়ারেদ' না হওয়া কোনো কোনো সময় হওয়ার চেয়ে অধিক কল্যাণকর। বিশেষত উজ্ব ও আত্মঅহমিকা প্রতিরোধ এবং তাকমীলে আবদিয়াত বা দাসত্বের অনুভূতি পূর্ণাঙ্গ করণের ক্ষেত্রে এর বিশেষ দখল রয়েছে। সুতরাং এই না হওয়ার জন্যও খুশি থাকা উচিৎ। আসল মাকসূদ অন্য। আল্লাহ্ তাআলা সেটাকে নিরাপদ রাখুন, যা নিরাপদ আছে।

গোনাহের ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে নিরাশ করে দেওয়া শয়তানী চক্রান্ত

হালঃ আজকাল একটি ভাবনা আমাকে ভীষণ চিন্তিত ও ব্যাকুল করে রেখেছে। সেটা এই যে, আমি অতীত জীবনে এমন এমন জঘন্য জঘন্য গোনাহের স্তুপ জমা করেছি, যা না কারো কাছে বলা যায় আর না কেউ আজ পর্যন্ত এত বেশি অন্ধকার ও কালো অন্যায় আমলের পুঁজি জমা করেছে। হায় আল্লাহ্! যদি ধরে নেই যে, এখন থেকে অবশিষ্ট জীবনে একবারে সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্যেই কাটবে (যা বাস্তবে অসম্ভব) তাতেও আল্লাহ্র রেযা ও সন্তোষ অর্জন তো দূরের কথা, হয়ত উক্ত পাপাচার সমূহের ক্ষতিপূরণও সম্ভব হবে না। এর মধ্যেই মৃত্যু এসে যাবে। তাহলে হায় আল্লাহ্! আমার পরিণতি কী হবে!! কীভাবে সেই পথ পাব যা তোমার রেযা ও মহব্বতের রাস্তা? এই ভাবনাকে সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম কৌশলে প্রতিরোধ করি কিন্তু আবারও ফিরে আসে এবং

www.islamfind.wordpress.com

বারবার আসে। এখন এছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা চিন্তা করে পেলাম না যে, হযরতের কাছে দুআ ও তাওয়াজ্জুহ প্রার্থনা করি। হুযূর আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার উপর রহম করুন। আল্লাহ্‌র দরবারে আমার জন্য বিশেষভাবে দুআ করুন। আল্লাহ্ তাআলা প্রিয় বান্দাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে থাকেন। আর কী লিখব।

বিশ্লেষণঃ বাহ্যিকভাবে মনে হবে এটা 'খাশয়াত' বা আল্লাহ্‌ভীতির প্রভাব। কিন্তু বাস্তবে এটা শয়তানের একটা সুক্ষ্ম কৌশল ও চক্রান্ত। কেননা প্রথমত- সে আল্লাহ্ তাআলার রহমতকে আমাদের সীমিত পাপাচারের চাইতেও কম দেখাতে চায়। দ্বিতীয়- এরই সাহায্যে সে প্রথমে নৈরাশ্যের মধ্যে তারপর অকর্মন্যতায় (অর্থাৎ সব ছেড়ে দেওয়ার মহাপাপে) জড়িয়ে ফেলতে চায়। এটাকে প্রতিরোধ করুন এবং ক্ষমার একীন রাখুন।

দুআর মধ্যে ভয় পাওয়ার এলাজ

প্রশ্নঃ একব্যক্তি দুআর সময় ভীতি ও সংকোচ বোধ করে, এই ভীতি নির্মূলের যদি কোনো ব্যবস্থা থাকে হযরতের নির্দেশ মতো আমল করা হবে।

জবাবঃ উত্তম এই যে, কিছু ব্যাপক ভিত্তিক ও সার্বিক অর্থ ও চাহিদা সম্পন্ন দুআ তিনি নির্বাচন করে নেবেন এবং মনোযোগের সঙ্গে নির্বাচিত সেই দুআগুলো পড়বেন। চাই মন লাগুক বা না লাগুক। ইনশাআল্লাহ্ এরপর ভীতি কেটে যাবে। এই ভীতি কোনো কোনো স্বভাবের মধ্যে চিন্তার কারণে আসে। এক সপ্তাহ পর আবার অবস্থা জানাবেন। এই চিঠিটাও সঙ্গে পাঠাতে হবে।

গায়রুল্লাহর দিকে যুক্তি নির্ভর আগ্রহ নিন্দনীয়, স্বভাবগত আগ্রহ নয়

হালঃ রাতে এক বিছানায় স্ত্রীর সঙ্গে শুয়ে হাসি-তামাশা করার কারণে যৌন চাহিদা প্রবল হয়। যতক্ষণ জেগে থাকি তার প্রতি আগ্রহ জেগে থাকে। এই সময়টুকুতে আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ থেকে দিল গাফেল থাকে। একারণে পৃথক বিছানায় ঘুমালে কি কোনো সমস্যা আছে? অথবা এ ব্যাপারে আসলে কী করণীয়?

বিশ্লেষণঃ স্ত্রীর সঙ্গে আনন্দ-ফূর্তি করা, রসিকতা করা, সহবাস করা স্ত্রীর হক। মানে স্বামীর কাছে তার পাওনা অধিকার। অধিকার আদায় বাতেন ও কলবের জন্য ক্ষতিকর নয়। বরং কলবকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক। তাছাড়া

www.islamfind.wordpress.com

স্ত্রীর প্রতি এই আগ্রহটা তবয়ী বা স্বভাবগত। এটা আল্লাহ্‌র প্রতি আগ্রহের পথে অন্তরায় নয়। অবশ্য যদি গায়রুল্লাহ্‌র প্রতি যুক্তিনির্ভর (আকলী) আগ্রহ হয়, অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত দুটি পরস্পর বিরোধী হলে গায়রুল্লাহ্‌র কাঙ্ক্ষিত বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয় আল্লাহ্‌র কাঙ্খিত বিষয়টির উপর, তাহলে অবশ্যই সেটা নিন্দনীয় ও ক্ষতিকর। সুতরাং শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে বিছানা ভিন্ন করবেন না। অবশ্য প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। যেন কোনো দীনী মাকসূদের ক্ষেত্রে বিঘ্ন না ঘটে।

ওয়ারেদ বা ভাবাবেগ প্রবল হলে ঠেকানো উচিৎ নয়

হালঃ পাঁচ-ছয়দিন আগের কথা। অধম মাদরাসায় সহীহ মুসলিমের লিখিত পরীক্ষা নিচ্ছিল। প্রশ্নপত্র দেওয়া শেষ। ছাত্ররা লিখায় মশগুল ছিল। আমি চুপে চুপে কালিমা তাইয়েবার যিকির করছিলাম। আমার অভ্যাস এই যে, সর্বদা চলতে-ফিরতে উঠতে-বসতে যে কালিমা শরীফের যিকির করি, তাতে 'ইল্লাল্লাহ' অংশের উপর শ্বাস দিয়ে যরব লাগাই। যেটা করা আমার এক রকম অভ্যাস হয়ে গেছে। তো সেখানে বসে বসে আমি চুপি চুপি যবানি সিররী যিকিরে মশগুল ছিলাম। এমনকি আমার এটাও স্মরণ ছিল না যে, আমি একটি মজমার মধ্যে অথবা মাদরাসার মধ্যে বসে আছি। প্রচুর যিকিরের কারণে তখন হাল এমন হল যে, প্রথমে আমার দিল বা হৃৎপিণ্ডের মধ্যে নড়াচড়া শুরু হল। লক্ষ করলে বুঝা যাচ্ছিল যে, যেই হরকত (নড়াচড়া) আমি জিহবা দিয়ে করছি, হুবহু সেইটা কলবও করছে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন যে, এটা কী ছিল। আমার কল্পনা না অন্য কিছু?

বিশ্লেষণঃ যদি কল্পনাও হয় তবুও মূল মাকসূদের সোপান বা সিঁড়ি।

হালঃ আমার কলবের মধ্যে তখন অত্যন্ত গরম এবং খুব স্পষ্ট হরকত (নড়াচড়া) বোঝা যাচ্ছিল। এমনকি অল্প সময় পরে আমার সারা দেহ কাঁপতে শুরু করল। যাকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছিলাম কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছিল না। এর মধ্যে পরে জানতে পারলাম, অনেক পরীক্ষার্থী তালেবে এলম আমার সামনে থেকে সাদা কাগজ নিয়ে গেছে, কেউ কেউ আমার কাছে প্রশ্ন নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে এসেছে অথচ এসব কিছুই আমি বলতে পারব না। কিছুক্ষণ পরে যখন আমি যবানের যিকির বন্ধ করেছি তখনও অনেক সময় পর্যন্ত আমার কলবে ও শরীরে সেই হরকত চলতেই থেকেছে। এর কারণে এক ধরনের স্বর্গীয় লয্যত ও আনন্দ পাওয়া যাচ্ছিল। যা নড়াচড়া বন্ধ হয়ে

www.islamfind.wordpress.com

যাওয়ার অনেক পরেও পাওয়া যাচ্ছিল। তখন- যে সময় এই নড়াচড়া চালু ছিল, আমার অবস্থা ছিল এই যে, সেই নড়াচড়া যদি আরো কিছু সময় থেকে যেত তাহলে আমি হয়ত জবাই করা মুরগীর মতো জমিনে গড়াগড়ি খেতাম। কেননা আলামত দেখে সেরকমই মনে হচ্ছিল।

বিশ্লেষণঃ তাতে সমস্যা কী ছিল। তীব্র প্রয়োজন ছাড়া ওয়ারেদকে ঠেকানো আকাবেরদের স্পষ্ট ভাষ্যমতে- ওয়ারেদাত'র হুকুক নষ্ট করার শামিল। প্রবল রূপে প্রাধান্য বিস্তারের সময় ওয়ারেদাতের অনুগত হয়ে যাওয়া উচিৎ।

একাগ্রতা অর্জনের তরীকা

প্রশ্নঃ ইদানিংকালে পূর্বের তুলনায় চিন্তাশক্তি বর্ধিত। যখনই ফারেগ থাকি। কোনো কাজ না থাকে তখনই অহেতুক কিছু না কিছু প্রশ্নোত্তর, এলমী মাসআলা, শরয়ী বা গায়রে শরয়ী বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা চালু হয়ে যায়। একাগ্রতার জন্য কী ব্যবস্থা নেয়া যায়।

জবাবঃ অধিক পরিমাণে যিকির ও ফিকির।

* * *

প্রশ্নঃ যিকির করতে করতেই আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বতের সময় মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় যে, নিজের হাতেই চুমু খাই। হুযূর এই বিস্ময়কর হালত মাযমুম বা নিন্দনীয় নয় তো?

জবাবঃ না।

কলবের বিস্মরণ (ভুলে যাওয়া) খারাবির কারণ নয়

হালঃ আজকাল আমার স্কুল ভোরে চালু হয়। এবং এগারোটা পর্যন্ত চলে। স্কুল ছুটির পর যখন আসি। শরীর ক্লান্ত না হলে অযু করে কিছুক্ষণ যিকির করি। মোটামুটি তিন হাজারবার যিকির করার পর কিছুটা ঘুমাই। যেন রাতে উঠতে অসুবিধা না হয়। গত পরশু শুক্রবারে ঘটল এই যে, ভোরে যখন ঘুম থেকে উঠি তখন মনে ছিল যে, আজ শুক্রবার। স্কুল থেকে ফিরলাম তখনও পথে মনে ছিল। কিন্তু যখন বাড়িতে এসে অন্য দিনের মতো অভ্যাসবশত ওযু করলাম, তখন ভুলে গেছি। যিকির শুরু করলাম, ঘুম চাপল তখন ভাবলাম তিন হাজার পূর্ণ হলে কিছুটা ঘুমিয়ে নেব। যোহরের নামাযের পর বাকিটা পূর্ণ করব। বিছানায় যখন শুয়ে পড়লাম। দেখলাম ঘুমের কোনো ভাব নেই।

www.islamfind.wordpress.com

দাওয়াত ও আবদিয়াত কিতাবটি হাতে নিলাম, পড়তে পড়তে হয়ত ঘুম এসে যাবে। কিন্তু কিতাব পড়ায় এমন মন বসে গেল যে, ঘুমের ভাব একদম দূর হয়ে গেল। জুমা'র কথা একেবারেই ভুলে গেলাম। সবশেষে যখন ঘুম আসার আশা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল তখন চিন্তা করলাম, কিছু সময় পর যদি আবার ঘুম আসে তাহলে হয়ত যোহরের ওয়াক্তও থাকবে না। সেজন্য তখনই উঠে নামায পড়ে অবশিষ্ট তিন হাজার এসমে যাতের যিকির করে ঘুমিয়ে গেলাম। পাঁচটার সময় উঠে ওযু করে নামায পড়লাম। সালাম ফেরানোর পর মনে পড়ে গেল- আজ শুক্রবার জুমা'র নামায ছিল। আমি জুমায় শরীক হই নি। ভীষণ আফসোস হল। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এতবড় একটা দুর্ঘটনার পরও কলবের মধ্যে কোনো পেরেশানি হল না। এতবড় ঘটনায় যেরকম বেচাইন ও অস্থির হওয়ার কথা ছিল সেরকম কিছু কলবের মধ্যে অনুভব করা গেল না। যে কারণে ভয় হচ্ছে যে, আমার কলবের হালত ঠিক আছে তো? হুযূর আমার হালতের প্রতি খাস তাওয়াজ্জুহ দেবেন।

বিশ্লেষণঃ না, কলবের হালত খারাপ হয়ে যায় নি। ভুলে যাওয়া মানুষের একটি স্বাভাবিক ত্রুটি ও দুর্বলতা। এ বিষয়ে সরাসরি হাদিস রয়েছে- رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ আমার উম্মতের ভুল ও ভুলে যাওয়াকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তবে এরপরও দাসত্বের মনোবৃত্তির (আবদিয়াতের) চাহিদা অনুসারে তওবা ও এস্তেগফার করা উচিৎ। কেননা যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়াও এক প্রকার অপরাধ।

নির্জনতা ও জনসমাগমের তফাৎ

হালঃ নির্জনে একাকীত্বের কষ্ট হয় আর লোকজনের মধ্যে থাকলে হৃদয়ের কোমলতা থাকে আর যবানে سبحان الله – سبحان الله জারি হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ নির্জনে একাকীত্ববোধ হলেও সেটা সাময়িক, যিকিরে মশগুল থাকলে ক্রমেই সেটা দূর হয়ে যাবে। লোকজনের মধ্যে অন্তর কোমল হলেও সেটা নফ্সের আনন্দের বিষয় বলে গ্রহণযোগ্য নয়।

'ওয়াজদ' আবেগ উদ্বেলতার আছর

হালঃ অধম যখন নামাযের মধ্যে 'তাশাহ্হুদ' সমাপ্ত করে এবং দরূদ শরীফ শুরু করতে যায় তখন সারা শরীরের রোম কাটা দিয়ে ওঠে। যেমন শীতল

www.islamfind.wordpress.com

পানি ঢাললে হয়। এটা প্রত্যেক নামাযেই হয়। সেটা নফল হোক বা ফরয। কয়েক বছর ধরে এটা হচ্ছে। জানি না এর কারণ কি? আশা করি হযরত এই মূর্খকে এর কারণ জানিয়ে চিন্তামুক্ত করবেন।

বিশ্লেষণঃ এটা এক প্রকার 'ওয়াজ্‌দ' বা আবেগ উদ্বেলতা। যা বর্ণিত এই আয়াতে تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ (যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের লোম শিউরে উঠে।) এটা রুচির বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। আপনার ক্ষেত্রে নবী প্রেমের উন্মত্ততা ও প্রবল উৎসাহ এর কারণ। যার প্রেরণা হয় দরূদ শরীফ। নামাযের বাইরে দরূদের দ্বারা যদি না হয়ে থাকে তাহলে নামাযের একাগ্রতা একে প্রবল করে তোলে।

অতীত হালত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অন্তরের জন্য ক্ষতিকর

হালঃ শা'বান মাসের শুরু থেকে যিকিরের মধ্যে মতো আকর্ষণ ও ভালো লাগা ছিল যে, যিকির সমাপ্ত করতে মন চাইত না। প্রতিদিন মনে মনে ইচ্ছা করতাম যে, যতক্ষণ দেল-দেমাগ, মন মস্তিষ্ক সচল থাকবে ততক্ষণ যিকির বন্ধ করব না। শা'বানের শেষ প্রান্তে এই অবস্থায় ঘাটতি এল। যেদিন হযরত ডেগ সফরে যাচ্ছিলেন। সেদিন আমি হুযূরের নিকট আরজ করেছিলাম যে, দুই-তিনদিন থেকে যিকিরের মধ্যে আকর্ষণ কমে গেছে। হযরত আমাকে দুটি বিষয় অবশ্য পালনীয় করে দিলেন। এক- দৈনিক গোসল করা। দুই- যিকিরের শুরুতে একশবার يَا بَاسِطُ পড়া। ঐদিন থেকেই দুটি বিষয় চালু আছে। রমাযান শরীফের শুরুতে নামায আদায়ের সময় এমন নিমগ্নতা প্রকাশ পেত যে, মনে হত সারাদেহ মন, ভেতর ও বাহির সবকিছু নামাযের সঙ্গে লেপ্টে আছে। বিশ রমযান পর্যন্ত এই কাইফিয়াত অব্যাহত ছিল। এ'তেকাফের দিন থেকে নামাযের সে হালত কমে গেল। কিন্তু কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের মধ্যে সেই মজা অনুভূত হতে থাকল। মন চাইত যে নাওয়াফেলের (নফল নামাযের) পরিবর্তে কুরআন তিলাওয়াত করি। দিন-রাত কুরআনের মধ্যে নিমজ্জিত থাকি। ঈদের পর কিছু সফর করতে হল। এতে খাওয়া-দাওয়া চাহিদা মতো হল না। ফলে গ্যাস হয়ে খুব কষ্ট হল। তখন না যিকিরের মধ্যে মজা ছিল। না নামাযের মধ্যে আকর্ষণ আর না কুরআনের মধ্যে সেই হালত। যদিও জোর-জবরদস্তি অযীফা পূর্ণ করতাম। আলহামদুলিল্লাহ্ চিকিৎসার ফলে গ্যাসের কষ্ট দূর হয়েছে কিন্তু নামাযে, যিকিরে ও তেলায়াতে যে হালত কুরআনে বিভিন্ন সময়ে ছিল, এখন আর

www.islamfind.wordpress.com

নেই। যদিও কিছুটা মেহনত ও পরিশ্রম করে এখন আবার যিকির তিলাওয়াত ইত্যাদির সঙ্গে কিছুটা মন লেগেছে কিন্তু পূর্বোক্ত অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব মনে হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ ঐ অবস্থা তো মাকসূদ ছিল না যা মাফকূদ হওয়াতে (হারানোতে) এত ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। কিছু কিছু কব্য উত্তম হয় কিছু কিছু বাস্ত থেকে। খবরদার কখনো কোনো বিশেষ অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা ও মেহনত করতে যাবেন না। সেটা অন্তরের জন্য ক্ষতিকারক। কারণ সেটা হয় অনর্থক ব্যাপারে ব্যস্ত হওয়া। এই বিষয়টা সারা জীবনের জন্য কর্মসূচী বানিয়ে নেওয়ার যোগ্য।

'খওফ'-র চেয়ে শওক আফযল

হালঃ কখনো কখনো হাদিস 'তোমরা অধিক পরিমানে সকল মজা ও আনন্দ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে স্মরণ কর।' এর উপর আমল করি। (অর্থাৎ মাঝে মাঝে মৃত্যুকে স্মরণ করি) তাতে আখেরাতের ভয় অন্তরে সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে ঐ জগতের প্রতি 'শওক' ও আগ্রহ তৈরী হয়। আমি ঐ শওককে ঠেকানোর জন্য নিজের পাপাচার, আযাবে কবরের ভয়াবহতা ইত্যাদির ধ্যান করি। তাতে অস্বাভাবিকতা ও ভীতির ভাব চেপে ধরে কিন্তু এরপর আবার স্বদেশের (আখেরাতের) প্রতি আকর্ষণ প্রবল হয়ে উঠে। এখন ঐ চেষ্টার পর আর কী করা উচিৎ জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ ঐ জগতের ব্যাপারে অন্তরে 'খওফ' ও ভয় জাগানোর চেয়ে উত্তম হল 'শওক' বা আগ্রহ জাগানো। সেটাকে ঠেকানোর চেষ্টা ক্ষতিকর। এটাকে নেয়ামত মনে করে শোকর করুন এবং বাড়িয়ে দিন ঐ আগ্রহ।

একাগ্রতা না হওয়া ক্ষতিকর নয়

হালঃ গতকাল থেকে এক রকম বে-চাইনি ও অস্থিরতা বোধ হচ্ছে। মন চাচ্ছে কোনোভাবে দ্রুত মনজিলে মাকসূদে পৌঁছে যাই। নিজের দিক থেকে পরিপূর্ণ চেষ্টা করে যাচ্ছি যেন একাগ্রতা হাসিল হয়। কিন্তু সেই একাগ্রতার নাম গন্ধও খুঁজে পাচ্ছি না। দয়া করে এর এলাজ দিন।

বিশ্লেষণঃ আপনার এই অস্থিরতা একাগ্রতা হাসিলের জন্য। অযীফা আদায়ের জন্য নয়। এখানে শুধু অযীফা আদায় করে আপনি খুশি নন। আপনি যে একাগ্রতা হাসিল করতে চাচ্ছেন তা এখতিয়ারী বিষয় নয়। গায়ের এখতিয়ারী

www.islamfind.wordpress.com

কোনো ব্যাপারে এলাজ করা উচিৎ নয়। কেননা তাতে সময়ের অপচয় হয়। তাছাড়া গায়রে এখতিয়ারী কোনো বিষয় না থাকা ক্ষতিকরও না। একারণে এলাজেরও কোনো আবশ্যকতা নেই।

আবেগ ও মজা খোঁজা রোগ

হালঃ অধম আপন কাজে যথারীতি লেগে আছে। আল্লাহ্‌র শোকর যে, কখনো ছোটে না এবং না কখনো সময়ের মধ্যে তারতম্য হয়। অবশ্য যেই মনোনিবেশের সঙ্গে হওয়া উচিৎ ছিল তা হয় না। সেজন্য ভীষণ আফসোস হয়।

বিশ্লেষণঃ আবেগ ও মজা খোঁজার রোগ এখনো দিল থেকে দূর হয় নি। মনোনিবেশ যদি এখতিয়ারী হয় তাহলে অভিযোগের মানে কী? করে ফেলুন নিজেই। আর যদি গায়ের এখতিয়ারী হয় তাহলে তো সেই কথাই অর্থাৎ আবেগ খোঁজার রোগটি রয়েই গেছে আপনার মধ্যে ।

হালঃ আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে -

آنانکہ خاک را بنظر کیمیا کنند - آیا بود کہ گوشۂ چشمے بما کنند

অর্থঃ যিনি একদৃষ্টি দিয়ে মাটিকে পরশ পাথর বানিয়ে দেন। তিনি যেন দয়া করে একটু দৃষ্টি আমার দিকেও ফেরান।

বিশ্লেষণঃ তাসাররুফ বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগের আবেদন করার রোগটিও এখন পর্যন্ত দূর হয় নি।

হালঃ আর আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ আমার অন্তরে এমনভাবে থাকবে যেমন আশেক তার মাশুকের স্মরণে লেগে থাকে সারাক্ষণ, কখনোই তাকে ভুলে থাকে না। সারাক্ষণ থাকবে শুধু আল্লাহ্‌র স্মরণের খেয়াল। দুনিয়ার যতই ও যেমনই বিপদ-আপদ আসুক না কেন কোনো পরোয়া নেই। তিনি যেভাবে রাজি আমি তার ইচ্ছার উপরই শোকর-গোযার থাকব। কখনোই উহ্ বলব না।

বিশ্লেষণঃ এত সেই হাল ও আবেগ এবং মজা খুঁজে বেড়ানো এবং আমলের যেটুকু তাওফিক, তার প্রতি অকৃজ্ঞতা। কেন চিন্তা করেন না যে, এতটুকু তাওফিকও যদি না হত তহলে কী করতে পারতেন?

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ রমাযানুল মুবারকের পর একমাস পর্যন্ত ফোড়ার যন্ত্রণায় ভুগতে হয়েছে। চলা-ফেরা, উঠা-বসাও ছিল কষ্টকর। এরই মধ্যে সাবালত্বের কাছাকাছি বয়সী আমার এক ছেলে ও এক ভাতিজীর এন্তেকাল হয়ে গেছে। এর কিছুদিন পূর্বে আমার এক ছেলে ও মেয়ের এন্তেকাল হয়েছিল। (আল্লাহ্ তাআলা ঐ বাচ্চাদের জান্নাত দান করুন, আমাদেরকে ছবরের বিনিময় দিয়ে ছাবের ও ধৈর্যশীলদের শ্রেণীতে নামভুক্ত করে দিন।) হযরত! ঐ সব বিপদ-আপদে খুব নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকার চেষ্টা করেছি। একটিও অশোভন ও অধৈর্যের ও বেয়াদবির শব্দ মুখ থেকে বের হতে দেই নি। স্বভাবগত কষ্ট হয়েছে ভীষণ। আমি খাস ও ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধবের কাছে দুঃখ ও কষ্টের কথা প্রকাশ করেছি কিন্তু পরে সন্দেহ হল যে, এটা করা ছবরের খেলাফ, রেযা বিল কাযা বা আল্লাহ্র ফয়সালায় খুশি থাকার খেলাফ হয়ে গেল না তো? এই চিন্তা আসার পর থেকে যবানকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছি। এখন হুযূরের কাছে নিবেদন এই যে, দয়া করে অধমকে একটু সান্তনার কথা বলবেন যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো কি ছবর, রেযা ইত্যাদির খেলাফ হয়ে গেছে? ঐ কষ্টের প্রকাশ তো এজন্য করেছিলাম যেন চিন্তা ও শোক কিছুটা লাঘব হয়ে যায়। প্রকাশ না করলে তো দম বন্ধ হয়ে কষ্ট বেড়ে যাবে।।

বিশ্লেষণঃ কোনো সমস্যা নেই।

হালঃ স্বভাবগত কষ্ট'র সীমা কতটুকু?

বিশ্লেষণঃ যেখানে মানুষের এখতিয়ার নেই।

প্রশ্নঃ মেহেরবানি করে দু-একটি সান্তনার কথা লিখে দিন যা দ্বারা আমার এবং বাচ্চাদের মায়ের পূর্ণ সান্তনা লাভ হয়। দুআ করবেন যেন আল্লাহ্ তাআলা ছবর দান করেন এবং ছবরের সওয়াব দান করেন।

জবাবঃ 'শাওকে ওয়াতান' পুস্তিকাটি মনোযোগের সঙ্গে মুতালাআ করলেই যথেষ্ট হবে। ইনশাআল্লাহ্।

হালঃ ইতিপূর্বে হুযূরকে জানিয়ে ছিলাম যে, নামাযের মধ্যে রহমত ও আযাবের আয়াত এলে আমি চিৎকার দিয়ে উঠি এবং কেরাত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এখন এই ভাবনা আসে যে, এটা তো সৃষ্টিজীবকে কষ্ট দেওয়ার একটি পন্থা। কেননা যখন স্বশব্দে চিৎকার বের হয় তো আশপাশের সকল নামাযী অথবা যিকিরকারী আকস্মিক ঐ আওয়াজে চমকে উঠেন এবং তাদের দিল ধড়ফড় করে উঠে যে, এটা কী হল? এজন্য এখন যেইমাত্র ঐ হালত

www.islamfind.wordpress.com

তৈরী হয় সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলি অথবা খুব সামান্য আওয়াজ বের হয়। আমার উক্ত ভাবনা ঠিক না ভুল?

বিশ্লেষণঃ ঠিক আছে।

হালঃ নিয়ন্ত্রণ করা ক্ষতিকর নয় তো?

বিশ্লেষণঃ না, ক্ষতিকর নয়।

হালঃ নিজের সকল আমল আল্লাহ্‌র ফযলে ঠিকঠাক মতো চলছে। এতায়াত-আনুগত্য এবং গোনাহ থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে চেষ্টা ও যত্নও থাকে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। হুযূর দুআ করবেন যেন আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর গোলামীর পরিপূর্ণতা দান করেন।

বিশ্লেষণঃ জান-প্রাণ দিয়ে।

আবেগ উম্মত্ততা ও অভিব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করা অনর্থক ব্যাপার

হালঃ পূর্ব চিঠিতে যা কিছু আরজ করেছিলাম, তার উদ্দেশ্যে ছিল হুযূরের তাওয়াজ্জুহ কামনা করা। অন্য কিছু নয়।

বিশ্লেষণঃ এটা কি সাধারণ তাওয়াজ্জুহ বা মনোযোগ আকর্ষণ নাকি বিশেষ ঐ উদ্দেশ্যে মনোযোগ আকর্ষণ? যদি প্রথমটি হয় তাহলে ঐ কিরনাম ব্যবহার করলেন কেন? দ্বিতীয়ত- আমি অমনোযোগিতা দেখালাম কবে যে, মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। আর যদি দ্বিতীয়টি হয় তাহলে তো কথা সেটাই যে, অভিযোগ আপনার মনে রয়েই গেছে।

হালঃ হুযূর বারবার যে বিষয়গুলোর খাহেশকে নিষেধ করেছেন, সেই নিষিদ্ধ ব্যাপারগুলোর আকাঙ্ক্ষা জানানোর দুঃসাহস আমার নেই। নিজের মূর্খতা ও অজ্ঞাতার কারণে উক্ত কিরনাম লিখা হয়ে গেছে। যে কারণে হুযূরের দিলে এসছে যে, ঐগুলোর আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে এখনো আছে।

বিশ্লেষণঃ ঐ কিরনামের কোনো কারণ তো আছেই।

উন্নত হালত

হালঃ রাতের মা'মূল বারো তাসবীহ আর দিনের মা'মূল বারোহাজার এসমে যাত, যা অসুস্থতার পূর্বে ছিল চব্বিশ হাজার। দুর্বলতার কারণে বর্তমানে বারো হাজার আদায় করে থাকি। দুদিন যাবৎ অবস্থা এই যে, আল্লাহ্‌র ভয়

www.islamfind.wordpress.com

প্রবল হয়ে উঠছে এবং নিজের পাপাচার, দোষ-দুর্বলতাগুলো চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। নিজের আমলে ছালেহা যাই করি সেগুলো গণনা করার যোগ্যই মনে হচ্ছে না। সে কারণে ভয় আরো বেশি হচ্ছে। মনে হচ্ছে যে, আমি এখন কোনো মানুষের চাহিদা ও সন্তুষ্টি মতোই কিছু করতে সক্ষম নই তাহলে আহকামুল হাকিমীন-এর সন্তুষ্টি মতো কী আমল করতে পারব? সুতরাং আমার আমল স্বয়ং গোনাহ ও পাপ। তবে এই মনোভাব অন্তরে থাকলেও আ'মালে ছালেহা করতে মন চায় এবং করতে পারলে খুব আনন্দ লাগে।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্, এ সবই উন্নত হালত। আল্লাহ্ আরো উন্নতি দান করুন।

গায়রে এখতিয়ারী বিষয়াদিতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই

হালঃ হুযূর! অল্পক্ষণের মধ্যেই একদম সব ভুলে যাই। অতিরিক্ত ভুলে যাওয়া ও অতিরিক্ত গোনাহের কারণে লজ্জিত হয়ে থাকি।

বিশ্লেষণঃ গায়রে এখতিয়ারী বিষয়সমূহে লজ্জার কারণ কী?

আল্লাহ্র দীদার লাভের আকাঙ্ক্ষায় আখেরাতের সফরের দ্রুততার আকাঙ্ক্ষা বৈধ

হালঃ কোনো জায়গায় কোনো কাজে মন বসে না। মনটা খুবই বিষণ্ন। দুর্ভাবনা ও চাঞ্চল্যে ভরা এই মন কোথাও শান্তি ও স্বস্তি পায় না। আপন জীবনের প্রতিও ভীত, খুব চিন্তিত ও পেরেশান। গভীর চিন্তা-ভাবনা করে মনে হচ্ছে যে, জীবনের বাকি সময়ের পরিমান রয়ে গেছে অতি সামান্য। একটি ঘন্টা সময়েরও কোনো বিশ্বাস ও ভরসা নেই। শুধু আকলীভাবেই নয়, তবয়ীভাবেও মনে হয় আমি জেলখানায় বন্দি। কিন্তু এই কথা ভাবলে অস্থির হয়ে যাই যে, মানুষের কিছু পাওনা রয়েছে আমার যিম্মায়। মরার পরে কী দিয়ে শোধ করব? এজন্যই মন চায় যে, আর চার-পাঁচ মাস যদি আরো বাঁচতাম! তাহলে ঋণের বোঝামুক্ত হয়ে 'ওয়াতানে আছ্লী' বা স্বদেশের (আখেরাতে) পৌঁছে যেতাম। কিছুদিন থেকে সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার দীদারের প্রতি। পেরেশান হয়ে দুআ করতে চাই কিন্তু হিম্মত হয় না। দুআর জন্য হাত উঠালেও বে-আদবির আশঙ্কা বাধা হয়ে যায়। কী করব? দুআর ইচ্ছাটা এখানো অন্তরে রয়েই গেছে। করতে পারি নি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্! সকল হালত মাহমূদ ও প্রশংসনীয়। মুবারক হোক। দীদারের আকাঙ্ক্ষায় এভাবে দুআ করুন- হে আল্লাহ্! আমার যেন দ্রুত দীদার নসীব হয়। এর সারমর্ম হল, আখেরাতের সফরের দ্রুততা কামনা যা আল্লাহ্র দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় করা বৈধ।

নতুন হাল না হওয়া এবং পীরের ধ্যান

হালঃ বর্তমানে আরজ করার মতো নতুন কোনো হাল নেই। শুধু কুশলাদি জিজ্ঞাসা করাই এই চিঠির উদ্দেশ্য। অবশ্য জিজ্ঞাসা কারার মতো একটি বিষয় রয়েছে যে, বেশিরভাগ সময় আমার এমন ঘটনা ঘটে যে, নামায ও অযীফার মধ্যে হঠাৎ করে অনিচ্ছাকৃতভাবে হুযূরের ছবি কল্পনায় এসে যায়। যেন আপনি আপনার স্থানেই আছেন, আমিও আপন স্থানে রয়েছি। আপনাকে নামাযের কিয়ামের হালতে দেখতে পাচ্ছি আর একথা মনে হচ্ছে যে, আনওয়ারে এলাহী আপনার কলবে নেমে আসছে আর আপনার কলব থেকে আমার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ হচ্ছে। ফরয নামাযের সময় আমি এই কল্পনার দিকে মনোনিবেশ করি না তবে অযীফার সময় এই কল্পনায় বেশ মজা বোধ করি। এতে আমার লাভ এই যে, অন্য অনর্থক চিন্তা-ভাবনা দূর হয়ে যায়। তাছাড়া এতে কোনো আকীদার বিভ্রান্তিও নেই। বরং একাগ্রতার অসীলা হচ্ছে বলে আমি এরূপ করি। নিবেদন এই যে, এই কল্পনা ক্ষতিকর নয় তো? তাছাড়া নামাযের সময় এই কল্পনার দিকে মনোনিবেশ না করা আবার অযীফার সময় মজাবোধ করা বৈধ হচ্ছে নাকি অবৈধ?

বিশ্লেষণঃ নতুন হাল না হওয়া এটাও একটা হাল। কেননা এর মূল কথা হচ্ছে পূর্ব হালের উপর অবিচলতা। কমপক্ষে এতটুকুর নিশ্চয়তা অবশ্যই তার মধ্যে থাকে যে, পূর্বরে চেয়ে অবনতি নেই। যেটা জিজ্ঞাসা করেছেন তার জবাব হল- বিশিষ্ট লোকদের জন্য উপরোক্ত তফসিল মতে কল্পনা ও ধ্যান করা বৈধ বরং উপকারী।

আছারে মাহমূদাহ বা প্রশংসনীয় প্রভাব

হালঃ আমি যখন থেকে কালেমা তাইয়েবার যিকির শুরু করেছি, পূর্বের তুলনায় সার্বিকভাবে অন্তরে কোমলতা ও নম্রতা বোধ হয়। পার্থক্য বোঝা যায় এভাবে যে, দুর্বল বিশেষ করে বাকশক্তিহীন জীব-জন্তুদের প্রতি বেশি দয়া আসে। ওদের কষ্ট দেখলে আগের চেয়ে বেশি কষ্ট পাই।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ভাল ও প্রশংসনীয় প্রভাব, তবে কোনো বিশেষ কৃতিত্ব এটা নয়।

বুকের মধ্যে গরম বোধ হওয়ার এলাজ

হালঃ অধমের সিনার মধ্যে খুব গরম বোধ হয়। এমন মনে হয়, কলবের মধ্যে আগুন ভরা। এর কি কোনো ব্যাখ্যা আছে? আমার করণীয় কী?

বিশ্লেষণঃ জেহের ও যর্‌ব ছেড়ে দিন, যিকিরের সময় এই ধ্যান করুন যে, আমার কলবের সঙ্গে চাঁদ লেগে আছে।

যিকির বৃদ্ধির আগ্রহের এসলাহ

হালঃ হাল এই যে, যিকির করে তৃপ্তি ও পরিতৃপ্তি বোধ হয় না। মন চায় যে, এমন একটি জায়গা হোক যেখানে একদম শোরগোল নেই, সেখানে গিয়ে রাত-দিন যিকির করতে থাকি।

বিশ্লেষণঃ ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে যাওয়ার চেয়ে উৎসাহ বাঁচিয়ে রাখা উত্তম। সুতরাং যিকিরের পরিমাণের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখবেন। এক আগ্রহ কিছুটা থাকতেই সমাপ্ত করবেন। দ্বিতীয়- সহ্য ক্ষমতার বাইরে যেন না যায়। এই বিষয় দুটি মেনে চললে আপনার উক্ত হালত ফলপ্রসু হবে ইনশাআল্লাহ্।

যিকিরের মধ্যে লয্‌যত ও মজা মাকসূদ নয়

হালঃ আমার তাহাজ্জুদের আমল বেশিরভাগ আট রাকাতের। দীর্ঘ কেরাত পড়ার আগ্রহের কারণে ২৯ পারা থেকে বড় বড় আটটি সূরা মুখস্ত করেছিলাম। সেই সূরাগুলো দীর্ঘদিন যাবত পড়ে চলেছি। তাতে নামাযের মধ্যে খুব সুখ ও আনন্দ পাই। কিন্তু কয়েকদিন থেকে নামাযের পরে বারো তাসবীহের যিকিরে তত আনন্দ পাই না। হুযূরের কাছে নিবেদন এই যে, আমি কি এভাবেই আমল চালু রাখব?

বিশ্লেষণঃ হাঁ, যদিও যিকিরের মধ্যে তেমন মজা না পাওয়া যায়, আমল ঐভাবেই আমল চালু রাখবেন। কেননা যিকির অন্য সময়েও তো হবে, সেগুলোর মজা পূর্ণাঙ্গ হবে।

হালঃ ফজরের নামাযের পর অর্ধপারা কুরআন শরীফ, এক মনযিল মুনাজাতে মকবূল চব্বিশ হাজার এসমে যাতের এক যর্‌বী যিকির, চলতে ফিরতে এস্তেগফার আল্লাহ্‌র ফযলে ও হুযূরের দুআয় দৈনিক ভালভাবে আদায় হয়ে যাচ্ছে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ আধাপারা কুরআন শরীফ কম হয়ে যায়, এক পারা করে পড়ুন।

হালঃ কলব জারি হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ এর মানে কী ? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

হালঃ যিকিরের সময় অন্য কিছু আওয়াজ শুনতে পাই, ভাল করে খেয়াল করলে কিছু শোনা যায় না। তবে এতে ভাল লাগে।

বিশ্লেষণঃ এটা কোন্ সময় হয়?

হালঃ প্রায়ই যিকির, নামায এবং তেলাওয়াতে একাগ্রতা ও গভীর মনোনিবেশ পাই আবার কখনো কখনো সেটা না হলে অধমের ভীষণ কষ্ট হয়।

বিশ্লেষণঃ আমার পুস্তিকা তারবিয়াতুস সালিক পড়েন নি? যদি পড়ে থাকেন তাহলে এ সম্পর্কে সেখানে কি কোনো পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ নেই?

হালঃ হুযূর দুআ করবেন যেন অবিচলতাই একাগ্রতা ও মজা হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ তারবিয়াতু... এ অনুসন্ধানের পর দুআর আবেদন করা না করাটা গ্রহণযোগ্য হবে।

আলোকরশ্মি দেখা

হালঃ তিন-চারদিন হল রাতে কখনো সামনে কখনো বামে, কখনো মাথার উপর দিকে রোশনির মতো মনে হয়।

বিশ্লেষণঃ কোনো চিকিৎসকের নিকট পরীক্ষা করিয়ে জানান যে, মস্তিষ্কে উষ্ণতা বা শুষ্কতা আছে কিনা?

কামিয়াবির আলামত

হালঃ এই অধম চব্বিশ হাজার এসমে যাত এবং দশ হাজারবার এস্তেগফার আল্লাহ্‌র ফযলে দৈনিক আদায় করছি। তাহাজ্জুদ নামায এবং বারো তাসবীহ আদায় করি। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে সর্বদা এসমে যাতের যিকির করি। মোট কথা সদা সর্বদা আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ্‌র যিকির করতে থাকি। গাফলত ও উদাসীনতা হয়ত খুবই কম হয়ে থাকে। হযরত! কিছুকাল যাবত যিকিরের সময় দিল খুব নরম হয়। বিশেষত যিকিরের মাঝে সেই আগুন প্রজ্জলিত হতে থাকে। ইতিপূর্বে তো অনেক কষ্টে এত যিকির করা সম্ভব হত

www.islamfind.wordpress.com

আর আল্লাহ্ তাআলার মেহেরবানী যে, এখন অতি সহজে আরামের সঙ্গে যিকির করতে থাকি। অর্থকষ্ট, অভাব, ক্ষুধা হোক বা কব্য-বাস্ত হোক অথবা হোক অন্য কোনো মুসিবত সর্বাবস্থায় অত্যন্ত খুশি থাকি। আল্লাহ্র প্রশংসা যে, পেরেশানি ও দুশ্চিন্তার নাম গন্ধও থাকে না। তাওয়াক্কুলের ক্ষমতা আল্লাহ্ এত দান করেছেন যে, আমি একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করে থাকি এবং পাশাপাশি মাখলুকের কাছে চাওয়া অথবা কারো নিকট নিজের ভেদ প্রকাশ করা যেন কুফর ও শিরকের মতো ঘৃণ্য মনে করি। কিবির বা অহঙ্কার এর রোগ থেকে আলহামদুলিল্লাহ্ এখন একদম নিরাপদ। অহঙ্কারের ওয়াস্ওয়াসাতেও পেরেশান হয়ে যাই। যখন অহঙ্কারের ওয়াস্ওয়াসা এসে পড়ে তৎক্ষণাৎ আমি আল্লাহ্ তাআলার আযমত ও বড়ত্বের কথা ভাবতে থাকি। ব্যাস ঐ ওয়াস্ওয়াসা বিদায় নেয়। এখন আমার নিজের চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট আর কাউকে মনে হয় না। আলহামদুলিল্লাহ্! এখন নিজের মধ্যে খুব বিনয় দেখতে পাই। এর জাহেরি আছর এভাবে বোঝা যায় যে, তামাম দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। আমার দুশমন বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। আমার এই মানসিকতার আছর দুশমনদের মধ্যেও এমন হয়েছে যে, তাদের সঙ্গে দোস্তি বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে থানাভবন থেকে যখন নিজ এলাকায় এই হালত নিয়ে গিয়েছিলাম যে, প্রত্যেক মুসলিমের সেবক মনে করতাম নিজেকে। এই আচরণ করতাম প্রত্যেক মুসলিমের সঙ্গে। এর আছর হল এই যে, যারা আমার বিরোধী ছিল এবং আমার প্রতি এক ধরণের বিদ্বেষ পোষণ করত, তারাও আমার প্রতি সদয় হয়ে গেল এবং আমার শুভাকাঙ্খী হয়ে পড়ল। এক ব্যক্তি যিনি আমার সমপেশার মানুষ, দয়াপরবশ হয়ে আমাকে বললেন- ভাই সাহেব! কতদিন এভাবে বেকার পড়ে থাকবে? কোনো কাজ শুরু কর। আমি বললাম, জনাব! আলহামদুলিল্লাহ্ আমি বেকার নই। বরং আলহামদুলিল্লাহ্ ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্। আমি সেই কাজের তাওফিক পেয়েছি, যার জন্য এই পৃথিবীতে আমার সৃষ্টি হয়েছে। আপনার ভাষায় যেটা বেকারত্ব, আল্লাহ্ সেই বেকারত্বকে আমার জন্য বরকতময় করে দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- কী কাজ আপনি করেন? আমি বললাম আল্লাহ্ আল্লাহ্ করি। বললেন- রুটির ফিকিরও কিছু করা উচিৎ। আগে পেট ঠিক করতে হবে তারপর আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে হবে। আমি বললাম, জনাব! এটা আপনার নিয়ম। আমি আমহামদুলিল্লাহ্ পেটের দাসত্ব থেকে স্বাধীন হয়ে গেছি। যখন থেকে আমার

www.islamfind.wordpress.com

কাছে রুটির পেছনে অর্থাৎ পেটের জন্য দৌড়ানোকে অনর্থক মনে হয়েছে, তখন থেকে ঐ রুটির চিন্তা এবং রুটির জন্য চেষ্টা একদম ছেড়ে দিয়েছি। স্বাধীন রিজিক দাতার উপর ছেড়ে দিয়েছি আমার সব চিন্তা। এসব শুনে তিনি খামোশ ও নীরব হয়ে গেলেন। আমি তাকে অনুরোধ করলাম, আপনি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার জন্য এই দুআ করুন যেন তিনি আমাকে ও আপনাকে তাঁর মুহাব্বত দান করেন। বিনয়ের বাতেনি আছর নিজের মধ্যে এরকম দেখি যে, পূর্বে সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ করতে লজ্জাবোধ হত। এখন নিঃসঙ্কোচে নিজেই সেগুলো করে থাকি। যেমন বাজার থেকে সদাই এর ব্যাগ নিজেই বহন করে আনা, গম, যব ইত্যাদি নিজেই মাথায় করে নিয়ে ভাঙ্গানোর জন্য পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। যেন সুন্নত মনে করে ঘরের কাজ-কারবার খুশির সঙ্গে করতে থাকি। এতে দিল খুলতে থাকে। নফসের স্বার্থের বিপরীত প্রতিটি কাজ করার দ্বারা দিল খুলতে থাকে। প্রফুল্লতা আসে। আলহামদুলিল্লাহ্ নাফরমানির প্রতি কলবের মধ্যে তীব্র ঘৃণাবোধ রয়েছে। কলবের মধ্যে সর্বদা গাফলত ও উদাসীনতার ব্যাপারে সতর্কতা রয়েছে। প্রত্যেক কাজ করার অনেক পূর্বেই চিন্তা করে নেই যে, এটা আমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই করছি। এজন্যই যিকির, ফিকির, খানাপিনা এক কথায় প্রতিটা কাজের মধ্যেই তাঁর সন্তুষ্টির বিষয়টাকে সামনে নিয়ে আসি।

হযরত! নতুন একটি ব্যাপার বেশি দেখতে পাচ্ছি। যেটা আরজ করতে লজ্জা পাচ্ছি। কিন্তু জরুরি মনে করে প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি। সেটা এই যে, হযরতের প্রতি আমার বে-এন্তেহা মুহাব্বত হয়ে গেছে। ভালোবাসা সীমাহীন বেড়ে গেছে। মন চায় যে, সবসময় হযরতের কিছু খেদমত করি। এমনকি হযরত রাগ করলেও আমার দরুণ মাজা লাগে। মন চায় যে, আমার বাকি জীবনটা এখানে হযরতের পায়ে পড়ে কাটিয়ে দেই। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার দরবারে এই আবেদন পৌঁছে দিয়েছি যে, হয়ত আমার জন্য এমন কোনো ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক যেন আমি এখানেই পড়ে থাকতে পারি। আর পরিবারের জন্য এমন কোনো কাজ করতে পারি যেন তারা ভালভাবে চলতে পারে। নতুবা কমপক্ষে এতটুকু ব্যবস্থা করা হোক যেন প্রতি মাসে একটি সপ্তাহ এখানে থেকে যেতে পারি। হযরত! আমি থানাবভন আসার জন্য বাড়িতে ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে কাটাই। আল্লাহ্‌র কসম! থানাভবনের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গতা তৈরী হয়েছে যা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যত সময় এলাকায় থাকি দিল থানাভবনেই পড়ে থাকে। দিন-রাত হযরতের কিতাবাদী

www.islamfind.wordpress.com

পড়ার কারণে মনে হয় যেন আমি সারাক্ষণ হযরতের খেদমতেই আছি। যখন হুযূরকে দেখার জন্য মনটা খুব বেশি আনচান করে ওঠে, তখন সারাবেলা শুধু দুআ করতে থাকি। আল্লাহ্ তাআলা হযরতের কাছে হাজির হওয়ার তাওফিক নসীব করে দেন। দিন-রাত হৃদয়ের মধ্যে এই ব্যাকুল প্রার্থনা হতে থাকে যে, হযরতের কিছু খেদমত যেন করতে পারি, কিন্তু আমি মা'যুর-অপারগ। আমার সেই যোগ্যতা নেই। তবে হৃদয়ের সান্তনার জন্য মহব্বত প্রবল হয়ে উঠলে আল্লাহ্র দরবারে দুহাত তুলে কেঁদে কেঁদে হযরতের জন্য উভয় জাহানের কল্যাণ প্রার্থনা করতে থাকি। এতেই হৃদয় কিছুটা শান্ত হয়। আজকাল তারবিয়াতুস সালিক, আত্তাকাশ্শুফ, তালীমুদ্দিন, কসদুস সাবিল মুতালাআ করতে থাকি। হযরত! আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার জন্য দুআ করবেন যেন আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তাঁর রেযা ও সন্তুষ্টি দান করেন, ঈমানের উপর অবিচল রেখে ঈমানের সঙ্গেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় দান করেন। প্রায় সবসময় আমার মৃত্যুর কথা স্মরণ থাকে যা আলহামদুলিল্লাহ্ গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য খুব সহায়ক হয়।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। এটা হল সেই হালত যা কামিয়াবী ও সফলতার পরে তৈরী হয়। সুতরাং আমার মুবারকবাদের অর্থ হল কামিয়াবী মুবারক হোক।

ফজরের পূর্বে ঘুম ভাঙ্গার ব্যবস্থা

প্রশ্নঃ আমার নামাযে নানা রকম চিন্তা-ভাবনা আসে। আর ফজরের পূর্বে ঘুম ভাঙ্গে না। প্রায়ই ফজর কাযা হয়ে যায়। মেহেরবানি করে এমন কোনো অযীফা অথবা ব্যবস্থা জানাবেন যার মাধ্যমে সব চিন্তা-ভাবনা দূর হয়ে যাবে এবং ফজরের পূর্বে ঘুম ভাঙ্গবে। আমার আরেকটি সমস্যা এই যে, আমার এক বন্ধু আছে, যার জন্য আমার অন্তরে রয়েছে সীমাহীন মহব্বত। প্রায় সময়ই তার কথাও নামাযে মনে পড়ে। সুতরাং কোনো তাবিজ অথবা কোনো ব্যবস্থা দিন যার মাধ্যমে ঐ মহব্বত দূর হবে। আল্লাহ্ তাআলা আপন হাবীবের কল্যাণে নিজ মহব্বত ও ইশ্ক দান করুন। আমীন।

জবাবঃ এশার জামাত এমন মসজিদে পড়ুন যেখানে সবার আগে জামাত হয়। এরপর অবিলম্বে ঘুমিয়ে পড়ুন। রাতের খাবার সামান্য কমিয়ে দিন অর্থাৎ দু-চার লোকমা। রাতে বেশি পানি খাবেন না। কাউকে জাগিয়ে দেওয়ার কথা বলে ঘুমান। সূরা কাহাফের সর্বশেষ চার আয়াত পড়ে অমুক সময় যেন ঘুম

www.islamfind.wordpress.com

ভাঙ্গে, এই দুআ করে ঘুমাতে যান। ইনশাআল্লাহ্ এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সময়মতো ঘুম ভাঙ্গবে। যার সঙ্গে আপনার মহব্বতের কথা জানিয়েছেন, সে ব্যক্তি কোথায় থাকেন, তিনি কি আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন? এই সব বিষয় বিশদভাবে লিখে ব্যবস্থা জানতে চাইবেন। তখন সেই জবাবের সঙ্গে বর্তমান এই চিঠিটাও পাঠাবেন।

কোনো একদিন ঘুম না ভাঙ্গা ক্ষতিকর নয়

হালঃ কোনো কোনোদিন ঘুম ভাঙ্গে না। যার কারণে মনে সীমাহীন কষ্ট ও বিষণ্নতা বোধ হয়।

বিশ্লেষণঃ عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

(হয়ত কোনো কিছুকে তোমরা অপছন্দ করছো অথচ সেটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।)

হালঃ মহান আল্লাহ্র সমীপে নিজেকে লজ্জিত ও অপরাধী মনে হতে থাকে।

বিশ্লেষণঃ এটাই হল সেই কল্যাণ।

হালঃ ঘুম না ভাঙ্গলে সেই দিনের অযীফা সকালে নামাযের পূর্বে বা পরে আদায় করে নেই অন্যদিনের মতোই।

বিশ্লেষণঃ যথার্থ।

অতিরিক্ত ঘুমের চিকিৎসা

হালঃ আমার ঘুম খুব বেশি আসে। আমার জানা-শোনা মতে অনেক চিকিৎসা করিয়েছি, কিন্তু কোনো কাজ হয় নি। আমার ঘুম কমে নি। এমনও নয় যে, আমি রাতে নির্ঘুম জেগে থাকি বা কম ঘুমাই, বরং বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করে দেখেছি যে, রাতভর ঘুমালেও আমার আবারও ঘুম এসে যায়। ঘুম এলে আমার অবস্থা এমন হয় যে, বুঝতে পারি না আমি কোথায়। পেট খালি রাখি তারপরও ঘুমের অত্যাচারে টিকতে পারি না। আমি সারাদিন সেলাইয়ের কাজ করি। মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত সময়টুকু কুরআন শরীফ মুখস্থ করা এবং মাসায়েলের কিতাব পড়ার জন্য নির্ধারণ করেছি। কুরআন মুখস্থ করার সময় এত ঘুম আসে যে হয়রান হয়ে যাই। এরপর মাসায়েলের কিতাব পড়া শুরু, মনে হয় তখন যেন আরো বেশি ঘুমের প্রবল ক্ষমতা প্রকাশ পায়। মোটকথা,

www.islamfind.wordpress.com

মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত যে কাজ করতে চাই তা করতে পারি না, ঘুমের কারণে সব ছুটে যায়। দিনের বেলা সময় পাই না তাহলে কুরআন শরীফ মুখস্থ এবং মাসায়েল শেখার কাজ কখন করব? অথচ এই সময় যেন ঘুম না আসে সেই জন্য এশার পর খানা খাই কিন্তু এরপরও ঘুমের চাপ বিন্দুমাত্র কমে না। তবে যদি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করা এবং মাসায়েলের কিতাব পড়া ছাড়া অন্য কোনো ফুজুল বা ফাও গল্প-গুজব বা বেহুদা কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে যাই, তাহলে ঘুম একেবারেই ধারে কাছে আসে না। খাওয়া-দাওয়ার পর তো স্বাভাবিকভাবেই বেশি ঘুম আসে। যদি এশার পর খানা না খেয়েও পড়তে বসি তাহলেও ঘুমের প্রভাব তেমনই থাকে যেমন খাওয়ার পর। এটাও পরীক্ষা করা হয়ে গেছে। হুযূর! এই সর্বনাশা ঘুমের কারণে আমার দ্বারা কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। যখন যিকির করতে বসি তখনকার ঘুমের কথা আর কী বলব! মোটকথা, নামাযে, জামাতের অপেক্ষায় বসে থাকার সময়, জুমার খুতবার সময় একেবারে পুরা সময় ঘুম আর ঘুম। দয়া করে এর চিকিৎসা বলুন।

বিশ্লেষণঃ আমার মতে এটা অবশ্যই রোগ। এক নাগাড়ে অর্থাৎ বিরতি না দিয়ে দীর্ঘদিন কোনো বিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা নেওয়া জরুরি। বিরতি দিয়ে কিছুদিন পর পর চিকিৎসা নেওয়া যথেষ্ট নয়। আর যদি চিকিৎসকের মতে রোগ না হয় তাহলে এর কারণ মেজাজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যেখানে আপনি অপারগ। সুতরাং চিন্তার কোনো কারণ নেই। আর বেহুদা কাজ-কর্মের সময় ঘুম না আসা, যিকির, তেলাওয়াতের সময় ঘুম আসা এর কারণ ঐ বেহুদা বিষয়গুলোর দূর্লভ্যতা ও স্বাদ। আর সেগুলো চিন্তা করে করতে হয় বলে সেখানে চিন্তাশক্তি নিবিষ্ট থাকে, ঘুম না আসার কারণ এটাই। এই চিন্তাশক্তির নিবিষ্টটা। যিকির, নামায, তিলাওয়াত ইত্যাদি নতুন কোনো বিষয় নয়, মামুলি কিছু শব্দ, কর্ম ও আচরণ। শুধু স্মৃতির উপর দিয়েই সম্পাদিত হয়ে যায়, চিন্তা-ভাবনার কোনো প্রয়োজন যাতে হয় না। তাছাড়া এতে নফ্সও তেমন মজা পায় না। সে কারণে চিন্তাশক্তি এখানে ব্যয় হয় না এবং একারণেই এতে ঘুম আসে। যা হোক এর জন্য কোনো তিরস্কার নেই। অবশ্য কাজ করা যেহেতু জরুরি সে কারণে এর জন্য এমন সময় নির্ধারণ করুন যেন ঘুম না আসে। যদি সে রকম সময় বেশি না পাওয়া যায় তাহলে কাজের পরিমাণ কমিয়ে দিন। নাওয়াফেলের (নফলের) মধ্যে পরিমাণ কমানো জায়েয আছে। যত্নের সঙ্গে সাধ্যমতো সেই অল্প পরিমাণ নিয়মিত আমল করতে থাকলে

www.islamfind.wordpress.com

তাতে বাতেনি বরকত কম হয় না। এটা পরীক্ষিত সত্য, কোনো সন্দেহ নেই। যদি বসার ফলে ঘুম আসে তাহলে মাঝে মাঝে একটু চলা-ফেরা করে নিবেন।

* * *

হালঃ থানা ভবন থাকলে ঘুম বেশি হয়। শেষ রাতে দুবার যিকির ও তাহাজ্জুদ ছুটে গেছে ঘুমের কারণে যা পরে দিনে কাযা করে নিয়েছি। দুই দিন আছরের পর খানা খেয়েছি তারপরও দীর্ঘসময় ধরে ঘুমিয়েছি। লক্ষ্মৌতে রাতে মাত্র পাঁচ ঘন্টা ঘুমাতাম এখানে মোট সাত ঘন্টা ঘুমাই। কাল লাল চা বানিয়ে শুধু এই জন্যে পান করলাম যে, শেষরাতে যেন ঘুম ভাঙ্গে। তারপরও ঘুম ভাঙ্গল পাঁচটায়। অথচ লক্ষ্মৌতে দুধ চাও যদি কখনো রাতে পান করেছি তাহলে ঘুম খুব কম এসেছে। আমি চাচ্ছি রাতে ঘুম যেন কম আসে। হুযূর দয়া করে এ ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিন।

বিশ্লেষণঃ লক্ষ্মৌর আবহাওয়ার চেয়ে এখানের আবহাওয়া ভালো। এখানে আপনার ঘুম বেশি হয়েছে এটা সুস্থতার লক্ষণ। তাছাড়া সেখানে নানা ব্যস্ততা ও ঝামেলা থাকে আর এখানে নিশ্চিন্ত ও একাগ্রচিত্ত থাকেন। যাই হোক ওসব চিন্তা ত্যাগ করুন।

হালঃ আমার প্রায় সব সময়ের অভ্যাস এই যে, এশার পর একটি ওয়ায পড়া শুরু করি, কখনো কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পরই ঘুম এসে যায়, কখনো আবার কিছু বেশি পড়ার পর ঘুম আসে।

বিশ্লেষণঃ খুব ভালো।

প্রশ্নঃ হযরত যদি হারদুঈ সফরে বের হন তাহলে সে সময় আমার থানাভবন থাকা ভাল, নাকি হযরতের সঙ্গে সফরে বের হওয়া। আহলিয়ার (স্ত্রীর) সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। তিনি বললেন আমাকে- আপনি হযরতের সঙ্গে সফর করবেন আর আমি আম্মাজানের নিকট থাকব। যদি আমার জন্য সফর উত্তম হয় তাহলে বাড়ি থেকে সফরের খরচ আনাতে হবে।

জবাবঃ আলাদা কাগজে বিষয়টি লিখে দিবেন। পরে চিন্তা করে দেখব।

আনওয়ার ও কাশ্‌ফ মনোনিবেশযোগ্য নয়

হালঃ বারো হাজারবার এসমে যাতের যিকির করি আর ভোরে বারো তাসবীহ আদায় করি। হুযূর দুআ করবেন, কেননা তাহাজ্জুদ নামাযে আমার ঘুম চাপে।

www.islamfind.wordpress.com

হযরতের সঙ্গে চিঠির যোগাযোগ রাখব। এন্তেজাম হয়ে গেলে হুযূরের খেদমতে হাজির হয়ে যাব। হযরতের নিকট থেকে যখন স্নেহমিশ্রিত চিঠির জবাব বের হয় তখন কলবের মধ্যে খাস কাইফিয়াত অনুভূত হয়।

রাতের বেলা রোশনী কখনো হলুদ কখনো লাল রঙ্গের মনে হয়। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করলেও যথারীতি আলো বোঝা যায়। দিনের বেলাতেও আলো বোঝা যায়। আমার কলবের মধ্যে নতুন নতুন কাইফিয়াত তৈরী হয়। হযরত আমার প্রতি তাওয়াজ্জুহ চালু রাখবেন। ছয় মাস ধরে মেহনত করছি। হযরতের এজাযত নিয়েই করছি। মৃত্যুর পূর্বেই এক ব্যক্তির মৃত্যুর খবর আমি জেনে গিয়েছিলাম। লোকটি কালো রঙ্গের ছিল, কাশ্ফের মাধ্যমে আমি জেনেছিলাম। আমি যতই প্রত্যাখ্যান করেছি কিন্তু কলবের মধ্যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়। মুনশি... এর নিকট থেকে আমার কাশ্ফের ব্যাপারে জানতে পারবেন। এ সম্পর্কে তার জানা আছে। বিশদ আলোচনা তিনি করবেন আপনার কাছে।

বিশ্লেষণঃ মা'মুলাত যথেষ্ট। পরিবর্তন, পরিবর্ধনের কোনো প্রয়োজন নেই। ঐ ধরণের আলোকমালা (আনওয়ার) কখনো স্বর্গীয় হয়, বেশিরভাগ হয় জাগতিক। মৌলিক দেহ-রসের উত্তেজনার ফলে এগুলো তৈরী হয়। দুটো হালতই উপকারী হলেও ভ্রুক্ষেপ করার যোগ্য নয়। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার শোকর আদায় করতে হবে কিন্তু একে কৃতিত্ব বা বুযুর্গী ভাবা যাবে না। কাশ্ফ তো অযোগ্য লোকের জন্য ফেতনা। একেবারেই এ দিকে মনোযোগ দেবেন না; বরং এটাকে ক্ষতিকর জানবেন। এরজন্য গর্ব করবেন না। যিকিরের শোগল দ্বারা এটাকে মাগলূব ও পরাভূত করে ফেলবেন। মনে হচ্ছে এটা নিয়ে আপনি গর্বিত।

* * *

হালঃ এর পূর্বে অধম লিখে জানিয়েছিল যে, দু-চারদিন যিকির করার পর মন এমন উদাস হয়ে যায় যে এরপর চেষ্টা করেও মন বসানো যায় না। দু-চার দিন পর আবার মনের মধ্যে পরিবর্তন এসে যায়। বহু দুআ করি কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই। অধম এই হালতের তাদবীর হুযূরের কাছেও জানতে চেয়েছিল। হুযূর জবাবে লিখেছিলেন– হালত তো ভাল। কোন্ হালত দূর করার দুআ করব? তার জবাবে অধমের নিবেদন এই যে, আমি এই হালতকে মাযমূম বা নিন্দনীয় মনে করতাম, সে কারণেই হুযূরের কাছে দুআ

www.islamfind.wordpress.com

ঢেয়েছিলাম। হুযূরের কথায় আমার সেই ভুল ভেঙ্গে গেছে। এখন অধমের অবস্থা হুযূরের নিকট পেশ করছি। দুদিন থেকে যিকির পূর্ণ করছি। মনের মধ্যে সবসময় খুশি ও আনন্দের মতো অনুভূতি বিরাজ করছে। যিকিরের মাঝামাঝিতে খুশূ'খুযূ' খুবই প্রবল থাকে। মাঝে মাঝে মন খুব কোমল হয়ে যায়। আবদিয়াত (দাসত্বের মনোবৃত্তি)ও প্রবল হয়ে উঠে। হুযূরের সীমাহীন মহব্বত এই অধমের অন্তরে। অভাব ও দারিদ্রের কারণে অপারগ। নতুবা হুযূরের খেদমতে হাজির হয়ে যেতাম। হুযূরকে দেখার জন্য মনটা ব্যাকুল ও চঞ্চল। গত পরশু নফী-এসবাতের যিকির করছিলাম ভোরে। মনটা খুব নরম ও কোমল হয়ে গেল। সেই হালতে কিছুটা তন্দ্রার মতো এসে গেল। স্বপ্নে দেখলাম– আমি আর আমার এক বন্ধু। আমাদের সামনে একটি মসজিদ। পশ্চিম দিকে অথবা দরজার কাছে দেখলাম তিন কোনা বাগান। তার মধ্যে একটি কামরা রয়েছে। আমি আমার বন্ধুকে বলছি– এই কামরার মধ্যে চল, এর মধ্যে খুব চমৎকার বাগান আছে। ভেতরে যাওয়ার ইচ্ছাতেই সে গেল। কিন্তু গিয়ে দেখল যে, তালা দেওয়া। এটাও জানা গেল যে, সেটা কোনো এক বুযুর্গের বাগান। এরপর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

গতকাল যোহরের পর মা'মূলাত পূর্ণ করতে পারি নি আমার মুরব্বী... এর আগমনের কারণে। এশার পর সেটাই আদায় করছিলাম। মসজিদের মধ্যে ছিলাম। বাতি ছিল নেভানো। দুহাজার এসমে যাত পড়তে পেরেছিলাম, এরই মধ্যে ভয় ভয় লাগতে শুরু করল। তখন মনে পড়ল এইকথা যে জিনরাও মসজিদে নামায আদায় করতে আসে। এমন না হয় যে, ওরা আমাকে কোনো কষ্ট দিয়ে ফেলে। এরপর মনে হল আল্লাহ্‌র কালাম পড়ছি। তারা কী কষ্ট দেবে। ইতিপূর্বেও আমি বহু অযীফা পড়েছি। কিন্তু পূর্বে কখনো কোনো ভীতি বোধ হয় নি। এসব ভাবনার পর ভয় কেটে গেল। প্রায় তিন হাজারবার যিকির করেছি। চোখ বন্ধ ছিল। এমন সময় একটি তারকার মতো মনে হল, আমি সেটাকে কল্পনা মনে করলাম এবং যিকির চালু রাখলাম এরপর বিজলি চমকের মতো উজ্জল আলো বামদিক থেকে প্রকাশিত হল। এতে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম এবং সেখান থেকে চলে আসলাম। বাড়ি এসে অবশিষ্ট যিকির পূর্ণ করলাম। জানতে চাই যে এটা কী ছিল?

বিশ্লেষণঃ কখনো দেহ-রসের উত্তেজনা হয় কখনো হয় যিকিরের নূর। উভয় অবস্থাতেই কোনোটাই মাকসূদ নয়। তবে উভয়টার মধ্যেই কল্যাণ ও যৌক্তিকতা আছে। সেটা হল একাগ্রতা। অন্যান্য সব হালাত ভাল।

www.islamfind.wordpress.com

কোনো কোনো শব্দ দ্বারা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা আবদিয়াতের খেলাফ

হালঃ হুযূর! আমার মন-মেজায স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্!

হালঃ আল্লাহ্ তাআলার হাজার হাজার শোকর যে, হুযূর এই অধমের জন্য দুআ করেছেন যাতে এক বিস্ময়কর অবস্থা তৈরী হয়ে গেছে। আজ তো এত প্রফুল্ল যে, অশ্রু ঝরছে।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

হালঃ প্রফুল্লতার তীব্রতায় যদি প্রাণ বেরিয়ে যেত তবে সেটাই ভাল ছিল।

বিশ্লেষণঃ এই ভাষায় মৃত্যু কামনা করা আবদিয়াতের আদবের খেলাফ। আপনার ঐকথায় আবশ্যক হয়ে যায় যে, প্রাণ না বের হওয়াটা খারাপ হয়েছে। এটা তো জানা কথা যে, এটা আল্লাহ্র হুকুমেই হয়েছে, তাতে জাহেরিভাবে আল্লাহ্র হুকুমকে মন্দ বা খারাপ বলা হয়ে যাচ্ছে।

ফানা, তাফবীয ও ইশ্ক

হালঃ হুযূরের ফয়েয ও দুআর বরকতে প্রতিদিনের মা'মূল পূর্ণভাবে আদায় হয়ে যাচ্ছে। আজকাল যেহেতু রাত বড় হতে শুরু করেছে সেকারণে রাতের সময়ের মধ্যেই পূর্ণও হয়ে যায় প্রায়ই। যদি কখনো পূর্ণ না হয় তাহলে ফজরের নামাযের পরেই পূর্ণ হয়ে যায়। বর্তমানে কলবের নতুন হালত তৈরী হচ্ছে এই যে, একা থাকার সময় প্রায়ই মৃত্যুর কথা মনে হয়ে কান্না এসে যায়। বেশিরভাগ সময়ই বিভিন্ন বস্তু দেখে আল্লাহ্ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতার ধ্যান আপনা-আপনি তৈরী হয়ে যায়। যার কারণে মাঝে মাঝে খুব কষ্টে কান্না রুদ্ধ হয়। জোর করে দিলকে অন্যদিকে ঘোরাতে হয়। তাকদীরের লিখন সম্পর্কে চিন্তা করলে দিলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। কারণ জানি না আল্লাহ্ তাআলা আমাকে কোন্ দলের দলভুক্ত করেছেন। যেহেতু মৃত্যুর উপরই বিষয়টি নির্ভরশীল, আর মৃত্যু যে কোন্ হালতে হবে সেটাতো একেবারেই অজানা। শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার রহম ও ফযলের প্রতি নির্ভরশীলতা আমার মস্তিষ্ক ও দিলকে ভাবনা মুক্ত করে দিয়েছে। নিজের রূহ-এর কথা চিন্তা করি যে, আল্লাহ্র হুকুমে দেহের মধ্যে রয়েছে। নির্দিষ্ট সময় এলেই বের হয়ে চলে যাবে। আর এ দেহ মাটির মতো নিথর পড়ে থাকবে।

www.islamfind.wordpress.com

মাঝে মাঝে আমার কাছে আত্মপরিচয় থাকে না। ভাবি আমি কী বস্তু? জমিনের উপর চলছি ফিরছি। সেটাই বা কী জিনিস যার কারণে আমি কথা বলি, চলাফেরা করি, কাজ করি, কান্নাকাটি করি। যে কাজই করি যদি আল্লাহ্‌র হুকুম ও নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মতো হয় তাহলে আমার ইয়াকীন থাকে যে, আমার কোনো কাজ আল্লাহ্ তাআলার দরবারে কবূল হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু যেহেতু তাঁর নির্দেশ ফলে সেই নির্দেশ প্রতিপালনের উদ্দেশ্যেই কাজ সম্পাদন করি। যদি আমলের দিকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্ তা'আলা বিনিময় দান করেন আর খোদ আমাকেই ফয়সালার দায়িত্ব দিয়ে বলেন– তুই নিজেই তোর আমলের ব্যাপারে ফয়সালা কর, তোর আমল কি ভাল? উত্তম বিনিময় পাওয়ার উপযুক্ত? তাহলে আমি নির্দ্বিধায় বলে দেব– না। কেননা নিজের কাছে এমন ইবাদত নেই যা তাঁর শানে উলূহিয়াতের (মা'বূদ হিসাবে তার মর্যাদার) কাছে কবূল হওয়ার যোগ্য। মাঝে মাঝে চিন্তা হয় হালত যদি এমনই হয় তাহলে কবূলের আশা কোথায়? কিন্তু শুধুমাত্র এই চিন্তা করে কাজে লেগে থাকি এবং থাকব যে, যা কিছু হয় হোক। আমার নিজের দিক থেকে সাধ্যমতো অবহেলা করব না। যদি 'আযলের দিনে' (সৃষ্টির আদিতে কে ভাল কে মন্দ ইত্যাদি নির্ধারণের সময়) আল্লাহ্ না করুন মন্দ প্রমাণিত হয়ে থাকি তাহলে সেটাও আল্লাহ্ তাআলার নির্ভুল এলেম অনুসারে যথার্থই সঠিক আছে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা যাকে যেরূপ যেদিকের উপযুক্ত মনে করেছেন সে তারই উপযুক্ত। এর বিপরীত তার ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে আমি যার উপযুক্ত ছিলাম আল্লাহ্ তাআলা তাই আমাকে বানিয়েছেন। তার হুকুমের ক্ষেত্রে কি ও কেন বলার অধিকার কার আছে?

گل راجہ مجال است کہ بر سد از کلال
از بہر چہ سازی وچرا می شکنی

অর্থ ঃ কাদামাটির কি সামর্থ আছে যে কুমারকে জিজ্ঞাসা করবে– কিসের জন্য গড় আবার কেন তুমি ভাঙ?

এরপর আবারও কান্না চলে আসে যে, আমি নিজেই খারাপ, নিজের মন্দ স্বভাব ও অযোগ্যতার জন্য কান্না আসে। আল্লাহ্ তা'আলার 'সাঈদ' ও (নেককার) ও 'শাকী' (বদকার) বানানোর ব্যাপারে আমার মধ্যে কোনোরূপ

www.islamfind.wordpress.com

অপছন্দনীয়তা নেই। অপ্রীতিকর ভাবনা ও অনুভূতি নেই। কেননা তাঁর যথার্থ জ্ঞান তো কোনো বস্তুর বাস্তবতার বিপরীত হওয়া অসম্ভব। এই অনুভূতির আছর যতক্ষণ থাকে সারা দুনিয়ার সকল মানুষ ও বস্তুর থেকে ভ্রূক্ষেপহীনও হয়ে পড়ি। না কোনো বস্তু এবং না কোনো বক্তির কার্যকলাপের ব্যাপারে কোনোরূপ আপত্তি ও অভিযোগ থাকে।

শরীয়তের সামান্য বিপরীত কথা বা কাজ কেউ যদি কিছু করে বা বলে তাহলে ভীষণ অপ্রীতিকর বোধ হয়। পূর্বোক্ত ভাবনা তখন একেবারে গায়েব ও অন্তর্হিত হয়ে যায়। অথচ নিজে পুরাপুরি আহকামে শরীয়াহ্'র পাবন্দি করি না। যে সব লোক সুন্নত তরীকায় সালাম দিলে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' না বলে 'আদাব আরজ' বলে দেয়– এরূপ বেশিরভাগ লোককে আমি সালাম দেওয়া কমিয়ে দিয়েছি। এই জওয়াব শুনলে আমার কলবের উপর বিরাট বোঝা বোধ হতে থাকে। সুযোগ থাকলে বলে দেই যে, 'আদাব আরজ' সালামের জওয়াব নয়। কিন্তু মানুষ এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, সেটা ত্যাগই করতে পারে না। যেহেতু আমার মধ্যে এই চিন্তা জেগেছে যে, সালাম দেওয়া সুন্নত আর জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব। আমি তো সুন্নত আদায় করছি কিন্তু অন্যজন ওয়াজিব বর্জন করে ফেলছে। তো এতে ওয়াজিব বর্জন করানোর কারণ যেন আমি হয়ে গেলাম। একজন মুসলমানের উপকার না হয়ে আমার দ্বারা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবনার কারণে যাদের ব্যাপারে প্রবল ধারণা হয় যে, জওয়াব ঠিকমতো দেবে না তাদেরকে আমি সালাম দেই না। কিছুলোক এতে অহঙ্কারী মনে করে, বেশিরভাগ মানুষই এমন। বরং কিছু কিছু মানুষ তো এতটাই খবিশ যে, এরূপ সালাম দেওয়া (সুন্নত তরীকায়)কে বেয়াদবি ও অসভ্যতা মনে করে। নাউযুবিল্লাহ। কিছু লোক তো একথা মুখ ফুটে আমার কাছে বলেও ফেলেছে। তাহলে এ ধরণের লোকদের সালাম দেওয়া উচিৎ কিনা? এ ধরনের লোকদের দেখলে আমার দ্বিধা সঙ্কোচ লাগে। মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হয় যে, সামনে দিয়ে পার হয়ে যায় অথবা সামনে এসে বসে যায় অথবা কেউ এসেই সালাম কালাম ছাড়াই অন্য কোনো বিষয়ে সোজাসুজি আলাপ শুরু করে দেয় তাতে মনে হয় আমার দিলের মধ্যে অন্ধকার তৈরী হয়ে গেছে। রাগ ও ঘৃণা বোধ হতে থাকে। সুযোগ পেলেই এরজন্য বারবার এস্তেগফার করতে থাকি। কিন্তু এর প্রভাব সহজে দিল থেকে যায় না। কখনো কখনো কয়েকদিন পর্যন্ত থেকে যায়। এরপর অবশ্য খেয়ালও থাকে না। হুযূর এছলাহে কলবের জন্য দুআ করবেন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্। খুব উন্নত হালত। যেগুলোর সারাংশ হল ফানা, তাফবীয ও ইশ্‌ক। মুবারক হোক। হাজারবার মুবারক। জান-প্রাণ দিয়ে দৃঢ়তা ও উন্নতির দুআ করছি।

স্ত্রী গমনের কারণে পেরেশানি যুক্ত হওয়ার চিকিৎসা

হালঃ অবস্থা এই যে, কোনো কোনো সময় যিকির-আযকারের প্রতি মনের আকর্ষণ খুব বৃদ্ধি পায়। সারাক্ষণ মন চায় যে, যিকির করতে থাকি। রাত-দিন সবসময়ই যিকিরে মশগুল হয়ে যাই। নফল নামাযে অধিক ব্যস্ত থাকি। যখন সেজদায় যাই তো দীর্ঘসময় পর্যন্ত মাথা উঠাতেই ইচ্ছা হয় না। তখন আশ্চর্যরকমের অবস্থা তৈরী হয় যা প্রকাশ করা অসম্ভব। আবার কখনো কখনো অবস্থা হয়ে যায় একেবারে উল্টা। নফসের প্রভাব বিস্তার এত প্রবল হয় যে, একেবারে পেরেশান হয়ে যেতে হয়। সে সময় খুব বেশি দুআ, এস্তেগফার ও তওবা করতে থাকি। যতই চিন্তা করি যে, কী কারণে এমন হয়, স্পষ্ট করে কিছুই বুঝতে পারি না। তবে দু-চারদিন এক ধরনের পেরেশানি তৈরী হয়েছে। এর কারণ যতদূর চিন্তা করেছি এছাড়া আর কোনো কারণ বুঝা গেল না যে, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করার কারণেই এই দুশ্চিন্তা যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু এরও কারণ বুঝা যাচ্ছে না যে, কেন এর কারণে এমন হবে? শরয়ী কারণ অনুসন্ধান করে কিছু জানতে পারলাম না। তবে এর কারণে দিলের উপর এমন কঠিন আঘাত লেগেছে যে, এখন চূড়ান্ত সঙ্কল্প হচ্ছে যে, এ কাজের কাছেও আর যাব না। এর কারণে কলবের মধ্যে খুব অন্ধকার ও পেরেশানি হয়। হয়ত কোনো খারাবি আমার নিজের মধ্যে অথবা স্ত্রীর মধ্যে আছে। নতুবা বাতেনিভাবে কেন এমন শাস্তির ব্যবস্থা হয়। হুকুকুল এবাদের কথা চিন্তা করলে কোনো উপায় খুঁজে পাই না। এখন আমার করণীয় কি?

বিশ্লেষণঃ কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আপনার মতামতকেই অগ্রগণ্য মনে করছি এ কারণে যে, নিজের অবস্থা সম্পর্কে নিজেই বেশি অনুমান করা সম্ভব। তারপরে মা-শা-আল্লাহ্ আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতাও আছে। সুতরাং সেটাকেই কারণ ধরে নিয়ে আরজ করছি যে, না আপনার মধ্যে কোনো খারাবি আছে না স্ত্রীর মধ্যে এবং না এটা কোনো শাস্তিযোগ্য কাজ এবং না এই প্রভাব শাস্তির। আমার ধারণায় আপনার কলব ও দেমাগ অর্থাৎ হৃদয় ও মস্তিষ্ক দুর্বল। এরূপ ব্যক্তির এই কাজে স্বাভাবিক ক্লান্তি, বিরক্তি ও পেরেশানি হয় রূহের মুক্তির কারণে। এই অন্ধকার হয় জীবাত্মার মধ্যে, মানবাত্মার মধ্যে নয়। এরূপ হয় বিশেষত

www.islamfind.wordpress.com

যখন নফ্সের মধ্যে সহবাসের তীব্র চাহিদা না থাকে। শুধুমাত্র শাহওয়াত মেটানো, স্বাদ গ্রহণ অথবা স্ত্রীর হক আদায়ের জন্য যখন এমন করা হয়। এর চিকিৎসা একমাত্র এটাই যে, হৃদয় ও মস্তিষ্কের শক্তিবর্ধক ওষুধ দীর্ঘদিন পর্যন্ত চালু রাখুন এবং স্ত্রী সহবাস কমিয়ে দিন। অর্থাৎ যখন চাহিদা তীব্র হবে তখন তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ দিন। তবে হক আদায়ে ঘাটতির সন্দেহ হলে প্রথম কথা মনে রাখবেন– 'আল্লাহ্ কারো উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপান না।' দ্বিতীয় তাকে বলে দিন এই স্বল্প পরিমানে যদি রাজি থাক তাহলে খুবই ভাল আর যদি তা না হও তাহলে আমি পথ আটকে রাখার পরিবর্তে উম্মুক্ত করতে রাজি আছি। যদি তুমি চাও। তিনি রাজি থাকলে তো শরীয়তের আলোকে হক আদায়ে ত্রুটির অভিযোগ থাকবে না।

হালঃ আজকাল কলবের মধ্যে অশান্তি ও অস্থিরতা বিরাজ করে। যখন যিকির করি আরাম পাই। সবসময় আওয়াজ শুনতে পাই। কেউ যেন কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত আমার সামনে পড়ে। কখনো আযাবের আয়াত কখনো সওয়াবের। কখনো শুনি এই আয়াত (অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা আপনার কাছে বাইআত নেয় তারা আল্লাহ্র হাতেই বাইআত নেয়।) কখনো এই আয়াত (অর্থ ঃ নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত।) জানিনা আসল ঘটনা কী?

বিশ্লেষণঃ আমার মতে এর কারণ মস্তিষ্কের শুষ্কতা। এর চিকিৎসাও জরুরি।

খালেকের চেয়ে মাখলূকের ভয় বেশি হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার

হালঃ হুযূর! আমি কথাটি লিখতে ভয় পাচ্ছি যে, হুযূরের অপছন্দনীয় ও অপ্রীতিকর লাগতে পারে। কিন্তু এটাও আমার হালত বিধায় হুযূরকে জানানো জরুরি। হুযূর! আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। বিষয়টি এই যে, মাঝে মাঝে আমার হুযূরের অসন্তুষ্টিকে এত ভয় লাগে যতটা ভয় আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টিকে লাগে না। অথচ আল্লাহ্ তাআলার মতো সারাক্ষণ হুযূর আমার কার্যকলাপের খোঁজ খবর রাখতে পারেন না।

دست پیراز غائباں کوتاہ نیست ۔ دست او جز قبضہ اللہ نیست

অর্থ ঃ পীরের হাত খাটো নয় দূরবর্তীদের থেকে, তাঁর হাত আল্লাহ্ তাআলার নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন কিছু নয়।

www.islamfind.wordpress.com

শুধুমাত্র এই চিন্তা থেকেই যে, হয়ত আমার কোনো আচরণ হুযূরের অপছন্দনীয় হবে আর আল্লাহ্ তাআলা সেটা জানিয়ে দেবেন। হুযূর তাতে অসন্তুষ্ট হবেন আর সকল বরকত ছিনতাই হয়ে যাবে। এই ভয়ে আমি সব সময় সঙ্কুচিত থাকি। অথচ আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারে এত ভয় তো জাগে না। এতে যদি কোনো খারাবি থাকে তাহলে হুযূর আমার সংশোধনের জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ কোনো খারাবি বা ত্রুটি নেই। স্বভাবগত বিষয়সমূহে মানুষ দায়মুক্ত। তফাৎ তো শুধু স্বভাবগত ভয়ের ক্ষেত্রে। খওফে আকলী বা চেতনা ও বিশ্বাসগত ভয়ের বেলায় তো সম্পূর্ণ উল্টা। স্বভাবগত এই ভয়ের ভিত্তি হল মাখলূকের অসন্তুষ্টি দেখেছেন, খালেকের রাগ ও অসন্তুষ্টি দেখেন নি। এই হল পার্থক্য।

ভয় ও আশা উভয়টার আবশ্যকতা

হালঃ পূর্ণ একমাস পর এই অযোগ্য আজ আবার এসেছে। না এসেই বা কী করবে। হে আমার মাওলা! এই নিন আপনার অযোগ্য... সব অর্জন বরবাদ করে দিয়েছি। কিছুই বাদ রাখি নি। সব চেষ্টা নষ্ট হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ এসব কথা একেবারে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই লিখে দিয়েছেন। নতুবা কীবা আমাদের অর্জন যা বরবাদ হয়ে গেছে! কীবা আমাদের প্রচেষ্টা যা নষ্ট হয়েছে! আল্লাহ্র জন্য কেউ যদি জীবনটাই দিয়ে দেয় তবুও তো বলতে হবে সে কিছুই করে নি। এটাই যদি বাস্তবতা হয় তাহলে আপনার ঐসব কথার অর্থ কী? করার পর আশা আর নষ্ট করার পর হতাশা। উভয় অবস্থায় ভয় ও আশা বরাবর হওয়া চাই।

বিনয়-বিনম্রতা সফলতার চাবিকাঠি

হালঃ হযরতের দুআপ্রার্থী। আল্লাহ্ তাআলা এই অকর্মাকে কর্মী বানিয়ে দিন। হযরত! আমি সত্যিই নিবেদন করছি যে, আমার মতো এত বড় পাপী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। যদি আল্লাহ্ তাআলা আমার অবস্থার উপর রহম না করেন তাহলে আমি তাবাহ ও বরবাদ হয়ে যাব।

বিশ্লেষণঃ ব্যাস্, এই বিনয়-বিনম্রতাই সফলতার চাবিকাঠি

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ হযরতের বরকতপূর্ণ খেদমতে আসার পূর্বে অবস্থা এই ছিল যে, কারো প্রতি দিলের মধ্যে মহব্বত ছিল আবার কারো প্রতি ছিল বিদ্বেষ। কিন্তু আজ দিলের মধ্যে ওসব কিছুর কোনো নাম গন্ধও নেই। আজ যখন তাদের কথা মনে পড়ে তো অন্য সকলের মতোই মনে পড়ে। মোটকথা, এখন দিলের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা ও স্মরণ ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাই না। মনে হয় যে দিলের মধ্যে যতখানি জায়গা আছে, সবটুকু আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ ও ভালবাসা দখল করে নিয়েছে।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

শওক ও উন্‌স-এর হালত

হালঃ অধমের হালত পূর্বে এই ছিল যে, খুব চোখে পানি আসত, কান্নাকাটি করতাম। এমন কি কখনো কখনো খানা খেতে বসে যখন দেখতাম ভালো তরকারি অথবা ভালো চাউল রান্না হয়েছে তখন মনে হত-- আমার মতো কত মানুষ ক্ষুধার্ত ও নিরন্ন রয়েছে, অথচ আল্লাহ্ তাআলা আমাকে কত উপাদেয় খানা খাওয়াচ্ছেন। এটা ভেবে কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়তাম। তাহাজ্জুদ ও অযীফার পরে খুব কান্না আসত। দিলের মধ্যে তাতে আরাম ও শান্তিও পেতাম। আর হুযূরের প্রতি এত বেশি মহব্বত জাগত যে, বাবা মাওলানা বলে দাঁড়িয়ে যেতাম। এখন জানি না আল্লাহ্ তাআলার কি শান! আগের সেই হালত নেই। কান্নাকাটি কমে গেছে। তবে যিকিরের মধ্যে খুব শান্তি পাই। শুধু ঐ কান্নার মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। দুআ করবেন যেন পূর্বের যওক-শওক তৈরী হয়।

বিশ্লেষণঃ ঐ পূর্ব হালত ছিল শওকের (আগ্রহের) আর এখনকার হালত হল উন্‌স (অন্তরঙ্গতা)-এর। উভয়টিই মাহমূদ ও প্রশংসনীয়। এটাকে অবনতি মনে করবেন না। এটা পরিবর্তন তবে কল্যাণের দিকে উন্নতিসহ পরিবর্তন। কেননা উন্‌স হল শওকের চেয়ে বেশি উপকারী, বেশি দৃঢ়। কাজে লেগে থাকুন, এ ধরনের পরিবর্তনের দিকে তাকাবেন না।

চমৎকার বুঝ

হালঃ দারুল উলূম দেওবন্দ-এ পড়াশোনা শেষ করার পর কোনো কামেল পীরের শরণাপন্ন হওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। এমন পীর যার কদম শরীয়তের

www.islamfind.wordpress.com

সীমানা থেকে বাহিরে যায় না। এটা পরিপূর্ণরূপে হযরতের মধ্যে বিদ্যমান। অতএব, আরজ এই যে, তা'লীম দানে কৃতার্থ করবেন। বাইআত-এর মাধ্যমে তা'লীম বা শিক্ষাই তো আসল মাকসূদ। মুনাসাবাতের পর হুযূরের মর্জি হলে বাইআতের দরখাস্ত জানাব। যেমনটি হুযূরের তরয ও তরীকা।

বিশ্লেষণঃ আপনার চমৎকার বুঝ দেখে খুব খুশি হলাম। এ ধরণের মানুষের বাতেনি কল্যাণ ও উপকারিতা জলদি হয়। আপনি নিজের অবস্থা, স্বাস্থ্য, শক্তি-সামর্থ, অবসর ও পেশা জানিয়ে এই চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিন।

আল্লাহ্‌র ভয় রোগ নয়

হালঃ অবস্থা এই যে, অনেক সময় হুযূরকে স্বপ্নে দেখি, কখনো এক সঙ্গে খানা খেতে দেখি, কখনো শরীর মালিশ করতে। বেশিরভাগ নামাযের মধ্যেও হুযূরের খেয়াল এসে যেত। কিন্তু দিন দশেক অবস্থা এই হচ্ছে যে, ভীষণ পেরেশানি চলছে দিলের মধ্যে। অর্থাৎ যেদিন থেকে আয়াতে কারীমা–

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং নিজেকে খেয়াল খুশি থেকে নিবৃত্ত রেখেছে। নিশ্চয় তার ঠিকানা হবে জান্নাত।)

এর তাফসীর পড়েছি সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র ভয় দিলের মধ্যে জেগে থাকে যার কারণে অন্য কোনো কাজ করতে পারছি না। আশা করি এর এলাজ জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ এলাজ তো রোগের হয়, সুস্থতার কোনো এলাজ দরকার হয় না। এটা তো সুস্থতার আলামত। তাহলে আবার এলাজ কেন দরকার? অবশ্য এতে যদি কোনো ওয়াজিব ছুটে যায় অথবা ওয়াজিব পালনে বিঘ্ন ঘটে তাহলে আবার জিজ্ঞাসা করবেন।

নম্রতা ও বিনয়ের হালত

হালঃ কিছুদিন থেকে মন-মানসিকতা এমন হয়ে গেছে যে, কেউ আমাকে চাই যত মন্দ, তিক্ত ও কটু কথা বলুক না কেন মনের মধ্যে কোনো পেরেশানি ও কষ্ট হয় না। অথচ আগে নাকের উপর মাছিও বসতে পারত না। রাগ ও ধার ছিল সীমাহীন। হুযূরের দুআর বরকতে এখন একদম হাল্কা হয়ে গেছে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

প্রশংসা ও নিন্দার প্রভাব না পড়ার ব্যবস্থা

প্রশ্নঃ প্রশংসা ও নিন্দার আছর যেন একদম না হয় অথবা কম হয় এর জন্য কী ব্যবস্থা আছে?

জবাবঃ প্রশংসা ও নিন্দাকারী ব্যক্তিকে হাকিকত সম্পর্কে অজ্ঞ এবং নিজ ধারণার অনুসারী ভাবতে হবে। অতএব সে তার মত্ প্রকাশ করছে বলে ধরে নিতে হবে। এ ছাড়া উভয়কেই মনে করতে হবে স্নেহবশত সৃষ্টির মন্ত্রমুগ্ধ। এই বিষয়গুলো মনে রাখলে ইনশাআল্লাহ্ খুব বেশি পরিবর্তন হবে না।

ভাল বুঝ সম্পন্ন হওয়ার অর্থ

প্রশ্নঃ আমার একটি জরুরি জিজ্ঞাস্য এই যে, কসদুস সাবীলের মধ্যে সাধারণ ব্যস্ত মানুষের কর্মসূচীতে বলা হয়েছে– একশবার তাকবীর, একশ তাসবীহ ও একশ তাহলীল। ব্যস্ত নয় এমন সাধারণ মানুষের সম্পর্কে বলা হয়েছে– বিভিন্ন শোগলের তা'লীম দেওয়া উচিৎ নয়। যদি আগ্রহ ও যোগ্যতা থাকে তাহলে তাকে তিন থেকে ছয় হাজারবার পর্যন্ত এসমে যাতের যিকির যর্‌ব ও জেহের ছাড়া বলে দেবেন। এরচেয়ে বেশি মুনাসিব নয়। অবশ্য যদি কোনো সাধারণ মানুষ উলামাদের সংস্পর্শে থেকে আলেমের মতো খোশ ফাহাম অর্থাৎ ভাল বুঝ সম্পন্ন হয়ে যায় তবে তার ব্যাপারটি ব্যতিক্রম। ভাল বুঝ সম্পন্ন হওয়ার ব্যাখ্যা কী? এর মানে কি উজ্‌ব বা আত্মপ্রশংসা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিরাপদ থাকা না কী?

জবাবঃ ব্যাখ্যা এই যে, এ ধরনের শোগলের কারণে কিছু- 'ওয়ারেদাত' বা ভাবাবেগ ও ফলাফল প্রকাশ পায়, তো ঐ ব্যক্তির এমন হতে হবে যে, সে এসবের ব্যাখ্যা যেন বুঝতে পারে। আর আত্মপ্রশংসা, দম্ভ ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকাও তার ফলাফল।

প্রবল ভীতির চিকিৎসা

হালঃ আমার অবস্থা একরকম থাকে না। কখনো এরকম কখনো অন্যরকম। কখনো দিলের মধ্যে ঈমানের খুশি ও আনন্দ প্রকাশ পায় এবং তাতে অন্তরে খুশি খুশি ভাব ফুটে ওঠে। আবার কখনো নিজের খারাপ অস্তিত্বের চিন্তা এবং মৃত্যুর চিন্তা প্রবল থাকে। ভেতরে ভেতরে দিল বলতে থাকে যে, দেখ আমার

www.islamfind.wordpress.com

অবস্থা কী হবে? এ অবস্থায় শরীর দুর্বল হয়ে যায় এবং এরকম শারীরিক দুর্বলতার মধ্যে কোনো না কোনো অসুস্থতা দেখা যায়। অসুস্থতা ও দুর্বলতা এক সঙ্গে থাকে। আজকাল অবস্থা এমনই চলছে। একমাস যাবত অসুস্থ। প্রথমে দশ-পনেরদিন মনের উপর ভীতি প্রবল হয়ে থাকল। পরে মৌসুমী অসুখ দেখা দিল। মৃত্যু ভয়ের কারণে কোনো কিছু ভাল লাগে না। হতাশা ও আশঙ্কা দিলকে দখল করে রাখে। মনের মধ্যে শুধু এই চিন্তাই জাগে যে, আমি অনেক গোনাহ করেছি আর মৃত্যুও খুব নিকটবর্তী হয়ে পড়ছে। জানি না আমার পরিণতি কী হবে? সুস্থতার সময় এরূপ চিন্তা কম হয়, অসুস্থতার সময় ভয় বেশি হয়। বাহ্যিকভাবে কোনো রোগও বোঝা যায় না। শরীরে অল্প স্বল্প ব্যথা বোধ হয়। দিলের মধ্যে আতঙ্ক ও নৈরাশ্য ভাব জেগে থাকে। বিশেষ করে রাতের বেলা ভয় ও আতঙ্ক বেশি প্রবল হয়ে ওঠে। এমন সময়ে মা'মূলও খুশির সঙ্গে আদায় করতে পারি না। বহু কষ্টে অযীফা পড়ে নেই। তওবা করতে মন চায় তখন বেশি বেশি। সুস্থতা ও খুশির সময় বেশি বেশি ইবাদত করতে ইচ্ছা হয়। কখনো মনে হয় দিলের মধ্যে জোশ ও আবেগ, আনন্দ ও খুশি, মহব্বত ভরপুর আবার কখনো মনে হয় কিছুই নেই। হুযূর! মেহেরবানীকরে সুস্থতা ও ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুর জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ যে সামগ্রিক হালতের কথা লিখেছেন, এসবের সারাংশ হল কব্য ও বাস্ত। উভয় হালতই অনেক উঁচু স্তরের। দুটোই মাহমূদ ও প্রশংসনীয়। এগুলো দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। এজন্য এগুলোকে নিআমত মনে করে শোকর ও কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিৎ। কব্যের হালত প্রবল হলে কিমিয়ায়ে সাআদাত এবং আরবাঈন কিতাবের অধ্যায়- আশা অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলার রহমতের আশা সংক্রান্ত বিষয় বারবার পড়া উচিৎ। আমি দুআ করছি।

মস্তিষ্কের দুর্বলতা পেরেশানির কারণ না হওয়া উচিৎ

হালঃ অত্যন্ত আদবের সঙ্গে খাদেমের নিবেদন এই যে, পূর্ণ এক বছর হল মস্তিষ্কের দুর্বলতা যথারীতি চলছে। তারতীবে দেমাগ, শীরায়ে বাদাম (মস্তিষ্কের ওষুধ) ইত্যাদিও ব্যবহার করেছি। উল্লেখযোগ্য কোনো লাভ হয় নি। উচ্চ শব্দে যিকির তো করতেই পারি না। শুধু যবানি যিকির করি। মাগরিব ও এশার মাঝে তিন হাজারবার এসমে যাতের মা'মূল আছে। এছাড়া তাহাজ্জুদের পর বারো তাসবীহ আদায় করি। সেটাও যবানি, যর্‌ব ও জেহের

www.islamfind.wordpress.com

(উচ্চশব্দ ও মাথা ঝাঁকিয়ে) একেবারেই সম্ভব হয় না। কিছুদিন থেকে তিন হাজারবারও করা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় যেন কেউ মাথার মধ্যে পেরেক ঢুকিয়ে দিচ্ছে। হাকীম সাহেবকে অবস্থা জানানো হলে তিনিও উপরোল্লেখিত ওষুধ খেতে বলেন। উল্লেখযোগ্য উপকার না হলে আমি হাকীম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আমার দেমাগ-মস্তিষ্ক কি আদৌ ভালো হবে না? তিনি বললেন– তোমার অবস্থা সর্বদা এরকমই থাকবে। তখন থেকেই আমি ভীষণ পেরেশান। আল্লাহ্ জানেন কেন এমন হল।

বিশ্লেষণঃ পেরেশানির কী আছে? দুর্বল মস্তিষ্কওয়ালাদের জন্য কি আল্লাহ্র রাস্তা বন্ধ? যদি এমনই হত তাহলে অসুখ-বিসুখ নিয়ে শরীয়তের আহকাম থাকত না। বরং অসুস্থ ব্যক্তি তো সুস্থ মানুষের তুলনায় মাকসূদের বেশি নিকটবর্তী। এজন্য বিভিন্ন হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, 'যদি অসুস্থতার কারণে গায়রে ফরয (ফরয নয়, নফল) আমলে কিছু ঘাটতি থেকে যায় তবুও সওয়াব পরিপূর্ণ দেওয়া হবে।' আবার ফরযের মধ্যেও অসুস্থকে অনেক ছাড় দেওয়া হয়েছে।

হালঃ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, অন্যসময় কিছুই বোধ হয় না কিন্তু যিকির করতে গেলে বেশি বোধ হয়। এটাকে যদি দুর্বলতা ধরা হয় তাহলে ব্যথা বা যন্ত্রণা তো কখনো হয় না। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার সময়ও খুব কষ্ট বোধ হয়। এজন্যই অধম পেরেশান।

বিশ্লেষণঃ মনে হচ্ছে বিশেষ কোনোদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করার কারণে কষ্ট হয়। সুতরাং এই দিকটি পরীক্ষা করে পরে আমাকে জানান। দেখুন-একাগ্রতা অর্জনের চেষ্টা বেশি করবেন না। তখন কী অবস্থা হয়, লক্ষ করে আমাকে এত্তেলা দেবেন।

হালঃ দিল চায় এসমে যাতের যিকির করতে করতে রাত ভোর করে ফেলব কিন্তু মস্তিষ্ক কাজ করতে পারে না। আশ্চর্যরকম দ্বন্দ্বে জড়িয়ে গেছি। হুযূর মেহেরবানি করে আমার জন্য দুআ করবেন যেন হুযূরের তাওয়াজ্জুহ ও দুআর বরকতে উক্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে পারি।

বিশ্লেষণঃ দুআ করতে তো অস্বীকার করছি না। তবে উল্লেখিত পরীক্ষাটি করে ফলাফল জানাবেন অবশ্যই।

www.islamfind.wordpress.com

মুরাদিয়াত ও এজতেবা'র হাকিকত

প্রশ্নঃ মুরাদিয়াত ও এজতেবা-এর হাকিকত কী?

জবাবঃ বিনা মাধ্যমে, প্রচেষ্টা ও মুজাহাদা ছাড়া যে বাতেনি আহ্ওয়াল লাভ হয় তাকেই বলা হয় মুরাদিয়াত, এজতেবা। মাহবূবিয়াত ও জযবও একেই বলা হয়।

কারামাত সম্পর্কে দুর্লভ ও চমৎকার বিশ্লেষণ

ভূমিকা- জ্ঞাতব্য এক ঃ জেনে রাখা উচিৎ যে, এ বিষয়ে বিশ্লেষকগণের বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, কারামাত বলা হয় এমন বিষয়কে যা কোনো নবীর পূর্ণাঙ্গ অনুসারী থেকে প্রকাশ পায় এবং যা স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত। সুতরাং যদি সেটা স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত না হয় তাহলে কারামত নয়। আবার যে ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পেল, সে যদি কোনো নবীর অনুসারী নিজেকে না বলে সেটাও কারামাত নয়। যেমন যোগী, জাদুকর জাতীয় লোকদের থেকে কিছু কিছু এ ধরণের ব্যাপার প্রকাশ পায়। আর যদি ঐ ব্যক্তি নিজেকে অনুসারী দাবি করলেও বাস্তবে অনুসারী না হয়, চাই তার অমান্যতা (নামানা) মৌলিক বিষয়ে হোক যেমন বেদআতীরা অথবা তার অমান্যতা শাখা বিষয়ে হোক যেমন ফাসেক-ফাজের লোকেরা, এর দ্বারাও যদি এ ধরণের কিছু প্রকাশ পায় তাহলে সেটাও কারামাত নয় বরং সেটা ভেল্কিবাজি। এর ক্ষতি এই যে, এ ধরণের লোকেরা নিজেদেরকে মনে করে 'কামেল' মানুষ। এই ধোকায় পড়ে কখনোই হক ও সত্যের সন্ধানী হয় না এবং কখনোই সত্য শরীয়ত মানার চেষ্টা করে না। নাউযুবিল্লাহ্ কতবড় ভয়াবহ ক্ষতি! সুতরাং কোনো অলৌকিক ঘটনাকে তখনই কারামাত বলা হবে যখন ঘটনাটির প্রকাশস্থল ব্যক্তি মুমিন, সুন্নতের অনুসারী এবং পূর্ণাঙ্গ মুত্তাকী হবেন। বর্তমানে যে ব্যক্তির মাধ্যমে কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে তাকে গউছ, কুতুব আখ্যা দিয়ে দেওয়া হয়। চাই তার আকীদা, আমল ও আখলাক যাই হোক না কেন। এটা বিরাট বড় ভ্রান্তি। বুযুর্গানে দীন স্পষ্টভাষায় বলেছেন– যদি কোনো ব্যক্তিকে বাতাসে উড়তে দেখ, পানির উপর দিয়ে হাটতে দেখ কিন্তু সে শরীয়তের অনুসারী না হয় তাহলে তাকে একেবারেই অচলমুদ্রা মনে করবে।

জ্ঞাতব্য দুই ঃ জানা উচিৎ যে, কারামাত হওয়ার জন্য ঐ অলীর জানাও জরুরি নয় এবং তার ইচ্ছাও জরুরি নয়। কখনো অলীর জানা থাকে কিন্তু ইচ্ছা থাকে

www.islamfind.wordpress.com

না। আবার কখনো জানাও থাকে ইচ্ছাও থাকে। এই কথার ভিত্তিতে কারামাতের তিন প্রকার হল। এক প্রকার যেখানে জ্ঞানও থাকবে ইচ্ছাও থাকবে। যেমন– হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুবারক চিঠির মাধ্যমে নীলনদ চালু হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় যেখানে জ্ঞান মানে জানা থাকে কিন্তু ইচ্ছা থাকে না যেমন হযরত মারয়াম আলাইহাস সালামের নিকট ভিন্ন মৌসুমের ফল উপস্থিত হওয়া। তৃতীয় প্রকার যেখানে না ঐ ওলীর জ্ঞান থাকে না ইচ্ছা যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর মেহমানদের সঙ্গে খানা খাওয়া এবং খানা দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে যাওয়া। যাতে খোদ হযরত সিদ্দিকে আকবর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এতে পূর্ব থেকে এ বিষয়ে তাঁর জানা না থাকা ও ইচ্ছা না থাকাই প্রমাণিত হয়। যুক্তির বিচারে আরো একটি প্রকার হতে পারে যদিও সেটা বাস্তবে অসম্ভব। সেটা হল ইচ্ছা থাকা জ্ঞান না থাকা। এটা অবাস্তব এজন্যই যে, জানা না থাকলে ইচ্ছা অসম্ভব। 'তাসাররুফ' ও'হিম্মত' শব্দ দুটি শুধু প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারকে তাসাররুফ ও হিম্মত বলে না। অবশ্য বরকত ও কারামাত বলা হয়।

জ্ঞাতব্য তৃতীয় ঃ জেনে রাখা ভালো যে, অন্য বিচারে কারামাত দুই প্রকার। একটি অনুভূতিগত ও একটি প্রকৃত। সাধারণ জনগণ শুধু অনুভূত কারামাতের কথাই জানে এবং সেটাকেই মনে করে কামাল বা কৃতিত্ব (বা বুযুর্গী)। যেমন মনের কথা জেনে ফেলা, পানির উপর দিয়ে হাটা, বাতাসে উড়া ইত্যাদি। বিশিষ্টদের নিকট বড় বুযুর্গী হল প্রকৃত কারামাত অর্থাৎ শরীয়তের উপর অবিচল থাকা, উত্তম চরিত্রে অভ্যস্থ হয়ে যাওয়া, সকল নেক কাজ বিনা কষ্টে ও নিয়ম তান্ত্রিকভাবে মেনে চলা, হিংসা-বিদ্বেষ ও অন্যান্য নিন্দনীয় স্বভাব থেকে কলব পবিত্র হয়ে যাওয়া, একটি নিঃশ্বাসও গাফলাত ও উদাসীনতায় না কাটানো। এটা এমন কারামাত যার মধ্যে ভেল্কিবাজীর কোনো সুযোগ ও সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে প্রথম প্রকারের মধ্যে রয়ে গেছে সেই সুযোগ ও সম্ভাবনা। একারণেই কামেল ব্যক্তিগণ কারামত প্রকাশ-এর সময় খুব শঙ্কিত থাকেন যে, এটা ভেল্কিবাজি না হয় অথবা আল্লাহ্ না করুন এতে নফসের মধ্যে উজ্ব বা আত্মঅহঙ্কার পয়দা না হয়ে যায়। অথবা এর কারণে জনসাধারণের মাঝে প্রশিদ্ধি, খ্যাতি ও স্বাতন্ত্র তৈরী হয়ে ধ্বংসের কারণ না হয়ে যায়। কেউ তো বলেছেন– কোনো কোনো কারামাতওয়ালা আল্লাহ্র অলী মৃত্যুর সময় আক্ষেপ করেছেন যে, হায় দুনিয়াতে যদি আমার কোনো

www.islamfind.wordpress.com

কারামাত প্রকাশ না পেত। তাহলে এর বিনিময় ও প্রতিদান আখেরাতে পেতাম। কেননা পৃথিবীতে কোনো নেয়ামতে যেই পরিমাণ কারো ঘাটতি থাকবে আখেরাতে তার বদলা ও বিনিময় তাকে দেওয়া হবে।

জ্ঞাতব্য চতুর্থ ঃ জানা উচিৎ যে, কতিপয় উলামায়ে কেরাম কারামাতের শক্তিকে একটি বিশেষ সীমায় আবদ্ধ বলেছেন। যে বিষয়গুলো অনেক বড় যেমন পিতা ছাড়া সন্তান হওয়া, জড়বস্তু প্রাণী হয়ে যাওয়া অথবা ফেরেশতাদের কথা বলা, কারামাত দ্বারা এগুলো ঘটাকে তারা অসম্ভব সাব্যস্ত করেছেন। তবে মুহক্কিকীন বা বিশ্লেষকদের মতে কারামাতের শক্তির কোনো সীমা নেই, কেননা ওটা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট, অলীর মাধ্যমে শুধু তার প্রকাশ ঘটছে আল্লাহ্র নিকট তাঁর গ্রহণযোগ্যতা, নৈকট্য ও মর্যাদা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতার যেহেতু কোনো সীমা নেই, তাহলে কারামাত সীমিত বা কোনো গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয় কী করে? তাহলে কারামাত মু'জেযার পার্থক্য থাকল কোথায়? এর জবাব এই যে, কারামাতওয়ালা অলী নিজেই দাবি করে থাকেন যে, আমি নবীর গোলাম। তাহলে তার দ্বারা যা কিছু প্রকাশিত হল তা সবই ঐ নবীর অনুগত হিসাবে, তার নিজস্বতা বা স্বাতন্ত্র নেই যে ঐ সন্দেহের সম্ভাবনা থাকবে। অবশ্য যেই অলৌকিকতা সম্পর্কে নবীর ঘোষণা থাকে যে, 'এটা ঘটা একেবারেই অসম্ভব' সেইটা কারামাত হিসাবে প্রকাশ হওয়া সম্ভব নয়। যেমন কুরআন মাজীদের মতো কিছু তৈরী করা।

পঞ্চম জ্ঞাতব্য ঃ বুযুর্গানে দীন বলেছেন– নিজেদের কারামাতকে গোপন করা, লুকিয়ে রাখা ওয়াজিব কিন্তু ১. যেখানে প্রকাশ করা জরুরি হয়ে যায়, ২. অথবা যেখানে গায়ব থেকে অনুমতি থাকে। ৩. অথবা হালত এত প্রবল থাকে যে, সেখানে ইচ্ছা ও এখতিয়ার অবশিষ্ট না থাকে। ৪. অথবা কোনো তালেবে হক-এর (মুরীদের) একীনকে মজবুত করা উদ্দেশ্য থাকে, উক্ত চারটি ক্ষেত্রে প্রকাশ করা জায়েয।

ষষ্ঠ জ্ঞাতব্য ঃ কোনো কোনো কামেল অলীর মাকাম ও স্তর হয় 'গালাবায়ে উবূদিয়াত ও রেযা'। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার প্রতি দাসত্বের এবং তাঁর সকল (অনুকূল ও প্রতিকূল) ফয়সালায় সন্তুষ্টির মানসিকতা প্রবল ও তীব্র।) সে কারণে তাঁরা কোনো কিছুর মধ্যেই তাসাররুফ বা আত্মিক ক্ষমতার প্রয়োগ করেন না। এ কারণেই তাঁদের কারামাতের কথা জানা যায় না। আবার

www.islamfind.wordpress.com

অনেককে ঐ ক্ষমতা দেওয়াই হয় না। 'তাফবীয ও তাসলীম' (পরিপূর্ণ সমর্পন ও সন্তুষ্টির মানসিকতাই) তাদের কারামাত হয়ে থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, অলী হওয়ার জন্য কারামাত থাকা অথবা কারামাত প্রকাশ পাওয়া মোটেই জরুরি নয়।

সপ্তম জ্ঞাতব্য ঃ অনেক অলীর দ্বারা এন্তেকালের পরেও তাসাররুফ (আত্মিক ক্ষমতার প্রয়োগ) ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়। এটা 'তাওয়াতুর' এর পর্যায়ে পৌছে গেছে।

অষ্টম জ্ঞাতব্য ঃ কারামাত-এর জন্য আরো একটি শর্ত এই যে, প্রাকৃতিক উপকরণের মাধমে সেই আছর না হওয়া, চাই সেই উপকরণ স্পষ্ট হোক বা গুপ্ত। এই ক্ষেত্রে মানুষের দুধরণের ভুল হয়ে থাকে। অনেকে যে কোনো বিস্ময়কর ব্যাপারকেই কারামাত বলে আখ্যায়িত করে আর আমেলকে কামেল ব্যক্তি বলে বিশ্বাস করে নেয়। আজকাল এ ধরণের নানা ঘটনা অহরহ ঘটছে। যাদু-ম্যাজিক, নজরবন্দি, তেলেসমাতি, আমল ও আমালিয়াত ইত্যাদি ধরনের মধ্যে কোনো কোনোটির প্রভাব তো একান্তভাবেই কাল্পনিক, কোনো কোনোটির প্রভাব বাস্তবিক হলেও সেই প্রভাব গোপন প্রাকৃতিক উপকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কারামাত এ সকল আজেবাজে বিষয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কোনো কোনো অনভিজ্ঞ লোক তো কারামাতকেও প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে ঘটিত বলে সব বিস্ময়কর ব্যাপারকে এক পাল্লায় মেপে থাকে। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সত্যসন্ধানীদের শক্তিশালী প্রমাণাদির মাধ্যমে ইনসাফের দৃষ্টিতে পার্থক্য ধরা পড়ে যায়। তারা অনুধাবন করতে পারেন যে, ঐ বিষয়টির মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তি কার্যকর নাকি ঐশী ও পবিত্র শক্তি নাকি কোনো শক্তিরই কোনো ভূমিকা নেই বরং শুধুমাত্র গায়েব থেকে সংঘটিত।

নবম জ্ঞাতব্য ঃ যে কাজ বাহ্যশক্তি দ্বারা করা নিষিদ্ধ যেমন নিরপরাধকে হত্যা করা, অথবা কারো কলবের উপর শক্তি প্রয়োগ করে অর্থ সম্পদ নিয়ে নেওয়া, অথবা কারো গোপন রহস্য জানা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো গায়রে মাহরামের প্রতি মনোযোগ দেওয়া। কিছু কিছু লোক যে কোনো অলৌকিক বিষয়কে বেলায়াতের অংশ মনে করে উপরোক্ত হারাম তাসাররুফকেও হালাল মনে করে ঐগুলোকে কারামাতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে।

দশম জ্ঞাতব্য ঃ অলীর দ্বারা হঠাৎ কখনো কোনো না জায়েয কাজ ঘটে যাওয়া, এই শর্তে যে, সেই কাজে জিদ ধরে না থাকা এবং সতর্ক করলে তওবা করে

www.islamfind.wordpress.com

নেওয়া, অথবা মতভেদপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে ভুল দিকটির উপর আমল করা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো বেলায়াত (অলীত্ব) ও কারামাত-এর জন্য ক্ষতিকর নয়। কারামাত বিষয়ে এই মোট দশটি জ্ঞাতব্য খুবই জরুরি।

কতিপয় কব্‌যের এলাজ

প্রশ্নঃ আমার কিছু বরবাদির হাল বয়ান করছি, আশা করছি ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। অযীফা সব ছুটে গেছে। জোরপূর্বক নফসের খেলাফ যদি তাসবীহ নিয়ে বসি মন তাতে বিষিয়ে উঠে। তাসবীহ টেনে গণনা করতে মন পেরেশান হয়ে যায়, তখন চুপচাপ বসে থাকি। এই সময়ের কিছুটা এমন কেটে যায় যে, নিদ্রা না তন্দ্রা নাকি জানি না আমার খবর থাকে না যে, কোথায় আছি? কী হয়েছে? শোগল একেবারে বন্ধ, কারণ দিল পেরেশান হয়ে যায়। কিন্তু এই না হওয়াটাই হয়ে গেছে চরম কষ্টকর এক ব্যাপার। আরো একটি কথা, এটাও বলতে লজ্জা লাগছে। কারণ হয়ত আমি বুঝতেছি একরকম কিন্তু আসল বিষয় অন্যরকম। বিষয়টি এই যে, বেশিরভাগ সময়ে, কখনো কখনো প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র ধ্যান দিলের মধ্যে থাকে। এখন দিলে যদি কিছুমাত্র শান্তি থেকে থাকে তবে এই বিষয়টির কারণে। যদিও যবানি অথবা তাসবীহ পড়ার ইচ্ছায় যিকির করি না। যা হোক এওতো বিরাট গণীমাত যে, অন্তত কখনো তো আপন আল্লাহ্‌র ধ্যান আসে। পূর্বে যে হৃদয়োত্তাপ, নম্রতা ও প্রবলতা থাকত, এখন তার নাম নিশানাও নেই। এবার বলুন এটা কেমন হালত হল? কী এলাজ করতে হবে? আপনার 'তা'লীমুদ্দীন' কিতাবটি পড়তে গিয়ে সালিকের বিচ্যুতির আলোচনা চোখে পড়ল। হেজাব বা আল্লাহ্‌র সম্পর্কের অন্তরায় বিষয়ক আলোচনা থেকে মনে হল আমি সল্‌বে মাযীদ, সল্‌বে কদীম তাসাল্লীতে আক্রান্ত। তবে আলহামদুলিল্লাহ্! আদাওয়াত (শত্রুতা) আমার মাঝে নেই। এবার বলুন আমার কী হয়েছে এবং কী করব? আপনি লিখেছেন-সালিক যদি ইবাদতে ত্রুটি করে তাহলে ঐ হেজাবটাই প্রাধান্য পেয়ে যায়। এবার বলুন আমি কোন শ্রেণীতে আছি। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দ্রুত জবাব দিবেন। কেননা উপরোল্লেখিত বিষয়টি পড়ার পর থেকে আমার ভেতরটা অস্থির হয়ে আছে, তৈরী হয়েছে ব্যাকুলতা। আল্লাহ্ না করুন যদি মন্দ কিছু ঘটে তাহলে আমার কী হবে! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যাই হোক প্রকৃত বিষয়টাই আমাকে জানাবেন। আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। পূর্বে নফল নামায ছাড়াও দৈনিক ত্রিশ হাজার করে তাসবীহ পড়া হয়ে যেত। পূর্বে প্রাথমিক অবস্থার জোশ ও আবেগ ছিল এখন হয়ে গেছে এমন মা'মুলি

www.islamfind.wordpress.com

ব্যাপার যে, মনে হয় কোনো নতুনত্ব নেই। নেই কোনো নতুন ব্যাপার। পূর্বের চেয়ে বহুগুণে কমতি ও ঘাটতি বোধ হয়। আমার মতে পূর্বের চেয়ে উন্নতি না হয়ে আরো বরং অবনতি হয়েছে। আপনি বলুন আসলে কী হয়েছে? আল্লাহ্ না করুন তা'লীমুদ্দীন কিতাবের সেই হালত তো নয়? সংক্ষিপ্তভাবে আমার এই ছিল নিবেদন যে, এখন যিকির কিছুই হয় না, অবশ্য আমার মনে হয় ফিকির অবশ্যই কিছু হয়। কেননা দিলের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ কখনো কখনো ঠিকই হয়। অযীফা ও শোগলের মধ্যে এই ঘাটতি কেন পয়দা হয়ে গেল জানি না। দয়া করে জানাবেন। আমার নিজের দেহবিশিষ্ট প্রতিমূর্তি বা ছবি নিজের মুখোমুখি বসা দেখতে পাই। চোখ যতই বন্ধ থাক। কখনো কখনো চক্ষু বন্ধ করে নিলে উজ্জল কোনো কিছু অথবা আসমানি রংয়ের মতো চোখের উপর হাত রাখলেও দেখতে পাই। একদিন বিছানায় শুয়ে আছি, সামনে ছিল দরজার ফাঁক দিয়ে আলোকরশ্মির প্রলম্বিত রেখা, এই ফাঁকা দিয়েই ঘরের ভেতর থেকে চোখে পড়ছিল আসমানের অংশ। চোখ বন্ধ করলেও দেখলাম একই চিত্র। শেষে চোখের উপর হাত রাখলাম তবুও দেখি একই চিত্র।

জবাবঃ আমার স্নেহ-ভালবাসার জনাব... আসসালামু আলাইকুম, আপনার অবস্থা বেশ ভাল। ইবাদতের নানা তরীকা আছে। যিকির করা সংখ্যা গণনা ছাড়া সেটাও ইবাদত। নিজেকে নিকৃষ্ট-তুচ্ছ, অপরাধী-পাপী ও অজ্ঞ মনে করাও ইবাদত। যেদিক দিয়েই হোক মাকসূদ বা উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে, অর্থাৎ ইবাদত হচ্ছে। তবে হাঁ, নিন্দনীয় অবস্থা দুইটি, একটি হল~ না ফরমানী বা গোনাহ করা দ্বিতীয়- গাফলাত-উদাসীনতা। অর্থাৎ আল্লাহ্কে ভুলে যাওয়া। আল্লাহ্র রহমতে এদুটো আপনার মধ্যে নেই। রইল আপনার উৎসাহ, উদ্দীপনা আর গালাবা বা হালতের প্রবলতা। এগুলো সবই সাময়িক বা অল্প সময়ের হালত ও আবেগ। এগুলো না হওয়া বা স্থায়ী না থাকা বা হওয়ার পর হারিয়ে যাওয়া সালিকের জন্য ক্ষতিকর নয়। এবং ঐসব কাইফিয়াত কায়েম ও দায়েম থাকতেও পারে না। স্থায়ী থাকা হুবহু একই তালে এদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

যেই হেজাব বা অন্তরায়-এর সন্দেহ আপনার হয়েছে, সেটা একেবারেই ভিত্তিহীন সন্দেহ। মোটেও সেটা ঠিক নয়। আপনি বিনা যুক্তি-প্রমাণে আমার কথার অন্ধ অনুসরণ করুন এবং নিশ্চিন্ত থাকুন। খুব সহজে ও আরামের সঙ্গে আপন কাজে লেগে থাকুন। পেরেশানি করতে থাকলে কলব দুর্বল হয়ে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

যাতে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মোটকথা আপনি না রোগী, না আপনার চিকিৎসার প্রয়োজন। তবে এই তরীকত সম্পর্কে না জানার কারণে 'সুস্থতা'র জ্ঞান নেই, এটাও ক্ষতির ব্যাপার নয়। এর মধ্যে আসমানী রং দেখা বা অন্যান্য বিষয় যেগুলো লিখেছেন সেগুলো কল্পনাশক্তির কারসাজি। আমাদের সার্বিক অনুভূতিশক্তির মধ্যে চোখে দেখা বিভিন্ন রং ও আলো থেকে যায়, পরে যেগুলো চোখ বন্ধ করলেও দেখা যায়। এটা মাহমূদ বা প্রশংসনীয়ও নয় মাযমূম বা নিন্দনীয়ও নয়। কোনোরূপ দ্বিধা করবেন না।

কতিপয় বুকের ব্যথা ও অস্থিরতার এলাজ

প্রশ্নঃ একজন হাকিম সাহেব আছেন। পেশা জুতা-স্যাঘেণল সেলাই করা। নেক মানুষদের পছন্দ করেন, যিকির-শোগল করেন। গতকাল সে অধমের কাছে নিজের কিছু হালত বলে সমাধান চেয়েছে। আমি ওজর পেশ করে তাকে বলেছি আমি মক্তবের শিশুতূল্য। সমাধান বা এলাজ আমি কোত্থেকে দেব। হুযূরের ঠিকানা জানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সে জিদ ধরে আমাকেই লিখে দিতে বলল। হালত এই যে, এই ব্যক্তি কোনো একসময় খামুশ ছাহেব নামের এক দরবেশ সাহেবের নিকট হাজির হয়েছিলেন। লোকটি একদম সাদাসিদা নির্বোধ ধরনের মানুষ হলেও কুরআন শরীফ হিফ্য করার আগ্রহ তার সীমাহীন। সে কারণে দরবেশ সাহেব তার জন্য দুআ করেন। যার ফলে অকল্পনীয়ভাবে সেই বছরেই তার কুরআন হিফ্য হয়ে গেল। তখন সে ঐ দরবেশের সোহবতেই কিছুদিন কাটালো। বাইআত হয় নি তবে কিছু বিষয় শিখেছে। তখন থেকেই তার হালত এই যে, কোনো রকমে জান বাঁচানোর পরিমাণ জুতা সেলায়ের মাধ্যমে উপার্জন করে। ঐ পরিমাণ উপার্জন হয়ে গেলেই সে কাজ বন্ধ করে দেয়। তার বিবি-বাচ্চাও মরে গেছে কিন্তু এতে তার একেবারেই পরোয়া নেই। জুতা সেলাই করে, তবে জামাত ছুটতে পারে না। যদি কোনো আহলুল্লাহর সন্ধান পাওয়া যায় তবে জুতা সেলাইয়েরও পরোয়া করে না। কুরআন শরীফ অত্যন্ত চমৎকার পড়ে। কিছুদিন পূর্বে বিজনূর এলাকায় এক দরবেশ ফকীর এসেছিল। জাহেরিভাবে শরীয়তের পাবন্দ ছিল। বহু মানুষ তার ভক্ত অনুরক্ত ছিল। কিছু ভক্ত এসে তাকেও বলল সাক্ষাৎ করতে। সে প্রথমে গররাজি থাকলেও তাদের বারবার অনুরোধে গিয়ে হাজির হল। ফকীর তাকে কাছে ডেকে দুই হাটু বিছিয়ে নিজের কাছে বসালো এরপর বলল– চোখ বন্ধ কর, জিহ্বাকে উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে নিঃশ্বাস

www.islamfind.wordpress.com

নেওয়া ও ছাড়ার সময় খেয়াল কর কী আওয়াজ বের হয়। নির্দেশমতো করে সে দেখল উপরে নিচে, শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার সময় আল্লাহ্ আল্লাহ্ আওয়াজ বের হয়। দরবেশ ফকীর বলল এভাবে প্রতিদিন যিকির করবে। সে কিছুদিন করল। এখন বলছে তার বুকের মধ্যে ব্যথা আর কলবের মধ্যে অস্থিরতা এত বেশি হয় যে, কোনো কাজে মন বসে না এমন কি নামায ও তেলাওয়াতেও কেমন যেন দিলের মধ্যে আতঙ্কবোধ হয়। সে বলছে যে, নামায ছেড়ে দেওয়ার মতো অবস্থা তৈরী হয়ে গেছে। এবার হুযূর তার জন্য কোনো এলাজ বলে দিন।

জবাবঃ তাকে বলে দিন– ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ঐ যিকির যদি এখনো চালু রেখে থাকেন তাহলে একদম যেন বন্ধ করেন এবং এর পরিবর্তে ঐ সময়ে কুরআন শরীফ অথবা দরূদ শরীফ পড়েন এবং চলতে ফিরতেও দরূদ শরীফ পড়বেন। প্রত্যেক নামাযের পর এবং রমাযানে শুধু মাগরিব ও এশার পর এগারবার দরূদ পড়ে একগ্লাস পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করবেন। সেহরী খাওয়ার পরও একবার এটা করবেন। নির্জনে বসে নিজের কলবের উপর চাঁদ কল্পনা করবেন। প্রতিদিন ঠাণ্ডা বা গরম -যেটা তার শরীরের উপযোগী, পানি দিয়ে গোসল করবেন। তিন-চারদিন পর আবার হালত জানাতে হবে। ইনশাআল্লাহ্ তাআলা হালত একদম ভালো হয়ে যাবে। আগামীতে যেন এটা লক্ষ রাখেন যে, যার তার কথায়, বিশেষ করে ভবঘুরে লোকদের কথা মতো কখনোই কোনো আমল না করেন। কোনো হক্কানী পীরকে নিজের মজবুত খুঁটি বানিয়ে নেন।

তীব্র শোক ও ব্যথার এলাজ

প্রশ্নঃ আমাদের মাওলানা ও মুর্শিদুনা, আসসালামু আলাইকুম, ইদানিং আমার উপর দিয়ে বয়ে গেছে এক দুর্ঘটনার ঝড়, যার ভার বহন করতে সক্ষম হচ্ছে না আমার কলব। আমার কলিজার টুকরা উনিশ বছর বয়সী– যে নিজের ব্যক্তিযোগ্যতার বদৌলতে এনট্রান্স পাশও করেছিল। মাত্র তার ফল ও ফুলের সময় এসেছিল, এক মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে ইহকাল ত্যাগ করে চলে গেল। সেই ছিল আমার একমাত্র পুত্র। দুনিয়াতে আমার কাহিনী সমাপ্ত হয়ে গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার জন্য দুআ করবেন, আল্লাহ্ তাআলা ছবর দান করেন, অথবা কিছু একটা আমলের জন্য দিন যেন নিজেকে শান্ত রাখতে পারি।

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ আস্‌সালামু আলাইকুম, সাহেবজাদার এন্তেকালের খবরে দুঃখ পেলাম। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিন। আপনাকে উত্তম ধৈর্য ধারণের তাওফিক দিন। আপনি কিমিয়ায়ে সাআদাত বা তার অনুবাদ থেকে ধৈর্যের অধ্যায় বারবার পড়ুন। উঠতে বসতে বেশি বেশি লা-হাওলা পড়ুন। জীবিতদের মধ্যে যার প্রতি বেশি ভক্তি শ্রদ্ধা আছে তার চেহারা বারবার কল্পনা করুন। ইনশাআল্লাহ্ দিলে শান্তি এসে যাবে। আমিও দুআয়ে খায়ের করছি। যেহেতু আমার সঙ্গে আপনার দীনী সম্পর্ক আছে, যার কারণে আপনার কল্যাণ কামনার ব্যাপারে লৌকিকতা করার এজাযত নেই। সে কারণে এটা লেখা জরুরি হয়ে গেল যে, এই এন্তেকারের কষ্টের চেয়ে আপনার একটি কথায় বেশি কষ্ট হল। সেটা এই যে, আপনি কষ্টের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে স্বভাবগত দাবিকে অতিক্রম করে তার যৌক্তিক কারণ হিসাবে লিখেছেন 'এনট্রান্স পাশ করেছিল আর সময় এসেছিল তার ফল ও ফুলের। দুনিয়াতে আমার কাহিনী খতম হয়ে গেল।' বোঝা গেল যে, আফসোসের প্রধাণ কারণ দুনিয়া উপভোগ করার সুযোগ হারানো। তাহলে যেন প্রধান মাকসূদ দুনিয়া। তালেবে হক (আল্লাহ্ প্রত্যাশী) একজন মানুষের যবান ও কলম থেকে এ ধরণের কথা বের হওয়া এমনই যেমন তাওহীদ দাবিকারীর মুখ থেকে শিরকের কথা বের হওয়া। ঐ মুসিবতের চেয়ে বড় মুসিবত এই যে, কল্‌ব এমন কেন হবে যার আকাঙ্ক্ষা এরূপ দুনিয়া কেন্দ্রিক। এর এসলাহ ও সংশোধন করা অতি জরুরি।

* * *

হালঃ মরহুমদের এন্তেকালের ব্যথা এবং স্মরণ বহু চেষ্টা করেও কমাতে পারছি না। নির্জন ও নিরিবিলি সময়ে, নামাযে, যিকির বা বেকার সময়ে খুব বেশি মনে হয়, প্রায়ই দিলের উপর গালের বা বিজয়ী হয়ে যায়। যাতে আহ্-উহ্ ছাড়াও চোখে পানিও এসে যায়। ভাবি যে, এত বেশি শোক নিমগ্নতা আবার শরীয়তে শান্তিযোগ্য কিনা।

বিশ্লেষণঃ স্বভাবগত ব্যাপার শাস্তিযোগ্য নয়।

হালঃ কেননা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার সময়ও এটা প্রবল হয়ে ওঠে।

বিশ্লেষণঃ অপারগতা।

হালঃ মাঝে মাঝে মনে হয় যে, ঐ স্মরণ ও চিন্তা সম্পূর্ণ দূর করার জন্য লা-হাওলা অথবা এস্তেগফার অথবা দরূদ শরীফ পড়ি এবং আল্লাহ্ তাআলার

www.islamfind.wordpress.com

নিকট প্রার্থনা করি যে, আমাকে যেন ঐ শোক ভুলে যাওয়ার তাওফিক দেন। কিন্তু তখন আবার এই চিন্তা আসে যে, মরহুমদের ভুলে যাওয়ার চেষ্টা-তাদবীর করা মানবতা ও সৌজন্যের পরিপন্থী। দয়া করে হাকিকত জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ মানবতা ও সৌজন্য পরিপন্থী সেই ভুলে যাওয়া যাতে মরহুমদের কল্যাণ রয়েছে। জানা কথা এই স্মরণে তাদের কোনো লাভ নেই। সে কারণে এই স্মরণ-যা আপনার জন্য ক্ষতিকর, ভুলে যেতে হবে। তবে তাদের জন্য সওয়াব পৌছানো ত্যাগ করা যাবে না, এই কাজটি ভুলে যাওয়া যাবে না। এই ভুলে যাওয়াটা মানবতা পরিপন্থী।

দুর্লভ বিষয়বস্তু লিখে রাখা

হালঃ বেশিরভাগ অবসর সময়ে আবার কখনো যিকিরের মাঝে আখলাক সংশোধন ও সুলূকের বিভিন্ন বিষয় ভাবনা ও চিন্তায় আসে। কখনো আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য ও রহম বিষয়ক, কখনো এমন বিষয়ের যে, তিনি আমাদের সকল কর্মকাণ্ডের দ্রষ্টা, অন্তরের গোপন ভাবনার ব্যাপারেও জ্ঞাত, তিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী ইত্যাদি, এরপর এ সকল বিষয়ের আসা-যাওয়ার ধারা দীর্ঘসময় পর্যন্ত চিন্তার ক্ষেত্রে চালু থেকে যায়। আবার এগুলোর প্রবল হয়ে ওঠার কারণে লিখে রাখার চাহিদা হয়। সেজন্যে অবসর সময়ে কখনো লিখতে লিখতে যিকিরের ক্ষেত্রে বিলম্ব হয়ে যায়। যদিও ছুটে যায় না। মাঝে সর্বোচ্চ দু-তিনবার এরূপ বিলম্ব হয়েছে। তবে এর কারণে যিকির নির্ধারিত সময়ের বাইরে চলে যাওয়াতে কলবের মধ্যে ক্লান্তি আসে, আবার যিকিরের মধ্যেও মনোযোগ যিকিরের দিকে থাকে না আমি তখন কী করব? ঐদিক থেকে চিন্তাকে সরিয়ে নিব কিনা? ঐ বিষয়গুলো ভাবতে ও লিখতে মজা ও আনন্দ লাগে এই কারণে যে, সুলূকের ক্ষেত্রে আমার সহায়ক হবে, বিভিন্ন সময় ঐগুলো দেখলে হিম্মত হবে। পরে আবার চিন্তা করি– এগুলো আমার জন্য প্রতিবন্ধক তো নয়, মূল মাকসূদের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে যাবে না তো? এ ব্যাপারে হুযূরের সার্বিক এসলাহ কামনা করি।

বিশ্লেষণঃ দুর্লভ কোনো বিষয় হলে লিখে রাখুন।

মৃত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে চিন্তিত হলে এলাজ

হালঃ এই চিন্তা সারাক্ষণ আমাকে পেরেশান করে রাখে যে, আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আমার মায়ের কী হালত হল? আমার মায়ের কি মাগফেরাত ও

www.islamfind.wordpress.com

ক্ষমার ব্যবস্থা হল না কি ভিন্ন কিছু হল? দিল কে অনেক বোঝালাম, ভুলানোর চেষ্টাও অনেক করলাম কিন্তু এই চিন্তা কলব ও দেমাগ থেকে একেবারেই সরছে না। আমার করণীয় কী? এলাজ কী? মেহেরবানি করে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে 'ঈসালে সাওয়াব' করুন। সাওয়াব পৌঁছানোর মাধ্যমে যেহেতু মাগফিরাত হয়, সেহেতু এতে আপনার মধ্যে আশা জাগবে এবং এতেই দুশ্চিন্তা দূর হবে। আমিও দুআ করছি।

শওকের কাইফিয়াত

হালঃ হযরতজী এটা কিসের হালত যে, আজ ভোর থেকে এত বেশি মনের মধ্যে জোশ ও আবেগ উছলে উঠছে, একটি তো কী লক্ষ লক্ষ জীবন তাঁর রেযামন্দির জন্য কুরবান হোক!

বিশ্লেষণঃ এই কাইফিয়াতের নাম শওক।

কলবে আগত বিশেষ ওয়ারেদ-এর অনুসরণ করা উচিৎ

হালঃ মসজিদে নফল নামায আদায় করছিলাম। এমনি সময় নিজের অযোগ্যতা এবং হযরতের স্নেহ শাফকাতের কথা এমনভাবে মনে পড়ে গেল যে, কান্না এসে গেল। সালামের পর তো এমন হল যে, প্রায় চিৎকার করে ফেলেছিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তির আগমন হল, তাতে হঠাৎ করেই কান্না থেমে গেল। চোখের পানি সামান্য বাকি ছিল। হুযূর! আপন অর্বাচিনতায় খুব কাঁদতে ইচ্ছা হয় কিন্তু প্রাণ খুলে কাঁদাও হয়ে ওঠে না।

বিশ্লেষণঃ তাতে অসুবিধা কী? বরং এতে আরো বেশি লাভ।

হালঃ নামাযের মধ্যে যদিও কোনো কোনো রাকাত এমনভাবে শেষ হয় যে কিছুই বলতে পারি না তবে অন্য রাকাতে যখন খেয়াল হয় তখন খুব স্বাদ ও আনন্দ অনুভূত হয়। প্রতিটি শব্দে শব্দে মনে হয় যে মুনাজাত করছি। বিশেষত সেজদা তখন দীর্ঘ হয়ে যায়। আমি কী করব?

বিশ্লেষণঃ তো অসুবিধা কী দীর্ঘ করলে?

হালঃ এসমে যাতের যিকির যখন শেষের দিকে এসে যায় তখন মজা যেন বেড়ে যায় এবং সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আফসোস লাগে। এমন সময় কিছুটা বাড়িয়ে নেব কি না?

বিশ্লেষণঃ সহ্য ক্ষমতা হিসাবে অবশ্যই করতে পারেন।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আজ যখন যিকির আড়াই হাজার হল, তখন এমন মজা পয়দা হল যে গর্দানে খুব ঝাঁকুনি হতে থাকল। এটা যদিও এখতিয়ারী ছিল। তখন এরূপ চিন্তা এল যে, আমার প্রিয় মাওলা আপন প্রিয় নামের যিকির করার শক্তি ও তাওফিক দান করছেন। আমার যবানকে খানা-পিনা করিয়ে তাকে দিয়ে তাঁর নামের যিকির করিয়ে শুনছেন। এ অবস্থায় দুই তিনশ অথবা আরো কিছু বেশি যিকির হয়ে গেছে। এমন সময়ে কী করা উচিৎ?

বিশ্লেষণঃ এটাই করা উচিৎ।

'ফানা'র আলামত

হালঃ আমার জন্য দুআ করবেন যেন আমাকে গোনাহ থেকে বাঁচার শক্তি এবং তাঁর মহব্বতের মধ্যে এস্তেকামাত দান করেন। হযরত! আমার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ মনে হচ্ছে। আপনি দুআ করবেন যেন আমি আল্লাহ্‌র তাবেদার ও অনুগত বান্দা হয়ে যেতে পারি। তাঁর আনুগত্যে যেন আমার প্রত্যেক অঙ্গ প্রস্তুত হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ এটা হল উচ্চস্তরের নেক হালত। নিজের অবস্থাকে বাজে মনে করা, এটাই হওয়া উচিৎ। ইনশাআল্লাহ্ এটাই সফলতার চাবিকাঠি। মুবারকবাদের সঙ্গে এস্তকামাত ও বরকতের দুআ করছি।

* * *

হালঃ হযরত! কিছুদিন থেকে আমার হালত এমন হয়েছে যে, যা বলতে চাই দিলের মধ্যে তার বিপরীত এসে যায় যে, হতে পারে কেউ এরূপ চিন্তা করছে, এ কারণে নিজের আসল মাকসূদ প্রকাশ করতে পারি না। এখন আমি এটা স্থির করে ফেলেছি যে, যা হয় হোক আমি প্রতিদিন লিখব, যদিও মন এখনও চায় না। মন এখন পর্যন্ত প্রফুল্ল ও সজীব নয় বরং মনের মধ্যে দ্বিধা-সংকোচ ও বাধা রয়েছে। যার কারণ সেটাই যা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কখনো এই ওয়াস্‌ওয়াসা দিলের মধ্যে আসে যে, হযরতকে কী জানাব, বড় কোনো বিষয় থাকলে না হয় জানাতাম, অথচ না জানালে ক্ষতি হয়। যেটা সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করতে পারি। তাছাড়া হাল প্রকাশ না করলে হযরতের সঙ্গে এক ধরণের সংকোচ ও আড়াল তৈরী হয়ে যায় যা মাহরূমি ও বঞ্চণা ও দুর্ভাগ্যের আলামত। হুযূরকে আমার এত বেশি লজ্জা লাগে যে, হুযূর যখন বাহির থেকে তাশরীফ আনেন আমি তখন সামনে আসতে পারি না বরং যদি সামনেই থাকি

www.islamfind.wordpress.com

তাহলে লুকিয়ে যাই। এটা কেমন হালত? আরেকটি হালত যা আমার প্রায়ই হয়। সেটা এই যে, যিকির করতে করতেই শুতে ইচ্ছা করে। যদি ইচ্ছা করি যে, শোব না তাহলে আমার পক্ষে ঐ ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব নয়। বরং বাধ্য হয়ে আমাকে শুতেই হবে। যখন শুয়ে পড়ি তখন সমস্ত রগ টানাটানি শুরু হয়ে যায়। তখন একদম নিশ্চিত হয়ে যাই যে, এখন 'রূহ' ফানা হয়ে যাচ্ছে। এখন জীবনের আয়ু শেষ। এই সময় কষ্ট তো খুবই হয় তবে হযরতের করম ও এহসান সবসময় আমার হালের সঙ্গে শরিক থাকে। হযরতের কল্পনা সব সময়ই হতে থাকে। খুব কম সময়ই এমন কাটে যখন হযরতের খেয়াল ও কল্পনা থাকে না। কলব সর্বদা যিকির করতে থাকে অনিচ্ছাতেই। ঘুমানোর পরেও যখন কলবের দিকে খেয়াল করি তো কলব যিকিররত দেখতে পাই। সর্বদাই এই 'ফানায়ে রূহ' এর হালত হয়ে থাকে। মনে হয় যেন এই হালত এবং জান কবযের হালতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। হযরত! এটা তো ভীষণ ভয়াবহ হালত মনে হয়। মনে হয় দুনিয়াদারদের তো ঐ সময় খুবই কষ্ট হবে। কেননা এই সময় আমার তো কষ্ট ও পেরেশানি হয় না এই কারণে যে, এদিকে আমার কোনো তাওয়াজ্জুহ বা ভ্রুক্ষেপই থাকে না বরং দুনিয়া ও দুনিয়ার কোনো কিছুর দিকেই খেয়াল থাকে না। আমার তো ধ্যান হয় শুধু হুযূরের দিকে। যেখানে এক নূরানী শরীর চোখে পড়ে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মহত্ত্ব ও বড়ত্ব- যার মুশাহাদা (নূরে ইলাহী দর্শন) দ্বারা ভীষণ ভয় বোধ হয়। ঐ সময় কখনো এমন ইচ্ছা হয় যে, ব্যাস এখন এই অবস্থার মধ্যেই থেকে যাই। আন্ওয়ার ও আলোর এত প্রাবল্য থাকে যে, অন্য কোনো কিছু চোখে পড়ে না। ঐ অবস্থাতেই কখনো এমন চাহিদাও হয় যে, এখনই এ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যাই। দুনিয়াতে থেকে খুব ইবাদত করি যিকির করে তৃপ্তি লাভ করি। ঐ সময় যে তামান্না, আরজু ও আকাঙ্ক্ষা হয় তা শুধুই যিকরুল্লাহ। মনে মনে বলি– ঐ অবস্থা মুক্ত হয়ে, দুনিয়াতে থেকে এত পরিমাণ যিকিরে মশগুল হয় যে, খাওয়া দাওয়ার অথবা কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলার ব্যাপার স্মরণ থাকবে না। ব্যাস, শুধু যিকিরের মধ্যেই মত্ত থাকব। এতে যে আনন্দ ও প্রফুল্লতা লাভ হয় তার বর্ণনা করা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। আবার ঐ হালতে কখনো হুযূর রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল এসে যায় তখন তো ঐ হালত থেকে মুক্ত হতেই আর মন চায় না। ব্যাস তখন এটা মন চায় যে, হুযূরকে ছেড়ে এখন কোথাও যাব না। এই যে ফানা'র হালত হয় এটা কি সর্বদা হওয়া জরুরি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ না।

হালঃ নাকি কখনো কখনো হয়। সর্বদা হওয়া জরুরি নয়।

বিশ্লেষণঃ হাঁ, এরকমই।

হালঃ কখনো যিকিরের সময় মহান আল্লাহ্‌র মহত্ত ও বড়ত্বের মুশাহাদা হয়, তখন নিজের চেয়ে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ আর কেউ নেই বলে মনে হয়। নিজের এই নিকৃষ্টতা ও তুচ্ছতাকে যত বেশি প্রশস্ত করি ঐ হাল তত বেশি মজবুত হয়। ঐ হালতেও হযরতকে নিজের নিকটে পাই এবং হযরতের হাত ও পায়ে চুমু দেই। তখন হুযূরের মহব্বত এত বেড়ে যায় যে, মনে হয়, হুযূরের জুতা মাথায় তুলে রাখি। প্রতিটি অলি-গলিতে, প্রতিটি দরজায় আমার মাথায় হযরতের জুতা দিয়ে পেটানো হোক আর এই ঘোষণা দেওয়া হোক হযরতের পক্ষ থেকে যে, এটা তার নালায়েক, তুচ্ছ, অপদার্থ ও গোনাহগার খাদেম, জুতা পেটা করে তাকে সংশোধন করা হচ্ছে। তার হাল মজবুত করা হচ্ছে। তখন অবস্থা আর জিজ্ঞাসা করবেন না, কী যে অবস্থা! কী যে ফূর্তি! ব্যাস তখনকার সেটাই হয় যা হয়ে থাকে। যা একমাত্র আমি জানি আর কেউ কি জানবে এর খবর।

আর কখনো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কল্পনা আসে জুমার নামাযের পূর্বে অথবা পরে। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের স্নেহ ভালোবাসা উম্মত হিসাবে আমার প্রতি, আমার অবহেলার চিত্র মনে হয়ে মহব্বত ও ভালোবাসার এক আবেগ তৈরী হয়, যা আমাকে করে দেয় ব্যাকুল ও অস্থির। তখন আমি বুক ফাটা এক চিৎকার দিয়ে কাঁদতে থাকি। এখানে আমার উপর কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ চালানো সম্ভব নয়। যতই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই কিছুতেই সেটা সম্ভব হয় না। এই হালত এখানেও হয়েছে কানপুরেও হয়েছে। দু-একবার কুকুর ও ঘেউ ঘেউ করে আমার দিকে দৌড় দিয়ে এসেছে যার আওয়াজ শুনে লোকজন বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছে। কিন্তু তারা কেউই আমাকে চিনত না। তখন আমার মনের হালত ও ইচ্ছা এমন হয়ে যেত যে, সব কাপড় চোপড় ছিড়ে ফেলে জঙ্গলে চলে যাই। এ উদ্দেশ্যে দু-একবার গলা পর্যন্ত হাত উঠেও গেছে তবে আল্লাহ্‌ তাআলা সহনশীলতা ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দান করেছেন। প্রিয় নবীজীর কল্পনায়তো এরূপ না হওয়াই উচিৎ ছিল। আকলীভাবে এই হালতে তো এত্তেবায়ে শরীয়ত (শরীয়তের অনুসরণ) লক্ষণীয় হওয়া উচিৎ। কিন্তু সেই

www.islamfind.wordpress.com

চিন্তাই আসে না। এত বেশি ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে যাই ব্যাস এটাই ইচ্ছা হতে থাকে যে, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরাফেরা করতে থাকি। সবকিছু তখন দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়। এই হালত কেমন?

বিশ্লেষণঃ যে সব হালত গায়রে এখতিয়ারী তা সবই ভালো।

হালঃ যদি নির্জনতা অবলম্বন করি এভাবে যে, কারো সঙ্গে বেশি মেলামেশা না করি; বরং বেশিরভাগ সময় একা নির্জনে কাটিয়ে দেই, তাহলে আর লোকজনের সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছা করে না। পড়তেই ভালো লাগে না। মন বরং চায় যে, জমিনে গর্ত করে সেখানে গিয়ে এক একা বসে থাকি। না কেউ আমার সূরত দেখুক না আমি দেখি কারোর সূরত; বরং ঐ সময় অন্য কারো সূরতের খেয়ালও যদি আসে তবে খুব খারাপ মনে হয়। লেখা পড়া থেকে ফারেগ হওয়ার পর ইনশাআল্লাহ্ আমার ইচ্ছাও এমন যে, একটা উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত নির্জনতা ও একাকীত্ব অবলম্বন করব। আমি এলেম হাসিলের উদ্দেশ্যে এই হালতকে হাসি তামাশা করে, হৈ চৈ করে দুর্বল করে দেই, যা নিরিবিলি ও নির্জনতার কারণে আমার প্রায়ই হয়ে থাকে সে ব্যাপারে কী করা উচিৎ।

বিশ্লেষণঃ আপাততঃ সেটাই মুনাসিব যা আপনি করছেন।

হালঃ আমার এমন বোধ হচ্ছে যে, যদি আমি এই অবস্থাকে দুর্বল ও নষ্ট করে না দেই তাহলে অবশ্যই আমার লেখা-পড়া ছুটে যাবে। লেখা-পড়ার প্রতি আমার ভীষণ আগ্রহ। এখন যে, হালতে মুযাফফর নগর হুযূরের খেদমতে হাজির হয়েছি, এখন আমার কলবের মধ্যে এটা উদিত হল যে, যদি তুই পড়িস্ তাহলে খুব শিগগির তুই ধ্বংস ও ফানা হয়ে যাবি। এটা কি ঠিক?

বিশ্লেষণঃ যদি ঠিক হয়ও তাতে ক্ষতি কি?

হালঃ কিন্তু আমার মন লেখা পড়া ত্যাগ করতে চায় না। কিছুদিন থেকে রাত বারো বা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত কিতাবাদি দেখি এরপর নাওয়াফেল, যিকির থেকে ফারেগ হয়ে ঘুমাতে যাই হযরতের সঙ্গে কোনোদিন যদি কথা বলি তবে কয়েকদিন পর্যন্ত তার আনন্দ ও প্রফুল্লতা রয়ে যায়। আর যদি কোনোদিন ধমক খাই তাহলে সারাক্ষণ ঐ জালালী শান চোখের উপর ভাসতে থাকে। এরপর আর সাহসে কুলায় না যে কোন কথা বলি বা সামনে আসি। হযরত! এত ভয় ও প্রভাব কেন পড়ে, আমাদের অবস্থা তো এমন হওয়া উচিত যেমন বাপ বেটার সঙ্গে হয়। অথচ এখানে ভয় বেশি কাজ করে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ আজমত ও শ্রদ্ধাভক্তির বিশ্বাসের কারণে।

হালঃ যখন আমাদের কারণে হযরতের কোনো কষ্ট হয় এবং সে কারণে আমার উপর কোনো কোনো সময় ধমক পড়ে তখন আমার ইচ্ছা হয় যে, এখনই ফানা হয়ে যাই। এ কারণে নয় যে, আমার খারাপ লেগেছে বরং আমার অযৌক্তিক ও অন্যায় আচরণের কারণে কেন হযরতের কষ্ট হল। এটা লিখছি এই উদ্দেশ্যে নয় যে, হযরত ভাববেন আমার দিলের মাকসূদ এই যে, আপনি আমার উপর নারাজ হয়ে আমার এসলাহ করবেন না; বরং সকল কাইফিয়াত যেমন লিখে জানাই তদ্রুপই এটাও লিখছি। হযরত! মেহেরবানি করে আমার উপর একটু বেশি শাসন ও কঠোরতা করবেন। কেননা প্রাথমিক এসলাহ রীতিমতো ও সহীহভাবে হয় নি। এই শাসন ধমক দ্বারা এত বেশি উপকার হয় যা বুঝতে পারে শুধু কেবল সেই ব্যক্তি যার উপর এগুলোর প্রয়োগ হয়। হুযূরের সখতী (কঠোরতা) তো সখতি নয়, বরং আখলাকের দুরুস্তী (শুদ্ধি)। হযরতের অনুপস্থিতির সময়ে ঝনঝনায় গিয়েছিলাম, যেসময় হযরত মিরাঠ অবস্থান করছিলেন। ...এর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আমি হযরত মিঁয়াজিয়ো'র মাজারে গিয়ে মুরাকাবায় বসলাম। অল্প সময়ের মধ্যে কবরের ভেতরে আনওয়ার (আলো) চোখে পড়তে লাগল এরপর পরিপূর্ণ নূরানী একটি মানবাকৃতি নজরে এল। দৈহিক উচ্চতায় আমার চেয়ে একটু বেশি ছিল। গায়ের রং ছিল বাদামী। দাঁড়ি মুবারক বেশি ঘন নয় বেশি লম্বাও নয় তবে সম্পূর্ণ সাদা ছিল। চেহারা খুবই আকর্ষণীয়। এত আকর্ষণীয় আমি কোনো মাজারে দেখি নি। আনওয়ার ও আলোর খুব মুশাহাদা হচ্ছিল, হঠাৎ নজর পড়ল হযতর মিঁয়াজিয়ো'র মাজারের পূর্ববর্তী কবরের প্রতি। যার উপর গেলাফ ও অন্যান্য কিছু জিনিষ পড়ে থাকে। এই দিকে নজর পড়তেই সেই আনওয়ার দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে গেল। এই কবরে এক নওজোয়ান খুব সুন্দর সুশ্রী চেহারার চোখে পড়ল। যার দেহে অনেক জখমের চিহ্ন মনে হচ্ছিল। আরো মনে হচ্ছিল তার সারা দেহ রক্তে রঞ্জিত। এরপরে আমি পুনরায় মিয়াজিয়ো'র মাজারের প্রতি মনোযোগ দিলাম। কিন্তু যতই তাওয়াজ্জুহ দিলাম সেই আনওয়ার আর চোখে পড়ল না। হযরত মিয়াজিয়ো'র নেসবত (আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক) খুবই মজবুত ও প্রভাব সৃষ্টকারী আর ঐ দ্বিতীয় কবরওয়ালা এর নেসবত আমার মতে খুব মা'মূলী মনে হল। এই মাজারে চোখ পড়ার পর হযরত মিঁয়াজিয়ো রহমাতুল্লাহি আলায়হির আনওয়ার আর দেখা হল না কেন? দীর্ঘসময় মুরাকাবা করার পরও?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এগুলো কোনো এখতিয়ারী ব্যাপার নয়, নয় এগুলোর কারণ জানা জরুরি।

হালঃ পড়া শোনার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ আমার হালত এই হয় যে, উস্তাদের তাকরীর-আলোচনা শুনে অথবা অন্য তালেবে এলমের আওয়াজ শুনে খুব মজা লাগে। উস্তাদের লেকচার বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রতি দৃষ্টি থাকে না বরং মনোযোগ বা চিন্তা চলে যায় এই দিকে যে, যুগ যুগ ধরে এভাবেই চলে আসছে। কত মানুষ পড়েছে, যাদের কারোর নামই আজ হয়ত কারোরই জানা নেই। আমার বেলায়ও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। একদিন ফানা হয়ে যাব। কিছুদিন পর আমার নাম জানা একজন লোকও থাকবে না। এই আওয়াজের মধ্যে এক ধরণের নিমগ্নতা তৈরী হয়। সেটা খুবই ভালো লাগে। অনেকেই আমার আশে-পাশে বসে কথাবার্তা বলে, আমার কোনো খবর থাকে না যে, কি কি কথা হয়েছে? কখনো কখনো কেউ বলে ভাই কাউকে বলবেন না, আমি তখন জিজ্ঞাসা করি কী বলব না? তখন সে চুপ হয়ে বলে- কিছু না। প্রায় সময় আখেরাতের চিন্তা থাকে এ কারণে কারোর কথাই- যতক্ষণ সরাসরি আমাকে না বলা হয়, শুনতে পাই না। নামাযের মধ্যে কলব যিকির করতে থাকে, আমার শ্বাস-প্রশ্বাস অন্যরা বুঝতে পারে। একদিন জনৈক ব্যক্তি দূরে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- নামাযের মধ্যে তুমি যেভাবে শ্বাস নিয়ে থাক এতে তোমার লাভ কী? তার প্রশ্ন বিরক্তি জাগাল মনে এবং মন চাইল যে, তাকেও তার মতো করেই প্রশ্ন করি- এতে কী কোনো ক্ষতি হচ্ছে? কিন্তু বিভিন্ন চিন্তা করে বলে দিয়েছি ভাই এটা অপারগতার ব্যাপার। আমি ইচ্ছা করে করি না, হুযূর! এটা কি নামাযের মধ্যে নিষিদ্ধ ? ঠেকানো উচিৎ কি? আমি যদি কখনো ঠেকাতে চাই তবে এটাকে থামানো যায় না; বরং তাতে কলবের মধ্যে এক ধরণের পেরেশানি ও অন্ধকার অনুভূত হয়। কোনো কাজ হযরতের অনুমতি নিয়ে যদি করি তাহলে তার মধ্যে আনন্দ ও প্রফুল্লতা বোধ হয়। বিনা অনুমতিতে অথবা বিনা অবগতিতে করলে অবশ্যই ক্ষতি মনে করি। যদিও দেখতে সে ক্ষতি মা'মুলি হয়। যেমন সাহরানপুরের জলসায় বিনা অনুমতিতে যাওয়া। যদিও স্টেশনে গিয়ে হুযূরকে অবগতি দিয়েছিলাম। সেখানে সেই আনন্দ পাই নি যা এখান থেকে অনুমতি নিয়ে বাহির হলে পাই। এরপর সাহরানপুরে খানা খাওয়ার জন্য অনুমতি ছাড়া বাজারে যেতাম। মনের মধ্যে বাধা আসত। মন বলত প্রথমে হযরতের এজাযত নেওয়া উচিৎ। কিন্তু কিছু লোকের কথায় বিনা অনুমতিতে চলে গিয়েছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এতে

www.islamfind.wordpress.com

মনের মধ্যে সংকোচ থেকেই গেছে। এতে কেমন যেন সম্পর্কহীন বোধ হত নিজেকে। যেন যা মনে চায় তাই করছি। অনুমতি নেওয়ার ইচ্ছা করলে খুশি ও আনন্দবোধ হত। অতঃপর এজাযত লাভ হলে আরো বেশি আনন্দ-প্রফুল্লতা বোধ হত। কখনো আবার চিন্তা হত যে, ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপার নিয়েও হুযূরের কাছে যাব? বরং আরো একটি কথা মাথায় আসে যে, আমার কথার কারণে এই সন্দেহ না জেগে বসে যে, এজাযত চাওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, বলে দেবেন আমার সঙ্গে খেয়ে নিয়ো। যদিও এর কোনো ভিত্তি নেই তবে সন্দেহ হতে পারে। যে কারণে মন থেমে যায়। এজাযত চাইতে অগ্রসর হয় না। এরূপ অবস্থায় কী করা উচিৎ।

বিশ্লেষণঃ এজাযত নেওয়া উচৎ।

হালঃ আল্লাহ্ তাআলা তো সকল কাজ করার ক্ষমতা দিয়েই দিয়েছেন যদিও কিছু বিষয় নফ্সের কাছে অপছন্দনীয়।

বিশ্লেষণঃ সকল হালত পড়লাম। যার উপর মুবারকবাদ দিচ্ছি। আল্লাহ্ অবিচলতা ও দৃঢ়তা দিন।

* * *

হালঃ এক সপ্তাহের বেশি সময় হল পড়া-শোনা বন্ধ। যতই ভেবেছি পড়া শুরু করব কিন্তু অপারগ ছিলাম। পড়তেই পারি নি। ফানা'র এমন প্রবল অবস্থা ছিল যে, মনে হত প্রতিটি মানুষ গাছপালা, তরু-লতা এমনিভাবেই প্রত্যেক বস্তু ফানা হয়ে যাবে। এগুলো দেখলে আমার মধ্যে কেমন সঙ্কোচ এসে যেত। আমি নিজেও মনে হয় যে, এখন ফানা হয়ে যাব। কিছু সময় পরে আমি থাকব আর থাকবে কবরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। সিনার মধ্যে আগুন যেন দাউ দাউ করে জ্বলত। মনে হত পুরা সিনা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যখনই কোনো নতুন কাইফিয়াত হত তখনই সেই আগুন দিগুণ তিনগুণ হয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ত। যেভাবে রান্নার পাতিল যা টগবগ করছে, তার ঢাকনা খুলে হাত রাখলে ভেতরের বাষ্প যেমন আছর করবে, সেই রকম জ্বালা এবং জাহেরি মুসিবত ও পেরেশানি বোধ হচ্ছিল। যার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়, মন চাচ্ছিল যে জমিন ফেটে যাক আর আমি তার মধ্যে ঢুকে যাই। এক আশ্চর্যরকমের বালা-মুসিবত জড়িত মনে হচ্ছিল। হঠাৎ হঠাৎ এক চিৎকার বেরিয়ে আসতে চাইত। নিয়ন্ত্রণ করে ফেলতাম। যেন কেউ কোনো কিছু

www.islamfind.wordpress.com

বুঝতে না পারে, মানুষ যিকির করছিল তাদের আওয়াজকে একেবারে মৃত মনে হচ্ছিল। আমার মধ্যে জেগে উঠছিল এক বিস্ময়কর আবেগ। মন চাচ্ছিল সব লোককে বলে দেই যে, যিকির কর, শুনতে আমার খুব মজা লাগছিল। অবস্থা এমন ছিল যে, আমিও প্রায় ইল্লাল্লাহ'র এক যর্‌ব এমন উচ্চ আওয়াজে লাগাব যাতে সকলের কলব কেঁপে উঠে। কিন্তু এই আবেগকেও নিয়ন্ত্রণ করে ফেলতাম। হুযূরকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা দিল থেকে কখনোই হারায় না।

যদি কিছু সান্তনা ও প্রশান্তি পেতাম তবে সেটা হুযূরকে স্মরণ করার মাধ্যমে পেতাম। হুযূরকে এভাবে মনে করতাম, এখন মরে যাবই অন্তত একটু জাহেরি নজরে হুযূরকে দেখতে পেলে দিলের তামান্না হাসিল হয়ে যেত। কী চমৎকার হবে যদি হুযূরের মুবারক উবুর উপরে অধম অপদার্থের মাথা রাখা অবস্থায় রূহ উড়ে যায়, এই চিন্তা ও কল্পনার মাধ্যমে যে শান্তি ও স্বস্তি পাই তা শুধু আমিই জানি।

ঐ ঘটনা শুধু রাতের বেলায় বেশি ঘটত। তখন মনে মনে বলতাম যে, আল্লাহ্ এই মুসিবতে যেন কাউকে না ফেলেন। কিন্তু আবার তওবা করতাম যে, এটা তো তার নিয়ামত। যদিও বাহ্যিকভাবে কিছুটা কষ্ট অনুভূত হয় কিন্তু বাস্তবে রূহানী আনন্দ হয়।

প্রকৃতপক্ষে হুযূরের তাওয়াজ্জুহ এবং অনুগ্রহের কারণেই উক্ত নিয়ামত জুটে গেছে আমার মতো অপদার্থের নসীবে। নতুবা কী আমার স্বরূপ ও হাকিকত! আমার মতো কত নালায়েক ঘুড়ে বেড়াচ্ছে মহব্বতে ইলাহীর সামান্য উত্তাপও যাদের মাঝে পয়দা হয় নি।

মঙ্গলবারে হুযূরের আগমন সংবাদ শুনে শান্তি ও সান্তনা পেলাম। এমনিভাবে পূর্বে যখন মুজাফফর নগরে হুযূরের খেদমতে হাজির হয়েছিলাম আর হুযূর আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তখন একদম আরাম হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পর আবার সেই অবস্থা ফিরে এসেছিল। সেই জ্বালা, সেই উত্তাপ এবং ফানার প্রবলতা। এবার হযরতের আগমনের পূর্বে আগমনের সংবাদ শুনেই ঐ হালত শান্ত হয়ে গেছে। আশা করছি যে, হুযূরের তাওয়াজ্জুর বরকতে আবার ঐরূপ তীব্রতা না হোক। ঐ হালাতের যাওয়াল (নির্মূল হওয়া) কামনা করি না; বরং এলেম হাসিলের সময় পর্যন্ত মুলতবি হওয়ার কামনা করছি। আশা করছি হুযূরের বরকতে যা মুনাসিব এবং উত্তম তাই হবে ইনশাআল্লাহ্।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ পড়াশোনার আসল মাকসূদ যেটা তা এর মধ্যেও হাসিল হচ্ছে। বিশেষত যেটা গায়রে এখতিয়ারী বা অনিচ্ছাকৃত তার সম্পর্কে কোনো বিশেষ ধরনের প্রস্তাবও করতে যেয়ো না।

হালঃ এই হালত আমি প্রথম দিকে মৌলভী... সাহেবের খেদমতে নিবেদন করেছিলাম। তিনি আরামের তাদবীরও দিয়েছিলেন কিন্তু কোনো কাজ হয় নি, সেই পেরেশানি রয়ে গেছে। হযরত! কেউ যদি নিজের শাইখের অনুপস্থিতিতে অথবা তার অনুমতিতে এরূপ পেরেশানিতে অন্য কারোর কাছে যায় তাতে কি কোনো উপকার হতে পারে?

বিশ্লেষণঃ নির্ণয় সহীহ এবং মুনাসিব হলে কখনও হয়েও থাকে।

হালঃ এই হালত আমার উপর দিয়ে পার হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দু-তিন মাসের ভেতর এখনো হয় তবে সেইরকম তীব্রতা থাকে না। এক আধ ঘণ্টা পরে ঠিক হয়ে যায়। আমি নিজেও জানতাম এবং মৌলবী .... এর কাছেও বলেছিলাম কিন্তু কোনো ফায়েদা হয় নি। অবাক কাণ্ড এই যে, এই হালতের পর মনে হয় যে, আমি সেই মানুষ নই যে পূর্বে ছিল। আরো বিস্ময় এই যে, আপনাকে দেখে কখনোই তৃপ্তি মেটে না অথচ এই আচরণে হয়ত কষ্টও হয়ে থাকে।

বিশ্লেষণঃ একেবারেই না।

হালঃ কিন্তু মনটাকে যে, থামাতে পারি না। এত দেখি বারবার শতবার দেখার পর ইচ্ছা হয় আরো একবার দেখি...। দুর্বলতা খুব বেড়ে গেছে এবং বেড়েই যাচ্ছে। দুধ, ঘি, খাওয়া নিয়মিত চলছে। সারাটা শরীর পাকা ফোঁড়ার মতো ব্যথা করে যদি কারোর স্পর্শ লাগে। দীর্ঘদিন থেকে চলছে এই অবস্থা।

বিশ্লেষণঃ বল বর্ধক ও উষ্ণতা নাশক-এর ব্যবহার অব্যহত রাখা জরুরি।

হালঃ হালত এই যে, অধম নিজেকে অকর্মা ও অপদার্থ মনে করে। পাশাপাশি সে যেন চাক্ষুষ দেখতে পায় যে, আল্লাহ্ তাআলার সীমাহীন রহমতের বৃষ্টিধারা এই নালায়েকের প্রতি অবিরাম ধারায় বর্ষিত হচ্ছে। আমি যে হালতে আছি সে হালতেই আল্লাহ্ তাআলার প্রতি শোকর করি। সর্বাবস্থাতেই রেযায়ে মাওলার প্রতি রাযি ও খুশি থাকি। হযরত মাওলানা সাহেবের কৃতার্থে বলছি যে, আমার যে 'আমরাযে রাযিলা' নিন্দনীয় স্বভাবগুলো বের হয়ে গেছে, আল্লাহ্র শোকর করছি যে, সেগুলো আবার ফিরে

www.islamfind.wordpress.com

আসে নি। যে 'আমলে হামীদা' বা প্রশংসনীয় স্বভাবগুলো পয়দা হয়েছিল, আল্লাহ্‌র রহমতে সেগুলো দৈনন্দিন দৃঢ়তা লাভ করছে। অধম শুকরিয়া আদায় করে এ কারণেও যে, তার নসীবে জুটছে আপনার সোহবত। আর আমার আজকের সকল ভালো বিষয় সবই আপনার মুবারক সোহবতে বরকতে প্রাপ্ত। নইলে কোথায় পাওয়া যেত এই অপদার্থ জীবনে ঐসব নিয়ামত। যা কিছু পেয়েছি আপনারই স্নেহ ছায়া, নেক নজর এবং আল্লাহ্ তাআলার ফযল ও করমে নতুবা আমি আদৌ ছিলাম না এর উপযুক্ত। অধম দিন-রাত আল্লাহ্ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করে যে, আমাকে এবং আমার সকল পূর্বসূরী ও প্রিয় দোস্ত আহবাব এবং সকল পীর ভাইকে আপন মর্জি মতো সন্তুষ্ট রেখে খাতেমা বিন খায়ের ও আনজাম বা খায়ের করুন। আর হযরত মাওলানা সাহেবের জন্য সকল প্রকার কল্যাণের দুআ আল্লাহ্‌র দরবারে করি। এ সকল বিষয় যা আমার মধ্যে হয়েছে এবং হচ্ছে সবই আপনার ফয়েয ও বরকতের ফল। আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতা সুলভ গুণাবলীর অধিকারী এই যাত বা ব্যক্তিসত্তাকে দীর্ঘজীবী করে আমাদের মাথার উপর তাঁর ছায়া প্রতিষ্ঠিত রেখে উভয় জাহানে উচ্চ মর্যাদার আসন নসীব করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন। আর আমাদের সকলকে যেমিনভাবে এই দুনিয়াতে তাঁর মহব্বত ও গোলামী নসীব করেছেন, তেমনিভাবে আখেরাতে হে আল্লাহ্ তার সঙ্গী ও গোলামীর উত্তম ফলাফল যার ওয়াদা তুমি করেছ, আপন ফযল ও অনুগ্রহে নসীব কর। অধম দুআর প্রত্যাশা রাখে যেন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মর্জির উপর প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত রাখেন এবং আ'মালে ছালেহার মধ্যে এস্তেকামাত নসীব করুন।

বিশ্লেষণঃ সকল হালত পড়ে পড়ে প্রতিটি লোমে যেন জীবনের সঞ্জীবনী তৈরী হয়েছে। হে আল্লাহ্ তুমি এটা বাড়িয়ে দাও আরো বৃদ্ধি করে দাও।

* * *

হালঃ প্রতিদিন যিকিরের মধ্যে এমন হয় যে, আমার নিজ অস্তিত্ব স্বস্থানে আছে কি না বুঝতে পারি না। নিজের কোনো খবর থাকে না তাসবীহ দানার খবর থাকবে কী করে? ঐ সময়ের হালত লিখা সম্ভব নয়। ঐ সময়ের অবস্থা প্রকাশ করা সম্ভব নয় তবে আনন্দ হয় খুব।

বিশ্লেষণঃ এই অবস্থার কারণ 'ফানায়ে উজুদ'-এর তীব্রতা, আপন অস্তিত্ব বিলীনতার প্রবলতা। মুবারক হালত।

www.islamfind.wordpress.com

কাইফিয়াত স্থায়ী হয় না

হালঃ এই অধম হযরতের খুশিকে নাজাতের অসিলা, আল্লাহ্‌র নৈকট্যের মাধ্যম এবং দরাজাত-এর উন্নতি বলে ইয়াকীন করে। যদি সবসময় এভাবেই হযরতের তাওয়াজ্জুহ সচল থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ্‌ খুব শিগ্‌গির কামিয়াবীর আশা রাখি। প্রতিদিন হুযূরের দুআর বরকত ও আছর অনুভূত হয়। সম্ভবত যেদিন হুযূরের হাতে চিঠি পৌঁছে সেদিন খাস কাইফিয়াত, আকর্ষণ ও ভয়, নামাযের মধ্যে কান্না ইত্যাদি প্রভাব বুঝতে পারি। যা পরে দূর হয়ে যায়। নিজের বদ আমলের কারণে স্থায়ী হয় না। যার জন্য খুব আফসোস ও অস্থিরতা বোধ করি।

বিশ্লেষণঃ কখনো কখনো হওয়াটাও নিয়ামত ও গনিমত। এসকল কাইফিয়াতের স্থায়িত্ব তো হয় না। শিরাজি বলেছেন- 'স্থায়ী মিলনের আশা রেখ না।' অর্থাৎ বিরহ ও মিলন দুটি ধারাই চলমান থাকবে।

* * *

হালঃ প্রথম কিছুদিন পর্যন্ত অযীফার পরে দুআর সময় চোখের পানি ছাড়া নিজের নাফরমানি স্মরণ করে সারা দেহ কেঁপে উঠত। এখন অবস্থা এমন যে, নিজের পাপাচারের কথা স্মরণ করা সত্ত্বেও এবং কান্নার আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও কান্না আসে না। এ বিষয়ে কিছু এরশাদ করবেন। অযীফার জন্য ফজরের পূর্বে ভোর চারটার কাছাকাছি সময় নির্ধারণ করেছি। কোন্‌টা ঠিক জানিয়ে সান্তনার ব্যবস্থা করবেন। আমার ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে আরো যা কিছু মুনাসিব হুযূরের দৃষ্টিতে, আশা করি জানিয়ে কৃতার্থ করবেন। দিল এটাই চায় যে, হুযূরের প্রশংসায় দিনের পর দিন পার করে দেই এবং এরূপ অনেক সময় পার করিও। খুব আনন্দ লাগে তাতে। এ ব্যাপারে আপনার পক্ষ থেকে কোনো বাধা তো নেই? কলেজে আসা-যাওয়ার পথে তো কোনো পড়া-শোনাই হয় না। কী পড়ব? দয়া করে এই খাদেমের কামিয়াবীর জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ এজন্য চিন্তিত হবেন না যে, কান্না আসে না। যে সকল কাইফিয়াত আবেগ-উদ্দীপনার অন্তর্ভুক্ত সেগুলো স্থায়ী হয় না। একদম নিশ্চিন্ত থাকুন। অযীফার জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছেন, বর্তমান অবস্থায় সেটা মুনাসিব। যে প্রশংসা আবেগের বশে হয় তা মাযমুম ও নিন্দনীয় নয়। যদিও আমার পছন্দনীয় নয়। ফারেগ সময়ে এসমে যাতের যিকির মুনাসিব। কামিয়াবির দুআ করছি।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ তাহাজ্জুদে তিলাওয়াত করার সময় অবস্থা এই হয় যে, পঠিত আয়াতগুলোর বিষয়বস্তুর চিত্র যেন চোখের সামনে স্থির হয়ে যায়। কখনো কল্পনা হতে থাকে যেন আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে আলোচনা চলছে। তবে এরূপ ঘটে হঠাৎ কখনো। প্রায়ই বা বেশিরভাগ সময়ের ঘটনা নয়। দিল তো চায় যে, বেশিরভাগ সময় এরূপ ঘটুক কিন্তু এটা তো একটি হাল ও অভিব্যক্তি যার মধ্যে স্থায়িত্ব নেই। এজন্যই এটা শুধু একটি আকাঙ্ক্ষা।

বিশ্লেষণঃ এর তীব্রতা গায়রে এখতিয়ারী বিষয়। হওয়াটাও কোনো কোনো বিবেচনায় নিয়ামত আবার না হওয়াটাও অন্য বিবেচনায় নিয়ামত। এটাই সকল গায়রে এখতিয়ারী ব্যাপারের বাস্তবতা। তবে তীব্রতা ছাড়া অবস্থাটি এখতিয়ারী, 'এ বিষয়ে প্রতিযোগিদের প্রতিযোগিতা করা উচিৎ।'

অলসতার চিকিৎসা

হালঃ তাদরিসি (শিক্ষকতার) ব্যস্ততার কারণে অবসর সময় পাই খুবই কম। সারাদিনে যেন একটি মিনিটের অবসরও পাই না। শুধু ফজরের পরে একটু তেলাওয়াতের সুযোগ পাই। মাগরিবের পর দেড় হাজার এসমে যাত এক যরবি যিকির করা হয়। এরপর খানা-পিনা করে এশার নামায পড়ে লেখাপড়া করতে করতে কম পক্ষে দশটা বেজে যায়। এরপর ঘুমালে কয়েকবার ঘুম ভাঙ্গে কিন্তু উঠতে গেলে এত অলসতা বোধ হয় যে, কী বলব! উঠে যদি বসেও পড়ি দেখা যায় বসে বসেই ঘুমিয়ে থাকি। তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের সুযোগ কখনো হয় কখনো হয় না। প্রতিদিন সংকল্প করি আজ অবশ্যই জেগে উঠব কিন্তু রাতে যেই ঘুম ভাঙ্গে একেবারে সারা দুনিয়ার অলসতা এসে আমার ঘাড়ে যেন ভর করে। বড়ই পেরেশান হয়ে যাই। কী করব? অলসতা দূর হওয়ার কোনো তদবির যদি পাওয়া যেত! যদি এই অলসতা দূর করা যেত! দিনে কম পক্ষে পনের মিনিট শুয়ে বা ঘুমিয়ে থাকি। খানাও পরিমিত খাই। অতিরিক্ত খানা খাই না।

বিশ্লেষণঃ শরীর দুর্বল বলে ধারণা হচ্ছে। শক্তিবৃদ্ধির চিকিৎসা করুন আর দিনের বেলা আরো একটু বেশি সময় ঘুমান।

হালঃ আমার সন্দেহ হয় যে, এই নালায়েকের মধ্যে সম্ভবত আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ মহব্বত নেই। কেননা কারোর প্রতি যখন সম্পর্ক গাড়ো হয় অথবা যদি কারো প্রতি কারোর অন্তরে মহব্বত থাকে তখন তার সঙ্গে কথা বলতে অলসতা আসার কথা নয়। অথচ আমার তাহাজ্জুদের জন্য সংকল্প করতে হয় এরপরও

www.islamfind.wordpress.com

সফলতা পাওয়া যায় না। অলসতা প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। দয়া করে কোনো পথ বলে দিন। নতুবা মুশকিলে পড়ে গেছি।

বিশ্লেষণঃ মহব্বতের নানান স্তর ও প্রকার আছে। প্রত্যেকটির আছরও আলাদা। আপনি একটিকে অন্যটির সঙ্গে মিলিয়ে গোলমাল করে ফেলেছেন। সে কারণে মহব্বত না থাকার সন্দেহ হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ্ তাআলার মহব্বত আপনার মধ্যে আছে। আচ্ছা বলুন তো, আপনাকে যদি বলা হয় যে, হয় আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে, তাহলে অন্য সব প্রিয়বস্তু ছাড়তে হবে, আর অন্য সব রাখতে চাইলে আল্লাহ্ তাআলার সম্পর্ক ছাড়তে হবে। এ অবস্থায় আপনি কোন্ দিকটি গ্রহণ করবেন? যদি বলেন আল্লাহ্ তাআলার সম্পর্ককেই গ্রহণ করবেন, তাহলে এর কারণ তাঁর মহব্বত নয়তো কি?

সময়কে অপচয় হওয়া থেকে বাঁচানো প্রশংসনীয়

হালঃ হযরত কিছুদিন থেকে এমন এক হালত পয়দা হয়েছে যার জন্য মাঝে মাঝে নিজের প্রতি লজ্জা বোধ হচ্ছে। সেটা এই যে, বর্তমানে কলবের অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, কেউ যদি আমাকে মুখের উপর ভালো মন্দ কিছু বলে, তাহলে জবাব দেওয়ার চেয়ে নরীব থাকা ভাল লাগে। এটাকে আবার আত্মমর্যাদার পরিপন্থী বলে মনে হয়। বিরোধীদের সমালোচনা খুব শান্তভাবে শুনি। কোনো উত্তেজনা বোধ হয় না। পূর্বে এই হালত ছিল না, আত্মসম্ভ্রম ছিল। আত্মমর্যাদায় খোঁচা লাগত। এখন তো দিল বুঝিয়ে দেয় যে, লড়াই করে লাভ নেই। বরং দিল পেরেশান হয় যার কারণে মা'মুলাতের মধ্যে বিশৃংখলা তৈরী হবে। একটি দিক থাকল যে, লোকটি যদি সত্য বলে থাকে তাহলে আমি এরই যোগ্য আর যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে মিথ্যার বোঝা তাকেই বহন করতে হবে। এর জবাব দিতে গিয়ে খামাখা তুই তুই আমি আমি করা একেবারে অনর্থক। তাছাড়া এটাও চিন্তা করি যে, আল্লাহ্ তাআলা যিনি আমাদের মালিক, তাকেই যখন মানুষ ভালো-মন্দ বলে এবং পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ধৈর্যের কারণে অনুগ্রহ ও দয়াই শুধু প্রকাশ করেন, শাস্তি দেন না। তাহলে আমাদের মতো গোলামদের লড়াই-ঝগড়ার কি প্রয়োজন? আমাদের তো কারো উপর কারো কোনো এখতিয়ার নেই। মন এটাই চায় যে, প্রভূর স্বভাব আমার মধ্যে পয়দা হোক। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন ইমাম শাফেঈ রহ.-এর কথাটি চিন্তা করি, 'যার ক্রোধের প্রকাশ কাম্য অথচ সে ক্রুদ্ধ হয় না

www.islamfind.wordpress.com

সে একটি গাধা' তখন মন বলে যে নীরব থাকা উচিৎ নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় বুঝি নীরবতায় কল্যাণ বেশি। কেননা কারো উপর আমার এতটা ক্ষমতা নেই যে, শরীয়তের খেলাফ কাজ করে তাকে জোর করে বাধা দেব বা বাধ্য করব। এজন্য দুনিয়াদারী ও আত্মস্বার্থ উভয় বিবেচনায় শান্ত ও নীরব থাকাই অধিক নিরাপদ মনে হয়। আবার মনে ধারণা জাগে যে, উক্তবাণী স্মরণ হওয়া সম্ভবত বাতিল ও ভ্রান্ত ওয়াস্ওয়াসার অন্তর্ভূক্ত। একই সঙ্গে সেটাকে শরীয়তসম্মত বলেও ধারণা হয়। এসকল চিন্তা-ভাবনার দ্বন্দ্বে মনটা মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত ও পেরেশান হয়ে পড়ে যে, কী করা উচিৎ? এবার হুযূর ফয়সালা করুন।

বিশ্লেষণঃ আপনার হালত ভাল, এর কারণ এর উৎস ভালো। অর্থাৎ সময়কে নষ্ট করা থেকে বাঁচানো এবং আল্লাহ্ তাআলার চরিত্রগুণে নিজেকে সাজানোর ইচ্ছা। ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হির বাণী এমন স্থানে প্রযোজ্য যেখানে এই উৎস না থাকে।

উন্নত হালত

হালঃ হালত এই যে, দশদিন হয়ে গেল আল্লাহ্ তাআলার মহব্বতে ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা পয়দা হয়েছিল এবং ছয়দিন পর্যন্ত ছিল। এমন বে-কারারী ও অস্থিরতা ছিল যে, সে সময় কলব ছিল কোমল। বারবার আবেদন করছিলাম যে, আল্লাহ্ 'মৃত্যু দাও'। এখন সেই ব্যাকুলতা শান্ত হয়েছে। আল্লাহ্র স্মরণে প্রতিভা (মালাকা) তৈরী হয়ে গেছে। সর্বক্ষণ আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলে থাকি। যবান যদি বন্ধও করে রাখি তবুও দিলের মধ্যে স্মরণ সর্বদাই থাকে। যতই কাজ-কর্ম বা কথাবার্তায় মশগুল থাকি। আল্লাহ্ তাআলার স্মরণের উত্তেজনা থাকে। দুই-তিনদিন অধমের বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে যে, তোমার ভাইয়ের ছেলে এন্তেকাল করেছে। কিন্তু স্মৃতির মধ্যে আল্লাহ্র মহব্বত গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে অধমের কোনো কষ্ট হয় নি। অধম ইচ্ছপূর্বক দিলকে ঐ দিকে ফেরানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার মহব্বতের কারণে ভাতিজার চেহারাটাও দিলের মধ্যে হাজির করতে পারলাম না। এবং তার মৃত্যুর কারণে কোনো কষ্টও বোধ হল না। বরং আল্লাহ্ তাআলার রেযা ও সন্তুষ্টির দিকেই চিন্তা ধাবিত হল। অধমের নামায, মুনাজাতে মাকবুল, তিলাওয়াতে কুরআন, অযীফা-যিকির অর্থাৎ প্রত্যেক ইবাদতে এত মজা লাগে যেটা লিখা সম্ভব নয়। মন বলে যে, চালাও, পড়তে থাক। দিলের মধ্যে এমন

www.islamfind.wordpress.com

বোধ হয় যে, আল্লাহ্ তাআলার স্মরণে যেমন খুব ঠাণ্ডা পানি পান করে দিল ঠাণ্ডা হয়ে যায় আর সিনার মধ্যে সর্বক্ষণ আল্লাহ্র স্মরণের ঘা লেগে থাকে। বরং এই কাইফিয়াত এর বর্ণনা দেওয়া এবং এর মজা লিখে দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা মিষ্টি-তিতা অথবা টক হলে সেটা লিখে দেওয়া সম্ভব কিন্তু এ বিষয়টাকে কেউ কীভাবে লিখবে? যার ভেতরে আল্লাহ্র মহব্বত থাকবে সেই শুধু বুঝতে পারবে এই দরদ ও ব্যথার মজা কী জিনিস?

এখন চাই নির্জন হোক বা কোলাহল সারাক্ষণ একাগ্রতা থাকে। নির্জনতা অধমের ভীষণ ভালো লাগে। প্রায় চার বছর হয়ে গেল নির্জনে থাকা, মৌলবি... এর নিকট এসলাহের উদ্দেশ্যে, সংসারের কাজ থেকে সম্পর্কহীন হয়ে। অল্প কিছু জমিদারী আছে, যা থেকে মোটামুটি সংসার চলে যায়। উত্তরাধিকারের কিছু জমিন ছিল, ছেড়ে দিয়েছি। হারাম উপার্জনের ফল-ফসল অধমের পেটে হজম হয় না। উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত দানা-পানি খেলেই আমার বমি হয়ে যায়। না আমি আত্মীয়দের মধ্যে খানাপিনা খাই, যেখানে উত্তরাধিকারের জমি জমা আছে। কয়েকবার প্রতারণার মাধ্যমে আমাকে খাওয়ানো হয়েছে কিন্তু হজম হয় নি। খেয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া আদায় করি। জোহরের নামাযের পর যখন হুযূরের সামনে বসি তখন সিনার মধ্যে যেন টগবগ করতে থাকে আবেগ, আর মনে হয় হযরতের সিনা মুবারক থেকে অধমের সিনায় কিছু একটা আসছে। সিনার মধ্যে যেস্থানে আগত বস্তু প্রবেশ করে মনে হয় সেটা নূর। যিকির করার সময় সেই নূর আবেগে আকুল করতে থাকে। মনে হয় যে, দিলের উপর আল্লাহ্র নাম মোটা হরফে আলো দিয়ে লেখা রয়েছে। তীব্রতা থাকে না এবং দিলের মধ্যে প্রফুল্লতা বোধ হতে থাকে। কলবের মধ্যে কোনো নম্রতা বা কোমলতা ইত্যাদি থাকে না। নামায আদায়ের সময় আশঙ্কা হয় যে, আমার নামাযকে আমার নিজের মুখের উপর ছুড়ে দেওয়া হয় কিনা । কোমলতা ও নম্রতার সঙ্গে আদায় হয়। ক্ষুধায় অধমের মজা লাগে। মন খারাপ লাগে না। বরং আল্লাহ্র রেযামন্দি ও সন্তুষ্টির প্রতি খুশি বোধ হয় এই ভেবে যে, তিনি যেভাবে রাখেন সেটাই ভালো। অধমের কাছে যখন কিছুই থাকে না তখনও মনে হয় সম্পদের স্তূপ আমার হাতে রয়েছে। অর্থাৎ নিশ্চিন্ত ও নির্ভর থাকি। ভালো পোশাক, ভালো খাবারের কোনো আগ্রহ অধমের নেই। যা পাওয়া যায় আল্লাহ্র নিয়ামত মনে করে খেয়ে বা পরে নেই। যেটা এসেছে সেটাকেই নিয়ামত মনে হয়। শাহওয়াত একেবারেই নেই বরং ওয়াস্ওয়াসাও হয় না। আল্লাহ্র হুকুম ও রাসূলের তরিকা মুতাবেক হলে অধম সে কাজে আনন্দ ও

www.islamfind.wordpress.com

খুশি বোধ করে। শরীয়তের খেলাফ কাজ দেখলে কষ্ট লাগে। রাগ ও ক্রোধ টগবগ করে ওঠে। যেখানে যেরকম পরিস্থিতি থাকে সেভাবে চলি। যদি ইয়াকীন হয় যে, বাধা দিলে মানবে তাহলে নম্রতার সঙ্গে বুঝিয়ে দেই, নইলে সেইস্থান ত্যাগ করি। অধমের দিলের সার্বক্ষণিক চাহিদা এই যে, সকল কাজ একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করতে হবে। সুতরাং অধম সে বিষয়টি খুব চিন্তা-ভাবনা করে তবেই কোনো কাজ সম্পাদন করে থাকে। এটাই অধমের অভ্যাস হয়ে গেছে। কেউ যতই ভালো-মন্দ বলুক অধম সেদিকে বিলকুল ভ্রুক্ষেপ করে না। কোনো কাইফিয়াতের তলব বা আাকাঙ্খা অধমের একদম নেই। বরং একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার রেযা ও সন্তুষ্টির তলব রয়েছে। ইবাদত ছাড়া দুনিয়ার কাজ-কর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকে না। সর্বদা আল্লাহ্ তাআলার কাজ অর্থাৎ ইবাদতের ব্যাপারেই চিন্তা-ভাবনা করতে থাকি যে, আমার ইবাদত যেন ভালো হয়, যেন আল্লাহ্ তাআলা রাযি ও খুশি হয়ে যান। ভয় ও আশার মাঝামাঝি থাকি। তখন মনে হয় যে, অধমের দিল মহব্বতে উপরের দিকে আকর্ষিত হয়। এসমে যাত আট হাজারবার পড়ি। মন চায় নফী-এসবাত-এর যিকির করি। আট হাজারের বাইরে আর কী আমার জন্য মুনাসিব? হযরত জানাবেন। অধম বেহেশতী জেওর, বেহেশতী গাওহার এগার খণ্ড পরিবারের সকলকে, এলাকাবাসীকে পড়ে পড়ে শোনাত। একারণে মাসায়েল মুখস্থ হয়ে গেছে। সে অনুসারে নিজ ও পরিবারের সকলেই আমল করি। মৌলবি... এর নির্দেশে নিচের কিতাবাদি সবসময় পড়তাম। আদাবে মুআশারাত, তাবলিগে দীন, এমদাদুস সুলুক, আগলাতুল আওয়াম, কসদুস সাবীল, এসলাহে রুসুম, আলকাওলুল বাদী, শওকে ওয়াতন, মাওয়ায়েজে সুবুর, মসনবি, তুহফাতুল উশশাক, দরদ নামা, গমনাক, জেহাদে আকবার, মাওয়ায়েযে দাওয়াত ও আদিয়াতের এক দুই কবিরা গোনাহ, ফতোয়া রশিদিয়া, গেযায়ে রূহ মামুলাতে আশরাফিয়া, ছাফাঈয়ে মুআমালাত, জাযাউল আমাল, তাম্বিহুল গাফিলীন, তালীমুদ্দিন, মাওয়ায়েজে রুহুল আরওয়াহ, ফুরুউল ঈমান, নাশরুততীব, এরশাদে মুর্শিদ, হুকুম ইসলাম, গুলজারে মা'রেফত, তালীমুত্তালেব। এইসব কিতাব অধম বহুবার করে পড়েছে। কয়েকবার অন্যদের শুনিয়েছে। এখন সুযোগ পেলে আদাবে মুআশারাত, এমদাদুস সুলুক এবং তাবলীগে দীন পড়ি। আবার কখনো জেহাদে আকবার পড়ি। এখন অধমের জন্য যা মুনাসিব হুযূর মেহেরবানি করে জানাবেন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ হালত পড়ে এত খুশি লাগল যা বর্ণনাতীত। আল্লাহ্ তাআলা আরো বরকত দান করুন। নফী-এসবাতের আগ্রহ থাকলে শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি আছে। শর্ত হল সহ্য ক্ষমতার ভেতরে থাকতে হবে। তাম্বিহুল গাফেলীন পড়া আপনার কেমন হবে? এতে আমার একটু সংশয় আছে, এছাড়া সব মা'মুলাত একদম যথার্থ। চালু রাখুন।

হালঃ ইতিপূর্বে হাল এমন ছিল যে, হঠাৎ যদি কোনোদিন সময়মতো ভোরে ঘুম না ভাঙ্গতো তাহলে খুব কষ্ট লাগত। সেই কষ্টের কারণে সারাদিন পেরেশান থাকতাম। কখনো শরীরে আঘাত করতাম। কিন্তু এখন অবস্থা এই যে, হঠাৎ কখনো ঘুম না ভাঙ্গলে দিলের মধ্যে কষ্ট তো হয়ই তবে সঙ্গে সঙ্গে এই কথা ভাবি যে, আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ্ তাআলার মুশাহাদার জন্য। সুতরাং মুশাহাদাহ করা উচিৎ। এই চিন্তায় পড়ে থাকা উচিৎ নয়। হুযূরের দুআর সঙ্গে সঙ্গে হুযূরী নসীব হয়ে যায়। বারো তাসবীহ সকালেই আদায় করে নেই। যদি ঘুম ভাঙ্গে তাহলে আল্লাহ্ তাআলার শোকর আদায় করি যে, আলহামদুলিল্লাহ্ হে আল্লাহ্ আপনার করুণা এটা, নইলে এই তুচ্ছ অপদার্থের কী আছে যে, তোমার আনুগত্যের জন্য উঠতে পারবে এই হালতে তৎক্ষণাৎ নিজের অক্ষমতা, তুচ্ছতা এবং আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ স্মরণে আসে।

বিশ্লেষণঃ উন্নত হাল, মুবারক হোক, তবে নিজের অবহেলার জন্য এস্তেগফার অবশ্যই করতে হবে। কেননা সেটা মুশাহাদার অন্তর্ভূক্ত।

কাইফিয়াত মাকসূদ নয়

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্ বারো তাসবিহ ও সাতাশ হাজার এসমে যাতের যিকির রীতিমতো অব্যাহত আছে। অন্যান্য মা'মুলাত যেমন কুরআন মাজীদের তিলাওয়াতও আল্লাহ্র মেহেরবানিতে হচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলার ইজ্জত-সম্মান আর নিজের জিল্লত ও অপদস্থতা চোখের সামনে থাকে। গোনাহের পর্দার (হেজাব যুলমানীর) আড়াল দিয়ে পথ চলছি। যে পথে শয়তানের চলাফেরা কম। শরীয়ত আমার পথ প্রদর্শক। ভরসা আমার আল্লাহ্। মাকসূদ আমার রেযায়ে মাওলা। এখতিয়ারী ব্যাপারে অর্জন বা বর্জনের চেষ্টা করি। গায়রে এখতিয়ারী কোনো কিছু অর্জন বা বর্জনের জন্য দিলের মধ্যে অস্থিরতা নেই। যদিও নিজের মজা ও স্বাদ লাভের জন্য নফ্সকে যিকিরের নানা আছর ও ফলাফল-এর প্রত্যাশী দেখা যায়। তবে এই প্রত্যাশা স্বাভাবিকভাবে আশ্রয়

www.islamfind.wordpress.com

করে। ব্যাকুলতা ও চঞ্চলতা একদম নেই। কেননা সে বোঝে এই জগতে যিকির-শোগলের ফলাফল যন্নী (সংশয়পূর্ণ) ইয়াকীনী (নিশ্চিত নয়।) ফানী বাকি নয়। (ধ্বংসশীল স্থায়ী নয়) অতএব এরূপ ধ্বংসশীল বিষয়ের জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা অর্থহীন। হযরতকে এসব জানানোর উদ্দেশ্য বরকত অর্জন। দুআ চাই।

বিশ্লেষণঃ চিঠির বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বারবার মুবারকবাদ দিচ্ছি।

হালঃ যিকির ও শোগল কম-বেশি চালু আছে। কিন্তু প্রায় এক মাস যাবৎ কলবের মধ্যে কোনো কাইফিয়াত অনুভূত হচ্ছে না। মাঝে মাঝে ছুটেও যায়। এটা আমার জানা আছে যে, কাইফিয়াত 'মাকসূদ বিয যাত' নয়। প্রত্যক্ষ্য বা সরাসরি লক্ষ্য নয় বরং 'মাকসূদ বিল গায়ের' বা মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়। কেননা যিকির (যা মূল লক্ষ্য) চালু রাখার জন্য 'মজা ও স্বাদ' সহায়ক হয়ে থাকে। যেমন ক্ষুধা এই জন্য লাগে যেন খাদ্য যার উপর জীবন নির্ভরশীল, গ্রহণ করা হয়। এই ভিত্তিতে চিন্তা আসে যে, যেমন ক্ষুধা না লাগা শারিরীক রোগ, তেমনি দিলের মধ্যে কাইফিয়াত ও স্বাদ-মজা না থাকা রুহানী রোগ। এজন্য বিষয়টি আরজ করে দিলাম যেন উপযোগী এলাজ দান করা হয়।

বিশ্লেষণঃ এই দৃষ্টান্ত সার্বিক দিক থেকে সহী নয় বরং এর চেয়ে আরো বেশি যুৎসই দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন ওষুধের প্রতি আগ্রহ মূল উদ্দেশ্য নয়, চিকিৎসার সুবিধার্থে যদি আগ্রহ হয় তো ভালো, ওষুধের প্রতি অনাগ্রহী হয়ে ব্যবহার করলেও তার কার্যকারিতায় ঘাটতি আসবেনা। ওষুদ যথারীতি কাজ চালু রাখবে। আগ্রহী হোক বা অনাগ্রহী। আপনার জন্য তারবিয়াতুস সালিকের সব খণ্ড মুতালাআ করা জরুরি।

হালঃ বর্তমানের সকল হালাত বলার যোগ্য নয়। আল্লাহ্‌র সঙ্গে রীতি ও নিয়ম হিসাবে কোনোরকম মহব্বত ও প্রীতি রয়ে গেছে। না আগ্রহ, না মজা না সেই অন্তর্জ্বালা। যদি কিছুমাত্র ভয় থাকে সেটাও রসমি, দিল কাঁপানো বা দিল নাড়ানো ভয় সেটা নয়। মা'মুলাত, অযীফা-শোগল ইত্যাদী উন্মাদ নামাযীর মতো কোনোরকম পূর্ণ করে নেই। বাদ দেই না। দিন-রাত আফসোস করতে থাকি যে, কী ছিলাম আর কী হয়ে গেলাম! আসল ঘটনা এই যে, একদিনের অনিয়মেই এত কিছু উলট-পালট হয়ে গেছে। হযরত যখন সফরে ছিলেন ফতেহপুর তাশরিফ নিয়েছিলেন। অধমের বিশেষ প্রয়োজনে দিল্লি যেতে

www.islamfind.wordpress.com

হয়েছিল। যদিও দিল্লি গিয়েও কোনো মা'মুল কাযা হতে পারে নি কিন্তু শুধুমাত্র এক ওয়াক্ত এশার পর যে অযীফা আদায় করতাম, ক্লান্তি ও বহু মানুষের আগমন ও উপস্থিতির কারণে আদায় করা সম্ভব হয় নি। সেই বেলা থেকেই মনের অবস্থা পাল্টে গেল। ভোরে যখন উঠলাম, না সেই আগ্রহ ছিল না সেই মজা। মনটা ভেঙ্গে গেল। আল্লাহ্ ভাল করুন, সেই থেকে আজ পর্যন্ত অবনতির সেই পাকে আটকে আছে আমার পা। যতোই চেয়েছি যে, এই অধঃপতনের সংবাদ যেন হযরতের কান পর্যন্ত না পৌঁছে, হযরতের কষ্ট হবে। কিন্তু আল্লাহ্র ফয়সালার থেকে দূরে সরে যাওয়া কি সম্ভব? উক্ত হালতের কারণে জীবন থেকে দূরে সরে আর মৃত্যুর খুব কাছে পৌঁছে গেছি। নফ্সের হালত এই যে, নানা রকমের ধোকা ও চক্রান্তের জাল আমার জন্য বিছাতে থাকে, বিভিন্ন রকমের সন্দেহ পেশ করতে থাকে। কখনো কুরআনের তেলাওয়াতের মাঝে আজে-বাজে ও ভিত্তীহীন প্রশ্ন সৃষ্টি করে।

হযরত! এই মুহূর্তে অধমের তো সেই কাইফিয়াত হয়ে গেছে যেমন হয় কুষ্ঠরোগীকে দামী পোশাক পরিয়ে দিলে। জাহেরে মুসলমান ফিটফাট আর ভেতরে সদরঘাট। অধম নিজের স্বভাবের সংক্ষিপ্ত অবস্থা তুলে ধরছে। অধমের স্বভাব এই প্রকারের যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিরিবিলি থাকি, দুনিয়াবি কোনো কাজ করি না, এমন কি সাধারণ খানা-পিনার প্রতিও কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করি না, তাহলে মজা-আগ্রহ, মুহব্বত ও প্রীতি সীমাহীন বাড়তে থাকবে। আর যদি কোনো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র দুনিয়াবি কাজের দিকেও মনোনিবেশ করি তাহলে স্বভাবের ঐ আবেগ ও রঙ আর থাকে না। শতবার বিষয়টির পরীক্ষা করে দেখেছি। মনে হয় এর কারণেই বঞ্চিত হয়ে আছি। হায় কপাল সেই মুসাফিরের, যার টাট্টু ঘোড়া ল্যাংড়া এবং একেবারেই দুর্বল তদুপরি যে মুসাফির সফর শুরুই করল অবেলায়! হায় আফসোস! মনজিলে মাকসুদে কখন পৌঁছার আশা করবে সেই মুসাফির।

বিশ্লেষণঃ আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ্ তাআলা রহীম দয়ালু ও হাকীম কৌশলী প্রজ্ঞাময়। যেই মজা, আগ্রহ এবং অন্তর্জ্বালাকে আপনি ভাবছেন কামাল ও বুযুর্গী, না সেটা কামাল, আর যেই নিরানন্দ ও ওয়াস্ওয়াসাকে আপনি ক্ষতি মনে করেছেন না সেটা ক্ষতি। ঐ অবস্থাদি যদি আপনার হাসিল হত। যেহেতু ওগুলোকে আপনি বিরাট ব্যাপার ভাবছেন, তাহলে অব্যশই আপনার মধ্যে উজব ও আত্মঅহমিকা তৈরী হত। আল্লাহ্ তাআলা উজব থেকে বাঁচিয়েছেন, যেটা তাঁর নেয়ামত। এর জন্য শোকর ওয়াজিব, উল্টো

www.islamfind.wordpress.com

তাঁর শেকায়াত মোটেও করা উচিৎ নয়। এইখানে এই বাতেনি দৌলতের দিকটিও নিহিত রয়েছে। আরও যেই ব্যাপারটিকে আপনি ক্ষতি ভাবছেন, যদি সেটা না হত তাহলে আপনার মাঝে এই দীনতা ও নম্রতা ও চরম বিনয় পয়দা হত না। যা বিরাট বড় নেয়ামত এবং যার জন্য শোকর করাও ওয়াজিব। অবশ্য যেহেতু এতে অকৃতজ্ঞতার সম্ভাবনা রয়েছে এজন্য এবার এর প্রকৃত স্বরূপ বা হাকিকত জেনে নিন। যেন এরজন্য শুকরিয়া আদায় করতে পারেন। মনে হচ্ছে যে, তারবিয়াতুস সালিকের মাযমূন বিষয়বস্তুকে আপনি যেহেন থেকে বাহির করে দেন। সার্বিকভাবে বুঝে রাখুন, যে সকল কাজ এখতিয়ারী সেগুলোতে আল্লাহ্‌র হুকুম ও রাসূলের তরিকার খেলাফ করা যাবে না। এরপর আহ্‌ওয়াল যাই কিছু হোক না কেন, যেহেতু গায়রে এখতিয়ারী তাই কোনো পরোয়া করা উচিৎ নয়। কাজ করতে থাকুন। আপনি বঞ্চিত নন। এক সময় এটা নিজ জ্ঞানেই বুঝতে পারবেন। আপাতত আমার কথা অন্ধ অনুকরণ হিসাবে মেনে নিন।

* * *

হালঃ কিছুদিন যাবৎ সেই কাইফিয়াত, তীব্রতা, আবেগ ইত্যাদি কিছুই রয় নি। কিন্তু হুযূরের তোফায়েলে এটা এখনো আছে যে, আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্ক-যা পূর্বে পাওয়া যেত না, এখন পাই।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্ হালত মাহমুদ ও প্রশংসনীয়। আবেগ মাকসূদ নয়। তার ফলাফল হল মাকসূদ। আলহামদুলিল্লাহ্ সেটা তো হাসিল হয়েছে। দুআ করছি।

বাজারের লোকদের দেখে পেরেশান হওয়া

হালঃ আমি যখন বাজারে যাই, মাঝে মাঝে কলব পেরেশান হয়ে যায়। মনের মধ্যে উদয় হয় এই ভাবনা যে, হায় আল্লাহ্! এত সব দেখছি জাহান্নামের ইন্ধন। এতে খুব কষ্ট হয়। সেখানে বেশিরভাগ লোক কাফের। তাছাড়া মুসলিমদেরকেও সাধারণভাবে না জায়েজ ক্রয় বিক্রয়ের কারণে গাফেল দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থায় আমি মাথা নিচু করে খুব জলদি সেখান থেকে পালাই। কাজ থাকলে সেটা শেষ করতে ব্যস্ত হয়ে যাই। নতুবা দিল পেরেশান হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ঐ কল্পনা নিয়েই দীর্ঘক্ষণ বসে থাকি। সম্ভবত! অন্যরা সেটা বুঝতেও পারে না। হযরত! এই রকমভাবে চিন্তা-ভাবনা কেন বিক্ষিপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

হয়? এতে কি কোনো লাভ আছে নাকি এগুলো শয়তানী ওয়াস্ওয়াসা? যদি ওয়াস্ওয়াসা হয় তাহলে তার খারাবি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দুআ করবেন। আর যদি লাভ থাকে তাহলে এতে কী সাবধানবাণী রয়েছে? এরকম কি যে, তোমরা দুনিয়ার কাজে এভাবে নিমগ্ন হয়ে যেও না?

বিশ্লেষণঃ লাভও নয় শয়তানি ওয়াস্ওয়াসাও নয়। স্বভাবগত বা স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে ঐটুকুর সঙ্গে আরো কিছুটা যোগ করে ইচ্ছাকৃতভাবে এরকম চিন্তা করা উচিৎ যে, সম্ভাবনা রয়েছে যে, এরা সকলেই আল্লাহ্র রহমত পেয়ে যাবে এবং হয়ত আমার চেয়েও ভাল হয়ে যাবে।

গায়রে এখতিয়ারী বিষয় হাসিল না হলে চিন্তিত না হওয়া উচিৎ

হালঃ প্রতি রাতেই দুঘন্টা ঘুমাই। বাকি পুরো সময় নির্ধারিত কাজে ব্যয় করি। প্রতি রাতে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের যিয়ারতের আকাঙ্ক্ষা করি কিন্তু আজ পর্যন্ত ঐ আকাঙ্ক্ষা পূরণে কোনোরূপ সফলতার দেখা পাওয়া যায় নি। এর কারণ কি? দয়া করে একটি সূরত বলে দিন।

বিশ্লেষণঃ যে বিষয় গায়রে এখতিয়ারী তা হাসিল না হওয়ার কারণে চিন্তিত হওয়াই জায়েয নেই। তাহলে কারণ জিজ্ঞাসা করা তো আরো ফালতু বিষয়।

কলবের একাগ্রতা না হওয়ার এলাজ

হালঃ আজকাল হুযূরে কলব বা কলবের একাগ্রতা একেবারেই হয় না। পেরেশান হয়ে আছি। তবে কাজ করতে থাকি।

বিশ্লেষণঃ 'হুযূরে কলব' গায়রে এখতিয়ারী বিষয়। সেটা না হলে পেরেশান হওয়া উচিৎ নয়। তবে 'এখতিয়ারে কলব' কলবের ইচ্ছা এখতিয়ারী। অর্থাৎ নিজের দিক থেকে কলবকে নিবিষ্ট রাখবেন। হোক বা না হোক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই চেষ্টায় হয়েই যায়।

যোগ্যতার আলামত

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! সকল আমল যথা নিয়মে বিনা কষ্টে চালু আছে।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্।

হালঃ প্রকৃতপক্ষে এটা হযরতের তাওয়াজ্জুহ ও দুআর ফল। নইলে এই অধম এর যোগ্য নয়।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এরূপ মনে করাটাও যোগ্যতার একটি আলামত। এই নেয়ামতের জন্য শোকর করা উচিৎ। কেননা উজ্‌ব ও আত্মপ্রশংসা থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছেন।

নানা স্বভাবের নানান বৈশিষ্ট্য

হালঃ আছর থেকে এশা পর্যন্ত সময়ে এক বিশেষ কাইফিয়াত এবং নিমগ্নতা বিরাজিত থাকে। তাহাজ্জুদের সময় সেটা থাকে না। অথচ এ সময় তো একেবারেই নির্জনতা ও একাকিত্ব বিরাজ করে।

বিশ্লেষণঃ বিভিন্ন মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকম হয়। আপনার স্বভাব প্রভাবিত হয় বেশি এমন সময় যখন ফানা ও জাওয়ালের আগমন ঘটে। তাহাজ্জুদের সময় যদিও নির্জনতার কিন্তু সেটা বিভিন্নরকম সম্পর্ক আগমনের সময়। ফলে তখন আপনার উপর প্রভাব পড়ে 'মাআল'-এর। ভবিষ্যতের বা পরবর্তীর। যদি প্রভাব পড়ত 'হাল' এর। বর্তমানের বা উপস্থিত সময়ের। তাহলে ব্যাপার উল্টা হত।

আফসোস বা পরিতাপ দিলের কান্না

হালঃ আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করার সময় মন চায় যে, খুব কান্নাকাটি হোক। কিন্তু সেটা হয় না। আমার হালতের উপর আফসোস।

বিশ্লেষণঃ এই আফসোস ও আক্ষেপটাও দিলের কান্না হিসাবে বিবেচিত। যা উপকারিতায় চোখের কান্নার চেয়ে কম নয়।

হালঃ চলতে ফিরতে যিকিরের সময় আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরটাই বেশি হয়ে যায় অজান্তেই। যখন মনে পড়ে বা খেয়াল করি তখন এস্তেগফার পড়ি।

বিশ্লেষণঃ উভয়ের ফলাফল একই।

সৃষ্টি নৈপুণ্যে সুবহানাল্লাহ্ বলা

হালঃ হযূরের বরকতে শেষরাতে অধিকাংশ দিন চার রাকাত, কখনো কখনো ছয় ও আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ি। লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ্ ছয়শ, এসমে যাত দু-যর্‌বি ছয়শ, অবসর সময়ে এসমে যাত এক ঐরবি এবং মা'মুলি যিকির এক যরবি আদায়ের সময় বেশিরভাগ আনন্দ ও আকর্ষণের কাইফিয়াত তৈরী হয়। আছরের পর হাটতে বের হই, সবুজ-শ্যামল ফসলাদি দেখে এবং

www.islamfind.wordpress.com

এমনিতেও আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টিকুশলতা ও নৈপূন্যের কথা মনে করে করে ইচ্ছা ছাড়াই দীর্ঘক্ষণ সুবহানাল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ্ বলতে থাকি। এরপর যখন মনে পড়ে যায় যে, হযরত তো তোকে এসমে যাতের যিকির করতে বলেছেন, এসব নিজের মনগড়া এজতেহাদ বন্ধ কর। এই ভাবনার কারণেই অবশেষে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির শুরু করি। নতুবা আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টিকুশলতার স্মরণের সময় সুবহানাল্লাহ্ বলতেই ইচ্ছা হয়।

বিশ্লেষণঃ মা-শা আল্লাহ খুব চমৎকার হালত। আল্লাহ্ তাআলা উন্নতি দান করুন। যে অবস্থায় সুবহানাল্লাহ্ বলার আবেগ দিল থেকে তৈরী হয় তখন সেটাই বলুন। এটা মনগড়া এজতেহাদও নয়। যদি সুবহানাল্লাহ্ বলাটা সার্বক্ষণিক মা'মুল বানিয়ে নিতেন তাহলে সেটাকে বলা যেত মনগড়া...।

এসলাহে হালে কলব ও আরো বিভিন্ন সহী মাকসাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান

হালঃ হালে কলবের এসলাহ, রেযায়ে মাওলা, মাকামে এহসান এবং যিকরে এলাহী দ্বারা এতমিনান লাভের উদ্দেশ্যে কোনো যিকির, শোগল ও আমলের তালীম দান করুন।

বিশ্লেষণঃ যেহেতু সত্যিকারের আগ্রহী মানুষ, তাই আমাকেও সত্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে খায়েরখাহী মূলক প্রকৃত বিষয়টি নিবেদন করে দেওয়া উচিৎ। যেসব উদ্দেশ্যের কথা আপনি লিখেছেন, নিঃসন্দেহে সেগুলো 'মাকাসেদে সহীহাহ।' কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঐসব শব্দের তাফসীর ও ব্যাখ্যায় এত পরিমাণ ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, ঐ শব্দগুলোর বিশ্লেষণ সর্বপ্রথম জরুরি যার জন্য অভিজ্ঞতা অনুসারে চিঠিপত্র যথেষ্ট নয় মোটেও। মুখোমুখি সিদ্ধান্ত হওয়া জরুরি। এটা ছাড়া এই ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে যে, আপনার মাথায় ঐগুলোর কোনো ভূল ব্যাখ্যা রয়েছে হয়ত, যার ফলে প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের পরও অর্জন না হওয়ার অথবা গন্তব্যে না পৌঁছার সন্দেহ আপনার মধ্যে থেকে যাবে।

সালিককে পাগল বললে লজ্জিত হওয়া উচিৎ নয়

হালঃ তাসাওউফের কর্মসূচী চালু রয়েছে। ঐ কয়েকদিনের সোহবতের দ্বারা অনেক উপকার হয়েছে। নির্জনতায় থাকার অভ্যাস গড়ে উঠছে। ঐ জগতের

www.islamfind.wordpress.com

সবকিছু ভালো লাগতে শুরু হয়েছে। এই জগৎ কে কখনো কখনো স্বপ্নের জগৎ বলে মনে হচ্ছে। সর্বক্ষণ মনে চায় যে, কখনো আল্লাহ্ আল্লাহ্ এবং কখনো আল্লাহ্ যিকির উচ্চস্বরে করতে থাকি। কিন্তু এই কথা ভেবে থেমে যাই যে, মানুষ হয়ত পাগল বলবে। হুযূরের নির্দেশ কী?

বিশ্লেষণঃ اذكروا الله حتى يقولوا انه لمجنون প্রিয় নবীর মর্জি তো এটাই যে, তোমরা আল্লাহ্র যিকির এত বেশি কর যে, অবশেষে লোকেরা যেন বলে- সে তো পাগল।

তীব্র 'হুযূরী' অনেক জরুরি কাজের প্রতিবন্ধক

হালঃ একটা সময় এমনও গেছে যখন হুযূরী' এমন তীব্রতা ছিল যে, পা মেলে বসতে পারতাম না, শুতে পারতাম না বসে বসে ঘুমাতাম। হুযূরীর তীব্রতার কারণে 'আল্লাহ্' নাম মুখে আনতে পারতাম না বেয়াদবির ভয়ে। যিকির ছুটে গিয়েছিল। গাছ ও পাথর সব কিছুতেই তার সর্বদ্রষ্টা গুণের বিকাশ দেখতে পেতাম। এই হালত পয়দা হয়েছিল সেই সময় যখন اَللّٰهُ بَصِيْرٌ- اَللّٰهُ سَمِيْعٌ শোগলের হাবসে দম উর্ধ্ব ও নিম্ন উভয়টি করতাম। ঐগুলির মধ্যে الله بصير এর তীব্রতা খুব বেশি ছিল। আর এখনকার হালত এই যে, কলবের মধ্যে কোনো জোশ ও আবেগ কিছুই নেই। এত পরিমাণ পাথর হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ ঐ হাল- অবস্থা স্বল্পকালীন ও অস্থায়ী হয়। আর ঐগুলো কামাল বা বুযুর্গীও নয়। কেননা অনেক জরুরি বিষয়ের প্রতিবন্ধক। ভারসাম্যপূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা মাকসূদ। সেটা স্থায়ীও। এটা পাথর হৃদয়ের পরিচয় নয়।

ফানা অর্জনের পন্থা

হালঃ দিন-রাত এই পেরেশানিতে আছি যে, নিজের ধ্যান ও কল্পনা মিটে যাক।

تو خود حجاب شدی حافظ از میاں برخیز

তুমি নিজেই অন্তরায় হয়ে গেছ হাফেয! খোলস থেকে বের হও।

বিশ্লেষণঃ চেষ্টা আর পেরেশানি করলে মেটে না। কাজ করতে হয় তাই করে যান। সেই কাজের ফলাফল মিটে যাওয়া হোক বা অন্যকিছু, সবই কল্যাণকর।

www.islamfind.wordpress.com

در طریقت ہر چہ پیش سالک آید خیر اوست

অর্থঃ তরিকতের মধ্যে সালিকের সামনে যা আসে সেটাই তার জন্য কল্যাণ।

* * *

প্রশ্নঃ মাঝে মাঝে মনে চায় যদি আল্লাহ্‌র স্মরণে একদম ফানা হয়ে যেতে পারতাম। তাহলে কত ভাল হত। কতই না ভাল হত যদি 'খুদী'র (আপন অস্তিত্বের) বিপদ থেকে বের হতে পারতাম! এলাজ বলুন।

জবাবঃ আমলের উপর অবিচলতা দ্বারাই এরও আশা করা যায়।

আন্‌ওয়ার মাকসূদ নয়

প্রশ্নঃ কসদুস সাবিল, মালাবুদ্দা মিনহু ও জিয়াউল কুলুবের এবারত থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে তাজাল্লী ও আন্‌ওয়ারই সালিকের চোখে আসবে, তাকে 'লা' এর নিচে নিয়ে আসতে হবে। এর ব্যাখ্যা কী? মাঝে মাঝে এমন আকর্ষণ পয়দা হয় যে, সালিক যদি সচেষ্ট হয়ে ঐ আনওয়ার ও তাজাল্লীকে উপেক্ষা করে তাহলে হয়ত ওটা দূর হতে পারে নতুবা দূর হওয়া খুবই কঠিন। এই অবস্থায় 'নেতিবাচক লা এর অধীনে নিয়ে আসা'র মানে কী হবে? ঐ অবস্থায় তো মন চায় যে, নিজেকেই বরং নেতিবাচক ঐ 'লা' এর অধীনে করে দেওয়া হোক ঐ আন্‌ওয়ার ও আবেগকে না (নিষেধ) না করা হোক। কেননা এগুলো তো দিলের প্রশান্তির কারণ।

من چگونہ ہوش دارم پیش وپس- گر نباشد نور یارم ہم نفس

অর্থ ঃ কীভাবে আমি বেঁচে থাকব। সুখে থাকব আগে ও পরে। বন্ধুর নূর যদি আমার সঙ্গী না হয়।

জবাবঃ নফী (নিষেধ) করার অর্থ হচ্ছে এমন সময় করা, যখন সেটা মাকসুদে হাকিকির পথে অন্তরায় হয়ে যায়।

গায়রে এখতিয়ারী ব্যাপার ছুটে যাওয়া বঞ্চনার কারণ নয়

হালঃ রমাযান এসে পড়েছে। জুমা, জামাত, নামাযের কিয়াম তো ছুটছেই। রোযাও যদি না করতে পারি তাহলে আমার চেয়ে পোড়া কপাল আর কার হবে?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ গায়রে এখতিয়ারী বিষয় দ্বারা কি আল্লাহ্ তাআলা আপন বান্দার ক্ষতি বা মাহরূমি নির্ধারণ করেন?

কবযের এলাজ

হালঃ নিবেদন এই যে, কিছুদিন থেকে আল্লাহ্ তাআলার যাত ও সিফাতের খেয়াল দিলের মধ্যে এমন তীব্রভাবে বিরাজ করছিল যেন তাঁর কোনো মাখলুকের অস্তিত্বই নেই। আর এই চিন্তায় এমন বেখুদী (আত্মহারা) ভাব থাকত যে, নিজের এবং অন্য কোনো কিছুর ব্যাপারে কোনো খবর ছিল না। নানা রকমের ও আসরার (জ্ঞান ও রহস্য) কলবের মধ্যে অবতরণ হচ্ছিল। কলবের অবস্থা একরকম থাকছিল না, বার বার পরিবর্তন হচ্ছিল, কখনো আনন্দ হচ্ছিল। কখনো আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ভীষণ ভয় হচ্ছিল। দুদিন হল একেবারে হঠাৎ করে অবস্থা পাল্টে গেছে। না আল্লাহ্ তাআলার সেই যাত ও সিফাতের চিন্তা আছে না সেই বেখুদী। স্বাভাবিক হুঁশ-জ্ঞান সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এখন নিজের এবং অন্যের সব খবরই আছে। এখন না আগের মতো কলবের মধ্যে উলূম ও আসরার ওয়ারেদ হচ্ছে না, কলবের অবস্থা বার বার পরিবর্তন হচ্ছে। এখন বরং কিছুটা কব্যের মতো অবস্থা রয়েছে। যার কারণে মনের মধ্যে পেরেশানি ও চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে যে, হঠাৎ করে কী হয়ে গেল। আরো আগেই চিঠি পাঠাতাম কিন্তু মনে করেছিলাম যে, পেরেশানি দূর হোক। এতমিনানের হালতে চিঠি লিখব।

বিশ্লেষণঃ এটা কব্যের হালত। এর দিকে মনোনিবেশ কর না। কাজে লেগে থাক এবং বেশি বেশি এস্তেগফার কর। কব্জের উপকারিতা ও লাভ বাস্তের চেয়েও অধিক। ছবর, তাসলিম, রেযা ও তাফবীয হল এর আদবের অন্তর্ভূক্ত।

* * *

হালঃ হুযূর! আল্লাহ্র ওয়াস্তে এই অধমের জন্য দিল থেকে দুআ করবেন এবং দিল থেকে খাস তাওয়াজ্জুহ দান করবেন। ভীষণ খারাপ অবস্থা হয়ে যাচ্ছে। এক সপ্তাহের মধ্যে মাত্র দুরাতে তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম ভেঙ্গেছে বাকি চারদিন তাহাজ্জুদ ছুটে গেছে। যতই সংকল্প করে এবং এই প্রার্থনা করে ঘুমাই যে, হে আল্লাহ্! তাহাজ্জুদের সময় যেন ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিন্তু ঘুমানোর পর সেই ঘুম ভাঙ্গল সুবহে সাদিকের পর। অথচ এশার পর অবিলম্বে ঘুমিয়ে যাই। একদিন

www.islamfind.wordpress.com

এই চিন্তা করে ঘুমাতে গেলাম যে, আজ ঘুম না ভাঙ্গলে আগামীকাল রোযা রাখব। সেদিন যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন ফজরের জামাতও আমি পেলাম না। অথচ অন্যদিন এতমিনানের সঙ্গে জামাতে শরীক হতাম। হুযূরের দুআ ও তাওয়াজ্জুহ বিশেষ জরুরি হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তাআলা যেন হুযূরের তোফায়েলে এই অধমের এসলাহ দান করেন। খুবই খারাপ হালত হয়ে যাচ্ছে। খুব পেরেশান...।

বিশ্লেষণঃ যে হালতের বর্ণনা আপনি দিয়েছেন এটাকে কব্য বলে এর কারণ বিভিন্ন এবং এলাজ বা চিকিৎসাও বিভিন্ন। যদি আপনার দ্বারা গোনাহ না হয়ে থাকে এবং ভিন্ন জাতীয় লোকদের সঙ্গে মেলামেশাও না হয়ে থাকে তাহলে এর কারণ ও উদ্দেশ্য আপনার পরীক্ষা। ছবর ও তাওয়াক্কুল করতে হবে। এস্তেগফার করুন। আমার মাওয়ায়েয এবং তারবিয়াতুস সালিক পড়ুন। আল্লাহ্র রহমত এসে যাবে।

* * *

হালঃ আল্লাহ্র ফযল ও অনুগ্রহে মা'মুলাত ঠিকমতো আদায় করছি। পাঁচ ছয়দিন থেকে কিছুই বুঝে আসছেনা যে, আমার হালত কেমন? না নামাযে মন বসে, না অযীফাতে মন লাগে, না দুনিয়াবি কোনো কাজে। সারাক্ষণ একরকম আতঙ্কের ভাব রয়ে যায়। আর মনে হতে থাকে যেন কোনো অন্যায় করেছি।

বিশ্লেষণঃ এটা হল কব্য। এর কারণ কখনো শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন, কখনো গোনাহ, কখনো পরীক্ষা। এ কারণে যেখানে কারণ নির্ণয় সম্ভব না হয় সেখানে সব চিকিৎসা একই সঙ্গে করতে হয়। অর্থাৎ চিকিৎসকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। বেশি বেশি এস্তেগফার করুন এবং কোনো দিকে মনোযোগ না দিয়ে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ না করে কাজে লেগে থাকুন।

* * *

হালঃ নানা বাধার কারণে হালত পেশ করতে বিলম্ব হয়ে গেল। আশা করি হযরত ক্ষমা করে দেবেন। হযরতের সোহবতের বরকতে সকল গায়রুল্লাহর প্রতি ভ্রুক্ষেপহীনতা লাভের পর আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আকর্ষণ এবং আখেরাতের নেয়ামতসমূহের প্রতি সীমাহীন আগ্রহ হত। পৃথিবীকে মনে হত

www.islamfind.wordpress.com

এমন একস্থান যেখানে ভালোবাসার মতো কোনো কিছু নেই, মনে হতে পুরো পৃথিবীটাই যেন অনাবাদি-জঙ্গল। সারাক্ষণ মন চাইত যে, কোনোভাবে এখান থেকে বেরিয়ে আপন মাহবুব মাওলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। ঘর-দুয়ার, আত্মীয়-পরিজন সব থাকতে নিজেকে দেশ, বন্ধু, স্বজনহীন এক যাযাবর মনে হত। এমন মনে হত যে, আমি কবরের মধ্যে আছি। আপন রব ছাড়া কারো সঙ্গে আমার কোনো কাজ নেই। মাঝে মাঝে অন্তরে আল্লাহ্ তাআলার তীব্র মহব্বত জাগত। তাঁর নানা ধরণের নেয়ামত স্মরণ করে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান-এহসান দৃষ্টির সামনে নিয়ে নিজের চূড়ান্ত দীনতা নিয়ে তার আহকাম মেনে চলার পরিকল্পনা হৃদয়ে জাগত। নিষেধ থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা হত। যিকির তিলাওয়াতে কুরআন মাজীদ এবং নামাযের মধ্যে সীমাহীন আকর্ষণ হত। এবার নিবেদন করছি এমন এক হালত- যা ঘটেছিল প্রথমবার হুযূরের দরবারে থাকার সময়। যার জন্য ভীষণ হয়রান ও পেরেশান ছিলাম। অন্যদের দেখে নিজের আক্ষেপ তৈরী হত। হযরতের খেদমতে নিবেদন করার হিম্মত হত না। ঐ হালতের কারণে যিকির ছুটে যেত। এতে ভীষণ উদ্বেগ হত এবং অবস্থা প্রায় নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌঁছে যেত। আমি দিলকে বুঝাতাম কিন্তু কোনোভাবেই সান্তনা পেতাম না। অবশেষে এরচেয়ে আরো বেশি উদ্বেগজনক অবস্থার মুখোমুখি হয়েছি যার ফলে একেবারে হতাশ হয়ে উৎকণ্ঠা নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। উভয় অবস্থাই পর্যায়ক্রমে তুলে ধরছি। প্রথম অবস্থা- কুফরের অবস্থা নিজের মধ্যে পেয়েছি। নাউযুবিল্লাহ্। এমন কি আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের ব্যাপারে অভিশপ্ত শয়তান আমার মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে দিয়েছে। যার কারণে অস্থির ও চঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম। সীমাহীন ব্যাকুল হয়ে একদিন সকালে বাজারের পূর্ব দিকে একা একা চলে গিয়েছিলাম। আমার নিকট একটি তাসবীহ ছাড়া আর কিছু ছিল না। একটি কুকুর সামনে এসে পড়ল। খুব জোরে জোরে ঘেউ ঘেউ করতে থাকল। আমার উপর আক্রমনে উদ্যত। আমি ভীষণ ভয়ে মন-প্রাণ সব একত্র করে আল্লাহ্কে ডাকতে শুরু করলাম। এক পর্যায়ে অবাক হয়ে নফ্সকে বললাম আরে তুইতো আল্লাহ্র অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহে ছিলি। এখন আবার আল্লাহ্কে ডাকছিস কেন? এতে নফ্সের মধ্যে কিছুটা সান্তনা পেলাম এটা বুঝে যে, আলহামদুলিল্লাহ্ নিজের মধ্যে ঈমান আছে। ঐগুলো শয়তানী ওয়াস্ওয়াসা। এতে ঈমান হারা হওয়ার আশঙ্কা না করা উচিৎ। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘসময় পরে কুকুরটি চলে গেল। এই সময়ের মধ্যে আমি যিকিরে মশগুল ছিলাম। কুকুরটির হামলার ধরণ ছিল

www.islamfind.wordpress.com

এই যে, কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে আসছিল, প্রতিবারই মনে হচ্ছিল এবার কামড়াবে। কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। সে দিনের ঘটনা মনে হলে এখনো বিস্মিত হই যে, আল্লাহ্ তাআলা কীভাবে সেদিন কুকুরের হামলা থেকে রক্ষা করেছিলেন। যা হোক কামরায় ফিরে আসলাম। কিন্তু এই ঘটনা আজ পর্যন্ত কারো কাছে বলি নি। এই ঘটনার পর কুফরের ওয়াস্ওয়াসা কমে গেল বটে কিন্তু নির্মূল হল না এরপর আরো খারাপ এক অবস্থা হয়েছিল। যা প্রকাশ করতেও লজ্জাবোধ হয়। সেটা এই যে হুযূর সম্পর্কে আজে-বাজে চিন্তা মাথায় আসত। যতই আমি সেই চিন্তাগুলোকে প্রতিরোধ করতাম আরো বেশি আক্রমণ করে বসত। মনের মধ্যে এমন ধারণাও আসত যে, এখানে এসে এসব খারাপ হালত হল। এরূপ বাজে ধারণা আসার কারণে আমি ভাবলাম যে, বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিৎ। যতক্ষণ এসব চিন্তা দূর না হবে ততক্ষণ হুযূরের খেদমতে হাজির থাকা ক্ষতিকর হবে। কেননা হযরতের মাধ্যমে আমি লাভ করব নৈকট্য, সুতরাং হযরতের প্রতি আমার অন্তরে বাজে ধারণা নিশ্চয় ক্ষতির কারণ হবে। এরপর তো অসুস্থ হয়ে গেলাম। সাহারানপুর যেতে হল। তখন মনে হল এবার হয়ত ঐসব বাজে চিন্তা দূর হবে। যখন জাহেরি দূরত্ব তৈরী হল আরো বেশি ব্যাকুলতা এসে গেল। এক তো দূরত্ব দ্বিতীয় ঐসব চিন্তা। হুযূরের মহব্বত তো এই হালতের পূর্বেই তৈরী হয়েছিল। তারও পূর্বে আমাদের উস্তাদ জনাব মৌলবী হাবীবুল্লাহ সাহেব তাফসীরে জালালাইন. শরীফ পড়াতেন, তিনি প্রায়ই হুযূরের আলোচনা করতেন, কখনো হুযূরের আদাত-অভ্যাস সম্পর্কে কখনো আয়াতের ব্যাখ্যায় জটিলতা সমাধানের জন্য হুযূরের বক্তব্য তুলে ধরতেন। তো সেই তখন থেকেই আমার হৃদয়ের গভীর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল হুযূরের মহব্বত। মোটকথা, মহব্বতের কারণে দূরত্ব ছিল কষ্টকর, আবার হালতের কারণে উপস্থিতিও ছিল কঠিন। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর এখানে আসার নিয়তে এসেছিলাম। তখন আবারো সেই হালত অনুভূত হল। সেজন্যই বিদায়ী দরখাস্ত দিয়ে চলে গিয়েছিলাম। অন্যান্য কিছু হালত আগামীকাল নিবেদন করব।

বিশ্লেষণঃ সেই সময়ই জবাব দিব। পূর্বের যে হালত এই চিঠিতে লিখেছেন, সেগুলো খারাপ মনে হলেও যেহেতু গায়রে এখতিয়ারী সুতরাং মাযমুম বা নিন্দনীয় ছিল না। মনের কাছে অপ্রীতিকর ও অপছন্দনীয় হওয়ায় সেটা হয়ে গেছে মুজাহাদা। আর মুজাহাদা হওয়ার কারণে সেটা উপকারী ছিল। এরূপ হালতকে কব্য বলে। পরবর্তী সংযুক্ত বাস্ত-এর হালতের ভূমিকা এগুলোই।

www.islamfind.wordpress.com

ঐ কব্‌যের বদৌলতেই আপনার বর্তমান বাস্ত-এর হালত এত মজাদার ও আনন্দদায়ক হয়েছে।

গরম মেজায এর আলামত

হালঃ কান্নার সময় জামা-কাপড় ছিড়ে ফেলার এবং মাথায় আঘাত করার চিন্তা আসে। মনে হয় কখন যেন নিজের মুখে চপেটাঘাত করে বসি। আশঙ্কা আছে কখন যেন নিজের চেহারায় খামচি বসিয়ে দেই।

বিশ্লেষণঃ কান্নাকাটি করে ঐ হালতগুলোকে নিস্তেজ করে দিলেই হয়।

হালঃ যিকির করার সময় নির্জন জঙ্গলে চলে যেতে খুব ইচ্ছা হয়। মন চায় শ্লোগান দিতে দিতে চলাফেরা করি। খুব কষ্টে এই ইচ্ছাকে ঠেকিয়ে রাখি।

বিশ্লেষণঃ 'আশআর' পড়ে পড়ে ঐটাকে পরাজিত করে দিন।

হালঃ যিকিরের সময় একটি কাইফিয়াত এই যে, কলবের কাছে একটি আলোকিত বাতি জ্বলতে থাকে। যিকিরের সময় তার আলো খুব উজ্জল মনে হয়, এরপর ধীরে ধীরে টিমটিমে হয়ে যায়। কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয় না, থেকেই যায়। সবসময় গভীরভাবে ভাবলে প্রতিটি লোম থেকে স্পষ্টভাবে আল্লাহ্ আল্লাহ্ আওয়াজ বোঝা যায়। যিকিরের সময় কান দিয়ে তারবার্তার আওয়াজের মতো এক ধরনের আওয়াজ হয়।

বিশ্লেষণঃ উপরের কয়েকটি বিষয়সহ এগুলো সব উষ্ণ মেজাযের লক্ষণ। চিকিৎসকের নিকট গিয়ে চিকিৎসা করুন।

প্রাথমিক সালিকের গোনাহ স্মরণ করে কান্না

প্রশ্নঃ নিজের অতীত গোনাহ স্মরণ করে বার বার কান্নাকাটি করা উত্তম নাকি একবার খাটি তওবা করে কাজে লেগে থাকা উত্তম?

জবাবঃ আপনার যে হালত অর্থাৎ প্রাথমিক সালিক এই হালতে অতীত গোনাগুলোর জন্য কান্নাকাটিই উত্তম।

কান্না না আসা

হালঃ চার-পাঁচদিন থেকে কান্নার হালত নেই।

বিশ্লেষণঃ কান্না না আসা বিন্দু মাত্রও ক্ষতিকর নয়। নতুবা 'যদি কান্না না আসে তাহলে কান্নার ভাব তৈরী কর।' হাদীস আসত না।

www.islamfind.wordpress.com

এখতিয়ারী ব্যাপারে ত্রুটির সংশোধন অপরিহার্য আর গায়রে এখতিয়ারী বিষয় ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়।

হালঃ দেড় মাসের বরকতপূর্ণ সোহবতের বদৌলতে আমার স্বল্পজ্ঞানে যা বুঝে এসেছে তা হল- এখতিয়ারী ব্যাপারগুলোতে ত্রুটি হলে সংশোধন করা উচিৎ। আর গায়রে এখতিয়ারী ব্যাপার মনোযোগ দেওয়ার মতো নয়। এই ভাবনা থেকেই বেশিরভাগ সময় এস্তেগফার করতে থাকি। হযরতের নির্দেশনা পাবন্দির সঙ্গে অনুসরণ করে চলেছি। মনে করি হযরতের এই বরকত আল্লাহ্‌র দান। এটুকুও যদি করা সম্ভব না হত, তাহলে কী করতে পারতাম। আলহামদুলিল্লাহ্ মুজাহাদা শুধুমাত্র এলাজ বা চিকিৎসা। মুজাহাদা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলার ফযল অনিবার্য নয় সে কারণে রাতের বেলা দিনের তুলনায় খাবার কিছুটা কম খাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘুমের সময় দুআ করি, 'হে আল্লাহ্! তোমার কাছেই পূর্ণাঙ্গ রূপে আমার নিজেকে সোপর্দ করলাম।' কেননা যে উদ্দেশ্যে খাবার কমিয়ে দিলাম অর্থাৎ শেষরাতে ইবাদত করতে পারা, এটা সম্পূর্ণ তার এখতিয়ারাধীন। খাদ্য কম খাওয়া সত্ত্বেও যদি তিনি কাজ না নেন, আমাকে তাওফিক না দেন, তাহলে কোনো কিছুই করার ক্ষমতা আমার নেই। এটা একান্ত তাঁরই অনুগ্রহ-এহসান। আলহামদুলিল্লাহ্। পরিবার-পরিজনের হক আদায় ছাড়াও সমস্ত মাখলুকের হক আদায় করা আবশ্যক। অর্থাৎ 'প্রকৃত মুসলিম সেই যার হাত ও মুখ থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে।' হাদীসের লক্ষ্য বস্তু হওয়া উচিৎ। এই ভাবনার তাওফিকটাও মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ হয়েছে। হক নষ্ট করার জরিমানা হিসাবে নগদ অর্থ ও নফল নামায শুরু করে দিয়েছি। আমার দ্বারা যার কষ্ট হয়েছে, তার নিকট থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর আল্লাহ্‌র কাছে চাচ্ছি নেক আমল ও আত্মশুদ্ধির তাওফিক। নির্জনে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং নিজেকে মহান স্রষ্টার সামনে-যিনি মহান ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, একেবারে তুচ্ছ ভেবে অন্তর কোমল হয়ে যায়। একই হালত হয় কোনো কোনো নামাযের মধ্যেও। যা কিছু বুঝে এসেছে সেগুলো আহ্‌ওয়াল। হুযূরের নিকট পেশ করে দিলাম।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্, খুব ভালো বুঝেছেন। প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

হালঃ যে সব ব্যাপারে ঘাটতি ও ত্রুটি রয়েছে, চিহ্নিত করে দিন।

বিশ্লেষণঃ সোহবত, আলাপ-আলোচনা ও মাওয়ায়েয থেকে ঘাটতি ও ত্রুটি নিজেই জানতে পারবেন।

www.islamfind.wordpress.com

পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ হুযূরী

হালঃ হুযূর! বর্তমানে খুব যন্ত্রণায় আছি এই নিয়ে যে, কিতাব মুতালাআর সময় মা'বুদে হাকিকির (আল্লাহ্‌র) হুযূরী থাকে না। যদি হুযূরীর প্রতি মনোযোগ দেই তাহলে না কিতাব বুঝতে পারি না সবক বুঝতে পারি। আবার কিতাবের দিকে মনোযোগী হলে হুযূরী থাকে না।

বিশ্লেষণঃ আহারে! বড় ভুলের মধ্যে পড়ে গেছেন। পরোক্ষ হুযূরীও প্রত্যক্ষ হুযূরীই। এটা হল পরোক্ষ হুযূরী। যদি না বুঝে থাকেন তাহলে বিশদভাবে পরে লিখব।

হায়বত- ভীতি ও উনস- অন্তরঙ্গতা

হালঃ এটা আমার কেমন অবস্থা যে, আমি মাঝে মাঝে সভ্য গোলামের মতো মুনিবের সামনে উৎকণ্ঠিত, ভীত হয়ে, নির্দেশ পালনের জন্য ব্যাকুল, ভুল-ভ্রান্তির জন্য লজ্জিত, আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমার একই রকম অবস্থা হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো অভিমানের কথা যেমন বাপ-বেটার মাঝে হয়ে থাকে, সেইরকম আমিও বলে থাকি।

বিশ্লেষণঃ প্রথম হালতকে হায়বত আর দ্বিতীয় হালতকে উন্‌স বলে। উন্‌সের সময় প্রফুল্লতাকে আদবের সীমা পার করতে দেয়া যাবে না। তাতে কখনো কখনো পাকড়াও এর মুখোমুখি হয়ে যেতে হয়।

হালঃ একবার আমি বললাম আল্লাহ্‌! যদি কোনো পোশাকের ব্যাপারে আমাকে সঙ্কটে ফেলে দাও, তাহলে সেই পোশাক আমি জীবনে কখনোই পারব না। বলব যে, ধনী হয়ে ফকিরকে কেন দিলে না?

বিশ্লেষণঃ একথা আদবের সীমা অতিক্রম করেছে।

প্রবল মৃত্যুভয়ের এলাজ

হালঃ নিবেদন এই যে, মৃত্যুর ভয় এত বেশি প্রবল হয়েছে যে, বসলে উঠার আশা থাকে না, উঠলে বসার আশা থাকে না। প্রতি ভোরে তীব্রভাবে এই ভয় হয় যে, আজ আমার উপর দিয়ে সময় কীভাবে পার হবে। কখন মৃত্যু এসে যাবে? মোটকথা মৃত্যুর ভয় সারাক্ষণ হতে থাকে। আখেরাতের কথা মনে হলে আরো বেশি আতঙ্কিত হয়ে উঠি। ভাবি কীভাবে সেইসব ঘাঁটি থেকে মুক্তি

www.islamfind.wordpress.com

পাব? আমার এই ভয় যদি সংশোধনযোগ্য হয় তাহলে দয়া করে এলাজ জানাবেন। দুআ করবেন আল্লাহ্ তাআলা যেন দুনিয়া-আখেরাতের সকল বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি দান করেন। এবং আমার দিল থেকে উক্ত বিষয়গুলোর ভীতি দূর করে দেন। এর মোকাবেলায় আল্লাহ্ তাআলার মহব্বত ও উন্স দান করেন। আমার জন্য যা কিছু কল্যাণকর ও মুনাসিব দয়া করে বলে দেবেন।

বিশ্লেষণঃ আমার পুস্তিকা শওকে ওয়াতান পড়ুন, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে।

নিজের রুচি পছন্দের উপর শরীয়তের দর্শনকে প্রাধান্য দেয়া প্রশংসনীয়

হালঃ অধম দিশাহারা পেরেশান। আহ্ওয়াল এলমেলো। কীভাবে পেশ করব? হুযূরের দরবারে হাজির হওয়ার পূর্বের হালাত লিখে পাঠিয়ে ছিলাম। সেগুলোর বেশিরভাগ এসলাহ হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্!

হালঃ জরুরি একটি রোগের কথা লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। সেটা হল- দুআ করতে পারি না। কারণ আমার নিজের অস্তিত্বের কল্পনা করতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তাম। আলহামদুলিল্লাহ্ এই রোগ থেকেও মুক্তি পেয়েছি।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্র মেহেরবানি যে, ব্যক্তিগত রুচি পছন্দের চেয়ে শরীয়তের দর্শন প্রাধান্য পেয়েছে।

হালঃ হুযূরের কদমবুসি থেকে ফেরার পর যে কাইফিয়াত ছিল তার বর্ণনা দুটো চিঠিতে দিয়েছি। তারপর থেকে আর কোনো বিভিন্নতা নেই, আবেগ-উচ্ছাসও নেই। হুযূরীর একই কাইফিয়াত প্রায় সারাক্ষণ থাকে।

বিশ্লেষণঃ ঐগুলোর চেয়ে এটাই অধিক কামেল কাইফিয়াত। আল্লাহ্ তাআলা এস্তেকামাত নসীব করুন।

কুরআনের তিলাওয়াত ভালো না লাগার চিকিৎসা

হালঃ কুরআন মাজীদের প্রতি ভীষণ আগ্রহী ছিলাম। দৈনিক খুবই আগ্রহ নিয়ে তিলাওয়াত করতাম। কিন্তু আজকাল অবস্থা একেবারেই উল্টা, কোনো ব্যবস্থা বলে দিন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ভালো লাগার অপেক্ষা না করে নির্দ্বিধায় পড়তে থাকুন। পড়তে থাকলেই ভালো লেগে যায়।

ভিন্ন সিলসিলার বুযুর্গদের সঙ্গে সাক্ষাৎ মুবতাদীর জন্য ক্ষতিকর

প্রশ্নঃ মুবতাদী বা প্রাথমিক সালিকের জন্য ভিন্ন সিলসিলার বুযুর্গদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উপকারী না ক্ষতিকর?

জবাবঃ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষতিকর।

নিজের মধ্যে অনুশোচনা বৃদ্ধি পাওয়া উপকারী

হালঃ হযরত পূর্ব চিঠিতে আমাকে নির্দেশনা দিয়ে লিখেছিলেন- যদি দিল কবুল করে তাহলে বাইয়াত করে নেবেন। দিল কবুল না করলে সে ক্ষেত্রেও আবেদনকারীকে একেবারেই ফিরিয়ে দেবেন না। এখানে আমার জিজ্ঞাসা, অধম নিজেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে বুঝেছে যে, সাধারণভাবে মানুষ জাহেরিভাবে যতটুকু নেক মনে করে, ততটুকু সততা ও নেককারিও আমার ভেতরে নেই। দোষ-ত্রুটিতে ভরা। অথচ ভেতরের সততা অধিকতর জরুরি। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِيْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِيْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَةً.

(অর্থঃ হে আল্লাহ্ আমার ভেতরটাকে বাহিরের চেয়ে উত্তম বানিয়ে দাও, বাহিরটাকে করে দাও সৎ ও নেক)।

মানুষকে মুরীদ করলে সুধারণা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, আমার মধ্যে বাড়বে অনুশোচনা। এলাজ কী?

বিশ্লেষণঃ এটাই (বাইয়াত করা) স্বয়ং অনেক খারাবির এলাজ। এই অনুশোচনা থেকেই ইনশাআল্লাহ্ নিজের সংশোধনের চিন্তা বৃদ্ধি পাবে।

তবয়ী ওয়াহশাত (বিরক্তি) ও আকলী এলতেফাত (সৌজন্য) একত্রে হতে পারে

হালঃ মাঝে মাঝে যিকিরে ব্যস্ত থাকার সময় লোকজন দেখলে বা কেউ এলে বিরক্তি লাগে। বিরক্তি লাগলে সৌজন্য-সদাচার কীভাবে হবে?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ বিরক্তি স্বভাবগত আর সৌজন্য ও সদাচার যুক্তিসংগত। দুটো বিষয় একত্র হতে পারে।

চুরির অপবাদ আশঙ্কার এলাজ

হালঃ একজন মানুষ অধমের নিকট আসা-যাওয়া করে থাকেন। আমার নিকট নিয়মিত যিকির করেন। তারমধ্যে একটি ধারণা খুব উৎকট হয়ে উঠেছে যে, তাকে কেউ চুরির অপবাদ আরোপ করতে পারে। রাত-দিন সারাক্ষণ এই আশঙ্কায় পেরেশান হয়ে থাকে। দুশ্চিন্তায় তার শরীর পাতলা ও দুর্বল হয়ে গেছে। তিনি বলেন নামায, যিকির, কাজকর্মসহ উঠতে বসতে সকল সময় তার মধ্যে একই ভয় তীব্রভাবে বিরাজ করে। তিনি নিজে চোর নন। তার পিতার উপর কিছু মানুষ চুরির অপবাদ আরোপ করেছিল একবার। অধম তাকে বলেছে এটা সম্পূর্ণ শয়তানের ধোকা। আপনি নিশ্চিন্ত ও নির্ভার থাকুন। ইনশাআল্লাহ্ কিছুই হবে না। আমি তাকে বলেছি সকাল সন্ধ্যায় একশবার 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা...' নিয়মিত পড়তে এবং চলতে ফিরতেও বেশি বেশি পড়তে বলেছি। যখন ঐ চিন্তা আসবে বসে বসে ঐ চিন্তাকে পাকাবেন না। তাৎক্ষণিক 'লা হাওলা...' পড়ে ঐ চিন্তা পাল্টে ফেলবেন। কথামতো তিনি আমল করেছেন এবং তার ভাষায় অতিরিক্ত চিন্তার মাত্রাটা কমে এসেছে। তবে নির্মূল হয় নি। এখন তাকে আর কী বলব?

বিশ্লেষণঃ উন্মাদনার রোগ তার মধ্যে প্রবল। চিকিৎসাও জরুরি। আপনি যে পদ্ধতি বলেছেন সবই তার জন্য উপকারী। ওর সঙ্গে আরো একটু যোগ করে নিলেই হবে যে, -ধরে নিলাম ঐ রকম কিছু যদি হয়েও যায় তাহলে মাখলুকের নিকট লাঞ্ছিত হতে হবে। আল্লাহ্র নিকট নির্দোষ থাকলে ঐ লাঞ্ছনার দ্বারা ক্ষতি কি? বরং নফ্সের এসলাহ হয়ে যাবে।

বিবাহ না হওয়ার কষ্টের এলাজ

হালঃ এমনিভাবে আরো এক ব্যক্তি বিয়ে করার জন্য তোলপাড় করছেন, কিন্তু বয়স্ক ও প্রবাসী হওয়ার কারণে কোথাও বিয়ে হচ্ছে না। যে সব মেয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছেন তারা সকলেই তাকে 'না মনজুর' করে দিয়েছে। একই চিন্তায় তিনি মগ্ন থাকতেন সারাক্ষণ। অধমের কাছে তিনি নিজের পেরেশানির বিষয়টি প্রকাশ করেছেন এবং এর জন্য কোনো দুআ জানতে চেয়েছেন। অধম তার কাছে কোনো ব্যবস্থা বা দুআ জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। তবে

www.islamfind.wordpress.com

যেহেতু তিনি দীর্ঘদিন যিকির করেছেন, সেজন্য তাকে কিছুদিন বাদ মাগরিব নিজের মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে নির্জনে বসে চিন্তা করতে বলেছি। আরো বলেছি كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ আয়াতটি বেশি বেশি পড়তে। মাঝে মাঝে রোযা রাখতেও বলেছি। এগুলো করে তার দৃষ্টিতে কষ্ট কিছুটা কমেছে। অধমের উক্ত নির্ণয় আদৌ ঠিক কিনা? আসলে তার জন্য মুনাসিব কী ছিল? এখন তাকে কী বলব?

বিশ্লেষণঃ আপনি যা বলেছেন, তা ঠিক আছে। একটু কথা তিনি আরো যোগ করলে ভালো হবে- বিয়ে না হলে সর্বোচ্চ কী হবে? কষ্ট। এতেও তিনি প্রতিদান পাবেন। নফ্সের এসলাহ্ হবে মুজাহাদার মাধ্যমে।

মানুষের সঙ্গে যোগাযোগহীনতা

হালঃ কয়েক দিন হয়ে গেল, আমার চিঠিতে কিছু হালত জানিয়ে ছিলাম তার জবাব প্রকাশিত হয়েছে। যাতে হযরতের বক্তব্য ছিল এরকম- চিঠির প্রত্যেক অংশ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আপনার রুচি বিলকুল আমার রুচির মতো হতে চলেছে। এই স্নেহপূর্ণ পত্র পড়ে কী যে খুশি লাগল তা বর্ণনাতীত। বারবার পড়লাম আর আনন্দে উদ্বেলিত হলাম। আমার মধ্যে যা কিছু আছে, সবই হুযূরের দুআ ও অনুগ্রহ।

جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے - جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا

অর্থ ঃ যা কিছুই হয়েছে, তোমার দয়াতেই হয়েছে। যা হবে তাও তোমার দয়াতেই হবে।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের মাথার উপর হুযূরের ছায়াকে কায়েম রাখুন। আমাদেরকে হুযূরের ফয়েয দ্বারা উপকৃত করুন। আল্লাহ্র মেহেরবানিতে মা'মুল সব রীতিমতো চলছে। নতুন কোনো বিশেষ ব্যাপার নেই। তবে আবেগ-উচ্ছাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। কবিরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকি বরং কখনো যদি ছগিরা গোনাহও হয়ে যায় তবে খুবই অস্থিরতা বোধ হতে থাকে। মা'মুল যদি অসম্পূর্ণ থেকে যায় তবে দিল এত পেরেশান হয় যে, যতক্ষণ পুর্ণ করে না নেই কোনো কাজে মন বসে না। অনেক কাজ আমি এভাবে করি যে, স্পষ্ট মনে হয় দিলের মধ্যে খুব তাগাদা হচ্ছে। একবার হযরত এরশাদ করেছিলেন যে, বিরোধীরা তো দূরের কথা সমর্থকরাও পুরোপুরি আমার প্রতি খুশী নয়। আমি তখন হুযূরের কথা নিয়ে ভাবলাম। এখনো ভাবি যে, হায় আল্লাহ্! তারা

www.islamfind.wordpress.com

আবার কেমন সমর্থক-ভক্ত আর কেমনই বা তাদের মন-মানসিকতা যে, হযরতের রুচি তাদের পছন্দনীয় নয়! আল্লাহ্‌র কসম! ভক্তির কথা বাদ দিলেও আমার তো হযরতের রুচি এত ভালো লাগে যা, হযরতের কোনো কথা, কাজ ও ভাব-ভঙ্গি যুক্তি তো যুক্তি স্বভাবের কাছেও বিন্দুমাত্র অপছন্দনীয় বোধ হয় না। করতে যদি নাও পারি কিন্তু মন চায় যে, মুআমালা (আর্থিক লেন-দেন রীতি) মুআশারা (অন্যের সঙ্গে আচরণ) আদাত ও আখলাত (নৈতিকতা ও অভ্যাস) ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে একদম পরিপূর্ণরূপে হযরতের এত্তেবা নসীব হোক। স্বভাবগত ভাবেই নিজের মধ্যে এই সযত্ন প্রচেষ্টা দেখতে পাই; বরং আমি নিজেই নিজের দিলকে বলে থাকি। আরে তুই এতটা উপযুক্ত কোত্থেকে হয়ে গেলি যে, পূর্ণাঙ্গরূপে হযরতের অনুসারী হতে পারবি। আবার নিজেই নিজেকে জবাব দিয়ে দেই আমি শুধু চেষ্টার পথটাই অনুসরণ করি। চেষ্টা ছাড়া মানুষ আর কীইবা করতে পারে? দশ ভাগের এক ভাগও নয় এক বিন্দুও যদি হযরতের আছর অধমের মধ্যে এসে যায়, তাহলে মুক্তির যথেষ্ট আশা তৈরী হয়ে যাবে। হযরত! আল্লাহ্‌র কসম! আমার হালত তো এমন আশ্চর্যরকম হয়ে গেছে যে, হযরত ছাড়া কারো কাছে বলাই সম্ভব নয়। কেননা আশঙ্কা হয় যে, মানুষ আমাকে উন্মাদ বলবে, অথবা নির্বোধ বলবে। বিষয়টা এই যে, যার মধ্যে শুধুমাত্র হযরতের মতো আখলাক হবে কেবলমাত্র তাকেই পুরোপুরি কামেল মনে হয়। নতুবা মনে হয়- নেক মানুষ কিন্তু কামেল-আকমাল নয়। হযরতের সামনে নিবেদন করতে ভয় লাগছে যে, আজকাল মানুষের হালত খুবই হতাশাজনক। আল্লাহ্ জানেন- মানুষ আমাকে কী বলবে? মানুষের স্বভাবের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা, যাই ইচ্ছা তাই করার উৎকট প্রবণতা এতটাই বেড়ে গেছে যে, নিজের আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠদের সঙ্গেও মেলামেশা করতে ইচ্ছা হয় না। ইচ্ছা ছাড়াই কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে ভালো নইলে পরিকল্পনা করে কারো নিকট যাওয়া এমনকি রোগীদের দেখতেও যাওয়া হয় না। মানুষ অসামাজিক, অমানবিক বলে কিন্তু আমি কী করব! নিজের দিলের মধ্যে ঐ সব সম্পর্কের কোনো অবকাশই খুঁজে পাই না। জানি যে, আত্মীয়দের খোঁজ-খবর, দেখা-সাক্ষাৎ রোগীর সেবা করা সুন্নত কিন্তু তারপরও এসব সম্পর্কের ব্যাপারে আমার মন দ্বিধাগ্রস্ত-সন্দিগ্ধ। আমার এই ভাবনার ব্যাপারে এসলাহ চাই।

বিশ্লেষণঃ এটা একটা হাল। বর্তমান সময়ের জন্য মুনাসিব। আমলের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা ও ভারসাম্য কিছুদিন পরে তৈরী হয়ে যাবে শরীয়তের আহকামের

www.islamfind.wordpress.com

উপর অবিচল থাকার মাধ্যমে। যদিও তখন যোগাযোগহীনতা এখনকার চেয়ে আরো বেশি বেড়ে যাবে।

অপারগতার অবস্থা দোষণীয় নয়

হালঃ পনের-বিশ দিন ধরে একটি বিশেষ হালত চলছে। যদি কাউকে ভুল পথে চলতে দেখি তবে গায়রে এখতিয়ারী ভাবে মন চায় যে, লোকটি সুপথে এসে যাক। যদি দেখি লোকটি তো সন্ধানী (তালেবে সাদেক) তাহলে আরো বেশি ব্যাকুল হয়ে যাই। যদিও ভেতর থেকে আওয়াজ পাই যে, 'তোর সমস্যা কী? তুই নিজের এসলাহ কর।' কিন্তু সেইসময় এমন আত্মনিয়ন্ত্রণহারা অবস্থা হয়ে যায় যে, তাকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে আলোচনা শুরু করি। যেহেতু অন্তরে ব্যথা নিয়ে আলোচনা করি, তার খুবই লাভ হয়। সে খুবই খুশি হয়ে অনেক অনেক দুআ দেয়। গত পনের দিনে এ ধরনের চার-পাঁচটি ঘটনা ঘটে গেছে। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন এমন এক পীরের মুরীদ, যে পীরকে মুসলমান বলাও কষ্টকর। তিনি এত খুশি হলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে বাইআত ভেঙ্গে দিলেন। কয়জন এমন ছিলেন যারা কারোর কাছেই বাইআত ছিলেন না। তবে সন্ধানে ছিলেন কোনো ভালো আল্লাহ্ ওয়ালার। আমার সঙ্গে কথা হওয়ার পর তারা ইতিমধ্যে হযরতের সঙ্গে পথযোগাযোগ শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ মাফ করুন। আমি কখনো এরজন্য তাদেরকে উৎসাহিত করি নি বরং তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে কয়েকজন বুযুর্গের কথা বলেছি এবং আমার সম্পর্ক হুযূরের সঙ্গে এটাও জানিয়েছি। এ বিষয়ে আমি খুবই কঠোর। আমার আত্মসম্মানবোধ নড়ে ওঠে যে, উৎসাহ দিয়ে কাউকে হযরতের কাছে পাঠাব। মনে হয় যে, এতে তো হযরতের অবমূল্যায়ন হয়। যার প্রয়োজন হবে সে যাবে। যদিও আমার দিলের চাহিদা এটাই যে, এই ফয়েযের ঝর্নাধারা থেকে সারা দুনিয়ার মানুষ পরিতৃপ্ত হোক। যা হোক গত পরশু থেকে হঠাৎ মনে হল -এই কাজের আড়ালে রয়েছে নফসের বড় হওয়ার খাহেশ বা অভিলাষ। সেজন্য খুবই আতঙ্কিত বোধ করছি। এজন্য ভাবছি হযরতের কদমে এসে আশ্রয় নেই যেন নিজের এসলাহ করতে পারি। আর কখনো যেন কারো প্রতি মনোনিবেশ না করি। হুযূরের নিকট যদি মনে হয় অনেক বড় ত্রুটি হয়ে গেছে তাহলে দয়া করে আমার ক্ষমার জন্য দুআ করবেন আল্লাহ্র দরবারে। সামনে এমন হবে না ইনশাআল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ অপারগতার অবস্থায় ত্রুটি নেই। বিশেষত যখন সেটা কল্যাণকর এবং খ্যাতি লাভের নিয়ত না থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

হুযূরে কলব ও একাগ্রতা অর্জনের পন্থা

হালঃ হুযূরের নির্দেশনামতো মাওয়ায়েয পড়ছি। আশ্চর্য প্রভাব পড়ছে কলবের উপর। হুযূরে কলব-এর হাকিকত জানতে পারলাম একটি ওয়ায থেকে। হুযূরে কলবও লাভ হল। চার-পাঁচদিন ধরে মনে হল এই নেয়ামত লাভ করা খুব সহজ। কিন্তু এরপর সেই কাইফিয়াত আর থাকল না। আসলে এই রোগ তো আমার প্রায় সকল ব্যাপারে আছে অর্থ্যাৎ কলব খুবই দ্রুত প্রভাবিত হয় কিন্তু সেই প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। হযরত! দুআ করবেন এবং কোনো চিকিৎসাও দেবেন যেন কলবি এস্তেকামাত পয়দা হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ এর তরীকা অনুশোচনা ছাড়া আর কিছু নেই। সেটা তাকাল্লুফ ও কষ্ট করে হলেও। যেমন প্রথম প্রথম হিফযের শুরুতে যা মুখস্ত করে খুব কাঁচা থাকে। চালু থাকলে ধীরে ধীরে ইয়াদ পাকা হয়ে যায়। বাতেনি হালতেরও একই অবস্থা।

পড়ার মধ্যে মন উদ্বিগ্ন হওয়ার এলাজ

হালঃ আপনার নির্দেশমতো আমল করে যাচ্ছি। কিছুদিন হাকীমের চিকিৎসা নিয়েছি। আরাম বোধ হলে ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমার শরীর আপনার দুআয় খুব ভালো। এবার পড়ার বিষয়ে নিবেদন করছি - যখন থেকে হাফেয সাহেব পড়াতে আসেন এবং আমি জানতে পারলাম যে, আমার পড়া ভুল তখন থেকে শুধু মুখস্থ সূরাগুলোই ঠিক করে আবার মুখস্থ করছি। অন্য সব পড়া ছুটে গেছে। আজ কয়েকদিন হয়ে গেল আমি বসেছিলাম পড়তে। সেইদিন থেকে পড়তে পারছি না। আতঙ্কিত বোধ হচ্ছে। সেদিন থেকে পড়া মুখস্ত করতে মনের মধ্যেও খটকার মতো বোধ হচ্ছে। এই হালতের এসলাহ দান করবেন। এখন হালত এরকম যে, ফরয নামায এবং কাযা নামায পড়ি আর দরুদ শরীফ পড়ি। কয়েকদিন ধরে রাত বারোটায় অথবা বারোটার পর আতঙ্কে ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং পিঠে গরম বোধ হতে থাকে।

বিশ্লেষণঃ যদিও পড়া ভুল তবুও পড়া ছেড়ে দিও না। তুমি যেহেতু ইচ্ছা করে ভুল পড়ছো না সুতরাং সব ভুল মাফ হয়ে যাবে। অল্প অল্প করে সহীহ করতে থাক। আর আতঙ্ক সম্ভবত এই চিন্তার কারণে যে, আমার এতদিনকার সব পড়া বেকার। কারণ যদি এটাই হয় তাহলে আমার একটু আগের কথা থেকে সেটা দূর হয়ে যাবে। আর সেটা যদি না হয় তাহলে মনে হয় এখনো রোগ

www.islamfind.wordpress.com

রয়ে গেছে অথবা রোগের আছর বাকি রয়ে গেছে। সুতরাং আবার চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

অপারগতার কষ্ট-সাধনা, রোগ-শোক ও দুশ্চিন্তা ইত্যাদি উপকারী

হালঃ গত বছর হুযূরের নিকট যে, 'তাবখীর' (এক প্রকার জ্বর, যা রোগীর মস্তিষ্ককে অচল করে দেয় যে, কোনো খাদ্য গ্রহণের পর তার বাষ্প মস্তিষ্কে চড়ে যাওয়ার মাধ্যমে) এর কথা বলেছিলাম, প্রায় একমাস যাবৎ আবার সেই আগের অবস্থা হয়ে গেছে, বরং আগের তুলানায় রোগের প্রকোপ আরো তীব্র। মস্তিষ্ক একেবারে অকার্যকর-অকেজো হয়ে যাচ্ছে। যতোই চেষ্টা করছি যে, দিনে অন্ততঃ কিছু সময় তো যিকির করি কিন্তু মস্তিষ্ক অকার্যকরিতার কারণে অপারগ হয়ে যাচ্ছি। অবশ্য তাহাজ্জুদের পর হাল্কা জেহেরসহ যিকির করেই ফেলি। নিজের এই করুণ অবস্থার জন্য খুবই আফসোফ হয়। ভাবি যে, হযরতের খেদমতে হাজির হওয়া সত্ত্বেও সেই পোড়া কপাল সঙ্গে থেকে গেল। বাধ্য হয়ে অধম নিজের জীবনের কাহিনীগুলো নিবেদন করে দুআ ও পরামর্শ চাচ্ছে যে, এখন আমার কী করা উচিৎ।

মুরুব্বিদের মুখে শুনতে পেতাম যে, পাঁচ বছর বয়সে আমার জটিল এক রোগ হয়েছিল। যাতে আমার বাঁচার কোনো আশা ছিল না। আমার পিতামহ- দাদা ছিলেন চিকিৎসক। তিনি শেষ চিকিৎসা করলেন এবং আল্লাহ্‌র রহমতে যদিও রোগ মুক্ত হলাম কিন্তু সারাজীবনের জন্য পানি পানি আর গরম গরম করে চিৎকার করতে থাকলাম। যৌবনের শুরুতে 'তাবখীর' জ্বরের প্রকোপ শুরু হল। বড় চাচা চিকিৎসা শুরু করলেন। এরপর মরহুম পিতা ও মরহুম চাচা দুজায়গায় দুজনকে বিচ্ছিন্ন হতে হল। বড় চাচা পেনশন নিয়ে মেনওয়ালী চলে গেলেন। অধমও চিকিৎসা ও অন্যান্য কিছু সুবিধার উদ্দেশ্যে বড় চাচার সঙ্গে মেনওয়ালীতেই বেশিরভাগ সময় কাটাতে লাগল। এর কিছুদিন পর হাকীম ... সাহেবের শরণাপন্ন হলাম। তিনি কোনো চিকিৎসার কথা না বলে আমাকে বললেন তার কাছে থাকতে। কথামতো সারাক্ষণ থাকলাম তার খেদমতে। তিনি রুগী দেখতে গেলে কিংবা বাহিরে বাতাস খেতে গেলে আমাকে সঙ্গেই রাখতেন। মোটকথা অন্দর মহলে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত আমিই ছিলাম তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। এরপর তার জীবদ্দাশাতোই হাকীম...সাহেবের কাছে গেলাম। কিন্তু তার কোনো ওষুধ ও চিকিৎসা আমার জন্য সুবিধাজনক হল না। এরপর গেলাম হাকীম...সাহেবের নিকট কিন্তু সেখানের আবহাওয়া

www.islamfind.wordpress.com

আমার জন্য সমস্যাপূর্ণ হওয়ায় দিল্লি ছেড়ে নিজের এলাকায় চলে এলাম। এখানে এসেও হাকীম.... সাহেব সাহরানপুরী এবং হাফেয... সাহেবের চিকিৎসা নিয়েছি। মোটকথা যতদিন চিকিৎসা চালু ছিল কিছুটা ভাল। যেই মাত্র চিকিৎসা বন্ধ আবার সাবেক অবস্থা। যেই সেই। বাধ্য ও ক্লান্ত হয়ে চিকিৎসা একেবারে ছেড়ে দিলাম। চিকিৎসা ও ওষুধের পরিবর্তে বেশি বেশি দুধ খাওয়া শুরু করলাম। এতে বেশ ভালো উপকার হল। প্রায় দশ বারো বছর সেই জ্বর 'তাবখীর' আর দেখা গেল না। যেহেতু দুবছর ধরে অধম এখানে অবস্থান করছে, এখানে দুধ খাওয়া খুব কম হয়েছে ভিন দেশী মুসাফির হওয়ার কারণে অথবা আর্থিক অভাবে। সেজন্য 'তাবখীর' জ্বর আবার ফিরে এসেছে। এখন এটাও অসম্ভব যে, শুধু শারীরিক সুস্থতার জন্য যা সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী বিষয়, দীর্ঘস্থায়ী রূহানী অর্থাৎ হযরতের সোহবতের ফয়েয বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজ এলাকায় ফিরে যাব। কিন্তু এটাও অগ্রহণযোগ্য ও অসহনীয় কষ্টকর ব্যাপার যে, এই দরবারে থেকেও জন্তু-জানোয়ারের মতো জীবন কাটাব। অধমের বর্তমানে কোনোরূপ যিকির ও শোগল করার ক্ষমতা নেই। মস্তিষ্কের অকার্যকারিতার ফলে একেবারে অকর্মন্য হয়ে পড়েছি। যখন একেবারেই মন মানে না তখন আধাঘণ্টা যিকির করি আর তাতে দুঘণ্টা পর্যন্ত মস্তিষ্কের পেরেশানিতে পড়ে থাকি। এটাও তুলে ধরা জরুরি মনে করছি যে, যদি এক সপ্তাহ আমার মস্তিষ্ক আরাম পায়,'তাবখীর' জ্বর না হয় তাহলে অধমের মস্তিষ্ক সুস্থ ও সামর্থবান মানুষের মতো কাজ করতেও সক্ষম। গত তিন দিন ধরে 'কালো হালিলা' (এক রকম ওষুধ) দুধের সঙ্গে খাওয়া শুরু করেছি, তাতে আল্লাহ্‌র ফযলে জ্বরটা কম। কিন্তু সবচেয়ে আফসোসের বিষয় এই যে, এখন কোনো ওষুধ তিনদিনের পরে আর কাজ করছে না। চতুর্থ দিন একই ওষুধে ক্ষতি হতে শুরু করে। এজন্যই দুআর প্রত্যাশী। সারকথা এই যে, যিকির-শোগলমুক্ত বর্তমান অবস্থায় জন্তু-জানোয়ারের মতো বেঁচে থাকা অধমের কাম্য নয় আবার এই মহান দরবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াও অধমের ইচ্ছা নয়। অধম চায় এই পবিত্র মাটিতেই তার মৃত্যু হোক। এখানেই কাফন-দাফন হোক। যদিও এই অসুস্থতার সময়ে যখন অধম একেবারেই অকর্মা ও অকেজো হয়ে পড়েছিল এবং একমাত্র তাহাজ্জুদের সময় ছাড়া অন্য কোনো সময় যিকির করে নি (যার জন্য অধমের আফসোসের শেষ নেই) তথাপিও হযরতের সোহবতের কারণে এমন ফায়েদা ও লাভ আমার হয়েছে যা বর্ণনার শক্তি না আমার যবানে আছে না সেটা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব। এখানে সেই

www.islamfind.wordpress.com

হালত কিছু প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু একই চিঠিতে দুই বিষয়– যা হযরতের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ, হয়ে যাওয়ার আশঙ্কার বর্জন করলাম। অন্যসময় চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দেব। আফসোসের বিষয় এই মুহূর্তে যদি নিজের যিকির ও শোগলে মশগুল থাকতে পারতাম তাহলে শুধু হযরতের সোহবতে লাভ হওয়া ফায়েদার সঙ্গে আরো বেশি উপকারিতা লাভ করতে পারতাম। তাছাড়া আর্থিক সংকটের কারণে সাহসও কমে গেছে বোধ হয়। ধৈর্য ও সংকল্প একেবারেই অধমের মধ্যে নেই। দুআ চাই এবং হযরতের সৎপরামর্শও চাই যে, এখন আমার কী করণীয়?

বিশ্লেষণঃ যেমনিভাবে যিকির-শোগল এখতিয়ারী মুজাহাদা এবং কলবের জন্য উপকারী, তেমনিভাবে রোগ, শোক যা গায়রে এখতিয়ারী মুজাহাদা, অন্তরের জন্য উপকারী হওয়ার ক্ষেত্রে তার (এখতিয়ারী মুজাহাদার) চেয়ে কম নয়। বরং এখতিয়ারী মুজাহাদার মধ্যে উজব (আত্মঅহমিকা)এরও সম্ভাবনা আছে পক্ষান্তরে গায়রে এখতিয়ারী মুজাহাদার মধ্যে আছে সম্পূর্ণ বিনয় ও অনুনয়। এ বিচারে এটি ঐটির চেয়ে অধিক কল্যাণকর ও উপকারী। অতএব কিছুতেই পেরশান হবেন না। যিকির না হোক ফিকির তো আছে, সেটাই যথেষ্ট। যদি এটাও (ফিকির) না থাকে তাহলে হিদায়াতকারীর নৈকট্যই যথেষ্ট। এতেও যদি ঘাটতি থাকে তাহলে এর চিন্তাটাও যথেষ্ট। এটাও যদি না হয় তাহলে উপরোক্ত সবগুলোর আফসোস তো হবেই, সেটাও যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাআলার রহমতের নজরকে নিজের সংকীর্ণ মতের অনুগত কেন ভাবা হবে। হালিলা দুধের ব্যবহার কিছুদিন চালু রাখুন। টাকা-পয়সা দ্বীনের চেয়ে বেশি প্রিয়বস্তু নয়। দীনী কল্যাণ আমার থেকে নিতে যখন কোনো বাধা ও দ্বিধা নেই তাহলে আর্থিক সুবিধা নিতেও কোনো বাধা থাকা উচিৎ নয়। না পারলে সর্বোচ্চ কী হতে পারে? বোঝা কাঁধে নেব না। স্পষ্ট বলে দেব। আমার এবং আপনার উভয়-এর মধ্যে তাকাল্লুফ ও জড়তামুক্ত সহজ সম্পর্ক থাকা উচিৎ।

হালঃ অধম হুযূরের দরবার থেকে ফেরার পর পরই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। শরীর এর ফোলা রোগও খুব বেড়ে গেছে। এমন কি চারদিন ধরে তাহাজ্জুদ ও অযীফাও নসীব হয় না। কিন্তু ভোর হলেই এত পেরেশানি ও দুঃশ্চিন্তা হয় যে, চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে যায়। কখনো কখনো অঝোরে কান্না আসতে থাকে। যিকির করার আগ্রহটাও এত পরিমাণ হয়েছে যে, যদি না করি তাহলে দিলে আর কোনো রকমেরই আরাম ও শান্তি থাকে না। আজ রাতে

www.islamfind.wordpress.com

উঠেছিলাম যে সামান্য নামায পড়ে অযীফা আদায় করব কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। দিলের মধ্যে কতরকমের চিন্তা যে আসা-যাওয়া করতে থাকে! তখন হযরতকে লিখে জানাতে চেয়েছিলাম কিন্তু শক্তিতে কুলায়নি।

বিশ্লেষণঃ মা-শা আল্লাহ্ তাআলা, হালাত মাহমূদ ও প্রশংসনীয়। রোগের কারণে যে ঘাটতি আসে, তাতে উপকারিতায় ঘাটতি আসে না। এরপর আবারও যদি ঐ সব হালত গালেব হয় তাহলে অবিলম্বে আমাকে অবগত করবেন। কোনো অবহেলা করবেন না।

হালাতে মাহমূদাহ

প্রথম চিঠি- **হালঃ** পূর্বে দুচার মাসে একবার দু-এক সপ্তাহ দীর্ঘ অর্শরোগ দেখা দিত। বর্তমানে বিরামহীন তিনমাস যাবৎ ঐ রোগের কারণে পেরেশানি ভোগ করতে হচ্ছে। রোগের প্রকোপ ছাড়াও ভোগ করতে হচ্ছে আরো এক যন্ত্রণা। পনের মিনিটও ওযু রাখতে পারি না। সে কারণে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়া অন্যসব আমল ছুটে গেছে। কষ্টের কারণে শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। নফ্স আরাম খুঁজতে চায়। যার জন্য যেটুকু হয়ে যাচ্ছে সেই আমলকেই গনিমত মনে করে নিচ্ছি। 'আলহামদুলিল্লাহ্ 'আলা কুল্লি হাল' কে এখন যবানের অযীফা বানিয়ে নিয়েছি। 'প্রজ্ঞাময়ের কাজ প্রজ্ঞামুক্ত হয় না' কথাটির উপর পাক্কা বিশ্বাস রয়েছে। নিজের সার্বিক অবস্থা দেখে-শুনে অনুমান হয় যে, সময় এখন নিকটে চলে এসেছে। আফসোস যে, এখনই তো কিছু করার উপযুক্ত সময় ছিল আর এখনই পড়ে গেলাম নানা অসুখে। এ জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল এমনি এমনি কর্মহীন। দিলের আকাঙ্ক্ষাগুলো দিলের মধ্যেই থেকে গেল।

সাধারণত আমি স্বপ্নই তেমন দেখি না। দেখলেও স্বপ্ন নিয়ে তেমন ভাবি না। আমিই বা এমন কে আর আমার স্বপ্নই বা কী? কিন্তু চিকিৎসকের কাছে রোগীর ভাল-মন্দ সকল বিষয়ই তুলে ধরা জরুরি। সেজন্য বলতে চাচ্ছি হুযূরের খেদমতে, প্রায় একমাস ধরে স্বপ্নে সূরা মারয়াম পড়ি। যখন ৪৭ নং আয়াত (قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ) পড়ি, তখন এই আয়াতটি উচ্চ ও আবেগপূর্ণ আওয়াজে কয়েকবার পড়ি আর তখনই ঘুম ভেঙে যায়। জেগে উঠার পরও ঐ আয়াত যবানে চালু থাকে। আবার কখনো সূরা যুমার এর ৭৩ নং আয়াত সম্পূর্ণ স্বপ্নে পড়ি। আয়াতের শেষ অংশ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

www.islamfind.wordpress.com

যবানে চালু হয়ে যায় এবং ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পরও চালু থাকে। সূরা মারয়াম শুরু থেকে পড়া, তৃতীয় রুকুর سَلَامٌ عَلَيْكَ এর উপর ঘুম ভাঙা, আবার জেগে উঠার পরও ঐ আয়াতাংশ যবানে চালু থাকার বিষয়টি বেশি ঘটে। নামাযে অনিচ্ছাকৃতভাবে সূরা নাছর অর্থাৎ 'ইযা জা-আ নাছরুল্লাহ' যবান থেকে বের হয়ে যায়। পরে সেটাই পড়ি। অথচ অন্য কোনো সূরাই পড়ার ইচ্ছা থাকে। কিন্তু যবান থেকে চালু হয়ে যায় বলে সেটা বাদ দিয়ে আর অন্য সূরা পড়ি না। কোনো কোনো দিন সকল ফরয ও নফল নামাযেই সূরা নাছর পড়া হয়ে যায়। সূরা এখলাসের সঙ্গে আমার খুব মহব্বত। পূর্বে প্রত্যেক নামাযের শেষ রাকাতে সূরা এখলাস পড়তাম। বর্তমানে সে অভ্যাসটাও ছুটে গেছে।

বিশ্লেষণঃ সব হালত মাহমূদাহ ও প্রশংসনীয়। আল্লাহ্ তাআলা জাহেরি ও বাতেনি বরকত দান করুন।

* * *

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! আজ পর্যন্ত আমি কোনো শরীয়ত বিরোধী নাপাক ওষুধ অভ্যন্তরীন বা বাহ্য ব্যবহার এর ব্যবহার করি নি। ভবিষ্যতের জন্যও আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা এই যে, সারাজীবন যেন নিরাপদ রাখেন, দূরে রাখেন। আমীন। হযরত দুটি আকাঙ্ক্ষা আমাকে ব্যাকুল করে রেখেছে। আল্লাহ্র ওয়াস্তে দুআ করুন যেন ঐ দুই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে দেন। এক- দরসী কুতুব যেন পূর্ণ হয়ে যায়। দ্বিতীয়- বাইতুল্লাহর হজ্জ। সর্বশেষ উদ্দেশ্য হল হুস্নে খাতেমা-ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু। ব্যাস! আর কোনো ইচ্ছা ও সাধ নেই।

বিশ্লেষণ ঃ আমীন, আমীন।

হালঃ আমার পূর্বের চিঠি যা হযরতের জবাবের সঙ্গে রয়েছে। এই জবাবে হযরত নিজের পবিত্র হাতে আমাকে উদ্দেশ্য করে যা লিখেছেন আমার জন্য বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। জানি না কী আশ্চর্যরকম ও দুর্লভ প্রভাব ছিল এবং আছে যে, সেটা পড়ার পর আমার সকল পেরেশানি ও ব্যাকুলতা কর্পূরের মতো উবে গেছে। অসুস্থতা থেকেও এমন আরাম হয়েছে যে, যেন কখনো অসুখ ছিলই না। প্রায় তিন মাস হয়ে গেল তারপর এখনো সেই রোগের পালা আর ফিরে আসে নি। হযরতের ঐ লেখা বারবার পড়ি প্রত্যেকবার সতেজ অনুভূতি আর নতুন মজা পাই। মনের তৃষ্ণাই যেন মিটছে না। মন চায় সারাক্ষণ ঐটা পড়তে থাকি। বিশেষত (সব হালত মাহমূদাহ ও

www.islamfind.wordpress.com

প্রশংসনীয় আল্লাহ্ তাআলা জাহেরি ও বাতেনি বরকত দান করুন।) এই বাক্য দুটিতে যেন পৃথক পৃথক হালত তৈরী হচ্ছে। খুশিতে চিৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছে, খুব কষ্ট করে নিয়ন্ত্রণ করছি। এজন্য নয় যে, এতে আমার কিছুটা প্রশংসা হয়েছে বরং খুশি এজন্য যে, আমার মতো এমন নিকৃষ্টতর এক মাখলুক সম্পর্কে যবরদস্ত শাইখে ওয়াক্ত পীরে বরহক এর কলম থেকে এরূপ শব্দাবলি বের হওয়া শুধুই তাঁর কুদরত ও ফযল এবং আমার জন্য নিশ্চিত মুবারক। আলহামদুল্লিাহ! এবার রোগের (অর্শের) পালা প্রায় পাঁচ-ছয়মাস ধরে। এই সময়ে নফসের সঙ্গে কঠিন যুদ্ধ চালাতে হয়েছে। এতদিন শুধু শুনতাম নিজের অভিজ্ঞতা ছিল না যে, নফসের সঙ্গে এমন কঠিন যুদ্ধও করতে হয়। যদিও গোনাহের প্রতি আগ্রহ ছিল না কিন্তু আমালে হাসানা এমন কি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে এত বেশি অলসতা ও দুর্বলতা বোধ হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্ তাআলার ফযল এবং নিজের হযরত ও পবিত্র সিলসিলার বরকত না পেতাম তাহলে আল্লাহ্ই জানেন যে কী হত? নফ্স যতই চেয়েছিল যে, নামায, রোযা ছাড়িয়ে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে কিন্তু শক্ত হয়ে বসে থেকেছি। আল্লাহ্ তাআলা সাহায্য করেছেন। সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামায, অল্প-স্বল্প তেলাওয়াতে কুরআন মাজীদ এর তাওফিক দান করেছেন। পূর্বে আমি একরকম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, অকারণে রাগ ও চিন্তা, কথায় কথায় কান্নাকাটি করতাম। হঠাৎ কোনো কথায় হাসি আসলে, নির্জনে বসে নিজের গালে চড় মারতাম আর বলতাম– হাসলি কেন? আল্লাহ্ বলেছেন– 'তারা যেন অল্প হাসে এবং বেশি কাঁদে।' এই হুকুমের খেলাফ বা উল্টা করলি কেন?

বিশ্লেষণঃ আয়াতের উদ্দেশ্য এরকম নয়।

হালঃ ঠিক আছে হেসেছ, এবার কোনো আকস্মিক বিপদের জন্য তৈরী হও। প্রায়ই দেখা যায় এমন কোনো কারণ হয়ে যায় যে, ঐ হাসি-খুশির কারণে অনেক বেশি দুঃখ ও কষ্টের বোঝা বয়ে বেড়ানো লাগে। এজন্য খুব সাবধানে থাকতে হত, কোনো কথা বা সোহবত যেন এমন না হয় যাতে অতিরিক্ত হাসি-খুশি হয়ে যায়। মাঝে মাঝে নিজেকে মুনাফিক মনে হয়। নিজেকে জাহান্নামী মনে করে নেই। মাঝে মাঝে মনের মধ্যে এমন চিন্তা আসে যে, তুই আল্লাহ্র কাছে বিতাড়িত নইলে অমুক আলেমের এলেম তোর হাসিল হত। অমুক মুত্তাকী-পরহেযগারের মতো তাকওয়া ও পরহেযগারী তোর অর্জন হত। কখনো আবার নিজের দৃষ্টির সামনের সকল কিছু, ব্রেনের সব বস্তুকে খারাপ মনে হয়। এ কারণে ঘৃণা বৃদ্ধি পায়। নিজের অস্তিত্ব অকারণ এবং

www.islamfind.wordpress.com

জীবনকে বদ আমলের উৎস মনে হয়। এ কারণে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বর্তমানে অসুখ এবং হযরতের উল্লেখিত লেখা পড়ার পর থেকে অবস্থা একেবারে পাল্টে গেছে। এখন এক রকমের শান্তি, প্রফুল্লতা, খুশি, ছবর, শোকর, রেযা বিল কাযা ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর সামান্য সামান্য অংশও খুবই অমূল্য বোধ হয়। নেয়ামতের সামান্য অকৃজ্ঞতাতেই দিল কেঁপে ওঠে। নিজের ধারণ ক্ষমতা, যোগ্যতা ও উপযোগিতার চেয়ে বেশি আল্লাহ্ তাআলার দান ও অবদান আমার জন্য ব্যয়িত বলে প্রত্যক্ষ করি। নামাযের চেয়ে বেশি শান্তি ও আরাম অন্য কোনে কিছুতে পাই না। 'নামায মুমিনদের মে'রাজ' তো আল্লাহ্ ওয়ালা ও তাঁর খাস বান্দাদের জন্য। মন এটাই চায় যে, সবসময় নামাযের মধ্যে বিশেষত সেজদার মধ্যে থাকি। দুনিয়াতে যত বেশি থাকব গোনাহ তত বেশি হবে, এই চিন্তা করেই মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করতাম এবং দুআ করতাম। এখন এমন মনে হয় যে, اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ দুনিয়াটা আখেরাত কামাই করার জন্য শস্যক্ষেত স্বরূপ।' কথাটি বড় করে লিখে সবসময় চোখের সামনে রাখি। এখন আকাঙ্ক্ষা এই যে, পৃথিবীতে অনেক বেশি সময় জীবিত থাকি এবং প্রতিটি সময় প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর এবাদাতে কাটাই। আমলে হাসানার মতো বড় সঞ্চয় জমিয়ে ফেলি যার কারণে অধমের প্রতি মহান আল্লাহ্ এবং এই উম্মতের প্রতি মহান নবী যেন সন্তুষ্ট হয়ে যান। নতুবা মৃত্যু এসে যাক। অন্তত মন্দ আমল যেন না বাড়ে। যখন বিছানায় যাই তখন নিজের চব্বিশ ঘন্টার আমল, কথা ও কাজের মুহাসাবা করি। আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্র ফযলে এবং হযরতের তাওয়াজ্জুহ ও দুআর বরকতে নেক আমলের পরিমান বেশি পাই। এখন আল্লাহ্র কাছে সেগুলো কবুল হলেই বাঁচি।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সব এবতেদায়ী বা প্রাথমিক হালত এবং এখনকার জন্য মুনাসিব। এরপর এ ধরনের আরো উত্তম কাইফিয়াত আল্লাহ্ দান করবেন। তখন এগুলোর হাকিকত বুঝতে পারবেন। এখন বুঝে আসবে না।

হালঃ প্রত্যেক ভুল-ভ্রান্তির অগ্রিম এসলাহ ও এস্তেগফার করি। চিন্তা, দৃষ্টি ও বাক শক্তিগুলো দ্বারা যেন শরীয়ত বিরোধী কেনো কিছু প্রকাশ না হতে পারে সে জন্য খুব যত্নবান থাকি। যতক্ষণ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য না হয়, তাঁর ফযল ও অনুগ্রহ শামেলে হাল না হয় মানুষও জানোয়ার। ভুল-ত্রুটি দ্বারা গঠিত। মানুষ ও অন্য জীব-জন্তুর মধ্যে পার্থক্য শুধু বাকশক্তির। তার উপর আবার আমার মতো মানুষ, যে কিনা মনুষত্বকেই জলাঞ্জলি দিয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

মানুষ তো ছিল মাসজুদে মালাইকা (ফেরেশতাদের সেজদাপ্রাপ্ত) পক্ষান্তরে আমিও একজন মানুষ যে কিনা শয়তানকেও অকেজো করে দিয়েছি। হে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দাও, রহম কর, তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। আমীন, আমীন। জানি না আমার প্রথম হালত ভাল ছিল না বর্তমানের। হালত দুটোই কি সংশোধনযোগ্য নাকি দুটোই ক্ষতিকর।

বিশ্লেষণঃ দুটোই ভাল। দ্বিতীয়টি উত্তম প্রথমটির চেয়ে।

হালঃ আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য করুন। কাল হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কীভাবে মুখ দেখাব? নফ্স ও শয়তান আমাকে কোনো দিকেই রাখল না। মেহেরবানী করে একটু এই অধমের জন্য হাত তুলে দুআ করে দিন। আমার জীবন, মরণ, খানা-পিনা, কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনা সবই যেন পবিত্র শরীয়তের আলোকে হয়। এমন কাজ ও কথাই যেন প্রকাশিত হয় যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তার রাসূলের মর্জি মতো।

যেদিন হযরত শুভাগমন করেছিলেন... এবং মাদরাসাতুল কুরআনে (সেই কামরায় যেখানে এ অধম শিশুদের তা'লীম দেয়) তাশরীফ নিয়ে আলোকিত করলেন। ...এলাকাবাসীর জন্য সাধারণভাবে আর অধমের জন্য বিশেষভাবে সেটা ছিল অত্যন্ত মুবারক দিন। কামরাটি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর হযরতের এই মন্তব্য (হাফেয সাহেব অত্যন্ত সরল ও দরবেশি জীবন অবলম্বন করেছেন। সুবহানাল্লাহ্) ছিল অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি। আমি বলতে পারব না আমার কলবের কি হাল হয়েছিল। সেই রাতেই স্বপ্নে কোনো বিখ্যাত বুযুর্গকে দেখলাম। সম্ভবত তিনি শাহ... মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. ছিলেন, তিনি বললেন– 'মুবারক হোক, মিঠাই খাওয়াও' আমি মিনতি করে বললাম– হযরত! কোন্ ব্যাপারে মুবারকবাদ দিচ্ছেন? আর কিসের কারণে মিঠাই চাওয়া হচ্ছে? তিনি মিষ্টি হেসে এরশাদ করলেন– আযীযী (আমার প্রিয়) মৌলভী আশরাফ আলী শাইখ তোমাকে 'দরবেশ' খেতাব দান করলেন, এটা কী কোনো সামান্য ব্যাপার? এতে আমি খুশিতে চিৎকার দিয়ে উঠলাম এবং বেঁহুশ হয়ে গেলাম।

বিশ্লেষণঃ পূর্ণ চিঠির জবাবে আমি আবার সেই শব্দগুলোই বলছি– সব হালত মাহমূদাহ ও প্রশংসনীয়। আল্লাহ্ তাআলা জাহেরি ও বাতেনি উন্নতি দান করুন। মাঝে মাঝে কিছু কথা বাড়িয়ে দিয়েছি। সেগুলোও পূর্ব মন্তব্যের উপর

www.islamfind.wordpress.com

বর্ধিত। এখানে শেষে আরো একটি কথা বাড়িয়ে দিচ্ছি যে, যে স্বপ্নের কথা লিখেছেন আলহামদুলিল্লাহ্ তা দ্রষ্টার জন্য এবং যার ব্যাপারে দেখেছেন উভয়ের জন্যই সুসংবাদ।

* * *

হালঃ অধম বর্তমানে চব্বিশ হাজার এসমে যাতের যিকির, বারো হাজার এস্তেগফার আর তাহাজ্জুদ নামাযের পর বারো তাসবীহ আদায় করি। কুরআন মাজীদ তাজবীদের সঙ্গে পড়া শুরু করেছি। জামালুল কুরআন (থানুভী রহ. লিখিত তাজবীদের কিতাব)ও পড়া শুরু করে দিয়েছি। আধাঘণ্টা মাদরাসায় গিয়ে কারী সাহেবের নিকট তাজবীদের মশ্ক করি। হুযূর দুআ করবেন, আল্লাহ্ তাআলা যেন তাজবীদ অনুসারে আমার কুরআন পড়া সহীহ করে দেন। যেটা আমার জন্য খুব জরুরি এবং খুবই আকাঙ্ক্ষার ব্যাপার। অবসর সময়ের সবটুকু হুযূরের কিতাবাদি মুতালাআ করতে থাকি। মাওয়ায়েয বেশি পড়ি। জুমার নামাযের পর প্রায় সব জুমাতেই হুযূরের একটি ওয়ায বক্তৃতার মতো করে জামে মসজিদে শুনিয়ে দেই, যাতে মানুষের অনেক ফায়েদা ছাড়াও আমার নিজের সীমাহীন উপকার হচ্ছে। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে মোটকথা সবসময় এসমে যাতের যিকির করি। গাফলাত হয়ত খুবই কম সময়ে থাকে। বেশিরভাগ সময় নির্জনে একাকী থাকি। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করলে মনের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তৈরী হয়। আমার হালত এখন এরকম–

نہ مطلب کسی سے یاد اسکی میری ہمدم ہے
نہ کوئی کام ہے مجھ کو نہ دھندا سوااس کے

অর্থ ঃ কোনো মানুষের সঙ্গে আমার কোনো লেন-দেন কোনো কিছুই নেই, তাঁর স্মরণ হল আমার চিরসঙ্গী। আমার না কোনো কাজ আছে, না কোনো ধান্দা, তাঁর স্মরণ ছাড়া আমার আর কোনোই কর্মকাণ্ড নেই।

বেশিরভাগ যিকির করার সময় সিনার মধ্যে আগুনের মতো প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে এবং প্রায়ই মনের মধ্যে কোমলতা ও নম্রতা থাকে। হুযূরের দুআর বরকতে এস্তেগনায়ে কলব (অন্তরের ঐশ্বর্য)এর নেয়ামত আল্লাহ্ তাআলা এত দিয়েছেন যার শুকরিয়া আদায় করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কলবের মধ্যে সর্বক্ষণ শান্তি ও প্রশান্তি বিরাজিত। যার ফলে জীবন চলছে এমনভাবে যেন

www.islamfind.wordpress.com

দিনগুলি ঈদের মতো আর রাত শবেবরাতের মতো। আলহামদুলিল্লাহ্ যতই অভাব ও বিপদ আসুক না কেন কোনো রকম ব্যাকুলতা ও চঞ্চলতা মনের ধারে কাছেও ঘেষতে পারে না। আজকাল আয় রোজগার না থাকার কারণে বেশিরভাগ সময় টানাটানি প্রবল থাকে কিন্তু আল্লাহ্র কসম! এরূপ অবস্থাতেও যে জীবন আমি যাপন করি সপ্তমহাদেশের রাজা-বাদশাহরা যদি দেখতে পায় তাহলে আল্লাহ জানে যে হিংসা ও ঈর্ষাকাতর হয়ে তারা আমার কী করে বসবে? অভাব, ক্ষুধা, রোগ, যন্ত্রণা যাই আসুক না কেন সর্ব অবস্থাতেই আমি আহ্লাদিত ও আনন্দিত থাকি। কেননা এটা নিশ্চিৎ যে, এইসব অবস্থাই আমার মাহবূব হাকিকি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে। বরং আল্লাহ্র কসম মাঝে মাঝে বিপদের মধ্যেও মজা পাই। দুআ তো সবসময় আফিয়াত-এর করি। নিরাপদ রাখার জন্যই প্রার্থনা করি এরপর যে হালতই আসতে থাকে আল্লাহ্র কসম সেটাকেই মনে হয় তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া। হযরত মাওলানা! কসম সেই যাতে মুকাদ্দাসের, প্রতিমুহূর্তে প্রতিক্ষণে নিজের প্রতি আপন মাওলায়ে কারীমের সীমাহীন নেয়ামতের বৃষ্টি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। এক পলক পরিমাণ সময়ও সেই নেয়ামতের বৃষ্টি থামতে দেখি নি। সবসময় মন চাচ্ছে যে, নিজের জান, মাল ও আওলাদ সব আপন হাকিকি মাওলার রাস্তায় বিলিয়ে দেই। নিজের নফ্সকে তো আমার ভীষণ নিকৃষ্ট মনে হয়। মনে হয় এ নফ্স ভীষণ নেমক হারাম। মন চায় যদি হাজার হাজার রুপি আমার কাছে থাকত তাহলে সব আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিতাম। কিন্তু কী করব! আমি যে একেবারেই নিঃস্ব, কপর্দকহীন। তারপরও আলহামদুলিল্লাহ্ এক তালিবে এলেমকে খানা দেওয়া শুরু করেছি। আল্লাহ্ তাআলা কবূল করুন। এখনো আমি বেকার। হুযূর দুআ করবেন আল্লাহ্ তাআলা আমাকে ব্যবসার কোনো কাজ যেন মিলিয়ে দেন।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুল্লিাহ! চিঠি পড়ে প্রতিটি লোমে লোমে যেন জীবনী শক্তি নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। আল্লাহ্ আরো বাড়িয়ে দাও। আমি ভাল আছি এবং এই ভালোর জন্য দুআ চাই।

* * *

হালঃ হযরতের চিঠি আমাকে সংশয় থেকে উদ্ধার করেছে এবং প্রশান্তি এনে দিয়েছে। হুযূরের জবাব বিলম্ব হওয়ার কারণে নানান ওয়াস্ওয়াসা দিলের মধ্যে জেগেছিল। কখনো মনে হয়েছে– হয়ত অধমের কোনো ত্রুটির কারণে

www.islamfind.wordpress.com

অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত জবাব দিচ্ছেন না। অথবা অধমের দুর্ভাগ্যবশত হয়ত চিঠি হযরতের হাতে পৌছে নি। শেষ পর্যন্ত চিঠি পেয়ে সব সন্দেহ দূর হয়ে অন্তরে এতমিনান পয়দা হয়েছে। আলহামুদুলিল্লাহ। হযরত লিখেছেন– মামূলাতের মধ্যে বরকতের জন্য দুআ করছি। এই বাক্য পড়ে সীমাহীন আনন্দিত হয়েছি। এখন নিজের মামূলাত ও হালাত কিছুটা বিশদভাবে হযরতের খিদমতে তুলে ধরছি এই ইচ্ছায় যেন অধম ভাল-মন্দ সঠিকভাবে জানতে পারে। ফজরের নামাযের পর মুরাকাবা, সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত, সময় থাকলে কোনো কিতাব মুতালাআ। খানা খেয়ে মাদরাসায় রওনা। পথে মুরাকাবা অথবা এসমে যাতের যিকির, বিশেষত 'সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাআলা দেখছেন' সূরা আলাকের এই আয়াতের মুরাকাবা। কখনো কখনো পথে দাওয়াত ও আবদিয়াত কিতাবে উল্লেখিত হযরত মীনাইর আশআর পড়তে থাকি। মাদরাসায় পৌছার পর পড়ানোর কাজে ব্যস্ত হওয়া। দীনিয়াত ও অন্য যেসব বিষয়ে লেকচার বা আলোচনার তীব্র প্রয়োজন নেই ক্লাশে তালেবে এলেম যতক্ষণ এবারত পড়ে ও তরজমা করে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এসমে যাতের যিকির ও মুরাকাবা রুয়্যাত করতে থাকি। মাদরাসা ছুটির পর জরুরি হাজত সেরে অযূ করে কোনো একটি কিতাবের মুতালাআ, সামান্য কায়লূলার পর মনোযোগের সঙ্গে অল্পক্ষণ এসমে যাতের যিকির অথবা এস্তেগফার। এরপর যোহরের নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর মাদরাসার কাজে ব্যস্ততা। আছরের নামায হয়ে গেলে বাড়ি ফেরা। পথে কোনো তালেবে এলমের সঙ্গে মুযাকারা অথবা সেই এসমে যাতের যিকির অথবা মুরাকাবায়ে রূয়্যাত। কখনো টুকটাক কথাবার্তা যেগুলো অপ্রয়োজনীয়। (দুআ করবেন যেন আল্লাহ্ তাআলা এ থেকে হেফাজত করেন।) বাড়ি পৌছে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আলোচনা অথবা কিতাবাদি পড়া অথবা শুয়ে শুয়ে মুরাকাবা অথবা ঘরের মধ্যে চেহেল কদমি (হাটাহাটি) করতে করতে যিকির। কখনো কখনো খোলা মাঠ বা নদী-পুকুরের দিকে বেরিয়ে যাই। ফারেগ হয়ে মাগরিবের নামায। পরে আদ্‌য়ায়ে মাছুরা, সূরা মুল্‌ক অতঃপর এশা পর্যন্ত কিতাব মুতালাআ। এশার পর আবারও কিতাব মুতালা'আ। এরপর ঘুম। শেষরাতে উঠে তাহাজ্জুদের আট রাকাতে আধাপারা কুরআন পড়ার পর বারো তাসবীহের যিকির। এরপর সময়ে কুলালে স্বতন্ত্র এসমে যাতের যিকির। এক পারা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত ও মুনাজাতে মাকবূল। এরপর ফজরের নামায।

www.islamfind.wordpress.com

এরপর কান্নাকাটি করা। সপ্তাহে একবার কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গোরস্থানে যাওয়া। এ হল অধমের মা'মূলাত। যা শুধু হযরতের দুআ ও তাওয়াজ্জুহের বরকত। আল্লাহ্‌র দরবারে হাজার হাজার শোকর যে, তিনি এই অধমকে তাওফিক দিয়েছেন। এস্তেকামাতের জন্য দুআ চাই।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্ সব হালাত ও মা'মূলাত ভালো।

হালঃ হালাত নিম্নরূপ– যিকিরের মধ্যে মাঝে মাঝে কান্না মাঝে মাঝে সুলতানুল আযকারের মতো কাইফিয়াত, যিকিরের মাঝে মুরাকাবার সময়ে কল্পনায় আলো ভেসে উঠা বোঝা যায়। যেন চতুর্দিক তারকার রেখা বিস্তৃত। যতক্ষণ ঐদিকে খেয়াল থাকে ততক্ষণ বোঝা যায়। এরপর মনোযোগ সরালে আর নেই। অর্থাৎ যেই যিকির শুরু করি এবং আল্লাহ্ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করি তখন আর দেখা যায় না ঐ আলো। এরপর যিকিরের মাঝামাঝি এসে যখন কলবের দিকে মনোনিবেশ করি তখন আবার সেই আলো দেখা যায়। যিকিরের সময় কলবের সঙ্গে মাথা পর্যন্ত একটি সংযোগ বোঝা যায়। যেমন ফোটায় ফোটায় পানি টপকাতে থাকলে ভ্রম জাগে যে, একফোটা পানি যেন একটি রেখার মতো জমিন পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছে। দুই সপ্তাহ পূর্বে মুসলিম শরীফ পড়ানোর মাঝে অধম যখন অভ্যাস ও মা'মূল হিসাবে চুপিচুপি যর্‌ব ছাড়া এসমে যাতের যিকির করছিল, তখন দরূদ শরীফের প্রতি মন ঝুঁকল এত বেশি যে, শেষ পর্যন্ত দরূদ শরীফ পড়া শুরু হয়ে গেল। প্রায় দুসপ্তাহ একই হালত চলল। এটা শুধু মুসলিম শরীফের সবকের সময়ই হত এবং এখন আর সে হালত নেই। একদিন লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ যিকির করছিলাম। খুব আবেগ-উচ্ছাস তৈরী হল এবং মনে হল আসমানের এক স্তর অতিক্রম করে দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছে গেলাম। এক ব্যক্তিকে আসমানের উপর দাঁড়ানো মনে হল। লোকটি ছিল সাদা পোশাকে দীর্ঘদেহী। পুরুষ না নারী সেটা নিশ্চিত বলতে পারব না। কারণ তার মুখ দেখা যায় নি। তবে আলামতে পুরুষের ভাব বোঝা যাচ্ছিল। তার শীর্ণদেহও অনুভূত হচ্ছিল। পায়ের গোছা ছাড়া তার সারাদেহই ছিল আবৃত। সেই দিনের পর থেকে একই দৃশ্য প্রতিদিন যিকিরের সময় সামনে এসে যায়। কলবের কাছে হলুদ মেশানো সাদা কিছু একটা বোঝা যেত কিন্তু এখন সেই বস্তুর একটি অংশ উজ্জল সাদা দেখা যায়। 'সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখছেন।' এর মুরাকাবা করতে করতে এখন এমন পর্যায় এসে গেছে যে, মাঝে মাঝে ঘুম

www.islamfind.wordpress.com

থেকেও জেগে উঠছি। তিনি দেখছেন আর তুমি ঘুমিয়ে? দু-একদিন পায়খানায় বসে হঠাৎ ঐ হালত এর তীব্রতা শুরু হয়েছে। তো ভীষণ লজ্জাবোধ হয়েছে এবং কষ্ট করে সামনের অংশও ঢেঁকে ফেলেছি। ঘটনাক্রমে কখনো বাবুমেরে বসেছি সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেলে সাবধান হয়ে আদবের সঙ্গে বসেছি। কখনো ঘুমের মাঝে প্রবল হলে পা গুটিয়ে রেখেছি। ফজরের নামাযে বেশিরভাগ কান্না এসে যায়, মাগরিবে দু-একবার এমন ঘটেছে। পরে চিন্তা হয় যে, মানুষ কী ভাববে? হুযূরীর এই হালত এই সপ্তাহে খুব কম।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ্ তাআলা হালাত সবই ভালো। আল্লাহ্ বরকত দান করুন।

হালঃ দুনিয়াবি পেরেশানির সময় হুযূরী একদম থাকে না।

বিশ্লেষণঃ সমস্যা নেই। কেননা এটা তবয়ী ও স্বাভাবিক ব্যাপার।

* * *

হালঃ বাতেনি কাইফিয়াত এই যে, বর্তমানে কোনো বিষয়ের গালাবা (তীব্রতা) বেশি থাকে না এবং এর প্রতি আকাঙ্ক্ষাও নেই। মনের মধ্যে সার্বিকভাবে এক সরলতা ও সাদাসিদা ভাব দৈনন্দিন তৈরী হচ্ছে। রেযায়ে মাওলা সবকিছুর চেয়ে আওলা (উত্তম) এবং আবদিয়াত (দাসত্বের মানসিকতা) নজরের সামনে থাকে। এটাই সকল বিচারে উত্তমও মনে হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর আনুগত্য ও দাসত্বের তাওফিক এবং রেযা বিল কাযা নসীব করুন। যথাসাধ্য গোনাহ ও নাফরমানি থেকে দূরে রাখুন এবং নিজের নেক ও মুখলিস বান্দাদের মধ্যে শামিল করে নিন। যদিও আমি সেই স্তরের কেউ নই কিন্তু তাঁর দয়া ও করুণার কাছে আশাবাদী হয়ে আছি। দুআ করবেন আল্লাহ্ তাআলা যেন আপন দয়ায় ক্ষমা করে দেন এবং খাতেমা বিল খায়ের দান করেন। নতুবা আমলের সঞ্চয়ের কথা ভাবলে দেখি একেবারেই শূন্য। বরং নিজের হালত দেখলে অবাক হয়ে ভাবি যে, কী করব? কী না করব? কিন্তু রেযায়ে এলাহীর সামনে আনুগত্যের গর্দান সর্বদা নিচু হয়েই থাকে। আমল যেটুকু করতে পারি, তার চেষ্টাতেই সর্বদা লেগে থাকি। যেটুকু করতে পারি গনিমত মনে করে আল্লাহ্ তাআলার শোকর আদায় করতে থাকি। যেটুকুই ত্রুটিপূর্ণ নামায, রোযা, দরূদ ও অযীফা এবং মানব সেবা হয়ে যায় একান্তই তাঁর ফযল ও দয়া। শেখ সা'দী যেমন বলেন–

www.islamfind.wordpress.com

منت منہ کہ خدمت سلطاں ہمی کنی
منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت

অর্থঃ বাদশাহ্‌র (আল্লাহ্‌র) চাকরি করি বলে বড়াই কর না, বরং তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও যে, তিনি তোমাকে রেখেছেন তার চাকরিতে।

নতুবা আমার কী যোগ্যতা আছে? কীইবা আমার স্বরূপ যে, মহান আল্লাহ্‌র বান্দাদের সেবার দায়িত্ব আমি পাব? এটা একান্তই তাঁর অনুগ্রহ যে, এক তুচ্ছ অপদার্থকে তাঁর গোলামি নসীব করে ইবাদতের তাওফিক দান করেছেন। মস্তিষ্কের দুর্বলতার কারণে মনের কথা ও নিজের আবেগ উচ্ছাসের কথা প্রকাশ করতে পারি না।

বিশ্লেষণঃ সব হালাত মাহমূদ ও প্রশংসনীয় বরং মাকসূদ ও মূল লক্ষ্য। আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন।

দীনী জটিলতা ও ওয়াস্‌ওয়াসা থেকে বাঁচার উপায়

হালঃ দীর্ঘ দিনের আশা ও স্বপ্ন যে, হযরতওয়ালার মুবারক কদমে মাথা রেখে কেঁদে কেঁদে নিজের মন্দ হালাতগুলোর কথা বলব। কিন্তু এই আগ্রহ ও ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে না। জানি না কী হেকমত এর মধ্যে লুকানো আছে! ইতিপূর্বেও কয়েকবার হুযূরের নিকট বিস্তারিত হালত আরজ করেছি। যার পর হযরত আমাকে দরবারে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু এই গোলামের দুর্ভাগ্য যে, এমন এমন ব্যাপার এসে যাচ্ছে যে, খেদমতে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি। মনে চিন্তাও জাগছে যে বারবার বিশদ হালত জানানোর কারণে হুযূরের কষ্ট হচ্ছে কি না। কিন্তু কী করা যাবে, এই গোলাম হুযূর ছাড়া নিজের দীনী ও দুনিয়াবি সমস্যাবলীর সমাধান হওয়ার কোনো ওসিলা দেখতে পায় না। এ কারণে বিনীতভাবে সমস্যাবলীর হাল নিবেদন করছে। আশা করছি হুযূর আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এই গোলামের আবেদনের প্রতি মনোনিবেশ করে দুআ করবেন। অধম কয়েকবার নিজের হালত জানানোর পর হুযূর বলেছিলেন (তুমি এখানে এলেই ভাল হবে) তখন থেকেই আমি চিন্তা করছিলাম যে, এমন একটু সুযোগও যদি পাওয়া যেত যে, শুধু সাক্ষাৎই নয় বরং সাক্ষাতের পর হুযূরের খেদমতেও কিছুদিন হাজির থেকে যেন ফয়ের হাসিল করতে পারি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে গত মার্চে আমি হুযূরের নিকট নিবেদন করেছিলাম যে, রবিশস্য ঘরে উঠার পর কিছুদিন

www.islamfind.wordpress.com

সুযোগ পাওয়ার আশা আছে। যে কথা শুনে হুযূর সমর্থন করে বলেছিলেন– অবশ্যই সময় ও সুযোগ বুঝে আসা উচিৎ। সুতরাং আমি জুন মাসে হাজির হওয়ার সংকল্প করলাম। কিন্তু এখন আবার এই সুযোগে হাজির হতে পারব না বলে অনুমান হচ্ছে। এবার যে মুসিবত সামনে এসেছে সেটা এই যে, আমাদের গ্রামেরই এক লোক আমার এবং আমার ভাই দোস্ত মোহাম্মাদ খান-এর বিরোধী ছিল, দোস্ত মোহাম্মদ খান লোকটির বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে একেবারে সত্য বিচার প্রার্থনা করে মামলা দায়ের করেন। লোকটি বুঝতে পারল তার শাস্তি হয়ে যাবে। সে কারণেই সে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে গেল এবং এই মামলা থেকে বেঁচে গেল। কিন্তু অন্তরের মধ্যে বিদ্বেষ পুষে রেখেছিল। সেনা বাহিনী থেকে ছুটি নিয়ে গ্রামে এল। এবং ৫ এপ্রিলে অধমের উপর আক্রমণ করে বসল। আমাকে হাল্কা কিছু আঘাত করল আর নিজেই নিজের হাত ভেঙ্গে জেলা শহরে গিয়ে মামলা দায়ের করল। যে মামলায় আমার এবং ভাই দোস্ত মুহাম্মদ-এর নিকট দুইশ করে রুপি জামানত হিসাবে নেওয়া হল। ২৪ শে মে আমাদের হাজিরার দিন ধার্য হয়েছে। এই মামলা জুন মাসের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যাবে বলে মনে হয় না। ইতিপূর্বেও হুযূরের নিকট মোকদ্দমার হাল জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। জানিয়ে ছিলাম যে, সুযোগ পেলে তৎক্ষণাৎ হুযূরের দরবারে হাজির হয়ে যাব, এখন বুঝতে পারছি যে, সেটা সম্ভব হবে না। কারণ আদালত শুধু দশ-বারো দিনের তারিখ ঘোষণা করে। যে সময়ের মধ্যে হুযূরের দরবারে হাজির হওয়া এবং সেখানে কিছুদিনের জন্য হাজির থাকা, এ উভয় কাজের জন্য আদালতের নির্ধারিত অবকাশ যথেষ্ট নয়। এসব কারণে দিল খুব পেরেশান।

২. অধমকে দীনী ও দুনিয়াবি নানান সমস্যা ও বিপদাপদ চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। এ সকল কারণে কখনো আতঙ্কিত হয়ে মনের মধ্যে এরূপ খেয়াল আসে যে, এই জীবনের চেয়ে তো মৃত্যুই ভাল। ওদিকে আবার মৃত্যুর কথাতেও আরেক ভয় এসে যায় যে, আল্লাহ্ ভাল জানেন মৃত্যুর পর আখেরাতে কত রকমের বিপদ অপেক্ষা করছে।

৩. হে খাঁটি পীর, প্রকৃত ও সত্য রাহনুমা। হাকীমুল উম্মত! এই গোলাম হুযূরের সকল খাদেমের মধ্যে নিকৃষ্ট, সবচেয়ে বড় গোনাহগার। আমি নিজেকে পাক্কা মুসলিমও মনে করি না। এই পাপী হুযূরের কদমের উপর পড়ে নিবেদন করছে যে, গোলামের বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ্র ওলীগণের দৃষ্টিতে রয়েছে ভীষণ আছর। তাদের অনুগ্রহের দৃষ্টিতে আল্লাহ্র করুণায় গোনাহগার ব্যক্তিও শুদ্ধ হয়ে চিরস্থায়ী নাজাত লাভ করে।

www.islamfind.wordpress.com

৪. দীনী সমস্যা এরূপ আসে যে, আল্লাহ্ তাআলার যাত সম্পর্কে নানান জিজ্ঞাসা আসে মনের মধ্যে। দিলের মধ্যে ভেতরে ভেতরে বহু ঝগড়া-বিবাদ করে যাতে এলাহীকে মেনে নেই এরপর চিন্তা আসতে থাকে যে, আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে বলেছেন– ছয়দিন পরে আরশে সমাসীন হয়েছেন আবার এটাও বিদ্যমান যে, মুমিনের দিল হল আল্লাহ্ তাআলার আরশ। আবার এরকমও আল্লাহ্ তাআলার এরশাদ রয়েছে যে, যেখানে তোমরা দুজন থাক তৃতীয় হই আমি। একটি কিতাবের মধ্যে এই অধম এই হাদীস দেখেছে যে, 'হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে তিনি দুধরনের এলেম শিখেছেন। এক ধরনের এলেম তোমাদের কাছে প্রকাশ করি আর দ্বিতীয় প্রকারের এলেম যদি প্রকাশ করি তাহলে আমার গলা কেটে ফেলা হবে।' এতে গোলামের মাথায় এই চিন্তা এল যে, যে এলেম জাহের করা হয়েছে তাতো শরীয়ত আর আসল যে এল্লেম বাতেনি সেটা আল্লাহ্ ওয়ালাদের কাছে আছে। যা তারা সাধারণের কাছে প্রকাশ করেন না। এ ধরণের বহু সন্দেহ জাগে। কী নিবেদন করব হুযূরের খেদমতে। নিবেদন করতে চাইলে মনে হয় যে, হুযূরের মূল্যবান সময় যেন বেশি নষ্ট না হয় কিন্তু পাশাপাশি একথাও চিন্তা করি যে, তাহলে যাব কোথায়? কাকে গিয়ে শোনাব আপন হাল? কোন্ হাকীমের কাছ থেকে নেব এইসব রোগের চিকিৎসা?

৫. কখনো কখনো এমন ওয়াস্ওয়াসা দিলের মধ্যে আসে যে, অধম দিলের মধ্যে নিজেকে নিজেই কাফের মনে করে। আবার এরকমও মনে হয় যে, কাফের যদি নাও হই তাহলে মুনাফিক অবশ্যই। এরপর কাফের ও মুনাফেকদের হাশর-নাশর এর কথা স্মরণ হলে মনে হয় যে, আত্মহত্যা করি। এসব ঘটনা-দুর্ঘটনায় যে ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছে তার জীবন তো কঠিন সমস্যাপূর্ণ। সন্দেহ নেই অধম জাহেরি নামায আদায় করে কিন্তু মন আমাকে ডেকে বলে– এই নামাযে তোমার কোনো লাভ হবে না যতক্ষণ দিলের উপস্থিতি নামাযে না হবে।

৬. কখনো দিলের মধ্যে এমন আতঙ্ক তৈরী হয় যে, সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যাই হয়ত আপদ-বিপদ আর পেরেশানি থেকে বাঁচতে পারব। কিন্তু ছোট ছোট সন্তান রয়েছে স্ত্রী রয়েছে। ভাবি যে, শরীয়তের নির্দেশমতো তাদের প্রতিপালন, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি আমার ফরয দায়িত্ব। সুতরাং তেমন কিছু করলে হয়ত আল্লাহ্ তাআলা ধরে ফেলবেন।

www.islamfind.wordpress.com

৭. দুনিয়াবি হালত এই যে, আয়-উপার্জন কম, খরচ বেশি, ফলে অধমের ঘাড়ে ঋণের বোঝা হয়ে গেছে বড়। এর সঙ্গে দীনের সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু পাওনাদারেরা যখন তাগাদা করে তখন দীন-দুনিয়া সব ভুলে যাই এবং ভয়াবহ বিপদ সামনে এসে পড়ে।

৮. অধম উক্ত বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য এই পন্থা চিন্তা করে যে, অল্প-স্বল্প যে জায়গা জমিন অথবা ঘর-দুয়ার আছে, সেসব বন্ধক রেখে অথবা বিক্রি করে ঋণ পরিশোখ করি এবং অবশিষ্ট অর্থ সম্পদ যা থাকবে বিবি বাচ্চাদের হাতে তুলে দিয়ে নিজে হুযূরের দরবারে হাজির হয়ে যাই। নিজের সকল জাহেরি-বাতেনি হাল হুযূরের খেদমতে পেশ করলাম, হুযূর যেভাবে বলবেন ইনশাআল্লাহ্ সেভাবেই আমল করব।

বিশ্লেষণঃ দুনিয়াবি সমস্যাবলীর সমাধান বলে দেওয়া অভিজ্ঞ লোকদের– যারা বিষয়গুলোর সকল দিক সম্পর্কে অবগত, তাদের কাজ। তবে আমি দুআ করছি আল্লাহ্ তাআলা যেন মুক্তি দান করেন। দীনী বিষয়ের সমাধান বলে দেওয়া অবশ্য আমাদের মতো লোকদের কাজ। আমি বারবার আপনাকে বলেছি– এখানে আসতে হবে। এখন বুঝতে পারলাম–আপনি আসতে পারবেন না। এখন আপনাকে বিকল্প ব্যবস্থা বলছি।

صبر کن حافظ بہ تلخی وشب - عاقبت روزے بیابی کام را

অর্থ ঃ জামানার বিপদাপদে ধৈর্য ধর হে হাফেয, এই ধৈর্যই একদিন তোমাকে সফলতা এনে দেবে।

এ ধৈর্য্যের ব্যাখ্যা এই যে, আপনার এখতিয়ারের যত কাজ আছে সব করতে থাকুন। আর গায়রে এখতিয়ারী যা ঘটবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র নড়া-চড়া করবেন না, বাঁচার কোনো পন্থাও খুঁজবেন না। আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দিয়ে নীরব থাকবেন।

হুযূরে কলবি

হালঃ দু-একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করার আছে, দয়া করে কষ্ট করে সঠিক জ্ঞান দান করবেন। আল্লাহ্ তাআলা বিশাল বিনিময় আপনাকে দান করুন।

১. আল্লাহ্ তাআলার দয়ায় হুযূরের দুআয় খাওয়া ও অন্যান্য হালতে সহজেই হুযূরে কলবি হাসিল হয়। আল্লাহ্ নামের প্রতি মনোনিবেশ থাকে কিন্তু ঐ

www.islamfind.wordpress.com

যাতের প্রতি এখনো হুযূরে কলবির রাস্তা খুঁজে পাই নি। ঐ পন্থা সম্পর্কে আমাকে পথঁ প্রদর্শন করবেন বলে আশা করি।

বিশ্লেষণঃ যেটুকু হুযূর কলবি আপনি লাভ করেছেন, এটাই 'উসূল্ ইলাল মুসাম্মা' আল্লাহ্‌র যাত প্রাপ্তির রাস্তা। জানি না কী সন্দেহে পড়েছেন?

২. **হালঃ** যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কলবের ধ্যান না করি তাহলে এসমে যাতের ধ্যান কোন্ স্থানের উপর করতে হবে?

বিশ্লেষণঃ কোনো স্থানেরই প্রয়োজন নেই।

৩. **প্রশ্নঃ** অধম বান্দা অযীফা, যিকির, ও তেলাওয়াতে কুরআন মাজীদ সবকিছুই করে কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন কোনো হালত পয়দা হয় নি যে, সারাক্ষণ ইয়াদে এলাহীতে মগ্ন থাকব, একটুও গাফলাত হবে না। এরজন্য তাদবীর ও অযীফা যদি অধমের জন্য মুনাসিব হয় তাহলে এরশাদ করবেন।

জবাবঃ সাধারণত; এটা অসম্ভব। হাদীসে রয়েছে– 'হে হান্‌যালা! সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র তীব্র স্মরণ সম্ভব নয় তবে কখনো কখনো ঐরূপ হতে পারে।'

একাগ্রতা হাসিল হওয়ার উপায়

হালঃ অধম নির্ধারিত তিন হাজার এসমে যাতের যিকির বাদ মাগরিব আদায় করে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার দুটি ত্রুটি হয়ে থাকে। একতো আমার চিন্তাটা স্থির থাকে না। যিকির করতে বসি কিন্তু আমার মনেই থাকে না যে, আমি কী করছি। সারা দুনিয়ার সব চিন্তা-ভাবনা এসে আমার মাথার মধ্যে ভিড় করে। কিছু সময় পর চমকে উঠি যে, আমি কী ভাবছি বসে বসে? নিজেকে আবার যিকিরের দিকে মনোযোগী করি। কিন্তু আবারও সেই অবস্থা ফিরে আসে। আর যদি জোর করে চিন্তাকে স্থির রাখার জন্য বেশি চেষ্টা করি তাহলে মস্তিষ্কে বেশি চাপ পড়ে। মস্তিষ্ক খুব দুর্বল। সে কারণে খুব পেরেশান হয়ে যাই। নিজের এই অযোগ্যতার উপর আফসোস হয় যে, এই অবস্থা থাকলে আমার উপর যিকিরের কী আছর হবে। হযরত মুনাসিব মনে করলে আমাকে এমন কোনো উপায় বাতলে দিন যার মাধ্যমে একাগ্রতা নসীব হয়ে যাবে।

বিশ্লেষণঃ খুব বেশি জোর দিয়ো না, হাল্কা মনোনিবেশ যথেষ্ট। একাগ্রতা লাভের উপায় এটাই যে, একাগ্রতা ছাড়াই কাজ করতে থাক, ইনশাআল্লাহ্ যিকিরের বরকতে একাগ্রতা লাভ হয়ে যাবে।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে, যদি শরীর খারাপ লাগে তাহলে বসে বসে আমি কাজ করতে পারি না। মনে হয় যেন আমার মধ্যে জান নেই। যদি চিন্তার কোনো বিষয় সামনে আসে তখনও একই অবস্থা হয়। দুশ্চিন্তার ব্যাপার এটাই যে, রোগতো আমার মারাত্মক, আমি নিজে দুর্বল। এ অবস্থায় রোগমুক্তি কিভাবে হবে?

বিশ্লেষণঃ ডাক্তারি চিকিৎসা করাও, এই সাহসহীনতা শারীরিক দুর্বলতার কারণে হয়ে থাকে। চিকিৎসার পর আমাকে জানাতে হবে।

* * *

হালঃ কিছু কিছু অপ্রীতিকর বিষয় এবং নিজের হিম্মতের ত্রুটির কারণে মা'মূলাত ছুটে গেছে। যদিও আমার বুঝ হিসাবে আমি খুব চেষ্টা এবং হিম্মত করছি। বেশিরভাগ সময় নামায কাযা হয়ে যায়। গোনাহের চিন্তা বেশিরভাগ সময় মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। যার কারণে ভীষণ পেরেশানি ও দুশ্চিন্তা হয়। চোখ, কান ও যবানের উপর একদম শক্তি পাই না। দু-চারদিন হিম্মত করে চোখ, কান হেফাজত করি কিন্তু আবারও যেই সেই অর্থাৎ আগের মতো হালত হয়ে যায়। বরং আরো দ্বিগুণ হারে চোখের স্বাধীন বিচরণ চালু হয়ে যায়। দিল তো চায় যে, আল্লাহ্ তাআলার মহব্বতে সময় কাটুক, কিন্তু মনের এই চাওয়া অপূর্ণই থেকে যায়। ত্রিশ বছরের পাপীকে সাহায্য করুন এবং আল্লাহ্র গোলাম বানিয়ে দিন।

বিশ্লেষণঃ দৈনিক কিমিয়ায়ে সা'আদাত অথবা তার অনুবাদ পড়ুন। এটাই আপনার জন্য তীব্র জরুরি।

* * *

হালঃ আমার হালত এই যে, আপনি যে যিকির আযকারের কথা বলেছেন, তা কখনো এক সময় কখনো অন্য সময় করি। আপনি যে সময়ে করতে বলেছেন কখনো সে সময়েও হয় কখনো ছুটেও যায়। যদি খুব বেশি অপারগতা এসে যায়। নইলে সাধারণত ছোটে না। কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা এই যে, আমার মধ্যে আগ্রহ ও আকর্ষণ নেই। কখনো দেখা যায় ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তাকিয়ে আছি কিন্তু উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না। মোটকথা আকর্ষণ ও আগ্রহ নেই।

বিশ্লেষণঃ কখনো কখনো আকর্ষণ তৈরী হয় কিছুদিন নিয়মিত আমল করার পর। সুতরাং এরজন্য দরকার হিম্মত। তুমি ভাবছ যে, আগে আকর্ষণ তৈরী

www.islamfind.wordpress.com

হোক তার পর কাজ করব কিন্তু 'আকর্ষণ' অপেক্ষা করছে বসে যে, লোকটি যখন আমলের পাবন্দি শুরু করবে তখন আমি 'অর্জিত' হব।

ক্ষুধা ও দারিদ্রের বরকত

হালঃ অধম এখন প্রতিদিন দশ হাজারবার এস্তেগফার পড়ে। যদিও অবস্থা একেবারে এই রকম–

سبحہ بر کف توبہ بر لب دل پر از ذوق گناہ
معصیت راخندہ آید بر استغفار ما

অর্থঃ হাতে তাসবীহ, ঠোটে তাওবা, দিলের মধ্যে ভরা গোনাহের আকাঙ্ক্ষা, আমাদের মৌখিক এস্তেগফারের এই দুর্দশা দেখে গোনাহ দূরে বসে হাসে।

চব্বিশ হাজারবার এসমে যাত, এক পারা কুরআন শরীফ এবং তাহাজ্জুদের পর বারো তাসবীহ আদায় করি। কিন্তু কাইফিয়াত একদম নিম্নরূপ–

بر زباں تسبیح در دل گاؤ خر - ایں چنیں تسبیح کے دارد اثر

অর্থঃ যবানের যিকির- আল্লাহ্, অন্তরের ভাব- গাই আর গাধা, এমন মজার তাসবীহ পড়ে কী পাবি রে তুই গাধা?

হযরত! যিকির এর মাঝে আল্লাহ্ তাআলার আযমত ও বড়ত্ব বেশিরভাগই দিলের মধ্যে থাকে। যার কারণে আল্লাহ্র কসম নিজের ইবাদতেই লজ্জিত হই। যখন গোনাহ হয়ে যায় তখন ভীষণ সংকোচিত হয়ে পড়ি। নিজের ইবাদতের মধ্যেই হাজার প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিজের চোখেই দেখতে পাই। আমার হালতের তরজমা এই শেরটি-

میری طاعت سے ابتو معصیت بھی عار کرتی ہے
میری توبہ سے توبہ استغفار کرتی ہے

অর্থঃ আমার ইবাদত দেখলে এখন তো গোনাহরাও লজ্জায় মুখ লুকায়, আমার তওবা দেখলে তওবারাও তাওবা তাওবা বলে ক্ষমা চাইতে থাকে।

কিন্তু যেহেতু সান্ত্বনার একমাত্র পুঁজি ঐ যিকির, সুতরাং যিকির যদি ভাল না হয় তাহলে না হয় খারাপই হল, তবুও তো হল। হতে হতেই হয়ত একদিন ভাল যিকিরও নসীব হয়ে যাবে। যিকির ছাড়াও যে শান্তি পাই না। পূর্বে যিকির হত, সে যিকির করতে কষ্ট হত। এখন তো আলহামদুলিল্লাহ্ যিকির না

www.islamfind.wordpress.com

করলেই কষ্ট হয়। যিকির ছাড়া কোনোভাবেই শান্তি মেলে না। জাহেরি দৃষ্টিতে যিকিরের মধ্যে একেবারেই গাফলত হয় না। যদিও বাস্তবের বিচারে একেবারেই গাফেল। যিকিরের বারাকাত যা আমি প্রত্যক্ষ করেছি তার কী এবং কতটুকু তুলে ধরা সম্ভব? আল্লাহ্‌র কসম যিকির যেন আমাকে পাগল করে দিয়েছে। আমার হালত এই যে, কঠিন দারিদ্র ও নিঃস্বতা আমাকে ঘিরে রেখেছে। একের পর এক না খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। এরই মধ্যে এক সন্তান জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এন্তেকাল করেছে। আরো অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে। কিন্তু যদি ঐসব কষ্টের জাহেরি আছর বোঝা যায় অর্থাৎ ক্ষুধায় দুর্বলতা আসে, কষ্টের বিষয় হলে কষ্টও লাগে কিন্তু কসম জগতের প্রতিপালকের, এতে আমার এমন জীবন লাভ হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র শপথ জীবনভর তেমনটি কখনোই নসীব হয়নি। হাজার হাজার রুপিয়া কামাই করেছি, খরচ করেছি কখনোই এমন নিশ্চিন্ত ও প্রশান্তির জীবন নসীব হয় নি। যেমনটি এখন এই দারিদ্রের সময়ে অর্জিত হচ্ছে। হযরত! হাকিকত এই যে, আল্লাহ্‌র কসম! যিকরুল্লাহ এক দারুণ বিষয়। আছর অবশ্যই হয়, অবশ্যই হয়। এটা সম্ভব নয় যে, আগুন জ্বলবে কিন্তু ধোঁয়া উঠবে না। যখন আমার যিকির যার মধ্যে হাজার হাজার ত্রুটি ভরা তারই যদি এই কাইফিয়াত হয় তাহলে যে সকল হযরতের মধ্যে যিকিরের উঁচুস্তর হাসিল হয়েছে, তাদের হালত যে, কীরূপ হয়ে থাকে, আর উম্মত্ততার কেমন ব্যাপারই না জানি ঘটে থাকে।

جرعہ خاک آمیز جوں مجنون کند - صاف گر باشد ندانم چوں کند

অর্থঃ মাটি মেশানো নোংরা এক ঢোক পানিই যখন এতেটা পাগল করল, নির্মল স্বচ্ছল পানি হলে না জানি আরো কতখানি উম্মাদ করত?

সংক্ষেপ কথা এই যে, আলহামদুলিল্লাহ্‌ কোনো কিছু থেকেই আমার পেরেশানি হয় না। বরং 'অর্থ-বিত্ত ছাড়াই কারুনের শত ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে যাবে'র অবস্থা। ব্যাস, শুধুই এতমিনান আর প্রশান্তি যে, 'যা কিছু ঐ বাদশা (আল্লাহ্‌) করেন তার সবই ভাল' 'বন্ধুর (আল্লাহ্‌র) পক্ষ থেকে যা আসে তাই উত্তম'। সারা দুনিয়ার সকল চিন্তা ও পেরেশানি থেকে আমি মুক্ত-স্বাধীন। বেশিরভাগ সময় নিম্নোক্ত শের যবানে ও মুখে থেকেই যায়–

کارساز ما بسازد کار ما - فکر ما در کار ما آزار ما

www.islamfind.wordpress.com

অর্থঃ আসল কর্তাই সম্পাদন করে দেন আমাদের কাজ, আমাদের কাজের ব্যাপারে আমাদের চিন্তা তো আমাদের কষ্টের কারণ।

আর এসব কিছুই সহজ ও সম্ভব হয়েছে হুযূরেরই বদৌলতে। নতুবা আমি যদি নিজের ইচ্ছা ও খুশি মতো হাজার বছরও যিকির করতাম তাহলে কখনোই এই নেআমত লাভ করতে পারতাম না।

যিকির, তিলাওয়াত এবং নামাযের মধ্যে বেশিরভাগ সময় অন্তর কোমল থাকে। হযরত! দিলের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলতে থাকে সারাক্ষণ। কলবের মধ্যে জ্বলন আর ব্যথা ভীষণ ভাল লাগতে থাকে। হযরতের রচনাবলী খুব বেশি বেশি পড়ি। 'মাযাকুল আরেফীন' ৪র্থ খণ্ড যা এয়াহ্ইয়াউল উলূমের তরজমা সেটাও আজকাল আমার মুতালাআয় আছে। হুযূরের একটি ওয়ায প্রত্যেক জুমআর পর জামে মসজিদে বক্তৃতার মতো করে পড়ে শোনাই। হুযূরের একটি বা অর্ধেক ওয়ায প্রতিদিন একজন মৌলবী সাহেবকে পড়ে শোনাই, যার দ্বারা আমার নিজের সীমাহীন উপকার হয় আর শ্রোতাও খুব উপকারের কথা বলেছেন। কিন্তু এই প্রাকৃতিক রহমত যা ক্ষুধা ও দারিদ্রের চেহারায় আমার প্রতি আমার প্রভু নাযিল করেছেন, হযরত! আল্লাহ্র কসম তা দ্বারা আমার সীমাহীন রূহানী ফায়েদা হয়েছে। কলবের মধ্যে এক নূর বোঝা যায়। যার দ্বারা বিস্ময়কর কাইফিয়াত তৈরী হয়। তাওয়াযু' ও এনকেসার, বিনয় ও নম্রতার আশ্চর্যরকম হালত পয়দা হয়েছে যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সংবেদনশীলতা বা এইসব আবেগের ব্যাপার কীভাবে লিখব! মোটকথা, হযরতের দুআ ও তাওয়াজ্জুহের বরকতে আমার প্রতি আমার প্রভুর অশেষ ফযল ও করম, দয়া ও করুণা রয়েছে। আমি আলহামদুলিল্লাহ্! হাজার হাজার রূহানী ও জেসমানী নেআমতের মধ্যে যেন অবগাহন করছি। হযরত! মনে হয় যেন দিলের মধ্যে কেউ বসে রয়েছেন সান্তনা দেওয়ার জন্য–

ہمدم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش وخرم
دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں

অর্থঃ আমি ভীষণ খুশি ও উৎফুল্ল সেই সাথীকে পেয়ে যিনি সকল বিপদেও সঙ্গে থাকেন। কেউ তো আমার দিলের মধ্যে বসে বসে আমাকে অভয় আর সান্তনা দিচ্ছেন।

একটি পেরেশানি, একটি চিন্তাই বেশিরভাগ সময় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। দিন-রাত এই চিন্তা হয় যে, ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু নসীব হবে নাকি হবে না?

www.islamfind.wordpress.com

রোগ-যন্ত্রণা, দুনিয়া ছেড়ে যাওয়া, জান কবযের কষ্ট, শয়তানের প্রতারণার চিন্তা এই বিষয়গুলো নিয়ে অস্থিরতা দুশ্চিন্তার রূপ নেয়। তবে কিছুক্ষণ পরে এই চিন্তা করা শুরু করে দেই যে, পরওয়ারদেগারে আলম শুধু আপন ফযল ও অনুগ্রহে যখন আমার উপর এত অনুগ্রহ, করুণা এবং রহমতের গুচ্ছ গুচ্ছ স্তুপ নাযিল করে চলেছেন, তিনি ঐরূপ অসহায় ও অপারগ অবস্থায় যখন প্রয়োজন তীব্র হবে নিশ্চয় আরো বেশি সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ্। এবং অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ্ চাইলে ঈমানের উপরই মৃত্যু হবে। এরূপভাবে আল্লাহ্র রহমতের প্রশস্ততা ও অসীমতার কথা চিন্তা করতে থাকি। ব্যাস ঐ পেরেশানি দূর হয়ে যায়। হালতের অবগতি প্রদানের উদ্দেশ্যে হযরতের নিকট সবকথা তুলে ধরলাম। হযরতের দুআ ও তাওয়াজ্জুহের আমার ভীষণ প্রয়োজন।

বিশ্লেষণঃ ঐ হালাতের কারণে যত খুশি আপনার লেগেছে আমারও তার চেয়ে খুব বেশি কম নয়। মুবারক হোক। আল্লাহ্ তাআলা আরো উন্নতি ও এস্তেকামাত দান করুন। অনেক বড় নেআমত। আলহামদুলিল্লাহ্।

দুনিয়াবি ব্যাপারে কান্না আসা দীনী ব্যাপারে না আসা

হালঃ যদি নিজের কোনো নিকটাত্মীয়ের অথবা সরাসরি নিজের দুনিয়াবি কষ্ট হয় তাহলে খুব দ্রুত কান্না এসে যায় কিন্তু দীনী কোনো শোগল-অযীফা, নামায ইত্যাদির ত্রুটি ও ক্ষতির ক্ষেত্রে সেরকম দ্রুত কান্না কেন আসে না? যদিও আমি জানি এ বিষয়গুলো মাকসূদ নয়। শুধু এই পার্থক্যের কারণ জানতে চাই যে, দুনিয়াবি ব্যাপারে কান্না আসে এবং দ্রুত পক্ষান্তরে দীনী বিষয়ে কান্নার নাম নিশানাও নেই।

বিশ্লেষণঃ ওখানে দুঃখ-কষ্টের কারণে কান্না আসে এখানে দুঃখ-কষ্টই তো নেই।

জয্ব ও আকর্ষণের পন্থা

হালঃ মাওলানা রুমীর মাযহাব তো এই যে, এই তরীকতের মধ্যে আসল হল জয্বের পন্থা। কিন্তু জয্ব কাস্বী (অর্জনযোগ্য) নয় আল্লাহ্র দান মাত্র। এই বিষয়টি যদি সর্বসম্মত মত্ হয় তাহলে আমার জয্বের খাহেশ তো অর্থহীন। হযরতের মতামত জানতে চাই যে, বান্দার সাধনার মধ্যে এমন কী আছে যেটাকে মিলিয়ে দিলে 'জয্ব' এর পথে পৌঁছা সহজ হবে। আমল তো ইনশাআল্লাহ্ এই নীতির উপর হবে–

www.islamfind.wordpress.com

کار کن موقوف ہر جذبہ مباش

অর্থাৎ কাজ করে যাও জয্‌ব ও আকর্ষণের উদ্দেশ্যে কাজ বন্ধ রেখ না।

দীর্ঘদিন থেকে এই বিষয়টির দিকে নফ্‌সের চাহিদা হচ্ছিল। আজ ছিল তীব্র। এজন্যই লিখে ফেললাম।

বিশ্লেষণঃ প্রায় সর্বসম্মত। কিরনামে কিছু পার্থক্য থাকলে থাকতে পারে। তবে এর অকাট্যমূল পথ সেই সুলূক। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থঃ যারা আমার পথে মুজাহাদায় (সাধনায়) আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।

এর অর্থ হল গন্তব্যে পৌঁছে দেব আর সেটাই জয্‌বের মূল কথা। শুধু পথ প্রদর্শন এটার উদ্দেশ্য ও অর্থ নয়। কারণ সেটা হয় মুজাহাদার পূর্বে, পরে নয়। আর ঐ কলির অর্থও এটাই অর্থাৎ কাজ কর কেননা এটাই জয্‌বের পথ। জয্‌বের অপেক্ষায় কাজ মওকুফ করে রেখ না। কেননা খোদ জয্‌বটাও সাধারণত কাজের উপরই মওকুফ।

পীরের অনুসরণ না করার এলাজ

হালঃ তাহাজ্জুদ পড়া হয় না। যে কারণে মনের মেধ্য সীমাহীন কষ্ট ও অস্থিরতা বিরাজ করে। এমনিতে হুযূর তো এশার পরে বেতেরের পূর্বেও পড়ে নিতে বলেছিলেন। কিন্তু এই তরীকাটা দিল কবুল করে না।

বিশ্লেষণঃ আফসোস এ'তেকাদ-মহব্বত ও এত্তেবা-অনুসরণ কি এটাই যে, কোনো ব্যক্তিকে জাননেওয়ালা (আলেম) এবং খায়ের খাঁ (কল্যাণকামী) মনে করা হবে এরপর তার নির্দেশনা সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে যে, দিল কবুল করে না। এমনটাই যদি হয় তাহলে ঐ বক্তির তো প্রত্যেক তালীমের মধ্যেই সন্দেহ জাগবে যে, হয়তবা মহামান্য প্রশ্নকারী সাহেবের মুবারক দিল কবুল করবে না। তালীম দেওয়ার জন্য তার দিল কীভাবে আগ্রহী হবে? উত্তম এটাই যে, এরূপ মূল্যহীন মর্যাদাহীন মুআল্লিমকে বাদ দিয়ে অন্য মুআল্লিম ঠিক করে নাও। হতে পারে সেটা নিজের নফ্‌স অথবা অন্য কোনো পীর।

www.islamfind.wordpress.com

হায়বাত ও ভীতির বিভিন্ন আছর

হালঃ আজ দ্বিতীয় দিন চলছে। এমন এক হালত তৈরী হয়েছে যা সহ্য করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। সবসময় দুশ্চিন্তা লেগে থাকে। এমন মনে হয় যে, কিয়ামতের দিন এসে পড়েছে। নিজেকে আব্দুল খল্‌ক ও আব্দুদ দিরহাম ওয়াদদিনার (মাখলুকের গোলাম, দিরহাম ও দিনারের বান্দা) মনে করে এমন ভয় হয় যে, কিছুই করতে পারি না। নফসের নানা চক্রান্ত দেখে বেশি পেরেশানি হয়। হুযূর দুআ করবেন যেন আল্লাহ্ তাআলা এই পেরেশানিকে শান্তি দ্বারা পরিবর্তন করে দেন।

বিশ্লেষণঃ এটা হায়বত ও ভীতির কাইফিয়াত। যা উন্নত আহওয়ালের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা মুবারক ও বরকতময় করুন। এই পেরেশানিটাই উপকারী। এটা পরিবর্তনের চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই। যদি নিরাশা তৈরী হতে থাকে তাহলে কিমিয়ায়ে সাআদাত অথবা এয়াহ্ইয়াউল উলূম-এর 'আশা' অধ্যায় পড়তে থাকা উচিৎ।

'মাঈয়্যাত' এর তীব্রতার প্রভাব

হালঃ কিছুদিন থেকে যিকিরের সময় মনে হয় যে আল্লাহ্ তাআলার যাত আমার কলবের মধ্যে দ্যুতি ও দীপ্তিময় হয়েছেন। কলবের মধ্যে কোনো সূরত-আকৃতি আসে না। তবে কলবকে মনে হয় নূরে আলোকিত এবং একীনের সঙ্গে একথা দিলের মধ্যে বসে যায় যে, মহান আল্লাহ্ আমার দিলের মধ্যে তাশরীফ রাখছেন। জানি যে, আন্‌ওয়ার হল গায়র। কিন্তু اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ (নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বস্তুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন।) এর চিত্র সেসময় দিলের মধ্যে পাই। এই হালতের ব্যাপারে হযরতের মত কী?

বিশ্লেষণঃ এটা হল আকীদা 'তান্‌যীহ'-এর সঙ্গে মাঈয়্যাত-এর তীব্রতার হালত। এরপর হবে আরো উন্নতি। সেটা হল মেধা দ্বারাও প্রত্যক্ষ হবে কোনো কাইফিয়াত ছাড়া মাঈয়্যাতসহ তাঁর আড়ালেরও আড়ালে হওয়া।

গাফলাত-এর এলাজ

হালঃ নিদ্রা ও ঘুমের চাপ খুব প্রবল। মাঝে মাঝে ইবাদতের মধ্যে ত্রুটি হয়ে যায়। হুযূরের সমীপে নিবেদন এই যে, গাফলাতের এলাজ করে অধমকে সংশোধনের নির্দেশনা দিবেন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ বিপরীত দ্বারা চিকিৎসা করতে হবে। অতএব গাফলাত-উদাসীনতার এলাজ যিকির যেটা এখতিয়ারী আমল। সুতরাং আপনাকে সেটাই করতে হবে। আর গাফলাত মানে যদি আপনি ঘুম বুঝিয়ে থাকেন তাহলে এ বিষয়ে হাদীস হল– ঘুমের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ নেই। তাহলে পেরেশানি কিসের?

হৃদয়ের কঠোরতা-কঠিনতার ব্যাখ্যা

হালঃ হযরত! পূর্বে যখন কাউকে বিপদে দেখতাম অথবা নিজে কোনো বিপদে পড়তাম, বেশিরভাগ সময় কান্না চেপে যেত। হৃদয় নরম হয়ে যেত। এখন বিপদাপদে দিলের মধ্যে কষ্ট লাগে না। দুই-তিনমাস পূর্বে জ্বরে বহু মানুষ মারা গেল। এখনো বহু মানুষ কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। কাউকে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে কান্নাকাটি করতে দেখলে বলি– কাঁদছ কেন? মৃত্যু থেকে কেউই বাঁচতে পারবে না। দিলের মধ্যে পূর্বের হালত আর খুঁজে পাই না। এটা কলবের কঠিনতা না কী?

বিশ্লেষণঃ কাসাওয়াত বা দিলের কঠিনতা গোনাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আপনার উল্লেখিত কাইফিয়াত স্বাভাবিক ও স্বভাবগত বিষয় (মাহমূদ) প্রশংসনীয়ও নয়, (মাযমূম) নিন্দনীয়ও নয়।

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! গোনাহের প্রতি অন্তরের ঘৃণাবোধ রয়েছে, বিভিন্ন অঙ্গ দ্বারা গোনাহ হলেও অন্তরের ঘৃণা আছেই।

বিশ্লেষণঃ গোনাহ হয় কেন?

হৃদয়ের কঠোরতা-কঠিনতার আছর

হালঃ আরো কিছু কিছু গোনাহ এবং সেগুলোর আযাবকে সামনে রেখে বেশিরভাগ সময় আকলী অনুশোচনা এবং দুঃখবোধ তো হয় কিন্তু রূহানী কষ্ট ও দুঃখ যে পরিমান হওয়া উচিত সেটা হয় না। এই হালত যদি কাসাওয়াত-কঠিনতার কারণে হয়ে থাকে তাহলে দিলের কঠিনতার বিরুদ্ধে বর্ণিত আযাব ও হুশিয়ারী দেখার জন্য মেশকাত শরীফের কোমলকথা অধ্যায় এবং জান্নাত-জাহান্নামের আহ্ওয়াল আমার ব্যাপারে বেশি আছর করবে। বিশেষতঃ এই বিষয়ের কোনো কিতাব হযরতের লেখা আমার নিকট নেই। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, হাদীসের এবারতের চেয়ে অন্য কোনো কিতাবের তুলনায়... আমার মধ্যে বেশি প্রভাব ফেলে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এটা কাসাওয়াত বা কঠিনতা নয়। তবে যদি এমন হালত হয়ে যায় তাহলে বেশি বেশি মেশকাত শরীফ দেখুন এবং অন্য হাদীসও পড়ুন। বেশি উপকার হবে।

কাসাওয়াতে কলবির হাকিকত

হালঃ হযরত কাসাওয়াতে কলবি বা হৃদয়ের কঠোরতা সম্পর্কে আমাকে বলেছিলেন যেন এর ব্যাখ্যা লিখি। সেজন্যই নিবেদন করছি যে, প্রত্যেক কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের ব্যাপারে আমার মধ্যে পূর্বেই একটা শঙ্কা এবং নিরাশা বোধ জেগে উঠে যা পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয়। যেমন আমি যখন এলমে ছরফ এবং নাহু পড়া শুরু করতে যাচ্ছিলাম তখন আমার মধ্যে এই নেতিবাচক বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, আমি ঐ বিষয় দুটো ভালোমতো শিখতে পারব না। এরপর যখন পড়া শুরু করলাম দেখলাম অল্প মেহনতেই আমি ভালোভাবে আয়ত্ব করে ফেললাম। এরপর মা'কুল ও তাজবীদ সম্পর্কেও একই রকম ধারণা হয়েছিল। যা শুরু করে দেওয়ার পর দূর হয়ে গেছে। এমনিভাবে কিছু কিছু কিতাবে যেসব আমলের কথা লেখা আছে (যেমন কওলুল জামীল, যিয়াউল কুলূব বহুপূর্বে যা পড়েছিলাম) সেগুলোর কিছু কিছু আমল যদি কখনো করেছি, অথবা আল্লাহ্ আল্লাহ্ করেছি তাহলে যেসব আছর ও নূর হওয়ার কথা লিখা আছে, নিজের মধ্যে সে সবের কোনো কিছুই দেখা পাওয়া যায় না। না এর ভিত্তিমূল অনুভব করতে পেরেছি, না আজ পর্যন্ত কোনো আমলে এস্তেকামাত লাভ করতে পেরেছি। যেমন অনেকের কাছে শুনতে পাই যে, তাদের কলবের দূর্লভ ও বিস্ময়কর হালত হয়ে থাকে, যেসবের কোনো আছর আমার মধ্যে হয় নি। তবে কখনো কোনো উৎসাহ সৃষ্টিকারী-প্রেরণা সামনে এলে কলবের উপর এক ধরণের হালত হয়ে যায়। যেমন কখনো যদি কবিতা লিখতে চাই তখন নাত বা মুনাজাত সামনে পড়লে কলবের মধ্যে এক কাইফিয়াত হয় এবং এরূপ ক্ষেত্রে যে কবিতা লিখি তার মান, আবেগ ও আবেদন ভাল হয়। মোটকথা এটা আমার কলবের প্রান্তিক হালাত। এই কারণে আমার ধারণা যে, কলবের পাষণ্ডতা বেশি।

বিশ্লেষণঃ আপনার উক্ত ব্যাখ্যার সার বক্তব্য এই যে, কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীলতা ও প্রতিক্রিয়াহীনতা গায়রে এখতিয়ারী। প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ের পাষণ্ডতা (কাসাওয়াত) এমন এক আবেগ যা এখতিয়ারী আমলের কারণে

www.islamfind.wordpress.com

ঘটিত। এজন্য এই আবেগটাও হুকুমের বিচারে এখতিয়ারী বিষয়ভুক্ত। আর সেই আমলটা গুনাহের আমলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এবার বলা যায় যে, কাসাওয়াত বলা হয়– কলবের এমন বিশেষ প্রভাবকে যা সৃষ্টি হয় গোনাহ করার বরং বারবার গোনাহ করার কারণে। এ কারণেই তো কাসাওয়াতের ব্যাপারে তিরস্কার এবং আযাবের ঘোষণা এসেছে। নতুবা জানা কথা যে, গায়রে এখতিয়ারী বিষয় যা তাকলীফ (শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব)-এর সীমা বহির্ভূত, সেটা তিরস্কার ও হুশিয়ারীর ক্ষেত্র হতে পারে না। নইলে لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا 'আল্লাহ্ তাআলা কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপান না।' এই ঘোষণার বিপরীত হয়ে যাবে। যে বিষয় আপনি উল্লেখ করেছেন সেটা একটি তবয়ী বা স্বভাবগত কাইফিয়াত, যা কলবের দুর্বলতার প্রভাব সেটা মাযমূম ও নিন্দাযোগ্য নয় এবং না সেটা দূর করার চেষ্টা জরুরি। ইনশাআল্লাহ্ এটা এমনিতেই দূর হয়ে যাবে যখন কলবের মধ্যে নূর এবং শক্তি পয়দা হবে। তবে মনে রাখবেন– এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দূর হয়। হতেই হবে– এমন নয়।

গালাবায়ে ফানা-এর আছর

হালঃ বর্তমান হালত আশ্চর্যরকমের। কোনো বস্তুর মধ্যে চিন্তা-ফিকির করার কারণে মন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। এমন কি উদ্ভাবিত বস্তুসমূহ বা মানুষের তৈরী বিষয়গুলোর মধ্যে এরূপ ভাবনা করা– যে, এটা উদ্ভাবক বা তৈরীকারীর প্রমাণ বহন করে, এটাও দিল অগ্রাহ্য করে। এটা মন চায় যে, সর্বক্ষেত্রে বিনা দলিলে আল্লাহ্কে দেখা উচিৎ। জাগ্রত অবস্থাও তন্দ্রাচ্ছন্নতার মতো মনে হয়। অন্য কারোর কথা ভালো লাগে না। নিজের কথা বলার পর অন্যের কথার সময় উদাসীনতা এসে যায়।

বিশ্লেষণঃ যে হালতের বিবরণ লিখেছেন সেটা ফানা-এর প্রবলতা। মুবারক হোক।

প্রশংসনীয় আকলী বিষয়াবলী আমলসহ যথেষ্ট

হালঃ যদিও গোনাহ ও নাফরমানির কাজের প্রতি অধমের ঘৃণাবোধ আছে। আল্লাহ্ না করুন গোনাহ যদি হয়ে যায় এবং মা'মূল কাযা হয়ে যায় তাহলে তাওবা, এস্তেগফার এবং নফসের প্রতি তিরস্কার তো অবশ্যই হয় কিন্তু

www.islamfind.wordpress.com

ভয়টাকে তীব্র বলে মনে হয় না তীব্র হয় আশা। কেননা কোনো অন্যায় কাজ যদি হয়েও যায়, তাওবার পরে দিলের মধ্যে আসে যে, আল্লাহ্ তাআলা মাফ করে দেবেন। না মৃত্যুর ভয় আছে, না আছে হায়াতের আকাঙ্ক্ষা। দোযখের ভয়, বেহেশতর আগ্রহ, দুনিয়ার লোভ ও ঘৃণা একেবারেই নেই। দয়া করে কোনো এলাজ ঠিক করে দেবেন।

বিশ্লেষণঃ প্রশংসনীয় বিষয়সমূহ যদি তবয়ী (স্বভাবগত) না হয় বরং আকলী হয় তাহলে আ মলসহ ঐ প্রশংসনীয় বিষয়সমূহ যথেষ্ট।

মৃত্যুর চিন্তা

হালঃ মৃত্যুর ভয় সবসময় মনের মধ্যে হতে থাকে। ভালো পোশাক, ভালো খাবার ও আনন্দপূর্ণ কথা ও কাজ থেকে মন উঠে গেছে।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

হালঃ প্রায় সময়ই এরকম ভাবনা হয় যে, একদিন অবশ্যই মরতে হবে, আর মরার পর জানি না কী পরিণতি হবে। এই চিন্তায় অস্থির হয়ে যাই। তখন এমন আক্ষেপ হয় হায়! যদি আমি সৃষ্টিই না হতাম।

বিশ্লেষণঃ এইরূপ চিন্তা ও অস্থিরতার জন্য হাজার হাজার আনন্দ কুরবান হোক।

হালঃ হুযূর দুআ করবেন যেন ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু হয়। হুযূরের ফয়েয ও বরকতে আমার হালতের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে।

বিশ্লেষণঃ আয় আল্লাহ্ তোমার শোকর।

কষ্ট ও শোক সব মুজাহাদা

হালঃ যে সব দিনে মনটা ব্যথিত ও বিষণ্ন থাকে সেইসময় ইবাদতের মজা ও স্বাদ খুব বেড়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ প্রকৃতই দুঃখ-কষ্ট বিস্ময়কর মুজাহাদা, যা কলবের সংশোধনে বিশেষভাবে আছর করে থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

তীব্র কষ্ট ও শোকের এলাজ

হালঃ ঈদের পূর্বে মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম। ঈদের কয়েকদিন পর সুস্থ হয়ে গেলাম। এরমধ্যে একদম হঠাৎ আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে গেল। তীব্র কাশির কারণে ছয় মাসের গর্ভ নষ্ট হয়ে গেল। পড়ে গেল। এর বারো ঘণ্টা পরে বেচারির এন্তেকাল হয়ে গেল। তখন থেকে ব্যাকুলতা আমার অন্তরে এমনভাবে ছায়া ফেলেছে যে প্রকাশ করতে পারব না। ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছি। নামায বসে বসেই পড়তে বাধ্য হচ্ছি। অন্যসব শোগল বন্ধ হয়ে গেছে। ব্রেন ও হার্ট অতিরিক্ত কষ্টের কারণে অকেজো হয়ে পড়েছে।

বিশ্লেষণঃ স্বভাবগতভাবে কষ্ট ও শোক হওয়াই উচিৎ। কেননা এই কষ্ট ও শোক স্বভাবগত হওয়া ছাড়াও স্বয়ং ঘটনার মধ্যে লুকানো থাকে অনেক কল্যাণ, হেকমত ও রহস্য। কিন্তু আকল ও দীনের বিবেচনায় ঐ বিষয়গুলো মনে করে তা থেকে সান্ত্বনা নেওয়াও জরুরি। এ ধরণের অবস্থায় 'শাওকে ওয়াতান' পুস্তিকাটির মুতালাআ উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ্। এয়াহএয়াউল উলূমের 'ছবর' অধ্যায়টিও। আমি আপনার জন্য দুআ করছি।

মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা

প্রশ্নঃ হুযূর! যদি আল্লাহ্ তাআলার কাছে নিজের মৃত্যু চেয়ে প্রার্থনা করা হয়, সেটা নিষিদ্ধ নয় তো?

জবাবঃ কেন এই প্রার্থনা?

হালঃ হুযূর আমার দিল খুব মৃত্যু কামনা করে, মৃত্যু আমার খুব কাঙ্ক্ষিত। এই পৃথিবীতে কোনো কিছুরই আমার এত আকাঙ্ক্ষা নেই যেটা আছে মৃত্যুর জন্য। কোনো জানাযা দেখলে মন চায়, যবান দিয়ে অনিচ্ছাতেই বের হয়ে যায়– ইয়া এলাহী! আমাকে কবে তোমার কাছে নিবা? চিন্তা হয় যে, দুনিয়াতে থাকলে রাত-দিন শুধু গোনাহ হতে থাকবে। রাত-দিন পেরেশান থাকব। এসব থেকে তো বেঁচে যাব। অবশ্য যখন কোনো গোনাহ হয়ে যায় তখন মরতে ইচ্ছা করে না।

বিশ্লেষণঃ মূল প্রশ্নের উত্তর মা-শা-আল্লাহ্। মুবারক হালত। এরূপ হালতে মৃত্যুর জন্য দুআ করা নিষিদ্ধ নয়।

www.islamfind.wordpress.com

স্বভাবগত ব্যথায় অসুবিধা নেই

হালঃ মা'মূলাত ছুটে গেলে মনে খুব ব্যথা পাই।

বিশ্লেষণঃ ব্যথা স্বভাবগত হলে অসুবিধা নেই। কিন্তু আকলী ও যুক্তিগতভাবে ব্যথা না পাওয়া উচিৎ। এই বিবেচনায় যে, যা কিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দার জন্য হয় সেটাই ভাল।

পরিচ্ছন্নতা পছন্দনীয় হওয়া

হালঃ ইদানিং নতুন এক হাল হয়েছে এই যে, মন চায় নামাযের স্থান খুব সুন্দর হোক। বিছানা ভালো পবিত্র হোক। ঘরও খুব উত্তম হোক। যদি মসজিদ হয় তাহলে খুব মন বসে।

বিশ্লেষণঃ অন্তরের পরিচ্ছন্নতা বাহিরের পরিচ্ছন্নতা দাবি করছে। মুবারক হোক।

নিজের গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি না থাকা উচিৎ

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! অধমের বর্তমান অবস্থা পূর্বের চেয়ে অনেক ভালো। মনে হয় বরং ইয়াকীন হয় যে, হুযূর দুআর দ্বারা আমার মতো এক দুনিয়ার কুত্তাকে অন্ধকার কূপ থেকে বের করে রাজপথে তুলে দিয়েছেন এবং সকল মাখলূক থেকে অভাবমুক্ত করে দিয়েছেন।

বিশ্লেষণঃ এই দিকেও মনোযোগ দিবেন না। কেননা এটাও নিজের গুণ। এইভাবে, এই পদ্ধতিতে নিজের গুণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়াই অনুচিত।

হালঃ অধম সর্বদা নিজের হালত পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। কিছুদিন থেকে নিজের হালতের মধ্যে পরিবর্তন বোধ হচ্ছে। ইতিপূর্বে যে সর্বদা ইয়াদে এলাহীতে নিমগ্নতা থাকত, তাতে ঘাটতি এসেছে।

বিশ্লেষণঃ এটা একটা হালত যা শুরুতে স্বভাবগতভাবে শক্তিশালী থাকে আর যুক্তিগতভাবে দুর্বল থাকে। শেষে হয় উল্টা। উল্টাটাই বেশি গ্রহণযোগ্য। এটা তখন প্রযোজ্য হবে যখন আমলের মধ্যে ঘাটতি না আসবে। আমলের মধ্যে ঘাটতি এলে তখন আর বলা যাবে না যে উল্টাটাই বেশি গ্রহণযোগ্য।

হালাতের বিশদ ব্যাখ্যা জানতে অধীর না হওয়া

হালঃ মাঝে মাঝে গোনাহের প্রতি ঝুঁকে পড়ি আর তখনি এতমিনান ও প্রশান্তির যে হালত বিরাজিত ছিল, একদম গায়েব হয়ে যায়। মাঝে মাঝে

www.islamfind.wordpress.com

তাওহীদের তীব্রতা এতটাই বেড়ে যায় যে, কোনো কিছুই দিলের কাছে ভাল লাগে না এসমে যাতের আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির ছাড়া। রাতের বেলা কখনো কখনো নিজেকে গাছপালার উপর উড়তে দেখি। কখনো কখনো অন্যায় কাজে লিপ্ত দেখি। ঘুম থেকে উঠার পর মনটা খারাপ এবং লজ্জিত থাকে। তাহাজ্জুদের নামায অনেক সময় কাযা হয়ে যায়। কখনো আসল সময়ে আদায় হয়। যখন কাযা হয় তখন সূর্য উঠার পর আদায় করে নেই। হযরত অধমের স্বল্প বুদ্ধির কারণে নিবেদন করছি যে, সহজ করে জানাবেন যে, ঐ হালতগুলো কেমন? আর আমার জন্য দুআ করবেন যেন আল্লাহ্ তাআলার মহব্বত পূর্ণরূপে লাভ হয়।

বিশ্লেষণঃ হালতের বিশদ ব্যাখ্যার পেছনে পড়বেন না। মনে রাখবেন এ ধরণের পরিবর্তন সকলেরই ঘটে। যে কোনো ভাবেই হোক কাজে লেগে থাকুন। ইনশাআল্লাহ্ একদিন এভাবেই এতমিনান হাসিল হয়ে যাবে। তবে তারবিয়াতুস সালিক মুতাআলার মাধ্যমে সাহায্য পাবেন।

দুআর সময়ে আটকে যাওয়ার কারণ

হালঃ দুআ ও মুনাজাতের পূর্বে আশা জাগে যে, এইভাবে মিনতি করব, এই রকম বলব। কিন্তু দুআ শুরুর পর আর কোনো কথা নেই। শুধু নীরবতা। একটি কথা শুধু বলি– হে আল্লাহ্ সিরাতে মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এই একটিমাত্র কথা ছাড়া আর কোনো কথা যবান থেকে বের হয় না। অবাক হয়ে ভাবি এর কারণ কী?

বিশ্লেষণঃ দুআর পূর্বে আশা এবং সময়মতো নীরব হয়ে থাকা- এর কারণ বিভিন্ন। কখনো এর কারণ আগ্রহের দুর্বলতা। অর্থাৎ পূর্বে অনেক রকম ভাবল কিন্তু সময়মতো নিরুৎসাহিত ও নিরুদ্যম হয়ে পড়ল। কখনো মুনাজাতের সময় আল্লাহ্র ভয় তীব্র হয়ে উঠা, কখনো তাফবীয-সমর্পণের তীব্রতা, কখনো ফানা'র তীব্রতা, কখনো তাওহীদের প্রবলতা যে, আল্লাহ্র কাছে গায়রুল্লাহর কি চাইব! কখনো তীব্র বিস্ময় এর কারণ হয়ে থাকে যে, কী চাইব আর কী না চাইব? আমার মতে আপনার বেলায় শেষোক্তটি কারণ। তবে আপনিই চিন্তা করে নির্ণয় করবেন যে, ঐসব কারণের মধ্যে কোন্‌টি আপনার ক্ষেত্রে টেকে। কারণ এ সকল বিষয়ের উপলব্ধি নিজের মেধা দ্বারা করতে হয়।

www.islamfind.wordpress.com

স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা

হালঃ স্ত্রীর সঙ্গে গভীর আন্তরিক সম্পর্ক আছে কিন্তু বোঝা মনে হয়। বেশিরভাগ সময় আতঙ্কিত থাকি যে, বিরাট বড় সম্পর্ক, কীভাবে এড়াব? কিন্তু যখন তার নিকট থাকি তখন আবার মহব্বতও অনেক বেশি মনে হয়। একবার সে ভীষণ অসুস্থ ছিল, সেসময় মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল যে, মরে গেলেই বেঁচে যেতাম। কিন্তু ইচ্ছা করে এই মনোভাবকে প্রতিরোধ করছিলাম যে, গোনাহ হয়ে যায় কিনা। যা হোক, অবশেষে সুস্থ হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ হ্যাঁ, এরূপ চিন্তাই করা যাবে না। কখনো কখনো এইরূপ চিন্তা 'হিম্মত' (আত্মিকশক্তি)-এর পর্যায়ে উন্নীত হয়ে বাস্তবেও প্রভাব ফেলে। তাতে হত্যার গোনাহ তার ঘাড়ে চাপে।

হালঃ সে আমাকে খুব মানে। যেহেতু দীনদার, বুদ্ধিমতি, শিক্ষিতা এজন্য বেশি কষ্ট হয় না। নইলে না জানি আমার জীবনে কী ঘটত? বেহেশতী জেওর, তাবলীগে দীন পুরাটাই পড়েছে। সাধ্যমতো আমলও করে।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্‌র বান্দা এমন এক নেয়ামত– যাকে হাদীসে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়েছে, পেয়েও আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়?

হালঃ এখন আর কী কী কিতাব তাকে দেওয়া যায়?

বিশ্লেষণঃ আমার মাওয়ায়েয সাধ্যমতো দেওয়া যায়।

হালঃ নামায ও তিলাওয়াত নিয়মিত করে। আমি বলেছিলাম–মাওলানার কাছে মুরীদ হবে? বলল– আরো একটু নিজের হালত আগে সুন্দর করে নেই তারপর। তার ব্যাপারে এখন কী করব?

বিশ্লেষণঃ তার মত যথার্থ। মেনে নিন।

হালঃ এখন পর্যন্ত সে নিজের মায়ের বাড়িতেই থাকে। তার পিতা কাচারীতে কাজ করেন, যার উপার্জনে হয়ত হারাম অর্থও মিশ্রিত থাকে। তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কি সতর্কতা অবলম্বন করা যেতে পারে। যদি তার খাবারের খরচ পরিমাণ অর্থ তার পরিবারের লোকদের পেছনে খরচ করে দেওয়া হয় অথবা তার মাধ্যমে খাওয়ার খরচের সঙ্গে জমা করিয়ে দেই তাহলে কি জায়েয হতে পারে?

বিশ্লেষণঃ তাতে কী হতে পারে?

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ এ বিষয়টি নিয়ে আমি খুব চিন্তিত থাকি।

বিশ্লেষণঃ ঐ উপার্জন সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে প্রথমে উপার্জন সম্পর্কে বিশদ জানাতে হবে।

হালঃ আমার বাড়িতে যেহেতু তার কোনো শরঈ মাহরাম নেই, এজন্যই এখন পর্যন্ত মায়ের বাড়িতেই থাকছে। তবে আমি যখন থাকব তখন কোনো সমস্যা নেই।

বিশ্লেষণঃ নিজে যেখানে থাকেন সেখানে নিয়ে যান না কেন?

হালঃ আমার কামনা এটাই যে, ঐসব সম্পর্ক থেকে সম্ভাব্য দূরত্ব বজায়ে রেখে একেবারে নিজের মতো করে এতমিনানের সঙ্গে থাকব। কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কোনো ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি না। হয়ত আমার তাকদীরে এটাই নির্ধারিত। এভাবে রাখাটাই হয়ত আল্লাহ্‌র মর্জি।

বিশ্লেষণঃ আমার যা বলার আগেই বলে দিয়েছি।

স্ত্রী সহবাস নফ্‌স দমনের বিপরীত নয়

হালঃ আমার বিবাহের পর থেকে আজ পর্যন্ত এশার পর অন্যান্য নামায ও অযীফা শেষ করে বাড়ি ফিরি। সপ্তাহের মধ্যে দু-তিনবার নফ্‌স এমন প্রবল হয়ে উঠে যে, স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়া ছাড়া কিছুতেই ঘুম আসে না। একেবারেই মাজবূর-অপারগ। যতই চেষ্টা করি যে, মাঝরাতের পর বা শেষ রাতে প্রয়োজন মেটাব কিন্তু সম্ভব হয় না। ঘুমানোর সময় তায়াম্মুম করে নেই। খুব লজ্জা ও অনুশোচনা হয় এই কারণে যে, গোসল ছাড়া থাকি। নফ্‌সের চাহিদার কারণে বাধ্য হয়ে যাই। 'নফ্‌সকে হত্যা-দমন করতে পারবে না পীরের আশ্রয় ছাড়া।'

বিশ্লেষণঃ এটা নফ্‌স দমনের বিপরীত নয় বরং সহবাস স্ত্রীর পাওনা অধিকার। এ কারণে তাকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বনের সুপারিশ করা হয়েছে যে, 'তাদের শয্যা ত্যাগ কর।'

হালের তীব্রতা

হালঃ মাঝে মাঝে মুনাজাত করতে করতেই মুনাজাতের মাঝে চিন্তা আসে যে, প্রার্থিত বিষয় চাওয়া যদিও জায়েয কিন্তু কে জানে সেটা মাওলার মর্জিমতো এবং উপকারী কিনা। হতে পারে তোর জন্য অকল্যাণকর, এই চিন্তা আসার

www.islamfind.wordpress.com

পর আগ্রহ কমে যায় মনটা হয়ে যায় দুর্বল। অবশ্য এমন সব বিষয়ে সাধারণত আগ্রহ থেকেই যায় যা যওক-শওক বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। যেমন–

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ عَنْ غَيْرِكَ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ

হে আল্লাহ্! আমার অন্তরকে অন্যদের মহব্বত থেকে পাক পবিত্র করে তোমার মহব্বত দান কর। এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বহু বচন ব্যবহার করি (আমাদের অন্তরকে) কিন্তু তখন আবার এই আশঙ্কাও হয় যে, এই সব দান তো যার তার প্রতি হতে পারে না। তখন আবার আগ্রহ কমে যায়, অথচ কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহ সাধারণত বহুবচনেই ব্যবহৃত। এই সব বিষয় নিয়ে কিছুটা পেরেশান।

বিশ্লেষণঃ এটাও বিশেষ একটি হাল। পরে এটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

তীব্র ঘুমের চাপের এলাজ

হালঃ যে সময় অযীফা পড়ি, দিন বা রাতে ঘুমের প্রচণ্ড চাপ হয়। তাহাজ্জুদের নামাযেও খুব ঘুম চাপে। যে কারণে খুব পেরেশানি হয়। যখন অযীফা পড়ি না তখন ঘুমও থাকে না। এমনকি অযীফা পড়ার মাঝে কয়েকবার ওযু করা সত্ত্বেও ঘুম তাড়াতে পারি না বরং অল্প সময় পরেই আবারও ঘুমের প্রবল চাপ শুরু হয়ে যায়। কী যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না, অধম চায় না তার অযীফা আদায়ে কোনো ত্রুটি হোক সেজন্যই হুযূরকে জানালাম। মেহেরবানি করে এর এলাজ দিবেন।

বিশ্লেষণঃ ঘরের মধ্যেই হাটুন আর অযীফা পড়ুন।

* * *

হালঃ যিকির ও তাহাজ্জুদের সময় এবং বারো তাসবীহ আদায় কালে ভীষণ ঘুমের চাপ হয়।

বিশ্লেষণঃ গোলমরিচ কাছে রাখবেন। ঘুমের বেশি চাপ হলে এক দানা গোল মরিচ চিবুতে থাকবেন।

পীরের নিকট উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির পার্থক্য

হালঃ হুযূরের মুবারক দরবারে অল্প দিনের জন্য হলেও পড়ে থাকার খুব খাহেশ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, দূরে থাকলে আগ্রহ তীব্র থাকে কিন্তু

www.islamfind.wordpress.com

যিয়ারত নসীব হলে সেই আগ্রহ থাকে না; বরং উল্টা মনের মধ্যে জটিলতা বোধ হতে থাকে।

বিশ্লেষণঃ হাঁ, কিছু কিছু স্বভাব বৈশিষ্ট্যের চাহিদা এরকমই। এর রহস্য হল নিয়ম-নীতির চাপ। যেহেতু গায়রে এখতেয়ারী তাই ক্ষতিকর নয়।

* * *

হালঃ জানি না এখন কেন আর সেই বিষয়গুলো মনের মধ্যে খুঁজে পাই না যা হুযূরের দরবারে থাকার সময়ে পেতাম। একেবারেই নেই অথবা সামান্য আছে। এই পার্থক্যের কারণ কী?

বিশ্লেষণঃ এটা ক্ষতিকর নয়। দূরে থাকার ক্ষেত্রে ঘাটতি শুধু স্বাদ ও মজার, উপকারিতার নয়। যেমন খাবার খাওয়ার সময় যে স্বাদ মুখে লাগে, পরে সেটা মুখে লেগে থাকে না কিন্তু খাবারের উপকারিতা স্বাদের মতো দূর হয়ে যায় না।

আবদিয়াত ও দাসত্বের হাল ও মাকাম

হালঃ এক সপ্তাহ যাবৎ এই কাইফিয়াত চলছে যে, নামায ও যিকিরের পর দুআর মধ্যে কবুল করার প্রার্থনা জানাতে লজ্জা ও বাধা লাগে। আমার নামায আর যিকির- যা পুরাপুরি ত্রুটিপূর্ণ, না তার মধ্যে খুশূ' খুযূ', না হুযূরে কলব, এই রকম নামায আর যিকির পেশ করে কবুল করে নেওয়ার জন্য আবেদন করা মনে হয় চরম নির্লজ্জতা। এই কাইফিয়াতের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে মেহেরবানি করে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ উঁচু স্তরের আবদিয়াত ও দাসত্বের হাল। মুবারক হোক। এর চেয়েও উঁচু হল আবদিয়াতের মাকাম। সেটা এই যে, হালের গালাবা অর্থাৎ তীব্রতা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র নির্দেশকে প্রাধান্য দিয়ে অবশ্যই কবুলিয়াতের জন্য দুআ করা। এর মধ্যে একরকম মুজাহাদা ও সাধনা হয়ে যায়। কারণ তবীয়তের চাহিদার উপর শরীয়তের চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া হল।

নেসবত ছিনিয়ে নিতে না পারা এবং তাসাররুফের ক্ষমতা ওয়ালা হওয়া

প্রশ্নঃ যে সব সুফী তাসাররুফ (আত্মিক ক্ষমতা লাভ ও প্রয়োগ)-এর অনুশীলন করেন তারা অন্য সাহেবে নেসবতের নেসবত কিভাবে ছিনিয়ে নেন?

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ নেসবতকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। নেসবত তো তাআল্লুক মাআল্লাহ্ (আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কে)-এর নাম। হাঁ, কাইফিয়াতে নাফসানিয়াকে দুর্বল করে দেয় যাতে মেধা ও বুদ্বি বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। কখনো কখনো এর প্রভাব ইচ্ছা শাক্তির উপর অতঃপর সেখান থেকে আমলের উপর পৌঁছে যায়। অর্থাৎ আমলের মধ্যে এসে যায় অলসতা। কিন্তু এখতিয়ার ও ক্ষমতা নির্মূল হয় না। নিজের ইচ্ছা ও সংকল্প দ্বারা প্রতিরোধ করে দিতে পারে।

প্রশ্নঃ এতে তাদের কী লাভ হয়?

জবাবঃ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিছুই নয়, বরং এটা একটা গোনাহের কাজ। তবে এমনও হতে পারে যেখানে এর প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত। যেমন কারোর মধ্যে যদি কোনো কাইফিয়াত খুব বেশি হয়ে যায় যা কোনো ওয়াজিব পালনের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী হয়ে যায়, তাহলে সেই বর্ধিত কাইফিয়াতকে দুর্বল করার কাজে উক্ত শক্তিকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

প্রশ্নঃ তাসাব্বুফের অনুশীলন ছাড়া নেসবতওয়ালা ব্যক্তি কি তাসাব্বুফের ক্ষমতাবান হতে পারে?

জবাবঃ না, তবে কিছু মানুষ সৃষ্টিগত ভাবেই তাসাব্বুফের উপযোগী হয়ে থাকে। এমনকি নেসবতওয়ালা না হলেও এরূপ হতে পারে।

* * *

প্রশ্নঃ উপরোক্ত জবাবের আলোকে এটা তো বোঝা গেল যে, আসল নেসবত যার অর্থ তাআল্লুক মাআল্লাহ্, বিলুপ্ত করলেও বিলুপ্ত বা নির্মূল হয় না, শুধু কাইফিয়াতে নাফসানিয়া দুর্বল ও নিস্প্রভ হয়ে যায়। কিন্তু এটা বোঝা গেল না যে, এটাকে দুর্বল করে দেওয়ার কি তরীকা তরীকতওয়ালার নিকট আছে। যদি কোনো অনুশীলকানকারী এরূপ আমল করে তবে সেটাকে ঠেকানোর কোনো তদবীর আছে কি যেন নিজের উপরে ঐ আছর না আসে। যেন তার অন্যায় প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচতে পারে। এটাও জানাবেন যে, তরীকত পন্থীগণ তাসাব্বুফের যে পন্থাগুলো এ বিষয়ের কিতাবাদীতে লিখেছেন, সেগুলোর অর্জন কি শুধু অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল না কি এর জন্য কোনো বিশেষ শর্ত আছে। উপরে 'অনুশীলন ছাড়া নেসবতওয়ালা ব্যক্তি কি তাসাব্বুফের ক্ষমতাবান হতে পারে? প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন যে, না পারে না। তবে কিছু

www.islamfind.wordpress.com

মানুষ জন্মগত ভাবেই তাসাররুফের উপযোগী হয়ে থাকে। যদিও সে সাহেবে নেসবত না হয়।' এ থেকে বোঝা যায় যে, সাহেবে তাসাররুফ হওয়ার জন্য সাহেবে নেসবত হওয়া জরুরি নয়। তাসাররুফাতের অনুশীলন করার দ্বারা সাহেবে তাছাব্বুরফ হয়ে যায়। কিন্তু হাজী সাহেব যিয়াউল কুলুবের মধ্যে - যেখানে কিছু কিছু তাসাররুফাতের পন্থা লিপিবদ্ধ আছে, লিখেছেন- এই বিস্ময় সৃষ্টিকারী ও দূর্লভ তাসাররুফাত নেসবতে ফানা ও বাকা অর্জন ছাড়া কার্যকর হয় না। এইসব বিষয় বেশিরভাগ মধ্যপন্থী সালিকের দ্বারা সংঘটিত হয়...। যা হোক আমার সামান্য জ্ঞানে উপরোক্ত জবাবে এবং হাজী সাহেবের কথার মধ্যে পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে। সে জন্য পূনর্বার নিবেদন করছি, দয়া করে সমাধান দেবেন।

জবাবঃ ১- এর পন্থা হল হিম্মত শক্তির প্রয়োগ। ২- দ্বিতীয়জনেরও যদি হিম্মত সুদৃঢ় হয় তাহলে সেটাকে রোধ করতে পারে। ৩- অনুশীলন করা, ৪- হযরত হাজী সাহেব রহ.-এর বাণীর ব্যাখ্যা এই যে, এই বিস্ময় সৃষ্টিকারী ও দূর্লভ তাসাররুফাত দীনী বিচারে উপকারী হওয়ার জন্য নিসবতে বাকা ও ফানা অর্জনের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ অনুশীলন ও সৃষ্টিগত শক্তির সঙ্গে এটাও শর্ত। 'দীনী বিচারে উপকারী হওয়া' কথাটি যদিও উল্লেখ নেই, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও নীতিগতভাবে ঐকথাটুকু যে যুক্ত করতে হবে তা বোঝা যায়। কেননা সালিকের আসল বিষয় মূলত এই 'দীনী উপকার'। সুতরাং সুলুকের কিতাবে এটাই উদ্দেশ্য হবে। আর এই নেসবত ছাড়া 'দীনের মধ্যে উপকারী' হবে না। এই নেসবত না থাকলে সাহেবে তাসাররুফ হবে আনওয়ার শূন্য। যিনি আনওয়ার শূন্য তার দ্বারা অন্যের প্রতি নূর সংক্রামণ কিভাবে হবে। অথবা হাজী সাহেবের 'কিছু কিছু বিস্ময় সৃষ্টিকারী ও দূর্লভ তাসাররুফাত' উক্তিটির উদ্দেশ্য বিশেষভাবে সেটাই হবে যা সুলুকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন তাওবা বখশী...। আর বিস্ময় সৃষ্টিকারী ও দূর্লভ বলাটাও এর প্রমাণ হতে পারে, নতুবা সল্‌বে মরজ (রোগের বিলুপ্তি) তো বিভ্রান্ত-বাতিল পন্থীও করে থাকে। এরূপ মামুলি তাসাররুফকে (যা বাতিলপন্থীও করে থাকে) কেন বিস্ময়কর ও দূর্লভ বলতে যাবেন? উভয় ব্যাখ্যার সারকথা খুব কাছাকাছি।

নেসবত মাআল্লাহ্ অর্জনের পন্থা

প্রশ্নঃ মুর্শিদের খেদমতে হাজির হওয়া ছাড়া সালিকের আল্লাহ্‌র ইশক ও মহব্বত হাসিল হয় কিনা?

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ গোনাহ পরিত্যাগ, অধিক যিকির এবং মুর্শিদের কাছে হালাতের অবগতি প্রদান হল ইশক ও মহব্বত অর্জনের পন্থা। মুর্শিদের খেদমতে হাজির না হলেও এতে সমস্যা নেই।

তাওহীদে উজূদী ও ফানা, অহঙ্কারের এলাজ ও লাতায়েফের যিকির

একজন খলিফার কিছু প্রশ্নের উত্তরে 'মিলনের আছর সম্পর্কে স্পষ্ট কথা'

অধম... এর পক্ষ থেকে আমার সাইয়্যেদ, আমার মাওলা, আমার মুর্শিদ ও মুকতাদা সমীপে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির আহীম, হামদ ও সালাতের পর অধম নিজের কিছু হালাত তুলে ধরে হযরতের দিক নির্দেশনা প্রার্থনা করছে।

প্রথম অংশ ঃ মাত্র কয়েকদিন হল অধম একগ্রামে গিয়েছিল। সেখানেই কলবের মধ্যে এমন এক হালত উদয় হল যা পূর্ণ রূপে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এক পরম শান্তি ছিল যা পূর্বে কখনো নির্জনেও পাই নি। অথচ সেই কোলাহলের মধ্যে সেদিন যা পেয়েছিলাম তা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। এটাকে 'হুযূর মাআল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র সঙ্গে হাজির থাকা) বলা যাবে না কি? মনে হচ্ছিল যে 'যাতে হক তাআলার' (আল্লাহ্‌র সত্তার) সঙ্গে একদম 'এত্তেছাল' (মিলিত ও সংযুক্ত) হয়ে গিয়েছিলাম। এমনকি অন্য কোনো দিকে খেয়াল করারও কোনো অবকাশ ছিল না। যেহেতু অধমের রুচি হুযূরের জুতার তোফায়েলে 'তানজিহে মহয' (মাখলুকের কোনো গুণের সঙ্গে তুলনীয় নন তিনি এই বিশ্বাস) এই কারণে এটা বলতে পারব না যে, এত্তেছালের কী অর্থ? কী ব্যাখ্যা? এটা কোনো সময়ে এত বেড়ে গেছে যে, বিনা ইচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে ফেলতাম। সেজদার মতো মাথা ঝুঁকে যেত। নিজের খেয়ালটাও অবশিষ্ট থাকত। মাঝে মাঝে তাঁর আযমত (মর্যাদা ও বড়ত্ব) এত বেশি আচ্ছন্ন করত যে, তখন এত বেশি এত্তেছাল গোস্তাখি ও বেআদবি বোধ হয়েছে। মনে হয়েছে পেছনে সরে থাকা উচিৎ। তবে এই পেছনে সরে থাকার অর্থও বলতে পারব না যে, কী সেটা। সার্বিকভাবে এই বিষয়টা মাথায় আসত যে, আল্লাহ্ তাআলা এই জগতকে বানিয়েছেন 'আলমে আসবাব' কারণ ও উপকরণের জগৎ। এর উদ্দেশ্য এটাই যে, কারণ এর আড়াল থাকতে হবে এবং মুশাহাদা (আড়াল বা) পর্দাহীন হতে পারবে না। পাশাপাশি এখানের কারণ এর ধারাবাহিকতা কোথাও গিয়ে খতম হয়ে যায়। তারপরে সকল কারণের কারণ খোদ জাল্লা জালা-লুহু। নজরকে (দৃষ্টিকে) যদি

www.islamfind.wordpress.com

গভীর করা যায় তাহলে আড়াল বা পর্দা বাকি থাকে না। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই মুশাহাদা হতে পারে। তখন এই শের বললাম-

اے تو پنہاں در ظہور خویشتن - آشکارا ہم بنور خویشتن

অর্থঃ তুমি তো আপন প্রকাশের মাঝে অপ্রকাশিত, আপন নূরের দ্বারাই তুমি আলোকিত।

নামাযের মধ্যে কখনো কখনো এই অবস্থা হত যে, গায়রুল্লাহ্‌র দিকে এমনকি নিজের দিকেও সামান্যতম কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকত না। এই অবস্থা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য হত। এর বেশি স্থায়ী হত না। নামাযের বাইরে মানুষের সঙ্গে চিকিৎসা সংক্রান্ত কথা বলতাম, কিন্তু কলবের মধ্যে একাগ্রতা থাকত। কথা বলার সময় মনোযোগ সরে যেত, কিন্তু কথা যেই খতম হত সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগ ফিরে আসত। যে আমোদ-আহ্লাদ ঐ অবস্থায় আমার হত তা এখনো বিদ্যমান আছে আমার শিরায় শিরায়। নামাযের পরে মন চাইত যে, মসজিদ থেকে এখন কোথাও যাব না। কিন্তু বাধ্য হয়ে যাওয়া লাগত। মাঝে মাঝে চিন্তা করতাম আমার হালত যেন চলে না যায়। সে উদ্দেশ্যে শুকরিয়া আদায় করতাম, কারণ শুকরিয়ার মাধ্যমে নেয়ামত বৃদ্ধি পায়।

কখনো কখনো আবার দুআ করতাম 'হে আল্লাহ্! আমাকে যে উত্তম স্থান দান করেছ তা ছিনিয়ে নিয়ো না।' اَللّٰهُمَّ لَا تَنْزِعْ مِنِّيْ صَالِحَ مَا اَعْطَيْتَنِيْ সেই সময় আল্লাহ্‌র রহমত আমার দিকে ঝুঁকে আছে ভেবে হযরতের জন্য, পিতা-মাতার জন্য... জন্য দুআ করতাম। যাই বুঝে আসত দুআ করতাম। এই হালত দুই দিন থাকল। একই রকম না হলেও এর ব্যাপ্তি ছিল দুই দিন। এই দুই দিনের একটি মুহূর্তও এই হালত শূন্য ছিল না। এরই মাঝে একটি আছর ছিল এই যে, অপ্রয়োজনীয় কথার প্রতি ঘৃণাবোধ। যে কথাই বলতাম সেটা হত ব্যাপক (জামে'-মানে')। হযরতের কথার ছায়া থাকত সব কথার মাঝে। বাক-ভঙ্গিও (কথা বলার স্টাইল) সেইরকম, কণ্ঠস্বরও প্রায় একই রকম। একই রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি চূড়ান্ত ঝোঁক। নোংরামির প্রতি চরম ক্ষোভ। কিন্তু যতই নোংরা কোনো মানুষ নামাযে দাঁড়িয়ে গেলে তার প্রতি কোনো ঘৃণাবোধ হত না। চেহারার সৌন্দর্যের প্রতি অনেক বেশি আকর্ষণ ছিল। আরো একটি আছর ছিল এই যে, প্রত্যেক বস্তুর হাকিকত যেন চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম। এমনকি বারবার এমন মনে হত যে, মানুষের গোপন কলবের হালত পর্যন্ত আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমন যখন হল তখনই আমি মুখ ফিরিয়ে

www.islamfind.wordpress.com

নিলাম। একটি কারণ এই যে, এতে তো গোপন সংবাদ সংগ্রহ বা গুপ্তচরবৃত্তি হয়ে যাচ্ছে এবং গোনাহ হচ্ছে। দ্বিতীয় কারণ এতে ছিল আমার তবয়ী নাফরাত বা স্বভাবতগত ঘৃণা। এ অবস্থা যদি দূর হয়ে না যেত তাহলে তো লোকজনের সঙ্গে ঐ সব গোপন বিষয়ে কথা বলা শুরু করে দিতাম। আমি সেটা কিছুতেই চাই নি। এমনকি যদি যিকরুল্লাহ্ও না থাকে, তবুও এই কাজে জড়াব না। (তখন এটাই বুঝে এসেছিল, জানি না এটা ঠিক ছিল না ভুল। আর প্রকৃত পক্ষে আমার কী করা উচিত ছিল)। অনেকবার এমন হয়েছে যে, মানুষের গোপন বিষয় আমার কাছে প্রকাশ হচ্ছিল। আমি সেটাকে প্রতিরোধ করেছি।

আরেকটি বিষয় এই যে, ঐ 'এত্তেছাল' এমন একটি বিষয় ছিল যে, কলবের বাম দিক থেকে অনুভূত হচ্ছিল না বরং ডান দিকে সিনার ভেতর থেকে অনুভূত হচ্ছিল। জানি না এটা কী ব্যাপার ছিল। পূর্ণ দুই দিন এই অবস্থা চলল তারপর পরিবর্তন হল, কমে গেল। এখনো আছে তবে কখনো কখনো, এবং সেইরকম নয় যেমন ঐ দুই দিন ছিল। তাতে এত মজা ছিল যে, এখন দিল ব্যাকুল অস্থির হয়ে যাচ্ছে যে, ঐ হালত কেন স্থায়ী হল না। যখন ঐ অবস্থা কমে গেল তখন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ভাবছিলাম হায় আল্লাহ্ একি হয়ে গেল। তবে নিজেরই একটা ঘটনা স্মরণ ছিল, যা হযরতের সঙ্গে গোরখপুর সফরের সময় ঘটেছিল। মাজহুলি যাওয়ার সময় হযরত সেকেণ্ড ক্লাশে ছিলেন আমি ছিলাম থার্ড ক্লাশে। সেইসময় আমার হয়েছিল হুবহু একই অবস্থা। ঐ হালত যখন সামান্য কমল তখন একদম বে-এখতিয়ার মন চাইল যে, যদি হযরতের কাছে থাকতাম! সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম একটি ষ্টেশনে এসে ট্রেন থামল আর হযরত সেকেন্ড ক্লাশ থেকে নেমে অধমের কামরায় উঠে আসলেন। কেউ একজন বলল হযরত সেকেণ্ড ক্লাশ থেকে নেমে আসলেন কেন? হযরত বললেন- মন চাইল যে, দোস্তদের দেখে আসি। অধম মাজহুলি পৌঁছার পর এই হালতের কথা জানালে হযরত বললেন- এমনই হয়ে থাকে। এই ঘটনার কথা স্মরণ করে এবারও নীরব হয়ে থাকলাম। ঐ হালত এখনো মাঝে মাঝে হয় তবে অনেক দিন পরপর। হযরত ওয়ালা! দয়া করে জানাবেন- এই হালত কেমন ছিল? অধমের কী করা দরকার ছিল এবং এখন কী করণীয়। দিলের প্রচণ্ড কামনা যে, সর্বদা ঐ হালত বিরাজিত থাক।

দ্বিতীয় অংশ ঃ দ্বিতীয় একটি হালতও নিবেদন যোগ্য। সেটা এই যে, সে হালতের মাঝে যখন আমি গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন পরিচিত এক

www.islamfind.wordpress.com

ব্যক্তি একটি ছোট টুকরি ভরা কিছু আম দিল এবং একটি চিনামাটির পাত্রে কিছু সিরকা দিল। সেই জায়গা থেকে মূল সড়ক ছিল কয়েক কিলোমিটার দূরে। সেই মুহূর্তে সেখানে অনেক মানুষ ছিল। দাতা ব্যক্তিটি আমের টুকরি এবং সিরকার চাটনির পাত্র এনে আমার সামনে রেখে দিল। আমি যখন উঠলাম, লোকটি ঐগুলি পৌঁছানোর কোনো মানুষ দিল না। নিজে বহন করতে আমার লজ্জা লাগল। অপেক্ষায় থাকলাম যে, সে কাউকে পাঠিয়ে দিক অথবা উপস্থিত লোকদের কেউ একজন বহন করুক। সে পাঠাল না কাউকে। উপস্থিতদের থেকে এক ব্যক্তি ঐ দুটো জিনিষই বহন করল। এই ব্যক্তি ছিল একজন হাফেজ। যিনি বাইয়াত হওয়ার জন্য অধমের কাছে আবেদন করেছিল। অধম তার আগ্রহ পরীক্ষার জন্য ফিরিয়ে দিয়েছিল। তার বহন করা গনিমত মনে হয়েছে কিন্তু বিনয়বশত আমি তাকে বললাম- আপনি তাকলিফ করবেন না আমি নিজেই নিব। (সত্য কথা এই যে, এটা ছিল একটি ভনিতা)। অধম সকলের সঙ্গে সড়ক পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তখন একটি মটর গাড়ি আসার কথা ছিল। আল্লাহ্‌র ফয়সালা সেদিন গাড়ি সময়মতো এল না। অনেক বিলম্বে এল কিন্তু একদম ভরা ছিল। খবর পেলাম- আরেকটি গাড়ি কিছুক্ষণ পর আসবে। কিন্তু এল না সেটাও। প্রচণ্ড গরম ও রৌদ্রের মধ্যে প্রায় দুঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা লাগল। এরপর কয়েকটি টমটম গাড়ি এল কিন্তু জায়গা পেলাম না। মোটকথা, খুবই কষ্ট সহ্য করতে হল। তখন এই এই আয়াত মনে পড়ল-

مَآاَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ (অর্থাৎ তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয় তা তোমাদের কর্মেরই ফল। শুরা-৩০) দিলের মধ্যে বেজে উঠল যে, এটা হল একজন ভিন্ন মানুষকে দিয়ে কাজ করানোর এবং নিজে করতে লজ্জাবোধ করার কুফল। এটা কিবির-অহঙ্কার। তখন সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত হলাম যে, এই গোনাহের কারণে ঐ 'হুযূর মাআল্লাহ্‌র' হালত নষ্ট না হয়ে যায়। তওবা, এস্তেগফার করলাম। আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলাম- 'হে আল্লাহ্! আমার দীনের উপর কোনো মুসিবত চাপিয়ে দিয়ো না। হে আল্লাহ্! আমার এই মুহূর্তের কষ্ট যদি ঐ গোনাহের কারণেই হয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ার আরো যে কোনো কষ্ট যা আসে আসুক, আমার আপত্তি নেই, সব মঞ্জুর কিন্তু আমার দীনী মুসিবত ঐ হালত নষ্ট হওয়া একেবারেই মঞ্জুর নয়। এর অল্পক্ষণ পরেই একটি টমটম এল তাতে রওয়ানা হয়ে গেলাম। রাস্তায় সারাক্ষণ তওবা এস্তেগফার করতে থাকলাম। ভাবলাম এর কাফ্‌ফারা হিসাবে

www.islamfind.wordpress.com

কী করব? তখন এটা ছাড়া আর কিছুই মনে এল না যে, ঐ নফ্সানী দুষ্টামির এলাজ ছিল সব লোকের সামনে ঐ টুকরি মাথায় তুলে নেওয়া। কিন্তু সেখান থেকে চলেই এসেছি। শহরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। মনের মধ্যে স্থির করে নিলাম শহরের মধ্যেই তাই করব। পরে হযরতকে জানাব। যেটা হযরত সিদ্ধান্ত দেবেন তাই করব। শহর থেকে যখন বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছুই তখন পূর্বের ভাবনা অনুসারে ঐ টুকরি মাথায় নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। চিন্তা করলাম বৈঠক খানায় না জানি কে বা কারা আছে, তাদের সামনে বিশেষত চাকরদের সামনে এটা লজ্জার ব্যাপার হয়ে যাবে। এই চিন্তাকে পাত্তা দিলাম না। এভাবে বাড়ি পৌঁছলাম। গেটে নিচের ভাড়াটিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সালাম দিলাম। ও ভাবেই বৈঠকখানায় পৌঁছলাম ঘটনাক্রমে সেখানে কাজের লোকেরা কেউ ছিল না। অন্য কেউও ছিল না। ছিলেন শুধু মৌলবী... সাহেব। তাকে সালাম দিয়ে টুকরি মাথা থেকে নামিয়ে রাখলাম। এবার হযরত নির্দেশনা দিন- অধমের কোন্ কাজটি সহীহ, কোন্টি গলত? উক্ত এলাজ কি যথেষ্ট না আরো কোনো এলাজ জরুরি।

তৃতীয় অংশ ঃ ঐ হালত এখনো এমনভাবে চালু আছে যে, মাঝে মাঝে হয়ে যায়। কখনো নামাযে কখনো নামাযের বাইরে। একটু সামান্য পার্থক্য হয়েছে, পূর্বে সিনার মধ্যে ডান দিকে অনুভূত হত। এখন সিনার মধ্যখানে কলবের খুব কাছাকাছি। আমি এটা বর্ণনা করতে পারব না যে, কিসের থেকে, কিভাবে 'এত্তেছাল'-এর অনুভব আসে। আর সিনার মধ্যে, ডান, বাম, মধ্যখান- এগুলির সঙ্গে কী সম্পর্ক? আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে অধমের রুচি ও বিশ্বাস হল- 'তানযীহে মহজ'। তিনি অতুলনীয়, নিরঞ্জন। ওয়াসালাম বি আদাবিত তামাম। মুহাররম ৪৪ হিজরি।

প্রথমে অংশের জবাবঃ এটা যৌগিক হালত ছিল। তাওহীদে উজূদী ও ফানা দ্বারা গঠিত ছিল ঐ হালত। যেহেতু এই গালাবা বা প্রবলতার প্রথম অবতরণ ক্ষেত্র রুহ, কলব নয়; সে কারণে ডান পার্শ্ব থেকেই সূচনা অনুভূত হত। এই হালত নিষ্প্রভ ও অন্তর্হিত হওয়া আল্লাহ্র রহমত। কেননা তার অবিরাম চলমানতা বিপদজনক, এ'তেকাদ (বিশ্বাস) ও আমল উভয় দিক থেকেই। আপনি যা করেছেন এর সঙ্গে এজতেহাদ হিসাবে সেটাই সঠিক ছিল। কিন্তু আরো বেশি যথার্থ হত যদি নিজে ইচ্ছাকৃত কোনোরূপ হস্তপেক্ষ না করা হত বরং একেবারে পুরোপুরি ঐ হালতের তাবেদার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

www.islamfind.wordpress.com

পরবর্তীতে ঐ হালতের আকাঙ্ক্ষা করা স্বভাবের বিচারে সমস্যা নেই, বুদ্ধি ও শরীয়তের বিচারে অনাকাঙ্ক্ষিত।

দ্বিতীয় অংশের জবাবঃ এই শঙ্কাও বহনকারীর অপেক্ষা ছিল হালতের দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে, তবে খারাপ বা নিন্দাযোগ্য ছিল না। এর মূল উৎস কিবির-অহঙ্কার নয় বরং লোক-লজ্জা। যার এলাজ জরুরি ছিল না কিন্তু যে এলাজ করা হয়েছে তাতে উপকার হয়েছে, তবে যদি মুবতাদী বা প্রাথমিক পর্যায়ের সালিকের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার উৎস কিবির হয়ে থাকে। তার জন্য এই এলাজ অনিবার্য।

তৃতীয় অংশের জবাবঃ লতিফা কলবের সম্পর্ক বাম দিকের সঙ্গে। আর লতিফা সির-এর সম্পর্ক মধ্যখানের সঙ্গে। সব লাতায়েফের পরস্পর সংযোগ আছে। সেগুলোর উপর রূহের প্রতিচ্ছায়া পড়াটাই অনুমিত। মাঝে মাঝে মূলের চেয়ে ছায়াটাই বেশি অনুভূত হয়। সকল রহস্যের জ্ঞানে সর্বাধিক জ্ঞাত একমাত্র আল্লাহ্।

রযা ও আশা

হালঃ একটি বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে হয়ে গেছে যে, আমি জান্নাতেই যাব। অথচ জানি আমি বিশাল পাপী। দোযখের আলোচনা এবং ভয়াবহতার কথা শুনলে ভয়ও লাগে। কিন্তু প্রবল বিশ্বাস ওইটা। যতই কামনা করি যে, এই দৃঢ় বিশ্বাসটা আশাবাদে পরিবর্তিত হয়ে যাক কিন্তু তা কিছুতেই হয় না।

বিশ্লেষণঃ এটা তো আশাবাদই। তবে দৃঢ় অর্থাৎ দৃঢ় আশাবাদ। এটা যদি ইলমে কত্য়ী (অকাট্য জ্ঞানের) পর্যায়ে হত তাহলে ভয়াবহতার কথা শুনে ভয় লাগত না। ভয় তো সম্ভাবনার কারণেই লাগে।

রযা ও খওফ বা আশা ও ভীতি সম্পর্কে সন্দেহ দূরিকরণ

নিবেদন এই যে, অধমের মনের মধ্যে কিছুদিন থেকে নিম্ন বিষয়গুলো ঘুরপাক খাচ্ছে-

প্রথম অংশ ঃ রযা ও খওফ (আশা ও ভয়) এর মধ্যে আমলের কোনো ভূমিকা নেই।

দ্বিতীয় অংশ ঃ এতটুকু আকীদা বিশ্বাস তো পূর্ব থেকেই ছিল যে, নেক আমল করেও আল্লাহ্ তাআলার গজব ও ক্রোধ-এর ব্যাপারে ভীত থাকা জরুরি এবং

www.islamfind.wordpress.com

বদ আমল বা গোনাহ করলেও আল্লাহ্ তাআলার রহমতে নাজাতের আশা রাখা উচিৎ।

তৃতীয় অংশ ঃ কিন্তু এর সঙ্গে এটাও বুঝতাম যে, আমলে হাসানা বা নেক আমল করার দ্বারা আমার মধ্যে শক্তিবৃদ্ধি ঘটে আর নেক আমল ছাড়া আশার চিন্তা 'কল্পনা বিলাশ' বা অনর্থক আশা। এমনিভাবে মনে করতাম গোনাহ থেকে দূরে থাকাই হল মূল ভয় এবং তাকওয়া ব্যাতিরেকে ভয়ের অস্তিত্ব একটি নিরর্থক দাবি।

চতুর্থ অংশ ঃ কিন্তু এখন চিন্তা করছি যে, নেক আমলের মাধ্যমে ভয় কমে যাওয়া এবং আশা মজবুত হওয়া থেকে বোঝা যায় যে, নিজের আমলের দিকে নজর রয়েছে, এমনিভাবে গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ভয় বৃদ্ধি পেলে বোঝা যায় যে, এই গোনাহ না হলে সে নিজেকে উপযুক্ত মনে করত। এইজন্য সর্বাবস্থায় আশা ও ভয় একই রকম থাকা উচিত বলে মনে করছি।

পঞ্চম অংশ ঃ প্রথম যখন এই চিন্তা মাথায় এল, আমার আশঙ্কা জাগলো যে, আল্লাহ্ না করুন এই ভাবনা হয়ত আমার সামান্য আমলগুলোও ছুটিয়ে দেবে। কিন্তু সেই শঙ্কা এই ভাবে দূর হল যে, আমালের আসল বুনিয়াদ হল- নির্দেশ প্রতিপালন। আশা ও ভয় নির্দেশ প্রতিপালনের কারণ হয়ে থাকলেও এদের উপর এতখানি নির্ভরশীলতা নেই যে, অন্য কোনো পন্থায় যদি (আশা ও ভয়) হাসিল হয়ে যায় তাহলে আর আমলের দরকারই থাকবে না। বরং আশা ও ভয় যেমন আল্লাহ্র নির্দেশ, একই ভাবে অন্যান্য আমলও তাঁর আরেকটি স্বতন্ত্র নির্দেশ।

যেহেতু দিলের মধ্যে এই চিন্তা খুব বেশি পরিমান থাকে এবং নেক আমল ও বদ আমলের সঙ্গে পুরস্কার ও শাস্তি সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে প্রমাণ উপস্থাপন হতে পারে যে, 'কেউ নিজের আমল দ্বারা জান্নাতে যেতে পারবে না' দ্বারা বোঝা যায় যে, আমলের কারণে এগুলোর মাঝে কোনো তারতম্য হওয়া উচিৎ নয়। আশা করি জবাব দান করা ছাড়াও নেক দুআর মধ্যেই শামিল রাখবেন।

জবাবঃ প্রথমে একটি ভূমিকা বুঝে নেওয়া যাক। সেটা এই যে, আশা ও ভয় উভয়টিই 'সম্ভাবনাগোত্রীয়' শব্দ। প্রথমটির (আশার) মধ্যে সেই সম্ভাবনার সঙ্গী হল লাভ ও উপকার, দ্বিতীয়টির মধ্যে লোকসান ও ক্ষতি। এই লাভ ও ক্ষতি যেন ঐ সম্ভাবনার (অধ্যায়ের) পরিচ্ছেদ। সুতরাং রযা (আশা) লাভ ও

www.islamfind.wordpress.com

উপকারের সম্ভাবনা আর খওফ (ভয়) অপকার ও ক্ষতির সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার কোনো ভিত্তিও থাকা জরুরি। যদি সেই উপকার বা অপকার দুনিয়াবি হয় তাহলে সেই ভিত্তি হবে অভিজ্ঞতা আর যদি পারলৌকিক হয় তাহলে সেই ভিত্তি হবে ওহী। ওহী ওয়াদা ও ওয়ীদ (ওয়াদা ও ধমকি)-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে যে, ইবাদতের মাধ্যমে উপকারের সম্ভাবনা রয়েছে আর নাফরমানি বা গোনাহের মাধ্যমে সম্ভাবনা রয়েছে অপকার ও ক্ষতির। যদিও 'আল্লাহ্ তাআলা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না', নিয়মটির ভিত্তিতে ইবাদতে ওয়াদা ও গোনাহে ধমকির ব্যাপারটিকে ইয়াকীন ও নিশ্চিত বানিয়ে দেয়, যা এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেয়। কিন্তু যেহেতু ওয়াদার ক্ষেত্রে শর্ত হল 'যদি কবুল হয়' এবং ধমকির মধ্যে শর্ত যদি ক্ষমা না হয়, 'কবুল হওয়া' ও 'ক্ষমা না হওয়া' শর্তের জ্ঞান নিশ্চিত না হওয়ার কারণে 'মাশরুত' ওয়াদা ও ধমকি নিশ্চিত বা নিশ্চয়তাপূর্ণ থাকল না। এ কারণে শেষ পর্যন্ত সম্ভাবনার স্তরেই থেকে গেল।

মূলকথাঃ ওহীর মাধ্যমে জানা গেছে যে, রযা ও আশার ভিত্তি ইবাদত, খওফ ও ভয়ের ভিত্তি গোনাহ ও নাফরমানি। এই ইবাদত ও গোনাহ সবই আমলের অন্তর্ভূক্ত। তাহলে আশা ও ভয়ের মধ্যে আমলের দখল থাকাটা কুরআন সুন্নাহর সরাসরি বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হল। এই দখলের বিশ্বাস রাখা শরীয়তের একটি নির্দেশ হয়ে গেল। অবশ্য এই দখল-এর ব্যাখ্যা আছে। সেটা এই যে, আমলের মধ্যে মূল ঈমান ও কুফরও অন্তর্ভূক্ত আবার শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ ইবাদত ও গোনাহ সমূহও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ঈমান ও কুফরের দখল ঐ উপকার ও অপকারের মধ্যে সরাসরি ও প্রত্যক্ষ কারণের (ইল্লত) পর্যায়ভুক্ত। অন্যান্য শাখা-প্রশাখার দখল উপকার অপকারের ক্ষেত্রে পরোক্ষ কারণ (সাবাব) এর পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ ঈমান নাজাতের সরাসরি কারণ (ইল্লত)। তদ্রুপ কুফর সরাসরি কারণ শাস্তির। (ইল্লত ও মা'লূলের তাখাল্লুফ সম্ভব নয়) অর্থাৎ 'ঈমান থাকলে নাজাত হবে কুফর থাকলে শাস্তি হবে' এই নীতির ব্যত্যয় ঘটা সম্ভব নয়। অন্যথা হতে পারে না। কিন্তু এরপরও অর্থাৎ এই নীতির অন্যথা না ঘটা নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও আশা ও ভয়ের বাস্তবায়ন এখানে এইভাবে ঘটবে যে, খোদ ঈমানের ও কুফরের স্থায়িত্ব নিশ্চিত নয় আর ঈমান নাজাতের এবং কুফর শাস্তির সরাসরি কারণ হওয়ার জন্য শর্ত হল ঈমান ও কুফর স্থায়ী হওয়া। এ কারণে আশা ও ভয় এখানেও বাস্তবায়ন হতে পারে। অন্যান্য শাখা-প্রখাশাগুলো (ইবাদত ও গোনাহ) নাজাত ও শাস্তির

www.islamfind.wordpress.com

দূরবর্তী কারণ, প্রত্যক্ষ কারণ (ইল্লত) নয়। কেননা এরূপ ঘটনা ঘটা সম্ভব যে, শরীয়তের সকল শর্ত মাফিক পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত ও স্থায়ী ইবাদত পাওয়া যাবে কিন্তু কোনো ত্রুটির কারণে কবুল হবে না। একইভাবে গোনাহ, স্থায়ী থাকবে কিন্তু কোনো নেক আমলের কারণে অথবা করুণাময়ের করুণার কারণে ক্ষমা হয়ে যাবে। ঐ গুলোর উপর সাওয়াব বা শাস্তি প্রয়োগ হবে না। বোঝা গেল এগুলো সরাসরি কারণ (ইল্লত) নয়। পক্ষান্তরে ঈমান ও কুফর-এর ব্যাপার এগুলোর চেয়ে ভিন্ন। এ দুটোর মধ্যে এমন কোনো স্তর নেই যেখানে ঈমান থাকবে কবুল হবে না অথবা কুফর থাকবে অথচ ক্ষমা হয়ে যাবে। এমন ঘটনা ঘটা অসম্ভব। সংক্ষিপ্ত এই ভূমিকার পর এবার প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের প্রতি নজর দেওয়া যাক।

প্রথম অংশ ঃ কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া সরাসরি আপনার কথা গ্রহণ করলে বলতে হবে সঠিক নয়।

দ্বিতীয় অংশ ঃ এ কারণেই তো এই ভয় যে, নেক আমল হয়ত কবুল হবে না। নতুবা অর্থাৎ কবুল না হওয়ার সম্ভাবনাকে বাতিল করলে কবুল হওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়। সম্ভাবনা বাতিল হলে তাহলে প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যার আলোকে ভয়-এর সার্থকতা কি থাকল? একই ভাবে আশা তো এজন্যই যে, পাপাচার হয়ত ক্ষমা হয়ে যাবে। নতুবা ক্ষমা না হওয়ার সূরতে ধমকি নিশ্চিত। নিশ্চিত হলে সম্ভাবনা বাতিল। তাহলে আর আশার সার্থকতা কি?

তৃতীয় অংশ ঃ এরূপ মনে করার নির্দেশ রয়েছে যেটা ভূমিকায় উল্লেখ রয়েছে। তবে আপনি যে বলেছেন 'আমল ব্যতিরেকে আশা...' এখানে যদি আমলকে ব্যাপক ধরে নিয়ে এরমধ্যে ঈমানকেও শামিল করা হয়, তাহলে এটা মনে করা একদম সহীহ, আর যদি সাধারণ বুঝ হিসাবে আমলকে শাখা-প্রশাখার সঙ্গে খাস করা হয় তাহলে এই বুঝ গলত। কেননা ঈমানটাও আশার জন্য যথেষ্ট। ক্ষমার সম্ভাবনার কারণে। যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে– ইবাদতসমূহ নাজাতের দূরবর্তী কারণ। 'একইভাবে পাপাচার থেকে দূরে থাকাকেই মনে করতাম আসল ভয়।' এটা একটা স্বতন্ত্র বিষয় হয়ে গেছে। চলমান আলোচনা ছিল আশা। তার সঙ্গে সংঘর্ষিক নয় এই আলোচনা। 'তাকওয়াবিহীন ভয়ের অস্তিত্বকে মৌখিক দাবি মনে করতাম।' এই কথাটি সম্পর্কে একটু ভেবে দেখুন, তাকওয়া ছাড়া যে ভয় সেটা তো বাস্তবে শক্তিশালী হবে। কেননা তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। যতদূর সম্ভব

www.islamfind.wordpress.com

আপনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, সত্যি সত্যিই যদি ক্ষতির সম্ভাবনা শক্তিশালী হত তাহলে অবশ্যই তা পাপাচার প্রতিরোধ করত। কথা এইটা সঠিক। কিন্তু শক্তিশালী ভয় না থাকা প্রমাণ করে না যে, আদৌ ভয় বস্তুটাই নেই।

চতুর্থ অংশ ঃ সঠিক নয় এবং তাতে আমলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক হয় না বরং এটা ওয়াদা ও ওয়ীদ (ধমকি)-এর প্রতি নজর থাকার প্রভাব। আর ঐ ওয়াদা ও ওয়ীদ-এর সম্পর্ক আমলের সঙ্গে, অতএব সেই পরিমানে আমলের প্রতি নজর দেওয়া বরং জরুরি। আপনি যে বুনিয়াদ দাঁড় করিয়েছেন, সেটাই যেহেতু সঠিক নয়, তাহলে এর উপর ভিত্তি করে বলা পরের কথাগুলোরও একই হাল হবে।

পঞ্চম অংশ ঃ এই অংশের 'মূল ভিত্তি আদেশ-নিষেধ' এইটুকু সঠিক। কিন্তু এরপরের অংশ সঠিক নয় যে 'আশা ও ভয় অন্য কোনো পন্থায় যদি হাসিল হয়ে যায়।' সেই অন্য পন্থা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সীমাবদ্ধ আমলের মধ্যেই। যা পূর্বে আলোচিত। বরং হাকিকত এই যে, আশা ও ভয়ের পন্থা তো এটাই। সেটা (আমল) ছাড়া আশা ও ভয়ের নিশ্চয়তা পাওয়াটাই সম্ভব নয়। তবে এভাবে বলুন যে, স্বয়ং আশা ও ভয়েরই যদি নিশ্চয়তা না থাকে তবুও আমল জরুরি। তাঁর আদেশ ও নিষেধের কারণে। আশা করি এই আলোচনা থেকে সকল অংশের জবাব হয়ে গেছে।

বিঃ দ্রঃ এইসব কথা আশা ও ভয় সম্পর্কিত। যার ব্যাখ্যা উপরে চলে গেছে, যার ভিত্তি ওয়াদা ও ওয়ীদ (অঙ্গীকার ও ধমকি) যা আমলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর রযা ও খওফ (আশা ও ভয়ের) এর কাছাকাছি আর একটি ব্যাপার হল উন্‌স ও হায়বত (গভীর অন্তরঙ্গতা ও ভীতি)। যার ভিত্তি আল্লাহ্ তাআলার যাতী জালাল ও জামাল (মহত্ব ও সৌন্দর্য)। বাস্তবে আমলের সঙ্গে এর (উন্‌স ও হায়বতের) কোনো সম্পর্ক নেই। এখন কেউ যদি এই দুটোকে আশা ও ভয় বলা শুরু করে তাহলে তখন একথা বলা ঠিক হবে যে, সর্বাবস্থায় আশা ও ভয়ের একই হালত হওয়া উচিৎ। চতুর্থ অংশের শেষের দিকে যার উল্লেখ রয়েছে। আমি দুআ করছি।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ সম্পর্কে কিছু সন্দেহ ও তা নিরসন

হালঃ সাইয়্যেদুনা হযরত মাওলানা সাহেব, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

www.islamfind.wordpress.com

হযরত ওয়ালার খেদমতে নিবেদন এই যে, অধমের নিবেদন এর জবাবে যে বিশদ ও ব্যাপক বিষয় হযরত লিখেছেন, সেটা গভীর মনোযোগ দিয়ে কয়েকবার পাঠ করেছি। হযরতের এই ফয়েয ও বরকত খাদেমদের মাথার উপর দীর্ঘস্থায়ী হোক। আমীন, ছুম্মা আমীন। আল্লাহ্ তাআলা এই অধমকে আনুগত্যের দৌলত নসীব করুন। আমীন। আল্লাহ্র শোকর যে পূর্ণ মাযমুন ও বিষয়টি বুঝে এসে গেছে। একটি সন্দেহ জেহেনের মধ্যে এজমালিভাবে ছিল কিন্তু বিশদভাবে বিষয়টি মাথায় না আসার কারণে নিবেদন করতে পারি নি। এখন সেটা পেশ করছি। তৃতীয় অংশ থেকে শুধু 'ঈমান আশার জন্য যথেষ্ট ক্ষমার সম্ভাবনার কারণে' বিষয়টি বোঝা গেছে আর বিশেষ দ্রষ্টব্যে রয়েছে উন্স ও হায়বতের কোনো সম্পর্ক নেই আমলের সঙ্গে।

বিশ্লেষণঃ উদ্দেশ্য এটা নয় যে, একটির অস্তিত্বের কোনো ভূমিকা নেই অন্যটির অস্তিত্বের মধ্যে। কেননা ঈমান ছাড়া তো না উনস অস্তিত্ব লাভ করতে পারে, না হায়বত। আল্লাহ্ তাআলার জালালী ও জামালী (মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের) এইসব তাজাল্লী (জ্যোতি) মুমিন ছাড়া কারোরে নসীব হয় না। আমলের প্রতি নজর রাখার কোনো দখল নেই এগুলোর মধ্যে। অর্থাৎ মুমিনের হৃদয়ে যখন মহান আল্লাহ্র জালালী নূরের তাজাল্লী ঘটে তখন বান্দা ভীত হয়। (হায়বত) তাঁর প্রতাপ ও তেজ দেখে নিজের আমল দেখে নয়। তেমনিভাবে তাঁর জামালী (সৌন্দর্যের) নূরের তাজাল্লী দেখে গভীর অন্তরঙ্গতা ও প্রীতি বোধ করে। (উনস) নিজের আমলের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে নয়।
একইভাবে একটির অস্তিত্বের ব্যাপারে অন্যটির অস্তিত্বের ভূমিকা 'কারণ' হিসাবে নয়। কেননা প্রচুর পরিমাণে ব্যত্যয় ঘটে থাকে বরং একটির ভূমিকা অন্যটির মধ্যে 'শর্ত' হিসাবে বিদ্যমান।

হালঃ অধমের সন্দেহ হল যে, 'হায়বত ও উনসের সঙ্গে আমলের কোনো সম্পর্ক নেই,' এই আমলের মধ্যে ঈমানও শামিল? নাকি ঈমান ছাড়া অন্যান্য আমল?

বিশ্লেষণঃ ঈমানও তার মধ্যে শামিল।

হালঃ ঈমান শামিল না থাকলে যদি শুধু অন্যান্য আমল উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তাহলে তো রযা (আশা) আর উনস-এর মধ্যে পার্থক্য থাকে না। কেননা শুধু ঈমানের কারণে যে রযা (আশা) থাকে, সেটা তো ক্ষমার সম্ভাবনার কারণে।

www.islamfind.wordpress.com

ক্ষমার অর্থ হল 'তাজাল্লীয়ে জামালী।' (তাঁর সৌন্দর্য মহিমার জ্যোতি) সুতরাং যেমনিভাবে 'উন্‌স'-এর মধ্যে 'তাজাল্লীয়ে জামালী'র প্রতি (অর্থাৎ রহমতের প্রতি) দৃষ্টি থাকে, একইভাবে 'রযা' (আশা)-এর ক্ষেত্রেও তাই থাকে।
আর 'আমলের সম্পর্ক নেই' কথাটির মধ্যে 'আমল' যদি ঈমানসহ হয়। তাহলে ঐ কথাটির অর্থ দাঁড়ায় উন্‌স ও হায়বতের সঙ্গে ঈমানের কোনো সম্পর্ক নেই। তার মানে কি ঈমান ছাড়াও হায়বত ও উন্‌স-এর অর্জিত হওয়া সম্ভব? সেটা তো কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী মনে হয়। জবাব দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

বিশ্লেষণঃ ইতিমধ্যে আলোচনাটি করা হয়ে গেছে। আপনার এই প্রশ্নের সমাধান দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, 'মনোযোগের দখল নেই' কথাটি দ্বারা এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে, 'অর্জনের ক্ষেত্রে কোনোটির আদৌ কোনো ভূমিকা নেই। কেননা একটি অন্যটির শর্ত এটা তো প্রমাণিত, যদিও একটি অন্যটির কারণ নয়।'

নেসবতের হাকিকত এবং 'ছাহেবে নেসবত'-এর আলামত

হালঃ যে কথা শোনা যায় যে অমুক ব্যক্তি সাহেবে নেসবত, এর ব্যাখ্যা কী?

বিশ্লেষণঃ নেসবত আভিধানিক অর্থে সম্পর্ক, আর পরিভাষায় বলা হয়- 'আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার বিশেষ ধরণের সম্পর্ককে' অর্থাৎ সার্বক্ষণিক আনুগত্য। এবং বেশিরভাগ সময়ে যিকির করা এবং 'বান্দার সঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ ধরণের সম্পর্ক' অর্থাৎ কবুল ও রেযা বা সন্তুষ্টি। যেমন অনুগত প্রেমিক এবং বিশ্বস্ত প্রেমাস্পদের মধ্যে হয়ে থাকে।

হালঃ সাহেবে নেসবত হওয়ার আলামত কি?

বিশ্লেষণঃ ঐ ব্যক্তির সোহবতে গেলে আখেরাতের প্রতি আগ্রহ এবং দুনিয়ার প্রতি অনীহার প্রভাব তৈরী হয়, তার প্রতি দীনদারদের মনোযোগ বেশি আর দুনিয়াদারদের কম। তবে এই পরিচিতি সাধারণ লোকেরা কম বোঝেন। তরীকতের লোকেরা বেশি বোঝেন বিশেষভাবে পরিচিতির প্রথম অংশ।

হালঃ কাফের-ফাসেক লোকেরাও কি সাহেবে নেসবত হতে পারে?

বিশ্লেষণঃ নেসবতের অর্থ যখন জেনেছেন তাতেই বুঝতে পেরেছেন যে, কাফের-ফাসেক সাহেবে নেসবত হতে পারে না, কিছু লোক ভুল করে

www.islamfind.wordpress.com

নেসবতের অর্থ খাস কাইফিয়াত মনে করে। যা রিয়াযত ও মুজাহাদার (বিশেষ বিশেষ সাধনার) ফল। এই কাইফিয়াত প্রত্যেক সাধকের হতে পারে। এটা জাহেলদের পরিভাষা।

সাহসহীনতার এলাজ

হালঃ একটি রোগ যা সবচেয়ে বড়, সব রোগের মূল, সেটা হল সাহসহীনতা। আমার দ্বারা কোনো কাজই হয় না।

বিশ্লেষণঃ সামান্য যা হয়, তার সঙ্গে না হওয়ার এই অনুতাপ মিলে আপনাকে একেবারে মাহরুম থাকতে দেবে না।

হালঃ যত রোগ আছে, হযরতের খেদমতে হাজির থাকার বরকতে অল্প-স্বল্প হলেও সব রোগের চিকিৎসা জানা আছে কিন্তু সমস্যা একটাই যে,

جانتا ہوں علاج عیب وخطا - پر طبیعت ادہر نہیں آتی

অর্থঃ সকল রোগের দাওয়া আমার জানা, মন যে আমার সেদিকে মোটে যায় না।

এত সাহসহীন যে, কোনো কঠিন কাজ করতে পারি না, যদিও আমি নিজেও চেষ্টা করি এবং অনেক কিছুই মনের উপর জোর-জবরদস্তি করে করে থাকি কিন্তু মনে হয় এরজন্য আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য এবং তাওফিকের প্রয়োজন। এর উসিলা হল হযরতের দুআ। সেজন্য এ ক্ষেত্রেও হযরতের দুআর আবেদন করা যায়। যেমন আজকেই হযরত বলছিলেন যে, বুযুর্গদের কলবের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার নজর থাকে। তাহলে তাঁদের অন্তরে যা থাকে সে দিকেও নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলার নজর থাকে। সে জন্য আবেদন, দয়া করে এই গরিবকেও কখনো কখনো একটু স্মরণ করবেন যেন আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা পেয়ে যাই।

বিশ্লেষণঃ এটা তো চাওয়া ছাড়া তোমার হাসিল হচ্ছে, না চেয়েও পাচ্ছ।

* * *

হালঃ বর্তমানে ইবাদত বন্দেগীর প্রতি বিশেষভাবে নামাযের প্রতি খুব অনাগ্রহ দেখা যাচ্ছে। খুব আলস্য ঘিরে ধরছে। যার কারণে দিলের মধ্যে কষ্ট ও অনুতাপ হচ্ছে। আলসেমির কারণে দু-একবার নামায কাযাও হয়ে গেছে যার

www.islamfind.wordpress.com

কারণে পেরেশানি হচ্ছে। এই কাযা হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ্‌র সামনে খাড়া হতে লজ্জা ও অনুতাপ ঘিরে ধরেছে যে, কোন্ মুখে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াব কিন্তু নামায আদায় করেছি এবং ক্ষমা চেয়েছি । তওবার নামাযও পড়েছি, নামাযের ব্যাপারে এই আলসেমি প্রতিরোধের কী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। তিলাওয়াত করতে মন ঘাবড়ায় না, হিম্মতও হারাই না।

বিশ্লেষণঃ ব্যবস্থা এটাই যে, প্রথম প্রথম কষ্ট করেই করতে হবে। এভাবে করতে থাকলে কিছুদিন পর অভ্যাস হয়ে যায়। সহায়ক হিসাবে নিজের নফসের উপর কিছুটা নগদ জরিমানা চাপিয়ে দেবেন। এতটুকু পরিমাণ যা একেবারে কম নয় এবং খুব বেশিও নয়। অথবা কিছু নফল নামায একই নিয়মে নিজের উপর চাপিয়ে নেবেন। ইনশাআল্লাহ্ এটা করতে থাকলে সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

হালঃ এক ব্যক্তি নিজের নফ্‌সকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছেন না বলে অভিযোগ করছেন। লিখেছেন যে, নফসের শয়তানির যে শাস্তি ঠিক করেন সেটা প্রয়োগ করতে সক্ষম হন না। এই আমলী এলাজ বারবার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নিজেকে তিনি বারবার অপারগ বলে মনে করেন। হযরতের বেপরোয়া জবাব দ্বারা ইনশাআল্লাহ্ তার চোখ খুলে যাবে এবং হিম্মত করবে।

বিশ্লেষণঃ ক্ষমতা সব ঠিকই আছে। কিন্তু কেউ যদি সেই ক্ষমতার প্রয়োগ না করে তাহলে তাকে কি চিকিৎসা দেওয়া যাবে? আমি কারো থেকে কোনো ফালতু কথা চাই না। যদি আমাদের তালীম পছন্দ না হয় অন্য কোথাও চলে যান।

* * *

হালঃ অধম প্রথম চিঠিতে নিবেদন করছিল যে, হুযূরের জবাব পেতে বিলম্ব হলে চিন্তা হয় যে, হয়ত অধম কে হুযূর প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন, হুযূর জানতে চেয়েছেন যে, এটা দলিল ভিত্তিক না দলিল বিহীন। হুযূর! এই চিন্তার কারণ এই যে, আমি হুযূরের কোনো মাওয়াযের মধ্যে পড়েছি যে, এক মুনিব গোলামের সঙ্গে মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গোলাম আযান শুনে নামাযে চলে গেল। বিলম্ব হলে মুনিব তাকে ডেকে বললো- সব মুসল্লি বের হয়ে গেছে। তোমাকে কে এতক্ষণ আটকে রাখলো? গোলাম জবাব দিল যিনি আপনাকে ভেতরে আসতে পথ আটকে রেখেছেন, তিনিই। এতে বুঝে

www.islamfind.wordpress.com

এসেছে যে, তাহলে হকের পদ্ধতি এটাই যে, যাকে নিজের দরবারের উপযুক্ত মনে করেন, তাকে ডেকে নেন আর যাকে নালায়েক মনে করেন তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাছাড়া মসনবী শরীফ অথবা অন্য কোনো কিতাবে পড়েছি যে, জমিন আসমানের সামনে ঝুলন্ত অথচ ভেঙ্গে পড়ছে না। এর কারণ এই যে, যে দিকেই পড়তে চায় আসমান জমিনকে ধাক্কা দেয়। একইভাবে যে সকল দুনিয়াদার মাশায়েখদের নিকট থকে দূরে থাকেন আসলে মশায়েখগণ তাদেরকে দূরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে রেখেছেন।

বিশ্লেষণঃ কী যে বলব! একটি কথা মনে রেখেছেন, ভুলে গেছেন অনেক কথা। প্রথমত- আপনার কথাটির সার্বিকতার কোনো দলিল নেই বরং তার বিপরীতে দলিল আছে। জনাবে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবু তালেবের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে কোন পর্যায়ের আকাঙ্ক্ষি ছিলেন যে আল্লাহ্ তাআলা এটাকে নবীজীর 'ভালোবাসা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাহলে তার ঈমান গ্রহণ না করার কারণ কি নবীজীর প্রত্যাখ্যান ছিল? কথা এই যে, কখনো এরূপও হতে পারে। হয়ও। কিন্তু আপনি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ভাবলেন কিভাবে? এবং এই চিন্তা করলেন কী করে? আর যদি বলতেন চিন্তা মানে সম্ভাবনা। যেহেতু কখনো এমনও হয় সে কারণে আমারও ধারণা হয়েছে যে, আমার বেলায় এমনও হতে পারে। তাহলে সে ব্যাপারে আরজ এই যে, আপনি সেক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখেন নি যে, এই প্রত্যাখ্যানের কারণ কি প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তির কোনো এখতিয়ারী আমল? নাকি বিনা কারণে প্রত্যাখ্যান হয়ে থাকে? দ্বিতীয়টি হলে اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ তুমি প্রভুর পথে আহ্বান কর। এবং وَعِظْهُمْ এবং তাদেরকে নসীহত কর, এই জাতীয় নির্দেশের অর্থ কি থাকল? আর যদি ঐ ব্যক্তির এখতিয়ারী আমলের কারণে প্রত্যাখ্যান হয় তাহলে তার এলাজ কি এই হবে যে, প্রত্যাখ্যানকারীর নিকট কৌশলে এই ইচ্ছা জানিয়ে দেওয়া হবে যেন তিনি প্রত্যাখ্যান থেকে হাত গুটিয়ে নেন, নাকি এলাজ এভাবে করবে যে, নিজের এখতিয়ারী আমলের ক্ষতিপূরণ করে নিজের এসলাহ করবে। যদি প্রথমটি হয় তাহলে যতক্ষণ প্রত্যাখ্যানের কারণ বিদ্যমান ততক্ষণ প্রত্যাখ্যানকারী কীভাবে হাত গুটিয়ে রাখবে? দ্বিতীয়টি হলে এই অবগতির লাভ কি? নিজের এসলাহ চাইলে এসলাহ করতে হবে। জানানোর কিছু নেই। যদি বলা হয় যে, এই এত্তেলা এর লাভ হল নিজের এই ত্রুটি সম্পর্কে জানানো, তাহলে আমি বলব গোটা চিঠির কোথায় আছে এই

www.islamfind.wordpress.com

উদ্দেশ্যে একটি শব্দ। তাছাড়া মানুষ নিজের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে নিজেই ভাল জানে। এবার আপনি বুঝতে পারলেন যে, ভুলেছেন কত কথা? আফসোসের কথা এই যে, নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানোই যেন স্বভাব হয়ে যাচ্ছে।

* * *

হালঃ এ মুহূর্তে অধমের যে হালত তাতে নিজের কাছে ত্রুটিপূর্ণ বোধ হয়। এবং ব্যাপারটা একটু বিস্ময়করও বটে। সেটা এই যে, যতক্ষণ আমি সজাগ থাকি ততক্ষণ তো শরীয়তের উপর আমল করার জন্য দিলের মধ্যে খুব আবেগ-উচ্ছাস থাকে, কিন্তু যখনই আমি ঘুমিয়ে যাই তখন নাতো শরীয়তের আহকামের উপর আমল করার সেই জোশ থাকে, না থাকে আল্লাহ্ ভয়। কখনো কখনো এমন হয় যে, আমি খাটের উপর শুয়ে থাকি, আযান শুনতে পাই কিন্তু তীব্র ঘুমের চাপে খাটের উপর থেকে নিচে নামার সাহস হয় না। উঠে বসারও হিম্মত পাই না। না সে সময় আল্লাহ্র ভয় আছে বলে মনে হয়। এমন কি কখনো কখনো এই হালতে নামাযও কাযা হয়ে যায়। এরপর যখন উঠে ওযু এস্তেঞ্জা থেকে ফারেগ হয়ে যাই তখন আবার সেই আবেগ-উচ্ছাস এসে যায় যথারীতি। হুযূরের খেদমতে নিবেদন এই যে, এর কোনো এলাজ দিন যেন এই হালত কেটে যায়।

বিশ্লেষণঃ আবেগ-উচ্ছাস ও ভয় এগুলো স্বভাবগত বিষয় এবং আল্লাহ্র নির্দেশিত বিষয় (মামুর বিহি)ও নয়। আর একটি বিষয় হল আকলী, সেটা আল্লাহ্র নির্দেশিত। আপনি যে পরিবর্তনের কথা লিখেছেন তা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। যার কারণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। বর্ণিত ঘটনার মধ্যে এর কারণ মনে হচ্ছে স্বভাবগত অর্থাৎ তীব্র ঘুমের চাপের কারণে অনুভূতি ভারী ও ভোতা হয়ে যাওয়া। এটা (মাযমুম) নিন্দনীয়ও নয়, ক্ষতিকরও নয়। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাপারগুলো অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। অবশ্য ঐ ভার এর কারণে ওয়াজিব আমলের মধ্যে যে ত্রুটি হচ্ছে তার এলাজ করা অপরিহার্য। এর এলাজ হল হিম্মত।

চমৎকার বুঝ ও উপলব্ধি

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্, যেই মাকসূদ ও মাতলূব (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য)-এর আগ্রহী ছিলাম সেগুলো আল্লাহ্র মেহেরবানিতে হাসিল হওয়ার পথে। এ

www.islamfind.wordpress.com

জন্যই চাইতাম যে কোনো একজন সংশোধনকারী যদি পেতাম যিনি আমাকে মেরে-ধরে সোজা করে দেবেন।

আলহামদুলিল্লাহ্! সার্বিক কয়েকটি বিষয়ের কল্যাণে আমার হাজার হাজার ছোট ছোট সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এক- 'যা তোমার সহায়ক নয় তা বর্জন কর। স্বাধীনতার মধ্যে বিঘ্ন ঘটতে দেওয়া উচিৎ নয়।' দুই- 'দিলের উপর বোঝা চাপানো উচিৎ নয়। নির্জনতা ভালো।' এগুলো দ্বারাই হাজার হাজার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও হবে বলেই আশা রাখি।

বিশ্লেষণঃ আপনার চমৎকার বুঝ-এর কারণে খুবই খুশী লাগল। ধন্যবাদ আপনার উপলব্ধির জন্য।

* * *

হালঃ আল্লাহ্র ফযলে খাদেমা হার্টের রোগ ও আলস্য সত্ত্বেও সকল মা'মুল আগ্রহের সঙ্গে পূর্ণ করে থাকে; বরং প্রায়দিনই যিকির পাঁচ হাজার পর্যন্ত হয়ে যায়। অবশ্য নানা চিন্তা খুব কষ্ট দেয়। তবে খাদেমা বেশি মনোযোগ দেয় না। এদিকে কয়েকদিন ধরে বুঝতে পারছি, যে চিন্তা-ভাবনাগুলো ঝামেলা করে সেগুলোর কোনো গভীরতা থাকে না। এগুলো হয় ভাসাভাসা। দিলের মধ্যে অন্যবস্তুই দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছে। আল্লাহু আ'লাম। মা'মুলাতের একটি উপকারিতা এই বুঝেছি যে, পূর্বে নির্জনতায় খুব ঘাবড়ে যেতাম। এবং রাতের বেলা প্রায়ই ভয়ে ঘুম আসত না। আর এখন তার পরিবর্তে অন্য কারোর আসা, নিজের কোথাও যাওয়া বিরক্তি বোধ হয়। আরেকটি উপকার এই হয়েছে যে, ঘটনাবলীর আছর কম হয় দিলের উপর। না কারোর মৃত্যুতে খুব বেশি কষ্ট লাগে, না কারোর অসুখে তেমন পেরেশানি হয়। আরেকটি উপকার এই হয়েছে যে, দুনিয়ার কাজে কর্মে আগ্রহ খুব কমে গেছে। মনের মধ্যে ডেকে বলে যে, আসল মাকসূদ এগুলো নয়, প্রয়োজনের কারণে করতে হচ্ছে তাই করছি। কয়েকদিন থেকে এই হালত হয়েছে যে, যখন যিকির করতে থাকি তখন শেষ করতে মন চায় না। কিন্তু পাঁচ হাজার হয়ে গেলে মস্তিষ্ক অপারগ হয়ে যায়। এই সমস্যাটির কথাই মাজেদার মাধ্যমে আপনাকে জানিয়েছিলাম। কেননা এর কারণ হজমের ও হার্টের সমস্যা। সেজন্য দুআর আবেদন জানিয়েছিলাম। রোগ ভাল হয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ্ শক্তি এমনিতেই এসে যাবে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ দুআ করছি। উপরে বর্ণিত হালত জেনে যে আনন্দ আমি পেয়েছি সম্ভবত সেটা তোমার নিজের আনন্দের চেয়ে বেশি হবে। কেননা জাহেরি ভাবে ঐ বিষয়গুলোর হাকিকত আমি কিছুটা বেশি বুঝি। আল্লাহ্ তাআলা বরকত এবং এস্তেকামাত দান করুন।

হালঃ অধম নিজের একটি হাল নিবেদন করে এর এসলাহ কামনা করছে। সেটা এই যে, রমাযানের পূর্বে অধম বিজনূর থাকাকালীণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। শূল বেদনায় পুরা চারদিন ছটফট করে কেটে যায়। এরই মধ্যে একবার নৈরাশ্যের অবস্থায় পড়ে গেলাম। চিকিৎসক হাকীম সাহেবও যখন আশা ছেড়ে দিলেন তখন যে অবস্থা হয়েছিল, সেটাই নিবেদন করতে চাই। সেটা এই যে মরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। মনের এই হালতের কারণে ব্যাকুল হয়ে গেলাম যে, এটা তো ভালো কথা নয়। এই অবস্থাতেই যদি মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে তো বলতে হবে শেষ সময়টা ভালো হল না। তখন গভীরভাবে অনুসন্ধান করলাম যে, মৃত্যুর প্রতি এই অনীহা কিসের জন্য? তখন কিছু বিষয় তো এমন সামনে এল যেগুলোকে ওয়াস্ওয়াসা ধরা যায়। যেমন যদি বেঁচে থাকি তাহলে আরো কিছুদিন দুনিয়ার মজা উপভোগ করা যাবে আর মরে গেলে তো সব কিছু ছুটে যাবে। অথবা এই অনীহার কারণ এই যে, আমি এখানে আর আমার ছেলে-মেয়ে স্ত্রী অন্যত্র। মৃত্যুর সময় তাদের মুখটাও দেখতে পাব না। এগুলো একেবারেই ওয়াস্ওয়াসা ছিল। সেদিক থেকে আমি ইতিবাচক ও নেতিবাচক সকল ভাবেই মনটাকে সরিয়ে নিলাম। আলহামদুলিল্লাহ্ এইসব চিন্তা-ভাবনা দূরও হয়ে গেল। তবে দুটি বিষয় এমন পাওয়া গেল, যা প্রকৃতই জীবন কামনার কারণ ছিল। এক- ছেলে-মেয়ে এমন হালতে আছে যে, আমার মৃত্যুর পর তাদের খোঁজ খবর করার যোগ্য কোনো অভিভাবক নেই। ছোট দুটি মেয়ে আছে। আহা! যদি এতটুকু সুযোগ পেতাম যে, ছেলেটা উপযুক্ত হয়ে যেত। তাহলে অন্যদের ব্যাপারে এতমিনান ও চিন্তামুক্ত হওয়ার সুযোগ হত। স্ত্রীর অবস্থা এই যে, কারোর সঙ্গে তার স্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়। আমার পরে যাবে কোথায়? থাকার মতো কোনো ঘর-দুয়ারও নেই। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, আমার উপর কিছু আর্থিক জিম্মাদারি আছে। কিছু মানুষের আমানত আছে। কিছু মানুষের পাওনা আছে। সে সবের কী হবে? সবই লেখা আছে কিন্তু আমার মৃত্যু হলে আদায় বা পরিশোধ হবে কি উপায়ে? কিছুটা সুযোগ পেলে হয়ত পরিশোধ করা সম্ভব হবে। এই বিষয়

www.islamfind.wordpress.com

দুটোর জবাবও মাথায় আসছিল। প্রথমটির জবাব এই যে, 'দুনিয়ার কাজ কেউ কখনো শেষ করে যেতে পারে নি।' এর কী একিন আছে যে, আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে ছেলেটা উপযুক্ত হবেই, অথবা কী নিশ্চয়তা আছে যে, ছেলেটা উপযুক্ত হলেই মা-বোনদের সঙ্গে সদয় আচরণ করবে। অথবা বেঁচে থাকলে আরো সন্তান হবে না; অথবা বেঁচে থাকলে এই পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা হয়েই যাবে যা দ্বারা আমার মৃত্যুর পর স্ত্রী ও পরিবারের সকলের জীবন আরামে কাটবে। মোটকথা যখনই মৃত্যু হবে, এর কী প্রমাণ আছে যে সকল দিক থেকে নিশ্চিন্ত হতে পারব? সুতরাং এখন যেমন অপ্রস্তুত আরো কিছু সময় পেলে তখনও হবে একখনকার মতোই। হে নফ্স! তুই কেন আল্লাহ্‌র ফয়সালার ব্যাপারে নাক গলাতে চাস। আর অন্য মানুষের আমানত ও ঋণ সম্পর্কে চিন্তার জাবাবও প্রায় কাছাকাছি ছিল। সেটা এই যে, কী প্রমাণ আছে যে, এ সকল হক পরিশোধ হয়েই যাবে? কেননা এ পর্যন্ত ঋণ নেওয়ার অনিবার্য যে কারণ ঘটেছিল বেঁচে থাকলে কি সে কারণগুলো আবার ঘটবে না। সুতরাং এখন এবং পরে যে কোনো সময়ের মৃত্যু একই রকম ব্যাপার। কিছু সময় পর্যন্ত এই প্রশ্ন ও উত্তর দিলের মধ্যে থাকল। এরপর উভয় প্রশ্নের জবাবের জন্য দিলের মধ্যে এল আল্লাহ্ তাআলা সর্বজ্ঞ। সব কিছু জানেন। তিনি রাহীম ও কারীমও। সকল আবশ্যক ও প্রয়োজনের কথা জেনেও তিনি যদি আমার মৃত্যুরই ফয়সালা করেন তাহলে আপত্তি বা প্রশ্ন করার কী অবকাশ আছে? এদিক থেকেও দৃষ্টি সরিয়ে নিলে আল্লাহ তাআলা 'মুখতার মুতলাক'- সম্পূর্ণ স্বাধীন, দয়া বা ক্রোধ যেভাবেই তিনি এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন- সেটাই প্রকৃত সঠিক। (অধমের মাথায় হুযূরের জুতার তোফায়েলে এই বিষয় ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলার প্রত্যেক কাজই সুন্দর; বরং সুন্দর সেটাই যা আল্লাহ্ তাআলার কাজ। চাই তা কারো জন্য উপকারী হোক বা ক্ষতিকর) তাহলে তার বিপরীত কিছু আকাঙ্ক্ষা করা কঠিন বেয়াদবি। মৃত্যু আসন্ন তা আসলেই, আমি কেন অকারণে বেআদব হয়ে মরব? একারণে আমি একদম নীরব হয়ে গেলাম। এবং চিন্তা করতে থাকলাম- যা হবার তা হবেই। আমি শুধু শুধু মাথা ঢুকিয়ে কেন নিজের মাথায় বিপদ টেনে নিব? শূল বেদনার কষ্ট তখন এত বেশি ছিল যে, এখন যে সময় ঐ ব্যথার কথা মনে পড়ে আমি বিস্মিত হয়ে যাই যে, সেই হালতে আমি নামায কীভাবে পড়েছিলাম! আলহামদুলিল্লাহ্! কোনো নামায কাযা হয় নি। বোন ও মা সেই সময় পাশে বসে অশ্রু ঝরাচ্ছিলেন। আমি কিংকর্তব্য বিমূঢ় এটা ভেবে-

www.islamfind.wordpress.com

نہ رونے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے
گھٹکے مر جاوں یہ مرضی میرے صیاد کی ہے

অর্থঃ আঁসু ঝরাবার, বিচার চাইবার অনুমতি কিছু নেই
ধুকে ধুকে, রুদ্ধশ্বাসে মরি শিকারী আমার চান এই।

নীরব হয়ে গেলাম। অল্প করে আরো একটি ভাবনা এল যে, কাযা ও কদর অর্থাৎ তাকদীদের ব্যাপারে মাথা ঘামানো উচিৎ নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তো দুআ করার অনুমতি দিয়েছেন বরং নির্দেশ দিয়েছেন দুআ করতে এবং কবুল করার ওয়াদাও করেছেন। সুতরাং দুআ করা উচিৎ। দুআ করতে চাইলাম, এরপর চিন্তা হল কী দুআ করব? কী চাইবো? দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা করা তো মৃত্যুকে ঘৃণা করার নামান্তর। যা খুবই নিন্দনীয়। উচিৎ তো ছিল আল্লাহ্ তাআলার দীদারের আকাঙ্ক্ষা এবং মৃত্যুর আগ্রহ থাকা। মৃত্যুর প্রতি অনীহা তো কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক সময় পর্যন্ত কিছুই বুঝে আসল না, পরিশেষে এই দুআ করলাম যে, হে আল্লাহ্! এই মুহূর্তে আমি কোনো কিছুই চাচ্ছি না, তুমি নিজের পক্ষ থেকে যা খুশি দিয়ে দাও। এরপর মনে হল এটাও তো সম্ভব যে, জীবনও থাকবে আবার আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির বিপরীত কিছু না হবে। কেননা আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমতার বাইরে তো নয় এটা, সর্বশেষ এই দুআ করলাম- হে আল্লাহ্ আমাকে এই রোগ থেকে মুক্তি দাও। এবং হক পরিশোধের এবং মৃত্যু আকাঙ্ক্ষার সকল প্রতিবন্ধক দূর করার সুযোগ দাও কিন্তু এর মধ্যেও শর্ত এই যে, তোমার সন্তুষ্টির বিপরীত কিছু যেন না হয়। নতুবা মৃত্যুকেই কামনা করছি। (কথাটি মুখ দিয়ে বের হতে চাচ্ছিল না এবং মনও রাজি হচ্ছিল না কিন্তু জবরদস্তি আমি বলে ফেললাম) পরক্ষণে হাদীসের এই দুআটি মনে পড়ল-

اَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيٰوةَ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّيْ

অর্থঃ আমাকে বাঁচিয়ে রাখো যতক্ষণ বেঁচে থাকাটা আমার জন্য উত্তম। আর মৃত্যু দিয়ো যখন মৃত্যু আমার জন্য হবে উত্তম।

এটা মনে পড়ায় খুব শান্তি পেলাম। দিল প্রশান্ত হল এবং এ দুআ করেই শেষ করলাম। এরপর ব্যথা কমতে শুরু করল এবং বাঁচার আশা বেঁচে উঠল। ব্যথা একদম ভালো হয়ে গেল কিন্তু তীব্র ঠাণ্ডা জ্বর শুরু হল। সকাল-সন্ধ্যা তীব্রতা যেন তীব্রতর হয়ে উঠল। একবার জ্বর নামে আবার শুরু হয়। এভাবেই পনের-ষোল দিন পর্যন্ত চলল।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ মাশাআল্লাহ্! উক্ত সামগ্রিক অবস্থা ও ঘটনাবলীতে আল্লাহ্ তাআলার এইসব নেয়ামত ছিল- স্বভাবের উপর আকল, ইশক ও দীনের বিজয়। মুবারক হোক।

প্রাথমিক অবস্থা

হালঃ বর্তমানে পূর্বের চেয়ে নামাযের মধ্যে ধীরস্থিরতা ও খুশূ' বেশি বোঝা যায়। মাঝে মাঝে মন চায় নির্জনে বসে আল্লাহ্ পাকের ধ্যান মগ্ন থাকি। এবং তাতে ভীষণ মজা লাগে। এরপর যখন বসি তো দিল থেকে আক্ষেপের আহ্ বের হতে চায় যে, আহারে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। প্রাণ খুলে 'আল্লাহ্' ডাকতেও পারলাম না। আফসোস এই জীবনের উপর।

বিশ্লেষণঃ এগুলো প্রাথমিক হালত এবং মুবারক অবস্থা। কাজ করতে থাকুন সবকিছু একদিন ঠিক হয়ে যাবে।

আকলী তারাক্কী কাঙ্ক্ষিত মাধ্যম দিয়ে হলেও তবয়ী তারাক্কী নয়

হালঃ একটি বিষয় নিবেদন করতেন চাই যে, এত্তেকাউল ফিতান (ফেতনা থেকে বাঁচার উপায়) সিরিজে এ যাবত যা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো পড়ার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য বাড়ে না বরং মনে হয় আরো অবনতি হয়ে যায়। আমার এরকম সন্দেহ হয়।

বিশ্লেষণঃ বাস্তবিকই এমনই মনে হয়। কিন্তু মনে হওয়াটা তবয়ী (স্বভাবগত) বিষয় আকলী বা দীনী বিষয় নয়। আর গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয়টা প্রথমটা নয়। অর্থাৎ শরীয়তের দলিলাদির ভিত্তিতে এগুলো উন্নতির উপায় ও কারণ। কেননা এগুলো বহুমুখী, জরুরি ও দীনী উপকারিতা মিশ্রিত ব্যাপার।

হালঃ এগুলোতে যতো মশগুল হই 'নেসবত' দুর্বল হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ এই দুর্বলতার হাকিকত এই যে, এখানে মাকসূদের প্রতি মনোনিবেশ হয় পরোক্ষভাবে। এর মোকাবেলায় যে শক্তি রয়েছে সেটা হচ্ছে মনোনিবেশ সরাসরি, কোনো মাধ্যম ছাড়া। যেমন আয়নার মধ্যে মাহবুবের দর্শন যাতে বারবার দিল ব্যাকুল হয়ে উঠে যে, এর চেয়ে আয়নার দিকে পিঠ দিয়ে ঘুরে, আয়নার মাধ্যম ত্যাগ করে মাহবুবকে দেখি। কিন্তু কখনো কখনো যদি মাহবুবের সন্তুষ্টি ও নির্দেশ এই পরোক্ষ দর্শনের ব্যাপারেই হয় তাহলে

www.islamfind.wordpress.com

আশেক এই পরোক্ষ দর্শনকেই নৈকট্য মনে করবে। যদিও সরাসরি দেখার মধ্যে পর্দা ভেদ করার মজা বেশি। সুতরাং যে সরাসরি দেখাকে নেসবত ও বিশেষ সম্পর্ক ভাবেন পরোক্ষ দেখার মধ্যে তার কাছে দুর্বল সম্পর্কের সন্দেহ হবেই। নতুবা বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টা। আমি সবসময় বুদ্ধি ও মেধার বিচারে এটাই বুঝি যে, হাদীসের মধ্যে আছে- انه ليغان على قلبى সেটা এই মাখলুকের প্রতি মনোনিবেশ তাকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহবানের জন্য। আর এটাই হুবহু আল্লাহ্‌র প্রতি সৃষ্টির আয়নার মাধ্যমে মনোনিবেশেরই নামান্তর। যাকে আশেক স্বভাবগত ধৈর্যহীনতার কারণে হেযাব (বা পর্দা ও অন্তরায়) বলে থাকে।

হালঃ এতে আশঙ্কা হয় যে, কোথাও নিজের নফসের শিকার হয়ে যাই কিনা। কেননা হুজ্জতবাজি, প্রত্যাখ্যান ইত্যাদিতে বেশিরভাগ সময় নফসানিয়াত মিশ্রিত হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এস্তেগফারের মাধ্যমে এর ক্ষতিপূরণ করে নেবেন। আরেকটি ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে যে, যতক্ষণ আমলকারীর এই নফসানিয়াত মিশ্রণের সন্দেহ থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ্ তাআলার হেফাজত তার সঙ্গী থাকবে। অবশ্য মুবতাদী- প্রাথমিক পর্যায়ের সালিকের জন্য এরূপ শোগল ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর। কেননা তারমধ্যে এই মিশ্রণ প্রবণতা তীব্র থাকে।

দৈহিক রোগ দ্বারা নফসানী রোগের চিকিৎসা হওয়া

হালঃ থানাভবন থেকে ফিরে আসার পর থেকে অবিরাম কাশিতে আক্রান্ত ছিলাম। মস্তিষ্ক ও দেহের দুর্বলতা এত বেড়েছে যে, রিয়াযত ও মুজাহাদার কোনোটাই আনন্দের সঙ্গে আদায় করা সম্ভব নয়। পরিচ্ছন্নতার ও নিয়মিত ইবাদত বন্দেগীর গর্ব মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। এখন বর্তমানে কাশি নেই। দুর্বলতাও কমেছে। তখন থেকেই কাজ কিছুটা শুরু করেছি। উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করতে পারি না। সেজন্য আস্তে আস্তে তিলাওয়াত করি। দুআ করবেন একদিকে যেন এস্তেকামাত লাভ করি অন্যদিকে যেন নফসের চালবাজি থেকে নাজাত পাই।

বিশ্লেষণঃ যে নফসানী রোগ দ্বারা অন্য নফসানী রোগের চিকিৎসা হয়ে যায়, যেমন আপনি লিখেছেন, সেই রোগ সৌভাগ্যের ব্যাপারে। কারণ তার দ্বারা

www.islamfind.wordpress.com

অন্য রোগ ভাল হয়েছে। কিন্তু যেহেতু সুস্থ হয়ে গেলে ওষুধ ও চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যায় সে কারণে দুআ চালু করা দরকার যেন আল্লাহ্ তাআলা ঐ দৈহিক রোগ থেকেও মুক্তি দান করেন। যা হোক এই রোগ সৃষ্টি হওয়াও ছিল রহমত। দূর হওয়াও রহমত।

আছর উদ্দেশ্য নয়

হালঃ কিছুদিন থেকে কলবের মধ্যে জোরালো ভাবে এই তাগাদা হচ্ছে যে, যেহেতু আমি দুর্বল, তাই তালীম বা পড়ানোর কাজ করে পাশাপাশি যিকির-শোগলের কাজ করতে পারছি না। বেশি মেহনত করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া কলব এত কঠিন হয়ে গেছে যে যতদিন যাবৎ যিকির করছি মনে হয় যে, প্রতিদিনই আগ্রহ, একাগ্রতা, ভাললাগা কমে যাচ্ছে। কলবের উপর যিকিরের কোনো আছর হচ্ছে না।

বিশ্লেষণঃ এই আছর তো উদ্দেশ্যই নয়।

মাওয়াযের আছর স্থায়ী থাকা যথেষ্ট

হালঃ অধম বাড়িতে একরকম জরুরত পরিমান কুরআন মাজীদ শুদ্ধ করছে।

বিশ্লেষণঃ আমি কিভাবে আশ্বস্ত হব। কারী সাহেবকে শুনিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করুন শুদ্ধ হয়েছে কিনা।

হালঃ হুযূরের হুকুম মতো আরো শুদ্ধ করব ইনশাআল্লাহ্। সমস্যা এই যে, সকালে সময় পাই না। গেল মঙ্গলবার থেকে কুরআন মাজীদ একপারা করে তিলাওয়াত করছি। এসমে যাত ষোল হাজার, দাওয়াত আবদিয়াত প্রথম খণ্ড মুতালাআ করছি। ষষ্ঠ ওয়ায পর্যন্ত পড়া হয়েছে। কিন্তু স্মরণশক্তি কম হওয়ার কারণে মনে থাকে খুব কম। দুআ করবেন। কোনো নির্দেশনা থাকলে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ মনে না থাকলেও ক্ষতি নেই কারণ তার আছর ঠিকই থেকে যায়।

উনস ও গভীর হৃদ্যতার আছর

হালঃ কারোর সঙ্গে কথা বলতেও ভালো লাগে না। মন চায় না।

বিশ্লেষণঃ এটা মাখলুকের প্রতি অনীহা ও আল্লাহ্ তাআলার প্রতি গভীর অনুরাগের আলামত। শর্ত হল মস্তিষ্ক বিকৃতির আছর যেন বিদ্যমান না থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

যেটা চিকিৎসকের মাধ্যমে নির্ণিত হতে পারে। সে প্রভাব যদি থাকে তাহলে এটা তার এবং উনসের মিলিত আছর।

হালঃ ইয়া মুর্শিদী! অবশ্যই দুআ করবেন যেন আল্লাহ্ তাআলা এই অধম গোলামের এসলাহ দান করেন।

বিশ্লেষণঃ জান-প্রাণ দিয়ে দুআ করছি।

চূড়ান্ত পর্যায়ে রূহানী কাইফিয়াত প্রবল হয় এবং...

প্রশ্নঃ কানপুরে যখন আপনি ছিলেন তখন আপনার খেদমতে হাজির হয়ে পাশে বসার পর খুব ইশকের আছর অনুভূত হচ্ছিল। এরপর যখন আমি থানাবভনে হযরতের খেদমতে হাজির হলাম তখন কোনো তাৎক্ষণিক আছর আমি উপলব্ধি করতে পারলাম না। এ কারণে আমার মধ্যে দ্বিধা জাগল। ভাবলাম- আমার মধ্যে উপলব্ধির যোগ্যতা লোপ পেয়েছে। সেজন্য আমি হযরতকে প্রশ্ন করলাম কামেল বুযুর্গদের হালের আছর কি পাশের লোকদের উপর পড়ে না? এর উত্তরে হযরত বলেছিলেন কামেলীন বুযুর্গদের হালের আছর অন্যদের প্রতি সংক্রামিত হয় না, তবে যদি তারা ইচ্ছা করেন, তাহলে অন্যদের উপর আছর হয়। একথা শুনে আমার সন্দেহ কেটে গেল।

জবাবঃ সেই সময়ের কথা তো মনে নেই, তবে এই মুহূর্তেই যে বিশ্লেষণ যেহেনে (মাথায়) আছে সেটাই লিখছি। চূড়ান্ত পর্যায়ে নফ্সানী কাইফিয়াতের প্রবলতা থাকে না। তখন রূহানী কাইফিয়াত তীব্র হয়ে থাকে এবং সেটা হয় খুব সুক্ষ্ম। তার উপকারিতা শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় পীর-মুরিদ উভয়ের মনোযোগের মাধ্যমে। কিন্তু এর তাৎক্ষনিক উপলব্ধি অনুভূত হয় না অথবা কম হয়। যেমন দৈহিক হালত স্বাভাবিক থাকলে ওষুধ নির্বাচন সঠিক হলে সে ওষুধ দ্রুত কাজ করে না তবে দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব ফেলে।

আউলিয়াগণের মাজারে আছর হওয়ার কারণ

প্রশ্নঃ যদি আমি আউলিয়াদের মাজারে যাই। সেখানে গিয়ে তাদের আরওয়াহের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ হই। তখন অনেক আছর অনুভব করতে পারি। সাহেবে কবরের নেসবত যেই প্রকারের হয় কলব সেই রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে যায়। কোথাও শান্তি, এতমিনান কোথাও আকর্ষণ ও আলোড়ন। এর কী কারণ? মৃতদের হাল কি জীবিতদের চেয়ে ভিন্ন? না কি তারা ইচ্ছা করে দর্শনকারীদের কাইফিয়াত পরিবর্তন করে দেয়?

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ এরূপও হতে পারে যদি তারা আহলে তাসাররুফ (রূহানী বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী) হন। তবে এ পরিবর্তনের প্রধান কারণ হয় যিয়ারতকারীর ইচ্ছা। স্বাভাবিক নিয়ম হল- নতুন কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে ইচ্ছার মধ্যে শক্তি ও একাগ্রতা বেশি থাকে। আর আছর ইচ্ছার তাবে (অনুগত) হয়। একই নিয়ম হিসাবে দীর্ঘসময় পার হয়ে গেলে এই শক্তি থাকবে না। অনুভূতির এই পার্থক্য কখনো কখনো জীবিতদের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে।

ঘুম থেকে জেগে উঠার পর আলো দেখতে পাওয়া

হালঃ দীর্ঘ দিন ধরে (যে মেয়াদের কথা সঠিকভাবে বলতে পারব না) অধম যখন ঘুম থেকে জেগে উঠত তখন একটি তাজাল্লী চোখে পড়তে। এই জ্যোতি কখনো সাদা আলোর সূরতে জাহের হত কখনো লাল আলোর সূরতে। তবে এই জ্যোতি আমি ঘুম থেকে জেগে উঠার পর ব্যতিক্রমহীন সজাগ, সচেতন অনুভূতিসহ নিজের নিকটে দেখতাম। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থতার সময়, খুব নাচার অবস্থায় একদিন ঘুম থেকে জেগে দিশাহারা ভাবে বেখেয়ালে ঐ দিকে থুতু ফেলেছিলাম, মনেই ছিল না যে, থুথু কাপড়ে নিয়ে নেওয়া অথবা নিকটে ফেলানো উচিত। সেদিন থেকে ঐ তাজাল্লী বন্ধ। তাজাল্লীর সেই সূরত যা বিরামহীনভাবে দেখা যেত এখন আর নসীব হয় না। অনেক তওবা ও এস্তেগফার করেছি কিন্তু আর সেই জিনিস নসীব হচ্ছে না। হঠাৎ কখনো কখনো হাল্কা আলোক রশ্মি দেখা যায়। প্রথম অবস্থা হারিয়ে যাওয়াতে ভীষণ কষ্ট হয়েছে। হুযূর মুনাসিব মনে করলে কোনো জরুরি তাদবীর জানাবেন। এই কাইফিয়াতের নির্ধারিত মেয়াদের কথা প্রথমে যেমন বলেছি সঠিকভাবে মনে নেই। অনুমান যদি ভুল না হয় তাহলে পচিশ থেকে ত্রিশ বছর হয়ে থাকবে।

বিশ্লেষণঃ এটা কি কোনো মাকসূদ ছিল। ঐ আলোর কারণে কি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হচ্ছিল?

কুরআন মাজীদের তিলাওয়াতে একাগ্রতা না হওয়ার এলাজ

হালঃ অধম এখন প্রতিদিন নিয়মিত মাওয়ায়েযও পড়া শুরু করেছে, যতক্ষণ পড়তে থাকি মনে হয় যেন হুযূর বলছেন, আমরা সবাই শুনছি। এই করম একাগ্রতা তিলাওয়াতে কুরআনের মধ্যে হয় না। সম্ভবত অর্থ না বোঝার কারণে এমন হয়। অথবা অন্য কারণও থাকতে পারে যা আমার বুদ্ধিতে ধরে নি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ কারণ জানার প্রয়োজন নেই। এরূপ পার্থক্যের কারণে- যা অনিচ্ছাকৃত, কোনো ক্ষতি হবে না এবং এটা ক্ষতিকর নয়।

নিদ্রার তীব্র চাপের এলাজ

হালঃ আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে এবং হুযূরের দুআর বরকতে মা'মুলাত পুরোপুরি আদায় হচ্ছে। মাঝে মাঝে শেষরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন তাহাজ্জুদ আদায় করি। এতে সমস্যা নেই। যেই মাত্র অযীফা অথবা তিলাওয়াত শুরু করি অমনি ঝটফট সারা দুনিয়ার ঘুম আমার দুই চোখে ভিড় করে। মাঝে মাঝে কাত হয়ে পড়ে যাই। এর কী কারণ হতে পারে বুঝি না। নফল পড়ার সময় একরকম আর অযীফার সময় অন্যরকম।

বিশ্লেষণঃ নামাযের মধ্যে বিভিন্ন নড়াচড়ার কারণে নফ্স বেশি আরাম পায় না। কিন্তু যিকির ও তেলাওয়াতের সময় ঐ নাড়াচড়া গুলো না থাকায় নফ্স আরাম পায়। ঐ আমলগুলোর আছরের মধ্যে পার্থক্যের এই হল কারণ। কিন্তু কারণ জানার কোনো আবশ্যক নেই। জরুরি হল আহকামের তাহকীক বা বিশ্লেষণ। এখন সেটাই বলছি। এরূপ অবস্থায় ঐ সময় শুধু নামায পড়ুন। যিকির ও তেলাওয়াতের জন্য ভিন্ন সময় ঠিক করে নিন।

* * *

হালঃ ঘুম খুব বেশি।

বিশ্লেষণঃ সুস্থতার আলামত। অতিরিক্ত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সিনার মধ্যে নড়াচড়া ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়

হালঃ কলবের মধ্যে নড়াচড়ার কারণে সিনাও নড়তে থাকে মনে হয়।

বিশ্লেষণঃ ভ্রুক্ষেপ করার যোগ্য কোনো বিষয় নয়।

বিবাহ সূলূকের মধ্যে বিঘ্ন ঘটায় কি না

হালঃ নিবেদন করতে চাই যে, আমার নানী ও বোন মিলে এক জায়গায় আমার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেলেছেন। আমি তাদেরকে নিষেধ করে বলেছি- এই মুহূর্তে বিয়ের জরুরত নেই। কিন্তু তারা আমার অস্বীকৃতির কারণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বারবার জিদ করতে থাকেন। তাদের উপর্যুপরি জিদ দেখে অবশেষে আমি কবুল করেছি তাদের দাবি। মেয়ে পক্ষ এবং পরিবারের

www.islamfind.wordpress.com

সকলে মিলে আমার বিবাহ দিয়ে দিবেন শিগ্‌গিরই। নির্ধারিত তারিখ জানি না তবে এতটুকু জানি যে, রমাযানের পূর্বেই বিয়ে হয়ে যাবে। হুযূর! এই মুহূর্তে কি আমার জন্য বিয়ে করা ঠিক?

বিশ্লেষণঃ নিজের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ণয় করে ঠিক- বেঠিকের ফয়সালা তুমি নিজেই করতে পারো। যদি সুলূকের পথ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পাড়ি দিতে হয় যার জন্য যথেষ্ট অবসর ও ফারেগ থাকা জরুরি, তাহলে বিবাহ মুনাসিব নয়। আর যদি লক্ষ্য উদ্দেশ্য হয় শুধু আল্লাহ্‌র আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জন, তাহলে এই ব্যাপারে বিবাহ কোনো প্রতিবন্ধক নয়। এ ক্ষেত্রে আরো কিছুটা কথা থাকে, তা হল এই যে, যদি হক আদায় করা ও খরচ বহনের ক্ষমতা থাকে তাহলে জায়েয আর তা না থাকলে নিষিদ্ধ।

কামিয়াবির আলামত

হালঃ অধমের মা'মুলাত ও হালত যথারীতি চলমান। যিকিরের মধ্যে পূর্ণ সময় একাগ্রতা থাকে না।

বিশ্লেষণঃ তারবিয়াতুস সালিকের বহু জায়গায় এর ফয়সালা করা হয়েছে। মনে হচ্ছে তারবিয়াতের মুতালাআ ভালোভাবে করেন নি। নতুবা হঠাৎ হঠাৎ ঘটা এই ব্যাপার নিয়ে বিচলিত হওয়ার কথা নয়।

হালঃ কিন্তু অল্প-স্বল্প সময়ের জন্য হয়ে যায়। অবশ্য যিকির করার সময় দিলের মধ্যে কোনো উৎকণ্ঠা থাকে না।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সবই কামিয়াবির আলামত

সুবুদ্ধি জরুরি

হালঃ অধমের হালত এই যে, আল্লাহ্ তাআলার মেহেরবানি ও হুযূরের দুআর বরকতে যিকির ও শোগল পূর্ণরূপে আদায় করে যাচ্ছি। মনে হয় অভ্যাসবশত করে যাচ্ছি, আগ্রহের বশে হয় না।

বিশ্লেষণঃ তারবিয়াতুস সালিক পড়া না পড়া সমান করে ফেলেছেন।

হালঃ প্রথমে আমি আমার পূর্ণ হালত লিখেছিলাম। যেটা পড়ে হুযূর জানিয়েছিলেন যে, কব্‌যের হালত। যা উপকারের দিক থেকে বাস্ত-এর চেয়েও বেশি। সে ব্যাপারে আমার নিবেদন এই যে, আজ পর্যন্ত কব্‌য থেকে

www.islamfind.wordpress.com

অধমের মুক্তি হল না বরং আমি পূর্বের তুলনায় নিজেকে আরো বেশি পেরেশান দেখতে পাচ্ছি। কেননা পূর্বের অবস্থা ছিল এরকম যে, যখনই কাজ-কর্ম থেকে ফারেগ থাকতাম। অথবা চলতি পথে থাকতাম দেখতাম আপনা-আপনিই যবান থেকে যিকির জারি আছে। বেশিরভাগ সময় কাজ করতে থাকলেও জবান থেকে যিকির জারি থাকত। সেই অবস্থার পরিবর্তণ হয়ে এখন অবস্থা হয়েছে এই যে, আমি নিজে এখন চেষ্টা করি ফারেগ সময়ে কষ্ট করে যিকির চালু রাখি কিন্তু নিজের মধ্যে সেই শক্তি পাই না।

বিশ্লেষণঃ শক্তি না পাওয়া একদম ভুল কথা।

হালঃ অবস্থা আগামীতে আরো বেশি খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। হুযূর সাহায্য করুন।

বিশ্লেষণঃ সাহায্যের তরীকাটি কী? আফসোস আপনার এই নির্বুদ্ধিতার উপর। আপনার করণীয় কাজ আমি করব কিভাবে?

হালঃ নইলে এই অপদার্থ কিছুদিনের মধ্যেই হুযূরের নির্দেশিত যিকির ও অযীফা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

বিশ্লেষণঃ ধমকি দিচ্ছো না কি?

হালঃ মুনাসিব হলে কোনো তদবির দান করুন।

বিশ্লেষণঃ এই বক্র বুদ্ধির কারণে খুব কষ্ট হল।

হালঃ হুযূর আমার দাদার জন্য দুআ করবেন, আল্লাহ্ তাআলা যেন তাকে শারীরিক সুস্থতা ও শক্তি বৃদ্ধি করে দেন।

বিশ্লেষণঃ দুআ করছি।

হালঃ তার সুস্থতার পর অবসর হলে ইনশাআল্লাহ্ হুযূরের কমদবুসির উদ্দেশ্যে হাজির হব।

বিশ্লেষণঃ কোনো প্রয়োজন নেই।

হালঃ হুযূরের নির্দেশমতো অধম দেওয়ানে হাফেজ-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থটি পড়ছে। তারবিয়াতুস সালিকও পড়ছে। সেখানেই এই আলোচনা পেয়েছি।

বিশ্লেষণঃ সেই আলোচনা পূর্ণাঙ্গ পৃষ্ঠা নং সহ উদ্ধৃত করতে হবে।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ 'যখন কব্জ অপসারণ না হবে তখন মুর্শিদের কাছে রুজু করবে এবং দুআ করবে।'

বিশ্লেষণঃ ঐ এবারত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। আপনার কাছে এই এবারত (টেকস্ট) এবং পূর্বের এবারতের একই মতলব। এতটুকু বোধ যার নেই তার এবারত বদলানোর প্রয়োজন কী?

দ্বিতীয় চিঠি

হুযূর বলেছেন- ঐ আলোচনা পরিপূর্ণরূপে উদ্ধৃত করতে। হুযূরের নির্দেশ হিসাবে নিচে সেই আলোচনা পেশ করা হল।

আত তাকাশ্শুফ, চতুর্থ খণ্ড, এরফান হাফেজ, পৃষ্ঠা নং দুইয়ে একটি কবিতার ব্যাখ্যায় লিখেছেন কব্জের সময় মুর্শিদের কাছে রুজু করবে। কেননা কব্যের কারণ সমূহ আলামত, আছর, লাভ-ক্ষতি, তরীকা ইত্যাদি 'বাস্ত' অথবা কব্যটি পুরোপুরি বাস্ত অর্থাৎ হেকমতের বিচারে পুরাপুরি 'বাস্ত' এর অনুরূপ হওয়া, এইসব বিষয় মুর্শিদের মাধ্যমেই সমাধান হয়ে থাকে। এছাড়া এতে এটাও জরুরি হয়ে গেল যে, কব্যের অবস্থায় সালিক কিছুতেই নিজের রায়ের উপর আমল করবে না। নতুবা বহু মানুষ এতে বরবাদ হয়ে গেছে।
একই কিতাবের একই পৃষ্ঠায় আরেক স্থানে হুযূর লিখেছেন- (পূর্বে উল্লেখিত কবিতার) ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, তার (বক্তার) উপর কব্যের হালত প্রবল হয়েছিল। যা কখনো কখনো মুর্শিদের তাওয়াজ্জুহের মাধ্যম আর বেশিরভাগ সময় স্থায়ীভাবে মুর্শিদের তা'লীমের মাধ্যমে দূর হয়ে যায়।
এই কারণে আমি কব্জের হালতে দিশেহারা হয়ে ব্যাকুল ও পেরেশান হয়ে মুর্শিদের খেদমতে আরজ করছি যে, হযরত আমার হালতের প্রতি তাওয়াজ্জুহ দান করুন এবং সাহায্য করুন। কেননা এখন পর্যন্ত তো মরি নি। যখন মরে যাব তখন মুখ ফিরিয়ে নেবেন। কারণ মারাত্মক কব্যের মধ্যে একরকম মা'যুর হয়ে গেছি। এজন্য এসব বিষয় ওজর হিসাবে ক্ষমার অন্তর্ভূক্ত। এর মধ্যে নির্দেশও রয়েছে কব্যের মধ্যে মুর্শিদের কাছে রুজু করার।

বিশ্লেষণঃ অন্য কাগজে এর জবাব আছে।

হালঃ প্রথম যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম তার মধ্যে আমি লিখেছিলাম 'নইলে এই অধম... বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে,' যার জবাবে হুযূর লিখেছেন– 'ধমকি দিচ্ছ না কি?' নাউযুবিল্লাহ, তওবা তওবা কস্মিনকালেও এ ধরনের কোনো মনোবৃত্তি

www.islamfind.wordpress.com

ছিল না এবং এখনো নেই এবং নাউযুবিল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবে না। আমার কী এতখানি স্পর্ধা আছে? আমার উদ্দেশ্য ছিল– হুযূর মেহেরবানীকরে আমার হালতের প্রতি যেন মুতাওয়াজ্জেহ হন। আমার লেখা থেকে যাই বোঝা যাক না কেন কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ঐ একই ছিল। হুযূর এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার হালের প্রতি।

বিশ্লেষণঃ তাওয়াজ্জুহের তরীকাটা কী?

হালঃ হুযূর যে কথা লিখেছেন– এই বক্রবুদ্ধির জন্য খুব কষ্ট হল, নিঃসন্দেহে হুযূরের অবশ্য অবশ্যই কষ্ট হয়েছে। যখন থেকে এই চিঠি আমার হাতে এসেছে তখন থেকে আমি নিজেই হুযূরের কষ্টের আন্দাজ করতে পারছি এবং বুঝতে পারছি যে, আমার আন্দাজের চেয়ে বহুগুণ বেশি কষ্ট হুযূরের হয়েছে। সে কারণে আমার বক্রবুদ্ধি ও ভুল বুঝ থেকে তওবা করছি এবং দুআ করছি যেন আল্লাহ্ তাআলা আমাকে ঐ বক্রতা থেকে এবং ভুল বুঝ থেকে বাঁচার তাওফিক দান করেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং ফাহ্মে সালীম ও সুবুদ্ধি দান করেন এবং যে শান্তি খুশি দান করেন। যে কথাটি না বললেই নয়, তাহল ঐ চিঠি একটি বিরেচক ওষুধ (জোলাপ) হিসাবে কাজ করেছে। ঐ চিঠি যখন হাতে এসেছে, এবং যখন থেকে পড়েছি, সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত কোনো কাজেই মন লাগে নি। সর্বক্ষণ হুযূরের চিন্তা করেছি। এস্তেগফার ও যিকির জারি ছিল। না খানায় মজা পেয়েছি না কোনো আলাপ-আলোচনায়। অসুস্থ মানুষের যেমন কোনো কিছুই ভাল লাগে না, আমার অবস্থাও হয়েছিল ঠিক তেমনই। এজন্য আবারও আমি হুযূরের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

বিশ্লেষণঃ ক্ষমা কেউ চাইলে তাকে তো ক্ষমা করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এই ক্ষমা চাওয়াতে তো মুআমালা পরিষ্কার হল না। চিঠিতে আমার কিছু প্রশ্ন আছে, সেগুলোর জবাব দিতে হবে তাহলেই কথা পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রশ্নগুলোতে এক, দুই ও তিন লিখে দিয়েছি।

তৃতীয় চিঠি

হুযূরের নির্দেশে প্রশ্নগুলোর জবাব নিবেদন করছি।

এক. নিঃসন্দেহে আমার লেখা থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, আমি তারবিয়াতুস সালিক পড়া এবং না পড়াকে বরাবর করে ফেলে ছিলাম। কেননা

www.islamfind.wordpress.com

আমার তো উচিৎ ছিল আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া করা যে, যে সামান্য আমল করার তাওফিক তিনি আমাকে দান করেছেন এটুকুও তো তার রহমত এবং মেহেরবানীও দয়া। নাউযুবিল্লাহ যদি এটুকুর তাওফিকও না দিতেন তাহলে আমার কোনো শক্তি প্রয়োগের বা দাবি করার কিছুই ছিল না। নামায, রোযা, যিকির যা কিছুই হয়, সম্পূর্ণ আমাদেরই লাভ। যেটুকু হয় আল্লাহ্ তাআলার মহাদান। অল্পও যদি হয় আমাদের উচিৎ তাঁর শুকরিয়া আদায় করা। যেটুকুই পারি তাঁর শোকর আদায় করতে হবে।

দুই. নিঃসন্দেহে ভুল। সম্পূর্ণ ভুল। কেননা শক্তি তো অবশ্যই পাই। কিন্তু চিন্তা করে প্রয়োগ করি না সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

তিন. নিঃসন্দেহে এরূপ পরিস্থিতিতে সাহায্য করা যায় না। বাস্তবিকই এটা আমারই করণীয় কাজ হুযূর কীভাবে করবেন।
আলহামদুলিল্লাহ্ এখন আমার স্বল্প বুদ্ধিতেও বুঝে এসে গেছে। এখন যখনই ঐ চিঠি পড়ি তো লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়। খুবই অনুতপ্ত হই আর নিজের উপর লানত করতে থাকি। নিজেকে তিরস্কার ও ধিক্কার দিতে থাকি। নিজেকেই আমি প্রশ্ন করি যে, এই কথাগুলো আমি কীভাবে লিখেছিলাম। তখন কী আমার ঘাড়ে কোনো দুর্ভাগ্যের ছায়া পড়েছিল না কি কী হাল ছিল আমার? চিন্তা করলে একটাই দৃষ্টান্ত মনে পড়ে যে, কোনো রোগী চিকিৎসকের কাছে গেলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করে তার জন্য ব্যবস্থাপত্র (প্রেসক্রিপশন) লিখে তার হাতে ধরিয়ে বললেন– তোমার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই ওষুধ খেতে হবে। এই এই বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে। সব কথা শুনে রোগী ডাক্তারকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করলেন– জনাব! এই তিক্ত ওষুধ খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দয়া করে আপনিই এই বিষয়গুলো থেকে সতর্ক থেকে ওষুধগুলো খেয়ে আমাকে সুস্থ করে দেবেন। এরূপ ক্ষেত্রে সন্দেহ নেই চিকিৎসক রোগীকে তার দাওয়াখানা থেকে সঙ্গে সঙ্গে বের করে দেবে। হুযূরের বিরাট অনুগ্রহ এই অধমের প্রতি যে, হুযূরের যে কষ্ট হয়েছে, তাতে আমি ডাণ্ডা মেরে হুযূরের দরবার থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার উপযুক্ত ছিলাম। যে কোনো কঠিন শাস্তি দিলেও আমার জন্য সেটা সামান্য হত। হুযূরের জবাবের পূর্ব চিঠি থেকে আলহামদুলিল্লাহ্ আমি চিঠির সকল কথাই বুঝতে পেরেছি। যা আমি এই চিঠিতে প্রকাশ করলাম। এখন হুযূরের কাছে ক্ষমার আবেদন করছি। এতটুকু নিবেদন করতে চাই যে,

www.islamfind.wordpress.com

প্রথম চিঠি পাওয়ার পর থেকে নামায, যিকির এতমিনানের সঙ্গে আদায় করতে পারছি এবং অত্যন্ত প্রশান্তি অন্তরের মধ্যে লাভ করছি।

বিশ্লেষণঃ গণীমত মনে করুন। আল্লাহ্ তাআলা নেক বুদ্ধি, আমল ও হাল দান করুন এবং অবিকল রাখুন।

কব্যের আছর

হালঃ অধমের বর্তমানে কব্যের হালত চলছে। কোনো প্রফুল্লতা ও শান্তি নেই। যা হোক এ সম্বন্ধে তো কোনো অভিযোগ নেই। কেননা হুযূরের কিতাবাদিতে পড়েছি যে, এটাও ভাল হালত বরং এটা বাস্ত-এর চেয়ে উন্নত হয়ে যায়। কারণ এতে সালিকের মধ্যে বিনয় পয়দা হয়। কিন্তু দুঃখ এই কারণে যে এই হালতের কারণে আমার কোনো দুঃখ হচ্ছে না।

বিশ্লেষণঃ দুঃখ না হওয়ার কারণে দুঃখ এটাও কবযের বদৌলতেই হচ্ছে। এতেও উদ্দেশ্য হাসিল হচ্ছে।

* * *

হালঃ কখনো আনন্দ ও ফূর্তি বোধ হয় না।

বিশ্লেষণঃ এটা খুব সুক্ষ্ম একটি কব্য, যা বিরাট বড় নেআমত। হাদীসের ভাষায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সার্বক্ষণিক চিন্তিত ও ব্যথা ভারাক্রান্ত।

* * *

হালঃ হুযূরের দাসী নিবেদন করছে যে, হযরত যে অযীফা তালকীন করেছিলেন আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে সকাল-সন্ধ্যায় রীতিমতো আদায় করছি। মাঝে মাঝে মুনাজাতে মাকবুলও পড়ছি। যে সময় অযীফা পড়ি, তার মাঝখানে এরূপ ভাব মনের মধ্যে জাগে যে, সব ছেড়ে দাও এবং দিলের মধ্যে খুব গরম এবং অন্ধকারের মতো বোধ হতে থাকে। দীর্ঘ সময় ধরে এই অন্ধকারের ভাবনা এবং উদ্বেগ থেকে যায়। কোনো কাজ করতে মন চায় না। নামায পড়ি বা কুরআন পড়ি এটাও ইচ্ছা হয় না। হুযূরের খেদমতে আরজ এই যে, দয়া করে এর কোনো এলাজ জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ এটাকে কব্য বলা হয়। এর কারণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। শারীরিক অসুস্থতাও এর কারণ হয়ে থাকে। কোনো চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে

www.islamfind.wordpress.com

প্রয়োজনে চিকিৎসা গ্রহণ করুন। চিকিৎসক যদি কলব ও দেমাগ (ব্রেন ও হার্ট) সুস্থ বলে নিশ্চিত করেন তাহলে পরে আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

* * *

হালঃ কব্‌যের হালতে একদিন দিলের মধ্যে এই কথা এল যে, তুমি হাজার হাজার ইচ্ছা পোষণ করে থাক যা পূর্ণ হয় না ইল্লা মা-শাআল্লাহ্। এখন যে তোমার আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এবং আহলুল্লাহ্‌দের দরজায় পড়ে থাকার ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে এটা তো তাঁরই অভিপ্রায়। তো ডেকে এনে মাহরূম করা এটা তো ইনসাফের বিরোধী। অথচ আল্লাহ্ তাআলা বে-ইনসাফি থেকে পাক পবিত্র।

বিশ্লেষণঃ এটাকে বে-ইনসাফি মনে করা উচিৎ নয়। মাহরূম রাখাও একদম ইনসাফ সম্মত। প্রথম কথা তিনি মালিক। তাছাড়া আমাদের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ত্রুটি, যার কারণে মাহরূম থাকা আশ্চর্যের কিছু নয়। ঐভাবে চিন্তা করার চেয়ে এইটা ভাববেন যে তিনি খুবই দয়ালু। তিনি আমাদের ত্রুটিসমূহকেও ক্ষমা করেন।

হালঃ উদ্বেগ দূর হয়েছে। তাঁর করুণায় কান্না এল এবং খুব মজা লাগল। এরাদা ও ইচ্ছার আরো ঘাটতি হয়েছে। এতমিনানের মধ্যে উন্নতি হয়েছে। আজতো মাওয়ায়েযও পড়তে ইচ্ছা হল না। মন চাইল যে, শুধু নামাযই পড়ি। শেষে সেটাই করলাম।

বিশ্লেষণঃ ভালো করেছেন। মাঝে মাঝে যদি মা'মূলের নিয়ম ভাঙ্গার ইচ্ছা প্রবল হয় তাহলে সেরকমই করবেন। আর যদি এই ইচ্ছা বেশি বেশি হতে থাকে মনের বিরুদ্ধে মা'মূল পূর্ণ করবেন।

হালঃ আওয়াজ শুনলে কষ্ট লাগে। সেজন্য ইচ্ছা করেছি– এ ধরনের ক্ষেত্রে জঙ্গলে চলে যাব। মাঝে মাঝে মন চায় এক জায়গায় মরার মতো অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে থাকব। শোগল করতে থাকব, কিন্তু তাতে ঘুম এসে যায়। আলস্য বেড়ে যায়। যদিও মনোযোগ বেড়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে কী করব?

বিশ্লেষণঃ এই ইচ্ছাকে আমল দেবেন না। পরিণতিতে অকর্মণ্য হয়ে পড়বেন। তাছাড়া নিমগ্নতার মধ্যে আল্লাহ্‌র নৈকট্য পাওয়া যায় না। নৈকট্য আমলের দ্বারা লাভ হয়।

* * *

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ জনৈক আহলে হাদীস– মন খুবই চিন্তাগ্রস্ত থাকে। কারণ জানি না।

বিশ্লেষণঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই চিন্তিত থাকতেন এবং ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত থাকতেন। সুতরাং সুন্নতের সঙ্গে সামঞ্জস্যতার কারণে এটা মুবারক হালত।

হালঃ এবার কয়েকদিন ধরে ইচ্ছা হচ্ছে যে, কোনো অন্ধকার কুঠরিতে চুপচাপ বসে থাকি, কারো সঙ্গে কথাবার্তা না বলি, কারো সঙ্গে সম্পর্ক না রাখি।

বিশ্লেষণঃ হাদীসে ওহীর মধ্যে বর্ণিত যে, নির্জতা তাঁর কাছে প্রিয় ও পছন্দনীয় বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এই সুন্নতের সঙ্গে মিলে যাওয়ার ভিত্তিতে এটাও মুবারক হালত।

হালঃ বরং বাজারের উদ্দেশ্যে যেতে যেতে কাউকে সালাম দিতে মন চায় না।

বিশ্লেষণঃ একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হযরত উসমান রাযি. থেকে। তিনি বলেন– 'আমি বসে ছিলাম, পাশ দিয়ে উমর গেলেন এবং সালাম দিলেন কিন্তু আমি সেটা বুঝতে পারলাম না। আবু বকর বললেন– গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার তোমাকে ব্যস্ত রেখেছিল...। এই হাদীসে হযরত উসমানের রাযি. হাল ছিল মজবুত যা তাকে ওয়াজিব (সালামের জবাব দেওয়া) থেকে বিরত রেখেছিল। দুর্বল হাল সুন্নত থেকে বিরত রাখতে পারে। হাদীসে ব্যস্ত রাখার প্রভাব ছিল– বুঝতে না পারা। এখানে ইচ্ছা না হওয়া। কিন্তু উভয় হাল আসল উদ্দেশ্য ও সৃষ্ট প্রভাবের বিচারে একই শ্রেণীভুক্ত। অতএব এটাও মুবারক হালত, সুন্নতে সাহাবার সঙ্গে সামঞ্জস্যতার কারণে।

হালঃ হুযূর যা বলেছিলেন– চলাফেরার সময় দরুদ শরীফ, কুরআন শরীফ অথবা লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ পড়তে থাকবা। আমি সেটাই আমল করি। সেটা বাদ দিয়ে কাউকে সালাম দিতে মন চায় না। কেউ সালাম দিলে তার জবাবও দিতে ভালো লাগে না।

বিশ্লেষণঃ এই কষ্টটা স্বভাবগত, যার আসল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে উপরে। কিন্তু যতক্ষণ অনুভূতি ঠিক থাকবে ওয়াজিব পালন করা জরুরি। আর কষ্টের কারণে সাওয়াব বেড়ে যায়। এর দলিল হল হাদীস-'কষ্ট হলেও যারা অযূকে পূর্ণাঙ্গ করে।'

www.islamfind.wordpress.com

কব্যের উপকারিতা ও উপযোগিতা

হালঃ (একই ব্যক্তির পরবর্তী চিঠি) চারদিন পূর্বে মাগরিবের পর আচমকা আমার উপর ভয়াবহ কব্যের হালত প্রকাশ হল। মনে হচ্ছিল কল্ব একেবারে খালি-শূণ্য। ঈমান-বিশ্বাসের কোনো কিছুই যেন সেখানে নেই। এমন মনে হচ্ছিল যে, আমি একেবারে মরদূদ-বিতাড়িত হয়ে গেছি। তখন নিজেকে কাফেরদের চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করছিলাম। না ছিল নামাযে আগের হালত। না যিকিরের প্রতি রগবত-আগ্রহ। বারবার আত্মহত্যা করার মনোভাব জেগে উঠছিল। তখন মনকে এই বলে বোঝাচ্ছিলাম যে, এই হালত তো গায়রে এখতিয়ারী, আমার সাধ্যের বাইরের ব্যাপার কিন্তু আত্মহত্যা এখতিয়ারী ব্যাপার। এতে অবশ্যই আযাব হবে। এরপর দিলকে এটাও বোঝালাম যে, আরে হতভাগা এই হালতে মৃত্যু কি খুব ভালো হবে? নিজের হালত শোধরায়ে তারপর মৃত্যুর কামনা করা যেতে পারে। এশা পর্যন্ত যারপর নাই খারাপ অবস্থায় থাকলাম। এশার নামাযের পর সামান্য কমেছে বলে মনে হল। তখন আমি দীর্ঘক্ষণ নফল নামায আদায় আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আহাজারি ও রোনাজারি করে মিনতি পেশ করলাম, ওগো মা'বুদ! এই হালত বরদাশ্ত করার সাধ্য আমার নেই। ভীষণ দুর্বল আমি। এইভাবে আমার পরীক্ষা নিয়ো না। আমার হালতের উপর রহম কর। আর যদি এতেই তোমার সন্তুষ্টি ও রেযা থাকে তাহলে আমি রাযি আছি। তবে আমার মৃত্যু ঈমানের সঙ্গে করে দিয়ো। আল্হামদুলিল্লাহ্, একেবারেই সেই হালত দূর হয়ে গেছে। সকালে তার কোনো আলামতও ছিল না। অনুভূতি সব যথাস্থানে বহাল হয়েছে। এখন পূর্বের চেয়ে বেশি পরিমাণে বাস্ত-এর নূর যেন প্রবাহিত ও প্রকাশিত। কিন্তু যে অবস্থা ঐ দিন সন্ধ্যায় হয়েছিল আমার জীবনে এত বড় বিপদজনক হালত আর কখনো হয় নি। তবে অবাক কাণ্ড ছিল এই যে, ঐ অস্থিরতা ও আত্মহত্যা প্রবণতার মধ্যেও আনন্দ ছিল।

বিশ্লেষণঃ মুবারক, মুবারক। এটাই এমন হালত আমার মুতাআল্লিকীনদের জীবনে যার আগমনের আকাঙ্ক্ষা দিল থেকে হতে থাকে এই শর্তে যে, তার মধ্যে বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তা যেন থাকে। এর উপকারিতা এত যা গণনা করে শেষ করা যায় না। যেমন উজ্ব ও কিবির (আত্মঅহঙ্কার ও গর্ব) এর মূল কেটে যাওয়া (নির্মূল হওয়া)। সর্বক্ষণ নিজেকে আল্লাহ্র ক্রোধের শিকার হওয়ার সম্ভাবনায় ভীত রাখা। গায়রে এখতিয়ারী ওয়াস্ওয়াসা (কুমন্ত্রণা) ও

www.islamfind.wordpress.com

খতরা (শঙ্কা) সমূহ অর্থাৎ শয়তানী হস্তক্ষেপের পরিণতির জ্ঞান লাভ করে নিসংকোচে বের হয়ে যাওয়া, হুবহু এটাই শরীয়ত আমাদের কাছে চায়। মৃত্যুর সময় কারোর সামনে এরূপ কব্যের হালত হঠাৎ এসে গেলে স্বাভাবিকভাবে সে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্ই জানেন ঐ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কী বুঝে বসবে। যদি পূর্বক্ষণে সুস্থজীবনে এহেন হালত এসে পার হয়ে যেয়ে থাকে, তাহলে এ ব্যাপারে সে অভিজ্ঞ হয়ে যায়, ফলে মৃত্যুর সময় এই হালত এলে তার মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে না। এমনি ধরনের আরো উপকারিতা ও উপযোগিতা রয়েছে। যেগুলির সারকথা হল পরিপূর্ণরূপে নিজের নফ্সকে বিলীন করে দেওয়া (ফানায়ে তাম)। তাছাড়া এই কবযের পর যে বাস্ত আসে তা হয় নগ্রিরবিহীন। আলহামদুলিল্লাহ্ এই হালতের উপকারিতা আল্লাহ্ তাআলা আমাকেও দেখিয়েছেন। তখন থেকেই একে মাকসূদ অর্জনের সর্বশেষ হাতিয়ার ও পরিপূর্ণ সহায়ক মনে করে আসছি এবং সে কারণেই নিজের দোস্ত-আহবাবের জন্য এই হালতের আকাঙ্ক্ষাকারী হয়ে যাই। আবারো আপনাকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

* * *

হালঃ খেদমতে বা বরকতে নিবেদন এই যে, প্রায় দুমাস হয়ে গেল, কবযের হালত চলছে। আর এটা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। আনন্দ ও উৎফুল্লতা যা কিছু ছিল সব একেবারে হারিয়ে গেছে এর সঙ্গে 'হুযূরী'র (আল্লাহ্র সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক) যে কাইফিয়াত বিরাজিত, কিছুদিন থেকে সেটাও গায়েব হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে হাল্কা হাল্কা মতো কাইফিয়াত হয়ে যায়। অন্যান্য সময় মন একেবারে শূণ্য হয়ে থাকে। এই চিঠির উদ্দেশ্য শুধু অবগতি প্রদান ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা উপকার-অপকার তো শুধু আপনিই বুঝবেন। আমার নিজের ব্যাপারে আমি কিছুই বুঝতে পারি না। যদিও অন্যদের বেলায় মাথা ভালই খেলে।

বিশ্লেষণঃ তরীকতের মধ্যে সালিকের সামনে যাই আসে, তার জন্য কল্যাণকর। সিরাতে মুস্তাকীমের কোনো পথিকই পথহারা নয়। যেহেতু হে পথিক! তোমার সামনে কব্যের হালত এসেছে, এতে রয়েছে তোমারই কল্যাণ, হতাশ হয়ো না। শর্ত এই যে, শরীয়তের আমাল এবং তরীকতের মা'মূলাত এর মধ্যে যেন ত্রুটি না হয়। যদি এই দুক্ষেত্রে ত্রুটি হয় তাহলে সেটা কব্য নয়, সেটা অকর্মণ্যতা যা অন্তরের জন্য ক্ষতিকর।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ কিন্তু এখন অবস্থা এই যে, আমি খুব পেরেশানিতে পড়ে গেছি। আল্লাহ্ জানেন, কী পাপ যে করেছি! যার কারণে দুই-তিনদিন যাবত আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগীতে সীমাহীন অবহেলা ও আলস্য যুক্ত হয়েছে। এমনকি দুইদিন যাবত তো ফজরের জামাত ছুটে ছিল, আজ তো ওয়াক্তের মধ্যেও নামায পড়া সম্ভব হয় নি। কাযা হয়ে গেছে। তখন থেকেই মনমরা হয়ে আছি। কেমন যেন প্রাণহীন, স্বাদহীন, উদ্যমহীন। এমন অকথ্য বিষয় যা লিখাও লজ্জাজনক, আফসোস ও ভর্ৎসনাযোগ্য। কিন্তু এই হালতের এলাজই যখন কাম্য, তখন এছাড়া আর উপায় কি?

বিশ্লেষণঃ আর যদি বিষয়টা এমন হয় যে, আপনার কল্যাণের জন্যই এই নির্জীব ও নিরুদ্যম অবস্থা? আপনার কল্যাণের তরীকা এইভাবে করা হয়েছে যে, বর্তমানের এই মনমরা নিরুদ্যম হালতের সময় গোনাহমুক্ত থাকতে হবে। ব্যাস, সকল কল্যাণ পেয়ে যাবেন।

* * *

হালঃ হালত এই যে, বেশিরভাগ সময় প্রফুল্লতা থাকে মনের মধ্যে কিন্তু কখনো কখনো সংকীর্ণতা অনুভূত হয়।

বিশ্লেষণঃ কোনো সমস্যা নেই। ভবিষ্যতের বিবেচনার কব্য স্বয়ং বাস্ত স্বরূপ।

* * *

হালঃ যেদিন থেকে হুযূরের কদম মুবারক থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি। আজ বারোদিন হল খুবই খারাপ অবস্থা। যিকির করার সময় জিহ্বা এত ভারী হয়ে যায় যে, যেন তালা লাগানো আছে। শরীর এত ভারী হয়ে যায় যা অনুমান করা সম্ভব নয়। ব্রেন এত ভোঁতা ও অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে যার বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বিনা প্রয়োজনে ঘুমের চাপ এত তীব্র হয় যে গড়ে গড়ে পড়ে যাই, এমনকি কয়েকবার আঘাতও পেয়েছি। খুব পেরেশান ও ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। এসব ছাড়াও সবচেয়ে বড় আফসোসের বিষয় এই যে, একরকম আকর্ষণ বা বাতেনি নেসবত যেটা ছিল, উধাও হয়ে গেছে। দিলের মধ্যে ভীষণ অস্থিরতা। চোখে অশ্রুর বান ডাকছে। আহাজারি আর রোনাজারি ছাড়া আর কোনো সান্তনা পাওয়ার ব্যবস্থা নেই। আল্লাহ্র ওয়াস্তে সান্তনাদায়ক কোনো তাদবীর দিন অথবা বাতেনি আকর্ষণ দ্বারা এই অতল সমুদ্র থেকে সান্তনার সৈকতে পৌঁছিয়ে দিন। নতুবা এই নষ্ট, অপদার্থ, অকর্মা, কুকর্মার জীবনপাত করতে ফতোয়ার কোনোই প্রয়োজন অবশিষ্ট নেই।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ আমার প্রিয়, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ, এই হালতকে কব্য বলে। উপকারিতায় এটা বাস্ত-এর চেয়েও বেশি। যদিও কব্য চলাকালে সেইসব বোঝা যায় না। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরে বোঝা যায়। এমন কি যদি জানা নাও যায়, তবুও হাসিল তো হয়। হাসিল হওয়াটাই মাকসূদ, হাসিল হওয়ার জ্ঞান নয়। যে হালত এই মুহূর্তে আপনার উপর দিয়ে যাচ্ছে তা চূড়ান্ত বিনয় ও আবদিয়াতের আছর, যার উপর তাঁর নৈকট্য প্রাপ্তির দৃঢ় আশা রয়েছে। যেমন আকাবেরগণের এলহাম انا عند المنكسرة قلوبهم -আমি ভগ্ন হৃদয় মানুষদের কাছে আছি। মাওলানা রূমী বলেছেন–

فہم خاطر تیز کردن نیست راہ - خز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

অর্থ ঃ জ্ঞান-বুদ্ধি তীক্ষ্ম করা এ পথের কাজ নয়, এখানে ভগ্ন ও ভারাক্রান্ত হৃদয় ছাড়া বাদশাহর (আল্লাহ্‌র) অনুগ্রহ লাভ করা যায় না।

কিছুতেই বিচলিত হবেন না। যিকির যেটুকু পারেন করে নেবেন, কিছুটা কষ্ট করে হলেও এবং মন না লাগলেও। আর যেটা করতে খুব বেশি কষ্ট হয় সেটাকে কমিয়ে দেবেন। এস্তেগফার একটু বেশি পরিমাণে করবেন। যতক্ষণ এই হালত চলতে থাকবে সপ্তাহে দুবার, কমপক্ষে একবার হালত জানাবেন। ইনশাআল্লাহ্‌ খুব শিগ্‌গির এই হালত কেটে যাবে। প্রত্যেকের সামনেই এই হালত এসে থাকে। আমি তো এতে খুশি হয়েছি। কেননা এর দ্বারা বোঝা যায় যে, পথ চলা চলমান আছে। এগুলো সবই আল্লাহ্‌র পথের নানা ঘাঁটি।

হালঃ হযরত শাইখুনা ওয়া মুর্শিদুনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ আলী ছাহেব আল্লাহ্‌ আপনার হায়াতের মধ্যে এবং উত্তম নিয়তের মধ্যে বরকত দান করুন। অধম গোলাম আসসালামু আলাইকুম পেশ করছে। রব্বুল ইয্যত-এর দরবারে জনাবের সুসাস্থ কাম্য। অধম নিজের এই হালতের উপর পেরেশান, প্রথম যখন হযরতের দরবার থেকে বিদায় নিয়ে এলাম তখন নানান হালত, ওয়ারেদাত (মনের মাঝে আগত ভাব ও ভাবনা) এর এমন চক্র শুরু হয়েছিল যে, মনে হত এখন যদি বার্ধক্যও আসে। দুর্বলও যদি হয়ে পড়ি তবুও দিলের সজীবতা ইন্‌শাআল্লাহ্‌ এরকমই থেকে যাবে। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ঐ হালতের পরিবর্তন শুরু হল। ধীরে ধীরে এখন এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে, যিকির করতেও মন চায় না এবং করতে পারিও না। কেননা মনের উদ্যম নষ্ট হয়ে গেছে। যার বিভন্ন কারণ ঘটেছে। কিছুতো মস্তিষ্কের ব্যাধি সম্পর্কে পেরেশান থাকা। শরীর দুর্বল হওয়া। মস্তিষ্ক অকেজো হয়ে যাওয়া এছাড়া

www.islamfind.wordpress.com

গাফলাত-উদাসীনতা ও মাছিয়াত-গোনাহ-এর কারণে নানারকম কাজে চিন্তা-ভাবনা, মিথ্যা আশা-ভরসার দিলের মধ্যে ভিড় লেগে থাকা। বার্ধক্যের আগমনে ধীরে ধীরে সকল শক্তি দুর্বল হতে চলেছে। সৃষ্টিগতভাবে প্রথম থেকেই আমি খুব দুর্বল এবং দুর্বল হার্টের মানুষ। অথচ মুজাহাদা-সাধনার জন্য শক্তির প্রয়োজন।

দিলের মধ্যে দৃঢ়তার অভাব দেখা দিয়েছে। এখন হঠাৎ খাহেশাতের ভিড়ে দিল লজ্জিত হয়ে একেবারে সেই রঙে রঙ্গিন হয়ে যায়। চিন্তা করি এখনই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে ভবিষ্যতে যখন দুর্বলতা আরো বৃদ্ধি পাবে তখন অবস্থা কী হবে? 'হে আল্লাহ্! আমাকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ফেৎনা থেকে হেফাজত কর। হে আল্লাহ্ আমি তো দুর্বল, আমার দুর্বলতাকে তোমার সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে শক্তিশালী করে দাও, আমাকে টেনে নাও কল্যাণের পথে। ইসলামকে আমার চূড়ান্ত সন্তুষ্টি বানাও।' আপনার কাছেও দুআর দরখাস্ত করছি। খুব শিগ্‌গির আসার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন সুস্থ। আল্লাহ্ তাআলা দ্রুত হুযূরের দরবারে আসার তাওফিক দান করুন।

বিশ্লেষণঃ চূড়ান্ত পর্যায়ে এগুলো স্বভাবগত ও নফ্‌সানী পরিবর্তন। রূহানী ও কলবি পরিবর্তন নয়। সুতরাং এসব পরিবর্তন ক্ষতিকর তো নয়ই বরং উপকারী হয়ে থাকে। এতে উজব ও আত্ম প্রশংসার এলাজ হয়। আবদিয়াতের হাকিকত এতে মুশাহাদা হয়। ফানা ও নিঃস্বতা চোখের সামনে এসে যায়। প্রকৃতপক্ষে এটা কব্‌যের এক প্রকার, যার হেকমত এইগুলি। এখতিয়ারী কাজে অবিচলতা দেখার উপযুক্ত সময় এটাই। পরীক্ষার সময় এটাই। এই পরীক্ষায় যদি কৃতকার্য হওয়া যায় তাহলে উঁচু মর্যাদা লাভ করতে পারবেন। খুব গভীরভাবে চিন্তা করে বুঝবেন। কয়েকবার এটা পড়বেন। আমিও দুআ করছি।

কব্‌যের উপকারিত ও যৌক্তিকতা

হালঃ কখনো কোনো আমলী ত্রুটির কারণে মানুষ ইবাদতের মজা হারিয়ে ফেলে। এতে আর কবযের মধ্যে কী পার্থক্য?

বিশ্লেষণঃ এটাও কব্‌যেরই একটি প্রকার এবং সালেকীনের জীবনে এটাও ঘটে থাকে। আরো একটি প্রকার আছে যা সালিকের ত্রুটি, আলস্য বা স্বভাবগত

www.islamfind.wordpress.com

ক্লান্তির কারণে ঘটে থাকে। কখনো এটা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যে, সত্যিকারে আল্লাহ্‌র প্রেমিক না কি লয্‌যত ও মজার প্রেমিক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসে থাকে।

* * *

হালঃ তারবিয়াতুস সালিক ও একমালুশ শিয়াম মুতালাআ করতে গিয়ে কব্‌যের হালত হয়ে গেল। মনকে যতই প্রবোধ দিলাম, বুঝালাম– যেহেতু কব্‌যের এলাজও ঐ কিতাব দুটিতে আছে, কিন্তু কোনো আছর নেই। বাধ্য হয়ে এলাজের উদ্দেশ্যে, এবং হালত জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে হুযূর কষ্ট স্বীকার করে নেবেন মনে করে কষ্ট দিলাম। আশা করি এলাজের মাধ্যমে পেরেশানি দুর করবেন এবং বিদ্যমান হালত মাহমূদ না মাযমূম জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ যে সব ব্যাপার গায়রে এখতিয়ারী তা সবই মাহমূদ এবং এ ধরনের কব্‌য স্বয়ং উপকারী। এর এলাজ জরুরি নয়। এলাজ কিরনামে বুযুর্গগণ এ বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন, তা দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কব্‌য দূর হয়ে যাবে বরং উদ্দেশ্য এই যে, কব্‌যের সময় করণীয় আমল এই.... এই। যেন সেই আমলগুলি কব্‌যের আদাব। সেইগুলো করার পর কব্‌য থাকুক বা চলে যাক। উভয় অবস্থাতেই চাই রেযা (সন্তুষ্টি) ও তাসলীম (সমর্পণ)। ঐ আমলের সূচীর পর যদি পেরেশানির যাত (মৌলসত্তা) থেকে যায় তবুও তার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাবে। (পেরেশানির নাম থাকবে কিন্তু পেরেশানির অস্থিরতা থাকবে না।) মুশাহাদা দ্বারা জানা যাবে।

নামাযের মধ্যে আলো দেখা

প্রশ্নঃ হুযূরের বক্তব্য হল– 'বাহুল্য চিন্তা-ভাবনা আসা ক্ষতিকর নয়, আনা ক্ষতিকর' কিন্তু আমি মাঝে মাঝে বুঝতে পারি না যে, নামাযের মধ্যে চিন্তা এসে গেছে না আমি নিয়ে এসেছি। সন্দেহে পড়ে যাই। এর কোনো মাপকাঠি বলে দিন যেন এ ধরনের অবস্থায় দুটোর পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

জবাবঃ মাপকাঠির প্রয়োজন নেই। যখন আসা আর আনার মধ্যে সন্দেহ হয়েছে এবং সর্বনিম্ন একীন আছে। তো 'একীন সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না' নীতির আলোকে এটাকে আসা বুঝে নিতে হবে।

হালঃ পাঁচ-ছয়দিন হল, যোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত পড়ছিলাম। তৃতীয় রাকাতের সময় বাম চোখে এক গোলাকৃতির আলো দেখতে পেলাম। নামায

www.islamfind.wordpress.com

শেষ হওয়া পর্যন্ত বাড়তে লাগল। চোখ বন্ধ ও খোলা উভয় অবস্থায় একই রকম থাকল। সালাম ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই উধাও হয়ে গেল। যখন ফরয শুরু করলাম, শুরু থেকেই ডান চোখে খুব উজ্জল আলোর বৃত্ত তৈরী হল এবং নামাযের শেষ পর্যন্ত থাকল। সালাম ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গেই এটাও উধাও হয়ে গেল। আমার তো নিজের বদ আমল দেখে কখনো কল্পনাও আসে নি যে, আমিও কোনো হালত বা ফলাফলের যোগ্য। আর এখন তো হযরতের কিতাবাদি পড়ার পর এসব দিকে মনোযোগী হওয়াই সম্ভব নয়। ঘটনাটি জানানোর উদ্দেশ্য এটাই যে, এটা কি মস্তিষ্কের হস্তক্ষেপ?

বিশ্লেষণঃ সর্বাধিক সম্ভাবনা সেরকমই।

হালঃ নাকি আরো কোনো সম্ভাবনা আছে?

বিশ্লেষণঃ যিকিরের নূর হওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

হালঃ যদি এসলাহযোগ্য হয়ে থাকে তাহলে উপদেশ দান করুন।

বিশ্লেষণঃ সম্ভাবনা যেটাই হোক, ঐদিকে মোটেও মনোযোগ দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেল– এমন ভাবাই যাবে না। সর্বাবস্থায়ই শোকর আদায় করতে হবে। যদি মস্তিষ্কের কারসাজি হয় তবুও। কেননা এতে একাগ্রতা আসে। আর ঐ একাগ্রতাটাই উদ্দেশ্য অর্জনে (ইবাদত যিকির চালু রাখার ব্যাপারে) সহায়ক হয়ে থাকে।

অর্থ-সম্পদ হারানো আর সুস্থতা ও সন্তান হারানোর প্রভাবে ভিন্নতা

প্রশ্নঃ মধ্যম স্তরের আউলিয়াগণের জীবনীতে পাওয়া যায় এবং শোনা যায় যে, তাদের প্রিয়বস্তু যেমন সন্তান ও স্বাস্থ নষ্ট হলে হালের তীব্রতার কারণে তাদের কোনো কষ্ট ও ব্যথা হয় নি। বরং তারা খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে আমবিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং কামেল আউলিয়াগণ যাদের আহ্ওয়াল হয়ে গেছে নবীদের মতো, চূড়ান্ত তামকীনের (আল্লাহ্র সঙ্গে সুদূর সম্পর্কের) কারণে প্রিয়বস্তু হারালে স্বভাবগত সকল প্রকার দুঃখ-কষ্টই তাদের অনুভূত হয়েছে। পাশাপাশি তারা দিল থেকে আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর মর্জি ও সন্তুষ্টির প্রতি রাজি ও খুশি থেকেছেন। যাই হোক সন্তান যেহেতু প্রিয়বস্তু এবং সৃষ্টিগতভাবে যে কোনো মানুষেরই তার প্রতি মহব্বত ও সম্পর্ক থাকে এ কারণেই সন্তান হারালে দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা লাগে। কামেল আউলিয়া এবং আমবিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামগণেরও এই প্রকারের স্বভাবগত

www.islamfind.wordpress.com

অনুভূতি হয় কিন্তু দিল থেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। সর্বসাধারণের ব্যাপারটি এর থেকে ব্যতিক্রম। তারা এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং দিল থেকে 'রাযি বা রেযায়ে হক' আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। যা হোক, কামেল আউলিয়া এবং আমবিয়াকেরামগণের এই ধরনের স্বভাবগত অনুভূতি কেবলমাত্র সন্তানের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে নাকি সম্পদ ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গেও হয়ে থাকে। কেননা এগুলোও প্রিয়বস্তু। যেহেতু মাল-সম্পদের সঙ্গে সর্বসাধারণের সম্পর্ক বেশি থাকে পক্ষান্তরে আউলিয়া ও আমবিয়াগণের এগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক খুব কম থাকে। এ কারণে মাল- দৌলত নষ্ট হওয়ার কারণে আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে সম্ভবত স্বভাবগত কষ্ট তাদের হয় না, নাকি সন্তান ও স্বাস্থের মতো মাল-দৌলত নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রেও মানবিক দুর্বলতাবশত আউলিয়া ও আমবিয়াগণেরও দুঃখ-কষ্ট হয়েছে। সমাধান দেবেন।

জবাবঃ স্বভাবগত কিছু আছর তো হয়। তবে সন্তানের স্বভাবগত আছরের বরাবর নয়। এই পার্থকের যেটা কারণ সেটাও স্বভাবগত। সেটা এই যে, মাল-দৌলত অন্যান্য প্রিয় প্রয়োজনের মাধ্যম। খোদ মালের মধ্যে মাহবুবিয়াত ও মাকসুদিয়াত (পছন্দনীয়তা ও কাম্যতা) নেই। কিন্তু সন্তান ও স্বাস্থের মধ্যে খোদ মাহবুবিয়াত ও মাকসুদিয়াত আছে। এই ধরনের পার্থক্যের কারণে উভয়ের আছরের মধ্যেও পার্থক্য হয়।

আহ্‌ওয়াল নয় আ'মাল উদ্দেশ্য

জনৈক মুরীদের চিঠি আসে হযরতের কাছে। যার প্রতিটি অংশের জবাবসহ একটু পরে বর্ণনা দেওয়া হবে। প্রতি অংশের জবাবের পূর্বে একটি মাযমুনে কুল্লি (সার্বিক বিষয়) লেখা হয়েছিল, প্রথমে সেটাই তুলে ধরা হচ্ছে।

মাযমুনে কুল্লি

আমার শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীত! আল্লাহ্‌ আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আসসালামু আলাইকুম, আপনার স্নেহপূর্ণ পত্র আমাকে দুকারণে আনন্দিত করেছে। এক-আমাকে স্মরণ করেছেন, দুই–প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনে আগ্রহ দেখিয়েছেন। প্রথমটির জন্য আপনাকে শুকরিয়া জানাচ্ছি। দ্বিতীয়টির জন্য গন্তব্যে পৌছার দুআ করছি। এখন আমি সকল প্রকার লৌকিকতা ও প্রথাগত বিনয় ছেড়ে নিরেট আন্তরিকতা ও শুভকামনার কারণে এই পথ সম্পর্কে কিছু জরুরি বিষয়–

www.islamfind.wordpress.com

যা এ বিষয়ের মূলনীতি সমতূল্য, নিবেদন করছি। যদি প্রমাণিত বাস্তব হিসাবে অথবা আমার অনুকরণ হিসাবে এগুলোকে বিশ্বাস করা যায় এবং সে অনুসারে আমল করা যায় তাহলে সারা জীবনের জন্য পেরেশানি ও ভুল বোঝা থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে।

প্রথম ঃ প্রত্যেক বিষয়েই কিছু কথা থাকে ভূমিকা স্বরূপ, কিছু থাকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্বরূপ, আর কিছু থাকে অতিরিক্ত ও প্রাসঙ্গিক বিষয় স্বরূপ। মূল হল 'লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য' আর ভূমিকা থাকে তার পূর্বে কিন্তু ভিন্ন কারণে তা দরকারী আর 'অতিরিক্ত' থাকে তার পরে অদরকারী। একইভাবে এই পথেও আছে কিছু ভূমিকা তা হল কিছু এলেম ও কিছু মাসায়েল, যার উপর নির্ভর করে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতা। আর আছে কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সেগুলো অর্জন করাই মূল লক্ষ্য, এগুলোর উপরই নির্ভর করে সফলতা ও ব্যর্থতা। কিছু আছে অতিরিক্ত, যেগুলোর হওয়া বা পাওয়াও সফলতার মাপকাঠি নয়, না হওয়া ও না পাওয়াও ব্যর্থতার পরিচায়ক নয়।

দ্বিতীয় ঃ ভূমিকা স্বরূপ কথাগুলোর মধ্যে প্রথম কথা–যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, এটাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। ভূমিকার অন্যান্য কথা সুলূকের মাঝে মাঝে, বিভিন্ন সময়ে ও প্রয়োজনে জানিয়ে দেওয়া হয়। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল বিশেষ বিশেষ আ'মাল -যেগুলো সব এখতিয়ারী, যেগুলোর মধ্যে একটি অংশ হল বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত নেক আমল, যা সকলেরই জানা- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং অন্যান্য ওয়াজিব ও নফল ইবাদত। অন্য অংশ কলব ও নফসের সঙ্গে সম্পৃক্ত নেক আমল, যেমন এখলাস ও নিষ্ঠা, তাওয়াযু' ও বিনয়, হুব্বে হক ও আল্লাহ্‌র মহব্বত, শোকর ও কৃতজ্ঞতা, ছবর ও সহনশীলতা, রেযা ও সন্তুষ্টি, তাফবীয ও সমর্পণ, তাওয়াক্কুল ও ভরসা, খওফ ও ভীতি, রযা ও আশা ইত্যাদি এবং এগুলোর বিপরীত বিষয়গুলো নির্মূল করা। এই এখতিয়ারী আমলগুলোকে 'মাকাম' (স্তর) বলে। কুরআন সুন্নাহর মধ্যে এগুলো অর্জনেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর বিপরীতগুলোকে নির্মূল অর্থাৎ বর্জন করে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই আমলগুলোর চূড়ান্ত সম্পর্ক আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে এবং তাঁর সন্তুষ্টির সঙ্গে। এগুলিই সুলূকের প্রাণ ও জীবন। অতিরিক্ত বিষয় হল বিশেষ বিশেষ আহ্ওয়াল (অভিব্যক্তি) যেমন যওক (মজা লাগা) শওক (উৎসাহ ও আগ্রহ হওয়া) কব্য (ইবাদত ভাল না লাগা গোনাহ ভাল লাগা) বাস্ত (এবাদাতে প্রফুল্লতা, গোনাহের প্রতি ঘৃণা, অনীহা) হুব্ব-সচেতনতা, সাকার– উম্মাতাল

www.islamfind.wordpress.com

হওয়া, অচেতন হওয়া, গায়বাত-আপন অনুভূতি বিলীন হওয়া ইত্যাদি। এই বিষয়গুলো গায়রে এখতিয়ারী। উপরে বর্ণিত। আমলগুলো করলে বেশিরভাগ সময় এই অভিব্যক্তিসমূহ ঘটে থাকে, আবার কখনো কখনো ঘটেও না। এইগুলো না মামুর বিহা (না এগুলো অর্জনের নির্দেশ রয়েছে) আর না এর বিপরীতগুলো মামুর বিল এযালা (নির্মূলের নির্দেশ রয়েছে) যদি ঘটে তাহলে মাহমূদ (প্রশংসনীয়) আর যদি না ঘটে তাহলে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কোনোই সমস্যা নেই। এজন্যই বলা হয়েছে– 'মাকামাত সাধনালব্ধ আর আহ্ওয়াল আল্লাহ্ প্রদত্ত'। সারকথা এই হল যে, তরীকতের মধ্যে তিনটি বিষয় আলোচ্য। উলূম– যার দ্বারা মাকসূদের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা তৈরী হয়। আ'মাল- যা মূল মাকসূদ এবং এগুলোর ব্যাপারে সজাগ হওয়াই জরুরি। আর আহ্ওয়াল যা উদ্দেশ্য নয়, যদিও প্রশংসনীয়, কিছুতেই এগুলোর পেছনে পড়া যাবে না।

তৃতীয় ঃ এটা হল সার্বিক কয়েকটি নীতি, অন্য শাখা নিয়মগুলোকে এর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। এখানে শুরুতে পীরের আবশ্যকতা রয়েছে। তার স্তর একজন ডাক্তারের মতো। আর মুরীদ হল রোগীর মতো। ডাক্তারের কাছে নিজের অবস্থার বর্ণনা দিতে হয়। তিনি রোগ নির্ণয় করেন এবং ওষুধ নির্বাচন করে দেন। সেগুলো ব্যবহার করে তাকে অবগত করতে হয়। তিনি যা বলেন সে অনুযায়ী চলতে হয়। এই ধারাবাহিকতা চলমান থাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা প্রাপ্তি পর্যন্ত। একইভাবে সুলূকের মধ্যেও ঐ দুটি কাজ করতে হয়। এত্তেলা ও এত্তেবা অর্থাৎ নিজের অবস্থা জানানো এবং পীরের নির্দেশনার অনুসরণ। লক্ষ্য পূরণ পর্যন্ত অর্থাৎ আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় হওয়া পর্যন্ত।

সেই মুরীদের চিঠি ও জবাব

হালঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ, জনাবের বোম্বে অবস্থানকালে আমি আরজ করেছিলাম যে, আমি শাহ... ছাহেব মরহুমের কাছে বাইআত হয়েছিলাম। বাইআতের পর কোনো যিকির ও অযীফা ছাড়াই আবেগ-উচ্ছাস এত বেড়েছিল এবং নামাযের মধ্যে এত মজা পেতাম যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

বিশ্লেষণঃ এই কাইফিয়াত আহ্ওয়ালের অন্তর্ভুক্ত, যা উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া আহ্ওয়াল স্থায়ী হয় না। ভুল করে ঐ কাইফিয়াতকে উদ্দেশ্য মনে করার পরিণতি হতাশা ও অস্থিরতা ছাড়া আর কিছু নয়।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ শাহ ছাহেবের এন্তেকাল হয়ে গেল অমনি সকল আবেগ ও উৎসাহে ভাটা পড়তে শুরু করল। এখন আর কোনো কিছুতে মজা পাই না। নামায তো মজাহীন, পড়তে হয় তাই পড়ি।

বিশ্লেষণঃ মজা না লাগার এই কাইফিয়াত যদি থাকে আমলের উপর অবিচলতাসহ তাহলে এর নাম কবয্। যা উন্নত আহওয়ালের অন্তর্ভুক্ত এবং যা সীমাহীন উপকারী। আর যদি থাকে আমল বর্জনসহ তাহলে সেই কাইফিয়াত হল হেজাব-যার ক্ষতিপূরণ করা জরুরি। ক্ষতিপূরণ হল আমলের দিকে প্রত্যাবর্তন।

হালঃ আমার আমলের দুর্ভাগ্য এবং অগণিত পাপেরই পরিণতি এটা।

বিশ্লেষণঃ না- না, সেটা ঠিক নয়। বরং এ বিষয়ে বিচক্ষণতা অর্জন না করাটা এর কারণ। যার এলাজ খুব সহজ। তাসাউফ শাস্ত্রের ভূমিকার কথাগুলো মনে রাখা আর আমলের উপর অবিচল থাকা।

হালঃ এখানে যে বুযুর্গের নাম শুনি, খুঁজে-খুঁজে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

বিশ্লেষণঃ এটাতো প্রমাণ করে আপনার মধ্যে তলব (আগ্রহ) আছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুহাক্কিকের অনুকরণ এবং তাকে অবস্থা জানানোর ধারা চলমান না হবে, ততক্ষণ উদ্দেশ্যের কাছে পৌঁছতে পারবেন না অথবা উদ্দেশ্যে পৌঁছে গেলেও বিচক্ষণতা না থাকার কারণে মনে শান্তি পাবেন না।

হালঃ তিনি আমাকে অনেক বড় বড় অযীফা দেন।

বিশ্লেষণঃ এটা মুহাক্কিক না হওয়ার আলামত।

হালঃ আমার দিল মুরদা, ইবাদতের একটুও আগ্রহ নেই। যিকির বা অযীফা আমার দ্বারা আদায় হওয়া সম্ভব নয়।

বিশ্লেষণঃ মুহাক্কিকগণ সকল হালত লক্ষ রাখেন। অবস্থা বুঝেই তারা অযীফা দিয়ে থাকেন আর গায়রে মুহাক্কিকদের বর্ণনা তারা এভাবে করেন– 'তারা আগ্রহী মুরীদকে যার হয়ত কোনো শক্তি নেই বড় বড় অযীফা দিয়ে বলবে– খবরদার এক চুল পরিমাণ কম করা যাবে না।'

হালঃ মৌলবী ... ছাহেব ফেরেঙ্গী মহল এখানে তাশরীফ এনেছিলেন। আমি শুনেছিলাম– তিনিও এ পথেরই বড় সাধক। তার সঙ্গে দেখা করলাম, মিনতি

www.islamfind.wordpress.com

করলাম। তিনি বেশ কিছু অযীফা দিলেন। খুব কষ্ট করে এক সপ্তাহ সেগুলো আদায় করতে পারলাম।

বিশ্লেষণঃ আমি আমার নীতি বিরুদ্ধ শুধু আপনার অকৃত্রিম আগ্রহের কারণে সত্য কথাটি প্রকাশ করছি যে, আপনি যা কিছু উনার সম্পর্কে শুনেছিলেন, সেটা ছিল বর্ণনাকারীর বিরাট ভ্রান্তি। তিনি তো এই পথের কোনো প্রাথমিক মন্‌যিলেও যেতে পারেন নি।

হালঃ যিকির ও অযীফার পূর্বে আমার হতভাগা দিলকে তৈরী করতে হবে যেন পূর্বের মতো সেই আবেগ উচ্ছাস, উৎসাহ-উদ্দীপনা পয়দা হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ খোদ এইটাকে এত গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এখতিয়ারী আমল হল সুলূকের দুই পা সমতূল্য। সুতরাং তার উপর ভর দিয়েই চলতে হবে।

হালঃ হযরত! আমি পরিষ্কার করে বলছি যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে আমার চেয়ে বেশি নিচ এবং বেশি নিকৃষ্ট আর কেউ নেই। মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমার গোনাহে জর্জরিত।

বিশ্লেষণঃ এরূপ মনে করা, এটাও একটা মাকাম। আলহামদুলিল্লাহ্ এতদূর তো পৌঁছে গেছেন। ইনশাআল্লাহ্! এভাবেই উন্নতি হয়ে যাবে। আমালের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া দরকার।

হালঃ এ হল আমার অপকর্মের ফল, যার শাস্তি আমি ভোগ করছি।

বিশ্লেষণঃ কোনো হাল হারিয়ে যাওয়া তো অপকর্মের ফল নয়। তবে হাঁ যদি আমলের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় তাহলে অবশ্যই সেটা ভাবতে হবে। এর ক্ষতিপূরণ করতে হবে। সেটা এখতিয়ারী। সাহস করে আমলে ফিরে আসতে হবে। আবার আমল শুরু করতে হবে।

হালঃ আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে আমি হতাশও নই। কখনো কখনো শঙ্কিত হয়ে পাগল হয়ে যাই। দিলের মধ্যে ধক্‌ধক্ করতে থাকে।

বিশ্লেষণঃ এ বিষয়ে দূরদর্শীতা না থাকার কারণে অবাস্তব কল্পনা ও চিন্তার ভিড় এর কারণ। ভূমিকার কথাগুলো জানার পর এই পেরেশানি থাকবে না। আর এর কারণে যে উম্মাদনা তৈরী হয়েছে তার ডাক্তারী চিকিৎসাও চালানো জরুরি।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ হাকীম সাহেবগণ বলছেন– উম্মাদনা বেড়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ এরূপ হয়েই থাকে। যা একটু আগেই বলেছি।

হালঃ কিছুদিন থেকেই এরাদা করছি যে, আপনার কাছে আমার সত্য ও প্রকৃত হাল জানাব, তো সেটাই জানালাম।

বিশ্লেষণঃ খুবই ভালো করেছেন। চিকিৎসকের কাছে ব্যথা গোপন করা উচিৎ নয়।

হালঃ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এমন তাওয়াজ্জুহ দান করুন যাতে আমি গোনাহগার হতভাগার অবস্থা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। নতুবা আমার তো কোথাও কোনো ঠিকানা নেই।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার দরদ ও ব্যথা এবং আপনার কল্যাণ কামনার যথেষ্ট হক আদায় করে দিয়েছি। এরপর আমল করার দ্বারা উপকার প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

হালঃ আমি আব্দুল্লাহ আহমাদ 'সাজাযে শাদীদ' (কঠিন শাস্তি) এর উপযুক্ত।

বিশ্লেষণঃ বরং 'জাযায়ে মাযীদ' (প্রচুর সাওয়াব)এর যোগ্য।

* * *

হালঃ নামাযের মধ্যে আমি চাই যে দিলটা নরম হোক আর চোখে পানি আসতে থাকুক। এর জন্য কী করণীয়।

বিশ্লেষণঃ গায়রে এখতিয়ারী বিষয় অর্জনের চিন্তা করবেন না। কারণ তার পরিণাম পেরেশানি ছাড়া আর কিছু নয়। যা আপনা-আপনি হবে। আল্লাহ্ তাআলার শোকর করবেন আর আসল কাজ করুন।

হালঃ এশার পর এসমে যাত শরীফ অর্থাৎ আল্লাহ্ আল্লাহ্ যা পড়ি, প্রথম দিকে এসময় মনটা কোমল হত কিন্তু এখন সেই কোমলতার কোনো ভাব বা লক্ষণই পাই না। এলাজ করবেন।

বিশ্লেষণঃ এটা তো রোগ নয়, লাযেমী বিষয়। কখনো হবে কখনো হবে না। সকলেরই এমন হয়। তবে হওয়াটাও প্রশংসনীয় না হওয়াটাও। আসল কাজে লেগে থাকুন। এগুলো নিয়ে ভাববেন না।

* * *

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ এরপরও মন কোমল হল না, চোখে পানি এল না।

বিশ্লেষণঃ মন কোমল হওয়া মাকসূদ নয়। এই নিয়ে ভাববেন না। উপরে গায়রে এখতিয়ারী বিষয়ের নীতিমালা লিখেছি।

* * *

হালঃ প্রায় দুই বছর হল। যখন হুযূরের খেদমতে হাজির ছিলাম– তখন আরজ করেছিলাম আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলার পরিবর্তে হৃদয় বাধ্যগতভাবে আনাল্লাহ বলতে চায়। হুযূরের তাওয়াজ্জুহের বরকতে এই হালত তখনই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এরপর আপন কাজেই মশগুল ছিলাম। এখন আবার তৈরী হয়েছে এক নতুন হালত। সেটা এই যে, আল্লাহ্ তাআলার ধ্যান করার কারণে কলবের মধ্যে কখনো সূর্যের মতো কখনো চাঁদের মতো মনে হত এবং সারা দেহে তারার মতো ছড়ানো এরপর এগুলো সব বিলুপ্ত হয়ে সারা দেহে শুধু আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ল।

বিশ্লেষণঃ এই আছরের প্রকৃত অবস্থা এটাই। এখন আছে, একটু পরে আর নেই।

হালঃ হুযূরের নির্দেশমতো চতুর্থ ও পঞ্চম অংশ তারবিয়াতুস সালিকের পড়া হয়ে গেছে। দিলের মধ্যে খুব এতমিনান হাসিল হয়েছে। এইসব কিতাব মুতালা'আ করার দ্বারা আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে নির্বাচিত হয়েছে কয়েকটি কথা। যে কথাগুলোর উপর দিলের এতমিনান ও ঠিকানা দিয়েছি। আমার বুঝ ভুল হলে দয়া করে আমাকে সতর্ক করবেন। সেই কথাগুলো এই– জরুরি এবং এখতিয়ারী বিষয় সমূহের উপর পুরাপুরি আমল করতে হবে।

বিশ্লেষণঃ বিশেষভাবে যেগুলোর ব্যাপারে শরীয়ত তাগিদ দিয়েছে, সে সব আমল কঠোরভাবে নিয়মমতো চালু রাখা।

হালঃ গায়রে জরুরি বিষয়ে এখতিয়ারী বিষয়সমূহের পিছনে কিছুতেই পড়া যাবে না। তাড়াহুড়া না করা, খাহেশাতকে বন্ধ করা। আলহামদুলিল্লাহ্, এখন ওয়াস্ওয়াসা লোপ পেয়েছে।

বিশ্লেষণঃ মা-শা আল্লাহ্, আপনি চমৎকার বুঝেছেন।

* * *

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ অধম ভীষণ লজ্জিত হুযূরের খেদমতে হাজির হতে না পারার জন্য। উপরন্তু হালত জানানোও ঠিকমতো হয়ে উঠে নি। শুধু মা'মূলাত' আদায় করে যাওয়াটা একই ওষুধ একই ব্যবস্থা পত্র দেখে চলা। যার পরিণাম স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি যে, হযরতের ফয়েয থেকে বঞ্চিত আছি। কল্‌ব হয়ে গেছে একেবারে গাফেল ও অলস। কোনো প্রেরণা নেই কলবের মধ্যে। কব্‌য ও বাস্ত কোনো অনুভূতি নেই। মামূলাতও হয় উল্টা পাল্টা। যদিও ছোটে না, বাদ পড়ে না কোনো কিছুই। এসব কারণে খুব আফসোস হয়। খেদমতে হাজির হওয়ার ইচ্ছাও অবশ্যই রয়েছে। কলবের অবস্থা খুবই খারাপ। হাতজোড় করে নিবেদন করছি– হযরত! হাজির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দূর থেকেই সাহায্য করুন।

ঘরের ভেতর থেকে সালামবাদ নিবেদন করছে যে, মা'মূলাত যথারীতি চালু আছে কিন্তু মাঝে মাঝে বাদ পড়ে যায় এবং সেগুলোতে মন লাগে না। তাওয়াজ্জুহ চায় হুযূরের।

বিশ্লেষণঃ আপনার পুরা চিঠির সরমর্ম এই যে, আমাল আছে আহ্‌ওয়াল নেই। প্রশ্ন এই যে, প্রথমে এ বিষয়টির বিশ্লেষণ জরুরি যে, আহ্‌ওয়াল কি জরুরি না অজরুরি। জরুরি হলে দলিল পেশ করুন। আর যদি বলেন– জরুরি নয়। তাহলে প্রশ্ন- গায়রে জরুরি বিষয়ের জন্য পেরেশান কেন? এরূপ অবস্থায় তারবিয়াতুস সালিক মুতালাআ জরুরি। আর একই জবাব ঘরের ভেতরের জন্যও।

* * *

হালঃ আমার একটি বিষয় এই যে, যে তালেবে এলেমের সঙ্গে সম্পর্ক একটু বেশি হয়ে যায়, দিল চায় যে, সে শুধু আমার কাছেই পড়ুক। মাদরাসায় তো আরো উস্তাদ ও মুদাররিস আছে। উস্তাদ ছাড়াও কেউ কেউ আছে। উস্তাদদের মধ্য থেকে কারো কাছে পড়লে কোনো পেরেশানি নেই কিন্তু উস্তাদ ছাড়া যারা আছে তাদের মধ্যে কারো কাছে সবক শুরু করলে পেরেশানি খুব তীব্র হয়ে যায়। নফ্‌সকে জিজ্ঞাসা করলে কোনো জবাব পাওয়া যায় না। তখন বুঝতে পারি এটা নফসেরই দুষ্টামি। অবশ্য সেই শিক্ষকের দীনদারী যদি অনির্ভরযোগ্য হয় তাহলে নফসের পক্ষ থেকে জবাব আসে যে, অস্থিরতার কারণ এই যে, ঐ তালেবে এলেমের উপর বদ সোহবতের আছর পড়তে পারে। একজন মুদাররিস এমন আছে যিনি বেদাতি কর্মকাণ্ডের প্রতি আসক্ত।

www.islamfind.wordpress.com

এসব কাজে শরীকও হন। সবসময় মনে করি যে, মাদরাসার সঙ্গে তার সম্পর্ক না থাকলে কত ভাল হত! তালেবে এলেম তার কাছে পড়ে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। মাদরাসার পরিচালকদের এদিকে কোনো মনোযোগ নেই। আজ একজন তালেবে এলেমকে তার কাছে দেখলাম। দেখামাত্র দিলের উপর অনেক বড় আছর পড়ল। তিন চার ঘন্টা পর্যন্ত সেই আছর ছিল। মনকে বুঝালাম– এত পেরেশানির কী হল? সে যদি বিগড়ে যায় তোমার তাতে কী? তোমার সাধ্যমতো এসলাহ করতে থাকলেই তো হল। এরপর কলবের আছর কিছুটা কমল। দিল এখনো চায় সে ঐ শিক্ষকের কাছে পড়া বন্ধ করে দিক। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, কোনো মুদাররিসের কাছে পড়া ছেড়ে কেউ যদি আমার কাছে আসে, তাহলে মজা লাগে।

বিশ্লেষণঃ এই কাইফিয়াত গায়রে এখতিয়ারী এবং এর কারণে সৃষ্ট আপনার আছরটাও গায়রে এখতিয়ারী। তবে ঐ কাইফিয়াতের চাহিদামতো কিছু করা না করাটা এখতিয়ারী। অতএব এখতিয়ারী বিষয় থেকে দূরে থাকুন আর গায়রে এখতিয়ারীর চিন্তায় না পড়ুন। যদি কষ্ট হয়, সহ্য করুন।

* * *

হালঃ শা'বানের পাঁচ তারিখ মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখতে পেলাম যে, আমার বাম হাতের দিক থেকে হাত বাড়িয়ে কেউ একজন হালুয়ার মতো কিছু একটা আমাকে দিল। একই মুহূর্তে আবার ডানদিক থেকে কেউ একজন হাত বাড়িয়ে সেই হালুয়া অধমের নিকট থেকে নিয়ে নিল। অর্থাৎ অধম তাকে দিয়ে দিল। একইসময় জানতে পারলাম যে, বামদিকের হাত মুবারক হযরত মূসা আলাইহিস সালামের আর ডানদিকের হাত মুবারক প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। হালুয়া দেওয়ার সময় অধমের হাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তমুবারকের সঙ্গে স্পর্শ হলে অধমের যবান থেকে খুশিতে আলহামদুলিল্লাহ্ বেরিয়ে যায় এবং অধম নিজেই নিজের হাতে চুমু দিয়ে চোখে লাগিয়ে দরূদ শরীফ পড়ে। এরপর চোখ খুলে যায়। এখন অধমের কলবের মধ্যে সীমাহীন আনন্দ ও উৎফুল্লতা পয়দা হয় বরং সেই আনন্দের প্রভাব দিলের মধ্যে এখন পর্যন্ত রয়ে গেছে। হুযূরকে অবগত করানো এবং বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ বামদিকে কলব। ঐ হালুয়া কিছু কিছু ইশকের হালত। যার উৎস নেসবতে মূসাবিয়া। আল্লাহ্‌কে দেখার আকাঙ্ক্ষা (হযরত মূসা আ. কর্তৃক) সেই ইশকের হালত থেকেই উৎসরিত ছিল। ডান হাত বাহ্যিক শরীরের একটি অঙ্গ যা দ্বারা শক্ত কাজ করা হয়। এটা দ্বারা হালুয়া নিয়ে নেওয়ার মধ্যে ইশারা রয়েছে যে, আহ্‌ওয়ালকে গায়রে মাকসূদ মনে করে আ'মালের মধ্যে মশগুল থাকা উচিৎ। আমলের প্রতি নিবিষ্ট হওয়ার উৎস নেসবতে মুহাম্মাদিয়া। সারকথা এই যে, আহ্‌ওয়ালের চেয়ে আমাল বেশি উত্তম এবং অধিক নৈকট্য সৃষ্টির কারণ। হতে পারে এটা ছিল রাসূলের সঙ্গে আপনার কোনো খতরা (মনের মাঝে উদিত কোনো ভাবনা)-এর জবাব। জবাবের মূল কথা হবে এই যে, আহ্‌ওয়ালকে ফানা করে দিতে হবে আ'মালের মধ্যে।

যিনি ছাহেবে হাল নন, জান্নাতের ব্যাপারে বেপরোয়া হওয়া তার জন্য নিন্দনীয়

হালঃ রেযায়ে এলাহীর চিন্তা সবসময়ই থাকে। এমন কি এই কারণে জান্নাতের ভাবনাটাও পরাভূত।

বিশ্লেষণঃ গায়রে ছাহেবে হাল ব্যক্তির এই হাল হাকিকতে হাল সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে উৎসরিত এবং এটা তার জ্ঞানের ত্রুটি নির্দেশক। কেননা যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কাউকে দোযখে শাস্তি দেওয়া হবে কিন্তু তার প্রতি আল্লাহ্‌ অসন্তুষ্ট নন, কোনো গায়রে ছাহেবে হাল কি এটা নিজের জন্য মেনে নেবে? তাহলে এটা ধোকা। ছাহেবে হালের উক্ত হাল (জান্নাতের ব্যাপারে বেপরোয়া হওয়া) ক্ষমার যোগ্য।

আছরে ফানা

হালঃ সালামে মাসনূনের পর নিবেদন এই যে, হযরতের সফরের সময় অধম নিয়মিত নির্ধারিত আমলের বাইরে যোহরের পরেও বারো হাজার যিকির চালু রেখেছিল। হালত এই যে, কখনো বামে, কখনো ডানে আবার কখনো সামনে চাঁদের মতো উজ্জল আলো, কখনো মাথার উপর চাঁদ, কখনো শুভ্রতা, কখনো তারকা চোখে পড়ে। তবে স্থায়ী নয়। যখন সেই দিকে খেয়াল করি, অমনি উধাও হয়ে যায়। যখন নিজের মধ্যে নফ্‌সানী খেয়ালাতের প্রবলতা দেখতে পাই, যখন দেখি দুনিয়াবি চিন্তা-ভাবনা এসে ভিড় করছে, যখন দেখি যে, যিকিরের মধ্যে একাগ্রতা আসছে না, অথবা যিকিরের মাঝে আজে-বাজে

www.islamfind.wordpress.com

চিন্তা-ভাবনা জ্বালাতন করছে, তখন আমি হযরতের চেহারা কল্পনা করি, তাতে আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যখন মুরাকাবার জন্য বসি, তখন কলবের মধ্যে মনে হয় নূর। আল্লাহ্‌র ফযলে তখন নিজের রোগ সম্পর্কেও জানতে পারি। তাকাশ্‌শুফ পড়ে অনেক লাভ হয়েছে। অনেক সুক্ষ্ম মাসায়েল ও বিষয় জানতে পেরেছি। নিজের বিভিন্ন রোগের এসলাহও পাওয়া গেছে। হালত এক রকমের থাকে না। কখনো রগবাত (আগ্রহ) কখনো রহবাত (ভীতি) নানা রকম হালত আসে। কখনো মুশাহাদাত, কুরব (নৈকট্যের ভাব ও ভাবনা) তীব্র, কখনো মনের মধ্যে দেখি হুযূরীর আছর। মুরাকাবার মাধ্যমে কলবের মধ্যে আকর্ষণ পাই। পাই নিজের এসলাহ ও সংশোধনের প্রেরণা। সর্বদা মনে মনে এই চিন্তাই করি যে, আল্লাহ্ তাআলাকে কীভাবে রাজি-খুশি করব, কীভাবে তার নারাজি থেকে বাঁচব? কীভাবে তাঁর সঙ্গ পাব? এই আকর্ষণেই কলব অস্থির ও বিচলিত। 'আহ' আওয়াজ বের হয়। মিলনের আকাঙ্ক্ষী আর বিরহের কষ্টে মন চায় যে বুকটা ফেরে কুটি কুটি করে নিয়ে অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেই। এমন অবস্থা হয় যার বর্ণনা আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। সর্বক্ষণ মন চায় যে, নিজেকে ফানা ও বিলীন করে মুশাহাদার উপর থাকি। কিন্তু নফসের দ্বারা হয়ই না। করব কী? কখনো কখনো কলবের মধ্যে জোশ পয়দা হয় যার আছর হয় এরকম যে, মন চায় সারাক্ষণ তার ইবাদতে লিপ্ত থাকি, একটি মুহূর্তও যেন গাফলতের মধ্যে না কাটে। গাফলতের পর সবসময় কলবকে ব্যাথাতুর পাই। কখনো যদি মা'মূলাত ছুটে যায় তবে কী যে এক ব্যাকুলতা শুরু হয় কলবের মধ্যে, যতক্ষণ সেটা আদায় না হয় ততক্ষণ আমাকে স্থির হয়ে বসতেই দেয় না। এখন মানুষের সঙ্গে মেলা-মেশার প্রতি একেবারে অনীহা জেগে গেছে। যেহেতু মাগরিবের পরে মুরাকাবা করি, সেহেতু তখন থেকে সকাল পর্যন্ত কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতে একেবারেই ইচ্ছা হয় না। ঐ সময় ব্যথা খুব বেশি বেড়ে যায়। গোনাহের প্রতি ভীষণ লজ্জা হতে থাকে। নিয়মিত এশার পর দুরাকাত নফল পড়ে তওবা করি খুব গুরুত্বের সঙ্গে। যেহেতু সব সময়ই এসলাহের চিন্তায় থাকি সেজন্য যে কোনো কাজকেই -সেটা যত হাল্কাই হোক, বিশাল বাধা মনে হয়। হযরত! নিজের হালাতের দিকে যখন তাকাই, নিজের কাজ, কথা এসবের প্রতি যখন লক্ষ্য করি, তখন নিজের তুচ্ছতা প্রত্যক্ষ করি। কী যে বলব! নিজের চরম নিকৃষ্টতা ও তুচ্ছতার কোনো ঠিকানাই নেই। আমার তো আক্ষেপ আফসোস করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ যার পর নাই খুশি হলাম। আল্লাহ্ তাআলা এইসব এলেম, আমল ও হাল বাড়িয়ে দিন।

* * *

হালঃ মনে হয় আমার যা কিছুই আছে, তা শুধুই হযরতের মহব্বত, বরকত ও দুআর আছর। আল্লাহ্ তাআলা হালত ও ওয়ারেদাতে মাহমূদা (মনের মধ্যে জাগা প্রশংসনীয় ভাব ও ভাবনা) কলবে নাযিল করেন, দুর্বলতা এবং রোগের সংযোগের কারণে হালাত বা কাইফিয়াতের মধ্যে তীব্রতা পয়দা হয়ে যায়, যাকে না জানা অথবা ভুল জানার কারণে বিরাট কিছু মনে করে নেওয়া হয়। অথচ বাস্তবতা এই যে,

خواجہ پندار کہ دارد حاصلے - حاصلے خواجہ بجز پندار نیست

অর্থঃ জনাব (খাজা) মনে করেন তার অনেক কিছু আছে, আসলে ঐ ধারণাগুলো ছাড়া খাজার কিছুই নেই।

বিশ্লেষণঃ এই চিন্তাই মাকসূদের শর্ত এবং তার আলামত। আল্লাহ্ এই সত্য জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন।

হালঃ অবশ্য আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের কোটি কোটি শোকর যে, তাঁর অনুগ্রহ সীমাহীনভাবে হালের প্রতি নিবিষ্ট। আমার ভয়াবহ বদ আমলি ও গোস্তাখি সত্ত্বেও তিনি আমার সকল দোষ ঢেঁকে রাখছেন এবং আমার মতো অকর্মা অপদার্থকে কামিয়াব ও সফল করে তুলছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

اے خدا قربان احسانت شوم - ایں چہ احسانست قربانت شوم

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তোমার সীমাহীন অনুগ্রহের প্রতি আমি উৎসর্গীত। এ যে, কতবড় অনুগ্রহ! আহা! আমি উৎসর্গীত তোমার জন্য।

নতুবা অন্যায় তো সীমা ছাড়িয়ে গেছে আবার তাঁর নেআমতও সীমার চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। অবশেষে আমারও আশা জেগেছে যে, আল্লাহ্র রহমত, ক্ষমা ও মাগফেরাত ইনশাআল্লাহ্ প্রবল হবে। তা না হলে আমি তো নিজেকে গোনাহ ও পাপ মুক্ত কখনো পাই না। আবার আমার তওবাও তো তেমন উল্লেখ করার মতো নয়।

বিশ্লেষণঃ এই কাইফিয়াতের উৎস হল ফানা-এর একটি প্রকার। এর পূর্ণাঙ্গ স্তর হল তাওয়াক্কুল ও তাফবীয (ভরসা ও সমর্পণ)। অবস্থার এসলাহ ও

www.islamfind.wordpress.com

সংশোধনে এবং ভবিষ্যত ক্ষতিকর বিষয় থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে বেশি বেশি মিনতি করতে হবে।

হালঃ এমন মনে হয় যে, শরয়ী মাসায়েল আমার খুব কম মনে রয়েছে। অথচ রাত-দিন প্রায় সারাক্ষণ মাসআলা মাসায়েল নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করি। কিতাব যখন সামনে থাকে তখন তো কিছু এলেম থাকেই কিন্তু সেদিকে কলবের ভ্রূক্ষেপ থাকে না। পড়াশোনা করার কোনো আছরও পরে থাকে না। আমি কোনো কাজেরই থাকলাম না।

বিশ্লেষণঃ ফানা'র কাইফিয়াতের সঙ্গে কলব ও দেমাগের দুর্বলতার মিশ্রণ হয়েছে। এই হালতের কারণ সেটাই। এমনিতে সবই প্রশংসনীয়। নিশ্চিন্ত থাকুন।

* * *

হালঃ হযরতের নির্দেশমতো রমাযানে শোগল বিল কুরআন বেশি (কুরআন কেন্দ্রিক ব্যস্ততা) ছিল। খুবই ভাল লেগেছিল। এখন প্রায় সময়ই মন চায় যে, এমন একাকী কোনো নির্জন কোণে জীবন কাটিয়ে দেই যেন কেউ জীবন ও মরণ কোনো কিছুই জানতে না পারে। এর উপর আমলও শুরু করেছি। জীবনের নানাদিক ধীরে ধীরে গুটিয়ে ফেলছি। প্রশাসনের লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বর্জন করেছি। কেননা আশা-আকাঙ্ক্ষা তো সেখান থেকেই বাড়ে। এক মসজিদে জুমার নামায পড়াতাম। হযরতের খেদমত থেকে ফেরার পর আমি যে খুৎবা ও নামায পড়ালাম তাতে মুসল্লিদের উপর খুব আছর পড়েছে। তাদের ভক্তি ও বিশ্বাস বেড়ে গেছে। আমার তাতে উজব ও আত্ম অহঙ্কারের আশঙ্কা হল যে, এটা বাড়তে বাড়তে যে কোনো খারাপ পরিণতির শিকার হয়ে যেতে পারি। আমি সোজা ইমামত করতে অপারগতা জানিয়ে দিলাম। এখন বেশ দূরে জামে মসজিদে গিয়ে মুক্তাদী হয়ে জুমার নামায পড়ি।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্‌! ফানার আছর শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌ তাআলা এটাকে পূর্ণাঙ্গ এবং সুদৃঢ় করে দিন। যে বিষয়টি প্রিয় মানুষদের জন্য আমার দিল কামনা করে থাকে সেটা এই ফানা। ইমামত ত্যাগ করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে ফেলেছেন। আগামীতে এ ধরনের ব্যাপারে মশওয়ারা করে

www.islamfind.wordpress.com

সিদ্ধান্ত নিলেই মুনাসিব হবে। তবে যা ঘটে গেছে তা কল্যাণকর হয়েছে। এই উসিলায় জামে মসজিদে নামায নসীব হচ্ছে, যার আছর ও সাওয়াব দিগুণ।

* * *

হালঃ নানা আশঙ্কা ও সন্দেহ যা কিছু পয়দা হয়, সেসব দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কাজে লেগে থাকছি। সর্বাধিক আশঙ্কা যেটা হয় তা এই যে, 'তুই সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কীট। তোর কোনো চেষ্টা কোনো কাজে লাগবে না।'

বিশ্লেষণঃ এই আশঙ্কা মা'রেফাত সমূদ্রের একটি ফোটা সমতূল্য। আল্লাহ্ তাআলা একে সাগর-মহাসাগরে পরিণত করে দিন।

কলবের কোমলতা মাকসূদ

হালঃ হযরত! যখন আমি ওয়ায নসীহত করি, শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ কেঁদে ফেলে। অথচ আমার কখনো কান্না আসে না। এমন কি যিকির ও অযীফা আদায়ের সময়ও কখনো কান্না আসে না। জানি না কেন আল্লাহ্র ভয়ে চোখে পানি আসে না। এর কারণ কি হৃদয়ের পাষাণতা না অন্য কিছু? মনে হয় আমি পাষাণ হৃদয়ের মানুষ। হাদীস 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা রহমদিল বান্দাদের উপর রহম করেন।' এর কথা ভেবে খুব কষ্ট পাই। হুযূর খাদেমের শঙ্কামুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন। কাউকে দুঃখে-কষ্টে দেখলে সাহায্য করি ঠিক আছে, কিন্তু কান্না আসে না কেন?

বিশ্লেষণঃ চোখের কান্না নয়, মাকসূদ দিলের কান্না। সে কান্না তো আপনার আছেই। এর দলিল হল আপনার আফসোস।

একই সিলসিলার বুদ্ধিমানের কাছে বাতেনি হালত আলোচনা করা যাবে

প্রশ্নঃ হযরতের তালীম এবং যিকিরের উপকারিতা একেবারেই কি কারো কাছে বলা যাবে না, নাকি মৌলবী আব্দুল গণী ছাহেবের মতো লোকদের কাছে বলা যাবে।

জবাবঃ তিনি নিজেদের আপন মানুষ এবং বুদ্ধিমানও, তার কাছে বলতে পারবেন।

হালাতে মুবারাকাহ

হালঃ যিকিরের কিছু অন্য হালতও হয়ে থাকে। যেমন একবার মনে হল যে, দিল প্রশস্ত হয়ে গেল। একবার মনে হল– হুযূরের ডান হাতের মধ্যে অধমের

www.islamfind.wordpress.com

হাত অনেক সময় ধরে বাইয়াতের মতো থাকল, একবার মনে হল হুযূরের ডান হাত মুবারক অধমের কলবের উপর রাখা। কখনো কলবের বাহিরে সোজাসুজি কলবের বরাবর নূর চোখে পড়ে। নামায ও যিকিরের ব্যাপারে কখনো আলস্য বা ক্লান্তি বোধ হয় না। আরামের সঙ্গে আদায় হয়ে যায় বরং উন্‌স বোধ করি। যিকিরের সময় ছাড়া অন্য সময় মাঝে মাঝে কল্‌ব থেকে আল্লাহ্ আল্লাহ্ আওয়াজ বেশ কিছুটা কলবের নড়াচড়াসহ বোঝা যায়। এমনিভাবে যে কোনো কাজেই ব্যস্ত থাকি না কেন নামাযের সময় হলে এরূপ কলবের হরকত নামাযের স্মরণ এনে দেয়। যদি কোনো গোনাহের প্রতি এরাদা হয় তাহলে তখনো নফী-এসবাত অথবা আল্লাহ্ আল্লাহ্‌র জারি হয়ে যায়। আবার কখনো অন্যভাবেও সতর্ক করার কাজ চলতে থাকে। একবার তাহাজ্জুদের সময় ঘুমিয়ে ছিলাম, উঠতে বিলম্ব হচ্ছিল, ঘুমের ভেতরেই যবানে এই আয়াত চালু হয়ে যাচ্ছিল–

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ

অর্থ ঃ সেদিন অর্থাৎ সমাবেশের দিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন, সেটা হবে পরিতাপের দিন। সূরা তাগাবুন-৯

একইভাবে একবার এই আয়াত ঘুমের মধ্যে পড়ছিলাম।

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ

অর্থঃ এবং তাদেরকে আক্ষেপের দিন সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিন। যেদিন সকল ব্যাপারে ফয়সালা করে দেওয়া হবে। সূরা মারয়াম-৩৯

একবার স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অলঙ্কার ও অর্থ দিয়ে ভরা একটি থলে আমানত রাখার জন্য দিয়েছিলেন। অধম তাঁর সামনে নোটগুলো গণনা করতে করতে ঘুম ভেঙ্গে গেছে। এগুলো সবই হযরতের দুআ ও তাওয়াজ্জুহের বরকত। নইলে অধম তো একেবারেই গোনাহগার। আর কিছু মনে আসছে না। কি লিখব?

বিশ্লেষণঃ এগুলো সবই মুবারক হালত। আল্লাহ্ তাআলা উন্নতি ও অবিচলতা দান করুন।

হালঃ এ সত্ত্বেও এমন সময়ও আসে যখন কিছুই বুঝতে পারি না, শূন্য এবং অন্ধ হয়ে যাই। মনে করি নিজের গোনাহ এবং উদাসীনতাই-এর কারণ।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ হাঁ, কখনো এমনও হয়ে থাকে। যখন এরকম সম্ভাবনা দেখা দেবে তখন বেশি বেশি এস্তেগফার করতে হবে। আবার কখনো এর অন্য কারণ ও হেকমত থাকে, সেই বিবেচনায় এটাও একটা উন্নত হালত এবং বড় নেআমত। যার জন্য ছবর ও শোকর জরুরি। যেখানে বুঝে আসবে না সেখানে, ছবর শোকর ও এস্তেগফার সবগুলোই করবেন।

হালঃ অবশ্য এর মধ্যে একটি অভিজ্ঞতা হাসিল হয়েছে যে, অধমের হালের প্রতি হুযূরের তাওয়াজ্জুহ জুমার রাতে ও জুমার দিনে বেশি হয়ে থাকে।

বিশ্লেষণঃ এক্ষেত্রে আমার বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। শুধুই আল্লাহ্ তাআলার اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِیْ بِیْ

(আমার ব্যাপারে বান্দা যেমন ধারণা পোষণ করে আমি তেমন ব্যবহারই করি) এর মুআমালা হাদীসের আলোকে।

হালঃ দীনী বহু উপকারিতা ছাড়াও দুনিয়াবি নানা লাভ থেকেও বান্দা বঞ্চিত নয়।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্! দুনিয়াবি অবসরটাও বিরাট নেআমত।

নূর-আন্ওয়ার ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়

হালঃ আমি এখন পর্যন্ত বুঝি নি যে, লাতায়েফের মধ্যে যে ফয়েয থাকে সেটা কী বস্তু? কিতাবাদিতে পাওয়া যায় যে, নানান রঙের আন্ওয়ার যদি প্রকাশিত হয় তাহলে তার গ্রহণযোগ্যতা নেই। সেগুলোকে অস্বীকার করা আবশ্যক। এছাড়া আরো যত কিছু অনুভূত হতে থাকবে তাকেও অস্বীকার করা জরুরি। নূর ও আন্ওয়ার ছাড়া যা কিছু অনুভূত হয় তার দৃষ্টান্ত দেওয়া বেশ কঠিন। কিন্তু বেশি বেশি এসমে যাতের মাধ্যমে লাতায়েফের মধ্যে জ্বলন তৈরী হয় এবং বাতাসের অনুরূপ কিছু একটা ভরতি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে তাতে ভারী বোধ হয়। আর যত চিন্তা-ভাবনা করা হয় সেটা হাল্কা বা পাতলা হয়ে যায়। বুঝে আসে না কী বস্তু এবং এর দ্বারা কী হবে?

বিশ্লেষণঃ বাস্তবে এই আন্ওয়ার ও আছর ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়। এর মধ্যে স্বভাবিক কার্যকারণের ভূমিকাই সিংহভাগ থাকে। তা যদি নাও হয় তবে উর্ধজগত ও জড়জগতের মতোই মনোনিবেশের অযোগ্য। জড়জগত যদি

www.islamfind.wordpress.com

অন্ধকার পর্দা (হেজাবে যুলমানী) হয় তাহলে উর্ধজগত হয় আলোকিত পর্দা (হেজাবে নূরানী)। পর্দা মাত্রই প্রতিবন্ধক। প্রতিবন্ধক দূর করা ওয়াজিব। অবশ্য এই কাইফিয়াতগুলো কল্যাণকর ও উপকারী হওয়া সম্ভব। এর মাধ্যমে সাধকের মধ্যে একাগ্রতা আসতে পারে। যিকিরের মধ্যে যদি সেই একাগ্রতাকে কাজে লাগানো যায় তাহলে তার জন্য উপকারী ও কল্যাণকর। অর্থাৎ যিকিরের সময় মযকূর (আল্লাহ্‌র)-এর প্রতি মনোযোগ নিবিষ্ট করে তাহলে যাকের যিকির দ্বারা দ্রুত উপকৃত হবে। নতুবা সে নিজেই যদি ঐ নূর আনওয়ারের প্রতি নিবিষ্ট হয়ে যায় তাহলে অন্য ক্ষতিকর শঙ্কাগুলোর চেয়েও এটা বেশি ক্ষতিকর। কেননা এই গায়রে মাকসূদ নূর পেয়েই মনে করে যে, মাকসূদ পেয়ে গেছি। আর জ্বলনের পর যে বস্তু ছড়িয়ে পরে, সেটা হল হায়বাত (উষ্ণতা) হরকত বা নড়াচড়ার কারণে তাতে সুক্ষ্মতা এসে যায়। এর ক্ষেত্রেও সেই কথাগুলোই প্রযোজ্য যা উপরে বলা হয়েছে। অর্থাৎ একাগ্রতা সৃষ্টিকারী কিন্তু মাকসূদ নয়।

হালঃ জামালে এলাহী না এরা দেখেছে না এটা তাসাওউফওয়ালা দাবি করেছে। অনুভূত, বিস্ময়কর, দুর্লভ অথবা আনন্দ যাই লাভ হয়, তাসাওউফওয়ালাদের নিকট সব কিছুকেই ফানা বা বিলীন করে দেওয়া ওয়াজিব।

বিশ্লেষণঃ এর বিশ্লেষণ উপরে করা হয়েছে।

হালঃ সকল লাতীফা ও অন্যান্য মাকামাত মুজাদ্দেদী তরীকায় যাকে বলা হয় ফয়েয, এগুলো অনুভূতিতে আসে একই সূরত নিয়ে এবং সবগুলো মুরাকাবাকারীকে একই হালত পর্যন্ত পৌঁছায়।

বিশ্লেষণঃ না আপনার কথা বুঝলাম, না যা বোঝাতে চান সেই মাকসূদ। স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

হালঃ আমি জানতাম যে, 'খফী' এর রঙ কালো। এই প্রকারের রঙ বেশিরভাগ সময় আমার অন্য মাকামেও অনুভূত হয়।

বিশ্লেষণঃ 'খফী'র রঙ কালো বর্ণিত আছে। এটা নয় যে, প্রত্যেক কালো রঙই খফী। তাছাড়া সম্ভাবনা আছে যে, অন্যান্য লতীফার মধ্যে এই কৃষ্ণতা 'খফী'রই প্রতিবিম্ব। কেননা 'কাশ্‌ফ'ওয়ালা বুযুর্গ মাশায়েখ আন্‌ওয়ারে লাতায়েফ এর প্রতিবিম্বিত হওয়ার কথা স্বীকার করেন। তৃতীয়ত : কোনো কোনো কৃষ্ণতা হয় মিশ্রিত। এটা আসলে প্রথম সম্ভাবনাকেই প্রতিরোধকারী।

www.islamfind.wordpress.com

নির্জনতার জরুরত

হালঃ আমার বাতেনি অন্ধত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না, দেখা যাক কতদিন পর্যন্ত শুধু এই প্রদর্শনী আমার তাকদীরে আছে।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। এটা বাতেনি অন্ধত্ব নয়।

প্রশ্নঃ কোনো কোনো সাক্ষাৎপ্রার্থী অকারণে দীর্ঘ সময় কথা বলতে থাকে, সমস্যা করে। তাদেরকে সহজ ও নরম ভাষায় উঠে যেতে অনুরোধ করলে কি কোনো ক্ষতি আছে?

জবাবঃ তাদেরকে উঠাবেন না। নিজের জন্য কোনো নির্জন স্থান ঠিক করে তাদের অনুমতি নিয়ে উঠে যান।

যিকিরের আন্ওয়ার

হালঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ, আরজ এই যে, রাতে যিকির করতে করতে ঘুমের ভাব হয়ে আকস্মিক এক উজ্জল চাঁদ থেকে আলো এসে পড়ল আমার সিনার দিকে। যেন আমি একদম জাগ্রত। অল্প সময় পরেই সেটা বিলুপ্ত হয়ে গেল।

বিশ্লেষণঃ বিভিন্ন আলামত থেকে মনে হচ্ছে এটা যিকিরের আন্ওয়ার। মুবারক হোক।

পেরেশানির এলাজ

প্রশ্নঃ আমার মেজায তবীয়ত কিছুদিন থেকে খুব পেরেশান। কোনো কাজ করতে পারছি না। ফজরের নামাযও জামাআতের সঙ্গে হচ্ছে না। হুযূর! আল্লাহ্র ওয়াস্তে দুআ করবেন। খেদমতে হাজির হতে মন চাচ্ছে।

জবাবঃ গোসল করে, পোশাক বদল করে, আতর মেখে, দুই রাকাআত নফল পড়ে এস্তেগফার করবেন। এক হাজারবার ইয়া বা-সিতু পড়লে উপকার হবে। আসতে চাইলে আপত্তি নেই।

* * *

হালঃ হুযূর! দয়া করে এই অধমকে সাহায্য করুন। আমার মতো এমন নালায়েক-অযোগ্য সম্ভবত এই দুনিয়ায় আর কেউ নেই। সাধারণত দুধরনের

www.islamfind.wordpress.com

মানুষ থাকে। কিছু মানুষ দীনী কাজের উপযুক্ত আর কিছু মানুষ দুনিয়াবি কাজের। কিন্তু আমি বদনসীব কোনো কাজেরই উপযুক্ত নই। যখন নিজের এই হালতের কথা ভাবি তখন মনে হয় এ জীবনের চেয়ে মৃত্যুই তো উত্তম। কিন্তু বদ আমল, অন্যায় ও পাপের কারণে মৃত্যুকেও সমস্যাই মনে হয়। মাঝে মাঝে নিজের অযোগ্যতার কারণে ভাবি যে, আমার সৃষ্টিটাই অনর্থক। এমনিতে জাহেরি-বাতেনি কোনো কাজই আমার সঠিক নয়। তবে আমার সবচেয়ে দুর্বলতা হার্টের। নিকৃষ্টতম হালত আমার এই যে, হযরত তো মেহেরবানীকরে এই নালায়েককে শা'বানের শেষ দিকে দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। অথচ আমি এখন পর্যন্ত হাজির হতে পারি নি। অথচ জাহেরি ও বাস্তবিক কোনো শক্তিশালী প্রতিবন্ধক ছিল না। কোনো কারণ যদি এর থেকে থাকে তাহলে সেটা হল কলবের দুর্বলতা, এরাদার কমযোরি অথবা নফ্সানী শারারাত (দুষ্টামি) যার ফলে আজও পারলাম না সাহস ও হিম্মত করতে। এই কলবের কমযোরির কারণে গত দুই-তিন মাস ধরে গৌরখপুর যা মাত্র দুই-তিন ঘণ্টার রাস্তা, সেখানে যাওয়ার শুধু ইচ্ছাই করে যাচ্ছি। অনেকবার এমন ঘটেছে যে, যাওয়ার সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। সব সামান তৈরী, ঠিক যাওয়ার প্রাক্কালে হিম্মত দুর্বল হয়ে গেল এবং যথারীতি যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করলাম। গতকালকেও একই ঘটনা ঘটল। দিলের মধ্যে এর কারণ সন্ধান করি– তো অসংখ্য শরয়ী ও কাল্পনিক বাহানা পাওয়া যায় কিন্তু বাস্তবতা এই যে, আমার কারো সঙ্গে কথা বলতে বা দেখা সাক্ষাৎ করতে খুব উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বোধ হয়। দিলের মধ্যে ধুক ধুক করতে থাকে। বুকের কাঁপুনি ও আতঙ্কের কারণে কোনো কথারই জবাব ঠিকমতো দিতে পারি না। দেখা সাক্ষাৎ তো দূরের কথা, শুধু সাক্ষাতের চিন্তা করলেও কষ্ট হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, একাকী নির্জনে অত্যন্ত শাওকের সঙ্গে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকি, যেইমাত্র সেখানে কেউ হাজির হয়ে তিলাওয়াত শুনতে থাকে, ব্যাস, মনে হয় সব যেন ভুলে গেছি। তখন তিলাওয়াত করা কষ্টকর হয়ে যায়। হাজার হাজারবার পঠিত সূরা যদি নামাযে পড়তে থাকি, আর তখন কেউ যদি কোনো কথা বলে অমনি আমার সর্বনাশ, সব ভুলে গেলাম, যদি আবার প্রথম থেকে শুরু করি তাহলে পড়তে পারব। নতুবা সব ভুলে যাই। নিজের দীনী ও দুনিয়াবি স্পষ্ট ক্ষতি হতে দেখেও কলব ও যবানে এতটুকু ক্ষমতা নেই যে, সেটাকে ঠেকাব। সামান্য জমিদারি আছে, প্রশাসনের লোকেরা নানারকম জুলুম করে কিন্তু আমার কলব ও যবানের মধ্যে

www.islamfind.wordpress.com

এতটুকু শক্তি নেই যে, ন্যায়-অন্যায়ের ফয়সালা করব। এমনিভাবে দীনী ব্যাপারেও বেশিরভাগ সময়ে এই কলব ও যবানের দুর্বলতার কারণে আত্মমর্যাদাহীন এর পর্যায়ে পৌঁছে যেতে হয়। অথচ যবান খুলতে পারি না। খান্দান ও বংশের লোকজন প্রচলিত প্রথা, বেদাত ও অনেক বিশ্রী কাজে জড়িয়ে আছে। আমি সেগুলোকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও ঐ গুলোর মন্দ দিক তুলে ধরে তাদেরকে নিষেধ করতে পারি না। মোটকথা আশ্চর্যরকম হালত। কলবের (হার্টের) দুর্বলতার অনেক চিকিৎসা করিয়েছি কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন হয় নি। এখন হুযূরের কাছে মিনতি এই যে, আমার উপর রহম করুন এবং আমি অধমের জন্য দুআ করুন। আল্লাহ্ তাআলা যেন আমার রোগ দূর করে দেন এবং যবানের জড়তা দূর করে দেন। যেন অধম হুযূরের দরবারে হাজির হতে পারে এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। আমাকে অনুমতিও প্রদান করুন। বরং আপন পবিত্র ক্ষমতা দ্বারা আমাকে এমনভাবে টেনে নিন যেন না যেয়ে কোনো উপায় না থাকে। এই চিঠি বারবার উঠে ঘুরে ফিরে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে লিখেছি। কোনো কথা যদি হুযূরের তবীয়াতের খেলাফ হয়ে থাকে, তাহলে দয়া করে মাফ করে দেবেন। কেননা প্রথমত এ অধম অল্প শিক্ষিত। দ্বিতীয়ত মস্তিষ্ক ও কলবের দুর্বলতার কারণে খুবই অপারগ। কয়েক মাস ধরে এই চিঠি লিখব লিখব করে আসছিলাম। কয়েকবার এক পৃষ্ঠা আধা পৃষ্ঠা লিখেওছি কিন্তু তারপরই মস্তিষ্ক অকার্যকর হয়ে পড়েছে। আজ কিছুটা আমার কপাল খুলেছে যে এই চিঠিটা লিখা হয়ে গেছে। অসংলগ্নতার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।

বিশ্লেষণঃ পূর্ণ চিঠি খুব মনোযোগসহ পড়েছি। সারকথা সেটাই যা আপনি লিখেছেন এবং যাকে সবচেয়ে বড় রোগ মনে করেছেন। অর্থাৎ কলব ও হার্টের দুর্বলতা। এ ব্যাপারে এতটুকু মনে রাখাই যথেষ্ট যে, এটা কোনো বাতেনি ও আখলাকি রোগ নয়। চিকিৎসা শাস্ত্রীয় রোগ যা সরাসরি দীনের জন্য ক্ষতিকর নয়। অবশ্য কোনো স্থানে এর চাহিদার উপর আমল করলে ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং সেগুলো অবশ্যই নিজের এখতিয়ারে হয়। যা থেকে বাঁচাটাও এখতিয়ারী। এমন ক্ষতি তো নিজের এখতিয়ারে চোখ-কান দ্বারাও হতে পারে। তাহলে কেউ কি চোখ, কানকে ক্ষতিকর বলতে পারে? যা হোক কলবের দুর্বলতা কোনো রোগ নয়। বরং চিকিৎসা শাস্ত্রীয় রোগ হওয়ার কারণে নিজেই এটা সাওয়াবের কারণ। আবার কিছু কিছু আছরের কারণে এ

www.islamfind.wordpress.com

রোগ অন্তরের এসলাহের ব্যাপারে উপকারী। যখন এর কারণে নিজের মধ্যে নিচুতা ও ভগ্নতা তৈরী হবে। যা তরীকতের সর্বোচ্চ মাকসূদ।

ہر کجا پستی است آب آنجا رود - ہر کجا مشکل جواب آنجا رود

فہم وخاطر تیز کردن نیست راہ - جز شکستی می نگیرد فضل شاہ

অর্থ ঃ যেখানেই নিচু পানি সেদিকেই গড়াবে, যেখানেই সমস্যা সমাধান সেখানেই যাবে।

জ্ঞান-বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করা তরীকত নয়, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পেতে হলে দরকার ব্যথাভরা হৃদয়, ভগ্ন অন্তর। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির প্রধান মাপকাঠি হল শরীয়ত। সে মতে আমল হল এখতিয়ারী। আর শরীয়তে দুর্বলদের জন্য রীতিমতো সহযোগিতা রয়েছে। তাহলে পেরেশানির কী কারণ থাকতে পারে। খুব ভাল করে কথাগুলো বুঝবেন।

খাবার বেশি খাওয়ার অনুমতি

হালঃ খাবার খুব বেশি খাই তারপরও তৃপ্তি হয় না। কোনো পদ্ধতি বলুন যে অল্পতেই তৃপ্তি হয়।

বিশ্লেষণঃ খাবার কমানোর জন্য বিচলিত হবেন না। দুর্বল হয়ে যাবেন। আল্লাহ্ তাআলা যেহেতু খাদ্য দিয়েছেন রুচি ও খাওয়ার অনুমতিও দিয়েছেন তাহলে আর চাপাচাপি করবেন কেন? পেট ভরে খাওয়া কি কোনো গোনাহের কাজ?

পীরের প্রতি ভক্তির ও বিনয়ের তীব্রতা

হালঃ আমর কিছুটা বিস্ময়কর হালত হয়ে গেছে। এর পূর্বেও আমি যিকির ও শোগলের বেশি পাবন্দ ছিলাম না। কিন্তু হযরতের সঙ্গে জড়তামুক্ত বেলা তাকাল্লুফ নিজের হালাত সামনা-সামনি নিবেদন করতাম। অনেক অনেক সময় ধরে কথা-বার্তা বলতেও আমার কোনো ভয় লাগত না। আর না কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা হত। কিন্তু এখন অবস্থা এই যে, নিজের বিশেষ কোনো বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বিরাট বোঝার মতো মনে হয়। অথচ আমার খুব ভালোভাবে জানা আছে যে, আমার প্রতি হুযূরের স্নেহ রয়েছে। হুযূর সকল উপায়ে আমাকে খুশি রাখেন। তারপরও কেন এমন হচ্ছে?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এর উৎস নিজের বিনয় ও তুচ্ছতার তীব্রতা ও পীরের প্রতি শ্রদ্ধার প্রবলতা, দুটোর মিশ্র অনুভূতি।

তাশবীহ ও তাওহীদে উজূদীর পার্থক্য

হালঃ পূর্বের চিঠিতে একটি বিষয় ছিল। সে সম্পর্কে আরো অধিক জানার জন্য নিবেদন করছি। আমি লিখেছিলাম যে, রাতের বেলা মসজিদের দেয়ালে চেরাগের যে আলোক রশ্মি পড়ে, নামায পড়তে পড়তে ঐ আলো দেখে কলবের মধ্যে মহব্বতের কাইফিয়াতের সঙ্গে একটি নূর টগবগ করে উঠে। এবং (সূরা নূর এর ৩৫নং) আয়াত 'তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত...' মনে পড়ে যায়। এর জবাবে আপনি লিখেছিলেন- এটা হল মাযহার (প্রকাশস্থলে) এর মধ্যে যাহের (প্রকাশিত অর্থাৎ আল্লাহ্) এর প্রবলতা। যাকে পরিভাষায় তাশবীহ (তুলনা) বলা হয়। আমার জিজ্ঞাসা এই তাশবীহের গালাবা এবং মাযহারের মধ্যে যাহেরের গালাবা এটাই কি তাওহীদে উজূদী? যার কারণে তীব্র এনকেশাফের সময় 'আনাল হক' ও 'সুবহানী' ইত্যাদি বিখ্যাত সব উক্তি বের হয়ে থাকে।

বিশ্লেষণঃ উল্লেখিত কাইফিয়াত (যা আপনার ক্ষেত্রে) প্রকাশ হয়েছে তার সম্পর্কে ইন্দ্রীয় অনুভূতির সঙ্গে আর তাওহীদে উজূদীর কাইফিয়াতের সম্পর্কে বেশিরভাগ কল্‌ব ও মেধার সঙ্গে হয়।

পছন্দনীয় ব্যাথা

হালঃ কলবের হালত বর্তমানে এই যে, মাঝে মাঝে পূর্বের সেই ব্যাথাটা আবারও হয়। অন্য অসুবিধাগুলিও এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। যেমন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভীতি-আতঙ্ক। মাঝে মাঝে কলবের নড়াচড়া অনুভূত হতে থাকে। কোনো কোনো অঙ্গে কাপুনিও বোঝা যায়। যেগুলো সবই শারীরিক সমস্যা হলেও মাঝে মাঝে এর সঙ্গে বাতেনি আহ্ওয়ালও শরীফ হয়ে যায়। যেমন কোনো গোনাহের ব্যাপারে সজাগ হয়ে যাওয়া, অথবা ভয়-ভীতির কাইফিয়াত আরোপিত হওয়া, ঐসব শারীরিক ব্যাপাগুলোর কারণে ব্যাকুল হওয়া যা ইদানিং বারবার হচ্ছে, মাঝে মাঝে আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশের কারণেও ঐ অবস্থা তৈরী হয়। মোটকথা ঐ ব্যাথার বিস্ময়কর কাইফিয়াত। এমনিতে এগুলো শারিরীক ব্যাধি কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে স্মরণিকার কাজ দেয়। ঐ ব্যথার কথা আমার প্রত্যেক চিঠির মধ্যেই আছে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এমন ব্যাথা তো প্রশংসনীয় যার দ্বারা মাতলূব (কাঙ্ক্ষিত) অযীফায় সহায়তা লাভ হয়।

কলবের পরিচ্ছন্নতা অনুভূত হওয়া

হালঃ মাঝে মাঝে কলবের হালত এমন অনুভূত হয় যেন পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ আয়না।

বিশ্লেষণঃ দুর্বলতা ও পরিচ্ছন্নতা দ্বারা গঠিত হালত।

চিকিৎসা বর্জনের চেয়ে গ্রহণের ফজিলত

হালঃ হযরতজী! আমার তবীয়ত-মেজায খুবই চিন্তত যে, আমার মনে কখনো এ আকাঙ্ক্ষা জাগে নি যে, নিজের খানা-পিনার জন্য কোনো বিশেষ আরামদায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যতোদিন বাড়ি থেকেছি, বাড়ির অন্যরা যা খায়-পরে আমিও তাই। সফরের সময়েও একই অবস্থা। যা জরুরি তার ব্যবস্থা করেছি। বাকি সব বাদ দিয়েছিল। এখন শরীরে দুর্বলতা ভীষণ বেড়ে গেছে। এখন যদি কোনো মৌসুমী কিছু খেতে ইচ্ছা করি তখন দুই ধরনের খেয়াল পয়দা হয়। এক এই যে, আল্লাহ্ জানেন বাড়ির লোকজন কী হালতে আছে, তাদের তো এই সুযোগ হচ্ছে না। দ্বিতীয় এই যে, দিলের মধ্যে অনুতাপ তৈরী হয় যে, আল্লাহ্ তাআলার কত কত নেয়ামত তো জীবনভর খেলাম, আল্লাহ্র জন্য কী করেছি, ভবিষ্যতেই বা কি করব? নেয়ামত বেড়ে গেলে, কী করে দেখাব? মনের মধ্যে আতঙ্ক বোধ হয় এ ব্যাপারে হুযূর কী বলেন?

বিশ্লেষণঃ এটা একটা হালতে মাহমুদার গালাবা এবং একটি মুবারক হালত। এ ক্ষেত্রে করণীয় হওয়া উচিৎ এই যে, যেখানে শুধু মজাই উদ্দেশ্যে সেখানে এই হালতের চাহিদা মতো আমল করুন। আর যেখানে শক্তি অর্জন বা চিকিৎসা গ্রহণ জরুরি। সেখানে ব্যক্তিগত হালের তুলনায় শরয়ী নির্দেশ 'চিকিৎসা গ্রহণ মুস্তাহাব' হওয়ার উপর আমল করাই উত্তম। শক্তি অর্জনটাও চিকিৎসা গ্রহণের অন্তর্ভূক্ত।

মন্দ অবস্থার এলাজ

হালঃ আমার কেবলা ও কাবা'! আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ, আমার যে হালত তা সূচনা থেকেই জনাবের অবগতিতে আছে। মাথা থেকে

www.islamfind.wordpress.com

পা পর্যন্ত নাফরমানিতে নিমজ্জিত। কল্‌ব এতটাই বরবাদ হয়েছে যে, এত দীর্ঘ মেয়াদ দরবারে কেটে গেল অথচ আল্লাহ্‌র কসম এখনো সেই প্রথম দিনের মতোই। প্রবাদ আছে- 'বারো বছর দিল্লিতে কাটালো, চুলায় শুধু লাকড়ি ঠেল্‌লো।' একই অবস্থা আমারও বারো বছর হয়ত পেরিয়ে গেল হযরতের দরবারে কিন্তু যা ছিলাম আগে এখনো আছি তাই। নিজের হালতের কথা চিন্তা করলে মনে পড়ে এই শেরটি-

ان کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر
تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا

অর্থঃ তার করুণা তো ব্যাপক প্রেমিক অপ্রেমিক সকলের প্রতি, তুমি ছাড়া কেউ বঞ্চিত হল না, তোমার প্রতি কি কোনো শত্রুতা ছিল? তুমিও পেতে যদি কোনো যোগ্যতা তোমার মাঝে থাকত।

আল্লাহ্‌র কসম! কলব এত নোংরা যার কোনো শেষ নেই। সারাটাদিন কেটে যায় এক বিস্ময়কর আলস্যের মধ্যে। সারাক্ষণ হাবিজাবি চিন্তা-ভাবনা কলবকে পেরেশান ও অস্থির করে রাখে। যেহেতু বহুবার শুনেছি যে, ওয়াস্‌ওয়াসার প্রতি নির্মূলের উদ্দেশ্যে মনোনিবেশটাও ক্ষতিকর সে কারণে কখনো সে দিকে মনোনিবেশ করি না। কিন্তু দিলের কী করব? এসব ওয়াস্‌ওয়াসার কারণে খুব কষ্ট হয়। নানারকম অবস্থাই হয়। কখনো এমন হয় যে, সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে নিবিষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ্‌র ধ্যান। অন্য আর কোনোদিকেই বিন্দুমাত্র খেয়াল থাকে না। কখনো এর উল্টা এমন ভাবে ওয়াস্‌ওয়াসার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাই যে, মনে হয় যেন অন্ধকারের অতল তলে পৌঁছে যাই। হালতের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। দ্বিধা-দ্বন্দে নিমজ্জিত থাকি। কখনো এমন হালত হয় যে, একীন হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তোকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন। আবার কখনো একেবারে নৈরাশ্য ছেয়ে ফেলে। ওয়াস্‌ওয়াসা এত আসে যে, হতভাগা ... তুই আর তোর আমল কি ক্ষমারযোগ্য? আয় আল্লাহ্‌! তুমিই সাহায্যকারী। আমার...! আমি বরবাদ হয়ে গেছি। বারবার হযরতের নিকট থেকে শুনে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া শুরু করেছি। কিন্তু কী করব। আফসোস হাজার হাজার আফসোস! অবশেষে সব ছুটে গেছে। পূর্ণ করতে পারি নি। এরপর শুনলাম যে, কিছুকাল করার পর ছেড়ে দিলে সেটা খুব ক্ষতিকর। এর চেয়ে শুরু না করা ভাল ছিল মনে করে জিজ্ঞাসা করার সাহস হয় নি যে, কোন মুখ নিয়ে সামনে যাব। এরপর মনে

www.islamfind.wordpress.com

হল- এটা শয়তানি ওয়াস্‌ওয়াসা। এই বাহানাতেই শয়তান বিপথগামী করেছে। এই চিন্তা করে দিলে খুব আঘাত পেলাম। কাঁদলাম। আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করলাম। হে আল্লাহ্‌।

احب الصالحين ولست منهم - لعل الله يرزقنى صلاحا

অর্থ ঃ আমি নেককারদের ভালোবাসি, নিজে তাদের কেউ না হলেও। এই আশায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে নেক কাজের তাওফিক দান করবেন।

আমি তো কোনো কিছুরই যোগ্য নই। কিন্তু আপনার তো ক্ষমতা আছে। মাওলানা! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য করুন। সন্দেহ নেই আমি বারবার জিজ্ঞাসা করে আবার ছেড়ে দিয়ে হুযূরকেও বিরক্ত করেছি। আফসোস শয়তান আমাকে পথহারা করেছে। যা শুরু করেছিলাম। তা ত্যাগ করেছি। দুর্ভাগ্য বলতে পারছি না কারণ তাতে অভিযোগ করা হয়ে যায়। এখন তো মাঝে মাঝে মনের কষ্ট নীরব কান্না হয়ে ঝরে পড়ে। আফসোস করি যে, না তো জরুরি যোগ্যতা অর্জন করেছি। না যা হাসিল করেছি তার উপর আমল করেছি।

আমার বড়... কার কাছে যাব। সবাইকে দেখি কাজ করছেন আর সৌভাগ্য গড়ছেন। আর আমি পোড়া কপাল বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি। হযরতের তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ তো পূর্ণরূপে বিদ্যমান। এটা এ জন্যই বলছি যে, এটা পূর্ণরূপে না থাকলে না জানি আরো কত খারাপ হালত হত! ঈমানের কোনো ভালো খবর নেই। পূর্ণ তাওয়াজ্জুহ সত্ত্বেও এই অবস্থা! আমি কি করব? খেদমতে হাজির থাকার বদৌলতে শুনতে শুনতেই অনেক কথা মুখস্থ হয়ে গেছে। সেই সব কথারই একটি কথা এই যে, নিজে আমল করা ছাড়া কিছুই হয় না। কিন্তু দেখ দুর্ভাগ্য সব কিছু জেনেও কিছু করি না। দুর্ভাগ্য নয় তো কি! এত বড় এক দরবার অথচ আমি এর মধ্যে থেকেও বঞ্চিত! আফসোস আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য করুন। একথা বলতেও লজ্জা পাচ্ছি এ কারণে যে, নিজে না করলে তো কিছু হয় না। মোটকথা আমার আসল ও সংক্ষিপ্ত অবস্থা এই যে, দ্বিমুখি অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছি। দুই ধরণের চিন্তা-ভাবনা আসে। একদিকে হতাশা ও অন্যদিকে আশা। একদিকে গোনাহ অন্যদিকে অসীম রহমতের প্রতি দৃষ্টি। আল্লাহ্‌ তাআলার লক্ষ কোটি শোকর যে, হযরতের দুআ এবং আল্লাহ্‌ তাআলার তাওফিকে এতটুকু অবশ্যই হয়ে যায় যে, যখন গোনাহের চিন্তা হয় তখন দুই মিনিটের মধ্যেই এস্তেগফার করার তাওফিক

www.islamfind.wordpress.com

হয়ে যায়। এলাহী তোমার শোকর, লক্ষ কোটি শোকর! কখনো নিজের এ ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টি পড়লে মনে হয় আমার এসলাহ হয়ে গেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজের গোনাহ, চিন্তা-ভাবনা, হালত সামনে এসে পড়ে, তখন এসলাহ হয়ে যাওয়ার ঐ সব কল্পিত সুখ মাটির সাথে মিশে যায়। প্রথমে আমার অভ্যাস ছিল এই যে, অনর্থক বিষয়- যার আগা-মাথা কিছুই থাকে না, খুব ভাবতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ ভাবনায় নিমজ্জিত থেকে যেতাম। এখনো সেইসব বিষয় মনে আসে কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে যায় যে, অনর্থক ব্যাপার। এস্তেগফার পড়ে আল্লাহ্ তাআলার নাম নেওয়া শুরু করে দেই। মোটকথা, এক আশ্চর্যজনক হালত। এদিকেরও নয় ওদিকেরও নয়। অবস্থা যা তাকে কারো সামনে প্রকাশ করাও লজ্জাজনক। যে শুনবে সেই বলবে আল্লাহু আকবার! উপরে তো ফিটফাট ভেতরে দেখি সদরঘাট। কিন্তু আপনার কাছে কী গোপন করব! ইমাম যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলে (অর্থ- আল্লাহ তার কথা শোনেন যে তাঁর প্রশংসা করে) আমি কী যে বলব! কী যে মজা লাগে! ভাবি যে, আরে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আমার এই হামদ ও প্রশংসা পৌঁছে যাবে? তখন প্রাণ খুলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (হে প্রভু! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা।) হে আল্লাহ্ তোমার শোকর যে, তুমি শুনেছ। হুযূরের কাছে এই চিঠি লিখছি মাথায় একগাদা হাবি-জাবি চিন্তা এসে ভিড় করছে। কিন্তু ভাবছি, হালত ভাল হোক আর মন্দ, বলে তো ফেলি। যদি তার কাছেও গোপন করি তাহলে বঞ্চনা ছাড়া আর কী হবে। কয়েকবার আছরের পরে চিরকুট দেওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। (সম্ভবত চিরকুটের মাধ্যমে হুযূরের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি চাওয়া হত। -অনুবাদক) কিন্তু থেমে গেছি এই চিন্তা করে যে, মৌখিকভাবে এত বিশদ আলোচনা করা সম্ভব হবে না। সে জন্যই চিঠি লেখা। এরপরও আমি বলব যে, আশ্চর্যরকম হালত, গোনাহ এত বেশি যে, পৃথিবীতে সম্ভবত! এত গোনাহ আর কারোর হয় নি বরং নিশ্চিত আর কারোরই এত গোনাহ হয় নি। অথচ নিশ্চিন্ত বে-ফিকির, আয় আল্লাহ্ কী করব! হয়রান পেরেশান হয়ে আছি। আল্লাহ্ জানেন কি বক বক করে যাচ্ছি। নিজে নেক আমল কিছুই করি না যেন নিজেই বিশাল গোনাহের স্তূপ। করলেই বা কী করতে পারব? আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রায় সারাক্ষণ ক্ষমা চাইতে থাকি। কিন্তু নতুন নতুন গোনাহ এত হয়ে যায় যে, ঐ সব মূল্যহীন হওয়ার একীন হয়ে যায়। যখনই কোনো গোনাহের খিয়াল চাপে অথবা খারাপ দৃষ্টি

www.islamfind.wordpress.com

পড়ে যায় তাহলেই ব্যাস সারাটা দিন আমার গেল একেবারে বরবাদ। সকল কাজে বে-বরকতি এমনভাবে বুঝতে পারি যেমন ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বিষয়গুলো বুঝতে পারি। গোনাহের বে-বরকতি এবং কলবের মলিনতা তো এমনভাবে বোঝা যায় যেমন কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বস্তু চোখের সামনে রেখে দেয় তাহলে ঐ বস্তুর ভেতরের সব নোংরামিই দেখতে পাওয়া যায়। কলব একেবারে কালো ও বরবাদ হয়ে গেছে। অকর্মা আমি, কিন্তু এই দরবারের বাসিন্দা আমি দীর্ঘ দিনের। কুত্তার মতো পড়ে আছি কোথায় যাব, কার কাছে বলব। এখন এই দুয়ারেই পড়ে থাকব। এখানে পড়ে থেকেই জান দিয়ে দেব।

عمر بھر یہ نکلنا ہو تیرے کوچہ سے
دم اسی در پہ نکل جائے تمنا ہے یہی

অর্থঃ এখন আর জীবন ভর তোমার দরবার থেকে বের হতে চাই না, আকাঙ্ক্ষা একটাই যে, এই দুয়ারেই জীবনটা বেরিয়ে যাক।

বড়... আমার জন্য একটা দুআ কর, যার খুব আকাঙ্ক্ষা আমার। সেটা এই যে, ব্যাস তুমি নিজ হাতে আমার কবরে একটু মাটি ছিটিয়ে দিয়ো। আর ঈমানের সঙ্গে যেন এখান থেকে যাওয়া নসীব হয়। এটা আমার আখেরী তামান্না যে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তুমি আমার জন্য বিশেষ সময়ে এই দুআ করবা। ব্যাস তুমি আমাকে কবরে নামিয়ে দিবা। আমি অনেক বকেছি। এবার আমার মা'মুল বলছি। এশার পর তাহাজ্জুদের নিয়তে চার রাকাত নফল পড়া নির্ধারণ করেছি, আল্লাহ্‌র শোকর যে, সেটা আদায় হয়ে যায়, যেহেতু একসঙ্গে যিকির করাটাই নিয়ম। (অর্থাৎ বারে বারে না করে এক বৈঠকে খতম করা) এবং যেন ছুটে না যায় সেজন্য পাঁচশবার নির্ধারণ করেছি। আল্লাহর শোকর যে সেটা আদায় করে ফেলি। এই যিকিরের মধ্যে কোনো কয়েদ নেই। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে শুয়ে মোটকথা যে হালতেই হোক ঐটাকে পূর্ণ করা জরুরি মনে করি। এবং সেটা পূর্ণ হয়েও যায়। এর মধ্যে সম্পূর্ণই নফসের সুবিধা দেখা হয়েছে। নফসের আরাম খোঁজা হয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণে যে, এই ভাবে চালু রাখা সম্ভব হয়েছে। দীর্ঘদিন আমল করতে পারছি। আমার এই কৌশলে যদি কোনো ত্রুটি থাকে তাহলে দয়া করে জানাবেন। কেননা এটা হল এই অধম বান্দার আবিষ্কার। তওবা তওবা এটা কি বলে ফেললাম। এই সব দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে রাত-দিন কাটে। আপনি অবস্থা সবই জানেন।

www.islamfind.wordpress.com

ছোট্ট সময় থেকেই লালন-পালন করেছেন। আমার যা বলার ছিল বললাম। চিঠি এই জন্য লিখলাম যেন পূর্ণ হালত নিবেদন করতে পারি। মৌখিক বলতে গেলে অনেক কথা ছুটে যায়। আর এই চিঠিতেও আসল হালত যেন ফুটে উঠে নি। তারপরও আপনার দূরদর্শীতার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। যেহেতু আপনি হালত ও যোগ্যতা সম্পর্কে জানেন। আমার যোগ্যতা তো একেবারেই খারাপ ও দুর্বল হয়ে গেছে। এটা আমি এভাবে বুঝি যেমন আমার সামনে একটি দেয়াল আছে, সেটাকে যেমন পরিষ্কার একদম নিঃসন্দেহে দেখতে পাই, এটাও ঠিক তেমনই।

এই চিঠির জাওয়াব চাই লিখিত কিংবা কান টেনে ধরে, ডেকে, মুখে মুখে যেভাবে আপনার ইচ্ছা দিবেন। মোটকথা সেটা সম্পূর্ণ আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। বেশি আর কি। তোমার না ফরমান বেটা।

বিশ্লেষণঃ আরে বেটা! 'তোমার দৃষ্টিতে যে কুৎসিত, সেই তো আমার মাশুক।' উপরোক্ত সামগ্রিক যে অবস্থার উপর তোমার হচ্ছে আক্ষেপ, তার উপরই আমার হচ্ছে আনন্দ। সমস্ত হালত দুইটি বিষয়ের দলিল, যা উচ্চ মাকসাদের অন্তর্ভুক্ত। এক নিজের মন্দ অবস্থার অনুভূতি, দ্বিতীয় উত্তম অবস্থা তৈরীর চিন্তা।

চারটি বিষয় নিজের জন্য বাধ্যতামূলক বানিয়ে নাও তারপর তোমার বঞ্চিত না হওয়ার জিম্মাদার আমি। একটি যিকির সম্পর্কে, যে মামু'ল নির্ধারণ করবে- যতই কম হোক, সেটাকে যেকোনো ভাবে পুরা করতেই হবে। চাই মনোযোগসহ অথবা মনোযোগ ছাড়া। দ্বিতীয়- গোনাহ থেকে নফ্সকে হিম্মত করে দূরে রাখ। ত্রুটি হলে সঙ্গে সঙ্গে এস্তেগফার। তৃতীয়- অতীত ও ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা কর না। উপকারের ইচ্ছাও কর না। চতুর্থ- হালতের এত্তেলা দিতে থাকবে। হতে পারে জানানোর মতো কোনো হালত নেই, তবুও হালত্ জানাতে থেকো। এইসব কিছুর সঙ্গে আমার মতে তোমার মস্তিষ্কে উষ্ণতার (গরমের) প্রভাব আছে। অবশ্যই হেকিমি চিকিৎসা করাবে। উপরোক্ত হালাতের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটির প্রভাব আছে। এই কর্মসূচী পালন করবে আর একদম চিন্তা মুক্ত থাকবে।

من غم تو میخورم تو غم مخور - بد تو من مشفق ترم از صد پدر

www.islamfind.wordpress.com

অর্থঃ তোমার চিন্তা করছি আমি তুমি ভেবো না। তোমার প্রতি আমার স্নেহ রয়েছে শত পিতার চেয়েও অধিক। হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা থেকে তোমার কল্যাণকামী। -আশরাফ আলী।

গোনাহের পর আল্লাহ্‌র মহব্বতের কারণে লজ্জিত হওয়া

হালঃ আমার দ্বারা কোনো গোনাহ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ্‌র ভয়ে লজ্জা কমই হয় বরং আল্লাহ্‌র ভালোবাসার কারণেই বেশিরভাগ অনুতাপ ও অনুশোচনা তৈরী হয়।

বিশ্লেষণঃ মা-শা আল্লাহ্, উন্নত হালত।

কঠিন ওজরের কারণে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব হওয়া অন্তরের জন্য ক্ষতিকর নয়

হালঃ হুকুকুল এবাদ যেমন ঋণ থাকলে পরিশোধ করতে আলসেমি করা কেমন? পরিশোধ করার দৃঢ় সংকল্প আছে। শুধু এই আশঙ্কায় বিলম্ব করছে যে, যদি নিজের কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়। সাথে সাথে পাওনাদারকেও নিজের জরুরতের কথা জানিয়ে ওজর পেশ করে দেওয়া হয়। আবার যদি নিজের জরুরত তীব্র না হয় তাহলে ঋণ পরিশোধকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। তীব্র মানে যেমন নিজের বাড়িতে মেহমান আছে, তাদের মেহমানদারীর খরচ অথবা সংসারের জরুরি খরচ।

বিশ্লেষণঃ তীব্র জরুরত একটি গ্রহণযোগ্য ওজর। এর কারণে বিলম্ব হলে গোনাহ নেই। সে কারণে বাতেনের জন্য এই বিলম্ব ক্ষতিকর নয়।

নিজের হালতের প্রতি এতমিনান না হওয়া

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্ আমার হালাত আল্লাহ্ তাআলার মেহেরবানি ও হুযূরের দুআ ও তাওয়াজ্জুহের বরকতে আগের চেয়ে অনেক ভালো।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্! বা-রাকাল্লাহ।

হালঃ কিন্তু আমার এতমিনান হচ্ছে না। কারণ এই হালত টিকবে কি না জানি না।

বিশ্লেষণঃ খোদ এই হালত ভালো। যদি এমমিনান এসে যেত তাহলে যেই হালতকে ভালো মনে করা হচ্ছে, সেটাও ভালো থাকত না। তার ভালো

www.islamfind.wordpress.com

হওয়াটা খোদ এর উপরই নির্ভরশীল। কেননা আশা ও ভয়ের মাঝেই তো প্রকৃত ভালোর অবস্থান। অবশ্য বর্তমান অবস্থার চাহিদা হিসাবে আশাকেই প্রবল রাখতে হবে। এর জন্য জরুরি হল দুআর আমল অব্যাহত রাখা যেটা কবুল হওয়ার ব্যাপারে আমার আশা আছে।

হালঃ দুআ করুন আল্লাহ্ যেন আমার সাহায্য করতে থাকেন এবং আমাকে আমার নফসের উপর সোপর্দ না করেন।

বিশ্লেষণঃ আমীন।

নামায ও যিকিরের মধ্যে মনোযোগ

হালঃ নামাযের মধ্যে পূর্বের মতো দ্বিধা-সংকোচ হয় না বরং প্রশান্তি প্রবল থাকে।

বিশ্লেষণঃ বিশাল নেয়ামত।

হালঃ যিকিরের সময় এই চাহিদা তো জাগে যে, দ্রুত খতম হয়ে যাক। কিন্তু সংকোচ, আতঙ্ক ও সংকীর্ণতা হয় না।

বিশ্লেষণঃ বিরাট রহমত।

এনাবাতের আছর

হালঃ শুরুতে কোনো গোনাহের ব্যাপারে, যেমন- মিথ্যা বলা, সাধারণ ভেবে গুরুত্ব দিতাম না। কিন্তু এখন সেগুলো খুবই ভয়াবহ ও ভীষণ মন্দ মনে হয়।

বিশ্লেষণঃ এনাবাত (আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যাবর্তন)-এর একটি আছর।

হালঃ আমার যারা শুভাকাঙ্ক্ষি তাদের কাছে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছি মেহেরবানি করে আমার সামনে গোনাহের কথা আলোচনা করবেন না।

বিশ্লেষণঃ জাযা কুমুল্লাহ।

কুরআন তিলাওয়াতের সময় কান্না আসা

হালঃ ফজরের পরে কালামে মাজীদ তিলাওয়াত করে থাকি। শুরু থেকেই এটা আমার মামুল। কিন্তু এখন চোখে পানি আসে। চাই সেটা সুসংবাদের আয়াত হোক বা ভীতির। এটা কেমন ব্যাপার হুযূর! সুসংবাদের আয়াত পড়তেও কান্না আসলে কোনো সমস্যা তো নেই? আমার কোনো ক্ষতি হবে না তো?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ কোনো ক্ষতি নেই। এটা রহমত বরং সুসংবাদের আয়াতে কান্না আসাটা স্বভাবের বিশুদ্ধতার অধিক নিকটবর্তী। কেননা তাতে বেশি আবেগ জাগে। আর সেই আবেগের কারণেই কান্না আসে।

ওয়ারেদাত এর অনুসরণ করা

হালঃ যিকিরের সময় খুব হাল্কা যরব লাগিয়ে থাকি। কিন্তু বুকের ভেতর (সিনা) থেকে খুব মিহি বা চিকন আবার মাঝে মাঝে মোটা আওয়াজ আপনা-আপনি বেড়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ যে কাইফিয়াত অনিচ্ছায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয় তাতে পরিবর্তনের ইচ্ছা করবেন না; বরং তার অনুসরণ করুন।

হালঃ এরপর আবার তাতেই মজা লাগে এবং এই আকর্ষণের সঙ্গেই কান্নাও এসে যায়। কিন্তু এই কান্নার সঙ্গে কলবের হালত পরিবর্তন হয়ে আরো বেশি উৎফুল্লতার কারণ হয়ে যায়। সংশয়ের কোনো ভূমিকা নেই এরমধ্যে। কোনো খারাবি বা মন্দ কিছু থাকলে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ কোনো খারাবি বা মন্দ বিষয় নেই। একদম প্রশংসনীয় ব্যাপার।

* * *

হালঃ বারো তাসবীহের যিকিরের মধ্যে এক তাসবীহ খতম হওয়ার পর কিছুটা বে-এখতিয়ারীর সঙ্গে যবানে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ) আবার মাঝে মাঝে–

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَااِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

চালু হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত চালু থেকেই যায়। যেখান থেকে মাঝে মাঝে জবরদস্তি মনোযোগ সরিয়ে বারো তাসবিহের অন্য যিকির শুরু করতে হয়। জবরদস্তি কথার ব্যাখ্যা এই যে, মন এটা বন্ধ করতে চায় না। উল্লেখিত কালেমাগুলোর যিকিরের মাঝে কলবের মধ্যে প্রশস্ততা এবং প্রফুল্লতা অনুভূত হয়। আর এটা বোধ হয় যে, এই পাপীর প্রতি কী পরিমাণ রহমত বর্ষণ করা হয়েছে যে, যিকিরের তাওফিক হয়েছে। যদি বে-এখতিয়ারীভাবে অর্থাৎ যখন খুব বেশি চাহিদা হয় অথবা এমনিতেই কিছুক্ষণ পড়ে নেই, তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ সমস্যা মানে কি? উল্টা বরং ঐগুলো বর্জন করলে সমস্যা আছে। যখন এ ধরনের কাইফিয়াত তৈরী হয় তখন প্রথম তাসবিহ বন্ধ অর্থাৎ মওকুফ করে দিন, এই কাইফিয়াত যতক্ষণ তীব্র থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত।

হালঃ বেশিরভাগ সময় এই হালত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক অথবা কোনো রেওয়ায়েত শুনলে দিলের মধ্যে সীমাহীন মহব্বতের আবেগ তৈরী হয় এবং অনেক সময় পর্যন্ত অশ্রু ঝরতে থাকে। এটাও মনে হয় যে, যেন এই স্থানে সরাসরি তিনি উপস্থিত হয়ে আলোকিত করে তুলেছেন। এরূপ ঘটনা সমাবেশের মধ্যে হয়, নির্জনেও হয়। বে-এখতিয়ার খাড়া হয়ে যেতে চাই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিলের মধ্যে দুইটি খেয়াল জাগে। প্রথম এই যে, সমাবেশের লোকেরা বলবে যে, এত দেখি এক প্রতারক। তাছাড়া আকীদার জন্যও ক্ষতিকর। দ্বিতীয় এই যে, ভেতরের কাইফিয়াত তো এই কিন্তু জাহেরে তো কিছুই চোখে পড়ে না। মনের মধ্যে প্রবল এইসব ভাবনায় বিভোর হয়ে আর দাঁড়ানোর সুযোগ থাকে না। এরপর যিকিরের হালতে এক রকমের দূরত্বের কারণে পেরেশানি হয়। এখন আমি কোনো দিকটিকে আমল দিব? দাঁড়িয়ে যাব না কি উল্টা?

বিশ্লেষণঃ মুবারক হালত। যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন তাহলে দাঁড়িয়ে যাবেন কিন্তু এটা প্রকাশ করা উচিৎ নয় যে, কেন দাঁড়িয়ে গেলাম, তাহলে আকীদার সমস্যা হবে না। কেউ যদি বেশি জোরাজুরি করে কারণ জানতে চায়, বলবেন মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল। ব্যাস, আর কিছু নয়।

* * *

হালঃ এসমে যাতের যিকির করার সময় এক আবেগের মতো তৈরী হয়। মনে হয় আল্লাহ্ আল্লাহ্ এর যর্ব দিলের উপর এমনভাবে লাগছে, যেমন কোনো কিছু দ্বারা গুতা দিলে লাগে। হলক (কণ্ঠনালি) সিনার মাঝে ঐ সময় এমন বোধ হয় যে, যেন কোনো ভারী জিনিষ যেমন চারকোণা কোনো কাঠের টুকর রেখে দেওয়া হয়েছে। এর অল্পক্ষণ পরে বে-এখতিয়ার মনে চায় যে, খুব কান্নাকাটি করি। কিন্তু কেউ হঠাৎ চলে আসতে পারে আশঙ্কায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলি। এরূপ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত কি না?

বিশ্লেষণঃ উচিৎ নয়।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ নিবেদন এই যে, রাতে যিকিরের মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব তৈরী হল। 'গালাবায়ে ওয়াহদাত' (আল্লাহ্‌র একত্ব ও অদ্বিতীয়তা) এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেয়াল এল। ভেতর থেকে চাহিদা হচ্ছিল যে, এক (আল্লাহ্‌র) অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কারোর কোনো অস্তিত্ব নেই। অথচ স্বাভাবিক উপায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেয়াল এত তীব্র ছিল যে, তাঁর 'ফানা' মুশাহাদ (প্রত্যক্ষ্য) হচ্ছিল না। পরে আশঙ্কা হল যে, আল্লাহ্‌ তাআলার উজূদ ও অস্তিত্বের সামনে রাসূলের উজূদ ও অস্তিত্ব তো কিছুই নয়। তাহলে তাঁর 'ফানা' কেন দেখা যাচ্ছে না। আল্লাহ্‌ তাআলার উজূদ অস্তিত্বের সঙ্গে যখন রাসূলের অস্তিত্ব ফানা না হওয়ার খেয়াল হয় তখন কি শিরক হয়?

বিশ্লেষণঃ এটা শিরক নয়। কেননা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই আমভাবে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসল্লামের ক্ষেত্রে খাসভাবে দুইটি জিজ্ঞাসা বিবেচনা সক্রিয়। এক হল তাঁর নিজস্ব 'যাত' (সত্তা)-এর বিবেচনা। এই বিবেচনায় তিনি নেই (ফানা)। আরেকটি বিবেচনা হল- আল্লাহ্‌র সঙ্গে সংযোগের। এই বিবেচনায় তিনি বিদ্যমান। নিয়ম হল কোনো বিশেষ বিবেচনায় যদি কোনো বস্তুর উপর হুকুম আরোপ করা হয় তাহলে প্রকৃত পক্ষে সে হুকুম ঐ বিবেচনার জন্যই প্রযুক্ত হয়। (বস্তুর জন্য নয় বস্তুর বিবেচনার...) তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঐ বিশেষ বিবেচনায় 'উজূদ' (অস্তিত্ব) এর হুকুম আরোপ করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি উজূদ এর হুকুম আরোপের শামিল। আর এটা প্রকৃত তাওহীদেরই কথা। সালিক বা সাধক এইসব হালের ক্ষেত্রে আপন এখতিয়ারের মধ্যে থাকে না। কখনো তার দৃষ্টি যায় যাতে মুমকিনের দিকে, কখনো বিশেষ বিবেচনায় অস্তিত্বের প্রতি নজর যায়। নজর যে দিকেই যাবে কষ্ট করে অন্য দিকে ঘোরানো উচিৎ নয়। কেননা সেই মুহূর্তে সেই দৃষ্টিই তার তারবিয়াত ও এসলাহের পন্থা। সুতরাং এটা ছিল ভুল যে, কষ্ট করে প্রিয় নবীর 'ফানা' এর প্রতি নজর দেওয়া হচ্ছিল এবং উজূদের বিবেচনার প্রতি নজর দেওয়াকে 'ফানা'র পরিপন্থী মনে করা হচ্ছিল। যখন নজর গিয়েছে উজূদের প্রতি, সেটাকেও আল্লাহ্‌র উজূদের প্রতিই দৃষ্টি মনে করা দরকার ছিল। এবং এর স্বাদ পেতে দেওয়ার দরকার ছিল।

* * *

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ এক চিঠিতে আমি দ্বিধা দ্বন্দের হালতের কথা প্রকাশ করেছিলাম। যার সারমর্ম ছিল এরকম যে, একবার যিকিরের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেয়াল এল। তাঁর ফানা মুশাহাদ (প্রত্যক্ষ্য) না হওয়ার কারণে চিন্তিত ছিলাম। যার জবাবে হুযূর বলেছিলেন বিবেচনা ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহ্‌র এযাফত (সংযোগের)-এর বিবেচনায় প্রত্যেক বস্তুই মওজুদ। সুতরাং এই খাস বিবেচনায় রাসূলের প্রতি উজূদ (মওজুদ হওয়া) এর হুকুম আরোপ করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র প্রতিই উজূদের হুকুম লাগানো ছিল। এই জওয়াবে আমার যে উপকার হয়েছে তা বর্ণনাতীত। এখন যে কোনো বস্তুর খতরা অথবা খেয়াল যিকির অথবা নামাযের মধ্যে আসে তাতে আল্লাহ্‌র উজূদেরই মুশাহাদা হয়। جزاک اللہ کہ چشم باز کردی ধন্যবাদ যে, আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

হালঃ মাঝে মাঝে জেহরী যিকির (উচ্চস্বরে যিকির)-এর সময় কলবের উপর এক বিস্ময়কর তাজাল্লী (নূরের দীপ্তি) অনুভূত হয় এবং যার কারণে ব্যাকুল হয়ে পড়ি। সেদিকে তীব্রভাবে কলবের আকর্ষণ এবং মগ্নতা হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় যে, অস্থিরতায় দিল বোধ হয় ফেটে যাবে। জানি যে, আনওয়ার আতওয়ার সবই গায়ের (গায়রুল্লাহ)। যাতে ওয়াহেদ ঐসব আবিচলতা মুক্ত। কিন্তু ঐ সময় গালাবায়ে ওয়াহদাত-এর কারণে সকল বস্তুই যাতে ওয়াহেদ (আল্লাহ্‌র যাত সত্তার) ছাড়া 'ফানী' বোধ হয়। আর সেই তাজাল্লীর প্রতি আকর্ষণ ও অস্থিরতা অপ্রতিরোদ্ধ হয়ে যায়। আমি এখনো পর্যন্ত তার প্রতি অস্বীকৃতি বা প্রতিরোধ এর চেষ্টা করি নি। এর দিকে তাওয়াজ্জুহ ক্ষতিকর নয় তো?

বিশ্লেষণঃ ইচ্ছাকৃত তাওয়াজ্জুহ (মনোনিবেশ) প্রদান অনুচিত। কিন্তু যদি অনিচ্ছাকৃত তাওয়াজ্জুহ হয়ে যায় তবে তা অস্বীকার কিংবা প্রতিরোধও করা যাবে না। এই প্রতিরোধ না করাকে যদি কারো ভাষায় তাওয়াজ্জুহ বলা হয় তাহলে এই তাওয়াজ্জুহ ক্ষতিকর নয়।

হালঃ এটাকেও যদি আল্লাহ্‌র সঙ্গে সংযোগ-এর বিবেচনায় দেখা যায় এভাবে যে, এযাফত মাআল হক্ব (আল্লাহ্‌র সঙ্গে সংযোগ)-এর বিবেচনায় এটাও গায়ের নয়, ভিন্ন নয়, তাতে কি সমস্যা আছে?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এমন করা যাবে না। ঐ বিবেচনাকে টেনে আনা উচিত হবে না। কেননা এটা হবে তাকাল্লুফ এবং পেরেশানির কারণ। পূর্বোক্ত ঐ এযাফতের বিবেচনার উদ্দেশ্য গায়েরের ফানা না হওয়ার যে সংশয় তৈরী হচ্ছিল সেটাকে সমাধান করে দেওয়া। তবে অনিচ্ছাকৃত যে ধ্যান ও কল্পনা হবে সেটাকে অতিক্রম না করাই উচিৎ।

হুযূরে কলবের জরুরত

হালঃ আমি শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলি। তাতে বাতাস ভেতরে টানা ও বাহির করার সময় কোনোটাই এসমে যাত মুক্ত থাকে না।

বিশ্লেষণঃ এত কষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু জবানে মা'মুলি ভাবে যিকির করুন এবং কলবকে হাজির রাখুন যথাসাধ্য।

শওক ও মহব্বতের আছর

হালঃ নামাযে সিংহভাগ সময়ে এটা মনে চায় যে, খুব কাঁদি (কান্না করি) আবার মাঝে মাঝে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের সময়ও এই খেয়ালই হয় যে, কাঁদি কিন্তু যখনই বিষয়টি নিয়ে ভাবি তো এই হালত দূর হয়ে যায়। জানি না কী ব্যাপার?

বিশ্লেষণঃ এটা মহব্বত এবং শওকের আছর। আল্লাহ্ তাআলা মুবারক করুন। দূর হয়ে যাওয়াটাও রহমত। নতুবা সহ্য ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে পারে, যা প্রথমে শারীরিক ক্ষতি এবং পরে বাতেনের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, আমলের মধ্যে অকর্মণ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে। উন্নতি তো আমলের মাধ্যমেই হয়।

হালঃ আমার খুব আকাঙ্ক্ষা হয় যে, যেভাবেই হোক আল্লাহ্র মহব্বতে ব্যাকুল ও অস্থির থাকব।

বিশ্লেষণঃ তবে এর সঙ্গে এটাও দুআ করুন যেন ঐ ব্যাকুলতা ও অস্থিরতার মধ্যে শান্তি ও স্থিরতা থাকে।

আহ্ওয়াল স্থায়ী হয় না।

হালঃ মুরাকাবার মধ্যে এক বিশেষ রিক্কত (হৃদয়ের কোমলতা, অশ্রু বের হওয়া) হাসিল হয় কিন্তু জানি না হুযূর কোনো কোনোদিন কেন এটা হয় না?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ গায়রে এখতিয়ারী আহ্ওয়াল স্থায়ী হয় না। আর যদি স্থায়ী হয় তাহলে এর মজা থাকে না। এর সিংহভাগ উপযোগিতা এই মজার উপর নির্ভরশীল।

তাওহীদে উজূদীর তীব্রতার আছর

হালঃ যত খতরা পয়দা হত সেই সবগুলিকেই যাকের মনে হত। এমন কি শয়তানের বিরুদ্ধে 'লা-হাওলা' পড়তে পারতাম না। এখন আর সেই হালত নেই।

বিশ্লেষণঃ এটা ছিল তাওহীদে উজূদীর একটি আছরের তীব্রতা, যার ক্ষতি বেশি লাভের চেয়ে, এটা না থাকাই ভালো হয়েছে।

হালঃ এরকম মনে হত যে, প্রত্যেকটা বস্তু দেখছে। নজর উঠাতে পারতাম না। না কাউকে তাকিয়ে দেখতে পারতাম। বসে বসে ঘুমাতাম। শুতে পারতাম না। সে হালত এখন আর নেই। শরীরে অনেক শক্তি বোধ হত। এমনও মনে হত যে, শরীর ফেটে যাবে। ভাবতাম খানা পিনার প্রয়োজন নেই। গর্ব এত বেড়ে গিয়েছিল যে, মনে হত আমি না চাইলে মালাকুল মউত কীভাবে রূহ কবয করতে পারবে?

বিশ্লেষণঃ এগুলো সব ঐ একই বিষয়, যার না থাকাই ভালো হয়েছে।

'দায়েমি হুযূর' টাই মাকসূদ

হালঃ অধম আসল মাকসূদ তো স্থায়ী হুযূরকেই মনে করে। আলহামদুলিল্লাহ্ সেটা আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে এই বিশেষ সম্পর্কটা দুর্বল, নিস্প্রভ বরং একেবারে নেই বলে মনে হয়। তখন চরম অশান্তি বোধ হয়। মনে হয় যেন মারদুদ-বিতাড়িত হয়ে গেছি। আবার যখন ফিরে আসে মনে কিছুটা সান্তনা ফিরে পাই, এর এলাজ চাই যে, 'হুযূর' যেন মজবুত এবং শক্তিশালী হয়ে যায়। তাহলে আল্লাহ্র কসম, সপ্তমহাদেশের যাবতীয় সম্পদকে তুচ্ছ মনে করব। যেন যেমন মনে চায় তেমনই মশগুল থাকব। তা যদি না হয় তাহলে ভয় হয় যে, কবে যেন জীবনটা হারিয়ে ফেলব।

বিশ্লেষণঃ এটা হল হুযূর এর তীব্রতা, যার স্থায়ীত্ব সাধারণত হয় না। খালি হুযূরতো আল্লাহর ফযলে স্থায়ী আছে এবং সেটাই যথেষ্ট। 'হুযূরের তীব্রতা'র স্থায়ীত্ব জরুরী নয়।

www.islamfind.wordpress.com

শরীয়ত বিরোধী কাজে রাগ ও রহম

হালঃ এখন মনে হয় যে, শরীয়ত বিরোধী কিছু দেখলে রাগ ও রহম দুটোই বরাবর হয়।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক, উন্নত হালত।

নিজের নফসের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া

হালঃ মাঝে মাঝে সবক পড়ানো, মুতালাআ করা অথবা অন্য কোনো কারণে আল্লাহ্‌র ধ্যান থেকে উদাসীন হয়ে যাই। তখন নেয়ামত বিলুপ্তির আশঙ্কায় নিজের উপর ভীষণ কঠিন ক্রোধ এবং মনের মধ্যে অস্তিরতা তৈরী হয়। এরপর তওবা, এস্তেগফার ও কান্নাকাটি করি। তখন কিছুটা আরাম, শান্তি ও নিশ্চিন্ত হতে পারি।

বিশ্লেষণঃ এ ধরণের ক্ষেত্রে এস্তেগফার মাসনুন। অস্থিরতাতেও ক্ষতি নেই কিন্তু ক্রোধের মধ্যে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। এরূপ করা যাবে না।

হালঃ কখনো যদি কোনো অনর্থক কথা বা কাজ আমার দ্বারা হয়ে যায় তখনও একই হালত হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ এ ক্ষেত্রে ক্রোধ ক্ষতিকর নয়।

দিন ও রাতের নামাযে একাগ্রতার তারতম্য

হালঃ যোহর, আছর, ফজরে এত মনোনিবেশ হয় না যতোটা মাগরিব, এশায় হয় বিশেষত এশার নামায তো খুবই মজাদার লাগে।

বিশ্লেষণঃ রাতের বেলা স্বাভাবিকভাবেই একাগ্রতা বেশি হয় এবং ব্যস্ততা কম। এটাই কুরআনের বর্ণনার সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কলবি দ্বিধা সংকোচের এলাজ

হালঃ খেদমতে আলিয়াতে নিবেদন এই যে, তিন মাস হয়ে গেল। অধম হুযূরের খেদমতে কোনো চিঠি লিখতে পারি নি। নানা বাধা ও পেরেশানিই এর কারণ। তবে প্রধান কারণ এই যে, এখান থেকে ডাকঘর অনেক দূরে। যে কারণে প্রায় সময়ই দেরি হয়ে যায়। কিন্তু মনের মধ্যে আকর্ষণ থাকে হুযূরের প্রতি। হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর জন্য দিল ব্যাকুল হয়ে আছে। দুআ করবেন যেন দ্রুত এসে সাক্ষাৎ করতে পারি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ আমিন।

হালঃ মাঝে মাঝে সন্দেহ আর ওয়াস্‌ওয়াসায় মন পেরেশান হয়ে যায়। একই সন্দেহ নামায রোযাসহ সকল ইবাদতে, তাহারাত ও পবিত্রতার ব্যাপারেও হয় এবং এর কারণে মনের মধ্যে সংকোচ ও বিরক্তি বোধ হয়।

বিশ্লেষণঃ যদি এই সন্দেহের অনুসরণ না করা হয় তাহলে সংকোচটাও উপকারী।

হালঃ আপনার নিকট থেকে পৃথক হয়ে আসার পর সবচেয়ে বড় বিপদ যেটা হয়েছে। সেটা এই যে, মুজাহাদা এবং হারাম থেকে দূরে থাকার কাজ দুটির কারণে কলবের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। এমনকি কোনো কোনো সময় জীবনটা একেবারে বিরক্তিকর বোধ হচ্ছে। এবং এই বিপদে কলবের মধ্যে মৃত্যুর কামনা হতে শুরু করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কলবের সংকীর্ণতার এমন অবস্থা হয় যেমন কঠিন ব্যথার মধ্যে মানুষ হায় হায় করে, আমারও সেইরকম হায় হায় করতে হয়। এরপর অবস্থা কিছুটা ভালো হচ্ছে। কলবের মধ্যে কিছুটা পরাজয় ভাব এসেছে। উজ্‌ব-আত্মগর্ব কমতে শুরু করেছে বলে মনে হয়।

বিশ্লেষণঃ মা-শা আল্লাহ্‌ দিলের সংকীর্ণতার পাশাপাশি উল্লেখিত ওয়ারেদাতের মিশ্রণ মুবারক হালত। ওয়ারেদাতগুলো হুবহু আরেফ শিরাজির নিম্ন উক্তির স্বার্থক রূপায়ন।

درد از یار است دردماں نیز ہم - دل فدائے او شد و جاں نیز ہم

অর্থঃ ব্যথা যিনি দিয়েছেন ওষুধও তিনিই দিবেন। আমার দিল ও জান তার জন্য উৎসর্গীত, তারই জন্য নিবেদিত।

হালঃ এই অক্ষমের কাছে আমলের পুঁজি নেই। এই আহ্‌ওয়াল যা কিছু আছে সব আপনার সোহবতের বরকতে আমার ঘরে মেহমানের মতো ধার করা ধন-দৌলত। তাঁর কাছে সকল পরাজিত ও ব্যর্থ মানুষই সন্তুষ্টি লাভ করে, খুশি হয়, এতটুকু আশাবাদ ছাড়া আমার আর কোনো ভরসা নেই। গোনাহে নিমজ্জিত ব্যক্তির আমলের পুঁজি কোথায়? নফ্‌স ও শয়তানের মতো কঠিন দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করার এত হিম্মত আমার মতো শক্তিহীন মানুষ কোথায় পাবে। অবশ্য আল্লাহ্‌ তাআলার করুণার কাছে বুক ভরা আশা আর ভরসা নিয়ে আছি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ পূর্ববর্তী আহ্ওয়াল ও ওয়ারেদাতের পর এই গায়েবি ওয়ারেদাত হল সম্ভাব্য উজ্ব বা আত্মপ্রশংসার চিকিৎসা। মুবারক হোক।

হালঃ আল্লাহ্ তাআলার এই নেয়ামতের হাজার হাজার শোকর করছি যে, তিনি আপনার সোহবতের কল্যাণে কিছুটা রুচি আর উন্মাদনা দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

মৃত্যুকে ভালো লাগা অলী হওয়ার আলামত

হালঃ জীবন ভালো লাগে না। মন চায় যে, আল্লাহ্র রাস্তায় কেউ আমাকে জবাই করে ফেলুক, যেমন খাশি-ছাগলকে জবাই করা হয় আল্লাহ্র নামে। অথবা যেমন ইসমাইল আলাইহিস সাল্লামের জন্য আল্লাহ্র হুকুম হয়েছিল। আমার জন্যও যদি হুকুম হত আর আমাকে জবাই করা হত। যাহোক আল্লাহ্র কাছে কোন অবস্থায় পৌছবো এটা আমার বড় চিন্তা। তাঁর নামটা যেন সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। সেখানেও যেন তার নামের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকে। যদি তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য না থাকে তাহলে কোনো কিছুই থাকল না। বাল-বাচ্চারা সঙ্গে আছে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জন করা শরীয়তের খেলাফ। এদের সম্পর্কটা পায়ের বেড়ির মতো। এদিক ওদিক নড়তে দেয় না।

বিশ্লেষণঃ অত্যন্ত প্রশংসনীয় হালত। মৃত্যুকে ভালোলাগা বেলায়াতের আলামত। মুবারক হোক।

কলবকে ফারেগ রাখার গুরুত্ব

হালঃ হযরতের কলবকে ফারেগ রাখার বন্দোবস্ত (অর্থাৎ কোনো বস্তু, বিষয় বা ব্যক্তির প্রতি দিল না লাগানো) দেখে এবং হাসানুল আজীজ কিতাবের মধ্যে হযরতের আমল সম্পর্কে পড়ে, হযরতের যবান মুবারক থেকে আওয়ারেফ কিতাব থেকে কিছু কিছু বুযুর্গের কাহিনী শুনে আল্লাহর ফযলে এবং হযরতের দুআর বরকতে আমার কলবেও এই বিষয়টির প্রতি আকর্ষণ তৈরী হয়েছে। সাধ্যমতো এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেছি। এবং এতে খুব উপকারিতা অনুভূত হচ্ছে। এই ব্যাপারে জানতে চাই যে, এই গুরুত্ব প্রদান ক্ষতিকর হবে না তো?

বিশ্লেষণঃ ক্ষতি মানে কি? এ তো ভীষণ উপকারী।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ কলবের ঝামেলা মুক্ত থাকার ব্যাপারে চিন্তা করতাম যে, কী করণীয় ফারাগত হাসিলের জন্য। হঠাৎ দিলের মধ্যে জেগে উঠল যে, যে কথা ও কাজ জরুরি নয় সেটা না শোনো না দেখো না তার কল্পনা দিলের মধ্যে কর। চাই সেটা অতীত সম্পর্কিত হোক বা ভবিষ্যত সম্পর্কিত।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ আপনার মধ্যে বরকত দান করুন। বিষয়টা ঠিক ঐ রকমই।

ঘুমে ও জাগরণে স্বভাবগত তারতম্য

হালঃ হযরতের সামনা-সামনি কথা বলতে সাহস পাই না। অথচ স্বপ্নে যখনই কথা বলার সুযোগ হয় তখন একেবারে বে-তাকাল্লুফ কথাবার্তা হয়। নিয়ম হিসাবে তো স্বপ্নের মধ্যেও তাকাল্লুফ হওয়া উচিৎ ছিল।

বিশ্লেষণঃ যদি স্বভাবের প্রধান্য থাকত তাহলে তাই হওয়ার কথা ছিল যা লিখেছেন। কিন্তু আল্লাহ্র ফযলে হাকিকতের প্রাধান্য রয়েছে বলে হাকিকতের চিত্র স্বপ্নে ফুটে উঠেছে। পূর্ণ মুনাসাবাতেরই প্রকাশ ঘটেছে।

নিজের নফসের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্ আপনার জবাব আসার পর সেই তীব্রতা আর নেই। তবে তীব্রতার হালতেও অনেক কল্যাণ ছিল। যতটুকু কল্যাণ ছিল তার জন্য আল্লাহ্ তাআলার লাখ লাখ শোকর। তাছাড়া ঐ মুসিবতের মধ্যে আরো অনেক লাভ হয়েছে। উজব ও আত্মপ্রশংসার পরাজয়, অক্ষমতা ও দীনতার প্রকাশ, আবদিয়াত ও দাসত্ব, সহনশীলতা, কোনো গোনাহ প্রকাশের কাইফিয়াত জানতে পারা, এসলাহী কর্মকাণ্ডে কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং তালেবের প্রতি স্নেহ ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন যদিও শান্ত কাইফিয়াত চলছে কিন্তু দিলের মধ্যে ভয় বসে আছে যে, আবারো কোনো ফেৎনা এসে যায় কিনা?

বিশ্লেষণঃ যে ব্যক্তি নিজের নফসের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করে এবং নিজের এসলাহ ও হেফাজতের খেয়াল রাখে এবং ভরসা রাখে আল্লাহ্র উপর, সে নিরাপদ থাকে।

হালঃ ঐ তীব্রতার হালতেও এবং এখনো নিজের মুনাসিব হাল হিসাবে খুব পছন্দ হয় সেই পাখির শোককাহিনী যা মসনবীর ষষ্ঠ দফতরে 'শিকারী ও পাখী, কিরনামে বর্ণিত হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

এই চিঠির জবাব পাওয়ার পর আমার ইচ্ছা আছে। যেটা উত্তম তারই তাওফিক দান করুন আল্লাহ্।

বিশ্লেষণঃ আমীন ।

হালঃ কখনো কখনো যেই নিজের ভেতরে গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকাই, বুঝতে পারি যে, সকল আখলাকে যামিমা আমার মধ্যে বিদ্যমান। তখন মনের মধ্যে আসে যে, এগুলো তো ঐসব আখলাকের মূলসূত্র যা নির্মূলের এখতিয়ার ও সাধ্য আমার নেই। এর উপর আমল তো নেই। এই দ্বিতীয় অংশের যে কথাটি মনে আসে, এর ব্যাপারে সন্দেহ জাগে যে, এটা নফসের কোনো চালাকি কি না?

বিশ্লেষণঃ যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ মূলবস্তু সমূহের বিলুপ্তি সহজ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নফসের প্রতি এই মন্দ ধারণা পোষণটাই নিরাপদ ব্যাপার।

নিজ হালতের প্রতি এতমিনান না হওয়ার এলাজ

হালঃ (জনৈক খলীফার পত্র) অধম নিজের দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা নিবেদন করে এসলাহের প্রত্যাশা করছি। এ বছর জানাশোনা অনেকের মৃত্যু হয়েছে। এগুলো চিন্তা করে কলবের উপর এত বেশি আতঙ্ক জাগে যে, প্রায় হতাশ হয়ে পড়ি। অনেকবার ভেবেছি যে, নিজের এসলাহের ফিকির করি, কোনো ব্যবস্থা বের করি। কিন্তু যখনই বিষয়টিকে একটু বিশদভাবে চিন্তা করি তখন একেবারে হয়রান ও হতবাক হয়ে যাই। কোন্ হালতের এসলাহ করব? কোন্‌টি বাদ দিব? দীনের আরকানে খামসা (পাঁচ স্তম্ভ) আকায়েদ, ইবাদত, মুআমালাত, মুআশারাত ও আখলাক এর মধ্য থেকে একমাত্র আকায়েদের ব্যাপার ছাড়া- আকায়েদের ব্যাপারে বলা যায় ইনশাআল্লাহ্ সহীহ আছে, অন্য সব ক্ষেত্রে শূন্য। কিন্তু শুধু আকায়েদ সঠিক হলে কী হবে? এর যেটা আসল উদ্দেশ্য সেই আমল যদি সঠিক না হয়। রাতের বেলা দুচোখের ঘুম উধাও হয়ে যায়। যখন খেয়াল হয় যে, শেষ পর্যন্ত এর পরিণতি কি? জীবন তো সমাপ্তির পথে অথচ কোনো একটি শাখা সম্পর্কেও এটা বলা যায় না যে, ঠিক আছে। না দুনিয়াবি হালত ঠিক এবং নিশ্চিন্ত হওয়ার মতো, না দীনী হালত। আসল মাকসূদ দীনী হালত। এর মধ্যে যেই শাখাটি সবচেয়ে কঠিন এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আখলাকের পূর্ণাঙ্গতা, এটার তো নাম নেওয়াও অনর্থক ও ফালুত ব্যাপার। আখলাকের এলেমই তো পূর্ণ নেই তার আমল

www.islamfind.wordpress.com

কীভাবে আসবে? মাঝে মাঝে এমন চিন্তাও আসে যে, না জানি ভেতরে ঈমান ঠিক আছে কি না? না জানি আমার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলার অভিপ্রায় ও ইচ্ছা কী? আল্লাহ্ না করুন যদি তার কোনো মন্দ ইচ্ছা থাকে তাহলে কী হবে তখন? মাঝে মাঝে তো ধারণা এতদূর হয়ে যায় যে, মন্দ ধারণাই যদি না হত তাহলে আমালে হাসানা এবং এসলাহের তাওফিক কেনো হচ্ছে না? কমপক্ষে দীনের একটি শাখা অন্তত সঠিক হত। এসবের কোনো জবাব খুঁজে পাই না। শেষ পর্যন্ত এই দুআ পড়ে নীরব হয়ে থাকি। 'হে আল্লাহ্ আমাদের সাধ্য ও ক্ষমতার বাইরে কোনো আচরণ আমাদের প্রতি কর না। আমাদের সঙ্গে এমন আচরণ কর যা তোমার রহমত ও দয়ার শান উপযোগী।'

আলীগড়ে আমি ওয়াজেদ আলী শাহের বন্দি জীবনের কাহিনী পড়েছি। পড়ে খুব কান্না এল। আয়েশি জীবন-যাপনে অভ্যস্থ এমন বিখ্যাত দুনিয়াদার মানুষটিও মনে হয়েছে আমার চেয়ে ঢের ভালো। প্রতিটি পাতায় পাতায় তার কথা থেকে বিনয় ও অসহায়ত্ব ঝরে পড়েছে। কোথাও কোনো কথায় অহঙ্কার বোঝা যায় নি। আর এখানে আমি! বলতে তো অনেক কিছুই কিন্তু আমরাযে বাতেনি (অন্তরের ব্যাধিসমূহের)এর যেন স্তূপ। সর্বপ্রথম নামাযের কথাই ধরি- অনেক চেষ্টা ও কষ্ট করেছি কিন্তু হুযুরে কলব ও একাগ্রতা আসে না। সামান্য একটু মনটা সরলে আর মনেই থাকে না যে, কোথায় কার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মজার ব্যাপার এই যে, আমার জানা আছে যে, এগুলো ওয়াস্ওয়াসা। অন্য কেউ যদি আমার কাছে এসে ওয়াস্ওয়াসার কথা জানায়, তাকে আমি এলাজও বলে দিতে পারি যে, এর দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না। এটাই এর এলাজ। অথচ নিজে এটা করতে পারি না। কখনো এমন হয়েও যায় যে, মনোযোগ শুধু আল্লাহ্র প্রতিই থাকে এবং শুধু শান্তি আর শান্তিই অনুভূত হতে থাকে। কিন্তু দুই-চার সেকেণ্ডের বেশি সেটা চলতে পারে না। বিশেষ করে যখন এই ধরণের ওয়াস্ওয়াসা আসে যে, তোমার অমুক কাজটা শরীয়তের খেলাফ হয়েছে। যদিও সেটা মুস্তাহাব। কিন্তু তখন এই ভাবনা আসে যে, ঐ মুস্তাহাব তরক করার কারণ দীনী বিষয়ে বেপরোয়া মনোভাব ছাড়া কী? এটা তো এক ভয়াবহ ব্যধি। যেমন নামায পড়ার সময় যদি পায়জামার নিম্নাংশ একটু ঝুলে যায়, তখন খিয়াল হয় যে, এতটা উঁচু করে রাখলাম না কেন যাতে নেছফে ছাক পর্যন্ত ঝুল থাকে। ব্যাস, এই চিন্তা করতে করতেই নামাযের অনেকটা সময় বরবাদ হয়ে গেল। হযরতের জুতার কল্যাণে আমি এসব বিষয়ই জানি, কিন্তু ক্ষমতা নেই। এটা ক্ষুদ্রতম দৃষ্টান্ত দীনের

www.islamfind.wordpress.com

প্রতিটি শাখাতেই এ ধরনের বাধা-বিঘ্ন ঘটছে। আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে সাধ্যমতো সতর্কতা অবলম্বন করি, কিন্তু কিছু না কিছু অসতর্কতা হয়ে থাকতেই পারে। মুআশারার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য গীবত থেকে সাবধান থাকি। বৈঠকখানায় কাউকে মজলিস সাজানোর সুযোগ দেই না। কিন্তু এতমিনানের যোগ্য হালত নেই। আখলাকের কথা বলেই ফেলেছি যে, এর হাকিকতই জানি না, তো পূর্ণাঙ্গতা আসবে কোত্থেকে। সান্তনার একটিই মাত্র মাধ্যম আছে, তা হল হযরতের সঙ্গে সম্পর্ক লাগানো আছে এবং এর কারণে একটা এতমিনান আছে যে, যেটাই প্রয়োজন হবে জেনে নিবো। প্রায় একমাস হল। শাহজাহানপুর কাঠোড় গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আবারো একাগ্রতা পয়দা হল যেমন পূর্বে একবার হয়েছিল। কিছুটা দীর্ঘস্থায়ীও হয়েছিল। আল্লাহ্ জানেন যে ঐ জায়গার কী বৈশিষ্ট্য! এটাও ভাবি যে, এইসব কাইফিয়াত গায়রে এখতিয়ারী। এদের পিছে পড়া উচিৎ নয়। কিন্তু এই চিন্তাটা এসে সর্বনাশ করে দিয়ে যায় যে, কোনো মুস্তাহাব কেন ছুটবে? চাল-চলন, লেবাস-পোশাক কোনোটার মধ্যেই সামান্য একটু হেরফের হলেও সেটা কলবের মধ্যে ঐ মুস্তাহাব -এর ব্যাপারে এনকার নয় তো কী? আল্লাহ্ তাআলা হযরতকে আমাদের জন্য এতমিনানের কারণ বানিয়েছেন। আল্লাহ্র ওয়াস্তে এমন কিছু এরশাদ করুন যা প্রশান্তিদায়ক হবে। প্রায়সময়ই ইচ্ছা হয় যে, খুব শিগ্গির থানাভবন হাজির হব। কিন্তু নিজের স্বাস্থ ও শক্তি বিদায় নিতে চলেছে, বাড়িতে রোগ-শোক চলছেই। এখন মা, বোন সবাই আমার কাছে। তাদের খেদমত এবং তাদের জন্য হালাল উপার্জনের চিন্তায় কোনো অবসর পাই না। এই বিশাল দীর্ঘ চিঠি পড়ার পেছনে হযরতের অনেক সময়ই নষ্ট হয়ে যাবে। আমি যাব কোথায়? আশ্রয় নেওয়ার আর তো কোনো স্থান নেই। হযরত দুআ করবেন যেন এই অধমের এসলাহের এবং এতমিনানেরও কোনো উপায় বের হয়ে আসে।

বিশ্লেষণঃ আম্বিয়ায়ে কেরাম ছাড়া পূর্ণ কামেল কেউ নেই। কামেলীনও নিজেদেরকে কামেল মনে করতেন না। সকলের চোখেই নিজের ত্রুটি ধরা পড়ে। চাই সে ত্রুটি হাকিকি (বাস্তবিক) হোক অথবা এযাফি (আপেক্ষিক) এবং ত্রুটি নজরে পড়ার কারণে চিন্তিত ও বিষন্নও বটে। আবার চিন্তিত এতদূর যে, আমাদের মতো মানুষ ঐ ধরণের চিন্তায় পড়লে জান বাঁচাতে পারত না। কামাল (কামেল হওয়া)-এর আশাই তো ত্যাগ করা ওয়াজিব। তবে কামাল-এর প্রয়াস চালানোর আশা বরং সংকল্প করা ওয়াজিব। তার

www.islamfind.wordpress.com

অবস্থা সেরকমই হবে যা আপনার মুশাহাদা হয়েছে। আপনি দেখেছেন এর দৃষ্টান্ত সেই রোগী যার সুস্থতার কোনো আশা নেই। কিন্তু সুস্থতার চিন্তা এবং তাদবির ত্যাগ করাকে জায়েয মনে করা হয় না। আর নাজাত বরং আল্লাহ্‌র নৈকট্যও কামাল-এর উপর নির্ভরশীল নয়, বরং ফিক্‌রে তাকমীল (নিজের পূর্ণতা প্রয়াসের চিন্তা)-এর উপর প্রতিশ্রুত। আল্লাহ্ তাআলা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। এরকম করেই যদি জীবন চলে যায় তাহলে আল্লাহ্ তাআলার বিরাট রহমত এবং বিশাল নেয়ামত। এটাই মাওলানা রুমির নিম্ন কথাটির মর্ম-

اندریں راہ می تراش وی خراش
تادم آخر دمے فارغ مباش
تادم آخر دمے آخر بود
کہ عنایت باتو صاحب سر بود

সবশেষে যে কথাটি বলব সেটাকে এজহারে হাল বলুন অথবা বলুন আপনার সমবেদনা অথবা সংশয় দূর করণ, নাম যা ইচ্ছা দিন, কথাটি হচ্ছে আমি নিজেও একই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছি। কিন্তু এটাকে মুবারক মনে করি। যার আছর এই যে, বুঝতেই পারি না যে, আশা কে গালেব বলব না কি ভয় কে। তবে নিরুপায় হয়ে এই দুআর আশ্রয় নেই যার ফলে কিছুটা শক্তি লাভ করি। اللهم كن لى واجعلنى لك

(হে আল্লাহ্! তুমি আমার হয়ে যাও আর আমাকে তোমার বানিয়ে নাও)

নামাযের মধ্যে কলবি যোশ নিয়ন্ত্রণ করা উত্তম

হালঃ খাদেমের হালত এই যে, যখন হযরতের পিছে অথবা একা নামায পড়ি তখন পাতিলের টগবগ করার মতো কলবের মধ্যে টগবগ করতে থাকে। চিৎকার করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পীরের সামনে এটা অনুচিত বলেই খুব কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করি।

বিশ্লেষণঃ নামাযের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করাই প্রশংসনীয়।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ অধমের কলবের পাষাণতা এত বেশি যে, অতীত গোনাহের কথা স্মরণ করে কান্নার খুব চেষ্টা করলাম কিন্তু চোখ দিয়ে এক ফোটা পানিও বের হল না।

বিশ্লেষণঃ চোখে পানি না আসা পাষাণতা নয় নতুবা হাদীসে 'কান্নার ভাব' কে কান্নার নায়েব আখ্যা দেওয়া হত না।

হালঃ অবশ্য কোনো কোনো সময় যখন হযরতের ওয়াযের মাঝে নবীজির বিপদাপদ, সাহাবায়ে কেরামের কষ্ট সহ্য করা, উম্মতের প্রতি রাসূলের স্নেহশীলতা, ইসলামের প্রসারে সাহাবায়ে কেরামের অবর্ণনীয় কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের কাহিনী পড়ি, সেইসময় কিছুটা চোখের পানি অনিচ্ছাতেই বেরিয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্ চোখের কান্নাও আছে।

হালঃ এখন পর্যন্ত দিলের একাগ্রতা একটুও অনুভূত হয় না। যদি কখনো হয় সেটা তাকাল্লুফের মাধ্যমে আবার হঠাৎ কখনো বেলা তাকাল্লুফও হয় তবে একেবারেই কম।

বিশ্লেষণঃ তাহলে আর সমস্যা কী? বাতাকাল্লুফ হলেও মামুর বিহি আদায় হয়ে গেল। নির্দেশ পালিত হল এরপর আর কী চাই।

* * *

হালঃ দিল এমন শক্ত যে, এমন কঠিন অবস্থাতেও কান্না আসে না।

বিশ্লেষণঃ কান্না না আসার কারণে যখন আফসোস হচ্ছে, তাহলে আর দিল শক্ত হল কোথায়? বোঝা যাচ্ছে তারবিয়াতুস সালিক মনোযোগ দিয়ে পড়া হয় নি।

হালঃ দুই সপ্তাহ ধরে বিশেষভাবে এই হালত হচ্ছে যে, কোনো কোনো ওয়াক্তের নামাযে দিল এত বেশি নরম ও কোমল হয়ে যায় যে মুখ দিয়ে স্পষ্ট আওয়াজ বের হয় না। নামায খতম করতে মন চায় না। নামায শেষ হওয়ার পরও দীর্ঘ সময় কোমলতা থেকেই যায়। আবার কোনো ওয়াক্তের নামাযে এই হালত একেবারেই হয় না। মামুলিভাবে নামায পড়া হয়ে যায়। অপারগতার কারণে আলফাজ পুরা আদায় না হওয়ার সূরতে সন্দেহ হচ্ছে যে,

www.islamfind.wordpress.com

নামাযের মধ্যে হয়ত কোনো ত্রুটি হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে হুযূরের বক্তব্য জানতে চাই।

বিশ্লেষণঃ সূরা ফাতেহা এবং ছোট তিন আয়াতের পরিমাণ কেরাত ওয়াজিব। সেই পরিমানের মধ্যে যদি হরফ বা কেরাতের বর্ণগুলি স্পষ্ট না হয় তাহলে আবার স্পষ্ট করে পড়বেন। এরপর স্পষ্ট না হলে সমস্যা নেই।

তীব্র উদ্বিগ্নতার আছর

হালঃ আমার জন্য বিশেষভাবে দুআ করবেন। তাওয়াজ্জুহ দান করবেন যেন মস্তিষ্ক থেকে পেরেশানি ও উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। একাগ্রতা যেন এমনভাবে হয়ে যায় যে, অন্য কোনো দিকে মন না যায়। আজকাল বিশেষভাবে যিকিরের সময় আরো বেশি পেরেশানি পয়দা হয়ে যায়। যদিও পরিমান মতো পূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু একেবারেই অমনোযোগিতার সঙ্গে। আশ্চর্যবোধ হয় যে, লোকে কীভাবে মুরাকাবায় একাগ্রতা অর্জন করে। পূর্বের তুলনায় যিকিরের মধ্যে মজা পাই না। মাঝে মাঝে ভাবি যে, কী হল আমার! যে কারণে মস্তিষ্কে সুক্ষ্মতার পরিবর্তে ঘনত্ব বেড়ে গেল। কিছুই বুঝতে পারি না।

মাঝে মাঝে মন ভীষণ ঘাবড়ে যায় এবং ইচ্ছা হয় যে, দুনিয়ার জীবন জলদি মিটে যাক। যেন এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং আল্লাহ্ তাআলার নিকট যাওয়াটা নসীব হয়। কখনো কখনো মন চায় যে, কারো সাথে কথা বলি, এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করি অথবা এমন কোনো স্থানে চলে যাই যেখানে কোনো কাজে ও আচরণে কেউ আপত্তি উঠাবে না। অল্পসময় পরে আবার ইচ্ছার পারিবর্তন হয়ে যায়। কিন্তু কাজের প্রতি একাগ্রতা এরপরও তৈরী হয় না। বিস্ময়কর হালত। আল্লাহ্ তাআলা রহম করুন। বিলকুল পাগলের মতো হালত। হুযূর দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ যে হালত লিখেছেন এটা হল তীব্র উদ্বিগ্নতার প্রভাব, মূলত এটা দুনিয়ার প্রতি উদ্বেগ-উদ্বিগ্নতা দীনের প্রতি নয়। কিন্তু এর একটি চরিত্র এরকমও যে, এটাই এক সময় দীনের প্রতিও উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি করতে শুরু করে। যেহেতু দীন ও দীনী আমলের বাস্তবায়ন এই দুনিয়াতেই হয় সুতরাং ঐ উদ্বিগ্নতা দীনের সঙ্গে মিশ্রণ হয়ে যায়। স্থান ও পাত্রের সম্পর্ক নয়। যেমন কোনো ব্যক্তি দুঃশ্চিন্তায় পড়ল, সেই দুঃশ্চিন্তা তার নামাযের মধ্যেও রয়ে গেল। তাতে নামায দুঃশ্চিন্তার পাত্র বা ক্ষেত্র বটে কিন্তু খোদ ঐ দুঃশ্চিন্তা নামাযের কারণে নয়।

www.islamfind.wordpress.com

তালবীন অবস্থান্তর

হালঃ অধম দীর্ঘদিন থেকে লক্ষ করেছে যে, যখনই নিয়মিত দশ-বারো দিন মা'মুলাত আদায় করা হয় তখনই সীমাহীন পেরেশানি, অস্থিরতা এবং দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ীত্বের দৃঢ় বিশ্বাস ও জযব আকর্ষণ বেড়ে যায়। এরপর যখন এগুলো কমে যায় তখন হালতের মধ্যে পার্থক্য এসে যায়। যতদূর ভেবে দেখেছি তাতে মনে হয়েছে যে, কমে যাওয়াটাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে গায়রে এখতিয়ারী ভাবে হয়। জাহেরিভাবে নিজের কোনো ওজরের কারণে হলেও বিষয়টি আসলেও তাই। সে কারণে প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত কোনো অযীফা ছুটে যাওয়ার কারণে খুব পেরেশানি বোধ হয় না; বরং এরপরও এতমিনান ও শান্তিই বিরাজ করে। তবে যদি তিন-চারবার পর পর অযীফা ছোটে তখন আবার তবয়ী পেরেশানি অনুভূত হয়। এরপর যখন কাযা করে নেই তখন আবার মন স্বাভাবিক হয়ে যায়। খুব ভালো লাগে এবং কান্না এসে যায়। এসব ব্যাপারে কী ধারণা রাখতে হবে।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সব তালবীনাত বা অবস্থান্তর। হালতের নানা পরিবর্তন।

হালঃ বেশিরভাগ ঘটনায় নিজেকে মোমের মতো নরম পাই। অর্থাৎ যেদিক খুশি ঘুরিয়ে দেই। ফলে কষ্টের ব্যাপারগুলোতে না বেশি কষ্ট হয়, না আনন্দের ব্যাপারগুলোতে খুব বেশি আনন্দ। আবার কখনো কখনো আমার প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রতি অভিমান হয়। গায়রুল্লাহর প্রতি হাল্কা দূরত্ব বোধ করি। ফলে অস্থির ও চঞ্চল হয়ে পড়ি। এরপর সেটা দূর হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ এটাও ঐ তালবীন ।

স্ত্রীর প্রতি মহব্বত ক্ষতিকর নয়

হালঃ হযরত আজকাল এক কঠিন রোগে ভুগছি। সেটা এই যে, স্ত্রীর প্রতি মহব্বত বেশি বেড়ে গেছে। যার কারণে মা'মুলাতের মধ্যে ত্রুটি হয়ে যাচ্ছে। যার এলাজ জরুরি মনে হচ্ছে। দয়া করে এই মহব্বতকে আল্লাহ্ তাআলার দিকে ঘুরিয়ে দিন। মা'মুলাত কোনো রকমে আদায় করে যাচ্ছি। কখনো নাগাও হয়ে যাচ্ছে। যার কারণ ঐ একই মহব্বত। কিন্তু এটা সেই ব্যাপার নয় যা হযরতের খেদমতে থাকার সময়ে ছিল। আল্লাহ্ তাআলা পুনরায় হুযূরের কদমবুছি করার তাওফিক দান করুন। আমীন। অধমের জন্য দুআয়ে খায়ের করবেন যেন আল্লাহ্ তাআলা যোহ্‌দ ও তাকওয়া দান করেন এবং মাকসুদে

www.islamfind.wordpress.com

হাকিকি হাসিল করান। হুযূর আপনার খাস তাওয়াজ্জুহ-এর তীব্র প্রয়োজন নতুবা ধ্বংস হয়ে যাব।

বিশ্লেষণঃ স্ত্রীর প্রতি যতোই মহব্বত হোক নিন্দনীয় ও ক্ষতিকর নয়। তবে ঐ মহব্বত যেন দীন ও দীনী আমালের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হতে পারে। এটা তো এখতিয়ারী বিষয় এবং হিম্মত ও সাহস সংশ্লিষ্ট। উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির পার্থক্য স্বাভাবিক ব্যাপার। হযরত হানজালা রাযি. এর সন্দেহ এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাব আপনার মনে নেই? দুআয়ে খায়ের করছি।

* * *

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্ মা'মুলাত ভালোভাবেই আদায় হয়ে যাচ্ছে। খুব কম নাগা হয়। খুব কম ছোটে। মাসে একবার অথবা দুইবার। এদিক দিয়ে খুবই খুশি ও আনন্দিত যে, আমার মতো অকর্মাকে আল্লাহ্ তাআলা তাওফিক দান করেছেন। অন্য একটি ব্যাপারে খুবই চিন্তিত হয়ে আছি। ভাবছি যে, এর পরিণতি কি হবে? সেটা এই যে, স্ত্রীর এনতেকাল হয়ে গেছে প্রায় দশ মাস হয়ে গেল কিন্তু কখনোই তার চিন্তাটা দূর হয় না। ভুলতেই পারি না। যার কারণে ভাবছি যে, আল্লাহ্র সঙ্গে এতটা মহব্বত তো নেই। কেননা আল্লাহ্ তাআলার মহব্বত থাকা সত্ত্বেও গায়রুল্লাহর বিচ্ছেদের আফসোস এর কী ব্যাখ্যা? এ অবস্থায়ই যদি মৃত্যু হয় তাহলে আল্লাহ্র সামনে কোনো মুখ নিয়ে দাঁড়াব? উচিত তো ছিল গায়রুল্লাহর সঙ্গে শুধু নিয়ম রক্ষার সম্পর্ক রাখা আর কলবেব আসল সম্পর্ক শুধু আল্লাহ্র সঙ্গেই রাখা। এখানে হয়েছে তার উল্টা। নামাযের মধ্যে এত মন লাগে না যতোটা কবরস্থানে লাগে। মরহুমা স্ত্রীর কবরে প্রতি জুমায় যাই। সেখান থেকে ফিরে আসতে একদম মন চায় না। কয়েকদিন পূর্বে ঈদের দিনের ঘটনা। সকালে তিলাওয়াতের পরে বাড়ি থেকে বের হলাম। পথেই কবরস্থান। সেখানে গিয়ে বসে গেলাম। পৌনে সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত বসেই ছিলাম। প্রথমে কিছু পড়ে বখশিস করলাম এরপর চুপচাপ বসে থাকি। বসে গেলাম। একটি ছোট দেওয়াল আছে, যার উপর বসে থাকি, তার উপরই বসে পড়লাম। সেখানে এত তন্ময় হয়ে ছিলাম যে, কে এল কে গেল কিছুই জানতে পারি নি। এটা জানলাম পরে। বিকেলে যখন হাফেয... সাহেব-এর সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন সকালে তোমাকে গোরস্থানে দেখে কয়েকবার ডাক দিলাম তুমি উত্তর দিলে না। শেষে আর কী

www.islamfind.wordpress.com

করব ফিরে এলাম, তোমাকে তোমার হালে রেখে। এটা শোনার পর থেকে আরো বেশি চিন্তিত যে, নামাযের মধ্যে তো সামান্য আওয়াজ হলে শুনে ফেলি। অথচ কবরস্থানে কয়েকবার নাম ধরে ডাকার পরও কানেই ঢোকে না। এজন্যই মিনতি করছি যে, এই খাদেমের প্রতি আল্লাহর ওয়াস্তে মনোনিবেশ করুন। খাস তাওয়াজ্জুহ প্রদান করুন। অধম তো একেবারে অধঃপতনের তলায় পৌছে যাচ্ছে। এই হালতেই যদি মৃত্যু এসে যায় তাহলে কী হবে? আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একটু সাহায্য করুন।

বিশ্লেষণঃ হালাল মহব্বতের মধ্যে যদি এরূপ তন্ময়তা ঘটে, যা গায়রে এখতিয়ারী এবং তাতে যদি দীনী জরুরি আ'মালে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় তাহলে দীনের বিচারে সেটা বিন্দুমাত্রও ক্ষতিকর নয়। এবং না এতে আল্লাহ্‌ তাআলার মহব্বতে কোনো ঘাটতি আসে। রহস্য এটাই যে, স্ত্রীর মহব্বত তবয়ী আর আল্লাহ্‌র মহব্বত আকলী। এই দুই মহব্বত এক কলবের মধ্যে একত্রিত হতে পারে। যদি আল্লাহ্‌ তাআলার মহব্বত না থাকত অথবা কম থাকত তাহলে ঐ হালত নিয়ে এত চিন্তা ও পেরেশানিই হত না। একদম চিন্তামুক্ত থাকুন। এই অবস্থায় যদি মৃত্যু এসে যায়, বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা নেই। অবশ্য অন্যান্য অনেক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে যদি আবার বিয়ে করা যায় তবে সেটাই হবে বেশি উপকারী।

স্বভাবগত ব্যাপার ভ্রুক্ষেপ ও গ্রহণযোগ্য নয়

হালঃ একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করতে চাই, লজ্জা লাগছে। কিন্তু কোনো উপায় নেই জিজ্ঞাসা না করে। দিলের মধ্যে খটকা ও দ্বিধা চলছে। তবুও নির্লজ্জ হয়েই জানতে চাচ্ছি এবং পূর্বেই ক্ষমা চাচ্ছি, বিষয়টি এই যে, কিছু দিন থেকে আমার এমন অবস্থা হচ্ছে যে, যখনই স্ত্রীর সঙ্গে মেলা-মেশা করি। ফারেগ হওয়ার পর মনের মধ্যে এমন অপরাধ বোধ জেগে ওঠে যেমন পাপ কাজ করার পর হয়ে থাকে। একটি বৈধ বরং মাসনুন (সুন্নত) কাজ করার পর দিলের মধ্যে এমন অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক বোধ কেন জাগবে? এইভাব গোসলের আগ পর্যন্ত থাকে। এরপর উৎফুল্লভাব এসে যায়। কিন্তু যতক্ষণ কোনো ইবাদত, এস্তেগফার না হয় একটু পর পর ঐ ভাবনাটা জাগে। যেন আমি কোন পাপ করেছি। এই খেয়াল যদি ভুল এবং ক্ষতিকর হয় তাহলে এটা দূর করার কী উপায় হতে পারে?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ একটি বিশেষ হালত। মহব্বতের সঙ্গে গায়রুল্লাহর প্রতি মনোনিবেশের কারণে স্বভাবগত সঙ্কোচ হয়। স্বভাবগত বিষয় নিন্দনীয় নয়। এটা এক সময় আপনা-আপনিই দূর হয়ে যাবে।

হালঃ এক সপ্তাহ যাবত অধম খুবই পেরেশান। কারণ দুই সপ্তাহ যাবৎ এই এলাকায় মহামারি দেখা দিয়েছে। অল্প স্বল্প আকারে এবং এখনো তেমন ব্যাপকহারে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু জানি না কেন নিজেকে খুব পেরেশান ও চিন্তিত এবং ভীত মনে হচ্ছে। নিজেকে বহুভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি কিন্তু কোনোভাবেই দিলের মধ্যে এতমিনানের কোনোভাব দেখা যাচ্ছে না। আল্লাহ্ই ভালো জানেন যে, মৃত্যুকে কেন এত ভয় পাচ্ছি। এতে তো স্পষ্ট ঈমানের দুর্বলতার আলামত দেখতে পাচ্ছি।

বিশ্লেষণঃ কক্ষণো নয়। এটা স্বভাবগত একটি বিষয়। আমি হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির মুখে শুনেছি -যার কামেল বুযুর্গ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত, একবার তিনি বলছিলেন- মত্যুকে আমার ভিষণ ভয় লাগে। আর সেই যে হাদীস- 'যে আল্লাহর সাক্ষাতকে পছন্দ...' সেটা হল মৃত্যুর পূর্বক্ষণের কথা। যা প্রত্যেক মুসলমানেরই নসীব হয়। আর আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনে যে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষার কথা জানা যায় সেটা একটি বিশেষ গায়রে এখতিয়ারী হাল। যেমন ভয় গায়রে এখতিয়ারী। আর গায়রে এখতিয়ারী বিষয় না অর্জনের নির্দেশ আছে, না দূর করার। একদম নিশ্চিন্ত থাকুন।

হালঃ যখন ঐ বিষয়টি চিন্তা করি তখন অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়। সারা দুনিয়াটা অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হতে থাকে।

বিশ্লেষণঃ ঐ অন্ধকার গোনাহের নয় বরং স্বভাবগত সঙ্কোচ ও অস্বস্তির।

হালঃ রাতে যখন ঘুমাতে যাই তখন আর প্রভাতের আশা থাকে না।

বিশ্লেষণঃ এটা তো প্রশংসনীয় হালত বরং হালাতে মাকসূদাহ।

হালঃ হুযূরের কাছে বিনীত নিবেদন এই যে, আমার ঈমানের দৃঢ়তার জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ দুআ করতে অস্বীকার করছি না কিন্তু এই অবস্থা দৃঢ়তার পরিপন্থী নয়।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ কলবের এতমিনান হাসিল হওয়ার জন্য কোনো উপায় বলুন।

বিশ্লেষণঃ কোনো তাদবির ও উপায় দরকার নেই।

হালঃ হুযূরের যদি তাকলিফ না হয় তাহলে বলুন আমার এই হালত কেমন?

বিশ্লেষণঃ চমৎকার।

হালঃ আমার কী করণীয়।

বিশ্লেষণঃ কিছুই নয়।

আকলি খুশি কাঙ্ক্ষিত তবয়ী খুশী নয়

হালঃ হুযূর আমাকে দুটি অযীফা দিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র ফযলে তা যথারীতি আদায় করছি। সিংহভাগ সময় নামায আদায়ের পর এক রকমের আনন্দ অনুভব করি কিন্তু এক দিনের ঘটনা এরকম যে, আমার শরীর খুব বেশি খারাপ ছিল। মনে হচ্ছিল যে, এখন আমি আর কয়েক মিনিটের মেহমান। একরকম আবেগ মনের মধ্যে জেগে উঠল যে, এখনই তওবা করে নেওয়া উচিত। যথারীতি আমি তওবা-এস্তেগফার করলাম। কিন্তু তাতে দিলের মধ্যে কোনো রকমের খুশির ভাব জাগল না। বুঝলাম না এর কী কারণ? আমার দিল কালো হয়ে গেছে না কি অন্য কোনো বিষয় আছে। হুযূর নিশ্চয় ঘটনা থেকে বুঝতে পারবেন যে, বিষয় কি?

বিশ্লেষণঃ আকলি খুশী যথেষ্ট। সেটাই কাঙ্ক্ষিত, তবয়ী খুশী বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যার মধ্যে শারিরীক সুস্থতা ও মেজাযের ভারসাম্য ও স্বাভাবিকতা অন্যতম। সেটা না থাকলে স্বভাবগত খুশী জাগে না। যা ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়।

দুআর মধ্যে মন না লাগার এলাজ

হালঃ অনেক মাস যাবৎ আমার হালত এই যে, দুআর মধ্যে খুব তাড়াহুড়া করে থাকি। আমার ইচ্ছা হয় যে, একটু সময় নিয়ে প্রার্থনা করব এবং মন প্রাণ খুলে আল্লাহ্‌র দরবারে নিজের দুঃখ-কষ্টের কাহিনী তুলে ধরব। কিন্তু আল্লাহ্ জানেন কী কারণে অল্পসময় হাত তুলে রাখার পর আর মনে চায় না। আর হাত উঠতেই চায় না। খুব অপারগ হয়ে পড়ি। হুযূরের কাছে নিবেদন এ অবস্থায় আমার করণীয় কি?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ মন না লাগলেও দীর্ঘ সময় ধরে দুআ করতে থাকুন। এভাবেই মন লেগে যাবে।

ইয়াদে ইলাহী

হালঃ মাওলার ইয়াদ ও স্মরণ থেকে এক মুহূর্তও অবসর নেই। সারাক্ষণ শুধু তাঁরই ধ্যান থাকে।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্।

হালঃ সকল বিষয় চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি যে, সবই তাঁর মালিকানা। সেখানে নিজের ব্যাপারে মনে হচ্ছে যে, তুই কিছুই না। তিনি যা করেন সেখানে কোনো কিছু করার না করার তোর কোনো হক নেই। মনের মধ্যে যদি কখনো এরকম খতরা জাগে যে, বহু মানুষ এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত, তখন সঙ্গে সঙ্গে ভাবি যে, তুই কে? তুইও তাঁর গোলাম, সবাই তাঁরই গোলাম। যাকে খুশি তিনি দেবেন যাকে ইচ্ছা রাখবেন।

বিশ্লেষণঃ এর পাশাপাশি এটাও মনে রাখা জরুরি যে, যাদেরকে এ মুহূর্তে মাহরূম মনে হচ্ছে, হতে পারে অবশেষে এরা মারহুম (রহমতপ্রাপ্ত) হয়ে যাবেন। তাদের চিরস্থায়ী, নিশ্চিত মাহরুম ও বঞ্চিত মনে করাই ঠিক নয়।

হালঃ আপন মালিকের এই অনুগ্রহের প্রতি সারাক্ষণ কৃতজ্ঞ থাকি। এটা যদি কোনোভাবে মূল্যায়ন যোগ্য হয় তবে নিতান্তই সেটা হযরতের জুতার কল্যাণে। এবং হযরতের দুআর বরকতে আগামীতেও উন্নতির আশা রাখি। নতুবা নালায়েক কিসের যোগ্যতা রাখে। এখন মন চায় একটি নিঃশ্বাসও যেন আল্লাহ্র স্মরণ থেকে খালি না থাকি। এবং এই আত্মপরিচিতি নির্মূল হয়ে যাক। সব কিছু হয়ে যাক তাঁরই জন্য সমর্পিত।

বিশ্লেষণঃ আমীন। হবেও সেরকমই ইনশাআল্লাহ্।

স্পষ্ট কাইফিয়াত অনুভূত না হওয়া

হালঃ যিকির-অযীফার কারণে অনুভূতিতে ধরা পড়ার মতো স্পষ্ট কোনো কাইফিয়াত দেখা যাচ্ছে না। তবে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, পূর্বে বেশিরভাগ নামায অধম অমনোযোগিতার সঙ্গে আদায় করত। আর এখন নামাযের মধ্যে বেশিরভাগ সময় হয়ত কুরআন শরীফের আলফাজ

www.islamfind.wordpress.com

(শব্দ) ও অর্থ সামনে থাকে, অথবা নামাযের সময় মনে হয় যে, আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়িয়েছি। জাহেরি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও নামাযের সময় বিনয়ের প্রকাশ পায়।

বিশ্লেষণঃ এরপর আর ঐ স্পষ্ট কাইফিয়াতের কি কোনো প্রয়োজন আছে?

কলবের কাঁপুনি ও এলাজ

হালঃ প্রায় এক সপ্তাহ ধরে যখন আল্লাহ্‌ ও রাসূলের কথা শুনি তখন কলব ঝাকুনি দিয়ে উঠে। বারবার মন চায় যে, খুব উচ্চস্বরে চিৎকার করে কাঁদি।

বিশ্লেষণঃ যিকিরের মধে যর্‌ব (মাথা ঝাকানো) ও জেহের (উচ্চস্বর) একদম ছেড়ে দিন। চিকিসকের পরামর্শ নিয়ে শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করুন।

মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা

হালঃ দীর্ঘদিন ধরে এই হাল হচ্ছে যে, যখনই কোনো আবেগ জেগে ওঠে তো মরে যেতে ইচ্ছা করে। দরবারে ইলাহীতে হাজির হওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয়ে যায়। মৃত্যুর প্রতি ভয় থাকে না। এরপর চিন্তা করলে আবার ভয় পেতে থাকি। চিন্তা করি যে, আমলের যে দশা, কিসের ভিত্তিতে এত দুঃসাহস? কিন্তু আল্লাহ্‌ই জানেন কি কারণে দিল বলে অসুবিধা নেই তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আমল ছাড়া এরূপ ভরসা হয়ে যাচ্ছে, এর কী করব?

বিশ্লেষণঃ মাশাআল্লাহ্‌। মাকবুলিয়াতের বিরাট দলিল।

নির্জনতা অবলম্বন

হালঃ কাজ আলহামদুলিল্লাহ্‌ জারি আছে। কম-বেশি উন্নতিও হচ্ছে। ত্রুটি আমার তরফ থেকেই হয়। নতুবা সেখান থেকে দেওয়ার মধ্যে কোনো ঘাটতি নেই। বেশিরভাগ মনের মধ্যে এই ইচ্ছা ঘুরপাক খেতে থাকে যে সব কাজ-কর্ম ছেড়ে-ছুড়ে কোনো এক নির্জন কোণে গিয়ে বসে পড়ি। 'শত কিতাব আর শত শত পৃষ্ঠা আগুনে জ্বালাও?'

বিশ্লেষণঃ মাশাআল্লাহ্‌ প্রশংসনীয় হালাত, জেনে খুশি হলাম। ত্যাগের ইচ্ছা কোনো কোনো বিবেচনায় বিশেষত কোনো কোনো সময়ে ত্যাগ করার চেয়েও উত্তম। কেননা ত্যাগ করার মধ্যে কোনো কোনো সময় আশঙ্কা আছে। যখন

www.islamfind.wordpress.com

কলবের দুর্বলতার কারণে পেরেশানির সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে ত্যাগের ইচ্ছা, এটা একেবারেই শঙ্কা মুক্ত। তাছাড়া نية المؤمن خير من عمله (মুমিনের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম) নীতির ভিত্তিতে আজর ও আছর (সাওয়াব ও প্রভাব)এর ক্ষেত্রে তার কাছাকাছি। সুতরাং আপাতত এর উপরই (ত্যাগের ইচ্ছার উপর) ক্ষ্যান্ত করুন। সময় যখন আসবে, খোদ গায়েব থেকেই এর সব এন্তেজাম হয়ে যাবে।

অলসতার চিকিৎসা

হালঃ কিছুদিন থেকে চিন্তা-ভাবনা, মন-মানসিকতা এত বেশি পেরেশান যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। বারবার এরাদা করি, যিকির শুরুও করি আবার ছুটে যায়। যার জন্য আফসোসও হয়। এমনি তো আপাদমস্তক গোনাহে নিমজ্জিত তারপরও বুঝে আসে না যে, বিশেষ কোন্ গোনাহের শাস্তি এটা। এক বছরেরও বেশি হয়ে গেছে মায়ের এন্তেকালের কিন্তু এখনো খুব বেশি মনে পড়ে যায়। মাঝে মাঝে কলব বিচলিত হয়ে পড়ে। হতে পারে এই শোকটাই কারণ। আশা করি যে, অধমের জন্য মুনাসিব তাদবীর এরশাদ করবেন। দুআও করবেন যেন সে অনুযায়ী চলতে পারি।

বিশ্লেষণঃ অলসতার বিভিন্ন মুখি কারণ ছিল। সবচেয়ে বড় কারণ নিজের কোনো 'হামখেয়াল' (একই চেতনার মানুষ) না থাকা। জাহেরি সফরও একা একা কষ্টকর। কোনো সফরসঙ্গী খুঁজুন।

কলবের দুর্বলতার এলাজ

হালঃ তাহাজ্জুদের সময় নামায আদায় কালে এবং যিকিরের মাঝে কেমন যেন ভয় ভয় লাগে। যেমন কেউ যেন সামনে এসে দাঁড়াতে চাচ্ছে অথবা ভয়ঙ্কর কোনো চেহারায় ভয় দেখাতে চায় যদিও এখন পর্যন্ত এমন কিছু ঘটে নি। তবে মনের মধ্যে ভীষণ ভয় হতে থাকে। যার কারণে একাগ্রতা থাকে না। খুব পেরেশান।

বিশ্লেষণঃ কাউকে পাশে রাখুন। যদিও একাকীত্ব থাকে না। এর কারণ কলবের দুর্বলতা।

www.islamfind.wordpress.com

কলব জারি হওয়া

হালঃ হুযূরের জুতা উঠানোর বদৌলতে জানি না কলব জারি হওয়ার অর্থ কি? এবং সেটা মাকসূদও মনে করি না। জরুরিও ভাবি না। কিন্তু সারাটা সময় মন চায় যে, কলব জারি হোক।

বিশ্লেষণঃ ঐভাবে চিন্তা করলে তো জিন্দেগীতে জারি হওয়া সম্ভব নয় আর ওই বিষয় থেকে মন একেবারে সরিয়ে নিলে অন্তত সম্ভাবনা থাকতে পারে কিন্তু সর্বপ্রথম বিশ্লেষণ জরুরি যে, জারি হওয়া মানে আপনি কী মনে করছেন?

প্রশ্নঃ নামাযের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত যিকির অথবা কলবি যিকির করে তাহলে নামায হবে কি না? কলব জারি হওয়ার মানে কি? কলব জারি হলে সেই ব্যক্তি নিজে কি এ বিষয়ে অবগত থাকে?

জবাবঃ নামাযের মধ্যে না কলবি যিকির করবে না যবানি। খোদ নামাযের প্রতিই পূর্ণ মনোনিবেশ এখানে কাম্য (মাতলূব)। কলব জারি হওয়া তাসাওউফের কোনো পরিভাষা নয়। এর উদ্দেশ্য হল যিকিরের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিভা অর্জন, এর নাম যেটাই দেওয়া হোক।

মহব্বত ও আযমত বা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার আছর

হালঃ হযরত! বেশিরভাগ সময় আমার দিলের হালত এমন থাকে যে, তিন-চারদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার মহব্বত ও আযমত মনের মধ্যে থাকে। যার কারণে এক রকম নূর অনুভব করি, মজা লাগে। সকল ইবাদত নামায, যিকির ও তেলাওয়াতের মধ্যে একই মজা পেতে থাকি। পরে আবার তিন-চারদিনের জন্য সব উধাও। না সেই মহব্বত থাকে না সেই আযমত। না থাকে সেই মজা। একেবারে সব খালি। হযরত! কেন আমার এমন হয়? কিছুদিন পর আবার দস্তুর মতো সেই হালত ফিরে আসে।

বিশ্লেষণঃ মহব্বত ও আযমত উভয় অবস্থাতেই নিরাপদ আছে। শুধু ধরন পাল্টে যাচ্ছে। কখনো কব্য কখনো বাস্ত। কোনো বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য তো উদ্দেশ্য নয়। একই ভাবে মজা ও স্বাদও উদ্দেশ্য নয়।

তান্‌যিহ-এর তাজাল্লী ও আছর

হালঃ একদিন যিকিরের সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে দেখলাম যে, আমি আল্লাহ্ তাআলার খুব কাছে। কিন্তু মাঝে একটি পর্দা ঝুলানো আছে। আমি এদিক

www.islamfind.wordpress.com

ওদিক অনেক নজর বা দৃষ্টি ঘোরালাম কিন্তু পর্দাওয়ালাকে দেখতে পেলাম না। এবং সেই অবস্থাতেই কিছুটা আফসোস হতে থাকল যে, দীদার নসীব হল না। এরই মধ্যে সেই হালত হারিয়ে গেল। বাস্তব চৈতন্যের অবস্থাতেই সেই আফসোসের আছর বোঝা গেল, বরং এখন পর্যন্ত সেই আফসোস আছে। চোখ দুটোর প্রতীক্ষা রয়েই গেল-

دل کی دل میں ہی رہی بات نہ ہونے پائی

(মনের গোপন কোণেই রয়ে গেল গুপ্ত সবই, কথা বলার যে কোনো সুযোগই এল না)

হযরত! এটা কী ছিল? তাজাল্লীয়ে ইলাহী না কি কল্পনা শক্তির কারিশমা?

বিশ্লেষণঃ যতদূর সম্ভব তান্‌যীহ (তুলনাহীনতার আকীদা) এর সঙ্গে তাজাল্লী ছিল। যা চোখে পড়ার চেয়ে অধিক কামেল পূর্ণাঙ্গ। ঐ অবস্থায় নজরে পড়াটা হত 'তাশবীহ' (তুলনীয়তার আকীদা)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভূক্ত। আর তাশবীহের তুলনায় তান্‌যীহ অধিক নিকটবর্তী। যদিও আমাদের উপলব্ধি ও বুঝ-বুদ্ধির তানযীহ থেকেও তিনি বহু বহু উর্ধ্বে।

ماہری از پاک وناپاکی ہمہ - وزگراں جانی وپالاکی ہمہ

হায়বাত ও ভীতির আছর

হালঃ একটি সংশয় দুর করতে চাই। বিষয়টি এই যে, বাইআতের পূর্বে যখন আমি বাইআতের খিয়াল করতাম। দিলের মধ্যে এক ধরণের আবেগ উচ্ছসিত হয়ে উঠত। যার কারণে আমার আশংকা হত যে, আসল সময়ে না জানি ব্যাকুলতার কারণে চিৎকার ও কান্নাকাটি করতে শুরু করে দেই। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তাআলা বরকত লাভের (বাইআতের) সময় প্রদান করলেন তখন বিস্ময়কর কব্‌যের অবস্থা ছিল। এমনকি যে কথাগুলো আমাকে বলানো হচ্ছিল বড় কষ্ট করে কথাগুলো বলেছিলাম। মনে বড়ই কষ্ট হয়েছিল যে, এ কেমন ব্যাপার। বাইআত থেকে ফারেগ হওয়ার পরও দীর্ঘসময় পর্যন্ত এই অবস্থা চালু ছিল। এরপর সীমাহীন আনন্দ ও প্রফুল্লতা বোধ হল। এরপর মামুলিভাবে তিলাওয়াত করতে শুরু করলাম তো মনে হচ্ছিল যে, আল্লাহ্ জানেন কোথা থেকে দৌলত পেয়ে গেলাম। সারা জীবনে কখনো এত হুযূরী ও আগ্রহ নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি নি। রাতে আবার সেই

www.islamfind.wordpress.com

কব্‌যের হালত মনে এসে গেল। ভীষণ কষ্ট হল। তওবার সময় জানি না কেন এত পরিমাণ দিল ও যবান আটকে আটকে যাচ্ছিল। এরই পাশাপাশি অতীতের একটি ঘটনা মনে পড়ল। যে কারণে কষ্ট আরো দ্বিগুণ হয়ে গেল। সেটা এই যে, বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ থেকে ফারেগ হওয়ার পর মুহাররমে বাইতুল্লাহর ভেতরে সাধারণ প্রবেশের অনুমতি হল, তখন এই অধম দাসীরও ভেতরে প্রবেশের সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই সময়ও হুবহু এই অবস্থাই হয়েছিল। চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। কিন্তু দিলটাকে কেউ যেন হাতের মুঠির মধ্যে ভরে রেখেছিল। অথচ ভেতরে প্রবেশের পূর্বে মনে হচ্ছিল, না জানি সেসময় কী হালত হবে। হাতীমের ভেতর এবং হজরে আসওয়াদের নিকটেও কয়েকবার প্রায় একই রকম হালত হয়েছিল। বর্ণিত সেই রাতে এইসব কথা স্মরণ করে এত কষ্ট হয়েছিল যা অবর্ণনীয়। কষ্টের কারণ এই যে, এই সব ঘটনাকে আমি নিজের গোনাহগার হওয়ার আলামত মনে করি এবং যখনই মনে হয় তখনই কষ্ট পাই। হে আল্লাহ্ আমাকে মাফ কর আমার উপর রহম কর। জানাব ওয়ালা! বিষয়টির বিশ্লেষণ করে কৃতার্থ করবেন।

বিশ্লেষণঃ এটাকে হায়বতের হালত বলে যা উঁচু একটি হালত। এই হায়বতের কাইফিয়াতের মধ্যে কব্‌যের মতোই বা কাছাকাছি অবস্থা হয়। এর কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ের আযমত ও শ্রদ্ধা। আর এটা স্বভাবের উপর আকল-বুদ্ধির প্রধান্যের আলামত। এর সঙ্গে কিছুটা বিস্ময়ও মিশ্রিত। ঐ সময় যদি আবেগ-উচ্ছাস ফুটে উঠত তাহলে সেটা হত আকল-বুদ্ধির উপর স্বভাবের প্রাধান্যের আলামত। যা আগের হালতের বরাবর নয়। মুবারক হোক।

* * *

হালঃ বর্তমানে মনে হয় যে, দুআর সময় দিল কোমল ও নরম হয়ে যায়। চোখে পানি আসে। দিলের মধ্যে ভয় ও হায়বত হয় যে, কোনো একটি বিষয়ের প্রার্থনা জানাব অথচ হয়ত সেটা তাঁর মর্জির খেলাফ হবে। সে জন্য তার সন্তুষ্টিই কাম্য থাকে। কোনো বিশেষ কিছু চাওয়ার হিম্মত হয় না। সবসময় এমন অবস্থা হয় যে, আল্লাহ্ তাআলার প্রতি নিজেকে লজ্জিত বোধ হয়। এটাই দুআ করি যে, ইলাহী! আপন মর্জি মতো আমাকে কাজে লাগান। হুযূরের নির্দেশনা ও দুআ প্রার্থী।

বিশ্লেষণঃ হায়বতের উঁচু স্তরের একটি হালত। যতক্ষণ আপনা-আপনি এটা স্বাভাবিক না হবে ততক্ষণ এই হালতের অনুসরণ করতে থাকবেন এই ভাবেই। দুআ করছি।

www.islamfind.wordpress.com

মুবতাদীর (প্রাথমিক সাধকের) কোনো কাজের মাধ্যম হওয়া

প্রশ্নঃ নিবেদন এই যে, দেওবন্দ মাদরাসার একজন মুহাচ্ছেল সাহেব গেল বছর ফারেগ হয়ে সিলেট গিয়ে একটি মাদরাসায় মুদাররিস হয়েছেন, তিনি একটি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। যার জবাব জনাব মাওলানা... সাহেব লিখে দিয়েছেন। তবে প্রশ্নকর্তা খুব অনুনয়-বিনয়ের সঙ্গে লিখেছেন যদি হযরত নিজের দস্তখত তাতে দিয়ে দেন তাহলে খুবই মেহেরবানি হবে। যদি হুযূর দস্তখতের জন্য রাজী থাকেন তাহলে অধম বাদ যোহর সেটা নিয়ে হাজিরে খেদমত হবে। নইলে ঐ মাওলানা... সাহেবের দস্তখতেই পাঠিয়ে দিব।

জবাবঃ আপনি আপাতত সেভাবেই পাঠিয়ে দিন। এরপর আমার দস্তখতের প্রয়োজন বোধ করলে উনিই পাঠাবেন আমার কাছে। তখন যা মুনাসিব তাই আমি করব। প্রাথমিক সালিকের এরূপ কাজের মধ্যস্থতাকারী হওয়াও উচিত নয়।

কাইফিয়াত (অবস্থাদি) উদ্দেশ্য নয়

হালঃ হুযূর, গেল সপ্তাহের চিঠিতে এরশাদ করেছিলেন 'এটা একটা গায়রে এখতিয়ারী কাইফিয়াত এর কোনো তদবীর নেই তাসাররুফ ছাড়া। আর তাসাররুফের কোনো ক্ষমতা আমার মধ্যে নেই। কখনোই যেন এই ক্ষমতা আল্লাহ্ তাআলা আমাকে প্রদান না করেন। এরপরও যদি আগ্রহ থাকে তাহলে আমি খুশি হয়ে অনুমতি দিচ্ছি...' হযরত! আল্লাহ্র কসম! আমার একটা গায়রে এখতিয়ারী ওয়াস্ওয়াসা হত, সেই বিষয়টাই নিবেদন করেছিলাম মাত্র।

বিশ্লেষণঃ কিন্তু নিবেদনের সুরটা ছিল অভিযোগের মতো। এটা যদি শুধু ওয়াস্ওয়াসা হয়ে থাকে তাহলে ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়।

হালঃ এখন আমিও আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, হে আমার আল্লাহ্! আমাকেও ঐ ওয়াস্ওয়াসা ও আগ্রহ থেকে পাক করে দাও। হযরত! আমার তো না অন্য কারো প্রতি ভক্তি আছে না ভালোবাসা। না কারোর সাথে আপনার মতো তবয়ী মুওয়াফাকাত ও মিল আছে। তার চেয়ে বড় কথা এই যে, হযরতের জুতা মুবারকের কল্যাণে আমার তো হাজার হাজার উপকার হয়েছে এই মকবুল ও মুবারক খানকাহ থেকে। যা জরুরি এবং আসল মাকসূদ, আমি তো বিশ-ত্রিশ খান্দান পূর্ব থেকে চলমান পীর ও সাইয়্যেদ বংশের মানুষ। হাজার হাজার মানুষ আমাদের ওখানে গিয়ে জুতা সোজা

www.islamfind.wordpress.com

করছে। আর এই পীরগীরিকে উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে আমরা তাদের কাছ থেকে নিয়ে থাকি। আজ অবস্থার একটা পরিবর্তন আল্লাহ্ তাআলা আমার মধ্যে দিয়েছেন। ঐসব মানুষের জুতা সোজা করার আগ্রহ খোদ আমার মধ্যে জেগেছে। তাদের হাদিয়া তোহফা বর্জন করা হয়েছে। কেউ ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখালে লজ্জিত হয়ে যাই। আমি মনে করি এসবই হয়েছে হুযূরের বদান্যতায়। তাছাড়া যদি সন্তানাদি না থাকত তাহলে বংশের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখতাম না। মানুষ ওহাবী বলে তিরস্কার করে, নানা অভিযোগ করে। কোনো পরোয়া করি না। সব ধরণের প্রচলন বা রসম-রেওয়াজ ত্যাগ করা হয়েছে। আল্লাহ্র মেহেরবানি অনেক বিষয় দিলের মধ্যে আসে, এরপর দেখি সেই বিষয়গুলো হুবহু হুযূরের মাওয়ায়ে আর মালফূযাতের মধ্যে পাওয়া যায়। এইসব বিষয় দ্বারাই অধম বান্দার সম্পর্ক আমাদের হাদী ও মুর্শিদের সঙ্গে প্রমাণিত হয়। ফয়েয লাভ করার জন্য যা প্রধানতম শর্ত।

تمہارے قدموں میں دم نکل جائے - یہی تمنا ہے غمزدوں کے

(অর্থঃ তোমার কদমেই পড়ে রবে এই ভক্ত হৃদয়, যায় যদি যাক চলে এই ভক্তের জান)।

বিশ্লেষণঃ মা-শা আল্লাহ্ এই সম্পর্কইই সৌভাগ্য ও সফলতার চাবিকাঠি।

হালঃ জুমার দিন হুযূর আমার যে ভূল ধরে দিলেন, আল্লাহ্র কসম কোনো অতিরঞ্জন নয় আমার দিল চাচ্ছিল যে, কিছু সময় হুযূরের নির্দেশনার রহমত আমার মাথায় বর্ষিত হতে থাক। কেননা যে বিষয়টির দিকে হুযূর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, সে বিষয়ে আমি একেবারেই গাফেল ছিলাম। বিশেষত হযরত স্নেহপূর্ণ ভাষায় যখন বললেন- 'আপনার কাছে তো আমার এরূপ আশা ছিল না। খুবই আফসোসের কথা, যেই বিষয়ের জন্য আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সেই বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন না....।' একথা শুনে ভীষণ লজ্জিত হলাম যে, এত দয়াপ্রবণ ও স্নেহপূর্ণ রাহবার পেয়েছি যিনি নিজেই এই নালায়েককে তার উপকারের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। অথচ আমি বেকুব গাফেল বসে থাকি।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ্ তাআলা সঠিক বুঝের মধ্যে বরকত দান করুন।

হালঃ পূর্ব আবেদনপত্রে হুযূর এরশাদ করেছিলেন ছয় হাজার থেকে বারো হাজার এসমে যাতের যিকির করে তারপর জানাবেন, হযরত! এখন বারো হাজর এসমে যাতের যিকির খুশির সঙ্গে আদায় করতে পারছি। ছয় হাজার

www.islamfind.wordpress.com

ফজরের পর আর ছয় হাজার চাশতের সময় এছাড়া তাহাজ্জুদের পর বারো তাসবীহ এগুলোই আসল মা'মুল। এবার যিকিরের মধ্যে মনও বসছে। এবং ভাল লাগবে বলেই আশা জাগছে।

বিশ্লেষণঃ এর কারণ ঐ গায়রে মাকসূদ থেকে আপনার সরে আসা। গায়রে মাকসুদের কারণে দিলের মধ্যে পেরেশানি তৈরী হয়। যা হোক আল্লাহ্ বরকত দান করুন।

হালঃ হুযূর যেদিন বলেছিলেন কোনো আহলে তাসাররুফের সঙ্গে গিয়ে সম্পর্ক গড়ুন। সেইদিন থেকে খুবই চিন্তিত ও বিচলিত এবং এই ওয়াস্ওয়াসা ভেতরে জন্ম নিয়েছে যে, হয়ত আমার পরিনাম ভালো হবে না। সারাক্ষণ দুআ ও কান্নাকাটি করে প্রার্থনা করছি যে, হে আমার আল্লাহ্! আমার মৃত্যু ঈমানের সঙ্গে দিয়ো, আপন সন্তুষ্টির পথে আমাকে সুদৃঢ় করে দাও এবং অসন্তোষ থেকে নিরাপদ রাখো।

বিশেষণ ঃ এটা বলা হয়েছিল বিশেষ কারণে, যখন আপনার কাইফিয়াত ও ওয়াজদ্-এর প্রতি আগ্রহ ছিল, নুতবা কিছুই নয়। নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন তো চিন্তিত হওয়ার মতো কোনো ব্যাপারই নেই।

প্রশ্নঃ কোনো ব্যক্তি যদি কাইফিয়াত এবং ওয়ারেদাতকে মাকসূদ মনে না করে থাকে, পূর্ণ একীন রাখে যে, এগুলো মাকসূদ নয় এবং সে মনে করে এগুলো অর্জন হলে মূল মাকসূদে উপনীত হওয়া সহজ। কেননা এগুলোতে উৎসাহ বৃদ্ধি হয় এবং এগুলোর কারণে দিলের মধ্যে মজাও পাওয়া যায়। এইসব দিক চিন্তা করে যদি কেউ এর খাহেশ ও আকাঙ্ক্ষা করে এবং দুআ করে আল্লাহ্র কাছে এগুলো চায়, তাহলে সেটা কেমন? সালিকের কি এতটুকু করার সুযোগ আছে?

বিশ্লেষণঃ দুআতে সমস্যা নেই একটি শর্তে। প্রার্থনা পূরণ না হলে একটুও অস্থির হওয়া যাবে না এবং কোনো চেষ্টা বা তদবীর করা যাবে না।

* * *

হালঃ হুযূর! নামাযের মধ্যে যে আগ্রহ পয়দা হয়েছিল, যে খুশূ' খুযূ' হয়েছিল সে ব্যাপারে হুযূরকে জানানোর পর তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে গেছে। বিস্ময়কর ব্যাপার! যেটাই জানাই সেটাই উধাও হয়ে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ঐ কাইফিয়াত গ্রহণযোগ্য নয় যা মুসলিহ (পীর)-কে জানানোর কারণে দূর হয়ে যায়। জানানো জরুরি, তাতে একটি কাইফিয়াতও যদি না থাকে। কাইফিয়াত হল গায়রে এখতিয়ারী ব্যাপার এবং আদৌ তা কাম্য বিষয় নয়। তবে যে বিষয়গুলো এখতিয়ারী সেক্ষেত্রে ত্রুটি করা উচিত নয়। যেমন নামাযের মধ্যে কলবকে নিজে হাজির রাখা, তাতে চাই হাজির নাইবা থাকল।

কাইফিয়াতে ফানা

হালঃ জুমা থেকে আজ পর্যন্ত তো সেই আপত্তি ও প্রশ্ন যা বে-এখতিয়ার মাঝে মাঝে পয়দা হত, আল্লাহ্‌র ফযলে সব দূর হয়ে গেছে। এখন তো জীবনের হাতে নিজেকে সমর্পিত প্রাণহীন মুর্দা মনে করি।

বিশ্লেষণঃ এই ফানার হালতই ফয়েয লাভের শর্ত।

হালাতে মাহমুদাহ

হালঃ নিবেদন এই যে তিন-চারদিন থেকে মনটা যিকিরের প্রতি বেশি মায়েল (আকৃষ্ট) থাকছে। আগ্রহ প্রচুর। তবীয়তের মধ্যে কোনো উদ্বেগ নেই, সারাক্ষণ যিকিরের দিকেই ধ্যান থাকে। যিকিরের সময় মাঝে মাঝে আবেগ উথলে ওঠে। আওয়াজ বেড়ে যায়। চোখে পানিও এসে যায়। আল্লাহ্‌র কাছে নিজের উবুদিয়াত (দাসত্ব) এর প্রকাশ ও পাপাচার এর কথা স্মরণ হলেও অশ্রু ঝরে। নির্জনতা খুব ভাল লাগে। মন চায় এমন কোনো স্থানে যিকির করি যেখানে কেউ টের পাবে না। এখানে স্বাধীনতা আছে কিন্তু বাড়ি যাওয়ার কথা চিন্তা করলেই মন বিষণ্ন হয়ে যাচ্ছে যে, সেখানে গিয়ে কী করব? সেখানে কিছু লোক তো বিরোধী আছে যারা বিরোধিতা করতে কোমর বেঁধে লাগবে। এর জন্য কোনো চিন্তা নেই। ভাবছি সমর্থক ও ভক্তদের কথা। যারা বুযুর্গ মনে করতে থাকবে। যাতে রিয়ার আশঙ্কা হচ্ছে, হালাল রিযিকের উপায় নিয়েও চিন্তা করছি। এই দুটি বিষয় ছাড়া অন্যসব ব্যাপার হালমদুলিল্লাহ এতমিনান হয়ে গেছে এবং হয়ে যাবে। নামাযের প্রতিও এখন খুব আগ্রহ বেড়েছে। বিশেষত তাহাজ্জুদের নামাযে রুকু ও সেজদায় এত ভালো লাগে যে, মাথা উঠাতে ইচ্ছা করে না। দুআও খুব মিনতির সঙ্গে হচ্ছে। নিজের নফ্‌সকেই সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে হয়। যদিও কারোর কোনো শরীয়ত বিরোধী ব্যাপারে রাগ হয় কিন্তু ভবিষ্যতের বিবেচনায় নিজেকেই খারাপ মনে করি এইভাবে যে, এই ব্যক্তি হয়ত তার সামগ্রিক হালতের বিচারে আমার চেয়ে

www.islamfind.wordpress.com

উত্তম। হুকুকুল ইবাদের প্রতি মনোযোগ বেড়ে গেছে, হঠাৎ যদি কারো সঙ্গে কোনো অন্যায় কথা হয়ে যায় তবে তার কাছে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত ভীষণ অস্থির হয়ে থাকি। যদিও বাড়াবাড়ি অপর পক্ষেরই হয়, তবুও তার কাছে ক্ষমার আবেদন জানাই। মনে হয় যে, এতে তো বেশি সাওয়াব। দেন মোহরের ব্যাপারটি নিয়েও চিন্তিত আছি। ভাবি, কখন বা মৃত্যু এসে পড়ে এই ঋণ তো শোধ হয় নি। এইভাবেই চলে গেলে পরকালে হিসাবের সময় লাঞ্ছিত হতে হবে। মোট কথা যত আহকামে শরীয়াহ জাহেরি বা বাতেনি জানা আছে অথবা কিতাব দেখে হুযূরের বক্তব্য ও লেখা থেকে জানতে পারব সে অনুসারে সাধ্যমতো জীবন-যাপন করব। বিশেষভাবে আখলাক সংশোধনের ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দিব। হুযূরকে দেখে খুব এতমিনান ও শান্তি পাই অন্তরে। আর খুবই মহব্বত অনুভব করি হুযূরের প্রতি। হুযূরের চেহারা মুবারক দেখে আল্লাহ্ তাআলার জালালত ও আযমত এর মুশাহাদা হয়। খুবই ভীত ও প্রভাবিত হয়ে পড়ি। হুযূরের রাগ, ধমক ও তিরস্কারকে হুযূরের কারামত ও কামাল মনে করে নিজের জন্য হিদায়াতের পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করি।

বিশ্লেষণঃ মা-শা আল্লাহ্, সব হালত যথার্থ তরীকত সম্মত।

প্রশংসনীয় হালত

হালঃ অধম বর্তমানে দশ হাজারবার এস্তেগফার আর চব্বিশ হাজারবার এসমে যাত এর যিকির করি। কোনো কোনো দিন কিছুটা কম বা বেশি হয়ে যায়। কিন্তু হালত এই যে, প্রত্যেক ইবাদতের পর এমন গায়রাত ও দ্বিধা-সংকোচ হয় যেমন গোনাহ করার পর হয়ে থাকে। এর কারণ এই যে, আমার চোখে আমার ইবাদতের মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি ভরা। আবার আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের মুষলধারার বৃষ্টি নিজের উপর দেখতে পাই, আর যখন গোনাহ হয়ে যায় তখন তো কান্নাকাটি করে মাফ করানো ছাড়া আমার আর কিছু করার থাকে না। তখন আল্লাহ্র কাছে নিজেকে ভীষণ লাঞ্ছিত মনে হয়।

কয়েকদিন থেকে হালত এই যে, তামাম দুনিয়ার ব্যাপারে দিল শীতল হয়ে গেছে। সারা দুনিয়া থেকে অকাট্য রূপে কলবকে সম্পর্কহীন মনে হচ্ছে, এমনকি স্ত্রী, সন্তানাদি এবং প্রিয় আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যে সম্পর্কটুকু বাকি আছে, সেটা শুধু ততটুকু যেটুকু সম্পর্ক থাকে মেহমান খানায় অবস্থান কালে সেখানের লোকদের সঙ্গে মুসাফিরের। বিবি-বাচ্চাদের সঙ্গে হাসি-খুশি হচ্ছে,

www.islamfind.wordpress.com

তাদের হকও আল্লাহ্‌র ফযলে আদায় করছি, কিন্তু হাকিকতের বিচারে কলবকে একেবারেই ভালবাসাহীন সম্পর্কহীন মনে হচ্ছে, একটি হালত এই যে, কোনো একটি সময় কোনো একটি মুহূর্তও আমার এমন মনে হয় না যাতে আল্লাহ্ তাআলার ফযল আমার প্রতি নেই। সারাক্ষণ নিজের হাকিকি প্রভুর অনুগ্রহ হতে দেখছি, যার কারণে আমি হার-হালতে খুশি ও উৎফুল্ল থাকি। সীমাহীন খুশি ও আনন্দিত থাকি।

কিছুদিন থেকে অর্থ কষ্ট প্রবল হয়ে আছে। লোকজন আমার প্রতি দয়াবশত কী না কী বলে থাকে। কিন্তু হযরত! আল্লাহ্‌র কসম আমি এই দারিদ্র ও অভাবকে সপ্তমহাদেশের রাজত্বের চেয়েও বেশি প্রাধান্য দেই। কারণ এই অভাব ও অর্থ কষ্টের বদৌলতে আমার এত বেশি বাতেনি উপকার হয়েছে যা হাজার হাজার রিয়াযাত ও মুজাহাদা দ্বারাও নসীব হত না। বাস্তবতা এই যে, হযরত! মুশাহাদায় (প্রত্যক্ষ্য পর্যবেক্ষণে) বুঝতে পারছি যে, প্রকৃতপক্ষে হাকিকি মুরব্বি বা তারবিয়তকারী হলেন আল্লাহ্ তাআলা। যে পন্থা বান্দার অধিক বরং সর্বাধিক উপকারী সেই পন্থায় তিনি তার বান্দার তারবিয়াত ও এসলাহ করেন। এ কারণেই আমার সামনে এমন কোনো হালত আসে না যার মধ্যে কোনো তারবিয়াতের ব্যবস্থা নেই। এই কারণে প্রতি মূহুর্তে আমি আনন্দিত থাকি সীমাহীন। দুনিয়ার কোনো কষ্টদায়ক ব্যাপারই আমাকে কষ্ট দিতে পারে না। আর আলহামদুলিল্লাহ্ পেরেশানি বা অস্থিরতার তো কোনো নাম গন্ধও নেই, অবশ্য তবয়ী তাকলিফ বা স্বভাবগত কষ্ট হয়। কিন্তু এই হাল এত প্রবল যে, কষ্ট ও বিপদের মধ্যেও বেশিরভাগ সময় কোনো কষ্ট অনুভূত হয় না। অথবা খুব কম অনুভূত হয়। আবার মাঝে মাঝে তো উল্টা আরো মজা লাগতে থাকে। কলবের মধ্যে আগুন লেগেছে। যা বিশেষত যিকিরের সময় দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। বেশিরভাগ সময় হৃদয়ে কোমলতা আর চোখে পানি আসে। আর নিজের নফসের প্রতি দৈনন্দিন কুধারণা বাড়ছেই, বেড়েই চলছে। আমার নফ্‌সকে ভীষণ নিমকহারাম আর অবাধ্য মনে হয়। তার ধোকা থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইতে থাকি। আমর ইচ্ছা হয় এজন্য প্রতিদিন পাঁচশবার لاحول পড়ব। এই লা হাওলার ব্যাপারটি আমার কাছে খুব ভালো মনে হয়। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো সঙ্গে সম্পর্ক আমার সহ্য হয় না। দীর্ঘদিন থেকে বেকার হয়ে আছি। আল্লাহ্‌র ফযলে লোকজন কাজের জন্য ডাকে। কিন্তু হযরত কারো চাকরি করা আমার কাছে শিরকের মতো মন্দ মনে হয়। এরকম পাবন্দি এবং তাবেদারির সম্পর্ক

www.islamfind.wordpress.com

তো আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গেই করা উচিত। চাকরি না করার একটি কারণ এটাও যে, আজকাল বেশিরভাগ মানুষ বিশেষ করে ব্যবসায়ী লোকজন খুব বেশি অসতর্ক। তাদের কাছে হারাম-হালালের কথা বলা অনর্থক। তাদের লক্ষ্য বস্তু (টার্গেট) টাকা। শরীয়ত নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই। বলে থাকেন যে, আমার ভাই দুনিয়াদার মানুষ। আমাদের পক্ষে শরীয়তের উপর আমল করা কি করে সম্ভব? এসব বলে প্রাণ খুলে তারা বেঈমানী ও ধোকাবাজি করে অর্থ কামাতে থাকেন। আজকাল আমাকে যারা দিল্লিতে চাকরির জন্য ডাকছেন, তারা মাসিক পঞ্চাশ রুপিয়া দেবেন। কিন্তু বৈশিষ্ট্য তাদেরও ঐ একই। এখন তাদের কাছে চাকরি করে কীভাবে আমি শরীয়তের খেলাফ কাজ-কর্ম থেকে বাঁচতে পারব? আমার ঘনিষ্ঠজন ও বন্ধুরা খুব জোরে শোরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং আমাকে বাধ্য করছেন যেন ঐ চাকরি শুরু করি। তাদের কথা হচ্ছে যে, যদি বেঈমানী, ধোকাবাজি করে তাহলে সে করবে, তুমি তো শুধু হিসাব লেখক। আমি বলি ভাই পাপীর সহায়তা কারীকেও পাপীই ধরা হয়। আমি প্রিয়জনদের বলি দেখো ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ইনশাআল্লাহ্ শিগ্‌গিরই এমন ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসবে যে এই অভাব আর থাকবে না। আমি আমার প্রভুর প্রতি পরিপূর্ণরূপে আস্থাশীল যে, এরূপ হবেই। কেননা তিনি সারাক্ষণ আমাকে সাহায্য করছেন। আমি তো আমার যাবতীয় বিষয় তাঁর উপরই সোপর্দ করেছি। হযরত! আমি যদি বস্ত্রহীন অথবা খাদ্যহীন থাকি অথবা যে কোনো রকম কষ্টে থাকি তাতে আমি চিন্তিত নই, আমার তাতে কোনো পরোয়া নেই। অথচ কোনো ব্যস্ততার কারণে যদি যিকিরের মধ্যে গাফলাত ও উদাসীনতা আসে তাহলে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। অস্থির হয়ে যাই। মনে হতে থাকে বিরাট বড় ক্ষতি হয়ে গেল। যেটুকু সময় যিকিরে কাটল তার কোনো বদল বা বিনিময় নেই। মোটকথা এখন আমার সান্তনার মূল পুঁজিই হল যিকির। যা আলহামদুলিল্লাহ্ সর্বদাই করতে থাকি। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, গণনা করে বা গণনা ছাড়া সব রকমেই যতটা সম্ভব করতে থাকি। আর এসব কিছুই হযূরেরই সুদৃষ্টির কল্যাণে হচ্ছে। নতুবা আমার মতো নিচ ও নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি মহান ইলাহীর নেয়ামত আর অনুগ্রহ! অকল্পনীয়।

کہاں میں اور کہاں نکہت گل - نسیم صبح تری مہربانی

(অর্থঃ কোথায় ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ কোথায় এই নাপাক ইনসান, প্রভাতের সমীরণ তোমার দয়া তোমার দান)

www.islamfind.wordpress.com

হযরত! আপনার দয়ার দৃষ্টি, তাওয়াজ্জুহ ও মেহেরবানি আমার ভীষণ প্রয়োজন। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এই গরিব ও পাপীর প্রতি আরো বেশি তাওয়াজ্জুহ দান করুন। আরো বেশি দুআ করুন যেন আমার আসল প্রভু আমার প্রতি রাজি হয়ে যান আর নেক আমলের তাওফিক নসীব করেন।

বিশ্লেষণঃ দিল সীমাহীন খুশি হল। আল্লাহ্ তাআলা বহুগুণে বরকত ও প্রাচুর্য দান করুন। তারাক্কী ও উন্নতি দান করুন। আর এই অপদার্থকেও নেক আহবাবের বরকতে ভালো একটি পরিনাম দান করে দেন। দোস্তদের কাছেও এই দুআর আশা করি।

* * *

হালঃ যখন থেকে আমার পরিবারের সকলে মিলে হুযূরের কাছে বাইয়াত হয়েছে। শরীয়তের পাবন্দি খুব ভালোভাবে চলছে। ছোট-বড় প্রত্যেকে নামায ও রোযার পাবন্দ ও অনুসারী হয়েছে। মেজ ভাই ছিলেন শক্ত দিলের মানুষ এখন এমন নামাযী হয়েছেন যে, আল্লাহ্ আল্লাহ্ কী বলব! মায়ের পায়ে অপারেশন করে হাড্ডি কেটে বের করা হয়েছে। ভয়াবহ কষ্টের ব্যাপার ছিল, আমার মায়ের এক ওয়াক্ত নামাযও বাদ যায় নি। সুবহানাল্লাহ! এ তো মুকাল্লিবুল কুলুব (হৃদয় সমুহের পরিবর্তনকারী) আল্লাহ্ তাআলার শান। অথচ সেই বাইআতের পূর্বে আমার বাড়ির অবস্থা ছিল একদম এলমেলো। আমি পরিবর্তন হয়ে এসেছিলাম, বাড়ি এসে শুধু যন্ত্রণায় কাতরাতাম। উহ্ আহ্ করতাম। সকলের হেদায়াতের জন্য দুআ করতে থাকতাম। হুযূরের স্পষ্ট কারামত এটা যে, বাইয়াতের গৌরব দান করে সকলকে সোজা করে দিয়েছেন। لا اله الا الله হেদায়াত তো আল্লাহ্‌র থেকেই হয়েছে কিন্তু হুযূরেরও এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রয়েছে। পূর্বে প্রত্যেকের সঙ্গেই আমি এক একটি বিষয় বলতে বলতে মাথার ঘিলু নষ্ট করে ফেলতাম, তবুও কেউই আমার কথা শুনতো না, এখন অবস্থা এমন যে, নিষিদ্ধ কোনো ব্যাপারে আপনার কিতাব এনে দেখাতে যেটুকু বিলম্ব সঙ্গে সঙ্গে সবাই এক বাক্যে মেনে নেয়। বাড়ির মেয়েরাও বেদাত থেকে সকলেই দূরে সরে এসেছে। শুধুমাত্র ছোট ভাইটা আমার অনুপস্থিতিতে নামায ছেড়ে দেয়। বারবার বুঝিয়েছি, অল্প-স্বল্প শাস্তিও দিয়েছি, যদিও স্কুলের ছেলেদের মতো চরম অবাধ্য এবং বেপরায়া নয় তবুও সোহবত অথবা ইংরেজির প্রভাবে অবহেলা করে। আমি ভয় দেখাই যে

www.islamfind.wordpress.com

শরীয়তের হুকুমের অবহেলা দেখা গেলে স্কুলে পড়া বন্ধ করে দেব। কখনো কখনো মন চায় যে দিল খুলে পিটাই। হুযূর এই ভাইয়ের হেদায়াতের জন্য এবং মায়ের সুস্থতার জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ জান-প্রাণ দিয়ে দুআ করছি। ছোট ভাইয়ের ব্যাপারে কঠোরতা মুনাসিব হবে না।

হালঃ আমার মাতা-পিতার চেয়ে অধিক স্নেহশীল মাওলানা, অধম নিজের হালত এজহার করছে, আল্লাহ্‌র ফযলে আর হুযূরের দুআর বরকতে মা'মুলাত সবই বেলা নাগাহ আদায় হয়ে যাচ্ছে। ফজরের পর বারো তাসবীহ, মুনাজাতে মাকবুল, ছয় হাজার এসমে যাত, আধা পারা কুরআন শরীফ, এশরাকের পর সুরা ইয়াসীন একবার। সন্ধ্যায় মাগরিবের পর তিন হাজার এসমে যাত, সুরা ওয়াকেয়া, উমরী কাযা দুবছর ধরে চলছে, কয়েক বছর পূর্বে রমাযানে একটি অন্যায় হয়ে গিয়েছিল। সাহস করে কাফফারা আদায় করা হয় নি। আজ না কাল করতে করতে সময় পার হয়ে যাচ্ছিল। একদিন বিবি বলল,. তোমার কাফারার ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমি বেশি চিন্তিত। একথা শুনে আমার দিলে ভীষণ আঘাত লাগল। সঙ্গে সঙ্গে রোযা শুরু করে দিলাম। এখন তো শরীয়তের হুকুম পালন যেন নেশার মতো হয়ে গেছে। যখন কোনো কাজ করি তখন দিলের উপরই হুকমে শরীয়তের প্রাধান্য আপনা-আপনি হয়ে যায়। খেলাফে শরীয়ত কোনো কাজ যত ছোটই হোক না কেন পাহাড়ের মতো মনে হয়। লজ্জা ও শরম শিকেয় তুলে রেখে কেউ যতই খারাপ বলে বলুক বেদআতের কাছ দিয়েও হাঁটি না। সারাক্ষণ আল্লাহ্ ও আখেরাতের স্মরণ দিলের মধ্যে থাকে। মনে ভয় লাগে যে, এই জীবনের পর জানি না কী হবে? মৃত্যু কীভাবে হবে? হাশরের ময়দানে কী অবস্থা হবে? হুকুকুল ইবাদ এসং সাফাইয়ে মুআমালাত এর ব্যাপারেও খুব ভাবি। মন চায় দোস্ত-দুশমন সকলের পা ধরে ধরে হক নষ্টের ক্ষমা চেয়ে নেই। এখন আর দুনিয়াতে আমার কোনো দুশমন নেই। আল্লাহ্ তাআলা দিল থেকে হিংসা-বিদ্বেষ সব বের করে দিয়েছেন, এখন শুধু নিজের চিন্তা, যখনই দুচার জন মানুষের কাছে জরুরতের কারণে যেতে হয় তখন দুনিয়াবি ব্যাপার নিয়ে তাদের ব্যস্ততা ও কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে যাই যে, এরা কত বড় গাফেল! সব কথা শুনে খুবই অপ্রিয় বোধ হয়। কান তো কথা শোনে। আর দিল সর্বদা আখেরাতের ফিকিরে ব্যস্ত থাকে। সময়ের কোনো অংশই হয়ত এমন পাওয়া যাবে না যখন আমার মধ্যে আখেরাতের ধ্যান থাকে না। কখনো আল্লাহ্‌র

www.islamfind.wordpress.com

মহব্বতে মত্ত হয়ে যাই। তাঁর অসীম রহমতের কথা ভেবে ঝুমতে থাকি। আর মন চায় যে, সর্বশ্রেষ্ঠ জগতে (আখেরাতে) দ্রুত গিয়ে নিজের ঠিকানা দেখে নেই। আর আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতসমূহ দেখে দেখে প্রাণ জুড়াই। কখনো কখনো হাশরের কথা ভেবে খুব খুশি লাগে। দিলের মধ্যে এই ভাবনার কারণে উৎফুল্ল হয়ে উঠি যে, এই দুই চোখ আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুকে, রহমাতুল লিল আলামীনকে, সাহাবায়ে কেরামকে, হাজী সাহেবকে, হযরত কাসেম নানাতুবীকে, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীকে দেখতে পাবে। কী দারুন মজা হবে! এই দুনিয়ার জীবন তুচ্ছ-মূল্যহীন। আল্লাহ্ তাআলা আখেরাতের নেয়ামত নসীব করেন, মোটকথা এই ধরণের চিন্তা ভাবনায় কখনো দিল অনন্দাপ্লুত হয়। আবার কখনো অবস্থা হয় এই যে কবরের আযাব, হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা, আমলের ত্রুটির কারণে ভীষণ ব্যাকুলতা ছেয়ে যায়। যখন কোনো নেককারের মৃত্যু হয় তখন দিল খুশি হয়ে যায়। আর যখন কোনো গোনাহগার নামায, রোযা ত্যাগকারী মরে যায় তখন দিলের উপর খুব ভয় ভীতি চেপে বসে। মত্যু যন্ত্রণার কথা স্মরণ করে সীমাহীন ব্যথিত ও চিন্তিত হয়ে পড়ি। কবরের অন্ধকার, নির্জনতার জগত এবং নিজের অসহায়ত্বর চিন্তা করে কূল পাই না।

অধম নিজের একটি বিশেষ হালত নিবেদন করছে, সেটা এই যে, কিছুদিন থেকে সিংহভাগ সময়ে আমার দিলের মধ্যে এই ভাবনা আসে যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন। শর্ত এই যে, এখন থেকে গোমরাহী থেকে দূরে থাকতে হবে। শরীয়তের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে হবে। যদিও ভুল-ত্রুটি প্রচুর হয়, হবেও। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা স্নেহশীলা মমতাময়ী মা এর চেয়েও বেশি দয়ালু ও স্নেহ প্রবণ। তওবাকারীকে এবং সাধ্যমতো নেক আমলকারীকে ক্ষমা করে থাকেন।

সিরাতে মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত লোকদের গায়রে এখতিয়ারী ভুল-ত্রুটিতে তিনি শাস্তি দেন না। এবং হে... তুই আল্লামা থানভীর আঁচল ধরেছিস, খবরদার তার অনুসরণ থেকে বিরত থেকো না। খেলাফে শরীয়তের কোনো কাজে রাজি হয়ো না। এই সংকল্প ও নিয়তের পরও যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি করে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে যেয়ো। আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই অবশ্যই ক্ষমা করবেন। এবং অবশ্যই অবশ্যই জান্নাত দান করবেন। ইনশাআল্লাহ্ স্থায়ী শান্তি-সুখ ও নিরাপত্তা নসীব হবে। আমলের উপর ভরসা করা মুর্খতা। নামায আছে বটে ল্যাংরা-

www.islamfind.wordpress.com

লুলা, রোযা অকর্মা এমনিভাবে সকল আমলই অসম্পূর্ণ। এতটা উপযুক্ত নয় যে, তার জন্য সাওয়াব হবে। শুধু যদি আযাব না হয় তাই তো গনিমত। মোট কথা যা কিছু পাওয়া যাবে, তা আল্লাহ্ তাআলার রহমত থেকেই পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে এবং অবশ্যই পাওয়া যাবে। এখন হযরত বলুন আমার এই সব চিন্তা-ভাবনা কেমন?

বিশ্লেষণঃ বিলকুল মাতলূব। একদম কাম্য।

হালঃ কখনো আরো একটি হালত প্রবল হয়ে ওঠে। সেটা এই যে কখনো কখনো হঠাৎ আমার দিলের উপর চিন্তা ও বিষণ্নতা ছেয়ে যায় যা বর্ণনা করা যায় না। অনেক খোঁজ খবর করেছি যে, কী কারণে আমার এই চিন্তা ও বিষন্নতা সৃষ্টি হচ্ছে? কিন্তু কিছুই জানতে পারি নি। অনবরত বিষন্নতা ছেয়ে থাকে। অধম বান্দা তখন চিন্তা করে থাকে আমার কোনো আর্থিক ক্ষতি তো হয়ে যায় নি? অথবা অন্য কোনো ধরনের কোনো লোকসান তো হয় নি যার কারণে এই দুশ্চিন্তা? কিন্তু জানতে পারি যে, সেরকম কোনো কিছু হয় নি। এই বিষন্নতা আপনা-আপনি হয়েছে। এ আবার কেমন হাল?

বিশ্লেষণঃ পূর্বেরটার চেয়েও উন্নত হাল।

হালঃ তবীয়ত ও মেজাযের লাজুকতা এত বেড়ে গেছে যে, কারোর যদি সামান্যতম কষ্ট আমার দ্বারা হয়, তাহলে বহু সময় ধরে এই বিষন্নতা আমাকেই কষ্ট দিতে থাকে যে, কেন কারোর কষ্ট হল? যখন কিছু মানুষ একত্রে বসে থাকে তখন দীনী আলোচনা ছাড়া আর কোনো কিছু আমার ভালো লাগে না। মন চায় যে, ধর্মীয় ব্যাপারেই খুব বেশি আলোচনা হোক। কখনো কখনো তো এত মগ্নতার সঙ্গে আলোচনা করি যে, নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাই। এরই মধ্যে চিন্তা হল যে, এই লম্বা লম্বা কথামালা আবার নিজের জ্ঞান জাহির করার উদ্দেশ্যে নয় তো, যার দ্বারা রিয়ার আপদে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছি। এই চিন্তা আসার সঙ্গে সঙ্গেই নীরব হয়ে যাই। হুযূরের বিভিন্ন কিতাব, মাওয়ায়েয ও মালফুজাত, হাসানুল আযীয, তালীমুদ্দীন, কসদুস সাবীল ইত্যাদি দ্বারা আমার এতবড় বড় উপকার হয়েছে, লিখে যার বর্ণনা করা অসম্ভব। হুযূরের কামালাত উঁচু স্তরের বেলায়াত-এর প্রতি যখন নজর পড়ে তখন মন চায় যে, বাড়ি বাড়ি, বাজারে বাজারে, পথে পথে, দৌড়ে দৌড়ে চিৎকার করে ঘোষণা করতে থাকি যে, হে গাফেলের দল! দৌড়াও,

www.islamfind.wordpress.com

থানা ভবনে পাঠানো আল্লাহ্‌র খাস রহমতের কাছ থেকে চিরস্থায়ী সফলতার সওদা খরিদ কর আর ফয়েয বরকত থেকে নিজেদের হালত দুরস্ত কর নতুবা ভীষণ পস্তানো লাগবে। গাফলতের আবর্তে অসতর্ক নিদ্রায় বিভোর লোকেরা! আল্লাহর ওয়াস্তে জাগ, হেদায়াতের বিশেষ মেঘমালার সুস্থতা দানকারী বৃষ্টির ফোটায় নিজেদের রুগ্ন অন্তরের চিকিৎসা কর। মাওলানা সাহেব! সত্য তো এটাই যে, তোমার কামালাত ও বুযুর্গীর পরিচয় ও তার গভীরতা প্রাপ্তির দাবিটাই ভুল, ভুল, স্পষ্ট ভুল। যৎসামান্য এই যে পরিচিতি পেয়েছি সেটাও আপনারই উলুম ও কামালাত-এর সাহায্যে নইলে কোথায় আমি আর কোথায় হযরতের কামালাত। হুযূরের কল্যাণে আল্লাহ্ তাআলার মহব্বত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত নসীব হয়েছে। মাঝে মাঝে যখন চিন্তা ও বিষন্নতার সময় যিকিরে বসে যাই তখন মনে হয় যে, এখন আমি আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ হেফাজতে এসে গেছি। তখন আল্লাহ্‌র যিকিরকে একটি মজবুত কেল্লা বা দূর্গ মনে হয়। ভাবি যে, সকল দুঃখ-কষ্ট, মুসিবত থেকে এড়ানোর জন্য এই নিরাপদ ও শান্তিদায়ক দূর্গে এসে লুকিয়ে থাকা উচিৎ। এই দূর্গে প্রবেশের পর মনে হয় যে, দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে যাই। আশ্চর্য মজা দিয়ে যিকির খতম হয়। যিকিরের পরে আবারো দিলের উপর প্রফুল্লতা ছড়িয়ে পড়ে।

কয়েকদিন থেকে নামাযে খুব বেশি ভুল হয়ে যাচ্ছে। তাকবীরে তাহরিমার পর ওয়াস্‌ওয়াসা হয় যে, তাকবীর না বলেই হাত বেঁধে ফেলেছি। সেজদা করার পর চিন্তা হয় যে, একটি সেজদা করেছি। কখনো কখনো রাকাতের সংখ্যা মনে থাকে না, মনে থাকে না যে প্রথম বৈঠক হয়েছে কিনা, সূরা মিলানো হয়েছে কিনা। সীমাহীন পেরশানী হয়। বারবার নামায পড়ি। এর তাদবির কী করব? হুযূর অধমের জন্য দুআয়ে খায়ের করবেন এবং মেহেরবানির দৃষ্টি রাখবেন।

বিশ্লেষণঃ তাদবীর আছে, যে হালত গায়রে এখতিয়ারী তার জন্য মোটেও চিন্তিত ও বিচলিত হবেন না। যা ঘটবে তার সম্পর্কে শরীয়তের যে হুকুম আছে সে অনুসারে আমল করবেন।

মনোযোগ লাভের পন্থা

হালঃ নিবেদন এই যে, চলতে-ফিরতে অযীফা আদায়ের বেলায় যতটা কলবের একাগ্রতা লাভ হয়, এক স্থানে বসে যিকিরের ক্ষেত্রে ততটা হয় না।

www.islamfind.wordpress.com

হযরত! এই রহস্য বুঝে আসে না। এর যদি কোনো এলাজ বা চিকিৎসা থাকে তাহলে জানাবেন যেন বসে বসে যিকির করলেও একাগ্রতা হাসিল হয়।

বিশ্লেষণঃ কোনো খাস কাইফিয়াত মাকসূদ নয়। আমালের ধারাবাহিকতা চাই তাতে কাইফিয়াত যাই হোক বা মোটেও না হোক। সেজন্য জরুরি হল বসে বসেও বেশি পরিমাণ মা'মুল আদায় করতে হবে। একাগ্রতা অর্জনের তরীকা এটাই। এমন নয় যে, আগে একাগ্রতা তৈরী হবে তারপর আপনি বসবেন।

ঢোলের আওয়াজ শুনে আত্মহারা কাইফিয়াত

হালঃ একজন যিকির ও শোগলকারী ব্যক্তির আমার সঙ্গে দীনী সম্পর্ক আছে। মুহাররমের দিন তার চাকর তামাশা দেখতে চলে গেলে তিনি খুঁজতে খুঁজতে তামাশার স্থানে পৌঁছে যান। সেখানে ঢোলের আওয়াজে তার আল্লাহ্ আল্লাহ্ শব্দ অনুভূত হয়। তার মনে হয় যে, ঢোল এর থেকে আল্লাহ্ আল্লাহ্ আওয়াজ বের হচ্ছে। আর আমরা ইনসান হয়ে কত গাফেল। এতে তার উপর কাইফিয়াত প্রবল হয়ে উঠে এবং আত্মহারা অবস্থায় দুঘন্টা পর্যন্ত লাফ-ঝাফ করতে থাকে। অনেক পরে ঐ অবস্থা থেকে স্বাভাবিক হয়। এই আচরণ তার মা'যুর অবস্থায় (অপরাগতায়) ঘটেছে বলে তিনি দাবি করেন। আমি তাকে বুঝিয়েছি যেখানে হারাম মজলিস অনুষ্ঠিত হয় সেখানে যাওয়া উচিত নয়। বিশেষত সালিকের জন্য সেটা ক্ষতিকর। তিনি স্বীকার করে বললেন– এটা আমার অন্যায় হয়েছে। তবে পূর্বে কখনোই আমি এরকম মজলিসে যাই নি। আমি বলেছি হালত ছিল প্রশংসনীয় কিন্তু প্রকাশ ক্ষেত্র সঠিক নয়। ভবিষ্যতের জন্য খেয়াল রাখবেন এ ধরনের স্থানে যাওয়া যাবে না। এ ধরনের কাইফিয়াত পশুবৃত্তিক শক্তি ও নফ্সানী উত্তেজনার প্রবলতা থেকে প্রকাশ পায়।

বিশ্লেষণঃ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাই।

হালঃ নাকি এরূপ ক্ষেত্রে শয়তানেরও প্রভাব থাকে।

বিশ্লেষণঃ সেরকমও হয়, যেন ভবিষ্যতে সহজে ধোকায় ফেলা যায়।

হালঃ নাকি ওয়ারেদাতে কলবিয়া দ্বারা রূহানী কাইফিয়াতের প্রভাবে এমন হয়েছে?

বিশ্লেষণঃ না।

www.islamfind.wordpress.com

কলবের দুর্বলতার লক্ষণ

হালঃ রাত একটার সময় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত শরীফের বর্ণনা পড়ছিলাম। তখন আমি বেহুশ হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ি। যবান থেকে মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ বের হচ্ছিল। সেদিনের পর থেকে ওয়াযের মাহফিলে গেলেও অধমের একই হালত হয়। জুমার দিন খুৎবার সময়ও হয়। যখন কুরআন শরিফ পড়ি তখন আওয়াজ উঁচু হয়ে যায়। নামাযের মধ্যে কখনো কখনো জমিন থেকে পা উঁচু হয়ে যায়। চোখ বন্ধ হয়ে যায়। ভেতর থেকে হাম হাম আওয়াজ বের হয়। আল্লাহ্ ও রাসূলের নাম শুনলে অধমের ঐ হালত হয়। নামাযের পর ইমাম যখন দুআ করেন, কখনো সেই সময়ও চক্ষু বন্ধ হয়ে জমিনে পড়ে যাই। হাত উপরে উঠে যায়। মুখ দিয়ে হায় হায় বের হতে থাকে। অযীফা আদায়ের সময়েও মাঝে মাঝে আওয়াজ উঁচু হয়ে যায়। এক বুযুর্গ বললেন আপনার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার ফয়েয হয়েছে। অন্য একজন বলে শয়তান আপনাকে গাফলাতে ফেলছে আর ধোকা দিচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ এই মত পার্থক্যের ফয়সালা এই যে, হালতওয়ালা ব্যক্তি যদি মুত্তাকী, পরহেযগার ও শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হয় তাহলে এই হালত ওয়ারেদে রহমানীর প্রভাব। আর যদি গায়রে মুত্তাকী, গায়রে পাবন্দ শরীয়ত হয় তাহলে শয়তানী আছর। কলবি দুর্বলতার মিশ্রণ উভয় অবস্থাতেই আছে।

আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আকর্ষণ

হালঃ গেল সপ্তাহে কয়েকদিন জনাব হক (আল্লাহ্) তাআলার প্রতি আকর্ষণ, খেয়াল ও প্রফুল্লতা ছিল। কাইফিয়াতে ইশকিয়ার (প্রেমের) মধ্যে যেরূপ হয়ে থাকে। সারাক্ষণ যিকির করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। আল্লাহ্ তাআলার প্রতি সীমাহীন উন্‌স ও হৃদ্যতা এবং যিকিরের মধ্যে খুব স্বাদ ও মজা ছিল। কিন্তু এখন কয়েকদিন থেকে ঐ হালত খুবই কমে গেছে। হুযূর দুআ ও এসলাহ করবেন।

বিশ্লেষণঃ এরূপ হালত যদি হঠাৎ হয় তাহলেও বিরাট বড় নেয়ামত। যদিও ঐ হালতের প্রবলতা রয় নি কিন্তু আছর ও প্রভাব বাকি থেকে যায়। সেজন্য এটাকে হালতের বিলুপ্তি মনে করবেন না।

কাইফিয়াতে ইশকিয়া

হালঃ হুযূরের বরকতে শেষরাতে নফল, তাসবীহ-তাহলিল এবং দুই যরবী এসমে যাত ছয় তাসবীহ এবং ফুরসাতের সময় এক যরবী এসতে যাতে

www.islamfind.wordpress.com

মুবারকের অযীফাও আদায় করি। এখন হালত এই যে কোনো কোনো সময় ইশকের কাইফিয়াত-এর আছর হয়। কখনো কিছুই নেই কখনো খুব আকর্ষণ হয়। তবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করি। কারণ যদি চিৎকার করি, হায় হায় করি তাহলে তালাবা (ছাত্ররা) কী বলবে? ইশকের হালতের সময় মন চায় লাফালাফি করি। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে ফেলি। এই ধরণের তাৎক্ষণিক ও সাময়িক হালত আমি লিখি না, এতে কোনো সমস্যা নেই তো? আমি লিখি না কারণ- স্থায়ী থাকে না। কখনো খুব আকর্ষণ, কখনো কিছুই নেই, দুআ চাই।

বিশ্লেষণঃ যে হালতের কথা লিখেছেন, আমি তো আমার দোস্তদের জন্য এই হালতের এন্তেজার করি। খুব খুশি লাগল। জনাব, এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবেন না।

نسازد عشق را کنج سلامت - خوشا رسوائی کوئے ملامت

অর্থঃ আশিকের জন্য নিরাপদ থাকা শোভন নয়। ইশকের পথে লাঞ্ছনা সৌভাগ্যের বিষয়।

গায়রে এখতিয়ারী কাইফিয়াত না হওয়ার এলাজ

হালঃ যে আবেগ ও কাইফিয়াত পূর্বে ছিল এখন সেটা কম। অথচ কোনো মা'মুলের মধ্যে আল্লাহ্‌র ফযলে আমার জানা মতে কম বা ত্রুটি করা হয় নি। যদিও মাকসূদ নয়। কিন্তু কখনো কখনো সহায়ক হিসাবে কাজ সহজ করে দেয়। এ কারণে সেই দিকে খেয়ালের ঝোঁক থাকে।

বিশ্লেষণঃ এতে সমস্যা নেই কিন্তু এগুলো অর্জনের পদ্ধতি শুধু দুআ অন্য কোনো চেষ্টা তদবীর নয়।

নামাযে হুযূরে কলবি না হওয়ার এলাজ

হাল: নামাযের মধ্যে হুযূরে কলবি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে, আল্লাহ্ জানেন কী কারণে এমন হচ্ছে? এসলাহ চাই।

বিশ্লেষণঃ তাদবীরের ব্যবহার নিজের এখতিয়ারে আছে। ফলাফল না হলে কোনো ক্ষতি নেই।

সারাক্ষণ আল্লাহ্ তাআলার স্মরণের আকাঙ্ক্ষা

হালঃ শুরুতে 'হাদীসুন নাফস' (মনের একথা, সেকথা)এর তীব্রতা থাকত। মনের মধ্যে সারাক্ষণ এটা সেটা আসত যেত। যার কারণে খুবই পেরেশানি

www.islamfind.wordpress.com

হত বরং নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। তবে আলহামদুল্লিাহ্ এখন কিছুটা কমে গেছে। আল্লাহ্র ফযলে কলবের প্রশান্তি ধীরে ধীরে অর্জিত হতে চলেছে। অধমের সারাক্ষণের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আল্লাহ্র স্মরণ সারাক্ষণ পূর্ণাঙ্গ রূপে থাক। এবং কাঙ্ক্ষিত স্তর পর্যন্ত এর উন্নতি হোক। এটা হারিয়ে গেলে বা কমে গেলে কলব অস্থির হয়ে যায়। আর যখন আমার ধারণায় কিছুটা লাভ হয়, ব্যাস, শান্তি ও প্রশান্তি নসীব হয়। এই কাইফিয়াতের প্রতীক্ষা কিংবা প্রচেষ্টায় থাকা কাইফিয়াতে গায়রে মাকসূদার পেছনে পড়ে থাকার নামান্তর নয় তো। আমি তো এটাকে সর্বদা কাইফিয়াতে মাকসূদা মনে করে এসেছি। এবং একেই আসল কামিয়াবী মনে করেছি। শর্ত এই যে, এটা ইবাদতের ফলাফল হতে হবে। যদিও এটাও বুঝি যে, এই কাইফিয়াত এখতিয়ারী নয় বরং একেবারেই আল্লাহ্ প্রদত্ত, যদিও অধিক যিকির ও ইবাদত যা এর কারণ, সেগুলো এখতিয়ারী। এই বিবেচনায় এই কাইফিয়াতও গায়রে এখতিয়ারী কাইফিয়াতে গায়রে মাকসূদার অন্তর্ভূক্ত নয় তো?

বিশ্লেষণঃ মূল কাইফিয়াত তো মাকসূদ এবং এখতিয়ারীও। কিন্তু তার মধ্যে বাড়াবাড়ি গায়রে মাকসূদ এবং গায়রে এখতিয়ারী। সুতরাং প্রথমটির জন্য সাধারণ তাওয়াজ্জুহ ও মনোনিবেশ যথেষ্ট অতএব সেটুকু করুন। দ্বিতীয়টির জন্য কষ্ট ও সাধনা করবেন না। আশা করি এ আলোচনা থেকে প্রশ্নের সকল অংশের সমাধান হয়ে গেছে।

হালঃ মোটকথা অধমের সারাক্ষণ মনের আকাঙ্ক্ষা এই যে, কলবের মধ্যে সারাক্ষণ আল্লাহ্র বিশেষ নৈকট্য হাসিল থাকুক এবং তাঁর স্মরণ কোনো সময় কোনো অবস্থাতেই দূর বরং দুর্বল না হোক, এবং ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা কলবের নসীব হোক। এবং সকল রযায়েল-নিন্দনীয় স্বভাব থেকে নাজাত ও মুক্তি হাসিল হোক।

বিশ্লেষণঃ হাঁ, আকাঙ্ক্ষার পর্যায়ে এটা মাতলূব ও কাম্য, আর এর তরীকা হল দুআ। সেটাই করতে থাকুন।

হালঃ আল্লাহ্ তাআলা হুযূরের দুআ ও তাওয়াজ্জুহের বরকতে এই চিল্লাতে সকল উত্তম উদ্দেশ্য পূরণ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্ এখন আশা জাগে যে, এবার অতিরিক্ত কথার প্রতি অনীহা এসে যাবে। দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ জান-প্রাণ দিয়ে।

www.islamfind.wordpress.com

কলবি মলিনতার এলাজ

হালঃ হযরত যে সময়টুকু চামড়া ক্রয়-বিক্রয় ও এর এন্তেজামে ব্যস্ত থাকি। যদিও শরীয়তের সীমার মধ্যেই থাকি। আর যেহেতু ঐটা যিকিরের সহায়ক সে কারণে এটা দুনিয়াও নয়। কিন্তু এরপরেও এই হালত থেকে ফারেগ হওয়ার পর কলবের মধ্যে মলিনতা এবং কষ্ট বোধ হয়। যার ক্ষতিপূরণ হিসাবে এস্তেগফার করতে থাকি।

বিশ্লেষণঃ একদম সুন্নত এটা যে, জবুরতের কারণে এই মলিনতাকেও কবুল করবে? আবার এর ক্ষতিপূরণ হিসাবে এস্তেগফারও করবেন। সুন্নত হওয়ার দলিল -

انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر الله

(অর্থঃ নিশ্চয় আমার কলবে কষ্ট লাগে তবে আমি এস্তেগফার করি।)

চূড়ান্ত সুলুকের আহ্ওয়াল (এক খলিফার চিঠি)

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ্! সুলুকের পথে কোনো পর্যায়ের সংশয় সন্দেহ বোধ হয় না। এই পথের চূড়ান্ত গন্তব্য বলে যেটা হুযূরের তোফায়েলে অধমের স্বল্প বুদ্ধিতে এসেছে, এসলাহের উদ্দেশ্যে বেলা তাল্লুফ নিবেদন করছি। আশা করছি কষ্ট করে এসলাহ ও সংশোধন করে দেবেন। সেগুলোই এই এক- ইয়াকীন মুশাহাদার মতো হাসিল হওয়া। দুই- নিজের ও অন্যের অস্তিত্ব বাতেনি চোখে অস্তিত্বহীন এর মতো ফানা হয়ে যাওয়া। তিন- একদম একাগ্র হয়ে কলবের যিকির এবং মযকুর (আল্লাহ্) এর প্রতি নিবিষ্ট হয়ে যাওয়া। আর সকল সম্পর্ক, হালাত, খেয়ালাত অন্তর থেকে গায়েব ও ফানা হয়ে যাওয়া। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সচেতন (বা হুঁশ) ও সাহেবে যিকির থাকা। চার- নিজের ও অন্যের যাত (আত্মাসত্ত্বা)' বরং দুনিয়া ও আখেরাত এবং সকল গায়রুল্লাহ থেকে কলব স্বাধীন ও ফারেগ হয়ে যাওয়া। পাঁচ- রেযা ও তাসলিমের আদী ও অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া। ছয়- সকল হালাত ও সকল ব্যাপারে মাওলার মর্জি ও চাহিদার প্রতি দিল ও জান দিয়ে রাজি এবং খুশি থাকা। ব্যাস, নিজের স্বল্পজ্ঞানের নির্যাস তুলে ধরলাম।

বিশ্লেষণঃ অভিনন্দন আপনার এই চমৎকার উপলব্ধির প্রতি। আল্লাহ্ এই বুঝকে কায়েম রাখ। স্থায়ী করে দাও।

www.islamfind.wordpress.com

তেলাওয়াতের সময় হালের তীব্রতায় আল্লাহ্ শব্দ উচ্চ আওয়াজে বলা

হালঃ আমি লিখে দিয়েছিলাম যে, কখনো কখনো মুনাজাত অথবা কুরআন মাজীদ যখন শুনি এক আবেগের অবস্থা প্রবল হয়ে বেলা তাকাল্লুফ আল্লাহ্ শব্দ উঁচু আওয়াজে বের হয়ে যায়। হুযূর লিখেছিলেন। 'এতে সমস্যা কি? সন্দেহের কী আছে? সন্দেহের কিছু নেই।' কিন্তু আমার সন্দেহ হয়েছে সুন্নতের খেলাফ কি না?

বিশ্লেষণঃ খেলাফ তখন যখন হালের গালাবা বা প্রবলতা ছাড়া হয়।

আয়-উপার্জনের টানাটানির চিন্তার এলাজ

হালঃ অধমের নামাযের মধ্যে খুবই পেরেশানি হয়। মন লাগে না। উপলব্ধি না থাকার কারণে মনটা উদাস হয়ে থাকে। অধমের এশার পরে এক ঘন্টা অবসর আছে। মেহেরবানি করে হুযূরে কলবের জন্য কোনো দুআ জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ তাকদীর সম্পর্কে লেখা 'একছীর ফী ইসবাতিত তাকদীর' কিতাব খুব মনোযোগসহ পড়বেন। তারপর জানাবেন।

মুসলিম জাতীর প্রতি সমবেদনা

হালঃ মুসলিম জাতির অধঃপতন, পরাজয় ও ধ্বংস দেখে দেখে খুব কষ্ট পাই। সে কষ্ট দূর করার যতই চেষ্টা করি, দূর হয় না। মনে কোনো শান্তিও পাই না।

বিশ্লেষণঃ যে শান্তি পেতে চান এর মানে ভেবে দেখেছেন? এই কষ্টটাই তো কাম্য। আর শান্তির মানে এক্ষেত্রে নির্মমতা।

যওক ও খুশূ' বিভিন্ন প্রকার

হালঃ যখন থেকে অধম এখানে হাজির হয়েছে, তখন থেকে নামাযের সেই হুযূর ও খুশূ' নেই যা পূর্বে ছিল। যিকির শোগলেরও একই অবস্থা। তবে যিকিরের মধ্যে যওক আছে পূর্বের মতো না হলেও আছে। যওক ও খুশূ' না থাকার ব্যাপারটি আমাকে বিস্মিত করছে।

বিশ্লেষণঃ যওক ও খুশূ' তো আছে। পূর্বের মতো না হোক। খাস এক প্রকার (পূর্বের মতো) না থাকাতে মূল যওক ও খুশূ' না থাকা প্রমাণ করে না।

www.islamfind.wordpress.com

সার্বক্ষণিক হুযূর

হালঃ আজকাল এমন এক অবস্থা চলছে যা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এতটুকু কথা অবশ্য বলতে পারি যে, কখনোই 'গায়বাত' হয় না অর্থাৎ অনুপস্থিতি ঘটে না। সারাক্ষণ হুযূর থাকে। এ কারণে শরীরে পূর্ণ শক্তি ও সতর্কতা থাকে না বরং দুর্বলতা এসে যায়।

বিশ্লেষণঃ 'আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ থেকে গাফেল হওয়াকে' গায়বাত বলা পরিভাষার পরিপন্থী। পরিভাষার পরিপন্থী কথা বললে প্রতারণা হয়ে যায়। আপনার বলা উচিৎ ছিল গাফলাত হয় না। যাহোক এটা বিরাট নেয়ামত। কিন্তু এটা বুঝতে পারলাম না যে, এরই কারণে... দুর্বলতা এসে যায়। সার্বক্ষণিক হুযূর-এর কী ভূমিকা দুর্বলতার মধ্যে?

ইবাদতের আছর

হালঃ প্রথমত ইবাদত হয়ই সামান্য। এরও দৃষ্টান্ত হল আতশবাজির মতো। ফোটানো বা জ্বালানোর পর আর কিছুই থাকে না। ইবাদত শেষ হলে আর কিছু নেই।

বিশ্লেষণঃ একদম ভুল দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আ'মাল শেষ হলে তার আছরও শেষ হয়ে যায় না বরং জমা থেকে যায়। এর দৃষ্টান্ত হতে পার এরকম- একজন শ্রমিক কাজ করে, কাজ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তার বেতন সঞ্চিত হয়ে যায়। দিন শেষে অথবা মাসের শেষে পাবে। যেই আছর আপনি সামনে সমবেত দেখতে চান সেটা মাকসূদ নয়। যেমন কোনো মজদুর কোনো এক বেলায় (মালিকের পক্ষ থেকে সরবরাহকৃত ফ্রি) বিড়ি না পায় আর সে বলে সারা দিনের খাটুনিটাই মাটি গেল।

নৈরাশ্যের এলাজ

হালঃ দুই দিনের মাগরিব ও এশার নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল গাফলতের কারণে। যার কারণে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে খুব কান্নাকাটি করে নিবেদন করলাম যে, হে আল্লাহ্! কোন্ পাপের শাস্তি এটা? পরের রাত্রে ঘুমালাম তো মনে হল গায়েব থেকে আওয়াজ এল তোমার অন্তরের এসলাহ ও তারাক্কীর উদ্দেশ্যে এমন করা হয়েছে। ঘুম ভেঙ্গে গেল। আল্লাহ্র রহমতের প্রতি নজর পড়ল। খুব খুশি হলাম।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এই যা কিছু ওয়ারেদ হল এটা কোনো কল্যাণ, হেকমত, রহস্য ও ত্রুটির 'এনকেশাফ', (উন্মুক্ত ও প্রকাশিত হওয়া) যা গায়রে এখতিয়ারী ভাবে ঘটে, বাস্তবতা ও হাকিকত প্রকাশিত হয়। এর (এনকেশাফের) উদ্দেশ্যে হল সালিককে নৈরাশ্য থেকে বাঁচানো। বা তার নৈরাশ্যের এলাজ। কারণ নৈরাশ্যের মাধ্যমে আমলের মধ্যে অকর্মণ্যতা আর আহওয়ালের মধ্যে অকৃতজ্ঞতার সম্ভাবনা থাকে। অতএব এই (এনকেশাফের) নেয়ামতের উপর শুকরিয়া করা উচিৎ। এর অর্থ অবহেলাকে অনুমোদন বোঝা উচিৎ নয়।

হালঃ নিজের ত্রুটিপূর্ণ আ'মাল ও আফআলের প্রতি নজর রাখি আর এই একটি চিন্তাই করি যে, কবে এসবের পূর্ণ এসলাহ হবে? কখনো নৈরাশ্য আবার কখনো আশা। এই দুই হালতই সর্বদা বিদ্যমান। তবে নৈরাশ্যটাই জোড়ালো থাকে। যার কারণে সারাক্ষণ পেরেশানি লেগেই থাকে। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। এই অধমের প্রতি হুযূরের খাস তাওয়াজ্জুহের আশাবাদী।

বিশ্লেষণঃ আমি তাওয়াজ্জুহ দিয়েই আছি। নৈরাশ্যের কোনো কারণ বুঝে আসছে না। মনে হচ্ছে এসলাহের হাকিকত ও স্বরূপ বোঝার ক্ষেত্রে কোনো ভুল হয়েছে। নইলে হাকিকত বোঝার পরে তো নৈরাশ্য সম্ভবই নয়। এজন্যই জরুরি হল আপনি এর হাকিকত লিখুন। যেন কোনো ভুল হয়ে থাকলে সেটা জানাতে পারি।

স্বভাবগত ও যুক্তিগত বিষয়ের পার্থক্য

হালঃ যে অন্যায় থেকে বিরত থাকা হয় আকলি ও শরয়ী কারণে। স্বভাবগত চাহিদার কারণে নয়। যেমন খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে। (এক্ষেত্রে নিষিদ্ধ খাবার ও নিষিদ্ধ পানি থেকে স্বভাবতই বিরত থাকে)। হুযূরের কাছে জানতে চাই যে, শরীয়তের নিষিদ্ধ বিষয় কি কখনো স্বভাবগত ভাবেও খারাপ হয়?

বিশ্লেষণঃ হতেই পারে।

প্রশ্নঃ যদি হয় তাহলে সেটা কামাল কি না? (কামেল হওয়ার লক্ষণ কি না?)

জবাবঃ কামাল বটে তবে এটা অর্জনের নির্দেশ নেই।

প্রশ্নঃ এটা অর্জনের পন্থা কী?

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ যেহেতু সেটা 'মামুর বিহি' (নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত) নয় সুতরাং তার কোনো তরীকাও নেই। শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার দয়া। এর জন্য দুআ প্রশংসনীয়।

এত্তেবায়ে সুন্নত

হালঃ যখন আমি নামাযের পর দুনিয়ার জন্য দুআ করি তখন আল্লাহ্ তাআলার আযমত ও বড়ত্ব এমনভাবে অন্তরে জেগে ওঠে যে, দুনিয়ার তীব্র প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও আর প্রার্থনা করতে পারি না। যদিও এরপরও চাই, 'জুতার ফিতাও তাঁর কাছেই চাওয়া উচিৎ' তাই।

বিশ্লেষণঃ সেই কাইফিয়াত অনুসরণযোগ্য যা জোরালো থাকা অবস্থায় তার বিপরীতটা মনেই আসে না। আর যদি বিপরীত বিষয়ও মনে আসে, আর সেটাই সুন্নতের নিকটবর্তী হয়, তাহলে আবেগের হালের অনুসরণ করার চেয়ে সুন্নতের অনুসরণকে প্রাধান্য দিতে হবে।

দীনী কিতাবাদির আছরটাই কাম্য

হালঃ হুযূরের নির্দেশমতো কিতাবাদি মুতালাআ শুরু করেছি। আল্লাহ্র ফযলে সবই বুঝে আসে। এমন কোনো জায়গা পাই নি যেটা গভীর মনোযোগ দেওয়ার পরও বুঝে আসে নি। কিন্তু স্মরণ শক্তি দুর্বল। যার ফলে পঠিত বিষয়গুলো পুরাপুরি মনে থাকে না। হযরতের খেদমতে দুআয়ে খায়েরের আবেদন করছি যে, আল্লাহ্ তাআলা যেন স্মরণ শক্তি বাড়িয়ে দেন।

* * *

বিশ্লেষণঃ মনে না থাকা ক্ষতিকর নয়, বারবার পড়ার কারণে সেই আছর-যা মাকসূদ, মনের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়।

হালঃ আল্লাহ্র ফযলে মাওয়ায়েয বহু মুতালাআ করি কিন্তু বিষয়বস্তু মনে থাকে না।

বিশ্লেষণঃ কোনো ক্ষতি নেই। কেননা তার আছর বাকি থেকে যায়। যেমন এটা তো মনে থাকে না যে আমি কোন্ বেলায় কী খেয়েছিলাম, কিন্তু খাদ্যের যে আছর অর্থাৎ শক্তি তা থেকে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

খালেকের চেয়ে মাখলূকের প্রতি ভীতি বেশি হওয়ার কারণ

হালঃ একটি খেয়ালের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে চাই, নজরকে বাধা দেওয়ার সময় অথবা অন্য কোনো গোনাহ থেকে নিজেকে ঠেকানোর সময় হুযূরের ভয় আল্লাহ্ তাআলার ভয়ের মতো হয়, বরং হুযূরের ভয় আল্লাহর ভয়ের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। হুযূর কে যদি বলে দেই- তাহলে খুব অসন্তুষ্ট হবেন। আর যদি না বলি তাহলে? তবুও গোনাহ হবে। তাহলে এসলাহ কিভাবে হবে। এরপর আবার চিন্তা হয় যে, এটা আবার শিরক হয়ে যায় কিনা? হুযূরের কাছে নিবেদন যে, অধমের খেয়ালের ভুল-ত্রুটি মেহেরবানি করে এসলাহ করুন।

বিশ্লেষণঃ মাখলূকের ভয় খালেকের চেয়ে স্বভাবগত ভাবে বেশি হওয়া নিন্দনীয় নয়, কেননা এটা গায়রে এখতিয়ারী, আকলী ও এতেকাদী হিসাবে বেশি হওয়াটা নিন্দনীয়। সূরা হাশর এর ১৩ নং আয়াত "নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার চেয়ে অধিকতর ভয়ংকর।" এর প্রয়োগ এ অর্থেই। স্বভাবগত ভাবে ভয় বেশি হওয়ার কারণ তিনটি। এক. মাখলুক মাহসূস (অনুভূত) আল্লাহ তা নন। স্বভাবগত ভাবে হাজির (উপস্থিত) এর আছর বেশি হয় গায়েব (অনুপস্থিত) এর চেয়ে। দুই. মাখলুকের কাছে ক্ষমার আশা কম, খালেকের কাছে বেশি। তিন. মাখলুকের কাছে লাঞ্ছনা মেনে নেওয়া যায় না, আল্লাহ্ তাআলার কাছে লাঞ্ছনা সহনীয়।

হুকুকুল এবাদ নিয়ে চিন্তিত হওয়া

প্রশ্নঃ যদি কাউকে মনে মনে তুচ্ছ-ও নিকৃষ্ট জানা হয় অথবা মনে মনে কাউকে হিংসা করা হয় অথবা কোনো আখলাকে মাযমূমা মনে মনে লিপ্ত হওয়া যায়, যার সম্পর্ক অন্য মানুষের সঙ্গে। কিন্তু মনে মনে ঐ অন্যায় করা-ছাড়া হাত বা মুখে কোনো অপরাধ না করে তাহলে এটাও কি হুকুকুল এবাদের অন্তর্ভূক্ত? এটাও কি ক্ষমা করিয়ে নিতে হবে?

জবাবঃ যেহেতু এর দ্বারা কারোর ক্ষতি হয় নি সে কারণে এটা হুকুকুল এবাদ নয়, শুধু আল্লাহ্র কাছে তওবা এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজের সংশোধন করাই যথেষ্ট।

হালঃ মঝে মাঝে খুব ভয় লাগে, বিশেষত মুরাকাবার সময় তবীয়াত খুব ঘাবড়ে যায়। তখন মন চায় যে, এখনই চলে যাই এবং হুকুকুল এবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করিয়ে আসি। এরপর আবার মনে হয়- কত ঝামেলা পারি দিয়ে

www.islamfind.wordpress.com

এখানে আসা হয়েছে, আর এখানে আসার কারণেই আজ ঐ তাগাদা দেখা দিয়েছে। জানি না গেলে আবার কখন মুক্তি পাব, এখানে আরো তিন মাস থাকতে পারলে কিছুটা দৃঢ়তা তৈরী হতে পারত। মোট কথা যেতেও মন চাচ্ছে না। এখান থেকে যাওয়ার মানে হচ্ছে যেন জান্নাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

বিশ্লেষণঃ যেহেতু হক পরিশোধ করার অথবা তা থেকে মুক্ত হওয়ার সংকল্প রয়েছে। এ কারণে এখানে থাকার সুবাদে তাতে যেটুকু বিলম্ব ঘটাবে তা ক্ষতিকর হবে না। যেসব হক থেকে চিঠিপত্র বা কারোরে মাধ্যমে মুক্ত হওয়া সম্ভব, সেসব ক্ষেত্রে বিলম্বের আবশ্যকতা নেই।

তামকীন (সম্পর্কের দৃঢ়তা)এর আছর

হালঃ হুযূরের নির্দেশমতো জাহেরি ও বাতেনি আমলসমুহের প্রতি পূর্বের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেই। কিছু বিষয়ের নিয়মতান্ত্রিকতা তো দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছি। কম কথা বলা, কম মেলা-মেশা করা ও নির্জনতা অবলম্বন করা। কারণ দুনিয়াবি কোনো জরুরি জিম্মাদারী আমার নেই, যার ফলে ঐগুলিরও কোনো আবশ্যকতা দেখা যায় না। যদি হঠাৎ কখনো লিপ্ত হয়ে পড়ি তবে সঙ্গে সঙ্গেই তার ক্ষতি বুঝতে পারি। পূর্ব চিঠির জবাব আশার পর এই সব খেয়াল কমে গেছে। হুযূরের দরবারে হাজির হওয়ার পর দুবার খুব অস্বস্তি ও অস্বাভাবিকতা হল কিন্তু হুযূরের দৃষ্টিপাতের কল্যাণে তবীয়ত ও মেজাজ নিয়ন্ত্রিত ও স্বাভাবিক হল। বর্তমানে কাইফিয়াত এই যে, যিকিরের সময় কখনো আল্লাহ্‌র স্মরণ ও হুযূরী এমন তীব্র হয়ে যায় যে, যেন তাকে দেখছি এবং অত্যন্ত আদব ও খুশূ' খুযূ'র সঙ্গে সামনে যিকির করছি। আর নিজের ব্যর্থতা তার কাছে নিবেদন করছি। আবার কখনো এই মুশাহাদার হালত থাকে না। কিন্তু কবলকে বেষ্টন করে রাখে আল্লাহ্‌র যাতের খেয়াল। আল্লাহু হাজিরি, আল্লাহু নাজিরি ও আল্লাহু মাঈ (اَللّٰهُ حَاضِرِيْ. اَللّٰهُ نَاظِرِيْ , اَللّٰهُ مَعِيْ) এর ধ্যান করলে আবার সেই কাইফিয়াত হয়ে যায়। যেহেতু জীবনের সিংহভাগ সময় পার হয়ে গেছে। এখন যা আছে তা দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার, অসুস্থতার। তার উপর যে অতিরিক্ত মেহনত দরকার ছিল তা করতে পারছি না। নিজের হালতের প্রতি ভীষণ আফসোস হয় যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তাআলাকে মুখ দেখাব কিভাবে? না মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ভালো লাগে, না

www.islamfind.wordpress.com

খাওয়া-দাওয়া মজা লাগে। তবীয়ত, মন মেজাজ সর্বক্ষণ ব্যথিত ও চিন্তিত থাকে। এই গোলামের পূর্ণ এতমিনান ও স্বস্তি আছে যে, আমার হালের প্রতি হুযূরের অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ সু-দৃষ্টি আছে কিন্তু আমার নিজেরই যোগ্যতার অভাব, নইলে কবেই আমার এসলাহ পূর্ণ হয়ে যেত। রমাযান মাসে কোষ্ঠ বেড়ে গেছে। অর্শরোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। মনে করেছিলাম রমাযানের পর খাদ্য সূচীর পরিবর্তন, চিকিৎসা ও ওষুধ ব্যবহারে সব ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত রোগ শুধু বেড়েই চলেছে। সুস্থতার কোনো আলামত দেখা যাচ্ছে না। দুআর জন্য আবেদন জানাচ্ছি, দুধ ও ঘি নিয়মিত ব্যবহার করছি। কয়েকদিন পূর্বে যিকিরের সময় কলবের উপর একটি গোল নকশার মতো মনে হল। যার চারপাশ দিয়ে হরফ অথবা অন্য কিছুর সাদা নকশা করা ছিল। অধম সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করে নি। কয়েক মিনিট পরেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হুযূর তালীমুদ্দিন কিতাবে লিখেছেন সাহেবে তালবীন এখনো পথের মধ্যে। হুযূর আমাকেও পৌঁছিয়ে দিন মেহেরবানি করে। আর কতদিন রাস্তায় পড়ে থাকব। প্রায় দশ-বারো বছর হয়ে গেল। যখন অধম নিজের হাল নিবেদন করেছিল, তার জবাবে হুযূর বলেছিলেন এগুলো সব তালবীন। এরপরে হবে তামকীন, তবে সময় নির্ধারিত নয়। অর্থাৎ এক বছর না দশ বছরে হবে সেটা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। হুযূরের দরবারে পড়ে আছি এই আশায় যে কখনো তো হবেই, 'তোমার অসীম রহমত থেকে নিরাশ হয় শয়তান' এইটা মনে করে নৈরাশ্য থেকে তওবা করি। আবার আশায় বুক বাধি। এবং এর জন্যও শুকরিয়া আদায় করি যে, আল্লাহ্ তাআলা নিজের নাম নেওয়ার এবং তাঁর আনুগত্যের তাওফিক দিয়েছেন এটাই বা কম কিসের? দরবারে হাজির হওয়ার পর থেকে চব্বিশ হাজার এসমে যাতের যিকির করি। কখনো আরো বেশি হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ্ তামকীনের লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, এই চিঠির বিষয়বস্তু পড়ে ভীষণ আনন্দিত হলাম। ইনশাআল্লাহ্ প্রতিদিনই উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী হতে থাকবেন। তবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা মনে রাখবেন যে, তরীকতের মাশায়েখগণের মতে এখানে 'তলব'টাই মূল লক্ষ্য, উসূল (গন্তব্যে উপনীত হওয়া) নয়। এর ব্যাখ্যা এই যে, কলবের মধ্যে লক্ষ্য অর্জনের চাহিদা রাখবে না। এটাও হেজাব (অন্তরায়)। কেননা এই চাহিদার কারণে পেরেশানি হয়। আর পেরেশানি কলবের নিবিষ্টতা ও সমর্পণের বড় বাধা। নিবিষ্টতা ও সমর্পণই হল গন্তব্যে উপনীত হওয়ার প্রধান শর্ত। খুব

www.islamfind.wordpress.com

ভালোভাবে এটা অন্তরে বসিয়ে নেবেন। তাসাওউফের এটাই আসল প্রাণ। এটা হল এমদাদিয়া অনুদানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বর্তমান সময়ের মাশায়েখদের কারোর মধ্যে এই বিষয়ে সতর্কতা খুবই কম দেখা যায়।

উরূজ ও নুজূল-এর আলামত

হালঃ অধমের এক নাতি হয়েছে। প্রায়ই অসুস্থ থাকে, তার দাদী আমাকে বলল- জনাব মাওলানা... সাহেবের নিকট থেকে তাবিজ এনে দাও। আমি তাবিজ নিয়ে ফেরার পথে খেয়াল হল যে মুসাম্মা (আল্লাহ্)কে ছেড়ে আসমা (নাম) এর দিকে মনোনিবেশ করা হয়ে যাচ্ছে। যা কিছু চাওয়ার আল্লাহ্র কাছেই চাও। এই কথাগুলোই কল্পনায় এল। তাবিজ এনে দিলাম আর বললাম- এখন রেখে দাও। এই ঘটনা জানানোর উদ্দেশ্য এই যে, এসব ক্ষেত্রে কী করা উচিৎ? কী করা মুনাসিব সেটার ব্যাপারে হুযূরের কাছে জানা।

বিশ্লেষণঃ এটা হল উরূজ এর আলামত। উর্ধ আরোহণ এর লক্ষণ, তবে নুজূল (অবতরণ) এর চেয়ে অধিক পূর্ণাঙ্গ। সেটা এইরকম ভাবনা যে, আমাদের এত মর্যাদা নেই যে, নামের মধ্যস্থতা ছাড়া সরাসরি মুসাম্মার প্রতি মনোনিবেশের যোগ্য হয়ে যাব। এই রহস্যের কারণেই واذكر اسم ربك (তোমরা রবের নামের যিকির কর) বলা হয়েছে।

মানুষের এসলাহী খেদমতের দ্বারা সুলুকের উন্নতি হয়

প্রশ্নঃ আগামীকাল মঙ্গলবার রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা।

জবাবঃ আল্লাহ্র উপর হাওয়ালা করলাম।

প্রশ্নঃ এরপর হযরতের খেদমতে চিঠি পাঠালে কোন্ চিঠি সঙ্গে দিব? এটা নাকি পূর্বেরটা?

জবাবঃ এটাই পাঠাবেন। আমার দিল চায় যে, আপনি আল্লাহ্ তাআলার বান্দাদের কিছু দীনী খেদমত করবেন। কেননা এই খেদমতও গন্তব্যে উপনীত হওয়া ও নৈকট্য প্রাপ্তির সহায়ক। আর সেই খেদমতটা এই যে, যদি কোনো সাচ্চা ও খাঁটি তালেব পাওয়া যায় তাহলে তাকে আল্লাহ্র নাম বলে দেবেন আর যদি আগ্রহী হয় তাহলে তাকে সিলসিলার অন্তর্ভূক্ত করে নেবেন। এর বরকতে সুলুকের মধ্যেও ইনশাআল্লাহ উন্নতি হবে। যেমন কোনো তালিবে

www.islamfind.wordpress.com

ইলমকে কিতাব ধরিয়ে দিলে তার নিজস্ব যোগ্যতায় বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা মালিক সহায়ক।

ভয় ও দুর্বলতার লক্ষণ

হালঃ আরো একটি সমস্যা এই ঘটেছে যে, গোরস্তানে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যখনই যাই। যখন কবর ও মৃত মানুষদের কথা চিন্তা করি, তখন আমার কী হবে, এই চিন্তার পর এমন হালত হয় যে, ভীষণ জোরে ভেতর থেকে চিৎকার আসে এবং বেহুঁশ ও অচেতন এর কাছাকাছি চলে যাই। খুব কষ্ট করে চিৎকারকে নিয়ন্ত্রণ করি। মনের মধ্যে এই ইচ্ছা হয় যে, চল, এখান থেকে কোনো জঙ্গলে চলে যাই। লোকজনের মধ্যে ফিরে গিয়ে করব কী? তখন আবার হুযূরের কথা মনে হলে ভয় পেয়ে যাই যে, এই চিন্তা যদি কোনো ভাবে হযরত জানতে পারেন তাহলে আমাকে খানকাহ থেকে বাহির করে দেবেন। এরপর আফসোস নিয়ে ফিরে আসি। ভাবি আল্লাহ্ জানেন কবে ঐ জঙ্গলে আমাকেও ঘর বানাতে হবে। মনের এই অস্থিরতা ও অস্বাভাবিকতা কি দিলের দুর্বলতার কারণে? যদি তাই হয় তাহলে এর এলাজ জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ কখনো এরকমও হয় আবার কখনো কাঙ্ক্ষিত খশয়াত বা ভীতি হয় এর উৎস। কিছুদিনের মধ্যেই এটা নিশ্চিৎ হওয়া যাবে। সতর্কতা হিসাবে কলবের শক্তি বৃদ্ধির কোনো তাদবীর বা ওষুধ ব্যবহার করুন।

নামাযের কবুলিয়াতের আলামত

হালঃ রজব মাসে যখন অধম থানা ভবনে ফয়েজ হাসিলের উদ্দেশ্যে ছয় দিন অবস্থান করেছিল। তখন সে আপনার সোহবতের যে বরকত প্রত্যক্ষ করেছিল তার কোনো নজীর আজ পর্যন্ত কোথাও চোখে পড়ে নি। বর্ণনা দেওয়ার যোগ্য অধমের এই জবান নয়, তবুও লিখছি এই উদ্দেশ্যে যে, হযরত বান্দাকে হাকিকত সম্পর্কে জানাবেন। আমি যা দেখেছিলাম সেটা এই যে, যখন আপনি ফজর, মাগরিব, এশায় কোনো সূরা তিলাওয়াত করতেন, অধম আপনার পেছনে প্রথম কাতারে থাকত। আপনার যবান মুবারক থেকে কুরআনের যে কালেমাত (শব্দ) বের হত সেগুলো নূরের টুকরা হয়ে সকল মুক্তাদীর উপর ছড়িয়ে উপরের দিকে উঠে যেত। অধম অনেক হাফেযের পেছনে নামায পড়লেও এরূপ মুআমালা অন্য কোথাও চোখে পড়ে নি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ সম্ভবত আল্লাহ্ তাআলা নামায ও কুরআন কবুল করে নিচ্ছেন, যদিও আমি উপযুক্ত নই।

হালঃ নামাযের মধ্যে অধমের দিলে যে ওয়াস্ওয়াসা আসে, সেটা এই যে, অধম যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সাদা একটি পুতুল সামনে দাঁড়ানো দেখা যায়। অধম যদি সেদিকে খেয়াল করে তাহলে বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়, আর যদি খেয়াল না করি, তাহলে সেটা সামনে থেকে সরে না। যতক্ষণ নামায পড়তে থাকি পূর্ণ সময় থেকেই যায়। যদি চোখ বন্ধ করে নেই তাহলেও বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে যায়। এখন আমি কি করব? এই মূর্তি সামনে থাকার কারণে নামাযে কোনো সমস্যা হবে না?

বিশ্লেষণঃ না তো চক্ষু বন্ধ করবেন না তার দিকে খেয়াল করবেন, তাহলে নামাযে কোনো সমস্যা নেই। এটা জানতেও ব্যাকুল হবেন না যে, ঐ পুতুল কী? একাধিক সম্ভাবনা আছে।

উন্স ও হায়বতের আছর

হালঃ এক- প্রথমে অধমের হালত এই ছিল যে, রযা বা আশার কারণে মনের মধ্যে প্রশান্তি ছিল, বর্তমানে দুই-তিনমাস যাবত অবস্থা এই যে, ভয়ের কারণে শরীর কাঁপতে থাকে, আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপত্তা দান করুন।

বিশ্লেষণঃ প্রথমটি ছিল উন্স-এর হালত আর দ্বিতয়টি হায়বত-এর। উভয়টিই উন্নত হালত। দ্বিতীয়টি অধিক উপকারী।

হালঃ দুই- আগে হুযূরকে ভয় লাগত বেশি। যদিও ভক্তি-শ্রদ্ধা পূর্ণরূপেই ছিল কিন্তু ভয় পেতাম খুব বেশি। হুযূরের আযমত (শ্রেষ্ঠত্ব) ক্রোধ মিশ্রিত মনে হত। এখন ভয় লাগে না এবং হুযূরের আযমত স্নেহ মিশ্রিত মনে হয়। মন চায় গিয়ে হুযূরকে জড়িয়ে ধরি। কিন্তু আল্লাহ্র ফযলে নিয়ন্ত্রণ আছে বলে আকলান (বুদ্ধির বিচারে) করব না কখনো। জানতে চাই যে, আল্লাহ্ তাআলার প্রতি পূর্বে ভয় আর রেযা বা সন্তুষ্টির আশা বেশি ছিল এখন তার উল্টা। আর হুযূরের প্রতি পূর্বে ছিল ভয় বেশি আর এখন তার উল্টা। এটা কেমন হালত? এই পরিবর্তন কেন হল?

বিশ্লেষণঃ উভয়টার কারণ হল মারেফত বা পরিচিতির মধ্যে বৃদ্ধি ও উন্নতি। তবে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী অগণিত ও অপরিসীম। এ কারণে উন্স-

www.islamfind.wordpress.com

হায়বতের আগমনের পালা একের পর এক চলতে থাকে। কখনো এমন এক তাজাল্লী হয় যার দ্বারা উনস পয়দা হয় কিন্তু প্রথম উন্‌স থেকে এই দ্বিতীয় উন্‌সের মধ্যে পার্থক্য থাকে। সে পার্থক্য যতই সুক্ষ্ম হোক না কেন। এরপর আবার হায়বতের তাজাল্লী হয়। একইভাবে এই হায়বত প্রথমটির থেকে ভিন্নরকম হয়। সর্বদা এই রকমই চলতে থাকে। পক্ষান্তরে মাখলুকের কামালাত ও গুণাবলী সীমিত। মারেফাত বা পরিচয় হতে হতে পূর্ণ হয়ে যায়। পূর্ণরূপে চেনা হয়ে যায়। ফলে এখানে তৈরী হয় অভ্যস্থতা। অভ্যস্থতার বৈশিষ্ট্য হল ভীতি কমে যাওয়া।

সুকুনে কলবির জন্য স্থায়িত্ব

হালঃ এখানে খানকায় থেকে এমন সুকুনে কলব (হৃদয়ের প্রশান্তি) অর্জিত হয় যা সম্ভবত কোনো রাজা-বাদশাও পায় না। না বাড়ির চিন্তা আসে, না চিঠি লিখতে মন চায়। না খানকাহ থেকে বাহিরে যেতে ইচ্ছা হয়, না এখানের কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে ইচ্ছা হয়। কলবের মধ্যে এক কাইফিয়াত ও তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ (আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ) তৈরী হয়ে যায়। তাহাজ্জুদ কখনো কাযা হয় না। কিন্তু বাড়ি গিয়ে এই হালত ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায়। এটার স্থায়িত্বের জন্য কী করা যায়?

বিশ্লেষণঃ সাধারণভাবে এটা সম্ভব নয়। আজ পর্যন্ত কারোর হয়ও নি। যেটুকু হয় গনিমত মনে করুন।

ফারায়েয ও নাওয়াফেলে খুশূ'-এর তারতম্যের কারণ

হালঃ ফরয নামাযসমূহে খুশূ'-খুযূ' কম হয় আর তাহাজ্জুদ নামাযে আলহামদুলিল্লাহ্ খুশূ' কায়েম থাকে। এর কোনো কারণ বুঝতে পারলাম না।

বিশ্লেষণঃ ফারায়েযের খুশূ' কম হওয়া এবং তাহাজ্জুদে বেশি হওয়ার কারণ জানতে চেয়েছেন। এ ধরণের বিষয়ে কারণ সাধারণত স্বভাবগত হয়ে থাকে। সেই স্বভাবগত কারণগুলিও বিভিন্ন প্রকারের। যা লিখে শেষ করা যায় না। যেমন ফরযের সময়গুলো এমন যখন ব্যস্ততা, হৈ চৈ ও ভিড় বেশি থাকে আর শেষরাতে এগুলো কম থাকে। অথবা ফরয নামাযে মানুষের জানা জানি আর শেষরাতে না জানা, আথবা ফারায়েযের মধ্যে সকলের শরীক থাকা যা মজা হ্রাসকারী আর তাহাজ্জুদে আমলকারীর স্বাতন্ত্র যা মজা বৃদ্ধিকারী ইত্যাদি

www.islamfind.wordpress.com

ইত্যাদি। এগুলো গায়রে এখতিয়ারী বিষয়। এজন্য এসব কারণ সন্ধান করে বেড়ানো অথবা এগুলো দ্বারা প্রভাবিত হওয়া খেলাফে তরীক বা তরীকতের পরিপন্থী। এখতিয়ারী খুশূ' অল্প হলেও গায়রে এখতিয়ারী খুশূ'র চেয়ে বহুগুণে উত্তম। কারণ প্রথমটি মামুর বিহি (যা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে) আর দ্বিতীয়টি গায়রে মামুর বিহি। (যা অর্জনের নির্দেশ নেই) শুধু আপনার খাতিরে একথা লিখে দিলাম। নতুবা জবাব ছিল এই যে, এ প্রশ্ন জরুরি নয়।

এখতিয়ারী বিষয় এলাজযোগ্য গায়রে এখতিয়ারী বিষয় নয়

হালঃ অধমের একটি ত্রুটি এই যে, মাঝে মাঝে নিজেকে অন্যদের চেয়ে উত্তম মনে করি। এর আলামত কয়েকভাবে প্রকাশ পায়। এক- যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো গোনাহে লিপ্ত দেখতে পাই আর আমি সেই গোনাহে লিপ্ত না থাকি তাহলে দিলের মধ্যে নিজেকে উত্তম মনে হতে থাকে। দুই- যদি ঐ ব্যক্তিকে গোনাহ থেকে নিষেধ করতে যাই তাহলে রাগ ও তেজের সঙ্গে নিষেধ করি। তিন- মাঝে মাঝে তাকে দেখলে ঘৃণা লাগে। চার- আরো একটি আলামত এই যে, সর্বসাধারণ যারা নামায রোযা অর্থাৎ আহকামে শরীয়তের অনুসারী নয় এবং সাধারণভাবে গোনাহে লিপ্ত তাদের তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখি। পাঁচ- তাদের সঙ্গে নিজের চেয়ে বড় ও ভালোর মতো নম্র সম্মানের আচরণ করি না। ছয়- যদি কেউ আমার প্রশংসা করে এবং বলে যে, আপনি আমার চেয়ে ভাল। তাহলে তখন তার কথাকে প্রত্যাখ্যান করে বলি- না রে ভাই, আপনি কী জানেন আমার মধ্যে বড় বড় ত্রুটি রয়েছে। আপনি আমার চেয়ে অনেক ভালো। আমি অনেক খারাপ। আপনার পায়ের ধুলায় সমান। কিন্তু দিলের হালত ঐ কথার সাথে মেলে না বরং কখনো কখনো বুঝতে পারি যে, শুধু মুখ দিয়েই বলছি। হুযূর অধমের এই সব রোগের চিকিৎসা জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ ঐ আলামতগুলোর ব্যাপারে পৃথক পৃথক লিখুন যে, ঐগুলোর কোন্‌টা কোন্‌টা এখতিয়ারী এবং কোন্ কোন্‌টি গায়রে এখতিয়ারী। এবং এটাও লিখবেন যে, গায়রে এখতিয়ারী বিষয়ের এলাজ জরুরি কি না?

পরের চিঠি

হালঃ এক- প্রথম আলামত অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো গুনাহে লিপ্ত দেখি, আমি নিজে যাতে লিপ্ত না থাকি, তো দিলের মধ্যে নিজেকে উত্তম মনে

www.islamfind.wordpress.com

হয়। এইটা গায়রে এখতিয়ারী। দুই- এরূপ ব্যক্তিকে যদি গোনাহ থেকে নিষেধ করি, তাহলে রাগ ও তেজের সঙ্গে নিষেধ করি। এটা এখতিয়ারী। তিন- মাঝে মাঝে এরূপ ব্যক্তিকে দেখলে ঘৃণাবোধ হয়। এটা গায়রে এখতিয়ারী। চার- সর্বসাধারণ মানুষ যারা শরীয়তের আহকামের অনুসারী নয় এবং আমভাবে গোনাহে লিপ্ত আছে। তাদেরকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা- এটা গায়রে এখতিয়ারী। পাঁচ- তাদের সঙ্গে নিজের চেয়ে বড় ও ভালো মতো নম্র ও সম্মানের ব্যবহার না করা- এটা এখতিয়ারী। ছয়– অন্যের কথা প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে এই কথা বলা যে, নারে ভাই আপনি কী জানেন, আমার মধ্যে বড় বড় রোগ আছে। আপনি আমার চেয়েও ভাল। আমি খুবই খারাপ। আপনার পায়ের ধুলার সমান কিন্তু দিলের হালত ঐ কথার মতো না হওয়া, এটা গায়রে এখতিয়ারী ।

যেটা এখতিয়ারী বিষয়, সেটা ত্যাগ করাও এখতিয়ারী। আর যে বিষয়টি গায়রে এখতিয়ারী তার এলাজ জরুরি নয়। কেননা গায়রে এখতিয়ারী বিষয়ে কোনো শাস্তি হবে না।

এখন অধমের বুঝে এসেছে যে, যতো এখতিয়ারী ত্রুটি আছে সেগুলো দূর করাও এখতিয়ারী সুতরাং এলাজ এই যে, নিজের এখতিয়ার দ্বারা সেগুলোর মোকাবেলা করতে হবে। আর গায়রে এখতিয়ারী বিষয় সমুহের পিছে পড়াই অনুচিত। অধমের জবাব এবং বুঝের মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে মেহেরবানি করে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ ঠিকই আছে। এতটুকু আরও বাড়ানো জরুরি যে, গায়রে এখতিয়ারী বিষয়গুলোর চাহিদা মতো আমল করা কোনো কোনো সময় মাযমুম ও নিন্দনীয় এবং এটা এখতিয়ারী। গায়রে এখতিয়ারী বিষয়ের চাহিদা হিসাবে আমল না করে বরং বর্জন করা এটা এখতিয়ারাধীন। এটাই (চাহিদা মতো আমল না করা) ওয়াজিব।

সমাপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

প্রকাশনা ও পারবেশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™
ইসলামী টাওয়ার, দোকান ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

তারবিয়াতুস সালিক

আল্লাহপ্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা
আশরাফ আলী থানভী রাহ.

www.islamfind.wordpress.com

তারবিয়াতুস সালিক

(আল্লাহ্‌প্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ)

(৩য় খণ্ড)

মূল
হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা
আশরাফ আলী থানভী রহ.

অনুবাদ
হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর খলীফা আলহাজ
আবদুর রশীদ সাহেবের দুআ ও নির্দেশক্রমে
মাওলানা মাসউদুর রহমান

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

তারবিয়াতুস সালিক (৩য় খণ্ড)

(আল্লাহ্প্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ)

মূল	হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.
অনুবাদ	মাওলানা মাসউদুর রহমান
তৃতীয় প্রকাশ	জুলাই ২০১৮
প্রথম প্রকাশ	মে ২০১৫
গ্রন্থস্বত্ব	রাহনুমা প্রকাশনী
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস ৪/১, পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা ১১০০
একমাত্র পরিবেশক	রাহনুমা প্রকাশনী ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ-০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি ডট কম যোগাযোগ : ১৬২৯৭/০১৫১৯-৫২১৯৭১

মূল্য ঃ ৫০০.০০ (পাঁচশো টাকা মাত্র)

ISBN : 978-984-91119-1-7
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
Web : www.rahnumabd.com

TERBEEYATUS SALIK 3rd Issue
by Mawlana Ashraf Ali Thanovi, Transleted by Mawlana Masudur Rahman
Published by: Rahnuma Prokashoni, Price: Tk. 500.00, US $ 12.00 only.

www.islamfind.wordpress.com

হযরত হাফেজ্জী হুযূর রাহ.-এর খলীফা
আলহাজ্ব আবদুর রশিদ সাহেবের
বাণী ও দুআ

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মাবাদ, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রাহ. বারবার বলতেন যে, হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ. প্রতিটি বিষয়ে বই-পুস্তক লিখে গিয়েছেন। কাজেই নতুন করে বই-পুস্তক লেখার আর কোনো দরকার নেই। যেহেতু তিনি উর্দু, আরবীতে কিতাবাদি লিখেছেন কাজেই সেইগুলি বাংলায় তরজমা করা দরকার। যাতে বাংলা ভাষা-ভাষীদের উপকার হয়। শামসুল হক ফরিদপুরী রাহ. থানভী রাহ.-এর বই-পুস্তক বাংলায় তরজমা করতেন। সফরে ও হযরে তাঁর ব্যাগের মধ্যে সবসময় থানভী রাহ.-এর বই-পুস্তক থাকত। মৌঃ আবদুস সালাম সাহেব থানভী রাহ.-এর মুরীদ ছিলেন। তিনি থানভী রাহ.-এর মাওয়াযের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতেন তাঁর সম্পাদিত 'মাসিক নেয়ামত' পত্রিকায়। তিনি হযরতের মাওয়ায়েয 'আল এবকা' পঁয়ত্রিশ খণ্ড বাংলায় প্রকাশ করেছিলেন।

হাফেজ্জী হুযূর রাহ.-এর খাস কামরায় প্রত্যহ বাদ আছর সমবেত শিক্ষক মণ্ডলী ও ছালেকীনদের মজলিসে থানভী রাহ.-এর 'তারবিয়াতুস সালিক' পড়ে শোনানো হত। আমরা তাতে শরীক হতাম। সফরের সময় হাফেজ্জী হুযূর রাহ. থানভী রাহ.-এর 'কামালাতে আশরাফিয়া' কিতাব সঙ্গে রাখতেন এবং বিভিন্ন মজলিসে পড়ে শোনাতেন। আশরাফ চরিত এবং হযরতের জীবনী গ্রন্থে ইসলাহি চিঠি সন্নিবেশিত দেখে হযরত হাফেজ্জী হুযূর খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন।

www.islamfind.wordpress.com

আমরা খানকায়ে আশরাফিয়ার পক্ষ হতে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, থানভী রাহ.-এর বই-পুস্তক যথাসম্ভব তরজমা করার উদ্যোগ নিব ইনশাআল্লাহ্। ইতিপূর্বে হাফেয মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেবের অনুবাদ 'তারবিয়াতুস সালিক'-এর ১ম ও ২য় খণ্ড হাতে পেয়েছি। এখন তারবিয়াতুস সালিকের ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম অধ্যায়ের অনুবাদ ৩য় খণ্ডে সমাপ্ত দেখে সীমাহীন খুশি ও আনন্দ অনুভব করছি। আমার জীবদ্দশায় তারবিয়াতুস সালিকের অনুবাদ পরিপূর্ণ হওয়ায় মহান প্রভুর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

দুআ করি দয়াময় আমাদের তামান্না পুরা করুন এবং হাফেয মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেবকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন। এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করতে পারায় আল্লাহ তাআলা আপন শান মোতাবেক তাকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন এবং শামসুল হক ফরিদপুরী রাহ.-এর ফয়েয ও বরকত নসীব করুন। আমীন।

(আলহাজ্ব আবদুর রশীদ)
খলীফা, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রাহ.

www.islamfind.wordpress.com

মুখবন্ধ

'তারবিয়াতুস সালিক' (আধ্যাত্মিক পথে সাধনাকারীদের পথপ্রদর্শক) গ্রন্থটি হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ.-এর আত্মশুদ্ধি বিষয়ের এক জীবন্ত-অমর ও অদ্বিতীয় রচনা। বলা যায় এটা তাঁর এক 'জিন্দা কারামাত'। এসলাহ ও আত্মশুদ্ধি বিষয়ে লক্ষ লক্ষ এসলাহ প্রত্যাশী মানুষের হাল ও সাওয়ালের প্রেক্ষিতে বর্ণিত হযরতের তাহকীক (বিশ্লেষণ) ও জবাব। মনোযোগ দিয়ে পড়লে জ্ঞানী ও সতর্ক পাঠক অবশ্যই মানতে বাধ্য হবেন যে, সত্যিই এই কিতাব হযরত থানভী রাহ.-এর সারাজীবনের ইলমী, আমলী, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, মুজাহাদা ও সাধনার সার নির্যাস।

সূচনাকাল থেকেই এই কিতাবের মাধ্যমে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অগণিত মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, হচ্ছেন এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও এই ধারা চলমান থাকবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশে হযরত হাকীমুল উম্মতের অন্যতম প্রধান খলীফা আমাদের শায়খ ও মুর্শিদ, আমীরে শরীয়ত হযরত হাফেজ্জী হুযূর রাহ. তাঁর শায়খের এই কিতাবটির ব্যাপারে এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন যে, উর্দূ জানা প্রত্যেক মুরীদ ও মুজায (খলীফা)-এর জন্যই এটা নিয়মিত পড়া ছিল বাধ্যতামূলক। অন্যান্য অযীফার মতো এটা নিয়মিত পড়াটাও ছিল হযরতের মুতাআল্লিকীনদের জন্য এক বিশেষ হিদায়াত ও নির্দেশনা। আমাদের নূরিয়ার জীবনে হযরতের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন বাদ আসর আসাতিযায়ে কিরাম এবং নূরিয়ার খানকায় অবস্থানরত সকল সালিক এই মুবারক কিতাবের তালীমে শরীক থাকতাম। আফসোস! হযরতের সোহবতে কাটানো কী মধুর ছিল আমাদের নূরিয়ার সেই দিনগুলো!

www.islamfind.wordpress.com

আয় আল্লাহ! আমাদের হযরতের দারাজাত বুলন্দ করুন ও তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমীন।

যা হোক, উর্দূ না জানা বাংলা ভাষার এসলাহ ও আত্মশুদ্ধি-প্রত্যাশী ভাইদের জন্য হযরতের দিলের মধ্যে ছিল বে-কারারী ও তড়প। তিনি ব্যাকুলভাবে চাইতেন যে, এই কিতাবটির বাংলা তরজমা হোক। যেন তারাও এর ফয়েয-বরকত থেকে এর মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি এবং এর বহুমুখী কল্যাণ ও উপকারিতা লাভ করা থেকে মাহরূম না থাকে। হযরতের দিলের সেই ব্যাকুল তামান্না তাঁর জীবনকালে পূরণ না হলেও আমাদের পীরভাই হযরত হাফেজ্জী হুযূর রাহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা আলহাজ্ব আবদুর রশীদ সাহেব হযরতের সেই তামান্না পূরণের উদ্দেশ্যে হযরতের ইন্তেকালের প্রায় ২০ বছর পর অত্যন্ত জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আলহামদুলিল্লাহ! বড়ই আনন্দের বিষয় যে, তাঁর সেই উদ্যোগকে আল্লাহ তাআলা কামিয়াব করেছেন। ইতিমধ্যেই আমাদের নূরিয়ার ছাত্র মাওলানা মাসউদের অনূদিত তারবিয়াতুস সালিকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাঠকদের হাতে পৌঁছে গেছে। তৃতীয় ও শেষ খণ্ডের কাজও পূর্ণ হয়ে গেছে।

আমি দুআ করি, আল্লাহ তাআলা হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ.-এর মূল কিতাবের মতো এই অনুবাদকেও উপকারী ও মাকবূল করে নিন। অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণকারী, অনুবাদক, প্রকাশক-সহ এই মুবারক কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমাদের সকলকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর চলার তাওফীক, ঈমানের সঙ্গে মউত এবং আখিরাতে নাজাত নসীব করেন। আমীন।

(মাওলানা আবদুল হক)
মুহতামিম, জামিয়া ফয়জুর রহমান (রাহ.)
ইমাম ও খতীব, বড় মসজিদ মোমেনশাহী
খলীফা, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রাহ.

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

যিকির ও শোগল-এর বর্ণনা

ইচ্ছার কারণে মৌখিক যিকিরও প্রভাব সৃষ্টি করে---------- ১৭
সুলতানুল আযকারের আলামত---------- ১৮
যিকিরের প্রভাব---------- ৩৪
যিকিরের সময় কান্না চাপলে না ঠেকানো, পরিমাণের
অতিরিক্ত যিকির প্রশংসনীয়---------- ৪৭
যিকিরের মধ্যে একাগ্রতা না হওয়ার চিকিৎসা---------- ৪৭
যে পরিমাণ যিকির সহজে করা সম্ভব সেটাই যথেষ্ট---------- ৪৭
যিকরে খফী---------- ৪৮
স্থায়ী হুযূর অর্জনের পন্থা---------- ৪৯
মৌখিক যিকির---------- ৪৯
অল্প অযীফাও যথেষ্ঠ---------- ৫০
যিকরে খফী ও গায়েবী সালামের জবাব---------- ৫১
যিকির ও শোগল-এর সকল আছর একই কিতাবে কেন নেই? ----- ৫২
তায়াম্মুম করে যিকির---------- ৫২
জুনুবী ব্যক্তির হাত-মুখ ধুয়ে যিকির-শোগল করা---------- ৫৩
সাধারণ মুরীদ উন্নতির পর পূর্বের তাসবীহ-তাহলীল
ত্যাগ করবে না---------- ৫৩
'আল্লাহু নাকি আল্লাহ'---------- ৫৪
তালবীনের হালতে যিকির ও শোগলের পন্থা---------- ৫৪
শোগলের চেয়ে যিকিরের প্রাধান্য---------- ৫৫
একই বৈঠকে সম্পূর্ণ করা উপকারী---------- ৫৬
ক্লান্তির কারণে যিকির কমিয়ে দেওয়া---------- ৫৬
পীরের কল্পনা---------- ৫৬
যিকির ও ইবাদত সীমিত হওয়ার কারণ---------- ৫৭

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

যিকির ও শোগলের উদ্দেশ্যে সম্মিলন---------- ৫৮
মউত ও মা বাদাল মউতের মুরাকাবা---------- ৫৯
ওজরের কারণে যিকির কমানো---------- ৬০
মুরাকাবার তালীম---------- ৬০
কলবী যিকিরের প্রকার---------- ৬১
তাওহীদের মুরাকাবা---------- ৬২
সকল মুরাকাবা চিকিৎসা মাত্র---------- ৬৩
মনে হলেই যিকির---------- ৬৪
কলব জারী হওয়া---------- ৬৪
কলবী যিকিরওয়ালাকে মৌখিক যিকিরও করতে হবে---------- ৬৪
ওজর থাকলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যিকির ক্ষতিকর নয়---------- ৬৫
ব্যস্ত মানুষের দ্বারা যা হয় তাই লাভ---------- ৬৫
মুরাকাবার সময় চোখ বন্ধ করা না করা---------- ৬৫
মৌখিক যিকিরে ক্লান্ত হয়ে গেলে দিলে দিলে ফিকির করবে---------- ৬৫
ধারাবাহিক আমল অল্প হলেও উপকারী---------- ৬৬
পেশাব-পায়খানার এবং স্ত্রী মিলনের সময় মৌখিক যিকির নিষিদ্ধ---- ৬৭
তাহাজ্জুদের পরের যিকির ফজরের পরে করা---------- ৬৭
ইসমে যাত অথবা নফী ইসবাত একই নিঃশ্বাসে কয়েকবার---------- ৬৮
যিকিরের সময় মনের ধ্যান---------- ৬৮
নির্ধারিত পরিমাণের বেশি যিকির করা---------- ৬৮
যিকিরের প্রতি গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির আলামত---------- ৬৮
কুরআন তিলাওয়াতের সময় ধ্যান---------- ৬৯
যিকিরের জন্য এক মজলিস শর্ত নয়---------- ৬৯
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক এলে
পীরের ছবি কল্পনা হওয়া---------- ৬৯
ঘুমের মধ্যে অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে যিকির জারি
থাকা কামাল নয়---------- ৭০
গুনাহ ত্যাগ করা যিকির শোগলের চেয়ে বেশি উত্তম---------- ৭০
অযীফার পরিমাণ এমন হতে হবে যা প্রতিদিন করা সম্ভব---------- ৭১
যিকির ছড়িয়ে পড়ার লক্ষণ---------- ৭২
বিভিন্ন আকৃতি চোখে পড়া মাকসূদ নয়---------- ৭৩

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

যাকেরের জন্য উপার্জনের কাজে লাগা---------- ৭৪
যিকিরের সময় গরমের কারণ---------- ৭৪
যিকরে তাহ্লীল---------- ৭৫
যিকিরের মাঝে জরুরি কথা বলা জায়েয---------- ৭৫
যিকিরের মাঝে বিভিন্ন রং চোখে পড়া---------- ৭৫
মুরাকাবার ব্যাখ্যা ও পদ্ধতি---------- ৭৭
চলতে ফিরতে সঙ্গে তাসবীহ রাখা---------- ৭৭
এশার পরে তাহাজ্জুদের নফল---------- ৭৭
কলব থেকে আল্লাহ আল্লাহর আওয়াজ---------- ৮০
স্বভাব-চরিত্র ঠিক করার পূর্বে যিকির-শোগল উপকারী নয়---------- ৮১
পীরের এজাযত ছাড়া কোনো অযীফা পড়া উচিত নয়---------- ৮১
ছুটে যাওয়া, বাদ পড়া ক্ষতিকর---------- ৮২
পাস-আনফাস চালু রাখা---------- ৮৩
যিকিরের সময় কল্পনা---------- ৮৪
জেহরী ও খফী যিকির, রিয়া এবং পীরের কল্পনা---------- ৮৫
যিকিরের মাঝে জর্দা দেওয়া পান ক্ষতিকর নয়---------- ৮৬
যিকিরের সঙ্গে তাসবীহের দানার মিল জরুরি নয়---------- ৮৬
যিকিরের নূর দেখার আকাঙ্ক্ষা ক্ষতিকর---------- ৮৬
আল্লাহু বলার ক্ষেত্রে কোনো বৈশিষ্ট্য জরুরি নয়---------- ৮৮
সফরের মধ্যে অযু ছাড়া বা তায়াম্মুম করে যিকির করলেও যথেষ্ট--- ৮৮
প্রাথমিক সালিক বা মুবতাদীর জন্য তিলাওয়াত, দুরূদ
ইত্যাদির চেয়ে অধিক যিকির বেশি উপকারী---------- ৮৯
অযীফার মোট পরিমাণ পূর্ণ হওয়া জরুরি কোনো একটিতে
কমবেশ হতে পারে---------- ৮৯
যিকির ও নামাযের মধ্যে কল্পনার অবস্থা ---------- ৯০
যিকিরের মধ্যে মাথায় ঝাঁকি মারা, মাথরাজে জোর দেওয়া--------- ৯০
জেহরী যিকিরের মধ্যে যরবের কোনো খাস তরীকা নেই---------- ৯১
লতীফা ও লাতায়েফের শর্ত ছাড়া যিকির---------- ৯১
'কাশফে আনওয়ার' ভ্রুক্ষেপ যোগ্য নয়---------- ৯১
প্রচুর যিকিরের ক্ষেত্রে গণনা জরুরি নয়---------- ৯২
কুরআন তিলাওয়াতের সময় কল্পনা---------- ৯২

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

পড়ানো এবং যিকির এক সঙ্গে সম্ভব---------- ৯২
অযীফা না পড়ালে পার্থিব কর্মকাণ্ডে মন লাগার রহস্য---------- ৯৪
ছুটে যাওয়ার মধ্যে অনেক উপকারিতা---------- ৯৬
আওরাদ (অযীফা) যতটুকু হয় নিয়ামত মনে করতে হবে---------- ৯৬
মৌখিক যিকিরে গাফলতের এলাজ---------- ৯৭
পীরের কল্পনা করা বিপদজনক---------- ৯৭
বলার চিন্তা করাটাও বলার কাছাকাছি---------- ৯৭
আল্লাহর ওলী হওয়া শুধু অযীফাতে সীমিত নয়---------- ৯৭
আছারে যিকির---------- ৯৯
আলিমের অযীফা সাধারণ কাউকে শুরু করানোর পর
অকারণে ছাড়ানো উচিত নয়---------- ১০২
যিকিরের সময় ধ্যান---------- ১০২
যিকিরের মধ্যে কল্পনাশক্তির প্রভাব বিস্তার---------- ১০৬
যিকিরের আনওয়ার---------- ১০৬
যিকিরের সময় জোশ ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণ---------- ১০৬
লাতায়েফ সম্পর্কে বিশ্লেষণ---------- ১০৭
তারবিয়াতুস সালিক পূর্বের খণ্ড থেকে প্রশ্ন-উত্তরের উদ্ধৃতি---------- ১০৯
আল্লাহর যাতের ধ্যান---------- ১১০
যিকরে জলী ও যিকরে খফী---------- ১১১
জলী যিকিরের সীমা---------- ১১১
পীরের সঙ্গে কলবের সম্পর্ক---------- ১১২
যিকিরে বসার পদ্ধতি---------- ১১২
ইস্তেগফার বেশি বেশি---------- ১১২
সুলতানুল আযকার ও তারবিয়াতুস সালিক পড়া---------- ১১৩
হিযবুল বাহার পড়ার উপর অন্যান্য অযীফার প্রাধান্য---------- ১১৪
দুর্বলতার কারণে ছুটলে যেসব লাভ---------- ১১৪
যিকিরের মুহাব্বত---------- ১১৫
যিকিরে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে---------- ১১৫
কলবী যিকিরের উপর মৌখিক যিকিরের প্রাধান্য---------- ১১৬
যিকরে লিসানী---------- ১১৭
হাতে তাসবীহ রেখে যিকির করা---------- ১১৮

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

যাকেরের উচিত নামাযীর প্রতি লক্ষ্য রাখা---------- ১১৮
স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে যিকির করা---------- ১১৮
গণনা করা ও না করার পার্থক্য---------- ১১৯
যিকিরের সময় বুযুর্গদের আকৃতি দেখা---------- ১১৯
নিয়মিত ও ধারাবাহিক যিকির আবশ্যক---------- ১২০
মসজিদে শয়নকারীর সুবিধা বিবেচনা করা---------- ১২০
যিকিরের মধ্যে নিঃশ্বাস নেওয়া---------- ১২০
পীরের ধ্যান বর্জন করা পছন্দনীয়---------- ১২১
পীরের কল্পনা ও ধ্যান---------- ১২২
নামাযের মধ্যে ধ্যান---------- ১২৩
অযীফার বাধ্যবাধকতা সহনীয় পরিমাণে---------- ১২৫
বাড়িতে নিয়মিত যিকির করার প্রতি উৎসাহ---------- ১২৬
শওকে যিকির---------- ১২৮
যিকিরের জন্য সময় অথবা পরিমাণ নির্ধারণী জরুরি---------- ১২৯
যিকিরের আছর ও প্রভাব---------- ১২৯
লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহ আল্লাহ যিকিরের পার্থক্য---------১৩৯
লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহর যিকিরে অনুপস্থিতির ধারণা---------- ১৪০
যিকিরের মাঝে স্ত্রী-বিয়োগের ব্যথা শামিল হওয়া---------- ১৪১
যিকিরের মধ্যে রিয়ার এলাজ---------- ১৪১
যিকিরের সময় অস্থিরতার এলাজ---------- ১৪২
অধিক যিকিরের চেয়ে অধিক তিলাওয়াতের প্রাধান্য---------- ১৪৩
মৌখিক যিকির---------- ১৪৩
ঘুমের মধ্যে যিকিরে কলবী---------- ১৪৪
আনওয়ারে যিকির---------- ১৪৪
মুরাকাবার মধ্যে কুকুর ও সাপ দেখতে পাই---------- ১৪৫
মুরাকাবার মধ্যে লাতায়েফের আনওয়ার দেখা---------- ১৪৫
কোনো ধ্যান ও কল্পনা ছাড়া যিকির---------- ১৪৭
শোগলে খুব স্বাদ পাওয়া---------- ১৪৭
যিকিরের মধ্যে ঘুম আসা---------- ১৪৭
এশার নামাযের পূর্বে অযীফা পড়া---------- ১৪৮
মৌখিক যিকির এবং নফল নামাযে বেশি মনোনিবেশের রহস্য----- ১৪৮

www.islamfind.wordpress.com

যিকিরের সময় কল্পনা ও ধ্যান---------- ১৪৯
খেলাফতপ্রাপ্ত একজনের চিঠি ও জবাব---------- ১৪৯
কুরআন তিলাওয়াতের সময় ধ্যান এবং কামপূর্ণ নজরের এলাজ---- ১৫১
জেহরী যিকিরকারী দলে শামিল হওয়া---------- ১৫২
অযীফার সময় চোখ বন্ধ করা---------- ১৫৩
শুয়ে শুয়ে দুরূদ পড়া---------- ১৫৩
আযানের সময় যিকির---------- ১৫৩
যিকিরের সময় মেহমান এলে---------- ১৫৩
বা-অযূ যিকির করা---------- ১৫৩
সময়মতো যিকির করা---------- ১৫৪
যিকিরের প্রতি ভালোবাসা---------- ১৫৪
বুযুর্গদের মাজারের কাছে মুরাকাবা---------- ১৫৪
পায়চারি করে যিকির করা---------- ১৫৬
অযীফার জন্য 'এযাজত'-এর ব্যাখ্যা---------- ১৫৬
যিকিরের পর বিশ্রাম---------- ১৫৬
হায়েযের সময়ে কলবী তিলাওয়াত---------- ১৫৭
প্রাথমিক মুরীদের জন্য মন লাগে যেটাতে সেটাই উপকারী--------- ১৫৭
যিকিরের মাঝে আযানের জবাব দেওয়া---------- ১৫৮
বর্ণিত দুআ দুরূদের উপর অবর্ণিত-এর সাময়িক প্রাধান্যের হিকমত- ১৫৮
দুআ ও প্রার্থনার ফলাফল---------- ১৫৯
কয়েকদিনের জন্য অযীফা বাড়ানো দাওয়ামের পরিপন্থী নয়------- ১৫৯
তিলাওয়াতের আধিক্য---------- ১৬০
নিয়তের মুযাকারা---------- ১৬০
কলবের মধ্যে আল্লাহর যিকির স্থায়ী না হওয়া---------- ১৬১

৭ম অধ্যায়

স্বপ্ন ও কাশ্‌ফ-এর বর্ণনা---------- ১৬২
প্রত্যেক স্বপ্নই মনোযোগের উপযুক্ত নয়---------- ২০৮

বিশেষ স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা

আল মাহফূযুল কাবীর মিনাল হাফিযিছ ছাগীর---------- ২৩০
তাবীর বা স্বপ্নের ব্যাখ্যা---------- ২৩৬

আল মাহফূযুল কাবীরওয়ালার দুটো স্বপ্ন---------- ২৪১
আলমে মেছালের কাশ্‌ফ (রূপকজগতের অবস্থা উন্মোচন)--------- ২৮৬
কাশ্‌ফে আনওয়ার (নূরের উন্মোচন) দ্রূক্ষেপযোগ্য নয়---------- ২৯২
কাশ্‌ফ হয় অভ্যান্তরীণ অনুভূতি দ্বারা---------- ২৯২

অষ্টম অধ্যায়

ওয়াসাবেস এবং খেয়ালাতের বর্ণনা

ওয়াসাবেসের উপকারিতা এবং চিকিৎসা---------- ২৯৪
ঐ ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা স্বীকার---------- ২৯৬
ইশ্‌ক ও প্রেমের ওয়াস্‌ওয়াসা এবং এলাজ ও চিকিৎসা---------- ৩০৪
একাগ্রতা পছন্দ হওয়া---------- ৩২২
উক্ত জবাবের প্রতিক্রিয়া---------- ৩৫৪
তাকদীসুল কুদসী---------- ৩৫৭

'তাকদীসুল কুদসী'-এর পরিশিষ্ট

একই লেখকের পরের চিঠি ও তার জবাব---------- ৩৬৫
কুরআন তিলাওয়াতে একাগ্রতা না থাকা---------- ৩৭৪
নামাযের মধ্যে খেয়াল আসা---------- ৩৭৪
যিকিরের সময় ওয়াস্‌ওয়াসা আসা---------- ৩৭৫
রিয়া বা লোক দেখানোর সন্দেহ---------- ৩৭৫
রিয়া ও উজব-এর সন্দেহ---------- ৩৭৫
অকৃতজ্ঞতার ওয়াস্‌ওয়াসা---------- ৩৭৬
উজব-এর ওয়াস্‌ওয়াসা---------- ৩৭৬
নামাযের মধ্যে কলবের বিক্ষিপ্ততা---------- ৩৭৭

নবম অধ্যায়

বিবিধ বিষয়ের বর্ণনা

বেতন গ্রহণের যৌক্তিকতা---------- ৩৮৩
ওলীদের মাযার যিয়ারতের দ্বারা উপকারের আশা---------- ৩৮৪
তীব্র প্রয়োজনে পেশাব দ্বারা বাহ্যিক চিকিৎসা---------- ৩৮৪
মুশাহাদা ও মুআয়ানা-এর সংজ্ঞা---------- ৩৮৫
সময়সূচী তৈরির শিক্ষা---------- ৩৮৫

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

'তাবলীগে দীন' কিতাবে অতিরঞ্জন---------- ৩৮৭
সহজে পরিশোধযোগ্য ঋণ গ্রহণে সমস্যা নেই---------- ৩৮৭
গানের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত নয়---------- ৩৮৮
ঋণ পরিশোধ করার দৃঢ় সংকল্পটাই আখেরাতের
বিচারে পরিশোধতুল্য---------- ৩৮৮
গায়েব এবং মুশাহাদার মধ্যে পার্থক্য---------- ৩৮৮
ঋণ পরিশোধ করা উচিত---------- ৩৮৯
তাবিজ কবজ-এর হুকুম---------- ৩৮৯
প্রেম ও বশীকরণের তাবিজ করা বৈধ নয়---------- ৩৯০
বিভিন্ন স্বভাবের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য---------- ৩৯০
এহ্ইয়াউল উলূম পড়া কোনো কোনো ব্যক্তির জন্য উপকারী নয়--- ৩৯১
ইসালে স্াওয়াব---------- ৩৯২
মতভেদপূর্ণ মাসায়েলে আমলের পদ্ধতি---------- ৩৯২
সুন্নাতে মুআক্কাদাও ফরযের অন্তর্ভুক্ত---------- ৩৯২
মাদরাসা থেকে বেতন চাওয়া লজ্জার ব্যাপার নয়---------- ৩৯৩
পর্দার তাগিদ---------- ৩৯৩
রুজি-রোজগারের উন্নতির অযীফা---------- ৩৯৪
ইচ্ছামতো চলা নিষেধ এবং শেষ রাতে জাগার তদবীর---------- ৩৯৪
কুরআনের হাফেযদের আদব কুরআনের মতো নয়---------- ৩৯৫
মস্তিষ্ক ও কল্পনা শক্তির হস্তক্ষেপ---------- ৩৯৬
'গায়রুল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক' এর ব্যাখ্যা---------- ৩৯৭
ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা---------- ৩৯৭
ভিক্ষা চাওয়া এবং ভিক্ষুককে ধমকানো নিষেধ -এর কারণ-------- ৩৯৭
একইসঙ্গে এবং ভিন্ন ভিন্নভাবে দান করা---------- ৩৯৮
রওযা মুবারকের ছবিতে চুমু দেওয়া সুন্নাতের খেলাফ---------- ৩৯৮
ইশ্ক ও আফিয়াত (ঝামেলা মুক্তি) একত্র হওয়া সম্ভব নয়-------- ৩৯৯
মনের ভাব প্রকাশে অক্ষমতা---------- ৪০০
কারও উপকার-অপকার নিয়ে মুবতাদীর মাথা না
ঘামানোর ব্যাখ্যা---------- ৪০০
তরীকত সম্পর্কে অজ্ঞতার এলাজ---------- ৪০১
দৃষ্টিশক্তি অটুট রাখার আমল---------- ৪০১

www.islamfind.wordpress.com

মৃত ব্যক্তিদের থেকে উপকৃত হওয়া---------- ৪০২
ব্যাপক দুআ ছাড়া বিশেষ বিশেষ দুআর হিকমত---------- ৪০৩
মসজিদের মধ্যে ঘুমানো---------- ৪০৩
নফল নামাযে সূরা ওয়াকিয়া ঈসালে সাওয়াব এবং অভাব
দূর করার নিয়তে পড়া---------- ৪০৪
রচনা ও অনুবাদ কাজ করার জন্য সালিকের প্রতি শর্ত---------- ৪০৪
রোযার গায়রে ওয়াজিব ফিদ্‌য়ার আকারে যাকাত আদায় করা----- ৪০৫
সম্পদ সংরক্ষণ ও হেফাজত করা ইবাদত---------- ৪০৫
'মাজযুব'-এর সঙ্গে আচরণ---------- ৪০৭
আসবাব-উপকরণের দিকে নিসবতের হিকমত---------- ৪১০
ঈসালে সাওয়াব---------- ৪১২
(মুবতাদীর জন্য) এখতিয়ারী গুনাহ এবং গায়রে এখতিয়ারী
বিষয় একই রকম---------- ৪১২
এশ্‌রাকে নফ্‌স ছাড়া 'হাদিয়া' গ্রহণ করা---------- ৪১৩
'মান্ আরাফা নফসাহু ফকাদ আরাফা রব্বাহু'-এর ব্যাখ্যা-------- ৪১৪
মুজাদ্দিদে আলফেসানী রাহ.-এর মাকতুবাতের একটি
বক্তব্যে সন্দেহের জবাব---------- ৪১৫

পরিশিষ্ট– প্রথম অধ্যায়

বাইয়াত হওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া ক্ষতিকর---------- ৪১৭
রূহে তরীক বা তরীকতের প্রাণ---------- ৪১৭
পীরের কাছে হালত জানানোর পদ্ধতি---------- ৪১৮
শায়খ বা পীর জরুরি কেন? ---------- ৪১৯

পরিশিষ্ট– তৃতীয় অধ্যায়

গুনাহের চাহিদা হওয়ার এলাজ---------- ৪২১
রাগ-ক্রোধের এলাজ---------- ৪২৩
কিবির ও অহঙ্কারের চিকিৎসা---------- ৪২৪
'সম্পদের মোহ'-এর ওয়াস্‌ওয়াসার এলাজ---------- ৪২৬
বিভিন্ন ওয়াস্‌ওয়াসার এলাজ এবং দুআর হাকীকত---------- ৪২৮

www.islamfind.wordpress.com

ষষ্ঠ অধ্যায়
যিকির ও শোগল-এর বর্ণনা

ইচ্ছার কারণে মৌখিক যিকিরও প্রভাব সৃষ্টি করে

হালঃ ফজরের পূর্বে বার তাসবীহ আর ফজরের পর তের হাজার ইসমে যাত (আল্লাহ আল্লাহ যিকির) এরপর কুরআন মাজীদ মুখস্ত করা তারপর ছাত্রদের কিছু নাহু ছরফের কিতাব পড়ানো। যোহরের নামাযের পর বার হাজার ইসমে আযম যিকির এরপর বুখারী শরীফের মুতাআলা এরপর রাতে আবার কখনো কখনো দিনেও বড়পীর সাহেবের 'ফতুহুল গায়েব' মুতাআলা করা। মোটামুটি এই হল আমার সময়সূচী এবং অযীফার সূচী। তবে কোনো আমলেই মনোযোগ নেই। তাই মনে পড়ে নীচের এই পঙক্তির কথা।

بر زبان تسبیح ودردل گاؤ وخر - ایں چنیں تسبیح کے دارد اثر

মুখে মুখে আল্লাহ-খোদা দিলে ভরা গাঁই ও গাধা
লাভ কী রে তোর এই যিকিরে বল রে গাঁধা!

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ জানেন কার রচনা এই পঙক্তি! অভিজ্ঞতা বলে যে, এই ধরনের যিকির ও তাসবীহের মধ্যেও প্রভাব আছে। আছর আছে। তবে শর্ত হল, ইচ্ছা থাকতে হবে তাৎক্ষণিক আছরের (অর্থাৎ খুশূর) এবং ভবিষ্যত আছরের (অর্থাৎ সাওয়াব ও সন্তুষ্টির)। এ-ধরনের কোনো আছর বা প্রভাবের ইচ্ছাই যদি না থাকে তাহলে–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

(সকল আমলের সাওয়াব ও প্রভাব নিয়তের উপর নির্ভরশীল)

www.islamfind.wordpress.com

হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়, ঐ পঙক্তি ঠিক আছে। কিন্তু আপনি তো ইচ্ছা ও নিয়তবিহীন যিকির ও তাসবীহ পড়া থেকে নিরাপদ আছেন। পেরেশান হওয়ার তো কিছু নেই।

সুলতানুল আযকারের আলামত

হালঃ নামায পড়ার সময় বিশেষত মাগরিব নামাযে প্রায়ই এমন ঘটে থাকে যে, التحيات (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ার সময় দিল থেকে এক ধরনের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং শরীর কাঁপতে থাকে। এই অবস্থায় বেশিরভাগ সময় কলবের মধ্যে যিকির জারি হয়ে যায়। মাঝে মাঝে যবানেও জেহরী যিকির (উচ্চ আওয়াজে) চালু হয়ে যায়। দিলের মধ্যে এই ধরনের আকর্ষণ পয়দা হওয়ার ঘটনা প্রায় প্রায়ই ঘটে।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। এটা গালাবায়ে যিকিরের আছর অর্থাৎ সার্বক্ষণিক যিকিরের আলামত; যাকে পরিভাষায় 'সুলতানুল আযকার' বলা হয়। নামাযের মধ্যে এই হালত প্রকাশ পাওয়াতে বোঝা যাচ্ছে নামাযের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ মুনাসাবাত (সম্পর্ক) হয়ে গেছে। যবানে জেহরী যিকির জারি হয়ে যাওয়ার কাইফিয়াত প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয়। মাহমূদাহ ও মাকবূলাহ। আল্লাহ তাআলা বরকত ও ইস্তেকামাত দান করুন।

হালঃ মুরাকাবা মাঝে মাঝেই ছুটে যায়। কারণ অধমের ক্লাশে পড়ানোর ব্যস্ততা বেড়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ ব্যথিত ও চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। পড়ানোও একটি ইবাদত। মুরাকাবা ও পড়ানো দুটো কাজেরই লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। অবশ্য অল্পসময়ের জন্য হলেও যদি সেটাও (মুরাকাবা) করে নেওয়া যায় তাহলে সেটাই হবে অধিক কল্যাণকর এবং অধিক সঙ্গত।

হালঃ হুযূরের অনুমতিতে 'জেহের' (আওয়াজ)-এর সঙ্গে দুই যরবী যিকির মাঝে মাঝে করি। এই যিকির করার সময় যবান (মুখের ভেতরে) মিষ্টি হয়ে যায় এবং খুব স্বাদ ও মজা পাই।

বিশ্লেষণঃ যবান মিষ্টি হয়ে যাওয়া যাকের (যিকিরকারী)-এর মধ্যে যিকিরের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার লক্ষণ। হাদীস শরীফে যে কথাটির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে–

www.islamfind.wordpress.com

فِيْ لَحْمِيْ نُوْرًا وَ فِيْ شَعْرِيْ نُوْرًا وَ فِيْ عَصَبِيْ نُوْرًا وَ فِيْ دَمِيْ... الخ

অর্থ– (হে আল্লাহ! তুমি নূর দান কর) ...আমার গোস্তের মধ্যে এবং আমার চুলের মধ্যে, নূর দান কর আমার রক্তের মধ্যে এবং আমার শিরার মধ্যে...।

এটাও সুলতানুয যিকিরের একটা প্রভাব।

হালঃ একবার যিকির করার সময় এমন অবস্থা দেখা গেল যে, আসমান থেকে আমার প্রতি আলোকরশ্মি হতে থাকল। পুরা মসজিদ তাতে আলোকিত হয়ে গেল। একই রকম আলো পিছনের দিক থেকেও হল। রাতে ঘুমের মধ্যে পুরা শরীরের উপর অথবা অর্ধ-শরীরের উপর অথবা দুই চোখের উপর বেশিরভাগ সময় আলোর মতো হতে থাকল।

বিশ্লেষণঃ এই আলোকরশ্মি অন্য কিছু নয়, যিকিরের আনওয়ার (নূর) থেকে এক প্রকার নূর। মুবারক হোক। এই ব্যাপারটি কারও কাছেই বলবেন না এবং কখনোই যিকির বাদ দেবেন না ওজর ছাড়া। এই বিষয়টিকে কোনো কামাল মনে করবেন না। নিজেকে বুযুর্গ এবং ঐ বিষয়টিকে বুযুর্গী ভাববেন না। তবে ওইটাকে নিয়ামত মনে করে শোকর আদায় করবেন এবং সবসময় নিজের হালত জানাতে থাকবেন। কঠোরভাবে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ মেনে চলবেন। এটা না করলে ওইসব নূর-আনওয়ার একেবারেই কোনো কাজে আসবে না।

হালঃ রাতের হালত- মুরাকাবার হালতে ঘুমের মতো অবস্থা তৈরি হয়ে এক রাতে এমন হল যে, যেন কেউ আযানের শেষ কালিমা লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ খুব জোরে আমার কানে বলল। যাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক; পবিত্র জগতের সঙ্গে সংযোগ ও সম্পর্কের লক্ষণ।

হালঃ ইতিপূর্বেও একই হালতে অর্থাৎ মুরাকাবা করার সময় ঘুমের ভাব হওয়ার পর উচ্চস্বরে يَاحَيُّ কানে এল এবং আমি সচকিত হলাম।

বিশ্লেষণঃ পবিত্র জগতের সঙ্গে সংযোগ ও সম্পর্কের লক্ষণ।

হালঃ মুরাকাবার হালতে একেবারে পূর্ণ জাগ্রত অবস্থাতে কল্পনা হতে থাকে যে, যেন দুইটি আলো আমার কলবের বাম দিকে অবতরণ করে। ধীরে ধীরে

www.islamfind.wordpress.com

সারা শরীর পাথরের মতো ভারী হয়ে যায়। যা সহ্য করা কঠিন। এক সময় এই অবস্থা দূর হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ ওইগুলো 'ইলম' (অহীর জ্ঞান)-এর নূর। যা আহরিত 'নবুওয়াতের প্রদীপ' থেকে। আর 'ভারী হয়ে যাওয়া' উৎসরিত 'অহী'র ওজন ও ভারত্ব থেকে।

হালঃ দিনের হালত- সুলতানুল আযকারের মুরাকাবায় বেশিরভাগ সময় মনে হয় যেন সারা দেহে তুলাধোনা হচ্ছে (অর্থাৎ দেহের মধ্যে কষ্ট হয়) যা দূর হতে অনেক সময় লাগে।

বিশ্লেষণঃ সুলতানুয যিকিরের আছর। 'তুলাধোনা'র ঐ প্রতীকী আকৃতিতেই যিকির সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে।

হালঃ রাতের বেলা যেন ধীরে ধীরে আলো হতে লাগল এবং সেই আলোতে স্পষ্টভাবে শরীর দেখতে পেলাম।

বিশ্লেষণঃ এগুলো 'আনওয়ারে লাতায়েফ' অর্থাৎ লতীফাসমূহের নূর।

***

হালঃ দিনের বেলা 'সুলতানুল আযকার'-এর মুরাকাবা করতে করতে ঘুমের ভাব তৈরি হওয়ার পর দেখলাম, একটি আলো সারা শরীরকে আলোকিত করে দিল। কয়েকদিন নিজেকে পোশাক পরা দেখতে পেলাম। কিন্তু একদিন হঠাৎ ঐ একই হালতে একই রকম আলোতে নিজেকে সম্পূর্ণ পোশাকমুক্ত উলঙ্গরূপে কল্পনায় এল।

বিশ্লেষণঃ ঐ আলো ছিল 'রূহ'-এর রূপক প্রতিকৃতি। পোশাক তার ইহলৌকিক সম্পর্ক আর উলঙ্গ দেখা তার আদি ও আসল রূপ। রূহের দুটো অবস্থাই আপনার মুরাকাবাতে ফুটে উঠেছে।

হালঃ সারা দেহে কখনো তুলাধোনার মতো আওয়াজ অনুভূত হত।

বিশ্লেষণঃ এ-আওয়াজ শিরার মধ্যে রক্ত প্রবাহের আওয়াজ, যা প্রচুর যিকিরের কারণে খিয়াল বা কল্পনায় ধরা দিয়েছে। এটা সুলতানুল আযকারের আছর।

হালঃ এমন মনে হয় যে, কুরআন মাজীদ যেন আমার দৃষ্টির সামনে আছে, আমি যেন সেখান থেকে দেখে দেখে পড়ছি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এটা আপনার বাতেন (অন্তরের অবস্থা) দীনের রঙে রঙ্গিন হওয়ার আলামত বোঝায়।

হালঃ রাতের মুরাকাবায় ঘুমের ভাব তৈরি হওয়ার পর দেখি কী যে, আমি একটি জায়নামাযে নামায আদায় করছি। নামাযের মধ্যে ভুল হয়ে গেছে। ফলে সেই নামায পুনরায় আদায় করছি। আপনিও অন্য একটি জায়নামাযে বসে তাসবীহ আদায় করছেন। আপনার মাথায় সাদা পাগড়ি। আমার পেছনেও অনেক মানুষ তাসবীহ হাতে নিয়ে তিলাওয়াত করছেন। সকলের হাতেই নতুন তাসবীহ।

বিশ্লেষণঃ এটা বাতেনী ফায়েদা ও এফাদা (কল্যাণ করা)-এর আকৃতি।

জনৈক 'যাকের খলীফা' কিছু প্রশ্ন করেছিলেন মৌখিক। হযরত যার জবাবও দিয়েছিলেন মৌখিক। হযরতের দরবার থেকে ফেরার পর প্রশ্ন ও উত্তরগুলো তিনি নিজ ভাষায় লিখে রাখেন। এখানে সেগুলো তুলে ধরা হল–

প্রশ্নঃ হযরত কেবলার কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, 'সুলতানুল আযকার'-এর মাঝে আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেছে, এটা কিসের আওয়াজ?

জবাবঃ হযরত জবাব দিয়েছেন যে, এই আওয়াজ ঊর্ধ্ব জগতের হতে পারে আবার এই নশ্বর জগতেরও হতে পারে, যেখানের আওয়াজই হোক এটা মাহমূদ বা প্রশংসনীয়। এই ক্ষেত্রে হযরত বলেন যে, কিছু কিছু জাহেল সূফী বলে থাকেন— 'এরূপ অবস্থায় যাকের যে আওয়াজ শুনে থাকে তা আল্লাহ তাআলার আওয়াজ' এ-কথা একেবারেই ঠিক নয়। কেননা বিশ্লেষকদের (মুহাক্কিকীন) বিশ্লেষণে প্রমাণিত যে, আল্লাহর কথার না আওয়াজ প্রকাশ পায়, না আলফায (শব্দ)। যা হোক যাকের যে আওয়াজ শুনতে পায়, সেটা মাখলূক। এদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিৎ নয়। যিকিরের সময় আসল উদ্দেশ্য ইবাদত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি।

প্রশ্নঃ জিজ্ঞাসা করা হল যে, পাস-আনফাসের হালতে ভীষণ ঘুম চেপে গেল, স্বপ্নের মতো এক অবস্থায় দেখা গেল যে, নিজের দেহ একটি মৃত লাশে পরিণত হয়ে গেল।

জবাবঃ জবাব দিলেন– আসল মাকসূদের ক্ষেত্রে এটাও প্রশংসনীয় এবং 'ফানা'-এর একটি আছর। আবার বললেন যে, 'ফানা' দুই প্রকারের হয়।

www.islamfind.wordpress.com

এক- ফানায়ে যাত। দুই- ফানায়ে ছিফাত। ফানায়ে ছিফাত অর্থাৎ গযব (রাগ), হাসাদ (হিংসা), কিনা ও বুগ্য (বিদ্বেষ) বিলুপ্ত (বা নির্মূল) হয়ে যাওয়া। আর ফানায়ে যাত অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বের ব্যাপারে অনাগ্রহী ও অমনোযোগী হওয়া এবং নিজেকে মরা লাশ দেখা...

এরপর হযরত আরও কিছু কথা বলেন যা আমি ভুলে গেছি।

হুযূরের কাছে ১৩৩২হি. ১১ই মুহাররম বুধবার রাতে স্বপ্নের তাবীর জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সমূদ্রের তীরে একটি গাছ এবং সেই গাছে নিজেকে বসা দেখা গেল। মেহেন্দির গন্ধ পাওয়া যায় কখনো কামরার মধ্যে কখনো মসজিদের মধ্যে। সুলতানুল আযকারের মধ্যে কখনো কখনো পাখির সূরত দেখতে পাই আবার কখনো ময়ূরের আওয়াজ শোনা যায়।

জবাবে হুযূর কেবল ইরশাদ করলেন- মেহেন্দির গন্ধ মনে হয় আলমে বরযখের বৃহের গন্ধ। এটাও ভালো। আর পাখির সূরত উর্ধ্বজগত অথবা এই নশ্বরজগতের হতে পারে। দেমাগ বা মস্তিষ্কের কারসাজির কারণে উভয় জগতেরই হওয়া সম্ভব। যেহেতু একাগ্রতা সৃষ্টি করছে, সেহেতু উভয় অবস্থাতেই প্রশংসনীয়। আপনার স্বপ্ন মুবারক স্বপ্ন এবং গাছটিও উত্তম গাছ।

১৬ মুহাররম ১৩৩২ হি. মঙ্গলবার রাতে হযরতকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সুলতানুল আযকারের সময় নিজের দেহকে ছোট মনে হল এবং খুব স্বাদ অনুভব হল।

জবাবে তিনি বললেন- এটা যিকিরের আছর। ইনশাআল্লাহ উপকার হবে।

১৩৩২ হি. ২০ মুহাররম, হুযূরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, 'সুলতানুল আযকার'-এর মাঝে দেহের শিরার মধ্যে নড়াচড়া বুঝা যায়।

হুযূর জবাব দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর শোকর যিকিরের দ্বারা উপকার হচ্ছে। এটা কলবের একাগ্রতার আলামত। অন্তরের মনোযোগ ও মনোনিবেশের প্রমাণ। এটা মাকদুদ ও কাম্য বিষয়। চিন্তার কিছু নেই। ভালো।

শনিবার ২৮ মুহাররম জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল বুকের মধ্যে নড়াচড়া বুঝা যাচ্ছে। এটা কী?

আমাদের মুর্শিদ হযরত কেবলা বললেন- আল্লাহর শোকর এটা সুলতানুল আযকার-এর আছর।

www.islamfind.wordpress.com

একই দিনে একটি স্বপ্নের বিবরণ হযরতের কাছে পেশ করা হল যে, একদল বুযুর্গ দেখলাম, হযরত গঙ্গুহী রাহ. সেই মজলিসের মধ্যমনি হিসাবে বসা ছিলেন। সেই বুযুর্গদের একজন আমাকে বললেন, তোমার লক্ষ্য-টার্গেট বাতাস।

হযরত কেবলা বললেন– এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এলহাম হয়েছে যে, তিনি বাতাসের মতো। মানুষের অনুভূতিতে আসেন না। এমন কি তিনি কারোর লভিত (অর্জিত) হয়ে যাওয়ার পরও মানুষের অনুভব-অনুভূতিতে আসবেন না। ইনশাআল্লাহ আপনার উপকার হবে।

২রা ছফর হযরতকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল– বুকের মধ্যে কয়েক স্থানে নড়াচড়া অনুভূত হয়। শুনে হযরত বললেন– আসল নড়াচড়াটা হয় লতীফায়ে কলবের মধ্যে, কিন্তু অন্যান্য অঙ্গও যেহেতু তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এ-কারণে সেগুলোরও নড়াচড়া বোঝা যাচ্ছে। এটাও মাহমুদ বা প্রশংসনীয়। এরপর হযরত আরও কিছু কথা বললেন যা নির্বুদ্ধিতার কারণে বুঝতে পারি নি।

৬ই ছফর, মাগরিবের সময় হযরতকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, 'হাবসে দম' (দম বন্ধ করে যিকির) ছাড়াও অধমের রগ ও বুক নড়াচড়া করছে বলে মনে হয়। হুযূরকে একটি স্বপ্নের কথাও বলা হয়েছিল যে, এই মসজিদেই হুযূর পূর্বমুখী হয়ে বসেছিলেন, অধম দক্ষিণ দিক থেকে হুযূরের কাছাকাছি বসা ছিলাম নিজের কিছু হাল জানানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু পেটে অতিরিক্ত বায়ূর কারণে সব কথা বলে শেষ করতে পারলাম না। এরপর নিজেকে মাটির উপর মাত্র চার আঙ্গুল পরিমাণ দেখতে পেলাম।

হুযূর বললেন– আলহামদুলিল্লাহ! আপনার যিকির রগের ভেতর আছর করছে। এটা ভালো। আর স্বপ্নের মধ্যে সূক্ষ্ম রূহকে সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র আকৃতিতে দেখা গেছে। এরপর আরও কিছু কথা ছিল যা ভুলে গেছি।

১২ই ছফর হুযূরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সুলতানুল আযকারের মাঝে হুযূরের ছবি দেখতে পেলাম। অন্য একটি স্বপ্নের কথা হুযূরকে জানালাম যে, একটি পাকা বিল্ডিং-এর মাদরাসার পাশে একটি বড় পুকুর, যা পানিতে একেবারে ভরপুর। অধম সেই পুকুরে গোসল করে সাঁতার কাটছে।

হুযূর বললেন– পীরের ছবি দেখা সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। আর পানিকে মাশায়েখ উলামা বলেন 'অদৃশ্যজগত' (আলমে গায়েব)-এর আলামত।

www.islamfind.wordpress.com

এটাও মুবারক স্বপ্ন। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন-حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (তাদেরকে জলে ও স্থলে চলাচলের বাহন দান করেছি।) উলামা মাশায়েখের কাছে 'স্থল' হল দৃশ্যজগত আর 'জল' মানে অদৃশ্যজগত। এটা তাফসীর নয়। উলামা মাশায়েখের তাবীর। এরপর আরও কিছু কথা বলে দুআ করলেন।

২১ ছফর সোমবার হুযূরকে জিজ্ঞাসা করা হল 'সুলতানুল আযকার' আমলের মাঝে কিছুটা 'কালো' মনে হল।

তিনি বললেন– ওইটা লতীফা 'খফী' বা আখফা'র নূর।

২৭ ছফর শনিবার, হযরতকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সুলতানুল আযকার-এর মাঝে নিজের শরীর নড়াচড়া করতে থাকে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে পড়ে।

এক রাতে সুলতানুল আযকারের সময় এক আলীশান মহল দেখতে পেলাম। সেখানে দেখলাম তিনজন মানুষ। একজন বৃদ্ধ যার চেহারা খুব সুন্দর, নুরানী। পূর্বদিকে মুখ করে বসে আছেন। চোখ রেখেছেন নিচু করে। তাঁর বামদিকে আরও দুইজন আছেন। বৃদ্ধ লোকটি বসেই আছেন। আমার বামে একজন লোক দেখলাম কালো চেহারার এবং বড় বড় চোখ, তাকে আমার পাশে দাঁড়ানো দেখলাম।

হুযূর বললেন– শরীরের মধ্যে নড়াচড়া কলবের একাগ্রতার কারণে হয়। আল্লাহর ইবাদতের সময় একাগ্রতা কাঙ্ক্ষিত বিষয়। বুযুর্গদের যে চেহারাগুলো দেখেছেন, সেগুলো তরীকতের বুযুর্গদের। আরওয়াহে তাইয়্যিবাহ (পবিত্র আত্মা) আর বাম পাশে কালো যে লোকটাকে দেখেছেন, সেটা শয়তানের প্রতিকৃতি। আল্লাহ শয়তানে রাজীম থেকে হেফাজত করুন।

১ রবিউল আওয়াল বুধবার হুযূরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সুলতানুল আযকারের সময় এক ব্যক্তি বাম দিক থেকে দৃশ্যমান হল, যার মাথা ছিল খালি। আরেক রাতে সেটাও সুলতানুল আযকারের সময় কিছুটা শুভ্রতা নজরে পড়ল।

হুযূর-ইরশাদ করলেন– ঐ লোক শয়তান, যখনই দেখা যাবে 'লা-হাওলা....' পড়বেন। এবং পীরের কথা কল্পনা করবেন। ঐ শুভ্রতা লতীফা রূহ-এর নূর। সবই প্রশংসনীয়।

'তারবিয়াতুস সালিক' ষষ্ঠ অধ্যায়-২৪

www.islamfind.wordpress.com

৪ রবিউল আওয়াল শনিবার হুযূরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সুলতানুল আযকারের সময় যখন শয়তান দেখা দিল, তখন 'লা-হাওলা....' পড়ে হুযূরের চেহারা কল্পনা করা হয়েছিল। কয়েক মিনিট পর শয়তান আবার হাজির হল, সেই সময় হযরতের আওয়াজ শোনা গেল 'যাও, ওর কাছে এস না, ওকে ছেড়ে দাও; অন্য এক রাতেও সুলতানুল আযকারের সময় কিছু অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা গেল, মনে হল কয়েকজন মানুষ বসে কথাবার্তা বলছে; আলাপ-আলোচনা করছে।

হুযূর বললেন– খুব ভালোভাবে শয়তান তাড়ানো হয়েছে। ঐ আওয়াজ আমার আওয়াজ ছিল না। কেননা আমার এ-ব্যাপারে কোনো কিছু অবগতি নেই। বরং আল্লাহ তাআলা হিদায়াত দানকারী। নেক বান্দার সূরতে তিনি ফেরেশতা পাঠিয়ে হিদায়াতের ব্যবস্থা করেন। ঐ যে যিকিরের অস্পষ্ট আওয়াজ শুনেছেন সেটা ঊর্ধ্বজগতের ফেরেশতাদের যিকিরের আওয়াজ। তারাও যিকির করেন। কয়েকজন মানুষের যে কথাবার্তা শুনেছেন সেটা দেমাগ বা মস্তিষ্কের কারসাজি। ক্ষতিক্ষর কিছু নয়। এর মধ্যে নিন্দনীয় কোনো ব্যাপার নেই। সবই প্রশংসনীয়।

১১ রবিউল আওয়াল শনিবার হুযূরের নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সুলতানুল আযকারের হালতে কিছুটা হলুদ বোঝা গেল আর কিছুটা শুভ্রতা বাম দিকে চোখে পড়ল।

হুযূর বললেন– এই হলুদ রঙটা 'লতীফায়ে নফ্স'-এর নূর আর ঐ শুভ্রতা দেমাগ বা মস্তিষ্কের শুষ্কতা ও উত্তেজনাজনিত। কদুর তেল ব্যবহার করুন।

১৫ রবিউল আওয়াল বুধবার হুযূরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সুলতানুল আযকারের সময় চেরাগ দেখা গিয়েছিল, তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই উধাও হয়ে গেছে। একই রকম দুই দিন দেখা গেছে।

হুযূর বললেন– এটা লতীফার নূর। দ্রুত উধাও হয়ে যাওয়ার কারণে আল্লাহর প্রতি দ্রুত আগ্রহ হয়। সুতরাং ঐ নূর প্রকাশ পাওয়ার চেয়ে গোপন থাকাই উত্তম। কেননা প্রকাশ পেলে সেদিকে মনোনিবেশ বেশি হয়ে যায়। আর সেটা কখনো ক্ষতিকর।

২০ রবিউল আওয়াল রবিবার হুযূরকে জিজ্ঞাসা করা হল, সুলতানুল আযকারের মাঝে নিজের দেহ নিজের চাইতে বড় মনে হল। আরও মনে হল

www.islamfind.wordpress.com

যে, কয়েক ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করছেন। অবশ্য বোঝা গেল না, তিলাওয়াতের শব্দগুলোও স্পষ্ট হল না।

হুযূর বললেন– এটা হল ফানা ও বাকা-এর আছর। কখনো এমন হয় যে, নিজের দেহ দুনিয়ার মতো বড় মনে হয়, কখনো নিজের দেহকে একটি লাশ মনে হয়। এটাও ফানা ও বাকায়ে হাস্তির আলামত। ফানা-এর দ্বিতীয় অর্থ 'আফআলে যামীমাহ' (নিন্দনীয় স্বভাব)-এর বিনাশ আর 'বাকা'-এর হাকীকত হল 'আফআলে মাহমূদাহ' (উত্তম স্বভাব...) তৈরি হওয়া এবং অনুভূত হওয়া। কুরআন পাঠকারীদের আওয়াজ, এটাও বিভিন্ন আমলের আছর— যা কলবের উপর পড়েছে। এবং এটা 'বাকা'-এরও আছর দ্বিতীয় অর্থ হিসাবে।

৪ রবিউছ ছানী সোমবার হুযূরকে জানানো হল, নতুন কোনো হালত নেই।

হযরত বললেন– উদ্দেশ্য হল ১. একাগ্রতা ২. আল্লাহর সন্তুষ্টি, ৩. ইবাদত। হালত কখনো থাকবে কখনো থাকবে না।

৬ রবিউছ ছানী বুধবার হুযূরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সুলতানুল আযকারের মাঝে শোনা গেল 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'-এর যিকির আবার স্বপ্নের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে চুপসে গেলাম।

হযরত বললেন– শ্রুত যিকির (সুলতানুল আযকারের মাঝে যা শুনেছেন) বাহিরের কিছু নয়, বরং নিজের মধ্যেই তার কল্পিত সূরত বিদ্যমান আছে। আর বৃষ্টির স্বপ্ন যদি প্রকৃত বৃষ্টিরই স্বপ্ন হয়, তাহলে খুবই ভালো। এমনকি যদি বৃষ্টির মওসুম দেখে থাকেন তাও ভালো।

১২ রবিউছ ছানী মঙ্গলবার হযরতকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সুলতানুল আযকারের মাঝে মনে হয় যে, আমার দেহ উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে।

হযরত ইরশাদ করলেন– এটা সুলতানুল আযকারের আছর। ঊর্ধ্ব জগতের সঙ্গে যার সম্পর্ক হয়ে যায় তারই এই অবস্থা হয়ে থাকে। সুলতানুল আযকারের আছর বিভিন্ন রকমের।

২১ রবিউছ ছানী বৃহস্পতিবার হুযূরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, যিকির করার সময় ডান দিকে নিজের ছায়া দেখতে পেয়েছি।

হযরত বললেন– এটা আমলে মেছাল (তুলনা জগতের) দৃষ্টান্ত। এরপর আরও কিছু বলেছিলেন যেগুলো ভুলে গেছি।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ একদিন যিকিরের সময় মনে হতে লাগল যে, সারা শরীরে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল এবং হাত এত পরিমাণ কাঁপতে লাগল যে, কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। মস্তিষ্কের অবস্থা এত খারাপ হল যে, বাহ্যিক অনুভূতি প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলাম, যিকিরের আওয়াজ খুব বাড়তে থাকল আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম যে, এখন তো আশপাশের সকল প্রতিবেশীই জেনে যাবে। এরপর বহু কষ্টে হুঁশ-জ্ঞান স্বাভাবিক হল। তবে হাতের কাঁপুনি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ছিল। মনে হচ্ছিল যে, সকল লোমকূপ থেকেই যেন ঘাম বের হতে চাচ্ছে। এরপর বন্ধ হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ যদি দেমাগ ও কলব (ব্রেন ও হার্ট) দুর্বল না হয়ে থাকে, তাহলে এই হালত সুলতানুল আযকারের আছর এবং মুবারক আছর।

***

হালঃ বার তাসবীহ-এর যিকির করছিলাম। এর মধ্যে বুকে এবং দুই বাহুতে কেমন যেন অকেজ প্রতিক্রিয়াহীনের মতো আশ্চর্যরকমের অবস্থা তৈরি হল, মনে হতে লাগল ঐ তিন অঙ্গই পাশাপাশি গর্দান এবং মাথার কিছু অংশ ভারী হয়ে গেল। ভারত্বটাও ভিন্ন ধরনের, আশ্চর্যরকমের— যার বর্ণনা দেওয়ার ভাষা আমার জানা নেই। সেই সময় আমি এছবাতে মুজাররদের (ইল্লাল্লাহ-এর) যরব (ঝাঁকি) লাগাচ্ছিলাম, সেই হালতেই অল্প একটু পর ঐ যিকিরের এমন ধারাবাহিকতা চালু হয়ে গেল যে, মনে হচ্ছিল, কোনোরূপ ইচ্ছা ছাড়াই যবান আপনা আপনি যিকির করতে বাধ্য হচ্ছে। আরও মনে হচ্ছিল যে, বুকের মধ্য থেকে দিল যেন উপরে উঠে আসছে। এবং তার ভেতরেও নড়াচড়া করছে। সে সময় যবান এবং দিলের মধ্যে এমন সম্পর্ক অনুভূত হচ্ছিল যে, যেন হৃদস্পনের সঙ্গে সঙ্গে যবান তালুতে গিয়ে লাগছে। তখন যিকিরে খুব লযযত (স্বাদ) পাচ্ছিলাম। দীর্ঘসময় আমার আওয়াজটাও তেমন মনে হচ্ছিল না যেমন স্বাভাবিক অন্য সময় মনে হয়। বরং বিশেষ এক ধরনের মাধুর্য সে সময় আওয়াজের মধ্যে বোধ হচ্ছিল। আর আমি উপলব্ধির সঙ্গে এটা সে সময় অনুধাবন করছিলাম যে, আমার আওয়াজ কেমন পাল্টে গেছে। অল্পসময় পর সেই কাইফিয়াত দূর হয়ে গেল। আওয়াজ স্বাভাবিক হয়ে গেল। এরপর গতকাল এবং আজ মনে চাইল যে সেই রকম-হোক কিন্তু আর হল না।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ চাইলে বা ইচ্ছা করলে এগুলো হয় না। কখনো কামনা করবেন না। না হওয়ার কারণে আফসোস করবেন না। এই কাইফিয়াত সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত। যখন হবে তখন হওয়াটাই উপকারী, না হলে না হওয়াটাই সঙ্গত।

بد رد وصاف تر احکم نیست دم درکش – کہ آنچہ ساقی ماریخت عین الطاف ست

(অর্থ– তোমার নিঃশ্বাস ফেলানোরও কোনো অধিকার নেই। (কামনা করার বা অপছন্দ করার তুমি কে?) আমাদের সাকী (আল্লাহ) যা কিছু ছুঁড়ে দেন, শুধু তাঁর দয়া ও করুণা)

এই কাইফিয়াতের নাম 'সুলতানুল আযকার। এর বহু রঙ (ধরন) আছে, তার মধ্যে একটি তাই যা আপনার মধ্যে হয়েছে। হযরত শায়খ জালাল থানেশ্বরীর খুব বেশি এই কাইফিয়াত হত। যে সম্পর্কে মাঝে মাঝেই তিনি নিজের শায়খ কুতুবে আলম গঙ্গুহীকে অবগতি দিয়েছেন। মুবারক হোক।

***

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ! এখন নিয়মিতই সব কাজ সময়মতো হচ্ছে। অনেকদিন থেকেই কোনো আমল বাদ পড়ে নি। কোনো কোনোদিন এমন মনে হয় যে, ইসমে যাতের যিকির শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে হচ্ছে। তবে এটা নির্ণয় করতে পারি না যে, কোথা থেকে হচ্ছে। এ-অবস্থা চালু থাকে কিছু সময় পর্যন্ত। জানি না কী বিষয় এটা?

বিশ্লেষণঃ এই কাইফিয়াতকে সুলতানুল আযকার বলা হয়। মুবারক হোক। তবে এটাকে কোনো কামাল (রূহানী যোগ্যতা কৃতিত্ব) মনে করবেন না।

***

হালঃ জাগ্রত অবস্থার মধ্যেই অধমের উপর জান কবজের অবস্থা তৈরি হল। সারা শরীর ঠাণ্ডা এবং অনুভূতিহীন হয়ে পড়ল। যোহরের নামাযের সময় কাছাকাছি ছিল। উঠার চেষ্টা যতই করলাম কোনোভাবেই শরীর নাড়াতে পারলাম না। অবশেষে কালিমায়ে তাওহীদ এবং ইসমে যাতের যিকিরে মশগুল হয়ে গেলাম এবং মালাকুল মউত আসার অপেক্ষা করতে লাগলাম। দুই তিন মিনিট পরে এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। প্রায় একমাস পূর্বে একবার এই অবস্থা হয়েছিল। তবে প্রথমবারের চেয়ে এবার অবস্থাটি স্বল্পকালীন ছিল। প্রথমবার এটা প্রায় দশ পনের মিনিট দীর্ঘ হয়েছিল।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এটা যদি চিকিৎসা শাস্ত্রের তাবখীর (মস্তিষ্ককে আক্রান্তকারী এক প্রকার জ্বর) না হয়ে থাকে, তাহলে এটা ছিল সুলতানুল আযকার। মুবারক হোক।

***

হালঃ গতকাল যিকিরের সময় বিস্ময়কর অবস্থা হল, সারা শরীরে কাঁপুনি উঠে গেল এবং আওয়াজ বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। তাসবীহ হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল। ভয় হচ্ছিল যে, দম বন্ধ হয়ে যায় কিনা। চিন্তা হচ্ছিল যে, হুযূরও উপস্থিত নেই যেখান থেকে কিছু সান্ত্বনা পাব। অতিরঞ্জন নয়, আরও কিছু সময় এমন থাকলে সম্ভবত জান বেরিয়ে যেত। কারণ নিঃশ্বাস তো বন্ধই হয়ে গিয়েছিল প্রায়। কিযে অবস্থা হয়েছিল পুরোপুরি লিখতে পারছি না। অপারগ।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। এই কাইফিয়াতকে সুলতানুল আযকার বলা হয়। হযরত শায়েখ জালাল থানেশ্বরীর এই হালত প্রায়ই হত। আবার কখনো-এরূপ হলে একেবারেই পেরেশান হবেন না। এটা যিকিরের প্রাবল্য এবং সারা দেহে তার ছড়িয়ে পড়ার আছর।

***

হালঃ সুলতানুল আযকারের সময় সারা দেহে হরকত ও নড়াচড়া আগের চেয়ে অনেক বেশি অনুভূত হয়। এই নড়াচড়ার মধ্যে কোনো প্রকারের কষ্ট বা পেরেশানী নেই বরং এক ধরনের আনন্দ বোধ হয়। যখন নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায় তখন শরীরটাকে মনে হয় বড় হয়ে গেছে। একবার সুলতানুল আযকারের পরে দেহের কোনো প্রকার অনুভূতি পাওয়া গেল না। মনে হল দেহ যেন হাওয়া হয়ে গেল। দুই তিন মিনিট পার হয়ে যাওয়ার পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলাম। দিনের বেলা ইসমে যাতের যিকিরের পর সারা বুক, হাত, মাথা এবং পুরা চেহারার মধ্যে নড়াচড়া বোধ হয়। রক্তের মধ্যেও উত্তেজনা অনুভূত হতে থাকে। তবে চার পাঁচ মিনিটের বেশি স্থায়ী হয় না।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সব সুলতানুল আযকারের আছর। এবং সেটা প্রথমে সারা বৃহের মধ্যে এবং দ্বিতীয়ত সারা শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আলামত। যদিও এটা মূল লক্ষ্য নয় কিন্তু মূল লক্ষ্য অর্জনে একাগ্রতার মাধ্যমে অবশ্যই সহায়ক হয়।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ একবার সুলতানুল আযকারের সময় নিজেরই ছবি দেখতে পেলাম। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেল। কখনো শহরের পর শহর, কখনো বিরাট দল চোখে পড়ে। ইদানিং গত দুদিন থেকে কারোর নাচানাচি করা অনুভূত হয়। এমন কি যিকির ছাড়াও দৃষ্টির সম্মুখে ঐ রকম বোধ হতে থাকে। গত রাতে ঐ অবস্থা আরও বেশি ছিল।

বিশ্লেষণঃ যিকিরের মধ্যে এমন অবস্থা হতে পারে। তবে মস্তিষ্কের শুষ্কতার করণেও এটা হওয়া সম্ভব। এ-জন্য হেকীমের নিকট থেকে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করুন যে, আপনার দেমাগ ও মস্তিষ্কে শুষ্কতা আছে কি না?

***

হালঃ অধমের মামূলাত (অযীফা) আল্লাহর রহমতে ঠিক মতো চালু আছে। অবস্থা এই যে, কখনো নাকের ছিদ্রের হরকত বা নড়াচড়া অনুভূত হয় আবার কখনো মনে হয় যে, নাকের রক্তের মধ্যে নড়াচড়া চলছে। সুলতানুল আযকারের সময় যেমন ছুন্-ছুন আওয়াজ শোনা যায়, রাতের নির্জন নিঝুম মুহূর্তে যখন হৈ-হল্লা সব কিছু থেমে যায়, তখন হুবহু সেই আওয়াজ চাই সুলতানুল আযকার ছাড়াও শোনা যায়।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সব ঐ সুলতানুল আযকারের আছর। মুবারক হোক।

***

প্রথম চিঠি

হালঃ এক রাতের ঘটনা। আমি ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম, মাঝে একবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আবার যখন ঘুম আসতে লাগল, ঘুম পুরাপুরি আসে নি বরং তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় মনে হতে লাগল যে, আমার হাত-পা ঠাণ্ডা এবং অনুভূতিশূন্য হয়ে গেছে। পাশ পরিবর্তন করার শক্তি নেই। সে সময় আমি চিন্তা করছিলাম যে, হায় আল্লাহ! কেন আমার এ-অবস্থা হচ্ছে? আমার মৃত্যু এসে গেল নাতো? নিঃশ্বাস নিতেও খুব কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে, আমি আর এ-জগতে নেই, অন্য কোনো জগতে চলে গেছি। অল্পক্ষণ পরে জেগে উঠলাম। জেগে উঠার পরও দুই তিন মিনিট নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। এরপর একদম স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। পাশ পরিবর্তন ও অন্য সবকিছুই করতে পারলাম, কিন্তু দীর্ঘসময় পর্যন্ত মনের মধ্যে এই দুশ্চিন্তা রয়ে গেল যে,

www.islamfind.wordpress.com

এটা কী হল?! কেন হল?! অস্থির ও পেরেশান হয়ে রইলাম। এখনো মনে পড়লে আতঙ্কিত হয়ে যাই।

বিশ্লেষণঃ কোনো বিশ্লেষণ বা মন্তব্য জানতে চাইলে প্রথমে আপনাকে চিকিৎসকের মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করাতে হবে। চিকিৎসকের মতমত নিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এই চিঠিসহ। তখন মন্তব্য করতে পারব।

দ্বিতীয় চিঠি

হালঃ চিকিৎসক জানিয়েছেন সামান্য দুর্বলতা ছাড়া শারীরিক অন্য কোনো সমস্যা নেই।

বিশ্লেষণঃ দুর্বলতার চিকিৎসার পর আবার অবস্থা জানাবেন।

তৃতীয় চিঠি

হালঃ যখন থেকে চিকিৎসা শুরু হয়েছে, হেকীমের নির্দেশ মতে আমলার মুরব্বা, খামিরায়ে গাওযবাঁ ও ওয়ারকে নাকরাহ চালিয়ে যাচ্ছি। নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। এখন হেকীম সাহেব বলছেন, তোমার অবস্থা খুব ভালো। আর কোনো সমস্যা নেই। তারপরও সতর্কতা স্বরূপ আমি ওষুধ চালিয়ে যাচ্ছি। এখনো পর্যন্ত। পরশুদিন মঙ্গলবার দিনগত রাতে আবার সেই আগে বর্ণিত আবস্থা হল। হুবহু সেই রকম যেমন প্রথম চিঠিতে জানিয়েছিলাম। আমি খুবই চিন্তায় পড়ে গেলাম যে, এমন কোনো রোগ নয় তো যা চিকিৎসক বুঝতে পারছেন না? বুধবার ভোরে আমি আবার হেকীম সাহেবের কাছে গেলাম। আমার শারীরিক বিষয় জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন ভালো, কোনো সমস্যা নেই। বেশি চিন্তা হচ্ছে এই কারণে যে, ঐ মুহূর্তটি হয় খুবই অসহনীয়, কষ্টকর।

বিশ্লেষণঃ তাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, এটা কাবূস (বোবায় ধরা রোগ) নয় তো?

হালঃ আজকাল যিকির করার সময় কিছুই খেয়াল থাকে না যে, আমি কোথায় আছি, আমি কি স্বপ্নে নাকি জেগে আছি। পুরোপুরি আত্মহারা অবস্থার মধ্যে পড়ে যাই।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ যে বিষয়টি হেকীম সাহেবের কাছে থেকে নিশ্চিত হতে বলেছি, সেটা জানার পর আমি মন্তব্য করব।

হালঃ আজকাল সুন্নত, মুস্তাহাব-এর উপর আমল করতে খুব ভালো উৎসাহ বোধ করি। আমল করতেও খুব সহজ বোধ করি। হঠাৎ খেলাফে সুন্নত কোনো কাজ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে যাই। সুন্নত অনুসারে কোনো কাজ করতে পারলে মনে প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়। খেলাফে সুন্নত কোনো কাজ হয়ে গেলে মনের মধ্যে দ্বিধা-সঙ্কোচ জেগে ওঠে।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। এটাই লক্ষ্য এবং এটাই কাঙ্ক্ষিত হালত।

হালঃ আজকাল যিকির করার সময় মনে হয় যে, সারা দেহ থেকেই যিকির চালু হয়ে গেছে, সারা দেহ যিকির দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। যিকিরের সময় একটি আলো সামনে ছড়িয়ে থাকে। ঐ আলোটি থাকে খুবই সুক্ষ্ম।

বিশ্লেষণঃ ঐ বিষয়টি নিশ্চিত করার পর বলব।

হালঃ এগুলো সবই হযরতের খাস তাওয়াজ্জুহ-এর বরকত। নতুবা কোথায় আমি আর কোথায় এত বড় দৌলত! আমি তো একেবারে কোনো কিছুর যোগ্য নই। কিন্তু আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করি যে, তিনি এমন এক অপদার্থকেও তাঁর নেক বান্দাদের খেদমতে থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন। নিজে নেককার না হলেও তাদের আমি ভালোবাসি, এই উসিলায় হয়তো আল্লাহ আমাকে নেককার বানিয়ে দেবেন।

বিশ্লেষণঃ হাঁ, এরকম মানসিকতাই থাকা উচিৎ।

চতুর্থ চিঠি

হালঃ তৃতীয় চিঠির শুরুতে যে অবস্থার কথাই জানিয়েছিলাম হুযূর বলেছিলেন চিকিৎসকের কাছ থেকে চিশ্চিত হতে যে, বোবায় ধরা কিনা। হেকীম বললেন যে, সেটার কোনোই সম্ভাবনা নেই। এজন্য হুযূরের কাছে নিবেদন যে, সকল অবস্থার বিশ্লেষণ জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। সব হালাত সুলতানুল আযকারের আছর। অত্যন্ত উঁচুমানের হালত। যার মূল কথা হচ্ছে রগ-রেশার মধ্যে যিকিরের প্রভাব ছড়িয়ে পড়া। আপনার সেটাই হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আরজ এই যে, আজকাল যিকিরের মধ্যে যে স্বাদ ও মজা পাই, যে কাইফিয়াত লাভ হয় তার বর্ণনা আমি দিতে পারব না। তবে এতটুকু বলতে পারি যে, এখন যিকিরের মধ্যে আমি যে কাইফিয়াত এবং যে অবর্ণনীয় স্বাদ পাই, যদি এ-সময়ের বাদশা হতাম, ক্ষমতার মসনদে বসা থাকতাম তবুও ঐ স্বাদ ও হৃদয়ের সেই প্রফুল্লতা কিছুতেই লাভ করা সম্ভব হত না। এগুলো সবই হয়েছে হুযূরের কল্যাণে আর হুযুরের বদান্যতায়। নতুবা এত এত নিয়ামত পাওয়ার কোনো যোগ্যতাই আমার ছিল না। হযরতের পক্ষ থেকে এই অপদার্থ যত নিয়ামত লাভ করছে, তার জন্য আমি হযরতের শুকরিয়া আদায় করছি। হযরতের নেক দুআ-সহ সকল হকের বিনিময় হিসাবে সত্যিই যদি নিজের শরীরের চামড়া দিয়ে আপনার পায়ের জুতা বানিয়ে দিতে পারতাম, তবুও তো কিছুই আদায় হত না। কোনো ঋণই পরিশোধ হত না। হযরত যদি বলেন যে, এর জন্য তুই কুরবানী হয়ে যা, তবে আল্লাহর কসম হুযূর! দ্বিধা করব না। হযরত! এখন তো মনে চাচ্ছে যে, আপনাকে কোলে নিয়ে ঘুরতে থাকি আর সারাক্ষণ আপনার চেহারা মুবারক দেখতে থাকি। শুধু আপনি আর আমি থাকব, চুপি চুপি কথা বলতে থাকব।

مزا جب تھا وہ سنتے خود زبن سے داستاں میری

(মজা তো হত তখনি শুনতেন যদি তিনি আমার মুখে পুরো কাহিনী)

আফসোস যে, আমার মধ্যে কোনো কাব্য ও ছন্দের প্রতিভাও নেই, কিছুটা যদি কাব্য ও ছন্দ জানা থাকত তাহলে আপনাকে নিয়ে কিছু ছড়া বা কবিতা রচনা করতাম, আপনার প্রশংসা ও গুণগান করতাম। আমি এতটাই অকর্মা যে, এটুকুও পারি না। হযরতের পক্ষ থেকে এই অধমের প্রতি যত দয়া ও অনুগ্রহ হচ্ছে কোনোভাবেই তার কোনো বিনিময় প্রতিদান কিছুই হচ্ছে না। এ অধমের দ্বারা না কোনো খেদমত হয়েছে না হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে। হযরত আপনার এই গোলাম সর্বদা হাজির। আপনার জন্য জান দিয়ে মাল দিয়ে আপনার কোনো একটু কাজে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। জানি না কত প্রলাপ বকলাম।

বিশ্লেষণঃ সত্যিই আপনার প্রতি আমারও খাস মুহাব্বত রয়েছে। সকল ব্যাপারে আপনার প্রতি আমি খুশি। আল্লাহ তাআলা এই 'হুব্বে ফিল্লাহ' (আল্লাহর জন্য ভালোবাসা)-কে আরও বাড়িয়ে দিন। এবং এর বরকত দিন।

***

'তারবিয়াতুস সালিক' ষষ্ঠ অধ্যায়-৩৩

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ অধম তাহাজ্জুদের পর বার তাসবীহ, পনের মিনিট সুলতানুল আযকার আর দিনে ছয় হাজার ইসমে যাতের যিকির চালু রেখেছে। এর বাইরে বিভিন্ন সময়ে পাস-আনফাস চালু আছে।

বিশ্লেষণঃ ছয় হাজার কম হয়ে যায়। দ্বিগুণ করে নিন। কয়েকদিন পর দ্বিগুণ এর দ্বিগুণ করুন। পাস আনফাস-এর পরিবর্তে মৌখিক যিকির করুন।

হালঃ সুলতানুল আযকারের মধ্যে কখনো কখনো চূড়ান্ত রকমের সুস্বাদ অনুভূত হয়। কখনো হুযূরের সুরত (ছবি) কখনো সূর্য কখনো চাঁদ কখনো শুভ্রতা আবার কখনো চেরাগ দেখতে পাই। নিজেকে কখনো বড় কখনো ছোট আবার কখনো উপরের দিকে উত্থিত মনে হয়।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সব প্রশংসনীয় কাইফিয়াত, যদিও মূল লক্ষ্য নয়।

হালঃ বুকের মধ্যে হরকত-নড়াচড়া চলছে পুরো চার বছর ধরে। কখনো কখনো বেশি বোধ হয় কিন্তু একেবারে দূর হয়ে যায় নি।

বিশ্লেষণঃ এর কারণে কি কোনো পেরেশানী-অস্থিরতা অথবা খুব গরম গরম অনুভূতি অথবা ঠোঁট-মুখ, জিহবা-সহ সব শুকিয়ে শুকিয়ে যাওয়া অথবা খুব বেশি দুশ্চিন্তা ঘিরে ধরা এসব হয়?

***

যিকিরের প্রভাব

হালঃ অধমের বর্তমান অবস্থা এই যে, যিকিরের সময় কখনো কখনো বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়। জমিনকে মনে হয় দুলছে। এমন আলো দেখা যায় যেমন অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালানোর কারণে হয়। 'আল্লাহ' শব্দের কল্পনায় কখনো চাঁদের নরম আলো আবার কখনো সূর্যের আকৃতি কিংবা তার কিরণ দেখা যায়। এ-রকম তিন-চার দিন দেখা যায়, তবে বেশি সময় থাকে না।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সব যিকিরের প্রভাব। আল্লাহ তাআলা বরকত দান করুন। তবে আপনি মাথায় তেল ব্যবহার করবেন এবং নিয়মিত দুধ খাবেন।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ হযরত যা বলেছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ সবই ঠিক ঠিক মেনে চলছি। মাঝে মাঝে শরীরে আশ্চর্যরকম এক হালত তৈরি হয় কিন্তু অল্প সময় পরই কিছুই থাকে না।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক, এটা যিকিরের প্রভাব। এই সব প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। প্রভাব সৃষ্টি হওয়াটাই নিয়ামত।

***

হালঃ নিবেদন এই যে, আমার অযীফা মোট নয় হাজার ইসমে যাত। আল্লাহর মেহেরবানীতে প্রতিদিন ব্যথা হয়। ভেতরে হাল্কা হরকত ও নড়াচড়া হয় কখনো কখনো এই নড়াচড়া বেড়েও যায়। মাথার মধ্যে গরমের ভাব আছে। চিকিৎসা করেছি, হাকীম সাহেব বলেছেন- কোনো রোগ নেই। যিকির আযকারের মধ্যে খুব মজা লাগে। আবার কখনো কখনো এক ধরনের বোঝা বোধ হয়।

বিশ্লেষণঃ এটা লিখে জানাবেন যে, মনের মধ্যে ভীতি আতঙ্ক এবং মাথায় ব্যথা আছে কিনা, এটাও জানাবেন যে, নিয়মিত কিছু ঘি ও দুধ-এর খরচ বহন করতে পারবেন কিনা?

হালঃ মনের মধ্যে আতঙ্ক এবং মাথায় ব্যথা নেই, আলহামদুল্লিাহ। ঘি, দুধ ইনশাআল্লাহ ব্যবস্থা করতে পারব। হযরত আমার যিকির আরও কিছুটা বাড়িয়ে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিন ।

বিশ্লেষণঃ বাস্তবতা যদি এটাই হয় তাহলে পূর্বোল্লেখিত হালত যিকিরের প্রভাব। মুবারক হোক। আল্লাহ তাআলা উন্নতি দান করুন। সাধ্যমত ঘি ও দুধ নিয়মিত গ্রহণ করুন। যিকির বাড়ানোর জন্য জরুরি হল– বর্তমানের অযীফা সম্পর্কে নিয়মিত হালত জানাতে থাকা এবং আপনার অবসর আরও কতটুকু আছে, সেটাও জানাবেন। এই চিঠিটাও সঙ্গে পাঠাবেন।

***

হালঃ দিনের বেলা যিকিরের মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব হওয়ার পর একটি ঝলমলে তারকা দেখলাম। একটি টিনের ঘরের পিছন দিক থেকে ভীষণ আলোকাজ্জ্বল সূর্য পশ্চিম দিক থেকে চোখের উপর আলো ফেলল খুব তীব্রভাবে, যার তাপ সহ্য করা চোখের পক্ষে সম্ভব নয়। একটু পরেই দূর হয়ে গেল।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এই সব আছর ও প্রভাব একাগ্রতার কারণে তৈরি হয়, যে একাগ্রতা হাসিল হয় যিকিরের মধ্যে মশগুল হওয়ার কারণে।

***

হালঃ এই অধম যখন শোগল-এর জন্য বসে, তখন প্রথমে সারা শরীরে ঝিঁ ঝিঁ পোকার মতো আওয়াজ হচ্ছে বলে বোধ হয়। এখন বসার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে আওয়াজের মতো মনে হয় কিন্তু অল্পক্ষণ পর সারা শরীর থেকে ইসমে যাতের যিকির চালু হয়ে যায়। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোনো বিশেষ অঙ্গ নয় সারা শরীর থেকেই এমন হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। এটা যিকিরের প্রভাব।

হালঃ সারা শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকে। এমন কি কাপড়-চোপড় সব ভিজে চুপসে যায়। এই রোগীর হাল তো এটাই। এবার হুযূর দয়া করে এই গোলামের উপযুক্ত চিকিৎসা জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ কী শোগল আপনি করে থাকেন— সেটা জানান। এই চিঠিও সঙ্গে পাঠাবেন। তখন পরামর্শ দিব।

***

হালঃ আজ তিনদিন থেকে আমার দিল চাচ্ছে যে, সারাক্ষণ যিকির ও শোগল নিয়ে পড়ে থাকি এবং মানুষজন থেকে একেবারে পৃথক হয়ে যাই। এছাড়া মাঝে মাঝে কলবের মধ্যে ভয় ভয় লাগে। তখন চিৎকার করার মতো অবস্থাও এসে যায়। তাছাড়া আজ রাতে ঘুমের মধ্যে দীর্ঘসময় ধরে যিকির করেছি। এবং বুকের উপর আঘাত করেছি। এমনকি সে কারণে বুকে ব্যথাও অনুভব হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সব যিকিরের প্রভাব। দুই তিনদিন 'যিকিরে খফী' (অনুচ্চ যিকির) বেলা যরব (ঝাকুনি ছাড়া) করুন, স্বাভাবিক-শান্ত অবস্থা হলে তখন 'যিকিরে জলী' (উচ্চ আওয়াজে যিকির) করবেন।

হালঃ তাহাজ্জুদের পর যিকির করে যখন ঘুমিয়ে গেছি, ঘুমের মধ্যে আমার সারা শরীরে কাঁপুনি হতে লাগল। ভয়ে আমি কান্না শুরু করলাম। আবার এক আসমানকে সাদা রঙের এবং সকল আসমানে আরবী লেখা দেখতে পেলাম।

বিশ্লেষণঃ কিছু যিকিরের প্রভাব আর কিছু কবূলিয়াতের আলামত।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ হুযূরের হুকুম মতো দৈনিক যিকির করা হচ্ছে। আল্লাহর ফযলে কলব জারি আছে। যেটা জানতে চাচ্ছি তা এই যে, মাঝে মাঝে যিকিরের পূর্বে বা পরে কলবের উপর এক ধরনের কাইফিয়াত (অবস্থা) তৈরি হয় এবং কলব নরম হয়ে চোখে পানি এসে যায়।

আরেকটি বিষয় এই যে, যিকিরের পর মুরাকাবার মধ্যে মনে হয় যে, দাগমুক্ত একটি চাঁদ— যার রোশনী সীমাহীন, যার আশপাশে নক্ষত্রগুলোও খুব আলোকোজ্জ্বল। এই বিষয়টি সম্পর্কে মেহেরবানী করে জানাবেন যে, এটা কেন হচ্ছে?

কখনো কখনো কলবের অতিরিক্ত নড়াচড়া করার কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। শরীরের সমস্ত অঙ্গ নড়াচড়া করতে থাকে। আশা করি জবাব দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

বিশ্লেষণঃ হালাত সবই চমৎকার, সবই প্রশংসনীয়। মুবারক হোক। কাইফিয়াত ও রিক্কত (দিলের অবস্থা, কোমলতা ও চোখে পানি আসা) যিকিরের আছর। আর মুরাকাবার মধ্যে যা উন্মোচিত হয় সেটা একাগ্রতার প্রভাব। যা মাকসূদ না হলেও মাকসূদ (উদ্দেশ্য) পূরণে সহায়ক, কিন্তু এই উন্মোচিত হওয়াকে কোনো কামাল, বুযুর্গীর আলামত ভাবা উচিৎ নয়। বেশিরভাগ সময় এগুলো মস্তিষ্কের কারসাজিতে ঘটে থাকে। আবার কখনো 'কাশফে মালাকূত' (ঊর্ধ্বজগত বা ফেরেশতা-জগতের উন্মোচন) দ্বারাও হয়।

পাশাপাশি যদি মস্তিষ্কে কিছুটা শুষ্কতা মানে অনিদ্রা থেকে থাকে তাহলে চিকিৎসকের কাছে গিয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

শরীরের নড়াচড়া এটাও যিকিরের প্রবলতার প্রভাবের কারণে। তবে এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া যাবে না। নিজ কাজে লেগে থাকতে হবে, অবস্থা জানাতে থাকবেন। দুআ করছি।

***

হালঃ হুযূরের নির্দেশ মুতাবেক অযীফা ও শোগল আদায় করে যাচ্ছি। কলবের অবস্থা এই যে, লোকালয় থেকে নির্জনতা উত্তম মনে হয়। আমার জীবন উৎসর্গীত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম চোখে পড়লে অথবা কানে গেলে হঠাৎ করেই আপনা আপনিই চোখে পানি এসে যায়। তারগীব ও তারহীবের (উৎসাহ সৃষ্টিকারী ও সতর্ককারী) আয়াত পড়লে বা

www.islamfind.wordpress.com

শুনলে মনের মধ্যে শিহরণ ও ব্যথা জেগে ওঠে। দুআর সময়ও একই রকম অবস্থা তৈরি হয়। যিকিরের সময় অযীফার মাঝে কিছুটা তন্দ্রা বোধ হয় এবং এই সময় বিভিন্ন রকম আকার-আকৃতি চোখে পড়ে। বিষণ্ন ও চিন্তিত থাকি।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ, হালাতে মাহমুদাহ (প্রশংসনীয় অবস্থা) শুরু হয়ে গেছে। তবে ঐ শিহরণ ও ব্যথা যদি অন্য সময় বা বেশিরভাগ সময় থাকে তাহলে বুঝতে হবে কলব (হার্ট) ও দেমাগ (ব্রেইন) দুর্বল। সবল করার জন্য চিকিৎসা নিতে হবে। তন্দ্রাচ্ছন্নতা যিকিরের প্রভাব। ঐ সময়ে বিভিন্ন আকার-আকৃতি দেখতে পাওয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কল্পনা শক্তির কারসাজিতে হয়ে থাকে। ঐ দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু বাতেনী উপকারিতাও থাকে, সে হিসাবে ঐরূপ হওয়াটাও নিয়ামত। অতএব শোকর আদায় করতে হবে। তবে এটা মাকসূদ বা উদ্দেশ্য মনে করবেন না। আবার অবগতি দেবেন।

***

হালঃ এখন যিকিরের পর দীর্ঘসময় পর্যন্ত প্রভাব থাকে।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্ন ঃ একরাতে বার তাসবীহের পর দুআ করছিলাম 'হে আল্লাহ! এই তাসবীহের বরকত তরীকার বুযুর্গদের বরকতে আমাকে দান কর।' সর্দির কারণে চাদরের ভেতরে নাক ঢেঁকে রেখেছিলাম, আলোর এমন উজ্জল চমক হঠাৎ হল যে, আমার পশম শিউরে উঠল। ভয় পাই নি বটে কিন্তু আমার একাগ্রতা বিঘ্নিত হল। এটা কী ছিল?

জবাবঃ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো এই নশ্বর জগতের অর্থাৎ কল্পনার আকার-আকৃতিরই প্রতিবিম্ব হয়ে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো উর্ধ্বজগতের অর্থাৎ ভিন্নজগতের লাতায়েফ (সুক্ষ্য বিষয়) হয়ে থাকে। যেটাই হোক এগুলো একাগ্রতার ক্ষেত্রে সহায়ক এবং একাগ্রতার আলামতও হয়ে থাকে। এ-কারণে প্রশংসনীয়। কিন্তু মাকসূদ (বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য) মনে করবেন না। অতএব যখন হবে শুকরিয়া আদায় করবেন, নিজের বুযুর্গী মনে করবেন না। ইচ্ছা করে সেদিকে মনোযোগ দিবেন না। আর যদি বেশি বেশি হতে থাকে তবে আমাকে জানাবেন।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ হুযূরের হুকুম মতো বার তাসবীহের যিকির করে থাকি তাহাজ্জুদ নামাযের পর। এরপর হুযূরের হুকুম মতো চোখ বন্ধ করে দেখি তো আমার কাছে মনে হয় সবুজ রঙের আসমান এবং তার মধ্যে নীল রঙের তারকারাজিও দেখতে পাচ্ছি। প্রথমবার হুযূরকে জানানোর পর হুযূর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমল চালিয়ে যাও। সেই নির্দেশ মতোই আমি আমল চালু রেখেছি।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ, হালাত প্রশংসনীয়। যে সব আলো ও রঙ দেখা যায় সেগুলো কিছু কিছু কল্যাণকর দিকের কারণে প্রশংসনীয়, কিন্তু এগুলো মাকসূদ নয়। সে কারণে সে দিকে স্বেচ্ছায় লক্ষ্য করা যাবে না এবং কামাল বা বুযুর্গী মনে করা যাবে না। আসল মাকসূদ আল্লাহর যিকির, দৃঢ়তার সঙ্গে তাতেই লেগে থাকতে হবে।

***

হালঃ হুযূর ২৪ হাজার ইসমে যাতের যিকিরের নির্দেশনা দিয়েছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ তা চালু আছে। হুযূরকে নতুন হালাত সম্পর্কে জানানো জরুরি। কলবের যে হরকত ও নড়াচড়া সব সময় মনে হত হাল্কা হাল্কা এবং অস্পষ্টভাবে হচ্ছে, সেটা এখন সারাক্ষণ শয়নে-স্বপনে চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে অনেক বেশি মনে হচ্ছে। বরং নামাযের মধ্যে অনেক জোরে-শোরে হয় এবং ইসমে যাত বোঝা যায়। কলবের উল্টো ডানদিকে আরও কিছু কিছু স্থানে বরং কখনো কখনো সারা শরীর থেকে এই হরকতকে (নড়াচড়া) ইসমে যাত বোঝা যায়। এখন মৌখিক যিকির ভারী এবং কষ্টকর বোধ হয়। মন চায় যে, এই শরীর 'কান' হয়ে থাক এবং দিন-রাত ঐ এক ধ্যানে লেগে থাকি এবং এক মুহূর্তের জন্যও গাফেল না হই। প্রতিটি পশমের গোড়া থেকে যিকির জারি হয়ে যাক। হুযূরের দুআ খুব প্রয়োজন। ঐ বিষয়ে হুযূরের কোনো নির্দেশনা থাকলে দয়া করে জানিয়ে দেবেন।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, পূর্ব থেকেই আমার আমল এরকম চালু আছে যে, মাগরিবের নামাযের পর অল্প সময় সেখানেই বসে থাকি একই হালতে। দুনিয়া থেকে বিদায় এবং আখিরাতের সূচনার কথা ভাবতে থাকি। এরপর এই ধ্যান করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তোফায়েলে (উসিলায়/মধ্যস্থতায়) আল্লাহ তাআলার ফায়েয ও মহাদান হুযূরের কলব মুবারক থেকে আমার কলবে আসছে। আলহামদুলিল্লাহ, এতে খুব মনোযোগ

www.islamfind.wordpress.com

তৈরি হয়। ডানদিক থেকে মশালের মতো প্রচুর আলো মেঘমালার মতো ছেয়ে আসছে বলে মনে হয়। এরপর দুআ করি— আল্লাহ তাআলা হযরত মাওলানা নানতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হযরত মাওলানা গঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হযরত আকদাস মুদ্দাযিল্লুহুর দিলের সকল দীনী ও দুনিয়াবী মাকসূদ পূরণ করে দয়াময় আল্লাহর রাহমানী বারাকাত নাযিল করুন। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে সঙ্গে সঙ্গে এই অধমের প্রতি চতুর্দিক থেকে নূর বা আলো এমনভাবে বর্ষিত হতে থাকে যে, সারা শরীরকে বেষ্টন করে নেয়।

হযরত মাওলানা নানতুবী রাহ.-কে সর্বদা এইভাবে দেখতে পাই যে, তিনি চেয়ারে ডান পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। যাতে বারী তাআলার (আল্লাহর যাতের) মুশাহাদায় এমন মগ্ন ও নিমজ্জিত হয়ে আছেন যে, অন্য কোনো দিকে একেবারেই মনোযোগ নেই।

আর হযরত মাওলানা গঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখতে পাই এভাবে যে, তিনি নানতুবী রহ.-এর বরাবর চেয়ারের উপর চারজানু হয়ে বসে আছেন। স্বভাবসূলভ ভঙ্গিতে মুচকি মুচকি হাসছেন। আর হযরত মাওলানা গঙ্গুহীর সোজাসুজি পিছনে বিছানার উপর মাওলানা আহমাদ হাসান ছাহেব আমরোহী দাঁড়িয়ে আছেন। এই সকল বুযুর্গকে প্রতিদিন একই হালতে পাই। তবে কখনোই কোনো কথাবার্তা হয় না।

জানতে চাই যে, ঐ বুযুর্গদের যে দেখছি এই দেখাটা তো স্বপ্নে দেখা নয়, বরং জাগরণে দেখছি, এই দেখাটার হাকীকত কী?

আরও জানতে চাই যে, নামাযের মধ্যে কলবের হরকত— যার দ্বারা ইসমে যাতের যিকির বোঝা যায়, এই দিকে মনোযোগের কারণে নামাযে কোনো ব্যাঘাত হয় কিনা। মন চায় যে, পুরা নামায এই হরকত-এর মাধ্যমে আদায় করা হোক। মুখে কিছুই না বলি।

বিশ্লেষণঃ আমার প্রিয় আস্সালামু আলাইকুম, মা-শা-আল্লাহ আমল ও মামূল যথেষ্ট। দেহের বিভিন্ন শিরায় এবং অঙ্গে নড়াচড়া প্রশংসনীয়। কারণ মূল মাকসূদের জন্য এটা সহায়ক। শর্ত এই যে, এই নড়াচড়া করাটা শারীরিক রোগের কারণে যেন না হয়। আর এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে কোনো দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে। তবে মনে রাখতে হবে কারণ যাই হোক, নড়াচড়াটা কোনোভাবেই মাকসূদ নয়। ঐ দিকে মনোযোগ

www.islamfind.wordpress.com

দেওয়া যাবে না, যিকির কমানো যাবে না, যিকিরের ব্যাপারে অবহেলা বা অলসতা করা যাবে না। যিকির বাদ দিলেই এই অবস্থা থাকবে না।

এ-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ও ভাবনামুক্ত থাকুন যে, নামাযের মধ্যে এটা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী নয়। আমি আবারও কথাটির পুনরাবৃত্তি করছি যে, ইচ্ছাকৃতভাবে ঐদিকে মনোযোগ দেওয়া যাবে না। নামাযের কেরাত অথবা যিকির যবানী আদায়ের ক্ষেত্রে যেন কোনো প্রকার ঘাটতি অথবা ত্রুটি না হতে পারে।

অন্যান্য অবস্থা আলো বা রঙ বা অন্যকিছু প্রকাশ পাওয়া অথবা ঘুমের মতো অবস্থায় ঘটনাবলী, এ-সবই তাহীরে যিকিরের আলামত এবং সুসংবাদ। এবং যেমন একটু পূর্বে বলেছি– এগুলো মাহমূদ উল্লিখিত শর্তে, তবে মাকসূদ নয়। সুতরাং যেটা আসল মাকসূদ সেই দিকে মনোযোগী থেকে কাজে লেগে থাকুন। শরীয়তের নির্দেশ মেনে চলাকেই মনে করবেন কাজের মাপকাঠি । শরীয়তের নির্দেশ পালনে ঘাটতি থাকলে সকল হালাত 'শয়তানী' দেখতে হাজার 'নূরানী' হলেও। আর শরীয়তের পূর্ণ আনুগত্য থাকলে সব হালাতই 'নূরানী' দেখতে হাজার হাজার 'শয়তানী' হলেও। আমিও দুআ করছি আল্লাহ তাআলা সব-রকম দুশ্চিন্তা থেকে নাজাত ও মুক্তি দান করুন।

***

হালঃ দীর্ঘকাল পূর্বে বারবার হত আর বর্তমানে হঠাৎ হঠাৎ হয়, নক্ষত্র তারকার মতো উজ্বল ঝলমলে আলোর চমক দেখতে পাই। যা এক সেকেন্ডের মধ্যেই উধাও হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ বেশিরভাগ সময় এগুলো দেহরসের (রক্ত, পিত্ত, কফ ও বায়ু) আলো হয়ে থাকে। হঠাৎ কখনো উর্ধ্বজগতের আলোও হয়। উভয় প্রকারের আলোই গায়রে মাকসূদ। তবে কল্যাণ বা উপকারিতা উভয়ক্ষেত্রেই আছে। সেই উপকারিতা হল একাগ্রতা। কিন্তু যদি শরীরের তাপমাত্রা এবং শুষ্কতা বেড়ে গিয়ে থাকে (এবং সে কারণে ঐ আলো দেখে থাকেন।) তাহলে অবশ্যই সেটা ক্ষতিকারক। সেজন্য কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে এটা অবশ্যই নির্ণয় করিয়ে নিন।

***

হালঃ যিকিরের মাঝে কখনো কখনো বিজলীর মতো এক ধরনের রোশনি দেখা যায়। অধমের ঘুমের সময় অন্যরাও সেই আলোকরশ্মি দেখেছে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ জাহেরীভাবে মনে হয় এটা যিকিরের আনওয়ার (আলো) যা ঐভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বিষয়টা প্রশংসনীয় কিন্তু উদ্দেশ্য নয় এবং কোনো বুযুর্গীর ব্যাপারও নয়।

হালঃ রাতের বেলা যিকিরের সময় চিন্তা হয় যে, আমার এই যিকিরের কারণে যদি আহলিয়া (স্ত্রীর) ঘুমের ক্ষতি হয় আর ভদ্রতা ও সৌজন্যের কারণে সে আমাকে কিছু না বলে থাকে— এ-ব্যাপারে হুযূরের পরামর্শ কী?

বিশ্লেষণঃ তার সঙ্গে তো লৌকিকতামুক্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সোজাসুজি জেনে নিলেই হয়।

হালঃ অধমের খুব পুরাতন রোগ হল— খুব দ্রুত রেগে যাওয়া। আজকাল রোগটা আরও বেড়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ এই বৃদ্ধি সাময়িক। যিকিরের আছর প্রবল হলে আযাদী মেজাজের স্বাধীনতা বেড়ে যায়। আর আযাদী থেকে বাড়ে রাগ-ক্রোধ। যিকিরের আছর বা প্রভাবগুলো স্বভাবের মধ্যে দৃঢ় বা পরিপক্ক হয়ে গেলে মেজাজ শান্ত হয়ে যাবে। স্বভাবে স্থিরতা এসে যাবে।

***

হালঃ মাগরিবের পর যিকিরের মাঝে দেখতে পেলাম একটি নদী। নদীর উপর ছিল ব্রীজ। একটি বড় জালের তৈরি বস্তার দুই দিক ধরে নিয়ে যাচ্ছিল দুই ব্যক্তি। সেই বস্তার মধ্যে বসা ছিল বিশ্রি চেহারার এক লোক। পাশাপাশি বস্তার ভেতর অনেক ইট ও পাথর ছিল। দুই ব্যক্তি সেই ভেতরের লোকটিকে ইট-পাথরসহ পুরা বস্তা নদীতে ডুবিয়ে দিল।

বিশ্লেষণঃ ওয়াস্ওয়াসা এবং খতরা (মনের মধ্যে আনাগোনা করা ভাবনা) সমূহের সঞ্চিত রূপ ছিল। বন্দী বিশ্রি চেহারার লোকটি ছিল ওয়াস্ওয়াসা ও খতরাত-এর সূরতে মেছালিয়া (বা রূপক প্রকৃতি) এবং 'মাওসূস' (প্ররোচিত)-এর সূরতও।

***

হালঃ গতকাল থেকে অবস্থা এই যে, কেউ যদি জুতা-সেন্ডেল উল্টা-পাল্টা বা এলোমেলো করে রাখে, তাহলে সেটা দেখে মন খারাপ হয়ে যায়। এমনিভাবে যদি খানা পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে রান্না না করা হয় তাহলে সেটা খাওয়া

www.islamfind.wordpress.com

তো দূরের কথা, দেখামাত্রই মেজাজ গরম হয়ে যায়। গতকাল আমার পাশে বসে একজন এমনভাবে খানা খেল, যা দেখে দীর্ঘসময় পর্যন্ত মন খারাপ হয়ে থাকল।

বিশ্লেষণঃ এটা হল পরিচ্ছন্নতা ও নাজুকতা— যা যিকিরের প্রভাব দেহ মনে ছড়িয়ে পড়ার কারণে সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে অবশ্যই ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে গিয়ে সময়ও নষ্ট করা যাবে না। এর অভাবে কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করা যাবে না জাহেরীভাবেও না বাতেনী ভাবেও না। কাউকে কষ্টও দেয়াও যাবে না।

হালঃ সারাক্ষণ 'বা-ওযূ' (ওযূসহ) থাকতে মন চায়।

বিশ্লেষণঃ এর নাম 'তাহারাত' (পবিত্রতা) যা যিকিরের কাঙ্ক্ষিত প্রভাব।

হালঃ দুদিন ধরে সহজেই-এর উপর আমল হয়ে যাচ্ছে। যা পূর্বে বহুকষ্টে হত, এখন আর সেসব কষ্ট হয় না। ইস্তেকামাতের জন্য দুআ চাই।

বিশ্লেষণঃ মন-প্রাণ খুলে দুআ করছি।

হালঃ ভাবনা হচ্ছে যে, কলবের উপর যখন জাহেরী বস্তুসমূহের এতো খারাপ আছর পড়ে তাহলে আল্লাহ না করুন সন্দেহপূর্ণ মাল যখন কলবের মধ্যে ঢুকবে তখন তার কী পরিমাণ মন্দ প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে!

বিশ্লেষণঃ এটা হল হেদায়েত বা সৎপথ প্রাপ্তি।

***

হালঃ এমনিতেই অনেকবার এমন ঘটেছে যে, কখনো কখনো কলব থেকে আপনা আপনি ইসমে যাতের যিকির চালু হয়ে গেছে। কখনো এভাবে দুদিন দুরাত কলব চালু রয়েছে, কখনো দুদিন একরাত, কখনো একদিন একরাত, কখনো শুধু একদিনই। ব্যাপারটা এমন হত যে— উঠতে-বসতে, কোনো কাজে ব্যস্ত থাকলেও, আবার অবসর থাকলেও অবিরাম যিকির চলতে থাকতো। এমন কাইফিয়াত তৈরি হত যে, যেনো কোনো যন্ত্র কেউ চালু করে দিয়েছে আর সেটা বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছে এবং থামালেও থামে না। এমন কি দিল পেরেশান হয়ে যেত, ক্লান্ত হয়ে যেত। মনে হত যে, দিল এখন বের হতে চায়। অনেকদিন হল সেই হালত বিদায় নিয়ে গেছে। কপাল খারাপ আমার যে, এসব হালতের কিছুই হুযূরকে জানাতে পারি নি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এর কারণ হয়তো তাই যা উপরে লিখা হয়েছে অথবা কখনো কখনো যিকিরের প্রভাব এই সূরতে প্রকাশ পায়।

হালঃ যখন থেকে হুযূরের খেদমতে প্রথম চিঠি পাঠিয়েছি অর্থাৎ ২২ মে ১৯১৭ ইং সেদিন থেকে মনের মধ্যে প্রফুল্লতা বিরাজ করছে এবং বেশ আশ্চর্যরকম হালত চলছে, যে কারণে আফসোস হচ্ছে যে, আমার এমন কোনো উপায় নেই যার মাধ্যমে এই হালত হুযূর-এর কাছে পেশ করতে পারব।

বিশ্লেষণঃ এই ধরনের শিরোনাম দিয়েই পেশ করুন, সেটাই উপকারী হবে।

হালঃ কারোর মনে সামান্যতম কষ্ট দেওয়াও খারাপ মনে হয়। আমার হালত এমনই যার কোনো কিছু আমি নিজেই বুঝতে পারি না। যিকিরের মধ্যে কোনো উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই, যা পেতাম হুযূরের স্নেহ লাভ করার পূর্বে যিকির করার সময়।

বিশ্লেষণঃ এ-ধরনের কাইফিয়াত তো দীর্ঘস্থায়ী হয়ই না।

হালঃ আমার দ্বারা যতোটুকু সম্ভব ছিল, আমার ভাষা যেটুকু ছিল, আমার হালত জানিয়ে দিলাম। আমার আফসোসের বিষয় এটাই যে, অন্যদের হালতের সঙ্গে যখন নিজের হালত মিলিয়ে দেখি নিজের হালতকে একেবারে বাজে মনে হয়। এই মাহরূমী বা বঞ্চনার কারণে কখনো কখনো ভীষণ কান্না পায়।

বিশ্লেষণঃ বাহ! আপনার এই আফসোস, এই হৃদয়ের কান্না দিয়েই আপনি ছাড়িয়ে গেছেন অন্য সবাইকে। শুকরিয়া আদায় করুন।

***

হালঃ হুযূরের নির্দেশনা মুতাবেক ফজরের নামাযের পর এক হাজার বার ইসমে যাত-এর যিকির এবং এশার পর তাহাজ্জুদ পড়ে ৬শ বার নফি এসবাতের যিকির নিয়মিত করে থাকি।

বিশ্লেষণঃ আরও কিছু বৃদ্ধি করলে কি বরদাস্ত করতে পারবেন?

হালঃ তিলাওয়াতও প্রতিদিন করি আধাপাড়া করে কিন্তু কোনো ফায়েদা (লাভ) মনে হচ্ছে না।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ফায়েদার ব্যাখ্যা কী?

হালঃ নফস্ ও শয়তানের ওয়াস্‌সাওয়াসা খুব প্রবল থাকে তবে আল্লাহর মেহেরবানীতে মাধ্যমতো নিজেকে হেফাজত করতে পারি।

বিশ্লেষণঃ এই নিজেকে হেফাজত করতে পারাটা কি কম ফায়েদা?

হালঃ যে সব বিষয়ে আমার জানা আছে যে, সেগুলো শরীয়ত বিরোধী— ঐ ধরনের কাজে আল্লাহর মেহেরবানীতে এবং হুযূরের দুআর বরকতে লিপ্ত হই না।

বিশ্লেষণঃ মাশাআল্লাহ, এইটাকে আপনি ফায়েদা মনে করেন না কেন?

হালঃ তারপরও...

یک الف بیش نہیں صیقل آئنہ ہنوز - چاک کرتا ہوں میں جس دن سے کر یاں سمجھا

অর্থ– যেদিন থেকে বুঝতে পেরেছি, মাওলার প্রেমে মত্ত হয়ে পোশাক ছিড়ে ফেলেছি, আমার হৃদয় আয়নার স্বচ্ছতা যে এক 'আলিফও' (সামান্যও) বৃদ্ধি পেল না!

বিশ্লেষণঃ এই এক 'আলিফ' যা অর্জিত হয়েছে, সেটুকুই যদি সুদৃঢ় হয়ে যায় তাহলে তো 'আলফ্' (হাজার)-এর চেয়েও বেশি।

***

হালঃ হুযূরের হুকুম মতো নিজের হালত লিখছি। বেশিরভাগ সময় নির্জনতা ভালো লাগে। মানুষের সঙ্গে কথা বলতে এই কারণে মনে চায় না যে, হয়ত আমার কথায় তাদের কষ্ট হবে। যদি কোনো গুনাহ হয়ে যায় তাহলে যদিও অনেক তাওবা-এস্তেগফার করি, তারপরও মনের মধ্যে শান্তি আসে না। যদি শরীয়তের হিসাবে অথবা সামাজিক নিয়ম হিসাবে কোনো বেয়াদবী হয়ে যায়, তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাতে স্বপ্ন দেখি যে, হুযূর আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। কখনো দেখি আমাকে প্রহার করছেন। এ ঘটনাগুলো ঘটে নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি। কখনো এমন ঘটে যে, যিকিরের সময় ছাড়া অন্য কোনো সময়ে অর্থাৎ আমি যিকির করছি না এমন সময়ে ঘুমের চাপ প্রবল হয়ে ওঠে, কিন্তু পুরা ঘুম আসে না। লোকজনের আওয়াজও শুনতে পাই। সেই সময় ঝুনঝুন মতো একটি আওয়াজ শোনা

www.islamfind.wordpress.com

যায়। এরপর দেখতে পাই একটি স্থান, সেখানে আপনাকে দেখি যে আমাকে নসীহত করছেন। কখনো আপনার স্থানে অন্য কেউ একই নসীহত করছে। সেই সময় অর্থাৎ আওয়াজ শোনার সময় যে কাঁপুনি তৈরি হয় উঠে দৌড়াতে চাই কিন্তু কোনো শক্তি তখন অবশিষ্ট থাকে না।

বিশ্লেষণঃ আপনার এই কাইফিয়াত যিকিরের আছর এবং দুর্বলতার প্রভাব এই দুটির সমন্বিত রূপ। সুতরাং দুর্বলতার জন্য শারীরিক চিকিৎসা করানো জরুরি। এছাড়া সকল হালত মা-শা আল্লাহ খুবই ভালো।

***

হালঃ আজ রাতে তাহাজ্জুদের পরে নির্ধারিত অযীফা পড়ছিলাম, জেগেই ছিলাম, হঠাৎ মনে হল যে, আসমান কালো রঙ ধারণ করে ভেঙে গেছে। ছিলকা হয়ে হয়ে নিচে পড়ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমি এমনভাবে ঘাবড়ে গেলাম যে, অযীফা শেষ করাই কঠিন হয়ে গেল। শরীরে কাঁপুনি বোধ হতে লাগলো। মনে হল অযীফা ফেলে রেখে জঙ্গলে পালিয়ে যাই। আলহামদুলিল্লাহ অযিফা শেষ করে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু শোয়ার পরও অশান্তি ও অস্থিরতা দূর হল না। এমন কি সকাল ৮টা পর্যন্ত তো খুবই পেরেশান ও চিন্তিত থাকলাম, ইতিপূর্বে দিলের দিকে খেয়াল করলে কালো মনে হত, আজ সকালে যখন খেয়াল করলাম তখন নিচের দিকে কিছু অংশ লাল মনে হল। ৮টার পর যখন আবার অযীফা করতে বসলাম তখন সেই রকম পেরেশানী ও দুশ্চিন্তায় ছিলাম বটে কিন্তু কিছুটা অস্থিরতা ও অস্বস্তি ছিল। হুযূর দুআ করে দিন যেন আল্লাহ তাআলা ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু দান করেন।

বিশ্লেষণঃ আপনার সম্মুখে ফানায়ে হাস্তি (আপন অস্তিত্ব বিলুপ্তির)-এর সূরতে মেছালিয়া (রূপক প্রতিচ্ছবি) প্রকাশিত হয়েছে। আর এই 'ফানা' (বিলুপ্তি)-এর সূচনা হয় আখলাক-এর মূল থেকে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ আসমানসমূহের অনুসরণীয় হওয়ার ক্ষেত্রে। মুবারক হোক। এখন আল্লাহর ফযলে যিকিরের প্রভাব সারা শরীরে ছড়ানো শুরু করেছে আর-এরই আছর প্রকাশ পেয়েছে কলবের পরিবর্তনের মধ্যে। মুবারক হোক। এই সকল কিছুর রূপক অর্থবোধক।

www.islamfind.wordpress.com

যিকিরের সময় কান্না চাপলে না ঠেকানো, পরিমাণের অতিরিক্ত যিকির প্রশংসনীয়

হালঃ বর্তমানে যিকির করতে করতে মাঝে মাঝে খুব কান্না চাপে, যা চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারি না। এর কারণে যিকিরের আওয়াজও অনেক জেহের হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ কান্নাকে ঠেকানোর বেশি চেষ্টা করবেন না।

হালঃ হুযূরের বাতানো নির্ধারিত পরিমাণ যিকির পূর্ণ হয়ে গেলেও মাঝে মাঝে দিল চায় আরও কিছুক্ষণ যিকির করি।

বিশ্লেষণঃ অবশ্যই করবেন। খুবই প্রশংসনীয় ব্যাপার এটা।

যিকিরের মধ্যে একাগ্রতা না হওয়ার চিকিৎসা

হালঃ প্রায় দুই মাস ধরে জেহরী যিকির বন্ধ। পাস-আনফাসের যিকির আপনা আপনি দিল থেকে বাহির হচ্ছে, যার তালকীন করছিলেন হযরত আলী শাহ গঙ্গুহী রাহ.। এই-পাস আনফাসের যিকির মুরাকাবা এবং গায়রে মুরাকাবা দুইভাবেই করে থাকি, কিন্তু মন বসে না। একাগ্রতা একেবারেই হয় না। জেহরী যিকিরের সময় প্রায়ই একাগ্রতা সৃষ্টি হত। মনে হত যে, আরশের খুব কাছাকাছি আছি এবং আল্লাহ তাআলার যিয়ারতের আনন্দে বিভোর আছি। যিকিরের সময় নিজের দিকে খেয়ালই থাকত না। জেহেরি যিকির বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি আরও কিছু তাসবীহ আরও কিছু অযিফাও বন্ধ হয়ে গেছে। খুব আফসোস হয়। দুআ করবেন এবং এই রোগীর চিকিৎসা বলে দেবেন।

বিশ্লেষণঃ আমি দুআ করছি। সকল বিষয় ও দিক ত্যাগ করে সাধ্যমতো একটি পরিমাণ নির্ধারিত করে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণে ধরাবাহিকভাবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শুধুমাত্র মৌখিক যিকির করতে থাকুন। একাগ্রতা হোক বা না হোক। এভাবে করার দুই সপ্তাহ পর আমাকে অবস্থা জানাবেন।

যে পরিমাণ যিকির সহজে করা সম্ভব সেটাই যথেষ্ট

হালঃ অধম হুযূরের নির্দেশনা মতো এক হাজার করে ইসমে যাতের যিকির করে এবং এক হাজার বার ইস্তেগফার পড়ে। কিন্তু লেখাপড়ার ব্যস্ততার কারণে সবসময় পড়ার সুযোগ হয় না।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ কোনো অসুবিধা নেই। সহজভাবে যে পরিমাণ হয়, সেটাই যথেষ্ট।

যিকরে খফী

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ! হুযূরের তালীম মুতাবেক ইসমে যাতের মোটামুটি একরকম হালতে আদায় করে যাচ্ছি। সমস্যা হচ্ছে কোথাও গেলে, নির্জনতার অভাবে, সমমনা লোক না থাকার কারণে যিকির করতে দ্বিধাবোধ হয় এবং লজ্জা লাগে। চার-পাঁচদিন অথবা কমবেশি যিকির করতে পারি না। ছুটে যায়। এ অবস্থায় কী করণীয়?

বিশ্লেষণঃ যিকরে খফী (অনুচ্চ আওয়াজের যিকির) করুন।

প্রশ্নঃ যিকরে জেহের (উচ্চ আওয়াজের যিকির) হালকা করে করলেও বাচ্চারা জেগে উঠে কান্নাকাটি করলে আমলে বিঘ্ন ঘটে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি কখনো কখনো খফী অর্থাৎ একদম নিচু আওয়াজে যিকির করি তাহলে কেমন হয়?

জবাব ঃ এরূপ ক্ষেত্রে তেমন করাই জরুরি।

***

হালঃ হুযূরের যে যিকির ও শোগলের কথা বলেছিলেন- সেটা হল, রাতে বার তাসবীহ, দিনে ছয় হাজার বার ইসমে যাত, শোগল পাস-আনফাস, এগুলোতেই ব্যস্ত আছি। কিন্তু মস্তিষ্কের দুর্বলতার কারণে জেহরী যিকির করতে পারি না।

বিশ্লেষণঃ যরব (ঝাঁকুনি) ছাড়া খফী যিকির করা উচিৎ। তাতেও যদি কোনো কষ্ট হয় তাহলে কিছুদিনের জন্য সবই মওকূফ করে শুধু দুরূদ শরীফ অথবা তিলাওয়াতে কুরআন করতে থাকুন।

***

প্রশ্নঃ অধম হুযূরের নির্দেশনা মতো তিনবেলা ইসমে যাতের শোগল আদায় করছে। জেহরী যিকির দ্বারা অন্য লোকের কিছু কষ্ট হওয়ার আছে, তাছাড়া মাথাও কিছুটা গরম গরম হয়ে যায়। এ অবস্থায় জেহরী যিকির করতে হবে নাকি সিররি (নীরব যিকির)?

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ এইরূপ অবস্থায় সিররী যিকিরই ওয়াজিব।

স্থায়ী হুযূর অর্জনের পন্থা

হালঃ হযরতের তাওয়াজ্জুহ ও নেক নজরের বরকতে কখনো কখনো এমনিতেও আবার নামাযের মধ্যেও 'হুযূরী' লাভ হয়। যে সময় এই 'হুযূরী' প্রবল হয়ে যায়, ভয়ে যবান বন্ধ হয়ে যায় এবং নামাযের মধ্যে সমস্যা হতে থাকে। অল্পসময় স্থায়ী থাকে এই কাইফিয়াত। মন চায় যে, এই 'হুযূর' স্থায়ী হয়ে যাক। এবং শুধুমাত্র 'যাতে মহয' এবং 'উযূদে মুতলাক' ছাড়া আর কিছুই অনুভূত না হোক।

'মাঈয়্যাত' এবং 'নূরিয়্যাত'-এর কোনো তরীকা এই গোলামের হাল অনুযায়ী মেহেরবানী করে জানিয়ে দিন।

বিশ্লেষণঃ যে মাকসাদগুলোর কথা আপনি লিখেছেন, সেগুলো সাধ্যমতো কলবের তাওয়াজ্জুহের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যিকির করলে হাসিল হয়ে যায়। এটা কখনোই ছাড়বেন না। মাঝে মাঝে হালত জানাতে থাকুন। কখনো কখনো সাক্ষাৎ করুন। সম্ভব হলে মাঝে মাঝে ১ সপ্তাহ বা ১০ দিনের কিয়াম করুন এখানে এসে। এগুলো আপনার লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করবে। (বি.দ্র. হুযূরী বা হুযূরী মাইয়্যাত বিষয়গুলো পড়ুন তারবিয়াতুস সালিক ২য় খণ্ড ৩৫৫ পৃষ্ঠা, ৩৬৯-৩৭৪ পৃষ্ঠা, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)

মৌখিক যিকির

হালঃ পাস-আনফাসের যিকিরটাও ধারাবাহিকভাবে করতে পারছি না। মনে পড়লে করি আর না হলে করি না।

বিশ্লেষণঃ বেশি ব্যস্ততার মাঝে এতটুকু যথেষ্ট। আপনার উচিৎ হবে পাস-আনফাস বাদ দিয়ে শুধু মৌখিক যিকির করা।

***

হালঃ অধম আল্লাহ তাআলার ফযল ও অনুগ্রহে কাজে লেগে আছে। হুযূরের অনুমতি সাপেক্ষে যিকির এবং ইসমে যাতের পাস-আনফাস এবং ঐ ইসমে যাতেরই একেবারে সাধারণ পদ্ধতির হাবসে দম ছদরী করি। দুরূদ শরীফ, মুনাজাতে মাকবূল, ইস্তেগফার, তিলাওয়াতে কুরআন এবং আরও যে সব যিকির সম্পর্কে হুযূরকে জানিয়েছি— সেগুলো সবই করি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ অযীফা সবই আপনার জন্য ঠিক আছে। কিন্তু হাবসে দম ছেড়ে দিন। জানি না এটা কার কথায় শুরু করেছেন আর পাস-আনফাস যদি শ্বাসের মাধ্যমে করে থাকেন তাহলে সেই তরীকাতেও পরিবর্তন করুন, অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের শর্তমুক্ত শুধু যবানে যিকির চালু রাখুন।

***

হালঃ ইশরাক চার রাকাত, চাশত চার রাকাত, কখনো কখনো আছরের পূর্বে চার রাকাত, মাগরিবের আউওয়াবীন ছয় রাকাত, কুরআন মাজীদ এক মঞ্জিল, মুনাজাতে মাকবূল এক মন্‌জিল, দৈনিক বদরী সাহাবীদের মুবারক নাম হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত এবং সাপ্তাহে মাত্র একবার জেগে থাকা সময়ের এক অংশে পাস-আনফাসের যিকির চালু রাখি।

বিশ্লেষণঃ পাস-আনফাসের তুলনায় মৌখিক যিকির বেশি উপকারী হবে।

প্রশ্নঃ দুইমাস থানাভবনে হুযূরের দরবারে হাজির থাকার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছি। হুযূরের কাছে উপস্থিতি ছাড়া যে সময় বাঁচবে, সেই সময়ের জন্য কোনো খিদমত বললে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। বেকার থাকার অভ্যাস আমার একদম নেই। তাছাড়া বেকার থাকলে দিলের মধ্যে অস্বস্তি ও ভয় ভয় লাগে। সারাদিন এক নাগাড়ে কুরআন শরীফ পড়াও সম্ভব নয়।

জবাবঃ আমার সব ওয়াজ এই সময়ের মধ্যে পড়ে ফেলবেন।

প্রশ্নঃ দুআ করবেন আল্লাহ তাআলা যেন জীবনকে তার পছন্দমত চালান এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু দান করেন।

জবাবঃ আমীন।

অল্প অযীফাও যথেষ্ঠ

হালঃ রাত দশটায় ঘুমিয়ে শেষরাতে তিনটা সাড়ে তিনটার আগে ঘুম ভাঙ্গে না। এতেও তাহাজ্জুদ, তিলাওয়াত থেকে ফারেগ হওয়ার পর ফজরের পূর্বেই আবার যদি পনের বা বিশ মিনিটের জন্য না ঘুমাতে পারি তাহলে পরে ভীষণ আলসেমী ও ক্লান্তি বোধ হতে থাকে। এ-কারণে বার তাসবীহ নফলের পর আদায় করতে পারি না। শুধু নফল আদায় করেই শেষ করতে হয়। কিছুটা ফিকির ও মুহাসাবা করার মতো সময়ও পাই না। এখানের চাকরিটা যখন থেকে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, তখন থেকে এক ব্যক্তির কথামতো শুরু ও

www.islamfind.wordpress.com

শেষে দুরূদ শরীফসহ সাড়ে চার হাজার বার ইসমে যাত আল্লাহ আল্লাহ-এর অযীফা পড়ি। যার কারণে এশার পরও বার তাসবীহ পড়া সম্ভব হয় না। একইভাবে অন্যান্য নামাযের পরও ইয়াসীন, আর রহমান, মুযযাম্মিল, আয়াতুল কুরসী, চারকুল ইত্যাদি কয়েক বছর যাবৎ আমল করছি। এ-কারণে অন্য ওয়াক্তগুলোতেও সময় পাই না। এজন্যই নিবেদন করছি যে, হুযূর বললে এশার পরের বর্তমান অযীফা ছেড়ে দিব।

বিশ্লেষণঃ না, তার প্রয়োজন নেই, যা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ সেটাও যথেষ্ট।

যিকরে খফী ও গায়েবী সালামের জবাব

হালঃ হুযূরের পরামর্শ মতো বার তাসবীহের যিকির করি। আলহামদুলিল্লাহ এর বরকতে নিষিদ্ধ ও হারাম কাজের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা ও ভালো কাজের প্রতি স্বভাবগত আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। যদিও এর পূর্বেও এই হালত ছিল। এখন আরও বেড়ে গেছে। আগ্রহ অনেক; অবসর কম। যিকির শুরু করার সময় থেকে এখন পর্যন্ত মাথায় ব্যথা ও যন্ত্রণা থাকছে। আমি এটাকে সর্দি-কাশি ও তীব্র ঠাণ্ডা মনে করে রেখেছি। কারণ যিকির শুরুর পর থেকেই এই ঠাণ্ডা-কাশির ঘটনা ঘটেছে। এ-কারণে হুযূরের খিদমতে নিবেদন এই উল্লিখিত কারণে কয়েকদিনের জন্য যিকরে খফী করছি— এ-বিষয়ে হুযূরের মতামত জানতে আগ্রহী। অল্প কয়েকদিন যিকির করা সত্ত্বেও প্রচুর উপকার বোধ হচ্ছে। এটা হযরতেরই অনুগ্রহ ও সুদৃষ্টির ফসল। চোখ-কান বন্ধ থাকার সময় 'আল্লাহ' শব্দের আওয়াজ ঘণ্টার আওয়াজের মতো কানে লাগে। ভালো ভালো স্বপ্নও দেখছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আমার অন্ধ ভাই আসাদ আলী আপনাকে সালাম আরজ করছে। সে পূর্বের নিয়মে যিকির চালু রেখেছে। আরও বৃদ্ধির জন্য আগ্রহী। বার তাসবীহের প্রতি আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, হুযূরের অনুমতি চায়। শারীরিক অবস্থা ঠিক আছে। যিকিরের মাঝে আমার ভাইয়ের মনে হয় যে, কেউ সালাম দিচ্ছে। তবে কে সালাম দিচ্ছে সেটা বোঝা যায় না। এ অবস্থায় সালামের জবাব দেবে কিনা। এখন পর্যন্ত জবাব দেয় নি।

বিশ্লেষণঃ আপনার অবস্থা আনন্দদায়ক। আল্লাহ তাআলা বরকত দান করুন। এরূপ অবস্থায় খফী যিকিরই করা উচিৎ। আপনার ভাই আসাদ আলীর যদি বার তাসবীহ-এর প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে অনুমতি আছে। তবে অবস্থা সম্পর্কে অবশ্যই এত্তেলা-অবগতি ধারাবাহিকভাবে দিতে হবে। ঘি, দুধ

www.islamfind.wordpress.com

নিয়মিত খেতে হবে। কম পক্ষে ছয় ঘন্টা করে ঘুমাতে হবে। সালামের জবাব একবার দিয়ে দিবেন।

যিকির ও শোগল-এর সকল আছর একই কিতাবে কেন নেই?

প্রশ্নঃ অনেকদিন পূর্বে হুযূর বলেছিলেন যে, 'তাসাওউফের কোনো কোনো কিতাবের মধ্যে যিকির ও শোগলের আছার বা প্রভাবসমূহের কথা লিখেছেন।' সেই কথার প্রেক্ষিতে হযরতের কাছে আমার আবেদন এই যে, মেহেরবানী করে এমন একটি কিতাব লিখুন যাতে যিকির ও শোগলের সকল আছরের কথা জানা যায়। যা পড়লে মুরীদদের আগ্রহ বাড়বে। এই বিষয়ে স্বতন্ত্র কোনো বই পুস্তকের কথা জানা যায় না। এতে যদি কোনো ক্ষতির দিক না থাকে তাহলে অধমের খুব আকাঙ্ক্ষা এই যে, এ-বিষয়ে হুযূর একটি কিতাব লিখবেন। কোনো কারণে হুযূর যদি না লিখতে চান, তাহলে অধম সেটাকেই ঠিক ও যুক্তিসঙ্গত মনে করে আনন্দের সঙ্গে কবূল করে নেবে।

জবাবঃ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন রকম হালত এসে থাকে। এইগুলো লিখলে প্রধান ক্ষতি যেটা হবে সেটা এই যে, একজন অন্যের হালতের অপেক্ষা করতে থাকবে, অন্যের বিশেষ কোনো হালত নিজের মধ্যে না হওয়ার কারণে নৈরাশ্য হবে, পেরেশানী হবে। তাছাড়া প্রত্যেকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের কারণে ঐ সকল হালতের ভিন্নতা ও বৈচিত্র এত বেশি থাকে যে, সেগুলো নিধারণ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

তায়াম্মুম করে যিকির

হালঃ অধম হুযূরের দরবারে এক টুকরো আবেদন পত্র পাঠিয়েছিল। সেখানে নিজের শোগল ও তালীম বিষয়ে হুযূরকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম। তার জবাব হিসাবে হুযূর আমাকে এই ভাষায় সম্মানিত করেছিলেন যে, আপনি যেহেতু বুদ্ধিমান, সেজন্য ব্যস্ত আলেমের সূচী আপনার জন্য উপযোগী মনে করি। এইভাবে হুযূর নরাধমের হিম্মত ও সাহস বৃদ্ধি করেছেন। নতুবা আমি একজন মূর্খ মানুষ, শিক্ষা কিংবা বুদ্ধির আমি কী বুঝি। তবে আশায় বুক ভরে গেছে, অনেক বড় জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা হুযূরের যবানকে আরও বেশি মুবারক ও বরকতময় করে দিন। অধমের অবস্থা এই যে, হুযূরের হুকুম পাওয়ার পর থেকে যোহর নামাযের পর দৈনিক আধাপাড়া কুরআন তিলাওয়াত, এক মনজিল মুনাজাতে মাকবুল পড়ে থাকি।

www.islamfind.wordpress.com

তাহাজ্জুদ নামাযের পর ইসমে যাতের যিকির হাল্কা যরব ও হাল্কা জেহেরের সঙ্গে করি। এখন পর্যন্ত মাত্র তিন হাজার করতে পারি। এর বেশি করতে গেলে কষ্ট হয়।

বিশ্লেষণঃ যদি অযূ না থাকার কারণে কষ্ট হয়, যেমন চিঠির পরের অংশ থেকে মনে হচ্ছে, তাহলে সে ব্যাপারে আমি যেভাবে লিখে দিয়েছি সে অনুসারে আমল করুন। আর যদি অন্য কোনো ব্যাপারে থাকে তাহলে স্পষ্ট করে লিখে জানান।

হালঃ অযূ না থাকার জন্য খুব কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে এমন হয় যে, যিকিরের মাঝেখানে অযূ ভেঙ্গে গেল, অযূ করে নিলাম তো আবারও সেই অবস্থা। ঠাণ্ডা ও সর্দির কারণে অথবা এমনিতেও বারবার অযূর জন্য উঠা ভালো লাগে না। পরিবারের বাচ্চা-কাচ্চাসহ সকলের ঘুমের ব্যঘাত হতে পারে। যদিও বসে বসেই তায়াম্মুম করে যিকির চালু রাখা সম্ভব কিন্তু মুর্শিদের অনুমতি ছাড়া সেটা কিভাবে করব। কারণ দস্তরুল আমলে 'বা-অযূ' যিকির করার কথা লিখা হয়েছে। এ-ব্যাপারে হুযূরের নির্দেশনা চাই।

বিশ্লেষণঃ অযূ রাখা অপরিহার্য নয়। তায়াম্মুম করে নিন। তবে এই তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া এবং কুরআন স্পর্শ করা জায়েয হবে না।

জুনুবী ব্যক্তির হাত-মুখ ধুয়ে যিকির-শোগল করা

হালঃ যখন থেকে অযীফা শুরু করেছি, বেশ কয়েকবার স্বপ্নদোষ হয়েছে, অথচ এর পূর্বে এমন হত না, যেদিন এমন হয় খুব চিন্তায় পড়ে যাই।

বিশ্লেষণঃ কী কারণ?

প্রশ্নঃ জেগেই থাকি কিন্তু শরীর নাপাক হওয়ার কারণে সুবহি সাদিক পর্যন্ত কিছুই করতে পারি না, এই নাপাক অবস্থায়ও কি হাতমুখ ধুয়ে মনে মনে অথবা মুখে চৌকির উপর বসে বসেই খফী অথবা জেহরী যিকির করে নিব?

জবাবঃ হাঁ হাঁ অবশ্যই করবেন।

সাধারণ মুরীদ উন্নতির পর পূর্বের তাসবীহ-তাহলীল ত্যাগ করবে না

প্রশ্নঃ যেহেতু যিকিরের পূর্ণ পরিমাণ ১২ হাজার থেকে ২৪ হাজার আর আমি পড়ি মাত্র ৩ হাজার বার। এ কারণে খুব লজ্জা লাগে। এই ত্রুটির হয়ত

www.islamfind.wordpress.com

কিছুটা ক্ষতিপূরণ হবে, সেই আশায় পূর্বের মতোই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' 'সুবহা-নাল্লাহ' এবং 'আল্লা-হু আকবার' এক শ বার এক শ বার করে পড়ি। জানতে চাচ্ছি যে, পূর্বের অযীফা কি ছেড়ে দিব না চালু রাখব নাকি ঐগুলোর স্থানে অন্য কিছু পড়া উচিৎ?

জবাবঃ পূর্বের অযীফা ছাড়বেন না। যদি হিম্মত হয় তাহলে ইসমে যাত ১২ হাজার পর্যন্ত বাড়িয়ে দিন আর হালত জানাতে থাকুন।

'আল্লাহু নাকি আল্লাহ'

প্রশ্নঃ ইসমে যাত (اللّٰه)-এর মধ্যে ه কে জযম দিয়ে আল্লাহ্ পড়া নাকি পেশ দিয়ে 'আল্লাহু' পড়ব? যরবের (মাথা ঝাকানোর) নিয়ম কী?

জবাবঃ জযম দিয়ে 'আল্লাহ্' পড়বেন। যরবের খাস কোনো তরীকা নেই। মন থেকে যেভাবে আসে সেটাই যথেষ্ট।

তালবীনের হালতে যিকির ও শোগলের পন্থা

হালঃ কোনো কোনো দিন অদৃশ্যজগতে মন এমনভাবে মজে যায় যে, ইবাদত-বন্দেগী ও নেক কাজের যেন বসন্তকাল শুরু হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো নফ্স এমন বিদ্রোহ করে যে, বিরক্তি ধরে যায়। জেহরী যিকিরের কারণে দেমাগের মধ্যে খুব বেশি শুষ্কতা তৈরি হয়ে গেছে। আজকে তো সহ্য করতে না পেরে যিকির ছেড়েই দিয়েছি। নিজের আওয়াজ কানের মধ্যে আঘাত করে। হুযূর বললে খফী যিকির করব। অথবা আমার অবস্থা বিবেচনা করে হুযূর যেটা বলবেন, যেরকম বলবেন সেটা সেরকমই করব ইনশাআল্লাহ। দেমাগ-মস্তিষ্ক খুব দুর্বল হয়ে গেছে, সবল করার, সতেজ করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বিশ্লেষণঃ এটা হল তালবীন, এই অবস্থায় কিছু পরিবর্তন ও রদবদল হবেই। পেরেশান হবেন না। ইনশাআল্লাহ এভাবেই একদিন 'তামকীন' (আল্লাহর সম্পর্কের দৃঢ়তা) হয়ে যাবে। বর্তমানে জেহের এবং যরব (উচ্চস্বর ও ঝাকুনি) একদম বন্ধ করে দিন। যরব ছাড়া খফী যিকিরই যথেষ্ট। সংখ্যা ও পরিমাণের মধ্যে যদি হ্রাস ঘটাতে চান, যিকিরের পরিমাণ কমানো যদি জরুরি মনে করেন তবে সেটা করারও অনুমতি দিলাম। এগুলো মেনে চললে তারপর ঐ সবল ও সতেজ করার চেষ্টা সফল হবে।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ ঈদুল আযহার পর থেকে অযীফাও বন্ধ হয়ে গেছে। তীব্র সর্দি ও জ্বর আমাকে কাবু করে ফেলেছে। আলহামদুলিল্লাহ এখন অর্ধেক অসুখ ভালো হয়ে গেছে। আমি হুযূরের আখলাকের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করতে পারি, গরিবদের খেদমত করতে পারি, সে উদ্দেশ্যে হুযূরের দুআ চাই। আল্লাহর শোকর যে, কোনো ওয়াক্তই ফরয নামায কাজা হয় নি।

বিশ্লেষণঃ যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে সুস্থ্য-সবল না হবেন, অযীফা শুরু করবেন না। অবশ্য কোনো বিশেষ সংখ্যা ও শর্ত ছাড়াই মুখে অথবা মনে মনে যেই যিকিরটাই সহজ বোধ হয় সেটাই সমান্য করে নেবেন অথবা ভাববেন, সেটাই যথেষ্ট হবে।

শোগলের চেয়ে যিকিরের প্রাধান্য

প্রশ্নঃ নিবেদন এই যে, হুযূর প্রথমে আমাকে ২৪ হাজার ইসেমে যাতের যিকির করতে বলেছিলেন, কিন্তু-এর বেশ কিছুকাল পরে বলেছিলেন ১২ হাজার বার করে ঐ যিকির করতে। সেই দিন থেকে নির্দেশ মতো শুধু বার হাজার ইসমে যাতের যিকির করি। এরপর হুযূরের নির্দেশে শোগল আন্‌হাদ কিছুকাল করার পর এবার যখন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হুযূর তার জবাবে বললেন– ঐ শোগল ছেড়ে দাও এখন আর সেটা করার প্রয়োজন নেই। সেদিন থেকেই আমি ঐ শোগল ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু শোগলের জন্য যে এক ঘণ্টা সময় ব্যয় হত সেই সময় নষ্ট করা আমার ভালো লাগল না। সেজন্যই হুযূরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী যে, ঐ সময়টাতে আমি সেদিন থেকেই হুযূরের অনুমতি ছাড়া ১২ হাজার-এর বদলে ২৪ হাজার করে ফেলেছি। উপরোক্ত শোগল-এ যে সময় ব্যয় হত সেটাকেই এই যিকিরের মধ্যে ব্যয় করছি। কিন্তু নিজের এই খোদরাই (আত্মমত)-এর কারণে ভীত হয়ে আবেদন করছি যে, যদি হুযূর এটা অনুমোদন করেন তবে এই আমল চালু রাখব নইলে বাদ দিয়ে দিব আর হুযূর যা বলবেন সে অনুসারে আমল করব।

বিশ্লেষণঃ আমার আদরনীয়, আল্লাহ আপনাকে বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ রাখুন। শোগলের পরিবর্তে যিকির নির্ধারণ করে নেওয়া একদম আমার তরীকার উপর আমল হয়েছে। ঠিক আমার পছন্দমত কাজটিই করেছেন। আল্লাহ বরকত দান করুন।

www.islamfind.wordpress.com

একই বৈঠকে সম্পূর্ণ করা উপকারী

প্রশ্নঃ হুযূর আমাকে তিন হাজার বার ইসমে যাতের যিকির করতে বলেছেন, আলহামদুলিল্লাহ সেটা আদায় করি। দৌড়াদৌড়ি ও ব্যস্ততার কারণে বাদ পড়ে যাচ্ছে। আবার নিয়মিত শুরু করব। তিন হাজার কি যিকিরের নাকি তাসবীহ-এর দানার?

জবাবঃ কথা তো একই। তিন হাজার দানা গুণলেই তিন হাজার বার যিকির করা হবে।

প্রশ্নঃ যিকির কি নির্দিষ্ট সময়েই প্রতিদিন করতে হবে?

জবাবঃ হাঁ তাতেই বেশি লাভ।

প্রশ্নঃ নাকি দিন-রাত মিলিয়েই পরিমাণ পূর্ণ করলে চলবে?

জবাবঃ এতেও উপকার আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট একটি সময়ে প্রতিদিন যিকির করলে সেটাই বেশি উপকারী।

ক্লান্তির কারণে যিকির কমিয়ে দেওয়া

হালঃ দুআ প্রার্থী। নিজের অযীফা আদায় করে যাচ্ছি। তাহাজ্জুদের সময় বার তাসবীহ, বাদ ফজর ৬ হাজার বার ইসমে যাত আর যোহরের পর ৩ হাজার বার ইয়া বা-সিতু, ইয়া বা-সিতু (يَا بَاسِطُ يَا بَاسِطُ) যিকির করার পর আবার কখনো কখনো যিকিরের মাঝে ক্লান্তি বোধ হয়।

বিশ্লেষণঃ ক্লান্তি বোধ হলে যিকির কমিয়ে দেবেন। শারীরিক দুর্বলতা দুর করার এবং শক্তি ও বলবৃদ্ধির জন্য কোনো চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

পীরের কল্পনা

হালঃ রাতদিন সকল সময় শুধু আপনার কল্পনা আপনার চেহারা মনের মধ্যে হতে থাকে। আল্লাহর ভাবনাও এতটা হয় না। যে কারণে আশঙ্কা হয় যে, এটা হয়ত নিন্দনীয় বা 'মাযমূম' হালত। ইচ্ছা হয় যে এমন কোনো কিছু হোক যাতে আল্লাহর ভাবনা ও কল্পনা বেড়ে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এই হালতে ক্ষতির কিছু নেই। আল্লাহর জন্য যার কল্পনা সেটা আসলে আল্লাহরই কল্পনা। এর প্রমাণ প্রিয়নবীর হাদীস مَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ — (অর্থঃ যে আমার সাহাবীদেরকে ভালোবাসল, প্রকৃতপক্ষে আমাকে ভালোবাসে বলেই সে তাদেরকে ভালোবাসল।)

প্রশ্নঃ বেশ অনেক দিন হল অতিসাধারণ কোনো ব্যাপার হোক বা জটিল ও সূক্ষ কোনো বিষয়, হাল বা প্রশ্ন যাই হোক, মন চায় যে, শুধু আপনাকেই জিজ্ঞাসা করব। অন্য আলিমদের প্রতি অবজ্ঞা ও অনীহা, যতই তারা আহলে হক হোক না কেন। এই হালত কি সংশোধনীয়?

জবাবঃ এটা ঘৃণা, অবজ্ঞা বা অনীহা নয় বরং এটাকে বলুন অনাগ্রহ। যদি অন্তর প্রবোধ না মানে, কোনো আলিমের কাছে যদি স্বস্তি ও শান্তি না হয় তাহলে সেখানে সঙ্কোচ ও দ্বিধা তৈরি হতে পারে। এটা গায়রে এখতেয়ারী হালত। এর জন্য কাউকে অভিযুক্ত করা যায় না। তবে আলিমদের দোষ-ত্রুটি বলে বেড়ানো এবং তাদের বিরোধিতা করা কিংবা ক্ষতি করা একদমই অন্যায় ও অনুচিৎ।

যিকির ও ইবাদত সীমিত হওয়ার কারণ

প্রশ্নঃ পরিচিত এক লোক একটি চমক লাগানো কথা বলেছে। পরে বুঝেছি তিনি অন্যদের কাছেও কথাটি বলে বেড়ান। ঐ কথায় আমার কোনো সমস্যা বা ভয় নেই। কারণ আমি আপনার কিতাবাদি থেকে জেনেছি যে, তাসবীহ সুন্নত। কিন্তু ভয় ও আশঙ্কা অন্যদের ব্যাপারে। লোকটি যা বলে তা হল– 'তাসবীহ যে পরিমাণ পড়া হয় আল্লাহর নেয়ামতের সেই পরিমাণ শুকরিয়া আদায় হয়। আফসোসের কথা আল্লাহ তাআলা তো আয়াতে বলেছেন (তরজমা) 'যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করতে চাও, শেষ করতে পারবে না। অর্থাৎ তিনি দিয়েছেন অগণিত আর আমরা শুকরিয়া আদায় করব গুণে গুণে, সীমিত সংখ্যায়? অতএব তাসবীহ নিষ্প্রয়োজন।'

কথাটি কিছু মানুষের অন্তরে লেগে যায়, ভাবে যে কথাটি তো খুবই যুক্তিসঙ্গত। এ-কারণে হুযূরকে কথাটি জানালাম। এর কোনো যুক্তিনির্ভর ও তথ্যভিত্তিক জবাব প্রদান করুন যেন ঐ লোকগুলোর ভুল ভাঙ্গে, পাশাপাশি আমরাও সন্দেহমুক্ত হতে পারি।

'তারবিয়াতুস সালিক' ষষ্ঠ অধ্যায়-৫৭

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ এমনিতে সকল ইবাদতই শুকরিয়া, সেই বিবেচনায় তো নামাযের রাকাত সংখ্যাও সীমিত না হওয়া উচিৎ, রোযাও সীমিত না হওয়া উচিৎ। খোদ হাদীসের মধ্যে তাসবীহ, তাহলীলের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। (যেমন সুবহা-নাল্লাহ ৩৩ বার...) নাউযুবিল্লাহ তাহলে কি এগুলোও আপত্তিকর?

সীমিত হওয়ার মধ্যে নিজেদের অক্ষমতা ও অপারগতার প্রতি সুক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। যেন বলা হচ্ছে, হে আল্লাহ! আপনার নিয়ামত অসীম ও অগণিত, কিন্তু আমরা সেইভাবে অগণিত ও অসীম শুকরিয়া আদায় করতে সক্ষম নই। আমাদের অক্ষমতা যেন চিৎকার করে ঘোষণা করছে-

شکر نعمت ہائے تو چندانکہ نعمتہائے تو – عذر تقصیرات ما چندانکہ تقصیرات ما

অর্থ– তোমার নিয়ামতরাজির শুকরিয়া প্রকৃতপক্ষে হওয়া উচিৎ সেই রকমই অগণিত যেমন অগণিত তোমার নিয়ামতসমূহ, আমাদের অপারগতার ওজরও ঠিক সেই রকমই যেমন আমাদের অক্ষমতা, দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা।

আরও কথা এই যে, তাসবীহ-এর দানা যদিও (১০০ বা ১০০০-এ) সীমিত থাকে কিন্তু এটা তো হতে পারে যে, তাসবীহ নিয়ে আমরা অগণিত বার পড়ব, তাহলে আর ঐ (সীমিত হওয়ার) ওয়াস্ওসাও থাকবে না।

আরও একটি কথা এই যে, অগণিত সংখ্যক দানার তাসবীহ হওয়া সম্ভব নয়, তাহলে-এর পরিণতি হবে এই যে, তাসবীহ পরিত্যক্ত হয়ে যাবে, তাসবীহ ছাড়া যেহেতু যিকির স্মরণ থাকে না সুতরাং এক সময় যিকিরও পরিত্যক্ত হয়ে যাবে। সর্বশেষ কথা যিকির তো স্বতন্ত্র ইবাদত, একে নেয়ামতের শোকর বলার জন্য কুরআন-সুন্নাহর কোনো অকাট্য দলিল আছে কি?

যিকির ও শোগলের উদ্দেশ্যে সম্মিলন

একজন খলীফার প্রশ্নঃ যারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন তারা দূরত্ব ও ব্যবধানের অভিযোগ তুলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, যে সময় আমি এই ঠিকানায় উপস্থিত না থাকি, সে সময় তারা সপ্তাহে একদিন যেমন জুমার রাতে সবাই মিলে একত্রিত হয়ে যিকির, শোগল ও যিকিরে মশগুল থাকবেন। যেন দীর্ঘ গাফলত দূর হয় এবং পেছনের গাফলতজনিত ক্ষতি কাটিয়ে উঠা যায়। আমার কাছে প্রস্তাবটি ভালো লাগায় আমি ইতোমধ্যে দুই তিন সপ্তাহ

www.islamfind.wordpress.com

ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের সমবেত করে কিছু নসিহত শুনেছি, রাতের সিংহভাগ সময় যিকির ও শোগলে কাটিয়েছি। এই সমবেত হওয়ার মধ্যে লোকজনের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং মুহাব্বতের আছর দেখতে পেয়েছি। সেজন্যই প্রতি সপ্তাহে এভাবে একত্রিত হয়ে যিকির-শোগল করতে এবং কোনো এক মসজিদে সারারাত থাকতে তাগিদ করে এসেছি। যদিও এতে কোনো বিদআত দেখা যাচ্ছে না, তা সত্বেও হুযূরের যবান মুবারক থেকে এ বিষয়ে কখনো কিছু শুনতে পাই নি বলে মনের মধ্যে দ্বিধা হচ্ছে যে, এটা কোনো 'মন্দ প্রচলন' (সুন্নতে সাইয়িআহ) হয়ে যাচ্ছে কিনা!

জবাবঃ ভবিষ্যতে সেরকম হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অবশ্যই আছে। ব্যক্তিগতভাবে যার যতটুকু খুশি যিকির-শোগল করুক তাতে সমস্যা নেই একত্রে একস্থানে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থাটা বন্ধ করতে হবে।

মউত ও মা বাদাল মউতের মুরাকাবা

হালঃ যখন থেকে হুযূর এই অধমকে নিজের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন এবং অযীফা হিসাবে পড়তে বলেছেন ইসমে যাত-এর 'আল্লা' উচ্চস্বরে আর 'হু' নিম্ন স্বরে। তখন থেকেই তিন হাজার করে এই যিকির নিয়মিত করে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আদায় না করা হয় মনের মধ্যে অস্বস্তি বিরাজ করে। কখনো ঘুমিয়ে থাকলে ঘুমের মধ্যে যিকির চালু হয়ে যায়। এমনকি পাশে কেউ থাকলে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। একদিন ঘুমের মধ্যে যিকির চালু হয়ে গেল আওয়াজ এত উঁচু ছিল যে, আমার নিজের ঘুমই ভেঙ্গে গেল, জেগে উঠার পরও তিন চার মিনিট 'আল্লা' জোরে এবং 'হু' আস্তে এভাবে যিকির চালু ছিল।

এখন মন চায় যিকিরের পরিমাণ আরও কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হোক। মুরাকাবা করতেও খুব ইচ্ছা হয়। তবে হুযূর যেমন বলবেন সে রকমই আমল করব।

বিশ্লেষণঃ যদি সময় থাকে এবং শক্তিতে কুলায় তাহলে তিন হাজারের সঙ্গে আরও এক হাজার বাড়িয়ে দিন। মুরাকাবায়ে মউত ও মা বাদাল মউত (মৃত্যুও পরবর্তী অবস্থার ধ্যান) শুরু করে অবস্থা জানাবেন। অন্য যে সব হালত লিখেছেন, সবই মুবারক হালত, তবে মস্তিষ্ক যেন শুষ্ক না হয়, সতেজ থাকে সে বিষয়ে সবসময় খেয়াল রাখবেন। যেমন কদুর তেল মাথায় ব্যবহার

www.islamfind.wordpress.com

করবেন। বাদামের মগজ এবং কদুর বীজের মগজের শরবত মিছরীর সঙ্গে মিশিয়ে মিষ্টি বানিয়ে খাবেন।

ওজরের কারণে যিকির কমানো

হালঃ দুনিয়াবী ব্যস্ততা ও দুর্ভাগ্যের কারণে দিনে যে ২৪ হাজার ইসমে যাতের যিকিরের অযীফা ছিল, আদায় হচ্ছে না।

বিশ্লেষণঃ অর্ধেক অথবা চার ভাগের একভাগ করুন।

হালঃ অযীফা ঠিকমতো আদায় হচ্ছে না বলে ব্যথিত ও চিন্তিত থাকি। নিরুপায় হয়ে তাহাজ্জুদের পর বার তাসবীহ কোনো রকমে আল্লাহ তাআলা আদায় করিয়ে দিচ্ছেন।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্নঃ ফজরের নামাযের পর আধা পারা কখনো এক পারা কুরআন মাজীদ এবং এক মনজিল মুনাজাতে মাকবুল আল্লাহ তাআলা তিলাওয়াত করাচ্ছেন।

জবাবঃ খুবই ভালো।

মুরাকাবার তালীম

হালঃ বৃষ্টির মুরাকাবা— যা কলবের উপর বর্ষিত হয়, সেটা করে চলেছি। এর মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্নতা এসে গেলে ঘুম ঘুম ভাবের মধ্যে সময় কেটে যায়, কিছু তেমন বুঝতে পারি না। এরূপ একেবারেই হঠাৎ। সাধারণত ১৫ বা ২০ মিনিটের মুরাকাবার সময় খুব কষ্টে কাটে। এতে মন লেগে যাওয়ার মতো অবস্থা এখনও তৈরি হয় নি। তবে মনের মধ্যে অবশ্যই এটা আছে যে, এটা উপকারী হবেই।

বিশ্লেষণঃ এখন এটা প্রতিদিন করার প্রয়োজন নেই। দুই দিন করবেন, এরপর দুইদিন বাদ দেবেন। এরপর হালত জানাবেন।

হালঃ হুযূরের নির্দেশনা মতো মুরাকাবা করা হয়েছে। পূর্বের মতো অর্থাৎ বেহুঁশের মতো অবস্থা তৈরি হচ্ছে। এখন আর মন ঘাবড়ায় না।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ।

www.islamfind.wordpress.com

কলবী যিকিরের প্রকার

প্রশ্নঃ সূফীদের নিকট যিকিরে কলবী কাকে বলা হয়? তাদের পরিভাষায় বেশ কয়েক রকমের যিকিরের উল্লেখ দেখা যায়।

প্রথম প্রকার হল– জেহরী যিকির— জিহ্বার সহযোগে কলবের সজাগ ও সতর্ক অবস্থায় হয়ে থাকে এবং যা যাকের নিজে শোনে এবং অন্যও শোনে।

দ্বিতীয় প্রকার– যিকরে খফী— জিহ্বা দ্বারা কল্বের সতর্কতার সঙ্গে হয় এবং যেটা যিকিরকারী শুনতে পায় অন্য কেউ শোনে না।

যিকিরের তৃতীয় প্রকার– যা জিহ্বা ছাড়া শুধুমাত্র সজাগ কলব দ্বারা হয়। সূফীরা যাকে 'এস্তেহযার' এবং শুহুদে মহয' বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

জবাবঃ এটা যথার্থ বলেছেন। যিকিরে কলবী বলা হয় যবানের মধ্যস্ততা ছাড়া শুহুদে কলব (কলবের উপস্থিতি) কে।

প্রশ্নঃ যিকরে কলবী দ্বারা সিররী এবং অন্যান্য লাতায়েফে উপনীত হওয়া যায় কি ভাবে?

জবাবঃ সূফীয়ারে কেরাম বলেন যে, যিকরে কলবীর মধ্যে যখন সুক্ষ্মতা বেশি বেড়ে যায় তাকেই যিকরে সেররী বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর যিকরে সেররীর মধ্যে যখন আরও সুক্ষ্মতা সৃষ্টি হয়, তাকে যিকরে খফী বলে আখ্যায়িত করা হয়। এমনি ভাবে আখফাকেও বুঝে নিতে হবে।

সূফীগণ আরও বলে থাকেন যে, যিকরে সিররী 'এস্তেগরাক'-এর সঙ্গে তুলনীয় তবে দুটোর ভেতরের সামান্য পার্থক্য এই যে, এস্তেগরাকের মধ্যে 'গায়রাত' (আত্মচেতনার বিলুপ্তি) হয়ে থাকে আর যিকরে সিররীর মধ্যে গায়রাত হয় না বরং 'হুযূর' (আত্মার চেতনা শামিল) থাকে।

***

হালঃ কয়েকদিন ধরে আমার হালত এই যে, দিল থেকে আওয়াজ বের হয় এবং মনের মধ্যে খুব স্বাদ ও মজা অনুভব করি। বেশিরভাগ রাতের বেলা এই আওয়াজ স্পষ্ট আল্লাহ আল্লাহ বলে বোঝা যায়। অর্থাৎ মনে হয় যেন কেউ আল্লাহ আল্লাহ করছে। কখনো কখনো দিনের বেলাও একাগ্রতা ও নির্জনতার মুহূর্তে এই আল্লাহ আল্লাহ-এর আওয়াজ বের হয়। হৃৎপিণ্ডের স্থানে নড়াচড়া তো সব সময়ই বোঝা যায়। অধিকাংশ সময় মনে চায় যে, নির্জন একাকী

www.islamfind.wordpress.com

কোনো স্থানে নীরব হয়ে বসে দিলের এই আল্লাহ আল্লাহ-এর মধুর আওয়াজ শুনতে থাকি।

আমার অযীফা সেগুলোই যা পূর্ব থেকেই পড়ে থাকি, যেগুলোর কথা হুযূরকে জানিয়েছিলাম এবং বাইয়াত করার পর হুযূর কোনো রকম পরিবর্তন ও পরিমার্জন ছাড়াই সেগুলো কায়েম রেখে দিয়েছেন। সেগুলো হল এক হাজার বার দুরূদ শরীফ, তাহাজ্জুদের পর বার তাসবীহ, বাদ মাগরিব ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম দুই শ বার, দৈনিক কিছু পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত। হুযূর মেহেরবানী করে জানাবেন আমার এই হালত কেমন? যেগুলো আমি পড়ি সেগুলোই থাকবে নাকি কিছু পরিবর্তনের বা বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে?

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ খুব ভালো হালত। এটা হল কল্পনা শক্তির মধ্যে যিকির ছড়িয়ে পড়ার আছর। যা 'মাকসূদ' বা লক্ষ্য না হলেও মাকসূদের সহায়ক। আল্লাহ তাআলা বরকত দান করুন এবং আমল মাকসূদ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন। শুকরিয়া করুন এবং এটাকে কোনো কামাল (রূহানী বিশেষ যোগ্যতা বা বুযুর্গী) মনে করবেন না। অযীফার মধ্যে রদ বদলের কোনো প্রয়োজন নেই। অবস্থা সম্পর্কে অবগতি দিতে থাকুন।

তাওহীদের মুরাকাবা

প্রশ্নঃ যিয়াউল কুলুব-এর মধ্যে হযরত কুতুবুল আরিফীন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহ. যে মুরাকাবায়ে তাওহীদের কথা লিখেছেন, সেটা আমল করার অনুমতি চাই।

জবাবঃ খুব ভালো, আমল করতে চাইলে কর। কিন্তু এই জাতীয় ধ্যান ও কল্পনার মুরাকাবা একেবারে প্রথমিক স্তরের সালিকের জন্য, যে সরাসরি আল্লাহর ধ্যান করতেই পারে না। কোনো উপমা, রূপক ইত্যাদি ছাড়াই যে সরাসরি আল্লাহর কল্পনা করতে পারে, তার প্রতি তো আল্লাহর বিরাট বড় অনুগ্রহ রয়েছে, সে কেন এই সব কল্পনার আশ্রয় নিতে যাবে?

তাছাড়াও মানুষের স্বভাব ও রূচি বিভিন্ন রকমের। কারো করো এই ধরনের রূপ ও রূপক মিশ্রিত কল্পনা ও ধ্যানের ব্যাপারে খুবই সঙ্কোচ হয়। কারণ তাতে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে একত্রে পাশাপাশি নিয়ে আসতে হয়। যার সঙ্কোচ হবে, এই ধ্যান তার জন্য উপকারী না হয়ে ক্ষতিকর হয়ে যাবে। আর যার সঙ্কোচ

www.islamfind.wordpress.com

হবে না তার জন্য এটা উপকারী এবং এটাই তার জন্য দিলের মধ্যে আল্লাহকে হাজির-নাজির বানানোর মাধ্যমে হয়ে যাবে।

আমার তো তান্‌যীহ (মাখলুখের কোনো কিছুর সঙ্গেই আল্লাহ তাআলা তুলনীয় নন, তিনি নিরঞ্জন এই আকীদার নাম) ঠিক রেখে খালেকের মুকাবালায় মাখলুককে একত্রিত করতে সঙ্কোচ বোধ হয়। যতদূর সম্ভব তোমার অবস্থাও তো এমনই মনে হয় যে, খালেকের (স্রষ্টার) তুলনায় মাখলুক (সৃষ্টি)-এর প্রতি মনোনিবেশ করতে দ্বিধা-সঙ্কোচ হয়।

প্রশ্নঃ তাহলে তাশবীহী মুরাকাবাত (মাখলুকের সঙ্গে তুলনা সম্বলিত মুরাকাবাগুলো) কাদের জন্য?

জবাবঃ যে ব্যক্তি 'রূপ, রঙ, আকার ইত্যাদি সকল প্রকারের তুলনামুক্ত' মুনাসিব। যেমন এক বেদুইন এসে প্রশ্ন করছিল যে, আল্লাহ তাআলার কি হাত-পা নেই? অথবা এই জাতীয় তুলনামুক্ত সত্তার ধ্যান করতে যার সঙ্কোচ হয়, তার জন্যও তাশবীহী মুরাকাবাত মুনাসিব। আবার এমন ব্যক্তি যার জ্ঞান-বুদ্ধি একেবারেই কম, 'তাশবীহী মুরাকাবাত' করতে করতে যার পক্ষে তুলনাগুলোকে আল্লাহর সঙ্গে বাস্তবিক মনে করে বসা সম্ভব, এমন ব্যক্তির জন্য এই মুরাকাবাগুলো (তাশবীহী মুরাকাবাত) করা উচিৎ নয়।

সকল মুরাকাবা চিকিৎসা মাত্র

প্রশ্নঃ আরেফগণ যে বিভিন্ন প্রকারের মুরাকাবা, তাওহীদের মুরাকাবা, বিভিন্ন ধ্যান দৃষ্টতা ও তুলনা ইত্যাদি নির্ধারণ করেছেন, এগুলোর দ্বারা কি শুধু তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ (আল্লাহ তাআলার প্রতি মন সংযোগ) এবং এস্তেহযার (সারাক্ষণ আল্লাহকে হাজির-নাজির জানা) উদ্দেশ্য? নাকি আরও কোনো উদ্দেশ্য আছে? অধমের ধারণা যে ঐ সকল তাওহীদের মুরাকাবা এবং 'হামা উস্ত' (সবই তিনি) ইত্যাদির মুরাকাবার উদ্দেশ্য হল নিজ অস্তিত্বের ফানা এবং আল্লাহ তাআলার ইস্থবাত (প্রতিষ্ঠা) ও ইস্তেহ্‌যার।

জবাবঃ হাঁ, আপনি যা বলেছেন তা যথার্থ। এগুলো সবই কৌশল এবং চিকিৎসা। সকল শোগলের আসল উদ্দেশ্য হল তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ (আল্লাহর প্রতি অভিনিবেশ) তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ যখন হাসিল হয়ে যাবে, তখন আর ঐ সকল কল্পনা ও ধ্যানের কোনোই প্রয়োজন নেই। যেহেতু 'মুজাররদ'

www.islamfind.wordpress.com

(নিরঞ্জন)-এর ধ্যান সকলেই করতে পারে না। সে কারণেই এই পদ্ধতিগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে।

মনে হলেই যিকির

হালঃ চেষ্টা করি যেন যবান থেকে সর্বদা ইসমে যাতের যিকির চালু থাকে। কিন্তু যিকির শুরু করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ভুলে যাই।

বিশ্লেষণঃ যেই মনে পড়বে আবার শুরু করে দেবেন। وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ অর্থ– যখন ভুলে যান, আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন। -সুরা কাহাফ ২৫

কলব জারী হওয়া

হালঃ জিহ্বা অন্য কথায় ব্যস্ত থাকলে আল্লাহর রহমতে কলব থেকে অনবরত যিকির হতে থাকে। কলব থেকে এই হতে থাকাটা খুব ভালোভাবে অনুভূতও হয়।

বিশ্লেষণঃ এই ধোকায় পড়ে থাকবেন না। এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। বেশিরভাগ দেখা যায় প্রথম পর্যায়ে কলবী যিকির হচ্ছে কিন্তু কিছুক্ষণ পর আর মনে থাকে না অথচ ঐ ব্যক্তি ভাবে যিকির চলছেই।

কলবী যিকিরওয়ালাকে মৌখিক যিকিরও করতে হবে

হালঃ কোনো সময় চক্ষু বন্ধ করলেই কলবের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ-এর হরকত (নড়াচড়া) হয়।

বিশ্লেষণঃ তবুও মুখে মুখে যিকির করতেই হবে।

হালঃ কখনো আওয়াজ বের হতে থাকে আমি সেটা ঠেকানোর চেষ্টা করি, যেন অন্য কেউ না বুঝতে পারে।

বিশ্লেষণঃ ঠেকানোর প্রয়োজন নেই।

হালঃ যখন এই হালত তৈরি হয় তখন নির্জনে থাকতে মনে চায়।

বিশ্লেষণঃ সেটা তো খুবই ভালো যদি তাতে কোনো জুররি কাজে ব্যাঘাত না ঘটে।

www.islamfind.wordpress.com

ওজর থাকলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যিকির ক্ষতিকর নয়

হালঃ অধমের পেশা শিক্ষকতা, দৈনিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে অযীফা আদায় করা সম্ভব হয় না। কখনো ফজরের পর, কখনো যোহরের পর, আবার কখনো মাগরিবের পর আদায় করি। তবে অস্থিরতা থাকে যে, ঠিক হচ্ছে কি না।

বিশ্লেষণঃ ওজর থাকলে সময়ের বিভিন্নতা ক্ষতিকর নয়।

ব্যস্ত মানুষের দ্বারা যা হয় তাই লাভ

প্রশ্নঃ এশরাক নামাযের জন্য ফরয পড়ার পর সেখানেই কি বসে থাকা জরুরি?

অন্যস্থানে উঠে গিয়ে বসা অথবা সামান্য সরে বসা, কুরআন মাজীদ অথবা তাসবীহ ইত্যাদি নেওয়ার জন্য অথবা রাখার উদ্দেশ্য উঠা, কোনটি উত্তম?

জবাবঃ ব্যস্ত মানুষ উত্তম খুঁজে কী করবে? যা হয়, যেটুকু ও যেরকম হয় তাই লাভ।

মুরাকাবার সময় চোখ বন্ধ করা না করা

প্রশ্নঃ মাশায়েখে তরীকত প্রায় সকলেই যিকির শোগল ও মুরাকাবার সময় চক্ষু বন্ধ করার কথা লেখেন, এটা কি শুধুই একাগ্রতার উদ্দেশ্য?

জবাবঃ হাঁ।

প্রশ্নঃ চক্ষু বন্ধ না করেও কি মুরাকাবা বা অন্য শোগল করা সম্ভব?

জবাবঃ হাঁ, সম্ভব।

মৌখিক যিকিরে ক্লান্ত হয়ে গেলে দিলে দিলে ফিকির করবে

হালঃ হুযূরের মতো অনেকদিন থেকেই দিনভর কিছু না কিছু যিকির মুখে মুখে করতে থাকতাম। দিনের শেষে খুব খুশি হতাম এবং আল্লাহর কাছে বলতে থাকতাম আয় আল্লাহ পাক! তোমার অনেক বড় করুণা যে, সারাদিন আমাকে যিকির করার তাওফিক দিয়েছ। কিছুদিন থেকে কী হল জানি না— আছরের সময় অথবা মাগরিবের সময় প্রায়ই যবান ক্লান্ত হয়ে যায়। নাড়াতে পারি না। মনের মধ্যে খুব কষ্ট ও পেরেশানী হচ্ছে। কারণ দিনভর মৌখিক

www.islamfind.wordpress.com

যিকির করতে পারি না। হুযূরের কাছে নিবেদন এই যে, যখন যবান ক্লান্ত হয়ে যায় তখন কী করা উচিৎ?

বিশ্লেষণঃ মনে মনে চিন্তা করবেন, এতেও কষ্ট হলে বিশ্রাম নিবেন।

ধারাবাহিক আমল অল্প হলেও উপকারী

হালঃ এখন অসুস্থতা ছাড়াও বাড়ির সকল কাজের দায়িত্ব এই দুর্বলের কাঁধেই চেপেছে। তাই ...সাহেব নিজে কোনো কাজ করতে পারেন না। এ অবস্থায় হুযূর যে হুকুম দেবেন তাই করব ইনশাআল্লাহ। যেভাবেই হোক হুযূর মেহেরবানী করে বাতেনী তালীমের সিলসিলা চালু করবেন যেন অধমের ইচ্ছা পূরণ হয়।

বিশ্লেষণঃ সময়ে এবং সুস্থতার ঘাটতি থাকলে অল্প করেই কাজ শুরু করতে হবে। দৈনন্দিনের আমল অল্প হলেও বরকতের কারণ হয়ে থাকে। কসদুস সাবিল থেকে আপনার অবস্থার উপযোগী দস্তরুল আমল যতোটুকু সহ্য করতে পারবেন, শুরু করে আমাকে অবস্থা জানাতে থাকবেন। আমার মাওয়ায়েয এবং কসদুস সাবিল ও তারবিয়াতুস সালিক সম্পূর্ণ মুতাআলা করতে থাকবেন।

***

হালঃ 'তাবখীর' (এক ধরনের নূর) আমার সারা জীবনের রোগ। সব সময়ই এই রোগে কষ্ট পাই। বিশেষ করে আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় কষ্টটা খুব বেড়ে যায়। তখন দেমাগের কষ্ট অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে। এর কারণে দিন ও রাতের অযীফাগুলো প্রায় সবই বন্ধ হয়ে গেছে। অবশ্যই তাহাজ্জুদের পর যেহেতু দেমাগ বিশ্রাম পায়, সেই অযীফাগুলো পূর্ণ করে ফেলি। হুযূরকে পরিবর্তনের বিষয়টা জানানো জরুরি ছিল বলেই জানালাম। দুআপ্রার্থী

বিশ্লেষণঃ بس ہے اپنا ایک یہی نالہ اگر پہنچا وہاں-کرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم

(অর্থ– যদিও আমরা ফরিয়াদ করি অনেক, একটি ফরিয়াদও যদি মাওলার দরবারে পৌঁছে যায়, তবে আর কী চাই!) ইনশাআল্লাহ সামান্য পরিমাণও যথেষ্ট। আসল বিষয় হচ্ছে তাঁর ধ্যান, সেটা থাকা উচিৎ। ইনশাআল্লাহ কামিয়াবী ও সফলতা পেয়ে যাবেন। দুআ করছি।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আরও একটি হালত অধমের এই যে, আমার দিলের এক বিরাট আফসোস রয়েছে যা প্রকাশ করতে দ্বিধাও রয়েছে ভেতরে। কিন্তু কলবের চাহিদা এই যে, নিজের পীর-মুর্শিদের কাছে কোনো রহস্যই গোপন রাখা যাবে না। সেটা এই যে, অধম বহুবার হুযূরের খানকায় অনেক অনেক দিন অবস্থান করেছে। কিন্তু কখনোই যিকির ও শোগলের তাওফিক হয় নি। তরীকত-এর অন্য ভাইয়েরা যে রকম আল্লাহকে পাওয়ার আশায় যিকির শোগল করেন এবং নিজ হালত সংশোধনের আশায় হুযূরের কাছে পেশ করেন। সেই সকল ভাইয়ের হালত দেখে অথবা শুনে নিজের মধ্যে হা হুতাশ তৈরি হয়। নিজের অকর্মন্যতা ও সাহসহীনতার প্রতি লজ্জিত হই। দেহের শক্তি নিস্তেজ, বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে। পরিশ্রম করার মতো শক্তিও আর কিছুই নেই।

বিশ্লেষণঃ নদীর সব পানি সেঁচতে পারবে না বলে কি পিপাসা মেটানো পরিমাণ পানিও কেউ আনতে যাবে না? যে ব্যক্তির হজম শক্তি একেবারে দুর্বল হয়ে যায়, সেকি একেবারে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেয়? নাকি অল্প অল্প করে খাওয়া-দাওয়া করে। এমনকি কেউ যদি তাকে উপদেশ দেয় যে, 'একদম কিছু খাবে না'— তবে সে কিছুতেই সেই উপদেশ কবূল করবে না। তাহলে দীনী বিষয়েও কেন এই নীতির উপর আমল করা হয় না।

পেশাব-পায়খানার এবং স্ত্রী মিলনের সময় মৌখিক যিকির নিষিদ্ধ

প্রশ্নঃ প্রথমে আমি যার হাতে বাইয়াত নিয়েছিলাম। তিনি বলতেন ইসমে যাতের যিকির পেশাব-পায়খানার সময় এবং স্ত্রী মিলনের সময়ও করা উচিৎ। না করলে যেটুকু সময় এইসব কাজে নষ্ট হবে তার হিসাব চাওয়া হবে। এই কথা কি ঠিক? আমার কাছে আল্লাহর নামের বেয়াদবী মনে হয় বলে আমি মনে করি।

জবাবঃ উনি ভুল বলেছেন। আপনি সঠিক কাজ করেছেন। মনের মধ্যে আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণ রাখবেন।

তাহাজ্জুদের পরের যিকির ফজরের পরে করা

প্রশ্নঃ কোনো কোনো দিন তাহাজ্জুদের সময় ঘুম ভাঙে না। ঐ যে নফী ইসবাত, ইসমে যাত দু-যরবী যিকিরের অযীফা আছে, ফজরের পর ইসমে যাতের তাসবীহ শুরু করার পূর্বে সেগুলো আদায় করি। তবে এতে কোনো সমস্যা নেই তো?

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ কোনো সমস্যাই নেই। তবে সবচেয়ে ভালো হল ফজরের পরের আমলটা আগে করে নিবেন।

ইসমে যাত অথবা নফী ইসবাত একই নিঃশ্বাসে কয়েকবার

প্রশ্নঃ ইসমের যাতের মতো নফী ইসবাতের যিকির অথবা ইসমে যাত দু-যরবী (মাথা ডান কাধের দিকে টেনে নিয়ে সজোরে আল্লাহ শব্দের যরব একবার দিলের উপর, একবার রূহের উপর। দেখুন : যিয়াউল কূলূব। আরেক ব্যথায় দু-যরবী অর্থ 'আল্লাহ আল্লাহ'-এর যিকির।) যদি একই নিঃশ্বাসে কয়েকবার করা যায় তাতে কি কোনো অসুবিধা আছে?

জবাবঃ কোনো অসুবিধা নেই।

যিকিরের সময় মনের ধ্যান

প্রশ্নঃ অযীফা ও যিকির করার সময় সেগুলোর অর্থ খেয়াল করব নাকি এই চিন্তা করব যে, আল্লাহ দেখছেন।

জবাবঃ দ্বিতীয় চিন্তাটাই বেশি উপকারী।

নির্ধারিত পরিমাণের বেশি যিকির করা

প্রশ্নঃ ছয় হাজার ইসমে যাত দু-যরবী করে থাকি। হুযূর ভালো মনে করলে নির্ধারিত পরিমাণের উপর আরও বাড়িয়ে একটা পরিমাণ ঠিক করে নিব নাকি মনের ভালো লাগার উপর ছেড়ে দিয়ে আমল করব?

জবাবঃ বাড়ানোর পরিমাণ নির্ধারণের যৌক্তিকতা হল এমন পরিমাণ বাড়ানো, যার ব্যাপারে নিয়মিত আমল করা যাবে বলে প্রবল ধারণা হয়।

যিকিরের প্রতি গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির আলামত

হালঃ মন চায় না যে, যিকির বাদ দিয়ে অন্য কিছু করি।

বিশ্লেষণঃ যিকিরের প্রতি গভীর হৃদ্যতার আলামত। মুবারক হোক।

হালঃ যিকিরের হালতে এবং যিকির ছাড়াও বুকের মধ্যে মনে হয় দুধ-চিনির সুস্বাদু ও মিষ্টতা ভরা।

বিশ্লেষণঃ আরও গভীর হৃদ্যতার লক্ষণ। আরও মুবারক হোক।

www.islamfind.wordpress.com

কুরআন তিলাওয়াতের সময় ধ্যান

হালঃ অন্য সকল যিকির-এর সময় আল্লাহ আমাকে দেখছেন। এই ধ্যান করা সহজ। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াতের সময় এই ধ্যান ও কল্পনা করলে মন বিভ্রান্ত হয়।

বিশ্লেষণঃ তিলাওয়াতের সময় এই ধ্যান না করে বরং এটা চিন্তা করবেন যে, আল্লাহ তাআলা আমার পড়া শুনছেন।

যিকিরের জন্য এক মজলিস শর্ত নয়

প্রশ্নঃ অধম এক মজলিসে আঠার হাজার বার আল্লাহ আল্লাহ যিকির করতে পারে। আর যদি এক মজলিসের শর্ত না থাকে বরং এই সময় একবার অমুক সময় একবার, এইভাবে অনুমতি থাকলে আমি ২৪ হাজার বার করতে পারি। উপরিউক্ত যিকির রাত দিন মিলিয়ে।

জবাবঃ একই বৈঠকের বাধ্যবাধকতা নেই। দুই তিন বৈঠকেও করা যায় তবে বর্তমান হালতে দুই-এর অধিক বৈঠকে না করাই ভালো।

প্রশ্নঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আধা ঘন্টা আগে পরে হলে কি অসুবিধা?

জবাবঃ অসুবিধা নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক এলে পীরের ছবি কল্পনা হওয়া

হালঃ বেশিরভাগ সময় হযরতের চোহারা মুবারকের ছবি মনের মধ্যে স্থির হয়ে থাকে। এমনকি যখন দুরূদ শরীফ পড়ি, তখন 'মুহাম্মাদ' শব্দের পর হুযূরের খেয়াল এসে যায় মনের মধ্যে। এতে দিলের মধ্যে ভয় এসে যায় এবং সন্দেহে পড়ে যাই।

যখন দুআর মধ্যে পড়ি– اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ حَبِيْبِكَ

অর্থ– হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে তোমার এবং তোমার হাবীবের ভালোবাসা চাই) তখনও 'হাবীব' শব্দ দ্বারা হুযূরের কথাই মনে পড়ে।

বিশ্লেষণঃ পীরের কল্পনা মনে এসে যাওয়ার যে কথা লিখেছেন এটা অত্যন্ত মুবারক হালত। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এর হাকীকত হল আপনার মুক্তাদা

www.islamfind.wordpress.com

(পীর) চূড়ান্ত পর্যায়ের সুন্নতের অনুসারী। এটাই আপনাকে বোঝানো হয়েছে। যেন এর মাধ্যমে আপনার এতমিনান এবং তাসাল্লী হয়ে যায়। তরীকতে উপকৃত হওয়ার জন্য যা প্রধানতম শর্ত।

ঘুমের মধ্যে অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে যিকির জারি থাকা কামাল নয়

হালঃ কিছুদিন পূর্বে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আল্লাহর শোকর যে, বার তাসবীহ এবং ছয় হাজার ইসমে যাতের যিকির সব সময়ই চালু ছিল। ইসমে যাতের যিকির এতদিন যাবত আমি আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আদায় করতাম কিন্তু শারীরিক কারণে এখন মনে করছি, যদি কোনো ক্ষতি না থাকে তাহলে এই ছয় হাজারকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়ে ভাগ করে পড়ব।

মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে থাকলে মুখে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-এর যিকির চালু থাকে। ঘুম ভেঙে গেলে যারা জেগে থাকে তারা বলে। মাঝে মাঝে যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠি তখন বুঝতে পারি যে, যবানে নিঃশব্দে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ এবং নাক দিয়ে যে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রয়েছে তাতে আল্লাহ এবং কলব থেকে 'ইল্লাল্লাহ'-এর আওয়াজ চালু রয়েছে।

বিশ্লেষণঃ ছয় হাজারকে পাঁচ ভাগে ভাগ করলে এক এক বৈঠকের যিকির হয়ে যাবে খুবই সামান্য। এমন কী বিশেষ সমস্যা দেখা দিয়েছে?

ঘুমের মধ্যে যিকির চালু থাকা কোনো কামাল (রূহানি যোগ্যতা) বা বুযুর্গীর বিষয় নয়। একইভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ থেকে যিকির অনুভূত হওয়া। কলব থেকে যিকির হওয়ার ব্যাপারেও একই কথা। যদিও এগুলো ভালো আলামত।

গুনাহ ত্যাগ করা যিকির শোগলের চেয়ে বেশি উত্তম

হালঃ হুযূরের দুআর বরকতে অধমের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো। এ কারণে যে, আল্লাহর মেহেরবানীতে গুনাহের ঘাটতি এবং ইবাদত ও যিকিরের মধ্যে বৃদ্ধি ঘটছে। বেশিরভাগ সময় যিকিরের তাওফিক হয়ে যাচ্ছে। একটি পুরাতন গুনাহ যাতে খুব বেশি জড়িয়ে ছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ সেটা ত্যাগ করার তাওফিক হয়েছে। যেটাকে আমি হাজার যিকির শোগলের চেয়েও বড় মনে করছি। এর উপর যেন স্থির থাকতে পারি এবং অন্যান্য গুনাহ ত্যাগ করার হিম্মত ও তাওফিক লাভ করতে পারি সে উদ্দেশ্য হুযূরের দুআ চাই।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ আপনার অবস্থা জেনে বিশেষত একটি পুরাতন গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার কথা শুনে ভীষণ আনন্দিত হয়েছি। এটা একদম ঠিক কথা যে, গুনাহ ছেড়ে দেওয়া হাজার হাজার শোগলের চেয়েও অনেক উত্তম কাজ। আল্লাহ তাআলা বরকত দান করুন। ইস্তেকামাতের (অটল থাকার) দুআ করছি। আপনার হিম্মতও শর্ত।

অযীফার পরিমাণ এমন হতে হবে যা প্রতিদিন করা সম্ভব

হালঃ ইসমে যাতের জেহরী যিকির প্রতিদিন ৫০০ করে বাড়াতে বাড়াতে আলহামদুলিল্লাহ গত রাতে ৫০০০ হাজারে এসে গেছি। মন চাচ্ছে আরও বাড়াই।

বিশ্লেষণঃ অযীফার পরিমাণ ততটুকু রাখবেন, যতটুকুর উপর স্থায়ীভাবে টিকে থাকা যায় অর্থাৎ সহজে প্রতিদিন আমল করা সম্ভব।

হালঃ হুযূরের নির্দেশনা মুতাবেক সারাক্ষণ যবানি যিকির করতে থাকি কিন্তু মাঝে মাঝে গাফেল হয়ে যাই।

বিশ্লেষণঃ অল্প-স্বল্প গাফলতে সমস্যা নেই।

***

হালঃ হুযূর-এর তো জানা আছে যে, অসুস্থতার কারণে প্রায় দুই মাস যাবত আমার যিকির ও শোগল বন্ধ হয়ে আছে। আলহামদুলিল্লাহ এখন সুস্থ। অধম আরও পনের দিন বাড়িতেই থাকবে। কোনো কাজ, ব্যস্ততা ও দায়-দায়িত্বমুক্ত, সারাদিন-রাত একদমই অবসর। সুতরাং যিকির ও শোগল শুরু করার ব্যাপারে হুযূরের কাছে জানতে চাই যে, কোন সময়ে কী করব? বর্তমানে আমি সূর্যোদয়ের পর আর মাগরিবের পর চার হাজার বার করে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-এর যিকির করে থাকি আওয়াজ ছাড়া যরব ছাড়া। হুযূরের কাছে আবেদন এই যে, বর্তমান অবসরের মুহূর্তগুলোতে যিকির-এর পরিমাণ যেন এতটা হয় যার দ্বারা পিছনের অসুস্থতার দিনগুলোর ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। হুযূর কিছু রদবদল করলে মেহেরবানী করে জানাবেন। এটাও জানাবেন যে, সব সময়ই কি আওয়াজ ও যরব ছাড়া যিকির করব নাকি কোনো সময়ে যরব-এর সঙ্গে করব? হুযূর যেভাবে বলবেন সেভাবেই আমল করব ইনশাআল্লাহ।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এরকম পরিকল্পনা মোটেও করতে যেয়ো না যে, পিছনের ঘাটতি যেন পূরণ হয় এবং এই চেষ্টাও করতে যেও না যে, পূর্বের মতো বা পূর্বের পরিমাণ যেন হয়। বর্তমানে শারীরিক অবস্থার আলোকে যতটুকু সহজ যতটা শরীরে কুলায়, পরিমাণ ততটুকু রাখ।

যিকির ছড়িয়ে পড়ার লক্ষণ

হালঃ হুযূরের নির্দেশনা মুতাবেক এই অধম প্রতিদিন এশার পর তিন হাজার বার ইসমে যাতের জেহরী যিকির করে। শেষরাতে প্রায়ই ঘুম ভাঙ্গে না বলে এশার পর করি। নতুন হালত এই যে, মাঝে মাঝে যিকিরের মাঝখানে মাথার মধ্যে ঝাঁকুনি বোধ হয়। ঝাঁকুনি বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা হয় যে, শরীর দুলতে থাকে এবং যিকিরের আওয়াজ ভরাট ভরাট বা মোটা মোটা মনে হয়। সেভাবেই যিকির চালু থাকে। যিকিরের কোনো ত্রুটি হয় না। অবশ্যই তখন যিকিরের জন্য জিহবা খুব দ্রুত চলতে থাকে। তাসবীর দানা অতি দ্রুত চালানো কঠিন হয়ে যায়। যিকিরের মধ্যে বেশ প্রফুল্লতা বোধ হতে থাকে। যিকির শেষ হলে যখন মসজিদ থেকে বের হই, তখন পা ঠিকমতো পড়ে না, বদ্ধ-মাতালের মতো অবস্থা হয়ে যায়। ধীরে ধীরে লাঠি দ্বারা নিজেকে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে বাড়ি পৌছি। যিকিরের মধ্যে যেদিন উক্ত হালত হয় না, বাহিরেও সেদিন এই অবস্থা হয় না। হুযূর খুব তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে আনন্দিত করবেন এবং জানাবেন যে, আমার এই হালত কেমন?

বিশ্লেষণঃ খুব ভালো। যিকির সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ার একটি লক্ষণ। মুবারক হোক।

***

হালঃ যখন মুখে 'আল্লাহ' শব্দ বলি তখন কণ্ঠের নিচ থেকে চট চট করে আওয়াজ বের হয়। সকালে যখন কালেমার যিকির করি তখন আবার অন্য ধরনের অর্থাৎ কলব থেকে ছুন ছুন আওয়াজ বের হয়। এখানে দেখি অনেক বেশি যিকির করার পর কলবে হরকত (নড়াচড়া) হয়। কিন্তু থানাভবন থাকতে সামান্য যিকির করলেই কলব নড়েচড়ে উঠত।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সবই যিকির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার আলামত। মুবারক হোক।

www.islamfind.wordpress.com

বিভিন্ন আকৃতি চোখে পড়া মাকসূদ নয়

হালঃ হুযূর সফরে যাওয়ার পর দুই দিন শরীরের ভেতর থেকে এটি ছায়া দেখতে পাই। ছায়াটি নড়াচড়া করে। ছায়াটি কখনো সম্মুখে কখনো ডানদিকে থাকে। যেদিকেই থাকে নড়াচড়া করে নৃত্য বা নাচের মতো। যিকিরের সময় বা যিকিরবিহীন অন্য সময়ও। চোখ বন্ধ করলেই এ হালত নজরে পড়ে। রাতদিন সবসময়েই।

প্রায় পনের দিন পার হয়ে গেছে সুলতানুল আযকারের হালতে কিছুটা শুভ্রতা নজরে পড়ে। সেই শুভ্রতার মাঝে থাকে অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মাঝে একজন মানুষ চোখে পড়ল। বোঝা গেল না লোকটি কে? কার আকৃতি? অনেক দূরের আকৃতি ছিল। তবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, মানুষের আকৃতি। সেইদিন থেকে অভ্যন্তরীণ হরকত এত পরিমাণ প্রবল হল, সারাদেহের যেখানে যে অঙ্গেই তাকাই দেখি যে, সেখানেই সেই হরকত বিদ্যমান। এমন কি অবস্থা এতদূর পৌঁছে গেল, যে বস্তুর দিকে তাকাই সেটাতে দেখি হরকত-নড়াচড়া।

ছয়দিন হল। মাগরিবের নামাযের পর অধম নিজ কামরায় প্রবেশ করে দেখি পুরো কামরা আলোকিত। আমি আশ্চর্যবোধ করলাম যে, লাইট নেই, বাতি নেই এই আলো কোত্থেকে এল। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম যে, আমার চোখ থেকে এই আলো বের হচ্ছে এবং পুরো কামরা সেই আলোতেই উজ্বল হয়ে উঠেছে। এই হালত দুইদিন খুব ভালো মতো ছিল পরে কমে গেছে। তবে অল্প অল্প এখনো আছে।

একবার সুলতানুল আযকারের পর খুব ক্লান্তিবোধ হল। সেই অবস্থায় দেখতে পেলাম সম্মুখে খুবই সুন্দর চেহারার যুবক। ২ মিনিট পর অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিশ্লেষণঃ কখনো এটা কল্পনাশক্তির কারসাজিতে হয়, কখনো রূহ বিভিন্ন রূপক আকৃতিতে প্রকাশিত হয়। যেটাই হোক, কোনোটাই মাকসূদ নয়। ক্ষতিকরও নয় যতক্ষণ ঐদিকে মনোযোগ না দেওয়া হবে। অবশ্য কোনো কোনো সময় এরকম হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যখন এটা সাক্বনা এবং একাগ্রতার উসিলা হয়ে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

যাকেরের জন্য উপার্জনের কাজে লাগা

হালঃ আজকাল চার হাজার ইসমে যাতের অযীফা আদায় করি। অন্যান্য অযীফা পূর্বের মতোই যথারীতি চালু আছে। যিকিরের সময় বোঝা যায় যে, বিভিন্ন রকম আলোতে আশপাশ আলোকিত হয়ে যায়।

সাংসারিক চাহিদা প্রতিবন্ধক হয়ে আছে, নইলে মনে চায় যে, শুধু যিকিরের মধ্যে দিনরাত পার করে দেই। যখন যত বেশি সময় যিকিরে কাটানোর তাওফিক লাভ করি তখন তত বেশি শান্তিও পাই। এমনকি যিকির বাদ দিলে মনমরা হয়ে যাই। মন বলে যে, চাকরি-বাকরি ছেড়ে-ছুঁড়ে কোনো এক নির্জন কামরায় বসে সারাক্ষণ আল্লাহর স্মরণে ডুবে থাকি। জীবিকার ব্যাপারে বারবার এই শের মনে পড়ে।

جُنُوْنٌ مِنْكَ اَنْ تَسْعٰى لِرِزْقٍ – وَ يُرْزَقُ فِى غَشَاوَةِ جَنِيْنٌ

অর্থ– জীবিকার জন্য অস্থিরতা ও পেরেশানী তোমার বড়ই পাগলামি। মাতৃগর্ভের সন্তানকে আবরণের মাঝেও খাদ্য দেন তোমার রাযযাক অন্তর্যামী।

বর্তমানে স্বপরিবারে 'ময়ু'তে এসে গেছি। এখন আর মন চায় না যে, এখান থেকে কোথাও যাই। এখান থেকে খুব কাছের জনবসতি খায়রাবাদের লোকজন চাচ্ছে যে, তাদের মাদরাসার শূন্য পদে যোগ দিয়ে শিক্ষকতা শুরু করি। প্রয়োজন যদি বাধ্য করে তাহলে হয়তো সেখানে চলে যাব। অন্য কোথাও যেতে বরং খায়রাবাদ যাওয়াটাও মনের আগ্রহে নয় বরং জবরদস্তির যাওয়া এবং কিছু কামাই-উপার্জন করা। আমার ব্যাপারে যা ভালো মনে করেন মেহেরবানী করে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ মা-শা আল্লাহ, হালাত খুব ভালো। আল্লাহ তাআলা মুবারক করুন। জীবিকার কোনো চিন্তামুক্ত উপায়-উৎস যদি না থাকে, তাহলে নফসের তাসাল্লির জন্য নিজেরই সান্ত্বনার জন্য কোনো একটা হালকা কাজে লেগে থাকা ভালো।

যিকিরের সময় গরমের কারণ

হালঃ হুযূরের নির্দেশনা মতো কাজ করে যাচ্ছি। কখনো কখনো যিকির করার সময় ভীষণ গরম লাগে। এমন কি কনকনে শীতের মধ্যে গা ঘেমে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ কখনো ওয়ারিদ (অযীফার কারণে আগত ঊর্ধ্বজগতীয় প্রবাহ)-এর শক্তি, কখনো দৈহিক দুর্বলতা আবার কখনো উভয়টি কিছু কিছু অংশ আপনার গরম লাগা ও ঘামের কারণ। যদি শারীরিক দুর্বলতাই কারণ হয় তাহলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। যদি ঊর্ধ্বজগতীয় প্রবাহের (ওয়ারিদের) প্রভাব হয় তাহলে মুবারক হালত।

যিকরে তাহলীল

হালঃ আমি কিছু যিকির করতে চাই। কিন্তু শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠতে পারি না। এশার পর কিছু নফল পড়ে নেই। এবং আপনার কাছে এশার পরেই যিকির করার অনুমতি চাচ্ছি। আমি খুব দুর্বল মানুষ, আমার জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ যিকির করবেন জেহের ও যরব ছাড়া, অনুচ্চ আওয়াজে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ ছয় শ বার। মাঝে মাঝে এর সঙ্গে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মিলিয়ে নেবেন। বেহেশতী জেওর নিয়মিত পড়বেন এবং আমল করবেন। মাঝে মাঝে অবস্থা সম্পর্কে জানাবেন যেন তালীমের ধারাবাহিকতা চালু রাখতে পারি।

যিকিরের মাঝে জরুরি কথা বলা জায়েয

প্রশ্নঃ যিকির করছি এমন সময় কেউ যদি কথা বলতে আসে তার সঙ্গে কি কথা বলা উচিৎ?

জবাবঃ জরুরি কথা হলে অথবা এমন হয় যে কথা না বললে আরও বেশি ঝামেলা হবে, এরূপ ক্ষেত্রে ফারেগ হয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এরূপ অবস্থায় একেবারে জরুরি বিষয় না হলে যিকিরে ব্যাঘাত ঘটানো উচিৎ নয়।

যিকিরের মাঝে বিভিন্ন রং চোখে পড়া

প্রশ্নঃ হুযূরের নির্দেশনা মতো তাহাজ্জুদের পর বারো তাসবীহ মুরকাবাসহ আদায় করি। ফজরের সুন্নতের পর অল্প সময় 'আল্লাহ দেখেছেন' এই মুরাকাবা করি। যিকিরের মাঝে একদিন এরকম মনে হল যে, আমার দিল আমি দেখতে পেলাম। লাল রঙের দেখতে। তার উপর আল্লাহ আল্লাহ লিখা মনে হল। যিকির করার সময় কয়েকদিন ধরে মনে হয় বুক থেকে নিয়ে মাথা

www.islamfind.wordpress.com

পর্যন্ত শুভ্রতা দেখা যাচ্ছে, কখনো কখনো এই শুভ্রতা মাথার উপরও উঠে যায়। কখনো হলুদ রঙ মনে হয়। এগুলো কি বাজে কল্পনা না অন্য কিছু?

বিশ্লেষণঃ বিষয়টি তো কল্পনাই তবে মনগড়া এবং অবাস্তব কোনো কল্পনা নয়। বাস্তব ও হাকীকী কিছু তাৎপর্য ঐসব বরযখী (মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতপূর্ব পর্যন্ত মানুষের রূহ অবস্থানের জন্য জগতকে বলা হয় বরযখ) আকৃতিতে প্রতিবিম্ব হয়। এইভাবে কোনো কিছু প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে হেকমত হল যিকিরকারীর দিলে উৎসাহ সৃষ্টি করা। হযরত জুনাইদ বাগদাদী যে কথা বলেছিলেন–

تِلْكَ خَيَالَاتٌ تُرَبِّى بِهَا اَطْفَالُ الطَّرِيْقَةِ

(ঐ সব কল্পনা দ্বারা তরীকত শিশুদের লালন-পালন করা হয়।)

তার তাৎপর্য এটাই। সুতরাং আপনার এটা বিরাট বড় নিয়ামত। শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ। কামাল (যোগ্যতা বা বুযুর্গী) ও মাকসূদ মনে করা উচিত নয়। মাকসূদ তো যিকির ও আনুগত্য। যিকির ও আনুগত্যের ফলাফল হল— যাকে বলা হয় মাকসূদুল মাকসূদ (লক্ষ্যের মূল লক্ষ্য) মাওলায়ে হকের সন্তুষ্টি।

হালঃ রাতের বেলা যিকিরের মধ্যে এ-রকম ধ্যান করছিলাম যে, আমার সিনার মধ্যে আরশে মুআল্লা থেকে নূর আসছে। সেই অবস্থাতেই আমার কানে এল এই আওয়াজ– তোমার সিনার মধ্যে নূর এসে গেছে। আমি খুঁজে দেখলাম কিন্তু এ কথা বলার মতো কাউকেই দেখলাম না। মনের মধ্যে এই খেয়াল এল যে, এই আওয়াজ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহ.-এর। আমি বেশিরভাগ সময় চিশতিয়া তরীকার আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি কিছু পড়ে ঈসালে সাওয়াব করে থাকি। এ-বিষয়ে হুযূরের মন্তব্য কী?

জবাবঃ যদিও কারামাত হিসাবে এইরূপ ফয়েয আরওয়াহে তাইয়্যেবাহ (পবিত্র আত্মা) থেকেও হতে পারে কিন্তু এরকম হয় খুবই কম। এখানেও বেশিরভাগ সময় ও বেশিরভাগ অবস্থায় সেটাই হয়ে থাকে যার কথা একটু পূর্বে বলেছি। অর্থাৎ কিছু কিছু বাস্তব তাৎপর্য বরযখী বিভিন্ন আকৃতিতে প্রতিবিম্ব বা প্রকাশিত হয়। এই সূরত সাধারণত কোনো লতিফায়ে গায়রিয়া থেকে প্রকাশিত হয়।

www.islamfind.wordpress.com

মুরাকাবার ব্যাখ্যা ও পদ্ধতি

প্রশ্নঃ মুরাকাবার অর্থ কী? এর পদ্ধতি কী? কী করলে বেশি উপকারী হবে? মুরকাবার সর্বোত্তম সময় কোনটি এবং কতক্ষণ?

আমি প্রায় সময়ই মুরকাবার ইচ্ছায় বসি কিন্তু কোনো উপকার বুঝি না, সে কারণেই এর হাকীকত, সর্বোত্তম পন্থা ইত্যাদি বিশদভাবে জানতে চাই।

জবাবঃ কোনো কিছু কল্পনা করা, ধ্যান করার নাম মুরাকাবা। যে সকল বিষয়ের কল্পনা বা ধ্যান করা হয় সে বিষয়গুলো বিভিন্ন রকমের। মানুষের যোগ্যতা সকলের এক রকমের নয়। সুতরাং একজনের জন্য এক এক বিষয়ের মুরাকাবা বেশি উপকারী হয়ে থাকে। আপনার জন্য উপকারী মুরাকাবা হল– اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى (সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেছেন?) তিন চারবার তিলাওয়াত করে এই বিষয়বস্তুকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। ভাবতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে, আমার জাহেরি, বাতেনি সকল কর্মকাণ্ড দেখছেন। বিশ থেকে ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত করবেন। ধীরে ধীরে এর প্রভাব অন্য সময়েও হতে থাকবে এবং খুবই উপকারী হবে।

চলতে ফিরতে সঙ্গে তাসবীহ রাখা

প্রশ্নঃ চলতে ফিরতে স্মরণকারী হিসাবে যদি তাসবীহ সঙ্গে রাখা হয় তাহলে কি কোনো ক্ষতি আছে?

জবাবঃ কোনো ক্ষতি নেই বরং উত্তম।

এশার পরে তাহাজ্জুদের নফল

প্রশ্নঃ আমি শীতের সময় বেশিরভাগ দিন তাহাজ্জুদের সময় উঠতাম, এখন প্রায় দেড়মাস ধরে এমন অবস্থা যে, প্রতিদিন সংকল্প করে ঘুমাতে যাই যে, শেষ রাতে উঠব, কিন্তু তাহাজ্জুদের সময় ভীষণ অলসতা এসে চেপে ধরে আর উঠতে পারি না। এমনকি বেতেরটাও কাজা হয়ে যায়। খুব লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করি। এরপর আবার সংকল্প করি যে, আজ থেকে অবশ্যই উঠব কিন্তু তারপরও উঠা হয় না। এভাবেই চলছে অনেকদিন ধরে। এশার পরে যেই তাহাজ্জুদ পড়ার ইচ্ছা করি তখনই মনের মধ্যে এই খেয়াল আসে যে, আরে পড়তে হলে শেষ রাতে পড়। বেগার খাটার মানে কী? এর

www.islamfind.wordpress.com

ফলে এশার পরেও পড়া হয় না। কখনো এশার পর পড়লেও মনে তৃপ্তি হয় না। মনের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, এই সময় আবার কিসের তাহাজ্জুদ? তাহাজ্জুদ তো শেষ রাতের আমল। আবার শেষ রাতে উঠব বলে সংকল্প করি কিন্তু আবারও একইভাবে ফেল করি। দয়া করে শেষ রাতে যেন উঠতে পারি, তার কোনো তদবীর বা ব্যবস্থা বলে দিন। হুযূর যেভাবে বলবেন সেভাবেই আমল করব।

জবাবঃ এটা হল শয়তানের রাহাজানি যে, আযীমাত (শেষরাতে তাহাজ্জুদ পড়া)-এর হিম্মত নেই আবার রোখছত (এশার পর তাহাজ্জুদ পড়া) কে ভালো লাগে না। পরিণতি বঞ্চনা অথবা তাহাজ্জুদ থেকে পুরাপুরি বঞ্চিত হয়ে যাওয়া। অতএব রোখছতের উপর আমল করুন মনের তৃপ্তি হোক বা না হোক। তৃপ্তি মাতলূব বা কাঙ্ক্ষিত নয়। অনাকাঙ্ক্ষিতকে কাঙ্ক্ষিত মনে করাকে তরীকতের মধ্যে বিচ্যুতি হিসাবে গণ্য করা হয়।

***

হালঃ দেওবন্দ যাওয়ার পথে যেদিন হুযূরের সঙ্গে এই অধমের সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেদিন থেকে বাদ মাগরিব তিন হাজার করে জেহরী যিকির করছি। কয়েকদিন পর থেকেই বিশেষত নামায ও যিকিরের সময় যে ওয়াস্ওয়াসাগুলো পূর্বে হত, এখন অনেক কমে গেছে। পাশাপাশি যিকিরের সময় খুব কান্না আসে। মাঝে মাঝে নামাযের মধ্যে (এই চিন্তায় যে, একজন অপরাধী হিসাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছি এবং এই মুহূর্তে শুধু তাঁর হুকুম পালন করছি) কান্না এসে যায়। নামাযের মধ্যে মনোযোগ থাকে। যতো বেশি সময়ই নামাযে ব্যয় করি নামাযে ততো সময়ই মন লেগে থাকে। তবে কখনো যেটাকে আমি মনোযোগ মনে করছি সেটাই ওয়াস্ওয়াসার সূরতে প্রকাশ হয়ে যায়। কয়েকদিন তাহাজ্জুদের জন্য উঠার তাওফিক হল কিন্তু কী বলব, আবারও ঘুম এসে গেল। খুব ঘুমের চাপের মধ্যেও যদি তখন উঠে পড়ি তবুও অলসতা থেকেই যায়। এর জন্য দুআ চাই।

অধমের ইচ্ছা ছুটির পূর্বে দুই-তিন দিন হুযূরের খিদমতে হাজির হব। হুযূরের এজাযত চাই। মাঝে মাঝে কোনো গুনাহের কথা স্মরণ হলে শরীরে কিছু চড়-থাপ্পর অথবা লাঠি দিয়ে আঘাত করি। যদি কখনো নতুন কোনো গুনাহ ঘটে যায় তবে খুব অনুশোচনায় মুখে কিছু বাজে শব্দ নফসের বিরুদ্ধে

www.islamfind.wordpress.com

বের হয়ে যায়। জানি না এই হালত ভালো না ক্ষতিকর। ছোট গুনাহকেও অনেক ভয়ঙ্কর মনে হয়; আমার হালতের উপযোগী নির্দেশনা দান করবেন।

বিশ্লেষণঃ সকল হালত অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আল্লাহ তাআলা বরকত দান করুন এবং উন্নতি দান করুন। আমল ও অযীফাতে কোনো কিছু বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। অবশ্য যদি শেষ রাতে সমস্যা হয় তাহলে এশার পর সকল অযীফা পূর্ণ করে নেবেন। খাওয়া কমানো আপনার জন্য সমীচীন নয়। জরিমানা হিসাবে নফসের কিছুটা কষ্ট হয় এতটুকু পরিমাণ নফল নামায নির্ধারণ করে নেবেন, সবকিছু যথারীতি চালু থাকবে।

হালঃ অধমের অবস্থা বর্তমানে খুবই খারাপ। প্রথম দিকে অবস্থা যখন খারাপ হওয়া শুরু হয়েছিল, তখন শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠার পর দেখতাম তাহাজ্জুদের সময় খুবই অল্প। ফজরের পূর্বেই বার তাসবীহ পূর্ণ করে নিতাম। এরপর এমন হল যে, ঘুম ভাঙতে শুরু করল আরও দেরিতে। ফজরের পূর্বে বার তাসবীহ অর্ধেক আদায় করতে পারতাম। এরপর অবস্থা আরও খারাপ হল। প্রায় প্রায়ই অযীফা বাদ পড়তে লাগল। এই ভুল ধারণা নিয়েই কিছুকাল কেটে গেল। তারবিয়াতুস সালিক মুতাআলা করতে একস্থানে পেয়ে গেলাম যে, হালত যেমনই হোক, ভালো বা মন্দ শায়খকে জানাতে হবে। এরপর নিজে নিজেই চিন্তা করলাম যে, খারাপ হালত যদি না জানাই তাহলে এসলাহ বা সংশোধন কী করে হবে? অতএব অত্যন্ত লজ্জা ও অনুশোচনার সঙ্গে হুযূরের কাছে আমার রোগ-এর কথা জানালাম। চিকিৎসা জানাবেন এবং দুআ করবেন। বর্তমানেও নিয়মিত বার তাসবীহ ছুটে যাচ্ছে। তবে ইতিপূর্বে কাজা করা হত না আর আজ ফজরের পর নফসের উপর পাথর চাপা দিয়ে জোর করে আদায় করে নিয়েছি। পরে মনের মধ্যে খুব শান্তি পেয়েছি। নিজের দিক থেকে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি যেন মামূলাত কাজা না হয়। যদি কখনো হয়ে যায় তবে যেন দ্রুত আদায় করে নিতে পারি। আল্লাহ তাআলার কাছে আমার দৃঢ় আশা রয়েছে যে, যদি হুযূর আমার প্রতি একটু তাওয়াজ্জুহ দান করেন, তাহলে মালিকে কারীমে মেহেরবান আল্লাহ অবশ্যই আমাকে সফলতা দান করবেন। নিজের হালতের উপর আমি ভীষণ লজ্জিত। উন্নতির পরিবর্তে অবনতির কথা জানাতে আমার খুবই লজ্জা হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ এ ধরনের সাময়িক অসুবিধা বড় বড়দের বেলায়ও বেলায়ত তাদের মর্যাদা হিসাবে দেখা দিয়ে থাকে। পেরেশান হবেন না। নিরাশ হবেন

www.islamfind.wordpress.com

না। শেষ রাতে উঠা সমস্যা হলে এশার পর আওয়াল ওয়াক্তে তাহাজ্জুদ এবং সকল মামূলাত আদায় করে নেবেন। এতেও যদি সমস্যা হয় তাহলে তাহাজ্জুদ এশার পর পড়বেন আর অন্য অযীফা বাদ মাগরিব আদায় করে নেবেন। এ ধরনের পরিবর্তনকে অবনতি বলে না। গায়রে এখতিয়ারি বিষয়ের কারণে কোনো ক্ষতি হয় না।

কলব থেকে আল্লাহ আল্লাহর আওয়াজ

হালঃ আমি হুযূরের নির্দেশনা মতো যিকির ও শোগল অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে আনন্দের সঙ্গে আদায় করছি। আশা রাখি ভবিষ্যতে বাকি জীবন আল্লাহর ইয়াদ ও স্মরণে কেটে যাবে ইনশাআল্লাহ! হুযূরের দুআয় আমি নিজ পেশা মজদুরির কাজ খুব ভালোভাবেই করে যাচ্ছি। তবে এ সকল দুনিয়াবী কাজকর্মের ভিড়ে, আয়-রোজগারের ঝামেলায় অধমের অযীফা ও যিকির শোগলের মধ্যে কোনো প্রকারের বাধা-বিঘ্ন, রদবদল ও অনাগ্রহ সৃষ্টি হয় না। যদিও কাজ-কর্মে কখনো কখনো ক্লান্ত হয়ে যাই কিন্তু এই ক্লান্তি আমাকে পেরেশান বা অনাগ্রহী করতে পারে না। বরং কাজ কর্ম করতে করতেও বেশিরভাগ সময় কলবের ঐ হরকত থেকে আল্লাহ আল্লাহ-এর হরকত অনুভূত হতে থাকে। রাতের বেলা কলবের ঐ হরকত থেকে আল্লাহ আল্লাহ-এর আওয়াজ আসতে থাকে। ঐ আওয়াজ ছাড়াও আরও কিছু কিছু সুন্দর, সুরেলা ও মিষ্টি আওয়াজ আসে। যেগুলোর কারণে অত্যন্ত মজা ও সুস্বাদ অনুভূত হয়। এই সব আওয়াজও বেশিরভাগ রাতের বেলা হয়। মাঝে মাঝে তো এমন সুরেলা ও অবর্ণনীয় আওয়াজ আসে যা আমার দেহ-মন সব কিছুকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নেয়। মোটকথা আমি এগুলোতে খুব মজা পাই। আপ্লুত হয়ে পড়ি। সেই এক মুবারক নাম আল্লাহ আল্লাহ-এর আওয়াজ যা বের হয় হৃদয়ের গভীর প্রেম ও ভালোবাসা থেকে, আরেকটি ঐ বিভিন্ন প্রকারের আওয়াজ যা আপনা আপনি (স্বয়ংক্রিয়ভাবে) আসতে থাকে আমাকে একেবারে মাতোয়ারা আর পাগলপারা করে ছাড়ে।

নিবেদন এই যে, এখন আমার দিল জেহরী যিকির করতে ভয় পায়। ঐ ইসমে যাত যা মনে হয় যে, কলব থেকে বের হচ্ছে, আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছা করে যে, নির্জনে বিশেষ করে তাহাজ্জুদের পরে বসে বসে শুনতে থাকি। কিন্তু করা উচিৎ কি? সেটা তো আমি জানি না। আমার জন্য উপকারী

www.islamfind.wordpress.com

কোন্‌টা? মেহেরবানী করে জানালে জান-প্রাণ দিয়ে আমল করব ইনশাআল্লাহ। ঐ আওয়াজ কিসের? অত্যন্ত সুরেলা ও মিষ্টি মধুর আওয়াজ– যা আমাকে ভীষণ আকৃষ্ট করে! ঐ আওয়াজ আমার জন্য ক্ষতিকর নয় তো?

বিশ্লেষণঃ অত্যন্ত প্রশংসনীয় হালত। মুবারক হোক। ঐ আওয়াজের হাকীকত সম্পর্কে কখনো সরাসরি সাক্ষাতে আপনার বুঝ ও বোধগম্যতার পরিমাণ দেখে জানাব। সাক্ষাৎ ছাড়া বোধগম্যতার পরিমাণ আন্দাজ করা সম্ভব নয়। এতটুকু বুঝে রাখুন যে, এটাকে নিয়ামত মনে করে শোকর করা উচিৎ, নিজের কোনো বুযুর্গী মনে করে অহঙ্কার করা একেবারেই অনুচিত।

'জেহের' প্রয়োজন মনে করলে মওকূফ করে দিন কিন্তু যিকির কিছুতেই বন্ধ করবেন না অর্থাৎ যিকির বন্ধ করে ঐ আওয়াজ শুনতে লেগে যাবেন না বরং আপনার কর্তব্য হল ইচ্ছা করে ঐ আওয়াজের দিকে মনোনিবেশই করবেন না, ঐ আওয়াজ আপনার কানে আসতে থাকলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ আওয়াজ শুনতে গেলে আপনার জন্য সেটা ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে। আওয়াজ সৃষ্টি হওয়া, অনূভূত হওয়া ক্ষতিকর নয়। সর্বদা হালত জানাতে থাকবেন।

স্বভাব-চরিত্র ঠিক করার পূর্বে যিকির-শোগল উপকারী নয়

প্রশ্নঃ বর্তমানে আমার মামূল সর্বদা নিঃশ্বাসের সঙ্গে اللّٰهُ هُوْ। শেষ রাতে কমপক্ষে আধাঘণ্টা সর্বোচ্চ একঘণ্টা اللّٰهُ اللّٰهُ । হাবসে দমের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, কিছুতেই বাদ যায় না। তাহাজ্জুদের পর ইসমে যাতের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়। আমার হালত বিবেচনা করে হুযূর যে রদবদল বা পরিমার্জন করতে চান মেহেরবানী করে সেটা জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ আদাত-অভ্যাস সংশোধন করার পূর্বে আমি কোনো যিকির-শোগলের হালত শুনতে চাই না। এই ধরনের শোগলকে খোদা হাফেজ।

পীরের এজাযত ছাড়া কোনো অযীফা পড়া উচিত নয়

প্রশ্নঃ আমি বেহেশতী জেওরে পড়েছি যে, কাউকে কোনো অযীফা পড়তে বললে তার উচিৎ নিজ পীরের নিকট থেকে অনুমতি নেওয়া। আমাকে একজন পাস-আনফাসের অযীফা 'আল্লাহ' পড়তে বলেছে। বলেছে যে, সর্বদা পড়া

www.islamfind.wordpress.com

উচিৎ এবং পড়ার সময় পীর সামনে উপস্থিত এই কথা মনে মনে ভাবা উচিৎ। যে সময় আলাদাভাবে পড়ব তখনও এ-ছাড়া একটি দুরূদ পড়ার কথা বলেছে। সে সময়েও পীরের উপস্থিতি ধ্যান করার কথা বলেছে। দুরূদ-এর ব্যাপারে বলেছে, ঘুমানোর সময় পড়তে হবে। আমি আপনার কাছে উভয় অযীফার এজাযত চাই।

জবাবঃ কিছুতেই ঐ অযীফা পড়ার অনুমতি নেই। কোনো অযীফা পড়ার ইচ্ছা হলে আমাকে বলবেন। অন্য কারোর কথা শুনবেন না।

ছুটে যাওয়া, বাদ পড়া ক্ষতিকর

হালঃ আমার শারীরিক অবস্থা কিছুদিন থেকে এমন যে, প্রায় সময়ই আতঙ্ক বোধ হয় এবং মনের মধ্যে ভয় ভয় লাগে। মনে মনে এই পরিকল্পনা তৈরি হয় যে, সব কাজ-কর্ম ছেড়ে দেই এবং হুযূরের দরবারে গিয়ে পড়ে থাকি। কিন্তু বাস্তবের দিকে অর্থাৎ পরিবার-পরিজনের কথা খেয়াল করলে এই পরিকল্পনা মাথা থেকে উধাও হয়ে যায়। তবে আতঙ্কের ভাবটা আরও বেশি হয় যখনই এই কথা ভাবি যে, তোর নামায, তিলাওয়াত কিছুই ঠিক হয় না মূর্খতা এবং অজ্ঞতার কারণে। তবে এসব কথা যতই মনে হোক, আমলের মধ্যে কোনো ঘাটতি নেই। নিজের মামূলাত যথারীতি করে যাই। নামাযের মধ্যে কখনো কখনো মন নরম হয়ে কান্না এসে যায়। এরপর আবার সে হালত মওকূফ হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ মওকূফ হয়ে যাওয়ার কারণে কোনো সমস্যা নেই। কেন চিন্তিত হয়ে পড়ছেন। কখনো কখনো এরূপ হওয়াটাও বিরাট নিয়ামত। আমার কিতাবাদি নিয়মিত পড়তে থাকলে অজ্ঞতা দূর হয়ে যাবে। নিজের ও পরিবারের জন্য জীবিকার প্রয়োজনে কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকাও ইবাদত। আতঙ্কের কারণ হল, বেশি বেশি চিন্তা করা। এই চিঠির বিষয়বস্তু খুব ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে বারবার পড়বেন, ধীরে ধীরে ভয় লাগা ও আতঙ্কের ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ মুরাকাবার উদ্দেশ্য বসে খুব চেষ্টা করে দেখেছি, কোনো কল্পনা স্থির হয় না। দয়া করে মুরাকাবার কোনো তদবীর বলে দেবেন যে, কী পদ্ধতিতে করলে ভালো হবে?

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ আপাতত এটা বাদ রাখুন। পরে কখনো সুযোগ মতো বলব ইনশাআল্লাহ।

পাস-আনফাস চালু রাখা

হালঃ হুযূরের নির্দেশ মতো পাস-আনফাসের শোগল জারি আছে। চলাফেরার সময় পাস-আনফাস চালু হয়ে যায় কিন্তু স্থির হয়ে গেলে যেমন ঘরে বা দোকানে বন্ধ হয়ে যায়। যদিও স্মৃতিতে বা ধ্যানে আল্লাহর স্মরণ অবশ্যই থেকে যায়। হুযূর মেহেরবানী করে কোনো তরীকা বলে দিন, যেন স্থির স্থানেও পাস-আনফাস চালু থাকে।

বিশ্লেষণঃ আসলে স্থিরতা বা থেমে যাওয়া পাস-আনফাস শোগলের জন্য প্রতিবন্ধকতা নয়। প্রতিবন্ধক হল কাজ-কর্মে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া। এই ব্যস্ততার মাঝে এই শোগল চালু থাকা সম্ভব নয়। চালু রাখার চেষ্টা করাও অর্থহীন। সেজন্যই এ-ধরনের অবস্থায় মৌখিক যিকির চালু রাখুন, সেটাই সর্বোত্তম।

***

হালঃ পাস-আনফাসের মুরাকাবার সময় এমন আত্ম-বিস্মৃতির অবস্থা তৈরি হয় যে, শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকেও একেবারেই খেয়াল থাকে না। দিলের মধ্যে একটি শুভ্র আলোকরোশনী অনুভূত হয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুরই খেয়াল থাকে না। এমনকি কখনো কখনো নিজের ব্যাপারেও কোনো কিছুর অনুভূতি থাকে না। মাঝে মাঝে আধাঘন্টার নিয়তে বসি, কিন্তু আত্ম-বিস্মৃতির মধ্যে পূর্ণ ঘন্টা পার হয়ে যায়। হুযূরের অনুমতি হলে এই মুরাকাবা আরও বেশি সময় করতে চাই।

বিশ্লেষণঃ নিয়মিত বেশি করবেন না। যেদিন খুব বেশি আবেগ তৈরি হয়, বেশি করুন। নইলে স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে থাকুন।

হালঃ এই মুরাকাবার মধ্যে জেহরী যিকিরের চেয়ে বেশি আল্লাহর প্রতি ধ্যান নিবিষ্ট হয়।

বিশ্লেষণঃ কিন্তু এই ধ্যান নিবিষ্ট হওয়ার স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা কম আর যিকির-এর আছর দীর্ঘস্থায়ী এবং সেটার ক্রোমোন্নতি ও বৃদ্ধি হয়েই থাকে। সুতরাং এর জন্য যিকিরের মধ্যে ঘাটতি করবেন না।

www.islamfind.wordpress.com

যিকিরের সময় কল্পনা

হালঃ হুযূরের নির্দেশ মতো জেহরী যিকিরের সময় কল্পনা করি যে, আমার কলব থেকে নূর বের হচ্ছে যা যাকেরের সারা দেহ এমনকি বাড়তে বাড়তে গোটা জগতকে ঘিরে নিয়েছে।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ।

হালঃ এই অবস্থা শুধু যিকিরের সময় থাকে, যিকিরের পর যখন ইলমী শোগলে বা লেখাপড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন আর কিছুই থাকে না।

বিশ্লেষণঃ কোনো সমস্যা নেই। ওটা বিশেষ অবস্থায় একাগ্রতাজনিত কারণে সৃষ্ট। এ-কারণে সেই একাগ্রতা না থাকলে সেটাও থাকবে না। কিন্তু মূল প্রভাব ও আছর থাকবে।

হালঃ মৌখিক যিকির অবশ্য করতেই থাকি।

বিশ্লেষণঃ কোনো কোনো বিবেচনায় এই যিকিরের মধ্যে ঐ শোগলের বা ধ্যানের চেয়ে বেশি উপকারিতা রয়েছে।

***

হালঃ আমি কিছুদিন থেকে তাহাজ্জুদ নামাযের পর যিকির-ফিকিরের ধারাবাহিকতা শুরু করেছি। ইদানিং কিছুদিন থেকে কিছু কিছু সন্দেহ আমাকে ঘিরে ধরছে। যেগুলো প্রতিরোধের বহু চেষ্টা তদবির করলাম কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। বাধ্য হয়ে আপনার শরণাপন্ন হলাম।

যিকিরের সময় লা-ইলা-হা বলতে চিন্তা করি যে, শরীর ও হৃদয় থেকে মন্দত্ব দূর হয়ে যাক। 'ইল্লাল্লাহ' বলতে সময় চিন্তা করি যে, ঐ মন্দসমূহের পরিবর্তে দেহ ও মনে নূরানী কাইফিয়াত প্রবেশ করুক। কিছুদিন পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকল।

কিছুদিন পর যে নতুন অবস্থা তৈরি হল এবং যে নতুন চিন্তা এসে ভিড় করল, সেটা এই যে, মানবদেহের মধ্যে রয়েছে 'পবিত্র' আত্মা এবং অপবিত্র দেহের গোশত, চামড়া এবং হাড্ডির মিশ্রণ। সুতরাং লা-ইলা-হা বলার সময় দেহের না-পাকি দূর করার চিন্তার সঙ্গে তামাম দেহের (রূহ ছাড়া) নাপাকির কথা মনে পড়ে। কারণ দেহ তো গলে, পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার বস্তু। এজন্য মন চায় যে, ইল্লাল্লাহ বলার সময় এই মাটির দেহ শামিল না থাকলে ভালো হত কিন্তু যেহেতু রূহের সঙ্গে এই খাকী দেহও শামিল আছে, এ-কারণে মন

www.islamfind.wordpress.com

উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং বস্তুগত ঘনত্ব এবং দৈহিক মিশ্রণে রীতিমতো কায়েম থেকে যায়। প্রশ্ন এই যে, নফী (লা-ইলা-হা)-এর সময় শুধু দেহের নাপাকির চিন্তা করতে হবে নাকি ঐ নাপাকিসমূহের মধ্যে বস্তুগত দেহকেও শামিল করতে হবে? দ্বিতীয়- ইল্লাল্লাহ বলার সময় নিজের অস্তিত্ব শুধু রূহানী মনে করতে হবে নাকি? তৃতীয়- যিকির উঁচু আওয়াজে করা উত্তম নাকি নিচু আওয়াজে? জানি না আপনাকে আমার কথাগুলো বুঝাতে পারলাম কি না। তবে আমার বিশ্বাস আপনি এরকম অনেক রোগীর এলাজ বা সংশোধন করে থাকেন বিধায় অভিজ্ঞ চিকিৎসক অল্প বিবরণ শুনেই রোগের হাকীকত ধরতে পারেন।

বিশ্লেষণঃ এই সমস্যা ও ঝামেলাগুলো সৃষ্টি হয়েছে ওই নিয়ম-কানুন থেকে, যা প্রচলিত এবং বিভিন্ন বই-পুস্তকে লিখিত ও বর্ণিত রয়েছে। বলা হয় যে, লা-ইলা-হা-এর সময় নফী নেতিবাচক)-এর কল্পনা করবে আর ইল্লাল্লাহ বলার সময় ইসবাত (ইতিবাচক)-এর কল্পনা করবে। এই কথাগুলো মানতে গেলেই আপনার সৃষ্ট প্রশ্ন একের পর এক তৈরি হতে থাকবে। সুতরাং মনে রাখবেন এই নিয়ম-কানুনগুলো এমন নয় যার উপর আমল করা জরুরি। বরং ওইগুলো বর্তমান সময়ের বেশিরভাগ মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কেননা এখানকার মানুষের দেহের শক্তি এবং স্বভাব ও মনের শক্তি দুর্বল। ভিন্ন ভিন্ন রকমের কল্পনার দ্বারা তাদের মনের মধ্যে বিক্ষিপ্ততা ও অস্থিরতা তৈরি হয়। আপনার বর্ণিত কল্পনাও একই বৈশিষ্ট্যের। অতএব এগুলো ছেড়ে দিন। শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার অথবা শুধুমাত্র ওই আলফায (শব্দমালার)-এর কল্পনা করুন— যা খুবই সহজ। বিভিন্ন কিতাবে যা লিখা আছে, তা সে যুগেও জরুরি ছিল না, 'ভালো'-এর পর্যায়ভুক্ত ছিল। মূল উদ্দেশ্য ওইগুলোর উপর নির্ভরশীল কোনো কালেই ছিল না এখনো নেই।

জেহরী ও খফী যিকির, রিয়া এবং পীরের কল্পনা

হালঃ হুযূরের বলে দেওয়া হিসাবে যিকির-ফিকির-এ মশগুল থাকি। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর দয়া ও কৃপায় এবং মুর্শিদের বরকতে অনেক সংশোধন হয়ে গেছে, পূর্ববর্তী হালতের তুলনায়। আজে-বাজে চিন্তা দূর হয়ে গেছে। আশা করি পাঁচ ওয়াক্তের দুআ থেকে হযরত এই অধমকে বাদ দেবেন না।

www.islamfind.wordpress.com

প্রশ্নঃ উচ্চস্বরের যিকির আফযাল নাকি অনুচ্চ যিকির? কোনটি বেশি উপকারী? উচ্চস্বরে যিকিরের মধ্যে কেউ যদি 'রিয়া' (লোক দেখানোর)-এর নিয়ত না করে বরং নিজের নির্ধারিত অভ্যাস হিসাবে করে, তাহলে এটা কি রিয়া হতে পারে?

মুরীদ যদি পীরের চেহারা কল্পনা করে ধ্যান করে, এটা কি উপকারী হবে? যদি নামাযের মধ্যে ঐ কল্পনা অনিচ্ছাকৃত এসে যায় তাহলে কেমন?

বিশ্লেষণঃ হালত জেনে খুশি হলাম। আল্লাহ তাআলা দৃঢ়তা ও উন্নতি দান করুন। এমনিতে খফী যিকির সর্বোত্তম। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কারণবশত জেহরী যিকির সর্বাধিক উপকারী। তবে দেখতে হবে আপনার মনোযোগ কোথায়, কোনটাতে বেশি হয়, সেটাই গ্রহণ করতে হবে।

রিয়া (লোক দেখানো)-এর ইচ্ছা না করলে 'রিয়া' হবে না। পীরের কল্পনা করা ইচ্ছাকৃত হলে সুন্নতের বিরোধী আর অনিচ্ছাকৃত হলে, মুহাব্বতের আলামত। আর মুহাব্বত সুন্নতের মুওয়াফেক আমল।

যিকিরের মাঝে জর্দা দেওয়া পান ক্ষতিকর নয়

হালঃ তন্দ্রাচ্ছন্নতা বা ঝিমুনির কারণে জর্দা দেওয়া পান মুখে ঢুকিয়ে রাখি, এর কারণে ঘুম কাবু করতে পারে না। এতে কি কোনো সমস্যা আছে? সমস্যা থাকলে বাদ দিয়ে দিব।

বিশ্লেষণঃ কোনো সমস্যা নেই।

যিকিরের সঙ্গে তাসবীহের দানার মিল জরুরি নয়

হালঃ যখন ২৪ হাজার বার পড়ার অযীফা ছিল তখন জিহ্বার পড়ার সঙ্গে তাসবীহ দানার মিল রক্ষা করার কথা খেয়াল থাকত। কিন্তু এখন প্রতিদিন সোয়া লক্ষ অযীফা করতে গিয়ে জিহ্বার হরকত এবং দানার মিল রক্ষার খেয়াল থাকে না। লক্ষ্য করে পড়লেও শুধু ইসমে যাতের খেয়াল থাকে। সংশোধনী চাই।

বিশ্লেষণঃ কোনো সংশোধনীর প্রয়োজন নেই।

যিকিরের নূর দেখার আকাঙ্ক্ষা ক্ষতিকর

হালঃ হুযূরের নির্দেশ মতো তিন হাজার বার ইসমে যাতের অযীফা আদায় করি। অযীফাটি এত দিন নিয়মিত আদায় করার পর আলহামদুলিল্লাহ এখন

www.islamfind.wordpress.com

এই যিকিরের প্রতি গভীর মুহাব্বত সৃষ্টি হয়েছে। যখনই একা থাকি, মুখে আল্লাহ আল্লাহ ইচ্ছা করে চালু রেখে দিই।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ।

হালঃ এটা হুযূরের বরকতে হয়েছে। যত ঘুমই চাপুক আমি তিন হাজার বার পূর্ণ করার জান-প্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকি। রাতের বেলা পূর্ণ করতে না পারলে দিনের বেলা যে কোনো সময়ে ক্ষতিপূরণ অর্থাৎ আদায় করে নেই। প্রথমে রাতে পূর্ণ না হলে সেভাবেই থেকে যেত। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই এই তরীকা শুরু করে দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ, ধীরে ধীরে উন্নতি দেখতে পাবেন।

হালঃ যদিও এই সামান্য পরিমাণ যিকির করেই বিভিন্ন রকম নূর দেখার আকঙ্ক্ষা করা বা এ-ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া ঠিক নয়।

বিশ্লেষণঃ বেশি পরিমাণ যিকির করলেও এই আকাঙ্ক্ষা ক্ষতিকর। বেশি যিকির করলেই যে 'আনওয়ার' দেখা যাবে, সেটা জরুরি নয় এবং 'নূর' মাকসূদও নয়।

হালঃ হুযূরের লেখা থেকে জানি যে, এটা মাকসূদ নয়। কিন্তু আমার একটু কৌতুহল রয়েছে যে, এইসব নূর কেমন হয়? অন্যরা দেখতে পারলে আমি পারব না কেন?

বিশ্লেষণঃ যোগ্যতার ভিন্নতা এবং জ্ঞান-বুদ্ধি, বোধ ও উপলব্ধি ক্ষমতার প্রাচুর্য এর জন্য প্রতিবন্ধক কেননা এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্ভরশীল একাগ্রতার উপর। জ্ঞান-বুদ্ধি যত বেশি হবে, তার পক্ষে অন্য সব ভুলে শুধু একদিকে মনকে নিবিষ্ট করে নেওয়া ও একাগ্র হওয়ার সুযোগ কম হয়ে যায়। ঐ সব নূর বিভিন্ন রকম হয় রঙের ক্ষেত্রে, স্থায়ী হওয়ার ক্ষেত্রে এবং বিলুপ্তির ক্ষেত্রে। বেশিরভাগ অবস্থায় এই আনওয়ার প্রকাশ পায় মানবদেহের মৌলিক দেহরসের (আগুন, পানি, মাটি ও বাতাসের) ক্লান্তির কারণে। আর হঠাৎ কখনো ঊর্ধ্বজগতের উন্মোচনের কারণে। এর উপকারিতা শুধু এতটুকু যে, এর মাধ্যমে ওয়াসওয়াসা আসার পথ বন্ধ হয়ে যাকেরের মনে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। যার করণে ইবাদত-বন্দেগী তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আবার এগুলোর কারণে কোনো কোনো যাকের ক্ষতিগ্রস্ত হয় এভাবে যে, ঐ দিকে মানোযোগ দিয়ে যিকির ছেড়ে দেয়। ঐগুলোকেই মনে করে আমার আসল মাকসূদ পেয়ে

www.islamfind.wordpress.com

গেছি। যাকের-এর প্রকৃত মানসিকতা হবে এই যে, আল্লাহ আমার লালন-পালনকারী, তিনি ভালো জানেন আমার প্রতিপালন কিভাবে হবে!

আল্লাহু বলার ক্ষেত্রে কোনো বৈশিষ্ট্য জরুরি নয়

হালঃ যিকির করার সময় আল্লাহ তাআলার নাম তাজবীদের নিয়ম মতো اللّٰه শব্দের م (লাম) কে দীর্ঘ করে এবং মোটা (ল-এর মতো) করে বলতে হবে নাকি সাধারণ মানুষ যেভাবে মদ ও পুর (দীর্ঘ ও মোটা) ছাড়া আল্লাহ আল্লাহ বলে, সেই ভাবে বলা উচিৎ? কোনটা উত্তম জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ শব্দের মধ্যে লামকে মদ এবং পুর পড়া ওয়াজিব নয় যা ত্যাগ করলে গুনাহ হবে, বরং একটি মুস্তাহাব বিষয়। যিকিরের মধ্যে এই মুস্তাহাব নিয়ে বেশি ব্যস্ত হলে— যিকির দ্বারা উপকৃত হওয়ার যেটা প্রধান শর্ত অর্থাৎ মনোযোগ ও একাগ্রতা, ছুটে যাবে। সুতরাং যেই 'অজরুরি' বিষয় জরুরি বিষয়ে বাধা সৃষ্টির কারণ হয়, সেটাকে ত্যাগ করা জরুরি। খবরদার! এই সব কিস্‌সার পিছনে পড়বেন না। যেভাবে সহজ হয় সেভাবে করতে থাকুন। এই সব বিশ্লেষণে গেলে ক্ষতি হবে।

সফরের মধ্যে অযু ছাড়া বা তায়াম্মুম করে যিকির করলেও যথেষ্ট

হালঃ শেষ রাতে সফরের মধ্যেও চেষ্টা করেছিলাম উঠে নফল পড়ে যিকির করব। কিন্তু সফরের সময় লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেই অনেক রাত হয়ে যেত। যার ফলে কোনো কোনো দিন রাতে ঘুমই ভাঙ্গে নি। যেদিন ঘুম ভেঙ্গেছে বরফের মতো ঠাণ্ডা পানি দেখে অযূ করার সাহস হয় নি। মসজিদ ছিল দূরে। কিছুই করা হয় নি।

বিশ্লেষণঃ এ ধরনের পরিস্থিতিতে যদি তাহাজ্জুদ পড়া সম্ভব না হয় যার জন্য তাহারাত (অযূ, গোসল) শর্ত, তাহলে শুধু যিকির অযূ ছাড়া করে নেবেন। কেননা এর জন্য তাহারাত শর্ত নয়। তবে যদি তায়াম্মুম করে যিকির করা যায় তাহলে আরও বেশি বরকতের ব্যাপার হবে। এই ধরনের ইবাদতে তাহারাত হাসিলের জন্য বিনা কারণেও তায়াম্মুম করা জায়েয।

www.islamfind.wordpress.com

প্রাথমিক সালিক বা মুবতাদীর জন্য তিলাওয়াত, দুরূদ ইত্যাদির চেয়ে অধিক যিকির বেশি উপকারী

হালঃ দয়া করে আমার একটি ধারণার মূল্যায়ন করুন যে, সেটা ঠিক না ভুল। ধারণাটি এই যে, আমি মনে করি মুবতাদী বা প্রাথমিক স্তরের মুরীদের জন্য অধিক যিকির যত বেশি উপকারী, তিলাওয়াত, দুরূদ শরীফ ও ইস্তেগফার-এর আধিক্য তত বেশি উপকারী নয়। যিকিরের আধিক্যের মাধ্যমে যখন নেসবত কিছুটা হাসিল হয়ে যাবে তখন তিলাওয়াত, দুরূদ ইত্যাদির মাধ্যমে সেই নেসবত অনেক শক্তিশালী হতে পারে। এইগুলোর আছর খুবই সুক্ষ্ম। আমার যতদূর মনে পড়ে হুযূরও একবার এই রকমই কিছু একটা বলে ছিলেন যে, মুবতাদীর জন্য অধিক যিকির তুলনামূলক অধিক তিলাওয়াত ও দুরূদ ইত্যাদি থেকে বেশি উপকারী। অধম হাফেয সাহেবকে এটাই বলেছে যে, তিনি যেন যিকিরের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে দেন, কারণ তিনি যিকির খুবই কম করেন। বেশি সময় তিলাওয়াতের মধ্যে কাটান। তিলাওয়াতের সময় যথারীতি রাখলেও যিকির বাড়ানোর জন্য কিছু সময় উনি বের করতে পারেন। আমার এই ভাবনার মাধ্যমে কোনোভাবে তিলাওয়াত, দুরূদ ও ইস্তেগফারের প্রতি নিন্দা বা দোষারোপ হয়ে যাচ্ছে নাতো? আমার মতে এগুলো সীমাহীন উপকারী পূর্ণতা অর্জনের পর। একেবারেই বিশেষ স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের কিছু মানুষ এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলে হয়ত হতে পারেন।

বিশ্লেষণঃ একদম সঠিক আপনার ভাবনা এবং তিলাওয়াত-এর নিন্দা বা দোষারোপও নয়। বরং যিকির করতে হবে এই নিয়তেই যে, আমি যেন তিলাওয়াত করার উপযুক্ত হয়ে যাই। অযূ নামাযের পূর্বে করা হয়, এতে কি নামাযকে খাটো করা হয়ে যায়?

অযীফার মোট পরিমাণ পূর্ণ হওয়া জরুরি কোনো একটিতে কমবেশ হতে পারে

হালঃ বার তাসবীহের যিকির করার সময় ইসবাতে মুজার্‌রদ (ইল্লাল্লাহ)-এর যিকির অধমের খুবই মজা লাগে। এই কারণে প্রায় সময়ই এইটা নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। বেশিরভাগ সময়ে এইটা এক হাজার বার পড়া হয়ে যায়। এর কারণে কখনো কখনো ইসমে যাত দু-যরবী (আল্লাহু আল্লাহ) পরিমাণ কম হয়ে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ কোনো সমস্যা নেই। সব অংশের সমষ্টি বার বরং তের তসবীহ-এর কম যেন না হয়। এক অংশ কম হলে অন্য অংশ বেশি হবে।

যিকির ও নামাযের মধ্যে কল্পনার অবস্থা

প্রশ্ন-১ঃ নামাযের মধ্যে কী খেয়াল করব? কিসের চিন্তা করব? যেন নামাযের মধ্যে মন ভালো থাকে এবং শয়তানী ওয়াসওয়াসা কম হয়।

জবাব-১ঃ প্রথম আল্লাহ তাআলার চিন্তা করবেন। এই চিন্তা যদি না জমে তাহলে যেই যেই আলফায (শব্দমালা) মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছেন, সেগুলোর। এরপরও যদি ওয়াসওয়াসা আসে তাহলে কোনো পরোয়া করবেন না। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে এমনিই ওয়াসওয়াসা দূর হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-২ঃ অধম যখন ইমামের পিছে নামায আদায় করে আর ইমাম নীরবে কেরাত পড়েন, তখন যদি আমি মনে মনে আল্লাহ আল্লাহ করি, মুখে কিছু না বলি তবে এটা উত্তম কিনা?

জবাব-২ঃ হাঁ, উত্তম হবে।

প্রশ্ন–৩ঃ উচ্চ আওয়াজে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ যিকির করার সময় আমি কিসের খেয়াল করব যেন মন বসে।

জবাব-৩ঃ ১ নং-এর মতো।

প্রশ্ন-৪ঃ ইসমে যাতের যিকির আল্লাহ্ আল্লাহ উচ্চস্বরে করার সময় কী কল্পনা করব?

জবাব-৪ঃ ১নং-এর মতো।

প্রশ্ন-৫ঃ কুরআন তিলাওয়াতের সময় কী কল্পনা করব?

জবাব-৫ঃ ১নং-এর মতো।

যিকিরের মধ্যে মাথায় ঝাঁকি মারা, মাখরাজে জোর দেওয়া

হালঃ হালকাভাবে যরব ও জেহের-এর সঙ্গে যিকির করি, একই সঙ্গে মাথায় একটু ধাক্কা মারি...। এখানে জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে, যদি মাথায় ধাক্কা না মেরে শুধু মাখরাজে জোর দেওয়া হয়, তাহলে কি সমস্যা আছে?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ধাক্কারও প্রয়োজন নেই মাখরাজের উপরও বেশি জোর দেওয়ার দরকার নেই। মনের আবেগে কিছু হলে সেটাকে ঠেকানোরও কোনো প্রয়োজন নেই, যদি স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম না করে।

জেহরী যিকিরের মধ্যে যরবের কোনো খাস তরীকা নেই

হালঃ অধম এখন পর্যন্ত জেহরী যিকির বার তাসবীহ ঠিকমতো করতে পারে না। অনেক চেষ্টা করি যে, ঠিকমতো যরব লাগাব কিন্তু ঠিকমতো হয়ই না। কোনো রকম হয়। যরবের সঠিক তরীকা জানালে উপকৃত হব।

বিশ্লেষণঃ যরবের কোনো খাস তরীকা নেই।

হালঃ মনে শান্তি পাই না। এক রকমের কষ্ট পেতে থাকি যে, কেন আমার যরব হয় না?

বিশ্লেষণঃ শান্তি পাওয়ার কারণ এই ভুল ধারণা যে, সঠিক তরীকায় হচ্ছে না। যেভাবে সহজ হয় এবং আনন্দ বোধ করবেন সেটাই এর তরীকা। এর কোনো সম্ভাবনাই মনের মধ্যে রাখবেন না যে, 'এরকম' হতে হবে, 'ঐরকম' হলে ঠিক হত। নিশ্চিন্তে করতে থাকুন। এই মাত্র যা বললাম এই নিয়মের কথা মাথায় রেখে যরবের কী অবস্থা আপনার হল, সেটা লিখে জানাবেন।

লতীফা ও লাতায়েফের শর্ত ছাড়া যিকির

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ! পাঁচ লতীফার (লাতায়েফে খামসার) এত অনুশীলন হয়েছে যে, সারাক্ষণ পাস-আনফাসের অবস্থা কায়েম থাকে। অবশ্য কোনো ব্যস্ততার মধ্যে আর সে অবস্থা থাকে না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সকর্ত হয়ে যাই।

বিশ্লেষণঃ লাতায়েফের কয়েদ বাদ দিয়ে অর্থাৎ লতীফাগুলোর প্রতি লক্ষ্য না করে স্বাভাবিক যিকির করুন।

'কাশফে আনওয়ার' ভ্রুক্ষেপ যোগ্য নয়

হালঃ কয়েকদিন ধরে যিকিরের মাঝে গোলাকৃতির কিছু শুভ্রতা চোখে পড়ত। এখন আর নেই। চোখ বন্ধ করলে মনে আসমানের আকৃতি এবং তার মধ্যে ছোট ছোট অসংখ্য নক্ষত্র দেখতে পাচ্ছি। এটার হাকীকত কী?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এটা বেশিরভাগ সময় কল্পনা শক্তির কল্পনার প্রভাবে হয়ে থাকে। কখনো যিকিরের আনওয়ার আবার কখনো হয় কাশফে কাওনী (জাগতিক অবস্থার উন্মোচন)। যেটাই হোক না কেন, ভ্রুক্ষেপ বা মনোযোগ দেওয়ার যোগ্য নয়।

প্রচুর যিকিরের ক্ষেত্রে গণনা জরুরি নয়

হালঃ মাঝে মাঝে যখন যিকিরের মধ্যে মন বসে যায়, তখন সংখ্যা ও গণনার প্রতি খেয়াল থাকে না। ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে যায় তাসবীহ, তাহলীল ও ইসমে যাতের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে। ছাড়তেই মন চায় না। কিন্তু বাধ্য হয়ে জরুরতের কারণে পড়া ও পড়ানোর চিন্তায় এক সময় ছাড়তেই হয়।

বিশ্লেষণঃ গণনার প্রয়োজন নেই। অগণিত হলেই 'অধিক যিকির'-এর বাস্তবায়ন হয়। আল্লাহ বলেছেন যিকির কর (ذِكْرًا كَثِيرًا) অধিক যিকির।

কুরআন তিলাওয়াতের সময় কল্পনা

প্রশ্নঃ 'আত্ তাস্কীর' ২য় খণ্ড তারাবীহ-এর আলোচনায় হযরত বলেছেন যে, আমি মানুষকে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের এই তরীকা শিখিয়ে থাকি যে, তিলাওয়াতের সময় এরূপ কল্পনা করুন যে, আল্লাহ তাআলা বলছেন আমাদের মুখ থেকে সেই আওয়াজ বের হচ্ছে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজের মতো। আমার জানার ইচ্ছা যে, এই কল্পনার এজাযত কি এই অপদার্থের আছে নাকি আমি এর উপযুক্ত নই?

জবাবঃ হাঁ, আছে। তবে এই অনুমতি অস্থায়ী। এরপর কি অবস্থা হয়, সেটা জানানো পর্যন্ত।

প্রশ্নঃ নামাযে তিলাওয়াতের সময়ও কি এটা করা যাবে নাকি শুধু তিলাওয়াতে?

জবাবঃ আপাতত শুধু তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে অনুমতি।

পড়ানো এবং যিকির এক সঙ্গে সম্ভব

হালঃ যে সকল যিকির-ফিকিরের কথা হুযূর বলেছিলেন অধমকে, বহুবার আমি সেগুলো শুরু করেছি। কিছুদিন পর্যন্ত করতেও থেকেছি, সেটাও

www.islamfind.wordpress.com

অনিয়মিত। কিন্তু মাদারাসার জিম্মাদারীর কারণে সেটার উপরও টিকে থাকা সম্ভব হয় নি। আবার ছুটে গেছে। তবে কোনো সময় ছুটে গেলেও একেবারে ছেড়ে দেই নি। বরং বারবার শুরু করতে থেকেছি আবার বারবার ছুটতে থেকেছে, মোটকথা এই নিঃস্ব, ফকিরের অভিজ্ঞতায় প্রমাণ হয়েছে যে, মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করে পাশাপাশি যিকির-ফিকিরের শোগল একসঙ্গে করা একেবারেই কঠিন। অবশ্য যদি সবক পড়ানোর হক আদায় না করা হয় যেমন অনেকেই করে থাকেন, তাহলে আবার সহজও। অতএব এ অবস্থায় একে তো মাদরাসার প্রতি খিয়ানতের পূর্ণ আশঙ্কা, দ্বিতীয়ত যিকিরের মাকসূদ পর্যন্ত উপনীত হওয়া খুবই কঠিন। শুধু মুখের যিকির কী উপকার করবে! যিকিরের মাকসুদ পর্যন্ত উপনীত হওয়া খুবই মুসকিল হবে। সারকথা এই যে, দুইটি পথের মাঝে রয়েছে এমন অন্তরায় যা অতিক্রম করা এবং দুটি একত্রিত করা সম্ভব নয়।

এসব কিছু সত্ত্বেও যেহেতু আপন মুর্শিদের উসিলায় রাব্বুল ইয্যাতের দরবারে পরিপূর্ণ আশাবাদী যে, তিনি মেহেরবানী করে উদ্দেশ্যের বৃক্ষকে অবশ্যই ফলবান করে পাগল দিলের চাহিদা পূরণ করবেন। সুতরাং পুরাতন অভ্যাস হিসাবে আবারও যিকির-ফিকিরের শোগল শুরু করতে চাই। আল্লাহ তাআলা যেন নিয়মতান্ত্রিকতা ও ধারাবাহিকতা দান করেন। এই পথে তো পড়ে গেলাম, উঠলাম, চলতে থাকলাম, ক্লান্ত হলাম এবং খোঁড়াতে থাকলাম এটাই ভালো মনে হয় আরামে চলার চাইতে। তো এই অধমের সামগ্রিক অবস্থার বিবেচনায় যা কিছু হযরতের ভালো মনে হয়, জানলে সে হিসাবে আমল করব। হযরতের দুআও এই অধমের জন্য খুবই জরুরি। এই পথের পথচারীদের মাঝে বহু দূর পিছিয়ে পড়া এই অধম পথিককে প্রথম দিন এবং প্রথম সবকের মুরীদ ভেবে নেয়া হোক। কেননা সৃষ্টিগত ও আল্লাহ প্রদত্ত কিছু ভালো স্বভাব ছাড়া অধমের আর কোনোই পুঁজি নেই বরং আশ্চর্যের কিছু নয় যে, সেটাকেও হয়ত নষ্ট করে ফেলেছি। অবশ্য দিলের মধ্যে আছে আল্লাহ জাল্লাওআলা এবং সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সকল নবী রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়া আতকিয়া সকলের প্রতি সামান্য মুহাব্বত আর আছে হুযূরের প্রতি প্রাণ উজাড় করা ভালোবাসা। এ-কারণেই সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহ তাআলা সর্বদা মৃত্যু পর্যন্ত কলব ও যবানকে কালেমা শাহাদাতাইন নসীব করবেন ইনশাআল্লাহ। এই খাদেমের চিরদিনের জন্মগত স্বভাবের হালত এই যে, নির্জন-নিরালা ভালো লাগে, সমাবেশ, লোকজন-এর

www.islamfind.wordpress.com

ভিড় একদম ভালো লাগে না। হুযূর যেভাবে বলবেন সেভাবেই আমল করব। আল্লাহ তাওফীক দিন।

বিশ্লেষণঃ আপনার অভিজ্ঞতা একেবারেই সঠিক। তবে সঙ্গে বলতে হবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। নতুবা যদি পড়ানোর সময় সীমিত রাখা যায় মাদরাসা কর্তৃক অর্পিত সময়ের মধ্যে। আর যিকির-শোগলও ভারসাম্যপূর্ণ সময়ের মধ্যে সেরে নেওয়া যায়। ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হলে যিকির শোগলকে সংক্ষেপ বা কমিয়ে নিলেও সমস্যা নেই। তাহলে এভাবে উভয়টা একত্র করাও সহজ হয়ে যায়। যদিও হয়ত মনঃপুত হবে না এবং হয়ত সময়ের রক্ষা হবে না। এ-ব্যাপারে আপনার ঐ কথাটি আমার খুবই ভালো লেগেছে যে, 'এই পথে তো পড়ে গেলাম...' মাওলানা রূমীও বিষয়টিকে এভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন–

دوست دارد دوست ایں آشفتگی – کوشش بے ہو دہ بہ ازخفتگی

অর্থ– বন্ধু (আল্লাহ) পছন্দ করেন তাকে পাবার জন্য এই অস্থিরতা-উন্মাদনা, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গাফেল সময় কাটানোর চেয়ে অনর্থক কিংবা অক্ষম চেষ্টা চালানো অনেক ভালো।

সুতরাং নিজের কর্মসূচী এটাই রাখুন। আমি জান-প্রাণ খুলে দুআ করছি। আল্লাহর শোকর আপনার সামগ্রিক হালত খুবই ভালো। খুবই চমৎকার। চিঠির শেষে যে অভ্যাস ও স্বভাবের কথা লিখেছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও উপকারী। আল্লাহর সঙ্গে মুহাব্বতের জন্য এটা খুবই জরুরি। মাওলানা রূমীও বলেছেন 'জ্ঞানী লোকেরা কেন গর্তের গভীরতা খুঁজে বেড়ান, কারণ হৃদয়ের নির্মলতা ও পরিচ্ছন্নতা নির্জনবাসের মাধ্যমেই হাসিল হয়।'

অযীফা না পড়ালে পার্থিব কর্মকাণ্ডে মন লাগার রহস্য

হালঃ ফজরের পর ইসমে যাত তিন হাজার বার, যোহরের পর ইসমে যাত তিন হাজার বার, এশার পর তাহাজ্জুদ পড়ে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ দুই শ বার এবং ইল্লাল্লাহ চার শ বার এবং আল্লাহ আল্লাহ ছয় শ বার পড়ি। যিকিরের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ খুব মজা লাগে।

আমার কিছু নতুন হালত আরজ করছি– মনে হয় যে, মৃত্যু খুব নিকটবর্তী। এমন কি চলাফেরা করতে শক্তি পাই না। এই অবস্থা হয় তখন,

www.islamfind.wordpress.com

যখন নিয়মিত অযীফা পড়ি। আর যদি ঘটনাক্রমে অযীফা পড়া ছুটে যায় তাহলে শরীরে খুব শক্তি অনুভব করি এবং পার্থিব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেও খুব মন লাগে। এই ব্যবসা আমার মামা শুরু করেছিলেন, তিনি এখন দুনিয়াতে নেই। স্বপ্নের মধ্যেই তিনি এখনো ব্যবসার কথা বলেন যে, এরকম কর, ঐ রকম কর। অযীফা যখন দৈনিক নিয়ম মতো পড়ি তখন এই ধরনের স্বপ্ন কম দেখি। বর্তমান দিলে খুব আগ্রহ হয়েছে যে, হুযূরের খিদমতে গিয়ে থাকি। এবং ব্যবসা একেবারে ছেড়ে দিই। হুযূর এযাজত দিলে হাজির হয়ে যাব। মামার শুরু করা জায়েয ব্যবসাটি আমার অবর্তমানে চালানোর লোক আছে। চিন্তার বিষয় শুধু এটাই যে, ব্যবসার দুইজন মালিকই নাবালেগ। এ-কারণেই হুযূরের খেদমতে আসার ব্যাপারে এজাযতের অপেক্ষা করছি।

গতরাতে এক স্বপ্ন দেখলাম যে, জমিনের মধ্যে এমন এক উজ্জল আলো ছড়িয়ে আছে যে, মনে হচ্ছে বুঝি ঘরের ছাদ থেকে সূর্যের আলো মাটিতে পড়েছে। এটা দেখার পূর্বে হুযূরের জগৎ আলো করা সুন্দর চেহারার দিদার লাভ হয়েছিল। এবার আমার হালের ব্যাখ্যা এবং স্বপ্নের তাবীরের জন্য করজোড় মিনতি জানাচ্ছি।

বিশ্লেষণঃ অযীফা যথেষ্ঠ। যে সকল আলামত দ্বারা মৃত্যুর নিকটবর্তী হওয়ার দলিল দিয়েছেন সেগুলো একেবারেই ভুল ধারণা। মনে হচ্ছে যে, আপনার শারীরিক দুর্বলতা আছে, অযীফা পড়ার কারণে সেই দুর্বলতা বেড়ে যায় এবং অযীফা না পড়লে সেদিন ঐ দুর্বলতা বাড়ে না। সে কারণে শরীরে শক্তি বোধ হতে থাকে। মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক! ব্যবসায়ী কারবারে ঐ দিন মন লাগার কারণ এই যে, অযীফার আনওয়ার ও বারাকাত থেকে দিল শূন্য থাকে, যার ফলে ঐ দিল দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই মুহূর্তে আমার দিলে অন্য একটি সম্ভাবনার কথা জেগে উঠল সম্ভবত এটা শয়তানের হস্তক্ষেপের প্রভাব। সে চায় অযীফাগুলো ছাড়াতে, বর্জন করাতে। স্বপ্নে ব্যবসায়ী কারবারের ফয়সালা দেখতে পাওয়া বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেটারই লক্ষণ বলে মনে হয়। যেদিন অযীফা আদায় হয়, সেদিন শয়তানের কর্তৃত্ব কম হয়। এই কারণে আমার ধারণায় অবশ্যই-এর আবশ্যকতা রয়েছে যে, কিছুদিন এই কারবার ছেড়ে দেওয়া হোক। বিশেষত যখন সেটা সামলানোর মতো অন্য লোক আছে। শর্ত হল সেই লোক যেন আমানতদার ও দীনদার হয়। কেননা কারবারটি নাবালেগদের। শর্ত মতো লোক না পাওয়া গেলে আবারও পরামর্শ চাইবেন। যদি ঐ কারবার ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তই স্থির হয়

www.islamfind.wordpress.com

তাহলে এখানে আসার জন্য রমযানের পরে আসার নিয়ত করবেন। স্বপ্ন অত্যন্ত মুবারক। এই স্বপ্নের পূর্বে যেটা দেখেছিলেন সেইটার জাহেরী সূরতের হাকীকত হল এই দ্বিতীয় স্বপ্ন।

পুনশ্চঃ রমযানের পরে এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিলে, সেই সময় পর্যন্ত আপনার ওখানে থেকেই করবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন কিনা?

ছুটে যাওয়ার মধ্যে অনেক উপকারিতা

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ! এখনও নিয়মতান্ত্রিকভাবে মামূলাত আদায় করে যাচ্ছি। মাঝখানে দুইদিন ছুটে গেছে। বহুদিন পর এরকম হল। যার ব্যথা ও কষ্ট এখনও পর্যন্ত ভুলতে পারছি না। দয়া করে এস্তেকামাত বা দৃঢ়তার জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ হঠাৎ কখনো ছুটে যাওয়া তরীকতের অন্যতম স্বাভাবিক আবশ্যকীয় বিষয়। আবশ্যকীয় বিষয় হওয়া ছাড়াও এতে রয়েছে অনেক কল্যাণকর দিক। যেমন এক: নিজের অক্ষমতা প্রত্যক্ষ করা এবং আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরত। দুই: উজব বা আত্মপ্রশংসার এলাজ। তিন: আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া। চার: ছুটে যাওয়াতে ব্যথিত হওয়া— যা বিশাল মুজাহাদা ও সাধনা হিসাবে গণ্য। পাঁচ: অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও গোপন রহস্যপূর্ণ কল্যাণ হল– বান্দাকে তাসলীম ও তাফবীয (ইতিবাচক ও নেতিবাচক সকল ফয়সালাকে সন্তুষ্টির সঙ্গে মেনে নিয়ে তাঁর প্রতি সমর্পিত হওয়া)-এ অভ্যস্থ করা। এজন্য যেটা ছুটে গেছে, সেই ছুটে যাওয়ার উপরোক্ত কল্যাণ প্রাপ্তির ভিত্তিতে আপনাকে মুবারকবাদ দিচ্ছি।

আওরাদ (অযীফা) যতটুকু হয় নিয়ামত মনে করতে হবে

হালঃ আওরাদ ও আযকার পূর্বের মতো যথারীতি চলছে। আলহামদুলিল্লাহ। তবে রমযান মাস এসে কিছুটা অলসতা শুরু হয়েছে। সেহরীর পর তাহাজ্জুদে এক পারার কম পড়া হয়। সেহরীর পূর্বে সময়ও কম আবার ঘুমেরও চাপ থাকে। দুআ চাই।

বিশ্লেষণঃ যেটুকু হয় সেটাই নিয়ামত। অতটুকুই করতে থাকুন। ঐটুকুকে অবহেলা করে সেটুকু থেকেও মাহরূম হওয়া উচিৎ নয়।

www.islamfind.wordpress.com

মৌখিক যিকিরে গাফলতের এলাজ

হালঃ এক আশ্চর্যরকমের ত্রুটি আমার মধ্যে তৈরি হয়েছে। সেটা এই যে, আমি প্রায় সকল সময়ই কিছু না কিছু পড়তাম। মুখে যিকিরের বিভিন্ন শব্দ সব সময়ই চালু থাকত। এখন কয়েকদিন থেকে সেটা আর নেই বরং জিহবা বেশিরভাগ সময় নীরব হয়ে থাকছে। এ-কারণে দ্বিধা ও শঙ্কায় পড়ে গেছি।

বিশ্লেষণঃ এই ত্রুটির সংশোধনী এই যে, হাতে তাসবীহ রাখুন, ইনশাআল্লাহ যিকির সহজ হয়ে যাবে।

পীরের কল্পনা করা বিপদজনক

হালঃ যিকির করার সময় যদি হুযূরের কল্পনা করা শিরক না হয়, অর্থাৎ আমি যদি এইভাবে চিন্তা করি যে, আমি যিকির করছি, হুযূর তাওয়াজ্জুহের মাধ্যমে আমার যিকিরের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন, এই কল্পনা আমার জন্য উপকারী কিনা?

বিশ্লেষণঃ স্বেচ্ছায় পীরের এইরূপ কল্পনার পরিণাম ভালো নয়।

বলার চিন্তা করাটাও বলার কাছাকাছি

হালঃ মাঝে মাঝে চিন্তা করি যে, আমি কখনো নিজের দোষ-ত্রুটির কথা হুযূরের কাছে বলি নি, তাহলে আমার এসলাহ বা সংশোধন কিভাবে হবে?

বিশ্লেষণঃ বলার কথা চিন্তা করেছেন, এটাও বলার মতোই।

আল্লাহর ওলী হওয়া শুধু অযীফাতে সীমিত নয়

প্রশ্নঃ হুযূর! এই বার অসুস্থতার অবস্থা এই হয়েছে যে, যখন দুই তিনদিন খুব ভালোভাবে তাহাজ্জুদ নামায, বার তাসবীহের যিকির ইত্যাদি শুরু করি। এরপরই অসুস্থ হয়ে যাই। ফলে আবারও ওই শোগল ছুটে যায়। রমযান মাসে এত চাইলাম যে অযীফাগুলো (আওরাদ অযায়েফ) সব শুরু করব কিন্তু অসুস্থ হয়ে গেলাম। রমযানের শেষ দশদিন এতেকাফ করে পেছনের ক্ষতিপূরণ করব— এই উদ্দেশ্যে খুব প্রস্তুতি নিলাম কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা বিশ তারিখে আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম। রমযানের শেষ হল। শাওয়াল মাসেরও আট তারিখ পর্যন্ত সেই অসুখেই কেটে গেল। ৯ই শাওয়াল থেকে আবার

www.islamfind.wordpress.com

তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্য উঠা শুরু করলাম। তিনদিন পর্যন্ত মেহনত করার পর কাল ১১ তারিখ থেকে জ্বর এসে গেল। জানি না আল্লাহ তাআলার মঞ্জুরি (অভিপ্রায়) কী? দুনিয়ার সাংসারিক সব ঝামেলা চুকিয়ে ভেবেছিলাম শুধু আল্লাহ আল্লাহ করব কিন্তু আমার পোড়া কপাল সেটাও করতে দিচ্ছে না। এই সব অসুখ-বিসুখের বাধায় মন এত খারাপ ও চিন্তিত যে কী বলব! ঠিক সেই প্রবাদের মতো– না ইধার কা না উধার কা। আজকে মনটা খুব অস্থির হয়ে গেছে, খুব বিষণ্ন হয়ে পড়েছে, কোনোভাবেই নিজেকে বোঝাতে না পেরে হুযূরের খেদমতে সব কথা বলে দিলাম।

শ্বাসকষ্টের সমস্যা আমার দীর্ঘকাল থেকে, তা সত্ত্বেও যিকির-আযকার, ওযায়েফ ঠিকমতো আদায় করতাম। কিন্তু এখন কোনোভাবেই কিছুই করতে পারছি না। তাছাড়া এখন আওয়াজ এত কমে গেছে যে, জেহরী যিকির করতেই পারি না। অবশ্য শরীর ভালো না থাকলে নিজের কানে শোনা যায়— এমন আওয়াজে করে নেই। শরীর ভালো না থাকলে কিছুই করতে পারি না। অন্য সব কিছু আগের মতোই আলহামদুলিল্লাহ।

বিশ্লেষণঃ আমার প্রিয়... আসসালামু আলাইকুম... বুযুর্গানে দীন বলেন-

طُرُقُ الْوُصُوْلِ اِلَى اللّٰهِ بِعَدَدِ اَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ অর্থাৎ মাখলুকের শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিমাণ যেমন অগণিত। আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তাও তেমন অগণিত। একেবারে আসল লক্ষ্য হল আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। সেটা যে পদ্ধতিতেই হোক। অতএব মনে রাখবেন আওরাদ (অযীফা) নাওয়াফেল যেমন তার একটি পথ, একইভাবে রোগ, শোক সঙ্কোচন, মনমরা ভাব, হৃদয় সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়া, আফসোসের ব্যাপার ঘটা, অনুশোচনাগ্রস্থ হওয়া, লজ্জায় পড়া, মন ভেঙে যাওয়া— এগুলোও (আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির) একটি পথ বরং এগুলো সহজ ও নিকটবর্তী (সর্টকাট) পথ। সুতরাং আপনার লিখিত অবস্থাগুলো মানলাম শারীরিক-মানসিক কষ্ট হয়। কিন্তু রূহানী উন্নতি ও কল্যাণ ঘটে। আপনি একদম নিশ্চিন্ত থাকুন। যতোটুকু সম্ভব, যেভাবে পারেন, ততোটুকুই সেভাবেই করুন। আর না পারলে না করুন–

درطریقت ہرچہ پیش سالک آید خیراوست ـ بر صراط مستقیم اے دل کے گمراہ نیت

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ– তরীকতের মধ্যে সালিকের জীবন যা কিছু ঘটে সবই তার জন্য কল্যাণকর। হে দিল! সিরাতে মুস্তাকিমের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তিই পথহারা নয়।

অবশ্য নফস কামনা করে যে, যিকির-শোগল ইত্যাদির নগদ ফলাফল দুনিয়াতেই পেয়ে যাই, এটা হল মানুষের এক মহাভ্রান্তি। ফলাফল প্রত্যক্ষ করা আসল স্থান হল আখিরাত। এই রহস্য জ্ঞান যে নিজের অন্তরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে নিয়েছে, রেযা ও তাফবীয (আল্লাহর প্রতি সর্বাবস্থায় সন্তোষ ও সমর্পন)-এর মিষ্টি স্বাদ তার নসীব হয়েছে। আর যে এই রহস্য জ্ঞান থেকে গাফেল-উদাসীন, তার জীবনটাই কাটবে পেরেশান।

আমার প্রিয়! যা কিছু লিখলাম যদিও সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ এবং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ, এসব কথায় সন্দেহ পোষণ করবেন না।

আছারে যিকির

প্রশ্নঃ যদিও আমি প্রতিদিনই নিয়মিত যিকির করে যাচ্ছি, কিন্তু আমি জানি না যে, হুযূর কি আমাকে জেহরী যিকির করতে বলেছেন না অন্য কিছু? আমি এখনও জেহরী যিকিরই করছি। হালত একই রকম। কিন্তু নীলাভ বা আসমানী রঙের নূর খুব বেশি দেখি। হুযূর যে বার হাজারের কথা বলেছিলেন সেটাই আমল করছি। জানতে চাই তাওয়াজ্জুহের বিষয়ে মুরীদ দূরে থাকলেও কি পীরের তাওয়াজ্জুহ থাকে তার প্রতি?

জবাবঃ দুইভাবে যিকির উপকারী। তবে জেহরী যিকির বেশি ভালো মনে হয়। আপনি জেহরী যিকিরই করবেন। তবে এত বেশি জেহের যেন না হয় যাতে অন্যদের কষ্ট হয়। এই নীল ও আকাশী নূর তরীকত বিশেষজ্ঞদের মতে লাতায়েক (লতীফাসমূহের)-এর নূর। যা যিকিরের কারণে আলোকিত হয়ে যায়। এগুলো যদিও উদ্দেশ্য নয় কিন্তু প্রশংসনীয় হালতের আলামত। ইনশাআল্লাহ দৈনন্দিন নেক ফলাফল পেতে থাকবেন। সর্বশেষ মাকসূদে হাকীকী পর্যন্ত পৌঁছা সহজ হয়ে যাবে। নিজের কাজে লেগে থাকুন। এইসব হালত নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই যে, এটা কী? এর হাকীকত কী? সবকিছু বাদ দিয়ে যিকিরকেই আসল মাকসূদ মনে করা উচিত। সুযোগ থাকলে ছয় হাজার ইসমে যাত আরও বাড়িয়ে দিন। তাওয়াজ্জুহের বিষয়ে সাক্ষাতে কথা বলব।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ হুযূরের নির্দেশ মতো তাহাজ্জুদের পর বার তাসবীহ, ফজরের পর একপারা কুরআন শরীফ এবং এক মঞ্জিল মুনাজাতে মাকবূল, চব্বিশ হাজার বার ইসমে যাত এক যরবী, চলতে ফিরতে ইস্তেগফার পড়ি। নির্দেশ মতো 'আত্ তাকাশ্শুফ' পূর্ণটা পড়া হয়ে গেছে। হালত এই যে, ঝিঁ ঝিঁ, মশা, মাছি, বিভিন্ন প্রাণী ও পাখির আওয়াজ থেকে এবং প্রত্যেক বস্তুর আওয়াজ থেকে আমার আল্লাহ আল্লাহ মনে হয়।

বিশ্লেষণঃ এই অবস্থা প্রবল যিকিরের প্রভাব থেকে মনে হয় যদি মস্তিস্কে শুষ্কতা না থাকে।

***

হালঃ যিকিরের মাঝে মাঝে ইস্তেগরাক (আত্মা-চেতনার বিলুপ্তি)-এর সূরত কায়েম হয়ে যায়। কলবের উপর আনওয়ারের বর্ষণ হয়ে চোখের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

فَانْظُر بِذَالِكَ النُّوْرِ نُوْرًا اخَرَ ــ فَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ الرَّائِ وَالْمَرْئِيُّ هُوَالنُّوْرُ فَاَسْمَعُ كَلَامًا بِلَا صَوْتٍ ــ فَاَجِدُ فِيْهِ مَا اَجِدُ مِنْ وَجْدٍ وَشَوْقٍ وَلَا اَدْرِىْ مَا هُوَ فِى الْحَقِيْقَةِ.

(অর্থ : তখন আমি সেই নূরের দ্বারা দেখি অন্য একটি নূর। সে সময় দশর্ক ও দর্শনীয় হয়ে যায় শুধুই নূর। আমি তখন স্বর ও শব্দহীন কথা শুনি। সে অবস্থায় আমি পাই তাই যা পাই ভাবাবেগ ও প্রেম থেকে। আমি জানি না কী এর হাকীকত!)

বিশ্লেষণঃ لَاحَاجَةَ إِلَىدِرَايَةٍ فَالْعَمَلُ كَافٍ (জানার কোনোই প্রয়োজন নেই, আমলই যথেষ্ট।)

***

হালঃ যিকির করতে করতে মনে হল যে, বাম দিকে বন্দুকের গুলির আওয়াজ হল, যার কারণে শরীর কেঁপে উঠল। তবে আল্লাহর শোকর যে, মনোযোগের মধ্যে কোনো বিঘ্ন ঘটে নি। যখন বাকি ছিল ২০০, সেই সময় মনে হল আমার পেটের মধ্যে একটি গোল তাক আছে। সেটার মধ্যে আল্লাহ লেখা এবং সেখানে কোনো নাড়িভূড়ি নোংরা কিছুই নেই। মন খুব কোমল হল

www.islamfind.wordpress.com

এবং প্রায়ই কোমল থাকে। আলহামদুলিল্লাহ ছয় হাজার বার ইসমে যাত, দুই শ বার দুরূদ শরীফ, তিন শ বার এস্তেগফার পূর্ণ করে থাকি। দুআ চাই আল্লাহ তাআলা যেন তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফিক দান করেন।

বিশ্লেষণঃ সকল হালত খুব ভালো। তবে এই অবস্থাগুলো যদি বারবার হতে থাকে তবে আমাকে জানাবেন।

***

হালঃ এই অধম নিয়মিত অযীফা পালন করে থাকে, তাহাজ্জুদ নামাযের পর কুরআন মাজীদও এক দুই পারা পড়ে থাকি। ক্লান্তি-শ্রান্তি কিছুই হয় না। মাঝে মাঝে শরীরে প্রফুল্লতা বোধ হয়। কখনো শরীরের লোম শিউরে ওঠে। গত দুই মাসে দুই বার হুযূরকে স্বপ্নে দেখেছি। একদিন কালিমার যিকিরের মাঝে চাঁদ চোখে পড়ল এরপরই উধাও হয়ে গেল। আমি যিকিরকে আখিরাতের পাথেয় মনে করি ঐ সব ব্যাপারকে উল্লেখযোগ্য কিছু মনে করি না। যিকিরের সময় আমার হালত এরকম হয় যেমন হয় কোনো অপরাধী লজ্জিত গোলামের বাদশার সামনে। হুযূরের দুআ চাই।

বিশ্লেষণঃ দিল খুব খুশি হল। খুশি হয়ে দুআ করলাম। এই দৌলত কয়জনের নসীব হয়।

***

হালঃ যিকিরের সময় শরীরের কোনো কোনো স্থানে অনিচ্ছাকৃত গোস্ত নড়াচড়া করে। এর কারণ কী?

বিশ্লেষণঃ যিকিরের কারণে শরীরে উষ্ণতা তৈরি হয়। সেই উত্তাপ থেকেই হরকত বা নড়াচড়া হয়ে থাকে। এদিকে মোটেও মনোযোগ দিবেন না।

হালঃ খুব বেশি বেশি স্বপ্ন দেখি। হুযূরকে আবারও স্বপ্নে দেখেছি।

বিশ্লেষণঃ মনোযোগ দেওয়ার বিষয় নয়।

হালঃ যিকির করার সময় আশপাশে বিভিন্ন রঙ চোখে পড়ে।

বিশ্লেষণঃ এগুলো প্রায়ই মৌলিক দেহরস (আগুন, পানি, মাটি, বাতাস) এর কারণে হয়। ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

হালঃ যখন যিকির বেশি জোরে বা দ্রুত করি তখন কখনো মাথায় কখনো বুকে ব্যথা করে।

বিশ্লেষণঃ এর কারণ কিছুটা ক্লান্তি, কিছুটা দুর্বলতা।

www.islamfind.wordpress.com

আলিমের অযীফা সাধারণ কাউকে শুরু করানোর পর অকারণে ছাড়ানো উচিত নয়

প্রশ্ন ঃ কোনো সাধারণ ব্যস্ত মানুষ অধমকে জিজ্ঞাসা করে কিছু যিকির করেন। অধমের কসদুস সাবীল-এর দস্তুরুল আমল এর কথা খেয়াল ছিল না। প্রায় চারমাস যাবৎ এক ব্যক্তি তাহাজ্জুদের পর বার তাসবীহ, মাগরিবের পর এক হাজার ইসমে যাত হাল্কা জেহের ও যরবের সঙ্গে করেন। তার হালত খুবই ভালো। দীনদার এবং চমৎকার আকীদা ও আখলাকওয়ালা। তিনিই চিঠির মাধ্যমে হুযূরের মুরীদ হয়েছিলেন। একইভাবে আরও একজন প্রতিদিন বার তাসবীহ পড়েন। আরও কয়েকজনকে অধম ছয় শ বার নফী-ইসবাতের যিকির শুরু করতে বলেছি। তারা অতি সহজে আদায় করে থাকেন। এতে তারা আরও বাড়ানোর আগ্রহ দেখালে আমি কিছুটা বাড়িয়েও দিয়েছি। কসদুস সাবীল দেখার পর পেরেশান হয়ে গেলাম যে, ভুল করে আলিমের অযীফা সাধারণকে বলে ফেলেছি। এখন কী করা যাবে? কসদুস সাবীল হিসাবে কি তাদের সংশোধন করে দিব?

জবাবঃ আপনি তো তাদের দীনী স্তর লিখেই দিয়েছেন। তাদের মাঝে যদি এই স্তর নাও থাকে তবুও ভুল কিছু শুরু করালেও (দস্তুরুল আমলের ব্যাপারে ভুল) বড় কোনো সমস্যা না হলে ছাড়ানো যাবে না। বরং সে ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ক্ষতিকর কোনোদিক প্রকাশ পায় কিনা। সেইগুলোর প্রতিকারে তৎপর হতে হবে।

যিকিরের সময় ধ্যান

হালঃ ইসমে যাত এবং বার তাসবীহের যিকিরের সময় আলফায (শব্দমালা) ছাড়াও অর্থ ও মর্মেরও ধ্যান করতে ইচ্ছা হয়। এ কারণে 'লা-ইলা-হা'এর মধ্যে 'লা-মাবুদা' অথবা 'লা-মাহবূবা' অথবা 'লা-মাকসূদা' এর ধ্যান করি। এবং এ-কথাও কল্পনা করি যে, সকল গায়রুল্লাহর সম্পর্ক ও মুহাব্বত দিল থেকে বের করে একমাত্র আল্লাহর মুহাব্বতকে কলবের মধ্যে স্থান দিলাম। 'ইল্লাল্লাহ'-এর মধ্যে এই ধ্যান করি যে, একমাত্র আল্লাহর মুহাব্বত কলবের মধ্যে প্রবেশ করালাম। তবে এক্ষেত্রে ব্যাকরণের নিয়ম হিসাবে مستثنى منه কেও শামিল করব কিনা? একইভাবে 'আল্লাহ আল্লাহ' দুই যরবী এবং এক যরবী 'আল্লাহু'-এর যিকির করার সময়ও আলফায ছাড়া অর্থ

www.islamfind.wordpress.com

ও মতলবকেও ধ্যান করতে মন চায় যে, কালেমার মতো এর মধ্যেও কিছু ধ্যান হওয়া উচিত। যেমন কখনো এই ধ্যান এসে যায় যে, 'আল্লাহ তাআলা সকল গুণের আধার'। দুই যরবীর মধ্যে 'আল্লাহু' এর 'হু'কে দীর্ঘ করে পড়া যাবে কিনা? এগুলো সম্পর্কে হুযূর যেমন বলবেন, আমল করব।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সবই অপ্রয়োজনীয়। কষ্ট করে এইগুলোতে নিজেকে জড়ানো ক্ষতিকর। আসল উদ্দেশ্য ধ্যান, সেটা কখনো প্রবল হয়ে গেলে ক্ষতি নেই। তা নাহলে শুধু যাতের ধ্যান সর্বোত্তম।

***

হালঃ যিকিরের হালতে কোন্‌দিকে মনোযোগ থাকবে? যিকিরের দিকে না 'মাযকূর'এর দিকে? কোন্‌টা উত্তম? এই যিকির মানে আমি কুরআন, দুরূদ এগুলো বুঝিয়েছি।

বিশ্লেষণঃ মাযকূর-এর দিকে সর্বোত্তম। কিন্তু কখনো যদি ঐ ব্যক্তির দিলের চাহিদা যিকিরের দিকে হয় তাহলে সে সময় সেটাই উত্তম।

হালঃ ইসমে যাত, নফী-ইসবাতের যিকিরে 'মাযকূর'-এর প্রতি তাওয়াজ্জুহ হয়। অন্যান্য যিকির যেমন তিলাওয়াত, দুরূদ শরীফ ইত্যাদিতে দিলের মধ্যে সহজেই তাওয়াজ্জুহ যিকিরের প্রতি হাসিল আছে।

বিশ্লেষণঃ ব্যাস; ইচ্ছা করে এটাকে পাল্টাবেন না।

হালঃ যিকির ও মাযকূর উভয় দিকে মনোযোগ দিতে গেলে কলবের মধ্যে দ্বিধা শুরু হয়ে যায়। এটা তিলাওয়াতের মধ্যেই বেশি হয়। নফী-ইসবাতের মধ্যে হয় না। তবে তিলাওয়াতের মধ্যেও কখনো কখনো ইসমে যাতের দিকে ধ্যান হতে থাকে।

বিশ্লেষণঃ যার দ্বারা দ্বিধা হয় সেটার এহতেমাম করবেন না।

হালঃ চিন্তা-ভাবনার হালতে যিকির ও মাযকূর কোনোটারই তো খেয়াল থাকে না। এই সময়গুলো কোনো ধরনের গাফলতের মধ্যে কাটল না তো?

বিশ্লেষণঃ এগুলো তো মানসিক আবেগের মুহূর্ত। এটা বিচার্য নয়। দেখতে হবে স্বাভাবিক সময়গুলোতে তাওয়াজ্জুহ বা মনোযোগ থাকে কিনা।

***

www.islamfind.wordpress.com

প্রশ্ন ঃ তাসাওউফের প্রসিদ্ধ কিছু কিতাবাদিতে পড়েছি এবং আমার স্মৃতি যদি ভুল না করে তাহলে যতদূর সম্ভব হুযূরের কোনো লেখাতেও পড়েছি যে, মানুষ ইসমে যাতের যিকিরের সময় নিজের কলবের প্রতি ধ্যান রাখবে। এবং কলবের উপর যাতে খোদাওয়ান্দির আন্ওয়ার বৃষ্টির মতো বর্ষণের ধ্যান করবে। আমি অধমের ত্রুটি এই যে, ঐ মুহূর্তে কলবের প্রতি খেয়াল রাখতে পারি না। বরং ঐ মুহূর্তে যাতে খোদাওয়ান্দি হাজির-নাজির পাই।

জবাব ঃ এটাই আসল ধ্যান। যে এটা করতে পারে না তার জন্য ঐ প্রথম ধ্যান।

***

হালঃ কী করি! আল্লাহর নাম এর যিকির বন্ধ করতে মন চায় না। আল্লাহর নামের যিকির করে মন ভরে না। যখন দুই চোখে অশ্রুর বান ডাকে, তখন যিকিরের সময় মনের মধ্যে এই ভাবনা আসে যে, আল্লাহ তাআলা জবাব দিচ্ছেন যে, হে আমার বান্দা! আমি তোমার আবেদন শুনেছি এবং তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তুমি এত বেশি চিন্তিত ও বিষণ্ন হয়ো না। কিন্তু এই ওয়াস্ওয়াসায় কোনোই শান্তি হয় না। মনের মধ্যে কোনো সান্ত্বনা পাই না। বরং আরও বেশি কান্না পায় এবং গুনাহের চিত্রগুলো মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। এতে ভীষণ চিন্তায় পড়ে যাই। এটাই মন চায় যে, আল্লাহ নিজের কাছেই বরং ডেকে নিন নতুবা না জানি ভবিষ্যতে আরও কত গুনাহ করে ফেলব। কিন্তু আবার هرچه کی رضائے تو –এর বিষয়টি মনে পড়ে যায়। (অর্থাৎ .বাঁচিয়ে রাখতে তোমারই দয়া, মেরে ফেললেও আমি নিবেদিত .তোমারই তরে, আমার জান-প্রাণ তোমার প্রেমে পাগল পারা, তোমার যা খুশি তুমি তাই কর আমি তোমার সকল কিছুতেই রাজি, সম্পূর্ণ তোমার প্রতি সমর্পিত।) এতে মনে শান্তি এসে যায়। মনে হয় যে, তিনি যা করবেন সেটাই সঠিক ও যুক্তিপূর্ণ।

যিকির থেকে ফারেগ হওয়ার পর শুধু এর উপর থেমে থাকি না যে, পরিমাণ পূর্ণ হয়ে গেছে। এবার আরাম পেয়ে গেলাম। বরং ফারেগ হওয়ার পর কখনো বেশ কিছুক্ষণ আরও যিকির যবান থেকে চালু থাকে। কখনো ইচ্ছা করে যিকির আরও কিছু সময় চালু রেখে দিই। যার কারণে কলবের মধ্যে এতমিনান এবং নূরানিয়্যাত বিরাজ করতে থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

আমার জিজ্ঞাসা এই যে, যিকিরের সময় গুনাহ সামনে হাজির থাকে। তখন আল্লাহ বলার সময় দিলের মধ্যে এই ভাব তৈরি হয় যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার স্মরণ করছি, তোমাকে ডাকছি, তুমি আমার ফরিয়াদ শোন এবং এই পাপীর পাপরাশি ক্ষমা করে আমাকে তোমার গোলাম হিসাবে কবুল করে নাও। তখন তাঁর সৃষ্টি নৈপূণ্যের কথা ভেবে তাঁর বড়ত্ব-মহত্ব অনুমিত হয় কিন্তু তাঁর যাতের ধ্যান মনের মধ্যে জমাতে পারি না। যদি জোর করে যাতের খেয়াল জমাতে যাই তাহলে আকার-আকৃতির ধারণা আসতে থাকে (নাউযুবিল্লাহ)। এজন্য জানতে চাই ঐ মুহূর্তে কী করব? কী ধ্যান করা উচিত?

বিশ্লেষণঃ বেশি জমানোর চেষ্টা করবেন না। সাদামাটাভাবে বিনাচেষ্টায় মাথায় যা এসে যায়, যথেষ্ট।

হালঃ অধম যিকিরের সময় আল্লাহ তাআলার যাতের ধ্যান করত। আমি ইচ্ছা করেই দিল থেকে বলতাম, তৈরি শান জাল্লা জালালুহু– অর্থাৎ তোমার শান ও মান অতি মহান। তুমি দেখাও আপন জালওয়া (জ্যোতি) তুমিই মালিক। তুমিই গন্তব্য, তুমিই লক্ষ্য– তুমিই আমার চূড়ান্ত...। এসব ভাবনার কারণে সীমাহীন মজা হত। কিন্তু আল ইমদাদ পড়ে জানতে পারলাম যে, আসল ধ্যান হল– কলবের প্রতি ধ্যান রেখে ভাববে যে, আরশ থেকে দিলের উপর নূরের বর্ষণ হচ্ছে। এটা পড়ার পর থেকে অধম সেরকমই করছে। তাতে নূরের বর্ষণ ঠিকই খেয়াল করা যাচ্ছে কিন্তু সেই মজা ও স্বাদ হচ্ছে না। আর মনও লাগছে না এবং সেই আছরও নেই যা আল্লাহর যাতের ধ্যানে হত।

বিশ্লেষণঃ আগে যা করতেন সেটাই করুন। আল ইমদাদে যা আছে সেটা সবার জন্য নয়।

***

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ আল্লাহ যিকির করার সময় কী ধ্যান করা যায়? 'তাসাওউফ হল চিন্তা ও খেয়ালের পরিশুদ্ধি' বুযুর্গদের এ কথাটির তাৎপর্য কী?

জবাব ঃ সর্বোত্তম ধ্যান হল যাতে পাকের। এই ধ্যান যদি করতে না পারে তাহলে যিকিরের ধ্যান অর্থাৎ যেই শব্দমালা মুখে উচ্চরণ করছে, সেগুলোর প্রতি খেয়াল রাখবে। আর যদি এটাতেও মন না বসে তাহলে এই ধ্যান করবে যে, আমার কলবও একই যিকির করছে।

www.islamfind.wordpress.com

যে কথাটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন– এ সম্পর্কে প্রথম মন্তব্য হল– কোনো গ্রহণযোগ্য বুযুর্গের কথা নয়। তবে যার বাণীই হোক 'তাসাওউফ' মানে ধরে নিতে হবে 'তাসাওউফের একটি শাখা' পূর্ণাঙ্গ তাসাওউফ শুধু চিন্তা-ভাবনার পরিশুদ্ধি নয়।

যিকিরের মধ্যে কল্পনাশক্তির প্রভাব বিস্তার

হালঃ আজ সকালে ইসমে যাতের যিকির করছিলাম। যিকিরের হালতে মনে হল যে, খুব পরিষ্কার ধবধবে পোশাক পরা কয়েকজন ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছেন। তাদেরই একজন খাটের উপর শুয়ে আছেন। অন্য সকলেই সেই খাটের চতুর্দিকে ঘিরে বসে আছেন। আমি নিজেকে খুব নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম এবং তাদেরকে সালাম দিয়ে ফেললাম। মুখ থেকে আসসালামু আলাইকুম বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে অনেক তিরষ্কার করলাম এবং আফসোস করলাম যে, কেন সালাম দিলাম! সালামের পর সকলেই চলে গেল। গায়েব হয়ে গেল। আমার আসলে কী করা উচিত ছিল এবং আমার এটা কেমন হালত?

বিশ্লেষণঃ এ ধরনের বিষয় কখনো কল্পনা শক্তির কল্পিত রূপ হয়ে থাকে কখনো 'আরওয়াহ' (আত্মাসমূহের) এর অদৃশ্য কর্মকাণ্ডের প্রকাশ হয়ে থাকে। যেটাই হোক, সেদিকে মনোনিবেশ করা উচিত নয়। যিকিরেই ব্যস্ত থাকা উচিত।

যিকিরের আনওয়ার

হালঃ আজ সকাল আটটার পর যখন যিকির করতে বসলাম, যিকিরের মাঝখানে জাগ্রত অবস্থায় দেখলাম যে, উপর থেকে দুইটি আলোকরশ্মি একেবারে ধবধবে সাদা এবং একটি অন্যটির চেয়ে দ্রুতগামী, আমার কাছাকাছি এসে গায়েব হয়ে গেল। এটা কী?

বিশ্লেষণঃ যিকিরের নূর (আনওয়ার)।

যিকিরের সময় জোশ ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণ

হালঃ এক রাতে তাহাজ্জুদ ও তাসবীহের পরে যবানে ও দিলে ছিল ইসমে যাত, চিন্তা ও ধ্যানের মধ্যেও আল্লাহর নাম ছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ শরীরে

www.islamfind.wordpress.com

জোশ এসে গেল। শরীর কাঁপতে থাকল। মুখে ঐ নামই চালু ছিল কি না আল্লাহ জানেন। আমি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম। যখন হুঁশ ফিরল ভয়ের চোটে আমি ঘুমিয়ে গেলাম। বেশ পরে ধীরে ধীরে সেই প্রভাব দূর হল। কয়েকদিন পর্যন্ত এভাবে জোশ, কাঁপুনি ও চিৎকারের ভাব হতে থাকল আমি আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে থাকলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে তীব্রভাবে ইচ্ছা জাগে যে, উচ্চস্বরে চিৎকার করে আল্লাহর নাম নিব। কিন্তু রিয়ার ভয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করি। এখন সেই চিন্তা ভয়ে ছেড়ে দিয়েছি।

বিশ্লেষণঃ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন নেই।

লাতায়েফ সম্পর্কে বিশ্লেষণ

হালঃ সুফীয়ায়ে কেরামের নিকট যে আলমে আমরের লাতায়েফ সম্পর্কে শোনা যায় যে, লাতায়েফ মুজাররাদ আনিল মাদ্দাহ (কোনো মূলধাতু দ্বারা গঠিত নয়) হিসাবে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক লতীফার সম্পর্ক এবং বিশেষ স্থান মানবীয় বিশেষ অঙ্গের সঙ্গে এবং লতীফার আনওয়ার ও বারাকাত মুরীদরা লাভ করে যিকির, মুরাকাবা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন কাশ্‌ফওয়ালাদের নিকট প্রকাশিত যে, প্রত্যেক লতীফার আনওয়ার এবং আলওয়ান (রঙ) ভিন্ন ভিন্ন, এবং নূর, লাওন (রঙ) এবং স্থানের বিচারে সূফীদের এখতেলাফও অনেক— যা এ-বিষয়ের কিতাবাদি পড়লে জানা যায়। যাই হোক এই সকল লতীফা রূহানী নূরের শ্রেণিভুক্ত মাখলুক মুজাররাদাহ (ধাতুশূন্য) নাকি অন্য কিছু?

বিশ্লেষণঃ হাঁ, মাখলূক এবং মুজাররদ অর্থাৎ পদার্থগত বা বস্তুগত নয়।

হালঃ

إِنَّ فِيْ جَسَدِ اٰدَمَ مُضْغَةً وَفِي الْمُضْغَةِ قَلْبٌ وَفِي الْقَلْبِ سِرٌّ.

(অর্থ– মানবদেহে রয়েছে একটি গোস্ত পিণ্ড, গোস্ত পিণ্ডের মধ্যে রয়েছে কলব আর কলবের মধ্যে সিরর।) সূফীদের এই বক্তব্যের আলোকে সব লতীফার হাকীকত কি একই না পৃথক পৃথক?

বিশ্লেষণঃ এ বিষয়েও পক্ষে বিপক্ষে দুইটি বক্তব্য আছে।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ 'এক লতীফা থেকে অন্য লতীফায় উন্নীত হওয়ার ব্যবস্থা কী?' এই প্রশ্নের জবাবে একবার আপনি বলেছিলেন– ঐ লতীফায়ে কলবের মধ্যে যখন সুক্ষ্মতা বৃদ্ধি পায় তখন সূফীয়ায়ে কেরাম তাতে সিরর বলে ব্যক্ত করেন আর যখন সিরর-এর আরও কিছু উন্নতি হয় এবং সুক্ষ্মতা বৃদ্ধি পায় তখন তাকে বলা হয় রূহ।

বিশ্লেষণঃ সম্ভবতঃ উলট-পালট করে ফেলেছেন।

হালঃ একইভাবে অন্যান্য লতীফাকেও বুঝে নিতে হবে। সুফীদের উক্ত বক্তব্য মানব দেহে...এবং হুযূরের কথা থেকে মনে হয় সকল লতীফার একটিই হাকীকত— কলব।

বিশ্লেষণঃ উক্ত বক্তব্য থেকে তো এক হওয়া জরুরি হয়ে যায় না।

হালঃ ইমদাদুস সুলূকের মধ্যেও এরকমই লিখা হয়েছে যে, কেউ কেউ বলেছেন- নফস, সিরর, রূহ, কলব ও আখফা (পাঁচ লতীফার নাম) সবই এক। কিন্তু এই বক্তব্য ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক লতীফার মধ্যে স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। উক্ত বক্তব্য মেনে নিলে সবগুলোকে অকার্যকর মেনে নিতে হয়। সুতরাং সবগুলো লতীফাকে একই না বলে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যময় বললেই লাভ হবে। এবং কলবের অর্থ বলা হয় কখনো নফস এবং কখনো আকল। এটা এই হিসাবে রূপক অর্থে বলা হয় যে, নফসটাও শরীরের অংশ। যাই হোক সঠিক বক্তব্য কোনটি?

বিশ্লেষণঃ উভয় বক্তব্যেই শুদ্ধতার সম্ভাবনা আছে। ঐটা 'কুল্লিয়্যার' এর লেখকের মত এবং তার নিজস্ব রূচি। তবে যে যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন, তা যথেষ্ট নয়।

হালঃ যদিও এত কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া অবশ্যই জরুরি। প্রতিটি বিষয়ই হুযূরের কাছেই জানতে চাই। সেজন্যই হুযূরকে কষ্ট দিলাম।

বিশ্লেষণঃ আপনার মতো মানুষের জন্য উপকারী নতুবা প্রাথমিক লোকদের জন্য এইসব বিষয়ে ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়।

পরবর্তী চিঠি

প্রশ্ন ঃ যেহেতু এই প্রশ্ন ও জবাব তারবিয়াতুস সালিক পূর্ববর্তী খণ্ডে ছাপা হয়েছে, আমার কাছে পুরাপুরি স্পষ্ট হয় নি। আবারও নিবেদন করছি।

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়টি যেন সহজ হয় সে উদ্দেশ্যে তারবিয়াতুস সালিক পূর্ববর্তী খণ্ড থেকে তুলে ধরছি। যদি উলট-পালট থাকে তাহলে সংশোধন করে দেবেন আর পূর্বের চিঠিতে আমার যে প্রশ্ন ছিল– 'যিকরে কলবী থেকে যিকরে সিররী এবং সিররী থেকে অন্যান্য লতীফায় উন্নীত হওয়ার এবং পূর্ণ করার সূরত কী?

জবাবঃ এর জন্য কোনো কিছুই করার প্রয়োজন নেই। যেমনিভাবে এক আয়নার ছবি অন্য আয়নায় প্রতিবিম্বিত হওয়ার জন্য কোনো কিছুর এহতেমাম করার প্রয়োজন নেই যদি অন্য আয়না সামনে থাকে।

তারবিয়াতুস সালিক পূর্বের খণ্ড থেকে প্রশ্ন-উত্তরের উদ্ধৃতি

প্রশ্ন ঃ যিকরে কলবী থেকে যিকরে সিররী এবং সিররী থেকে অন্যান্য লতীফাতে উন্নীত হওয়ার পন্থা কী?

জবাবে আপনি বলেছেন– যিকরে কলবীতে সুক্ষ্মতা বেড়ে গেলে তাকে যিকরে সিররী বলে আখ্যায়িত করা হয়। এরপর যখন যিকরে সিররীতে আরও সুক্ষতা সৃষ্টি হয়, তাকে খফী বলে আখ্যায়িত করা হয়। এভাবেই আখফাকেও বুঝে নিন। আপনি আরও বলেছিলেন– যিকরে সিররী ইস্তেগরাকের মতো। পার্থক্য এই যে, ইস্তেগরাকের মধ্যে গায়বাত (আত্মবিস্মৃতি) হয় আর সিররীতে সেটা হয় না বরং হুযূর থাকে। (তারবিয়াতুস সালিক থেকে প্রশ্ন ও জবাবের উদ্ধৃতি)

জবাব ঃ দেখলাম আপনার উদ্ধৃতি। এই উদ্ধৃতির মধ্যে সিররী এরপর 'রূহ' কোথায়? অথচ আপনার একটু পূর্বের চিঠিতে রূহ আছে যা তারবিয়াতে সিররী এর পূর্বে আছে। এ কারণেই আমি বলেছিলাম উলট-পালট করে ফেলেছেন, সেটা ঠিকই আছে।

হালঃ যিকির করার সময় কলব জারি হয়ে যায় এবং মনে হয় যে, সারা দেহ থেকে যিকির আদায় হচ্ছে, তাতে আমি তন্ময় হয়ে যাই। যিকিরের মাঝে কখনো কাঁদতে থাকি কখনো হাসতে থাকি। সংশোধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দুআ করতে থাকি। মাথার উপর পুরো মাথা ঘিরে থাকা ছায়া মনে হয়। কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলছি এমনভাবেই কেঁদে কেটে আল্লাহকে বলি– আপনি আমার মালিক, সকল কল্যাণের তাওফীক এবং সকল মন্দ ও অকল্যাণ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আমাকে পূর্ণরূপে শুধরে দিন। আপনার মুহাব্বত আমার দিলে বসিয়ে দিন। হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে যিকির করতে থাকি। প্রায়

www.islamfind.wordpress.com

সপ্তাহখানেক ধরে দিলের মধ্যে খুব পরিচ্ছন্নতা বোধ হচ্ছে। নামাযের মধ্যে কান্না এসে যাচ্ছে। তাকবীর ও তাসবীহ বলতে গিয়ে মনে হচ্ছে দিল মুখের দিকে বের হয়ে যাচ্ছে। চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আজকাল খুব বেশি বেশি এ কথাটি মনে হচ্ছে যে, আমার মতো এত গুনাহগার আর কেউ নেই।

বিশ্লেষণঃ বর্ণিত কাইফিয়াতগুলোতে কিছু আছে বাতেনী— যেগুলো মাহমূদ ও প্রশংসনীয় আর কিছু আছে শারীরিক অস্বাভাবিকতা— যার সম্পর্ক চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে। কোনো চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে শক্তিবর্ধক ও সজীবকারক ওষুধের ব্যবহার জরুরি।

আল্লাহর যাতের ধ্যান

হালঃ যিকিরের সময় সর্বদা আল্লাহর যাতের ধ্যান চালু থাকে। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সকল স্থান ও দিক ইত্যাদির তুলনা থেকে পবিত্র হওয়ার (তানযীহের) কথাও সারাক্ষণ মনে থাকে। কিন্তু জানি না কেন এরপরও সামনের দিক এবং উপরের দিকেই ধ্যান চলে যায়? এটা তানযীহ এর পরিপন্থী নয় তো?

বিশ্লেষণঃ স্বভাবসূলভ বিষয়, তানযীহের পরিপন্থী নয়।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর ধ্যান যে চার প্রকারের হয়, অর্থাৎ ১- তাসাওউর বিল ওয়াজাহ। ২– তাসাওউর বিওয়াজহিহী। ৩– তাসাওউর বিলকুনহি। ৪– তাসাওউর বিকুনহিহী। এই চার প্রকারের কোন্‌টি কামেলগণের হাসিল হয়?

বিশ্লেষণঃ সকলেরই হাসিল হয় বিল ওয়াজাহ (১ম প্রকার)। তবে এই বিল ওয়াজাহ-এর মধ্যেও অনেক তারতম্য হয়। কারও কাছে এই প্রকারের চূড়ান্ত পর্যায় বা হাকীকত পর্যন্ত প্রকাশিত হয় আবার কেউ কেউ একেবারে ভাসা ভাসা জ্ঞানটুকু শুধু লাভ করে।

হালঃ আমি হুযূরের কাছে লিখেছিলাম যে, আমার পীর এলাহবাদীর চেহারার ছবি রঙধনুর মতো চোখের সামনে ভাসে। এ কথার উত্তরে হুযূর লিখেছিলেন যে, এটা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক ও অন্তরায়। হুযূরের এই উক্তির পর সেই অবস্থাটা কেটে গেছে। এখন সমস্যা দেখা দিয়েছে এই যে, আল্লাহর যাতের ধ্যান করার জন্য নিজের ভাবনাকে

www.islamfind.wordpress.com

কোনো কিছুতে আবদ্ধ করতে পারছি না। আমার ভাবনা, চিন্তা ও খেয়াল কিভাবে স্থির হবে?

বিশ্লেষণঃ প্রকৃতপক্ষে তো ঐ মহান যাতের বাস্তব অস্তিত্ব নির্ধারিত। কিন্তু সেই সুনির্দিষ্ট 'বাস্তব অস্তিত্ব' (উযূদে হাকীকী)-এর নজির বা দৃষ্টান্ত অন্য কোনো নিদৃষ্ট কিছু নয়, ফলে তাঁকে বা তাঁর যাতকে উপলব্ধিতে আনা সম্ভব নয়। ভাবনাকে এভাবেও স্থির করা যেতে পারে যে, তিনি অন্য সকল নির্ধারণ থেকে মুক্ত পবিত্র। তাঁর কোনো আকার-আকৃতি নেই, নজির নেই, দৃষ্টান্ত নেই।

যিকরে জলী ও যিকরে খফী

প্রশ্নঃ যিকরে জলী এবং যিকরে খফী করার পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ অনেকে কলবি যিকিরকে বলেন খফী যিকির আর যবানী যিকিরকে বলেন জলী যিকির। আবার আরেক দল যবানি (মৌখিক) যিকিরের জেরহীকে বলেন জলী আর গায়রে জেহরী যিকিরকে বলেন খফী। উভয় রকম যিকিরের তরীকা বা পন্থার কথা আলোচিত হয়েছে তরীকার বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে। তবে পীরের দিক-নির্দেশনা ছাড়া নিজে নিজে কোনো পদ্ধতি নির্বাচন করা আল্লাহর সম্পর্ক লাভের ক্ষেত্রে উপকারী নয়।

জলী যিকিরের সীমা

প্রশ্নঃ জলী (উচ্চস্বরের) যিকিরের সীমা কতোটুকু?

জবাবঃ সর্বনিম্ন পরিমাণের সীমা নির্ধারিত আছে। একটু পূর্বে বর্ণিত প্রথম দলের মতে জিহবা নাড়িয়ে যিকির আর দ্বিতীয় দলের মতে জিহবা নাড়িয়ে নিজেকে শুনিয়ে যিকির। যিকরে জলীর এটা সর্বনিম্ন পরিমাণ। এটা ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সর্বোচ্চ পরিমাণের কোনো সীমা নির্ধারিত নয়। নিজের মনের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তবে সর্বোচ্চ আওয়াজের পরিমাণের বৈধতার ব্যাপারে শর্ত এই যে, কোনো মুসল্লী বা ঘুমন্ত ব্যক্তির বিরক্তি এবং কষ্টের কারণ না হওয়া। যা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন ফেকাহশাস্ত্র বিশারদগণ।

www.islamfind.wordpress.com

পীরের সঙ্গে কলবের সম্পর্ক

প্রশ্নঃ পীরের সঙ্গে কলবের সম্পর্ক কথাটির ব্যাখ্যা কি?

জবাবঃ কথাটির হাকীকত হল পীরের প্রতি মুহাব্বত বৃদ্ধি। পীরের মুহাব্বত বৃদ্ধি করার একটি সূরত হল পীরের ধ্যান বা কল্পনা করা যা কখনো কখনো মুহাব্বতের কারণ হয়। 'হাকীকতের লাভ হল আন্‌ওয়ার ও বারাকাত আর ঐ 'সূরতে'র লাভ হল মনের মধ্যে আনাগোনা করা ওয়াসওয়াসা, খতরা ইত্যাদিকে ঠেকানো।

তবে 'হাকীকত' ও 'সূরত' উভয়টির মধ্যে শর্ত এই যে, ইলম ও আমল উভয় পর্যায়ে শরীয়তের সীমালঙ্ঘন না করা। শরীয়তের সীমা অতিক্রম করলেই এটা হবে গুনাহ ও বেদআত আর তখন নিসবতে বাতেনী রূপান্তরিত হবে নিসবতে যুলমানী বা শয়তানী হিসাবে।

যিকিরে বসার পদ্ধতি

হালঃ হুযূরের ফয়েয ও বরকতে আমার যিকির ও শোগল যথারীতি চলছে। হুযূরের নির্দেশে অযীফাতে কিছু বৃদ্ধিও ঘটানো হয়েছে। বর্তমানে মাগরিবের পর ছয় হাজার বার ইসমে যাতের জেহরী যিকির করি, শেষ রাতে বার রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ি।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ তাআলা বরকত দান করুন।

হালঃ তাহাজ্জুদের পর বার তাসবীহ আদায় করি কিন্তু চারজানু হয়ে বসতে পারি না। কষ্ট হয়। কারণ এইভাবে বসার একদম অভ্যাস নেই আমার। সে কারণে কীমাস রগটি চেপে ধরতে পারি না। জোর করে ধরলেও ছুটে যায়।

বিশ্লেষণঃ চারজানু হয়ে বসাও জরুরি নয়, কীমাস রগ চেপে ধরাও জরুরি নয়। যেভাবে আরাম ও সহজ হয় সেভাবেই বসবেন।

ইস্তেগফার বেশি বেশি

হালঃ উঠতে বসতে ইস্তেগফার পড়ি

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

www.islamfind.wordpress.com

কিন্তু এটা পড়ার কথা খুব কম সময় মনে থাকে। দুআ করুন যেন বেশি বেশি মনে পড়ে।

বিশ্লেষণঃ যতোটা মনে পড়ে, সেটাই গণিমত।

হালঃ হযরতের লেখা কিতাবাদি প্রায় প্রতিদিন পড়ি। বর্তমানে তালীমুদ্দিন পড়ছি। মেলামেশা কমিয়ে দিয়েছি। যথাসাধ্য কথাও কমিয়ে দিয়েছি।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ।

***

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ! সকল মামূল যথারীতি বেলা-নাগাহ (বাদ পড়া ছাড়াই) আদায় হচ্ছে। বলার মতো নতুন কোনো খবর নেই। ইসমে যাতের জেহরী যিকির এক বৈঠকে ছয় হাজার বার পড়ি এ-ছাড়া সর্বক্ষণ বেহিসাব একই যিকির করতে থাকি। যখনই কোনো কারণে সামান্যও স্থগিত হয়ে যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে ফারেগ হওয়ার পর আপনা আপনি আস্তাগফিরুল্লাহ হাল্লাযি লা-ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি, মুখে চালু হয়ে যায়। এরপর আবার যিকিরে ব্যস্ত হয়ে যাই। তবে যে সময়টা আল্লাহর যিকির থেকে খালি খালি চলে যায়, সেই সময়ের জন্য খুব আফসোস এবং পরিতাপ হতে থাকে। দিল চায় যে, একটি শ্বাসও যেন আল্লাহর যিকির শূন্য না থাকে। কিন্তু এরকম তো করতে পারি না। খুবই গাফেল আমি।

বিশ্লেষণঃ মা-শা আল্লাহ খুবই ভালো হালত। আল্লাহ আরও বেশি ভালো করুন।

সুলতানুল আযকার ও তারবিয়াতুস সালিক পড়া

হালঃ এক রকম হালত টিকে থাকে না। কখনো তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর দিকে মনোযোগ স্থির থাকে আবার কখনো কোনো কিছুই ঠিক থাকে না। বরং মনের মধ্যে অস্থিরতা ও অশান্তি বিরাজ করে। কখনো শরীর কাঁপতে থাকে দুলতে থাকে। কাজে লেগে থাকি শুধুমাত্র হুযূরের দুআর উপর ভরসা করে যে, কখনো তো হুযূরের দুআয় কামেল পূর্ণাঙ্গ নিসবত হাসিল হবেই। তবে নিজের আমলের দিকে তাকালে হতাশা এসে যায় কিন্তু আমল ছাড়ি না। হুযূর অনুমতি দিলে বার তাসবীহের পর সুলতানুল আযকার যা হযরত শাহ ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহ. বর্ণনা করেছেন যে,

www.islamfind.wordpress.com

ওয়াস্ওয়াসা ও খতরা দমনের জন্য উপকারী শুরু করতে পারি। পূর্বের চিঠিতে হুযূর তারবিয়াতুস সালিক পড়ার কথা বলার পর অর্ডার দিয়েছি, হাতে পেলেই পড়ব ইনশাআল্লাহ।

বিশ্লেষণঃ এই ধরনের কিছু পরিবর্তন তরীকতের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী বিষয়, এগুলো হয়েই থাকে। এগুলোর কারণে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। চেষ্টা ও চিন্তা-ফিকিরে লেগে থাকুন সাধ্যমতো। ইনশাআল্লাহ একদিন আল্লাহর দয়া হয়েই যাবে। সুলতানুল আযকারের শোগল করুন। আল্লাহ যেন কল্যাণ করেন। তারবিয়াতুস সালিক কিছুটা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়বেন। আশ্চর্যরকম উপকারী কিতাব।

হিযবুল বাহার পড়ার উপর অন্যান্য অযীফার প্রাধান্য

প্রশ্নঃ অধম হযরতের কাছে হিযবুল বাহার পড়ার অনুমতি চাইলে হযরত জানতে চেয়েছেন কোন উদ্দেশ্যে পড়তে চাই? হুযূর! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য পড়তে চাই।

জবাবঃ আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্যান্য মাধ্যম তো এর চেয়েও পূর্ণাঙ্গ।

***

হালঃ অধম পূর্বের চিঠিতে 'দালায়েলুল খায়রাত' পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল, সে ব্যাপারে হুযূরের কোনো মন্তব্য পাই নি।

বিশ্লেষণঃ যেহেতু তার কিছু কিছু স্থানে সন্দেহ আছে যে, রাসূল থেকে বর্ণিত কি না। বর্ণিত নয় যেটা তার চেয়ে বর্ণিত যেটা সেটাই উত্তম। এই কারণে আমার মতে দালায়েলুল খায়রাত পড়ার পরিবর্তে এটাই উত্তম যে, যত সময় দালায়েলুল খায়রাতের সবচেয়ে বড় মনজিল পড়ার জন্য ব্যয় হয়– যেটার অনুমান করা যাবে ঘড়ি দেখে একবার পড়ার মাধ্যমে, সেই পরিমাণ সময়টুকুতে প্রতিদিন কোনো বর্ণিত দুরূদ শরীফ পড়ে দেখা যায় যে, কতবার পড়া গেল। সেই পরিমাণকেই প্রতিদিন দুরূদ শরীফের অযীফা হিসাবে পড়ুন।

দুর্বলতার কারণে ছুটলে যেসব লাভ

হালঃ স্ত্রীর ইন্তেকালের কারণে মনে ভীষণ কষ্ট ছিল। আশঙ্কা ছিল যে, আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি কি না। একেবারে হঠাৎ করে পিতা অসুস্থ হয়ে পড়লেন নিরাশার বিভিন্ন আলামত দেখা দিতে লাগলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা

www.islamfind.wordpress.com

দয়া করলেন আর সুস্থতার আশা শুরু হল। পিতার অসুস্থতার কারণে আমি প্রথম শোক (স্ত্রী বিয়োগের) ভুলে গেলাম। একেবারেই। এভাবে আল্লাহ তাআলা আমার কষ্টের প্রতিকার করে দিলেন।

আর তাতেই আমার فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ... (সূরা আলে ইমরান : ১৫) অর্থ– 'তোমাদের উপর এল শোকের উপর শোক'-এর জটিলতা সহজেই বুঝে এসে গেল। এই সময়ের মাঝে মসনবী শরীফ পড়েও মনে শান্তি পেলাম। এই দুঃখ কষ্টের পর আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ঝোঁক আরও বেড়েছে। যদিও দুর্লতার কারণে করতে পারি নি কিছুই।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ! আপনিও স্বাভাবিক হয়েছেন। পিতারও সুস্থতার সূরত হয়েছে। সবচেয়ে বড় খুশির ব্যাপার এই যে, আল্লাহর কর্মকুশলতার রহস্য আপনার বুঝে এসেছে। সুতরাং অভিনন্দন আপনাকে ইলম ও আমলের জন্য। দুর্বলতার কারণে কিছুই না করতে পারাটাও একটি রহমত। সংকল্প থাকার কারণে সাওয়াবও পেয়েছেন না করতে পারার কারণে উজব (আত্মপ্রশংসার অহঙ্কার) থেকেও বেঁচে গেছেন। যতদিন এই দুর্বলতা আছে এই হেকমত চলতে থাকবে। দুআ করছি আল্লাহ তাআলা নিয়ামত আরও বাড়য়ে দিন এবং ইস্তেকামাত ও দৃঢ়তা নসীব করুন।

যিকিরের মুহাব্বত

হালঃ মন চায় যে, সকল মানুষ আল্লাহর যিকিরকারী হয়ে যাক। এজন্য যখনই কোনো বন্ধু-স্বজন কোনো পরামর্শ চায়, আমি তাদেরকেও এটাই বলি যে, আল্লাহর যিকির-এর চেয়ে উত্তম আর কোনো কাজ নেই। আমাদের মাওলানা ও মুর্শিদ থেকে এজাযত নিয়ে যিকির করা শুরু করে দাও। হুযূরের নামও এই উদ্দেশ্যে তাদের কাছে বলি যে, হুযূরের বরকতী যাত থেকে দ্রুত ফায়েদা ও উপকার পাওয়া যায়। তবে যাকে তাকে এ পরামর্শ দেই না। তাকেই শুধু এ পরামর্শ দেই যাকে দেখি যে, নিজেও তিনি হুযূরের খুব ভক্ত।

বিশ্লেষণঃ সকলের জন্যই এ ধরনের প্রচারের অনুমতি নেই।

যিকিরে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে

হালঃ অধম আমল শুরু করে দিয়েছে। তাহাজ্জুদ এবং বার তাসবীহ ফজরের পূর্বে আর ফজরের পর এক পারা কুরআন শরীফ এবং মুনাজাতে

www.islamfind.wordpress.com

মাকবূল, মাগরিবের পর ছয় হাজার বার ইসমে যাতের যিকির এবং দিনের বেলাও সুযোগমতো একই যিকির-এর মামূল বর্তমানে চলছে। যখন যিকির করতাম না তখন মনের মধ্যে পেরেশানী এবং ওয়াস-ওয়াসা পয়দা হত। সব কাজেই ফলাফলের ব্যাপারে ভাবতাম যে, যা কিছু করেছি সবই বরবাদ হয়ে গেল। আজ পর্যন্ত কোনো বিশেষ হালত ও কাইফিয়াত তৈরি হল না। খুশূ-খুযূ থাকত না। কিন্তু হযরতের ওয়াজ শারাফুল মাকালামা পড়লাম, (এটা দাওয়াতে আবদিয়াত ৬ষ্ঠ খন্ডের ৭ম ওয়াজ। যারা পড়েছেন তাদের মন্তব্য হল– এই খণ্ডের সকল ওয়াজ বিশেষভাবে সালিকদের বা মুরীদদের প্রত্যেকের অবশ্যই পড়া উচিত।) যার দ্বারা আমার ভেতরের সকল সংশয় ও সন্দেহ কর্পূরের মতো উবে গেছে। পড়ার সময় থেকে এখন পর্যন্ত হৃদয়ে কোমলতা বিরাজ করছে। দিলের মধ্যে এখন খুব যওক-শওক, মজা ও আনন্দ বিদ্যমান। যিকির করার সময় অনিচ্ছাকৃত আওয়াজ উঁচু হয়ে যায়। দুচোখে অনুতাপ অনুশোচনায় যেন শ্রাবণের ঢল নেমে আসে। মনের ভেতর এই কামনাই হতে থাকে যে, কোথাও গিয়ে নির্জনে একাকী বসে খুব জোরে জোরে যিকির করি আর কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে ফেলি। যিকিরের মধ্যে এত স্বাদ এত মজা কোত্থেকে আসে জানি না। আমার অভ্যাস হল মাঝে মাঝে শের বা ছন্দ কবিতা ইত্যাদি পড়া কিন্তু যিকিরের মধ্যে কখনো কখনো এমন মত্ত ও আত্মহারা (এস্তেগরাক) হয়ে যাই যে, চির অভ্যাসের ঐ ছন্দ কবিতার প্রতিও বিতৃষ্ণা বোধ হতে থাকে। আওয়াজ ভারী হয়ে যায়, জিহ্বা ক্লান্ত হয়ে যায় এবং মাথায় ব্যথা হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ ঐ সময় যদি একেবারেই আত্মহারা অবস্থা (নিজের উপর আত্মনিয়ন্ত্রণের অবস্থা না থাকা) না হয় তাহলে স্বাভাবিক ভারাসাম্য বজায়ে রেখে কাজ করুন নতুবা (অর্থাৎ যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে) মস্তিষ্ক সবল করার উপযুক্ত চিকিৎসা করান।

কলবী যিকিরের উপর মৌখিক যিকিরের প্রাধান্য

হালঃ যোহরের পর যখন নীরব বসে থাকি, সে সময় হয়ত বাদ যোহরের অযীফাই পড়তে থাকি অথবা দুরূদ শরীফ পড়ি অথবা কলবী যিকির করি অথবা একদম নীরব হয়ে কলবের প্রতি ধ্যানস্থ হয়ে কল্পনা করতে থাকি যে, হযরতের কলব মুবারক থেকে আন্ওয়ারে ইলাহিয়্যার ফয়যান (ঐশী

www.islamfind.wordpress.com

জ্যোতিমালার প্রবাহ) আমার কলবে আসছে। ঐ নীরব মুহূর্তে কোনটি করা আমার জন্য বেশি কল্যাণকর হবে জানালে সেভাবেই আমল করব।

বিশ্লেষণঃ অল্প কিছুদিনের জন্য সর্বশেষ নীরবতার অবস্থা বেশি লাভজনক হবে। এরপর নিসবত দৃঢ় হয়ে যাওয়ার পরে শুধুমাত্র কলবী যিকির ছাড়া অন্য যেকোনো যিকিরই উত্তম হবে। কেননা কলবী যিকির সাধারণত স্থায়ী থাকে না। থাকে শুধু এই ভুল ধারণা যে, কলবের মধ্যে যিকির চলছে। অথচ সেটা সব সময় বাস্তব নয়। এজন্যেই (যিকরে লিসানী) মৌখিক যিকির হুযূরে কলবের (একাগ্রতার) সঙ্গে করা উচিত।

যিকরে লিসানী

হালঃ যিকিরের সময় প্রায় অযূ ভেঙ্গে যায়।

বিশ্লেষণঃ তায়াম্মুম করে নেবেন।

হালঃ যিকিরের মধ্যে অনেক রকমের খেয়াল ও চিন্তা-ভাবনা আসে অর্থাৎ মুখে তো যিকির করি কিন্তু দিল অন্য খেয়ালে ডুবে থাকে।

বিশ্লেষণঃ কোনো সমস্যা নেই।

***

হালঃ কলবের অবস্থা এই যে, বর্তমানে যদিও যিকরে লিসানী কম হচ্ছে তবে দিলে কোনো গাফলত নেই। 'মাঈয়্যাত' (দিলের মধ্যে সার্বক্ষণিক আল্লাহ তাআলার উপস্থিতির ধ্যান) প্রবল হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ এটা তো বাধ্যতামূলক বা অপারগতার হালত, যা বুযুর্গীর ব্যাপার নয়। দ্বিতীয় কথা হল এই প্রভাব পূর্ববর্তী যিকির ও ইবাদতের। অল্প যিকিরে প্রতিকার যদি না করা হয় তাহলে বর্তমানের এইসব প্রভাব স্থায়ী হবে না। যদি থাকে তবে থাকবে শুধু ভুল ধারণা। তার উপর 'মাঈয়্যাত'-এর আছর পড়বে না। অসম্ভব নয় যে, এই মুহূর্তেও সেটা খুবই সামান্য আছে।

হালঃ 'কারোর চেয়ে আমি উত্তম' এই জাতীয় কথার কল্পনাও মনের মধ্যে আসে না। বরং বেশিরভাগ সময় নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো চোখের সামনে থাকে।

বিশ্লেষণঃ এটা ভালো। কিন্তু এই ভালো অবস্থাটাও যিকির কমানোর কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ গত বেশ কিছুদিন থেকে মৌখিক যিকির কম হচ্ছে, কিন্তু মুরাকাবা বা ধ্যানে খুব মনোযোগ থাকে। আমি বেশিরভাগ সময় 'মাঈয়্যাত'-এর ধ্যান করতাম এবং কলবকে আন্‌ওয়ারে পূর্ণ, আলোকিত পেতাম। সামান্য ত্রুটির কারণে আজ মনে হচ্ছে যে, দিলের ভেতর পরিবর্তন হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ যে সব কাইফিয়াতের কথা বলছেন বেশিরভাগই ধারণা ও কল্পনাপ্রসূত। এগুলোর কোনোই গ্রহাণযোগ্যতা নেই। গ্রহণযোগ্য শুধু কেবল বাস্তব ও বাস্তবতার।

হাতে তাসবীহ রেখে যিকির করা

হালঃ আমি যখন তাসবীহ ছাড়া যিকির করি, তখন অত্যন্ত আনন্দ ও মজা পাই। প্রতিটি লোমকূপে যেন জীবন ও প্রাণ এসে যায় আর লয্যত ও আনন্দে বিভোর হয়ে যাই। অবর্ণনীয় ও আশ্চর্যরকম এক কাইফিয়াত অনুভব করি। হাতে তাসবীহ নিয়ে যিকির করার সময় এই অবস্থার ঘাটতি হয়। আবার তাসবীহ না থাকলে গাফলত হয় এটাও সত্য। কী করণীয়?

বিশ্লেষণঃ তাসবীহ শুধু হাতে রাখবেন, গুণবেন না। তাসবীহ গণনা না করে হাতে রেখে অগণিত যিকির করতে থাকবেন। এরপর অবস্থা কী হয় জানাবেন। আমার বৃচি সাক্ষ্য দেয় যে, উভয় আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হবে।

যাকেরের উচিত নামাযীর প্রতি লক্ষ্য রাখা

হালঃ এক ব্যক্তি যিকির করছে পূর্ব থেকে, পরে এসে কেউ সুন্নত পড়তে শুরু করল, যাকের বা যিকিরকারীর কি ঐ মুসল্লীর রেয়াত করা কর্তব্য?

বিশ্লেষণঃ মুসল্লী যদি মসজিদে ফরয বা সুন্নতে মুআক্কাদা আদায় করে তাহলে যাকেরের জন্য জরুরি তার সুবিধা দেখা। নফল নামায আদায়কারীর সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা যাকেরের জন্য জরুরি নয়।

স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে যিকির করা

হালঃ যেই কামরায় থাকি, সেখানেই আমার স্ত্রী এবং ছোট বাচ্চারা থাকে। যিকির করার সময় প্রায়দিনই ছোট্ট-বাচ্চা পেশাব-পায়খানা করে জেগে উঠে। কান্নাকাটি করে। যার কারণে মনোযোগে ব্যঘাত ঘটে এবং খুবই বিরক্তি লাগে। অন্য কোনো কামরা খালি নেই যেখানে গিয়ে নির্জনে যিকির করব।

www.islamfind.wordpress.com

বাচ্চাদের দ্বারা বিঘ্ন ঘটার কারণে কোনো ক্ষতি হবে কি? আমার বাহিরের কামরা একদম নির্জন। কিন্তু সেখানে গেলে এরা একেবারে একা হয়ে যাবে, ভয় পেতে পারে ইত্যাদি ভেবে যাওয়া হয় না। এ ব্যাপারে হুযূরের নির্দেশনা জানতে চাই।

বিশ্লেষণঃ বিবি-বাচ্চাদের কাছেই থাকুন। মনের কাছে বিরক্তিকর হলেও তাদের হক ও অধিকারের বিবেচনায় এটাই বেশি উপকারী হবে।

গণনা করা ও না করার পার্থক্য

হালঃ আমি দৈনিক মাওয়ায়েয এবং তারবিয়াতুস সালিক পড়ি। অনেকদূর পড়া হয়ে গেছে। যিকিরের পরিমাণ মনে থাকে না। রাতে দেড়টা দুইটায় উঠে পড়ি। তাহাজ্জুদের পর যিকিরে মশগুল হয়ে যাই। ফজরের পর কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের পর আবারও যিকির শুরু করি এবং সকাল ১১টা পর্যন্ত যিকির করি। পরিমাণ বা সংখ্যা মনে না থাকলে কোনো সমস্যা তো নেই? আসল যে উদ্দেশ্য— আল্লাহর স্মরণ, সেটা তো হচ্ছেই, গণনা হোক বা না হোক। অবশ্য গণনা করা না করার কারণে দিলের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বোঝা যায়। যতটা সময় গণনা ছাড়া যিকির করি ততটা সময় যদি গণনা করে পড়তাম তাহলে অন্যরকম প্রভাব পড়ত। এটা কেন হয়? অথচ বিষয় তো একই। গণনা করে হোক বা গণনা ছাড়াই হোক।

বিশ্লেষণঃ সংখ্যা মনে থাক বা না থাক, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। গণনা করে যিকির করলে বেশি প্রভাব পড়া কিছু কিছু স্বভাবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কেননা-এর দ্বারা ঐ স্বভাবওয়ালারা সান্ত্বনা পান যে, এত এত পরিমাণ যিকির করেছি এবং এই ধরনের কোনো পেরেশানী থাকে না যে, আল্লাহ জানেন নির্ভরযোগ্য কোনো পরিমাণ হল নাকি একেবারেই সামান্য হল? আর পেরেশানী না হওয়ার ফলে বিশেষ আছর পয়দা হয়। পক্ষান্তরে এমন কিছু মানুষ আছেন গণনা না করলেই তাদের আত্মহারা অবস্থা তৈরি হয় এবং গণনা করতে গেলেই তাদের মনোযোগ কিছুটা ঐদিকে ব্যস্ত হয়ে যায়। মোটকথা এটা স্বভাবের তারতম্যের কারণে হয় যাতে কোনো অসুবিধা নেই।

যিকিরের সময় বুযুর্গদের আকৃতি দেখা

হালঃ বার তাসবীহ আদায় করার সময় পূর্বের হালতের সঙ্গে নতুন যেটা যোগ হয়েছে সেটা এই যে, যিকিরের সময় একজন দীর্ঘ ও লম্বা, দুর্বল

www.islamfind.wordpress.com

মানুষকে— যিনি আলেমদের মতো পোশাক পরা, দেখতে পাই। তাকে দেখে ভয় কিংবা আতঙ্ক কিছু হয় না বরং এক রকমের পরিচিত বা আপন আপন বোধ হয়। এখন আবার বেশিরভাগ হযরতওয়ালার আকৃতি যিকির করার সময় চোখের সামনে থাকে। ঠেকানোর চেষ্টাও করি কিন্তু সেটা যায় না। ফলে এখন আর চেষ্টা করি না। চেষ্টা করা ছেড়ে দিয়েছি। এই মুহূর্তেও আমার চোখের সামনে ছবিটি ভাসছে।

বিশ্লেষণঃ ইচ্ছা করে ছবিটি কল্পনার চেষ্টাও করবেন না আবার বিনা চেষ্টায় যদি আপনা-আপনি এসে যায় তাহলে তাড়ানোর চেষ্টাও করবেন না। অর্থাৎ ঐদিকে কোনোভাবেই মন দিবেন না। মন দিয়ে কাজে লেগে থাকবেন।

নিয়মিত ও ধারাবাহিক যিকির আবশ্যক

হালঃ দেমাগের (মস্তিষ্কের) দুর্বলতার কারণে বা তাসবীহ সম্পূর্ণ করতে পারি না। অর্ধেক হয়। এটুকুর ওপরেই কি ক্ষান্ত করব নাকি আমি অর্ধেক মাগরিবের পর করে নিব।

বিশ্লেষণঃ আপনার শরীরে যে পরিমাণ কুলাবে, সেই পরিমাণ— চাই পূর্ণ হোক বা অর্ধেক, সকল অবস্থাতেই শুধু সেই পরিমাণের উপর ক্ষান্ত করা যাবে না। সর্বদাই এই যিকির চালু রাখতে হবে। যেটা ভালো লাগে সেটাই চালু রাখতে হবে। তবে 'আল্লাহু' হল সবচেয়ে সহজ এবং উপকারী।

মসজিদে শয়নকারীর সুবিধা বিবেচনা করা

হালঃ মসজিদে জেহরী যিকিরকারীর জন্য কি মসজিদে শয়নকারীর সুবিধা বিবেচনায় রাখা জরুরি?

বিশ্লেষণঃ শয়নকারীর জন্য যদি মসজিদে শয়ন বৈধ হয় তাহলে তার দিকে লক্ষ্য রাখা জরুরি। আর যদি তার শয়ন মসজিদে অবৈধ হয় তাহলে তার প্রতি কোনো বিবেচনা জরুরি নয়।

যিকিরের মধ্যে নিঃশ্বাস নেওয়া

হালঃ আজকাল যিকিরের সময় যখন আলফায (শব্দমালা)-এর দিকে ধ্যান থাকে তখন শ্বাস নিতে অস্বস্তি লাগে। মন চায় যে, একই দমে অযীফা খতম হয়ে যাক। কখনো কখনো ইচ্ছা করি যে, কয়েকটি যরবের পর নিঃশ্বাস

www.islamfind.wordpress.com

ফেলব কিন্তু দিলের মধ্যে খুব দ্বিধা হয়, অস্থির লাগে এবং শেষে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। জানি না কেন এমনটা হয়?

বিশ্লেষণঃ আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে, উক্ত সমস্যা কি শুধু ঐ বিশেষ ধরনের যিকিরের সময়ই হয়, যদি তাই হয় তাহলে ঐ ধরন ও পদ্ধতিগুলো ত্যাগ করুন। যেভাবে সহজ হয় মনঃপুত লাগে সেভাবে করুন এবং আমাকে অবস্থা জানান। নাকি যে কোনোরকম যিকিরেই ঐ সমস্যা হয়?

হালঃ ইতিপূর্বে চিঠিতে শ্বাস সংক্রান্ত জটিলতার যে ব্যাপারটি জানিয়েছিলাম এবং আপনি যেটা লক্ষ্য করতে বলেছিলেন, সেটা লক্ষ্য করেই জানাচ্ছি যে, এই সমস্যা যে কোনো রকম যিকিরেই হচ্ছে যদি সেদিকে ধ্যান ও খেয়াল রাখি। আর যদি বেখেয়ালে যিকির করি তাহলে এই সমস্যা হয় না। যখন ধ্যান ও খেয়ালের সঙ্গে যিকির করি তখন এক রকমের হাল্কা মজা পাই যার কারণে এই অবস্থা বা সমস্যার সৃষ্টি হয়। খেয়াল না করলে ঐ কাইফিয়াত ও লয্যল (স্বাদ ও মজা) দূর হয়ে যায় এবং খুব ওয়াস্ওয়াসা আসতে থাকে। অনিচ্ছাকৃতভাবে বিলম্বে দম বন্ধ হলে এবং তখন ইচ্ছা করে নিঃশ্বাস না নিলে কিছুটা কষ্ট হয় কিন্তু এরপর দিলের উপর এর কোণের আছর বোঝা যায় না বরং দিল আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে। বর্তমানে পূর্বের তুলনায় দমের পরিধি কিছুটা দীর্ঘ হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে একদমে দ্রুত ইসমে যাতের যিকির এক শ বার পর্যন্ত করতে পারতাম কিন্তু এখন দেড় শ থেকে দুই শ পর্যন্ত করি, কোনো কষ্ট হয় না।

বিশ্লেষণঃ পূর্বে আপনি কথাটি এবারের মতো বিশদভাবে লিখেন নি। ফলে আমিও পূর্ণ জবাব দেই নি। এবার শুনুন আসল জবাব। এই অসুবিধার কারণে কোনো ক্ষতি হবে না। এর কারণ আমার ধারণায় ফুসফুসের দুর্বলতা। কোনো চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

পীরের ধ্যান বর্জন করা পছন্দনীয়

হালঃ হুযূরের চেহারা পুরাপুরি ধ্যান করতে পারি না। চেহারা মুবারক যেমন আছে কল্পনায় বা ধ্যানে সেই রকম দেখতে পাই না। অন্য সকল বন্ধু-বান্ধবকে যেমন খেয়াল ও চিন্তা করলেই তাদের পূর্ণ চেহারা স্পষ্ট ভেসে ওঠে কল্পনায় হুযূরের বেলায় কেন সেরকম স্পষ্ট হয় না। শুধু হাল্কা ঝলকের মতো সামান্য সামান্য দেখি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ তাতে সমস্যার কী হল? তাছাড়া এই ধ্যান করার দরকার কেন দেখা দিল? হতে পারে এ কারণেই কল্পনা ঠিকমতো জমে না যে, এটা বর্জন করাই উত্তম ও পছন্দনীয়।

পীরের কল্পনা ও ধ্যান

হালঃ যিকিরের সময় মাঝে মাঝে হুযূরের কল্পনা দিলের মধ্যে জেগে ওঠে। যদিও আমি নিজের ধ্যান ও খেয়ালকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করার চেষ্টা করি। কিন্তু হুযূরের ধ্যান যখন এসে যায় তখন এক রকমের মজা বোধ করি। আবার যখন ঐ ধ্যানকে জোরপূর্বক সরানোর চেষ্টা করি, তখন কিছু দ্বন্দ্ব ও টানাটানি বোধ হয়। এই সরানো এবং সরানোর চেষ্টা করা— এগুলো কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, যিকির শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য করি। এই যিকিরের সময় অন্য কারোর চিন্তা আসা— হোক সেটা পীরেরই চিন্তা, আমি নিন্দনীয় মনে করি। এবার আমার মূল প্রশ্ন বলছি যে, আমি যা করি, এটা ঠিক করি না ভুল?

বিশ্লেষণঃ পীরের খেয়াল ও চিন্তা আসা খারাপ নয়, নিজে ঐ চিন্তা ও খেয়াল টেনে আনা খারাপ। সুতরাং যদি অনিচ্ছাকৃত এসে যায় এবং আসার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে সেদিকে খেয়াল না করা হয় বরং যিকিরের দিকেই পূর্ণ মনোযোগ অব্যাহত রাখা যায় তাহলে ঐ খেয়াল ক্ষতিকর নয় বরং উপকারী। সরানোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

হালঃ যতই চেষ্টা করি যে, ধ্যান ও কল্পনাকে আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ রাখব কিন্তু দিল হুযূরের দিকেই বেশি চলে যায়।

বিশ্লেষণঃ অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি আমার ধ্যান ও কল্পনা এসে যায়, তবে সেই কল্পনাকে ঠেকাবেন না। ঐ কল্পনাটাও যেহেতু আল্লাহকে পাওয়ার মাধ্যম সুতরাং যেন সেটা আল্লাহরই কল্পনা। ওটাকে থাকতে দেবেন। ওদিকে একদম মনোযোগ দেবেন না।

প্রশ্ন ঃ হুযূরের ভাবনা ও চিন্তা আমার দিলের মধ্যে সারাক্ষণ থাকে। নামাযের মধ্যে এই খেয়াল ক্ষতির কারণ নয় তো?

জবাব ঃ একেবারেই না। তবে ইচ্ছা করে খেয়াল করা যাবে না।

www.islamfind.wordpress.com

নামাযের মধ্যে ধ্যান

হালঃ নামাযের মধ্যেও এমন হয় যে, যদি নামাযের সময় আল্লাহ তাআলার সম্মুখে নিজেকে দণ্ডায়মান কল্পনা করি তাহলে যতক্ষণ এই ভাবনা মনের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ রুকূ সিজদা ছাড়া কী করলাম, কী পড়লাম কিছুই খেয়াল থাকে না আর যদি পড়ার দিকে খেয়াল করি তাহলে প্রথম কল্পনা থাকে না।

বিশ্লেষণঃ প্রথম কল্পনাটাই বেশি মানানসই, যদি তাতে মন না বসে তাহলে দ্বিতীয়টা।

হালঃ তাহলে কি একসঙ্গে দুই ধরনের কল্পনা করা যায় না?

বিশ্লেষণঃ না।

***

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ! হুযূরের দিক-নির্দেশনার ফলে অধম মামূলাতের পাবন্দ হয়ে গেছে, এখন নিয়মিত অযীফা আদায় হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ।

হালঃ দীর্ঘদিনের ইচ্ছা যে, কিছু হালত হুযূরের খিদমতে তুলে ধরব। কিন্তু দীর্ঘ লেখা হুযূরের বিরক্তি উৎপাদন করে বসে কি না, সেই কথা ভেবে সাহস হয় না।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ না করুন।

হালঃ নামাযের ব্যাপারে হুযূরের নির্দেশনা রয়েছে যে, সাদামাটাভাবে পঠিত বিষয়ের হরফগুলোর প্রতি মনোযোগ রেখে আদায় করতে হবে। এছাড়া যিকির আযকারের ব্যাপারে হুযূর বলেছিলেন, যে হরফগুলো যবান দিয়ে বা মুখে উচ্চারণ করছেন সেগুলোই দিল দিয়ে পড়ুন। হুযূরের নির্দেশনা জরুরি মনে করে এগুলোই অনুসরণের চেষ্টা করে যাচ্ছি। যখন অন্য চিন্তা এসে পড়ে; সেটাকে দূরে সরিয়ে আবার হরফগুলোর প্রতি মনোযোগী হই। আলহামদুলিল্লাহ এর কল্যাণে নামায ও যিকিরের মধ্যে যেসব কল্পনা দিলের মধ্যে আনাগোনা করত, সেগুলো দূর হয়ে গেছে। এ ধরনের কোনো কল্পনা যদি হঠাৎ এসেও যায় তবে এমনিতেই দূর হয়ে যায় অর্থাৎ আসতে আসতেই থেমে যায়। অবশ্য কিছু চমৎকার কল্পনা নামায ও যিকিরে একেবারে হঠাৎ অনিচ্ছাকৃত এসে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে দেয়। সেই কল্পনা দীর্ঘসময় চালু

www.islamfind.wordpress.com

থাকে। এরপর আপনা আপনি অন্য কল্পনা এলে অথবা দিলকে হরফগুলোর দিকে মনোযোগী করে নেওয়ার কারণে চলে যায়। ঐ সব চমৎকার কল্পনার ব্যাপারে আমি একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের মুরীদের মতো অজ্ঞ হওয়ার কারণে দ্বিধার মধ্যে আছি যে, ঐ কল্পনাগুলোকে নামায ও যিকিরের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবেও করতে পারব কি না? কল্পনাগুলো যেমন নামাযের মধ্যে কখনো কখনো কল্পনা হরফসমূহের দিকে থেকে হঠাৎ সরে গিয়ে রাব্বুল ইয্যাত জাল্লাজালালুহু মহান আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে, অথবা মন ভাবতে শুরু করে ঐ হাদীসের কথা (তরজমা) 'নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন।' অথবা ভাবতে থাকে আয়াত وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন। –আলাম নাশরাহ : ৮) অথবা আয়াত وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন। –মুযযাম্মিল : ৮) অথবা আয়াত وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ... (অথচ আল্লাহকেই বেশি ভয় করা উচিত। আহযাব : ৩৭) অথবা তাঁর সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে থাকার আয়াত, তাঁর নৈকট্যের, সঙ্গের, সীমাহীন জ্ঞানের, অসীম রহমতের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত অথবা তাঁর প্রতিপালন ব্যবস্থাপনার আলোচনা বিশিষ্ট আয়াত অথবা তাঁর বড়ত্বের বা মহত্বের আয়াত অথবা তাঁর অসীম দয়া ও অনুগ্রহের কথা সম্বলিত আয়াত যেমন অল্প আমলে প্রচুর বিনিময় ও পুরস্কার প্রদানের কথা অথবা মৃত্যু, কবর, হাশর-নাশর, নিসাব, কিতাব (আমল নামা) ন্যায় বিচার, সাওয়াব এবং আহকামুল হাকিমীন-এর সঙ্গে সাক্ষাতের ভাবনা কল্পনায় এসে একাগ্রতার কারণ হয়। এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা চাই।

বিশ্লেষণঃ এ সকল কল্পনা ও ধ্যান প্রশংসনীয়, এগুলো এলে দূর করার প্রয়োজন নেই, নিজে নিজেই যখন দূর হয়ে যায় তখন সেগুলোকে নতুন করে আবার আনারও প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ অপ্রশংসনীয় (গায়রে মাহমূদ) কল্পনাগুলো ইচ্ছা করে আনবেন না, এসে গেলে ধরে রাখবেন না। আর প্রশংসনীয় কল্পনাসমূহ থেকে যেটাই এসে পড়বে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এনে ফেলবেন অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে আসার পরে ধরে রাখবেন অথবা একটার জায়গায় অন্যটা এসে যাবে, এগুলো সবই মাতলূব ও কাঙ্ক্ষিত।

***

www.islamfind.wordpress.com

প্রশ্ন ঃ নামায পড়ার সময় নামাযের কেরাত, রুকু, সিজদার তাসবীহ, তাশাহ্হুদ, দুরূদ ইত্যাদির অর্থ চিন্তা করা প্রশংসনীয় না মন্দ না অন্য কিছু?

জবাব ঃ আসল উদ্দেশ্য নামাযের মধ্যে 'হুযূরে কলব' বা একাগ্রতা। অর্থ চিন্তা করলে যদি একাগ্রতা হাসিল হয় তাহলে এটা অবলম্বন করবেন। তা না হলে যেই পদ্ধতিতে একাগ্রতা হাসিল হয় সেটাই গ্রহণ করবেন।

অযীফার বাধ্যবাধকতা সহনীয় পরিমাণে

হালঃ বর্তমানে অধম ইসমে যাত ছয় হাজার বার পড়ে। আরও বেশি পড়তে খুব ইচ্ছা হয়। অবসরও আছে। মস্তিষ্কের অবস্থাও আগের চেয়ে ভালো। হুযূর ভালো মনে করলে বাড়িয়ে দিন।

বিশ্লেষণঃ নির্ধারিত ঐ ছয় হাজার পড়াই আপনার জন্য বাধ্যতামূলক কর্তব্য থাকল। কখনো প্রফুল্লতা বোধ হলে সহনীয় পরিমাণ বেশি করবেন, নইলে নির্ধারিত পরিমাণে সমাপ্ত করবেন।

***

প্রশ্নঃ ফজরের নামাযের পর থেকে জায়নামাযে বসে কুরআন মাজীদ পড়ব এবং চাশ্ত-এর নামায না পড়া পর্যন্ত কিছুতেই উঠব না। এই বিষয়ে কোনো সংশোধনী থাকলে জানাবেন। এর মাঝে কোনো রোগী এসে পড়লে কী করা যাবে?

জবাব ঃ কাজ করা উচিৎ সহনীয় সীমার মধ্যে থেকে। অকারণ শর্ত আরোপ করে নিজেকে কোনো কষ্টকর বন্ধনে আবদ্ধ করে নেওয়া উচিত নয়। পরিণামে ঝামেলা পোহাতে হয়।

***

হালঃ 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'-এর অনুচ্চ যিকিরে যরব লাগালে মন বলে ছেড় না, চালিয়ে যাও। আমি গণনা ছাড়া যিকির করতে থাকি। যতদূর সম্ভব এক হাজারের চেয়ে বেশি পড়ে থাকি। 'যতদূর সম্ভব' কথাটি লিখলাম এই কারণে যে, ঐ মুহূর্তে আমার কোনোদিকেই খেয়াল থাকে না। এটা কেমন বিষয়?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ভালো বিষয়। গণনা করতেই হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। যেদিন ভালো লাগে। প্রফুল্লতা বোধ হয় বেশি করে নেবেন শরীরের সহ্য ক্ষমতা হিসাবে।

***

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ আল্লাহ ইসমে যাত পাঁচ শ বার পড়ি। বাড়াতে চাইলে কত বাড়াব?

জবাব ঃ শরীরের সহ্য ক্ষমতা, মনের আগ্রহ ও প্রফুল্লতা যতটা চায়। তবে এর সঙ্গে কোন্ পরিমাণটা নিয়মিত করা সম্ভব— সেটাও লক্ষ্য রাখবেন।

বাড়িতে নিয়মিত যিকির করার প্রতি উৎসাহ

মাদরাসার মুদাররিস একজন নেককার আলেমের চিঠি–

হালঃ এ অধম যা লিখতে চায়– না তার আগ-পর বুঝে আসছে, না এটা বুঝে আসছে যে, কোন্টা লিখব আর কোন্টা বাদ দিব। অনেক সময় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলাম, কোনো কূল-কিনারা না করতে পেরে বাধ্য হয়ে এলোমেলো যা পারি, তাই লিখতে শুরু করে দিলাম। আমার ভেতরের একটি স্বভাব এই যে, আমি যখন মাদরাসায় থাকি, শুধু কেবল তখনই আমার দ্বারা যিকিরের পাবন্দি রক্ষা হয়। কিন্তু যখন বাড়ি চলে আসি, তখন দুই চারদিন পরই যিকিরের পাবন্দি বা নিয়ম রক্ষা হয় না। বাড়ি না থাকলে নিয়মিত যিকির করা হয়।

বিশ্লেষণঃ এটা তো ঠিক নয়। তবে কথা এই যে, এমন ঘটনাও ঘটে এবং কখনো কখনো সেটা ক্ষতিকর নাও হতে পারে। কিন্তু আপনার ব্যাপারটা তো একেবারেই সে রকমের হঠাৎ ঘটে যাওয়া বিষয় নয়। একেবারে চিরস্থায়ী রোগ। এই ত্রুটির নির্মূল হওয়া উচিত। এইভাবে এটা নির্মূল করবেন যে, বাড়িতে থাকা অবস্থাতেও নিয়ম মতো যিকির করবেন। ভেবে দেখুন, যিকির তো একটি এখতিয়ারী বিষয়, তাহলে কেন আপনি নিজের এখতিয়ার ও ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগাবেন না! বর্তমানের এই অনিচ্ছা ও অনাগ্রহকেই যদি প্রশ্রয় দিতে থাকেন, তাহলে সুযোগ সন্ধানী নফ্স এরপর বলে বসবে– 'অমুক স্থানে যে মসজিদ আছে, সেখানে পড়লে তো নামাযের পাবন্দি হয়, কিন্তু যেখানে এখন অবস্থান করছি, এখানের মসজিদে আমার দ্বারা পাবন্দি হয় না,' তাহলে সারাক্ষণ সেই মসজিদ কোথায় পাওয়া যাবে! সেই মসজিদে না যাওয়া পর্যন্ত

www.islamfind.wordpress.com

কী নামায সব বন্ধ করে রাখতে হবে? আপনার উচিত হবে এইরূপ এহতেমাম ও পাবন্দি করা যে, যদি বাড়ি ছাড়া অন্য কোনো স্থান পাওয়া যায় তবুও নিজ বাড়িতেই যিকির করা। ঘোড়ার প্রশিক্ষণদাতাদের অভ্যাস হল, যেই বস্তু দেখে ঘোড়া চমকায় ও ভয় পায়, সেই বস্তু থেকে ঘোড়াকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা না করা। কেননা এই ভীতি তাকে সারাজীবন ভোগাবে। এজন্য সেই বস্তুর সামনে যাওয়া এবং বারবার সেটা দেখায় অভ্যস্থ করে ফেলে। অবশেষে তার ভয় দূর হয়ে যায়। অবশ্য যেখানে এমন কোনো প্রতিবন্ধক ব্যাপার থাকে, যার মুখোমুখি হওয়া জীবনে কখনোই জরুরি হয়ে যাবে না, সেখানে নিরাপদ এটাই যে, সেই প্রতিবন্ধকতা থেকে নিরাপদ দূরত্ব অবলম্বন করবে। খুব ভালো করে বুঝে নিন।

হালঃ খানকায় অবস্থানকালে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন তাওফীক প্রাপ্ত হই যে, নিজের সকল কাজ খুব ভালোভাবে হয়ে যায় আর যখনই খানকার বাহিরে থাকি একেবারে উল্টা ঘটনা ঘটতে থাকে। এ কারণে খুব পেরেশান ও হয়রান হই।

বিশ্লেষণঃ হয়রান হওয়ার কারণ হাকীকত না জানা, সেটা উপরে স্পষ্ট করে দিয়েছি। ঐ কথাগুলোকে হল্কাভাবে নেবেন না।

হালঃ উপরন্তু বড় কষ্ট এই যে, শরীরও দুর্বল, ইচ্ছাশক্তিও দুর্বল।

বিশ্লেষণঃ দরবারে ইলাহীতে পৌঁছার কোনো উপযুক্ত পথ কি দুর্বলদের নেই?

হালঃ আমার সাহায্য দরকার, হিম্মত দরকার।

বিশ্লেষণঃ সবচেয়ে বড় সাহায্য হাকীকত বুঝিয়ে সহীহ পন্থা জানানো, সেটা আমি করে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ।

হালঃ বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে। জানতে পারলাম– মা এবং ছোট ভাই-বোন এখানে চলে আসবেন। আমার খেয়াল এই যে, যদি তারা চলেই আসেন তাহলে আমি খানকাতেই থাকব আর যদি না আসেন, তাহলে হুযূরের সঙ্গে পরে আবার পরামর্শ করব।

বিশ্লেষণঃ তারা আসুন বা না আসুন। পরামর্শ চাওয়ার পূর্বেই আমার মতে যা ছিল করণীয় সেটা বলেই ফেলেছি। এটাও একটা মেয়েলি কুটচালের মতো বিষয় যে, তাদের আসার বাহানা বের করেছেন। কাজ করতে চাইলে এটা

www.islamfind.wordpress.com

কোনো তরীকা নয়। কাজ শুরু করে দেওয়া উচিত। কোনো কিছুর অপেক্ষা না করা উচিত। বর্তমান অবস্থাকে নফসের গোলামী এবং নফসের হাতে বন্দী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আপনার রুচি যদি বর্তমানের মতোই চলতে থাকে তাহলে সেই রকমই হবে যেমন এই পঙক্তি–

برشبے گوئم کہ فردا ترک ایں سودا کم - باز جوں فرداشود امروز را فرداکم

'প্রতিদিনই ভাবি ছেড়ে দিব এটা কালকেই, কাল এসে গেলে বলি আগামীকাল অবশ্যই'

আমি তো এতদূর পর্যন্ত বলছি যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিয়ম মতো কাজ হবে না।

একেবারে কিছু না করা বা বেকার থাকার চেয়ে অনিয়মে করাও ভালো–

دوست دارد دوست ایں آشفتگی - کوشش بیہودہ بہ از خفتگی

অর্থ– ঘুমিয়ে বেকার থাকার চেয়ে অনর্থক চেষ্টাও ভালো, লক্ষ্য অর্জনে ব্যাকুল হয়ে যাওয়া বন্ধুর (আল্লাহর) ভারি পছন্দ।

আপনার মানসিকতা ঐ প্রবাদের মতো 'খেলে ঘি, পোলাও খাব, না হলে ক্ষুধায় মরে যাব।' এটা কি কোনো জ্ঞানের কথা? আল্লাহ হেদায়েত করুন।

হালঃ যেহেতু খানকার বাইরে যিকিরের পাবন্দি হয় না। সে কারণে হুযূরকে হালাত জানানোর সাহস হয় না। মনে হয় যে, আগে পাবন্দি করে নেই তারপর জানাব। এইরকম ভাবনার মধ্যে পড়ে থাকি। এই অবস্থায় কী করা উচিত?

বিশ্লেষণঃ 'উচিত' কী বলছেন, ওয়াজিব হল হালত জানানো। দেখুন এই অবস্থায় হালত জানালেন বলে কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ পেল। যেগুলোকে পথ প্রদর্শক বানালে সারা জীবনের জন্য কাজে লাগবে।

শওকে যিকির

হালঃ আজ যে সময় যিকির করতে শুরু করি, তখন মনের মধ্যে যওক ও শওক আগ্রহ ও আনন্দ শুরু হল। খুব আবেগ এসে গেল। আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। যিকির শেষ হওয়ার পরও ইচ্ছা হচ্ছিল যে, আরও যিকির করি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। যদিও এটা মাকসূদ নয়, তবে মাহমূদ বা প্রশংসনীয়। মাকসূদ বা মূল লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হওয়ার কারণে মুবারকবাদের উপযুক্ত এবং শুকরিয়ার কারণ

হালঃ কিন্তু এখনও পর্যন্ত হুযূরের কোনো অনুমতি বা অনুমোদন যেহেতু পাই নি, সে কারণে বার হাজার যিকিরেই সীমিত রেখেছি।

বিশ্লেষণঃ ঐ হালত আবারও যদি হয় তাহলে যিকির বাড়িয়ে দেবেন।

হালঃ আল্লাহর নাম শুনলেই মনের মধ্যে মজা লাগে।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। এটা মাকসূদ না হলেও মাকসূদের সহায়ক হিসাবে মাহমূদ বা প্রশংসনীয়।

যিকিরের জন্য সময় অথবা পরিমাণ নির্ধারণী জরুরি

হালঃ যিকিরের পরিমাণ নির্ধারণ করি নি। যখন মন লাগে না তখনই শেষ করে দেই। আর গণনা করা কষ্টকর বোধ হয়। কারণ শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মনে হতে থাকে যে, আরও এত পরিমাণ বাকি রয়েছে।

বিশ্লেষণঃ সংখ্যা বা পরিমাণ নির্ধারণ না করা মারাত্মক রকমের ভ্রান্তি। হয়ত সংখ্যা নির্ধারণ করে নিন অথবা সময় (যেমন ১ ঘণ্টা ...) শুধু মনের ভালো লাগা মন্দ লাগার ওপর ছেড়ে দেওয়া বিভ্রান্তির দুয়ার খুলে দেওয়ার নামান্তর।

যিকিরের আছর ও প্রভাব

হালঃ যিকিরের এমন কোনো প্রভাব আছে কি যেটা তাৎক্ষণিক কাম্য?

বিশ্লেষণঃ আছে, যা আয়াতের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে – فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

(তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদের স্মরণ করব।)-এর কখনোই ব্যতয় ঘটে না।

হালঃ বাম পাশের স্তনের দুই তিন আঙ্গুল নিচ থেকে উপর পর্যন্ত প্রায় একমাস ধরে কেমন যেন চুকানির মতো মনে হয়। কোনো কোনো সময় পুরা বাম হাতেও চুলকানির মতো বোধ হয়। বিশেষত নামাযের মধ্যে যখন কলবের খেয়াল হয় তখন খুব বেশি হয়ে যায়!

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ যিকিরের আছর। মুবারক হোক। তবে হার্টের বলকারক, সতেজকারক ও প্রফুল্লতার ওষুধ ব্যবহার জরুরি। যেন হৃদরোগ না হয়ে যায়। যিকিরের মধ্যে যদি যরব বা হাবসে দম-এর আমল চালু থাকে তাহলে কিছুদিনের জন্য মুলতবি করে দিন।

***

হালঃ বেশিরভাগ সময় মনে হয় দিল যিকির করতে থাকে। ধ্যান প্রায় সকল সময় আল্লাহ তাআলার দিকেই থাকে। কলবের অবস্থা সবসময় এমন থাকে যেমন কারোর অপেক্ষা করার সময় হয়ে থাকে।

বিশ্লেষণঃ প্রশংসনীয় প্রভাব। আল্লাহ আরও বাড়িয়ে দাও। আরও...

***

হালঃ একদিন যিকির করতে করতে হঠাৎ আমার কাছে প্রকাশিত হল যে, কলব আয়নার মতো স্বচ্ছরূপে আছে। যার ওপর মনে হল হালকা ও সুক্ষ্ম নীল পর্দা আবৃত। সে সময় কলবের মধ্যে এক ধরনের শান্তি ও শীতলতা অনুভূত হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কলবকে আয়নার মতো স্বচ্ছ মনে হচ্ছিল। প্রথমে ভাবলাম– এটা বুঝি নিছক কল্পনা। কিন্তু এই হালত কেটে যাওয়ার পর বহু কল্পনা করে সে ভাব ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। এবং কলবের সেই শান্তি ও শীতলতাও আর পেলাম না।

বিশ্লেষণঃ কোনো সন্দেহ নেই যে, সেটা নূর ছিল এবং যা ছিল তিন নূরের সমন্বিত রূপ। কলবের, রূহের এবং খফী-র নূর। প্রথম:- খোদ কলবের নূর যার ওপর প্রভাব বিস্তার করে ছিল রূহের নূর। কলবের লাল নূরকে ঢেঁকে রেখেছিল রূহের সাদা নূর। দ্বিতীয় রূহের শুভ্র ও সাদা নূর যাকে পরাভূত করে রেখেছিল খফীর নূর যার রং নীল। কলবের ওপর এই সমন্বিত নূর চোখে পড়া হযরত হাজী সাহেব রাহ.এর রূচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর মতে শুধু লতীফায়ে কলব মনোযোগ দেওয়ার যোগ্য। অন্য সকল লতীফা কলবেরই অনুগামী। তাছাড়া এটা হাদীসের সঙ্গেও মিলে যায়। হাদীসে রয়েছে–

اَلا اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ

(মনে রেখ, মানব দেহে রয়েছে একটি গোশতের টুকরা, সেটা যখন সৎকর্মশীল হয়ে যায় তখন সারা দেহ সৎ হয়ে যায়।)

www.islamfind.wordpress.com

এগুলো প্রশংসনীয় হালত এবং সালিকের জন্য আনন্দ ও প্রশান্তিদায়ক। এই দৃষ্টিতে এটা রহমত ও বিশেষ করুণা। কেননা প্রশান্তি তো রহমতই। তবে মাকসূদ নয়। যেমনিভাবে অন্য সকল নিয়ামত যা হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ, সে কারণে উপরিউক্ত নিয়ামত শুকরিয়ার যোগ্য। নিয়ামতের দিকে মনোনিবেশের প্রতিটি স্তরই অসন্তোষ ও অন্তরায় নয়, বরং শুধুমাত্র যখন সেটা নিয়ামতদাতার প্রতি মনোনিবেশের আয়না না হয়। আর যে সাদামাটা মনোনিবেশ সাদামাটা ইচ্ছায় ঘটে এবং নিয়ামতদাতার প্রতি মনোনিবেশের চাইতে প্রবল না হয় সেটা প্রতিরোধযোগ্য নয়।

হালঃ এরপর ঐ কল্পনা ও ধ্যানকে অনর্থক মনে করে ছেড়ে দিলাম এবং ইস্তেগফার করলাম যে, অহেতুক একটি কাইফিয়াতের জন্য আমি এত দীর্ঘসময় ধ্যান করে কাটালাম।

বিশ্লেষণঃ স্বেচ্ছায় তো আসলেও ঐদিকে মনোনিবেশ করা উচিত নয়। তবে এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টারও কোনো প্রয়োজন নেই। মুলকথা এই যে, ঐটাকে মনে মনে স্মরণও করা যাবে না আবার প্রত্যাখ্যানও করা যাবে না। কারণ উভয়ক্ষেত্রেই গায়রে মাকসূদের প্রতি মনোনিবেশ করা হয়ে যায়। প্রথম ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোনিবেশ হয় আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হয় নেতিবাচকভাবে। আর এভাবে গায়রে মাকসূদের দিকে মনোনিবেশেটাই হল আল্লাহকে পাওয়ার পথে অন্তরায় (হেজাব)। বিষয়টি অতি সুক্ষ্ম, খুব ভালো করে বোঝা খুবই জরুরি।

***

হালঃ একদিন তিন হাজার বার যিকির করার পর কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। তখন যিকির চালু হয়ে গেল। তাতে খুব আনন্দ লাগল। কলবের ওপর একটি সবুজ খেজুরের ডালের মতো কিছু একটা উপরের দিকে আকর্ষণ করছিল। ঐটার ভিতরে আশ্চর্যরকমের আওয়াজ হচ্ছিল। অল্প একটু পরেই ঐ ডাল মাঝখান থেকে ফেটে গেল এবং পাতাগুলো থেকে বৃষ্টির মতো অনেক ফোটা কলবের উপর ঝড়তে থাকল। আওয়াজ পেছনে গর্দানের কাছাকাছি গিয়ে থেকে গেল। এরপর জেগে উঠলাম।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ তাআলা-ইরশাদ করেন–

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا

'তারবিয়াতুস সালিক' ষষ্ঠ অধ্যায়-১৩১

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ– তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ তাআলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেনঃ পবিত্র বাক্য হল পবিত্র 'বৃক্ষে'র মতো। তার 'শেকড়' মজবুত এবং 'শাখা' আকাশে উত্থিত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরত ফল দান করে। – সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ২৪-২৫

এই খেজুরের ডাল আয়াতের 'শাখা'র অন্তর্ভুক্ত। যার দ্বারা বোঝানো হয়েছে নেক আমলসমূহকে। বিশেষভাবে যিকিরকে। যিকিরের রূপক প্রতিকৃতি 'খেজুরের ডালের মতো' চোখে পড়েছে এই কারণে যে, 'পবিত্র বৃক্ষের' তাফসীর করা হয়েছে খেজুরে বৃক্ষ বলেই। কলবের উপর ঐ ডাল দেখার তাৎপর্য এই যে, এই ডালরূপী আমলের শেকড় কলবের মধ্যেই। উপরের দিকে আকর্ষণ-এর ব্যাখ্যা হল— 'এবং শাখা আকাশে উত্থিত।' 'আওয়াজ' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে আমলের 'জীবন্ত ও স্থায়ী' হওয়ার দিকে। কেননা মাকবূল আমল 'জীবিত'-এর মতো আর 'গায়রে মাকবূল' আমল রূহ অর্থাৎ কবূলিয়্যাত শূন্য হওয়ার কারণে মুর্দা বা মৃতের মতো। খেজুরের ডাল ফেটে যাওয়া ফল প্রদানের জন্য খেজুর গাছের শাখাবহুল হওয়ার রূপক প্রতিকৃতি। ঐ ডাল থেকে বৃষ্টির মতো ফোটা ফোটা পড়া আমলসমূহের ফলাফলের রূপক পন্থা। যেটাকে আয়াতে বলা হয়েছে– '...অহরহ ফল দান করে' ফোটা ফোটা আকৃতিতে দেখার দ্বারা ইঙ্গিত এই দিকে যে, আমলসমূহের ঐ সব ফলাফল রূহের সঞ্জীবনী। কেননা ঐ সব আমলের যে ফলাফল সৃষ্টি হয় যেমন আহওয়াল (ভাবান্তরসমূহ) ওয়ারেদাত (অযীফার কারণে সৃষ্ট অবস্থাবলী) এগুলোর দ্বারা কলবের মধ্যে প্রকৃত হায়াত ও জীবনীশক্তি হাসিল হয়। গর্দানের কাছাকাছি আওয়াজ খতম হওয়ার দ্বারা ইশারা হল কামেল পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত হওয়ার দিকে। এইভাবে যে, সেটা পূর্ণ রূহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু গর্দান শাহরগের স্থান, যার সঙ্গে রূহের বিশেষ সম্পর্ক আছে। সারকথা এই যে, খুব ভালো হালত এবং শুভ ইঙ্গিত এবং প্রশংসনীয় তবে মাকসূদ নয়। নিয়ামত মনে করে শুকরিয়া আদায় করা উচিত। মাকসূদ মনে করে বুযুর্গী ভাবা উচিৎ নয়।

***

হালঃ এক সপ্তাহ হয়ে গেল তাহাজ্জুদের পর যিকিরের সময় আমার কাছে এক ব্যক্তি হাজির হয়েছিল। আমি তার পা টিপতে শুরু করলাম। পরে হঠাৎ সে গায়েব ও অদৃশ্য হয়ে গেল। অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল– আমি খাজা মঈনুদ্দিন। জানি না এটা কী দেখলাম!

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ যিকিরের মাঝে যে ঘটনা ঘটেছে, সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা সঠিক। এটা সঠিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু এটাকে বুযুর্গী মনে করা যাবে না। এ ধরনের ঘটনা আমলের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঘটে থাকে।

***

হালঃ গত পরশু দিনের আশ্চর্য ঘটনা, প্রতিদিনের মতো রাত দুটোর সময় উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে যিকির করছিলাম। তের তাসবীহ পূর্ণ করার পরও যিকির বন্ধ করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। এত স্বাদ লাগছিল আর এত একাগ্রতা ছিল যে, হঠাৎ করে সরাসরি 'ইল্লাল্লাহ'-এর যিকির শুরু হয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টা গণনাবিহীন যিকিরের এমন হালত ছিল যে, দুচোখ থেকে অবিরাম অশ্রুর ধারা ঝরছিল, আওয়াজ এতটা উচ্চ হয়ে পড়েছিল যা আর কখনো হয় নি। সেই অবস্থাতে মনে হল যে, জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত একজনের উপর অন্যজন এভাবে ফেরেশতাদের একটি কাতার। আমি প্রত্যেক ফেরেশতার কাছে গিয়ে গিয়ে 'ইল্লাল্লাহ' বলছি এবং সেই সঙ্গে ফেরেশতাকে এই অনুরোধও করে রাখছি যে, আপনি এর সাক্ষী থাকবেন। এভাবে করতে করতেই আমি আসমানের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম এমন কি মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে এমনভাবে 'ইল্লাল্লাহ'এর যিকির করতে থাকলাম যেমন বড় ধরনের কোনো বিপদে পড়ে গেলে কেউ নিজের মালিকের নাম নিয়ে দোহাই দিতে থাকে, সেভাবেই দীর্ঘসময় পর্যন্ত আমি যেন দোহাই দিতে থাকলাম। হঠাৎ করে হুকুম হল যে, এ লোক এরকম করে চিৎকার করছে কেন? একে গের করে দাও আর বলে দাও যে, যে পর্যন্ত শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণ না করবে সে পর্যন্ত কোনো কথাই শোনা হবে না। এ কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে, চিৎকার করে 'ইল্লাল্লাহ' বলতে বলতে সেখানে থেকে ফিরে আসছিলাম। এর মধ্যে এক স্থানে দেখলাম ফেরেশতাদের অনেক ভিড়, রাজকীয় একটি উঁচু সিংহাসনে আসন গ্রহণ করে আছেন হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার প্রাণ তাঁর জন্য উৎসর্গীত, তাঁর সম্মুখে ঘাড় নিচু করে আপনি কিছু একটা লিখছিলেন অথবা কোনো কিতাব পড়ছিলেন। আমি প্রিয়নবীকে দেখামাত্রই ব্যতিব্যস্ত হয়ে খুব উচ্চস্বরে 'লা-ইলা-হা-ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূ-লুল্লাহ' বলতে শুরু করে দিলাম। আমি তখন ভীষণ কান্নাকাটি করছিলাম। অল্প একটু পরেই নবীজী মাথা উঁচু করে ইরশাদ করলেন– তুমি কেন পূর্ণরূপে শরীয়তের অনুসরণ কর না? এ কথা শুনে আমি চিৎকার করে কাঁদতে থাকলাম। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

www.islamfind.wordpress.com

আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আল্লাহর দরবারে তওবা কর। আমি সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম এবং কেঁদে কেঁদে তওবা করলাম। এরপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তোমরা সকলেই দুআ করতে থাক। এরপর খোদ নবীজী, আপনি এবং উপস্থিত সকল ফেরেশতা আমার জন্য দুআ করলেন। অনেক সময় পর্যন্ত দুআ চলতে থাকল। ফজরের আযানের সময় হয়ে গেল। মসজিদে আযান হল। আমার কানে আযানের আওয়াজ প্রবেশ করতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। খেয়াল করে বুঝতে পারলাম যে, দুআর উদ্দেশ্যে আমার হাত উঁচু করাই ছিল। সেই মুবারক মজমা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঐ মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় খুবই ব্যাকুল হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার জন্য প্রিয়নবীর, আপনার এবং সকল ফেরেশতার দুআ করার কথা স্মরণ করে সারাদিন এত আনন্দ হল যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সকালে নিজের খানার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে করজ করে অনেক প্রকারের উত্তম খানার এন্তেজাম করলাম। ভাবলাম বেতন থেকে করজ পরিশোধ করে দিব।

বিশ্লেষণঃ সুবহানাল্লাহ! মা-শা-আল্লাহ। আমার তো একেবারে ভাবেবগ ও ওয়াজদের হালত তৈরি হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা মুবারক করুন। আপনার জন্য এটাকে বরকতের চাবিকাঠি বানিয়ে দিন। যেভাবে আপনি এর উপর আমল শুরু করেছেন, তাতে আল্লাহ তাআলা বরকত প্রদান করুন এবং এটাকে পূর্ণতায় উপনীত করে দিন।

***

হালঃ আজ সকালে যিকিরের হালতে গায়েব থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম যে, 'তোমার প্রতি আল্লাহ তাআলা রাজি হয়েছেন।' এটা কেমন ব্যাপার?

বিশ্লেষণঃ কুরআনের ঘোষণা لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ (যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহকে ভয় করতে থেকেছে তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালের জীবনে।) এই ঘোষণারই বাস্তবায়ন হয়েছে। মুবারক হোক। সুসংবাদ প্রদানের হেকমত এই যে, দিলের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হবে এবং কাজে আরও মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ নিবেদন এই যে, আজ সকালে ফজরের নামাযের পূর্বে যিকির করছিলাম। এরই মধ্যে হঠাৎ ৫-৭ মিনিটের জন্য তন্দ্রার ভাব হল। সেই সময় হুযূরকে দেখতে পেলাম, আপনি আমার দিলের মধ্যে নূরের দুইটি খুঁটি প্রতিষ্ঠা করে দিলেন এবং বলে দিলেন যে, একটি খুঁটি মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রাহ.-এর এবং অন্যটি মাওলানা কাসেম নানতুবী রাহ.-এর। খুঁটি দুইটি ছিল খুবই হাল্কা এবং খুব ঝল্‌মলে। আমার দিলের মধ্যে যখন কায়েম করা হল তখন আশ্চর্যরকম হালত হল। এখন পর্যন্ত তার আছর রয়েছে।

বিশ্লেষণঃ প্রথমটি নবুওয়াতের নেসবত আর দ্বিতীয়টি বেলায়াতের নেসবত। মাওলানা গঙ্গুহীর উপর গালেব ছিল প্রথম নেসবত আর মাওলানা নানতুবীর উপর গালেব ছিল দ্বিতীয় নেসবত। মুবারক হোক।

***

হালঃ একদিন তাহাজ্জুদের পর যিকির করছিলাম, এমন সময় মনে হল যে, আমার শরীর ফুলের মতো হাল্কা হয়ে গেল। একেবারেই কোনো ওজন নেই। কয়েক মিনিট পর্যন্ত এই অবস্থা থাকল। এই ব্যাপার আজ পর্যন্ত আর কখনো ঘটে নি। কয়েকবার যিকিরের সময় জাগ্রত অবস্থায় এমন ঘটেছে যে, আমার চোখ বন্ধ, মনে হল যে, খোলা কুরআন শরীফ আমার সম্মুখে রাখা হয়েছে এবং আমি তিলাওয়াত করছি। এক আয়াত বা দুই আয়াত পড়া পর্যন্ত এই অবস্থা থাকে।

বিশ্লেষণঃ প্রথম কাইফিয়াত যতদূর সম্ভব যিকিরের প্রভাব। যিকিরের কারণে রূহের মধ্যে সুক্ষ্মতা তৈরি হয়। আত্মীকতার প্রবলতার কারণে রূহের সেই সুক্ষ্মতার প্রভাব দেহের উপর পড়ে। মনে হয় যে, দেহ ফুলের মতো হাল্কা হয়ে গেছে। যাই হোক প্রশংসনীয় হালত তবে মাকসূদ নয়।

দ্বিতীয় কাইফিয়াত হল সারা দেহে যিকিরের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার আলামত। এটাও হালতে মাহমূদাহ বা প্রশংসনীয় হালত, তবে মাকসূদ নয়।

***

হালঃ যিকিরের সময় একদিন কোনো ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলাম। না সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হতে পারলাম, না সেই আওয়াজের মধ্যে আমার নাম শুনতে পেলাম। এটুকু ভেবে আমি আবার যিকির শুরু করে

www.islamfind.wordpress.com

দিলাম। আবারও একটি আওয়াজ পেলাম, চিন্তা করলাম। এদিক-ওদিক তাকিয়েও কাউকে খুঁজে পেলাম না। আবার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। একইভাবে তৃতীয়বারও হল। আমি এরপর আর কোনোদিকে মনোযোগ না দিয়ে যিকির করতে থাকলাম। আর কোনো আওয়াজ পেলাম না।

বিশ্লেষণঃ যতোটুকু মনোনিবেশ ওই দিকে করেছেন ভবিষ্যতে সেটুকুও করবেন না। একেবারেই ভ্রুক্ষেপ করবেন না। এগুলো সবই অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক।

***

হালঃ আমি ইতিপূর্বে আন্ওয়ার (নূর) সম্পর্কে হুযূরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হুযূর বলেছিলেন– লাতায়েকের নূর এবং দেমাগ বা মস্তিস্কের কারসাজি দুটোই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। আমি জানতে চাচ্ছি যে, দুটোর পার্থক্য কীভাবে করা যায়?

বিশ্লেষণঃ এরও কোনো আবশ্যকতা নেই। এটা জানার জন্য আপনার ব্যাকুলতা একেবারেই ফালতু এবং এটা তরীকতের মধ্যে রাহাজানির সমতূল্য।

হালঃ এই সপ্তাহে একদিন দেখলাম যে, একটি নূর বিজলীর মতো আমার সিনা থেকে বের হয়ে আবার ভেতরে ঢুকে গেল। আমি হয়রান হয়ে গেলাম। যিকিরের মাঝে বিশেষতঃ শেষ রাতে সেহরির সময় বেশিরভাগ এমন মনে হয় যে, আমার মাথার উপর আসমান এবং আসমানে তারকারাজি রয়েছে। সারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারি না যে, আমি কোথায় আছি। অথচ আমি হয়তো মসজিদে অথবা আমার কামরায় থাকি। এটাও বুঝতে পারি না যে, আমি জমিনেই আছি কি না। সারা পৃথিবী মনে হয় আলোয় আলোয় ভরে গেছে। মাথার উপর আসমান এবং নক্ষত্র। না কোনো গাছ-গাছালি না কোনো মানুষ না অন্য কিছু। মাঝে মাঝে আসমানে চাঁদও দেখতে পাই।

বিশ্লেষণঃ এর জবাবও সেটাই যা ইতিপূর্বে বলেছিলাম অর্থাৎ দুটোরই সম্ভাবনা আছে। লাতায়েফের আন্ওয়ার অথবা মস্তিষ্কের কারসাজি।

হালঃ ইতিপূর্বে বিভিন্ন বস্তুর প্রতি মনোনিবেশকে প্রতিবন্ধক মনে হতো এবং মনের মধ্যে সবকিছুর প্রতিই অনীহা ও অনাগ্রহ ছিল। এখন দেখেছি মন

www.islamfind.wordpress.com

যে কোনো বিষয়কে জানার ব্যাপারে আগ্রহী। আগে যতোটা অনাগ্রহ ছিল সবকিছুর প্রতি এখন আর ততোটা নেই। জানি না আমার কী হালত হচ্ছে। দয়া করে একটি সমাধান দেবেন।

বিশ্লেষণঃ পূর্বের হালতের চেয়ে এটা কিছুটা ভালো। যদি সকল বস্তুর প্রতি প্রকৃতই মনোনিবেশ না থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় হালতের মধ্যে ধোকা থাকে অনেক বেশি। এ-কারণে জানার উদ্দেশ্যেও ইচ্ছা করে বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করা উচিৎ নয়।

***

হালঃ নিবেদন এই যে, এস্তেকামাতের সঙ্গে নিজের অযীফা পালন করে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে ভয় ভয় লাগে। তবে খুব শিগগির আবার সেটা ঠিকও হয়ে যায়। একদিন ইসমে যাতের যিকির করতে করতে দিলের মধ্যে একটি আকৃতি দেখতে পেলাম। যা একেবারে আমার মতোই মাথা দুলিয়ে আল্লাহ আল্লাহ করছিল। দিল বলেছিল যে, এটা আল্লাহ তাআলার রূপক প্রতিকৃতি (সূরতে মেছালী)।

বিশ্লেষণঃ এটা বিপদজনক ভাবনা। বরং ভাবা উচিত যে, এটা নিজের রুহের রূপক প্রতিকৃতি যা আল্লাহ তাআলা প্রবোধ দেওয়ার জন্য উন্মোচিত করে দিয়েছেন। যেন আমি বুঝতে পারি যে, যিকিরের প্রভাব রূহ পর্যন্ত পৌছে গেছে---- যা কবূল হওয়ার আলামত।

হালঃ যার প্রতিবিম্ব পড়েছে তোমার উপর। ওইদিক থেকে যদি এই মুতাআলা না হতো তাহলে তুমি কখনোই আল্লাহকে স্মরণ করতে পারবে না। কোনো বোরকার আবরণে যেমন ঢাকা থাকে নিজের মাহবূব সে রকমই নিজের মধ্যে এবং অন্য সকল বস্তুর মধ্যে আমি আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব অনুভব করি। এবং মনে হয় প্রত্যেক বস্তুই তাঁরই মাযহার বা প্রকাশস্থল। যেমন আয়নার মধ্যে সূর্যের প্রতিবিম্ব।

বিশ্লেষণঃ কিন্তু এটা মনে করা যাবে না যে, মাযহার বা প্রকাশস্থল হওয়ার হালত হুবহু ওই রকম। আপনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা শুধুমাত্র বোঝানোর জন্য চলবে ওইভাবে বিষয়টাকে বিশ্বাস করা যাবে না।

হালঃ কোনো বস্তুকে নিজের দিকে মানসুব করতে (যেমন আমার) গায়রাত ও লজ্জাবোধ হয়। মনে হয় যে, আমি আবার কী? যদি নিজের নেক কাজের

www.islamfind.wordpress.com

প্রতি দৃষ্টি পড়ে তাহলে তাঁর দয়ার প্রতিবিম্ব মনে হয়। তখন খুব লযযত এবং মজা লাগে। এ কথা প্রকাশ করতে বড়ত্ব প্রকাশের মতো লাগছে। তাই খুব ভয়ে ভয়ে নিবেদন করলাম।

বিশ্লেষণঃ এটা প্রশংসনীয় এবং মুবারক।

***

হালঃ কখনো কখনো যিকিরের সময় নিজের চেহারা খুব সুন্দর লাগে।

বিশ্লেষণঃ যিকিরের নূরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

হালঃ তাহাজ্জুদ কোনো কোনো সময় কাযা হয়ে যায় এবং এমন কোনো স্বপ্নও হয় না, যা দেখে জেগে উঠব। কিন্তু ফজরের নামায বিলম্ব হলেই ওই ধরনের স্বপ্ন দেখি। যেমন দেখি যে, জামাত তৈরি অথচ আমি ওযু করছি। এটা দেখেই হুড়মুড় করে উঠে পড়ি। কয়েকবার এমনও হয়েছে যে, ঘুমের মধ্যেই কেউ যেন ডেকেছে— মৌলভি সাহেব। শোনার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠেছি। একবার কেউ একেবারে নাম ধরে ডাকল— মৌলবী রফিউদ্দীন সাহেব। আমি সঙ্গে সঙ্গেই জেগে উঠেছি। আলহামদুলিল্লাহ। আমি জানতে চাই যে, এটা কিসের আওয়াজ? ইহজগতীক না ঊর্ধ্বজগতীয়?

বিশ্লেষণঃ যতোদূর সম্ভব ঊর্ধ্বজগতীয়। লাতায়েফে গায়েবিয়ার মাধ্যমে এসলাহ ও সতর্কতা প্রদান করা হয়। যদিও এটা প্রশংসনীয় তবে মাকসূদ নয়। এটা হওয়া কোনো বুযুর্গীর ব্যাপার নয় আবার না হওয়াও কোনো ক্ষতির কারণ নয়।

***

হালঃ রাতে যখন তাহাজ্জুদ পড়ে বার তাসবীহ শুরু করলাম কিছুক্ষণ পর দেখি যে, পুরা মসজিদ আলোকিত হয়ে গেছে। চোখ খুলে দেখলাম তখনও আলোকিতই মনে হল।

বিশ্লেষণঃ এই সকল বিষয় এই কারণেও প্রকাশ পায় যে, সালিকের মনে যেন প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়। এবং তরীকতের কর্মকাণ্ড যিকির-শোগল ইত্যাদি যেন সহজ হয়।

***

হালঃ নিবেদন এই যে, আজ একটি নতুন বিষয় ঘটেছে। যিকির করতে করতে খুব মজা ও স্বাদ পেলাম অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি। এই মজার

www.islamfind.wordpress.com

মধ্যে সারা দেহ ভারী মনে হতে লাগল এবং শরীরে বোঝার মতো বোধ হল। অনেক সময় পর্যন্ত এই হালত ছিল। হাত ও আঙ্গুলগুলো মোটা মনে হওয়া পূর্বেও কখনো কখনো হতো। কিন্তু বোঝা বোধ হওয়ার ঘটনা পূর্বে কখনো ঘটে নি। আজকেই প্রথম এটা হল। সকালে তিলাওয়াতেও আজ অন্য সময়ের চেয়ে বেশি মজা পেয়েছি।

বিশ্লেষণঃ অযীফার কারণে ঊর্ধ্বজগতীয় প্রভাব প্রথমে কলবের উপর পড়ে। আর কখনো কলব থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও পড়ে। ঐ প্রভাব যদিও অদৃশ্য কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈহিক প্রভাবের আকৃতিতেও প্রকাশ হয়ে থাকে। যেমন অহীর প্রভাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারকের উপর ওজনের আকৃতিতে হত। নিয়ম হল খুশি ও আনন্দের সময় শরীর ফুলে যায়। একইভাবে বাতেনী মজার প্রভাব দেহের উপর কখনো এভাবেও প্রকাশ হয় যে, দেহ ফোলা ও মোটা বোধ হয়, বাস্তবে ফোলেও না মোটাও হয় না।

লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহ আল্লাহ যিকিরের পার্থক্য

হালঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ যিকির করার সময় যখন এর অর্থের প্রতি খেয়াল হয় (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই) তখন মনের মধ্যে এই ওয়াসওয়াসা আসে যে, এটা (কথাটা) আমি কাকে বলছি? এই খেয়ালের কারণে কখনো তো মনে মনে আল্লাহ তাআলাকে সম্বোধন করি এবং তাঁকেই বলি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই— এ-কথাটি আপনার ব্যাপারেই আমি বলছি, হে আল্লাহ। আবার কখনো নফস ও শয়তানকে লক্ষ্য করে বলি যে, দেখ আমার মাবূদ আল্লাহ তাঁর অবস্থা এমন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবূদ নেই। কখনো এমন ভাবনা হয় যে, এই শব্দগুলো (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ) তো আল্লাহ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করে। শুধু আল্লাহ আল্লাহ-এর যিকির হওয়া উচিৎ— কয়েকদিন থেকে এই ওয়াসওয়াসা হচ্ছে। ইল্লাল্লাহ যিকির করার সময়ও মনের মধ্যে একই ভাবনা হতে থাকে। যখন আল্লাহ আল্লাহ যিকিরের পালা আসে তখন ঐসব ভাবনা দূরে সরে যায় এবং এই যিকিরের সময় খুব ভালো লাগে, মনের মধ্যে প্রফুল্লতা আসে। মনে হয় যে, এখন আমি আমার আল্লাহকে বলছি আর তিনি শুনছেন। এই যিকিরের সময় আমি নিজের দিলের মাকসূদগুলোও বলতে থাকি। যেমন মুখে তো থাকে যিকির— আল্লাহ আল্লাহ, আর মনে মনে বলতে থাকি— দয়া কর, মাফ কর ইত্যাদি। সারকথা

www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহ আল্লাহ যিকির করার সময় নৈকট্য বেশি বোধ হয়। আর লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-এর সময় দুরত্ব।

বিশ্লেষণঃ এই নৈকট্য এবং দুরত্ব আপনার কল্পনার ব্যাপার। নতুবা বেশি নৈকট্য লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-এর মধ্যে। কেননা এই যিকিরটা মাছুর বা বর্ণিত। এছাড়া অন্য যিকির অর্থাৎ ইল্লাল্লাহ অথবা আল্লাহ আল্লাহ একাগ্রতা সৃষ্টির বিবেচনায় নির্ধারণ করা হয়েছে।

লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহর যিকিরে অনুপস্থিতির ধারণা

হালঃ বার তাসব্বীহের যিকিরের বেশিরভাগ সময় মনে হয় যে, আল্লাহ তাআলা তো খুব কাছে রয়েছেন যেমন হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত...

اَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِيْ

আমি তার সঙ্গী যে আমাকে স্মরণ করে। অথচ কালেমা লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ উপস্থিত বা সম্বোধনসূচক নয় (তৃতীয় পুরুষ)। অর্থাৎ এমন আলফায হওয়া উচিৎ যা (মধ্যম পুরুষ) উপস্থিতের জন্য ব্যবহার করা হয়। প্রায়ই এই ভাবনাটা মনে জাগে। এই কারণে কল্পনায় এই আলফাযকে উপস্থিতের মতো বানিয়ে নেই। অর্থাৎ এইরকম ভাবি যে, হে আল্লাহ এগুলো আপনার সিফাত, আমি এভাবে আপনাকে স্মরণ করছি। আপনার সিফাত এই...

বিশ্লেষণঃ আপনার এই কল্পনা ও খেয়াল ঠিক নয়। কেননা আল্লাহর সর্বাধিক হুযূর ও নৈকট্য ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে। শব্দ ও শিরোনাম পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত ছিলেন তিনি।

যুক্তির কথা এই যে, বড় ব্যক্তিদের সম্মুখে উপস্থিতির হালতে অনুপস্থিতি সুলভ শব্দ ব্যবহার করার নিয়ম প্রচলিত। যেমন বড় বড় রাজা-বাদশাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলা হয়, সরকার ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। বিচারকের সামনে বলা হয়, মাননীয় আদালত নির্দেশ দিলে... এইভাবে (তৃতীয় পুরুষে) অনুপস্থিত সূলভ শব্দ ব্যবহার করা হয়।

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা 'নৈকট্য'-এর অবস্থাও 'আড়ালের আড়ালে' আরও আড়ালেরও আড়ালে। সুতরাং এক হিসাবে তিনি খুব নিকটে অন্য হিসাবে তিনি খুব দূরে। এজন্যই কখনো বলা হয় লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবূদ নেই) আবার কখনো বলা হয় লা-ইলা-হা ইল্লাহ আনতা (তুমি ছাড়া কোনো মাবূদ নেই)।

www.islamfind.wordpress.com

যিকিরের মাঝে স্ত্রী-বিয়োগের ব্যথা শামিল হওয়া

প্রশ্নঃ নিবেদন এই যে, ইতিপূর্বে অযীফা আদায়ের সময় হৃদয়ের কোমলতা ও চোখের পানি খুব কমই আসতো। কখনো কখনো এলেও, আসতো বহু কষ্টে। কিন্তু আমার গৃহিনীর ইন্তেকালের পর থেকে বিনা কষ্টে ও বিনা ইচ্ছাতেও যিকিরের সময় খুব কান্না আসে। চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এতে স্ত্রীর বিয়োগ-ব্যথার মিশেল আছে। কী করি! এই মিশ্রণকে কি দিয়ে ঠেকাব? একাকি বসলেই বিবির কথা স্মরণ হয় এবং দিল ঘাবড়ে যায়। নিবদন এই যে, হুযূর দুআ করবেন এবং কোনো তদবীর বলে দিবেন— যেন প্রশংসনীয় যিকিরের সঙ্গে এই দুনিয়াবি স্মরণের মিশ্রণ না ঘটে।

বিশ্লেষণঃ এই মিশ্রণ গায়রে এখতিয়ারি। তাই ক্ষতিকর নয়। সুতরাং এটা প্রতিরোধের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। বরং ভগ্ন হৃদয় হওয়ার এই হালত নিজ প্রভাবের বিচেনায় মূল লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক। এজন্য এটা উপকারী, কোনো চিন্তা করবেন না।

যিকিরের মধ্যে রিয়ার এলাজ

হালঃ কয়েকদিন ধরে মনের মধ্যে একটি দ্বিধা ও দ্বন্দ তৈরি হয়েছে। সেটা এই যে, যদি কোনো রাতে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যায় এবং সময় স্বল্পতার কারণে ১২ রাকাত তাহাজ্জুদ আদায় করতে গেলে আযানের পূর্বে বার তাসবীহ আদায় করা যায় না। তাহলে ১২ রাকাত পড়ে বার তাসবীহ বাদ দিয়ে দিব নাকি তাহাজ্জুদ সংক্ষেপ করে (৪ অথবা ৮ রাকাত পড়ে) আযানের পূর্বেই বার তাসবীহ সেরে নিবে। বার তাসবীহ বাদ দিতে মন চায় না। কারণ আযানের পর আদায় করতে গেলে লোকে ভাববে যে, শেষ রাতে উঠতে পারে নি। ওই সময় এটা ভেবে রিয়া থেকে বেঁচে যাই। আরে লোকে কী ভাববে তাতে তোর কী? লোক কি তোর লাভ-লোকসানের মালিক? মনকে এসব বুঝিয়ে আযানের পর আদায় করি। কিন্তু এ-ব্যাপারে হুযূরের মত যেনে আমল করতে চাই। আমার কী করা উচিৎ? ১২ রাকাত তাহাজ্জুদ রেখে বার তাসবীহ বাদ দিব? নাকি তাহাজ্জুদ সংক্ষেপ করে বার তাসবীহ যথাসময়ে পড়ব?

বিশ্লেষণঃ বার তাসবীহ যদি আপন বৈশিষ্ট্যে যেহের ও যরবসহ উদ্দেশ্য হিসাবে আমল হত তাহলে সেটাকে অগ্রগণ্য করার ব্যাপারে রিয়ার পরোয়া করা হত না। বরং খোদ রিয়ার এলাজ করা হত। কিন্তু তার মধ্যে তাহাজ্জুদের মুকাবেলায় মাকসূদিয়্যাত নেই। এজন্য তাহাজ্জুদকেই অগ্রগণ্য করতে হবে।

www.islamfind.wordpress.com

সে কারণে বার তাসবীহ ওই সময় ছুটে গেল যাক। দিনে যেকোনো সময় সেটা পূর্ণ করে নেওয়া মুনাসিব।

যিকিরের সময় অস্থিরতার এলাজ

হালঃ বর্তমানে আমার হালত খুব খারাপ। আল্লাহ তাআলা রহম করুন। মামূলাত পুরাপুরিই আদায় হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই নিয়মিত অযীফা চালু আছে। এর মাঝে বাদ পড়ার ঘটনা একেবারেই ঘটে নি। এক সপ্তাহ পূর্ব পর্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে যিকির বা মাযকূর-এর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ থাকতো । অল্প কিছুদিন ধরে এমনও হয়েছিল যে, এই অধম নিজ মাবূদের সম্মুখে হাজির হয়েছে। এটা একান্তই তাঁর দয়া ও অনুকম্পা। নতুবা আমি তো একেবারেই এর উপযুক্ত নই। এই কথা ভাবতেই অঝোরে দুই চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকত। প্রায়ই এই অবস্থা হত। কখনো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কখনো অল্প সময় এই অবস্থা চালু থাকত। এই ব্যাপারে আমার কোনো বক্তব্য নেই। এরকম হয়ে গেলে আলহামুদিল্লাহ, না হলে কোনো দুঃখ নেই। এই ছিল মানসিকতা। কারণ আমি মনে করি আসল মাকসূদ যিকির এবং আল্লাহ তাআলার রেযা বা সন্তুষ্টি। কিন্তু কিছুদিন থেকে যিকিরের সময় ভীষণ আনমনা ভাব হচ্ছে। কোনোভাবেই যিকিরের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ বোধ হচ্ছে না। এত বেশি নিরাসক্তি ও নিস্পৃহতা হয় যে, বারবার ইচ্ছা হয় যিকির বন্ধ করে দেই। এতদিনও তা করি নি। কিন্তু আজ না করে পারি নি, নির্ধারিত পরিমাণের অর্ধেক হওয়ার পর বন্ধ করে দিয়েছি। আর বন্ধ করে দেওয়ার পর আরও বেশি অশান্তি হল এবং অশান্তি চলতে থাকল। খুব ইচ্ছা হল যে, এভাবেও যখন শান্তি হল না তাহলে পুরাই করে নেই, কিন্তু সেটা করতে পারলাম না। এক সপ্তাহ ধরে ভীষণ পেরেশান। একাগ্রতার সঙ্গে যখন আল্লাহ তাআলার যিকির করতে পারছি না তাহলে তো লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই মাটি হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা রহম করুন। হুযূর দুআ করবেন এবং মুনাসিব নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করবেন।

বিশ্লেষণঃ পেরেশানীর কোনো ব্যাপার নেই। কিছু কিছু স্বভাবগত কারণে এমন হয়, হতে পারে। আপনার যিকির পরিবর্তন করা দরকার। অর্থাৎ যত সময় ওই যিকির করতেন তত সময় কুরআন তিলাওয়াত, নফল নামায, দুরূদ শরীফ অথবা যেদিকে মন টানে সেই রকম কিছু করুন। এক সপ্তাহ পর এই চিঠিসহ আবার যোগাযোগ করবেন।

www.islamfind.wordpress.com

অধিক যিকিরের চেয়ে অধিক তিলাওয়াতের প্রাধান্য

জনৈক খলীফার হালঃ আল্লাহর মেহেরবানীতে নির্দেশিত যিকির নিয়মিত আদায় হচ্ছে। বাকি সময় তিলাওয়াতে কুরআন বেশি বেশি করে থাকি। নতুন কোনো হালত নেই হুযূরকে জানানোর মতো। নতুন একটি বিষয় অনুভব করছি যে, তিলাওয়াতের প্রতি যতোটা আকর্ষণ আছে, আযকার (যিকিরসমূহ)-এর প্রতি ততোটা নেই। অথচ শুরুতে ব্যাপারটি ছিল একদম উল্টা। যদি কোনোদিন ওযরবশত তিলাওয়াত করা সম্ভব না হয় অথবা তিলাওয়াত অল্প হয় তাহলে কলবের মধ্যে বিষণ্নতার ভাব এসে যায়। এ কারণে আশঙ্কা হয় যে, এটা মাযমূম হালত কিনা?

বিশ্লেষণঃ আসল মাকসূদ এই হালতটাই যে, যিকিরের চাইতে তিলাওয়াতের প্রতি আকর্ষণ বেশি হবে। শুরুতে উল্টা হওয়াটা কারণবশতঃ সেটা অস্বাভাবিক।

মৌখিক যিকির

প্রশ্নঃ মৌখিক যিকির যদি এমন হয় যে, নিজের কানেও শোনা যায় না, তাহলে সেটা যিকিরগণ্য হবে কি না। মাঝে মাঝে এভাবেও যিকির করে থাকি। ফেকাহশাস্ত্রে তো নিচু আওয়াজের সর্বনিম্ন পরিমাণ বলা হয়েছে নিজ কানে শোনাকে। আমি যেটা করে থাকি সেটা সিররীও নয় জেহরীও নয়। এটা বেশিরভাগ ঘটে ঘুম চেপে গেলে, যখন আওয়াজ করলে ঘুমের ভাব কেটে যাবে আবার একেবারে মুখ বন্ধ রাখতেও মনে চায় না, যার কারণে ওইভাবে নীরবে আওয়াজ ছাড়া যিকির করি।

জবাবঃ ফেকাহশাস্ত্রের কথা যেটা বলেছেন তার ব্যাখ্যা এই যে, কমপক্ষে কানে শোনা না গেলে দুনিয়াবী বিচারে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। এর অর্থ এটা নয় যে, এর কোনো সাওয়াবও হবে না। আপনি নির্দ্বিধায় আপনার আমল করতে থাকুন।

***

হালঃ পূর্বের চেয়ে মৌখিক যিকির কম আর কলবী যিকির অনেক বেশি হচ্ছে। কলবী যিকির বেশিরভাগ সময় সহজেই চালু থাকে। কাজে ব্যস্ত থাকলেও চালু থাকে। তবে মস্তিষ্কের (ব্রেণের) ব্যস্ততার সময় প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়। চেষ্টা করি যেন ঐ সময়ও সহজেই চালু রাখা যায়।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ সেটা সম্ভব নয়। কেননা একই সঙ্গে দুইদিকে মন লাগানো যায় না। কিন্তু তাতে ক্ষতির কিছু নেই। তবে মৌখিক যিকির যদি কষ্টসাধ্য হয়ে যায় তাহলে কলবী যিকিরকে যথেষ্ট ভাবলে অসুবিধা নেই। কিন্তু শুধু কলবী যিকিরকে যথেষ্ট ভাবা যাবে না। মৌখিক যিকিরও তার সঙ্গে জরুরি। এমনকি এর কারণে কলবী যিকিরের মধ্যে কিছু ঘাটতি হলেও মৌখিক যিকির করতেই হবে।

ঘুমের মধ্যে যিকিরে কলবী

হালঃ হুযূর আমাকে তালীম দিয়েছিলেন আল্লা শব্দ জোরে এবং হু শব্দ আস্তে, এই যিকির তিন হাজার বার প্রায় দেড় বছর যাবৎ যথারীতি আদায় করে আসছি। যে সম্পর্কে সবসময় হুযূরকে হালত জানিয়েছি এবং হুযূরও সবসময় জবাব দিয়ে আশ্বস্ত করে এসেছেন।

কিছুদিন থেকে এই অবস্থা হয়েছে যে, ঘুমের মধ্যে যিকির চালু হয়ে যায়। আমার কোনো কিছুই জানা থাকে না। আশপাশের ঘুমন্ত লোকদের ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং যখন আমাকে ডেকে উঠান তখন কলবের মধ্যে আগুন এবং অস্থিরতা বোধ হতে থাকে। একবার ঘুমের মধ্যে যখন যিকির চালু হল তখন নিজের আওয়াজে নিজেরই ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠার পরও কলব এবং যবান থেকে অনবরত যিকির চালু ছিল। জানি না এটা কলবের দুর্বলতা নাকি আল্লাহ তাআলার কোনো দান। আশা করি হুযূর এসলাহ করবেন।

বিশ্লেষণঃ যদি হার্ট দুর্বলতার অন্যান্য আলামতও বিদ্যমান থাকে, যেমন দ্রুত রাগ হয়ে যাওয়া, নির্জনতায় ভয় লাগা, খারাপ ধারণা বেশি হওয়া, কখনো কখনো বুকে ব্যথা হওয়া তাহলে এতে হার্ট দুর্বলতারও মিশ্রণ আছে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। আর যদি এই আলামতগুলো না থাকে তাহলে আপনাকে অভিনন্দন। মুবারক হোক। প্রথম অবস্থাতেও নিয়ামত শূন্য নয়।

আনওয়ারে যিকির

হালঃ নিবেদন এই যে, রাতে যিকির করতে করতে ঘুম ঘুম ভাবের মধ্যে হঠাৎ একটি পূর্ণিমার মতো আলোকিত চাঁদ থেকে আমার সিনায় আলো এসে পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই সেই আলো দূর হয়ে গেল।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ বিভিন্ন আলামত থেকে মনে হচ্ছে এটা যিকিরের আনওয়ার। মুবারক হোক।

***

হালঃ যিকির ও মুরাকাবার নূর-এর ব্যাপারে যে কখনো বলা হয় দেহরসের অস্বভাবিকতার কারণে হয়েছে, আবার কখনো বলা হয় তাজাল্লীর কারণে। এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য করার স্বাতন্ত্রতা চিহ্নিত করে দিলে ইনশাআল্লাহ সালেকীন ভাইদের জ্ঞান বাড়বে। এজন্যই আশা করছি বিষয়টি একটু বিশদভাবে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ পার্থক্যটাও তো সন্দেপূর্ণই হবে। আর অকাট্য হলেওবা উল্লেখযোগ্য কী এমন লাভ? উভয়টাই তো মনোযোগ দেওয়ার অনুপযুক্ত। যে পর্যায়ের উপকারিতা আছে অর্থাৎ একাগ্রতায় সহায়ক হওয়া— সেটা তো উভয় ক্ষেত্রেই সমান।

মুরাকাবার মধ্যে কুকুর ও সাপ দেখতে পাই

হালঃ রাতে মুরাকাবার হালতে কুকুর ও সাপ দেখতে পাই।

বিশ্লেষণঃ কুকুর নফসের সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ আর সাপ শয়তানের সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা নফস ও শয়তানের গুণগত চেহারার প্রকাশ করেছেন। যেন ঘৃণায় তাদের থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা নেওয়া হয়।

হালঃ দিনের বেলা প্রায়ই আমার উপর পার্থিব শত্রুদের শত্রুতার প্রকাশ হতে দেখেছি। এমনকি ছোট ভাইও আমার এবং পিতা-মাতা থেকে পৃথক হওয়ার জন্য এবং আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার জন্য একদম তৈরি হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ তাআলার রহমত যে, তিনি নিজের ছাড়া অন্য সকলের সম্পর্ক দিল থেকে বের করে দেন এভাবেই।

মুরাকাবার মধ্যে লাতায়েফের আনওয়ার দেখা

হালঃ কয়েক রাত ধরে মুরাকাবার মধ্যে একেবারে চোখে দেখার মতো এরকম কল্পনা হতে থাকে যে, দেহকে একটি আলো ঢেকে নিয়েছে। কখনো

www.islamfind.wordpress.com

আরও বেশি মনে হয় যে, সম্পূর্ণই শুধু আলো, যেন শরীর বলে সেখানে কিছুই নেই। কোনো কোনো রাত মনে হয় যে, শুধু একটি সাদা আলো সমগ্র অস্তিত্বকে ঘিরে নিয়েছে সেখানে সারাদেহও কল্পনায় আসে। এছাড়াও চতুর্দিকে আলো মাঝখানে কিছুটা কালো দৃষ্টিগোচর হয়।

বিশ্লেষণঃ এগুলো লাতায়েফের নূর। যা প্রশংসনীয় তবে লক্ষণীয় নয়।

হালঃ রাতের বেলা যেন সামান্য পর্দার আড়ালে মনে হয় প্রচুর লাল আগুন একত্রিত কিন্তু খুব দ্রুত নিঃশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ এতে দুইটি সম্ভাবনা রয়েছে। স্বভাবের মধ্যে যদি উষ্ণতা ও শুষ্কতা প্রবল হয় তাহলে তো নিশ্চিত যে, মৌল দেহরসের উত্তাপ। নতুবা মুহাব্বত ও ইশকের রূপক আকৃতি। যা সকল গায়রুল্লাহকে ভস্ম করে দেওয়ার ক্ষেত্রে আগুনের সঙ্গে তুলনীয়। এজন্য কেউ কেউ এ-ধরনের অবস্থাগুলোকে নিসবতে চিশতিয়া বলে ব্যক্ত করেছেন। কেননা এই নিসবতের মধ্যে ইশক গালিব ও প্রবল হয়ে থাকে।

হালঃ দিনের বেলা যিকিরের হালতে তন্দ্রাচ্ছন্নতার অবস্থায় অনেক জোরে আযানের আল্লাহু আকবর একবার শোনা গেল, দ্বিতীয়বারের জন্য যখন মানসিকভাবে সেই দিকে উৎকর্ণ হলাম তন্দ্রা কেটে গেল।

বিশ্লেষণঃ কখনো কল্পনাশক্তির প্রভাব হয় আবার কখনো অদৃশ্য জগতের এনকেশাফ বা উন্মোচন হয়ে থাকে। পবিত্রজগত থেকে আল্লাহকে ডাকা হয়। আপনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই প্রবল। ইনশাআল্লাহ।

হালঃ বেশিরভাগ রাতের মুরাকাবায় আলোকিত বাতি কল্পনায় আসে। দ্রুত দূর হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ বেশিরভাগ সম্ভাবনা এই যে, এটা—

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكٰوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ اَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ

(তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত। –সূরা নূর : ৩৫) আয়াতটির রূপক প্রতিকৃতি।

হালঃ কখনো স্বপ্নের মধ্যে লাল রঙের ঘোড়ার উপর সাওয়ার হই এবং সেটা দ্রুত চালাতে থাকি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এটা পশু সুলভ নফসের আকৃতি যা ভারবাহী পশুর মতো। তার উপর সওয়ার হওয়া মানে তার উপর প্রবল হওয়া।

কোনো ধ্যান ও কল্পনা ছাড়া যিকির

প্রশ্নঃ হুযূরের রচিত বিভিন্ন কিতাব, ওয়াজ ছাড়াও আমার কাছে রয়েছে যিয়াউল কুলূবসহ তাসাওউফের অনেক কিতাব। এরপরও নিজ অযোগ্যতার কারণে আমার নিম্মোক্ত কথাটি বুঝে এল না যে, প্রাথমিক মুরীদ 'লা-ইলা-হা' যিকিরের মধ্যে 'লা-মাবূদা' আর মাধ্যম পর্যায়ের মুরীদ "লা-মাকসূদা অথবা লা-মাতলূবা' আর চূড়ান্ত পর্যায়ের মুরীদ 'লা-মাওজূদা' ভাববে। এর কী ব্যাখ্যা?

জবাবঃ এটা বোঝার কোনো প্রয়োজন নেই। এই ধ্যান ও কল্পনা ছাড়াই আপনি যিকির করতে থাকুন।

শোগলে খুব স্বাদ পাওয়া

হালঃ শোগলের মধ্যে এখন এত স্বাদ পাই যে, বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

হালঃ দিনভর মন চায় যে, শুধু শোগল করতে থাকি, খাবার পরিমাণ খুব কমে গেছে।

বিশ্লেষণঃ এই কাজ করবেন না।

হালঃ অবশ্য ইসমে যাতের যিকিরের পর শরীরে কিছুটা জ্বর ও ব্যথা হয় অথচ আজ পর্যন্ত আমার কখনো জ্বর হয় নি। জানি না কী ব্যাপার এটা?

বিশ্লেষণঃ জেহের কম করুন।

যিকিরের মধ্যে ঘুম আসা

হালঃ তিনদিন ধরে যিকিরের শেষে ঘুম এসে যায়। এর এলাজ বা প্রতিরোধ কী?

বিশ্লেষণঃ ঘুম যদি খুব বেশি প্রবল হয় তাহলে ঘুমকে প্রতিরোধ না করে বরং অযীফা স্থগিত রেখে ঘুমিয়ে নেবেন। পরে কোনো সময় অযীফা পূর্ণ করে

www.islamfind.wordpress.com

নেবেন। আর যদি খুব বেশি প্রবল না হয় তাহলে হিম্মত করে জেগে থাকা উচিত।

এশার নামাযের পূর্বে অযীফা পড়া

হালঃ আমি যখন এশার নামায পড়ি, তো বিতেরের সময় থেকেই ঘুমে কাতর হয়ে যাই। নামাযের পর দুরূদ শরীফসহ আরও কিছু অযীফা থাকে, সেগুলো আদায় করতে পারি না। আমি অনেক চেষ্টা তদবির করেছি। যেমন দুপুরে ঘুমিয়েছি, এশার নামায আওয়াল ওয়াক্তে পড়েছি, দুই চোখ ডলে ডলে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু কোনোভাবেই ঘুম তাড়াতে পারি না। আর এই সর্বনাশা ঘুম শুধু নামায-অযীফার মধ্যেই আসে। যদি কথাবার্তা বলতে থাকি তাহলে আর ঘুম আসে না। এই অবস্থায় আমার কী করা উচিত।

বিশ্লেষণঃ তুমি এশার নামায খুব সকাল সকাল অর্থাৎ সূর্যাস্তের দেড় ঘন্টা পর পড়ে নিয়ো। খানা খেয়ো নামাযের পর। আর অযীফা এশার পূর্বেই করে নিয়ো।

মৌখিক যিকির এবং নফল নামাযে বেশি মনোনিবেশের রহস্য

হালঃ নফী-ইসবাতের যিকির দুই হাজার, ইসমে যাত এক হাজার, এটাই আমার অযীফা। নফী-ইসবাতের যিকিরে খুব মন লাগে, অন্য কিছুতে লাগে না। হযরতের দুআ ও খাস তাওয়াজ্জুহ চাই। একটি বিষয় বহুদিন থেকেই ঘটছে, বিষয়টি হল– ফরয নামাযের তুলনায় নফল নামাযে অনেক বেশি মন লাগে। বিশেষভাবে তাহাজ্জুদের। এটা কেমন ব্যাপার? দুআ চাই।

বিশ্লেষণঃ আসলেও অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, এই নফী-ইসবাতের যিকির স্বভাবসমূহের খুব মুওয়াফেক আর এ কারণে উপকারীও। আল্লাহ তাআলা দৈনন্দিন বরকত দান করুন। প্রিয়জনদের জন্য সব সময় দুআ করতে থাকি। মন লাগা স্বভাবগত বিষয় আকীদা বা বিশ্বাসগত কিছু নয়। এ কারণে ফারাযের তুলনায় নাওয়াফেলের মধ্যে অধিক মন লাগা ক্ষতিকর নয়। বরং কারণবশতঃ উপকারী। কেননা ফরয নামাযকে তো ফরয বিশ্বোসের কারণে আদায় করাই হবে কিন্তু নফলের মধ্যে যদি মন বেশি না লাগে তাহলে অবহেলার সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল। তবে এর গোপন রহস্য সম্ভবত এতে যে, আমার উপর ফরয না হলেও আমি এটা করলাম। আল্লাহ তাআলার বিরাট

www.islamfind.wordpress.com

পুরস্কার। আমলের মাধ্যমে আরও যোগ্যতা বাড়লে 'হাল' 'এতেকাদের' অধীন হয়ে যাবে। কিন্তু এখন যে অবস্থা তাতে এটাই অধিক সঙ্গত।

যিকিরের সময় কল্পনা ও ধ্যান

প্রশ্নঃ বার তাসবীহ পড়ার সময় দিলের মধ্যে কী খেয়াল করবে?

জবাবঃ সর্বোত্তম হল 'মাযকূর'-এর অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ধ্যান করবে, আর যদি এই খেয়াল না জমে তাহলে যিকিরের ধ্যান করবে এই ভাবে যে, এই যিকির কলব থেকে আদায় হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ ইসমে যাতের যিকির করার সময় 'আল্লাহ'-এর ধ্যান কীভাবে করবে?

জবাবঃ ধ্যান করার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রাথমিক অবস্থায় শুধু যিকিরের শব্দগুলোর দিকে খেয়াল করলেই চলবে।

হালঃ রাতের বেলা যিকির করার সময় যখন বলি লা-ইলা-হা তখন বেশিরভাগ সময় নফসের দিকে খেয়াল থাকে যে, আরে নফস তোকেও অস্বীকার করা হচ্ছে। তোর অস্বীকৃতিও-এর মধ্যে রয়েছে। তো এই রকম খেয়াল ক্ষতিকর নয় তো?

জবাবঃ যদি কষ্ট (তাকাল্লুফ) করতে না হয় তাহলে সমস্যা নেই বরং মাতলূব ও কাঙ্ক্ষিত।

খেলাফতপ্রাপ্ত একজনের চিঠি ও জবাব

হাল-১ঃ একজন যাকের বলেছে যে, যিকির, শোগল ও তিলাওয়াতে কুরআনের সময় 'আমার' ভাবনা হয় এবং আল্লাহর দিকে ধ্যান করলে বেলা তাকাল্লুফ আসমানের দিকে ধ্যান যায়। আমি তাকে বলে দিয়েছি যে, ইচ্ছা করে এরূপ করবেন না। শুধু যিকিরের প্রতি মনোযোগ দিবেন। তারপরও এরকম হয়ে গেলে কোনো সমস্যা নেই। এবার আপনি বলে দিন আমি তাকে কী বলব! আমি যা বলেছি, তাতে স্বস্তি পাচ্ছি না।

হাল-২ঃ এক ব্যক্তি বলেছেন যে, 'আমি যখন যিকির করতে বসি তখন আমার কলবের মুখ প্রশস্ত হয়ে যায় অর্থাৎ খুলে যায়। এবং কাতুকুতু বোধ হয় কিন্তু আমি নিজেকে খুব নিয়ন্ত্রণ করি। অধম এর জবাবে বলেছে এটাকে

www.islamfind.wordpress.com

'বাসত'-এর হালত মনে হচ্ছে। যদি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হয় তাহলে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই। খুব প্রাণখুলে হাসবেন। এবার আপনি বলুন কী বলা যায়।

হাল-৩ঃ অধমকে যদি কেউ ঘটনাক্রমে কোনো চমৎকার বিষয় মুনাজাত অথবা হযরত হাজী সাহেবের শাজারা অথবা কোনো ছাহেবে হালের কথা অথবা সূর করে কুরআন মাজীদ শোনায় তাহলে কোনো ভান-ভনিতা ছাড়াই খুব উচ্চস্বরে– هُوَحَيُّ মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়। আমার ধারণায় হার্টের দুর্বলতা থেকেই এটা হয়। যতই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করি কোনো কাজ হয় না। পরে খুব লজ্জা বোধ হয় যে, লোকে কী ভাববে?

বিশ্লেষণ-১ঃ আপনি যথার্থ জবাব দিয়েছেন। আরও একটু কথা বলবেন যে, অনিচ্ছাকৃত যদি এরকম ধ্যান জমে যায় তাহলে সেটাকে ঠেকানোর চেষ্টা একেবারেই করবে না। এটা সৃষ্টিগত কল্পনা, ঠেকানো সম্ভব নয়। কেউই এর থেকে মুক্ত নয়।

বিশ্লেষণ-২ঃ এটা সঠিক জবাব দিয়েছেন। এতটুকু আরও বলে দেবেন যে, এমনটি যদি নামাযের মধ্যে হয় তাহলে অবশ্যই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বিশ্লেষণ-৩ঃ এরকমই আমল করতে থাকুন। ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন। নিয়ন্ত্রণ না হলে মাযূর-অপারগ মনে করতে হবে।

***

হালঃ আমার ইতিপূর্বে যিকিরের মধ্যে মাঈয়্যাতের (সঙ্গে) ধ্যান হত, এখন আপনা আপনি হঠাৎ করেই ওয়াহদাতের (তাওহিদের) ধ্যান হতে শুরু করেছে। 'লা-ইলা-হা' বলার সময় আপনা আপনি মনে হয় যে, গোটা জগতের অস্তিত্ব হীন হয়ে গেছে। আর ইসমে যাতের যিকিরের সময় শুধু এক আল্লাহর অস্তিত্ব আছে বোধ হয়। এই হালত হযরতের রেঙ্গুন সফরের সময় থেকে শুরু হয়েছে। এরপর সেদিনের বয়ান থেকে আলহামদুলিল্লাহ তাতে উন্নতি হয়েছে। হাজী সাহেব এবং খোদ হুযূরও 'মুরাকাবা ওয়াহদাতুল উযূদ' করতে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে হুযূরের নির্দেশনা কী?

পুনশ্চঃ এই হালত যিকিরের মধ্যে হয়। যিকিরের পর সব কিছুর অস্তিত্বহীন হওয়া মনে হয় না। অবশ্য কলবের ইয়াকীন এরকমই যে সকল বস্তুই প্রকৃতপক্ষে কোনো অস্তিত্ব রাখে না।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ নিষেধ তো তাদের জন্য যাদের বোধ-বুদ্ধি অথবা মুহাব্বতের মধ্যে ঘাটতি থাকে। আপনার যদি উপকার হয় তাহলে করুন।

***

হালঃ মাঝে মাঝে যিকিরের সময় দুটি বিষয় ঘটে। একটি হল আলফায বা শব্দের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। দ্বিতীয় হল, সংখ্যা ও পরিমাণের প্রতি খেয়াল থাকে না। আমার করণীয় কী?

বিশ্লেষণঃ উভয় বিষয়কেই বর্জন করে শুধুমাত্র যিকির করতে থাকুন। এক সময় সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

হালঃ আমি যিকির করতে করতে মাঝখানে যখন শ্বাস নিই, তখন الله حاضری الله ناظری، الله معی বলে থাকি কিন্তু এখন তাওহিদের বোধ প্রবল হওয়ার কারণে ঐ শব্দগুলোকে মনের কাছে ভারী বোধ হয়। কেননা মোটের উপর নিজের উপস্থিতি, নিজের মাঈয়্যাতও কল্পিত হয়। অন্য কোনো শব্দ যদি হযরতের মুনাসিব থাকে, জানালে সেগুলো বলব অথবা যদি হযরতের মতে এগুলোই মুনাসিব হয় তাহলে এগুলোই বলব।

বিশ্লেষণঃ এইগুলোরও প্রয়োজন নেই। কিছু কিছুরও...।

কুরআন তিলাওয়াতের সময় ধ্যান এবং কামপূর্ণ নজরের এলাজ

হালঃ এই পাপী বান্দা হুযূরের নির্দেশনা মুতাবেক কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে থাকে। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত করার যে পদ্ধতি রয়েছে, সেই পদ্ধতিতে না হওয়ার কারণে মনের মধ্যে কষ্ট ও বেদনা বোধ হয়। এ-কারণে অধম হুযূরের কাছে মিনতি করছে যে, কুরআন তিলাওয়াতের কোনো খাস তরীকা জানাবেন। অধম সবসময় নিজের এসলাহ ও সংশোধনের ভাবনায় থাকে কিন্তু গুনাহ ও নাফরমানীর আধিক্যের কারণে সফল হতে পারি না। সর্বাধিক সংশোধনযোগ্য কঠিন গুনাহ হল, মন্দ চিন্তা ও কামপূর্ণ দৃষ্টি। কিছুদিন থেকে নিজেকে এতে এত বেশি আক্রান্ত দেখতে পাচ্ছি যা বলার যোগ্য নয়। এমনকি কোনো নামাযও এই বাজে ও বদ চিন্তা থেকে মুক্ত নয়। এটাকে প্রতিরোধের জন্য নানা রকম চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। দিনরাত এই চিন্তায় পেরেশান। এবার হুযূরের দুআ ও নেক নজরের খুব বেশি প্রয়োজন বোধ করছি। হুযূর দয়া করে এর কোনো এলাজ জানাবেন। ইনশাআল্লাহ আমি যথাসাধ্য আল্লাহর ফযলে সে মতে আমলের চেষ্টা চালাব।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ কুরআন মাজীদ পড়তে বসলে প্রথমে মনে করবেন যে, যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন—'আমাকে কুরআন শোনাও' এই নির্দেশের কারণে আমি পড়া শুরু করলাম। এরপর যখনই এই ভাবনা দূর হয়ে যায় অথবা দুর্বল হয়ে যায় তখন পড়া বন্ধ করে ঐ ভাবনাটা আবার নতুন করে ভেবে নিবেন। কামপূর্ণ দৃষ্টির যখন ওয়াসওয়াসা হবে তখন চিন্তা করবেন যে, এই মুহূর্তে যদি আমার উস্তাদ অথবা পীর আমাকে দেখতেন তাহলে আমি কখনোই এ অপকর্ম করতে পারতাম না। যেহেতু এখন আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন আমি কীভাবে এই কাজ করছি।

জেহরী যিকিরকারী দলে শামিল হওয়া

প্রশ্নঃ সিলসিলায়ে কাদেরিয়ার দুইজন ঘনিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তাদের একটি নিয়ম চালু আছে, এশার পর হালকা বেঁধে বসে একেবারে চিৎকার করে যিকির করতে থাকেন। সাক্ষাতের সময় এশার পর তারা নিয়ম মতো যিকির শুরু করে দিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে আমার ভাবনায় এল যে, এখন এই যিকির থেকে নিজেকে আলাদা করা উচিৎ নয়। এ-কথা ভেবে আমিও বসে গেলাম, তাদের সঙ্গে যিকির করতে লেগে গেলাম। তবে আমি অল্প আওয়াজে যিকির করলাম। এটা কি ভালো হল না খারাপ।

জবাবঃ তাদের এই যিকির যদি রসম বা প্রচলন না হয়ে থাকে তবে আপনার অংশগ্রহণটাও আদবের বিষয় ছিল।

***

হালঃ জনাব হাফেয... আপনার মুরীদ। তাঁর কাছে 'আল ইমদাদ' নিয়মিত আসে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে জোরাজুরি করছেন যে, আমার কাছে এলে আমরা দুজন একত্রে মিলে যিকির করব। তাহাজ্জুদ পড়ব। এক সঙ্গে মিলে করলে আমাদের দুজনেরই লাভ হবে। আমাদের দুজনের বাড়ি খুব কাছাকাছি। একই মসজিদে আমরা নামায পড়ি। তিনি হাফেযে কুরআন এবং মসজিদের ইমাম। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায তার পিছনেই আদায় করি। এ অবস্থায় যদি একসঙ্গে বসে মসজিদে যিকির করা যায় তাহলে কি সমস্যা?

বিশ্লেষণঃ তার সঙ্গে মিলে একত্রে যিকির করলে কোনো সমস্যা নেই। তবে তৃতীয় কেউ যেন শরীক হতে না পারে। নতুবা এটাও একটা রসমে পরিণত হবে।

www.islamfind.wordpress.com

অযীফার সময় চোখ বন্ধ করা

হালঃ অযীফা যেটাই হোক যতক্ষণ পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে খুব একাগ্রতার সঙ্গে না পড়ি ভালো লাগে না। চোখ খুললেও ভালো লাগে না। এ কারণে যদি চোখ খুলে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে নিই। এতে কোনো সমস্যা আছে কিনা?

বিশ্লেষণঃ কোনো সমস্যা নেই। এতেই যদি একাগ্রতা বেশি হয় তাহলে এমনই করুন।

শুয়ে শুয়ে দুরূদ পড়া

প্রশ্নঃ দিনের বেলা দুরূদ শরীফ পড়তে পারি না। অবশ্য এশার পর ঘুমের সময় শুয়ে শুয়ে এক শ বার দুরূদ শরীফ প্রতিদিন নিয়মিত পড়ি। যেন দিনের ত্রুটির প্রতিকার হয়ে যায়। শুয়ে শুয়ে দরূদ পড়লে কি কোনো সমস্যা হবে?

জবাবঃ কোনো সমস্যা নেই। খুব ভালো আমল।

আযানের সময় যিকির

প্রশ্নঃ আযানের সময় যিকির থামানো উচিত কি না?

জবাবঃ থামানোই উত্তম।

যিকিরের সময় মেহমান এলে

প্রশ্নঃ যদি কোনো মেহমান আসে তাহলে যিকির বন্ধ করে তার অভ্যর্থনা ও মেহমানদারী করতে হবে কি না?

জবাবঃ যেভাবে ভালো মনে হয় সেটাই করবেন।

বা-অযূ যিকির করা

হালঃ এক আধবার বিনা অযূতে যিকির করতে গিয়ে খুব অস্বস্তি বোধ হয়েছে। একেবারেই যিকিরের অমর্যাদা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে যে যিকির অসম্পূর্ণ হচ্ছে। বিনা অযুতে যিকিরে মন লাগে না। এসব কারণে এখন সব সময় অযু করেই যিকির করি। যার কারণে মনে প্রফুল্লতা বোধ হয়।

বিশ্লেষণঃ আদব-এর বিষয়টি স্বভাবসম্মত হয়ে যাওয়া কাঙ্ক্ষিত হালত।

www.islamfind.wordpress.com

সময়মতো যিকির করা

হালঃ রাতের বেলা যিকিরের জন্য যে নির্দেশনা আছে, বেশিরভাগ রাতেই আদায় করি, এতে কলবের মধ্যে আনন্দ বোধ হয়। যেন নূর লাভ করি। আর যদি কাযা হয়ে যায় এবং দিনে সেটা পূরণ করে নিই তবুও ঐ মজা পাই না।

বিশ্লেষণঃ ঐ বরকত হল সময়ের, যা ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে যিকিরের বরকত উভয় সময়েই সমান।

যিকিরের প্রতি ভালোবাসা

হালঃ যিকিরের প্রতি কলবের আকর্ষণ সীমাহীন। কোনো শুভ স্বপ্ন বিশেষ হালত অথবা ফলাফলের প্রতি কোনো মনোযোগ নেই। শুধুমাত্র যিকিরই মাকসূদ। তবে মাযকূর এখনও হাসিল হয় নি।

বিশ্লেষণঃ মাযকূর হাসিল হওয়ার একটি আলামত এটা যে, নিয়মিত আমল করা সত্ত্বেও নিজেকে অসফল বা ব্যর্থ মনে করতে থাকে।

হালঃ মাঝে মাঝে ভাবি যে, যদি আল্লাহ তাআলা সুস্থতা দান করেন তাহলে দিনরাত আল্লাহ আল্লাহ করব, কারও সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করব না এবং শরীয়তের আহকামের উপর পুরাপুরি আমল করার চেষ্টা করব। এইসব ভাবনা কি আমার জন্য উপকারী না ক্ষতিকর? শয়তানী ওয়াস্ওয়াসা নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে।

বিশ্লেষণঃ পরিপূর্ণরূপে উপকারী এব্ং আল্লাহর তরফ থেকে।

বুযুর্গদের মাজারের কাছে মুরাকাবা

হালঃ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রাহ্.-এর মাজারে গিয়ে একটি ব্যাপার জানতে পেরেছিলাম। প্রথমে আমি সেটাকে একটা সাধারণ ভাবনা মনে করে এড়িয়ে গেছি। কিন্তু কয়েকটি কারণে আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি। প্রথম কারণ এই যে, আমার কলবের মধ্যে বারবার তাগাদা হচ্ছে যে, হুযূরের কাছে বলা উচিত।

বিশ্লেষণঃ এটা কারণ হিসাবে নির্ভরযোগ্য।

হালঃ দ্বিতীয় কারণ, যখন আমি তাঁর মাজারে মুরাকাবায় রত ছিলাম, সেখানে আমার সঙ্গে ছিলেন মৌলভি... সাহেব, আমি যখন ফারেগ হলাম,

www.islamfind.wordpress.com

তখন তিনি আমাকে বললেন, ঐ মুহূর্তে হযরত গঙ্গুহী রাহ.-এর পরিপূর্ণ তাওয়াজ্জুহ তোমার প্রতি ছিল।

বিশ্লেষণঃ এই দাবি ছিল দুর্বল। আপনাদের দুজনকেই আমি পরামর্শ দিচ্ছি যে, (তাকেও এটা বলে দেবেন) এই ধরনের ব্যাপারগুলোকে মনে করবেন একেবারেই গুরুত্বহীন, ফালতু। হাল হিসাবে এগুলো আনন্দের কারণ, বক্তব্য হিসাবে এগুলো ক্ষতিকারক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলোতে নিজের চিন্তা ও খেয়ালের মিশ্রণ হয়ে যায়। এরপর ঐগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়ার কারণে ওইগুলোর ওপর ভরসা হতে থাকে। আমলের কারণে সৃষ্ট হালত অভিব্যক্তিরই যখন কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই তাহলে নিজের মনগড়া বা কল্পিত চিন্তা-ভাবনাকে গণনা করবে কে? এই ধরনের কোনো ব্যাপার যদি কখনো অনুভূত হয় তাহলে সেটা প্রকাশ করতে তাড়াহুড়া করবেন না। কমপক্ষে তিনদিন অপেক্ষা করবেন। আপনাদের দুজনকেই আমার এই উপদেশ মেনে চলার অনুরোধ করছি। এই আমলের মাধ্যমে ঐ বিষয় হয় দূর হয়ে যাবে অথবা কমে যাবে।

হালঃ মৌলভি... সাহেবের কথায় সেই বিষয়ের সমর্থন পাওয়া গেল যা আমি সেখানে বুঝতে পেরেছিলাম। আমি হযরত গঙ্গুহীর মাজারে ফাতেহা পড়ে যিকির করতে করতে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলাম এবং হযরতের মুখে শোনা কথাটির কল্পনা করছিলাম যে, 'আল্লাহ তাআলাকে সব কিছুর মূল শক্তি মনে করবে এবং পীরের কলবকে মনে করবে ধন-ভাণ্ডার। কিছু সময় আমার উপর গায়বাতের হালত চেপে বসল। হযরত গঙ্গুহীকে উত্তম পোশাক ও আকৃতিতে দেখলাম আমার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ ও মুরাকেব হয়ে আছেন। (উল্লেখ্য যে, আমি যখন মাজারে গেলাম তখন মনে মনে এই দুআ করছিলাম যে, হে আল্লাহ, মাওলানার নেসবত যেন আমাকে দান করেন। বেশ কিছুদিন পূর্বে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আমি দেখছিলাম যে, হযরত (থানভী রাহ.) আমার সিনার মধ্যে দুইটি খুঁটি প্রতিষ্ঠা করে দিলেন এবং বললেন যে, একটি খুঁটি মাওলানা গঙ্গুহী রাহ. এবং একটি মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানতুবির রাহ.। সেই দিন থেকে আমার আগ্রহ হয়েছে গঙ্গুহী রাহ.-এর পূর্ণ নিসবত হাসিল করার প্রতি) মোটকথা হযরতকে মুতাওয়াজ্জেহ (মনোযোগী) পেলাম, এরপর তিনি মাথা উঁচু করে বললেন যে, খলীল আমার প্রিয় ও নিজের লোক এবং আশরাফ আমার প্রিয় ও নিজের লোক। উভয়ের কাছ থেকেই তোমার অবিরাম ফয়েজ

www.islamfind.wordpress.com

মিলবে। নিসবত তো তোমার লাভ হয়েই গেছে। সেটাকে সুদৃঢ় করার প্রয়োজন যিকিরের আধিক্য এবং গুনাহ বর্জনের মাধ্যমে।

যেহেতু এই সব কথার ধরন আমার ভাবনা-চিন্তার বিপরীত, এই কারণে এগুলোকে আমি নিছক চিন্তা-ভাবনা ফসল বলতে পারছি না। আমি মনে করি এটা বাস্তব ও সত্যি, তবে হুযূর যেমন বলবেন সেটাই মেনে নেব।

বিশ্লেষণঃ এই ধরনের সত্য ঘটনা ঘটে থাকে। ঘটা সম্ভব। আল্লাহ এটাকে সত্য করুন।

পায়চারি করে যিকির করা

হালঃ যদি ঘুমের প্রবল চাপের সময় পায়চারী করে যিকিরের সংখ্যা পূরণ করে নেই তাহলে কোনো সমস্যা আছে কি?

বিশ্লেষণঃ কোনো সমস্যা নেই। তবে ঘুমের চাপ কমে গেলে আবার বসে পড়া উচিত।

অযীফার জন্য 'এযাজত'-এর ব্যাখ্যা

প্রশ্নঃ আওরাদ ও ওযায়েফ (অযীফাসমূহ)-এর ব্যাপারে বুযুর্গদের কাছে এযাজত চাওয়ার অর্থের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি?

জবাবঃ অযীফা দুই প্রকারের। এক প্রকার অযীফার সম্পর্ক সুলুক বা আত্মশুদ্ধির সঙ্গে। এই ধরনের অযীফার ক্ষেত্রে এযাজত চাওয়ার উদ্দেশ্য এটা নির্ণয় করা যে, অযীফাটি মুরীদের হালের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না? এই প্রকার অযীফার ক্ষেত্রে 'এযাজত চাই' বলা উচিত নয়। কেননা এতে মনে হয় যে, মুরীদ নিজে অযীফা নির্বাচন করেছে. পীরের কাছে শুধু অনুমতি চায়। এক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করবে এই ভাবে- ঐ অযীফাটি আমার হালের জন্য মুনাসিব কি না? দ্বিতীয় প্রকারের অযীফাগুলো সুলুক বা এসলাহের সঙ্গে সম্পর্কীত নয়। বরং শুধুমাত্র সওয়াবের উদ্দেশ্য যেগুলো পড়া হয়।

যিকিরের পর বিশ্রাম

প্রশ্নঃ খুব বেশি বেশি যিকিরের কারণে কখনো কখনো এমন হয় যে, মাথা এবং জিহবা উভয়টাতে ক্লান্তি পয়দা হয়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে কী শোগল বা আমল করা যায়?

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ এরূপ ক্ষেত্রে যে আমল করবেন সেটা হল আরাম। আরাম, বিশ্রাম ছাড়া স্বতন্ত্র কোনো আমল করতে গেলে এমনকি চিন্তা করতে গেলেও সেটাও হবে ক্লান্তির কারণ। তাছাড়া এই আরাম বিশ্রাম দেখতে গাফলত হলেও যেহেতু এর উদ্দেশ্য যিকিরের প্রস্তুতি, সে কারণেই ওই বিশ্রামও যিকিরের সমতূল্য। আলেমের ঘুমকে ইবাদত এ-কারণেই বলা হয়েছে।

হায়েযের সময়ে কলবী তিলাওয়াত

প্রশ্নঃ আমার ঘরওয়ালি হুযূরের মুরীদ। আল্লাহর ফযলে, হুযূরের তাওয়াজ্জুহের কল্যাণে নামায-রোযার ব্যাপারে খুবই যত্নশীলা। কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারেও আগ্রহী। নিয়মিত প্রতিদিন আধাপাড়া তিলাওয়াত করে। সুবাহানাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার-এর তাসবীহগুলো নিয়মিত পড়ে। বেহেশতী জেওর নিয়মিত পড়ে। কয়েকটি সূরা মুখস্ত করেছে। যেদিনগুলোতে নামায মাফ সে সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে যে, মুখস্ত সূরাগুলো পড়তে পারবে কিনা?

আমি নিষেধ করেছি। এতে ওই সূরাগুলো ভুলে যায়। নতুন করে মুখস্থ করতে পরে অনেক কষ্ট হয়। আমার কাছে অনুরোধ করেছে আমি যেন হুযূরের খিদমতে সমস্যাটির কথা লিখে দেই। হুযূরের নির্দেশনা মতো আমল করতে চায়।

জবাবঃ তাকে বলে দিন যে, জিহবা দ্বারা উচ্চারণ না করে দিলে দিলে বা মনে মনে সূরাগুলো পড়ে নেবে।

প্রাথমিক মুরীদের জন্য মন লাগে যেটাতে সেটাই উপকারী

প্রশ্নঃ প্রসিদ্ধ কথা এবং কিছু কিছু কিতাবে আছে যে, ফজরের নামায যেস্থানে পড়বে সেই স্থানেই সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থেকে যিকির-তিলাওয়াত করা উত্তম এবং বেশি সাওয়াব। এই নিয়ম মানব নাকি বাড়ি গিয়ে নিরিবিলিতে যিকির করব? কোনটা উত্তম?

জবাবঃ প্রাথমিক মুরীদদের জন্য মুস্তাহাব ফযীলতের তুলনায় বেশি মন লাগে যে পদ্ধতিতে, সেটাই অবলম্বন করা বেশি জরুরি।

www.islamfind.wordpress.com

যিকিরের মাঝে আযানের জবাব দেওয়া

হালঃ মাঝে মাঝে যিকির করছি এমন অবস্থায় ফজরের আযান শুরু হয়ে যায়। তখন যিকির বন্ধ করতে মন চায় না। কিন্তু এটাও মনে হয় যে, আযানের জবাব দেওয়াতেও বহু ফযীলত আছে। এই সময়ে কী করব?

বিশ্লেষণঃ আযানের জবাবই দেওয়া উচিত এবং এটাকে যিকিরের প্রতিবন্ধক মনে করা যাবে না। সুন্নতের বরকতে যিকিরের খনি আলোকিত হয়ে যায়। সুতরাং এর মাধ্যমে যিকিরের মধ্যে আরও বেশি সহায়তা হয়।

বর্ণিত দুআ দুরূদের উপর অবর্ণিত-এর সাময়িক প্রাধান্যের হিকমত

হালঃ আমার মুর্শিদ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান রাহ. দুরূদ শরীফ সম্পর্কে বলেছিলেন যে, ভাই চিশতিয়া তরীকার মাশায়েখদের আমলকৃত দুরূদ তো এই–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ..

তবে তোমার ইচ্ছা হলে এটাও পড়তে পার। আবার ইচ্ছা হলে মাছুর বা বর্ণিত দুরূদও পড়তে পার। এই অধম সবসময় দুরূদে চিশতিয়ার উপর আমল করে আসছে যদিও এটা পুরাপুরি বিশ্বাস করি যে, বর্ণিত যিকিরই সর্বোত্তম কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে এটাকে গ্রহণ করেছি শুধুমাত্র এই কারণে যে, এটা- মরহুম হযরত শায়খুল হিন্দ আমাকে তালকীন করেছিলেন এবং এটাকে মাশায়েখে চিশতিয়ার নিয়মিত আমল বলে বর্ণনা করেছিলেন। সুতরাং আমার মনে হল, এটাকে গ্রহণ করলেই হযরতের অনুসরণ করা হবে। তাছাড়া হযরতের পক্ষ থেকে আমাকে স্বাধীনতাও (এখতিয়ার) দেওয়া ছিল। এবার আমার করণীয় কী, সেটা দয়া করে আপনি বলে দিন।

বিশ্লেষণঃ আপনার আমল যেভাবে চলছে সেভাবেই চলুক, সেটা পরিবর্তন করবেন না। যদিও প্রকৃতপক্ষে 'মাছুর' অর্থাৎ বর্ণিত দুরূদই বেশি উত্তম কিন্তু কিছু সাময়িক কারণে কখনো কখনো অবর্ণিত দুরূদকে গ্রহণ করা হয়। সেই সাময়িক কারণ একটি চলমান বিষয় অর্থাৎ দুরূদটি শুরু করার ক্ষেত্রে এবং চালু রাখার ক্ষেত্রে সেটাই কারণ। আরও একটি সাময়িক কারণ সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘ সময়ের পর। প্রথম সাময়িক কারণ এই যে, আমাদের মধ্যে আসল দুরূদের যোগ্যতা নেই। সেই যোগ্যতা সৃষ্টি করার জন্য অন্য অসম্পূর্ণ পন্থা (অবর্ণিত দুরূদ) অবলম্বন করেছি। আর এটা হল একটা সুক্ষ্ম বিনয়— যেটা অগভীর

www.islamfind.wordpress.com

দৃষ্টির লোকেরা বুঝতে পারে না। এরপর পীর তার মুরীদদের মধ্যে বিনয়ের দৃঢ়তা এবং যোগ্যতার বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করার পর 'সর্বোত্তম পন্থা' নির্বাচন করে দেন অথবা নির্বাচন করার অনুমতি দিয়ে দেন। দ্বিতীয় সাময়িক কারণ এই যে, দীর্ঘ সময়ের পর 'আমলকৃত' অযীফার মধ্যে দাওয়াম বা ধারাবাহিকতার বরকত পয়দা হয়ে যায়। এসব কারণে পরিবর্তনের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না।

দুআ ও প্রার্থনার ফলাফল

হালঃ কয়েকদিন থেকে সংসারে সীমাহীন সঙ্কট টাকা-পয়সার টানাটানি ছিল। অসম্ভব রকমের কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আমি অভাবের কথা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারোর কাছে প্রকাশ করি নি। এমনকি হযরত মাওলানার কাছেও না। পরশু দিনের ঘটনা, আমি রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের জন্য উঠে অযু সেরে নামায শেষ করে বার তাসবীহ আদায় করলাম। এরপর ফজরের নামায থেকে ফারেগ হয়ে তিলাওয়াত সেরে মুনাজাতে মাকবূল পড়লাম। আমি ছাড়া বাড়িতে আর কোনো মানুষ ছিল না। আমি হাত তুলে আল্লাহর কাছে রিযিকের অভাবের কথা জানালাম এবং দুআ করলাম। দুআর পর নিজের চাদরের উপর দুই টুকরা কাগজ পেলাম। ওই চাদর গায়ে জড়িয়েই আমি বসেছিলাম। কাগজ দুইটা খুলে দেখলাম যে, পাঁচ টাকার দুইটা নোট। খুব সকালে নিরিবিলিতে মাওলানার কাছে পুরা ঘটনা বলার পর তিনি বললেন, সব ঘটনা বিস্তারিত লিখে আপনার কাছে পাঠাতে। এবং আপনার জবাব না পাওয়া পর্যন্ত ঐ টাকা খরচ করতে নিষেধ করলেন। হযরত!! এটা কেমন ব্যাপার! ঐ টাকা খরচ করব কি না।

বিশ্লেষণঃ ঘটনার হাকীকত খুঁজতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সেটা অপ্রয়োজনীয় বরং ক্ষতিকর। শরীয়তের হুকুম মতো আমল করুন। সেই হুকুম এই যে, যেই মালের মালিক সম্পর্কে জানা যায় না, গরিবের জন্য সেই মাল খরচ করা জায়েয। আপনি খরচ করুন এবং কারও সঙ্গে আলোচনা করবেন না। আর 'পড়ে পাওয়া' মালও আল্লাহর নিয়ামত, সুতরাং শুকরিয়া আদায় করুন এবং সব সময় দুআ করতে থাকুন।

কয়েকদিনের জন্য অযীফা বাড়ানো দাওয়ামের পরিপন্থী নয়

হালঃ রমযান শরীফে ছুটির কারণে অবসর অনেক বেশি, এ কারণে মনে করেছি ইসমে যাতের যিকির বেশি পরিমাণে করব।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ খুবই ভালো।

হালঃ কিন্তু পরে তো এই পরিমাণ চালু রাখার নিয়ত নেই।

বিশ্লেষণঃ কোনোই সমস্যা নেই। এটা দাওয়ামের (স্থায়ীত্বের) পরিপন্থী নয়। কেননা শুরু থেকেই এই পরিমাণকে স্থায়ী করার নিয়ত নেই। এটা হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের আমল রমযানে বেড়ে যেত।

তিলাওয়াতের আধিক্য

হালঃ অধমের আমল নিম্নরূপ– তাহাজ্জুদ নামায, বার তাসবীহ, ফজরের পর তিন হাজার ইসমে যাত, একপারা কুরআন মাজীদ, দুআ হিজবুল বাহার এবং শাজারা। বাদ মাগরিব তিন হাজার ইসমে যাত, মৃত্যু ও পরবর্তীর মুরাকাবা, এশার পর এক শ বার আস্তাগফিরুল্লাহ, এক শ বার দুরূদ শরীফ, প্রতি ফরয নামাযের পর তাসবীহে ফাতেমি। এটাই আমার বাড়িতে থাকার সময়ে আমল। এর বেশি করার সাহস হয় না।

এখানে কয়েকটি বিষয় হুযূরকে জানাচ্ছি প্রয়োজনীয় সংশোধনীর আশায়। জানি না কী কারণে যেন যিকিরের প্রতি আমার আকর্ষণ কম এবং তিলাওয়াতের প্রতি আগ্রহ খুব প্রবল। মন চায় যে, যিকির কমিয়ে যথাসাধ্য তিলাওয়াত আরও বাড়িয়ে দেই। শারীরিকভাবে দুর্বলতার কারণে মন চায় যে, প্রতিদিন যেন এক মনযিল হয়ে যায়। হুযূর অনুমতি দিলে এটা চেষ্টা করে দেখতে পারি। হুযূরের দুআর বরকতে হয়তো হয়ে যাবে। নতুবা নিজের দিকে তাকালে তো আশা জাগে না।

বিশ্লেষণঃ খুবই মুনাসিব। আসল মাকসূদ আল্লাহর প্রতি মনোযোগ ও ধ্যান, চাই সেটা যিকিরের মাধ্যমে হোক বা তিলাওয়াতের মাধ্যমে।

নিয়তের মুযাকারা

হালঃ নিয়তের মুযাকারা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী?

বিশ্লেষণঃ অর্থাৎ এই বিষটির খোঁজ-খবর করা যে, আমার নিয়ত বা লক্ষ্য গায়রে তাআত আল্লাহর হুকুম পালন ছাড়া অন্য কিছু কি না?

www.islamfind.wordpress.com

কলবের মধ্যে আল্লাহর যিকির স্থায়ী না হওয়া

হালঃ হযরত আমার দীর্ঘদিনের একটি আকাঙ্ক্ষার কথা আপনাকে জানাচ্ছি, যা আমি হাসিল করতে পারছি না। সেটা এই যে, আল্লাহর স্মরণ কলবের মধ্যে এমনভাবে বসে যাবে যে, চেষ্টা করলেও ভুলে থাকা সম্ভব হবে না এবং কলবের মধ্যে গায়রুল্লাহর আনাগোনা একেবারে অসম্ভব হয়ে যাবে। সম্ভবত এ উদ্দেশ্যে চিল্লাকাশী এবং দীর্ঘদিন সম্পূর্ণ নির্জনে থাকার আবশ্যক হবে। তবে এগুলো তো সব নিয়ম-কানুনের কথা। হযরতের ফয়েয-বরকতের কাছে আমার আশা এই যে, আমার জন্য পথ সহজ করে দিবেন।

বিশ্লেষণঃ এমনটা তো আমিও লাভ করতে পারি নি এবং আমি এমন আশাও মনে মনে করি না। কেননা অমন হলে তো আমি স্বাধীন থাকব না। নিরুপায় হয়ে যাব।

www.islamfind.wordpress.com

৭ম অধ্যায়
স্বপ্ন ও কাশ্‌ফ-এর বর্ণনা

হালঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আপনি একটি পুকুরে অযূ করছেন আর আমি একটি মসজিদে বসে আপনার অপেক্ষা করছি। কিছুক্ষণ পরে আমিও সেই পুকুরে গিয়ে অযূ করলাম।

বিশ্লেষণঃ নেক কাজে আমার অনুসরণ করার সুযোগ লাভ করবেন।

হালঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, লোকজন আমাকে বলছে, এই পথ দিয়ে যেও না, এই পথে বাঘ বসে আছে। এসব শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এবং লাফ দিয়ে উঠে একটি গাছে চড়ে বসলাম।

বিশ্লেষণঃ নফস্ এবং শয়তান থেকে নিরাপদ থাকতে পারবেন।

হালঃ জুমআর রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, কয়েকজন নেককার মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফাদের ব্যাপারে আলোচনা করছেন। হঠাৎ সেখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ আনলেন। সাদা পোশাক পরা একজন সাহাবী (যাকে আমি চিনি না) প্রিয়নবীকে জিজ্ঞাসা করলেন– مَنْ خُلَفَائُكَ (আপনার খলীফা কারা?) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, আমার পরে আমার খলীফা হলেন উমর, উসমান ও আলী। কথাগুলো আমার খুব ভালোভাবে স্মরণ আছে। সন্দেহ রয়েছে এতুটুকুতে যে, উসমান ও আলী বলেছিলেন নাকি আলী ও উসমান বলেছিলেন।

এই স্বপ্ন এবং ওই বাণীর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কি কোনো ত্রুটি আছে? অথবা এতে কি আমার জন্য কোনো কল্যাণ কিংবা সতর্কতা কিছু আছে? থাকলে মেহেরবানী করে জানাবেন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ সম্ভবত আপনার সন্দেহ হচ্ছে যে, আবূ বকর সিদ্দীকের নাম মুবারক কেন নেওয়া হল না? তো এর কারণ হল হযরত সিদ্দীকে আকবরের মধ্যে পরবর্তী তিনজনের তুলনায় চূড়ান্ত পর্যায়ের 'ফানা ফিল মাহবূব'-এর কারণে 'মাইয়্যাত' প্রবল যা বোঝা যায় আল্লাহর বাণীতে– إِنَّ اللهَ مَعَنَا (হিজরতের দিন পাহাড়ের গুহায় আত্মাগোপন অবস্থায় কাফিরদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে বিচলিত আবূ বকরকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন- 'নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন') আর প্রিয়নবীর সঙ্গে আবূ বকরের 'মাঈয়্যাত' (সঙ্গ) প্রবল হওয়ার এই কারণটাই রহস্য তাঁর এই বাণীর— আমার পরে যদি কেউ নবী হত তাহলে অবশ্যই সে হত উমর। আবূ বকরের কথা বলেন নি। কারণ ঐ একই অর্থাৎ রাসূলের প্রধানসঙ্গী আবূ বকর তাঁর এত নিকটতম যে, মর্যাদাপূর্ণ কোনো ব্যাপারই তার নাম না বললেও চলে। কিন্তু অন্য কেউই তেমন নয়। সে কারণেই হযরত ওমর-এর নাম বলেছেন আবূ বকরে নাম বলেন নি।

***

হালঃ হুযূর! এই অপদার্থের জন্য দুআ করুন যেন ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু হয় এবং দুনিয়া-আখিরাতে নাজাতের ব্যবস্থা হয়। আমি একেবারেই হতভাগা। না কিছু অর্জন আছে না কোনো যোগ্যতা আছে। অবশ্য যখন থেকে হুযূরের গোলামি করার সৌভাগ্য হয়েছে দিলের মধ্যে এক ধরনের খুশি ও আনন্দ বিরাজ করে। বিশেষ করে যে রাতে স্বপ্নযোগে হুযূরের সাক্ষাৎ লাভ করি, সেদিন মনে যেন আনন্দ ধরে না। পরশু রাতে দেখলাম হুযূর এই হতভাগাকে কিছু বলছেন। এক ব্যক্তির জাহেরি আখলাক সম্পর্কে কথা হচ্ছিল যে, এটা হচ্ছে তার জাহের, বাতেনের কোনো আদব-কায়দা নেই। রাতের বেলা বাতি জ্বলছিল কিন্তু নিভু নিভু ভাব হচ্ছিল। হুযূর অথবা অন্য কেউ বললেন যে বাতির আলো বাড়িয়ে দাও। আমি উঁচু করে দেখলাম, তেল অল্প ছিল এবং পলতে প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাতির নিচেই আমি এক টুকরা কাপড় পলতে বানানোর মতো পেয়ে গেলাম। পলতা বানালাম। এটা ভালোভাবে মনে নেই যে, পলতা বাতিতে ঢুকিয়েছিলাম কি না। এর তাবীর কি?

বিশ্লেষণঃ এগুলো সবই আলামতে মাহমূদা। এগুলোকে কামাল বা বুযুর্গী মনে করবেন না। তবে এগুলোও নিয়ামত; সে হিসাবে শোকর আদায় করুন।

***

www.islamfind.wordpress.com

প্রশ্নঃ দিনের বেলা যিকির করতে করতে ঘুমের ভাব হল। তখনই দেখতে পেলাম আমি এবং আমার সঙ্গে এক ব্যক্তি গাড়িতে উঠে একটি স্টেশনে গিয়ে নামলাম। আমার সঙ্গীর টিকেট ছিল না। টিকিট বাবু তাকে গ্রেপ্তার করল। আমার টিকেট যতদূরের ছিল তার চেয়ে এক স্টেশন বেশি এসে পড়েছি। তার হাতে টিকেট দেওয়ার সময়ই সব কথা জানিয়ে দিলাম। তিনি খুশি হয়ে টিকেট নিলেন এবং বললেন, আপনার এই ঘাটতি পূর্ণ-টিকেটওয়ালার চেয়ে ভালো। দয়া করে তাবীর জানাবেন।

জবাবঃ শরীয়তের বিরোধী কোনো কাজ হয়ে গেছে বিশেষ কোনো হালতের প্রবল হয়ে উঠার কারণে, যাতে আপনাকে মাযুর বা অপারগ ধরে নেওয়া হয়েছে। হুসনে নিয়তের (নিয়ত ভালো থাকার) কারণে সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে ভালো বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো বুযুর্গী নয়। ভবিষ্যতে সতর্কতা ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ চারদিন হল, স্বপ্নে রাত এগারোটার সময় একজন সাদা দাড়ি ও সাদা পোশাকের বুযুর্গ ব্যক্তি এক সঙ্গীসহ যার মাথায় কালো রূমাল ছিল এবং যিনি সাদা পোশাক পরা মধ্য বয়সী মানুষ ছিলেন, এলেন। সালাম দিলেন। তাহাজ্জুদ পড়লেন। সাদা দাড়িওয়ালা বুযুর্গ ব্যক্তি সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি এখন তাহাজ্জুদ কত রাকাত পড়লে এবং 'কুলহুওয়াল্লাহ' কতবার করে পড়লে? জবাব দিলেন বার রাকাত এবং 'কুলহুওয়াল্লাহ' পাঁচবার করে। সঙ্গী লোকটি এবার বুযুর্গ মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কত রাকাত এবং কতবার 'কুলহুওয়াল্লাহ' যোগ করে পড়েন? বললেন– তোমার মতোই। এবার বুযুর্গ মানুষটি একই প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন– আমি বললাম, আট রাকাত, তিনবার কুল... দ্বারা পড়ি। তিনি বললেন- তুমিও বার রাকাত পাঁচবার কুল... দ্বারা পড়। তাহাজ্জুদ কখনো ত্যাগ করো না। খুবই বরকতের নামায। পরেরদিন থেকে বার রাকাত ৫বার করে ইখলাস দ্বারা আদায় করা শুরু করে দিয়েছি। এই স্বপ্ন, এই পদ্ধতিতে তাহাজ্জুদ, এসব বিষয়ে হুযূরের মতামত চাই।

জবাবঃ স্বপ্ন মতো আমল করুন। কেননা এতে সওয়াব বেশি। অর্থাৎ হিসাব করলে দৈনিক বিশ খতম কুরআনের সাওয়াব পাওয়া যাবে। তবে স্বপ্নকে কামাল ও বুযুর্গী মনে করা যাবে না এবং যে কোনো স্বপ্ন অনুসারে আমল করা যাবে না জিজ্ঞাসা ছাড়া।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ একরাতে পায়ে এবং নিতম্বে ভীষণ ব্যথা ছিল। তাহাজ্জুদ পড়ার ব্যাপারে অলসতা বোধ হচ্ছিল। ভাবছিলাম যে, সকালে কাযা পড়ে নিব। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেছি। স্বপ্নে দেখেছি যে, শিকলে বাঁধা একটি ফড়িং উড়ছে সেটাকে আমি ধরে ফেললাম। শিকল ধরে টেনে নিচে নামানোর পর দেখলাম ফড়িং নয় সেটা একটা মানুষ। ভয় পেয়ে আমি পালাতে চাইলাম কিন্তু লোকটি আমাকে ধরে ফেলল এবং বলল, আমি যেভাবে উড়ছিলাম তুমিও সেইভাবেই উড়বে যদি গোনাহ কর। আমার মনের মধ্যে ভাবনা এল- একটি গোনাহ তো ইতিমধ্যে করে ফেলেছি। তাহাজ্জুদ না পড়ে ঘুমিয়ে গিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সময় অল্প ছিল। চার রাকাত পড়লাম।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ তাআলার রহমত হয়েছে। সেটা ছিল শয়তান। সে গুনাহ করার প্ররোচনা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই প্ররোচনাকে আল্লাহ তাআলা আপনার নিজের ভুল স্মরণ করার কারণ বানিয়ে দিলেন। যেন সে শত্রুতা করে ক্ষতি করতে চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ তাআলা সেটা কল্যাণকর ও উপকারী বানিয়ে দিলেন। যার দ্বারা সেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। যেমন আল্লাহ বলেন– অর্থ– হে অগ্নি! তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল, আর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। ৬৯-৭০ সূরা আম্বিয়া)

***

হালঃ স্বপ্নে এক সালিককে দেখলাম (তিনি আমার পরিচিত) তাকে দেখার দ্বারা আমার কলবের মধ্যে যন্ত্রণা ও জ্বালা শুরু হয়ে যায়। হঠাৎ কলবের মধ্যে যিকির চালু হয়ে গেল। চালু হওয়ার কারণে মজাও হচ্ছিল। আবার খুব দ্বিধা ও সঙ্কোচ হচ্ছিল। দিন যখন হল সবকিছু একদম ভুলে গেলাম। দুপুরে যখন ঘুমানোর উদ্দেশ্য বিছানায় শুলাম। তখন আমার সম্মুখে এক তালিবে ইলম অন্যকে বলতে লাগল, মিয়া দীন মুহাম্মাদের কলবে যিকির জারি হয়ে গেছে। তার কথা শুনে আমার খুব হাসি পেল। এবং সে কথায় আমি কান করলাম না। ওই কথাকে বালক-সূলভ কথা ভেবে ছেড়ে দিলাম। যা হোক তাকে জিজ্ঞাসা করা হল তুমি কিভাবে বুঝতে পারলে? সে বলল, ভেতরে এক ধরনের নড়াচড়া হয়। মামুলি কোনো নড়াচড়া নয়। যার দ্বারা আমার ইয়াকীন হয় যে এটা যিকিরের নড়াচড়া। তখন আবার রাতের ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল এবং তাকে সেটা শুনিয়ে দিলাম। যখন সে আমাকে বলল– এখন

www.islamfind.wordpress.com

তোমার জিকির জারি রয়েছে।'— অথচ আমার মধ্যে কোনো অনুভূতি হয় নি, যেমন ছিলাম পূর্বেও তখনও ঠিক একইরকম। সেই সময় আবার মঙ্গলবার রাতে সেই তালিবে ইলম আমার বুকে কান লাগিয়ে বলল যে, এখন তোমার যিকির জারি আছে, আমার খুব বিস্ময়বোধ হল—আমি কেন বুঝতে পারি না।

স্বপ্নে যা হয়েছে সেটা মাহমূদ না মাযমূম? প্রশংসনীয় নাকি নিন্দনীয়? এই স্বপ্ন কি শয়তানী না রাহমানী? অধম তো এখনো কারও কাছে বাইয়াত হয় নি তবে খুব আকাঙ্ক্ষা রয়েছে যে, নেককারদের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্ক গড়ার। বিশেষত হুযূরের প্রতি অন্তরে রয়েছে সীমাহীন মুহাব্বত। কলবী যিকির জারি হওয়ার সময় কি যাকিরের কষ্ট হয়? পীর ছাড়া কি এরকম জারি হয়? ওই স্বপ্নের পর থেকে অন্তরে খুব কোমলতা ছিল। যখন কোনো নেককার বুযুর্গের নাম এসেছে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি আদবের সঙ্গে অত্যন্ত আগ্রহ ও ভক্তি নিয়ে উচ্চারণ করেছি। আমি নাদান বুঝতেই পারছি না যে, কিসের কারণে এই সৌভাগ্য ঘটছে।

বিশ্লেষণঃ স্বপ্ন ইনশাআল্লাহ মাহমূদ ও প্রশংসনীয়। মুর্শিদ ছাড়াও যিকির জারি হওয়া সম্ভব। তবে যিকির জারি হওয়ার মর্ম সেটা নয় যা ওই তালিবে ইলম বুঝেছে। ওর মর্ম হল স্মৃতিশক্তির বিশেষ এক প্রতিভা, যা দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে সুদৃঢ় হয়। বর্তমান অবস্থা সেই রকম ভবিষ্যতেরই পূর্বাভাস।

***

হালঃ রাতের বেলা স্বপ্নের মধ্যে মুখে এই আয়াত চালু ছিল– بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ (উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। –আর রহমান : ২০)

বিশ্লেষণঃ ইঙ্গিত রয়েছে এই দিকে যে, আল্লাহ তাআলা জাহের ও বাতেন উভয় দৌলত সমন্বয় করার তাওফিক দান করবেন।

***

প্রশ্নঃ দুদিন পূর্বে দুপুরবেলা অধম শুয়ে পড়েছিল। ঘুমাই নি তবে ঘুমের ভাব তৈরি হয়েছিল। সেই অবস্থাতেই সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়তে পড়তে ঘুম কেটে গেল। এতে কী ইঙ্গিত রয়েছে?

www.islamfind.wordpress.com

জবাবঃ পূর্ণ ঈমান। ঈমানে কামেল লাভ হওয়ায় সুসংবাদ রয়েছে এবং সুন্নতের অনুসরণ নসীব হবে ইনশাআল্লাহ।

***

হালঃ রাতে স্বপ্নে দেখলাম একটি খোলা মাঠ। সেখানে একটি কবর। আমাকে বলা হচ্ছে- এটা তোমার কবর। এখানে প্রবেশ করো। আমি খুব কান্নাকাটি করে বললাম- আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমার মাথায় কিছু ঋণের বোঝা রয়েছে, আল্লাহ তাআলা যদি সেগুলো আদায় করার সুযোগ দান করেন তবে বড়ই অনুগ্রহ হবে। তখন বলা হল ঠিক আছে তিনদিনের সুযোগ দেওয়া হল। তখন আমি দুনিয়ার কোনো দিকে মনোযোগ না দিয়ে একটি কাগজে হিসাব লিখছি আর ভাবছি যে, আহা কত ভালো হতো যদি এই তিন দিনে একটি মুহূর্তও শরীয়তের হুকুম ছাড়া দুনিয়াবি কোনো ব্যাপারে না জড়াতাম এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ধ্যান ও খেয়ালে কাটিয়ে দিতে পারতাম। তাছাড়া 'মাজালিসুল হিকমত' কিতাবটাও কিছু পরিমাণ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। সেটা দ্রুত পড়ে শেষ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমার মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় এসে গেছে। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, ইয়া আল্লাহ! অবশিষ্ট এই সামান্য সময়ে যেন আমার আর কোনো দিকে মনোযোগ না যায়। এমন আত্মাহারা অবস্থা ছিল যে, ঘুম ভাঙার পর আবারও চোখ বন্ধ করে নিলাম। তখন আবারও সেই ভয়াবহ অবস্থাগুলো চোখের ওপর ভেসে উঠল। এভাবেই ভোর হয়ে গেল। ভোর থেকে এ পর্যন্ত কোনো কাজেই মন বসছে না। এমনকি খানা খেয়েও বুঝতে পারছি না কী খেলাম, কী খাচ্ছি। কারোর সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছা করছে না। জানি না কী বিষয়।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। আল্লাহ তাআলা 'মাকামে ফানা'-এর দুয়ার খুলে দিয়েছেন। তিনি যেন এর পূর্ণতা দান করেন। এবং এরপরে 'মাকামে বাকা' দান করেন। 'ফানা'র মধ্যে সৃষ্টি নিয়ে ব্যস্ততা কমে যাবে। 'বাকা'র মধ্যে আবার সেটা ফিরে আসবে তবে ভিন্ন আঙ্গিকে। অর্থাৎ সৃষ্টি নিয়ে ব্যস্ততা হবে সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য হাল হিসাবে এবং যওক বা রুচি হিসাবে। যদিও জ্ঞান ও ইচ্ছা হিসাবে পূর্ব থেকেই এটা অর্জিত আছে। আল্লাহর রহমতের প্রতি আশাবাদী থাকুন।

***

www.islamfind.wordpress.com

প্রশ্নঃ এক কসাই আমাকে দাওয়াত দিয়েছিল। আমি জুমার দিন সকালে তার কাছে খানা খেতে গেলাম। আমার সঙ্গে একই থালায় একজন গায়রে মুকাল্লিদ (আহলে হাদীস যারা কোনো মাযহাব মানে না) খানা খেলেন। খানা খেয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। রাত তিনটার সময় স্বপ্নে দেখলাম যে পায়খানার বেগ হয়েছে। পায়খানার উদ্দেশ্যে গেলাম। বসার পর অল্প সামান্য পায়খানা মলদার দিয়ে হল আর বেশিরভাগ পায়খানা দেখলাম মুখ দিয়ে বের হল। আতঙ্কে ঘুম ভেঙে গেল। বুঝলাম স্বপ্ন দেখেছি। আল্লাহর ফযলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি। প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করি। স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী?

জবাবঃ মনে হচ্ছে ঐ গায়রে মুকাল্লিদ ব্যক্তি পূর্বসূরী ইমাম ও বুযুর্গ উলামায়ে কেরাম-এর বিরূদ্ধে গালাগালি করে থাকে। যদি তাই হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা বেয়াদবী ও অবৈধ কথার কু-প্রভাব দেখিয়ে দিলেন যে, সামান্য একসঙ্গে খাওয়ারই এত আছর, তাহলে ঐ অপকর্মের প্রভাব কত মারাত্মক হবে।

***

হালঃ আমি স্বপ্নে একটি ভীষণ ভয়ঙ্কর ঢেউ বিশিষ্ট দরিয়া দেখলাম। আমি সেই দরিয়া পার হওয়ার ইচ্ছা করলাম সঙ্গে সঙ্গে দরিয়া শুষ্ক হয়ে গেল। এমন অবস্থা হল যে, আমি এক লাফে পার হয়ে গেলাম। এরপর আবার দরিয়া ভরে গেল। আমি আবার সেটা পার হওয়ার ইচ্ছা করলাম। এবং পার হয়ে ফিরে এলাম। আল্লাহ তাআলা একে আমার জন্য কল্যাণ কর করুন।

বিশ্লেষণঃ স্বপ্ন খুবই চমৎকার। দরিয়া পার হওয়ার অর্থ চূড়ান্ত উত্থান ও 'ফানা' এর স্তরে উন্নীত হওয়া। পুনরায় পার হয়ে ফিরে আসা 'নুযুল ও বাকা' এর মর্যাদায় ভূষিত হওয়া। দরিয়া শুষ্কপ্রায় হয়ে যাওয়া ইঙ্গিত করে এই সকল মাকাম ও স্তরগুলো সহজ হওয়ার দিকে।

***

হালঃ স্বপ্নে দেখলাম একটি বিশাল নদী। তার মাঝ বরাবর একটি পাতলা দেওয়াল রয়েছে। যত মানুষ ওই নদী পার হয় তারা সকলেই অন্য কোনো দিক দিয়ে পার হয়। ওই দেওয়ালের দিক পার হওয়ার সাহস কারোরই হয় না। অথচ নদী পার হওয়ার সহজ ও সোজা রাস্তা সেটাই। কারণ একে তো দেওয়ালটি খুব পাতলা। দ্বিতীয় এই দিক দিয়ে নদীর ভয় আছে। কিন্তু আমি এবং ...ভাই আপনার সঙ্গে এমন বস্তুতে (বাহনে) বসলাম যা ছিটকে

www.islamfind.wordpress.com

দেওয়ালে উপর দিয়ে পার হয়ে গেল। কূলে পৌঁছার পর আপনার সর্দি অনুভূত হল। আমার চাদর মাফলার আপনার শরীরে জড়িয়ে দিলাম। এরপরও আপনার ঠাণ্ডা বোধ হতে থাকলে ...ভাইয়ের লেপ আপনার শরীরে দিয়ে দিলাম।

বিশ্লেষণঃ স্বপ্ন খুবই চমৎকার। দরিয়া বা নদী হল 'তরীকত'। আর দেওয়ালটি শরীয়তের সিরাতে মুস্তাকিম। ইনশাআল্লাহ আপনাদের দুজনেই শরীয়তের অনুসরণের মাধ্যমে তরীকতের নদী পার হয়ে যাবেন। সর্দি বা ঠাণ্ডা লাগা ইঙ্গিত করে রূহের শান্তি ও হৃদয়ের প্রশান্তির দিকে যা অর্জিত হয় আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশের মাধ্যমে। 'লেপ জড়িয়ে দেওয়া' ইঙ্গিত করে মুরীদদের হকের দিকে আকৃষ্ট করার প্রতি। (অর্থাৎ আমি মুরীদদেরকে হক-হুকুক-এর ব্যাপারে সচেতন করে থাকি।) যার কারণে তাদের হক-হুকুকের বিষয়ে কিছুটা খোঁজ-খবর রাখতে হয় আর এ-কারণে (অন্যদের মতো) সেই আত্মাহারা অবস্থা কিছুটা কম হয়ে যায়। মোটকথা সকলের জন্যই মুবারক।

***

হালঃ কয়েকটি স্বপ্নের কথা আরজ করছি। দেখলাম আপনি নিজ হাতে আমাকে খানা দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, আমাদের এখানে আটজনের সুযোগ আছে। তোমার ইচ্ছে হলে সুযোগ গ্রহণ করতে পার। আটজনে সীমিত করার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম না ।

বিশ্লেষণঃ মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে আটজন-এর চেষ্টা পরিপূর্ণ সফল হবে, তারা কামেল হবেন। আল্লাহ তোমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করে দিন।

হালঃ আরও দেখলাম যে, আপনি এবং আমি এই নিজ মসজিদে আছি। আপনি আমাকে আপনার পাগড়ি দিলেন। জানি না-এরপর কে যেন বুদ্ধি দিল যে, পাগড়িকে চাদর বানিয়ে নাও। সেখানেই আপনার সম্মুখেই পাগড়ি ডবল করে দুই পাঠ খুলে মিলালাম তো বেশ ভালো চাদরের মতো হয়ে গেল।

চাদর বিষয়ে আমার মনে হয় পাগড়ির চেয়ে চাদর ব্যাপক এবং অধিক পরিমাণে শরীরের আবরণী হতে পারে।

বিশ্লেষণঃ পাগড়ি হল অনুসরণীয় হওয়ার আলামত। আর চাদর স্নেহকে অন্তর্ভূক্ত করার আলামত। আল্লাহ তাআলা উভয় প্রকারের স্নেহ একের পর এক দান করবেন।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ প্রায় তিনবছর হয়ে গেল এলাকা ছেড়ে আসা। অধম প্রবাসীর ইচ্ছা ছিল কোনো একজন কামেল পীরের কদমবুছি করব। আমি যেহেতু এখানের ভাষা, রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম এজন্য খুবই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলাম। এমন কোনো স্থানের সন্ধানও জানা ছিল না। দীর্ঘদিন এই পেরেশানী নিয়েই কাটাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট তাশরিফ এনেছেন এবং তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাহ.। তাঁর কাছে একটি ছয় কোণ বিশিষ্ট বাক্স ছিল। প্রিয়নবী হুকুম করলেন এটা রাখ। বাক্সটির সকল দিকে বিভিন্ন নাম লিখা ছিল। উপরের দিকে লিখা ছিল হুবহু راقم محمد صلى الله عليه و سلم পূর্বদিকে আপনার নাম লিখা ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নামের দিকে ইশারা করলেন এবং আমাকে বললেন, এই নামটি মনে রেখ। প্রিয়নবী ওই বাক্সটির উত্তর দিকে ছিলেন আর সাইয়িদ ইবনুল মুসাইয়িব ছিলেন দক্ষিণ দিকে। এরপর ঘুম ভেঙে গেল। অধম এখনও তালিবে ইলমদের খাদেম। ধন-সম্পদ উপায়-উপকরণ ইত্যাদির বিচারে একেবারেই গরীব। আমি যদি হুযূরের খিদমতে হাজির হতে পারি তবে দয়া করে এই অঃধমের প্রতি একটু দয়ার দৃষ্টিতে তাকাবেন। বিস্তারিত কিছু লিখতে পারলাম না।

বিশ্লেষণঃ স্বপ্ন অত্যন্ত মুবারক। জাহেরিভাবে মনে হচ্ছে এর অর্থ এই যে, ইনশাআল্লাহ এই অধমের দ্বারা আপনার কিছু দীনী উপকার হবে। যদিও আমি এর উপযুক্ত নই কিন্তু হাদীসে কুদসী اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ (আমার প্রতি বান্দা যেরূপ ধারণা করে আমি তার সঙ্গে সে রূপই ব্যবহার করে থাকি) এর আলোকে আপনার সুধারণার কল্যাণে এমনই হবে। আপনার বিস্তারিত হালত লিখে জানান সামগ্রিক বিষয়ে যেমন আপনার পড়াশোনা, কি করছেন, কতদিন পড়ার ইচ্ছা ইত্যাদি তাহলে সকল বিষয়ে পরামর্শ দিব। আমার পরামর্শ ছাড়া আপনি কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়া করবেন না।

***

হাল-১ ঃ একরাতে দেখলাম যে, আমি কয়েকজন লোকের মাঝে বসে আছি। আপনি পিছন দিক থেকে তাশরিফ আনলেন। এবং নিজ হাতে আমার মাথায় একটি পাগড়ি বেঁধে দিলেন। আমি নিজেও এবং উপস্থিত সকলে

www.islamfind.wordpress.com

এমনকি হুযূর নিজেও খুব খুশি হচ্ছেন এবং আনন্দ প্রকাশ করে বলছেন- দেখ পাগড়ির প্যাচ, বাঁধা ঠিক না হলেও মা-শা আল্লাহ কতো চমৎকার লাগছে।

বিশ্লেষণঃ অনুসরণীয় হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত।

হাল–২ ঃ একবার স্বপ্নে দেখলাম যে, অনেক বড় একটি সমাবেশে আমি বক্তৃতা করছি।

বিশ্লেষণঃ যেমন একটু আগে বললাম। এটাও একই ইঙ্গিত।

হালঃ গত রাতে দেখলাম যে, একটি সমাবেশ চলছে। সেখানে হযরত নিজেরও শরীক আছেন। আমি ওয়াজ করছি। অনেক আয়াত তিলাওয়াত করেছি। সব ভুলে গেছি শুধু দুটি আয়াত মনে আছে।

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

(অর্থ– হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা কোনো পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাও পুরাপুরি পালন না কর। –মায়েদাহ:৬৮)

(অর্থ– সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর... –বাকারা : ১৭৭)

স্বপ্নে বয়ান করেছিলাম শুধু তিলাওয়াত করলেই হবে না বরং কুরআনের হুকুম-আহকাম মেনে চলতে হবে। এই বক্তব্যের দলিল-প্রমাণ দিয়েছিলাম প্রথম আয়াতটি দ্বারা। আরও বলেছিলাম যে, শুধু আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়। শরীয়তের সকল বিধান মেনে চলতে হবে। এ-কথার দলিল দিয়েছিলাম দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা। তাবীর জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ পূর্বে যেমন বলেছি, অর্থাৎ আপনার দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে দীনী বিষয়ে।

হাল-৪ঃ দেখলাম যে, হযরত সকলকে একত্র করেছেন এবং একটি বক্তব্য দিয়েছেন যার বিষয়বস্তু ছিল— খাজা সাহেব অবশ্যই এসেছিলেন। আমি

www.islamfind.wordpress.com

তাফাউল (শুভ ইঙ্গিত) হিসাবে তার আগমন উত্তম ছিল এবং আজ তার বিদায়ও উত্তম মনে হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ যেহেতু সফল হয়ে গেছেন সেই কারণে চলে যাওয়ার কষ্টটা বেশি ভারি বোধ হয় নি।

হাল–৫ঃ আমি কাঁদছিলাম যে, জানি না আমার আসা-যাওয়া কেমন?

বিশ্লেষণঃ ভয় ও আশার মাঝে থাকাটা প্রশংসনীয় হালত।

***

হালঃ এর মধ্যে আমি তিনটি স্বপ্ন দেখেছি, যা বিস্তারিত খেদমতে নিবেদন করছি।

স্বপ্ন বিস্ময়কর এবং তাতে একটি আরবী শের ছিল যা ভুলে গেছি। এবং পেরেশান হয়ে আছি।

প্রথম স্বপ্নঃ আঠারোই জিলহজ মুবারক। মঙ্গলবার রাত ২টা। স্বপ্নে হুযূর আমাকে বেহেশতী জেওর কিতাব দিয়ে বললেন- এখান থেকে কোনো ইবারত পড়। অধম কিতাব নিয়ে একটি ইবারত— যার বিষয়বস্তু মনে নেই। খুব চমৎকারভাবে পড়ে ফেললাম। এরপর হাত থেকে সেই কিতাব নিয়ে বিষয়টি লিখতে বললেন এবং নিজেই যবান মুবারক থেকে প্রত্যেক শব্দ বলতে থাকলেন আর আমি লিখতে থাকলাম। যখন পাঁচ/সাত লাইন লিখা হয়ে গেল তখন হুযূর অধমের কাছ থেকে সেটা নিয়ে পরীক্ষা করলেন। দেখে হুকুম দিলেন যে, আজ থেকে এখানের লেখাপড়া সংক্রান্ত যে কাজ তোমার খুশি করবে। আমি তোমার প্রতি খুশি। অধম সেই খুশিতে ফুলে উঠলাম। খুব তাড়াতাড়ি নিজের কাজ করতে থাকলাম। খুব হাসি-খুশিতে ছিলাম।

বিশ্লেষণঃ দীনী ফয়েয পাওয়ার শুভ ইঙ্গিত। মুবারক হোক।

হালঃ দ্বিতীয় স্বপ্ন– উনিশে জিলহজ মুবারক। বুধবার রাত ২টা। দেখলাম যে, হুযূরের সঙ্গে অনেক মুরীদ রয়েছেন, যারা হুযূরের বাম পাশে হুযূরের বরাবর হয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আর এই অধম ডান দিকে হুযূরের ডান হাতের বরাবর পিঠ মুবারকের সঙ্গে প্রায় মিলিত হয়ে হাঁটছিলাম। একটা ময়দান পেয়ে গেলাম। হুযূর সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন। সকল সঙ্গী যেভাবে চলছিল একই পদ্ধতিতে সবাই দাঁড়িয়ে গেল। আমিও একইভাবে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন বললেন- সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার,

www.islamfind.wordpress.com

খুব খেয়াল করে দেখ। অধম খুব খেয়াল করে চোখ বড় বড় ও দৃষ্টি তীক্ষ্ম করে দেখলাম যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম একটা স্টেজে হাজির আছেন এবং এক বিরাট সংখ্যক মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু অধম এই বিশাল সমাবেশ, স্টেজ, নবীজী এবং সাহাবায়ে কেরাম সকলকেই অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। চাঁদনি রাতে যেমন দেখা যায় সেভাবে সবই দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্তু কিছুই স্পষ্ট হচ্ছিল না। আমি তখন হুযূরের কাছে কেঁদে-কেটে মিনতি করলাম যে, প্রিয়নবীর চেহারা মুবারক আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি না। তখন হুযূর বললেন- বেশি বেশি করে যিকির করবে। ইনশাআল্লাহ স্পষ্ট দেখতে পাবে। সেই কোমলতা এবং কান্নাকাটির মধ্যেই অধমের ঘুম ভেঙে গেল।

বিশ্লেষণঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রূহানী নৈকট্যের সুসংবাদ। এটা সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। এর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া উচিত।

হালঃ তৃতীয় স্বপ্ন। চব্বিশে জিলহজ মুবারক। সোমবার দুপুরে কায়েলুলার জন্য শুয়েছি। দেখলাম যে, চমৎকার চেহারার এক বুযুর্গ, সাদা ও দীর্ঘ দাড়িওয়ালা আমাকে বলছেন- তুমি কার সঙ্গে সম্পর্ক রাখ? আমি হুযূরের নাম মুবারক বললাম। তখন বুযুর্গ কোনো কথা না বলে একটা শের পড়লেন। আরবী সে শেরটি তিনি কয়েকবার বললেন। যেটা আমি মুখস্ত করে নিলাম। বুযুর্গ চলে যাওয়ার পর আমি শেরটি জোরে জোরে পড়তে থাকলাম। পড়তে পড়তে আমার মধ্যে আবেগ এসে গেল। ঘুম ভাঙলে ছন্দের প্রথম লাইন একদম ভুলে গেছি। দ্বিতীয় লাইন মনে করলাম লিখে নিই। কিন্তু সেটাও ভুলে গেলাম। তবে শের বা ছন্দটির অর্থ ভালোভাবে মনে আছে। প্রথম লাইনের অর্থ এরকম— সেই মুসাফির কি করে পথ হারাতে (গোমরাহ হতে) পারে। দ্বিতীয় লাইনের অর্থ— যার প্রতি মঞ্জিলেই মধ্য পথে রয়েছে আলোকিত মশাল।

বিশ্লেষণঃ পবিত্র জগত থেকে আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনার পীর নূরে হক বা সত্যের আলোর উপর প্রতিষ্ঠিত। গোমরাহ হওয়ার ভয় নেই। মুবারক হোক।

হালঃ জুমার রাতে তাহাজ্জুদের পর মুরাকাবার হালতে শুয়েছিলাম। সেই ঘুম ও জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থায় আমি মাওলানা... সাহেবের দেখা পেলাম।

www.islamfind.wordpress.com

মাওলানাকে সাদা পোশাকে অত্যন্ত খুশি ও আনন্দিত মনে হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম- কেমন কাটল এবং আপনি কী অবস্থায় আছেন? (আমার তখনও মনে ছিল যে, তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেছে) বললেন- ...তো ভালোভাবেই জানেন যে, প্রিয়তমের সামান্য তিরস্কার ভয়ঙ্কর বোধ হয়। আর আমার ওপর তো সামান্য ব্যাপারেও অনেক বড় আছর পড়ে। অন্য সব ব্যাপার তো ভালোই আছে। কিন্তু বালকদের ব্যাপারে প্রশ্ন হচ্ছে, (এরপর একটি গুরু গম্ভীর আওয়াজে আমার কানে এই আওয়াজ এল) বালকদের সঙ্গে মুহাব্বত করেছিলে? (তন্দ্রাচ্ছন্নতার মাঝে আমি এটাকে আল্লাহর কথা বলে ভাবছিলাম। আশ্চর্যরকম কাইফিয়াত ছিল।) এরপর শুনতে পেলাম, যাইহোক এর শাস্তি আমি দুনিয়াতেই দিয়ে ফেলেছি। দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়েছে। এরপর আমি মাওলানাকে বললাম– এখন তো আরাম হয়ে গেছে। তিনি বললেন- হ্যাঁ, এখন আরাম হয়ে গেছে। এখানে খাওয়া-দাওয়ার বিভিন্ন দারুণ দারুণ বস্তু পাওয়া যায়। এখানে অনেক আরাম। এরপর নসীহত স্বরূপ তিনি আমাকে বললেন– সূফী হয়ে বসে থেক না। কিতাবপত্র পড়। দরস-তাদরিস (পড়া ও পড়ানো) এক ধরনের যিকির। আল্লাহর তাআলা নিকট শ্রেষ্ঠ যিকির হল, হাদীসে বর্ণিত যিকির। এ-ধরনের যিকিরকে অযীফা বানাও আর কলবের প্রতি খেয়াল রেখ যেন সেখানে গাফলত প্রবেশ করতে না পারে। মাওলানা মরহুম হাদীসে বর্ণিত যিকিরের ব্যাপারে যে কথা বললেন, তো এ বিষয়ে আমি যেটা জানি তা হল তিনি 'হিসনে হাসীন' কিতাবটি খুব আমল করতেন। মনে হয় এই স্বপ্ন সেদিকেই ইশারা করেছে। হুযূর ইযাজত দিলে আমিও ঐটার অযীফা করতে পারি।

বিশ্লেষণঃ স্বপ্ন অদ্যোপ্রান্ত হিদায়াতে ভরপূর। চোখের হেফাজতের কথা তো স্পষ্টই বুঝা যায়। শরীয়তের হুকুম-আহকামের প্রচার গুরুত্বপূর্ণ হওয়াটাও। তবে শর্ত এই যে, গাফলত যেন না হয়। হিসনে হাসীনের শোগল খুবই উত্তম। যদি নিয়মিত করা সম্ভব হয় তাহলে আর বিলম্ব করবেন না।

***

হালঃ আজ রবিবার রাতে এক দীর্ঘ স্বপ্ন দেখেছি যা হুযূরের খিদমেত তুলে ধরতে চাই। আমি দেখলাম যে, হযরতওয়ালা নামায পড়াচ্ছেন। সেই জামাতে এই অধমও শরীক আছে এবং আমার মরহুম ভাইও শরীক আছে। নামাযের মাঝে এক যাকেরকে দেখলাম যে, কাঁপতে কাঁপতে অনেক পিছনে সরে গেছেন। নামাযের শেষে আমি মরহুম ভাইকে লক্ষ্য করে বললাম,

www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহ তাআলা অজ্ঞতাকে মিটিয়ে দিন। কোনো কোনো যাকের নামাযের মধ্যে অনেক হাঁটাহাঁটি করেও মনে করেন নামায হয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন– এই সব লোকই একসময় দুনিয়াকে নূর ও আলো দিয়ে ভরে দেবেন। আমি বললাম– তাহলে এটা হয়তো কোনো হালত ও কাইফিয়াত হবে। তিনি বললেন– সম্ভবত তাই!

বিশ্লেষণঃ ইশারা করা হয়েছে যে, কারোর বিরুদ্ধে হুট করে মন্তব্য করা উচিত নয়। তার কোনো ওজর থাকতে পারে। এটা ভাবা উচিত।

হালঃ এরপর দেখলাম যে, হযরতের নিকট আমরা মসনবী পড়ছি। আমার ভাই শাব্বীর আলী সাহেব কালীদে মসনবী সম্মুখে নিয়ে বসে আছেন। তিনি একটি শের-এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করলেন কিন্তু হযরত সেটা মানলেন না। অন্যরাও সম্ভবত ব্যখ্যা করলেন কিন্তু কোনোটাই হযরতের পছন্দ হল না। হযরতওয়ালা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি এই ব্যাখ্যা করলাম যে, হে সালিক! তুমি সুলুকের যে মজা এখন লাভ করছ, এটাও সেই জযব (আকর্ষণ) ও উন্মাদনার হালতের বরকত। পূর্বের সে পেরেশানীর হালত যদি অতিক্রম না করতে, তাহলে আজকের এই মজা কিভাবে পেতে? হযরত আমার এই ব্যাখ্যা শুনে মিষ্টি হাসি হেসে বললেন– হ্যাঁ, তুমি ঠিক বুঝেছ।

বিশ্লেষণঃ ইলমে লাদুন্নী হাসিল হওয়ার শুভ সংবাদ।

হালঃ এরপর দেখলাম হযরতওয়ালা মসজিদে তাশরিফ আনলেন এবং খাদেমদের বললেন, এস! সকলেই বাইয়াত গ্রহণ কর। সকলেই একত্রিত হয়ে গেল। আমিও ছিলাম তাদের মাঝে। আমরা সকলে মিলে হযরতের হাতে হাত রাখলাম। মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেবও সেই মুহূর্তে হাজির হলেন। তিনি নিজের হাত সকলের হাতের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন।

বিশ্লেষণঃ সকল সিলসিলা আসলে একই, এই দিকে ইঙ্গিত।

হালঃ আমার সাইয়েদ ও মওলা মাওলানা অমুক অমুক সাহেবের অসুস্থতার খবর শোনালেন এবং আমি সাহারানপুর যেতে চাই শুনে একটি শিশিতে ওষুধ ভরে আমাকে দিলেন। আমি যখন রওয়ানা করতে চাইলাম তখন হযরত বললেন– আমারও সাহারানপুর যাওয়ার ইচ্ছা আছে। প্রস্তুতির জন্য হযরত বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। যাওয়ার সময় মনে হল হযরতের তুলার প্রয়োজন। কারণ হযরতের কানে ব্যথা রয়েছে। আমারও কানে ব্যথা ছিল, সে কারণে কিছু তুলা কাছে রেখে দিয়েছিলাম। তখন মৌলভী শাব্বীর আলী

www.islamfind.wordpress.com

বললেন– কিছু তুলা হযরতকে দিয়ে দাও। তখন আমি আমার কাছে থেকে কিছু তুলা হুযূরের সামনে পেশ করলাম। হযরত বললেন- এগুলো আলীগড়ের তুলা, আমি নিব না। কারণ মুনশি শরাফতুল্লাহর কাছে জেনেছি যে, এবার তুলার ব্যাপার নিয়ে তুলাচাষীদের উপর আলীগড়ে জুলুম হয়েছে। আমি তখন ব্যাকুল হয়ে বললাম- হযরত এগুলো সন্দেহজনক নয়, আমি নিজে এগুলো খরিদ করে এনেছিলাম।

বিশ্লেষণঃ সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে আলীগড়ের এই সম্পর্ক মঙ্গলজনক হওয়ার দিকে। কেননা উপার্জন সন্দেহমুক্ত হওয়া নির্ভর করে কাজটি ত্রুটিমুক্ত হওয়ার উপর।

***

হালঃ স্বপ্নে দেখলাম অনেক বড় একটি বাগান, যেমনটি জীবনে আমি আর কখনো দেখি নি। সেখানে একটি বাড়ি আছে। সেই বাড়িতে এমন কেউ আছে যাকে আমি ভালোভাবে চিনতে পারি নি। আবার যেখানে এমন কয়েকজন মানুষ আছেন যারা খুবই সুন্দর। সেখানে একটি খাট আছে, আমি খাটটি সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা আমাকে জানাল এই খাট মাওলানা আশরাফ আলীর। আমি খুব খুশি হলাম। আমার মন ভালো হয়ে গেল।

বিশ্লেষণঃ খুবই মুবারক স্বপ্ন। আমার জন্যও সুসংবাদ আপনার জন্যও। কারণ আপনি একজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন যার মাধ্যমে সিরাতে মুস্তাকিমের উপর সুদৃঢ় থাকার আশা করা যায়। এই নিয়ামত স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। অতএব শুকরিয়া আদায় করুন।

***

হালঃ কয়েকদিন হল। স্বপ্নে কেউ একজন আমার সম্মুখে একটি কাগজ পেশ করল যে, এটা দেখ। সেখানে হযরতওয়ালার খলীফাদের নাম ছিল। সেখানে খলীফাদেরকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা ছিল। একটি শ্রেণির নামের উপরে শিরোনাম ছিল খুলাফায়ে যিল্লত, আরেক শ্রেণির শিরোনাম ছিল খুলাফায়ে দেওয়ানেগী। আমি অধমের নাম ছিল যিল্লতের তালিকায়।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ, মুবারক হোক। সত্যিই খুবই আনন্দ পেলাম। যিল্লত মানে হল আবদিয়াত (আল্লাহর প্রতি চরম দাসত্বের মনোবৃত্তি) আর এই মনোবৃত্তি ছিল প্রিয়নবীর বিশেষ রুচি ও আকাঙ্ক্ষা এবং এটা দেওয়ানেগী (আল্লাহর জন্য উন্মাদনা) এর চেয়ে উত্তম।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আমি অধম এক স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নের মধ্যে যেন আল্লাহ তাআলাকে দেখলাম। স্বপ্নের মধ্যেই যেন দিলের মধ্যে আশ্চর্যরকম অন্তর্জ্বালা শুরু হল যা জেগে উঠার পরও অবশিষ্ট ছিল। এরপর আবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে গেলাম, বুঝতে পারলাম যে, নবীজীর দিদার লাভে ধন্য হলাম। নবীজীর সঙ্গে আরও দু-একজন সঙ্গী ছিলেন। সেই হালতেই অধম দুরূদ শরীফ অথবা তাকবীর অথবা কুরআন শরীফ সম্ভবত সূরা হাশরের শেষ আয়াতগুলো— ভালোভাবে স্মরণ নেই, অনেক জোরে জোরে পড়লাম। আমি বলতে পারব না যে, অতিরিক্ত অন্তর্জ্বালার কারণে না অন্য কোনো কারণে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নের মধ্যেই অঝোর ধারায় দুই চোখে অশ্রুর প্রবাহ ছিল, ঘুম ভাঙার পরও দেখলাম চোখে পানি আছেই। এ-ব্যাপারে আর বেশি কিছু স্মরণ নেই। তবে একটি বিষয় বলা যেতে পারে যে, স্বপ্নের মধ্যে অধম যাকে যাতে বারী তাআলা (আল্লাহ তাআলার যাত) মনে করেছিল সেটা ছিল দেহ বিশিষ্ট (মুজাস্সাম) এবং হয়তো মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট। এই স্বপ্নের ব্যাপারে অধমের জিজ্ঞাসা যে, এই স্বপ্ন কি সহীহ? যেমন কোনো কোনো কিতাবে এই জাতীয় স্বপ্ন এবং এই ধরনের 'মুশাহাদা'কে সম্ভব বলা হয়েছে। এর দুই তিনদিন পর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যিয়ারত লাভ হল। তবে এর জন্য অন্তরে কোনো প্রেম বা জ্বালা বোধ হয় নি। অন্য কোনো বোধ বা ঘটনাও আর মনে নেই।

বিশ্লেষণঃ সকল স্বপ্ন মুবারক। আল্লাহ তাআলাকে কোনো সূরতে দেখার দ্বারা স্বপ্ন বাতিল হয় না। সেটা হয়ে থাকে রূপক তাজাল্লী, যার হাকীকত সম্পর্কে কখনো সাক্ষাতে আপনাকে বলব ইনশাআল্লাহ। সারকথা সেটা আল্লাহর যাত নয় একটি রূপক প্রতিকৃতি। আর মনের মধ্যে প্রেম বা জ্বালা না হওয়া কোনো চিন্তার ব্যাপার নয়। কারণ গায়রে এখতিয়ারি বিষয়।

***

হালঃ স্বপ্নে হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ ছাহেব দেওবন্দীকে দেখলাম। হযরতওয়ালার সম্মুখে হাতে গ্লাস নিয়ে হাজির হলেন। আমি তখন তাঁর কলবের দিকে মনোযোগ দিলাম। কলবের হালত ভালো মনে হল। তিনি তখন বলতে লাগলেন– আমি বুঝতে পেরেছি তোমার মতলব। আমি হেসে দিয়ে বললাম– এখন তো আপনি ছাহেবে কাশফ হয়ে গেছেন। এরপর আমাদের দুজনের মাঝে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মাকামাত সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকল। তিনি বলেছিলেন– আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের

www.islamfind.wordpress.com

মাকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে কেউ ধারণাও করতে পারবে না। আমি বললাম– আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের আসন লাভ করা নবী ছাড়া কারও পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। সেইসব আসনে গাইরে নবী কোনো মানুষের দৃঢ়তা লাভ সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু শুধুমাত্র ঐসব মাকামের সায়র (পরিভ্রমণ) করা এবং তাঁদের মাকাম সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব। আলহামদুলিল্লাহ আমি মাকামাতে আম্বিয়ার সায়র (ভ্রমণ) করেছি। আরোহন তো খুব সহজ ছিল কিন্তু অবতরণের সময় জটিলতা বোধ হচ্ছিল। এই আলোচনার পর আমি নিজেকে এক আলীশান ইমারতের উপর চড়তে দেখলাম। দিলের মধ্যে এ কথার উদয় হচ্ছিল যে, মাকামাতে আম্বিয়ার সায়র করছি। মাকামগুলো ছিল অনেক উঁচু। আর বাস্তবিক উর্ধ্ব আরোহনটা ছিল খুব সহজ কিন্তু অবতরণের সময় কষ্ট হচ্ছিল।

বিশ্লেষণঃ মৌলভি শাব্বীর আহমদের কামিয়াবির সুসংবাদ এটা। আল্লাহ তাআলা তাকে এই মাকাম দান করুন। আম্বিয়ায়ে কেরামের মাকামাত সম্পর্কে অভিনব ও চমৎকার বিশ্লেষণ ও তাহকীক অবগত করানো হয়েছে যা উভয়ের আলোচনা থেকে প্রমাণিত। অর্থাৎ ঐসব মাকাম অর্জন তো গায়রে নবীদের দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু 'সায়রে নযরী' চিন্তার জগতে পরিভ্রমণ হতে পারে। সুতরাং আর কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

***

হালঃ হুযূর! কয়েকদিন পূর্বে এক রাতে নামায এবং সব অযীফা আদায় করে শেষ করতে দেরি হয়ে গেল। মনের মধ্যে চিন্তা হতে থাকল এখন ঘুমানোর পর শেষরাতে সময় মতো আবার ঘুম ভাঙবে কি না কে জানে! যে কারণে ফজরের নামাযের পূর্বে অযীফা থেকে ফারেগ হতে পারব কি না এই চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে গেলাম তো একবার অল্পসময় পরই ঘুম ভেঙে গেল। উঠে ঘরের বারান্দায় গিয়ে বুঝতে পারলাম– বেশিক্ষণ ঘুমাই নি। আবার ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুমের মধ্যে এমন এক স্বপ্ন দেখলাম যার প্রথম অংশ শুধু এতোটুকু মনে আছে যে, কিছু ভালো আলোচনা হচ্ছিল। কিন্তু এর পরের অংশ ভীষণ পেরেশান করে দিয়েছে। কারণ কিছুই বুঝতে পারছি না। বিষয়টা এই যে, স্বপ্নে দেখলাম কেউ একজন এসে আমার বাম কাঁধ দুই হাত দিয়ে ধরে ঝাঁকাতে লাগল। আমি তাকে বললাম– আল্লাহকে ভয় কর। কিন্তু সে সরল না। আমি জোরে চিৎকার করে যখন ধমক দিয়ে আবার বললাম– সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে গেল। নিজের সেই আওয়াজও শুনতে পেলাম এবং

www.islamfind.wordpress.com

মনে হল যেন কোনো ব্যক্তি এইমাত্র এখান থেকে সরে গেল। কিন্তু এদিক ওদিক খুঁজেও কাউকে পাওয়া গেল না। এই পেরেশানির মধ্যে ভাবলাম যে, এখন আবার ঘুমালে হয়তো ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙবে না সুতরাং অযীফা পড়া শুরু করলাম এবং শেষ করার পর এতমিনানের সঙ্গে ঘুমালাম। সকালে যথাসময়ে ঘুম ভাঙলে ফজরের নামাযও এতমিনানের সঙ্গে আদায় করা সম্ভব হল কিন্তু রাতের বিষয়টি বিস্মিত করে রেখেছে। এখনও আছে।

বিশ্লেষণঃ বিভিন্ন আলামত থেকে মনে হচ্ছে ওটা শয়তান। এধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। পেরেশানীর কিছু নেই। 'যারা ঈমানদার এবং আল্লাহর উপর যাদের ভরসা রয়েছে তাদের উপর শয়তানের কোনো প্রভাব পড়বে না।'

হালঃ আরও একবার এমনই ঘটনা হল। সেবার এরকম ঘটল যে, স্বপ্নের মধ্যে কেউ এসে আমার মাথা চেপে ধরে বলল– উঠ, এটা শুনে আমি উঠে বসলাম। এদিক-সেদিক খুঁজেও কাউকে পাওয়া গেল না। তখন আবার শুয়ে ঘুমিয়ে গেলাম। আর কিছু হয় নি।

বিশ্লেষণঃ আলামত দেখে মনে হচ্ছে– এটা কোনো পবিত্র আত্মা। আল্লাহর হুকুমে বান্দার নেক কাজে সহযোগিতার জন্য এ-অবস্থা প্রকাশ পায়।

হালঃ সেই দিন ভাবলাম যে, হুযূরের কাছে কিছু লিখব কিন্তু একটি কথা মনে হওয়ায় থেমে গেলাম। আমি কয়েকবার দেখেছি যখনই নতুন কিছু ঘটে আর সে ব্যাপারে আমি ভাবি যে, এটা হুযূরের কাছে লিখা অনর্থক। তখন কয়েকদিন সেই ব্যাপার আবার ঘটে অথবা সেই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে আমাকে যেন বাধ্য করে দেয় হুযূরের কাছে জিজ্ঞাসা করতে। হুযূরের কাছে চিঠি পাঠানোর পর সব স্বাভাবিক হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহর রহমত ও করুণা। 'হে প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও'-এর অনুসারে আপনাকে আমল করানো হচ্ছে।

হালঃ আমার লজ্জাবোধ হয় এ কারণে যে, আমার জন্য হয়তো হুযূরের কষ্ট হয়, কেননা এখনও পর্যন্ত হুযূরের শরীরিক দুর্বলতা কাটে নি। সুতরাং চিঠি পেলে তার জবাব লেখানোর জন্য অবশ্যই কষ্ট করতে হবে।

বিশ্লেষণঃ কোনো কষ্ট নেই। এ ধরনের ওয়াসওয়াসা মনে স্থান দেবেন না।

হালঃ একবার ঘুম ও জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থায় দেখলাম যে, হযরত কানপুর জামে মসজিদে ফজরের নামায পড়াচ্ছেন। অধম আমিও জামাতে

www.islamfind.wordpress.com

শরীক আছি। আপনি সূরা মুদ্দাসির তিলাওয়াত করলেন এবং নামাযের মাঝেই সূর্য উঠে গেল।

বিশ্লেষণঃ এটা যদি শুধুমাত্র কল্পনাশক্তির প্রভব না হয় তাহলে ঐ সূরার আয়াত ২ (যার অর্থ 'উঠ, সতর্ক কর।') এর জাহেরী সূরত। অর্থাৎ হিদায়াতের সূর্য উদিত হয়েছে।

হালঃ একইরকম তন্দ্রাচ্ছন্নতার হালতে দেখলাম যে, খাজা সাহেব এবং হাকীম মুস্তফা সাহেব হুযূরের পুরাতন বাড়ির বৈঠকখানায় বসে দস্তরখানে খাওয়া-দাওয়া করছেন, এমন সময় অধমও হাজির হল। আমি তাদের বললাম– আমি জানতাম না যে, আপনারা এখানে এত মজা ভোগ করছেন, যদি জানতাম তাহলে আরও আগেই হাজির হয়ে যেতাম। এ কথা বলে আমিও একটি থালায় বসে পড়লাম, যা থেকে হযরতওয়ালা কিছুক্ষণ পূর্বে খেয়ে কিছু বাঁচিয়ে রেখেছেন। খাজা সাহেব হাসতে হাসতে বললেন– আর কী চাও! তুমি তো হযরতের থালা থেকে একেবারে হযরতের খানায় শরীক হয়ে গেলে।

বিশ্লেষণঃ উত্তরাধিকারের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

হালঃ একদিন স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরতওয়ালা একটি চিঠি অধমের হাতে দিলেন আমি মনে করলাম সেটা আমার আহওয়ালের জবাব। এবং কোনো হাল জানাতে গিয়ে হয়ত আমি মৌলভী ... সাহেবের আলোচনা করেছিলাম। তারই জবাবে হযরত এটা লিখেছেন। যাতে লিখা ছিল মৌলভী... সাহেব আমার বাহুর শক্তি, আমার প্রিয়। আমি চাই তিনি বাতেনী দৌলত লাভে যেন সফল হন। তুমি তার জন্য দুআ, তাওয়াজ্জুহ এবং বাতেনী হিম্মত দান কর।

আল্লাহ তাআলা ভাইকে হযরতের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে খাস দৌলত দান করুন। তার প্রতি যখন হযরতের এত তাওয়াজ্জুহ আছে তাহলে ইনশাআল্লাহ তিনি মাহরুম হবেন না।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ যেন তাই করেন।

হালঃ একটি ব্যাপার যদিও আমার জিজ্ঞাসা করার মতো নয়, তবুও এতমিনানের জন্য জিজ্ঞাসা করছি যে, ঐ ভাই তো যিকির-শোগল খুব বেশি করেন না (এবং বেশি যিকির করার মতো উপযুক্ত দেমাগী শক্তিও তার নেই) তাহলে কি হযরতওয়ালা মসনবী শরীফের ব্যাখ্যার কাজ তার দায়িত্বে এই

www.islamfind.wordpress.com

জন্য দিয়েছেন যে, যিকিরের পরিবর্তে এই পদ্ধতিতে কাজে লেগে থাকার মাধ্যমে তার মধ্যে আল্লাহর মুহাব্বত ও যিকির যেন দৃঢ়তা লাভ করে?

বিশ্লেষণঃ এই উদ্দেশ্য তো আমার ছিল না, তবে এই আমলের মাধ্যমে সেই আশা ও সম্ভাবনাও আছে। তাছাড়া আপনার এই প্রশ্নের কিছুটা উত্তর আমি আপনাকে মৌখিভাবেও দিয়েছিলাম।

হালঃ স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরতওয়ালাকে কোনো এক খাদেম দাওয়াত করেছেন এবং হযরত কবূল করেছেন। এরপর হযরত এরশাদ করেছেন যে, এটা সর্বশেষ দাওয়াত ; এখন যে কেউ আমার এখানে পূর্ণ একদিন বা অর্ধদিন কিয়াম (অবস্থান) করবে তার জন্য আমাকে দাওয়াত করার অনুমতি আছে। এটাও বলেছেন যে, মেহমান সকলেই যেন আমার এখানে খানা খায়। এ কথা শুনে প্রায় সকল খাদেমের চেহারায় দুঃখের ছাপ স্পষ্ট হয়ে পড়ে। খাজা সাহেবের চোখে তো একেবারে অশ্রুর ধারা চালু ছিল। এই উম্মতের মাথার উপর আপনার ছায়া দীর্ঘ হোক। মুরীদদের সাহায্যকারী এবং হেদায়াতপ্রার্থীদের ত্রাণকর্তা হিসাবে আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন। আপনার ফয়েয-বারাকাতকে চিরস্থায়ী করুন। আমীন।

বিশ্লেষণঃ গাফেল লোকদের প্রতি সতর্কবার্তা যে, সময় ও সুযোগকে যেন কাজে লাগানো হয়। একদিন তো সময় (আমার হায়াত) ফুরাবেই। শেষ হবেই। তবে অল্পের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। গোটা দুনিয়ার সময়টাকেই অল্প বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হালঃ অধম একটি কিতাব দেখতে পেল যা সাইয়িদুনা ইমাম হুসাইন ইবনে আলী রাযিআল্লাহু আনহুমার রচিত। ঐ কিতাবে এই আলোচনা ছিল যে, নামাযে প্রথম কাদা (বৈঠক) থেকে দ্বিতীয় কাদা (বৈঠক) কে দীর্ঘ রাখা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, প্রথম বৈঠক তো নামাযের মধ্যবর্তী স্থানে আর আখেরী বৈঠক হল শেষে। শেষ বৈঠক দীর্ঘ হওয়া যুক্তিযুক্ত। যেন মুসল্লীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শান্ত ও স্থির হয়ে যায় এবং রক্তের চলাচলটাও শান্ত হয়ে যায় এবং মুসল্লী খুব ভালোভাবে ভেবে-চিন্তে এতমিনানের সঙ্গে নামায খতম করতে এবং সালাম ফেরাতে পারে।

বিশ্লেষণঃ 'বেলায়াতের উলূম'-এর বেশিরভাগ উৎস হলেন হযরত আহলে বাইত। ইশারা রয়েছে ঐ ধরনের উলূমের ফয়যানের দিকে। বেলায়াতের উলূম হাসিল হওয়ার দিকে। ইনশাআল্লাহ।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ পূর্বের চিঠিতে জানিয়েছিলাম যে, আমি স্বপ্নে ইমাম হুসাইন রাযিআল্লাহু আনহুর লিখিত একটি কিতাবে দেখেছিলাম, যাতে শেষ বৈঠক বিষয়ে একটি কথা পড়েছিলাম। এ ব্যাপারে স্বপ্নের মধ্যেই মনে হল যে, সালামের পূর্বক্ষণেই আল্লাহর রহমত বেশি মুতাওয়াজ্জেহ হয়, এর পক্ষে দলিল হিসাবে কি এটা উপস্থাপন করা যায় যে, নবীজী সালামের পূর্ব সময়টিকে যে, বিভিন্ন দুআর জন্য নির্ধারণ করেছেন, সেটাও সম্ভবত এ-জন্যই যে, ঐ সময় রহমত অধিক হারে বর্ষিত হতে থাকে।

বিশ্লেষণঃ হাঁ, এর অবকাশ আছে।

হালঃ জুমার রাত, তাহাজ্জুদের পর পেটের সমস্যা এবং আলসেমির কারণে শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুম তো আসে নি। কিছুটা তন্দ্রা ও ঝিমুনির ভাব এসেছিল মাত্র। একটা আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখলাম। আমি আমার ঘরের মধ্যে (স্বপ্নের মধ্যে ঘরটাকে নিজেরই মনে করেছিলাম) কয়েকজন ভীষণ বিশ্রি চেহারার লোক দেখলাম। এমনকি প্রথম দৃষ্টিতে বুঝতেই পারি নি যে, ওগুলো মানুষ। যার কারণে প্রথমে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। অল্পক্ষণ পরে তাদের ভেতরের একজনকে মানুষের আকৃতির মনে হল, সে কিছু কথা বলব- যার মধ্যে এতটুকু কথা মনে আছে যে, 'আমরা বদ আমল'। এরপর খুব সুশ্রী ও সুন্দর চেহারার এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, আমার মন বলল যে, এটা নেক আমলের আকৃতি। এখন পর্যন্ত সেই সুশ্রি চেহারার প্রতি অন্তরে আকর্ষণ রয়ে গেছে। তাকে দেখতে বারবার মন চাচ্ছে। সে মুচকি হেসে আমাকে বলল- গাফলাত ও উদাসীনতা প্রদর্শন কারো না। গুনাহ থেকে বেঁচে থেক। হঠাৎ গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে নিও। তওবা করার পর আর সেই গুনাহ নিয়ে পড়ে থেক না। কারণ এটা আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্কের মাঝে অন্তরায় হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ কয়েকটি সহীহ ও সত্য হাকীকতের উন্মোচন হয়েছে। মুবারক হোক।

হালঃ এরপর আমি দেখলাম আমার একটি বিশাল বাড়ি। মনে হচ্ছিল সেটা সাহারানপুরে অবস্থিত। সেখানে মৌলভী... সাহেব এবং মিয়া... আলী মেহমান হিসাবে আমার কাছে এলেন। ...আলী ঘরের ভেতরে আর সম্ভবত ঘরের মহিলারা তার সঙ্গে পর্দা করছে না। তিনি ভেতরে বসে যিকির করছেন খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে মৌলভী ...সাহেব বাড়ির বাহিরে বসা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন- খানা কখন খাবে?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ যতদূর সম্ভব বিষয়টা এ রকম যে, ...আলী 'ফুয়ূযে বেলায়াত' (বেলায়াতের ফুয়ূয) লাভে ধন্য হয়েছেন আর মৌলভী ...আলী ফুয়ূযে নবুওয়াত দ্বারা।

প্রশ্নঃ এরপর আমি দেখলাম এক ব্যক্তিকে, আকার আকৃতি দেখে তাকে মনে হচ্ছিল খুব বদমাশ লোক। বকাবকি ও গালাগালি করছিল। বাজিগরদের মতো মুখ দিয়ে গোলা বাহির করছিল। এই অবস্থায় আমি তার কলবের দিকে তাওয়াজ্জুদ দিলাম— যার আছর তার চেহারায় ফুটে উঠল এবং চেহারা কালোভাব দূর হয়ে গেল। বেশ সুন্দর সুশ্রী হয়ে গেল। দিলের হালত ভালো হয়ে গেল।

জবাবঃ ইনশাআল্লাহ তাআলা এটা সেই হাদীসের শানের উত্তরাধিকার যেখানে প্রিয়নবী ইরশাদ করেছেন (সকল আদমসন্তানের মতো আমার সঙ্গেও একজন শয়তান আছে কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন, ফলে সে মুসলমান হয়ে গেছে।) আল্লাহ যেন এই উত্তরাধিকার নসীব করেন।

হালঃ এরপর একটি কিতাব দেখলাম, আল্লামা শা'রানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত। সেখানে দেখলাম 'কোনো মাকামে সালিকের জন্য তিনদিনের বেশি থেমে থাকা উচিত নয়। তিন দিনের পর সামনে অগ্রসর হওয়া উচিত।'

জিজ্ঞাসার মূল উদ্দেশ্য এই যে, তিন দিন নির্দিষ্ট করার মানে কী? তিন দিন পরে উন্নতি করা কি নিজের এখতিয়ারের বিষয়। বিষয়টি বুঝতে চাই।

বিশ্লেষণঃ তিন হল বহু বচনের সর্বনিম্ন পরিমাণ। অর্থাৎ সবচেয়ে কম সংখ্যক দিনের চেয়ে বেশি অবস্থান করা উচিত নয়। এবং এটা যদিও এখতিয়ারী নয় কিন্তু ঐ মাকাম হাসিল করার আসবাব অর্থাৎ যিকির ও ইবাদতের মধ্যে মশগুল থাকা, সেটা এখতিয়ারী। এতএব এর মতলব ও ব্যাখ্যা এই যে, কোনো মাকামে উন্নীত হওয়ার পর সেটাকেই শেষ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য মনে করে ঐ যিকির ও ইবাদতে মশগুল হওয়ায় ঘাটতি করবে না এবং সেটা অবিরাম চালাতেই থাকবে যেন এর মাধ্যমে উন্নতি হয় এবং জলদি জলদি শেষ হয়ে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ এরপর আমি একটি বাগান দেখলাম, যা মনে হল ইসমাঈল খান সাহেবের। কয়েকজন মানুষ সেই বাগানের আম ছিঁড় ছিল। সেই আমের ঘ্রাণ শুঁকে আবার সেখানেই লাগিয়ে দিচ্ছিল এবং সেই সব ছেঁড়া আম আবার যথাস্থানে লেগে যাচ্ছিল। দু-একটা আম তারা খেয়েও নিচ্ছিল।

বিশ্লেষণঃ ইসমাঈল ছিলেন যবীহ (উৎসর্গীত) ফানী (নিজেকে ফানাকারী) 'ফানা' এর পরিণতি হল 'বাকা'। সেই বাকা-টাই প্রকাশ পেয়েছে— 'তার (জান্নাতের) ফলসমূহ চিরস্থায়ী। সূরা রাদ : ৩৫' এর আকৃতিতে। সারকথা স্বপ্নের মধ্যে 'ফানা' ও 'বাকা'র প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

***

হালঃ মঙ্গলবার রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরত আমাকে কয়েকটি কাগজ দিচ্ছেন। যেগুলোর প্রিয়নবীর প্রচুর হাদীস লিখিত ছিল এরপর একটি কাগজ দিলেন যাতে ফেকাহ-এর মাসায়েল লিখিত ছিল। সবগুলোর আলোচ্য বিষয় ছিল হুকুকুল ইবাদ-এর প্রতি তাগিদ। একটি বিষয় স্মরণ আছে যে, 'কোনো ব্যক্তির মেসওয়াক অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা উচিত নয়। অবশ্য মেসওয়াক ধুয়ানোর উচিত যে, কারোর প্রয়োজন হলে তাকে ব্যবহারের জন্য দিয়ে দেওয়া।

বিশ্লেষণঃ শুভ ইঙ্গিত রয়েছে হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন হওয়ার প্রতি এবং উভয় জ্ঞান অনুযায়ী আমলের তাওফীক হওয়ার দিকে।

হালঃ মঙ্গলবার দুপুরে স্বপ্নে দেখলাম যেন মৌলভী মুহাম্মাদ ইসহাক মুজাদ্দিদুহুমের ইন্তেকাল হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তাআলা যেন তাকে মাফ করে দিয়েছেন। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে উঠার পর ঘরের কোণ থেকে যিকিরের আওয়াজ আসছিল। কয়েকবার স্পষ্ট আওয়াজে 'ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলাইহি রাজিউন' শুনতে পেলাম। সে সময় কলবের মধ্যে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-এর যিকির জারি ছিল।

বিশ্লেষণঃ কোনো কোনো বর্ণনা মতে কুরবানীর ঘটনায় 'যাবীহ' ছিলেন ইসহাক আলাইহিস সালাম। (ইসমাঈল নয়।) কুরআনের فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ (তার পথ অনুসরণ কর) আয়াতের দাবি অনুসারে ইঙ্গিত রয়েছে ইসহাক আ.-এর আত্মোৎসর্গের অনুসরণের প্রতি। ইন্না লিল্লাহ দ্বারাও সেই ফানা-এর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদি 'যাবীহ' ইসমাঈল হয়ে থাকেন, প্রসিদ্ধ মত

www.islamfind.wordpress.com

সেটাই তবুও আমার উস্তাদের বক্তব্য অনুসারে ফিদয়া ইসহাকের জন্যও একটি এসেছিল। তাহলে হুকমান তিনিও 'যাবীহ।'

***

হালঃ রমযান শরীফে এক রাতে দুইবার হযরতের যিয়ারত নসীব হল। সেহরীর পূর্বে দেখলাম– আমি অসুস্থ, হুযূর তাওয়াজ্জুহ দিলেন তাতে আমি সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে গেলাম। সেহরীর পর আবার দেখলাম– হুযূর আমাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দুই ধরনের মিষ্টি খাওয়ালেন। এরপর সকলের সঙ্গে দস্তরখানেও শরীক করলেন। ঐ মিষ্টি ছিল মুরব্বা জাতীয়।

আমি নাম জিজ্ঞাসা করলে হুযূর একটির নাম বললেন, ইশ্‌কে আর অন্যটির নাম শিফা (আরোগ্য)। আমি ব্যাখ্যা করলাম এই যে, ইশ্‌ক মানে আল্লাহর ইশ্‌ক আর শিফা মানে কলবের সকল রোগ থেকে আরোগ্য। হুযূরের কল্যাণে উভয় বিষয় আল্লাহ তাআলা আমাকে জাগ্রত অবস্থায়ও দান করুন।

বিশ্লেষণঃ নিয়ম হিসাবে আপনার তাবীর সঠিক ও যথার্থ। আল্লাহ এটাকে বাস্তবায়ন করে দিন।

হালঃ এই পাপী বান্দা আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, হুযূর সাহারানপুর জামে মসজিদে ওয়াজ করছেন। আমি অধম এবং আমার মরহুম ভগ্নিপতিও সেই ওয়াজে শরীক ছিলাম। ওয়াজের পর হুযূর এবং আমার ভগ্নিপতি মসজিদের ভেতর গেলেন এবং আমি বাহিরে থেকে গেলাম। হুযূর আমাকে ডেকে বললেন– মুহাম্মাদ ইবরাহীম ভেতরে চলে এস, নির্দেশ পেয়ে অধম খিদমতে হাজির হয়ে গেলাম। হুযূরের সম্মুখে মধুর মধ্যে ডুবানো ফুল রাখা ছিল। হুযূরের সঙ্গে সেই ফুল অধম এবং আমার ভগ্নিপতি মিলে খুব মজা করে খেলাম। আর তখনই ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বিশ্লেষণঃ নিশ্চিত ব্যাখ্যা জানা তো কঠিন। ধারণা হিসাবে মনে হয় যে, মধু মানে আরোগ্য (শেফা) আর ফুল মানে আনন্দ ও প্রফুল্লতা। ইঙ্গিত হয়েছে এই তরীকত আরোগ্য ও আনন্দের সমন্বয়ক পথ হওয়ায় দিকে। যার কারণ সুন্নতের অনুসরণ। আর যেই পথে সুন্নতের অনুসরণ থাকে সেখানে আরোগ্য ও আনন্দ অবশ্যই পরিণতি হিসাবে থাকবেই।

আর জামে মসজিদে ওয়াজ হওয়াটা ইঙ্গিত করে ঐ উপকারিতা ব্যাপক হওয়ার দিকে।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ অধম বুধবার রাতে স্বপ্নে দেখেছে যে, জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কামরায় উপস্থিত আছেন আর হযরত হাফসা রাযিআল্লাহু আনহা (উমর ফারূক রাযিআল্লাহু আনহুর মেয়ে এবং নবীজীর স্ত্রী) সেই কামরার সম্মুখ দিয়ে চলে গেলেন। প্রিয়নবীর পোশাকের খোশবু অধমের নাকে এত স্পষ্টভাবে লাগছে যা বলে শেষ করা যাবে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রশংসা করলেন। তাঁর সব পোশাক ইস্ত্রি করা ছিল।

কয়েকদিন পূর্বে আমার এক বন্ধু আমার সম্পর্কে স্বপ্নে দেখেছে যে, আমার সাত বছরের এক ছেলেকে আমি দাফন করছি। আমার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হচ্ছে এই স্বপ্নের কথা শুনে এই কারণে যে, এখনও আমার বিয়েই হয় নি।

অন্য এক স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি এক জামাতের নামাযে ইমামতি করছি আর সেজদা করছি খুব দীর্ঘসময় ধরে।

বিশ্লেষণঃ অত্যন্ত মুবারক স্বপ্ন। হযরত হাফসা রাযি. হযরত উমর ফারূকের মেয়ে। তাঁকে দেখা ইঙ্গিত করে এমন কোনো ব্যক্তির বাতেনী নিসবতের দিকে যার বংশগত সম্পর্ক হযরত উমর ফারূকের সঙ্গে রয়েছে। সেই নিসবতের থেকে আপনি ফয়েয পাবেন এবং পাচ্ছেন। তাছাড়া হযরত হাফসা রাযি. প্রিয়নবীর বিশেষ অনুগতা ও বিশেষ অনুসারী অতএব ঐ বিশেষ বাতেনী নিসবতটাও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই আহরিত।

পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা— যা তাঁর পোশাকে দেখা গেছে, সেটা সেই লেবাসে তাকওয়ার বৈশিষ্ট যা ঐ নিসবতে বাতেনের জন্য জরুরি। আল্লাহ ভালো জানেন যে সেই ব্যক্তি কে? তবে জাহেরীভাবে এই অধমের বংশ মতভিন্নতা থাকলেও প্রাধান্যযোগ্য বক্তব্য হিসাবে হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর সঙ্গে মিলিত। হতে পারে জাহেরী বংশ উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হল সংস্কার ও সংশোধন-এসলাহ ও সিয়াসাত কী শান। তাহলে আমার বংশ বিষয়ে যে ভিন্নমত রয়েছে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ আসল উদ্দেশ্য ফারূকে আযমের সংস্কার-সংশোধনের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা এটাই বুঝে আসছে যে, কাছিদায়ে বুরদার লেখক বলেছেন–

وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ اِنْ تُمْهِلَه شَبَّ عَلٰى زحُبِّ الرِّضَاعِ وَاِنْ تُفْطِمَه يَنْفَطِمُ.

'তারবিয়াতুস সালিক' ৭ম অধ্যায়-১৮৬

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ– নফস হল শিশু বাচ্চার সমতুল্য, মায়ের দুধপান থেকে যদি তাকে বিরত না রাখ তাহলে সে দুধপান করতে করতেই যুবক হবে। আর যদি দুধ ছাড়িয়ে দাও তবে সে স্বাভাবিকভাবেই দুধের আকর্ষণমুক্ত হবে।

সুতরাং ঐ সন্তান মানে নফস। হাদীসে আছে– 'তোমাদের সাত বছরে সন্তনদের নামাযের নির্দেশ দাও'। অর্থাৎ সাত বছর বয়সে এক প্রকারের নির্দেশ তার প্রতি হয়ে যায়। এটার দ্বারা ইঙ্গিত রয়েছে নফসের (মুকাল্লাফ) নির্দেশপ্রাপ্ত হওয়ার দিকে। তাকে দাফন করতে দেখা— ইঙ্গিত হল নফসের প্রবাভূত হওয়া-মাগলুব হওয়ার দিকে এবং তার ক্ষয়-ক্ষতি থেকে নিরাপদ হওয়ার দিকে। আফাযির মতে নফসের দোষ-দুর্বলতা, ত্রুটি একেবারে নির্মূল হয় না, দুর্বল হয়। মুজাহাদার এটাই চূড়ান্ত লক্ষ্য। সুতরাং এখানে ইঙ্গিত রয়েছে মুজাহাদার কল্যাণকর ও ফলবান হওয়ার দিকে।

তৃতীয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, 'বান্দা আল্লাহর সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত থাকে যখন সে হয় সেজদারত।' এর দ্বারা ইঙ্গিত হয়েছে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্যের দিকে। অতএব তিনটি স্বপ্নের সমষ্টিই সুসংবাদ বা শুভ ইঙ্গিত সফলতার। আল্লাহ তাআলা বরকতময় করুন। তবে স্বপ্নের ভরসায় নিজের কাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না। বরং নিজের আমলের ব্যাপারে পূর্বের চেয়ে বেশি সাধনা ও পরিশ্রম করে যেতে হবে। এবং اَفَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا. (আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?) কথাটি সামনে রাখা উচিত।

প্রশ্নঃ ইতিপূর্বে আমি যখন নাজিবাবাদ-এ ছিলাম তখন হযরত মাওলানা গঙ্গুহী রাহ.কে স্বপ্নে দেখেছিলাম। তিনি বলছেন যে, কারোর জাদু থাকে চোখে আমার সেটা বয়ানের মধ্যে— এ কথার মতলব কী?

জবাবঃ একদম সত্য স্বপ্ন। মতলব এই যে, এই পবিত্র সিলসিলায় তালীমের পন্থা জিহবা বা মুখ— যা হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসরিত হওয়ার কারণে আছরকারী এবং দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব সৃষ্টিকারী। আম্বিয়ায়ে কেরামের তরীকা হুবহু এটাই ছিল। وَقُلْ لَهُمْ فِيْ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا. (তাদেরকে বলুন এমন কোনো কথা যা তাদের জন্য কল্যাণকর।) আয়াতের সারমর্ম এটাই। আমাদের এই সিলসিলাতে হিম্মত এবং তাসাররুফের মাধ্যমে কোনো কাজ করা হয় না। যদিও সামান্য তাওয়াজ্জুহের মাধ্যমে করা যায়, তবুও আমাদের

www.islamfind.wordpress.com

সিলসিলায় সেটাও করা হয় না। কারণ এই পন্থা তাসাওউফ-ওয়ালাদের মাঝে ব্যাপক প্রচলিত হলেও কুরআন-সুন্নাহ থেকে বর্ণিত না হওয়ার কারণে দুর্বল। তাছাড়া এর মধ্যে আরও অনেক গোপন ভ্রান্তি রয়েছে। সুতরাং চোখের জাদু মানে এই তাসাররুফ অর্থাৎ তাসাররুফ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কখনো চোখ দ্বারাও কাজ নেওয়া হয়। আর বয়ানের জাদু মানে মাসনুন তালীমের প্রভাব।

অসম্ভব নয় যে, এই স্বপ্ন আপনাকে দেখানোর কারণ এই যে, ঐ গায়রে মানকুল (সুন্নাতে বর্ণিত নয় এমন) পন্থার প্রতি আপনার কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল।

***

হালঃ একদিন ফজরের নামাযের পর সামান্য শুয়েছি, হঠাৎ ঘুমিয়ে গেছি। তখন স্বপ্নে দেখলাম যে, কয়েকজন সুফী একস্থানে বসে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। আমি যেহেতু অপরিচিত, সে কারণে তাদের থেকে একটু দূরে আলাদা বসে খুব মন লাগিয়ে তাদের কথা শুনছি। তাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি সম্মানিত এবং খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন— হঠাৎ তিনি জামী রাহ. এর একটি শের পড়লেন। যা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অধম একেবারে আত্মহারা অবস্থা হয়ে গেল। ভেতর থেকে চিৎকার বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল তবে অধম সর্বশক্তি ব্যয় করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলি। তারপরও চক্ষু থেকে কান্না ঝরে পড়ে। তখন ঐ সুফীরা আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। তাদের একজন উঠে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মুহাব্বত ও ভালোবাসার কিছু কথা বলতে থাকেন এবং সেই সম্মানিত ও পরিচ্ছন্ন বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললেন যে, এর নামেও একটি নম্বর দিয়ে দিন। এই লোকটিও আমাদেরই একজন। এরপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনের মধ্যে আনন্দ ও খুশির ভাব দেখতে পেলাম। আশা করি এই স্বপ্নের ব্যাপারে কিছু লিখবেন।

বিশ্লেষণঃ সু-সংবাদ নেক লোকদের জামাতে শামিল হওয়ার। মুবারক হোক।

***

হালঃ আজকাল বেশি বেশি স্বপ্ন দেখে থাকি। কখনো দেখি যে, তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ এক সাগরে সাঁতার কাটছি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এটা হচ্ছে সুলুকের দুর্গম মনযিলগুলো পারি দেবার শুভ ইঙ্গিত।

হালঃ কখনো এমন দেখি যে, কাবা শরীফ নিজে আমার কাছে চলে আসছে। এমনকি এসে আমার কলবের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ এর দ্বারা ইশারা হচ্ছে 'মুরাদিয়াত' ও 'মাহবূবিয়াত'এর মর্যাদা হাসিল হওয়ার দিকে।

***

হালঃ রাতের বেলা তাহাজ্জুদের জন্য খুব ভালো সময়ে ঘুম ভাঙ্গল। মনটা খুব পরিচ্ছন্ন ছিল। মাহবুব আল্লাহ তাআলার খেয়াল ছাড়া মনের মধ্যে আর কোনো পেরেশানী ছিল না। তাহাজ্জুদ নামাযের পর আধা পারা তেলাওয়াত করার সৌভাগ্য হল। এক মনযিল মুনাজাতে মাকবূল পড়তে খুব মন চাইল। বেশিরভাগ সময় মন চায় যে, আল্লাহর দরবারে সকল কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য দুআ করি আর সেই সকল দুআর সমন্বিত রূপ হল মুনাজাতে মাকবূল। একবার স্বপ্নের মধ্যেও মুনাজাতে মাকবূল পড়ার জন্য হুযূরের পক্ষ থেকে ইশারা হয়েছিল। এরপর হুযূরের রচিত দুরূদের ছন্দ পড়লাম। কলবের মধ্যে এত আনন্দ পেলাম যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এমন রাত যেন আল্লাহ তাআলা সর্বদা নসীব করেন। তাহাজ্জুদের সময়ের খুব মূল্য বোঝা যায় এবং ঐ সময়টার প্রতি দিলের খুব আকর্ষণ বোধ করি। আল্লাহ কায়েম রাখুন।

বিশ্লেষণঃ আমীন।

হালঃ তাহাজ্জুদের পূর্বে এক স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার বাড়ি হুযূরের বাড়ির সঙ্গে মিলিত, পাশাপাশি। বাড়ির পাশেই রয়েছে একটি মসজিদ। যেখানে হুযূর নামায পড়াচ্ছেন। আমি বাড়িতেই আছি এবং নামাযে শরীক হতে পারি নি। সূর্য উঠে গেছে। নামায কাযা হয়ে গেছে। নামাযের পর হুযূর আমার বাড়িতে এসে আমার জ্যেঠাতো ভাই মৌলভী সাইয়্যেদ... সাহেবের ব্যাপারে জানতে চাইলেন যে, সে নামাযে শরীক হয় নি কেন? এরপর আমার নাম ধরে জানতে চেয়েছেন যে, ... কোথায়? নামাযে কেন এল না? আমরা দুই ভাই হযরতের ভয়ে পায়খানায় লুকিয়ে ছিলাম। বাড়ির সকলেই যখন কোনো জবাব না দিয়ে নীরব থাকলেন তখন হযরত বললেন– তাদেরই ভালো হত; বলে দিলে তাদের এসলাহ-সংশোধন হত। এরপর আমি বের হয়ে এলাম এবং হুযূরের সামনে এসে আরজ করলাম যে, হুযূর! আমার গোপন করার জরুরত নেই, আসলে আমার নামায কাযা হয়ে গেছে। আজকের পূর্বে

www.islamfind.wordpress.com

কি আর কখনো আমার নামায কাযা হয় নি যে, আজকে গোপন করতে হবে! এরপরই তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম ভেঙ্গে গেল। এর তাবীর জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, কখনো ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে আপনি ইনশাআল্লাহ ক্ষতিপূরণ করতে পারবেন।

হালঃ এরপর যখন তাহাজ্জুদ থেকে ফারেগ হয়ে বিছানায় একটুখানি শুলাম, মনটা খুব প্রফুল্ল ছিল, হঠাৎ ঘুম এসে গেল। তখন স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি হযরতের কাছে উপস্থিত আছি। কোনো কাজের যতদূর সম্ভব হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব দিয়েছেন আমাকে, আমি সেই কাজ করছিলাম। এমনি মুহূর্তে এক বাজারি মহিলা এসে বসে পড়ল। আমি বাম দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। কিন্তু হযরত তার সঙ্গে নম্র আচরণ করলেন। কোমল ভাষায় কথা বললেন। আমার তখন মনে হল যে, হযরত তার সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে সদাচরণ করছেন যেন তার আখলাক এবং দীনী হালত শুধরে যায়। এই পর্যায়ে সেই মহিলাকে আমার স্ত্রীর আকৃতিতে দেখতে পেলাম। আমি তাকে স্পর্শ করলাম কিন্তু তাতে খাহেশ জাগল না এবং তার প্রতি আমার ঘৃণাও থাকল না। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দয়া করে এর ব্যাখ্যা জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ ঐটা ছিল আপনার নফ্স। নম্রতার সঙ্গে আমি যার এসলাহ ও সংশোধন করছিলাম। এক সময় সেটা আপনার অনুগত হয়ে যায়।

***

হালঃ রাতে তাহাজ্জুদের পর স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরত জামাতের ইমামতি করছেন সেই নামাযে আমি হুযূরের পিছে শরীক হয়েছি। নামায শেষ হওয়ার পর দেখলাম যে, সূর্য উঠে গেছে এবং তার আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ এটাই হল 'আনওয়ারে কল্ব' (হৃদয়ের জ্যোতি) এর সূর্য। যা তাহাজ্জুদের মাধ্যমে হাসিল হয় এবং হবে ইনশাআল্লাহ।

হালঃ এরপর আমি আলাদাভাবে নামাযের নিয়ত করে নামায পড়তে শুরু করলাম।

বিশ্লেষণঃ ইবাদতে মশগুল দেখা প্রশংসনীয় আলামত।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ এক সময় হযরত মাওলানা... সাহেবের জনৈক খলীফার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কথাই তার সঙ্গে হল। তিনি সেই সাক্ষাতে বলেছিলেন যে, 'আমার ফানা ফিল্লাহ'-এর এমন কাইফিয়াত হয়ে যায় যে, যখন আমি চোখ বন্ধ করে লা-ইলা-হা... এর যিকির করি তখন দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক এমনকি নিজেরও কোনো খবর থাকে না। আমাদের এখানে এর একেবারে সাধারণ স্তর এই যে, এক শ বার ঐ কালেমা বলতে যে সময় লাগে, সেইটুকু সময়ের মধ্যেই ঐ হালত তৈরি হয়ে যায়। দুনিয়াবী বিপদ-আপদ, ভয়-ভীতি অথবা যে কোনো ভয়ঙ্কর পেরেশানীই আসুক না কেন আমরা সেগুলোকে এমনভাবে দূরে নিক্ষেপ করি যেমন কেউ তুচ্ছ আবর্জনা দূরে নিক্ষেপ করে।

এইসব শুনে অধমের মধ্যে বেদনা ও হতাশা তৈরি হল যে, হায়! আমি তো এ সবের কোনো কিছু সম্পর্কেই অবগত নই! এইসব ভাবনা আমার মধ্যে ছিল। এই পর্যায়ে এক রাতে হুযূরকে স্বপ্নে দেখলাম যে, অধমের পিঠে হুযূর মুবারক হাতের মমতার স্পর্শ দিয়ে বলছেন– কলবী তাওয়াজ্জুহ-সহ এই যিকরে লিসানী (মৌখিক যিকির) তাদের শুধু কলবী তাওয়াজ্জুহের চেয়ে হাজারগুণ বেশি মাকবূল ও পছন্দনীয়।

এইভাবে হুযূর আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিতে থাকলেন।

বিশ্লেষণঃ স্বপ্নের মধ্যে যে বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়– যে সম্পর্কে বেশিরভাগ 'আহলে তরীক' (সালিক) একেবারে উদাসীনতা বরং ভ্রান্তির মধ্যে ডুবে আছে। এই বিশ্লেষণ একেবারে আক্ষরিক অর্থেই যথার্থ। প্রকৃতই বিষয়টি ঐ রকম। এর একটি দিক তো খুবই স্পষ্ট যে, দুইটি নেক আমলের সমষ্টি একটি আমলের চেয়ে উত্তম এবং পূর্ণাঙ্গ। আরেকটি দিক কিছুটা সুক্ষ্ম। সেটা এই যে, সাধারণত দেখা যায় যে, 'কলবের তাওয়াজ্জুহ' শুরু হয় বটে কিন্তু সেটা চলমান থাকে না। সেই তাওয়াজ্জুহ বা ধ্যান থেকে কলব সরে যায় এবং এমনভাবে সরে যে, সেদিকে কোনো তাওয়াজ্জুহ বা খেয়ালই থাকে না। অথচ সাধক মনে করতে থাকে যে, সেটা চলমান আছে আর বাস্তবতা এই যে, সেটা বিচ্ছন্ন ও অচল হয়ে থাকে। সাধক সেই ভুল ধারণা নিয়েই দীর্ঘসময় পার করে দেয়। যে সময়ে সে উন্নতি থেকে একেবারেই মাহরূম থেকে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, মনে হয় যেন স্বপ্নকে আপনি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন অথচ স্বপ্ন 'শুভ ইঙ্গিত' এর চাইতে বেশি কিছু নয়। শুভ ইঙ্গিতের সারকথা হল কোনো বিষয়ের বর্ণনামাত্র, সাওয়াব কিংবা নৈকট্য সৃষ্টিকারী কোনো আমলের স্তরে নয়। আসল মাকসূদ হল সেই সব আমল যার দখল আছে নৈকট্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে। সেই সব আমলের বিচারে স্বপ্ন একেবারে যেন কিছুই নয়।

***

হালঃ আমি দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রামের (কায়লুলার) সময় স্বপ্নে দেখলাম যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে আমার জন্য একটি বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছেন আমার কোনো চেষ্টা ছাড়াই। সুতরাং আপনা-আপনি আমি এটা বললাম যে, এ বাড়ি তো ফেরেশতারা তৈরি করে দিবেন। হঠাৎ দেখলাম যে, আল্লাহ তাআলা (মানুষের আকৃতিতে) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, মিকাঈল আলাইহিস সালাম, ইসরাফীল আলাইহিস সালাম এবং আরও একজন ফেরেশতা– যার নাম ভুলে গেছি, সকলে এক লাইনে আমার দিকে পিঠ করে এবং ঐ বাড়ির একটি দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন এবং এটা নিশ্চিত যে তারা বাড়ি তৈরি করার জন্য তাশরীফ এনেছেন এবং অবিলম্বে সেটা করতে চাচ্ছেন। চেহারা কারোরই চোখে পড়ে নি, রুচির ভিত্তিতে সকলকে উল্লিখিত সিরিয়্যালে চিনতে পেরেছি। সকলেরই শরীর কাঠামো ও উচ্চতা প্রায় একরকম ছিল। পোশাক ছিল সকলেরই সাদা।

হুযূর! মেহেরবানী করে আমার দিকে লক্ষ্য না করে যে তাবীরই হোক, স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিবেন। এবং আমার জন্য খাস করে ইল্‌ম, আমল, দুনিয়া আখিরাতের সুখ-শান্তি, আল্লাহ তাআলার পূর্ণ সন্তুষ্টি এবং দীদার লাভের জন্য অনুগ্রহ করে দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ এটা কাবা শরীফের শান যে, সেটার নির্মাণ কর্ম তারা সম্পাদনা করেছেন আর এর আসল ও প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা যে আল্লাহ সে কথা সকলেই জানেন। কাবা শরীফের শান এই وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا

অর্থ– আর যখন আমি কাবাগৃহকে বানালাম মানুষের জন্য সম্মিলনস্থল এবং শান্তি ও নিরাপত্তার আলয়। –বাকারা : ১২৫

www.islamfind.wordpress.com

আর দীন ইসলাম এবং আহলে দীন (পূর্ণ অনুসারী)এর শানও এটাই যে, তারা নিজ পরিবারসহ সৎ ও হকপন্থীদের আশ্রয়স্থলও আবার সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে নিরাপত্তার কারণও। এ কারণেই দাজ্জালের 'কাবা শরীফ তাওয়াফ' স্বপ্নের হাদীসে কাবার ব্যাখ্যা দিয়েছে ব্যাখ্যাকারীগণ 'দীন'।

সুতরাং এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইনশাআল্লাহ এই স্বপ্ন যিনি দেখেছেন, তিনি দীনী ব্যাপারে মানুষের আশ্রয়স্থল এবং সহীহ তালীমের কারণে গোমরাহি থেকে নাজাতের কারণ হবেন। আর যেহেতু এই দীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানুষ লাভ করেছে, এ-কারণে এই স্বপ্নে তাঁকেও দেখা গেছে।

জান-প্রাণ দিয়ে আপনার জন্য ঐ সব নিয়ামত প্রাপ্তির দুআ করছি এবং একই দুআ আমার জন্য করার আবেদন করছি।

***

হালঃ তাহাজ্জুদের পূর্বে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি আমার জ্যেঠাতো ভাই (আলেম) কে এই কথা জিজ্ঞাসা করছি যে, আল্লাহ তাআলা কোন্ সময় কোথায় থাকেন, এর উত্তরে তিনি শুধু বললেন– প্রথম আসমানে। সময়ের কথা বললেন না।

বিশ্লেষণঃ যেহেতু সময়টা তাহাজ্জুদের ছিল, সেজন্য মুখে কিছু বলেন নি। কিন্তু উদ্দেশ্য এটাই যে, 'তাহাজ্জুদের সময়ই তিনি প্রথম আসমানে...।'

হালঃ এরপর মনে হতে লাগল যে, আল্লাহ তাআলা যেন বিদ্যমান আছেন সেখানে চাঁদের মতো একটি আলো চোখে পড়ল। যেন চাঁদ হালকা মেঘে ঢাঁকা পড়েছে।

বিশ্লেষণঃ এটা ছিল সর্বাধিক নিকটবর্তী দৃষ্টান্তের তাজাল্লি।

হালঃ এরপর দেখলাম আমার পকেটে রূপার বাঁটওয়ালা একটা ছুরির মতো কিছু পড়ে আছে। আর আসলে এটা ছিল কোনো মসজিদের গম্বুজের সঙ্গে লাগনো ধারালো কিছু। এটা দেখে আমি অস্থির হয়ে গেলাম যে, মসজিদের জিনিস আমি কেন নিয়ে এসেছি এরপর সেটা ফেরত দিতে যাচ্ছি।

বিশ্লেষণঃ এটা হল আহলে দীনের (মুসলমানদের) হক আদায়ের ব্যাপারে দৃঢ় সঙ্কল্প হওয়ার সূরত।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ এরপর দেখলাম যে, একজন ধনী হিন্দুর বাড়ির সামনে চৌবাচ্চার পাশে দুইটি ছোট ও একটি মোটা লোহার খুঁটি পড়ে আছে। চিন্তা করলাম যে, অন্যের মালিকানার বস্তু, সুতরাং সেদিকে হাত বাড়ালাম না।

বিশ্লেষণঃ এটা হল অমুসলিমদের হক আদায়ের সংকল্পের সূরত।

হালঃ এরপর দেখলাম যে, আমার পিতা বাড়িতে নামায পড়ছেন আর এক ভাই ছাদের ওপর। আমি নুতন সাদা পোশাক পরে আঙ্গিনার মধ্যে ঘুরছি। আমি সবাইকে বললাম– আল্লাহ তাআলা যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, জামাতে নামায পড় নি কেন? কী জবাব দেওয়া যাবে! এ কথা বলেই আমি মসজিদের দিকে রওনা করলাম। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আমার খুব চিন্তা ছিল যে, যেন আমার জিজ্ঞাসাবাদ হবে। আর আমি অতীতের অনাদায়ি হকগুলোর ব্যাপারে চিন্তিত যে, কী জবাব দিব!

বিশ্লেষণঃ حَاسِبُوْا قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا (তোমরা নিজেদের হিসাব গ্রহণ কর তোমাদের কাছে হিসাব চাওয়ার পূর্বে।) এর উপর আমলের সুসংবাদ।

হালঃ এটাও দেখেছি যে, আমি বেশ কিছু মসজিদে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করেছি।

বিশ্লেষণঃ এসলাহে আমলের সূরত এটা।

হালঃ সকালে দিলের হালত ছিল এই যে, দিলের মধ্যে এই ভাব আসছিল যে, কোনো কিছুই যেন আল্লাহ তাআলার রেজামন্দির (সন্তুষ্টির) খেলাফ না হয়। তিনি যেন আমার প্রতি রাজি-খুশি থাকেন। যদি তাঁর সন্তুষ্টি এতেই থাকে যে, আমাকে দোযখে যেতে হবে, তাহলে এতেও আমার আপত্তি নেই। আমি রাজি। কিন্তু তিনি যেন তাঁর মুহাব্বত থেকে আমাকে দূরে না রাখেন। তাঁর মুহাব্বত যেন আমি পাই।

বিশ্লেষণঃ এটা হল মাওলামিযুক্ত রেজার প্রবলতা। সুন্নতের মুওয়াফেক হালত এই যে, রেজা বা সন্তুষ্টির কামনা পূর্ণাঙ্গ হবে আর পূর্ণাঙ্গ রেজা বা পূর্ণাঙ্গ সন্তুষ্টির একটি অংশ হল জাহান্নাম থেকে মুক্তি। কারণ শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামে যাবে শুধু কেবল সেই যে আল্লাহ তাআলার রেজা ও সন্তুষ্টি থেকে মাহরূম–বঞ্চিত।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ তাহাজ্জুদের পরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, একটি বাড়ি— যার তিনটি কামরা রয়েছে। একটিতে আমি তলাবাদের (ছাত্রদের) পড়াচ্ছি। দ্বিতীয় কামরায় হুযূর ওয়াজ করছেন। হুযূর সকলকে অনুরোধ করেছেন সবাই যেন ওয়াজ শুনে তারপর যায়। আমরা যখন ওয়াযের কামরায় গেলাম দেখলাম হুযূর ওয়াজ করছেন না। ওয়াজ করছেন সম্ভবত মৌলভী... সাহেব।

বিশ্লেষণঃ ভালোকাজের পথ দেখালে যে ভালো কাজ করার সাওয়াব পাওয়া যায়। (اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ) এটা তারই ব্যাখ্যা। আমি সকলকে ওয়াজ শোনার জন্য বলেছি, এ কারণে আমারও ওয়াজের সাওয়াব হচ্ছে। আর আপনার পড়ানো ইঙ্গিত করে অন্যদের কল্যাণ করার।

হালঃ এরপর গোলাম তৃতীয় কামরায়— যেখানে হুযূর অবস্থান করছিলেন, দেখলাম এক ব্যক্তির 'ওয়াজ্দ' (বিশেষ ধরনের আত্মহারা অবস্থা) হচ্ছে। তার মুখ থেকে ইল্লা-হূ অথবা আল্লা-হূ-এর আওয়াজ বের হচ্ছে। লোকটি বে-হুঁশ হয়ে আছেন। হুযূর তার প্রতি খুশি নন। তিনি মুরীদ হতে চান। হুযূর তার শুধু এই হালত দেখে মুরীদ করতে চান না। কারণ কেউ যেন এই হালত দেখে এটাকে ভালো মনে করে না বসে। এরপর সেই লোক হুযূরের ডানপাশে বসে গেল এবং আমিও বসে গেলাম।

বিশ্লেষণঃ হালতের মর্যাদা আমলের চেয়ে নিচে, এটাই প্রকাশিত হয়েছে। এটাই প্রকৃত বাস্তবতা।

***

হালঃ রাতে তাহাজ্জুদের পূর্বে এক স্বপ্নে দেখলাম– খুব মেঘ করেছে। আমি বিজলি চমকাতে দেখছি। ঐ বিজলির দিকে আমার মনের আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে। আমি আমার এলাকায় বাড়িতেই একা বসে আছি। বজ্রপাতের কোনো ভয়ই আমার হচ্ছে না।

বিশ্লেষণঃ এটা হল নিসবতে এশকিয়া— আল্লাহ তাআলার প্রতি এশ্ক-প্রেমের আকর্ষণ, যা চিশ্তিয়া তরীকার লোকদের ক্ষেত্রে প্রবল। আশা করি আপনার এই আকর্ষণ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ এরপর দেখলাম যে, হুযূর আমার গরীবখানায় (বাড়িতে) হাজির হয়েছেন। হুযূরের কাছে রয়েছে সাদা কাগজের ছোট্ট একটি নোটবুক। সেখানে থেকে হুযূর আমাকে তিনটি মূলনীতি (উসূল) শেখালেন। প্রথম উসূলের মধ্যে আরও একটি উসূল শামিল আছে অর্থাৎ প্রথম উসূলটি যেন দুইটি উসূলের সমন্বয়। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে সেটাকে একটি গণনা করা হয়েছে। সেই উসূলগুলোর আমি একটি কপি করে নিলাম। এরপর হুযূর সেগুলো আমাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বোঝালেন। এরপর সেই উসূলগুলো আমি অন্য একজনকে বোঝালাম।

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ আপনি হবেন মুহতাদি (হেদায়াতপ্রাপ্ত) এবং হাদি অর্থাৎ হেদায়াতকারী।

***

হালঃ একদিন স্বপ্নে দেখলাম যে, হুযূর লিখিত একটি কাগজ এই বান্দাকে দিলেন। বিষয়বস্তু কি ছিল, তা আমার স্মরণ নেই। সেখানে এক লোক এসে কিছু একটা জিজ্ঞাসা করলে হুযূর তাকে আমার নাম নিয়ে বললেন যে, ... এর কাছে দিয়ে দিয়েছি। সে তোমাকে জানাবে।

বিশ্লেষণঃ আশ্চর্যের কিছু নেই আল্লাহ তাআলা হয়ত এমন কোনো দৌলত আপনাকে দেবেন যা দ্বারা আপনি অন্যদের দীনী উপকার করবেন।

হালঃ একদিন স্বপ্নে দেখলাম যে, হুযূর শুয়ে আছেন আর আমি একাকী হুযূরের পা টিপে দিচ্ছি। তখন ডান পা টিপছিলাম। হুযূর অধমকে বললেন, পীরের খেদমত সফলতার অনেক বড় কারণ।

বিশ্লেষণঃ বিনয় এবং পীরের মুহাব্বত উপকারী হওয়ার দিকে ইঙ্গিত। বিনয় শুধু পীরের সঙ্গে নয় বরং সকলের সঙ্গেই।

হালঃ একদিন স্বপ্নে দেখলাম যে, হাজার হাজার মানুষ হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। তাদের মধ্যে একজন আমার বড় ভাই এলাহাবাদ থেকে এসেছেন। হুযূর তাকে সাক্ষাতের সময় দিয়েছেন আছরের পরে। সে সময় আমিও খেদমতে উপস্থিত হলাম। বড় ভাই তখন আমাকে বললেন- তুমি কেন এই সময় এখানে বসে আছ? এটা তো মুসাফিরদের জন্য নির্ধারিত সাক্ষাতের সময়। তখন আমি তাকে বললাম- হুযূর আমাকে ঐ নিয়মের বাইরে রেখেছেন। আমার জন্য বিশেষ অনুমতি আছে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এটা হল বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অবস্থা— যার মূল কারণ উভয়ের মুহাব্বত— যা সৌভাগ্য দুয়ারের আসল চাবি।

হালঃ হযরত এই বান্দার হালত এই যে, আছরের পরে আমি হুযূরের দরবারে হাজির থাকি কিন্তু আমার দিলের মধ্যে ভয় লাগতে থাকে যে, এটা হুযূরের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সময় নয়। এমন যেন না হয় যে, হুযূরের বিরক্তি ও কষ্টের ব্যাপার হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ যেহেতু আপনার সঙ্গে আমার কোনো তাকাল্লুফ নেই, ইচ্ছা হলেই উঠে চলে যাই। এ কারণে আমার একটুও কষ্ট হয় না। যাদের সঙ্গে তাকাল্লুফের সম্পর্ক থাকে, তারা সামনে বসে থাকলে কষ্ট হয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

***

হালঃ অল্প কিছুদিন হল স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আমি একটি রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছি যে রাস্তাটি থানাভবনে গিয়ে মিলেছে। কিন্তু সেটা এমন রাস্তা যা ঘর-বাড়ির মাঝখান দিয়ে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে গেছে। আমি সেই পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছি আর আমার সামনে দিয়ে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে একজন ক্ষির বিক্রেতা যাচ্ছে। ঐ ব্যক্তির কাঁধের উপর একটি পাতলা রশির দুই প্রান্তই ঝুলছে। উভয় প্রান্তেই পাতিল আকৃতির অনেক পিয়ালাতে ক্ষির রয়েছে। বারবার আমার মনে ইচ্ছা জাগে যে, তার থেকে ক্ষির কিনে খেয়ে নিই। কিন্তু আমি কিনছি না। এভাবেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। এবার আমি একস্থানে থেমে গেলাম ঐ দিকে ক্ষির বিক্রেতাও থেমে গেল। আমি একজনকে পাঠালাম ঐ লোকের নিকট থেকে ক্ষির নিয়ে আসার জন্য। সে আর ফিরে এল না তবে আমি জানতে পারলাম যে, বিক্রেতার কাছে ক্ষির আর অবশিষ্ট নেই। তখন মনে হল যে, এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল এবং বড় বড় বৃষ্টির ফোটা পড়ল যার কারণে রাস্তা কিছুটা কাদামাখা হয়ে গেল। রাস্তার ছোটখাটো গর্তগুলোতে পানি জমে গেল। সন্ধ্যার সময়। আমার মনে হল ক্ষির তো পেলাম না। ইফতার করব কী দিয়ে? কিছুটা পেরেশান হলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল দেড় বা দুইগজের একটি সিঁড়ি— যা চক্কর দিয়ে উপরে উঠেছে, আমি দ্রুত সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। সেখানে উঠে দেখতে পেলাম একটি রেলওয়ে স্টেশন এবং ডাকগাড়ী এখনই বেনারসের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। আমি তাড়াহুড়া করে গার্ডদের কামরায় উঠে গার্ডদের পাশে বসে পড়লাম। এক

www.islamfind.wordpress.com

গার্ড আমাকে খুব খাতির-যত্ন করে বসালেন। এবার হঠাৎ করেই মনে হল আমি থানাভবন পৌঁছে গেছি। একটি উঁচু মসজিদে নামায পড়ছি। অনেক মানুষ সেখানে উপস্থিত। কিছু লোক সমজিদের ঢালু প্রাচীরের উপর বসে আছে আর কিছু লোক মসজিদের ফরশের উপর বসে আছে। তবে সকলেই আমারই অপেক্ষা করছেন। আমি যখন নামায শেষ করলাম মসজিদের ভেতর থেকে বাহিরে এলাম। এখানে সব মানুষ আমার অপেক্ষা করছিলেন। তখন আমি চিন্তা করছিলাম যে, যদি এখন ক্ষির খেয়ে নিই তাহলে সেহরীতে কী খাব? সম্ভবত রমযান মাস চলছিল। ইতিমধ্যে হাফেয... সাহেব— যিনি হুযূরের মাদরাসার মুদাররিস, তিনি বললেন– ক্ষির সেহরীর জন্য রেখে দাও। এইটা খাও। এবার দেখলাম অনেক বড় থালার মধ্যে একদম গরম গরম বিরানী, বড় বড় গোশ্তের টুকরা ভরা। এই বিরানী এসেছে হুযূরের ঘর থেকে। সব লোক ঐ থালার পাশে বসে আমার অপেক্ষা করছেন। আমি বললাম– ...কে আসতে দাও; তারা বললেন– তিনি মাওলানার ঘরে খেয়ে নিয়েছেন। তখন আমি আর কিসের অপেক্ষা করব! অন্যদের শুরু করার আগে জলদি জলদি খাওয়া শুরু করে দিলাম এবং অনেক খেলাম। ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বিশ্লেষণঃ ক্ষির মানে ইবাদতের মিষ্টতা আর পোলাও বিরানী হল এশকের নোনা স্বাদ। ইনশাআল্লাহ উভয়টাই হাসিল হবে।

***

হালঃ রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি হুযূরের খিদমতে হাজির আছি। হুযূরের হাতে একটি কাগজ রয়েছে। হুযূর আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, হযরত গঙ্গুহী রাহ.-এর ইন্তেকাল হল কত বছর? এ প্রশ্ন শুনে আমার মনে হল যে, হুযূর সম্ভবত মনে করেছেন যে, ... হযরত গঙ্গুহী রাহ.এর কাছে মুরীদ হয়েছি। একবার ইচ্ছা হল যে, হুযূরকে বলি– আমি তো হযরত গঙ্গুহী রাহ.এর সঙ্গে সাক্ষাৎও করি নি। কিন্তু বললাম না। বরং নীরব থাকলাম, এবং জিজ্ঞাসার জবাবে বললাম প্রায় দশ বছর হয়ে গেল। সম্ভবত শাওয়ালের তৃতীয় তারিখ ছিল। হুযূরের হাতে কাগজে কি ছিল সেটা না দেখেই হুযূর হযরত গঙ্গুহীর স্বাক্ষর দিয়ে সেটা আমাকে দিয়ে দিলেন।

বিশ্লেষণঃ এর তাবীর এই যে, আপনি আমার সেই নিসবত থেকে ফয়েয পাবেন যে নিসবতটি হযরত মাওলানা গঙ্গুহীর নিসবতের মতো।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ এক স্বপ্ন দেখে হয়রান হয়ে গেছি, আর এ-কারণেই স্বপ্নটির কথা হুযূরের কাছে পেশ করছি। কারণ সাধারণভাবে আমি স্বপ্নের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেই না এবং সব স্বপ্নকে সঠিকও মনে করি না।

যা হোক, আমি দেখলাম যে, হুযূর শুয়ে আছেন আর আমি হুযূরের বুকের কাছে একেবারে কাছাকাছি হয়ে বন্ধুদের মতো খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে কথা বলছি। বেশি কিছু মনে নেই, শুধু এতটুকু মনে আছে যে, আমি হুযূরের কাছে নিবেদন করছি যে, মানুষ হুযূরের ব্যাপারে কত কিছু বলে অথচ আপনার প্রত্যেকটা কাজ-কর্ম সুন্নত মুতাবেক হয়ে থাকে। হুযূর একথা শুনে কিছু বললেন না সম্ভবত মুচকি হাসি দিয়ে নীরব রইলেন।

আমার হয়রান হওয়ার কারণ এবং আমার যেটা জানার ইচ্ছা সেটা এই যে, বাস্তবে হুযূরের মুখোমুখি হলে আমি তো ভয়ে, সঙ্কোচে কথাই বলতে পারি না। সেই হিসাবে স্বপ্নের মধ্যেও সেভাবেই থাকার কথা। এবং খুব বেশি কাছাকাছি ও অন্তরঙ্গ না হওয়ার কথা। তাহলে স্বপ্নে এমনটা হওয়ার কারণ কী? কোনো বেয়াদবির কারণে এমন হয় নি তো?

বিশ্লেষণঃ বেয়াদবির কোনো বিষয় নেই। স্বপ্নের মধ্যে বাহ্যিক আকার-আকৃতির চেয়ে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সাধারণত বেশি প্রাধান্য পায়। যে সূরত আপনি স্বপ্নে দেখেছেন এর মধ্য দিয়ে আপনার আসলরূপ অর্থাৎ মনের দিক থেকে 'নৈকট্য' ও 'অন্তরঙ্গতা'— সেটাই প্রকাশ পেয়েছে।

হালঃ সারারাত হুযূরকেই স্বপ্নে দেখেছি। প্রতিদিনের চেয়ে বেশি ঘুমিয়েছি। রাত তিনটায় যখন ঘুম ভাঙ্গল মনটা তখন খুব ভালো ছিল।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

***

হালঃ যিকির করতে করতে ঘুম ও জাগরণের মর্ধবর্তী অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম যে, হুযূর মসজিদে আছেন। অন্য এলাকার আরও কিছু মানুষও সেখানে উপস্থিত আছেন— যাদেরকে আমি চিনি না। বুঝতে পারলাম যে, একটি পর্দার আড়াল থেকে অথবা পর্দা ছিল না কিন্তু আমি দেখতে পারছিলাম না। আল্লাহ তাআলা (যিনি মুক্ত ও পবিত্র সকল দিক, উচ্চারণ, পরিমাণ ও সংখ্যার উপকরণ এবং সবধরনের আচ্ছাদিত বস্তু থেকে) হুযূরকে বিশেষ কোনো বস্তু দিলেন। অর্থাৎ অন্যান্য যারা সেখানে ছিলেন তারাও চেয়েছিলেন,

www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহ তাআলা বললেন– এটা আমার মাহবুবদের জন্য খাস। (তোমরা পাবে না) উপরে দাগ দেওয়া কথাগুলো হুবহু সেই সময়ে শোনা। বন্ধনির কথাগুলোও সেই সময়েরই তবে এটা হুবহু মনে নেই। এটা কী দেখলাম!

বিশ্লেষণঃ যা দেখেছেন তা খুবই স্পষ্ট, তাবীরের প্রয়োজন নেই। স্পষ্ট সুসংবাদ আল্লাহ আমাদের নসীবে দান করুন। এটা দেখানোতে আপনার লাভ এই যে, আপনার অন্তরে যেন আরও বেশি প্রশান্তি লাভ হয় যে এমন ব্যক্তির সঙ্গে আমার সম্পর্ক।

***

প্রশ্ন ঃ রাতে আমি এক স্বপ্ন দেখলাম, স্বপ্নে যা দেখেছি বলতে খুবই দ্বিধা ও সঙ্কোচ হচ্ছে। কিন্তু হুযূরের কাছে বললে সমস্যা কী— এটা ভেবেই বলছি। তাহাজ্জুদের পর সমান্য সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এর মধ্যে দেখলাম যে, আমি নিজ বাড়িতে আছি এবং কুয়া থেকে গোসল করে উলঙ্গ অবস্থায় মসজিদে চলে গেছি। আমার গায়ে কোনো কাপড়-চোপড় নেই মসজিদের ফরশের উপর এসে পা ধুচ্ছি। মনের মধ্যে এই চিন্তা হচ্ছে যে, লোকে কী বলবে যে, এইভাবে ন্যাংটা দাঁড়িয়ে আছে! এরই মধ্যে আযানের আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন মনে কোনো চিন্তা ছিল না। আমার দ্বারা মসজিদের কোনো বেয়াদবি হয় নি তো? যা এইভাবে প্রকাশিত হল।

জবাবঃ এই উলঙ্গতা মানে নিঃস্বার্থপরতা। যেমন হাদীসে এসেছে– 'আমি (উলঙ্গ) অর্থাৎ নিঃস্বার্থ সতর্ককারী।' (اَنَا النَّزِيْرُ الْعُرْيَانُ)

***

প্রশ্নঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম– একটি জাঁকজমকপূর্ণ বাড়ি। দামি কার্পেট বিছানো রয়েছে। ছাদের উপর সুদৃশ্য গম্বুজ। সেখানে হুযূর তাশরীফ রাখছেন। স্থানটি এমন যে, হযরতের সম্মুখের দিকে রয়েছে একটি কুয়া। আমি সম্মুখের দিক দিয়ে আসছিলাম, কুয়ার একেবারে কিনারা ঘেঁষে। হুযূর বললেন– খেয়াল রেখ, কুয়া আছে। আমি বললাম– কুয়ার কথা আমার জানা আছে। বরং আমি এটাও জানি যে, কুয়ার মুখ উপরে ছোট কিন্তু ভেতরের দিক খুব বড় ও বিপদজনক। আমি ইনশাআল্লাহ এতে পড়ব না। যতই কিনারা দিয়ে চলি না কেন। হযরত শুনে খুশি হলেন। এবং বললেন– আমি

www.islamfind.wordpress.com

একটু এখান থেকে উঠব। তুমি এখানে বসে পড়, যারা এদিক দিয়ে আসবে তাদের সতর্ক করতে থাকবে এবং কাউকে পড়তে দিবে না।

জবাবঃ স্বপ্ন খুবই মুবারক। এর ব্যাখ্যা খুব স্পষ্ট। আপনি আল্লাহর ফযলে গুমরাহীর কুয়া থেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে হেফাজতের কাজ করছেন।

***

প্রশ্নঃ রাতে তাহাজ্জুদের পর জিকির করতে করতে ঘুম এসে গেল। দেখলাম যে কোনো এক অপরিচিত স্থানে বিশাল এক গেটের দিকে চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাচ্ছি। গেটের কাছাকাছি যেতেই দেখলাম– আমার উস্তাদ মৌলভী সাইয়্যেদ আসগর হুসাইন সাহেব সেদিক দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর কাছে ছুটে গেলাম। তিনি খুব খুশি হয়ে মুসাফাহা করলেন। বললেন– অনেকদিন ধরে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোক এই আকাঙ্ক্ষা অন্তরে ছিল। তাঁর সঙ্গে মুসাফাহা করে মনের মধ্যে বিশেষ আছর হল। এরপর তিনি নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। আমিও গেট দিয়ে বের হয়ে বাড়ি পৌঁছে গেলাম। অল্পক্ষণ পরে আমার মহল্লার এক মহিলা– যার নাম... ছিল এবং কলেরায় যার মৃত্যু হয়েছিল। বড় এক পেয়ালায় দুই তিন তোলা আখের রসের মতো মিষ্টি কিছু একটা নিয়ে এলেন। আমার হাতে সেটা দেওয়ার পূর্বে জিজ্ঞাসা করলেন– হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সঙ্গে তোমার কিভাবে সাক্ষাৎ হল। তার কথার উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, গেটের কাছে যে সাইয়্যেদ আসগর হুসাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ তিনিই নিজামুদ্দিন আউলিয়া ছিলেন। আমি তার কাছে ঘটনা বললাম এরপর তিনি পেয়ালা ও আখের রস দিলেন।

দুইটি বিষয় আমাকে বিস্মিত করল। এক– ঐ মহিলার সঙ্গে আমার এমন কোনো সম্পর্ক ছিল না যার কারণে আমাকে তিনি খাওয়ার কোনো বস্তু দিতে পারেন। দ্বিতীয় বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এত বড় পিয়ালাতে এত সামান্য পরিমাণ আনা হয়েছে। আমি তাকে বললাম– এটা আমি নিতে পারব না। তিনি আবারও জোর দিয়ে বললেন– আরে নেও তো! আমি এটা তোমার কাছে এনেছি শুধু এ-কারণে যে, তুমি মুঠিয়া (টিকিয়ার মতো গোস্তের তৈরি খুব মশলাযুক্ত ও অতিরিক্তি ঝালযুক্ত এক ধরনের খাবার) খেয়েছ। ঝাল লেগেছে। তাই এটা দিয়ে মুখ মিষ্টি কর। আমি সেটা নিয়ে খেয়ে ফেললাম। খেয়ে বুঝলাম খুব চমৎকার মিষ্টি রস। যেন আখের রস নয় অন্য কোনো

www.islamfind.wordpress.com

সুস্বাদু জিনিস। এরপর ঘুম ভেঙে গেল। ঐ স্বপ্ন দেখার পর থেকে খুবই ভালো আছর মনের মধ্যে রয়েছে। খুব চিন্তা করেও কিছুই বুঝতে পারলাম না। এটা কী দেখলাম!

জবাবঃ ঐ মুঠিয়া ছিল 'নিসবতে এশকিয়্যাহ'— এশকের সম্পর্ক। যা চিশতিয়া তরীকার একটি খাস আসর। এর দ্বারা অন্তরে যে (প্রেমের) জ্বালা তৈরি হয় সেটাকে স্বাভাবিক ও শান্ত করতে দরকার হয় 'নিসবতে সুকুন' (শান্ত সম্পর্ক)-এর। এর মধ্যে থাকে মিষ্টতা, মিষ্টি স্বাদ। 'আখের রস'-এর ব্যাখ্যা এই যে, মুবতাদী (প্রাথমিক মুরীদ)-এর উপর এশ্‌ক প্রেমের জ্বালা প্রবল থাকে। আর চূড়ান্ত পর্যায়ের মুরীদের মধ্যে 'সুকূন' ও শান্তভাব প্রবল থাকে। এই স্বপ্নে সূচনা পর্ব বা প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করে চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হতে পারার শুভ ইঙ্গিতও রয়েছে। তারপর ওই চূড়ান্ত স্তরেও রয়েছে অসংখ্য অগণিত স্তর— যার প্রথমটাও চূড়ান্ত স্তরেরই অন্তর্ভূক্ত কিন্তু এক স্তরে উপনীত হতে পারলেই অন্য স্তরে পৌছে যাওয়া হয় না। যেমনি পড়াশোনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক (প্রাইমারীর) স্তরের সমাপ্তি একটি চূড়ান্ত স্তর। কিন্তু পড়ার শেষ স্তর নয়। সুতরাং কোনো ধাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে অহঙ্কার নয় শোকর করা উচিত।

***

হালঃ নিজের মামূলাত আল্লাহর ফযলে ও হুযূরের দুআয় ভালোভাবে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছি। হালতও আল্লাহর রহমতে হুযূরের দুআর বরকতে খুব ভালো। হুযূরের হুকুম মতে এই সব কিতাব পড়াশোনা করছি– তালীমুদ্দীন, তাবলীগে দীন, আত্ তাযকীর ১ম ২য়, ৩য়, হাফতে আখতার, মালফুযাতসহ জামে শশ মাওয়ায়েয।

হুযূর! একদিন তাহাজ্জুদের পর তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলাম, এক বুযুর্গ এলেন— যাকে আমি চিনি না। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। তার এই চাপ দেওয়াতে বুকের মধ্যে খুব আরাম ও শান্তি পেলাম এবং এমন মনে হল যে, কলব একেবারে আলোকিত হয়ে গেল। হুযূর! এটা কী ছিল!?

হুযূর ইসমে যাতের যিকির করার সময় ছোট ছোট বাচ্চা চোখে পড়ে। আবার কখনো কখনো যিকিরের সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ডানদিকে থেকে কেউ কেউ টাকা পয়সা এগিয়ে ধরে। কখনো মনে হয় দুই আনা বা চার আনা সামনে এগিয়ে দিচ্ছে। তবে আমি সেদিকে মনোযোগ দেই নি।

www.islamfind.wordpress.com

হুযূর! আমি ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ৪ হাজার বার ইসমে যাতের যিকির করি। এখন আর ওই সময়ে অবসর থাকবে না। এ-ব্যাপারে হুযূরের নির্দেশনা জানতে চাই।

বিশ্লেষণঃ সকল হালত জেনে দিল থেকে খুশি হলাম। আল্লাহ তাআলা আরও উন্নতি দান করুন। আপনার মতো অবস্থা যিকিরকারীদের প্রায় সকলের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। এগুলোর বেশিরভাগ ঘটনা ঘটে কল্পনাশক্তির বিভিন্ন অবস্থার কারণে। আবার কিছু কিছু ঘটনা ঘটে বিশেষ বিশেষ ব্যাপারের রূপক প্রতিকৃতি হিসাবে অথবা ঘটে থাকে কোনো রূহের আকৃতি ধারণ। যেমন আপনাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আলিঙ্গন, এটা কোনো রূহ কর্তৃক রূহানী বরাকাত প্রদান। আর ছোট ছোট বাচ্চাদের ব্যাপার যতোদূর সম্ভব কল্পনাশক্তির প্রভাব। আর টাকা-পয়সা, দুই আনা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো রিযিকের প্রশস্ততা ও রোযগারের চিন্তামুক্তির উদ্দেশ্যে সান্ত্বনা স্বরূপ ভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। সময় পরিবর্তনের অনুমতি দিলাম।

***

হালঃ কয়েকদিন পূর্বে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, থানা ভবনে অথবা অন্য কোনো এলাকায় উঁচু একটি মসজিদ। সেই মসজিদের চত্বরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। সেই চত্বরের বাইরে রয়েছে অনেক বড় একটি বাগান। মসজিদ এবং বাগান দুইটাই হুযূরের মালিকানার জমিতে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার কাছেই বাগানের মধ্যে অনেক বড় ও ঝাঁকড়া ফলে ভরা একটি ছায়াদার জামগাছ ছিল। গাছে পাকা ও কাঁচা দুই ধরনের ফলই ছিল। কিন্তু পেকে পেকে যে ফলগুলো ঝরে গাছের নিচে পড়ে ছিল সেগুলো ছিল সব ছোট ছোট। আমার ইচ্ছা হল যে, পড়ে থাকা ফলগুলো থেকে কিছু পরিমাণ খুঁটে নেই। কিন্তু সঙ্গেই সঙ্গেই মনে পড়ে গেল যে, মালিকের অনুমতি ছাড়া নেওয়া জায়েয হবে না। সুতরাং সেই ইচ্ছা ত্যাগ করলাম। এরপর আবার মনে হল মসজিদ এবং বাগান নিশ্চয় হুযূর ওয়াকফ করে দিয়েছেন। কারণ এগুলো তো ওয়াকফই করা হয়ে থাকে। সুতরাং কিছু ফল সম্ভবত আমি নিতে পারি। এরপর মনে হল সম্ভবত হুযূরের শরীর ভালো নয়, অসুস্থ। আর পড়ে থাকা এই ফলগুলো হুযূরের ওষুধ হিসাবে কাজে লাগবে। আমি যদি এগুলো নিয়ে নিই তাহলে হুযূরের চিকিৎসা কী ভাবে হবে? তখন হুযূরের প্রতি মুহাব্বত এবং সমবেদনা আমার অন্তরে প্রবল ছিল। সুতরাং ওই কথা মনে

www.islamfind.wordpress.com

হতেই আমি আবারও সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করলাম। জামগুলো কিছু ছিল পূর্ণ পাকা কাল রঙের আর কিছু ছিল অর্ধপাকা বেগুনি রঙের।

বিশ্লেষণঃ ওই জামফলগুলো ছিল যিকিরের ফলাফলের জাম। কাঁচা বা বেগুনি দেখার ব্যাখ্যা হল, এখনও যিকিরের আছর-এর মধ্যে ত্রুটি বা আলসেমি আছে। তবে যিকির অব্যাহত রাখলে ইনশাআল্লাহ সব ত্রুটি দূর হয়ে যাবে।

***

হালঃ শনিবার রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, মৌলভি... অর্থাৎ আমার মামার বাড়িতে অনুষ্ঠান চলছে। হুযূরও উপস্থিত আছেন। একটি মিম্বর আছে সেখানে। আমি উপস্থিত হলাম কিছুটা বিলম্বে। আমাকে ওয়াজ করার হুকুম দেওয়া হল। আমি সূরা আর-রূমের ৫৪ নং আয়াত তিলাওয়াত করলাম।

(তরজমা) 'আল্লাহ, তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন, অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি দান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। আয়াতের আলোকে যে আলোচনার কথাগুলো মনে আছে তা এই যে, আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা অসীম ও বিস্ময়কর। শিশু বাচ্চা দুর্বল অবস্থায় ভুমিষ্ট হয়। এতে বিজ্ঞানময় আল্লাহ তাআলার অপূর্ব সৃষ্টি নৈপূণ্য এই যে, শিশুর শরীর প্রথম থেকেই যদি শক্ত ও মজবুত হত তাহলে মায়ের পেট থেকে ভুমিষ্ট হওয়া সম্ভব হত না। এ কারণেই শিশু বাচ্চার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুরুতে এত কোমল ও নরম থাকে যে, তাকে ইচ্ছেমতো ঘোরানো বা এদিক-সেদিক করা যায়। এরপর আলো ও বাতাসের প্রভাবে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ধীরে ধীরে শক্ত ও মজবুত হয়ে যায়। এরপর যৌবনের পর পুনরায় তার মধ্যে দুর্বলতা ও কমজোরি পয়দা হয়। এতে সুক্ষ্ম রহস্য এই যে, রূহ বের হওয়া যেন সহজ হয়। কেননা শরীরে পূর্ণশক্তি থাকা অবস্থায় রূহ বের হলে কষ্ট বেশি হয়।

এজন্যই মৃত্যুর পূর্বে বার্ধক্য আসে যেন রূহ সহজে বের হতে পারে। মৃত্যু সহজে হতে পারে। বার্ধক্যের সময়ও মৃত্যুতে অর্থাৎ রূহ বের হতে যাদের বেশি কষ্ট হয়, সেটা একান্ত অসীম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তাআলার বিস্ময়কর ক্ষমতার প্রকাশমাত্র যে, দুর্বল অবস্থার সময় রূহ নিষ্ক্রান্ত হওয়ার কালেও তিনি কষ্ট দিতে পারেন।

দয়া করে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাবেন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ স্বপ্নে আয়াতটি সম্পর্কে দুঃস্প্রাপ্য ও বিস্ময় জাগানো সুক্ষ্ম জ্ঞানের কথা প্রকাশিত হয়েছে। এই ধরনের শুভ স্বপ্নই আল্লাহ প্রদত্ত ইলমের সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা এটাকে বরকতময় করুন।

***

হালঃ আমার হযরত সাইয়িদ ও মুনিব দামাত বারাকাতুহুম, আজকেরই রাতের ঘটনা। তাহাজ্জুদ নামায ও যিকিরের পর মুরাকাবা (ধ্যান) করা অবস্থায় একটি ঘর দেখতে পেলাম। হযরত ঘরের মধ্যে আছেন আর আমি সেই ঘরে জানালার কাছে বাহিরে আছি। হযরত ভেতর থেকে কিছু জিনিস আমাকে প্রদান করছেন, আর এমন শব্দ ব্যবহার করছেন যা খেলাফত প্রদানকালে মুজাযিন (খলীফাদের)কে বলে থাকেন। যেসব জিনিস আমাকে দেওয়া হল, সেগুলো গাছের ডালের মতো। একটি ডাল দিয়ে বললেন, এটা হল 'উলূমে বিলায়েত' (ওলী-আওলিয়াদের ইলম) অন্য একটি ডাল প্রদানকালে বললেন, এগুলো সুলুকের মাকামাত (সালেকনিদের বিভিন্ন স্তর)। এরপর কিছু দুআ করে বললেন, আল্লাহ তাআলা বরকত প্রদান করুন।

গতকাল জুমআর রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি পড়ার উদ্দেশ্যে হযরতের সম্মুখ থেকে একটি কিতাব নিলাম। কিন্ত নিয়ে বুঝতে পারলাম যে, সেটা কিতাব নয় হযরতের লেখা একটি পাণ্ডুলিপি। সেটার একস্থান খুলে দেখলাম সেখানে আরবীতে আল্লাহর হামদ লেখা রয়েছে। এরপর আম্মাবাদ লিখে আমি অধমের উদ্দেশ্যে কিছু অসিয়ত লেখা হয়েছে। বিষয়বস্তু মনে নেই। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আবারও আল্লাহ তাআলার হামদ- এরপর নিচের আয়াতটি লেখা ছিল–

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

অর্থ– আপনি বলে দিন 'হে আমার পাপী বান্দারা! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। –সূরা যুমার : ৫৩

এই আয়াতের পর হযরত বিশেষ একটি নিয়ামতের বর্ণনা লিখেছেন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরতের প্রতি প্রবাহিত হয়েছে। এরপর ওই আয়াতের আলোচিত বিষয়ের ব্যাপারে এই অধমের উদ্দেশ্যে অসিয়ত লিখিত ছিল। তাবীর জানাবেন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ তাবীর বা ব্যাখ্যা কী জানতে চান! তাবীর প্রয়োজন হয় প্রতীকী স্বপ্নের ক্ষেত্রে। এগুলো তো পরিষ্কার ও স্পষ্ট সুসংবাদ ইলম, আমল ও হাল লাভ হওয়ার। আল্লাহ বরকত দান করুন।

***

হালঃ রাতে দুইটি স্বপ্ন দেখেছি। প্রথমটি এই যে, আমার হুঁকা পান করার কথা হুযূর জেনেছেন। এরপর খাজা সাহেবের মাধ্যমে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে, আমি কোনো জরুরি কারণে পান করি নাকি এমনি এমনি অভ্যাসবশত? আরও কিছু কথা হয়েছিল যা মনে নেই। পুরো ঘটনার সারমর্ম হল হুযূরের ভীষণ অসন্তুষ্টি। অর্থাৎ স্বপ্নে আমি জানতে পারলাম যে, হুযূর আমার প্রতি খুব অসন্তুষ্ট।

দ্বিতীয় এই যে, আমি দেখলাম নিজ বাড়িতে আছি। রাতের বেলা। চাঁদনি রাত। এই অবস্থায় মেটে রঙ্গের একটি শুয়োর আমার বাড়িতে ঢুকে পড়ল। আমরা ভয়ে দৌড়ে উপরের কামরায় উঠে পড়লাম। আমি সেখান থেকে লাফ দিয়ে পাশের বাড়িতে নেমে সেখান থেকে রাস্তায় চলে গেলাম। সেখান থেকে আবার দরজার সামনে এসে হাজির হলাম। অন্য মানুষজনও এসে গেল। সেই শুয়োর যখন বের হয়ে এল তখন কেউ একজন তাকে ঠেসে ধরে তার থুতনি কেটে ফেলল। এসব ঘটনার এক বিশেষ আছর পড়ল আমার উপর। বিশেষত দ্বিতীয় ঘটনার প্রভাব পড়ল বেশি। আমার মনে হচ্ছে আমাকে নিজের সূরত দেখানো হয়েছে। যদি তেমনই হয় তাহলে দয়া করে আমার জন্য দুআ করবেন আল্লাহ তাআলা যেন আমার উপর রহম করেন।

আমার হুঁকা পান করার ব্যাপারটি এমন যে, আমি মূলত হুঁকা, পান বা সিগারেট বিশেষভাবে এই তিনটার কোনোটাতেই অভ্যস্ত নই। আমি প্রকৃতপক্ষে তামাক পাতায় অভ্যস্ত। সেটা যেভাবেই পাওয়া যাক পান, হুঁকা বা সিগারেটে। তিন পদ্ধতিতেই তামাক পাতার ব্যবহার করি। তবে হুঁকা পান করাকেই স্বভাবগতভাবে প্রাধান্য দিয়ে থাকি সিগারেট ও পানের ওপর। সহজ হওয়ার কারণে সিগারেট খাই। তবে হুযূরের এখানে থাকাকালীন সিগারেট খাই না। হুঁকা পেলে খাই না পেলে না। এখানে বেশিরভাগ খাই পান ও তামাক পাতা।

বিশ্লেষণঃ প্রকৃতি বিচার করলে যতই তিনটি একই প্রকারের অর্থাৎ জরুরি প্রয়োজন হলে সবগুলোই মুবাহ এবং বিনা প্রয়োজনে সবগুলোই মাকরুহ,

www.islamfind.wordpress.com

তারপরও পারিপার্শ্বিকতা বিচার করলে বলতে হয় যে, পান-তামাক সর্বাধিক নিরাপদ। কারণ সেটা আলেম-উলামার তরয-তরীকার খেলাফ নয়। হুঁকা এবং সবচেয়ে বেশি সিগারেট লজ্জাজনক এবং কাফেরদের স্বভাব। যদি জরুরি পর্যায়ের ব্যাপার না হয় তাহলে ধীরে ধীরে হলেও পানও ত্যাগ করুন। আর জরুরি পর্যায়ের হলেও হুঁকা ও সিগারেট বর্জন করুন।

স্বপ্নে আমার অসন্তুষ্টি দেখা (যার হাকীকত হল আল্লাহর অসন্তুষ্টি আর স্বপ্ন সেটারই একটি রূপক প্রতিচ্ছায়া মাত্র) হয়তো আপনার হুঁকা পান জরুরি পর্যায়ের না হওয়ার ভিত্তিতে অথবা ইসলাম বিরোধীদের স্বভাব অবলম্বনের ভিত্তিতে।

স্বপ্নে ওই সূরত আপনার ছিল না। যদি সেটা আপনার সূরত হত তাহলে আপনি শুয়োর-এর থেকে দূরে সরে থাকতে পারতেন না তার সঙ্গে আপনার মুখোমুখি হয়ে যেত। আল্লাহর ফযলে দীনের দুশমনদের ক্ষতি প্রতিহত করার স্বরূপ আপনি দেখেছেন।

***

হালঃ এক সপ্তাহের কিছু বেশি হল। স্বপ্নে হুযূরের যিয়ারত নসীব হয়েছিল। সে সময় হুযূর বলেছিলেন কুরআন মাজীদে مِمَّا অথবা لَمَّا শব্দটি (কোন্ শব্দটির কথা বলেছিলেন মনে নেই, তবে যতদূর সম্ভব مِمَّا বলেছিলেন) ১৭ স্থানে আছে। নফী ইসবাত (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ) যিকিরের পদ্ধতি, বসার পদ্ধতি জানতে চাই।

বিশ্লেষণঃ কোনো বিশেষ পদ্ধতি নেই। বসার ব্যাপারে খেয়াল করতে হবে কোনটা সহজ সেই দিকে আর যিকিরের মধ্যে আওয়াজ যেন স্পষ্ট হয় সেদিকটা খেয়াল রাখলেই হল। ব্যস, এতটুকুই।

হালঃ مِمَّا শব্দটির রহস্য কী?

বিশ্লেষণঃ গণনা করলে বোঝা যাবে সংখ্যাটির ব্যাপারে। কথাটির ব্যাখ্যা সম্ভবত এই যে, তাজবীদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিৎ অর্থাৎ مِمَّا হোক বা لَمَّا, শব্দ দুটির মধ্যেই গুন্নাহ করতে হবে। এটা শুধু তাজবীদের প্রতি মনোযোগ প্রদানের দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য শুধু উল্লেখিত শব্দই

www.islamfind.wordpress.com

নয়। বরং ব্যাপকভাবে কুরআনের তাজবীদের প্রতি মনোযোগী হতে বলা হয়েছে।

***

হালঃ রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, হুযূর এই গোলামের বাড়িতে আগমন করেছেন। আমি হুযূরের জন্য পান আনলাম (যতদূর মনে পড়ে হুযূর নিজেই পান চেয়েছিলেন।) আমি নিজ হাতে হুযূরকে পান মুখে তুলে দিলাম। হুযূর দাঁত দিয়ে আমার আঙ্গুল চেপে ধরলেন। অল্পক্ষণ পর ছেড়ে দিয়ে বললেন যে, আফসোস! এই হাতে চুমু দেই নি।

বিশ্লেষণঃ ফয়েয লাভের শুভ ইঙ্গিত এবং এই কথার অবগতি যে, মুহাব্বতের মাধ্যমে ফয়েয (রূহানী প্রবাহ) বৃদ্ধি পায়।

হালঃ এক রাতে মনে হল যে, আমার কাছে হুযূরের চিঠি এল। সেই চিঠিতে হুযূর এই অধমের জন্য 'গওস' হওয়ার দুআ করেছেন।

বিশ্লেষণঃ 'গওস'-এর শাব্দিক অর্থ সাহায্যকারী। আশা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আপনার মাধ্যমে মাখলুকের ও মানুষের দুআ ও হিদায়াতের সাহায্য হবে।

প্রত্যেক স্বপ্নই মনোযোগের উপযুক্ত নয়

হালঃ হুযূর! আমার এক উস্তাদ আছেন। আমাদের গ্রামে ইমামতি করেন। তাকে খুব বেশি স্বপ্ন দেখি। যেদিনই তাকে স্বপ্নে দেখি, সেদিনই আমার দুনিয়াবি কোনো উপকার অবশ্যই হয়। এর কারণ কী?

স্বপ্নের মধ্যে আমার খুব কান্না আসে আর এমনভাবে কাঁদতে থাকি যেন কিয়ামত শুরু হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ স্বপ্ন-টপ্পের দিকে এত নজর দিয়ো না। কতবার নিজের বন্ধুদের এই কথা বুঝালাম তারপরও কেন তারা মানেন না। খুব ভালোভাবে মনে রেখ স্বপ্নের মাধ্যমে না কোনো কল্যাণ লাভ হয় না কোনো অকল্যাণ। জাগ্রত অবস্থাটাই কেবল মনোযোগের যোগ্য।

***

হালঃ অল্প কয়েকদিন পূর্বে স্বপ্নে দেখলাম যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা অন্য কোনো বুযুর্গ ব্যক্তি যাচ্ছেন এবং আমি তার পিছে

www.islamfind.wordpress.com

পিছে যাচ্ছি। জমিনের উপর তাঁর পায়ের চিহ্ন ফুটে উঠছে। সেইসব চিহ্ন-এর উপর পা রেখে রেখে আমি খুব সাবধানে হাঁটছি। আর কিছু মনে নেই।

বিশ্লেষণঃ মুবারক, মুবারক।

***

হালঃ একরাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, হুযূর দুই তিনজন সঙ্গীসহ একত্রে খানা খাচ্ছেন। হুযর বামপাশে বসা সঙ্গীকে নিজের থালা থেকে ভাত তুলে দিয়েছেন। আমি যখন সেখানে উপস্থিত হলাম এবং হুযূরের সম্মুখে বসতে গেলাম তখন হুযূর বললেন, আমার কাছে এস। আমি হুযূরের কাছে গিয়ে বসলাম। হুযূর নিজের ভাত ও দুধের পাত্র আমাকে দিলেন। আমার মনে আকাঙ্ক্ষা হল যে, হুযূর যদি আমার খাবার থেকে একটু খেতেন! মুখে বলার সাহস হয় নি কিন্তু দেখলাম হুযূর ঐ পাত্র থেকে কিছু খাবার নিয়ে খেলেন এবং আমাকে পাত্রটি ফেরত দিলেন, সেই পাত্র থেকেই আমি ভাত এবং দুধ খেলাম।

বিশ্লেষণঃ ইনশআল্লাহ শুভ ইঙ্গিত, পরিপূর্ণরূপে আপনি আমার থেকে উপকৃত হবেন।

***

হালঃ অধম একটি স্বপ্ন দেখেছে যে, আমি এক বিঘত লম্বা একটা মেসওয়াক দিয়ে মেসওয়াক করছি। মেসওয়াক করতে করতে মেসওয়াক ছোট হতে থাকল। শেষে মাত্র এক মুঠি পরিমাণ হয়ে গেল। আমার ঘুম ভেঙে গেল।

বিশ্লেষণঃ ইনশাআল্লাহ সুন্নাতের উপর এস্তেকামাত (অবিচলতা) নসীব হবে।

***

হালঃ ইদানিং আমি বেশ কিছু বিস্ময়কর, চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করছি যা দেখেছি ফজরের নামাযের পূর্বে। দেখলাম খুব সুন্দর নজরকাড়া মাঠ আর আলিশান বালাখানা। সেই ইমারতগুলো ঘুরে ঘুরে দেখার উদ্দেশ্যে এক জায়গায় পৌঁছলাম। সেখানে একই রকম চমৎকার ও বিশাল কারুকার্য খচিত একটি দরজা দেখলাম। সেখানের দুই তিনজনকে জিজ্ঞাসা করলাম- এই ইমারতগুলোর ব্যাপার কী? তারা জবাবে বলল, এগুলো

www.islamfind.wordpress.com

জান্নাতের ইমারত। এগুলো জান্নাত। এ-কথায় ঘুরে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হল। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আমি কী ভেতরে যেতে পারি। তারা বলল, এগুলোর ভেতর তারা যেতে পারবে যাদের হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর নির্দেশিত এক মাসের 'চিল্লায়ে খামুসি' করা আছে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, যে সেটা করে নি সেও কি ভেতরে যেতে পারবে? তারা বলল, সে যেতে পারবে হযরত যদি তাকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেন। আমি তাদের বললাম- ইনশাআল্লাহ তাঁর অনুমতি আমি নিয়ে নেব। তারাই অথবা অন্য কেউ বলল, উনি তো সামনের ওই ইমারতে আছেন। এ-কথা শুনে জান্নাতে ঢোকার অনুমতির উদ্দেশ্যে আমি হযরতের কাছে গেলাম। পথে হযরত খাজা আযিযুল হাসান সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি বললেন- আমি বলতাম না যে চিল্লা করে নাও। সেটা করা থাকলে এখনই এমনিই চলে যেতে। অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন পড়ত না। এরপর যখন হুযূরের কাছে পৌঁছলাম, দেখলাম সদ্য দাড়ি-গোঁফ উঠা সুদর্শন দুটি ছেলে হুযূরের কাছে বসে পাখা টেনে বাতাস করছে এবং কথাবার্তা বলছে। তারা উঠে চলে যেতে লাগল। তখন হুযূর বললেন, কেউ আছে পাখা টানার? আমি মনে মনে চিন্তা করলাম- ব্যাপারটা কী! হুযূর আজ নিজের নীতি বিরুদ্ধভাবে এ-কথা কেন বলছেন! এরপর নিজেই মনে মনে জবাব দিলাম– সম্ভবত এখন গরম লাগছে। আমি জবাব দিলাম– হুযূর! আমি আছি। হুযূর আমাকে পাখা টানার অনুমতি দিলেন। আমি পাখা টানতে থাকলাম। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার সাহস পেলাম না। অল্পক্ষণের মধ্যেই হুযূর বললেন- চল, আর কত! বাড়ি যেতে হবে না! আমি বললাম– ঠিক আছে চলুন যাই। আমার সঙ্গেই হুযূর 'এচুলি'এর উদ্দেশ্য রওনা হলেন। পথে আমার মনে হল- হুযূরের সঙ্গে এভাবে বিনা অযূতে থাকা আমার উচিৎ হচ্ছে না। এটা ভেবে আমি অযূ করার উদ্দেশ্য এক লোকের বাড়িতে বসে থাকলাম। হুযূর আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার নানার সঙ্গে কথা বলছেন। অযূ করতে করতে আমার অনেক দেরি হয়ে গেল। মনে মনে নিজেকে অনেক তিরস্কার করলাম যে, এমন সময়ও মনের মধ্যে খটকা জাগে! আবার এমন বিলম্ব করে ফেলি! এমন না হয় যে, হুযূর আমার দেরি দেখে একাই চলে গেলেন। এরই মধ্যে ঘুম ভেঙে গেল। তাবীর জানতে চাই।

বিশ্লেষণঃ স্বপ্ন মুবারক হোক। তাবীর তো স্পষ্ট। ইনশাআল্লাহ জান্নাত নসীব হবে। এবং এর (জান্নাত লাভের) পন্থাও বলে দেওয়া হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

তাকওয়া। বিশেষত কথাবার্তার মধ্যে। কারণ এই জবান ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুব বেশি অসতর্কতা দেখা যায়। সুতরাং সাহস করে সাবধান থাকতে হবে।

***

হালঃ আমি অধম যখন হযরতের সঙ্গে কানপুরে ছিলাম, তখন তিনটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। প্রথম স্বপ্ন– দেখলাম একটি নতুন রাস্তা, হেঁটে যাচ্ছেন হযরত উসমান রাযিআল্লাহু আনহু। আমি অধমও সেই একই পথে চলতে শুরু করলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলার মুহাব্বত ভরপুর হয়ে কান্না শুরু হয়ে গেল। তখনই ঘুম ভেঙে গেল।

দ্বিতীয় স্বপ্ন– হঠাৎ এই আওয়াজ শুনতে পেলাম যে, 'ইখলাস পয়দা করো' এটা শোনার পর দিলে দিলেই ভাবতে থাকলাম যে, এখানে তো আমি তালীম, তালকীন এবং এসলাহে নফসের এরাদা নিয়েই এসেছি। ইখলাস কীভাবে পয়দা করতে হবে!

এরপর পরের রাতে দেখলাম যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, তাঁর পিছনে হুযূর এবং হুযূরের পিছনে আমি অধমও মোটকথা তিনজন একই সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছি।

আজ রাতে যিকির-এর অবস্থায় ডানদিকে একটি আলো চোখে পড়ল। আমি যখন সেদিকে তাকালাম উধাও হয়ে গেল।

বিশ্লেষণঃ সবগুলো স্বপ্ন বরকতময়। ইনশাআল্লাহ বরকত লাভ হবে। আলো কখনো ইহজাগতিক হয় আবার কখনো হয় উর্ধ্বজাগতিক। উভয় প্রকারের আলোর প্রকাশ কল্যাণকর কিন্তু মনোযোগ প্রদান উভয় প্রকারের ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর।

***

হালঃ আজ আমি এক আশ্চর্যরকমের এবং খুবই হতাশাজনক স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ন দেখার পর থেকে খুবই আফসোস হচ্ছে আর মনে হচ্ছে যে, না জানি আল্লাহ তাআলা আমার পরিণতি কী লিখেছেন। যদিও জানি যে, আল্লাহর ফয়সালায় রাজি থাকাটাই সর্বাবস্থায়ই উত্তম কাজ। তারপরও নিজের কষ্ট হবে ভেবে খুবই ব্যথা এবং অস্তিরতা বোধ করছি। হুযূর আমার জন্য দুআ করবেন। স্বপ্নটি ছিল এ-রকম– আমার মনে হচ্ছে যে, আমি খানকায় অথবা এমন কোনো স্থানে আছি যেখানে সকল যাকের ভাই এবং হুযূর নিজেও

www.islamfind.wordpress.com

উপস্থিত আছেন। সকলেই নিজ নিজ জরুরি কাজে ব্যস্ত আছেন আর আমি নিজের খানা-পিনার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত আছি। ইতিমধ্যেই কেউ একজন সংবাদ দিলেন যে, আজ একজনের বাড়িতে সকলের খাওয়ার দাওয়াত এবং সকলে সেখানে চলে গিয়েছে, তুমি কেন খাওয়ার আয়োজন করছ? একথা শোনার পর আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, তাহলে জামাকাপড় ও জুতা পরে নিই। এতে বেশ খানিকটা সময় ব্যয় হয়ে গেল অথচ জুতা, জামা-পায়জামা কোনোটাই পড়া সুন্দর হল না। এজন্য আমি তাড়াহুড়া করতে গিয়ে জুতা-জামা-কাপড় সব খুলে একেবারে খালি গায়ে ও খালি পায়ে (সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে) রওনা দিলাম। পথে একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল যিনি আমাকে ডাকতে আসছিলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন, সকলেই আপনার অপেক্ষায় আছেন। আমি তার সঙ্গী হয়ে গেলাম। দাওয়াতের বাড়িতে পৌঁছার পরে লোকটি আমাকে বললেন, হযরত এবং সঙ্গীরা সকলেই খানা খেতে বসে গেছেন। সুতরাং আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আরও অনেক মানুষ অপেক্ষা করছেন। তাদের সঙ্গে বসবেন। তবে এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। আমি যে উলঙ্গ হয়ে যাচ্ছিলাম এতে আমার একটুও লজ্জা লাগছিল না। মনোভাব ছিল এরকম যে, লোকেরা মনে মনে ভাববে যে, লোকটা কিভাবে উলঙ্গ হয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, লজ্জা-শরম কিছু নেই। কিন্তু মানুষজনের ওই মনোভাবের প্রতি আমার কোনো পরোয়া নেই। আমাকে এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে বলায় আমি তাকে বললাম- ঠিক আছে আমি এই সময়ের মধ্যে ঘুরে আসছি। চিন্তা করলাম যে, হযরত আমাকে এভাবে দেখে যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। সুতরাং আমি সেখান থেকে ভাগলাম এবং নিজের ঘরে এসে পায়জামা পরা শুরু করলাম আর ঘুম ভেঙে গেল।

হযরত! আমি বেশি পেরেশান হচ্ছি এটা ভেবে যে, হুযূরের মজলিসে হাজির হয়েও খানায় হুযূরের সঙ্গে শরীক হতে পারলাম না, যার কারণে নানা রকম বিস্ময়কর ও ভীতিকর ধারণা মনের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, আমার মধ্যে এটা কী ধরনের নির্লজ্জতা যে, লজ্জা শরমের প্রতি কোনো পরওয়াই নেই। অথচ এটা মনে হচ্ছিল যে, মানুষ এটাকে লজ্জাহীনতা মনে করে, তারপরও আমার মধ্যে কোনোই আছর পয়দা হল না। এসবের ব্যাখ্য কী?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, এ কোন্ ধরনের জল্পনা-কল্পনায় ডুবে আছেন? প্রথম কথা এই যে, নিজেকে এত বড় কেন মনে করা হবে যে, আমার স্বপ্ন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ? তাছাড়া খুব তাৎপর্যপূণ স্বপ্ন হলেও সেটা তো স্বপ্নই যা একেবারেই গায়রে এখতিয়ারি (অনিচ্ছাকৃত)। এরকম গায়রে এখতিয়ারির ব্যাপারে অস্থির হওয়ার কী আছে? অস্থির হওয়ার কারণ যদি এই হয় যে, এটা কোনো খারাপ হালতের ইঙ্গিত, তাহলে ব্যাখ্যা জানার জন্য অস্থিরতা তো সমাধান নয়। কেননা ব্যাখ্যা জানলে যেটা ছিল 'সম্ভাব্য ধারণা' সেটাই হবে 'প্রবল ধারণা'। এবং সেটা অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে দিবে। বরং এর আসল সমাধান হল আল্লাহর দরবারে এই দুআ করা যে, হে আল্লাহ! সব বালা-মুসিবত দূর করে দাও। ব্যাস, এটাই যথেষ্ট।

আচ্ছা বলুন তো যদি স্বপ্ন দেখা ছাড়াই কোনো সমস্যায় জড়িয়ে পড়তেন, তখন কী তদবীর করতেন? এখনও সেই কাজটাই করুন। (অর্থাৎ দুআ করুন) পেরেশান হলে লাভ কী?

এবার শুনুন স্বপ্নের 'বিবস্ত্রতার' ব্যাখ্যা— এর দ্বারা ইঙ্গিত হল সব ধরনের তাআল্লুক ও সম্পর্ক থেকে মুক্ত হওয়া। আর খানায় শরীক না হওয়া সিরিয়্যালে পিছনে পড়ার ইঙ্গিত। এবার বলুন– আপনার পেরেশান হওয়া কি যুক্তিযুক্ত? তবে এরপরও সতর্কতা হিসাবে দুআ করুন, আল্লাহর কাছে পানাহ চান। সেই হাদীস স্মরণ করুন যেখানে পেরেশানীর কোনো স্বপ্ন দেখলে সে জন্য করণীয় কাজ বলে দেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে ওই স্বপ্নের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

***

হালঃ স্বপ্নে দেখলাম যে, পেশাব করে তিলের তেল দিয়ে এস্তেঞ্জা (পবিত্রতা অর্জন) করলাম এরপর তিলের তেল দিয়েই গোসল করলাম। মাথার দুইপাশে ডান ও বাম দিকে বড় বড় বাবরি চুল দেখলাম অথচ বাস্তবে আমি ওই রকম চুল রাখি না।

বিশ্লেষণঃ মনে হচ্ছে যে, কোনো কোনো নেক আমলের মধ্যে বিদআত-এর মিশ্রণ হয়ে যাচ্ছে যা আত্মাশুদ্ধির জন্য মানানসই নয়। অথচ সেগুলোকে নেককাজ মনে করা হচ্ছে। আবার কিছু কিছু নেক আমল শরীয়তের সীমা বজায়ে রেখে করা হচ্ছে। সুতরাং এই স্বপ্নের মধ্যে একই সঙ্গে সাবধানবাণী এবং সান্ত্বনাবাণী দুটোই রয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আরও একটি স্বপ্ন দেখলাম যে, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জানাযা আসছে। বিশাল সমাবেশ। লাশ মুবারক একটি খাটিয়ার উপর। দেহ মুবারক উন্মুক্ত অর্থাৎ কুর্তা খোলা, পায়জামা পরানো। একদম আপনার মতো। হুযূর গোসল করতে যাওয়ার সময় যেমন আমরা দেখতে পাই ঠিক সেই রকম আকৃতি মনে হল। জানাযা যখন নিকটবর্তী হল, পাশে গিয়ে আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম- দ্বিতীয় খলীফার লাশ! অন্যদিকে হুযূরও দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে ধমক দিয়ে হুযূর বললেন- তুমি খুব দুর্বল ধৈর্যহীন। আরও কিছু বললেন যা মনে নেই। উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে হুযূর কিছু বলতে শুরু করলেন। জানাযা যথারীতি খাটিয়ার উপর ছিল। হুযূর ইদানিং যে জামাটি ব্যবহার করছেন, সেটা পরিহিত ছিলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলছিলেন।

বিশ্লেষণঃ স্বপ্নের ইঙ্গিত এটাই যে, আমার রুচি পছন্দ হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনুরূপ আর তার জানাযা দেখার অর্থ হল এই রুচি পছন্দ দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছিল আল্লাহ তাআলা এই অধমের হাতে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আপনাকে 'দুর্বল ধৈর্যহীন' বলার কারণ চিৎকার। এই ধৈর্যহীনতার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। সতর্কতার মূলবার্তা আপনার জন্য এটাই যে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে কাজ করা উচিৎ। সুতরাং স্বপ্নটি সুসংবাদ আপনার জন্য এবং আমার জন্যও।

***

হালঃ অনেকদিন হল দুইবার স্বপ্নে দেখেছি যে, পায়খানা খাচ্ছি। ব্যবসায় সাধ্যমতো হারাম থেকে বেঁচে থাকি।

বিশ্লেষণঃ কখনো কখনো শুধুই শারীরিক অস্বাভাবিকতার (অসুস্থতার) কারণে এই ধরনের প্রভাব স্বপ্নের মধ্যে পড়ে আবার কখনো শরীয়ত বিরোধী কোনো কথা বলে ফেলার কারণেও হয়ে থাকে।

***

হালঃ একদিন স্বপ্নে দেখি যে, হুযূর এক বিশাল ময়দানে এই অধমের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। কারও জন্য অপেক্ষা করছেন। সেই ময়দানের ঠিক মাঝামাঝিতে এক ভয়ঙ্কর সড়ক আছে যার ডানে রয়েছে একটি দেয়াল আর সেই দেয়ালের ডানদিকে রয়েছে এক বড় বাগান। সড়কটির বামদিকে একটি

www.islamfind.wordpress.com

ভীতিকর জঙ্গল, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন হিংস্র প্রাণী। এর ডানপাশে কোনো দেওয়ালও নেই। সেই সড়ক দিয়ে এক ব্যক্তি হয়রান পেরেশান হয়ে হুযূরের উদ্দেশ্যে ছুটে আসছেন। কাছে পৌঁছার পর তিনি খুব শঙ্কিত আওয়াজে হুযূরকে বললেন– এটা খুবই বিপদজনক পথ। এ কথা শোনার পর হুযূর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন– তুমি জলদি এই পথ পার হয়ে যাও। আমি বললাম– হুযূর! এই বিপদজনক অচেনা পথ আমি রাহবার ছাড়া একা কিভাবে পার হব? এ কথা শুনে হুযূর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটি কিতাব দিলেন রাহবার হিসাবে। কিতাবটি ছিল 'কস্‌দুস সাবীল'। আমি রেডি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটি দ্রুতগামী ঘোড়া এসে সামনে দাঁড়াল। অধম যেন চোখের পলকে সফরের পুরা রাস্তা পার হয়ে গেল। যদিও পথ চলতে গিয়ে ডানদিকে অনেক হিংস্র জানোয়ারের দেখা পাওয়া গেল কিন্তু আল্লাহর রহমতে আক্রমণ করতে পারে নি। এভাবে নির্বিঘ্নে যখন পুরা রাস্তা পারি দিয়ে সফর খতম করলাম তখনই মনে পড়ল হুযূরের কথা। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘোড়াটির মুখ ঘুরিয়ে চোখের পলকে হুযূরের কাছে পৌঁছে গেলাম। হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন– বিপদজনক রাস্তা কীভাবে অতিক্রম করলে? আমি অত্যন্ত আদবের সঙ্গে বললাম– হুযূর আমি তো খুবই নির্বিঘ্নে বিপদজনক রাস্তা পার হয়ে গেলাম। কোনো সমস্যা হয় নি। এরপর হুযূর 'কসদুস সাবীল' ফেরত নিয়ে নিলেন। আমার পেরেশানী এই স্বপ্নের কারণে এটাই যে, হুযূর আমার নিকট থেকে কিতাবটি নিয়ে নিলেন কেন?

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ মুবারক স্বপ্ন দেখেছেন। এতে সুসংবাদ রয়েছে আপনার জন্য সাধনার এই বিপদজনক পথ সহজ হয়ে যাবে। পাশাপাশি ইশারা রয়েছে যে, 'কসদুস সাবীলে' বর্ণিত পন্থাগুলো সঠিক। ফেরত নেওয়ার দ্বারা ইঙ্গিত আপনার সাধনা পূর্ণ হওয়ার দিকে। হযরত জুনাইদ রাহ.কে কেউ জিজ্ঞাসা করছিল– এই পথের চূড়ান্ত গন্তব্য কী? বলেছিলেন– সূচনায় ফিরে আসা যার এক অংশ এটাও যে, পূর্ণতা অর্জনের পর প্রথম পর্যায়ের সাধনার প্রয়োজন আর থাকে না।

হালঃ একটি স্বপ্নে দেখলাম। অনেক বড় এক মসজিদে হুযূর বসে আছেন। সেখানে আমি, খাজা সাহেব এবং ভাই মুহা. ইলিয়াস-সহ হুযূরের আরও অনেক খাদেম উপস্থিত আছেন। সনদ (সার্টিফিকেট) দেওয়া হচ্ছে। একটি লিখিত সনদ আমি অধম-সহ আরও দু-একজন খাদেমের মাধ্যমে হাতে লিখে কপি তৈরি করানো হয়েছে। আমার ভাইও সম্ভবত কপি করার কাজ করছেন।

www.islamfind.wordpress.com

নয়টি কপি হয়েছিল। হুযূর বললেন আপাতত এগুলোই যথেষ্ট। এগুলোই এখন বিতরণ করা হবে। বাড়ি গিয়ে বাকিগুলো লিখে নেওয়া যাবে। নয়টির প্রয়োজন বেশি ছিল। জানতে পারলাম যে, ওগুলো থেকে একটি সনদ আমাকে দেওয়া হবে এবং একটি আমার ভাইকেও। ভাই জলদি করে নিজের সনদ নিয়ে নিলেন কিন্তু আমি লিখা শেষ হলে সেটা হুযূরের সামনে রেখে দিলাম। ভাবলাম তাড়াহুড়ার কী আছে? নিজের নিয়ে নেওয়াটা আদবের খেলাফ। হুযূর দিতে চাইলে নিজ হাতেই দেবেন। এখানে না হলে বাড়ি গিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে দেখতে পেলাম হযরত ঐ মসজিদের মধ্যে ডানদিকে সরে বসে পড়েছেন আর কয়েকজন খাদেম নামাযের মতো করে অত্যন্ত ভদ্রভাবে মাথা নিচু করে বসে পড়েছেন। হযরত অত্যন্ত গাঢ় উজ্জ্বল কালো রঙ্গের একটি জুব্বা পরেছেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত। এই পোশাকে হুযূরকে অত্যন্ত চমৎকার লাগছে। এস্তেগরাক (আত্মহারা)এর মতো হালত। আমারও ইচ্ছা হল যে, এই মজমাতে শরীক হয়ে যাব। সুতরাং পা টিপে টিপে একেবারে হুযূরের গায়ের সঙ্গে লাগোয়া স্থানে পৌঁছামাত্রই হুযূর আমার দিকে তাকালেন। অত্যন্ত মমতা ও স্নেহ প্রকাশ করে আমাকে বসালেন। স্বপ্নটি সুবহি সাদিকের সময় দেখা।

বিশ্লেষণঃ অত্যন্ত মুবারক স্বপ্ন। ঐ সনদগুলো তাকমীলের বা কামেল হওয়ার সার্টিফিকেট। এই স্বপ্নে সনদওয়ালাদের হালতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের কামেল হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে। আহলে সনদের কারোর মধ্যে আছে অসহিষ্ণুতা আবার কারোর ধীরস্থিরতা। কালো রঙ্গের জুব্বা 'ফানা'এর সূরত। কালো রঙের গাঢ়ত্ব ও উজ্জ্বল্য ইঙ্গিত করে 'ফানা'এর পূর্ণাঙ্গতার দিকে, সেই পূর্ণাঙ্গতা বর্তমানে হোক বা ভবিষ্যতে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই রকম ফানা নসীব করুন।

***

হালঃ হযরতের প্রতি তো আল্লাহর মেহেরবানীতে অধমের সীমাহীন ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব থেকেই রয়েছে। তবে বেশ কিছুদিন হল দুইটি স্বপ্ন দেখে সেই ভক্তি-শ্রদ্ধা আরও বেশি মজবুত ও দৃঢ় হয়েছে। সেই স্বপ্ন দুটিও নিবেদন করছি যেন হযরতের ফয়েয ও বরকতের মুখমাত্র ও পবিত্র জবান থেকে ব্যাখ্যা শুনে দিলে আরও খুশি এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার দৃঢ়তা আরও বেশি দৃঢ় হয়।

স্বপ্নটি ছিল এই যে, আমি থানা ভবনের ঈদগাহে বসে বসে ঘুমাচ্ছিলাম। মুখে সুবহা-নাল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ যিকির চালু ছিল। এরই মধ্যে এক

www.islamfind.wordpress.com

ব্যক্তি (যতদূর সম্ভব তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসে হুযূরের দিকে ইশারা করে বললেন– তাঁর কারণে এবং তাঁর মাধ্যমে থানা ভবনবাসীদের মাগফেরাত (ক্ষমা) হবে।

দ্বিতীয় স্বপ্ন ঃ একদিন খানকার মুসাফির খানায় ঘুমাচ্ছিলাম, এক বুযূর্গ ব্যক্তি এসে বললেন যে, ইনি (অর্থাৎ হযরত) মাহবূবিয়্যাতের মর্যাদা লাভ করেছেন। (হাবীব অর্থ আল্লাহর পাগল প্রেমিক– যিনি আল্লাহকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। 'মাহবূব' হাবীবেরও উপরের স্তর অর্থাৎ যাকে আল্লাহ নিজেই ভালোবাসেন।)

বিশ্লেষণঃ হাঁ, আল্লাহর রহমতে তো সব কিছুই হওয়া সম্ভব কিন্তু আমার নিজের যে হালতের কথা আমি জানি সেদিকে লক্ষ্য করলে সীমাহীন লজ্জিত হই।

***

হালঃ হযরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী রাহ.-এর জীবনী পড়ে দিলের উপর খুব ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন যখন বই পড়ছি মুজাদ্দিদ সাহেব আমাকে দেখছেন। এই বই পড়াকালীন একদিন স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব বলছেন যে, তুমি হয়তো আমার অনুসরণ কর অথবা আমার খলীফা মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের অনুসরণ কর।

বিশ্লেষণঃ ইঙ্গিত হচ্ছে এই বিষয়টির দিকে যে, উভয়ের মাশরাব (মত ও পথ) একই। মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই।

***

হালঃ অধম একটি স্বপ্ন দেখেছি যে, হুযূরের অনেক খাদেম এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন আমি অধমও তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ সেখানে হুযূর তাশরিফ আনলেন। হুযূরের মাথায় পাগড়ি বাঁধা। সবুজ ও হলুদ রঙের ছাপা এত সুন্দর ও চমৎকার কাপড় আজ পর্যন্ত আমার জীবনে আর চোখে পড়ে নি। এত চমক ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল যা আমি বলে শেষ করতে পারব না। সেই পাগড়ি হুযূরের মাথায় বাঁধা ছিল যেমন আরবরা বেঁধে থাকে। হুযূরকে এইরকম সুন্দর ও চমৎকার সূরতে দেখে খাদেমরা সকলেই খুব খুশি হচ্ছিল। ইতিমধ্যে সেখানে এক লোক হাজির হল, জাহেরিভাবে যাকে মুসলমান মনে

www.islamfind.wordpress.com

হচ্ছিল। তাকে হুযূর কিছু কথা বললেন। হুযূরের কথা শুনে সেই কম্বখত্ (হতভাগা) হুযূর সম্পর্কে এমন এক বেয়াদবিপূর্ণ ভাষা বলল যা এই অধমের পক্ষে বলা বা লেখা সম্ভব নয়। সেটা শুনে সকল খাদেম উত্তেজিত হয়ে পড়ল কিন্তু হুযূরের কারণে কেউ তাকে কিছু বলতে পারল না। হুযূর নিজেও তাকে কোনো মন্দ কথা, রাগ, ধমক ইত্যাদি কোনোটাই করলেন না। যা হোক লোকটি সেখান থেকে চলে গেল আর হুযূর নিজেও সেখান থেকে চলে গেলেন। তবে হুযূরের খাদেমরা সবাই হুযূর চলে যাওয়ার পরও সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। আমি অথম এত উত্তেজিত ছিলাম যে, দৌড়ে গিয়ে লোকটিকে ধরে ফেললাম এবং পায়ের জুতা খুলে তাকে পাঁচ জুতা মারার পর টেনে নিয়ে অন্যদের সামনে হাজির করলাম। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল যে, সে মুসলমান নয়, কাফের। এই স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভাঙ্গল এবং মনের মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করতে লাগল।

বিশ্লেষণঃ সুসংবাদ এটাই যে, আলহামদুলিল্লাহ এই অধম নিজের মুহিব্বিন-সহ হক ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে লোকটি দৃশ্যত মুসলমান মনে হচ্ছিল কিন্তু বুঝা গেল যে সে কাফের, এর দ্বারা সেই লোকদের ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা মুসলমান হয়েও কাফেরদের মতো কর্মকাণ্ড করে। বর্তমানে যার সংখ্যা অগণিত। তার প্রহূত হওয়া (মার খাওয়া) দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে এ ধরনের লোকদের পরাজিত হওয়ার দিকে। মোটকথা খুবই চমৎকার স্বপ্ন।

***

. **হালঃ** রাতে স্বপ্ন দেখে ভীষণ পেরেশান হয়ে পড়েছি। আশা করি হুযূর তাবীর জানাবেন।

স্বপ্ন ঃ একটি পথ, যেখানে পতিতাদের বসবাস। বহুদিন পর আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম যে, অন্য সব পতিতাদের মতো আমার স্ত্রী এবং দূর সম্পর্কের এক বোন একই জায়গায় আছে। পতিতাদের মতো আলাদা আলাদা ঘরে আছে। সম্ভবত কিছু কথা হয়েছিল, মনে নেই।

বিশ্লেষণঃ গভীর চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই দিলে যেটা এসেছে সেটাই লিখছি। মনে হচ্ছে– (আল্লাহই ভালো জানেন) কোনো আজনবি গায়রে মাহরামের প্রতি আপনার দৃষ্টি পড়েছে। আল্লাহ তাআলা সাবধান করেছেন যে, কারোর স্ত্রী অথবা আত্মীয়া যদি ঐ পর্যায়ের হয় তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য কত বড় বেদনাদায়ক! সুতরাং অন্য কারোর স্ত্রী বা আত্মীয়াকেও ঐরূপ কল্পনা করা কত

www.islamfind.wordpress.com

বড় অন্যায় ও বে-ইনসাফি। সাবধানবাণীর এটা আকলি দলিল। সতর্কবাণী। খুব সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

***

হালঃ আলহামদুলিল্লাহ! এখন আর পূর্বের সেই কলবী হালত নেই। আঁধারের পরে আলো এবং শুষ্ক জমিনকে আল্লাহ তাআলা যেমন সজীব করেন সেই রকম নিষ্প্রাণ অবস্থার পর সজীবতা লাভ হয়েছে। মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত বিরামহীন জেহরী যিকির-এর জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছি। ছয় হাজার পর্যন্ত এই সময়ে হয়ে যায়। রাতে বার তাসবীহ-এর পরও কিছু হয়।

আজ রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছি যা নিবেদন করতে মনে চাচ্ছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত নসীব হয়েছে। দেখলাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাহাবীদের এক জামাত, যাদের মধ্যে শামিল রয়েছি আমি অধম এবং হযরতের অনেক খাদেম। নবীজী আগে আগে যাচ্ছেন আমরা সকলে পিছনে পিছনে। একদল হিন্দু যোগীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নবীজী একটু থেমে গেলেন। আমি কিছুটা পিছে পড়ে গিয়েছিলাম, জলদি এসে আমিও মিলিত হলাম। নবীজী আমার নাম ধরে বললেন– এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। আমি হাত উঁচু করে সালামের ইশারা করলাম। তারা সকলেই নিজেদের রীতি অনুযায়ী কিছু একটা বলল। সম্ভবত সালামের জবাব দিল। ঐ যোগীদের দেখে মনে হচ্ছিল— এরা বহু সাধনা করা মানুষ। তারা আমাদের অন্তরগুলোর ধ্যান করতে লাগল। আমি তখন হাসছিলাম। আনন্দ পাচ্ছিলাম এ কথা চিন্তা করে যে, হযরতের বরকতে আমাদের রূহানিয়াত ওদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। ঐ যোগীরাও সে কথা স্বীকার করল। যোগীরা নবীজীর প্রতি খুবই ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করল। পরে নবীজী সামনে হাঁটতে শুরু করলেন আমি সঙ্গী হয়ে পিছে পিছে চলতে লাগলাম। এরপর আমার মনে জাগল যে, প্রধান যোগীকে দাওয়াত দেওয়া দরকার। আমি ফিরে এলাম এবং তাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য তাবলীগ করলাম। তিনি ওয়াদা করলেন যে, ইসলাম গ্রহণ করবেন। এরপর আমি আবার গিয়ে নবীজীর সঙ্গে মিলিত হলাম। ঐ যোগীও এল। তখন নবীজী বললেন– আমি খাতামুল আম্বিয়া, তাওরাত, ইনজিল-সহ সকল আসমানী কিতাবে আমার আলোচনা রয়েছে পরিপূর্ণরূপে। যোগী আমাকে বলল– আমি নবীজীকে সত্য বলে বিশ্বাস করি। আমার দিলের মধ্যে তাঁর প্রতি পূর্ণ ভক্তি রয়েছে কিন্তু ঈমান গ্রহণ করা একটু কঠিন। স্বজাতির ব্যাপারে আশঙ্কা ও ভয়

www.islamfind.wordpress.com

আছে। এই সময় আমি যেই নবীজীর দিকে তাকালাম তো পূর্বের সূরত আর দেখলাম না বরং এবার তাকে দেখলাম আপনার (খানভী রাহ.-এর) সূরতে। নবীজী আমাকে বললেন– এই যোগীরা 'ওঁম' খোদাকেও বলে আবার অর্থ সম্পদ, টাকা-পয়সাকে বলে। শব্দটির অর্থ করজও হয়। এখানেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি জেগে উঠলাম। কলবের মধ্যে এখন পর্যন্ত এক প্রশান্তি বিরাজ করছে। তাবীর জানতে চাই।

বিশ্লেষণঃ কিছু কিছু অংশের ব্যাখা তো সেটাই যা আপনি বুঝেছেন যে, এটা হল দুনিয়ার পাগল এবং হিন্দুদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষাকারী (তাদের পক্ষপাত) লোকদের সূরত। (যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে।) অথবা এর কাছাকাছি অর্থাৎ ঐ সব হিন্দু যারা মুসলমানদের সঙ্গে একমত হওয়ার শ্লোগান দেয় অথচ বাস্তবে তারা একমত নয়। যেটাই হোক অর্থাৎ যাদের সূরতেই হোক, আল্লাহ তাআলা ঐসব দলের হাকীকত বা স্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছেন।

অন্যান্য অংশের তাবীর এই যে, আল্লাহ তাআলা নিশ্চিন্ত করে দিয়েছেন যে, স্বপ্নদ্রষ্টার দলভুক্তরা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পূর্ণাঙ্গরূপে নবীজীর অনুসারী। এটাও দেখিয়ে দিয়েছেন যে, বাতিল পন্থী দলের কোনো প্রভাব হকপন্থী দলের উপর পড়বে না। স্বপ্নের শেষ অংশে ইঙ্গিত রয়েছে যে, টাকা-পয়সা অর্থাৎ দুনিয়াকে উদ্দেশ্য মনে করা বাতিল পন্থীদলের বিশেষ সারকথা।

হালঃ অন্য একদিন একই অবস্থাতে দেখলাম একজন অত্যন্ত শান শওকত ওয়ালা বড় আলেম বুযূর্গকে সুন্নতি লেবাসে। কেউ একজন তার নামও বলেছিল কিন্তু মনে নেই। তিনি হুযূরের মুবারক নাম নিয়ে বললেন যে, তিনি সমঝদার মানুষ আর অন্য একজনের ব্যাপারে নাম নিয়েই বললেন– তিনি গুণবান মানুষ। তাবীর জানতে চাই।

বিশ্লেষণঃ সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, যার সঙ্গে আপনার এসলাহী তাআল্লুক তিনি দীনের কোনো বিষয় ভুল বুঝবেন না। অন্যকেও ভুল শেখাবেন না।

***

হালঃ দাওয়াতে আবদিয়াত-এর পঞ্চম ওয়াজ শেষ দিকে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেছি। কেউ প্রশ্ন করল তোমার পীর কে? প্রশ্নকারী আমার অচেনা। তার প্রশ্নের মাঝখানে হুযূর লালজামা পরে হাজির হলেন এবং মাথা নিচু করে

www.islamfind.wordpress.com

বসে পড়লেন। তিনি বললেন– হাঁ, ইনি তো ভালো পীর। এরই মধ্যে আমি পাখা আনতে চলে গেছি হুযূরকে বাতাস করব এই ইচ্ছায়। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। হুযূরের আদত-অভ্যাসের উল্টা লালজামা পরা দেখে অবাক হয়েছি। আজও সেই বিস্ময়বোধ কাটছে না। আশা করি তাবীর জানিয়ে অস্বস্তি দূর করার ব্যবস্থা করবেন।

বিশ্লেষণঃ মুবারক স্বপ্ন। আপনাকে আশ্বস্থ করা হয়েছে যে, আপনার রাহবার (পীর) হকের উপর আছেন। লাল জামা দ্বারা 'মাহবূবিয়্যাত'-এর (প্রিয় হওয়ার) দিকে ইঙ্গিত হয়েছে।

***

প্রশ্ন ঃ নিচে কয়েকটি স্বপ্নের বিবরণ তুলে ধরছি। তাবীর জানতে চাই।

স্বপ্ন–১ ঃ দেখলাম আমি মৌলভী ইবরাহীম সাহেবের পিতার কাছে বসে আছি। তিনি আমার পূর্ব পরিচিত নন কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে এটাই মনে হল যে, ইনি ইবরাহীম সাহেবের পিতা। তিনি একটি কিতাব বের করলেন এবং আমাকে বললেন এখানে মুজাদ্দিদের দশটি আলামত লেখা আছে। আমি সবগুলো আলামতই পড়লাম কিন্তু মাত্র তিনটি মনে আছে। তিনি কেঁদে উঠে বললেন– আমি এই সব আলামত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের মধ্যে বিদ্যমান দেখেছি। নিশ্চয়ই তিনিই বর্তমান সময়ের মুজাদ্দিদ।

স্বপ্ন–২ ঃ একবার অধম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত এইভাবে লাভ করেছি যে, একটি বিরাট বড় মজমা, যাদের দ্বারা ময়দান পূর্ণ হয়ে গেছে। এরা সকলেই প্রিয়নবীর দুশমন এবং সেই মুহূর্তে তারা নবীজিকে কষ্ট দিতে চায়। নবীজির একদল সঙ্গী সঙ্গেই আছেন কিন্তু বিরোধীদের তুলনায় তারা একেবারেই নগণ্য। আমি অধমও হুযূরের সঙ্গেই আছি। প্রিয়নবী ছোট্ট সঙ্গীদলকে সঙ্গে নিয়ে একটি ছোট বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। যে বাড়ির তিনটি দরজা ছিল। আমি অধম নিবেদন করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুশমনের দল যদি এখানে ঢুকে পড়ে তাহলে আমাদের সকলেই মেরে ফেলবে। মনে হচ্ছে যে, আমাদের দলকে তিনভাগে বিভক্ত করে দেওয়া ভালো হবে। প্রত্যেক দরজায় একটি করে দল থাকবে এবং তারা দরজা থেকেই দুশমনদের প্রতিরোধ করবে। যেন তারা ভেতরে প্রবেশ না করতে পারে। প্রিয়নবী পছন্দ করলেন এই মতকে এবং সকলকে তিন অংশে ভাগ করে দিলেন। অবশেষে ঐ তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলই দরজা থেকেই শত্রু দলকে

www.islamfind.wordpress.com

প্রতিরোধ করে দিল। তারা কেউই ভেতরে প্রবেশ করতে পারল না। এরপর শত্রুদল সেখান থেকে এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

স্বপ্ন –৩ ঃ দেখলাম যে, আমি যেন ছোট একটি দুর্গের মধ্যে আছি। সেখানে মৌলভী ... ও আছেন। জুমার নামাযের জন্য আমি তাকে সামনে এগিয়ে দিলাম। খুতবা হাতে নিয়ে তিনি সামনে অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু এক হিন্দু তার হাত থেকে খুতবা কেড়ে নিয়ে নিজেই মিম্বারের উপর গিয়ে বসল। আমার ভীষণ রাগ হল যে, এতবড় স্পর্ধা! একজন হিন্দু রাসূলের মিম্বরে গিয়ে বসল? যখন প্রথম খুতবা পড়া শেষ হল, আমি তাকে বললাম– আরে কমবখ্ত! অন্তত এতটুকু তো বল যে, আমি একজন মুসলমান! সে বলল– হাঁ, হাঁ বলছি, কিন্তু অন্য লোকেরা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করল– তুই কি মুসলমান? সে জবাব দিল– না না। এরপর সে দ্বিতীয় খুতবার জন্য খাড়া হল। আমি তার হাত থেকে থেকে খুতবা নিয়ে নিলাম এবং মিম্বর থেকে তাকে নামিয়ে দিয়ে নিজেই খুতবা পড়তে শুরু করলাম। অনেক মুসল্লি ছিল। আমার এই পদক্ষেপে সবাই খুশি হল।

স্বপ্ন–৪ ঃ দেখলাম যে, আমাদের প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার জন্ম নিয়েছেন। স্বপ্নে রাসূলের যিয়ারত নসীব হয়েছে। জন্মের পর তিনি অন্য শিশুদের মতো ক্ষুদ্র নন বরং পাঁচ ছয় বছরের বাচ্চাদের মতো বেশ বড়সড়। তাঁর চেহারা ভারি চমৎকার ও আকর্ষণীয়। কাঁধ মুবারকের উপর মোহরে নবুওয়াতের চিহ্ন বিদ্যমান। মাথা মুবারকে ঝালরের মতো একটি কিছু ঝুলন্ত দেখলাম। যাতে আরবীতে দুই লাইনে দুরূদ শরীফ লেখা আছে। তিনি এক ব্যক্তির কোলে আছেন সেই ব্যক্তিই অথবা অন্য কেউ আদর করে তাকে নাড়ছেন যে কারণে তিনি হাত-পা আছড়াচ্ছেন। আমি আমার পরিবারের সকলকে ডেকে বললাম– নবীজীর যিয়ারত করো আর এই ঝালর দেখ কী আশ্চর্যরকম বস্তু! সবাই যিয়ারত করল। স্বপ্নে মনে হল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে বাড়িতে দেখলাম সেটা অন্য কোনো বাড়ি নয় বরং যে বাড়িতে আমি নিজে বর্তমানে বাস করছি সেটাই।

জবাব

জবাব–১ ঃ স্পষ্ট ব্যাপার! আল্লাহ তাআলার জন্য মোটেও কঠিন নয়।

www.islamfind.wordpress.com

জবাব–২ ঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, 'খাইরুল কুরুন'-এরপর বেশিরভাগ যুগেই বিশেষত বর্তমান যুগে সুন্নাহবিরোধীদের সংখ্যাধিক্য এবং সুন্নাহ অনুসারীদের সংখ্যাস্বল্পতা সব সময়ই রয়েছে। কিন্তু সংখ্যা লঘু হওয়া সত্ত্বেও সুন্নাহঅনুসারীদের প্রতিই আল্লাহ তাআলার সাহায্য এসেছে।

জবাব–৩ ঃ বর্তমান যুগের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যে, মুসলিম জনসাধারণ ধর্মীয় সকল ব্যাপারে মুশরিকদেরকে ইমাম বা অনুসরণীয় বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আরপরও চূড়ান্ত বিজয় মুত্তাকী মুসলমানদেরই হবে।

জবাব–৪ ঃ এর ব্যাখ্যা আমার মতে এরকম যে, আধুনিক কালের বাতিল শক্তির বিজয় এক সময় মিটে যাবে। তখন 'আহকামে শরীআহ' সর্বক্ষেত্রে প্রচলনের জন্য এত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়বে যেন তাকে একেবারে প্রথম থেকে অর্থাৎ নতুন করে সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই স্বপ্নে এটাও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঐ বাড়ির লোকেরা হকের উপর রয়েছেন।

হালঃ আরও একটি স্বপ্ন এরকম দেখলাম যে, নিজস্ব দোস্ত-আহবাবদের একটি সমাবেশ। খুব উন্নত শ্রেণীর একটি বাড়ি। সেখানে হযরত নিজের খাসলোকদের নিয়ে হাজির রয়েছেন। হুযূরের উপর 'নূর' বর্ষিত হওয়া চোখে দেখা যাচ্ছে। হুযূর আমাকে ডেকে বলছেন– 'তুমি আমার প্রিয় মানুষ, নাও এই ঘড়ি তোমাকে দিলাম'। হুযূর যে ঘড়িটি আমাকে দিলেন, তার মধ্যে আশ্চর্যরকমের নূরানিয়াত আছে বলে মনে হচ্ছে। ঘড়িটি আকারে খুবই ছোট কিন্তু প্যাকেটটা বেশ বড়। আমি প্যাকেটসহ ঘড়িটা মাথার উপর রাখলাম। রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমার উপর আশ্চর্যরকমের নূরের বর্ষণ শুরু হয়ে গেল।

বিশ্লেষণঃ ঘড়ি মানে 'কলব'। এতে অবিরাম যিকির-এর মতোই খট্ খট্ আওয়াজ চালু থাকে। একই সঙ্গে এতে আছে সুশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার চরিত্র। ইশারা হচ্ছে আলোকিত কলবের দিকে।

***

হালঃ কয়েকমাস পূর্বে এই স্বপ্ন দেখেছি যে, আমি দাওয়াতে আবদিয়াত হাতে নিয়ে মসজিদে যাচ্ছি। পথে একজন জিজ্ঞাসা করল এটা কী কিতাব? লোকটিকে একজন বিরোধী ও জেদি মনে করে জবাব দেওয়া সমীচীন মনে হল না। সে আবারও জিজ্ঞাসা করল, আমিও একই কথা চিন্তা করে জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকলাম। আমার ডান এবং বামদিকে থেকে হঠাৎ এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করল এবং কিতাবটির দিকে ইশারা করে বলল– এটা প্রচুর

www.islamfind.wordpress.com

কল্যাণকর। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেদিন থেকে আমি মাওয়ায়েয সম্পর্কে সব সময় বলে থাকি 'প্রচুর কল্যাণকর।'

বিশ্লেষণঃ তাবীর তো স্পষ্ট। মাওয়ায়েযগুলোর উপকারী হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে। এবং এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

***

হালঃ আমি অধম স্বপ্ন দেখেছি যে, বহু মানুষ আল্লাহ তাআলার সম্মুখে একত্র হয়েছে। আমাকে আল্লাহ তাআলার মুখোমুখি হাজির করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমার কাছে আমলনামা চাইলেন। আমলনামা ছাড়া অন্য কিছু চেয়েছেন কি না সেটা আমার স্মরণ নেই। আমি চার আঙ্গুল চওড়া আটআঙ্গুল লম্বা বোতাম লাগানো একটি কাগজ পেশ করলাম। সেখানে একটি বোতামের জায়গা খালি ছিল। খালি জায়গায় বোতাম লাগানো ছিল— এর চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। সে সময় যদিও আমার মধ্যে ভীষণ ভয় ছিল কিন্তু একই সঙ্গে অন্তরঙ্গতার অনুভূতি ছিল। চূড়ান্ত পর্যায়ের আশা অন্তরে প্রবল ছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হল– এই জায়গা খালি কেন? কেন খালি তা আমার জানা ছিল না। আমি বললাম– আপনার তো সব কিছুই জানা আছে। এ কথা বলেই আমার নিজের পকেট-সহ সব জায়গায় বোতাম খোঁজা শুরু করলাম। কিছু বোতাম পেলাম এবং সেগুলো সামনে পেশ করলাম এই আশায় যে, এগুলোর মধ্যে হয়তো হারিয়ে যাওয়া বোতামটি পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার পেশ করা বোতামগুলোর দিকে আল্লাহ তাআলা তাকালেন না।

বিশ্লেষণঃ আমার মনে হচ্ছে, যে কাগজ পেশ করা হয়েছে সেটা আমলনামাই হবে। আর বোতাম লাগানো হয় ভেতরের বিষয়গুলো হেফাজতের উদ্দেশ্যে। আমাল-এর হেফাজত হয় 'ইখলাস'-এর মাধ্যমে। অতএব বোতাম খুলে যাওয়ার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে এই দিকে যে, কোনো আমলের মধ্যে 'ইখলাস' ছিল পরে নষ্ট হয়ে গেছে আমল প্রকাশ হওয়ার মাধ্যমে। যে বোতামগুলো পেশ করা হল সেগুলো অন্যান্য আমলের ইখলাস। এক আমলের ইখলাস দ্বারা অন্য আমলের (ইখলাসের) ত্রুটি পূরণ করা যায় না।

হালঃ এরপর অন্য কোনো প্রশ্ন করলেন যার জবাবে আমি বললাম– মৌলভী আশরাফ আলী সাহেব এ সম্পর্কে কিছু বলেন নি। সেখানে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি আমার দিকে রাগী দৃষ্টিতে তাকালেন যেভাবে

www.islamfind.wordpress.com

সাবধান করার উদ্দেশ্যে তাকানো হয়, ফলে আমি অবিলম্বে নিবেদন করলাম, মৌলভী আশরাফ আলী সাহেবের তালীম নিয়েছি আর আমি মুরীদ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবের। এ জবাবকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া হল।

বিশ্লেষণঃ এতে বোঝা গেল নায়েব হিসাবে বাইয়াত নেওয়া (মুরীদ করা বা মুরীদ হওয়া) জায়েয ও গ্রহণযোগ্য। কেননা আপনার বাইয়াত নেওয়া হয়েছে (মুরীদ করা হয়েছে) সেই বিবেচনাতেই। আল্লাহ তাআলার মৌনতা (মেনে নেওয়া) প্রমাণ করে যে, নায়েবের দিকে নিসবত করাটাও আসলের দিকে নিসবত করার মতোই। (নায়েবে পীর আশরাফ আলী আর আসল পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ রাহ.)

হালঃ আমি হাজী সাহেবের নাম বলার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে থাকা সেই ব্যক্তি বললেন– ইমদাদুল্লাহ তো এখানেই আছেন। হঠাৎ দেখলাম যে, আল্লাহ তাআলার ডানদিকে হাজী সাহেব অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বসে আছেন। আল্লাহ তাআলা হাজী সাহেবের দিকে তাকিয়ে হেসে দিয়ে অত্যন্ত মুহাব্বতের সঙ্গে বললেন, ইমদাদ-ইমদাদ-ইমদাদ।

বিশ্লেষণঃ অনুসারীদের জন্য খুশির সংবাদ যে, আমরা এমন একজন মকবূল পীর ও ইমাম পেয়েছি।

হালঃ এরপর আমাকে বললেন– তুমি ইমদাদ হতে চাও, তুমি ইমদাদ হতে চাও, তুমি ইমদাদ হতে চাও।

বিশ্লেষণঃ খুবই আনন্দের সংবাদ। আমার মতে এর কারণ পীরকে সঠিকভাবে চেনা-জানা এবং তাকে মুহাব্বত করে তাঁর অনুসরণ করা।

হালঃ আমার ব্যাপারে বললেন– কোনো সন্দেহ নেই যে, এর মধ্যে অমুক অমুক গুণ আছে। সেটা আমার স্মরণ নেই।

বিশ্লেষণঃ স্মরণ না থাকায় অহঙ্কার থেকে বেঁচে গেছেন। ফলে লাভই হয়েছে।

হালঃ এরপর একটি প্রচণ্ড গরম লোহার শিক নিয়ে আমাকে বললেন– 'হাত পাত, আমি সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত সামনে বাড়িয়ে ধরলাম। সেই গরম শিক দিয়ে একটি মৃদু প্রহার করলেন, যাতে না ব্যথা পেলাম না হাত পুড়ল। এরপর শিক আমার ডান চোখে ঢুকিয়ে দিলেন। আমি ডান হাত দিয়ে শিকটি ধরে বলা শুরু করলাম আল্লাহ তাআলার বরকত, আল্লাহ তাআলার বরকত,

www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহ তাআলার বরকত। এটা আমি এই উদ্দেশ্যে বললাম যেন ঐ পবিত্র নামের প্রভাবে কষ্ট না হয়। দেখলাম সত্যিই কোনো কষ্ট হল না। এরপর সেই একই শিক আমার ঠোঁটে লাগানো হল।

বিশ্লেষণঃ তিনটি বিষয়ের সম্মিলিত পদ্ধতি। এক– দৃষ্টি (অন্তর্দৃষ্টিও) ও ইলম। চক্ষুতে শিক ঢোকানের দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। দুই– জরুরি আমাল, এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে হাতে প্রহার করার মাধ্যমে। তিন– বিভিন্ন ফাযায়েলের আমাল যেমন যিকির, তিলাওয়াত ইত্যাদি এই দিকে ইশারা করা হয়েছে ঠোঁট দ্বারা। লোহার গরম শিক দ্বারা ইঙ্গিত মুজাহাদার দিকে। ইনশাআল্লাহ এই সকল মুজাহাদা আপনার নসীব হবে এবং সহজ হবে।

হালঃ আমাকে বলা হল– গায়রুল্লাহর সঙ্গে দোস্তি করবে না। এরপরেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। এই অংশের ব্যাপারে আমার দিলের মধ্যে এতমিনান নেই। মনে হয় এর মধ্যে আমার খেয়াল বা কল্পনা শামিল রয়েছে।

বিশ্লেষণঃ এমন হওয়া সম্ভব কিন্তু যদি খেয়াল বা কল্পনাও হয় তবুও প্রশংসনীয়।

***

হালঃ যখন থেকে দ্বিতীয়বার ...এর পেরেশানী দেখা দিল এবং আবারও 'হিসনে হাসীন'-এর অযীফা শুরু করেছি। শুরু করার ছয়দিন পর আজ রাতে 'হিসনে হাসীন' পড়ে যখন ঘুমিয়েছিলাম তখন এক আশ্চর্যরকমের স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম কেয়ামত হয়ে গেছে। হযরত কিবলা মাওলানা... এর মুরীদরাও আছেন আমরাও (থানভী রাহ.-এর মুরীদরাও) আছি। উল্লিখিত দলের কেউ কেউ আমাদের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাল এবং সম্ভবত কিছু আপত্তিও আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করল। এতে আমি উত্তেজিত হয়ে গেলাম এবং আমাদের ভাই মৌলভী... সাহেবকে বললাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন কর আমাদেরকে হাউযে কাওছারের পানি যেন আগে পান করতে দেন (উদ্দেশ্য ছিল অন্যদের পূর্বে, যেন আমাদের হক হওয়াটা স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি রাসূলের নিকট গিয়ে নিবেদন করলেন। নবীজী সঙ্গে সঙ্গে হাউযের ঢাকনা খুলে দিলেন। (তখন মনে হল যে, হাউযের উপর কোনো ঢাকনা দিয়ে ঢাকা ছিল।) প্রিয়নবী আমাদের সকলকে (থানভী রাহ.-এর মুরীদদেরকে) অনুমতি দিয়ে দিলেন যে,

www.islamfind.wordpress.com

যাও আগে তোমরা তৃপ্ত ও পরিতৃপ্ত হয়ে যাও। আমরা সবাই ছুটে গেলাম হাউযের কাছে। আমি তো একেবারে হাউযের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে প্রাণ ভরে পান করলাম। আহ! সেই পানির স্বাদ আর মিষ্টতা! ভোলা যায় না। এখনো মুখে লেগে আছে। সেই সময় উল্লিখিত সেই দলের কিছু লোকও এলেন। তখন প্রিয়নবী আমাদের হযরতের দিকে ইশারা করে (আমার মনে পড়ছে যে আপনি নবীজীর সঙ্গে হাউযের পাশে দাঁড়ানো ছিলেন) ইরশাদ করলেন– প্রথমে মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের জামাতের সকলের পানি পান শেষ হবে তারপর অন্যদের সুযোগ দেওয়া হবে। এ কথা শুনে আমাদের অন্তরে সীমাহীন খুশির যেন জোয়ার বয়ে গেল। এরপর ঘুম ভেঙ্গে গেল দেখলাম সুবহি সাদিকের কাছাকাছি। আমার মনে চাচ্ছে যে, এই আযমত ও মাকবূলিয়্যাতের জন্য হযরতকে বহুত মুবারকবাদ জানাই। আল্লাহ তাআলা হযরতের ছায়া আমাদের উপর দীর্ঘ করুন এবং আমাদেরকে হযরতের মুবারক জীবন থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক এনায়েত করুন। আমীন।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ! তাবা-রকাল্লাহ! অপূর্ব! অপূর্ব বিস্ময় ও আনন্দ জাগানো স্বপ্ন! এর কোনো নজির হয় না। যাতে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহর ফযলে এই জামাত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিও অন্য জামাতও 'গুনাহ থেকে মুক্ত থাকলে' তারাও গ্রহণযোগ্য কিন্তু এজতেহাদের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর উপর প্রাধান্য পাবে। সেকথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে। আপনাকেও মুবারকবাদ দিচ্ছি যে, আমার পাশাপাশি আপনার জন্যও এটা খুশির সংবাদ। আমাদেরকে হে আল্লাহ! আপনার মুহাব্বত ও পছন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং আমাদের পরকালকে ইহকালের চেয়ে উন্নত ও উত্তম বানিয়ে দিন। আমীন।

***

হালঃ স্বপ্ন দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। দেখলাম যে, আমার ডান চোখে এক গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, সেখান থেকে এবং কান থেকে পোকা ঝরে পড়ছে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ শরীয়ত বিরোধী বিভিন্ন বিষয় চোখে পড়ে এবং কানে যায় এই স্বপ্নে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে। তোমার কোনো ত্রুটির দিকে ইশারা নয়। এজন্যই অশ্রাব্য কথা সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে– 'সে কথা শ্রবণযোগ্য নয়, কানের পোকা ঝরে যায়।'

'তারবিয়াতুস সালিক' ৭ম অধ্যায়-২২৭

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ সেই কষ্ট নিয়েই আমি মাটির তৈরি এক কুঠরিতে পৌঁছলাম, যেখানে ছিল এক হিন্দু সন্ন্যাসী আর তার দুইজন চ্যালা। আমি তাকে বললাম– আমার ক্ষতের চিকিৎসা কর।

বিশ্লেষণঃ এই সন্ন্যাসী হল বর্তমান মুশরিকদের দলপতি, যে নির্মোহ ও নির্লোভ আকৃতি ধরে আছে। তার প্রশিদ্ধ দুইজন চ্যালা আছে। মাটির ঘর দিয়ে ইশারা করা হয়েছে যে, তাদের কল্পিত ইমারত খুবই দুর্বল।

যাকে কুরআন এভাবে বর্ণনা করেছে–

مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ...

অর্থ– যারা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করেছে গর্তের কিনারে, যা ধ্বসে যাবে। –সূরা তাওবা : ১০৯

হালঃ সে ক্রুদ্ধ হয়ে হুযূরের নাম নিয়ে বলল– সেখানে যাও, উনি চিকিৎসা দিতে পারছেন না? এ সব চিকিৎসা আমি করি না।

বিশ্লেষণঃ খুবই স্পষ্ট ব্যাপার, সে ঐসব অপকর্মের কী প্রতিকার করবে। এটা দীনের যারা খাদেম তাদের কাজ। আর ক্রোধ মানে হল ঐসব অপকর্ম প্রতিরোধে তাদের একমত না হওয়া।

হালঃ সেখান থেকে আমি মনঃক্ষুন্ন হয়ে মাটির নিচে অবস্থিত একটি ঘরে পৌঁছলাম। সেখানে হুযূর এবং আরও এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কিছু একটা লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

বিশ্লেষণঃ খিদমতে দীনের তাওফীক-এর সুসংবাদ। আমার সঙ্গের সেই ব্যক্তি হয়তো হবেন কোনো নেককার। মাটির নিচের ঘর অর্থাৎ ঘরটির সুরক্ষিত হওয়ার ইঙ্গিত।

হালঃ আমি গিয়ে সালাম দেওয়ার পর হযরত সালামের উত্তর দিলেন এরপর ততক্ষণাৎ একটা কৌটা উঠিয়ে আমার মাথায়, মুখে এবং হাতে ছেঁয়া দিলেন। এতে আমার মাথা, মুখ এবং হাত থেকে সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হতে লাগল। সেই সুগন্ধি ও সুবাসে আমার রোগ ভালো হয়ে গেল।

বিশ্লেষণঃ ঐ কৌটা যতদূর সম্ভব ফয়েযওয়ালা ব্যক্তির কলব– যা (যেই কলব) কুরআন-হাদীসের নূরানী ইল্‌মসমূহের বাহক। 'কৌটা উঠানো'র মানে হল কলবকে মুতাওয়াজ্জিহ (অভিনিবেশিত) করা। 'ছোঁয়ানো' মানে আল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

প্রদত্ত বিভিন্ন বস্তুর প্রভাব পৌঁছানো। 'সুবাসিত হওয়া' মানে প্রভাব বা আছর গ্রহণ করা, প্রভাবিত হওয়া। 'রোগ ভালো হওয়া' মানে অন্তর থেকে বিভিন্ন সন্দেহ ও ওয়াস্‌ওয়াসা দূর হয়ে যাওয়া। যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালামের 'জামা'র সুবাসে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দৃষ্টিহীনতা বা অন্ধত্ব— যা একটি বাহ্যিক ও শারীরিক রোগ, ভালো হয়েছিল।

হালঃ এরপর আমি খুশিতে বাহিরে বের হলাম। দেখি কি কোনো ব্যবসায়ীর দোকান। সেখানে খুব হৈ চৈ হচ্ছে। সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একজন হিন্দু 'কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা হারাম' এই প্রসঙ্গে বয়ান করছেন। সেখানে শরীক আছেন মৌলভীরাও।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ তাআলা দেখিয়ে দিলেন যে, এটা এখন হিন্দুদের শ্লোগান হয়ে গিয়েছে আর মুসলমানরা এমনকি কোনো কোনো আহলে ইলম-উলামাও তাদের অনুগত হয়ে পড়ছেন।

হালঃ দুই ব্যক্তি একটি হাউযের পাশে বসে কোনো একটা ইংরেজি বই মুখস্ত করছে আর আমি একই অবস্থায় কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছি আবার মনে মনে চিন্তা করছি যে, এই সব লোক ইংরেজদের মারপিট করতে প্রস্তুত, ইংরেজদেরকে এরা 'শত্রু' বলে দাবি করছে, অথচ কী আশ্চর্য! ইংরেজদের বই-পুস্তক ছাড়ছে না।

বিশ্লেষণঃ এটা একদম স্পষ্ট যে, যে পদ্ধতিতে এই আন্দোলন চলছে সেটা ইউরোপের একেবারেই অন্ধ অনুকরণ যার সারকথা এই যে, যেভাবেই হোক নিজের মতলব পুরা কর। জায়েজ হোক না জায়েজ হোক তার কোনো পরোয়া কর না। এটাও ইশারা করা হয়েছে যে, এই সব আন্দোলনে বেশিরভাগ মানুষের মূল লক্ষ্য শুধুমাত্র দুনিয়া।

***

হালঃ যিলহজ মাসের এক জুমার রাতে এক হাজারবার দুরূদ শরীফ পড়ে ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম যে, হুযূরের মজলিসে আমরা কয়েকজন খাদেম উপস্থিত আছি। খাজা সাহেবও হাজির আছেন। হুযূরের সম্মুখে দুইটি পাত্রে আরবী খেজুরের মতো তাজা খুরমা রাখা আছে। আমি ছিলাম হুযূরের খুব কাছে। হুযূর আমাকে এবং অন্যদেরকেও খুরমা দান করলেন। আমি একটি সেখানেই খেয়ে নিলাম।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ বৃহানী খাদ্য আরবী পাকা খেজুর রতব-এর আকৃতি চোখে পড়েছে। এই বৃহানী খাদ্য নেওয়া দেওয়া দুটোই বরকতের ব্যাপার।

***

বিশেষ স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা

আল মাহফূযুল কাবীর মিনাল হাফিযিছ ছাগীর

হযরত আকদাস সাইয়িদুনা মাওলানা সাহেব!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ

জগৎজোড়া বিস্তৃত ফেতনা-ফাসাদের কারণে প্রায় সময়ই হযরতের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকি যে, বিরোধী-দুশমনদের দ্বারা হযরতের কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে যায় কি না। এই আশঙ্কা দিলের মধ্যে আজ একটু বেশি হচ্ছিল। এশার পর একাকী নির্জনে ঘুমানোর উদ্দেশ্যে চৌকির উপর শোয়ার পর মনপ্রাণ দিয়ে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য আমভাবে আর হযরতের জন্য খাসভাবে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করে বললাম– আয় আল্লাহ! একমাত্র তুমিই তোমার দীনের সত্য ও সঠিক মুহাফিযদের (রক্ষকদের) হিফাজত করতে পার। এই দুআ করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্নে দেখলাম যে,

প্রথম অংশ– হযরতের সঙ্গে সাক্ষাতের এরাদায় থানাভবন সফরের নিয়ত করলাম। আমি সেই সফর করছি নির্জন-মরুপ্রান্তর দিয়ে। দীর্ঘপথ পারি দেওয়ার পর দেখতে পেলাম এক বিশাল কেল্লা। সেই কেল্লার ফটকে সাদা পোশাক পরা এবং খাপমুক্ত তরবারী হাতে এক ব্যক্তি পাহারা দিচ্ছে। আমি কেল্লার ভেতরে ঢুকতে চাইলাম, সেই প্রহরী এসে আমাকে ঠেকাল। কিন্তু কেল্লার ভেতর থেকে নেককার বুযুর্গ ধরনের এক লোক এসে প্রহরীকে লক্ষ্য করে বললেন– ইনার জন্য কেল্লার ভেতরে প্রবেশের অনুমতি আছে। তাকে ভেতরে আসতে দাও। অনুমতি পেয়েই আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। তিনি আমার হাত ধরে জানতে চাইলেন– তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্য কী? আমি বিনীতভাবে নিবেদন করলাম– আমার উদ্দেশ্য থানা ভবনে যাওয়া এবং মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। তিনি বললেন– হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব তো 'ভবনে' অবস্থান করেন। এই মুহূর্তে তিনি ভবনেই আছেন। এই মুহূর্তে তুমি যেখানে অবস্থান করছ, এটা হল 'থানা।' তোমার উদ্দেশ্য যদি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের যিয়ারত লাভ করাই হয় তাহলে তোমাকে 'ভবন' যেতে হবে। আমি

www.islamfind.wordpress.com

একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম এবং বললাম– এই নতুন কথা তো আজই প্রথম শুনলাম যে, 'থানা' আর 'ভবন' আলাদা। তিনি বললেন– এটা এমন কোনো নতুন ব্যাপার নয় যে, তুমি এতটা তাজ্জব হয়ে পড়ছ। তোমার কী জানা নেই যে, খানকাহ হল পুরা এলাকার পশ্চিমে অবস্থিত, আর সেটার নামই 'ভবন'। এরপর আমি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম– আপনি কে? আপনার মুবারক নামটাই বা কী? দয়া করে বলবেন কি? এসব প্রশ্ন শুনে তিনি মিষ্টি হাসি দিয়ে বললেন– এসব প্রশ্নের উত্তরা জানা তোমার জন্য মোটেও জরুরি নয়। আমি পীড়াপীড়ি করার পর কিছুক্ষণ নীরব থেকে অবশেষে বললেন– আমিও হযরত মাওলানার একজন খাদেম। শুধু এটুকুই বললেন, নামটা বললেনই না।

দ্বিতীয় অংশ ঃ আমি ফিরে আসার অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন– এখানে যখন এসেই পড়েছ, চল তোমাকে 'থানা' ঘুরিয়ে দেখাই। আমার হাত শক্ত করে ধরে রেখেই তিনি আমাকে নিয়ে চলতে শুরু করলেন এবং পুরা 'থানা' ঘুরিয়ে দেখালেন। সব জায়গা দেখার পর আমি ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। এর কারণ এই যে, যতগুলো জায়গা ঘুরে দেখলাম তার কোনো জায়গায় ছিল অসংখ্য সাপ, কোথাও বিচ্ছু আবার কোথাও ছিল হিংস্র প্রাণী।

তৃতীয় অংশ ঃ আবার আমার হাত ধরে কেল্লার দোতলা ভবনে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখলাম সারা দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা চালু আছে।

চতুর্থ অংশ ঃ ঐ সকল কারখানা দেখানো পর আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন– এবার আপনি ইচ্ছা করলে 'ভবন'-এ তাশরীফ নিয়ে যেতে পারেন। এরপর তিনি আমার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি একাকী দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে থাকলাম। ভাবলাম আমি তো রাস্তাও চিনি না। কিন্তু হিম্মত হারা হলাম না। বুকে সাহস সঞ্চয় করে আল্লাহর কাছে দুআ করে কেল্লার দেওয়ালের উপর দাঁড়িয়ে গেলাম। উপরে উড়ার মতো লাফিয়ে পড়লাম। এতমিনানের সঙ্গে উপর থেকে নিচের দিকে নেমে এলাম। আবার নির্জন মরুপ্রান্তরে সফর করা শুরু করলাম। এবারের সফর 'ভবন'-এর উদ্দেশ্যে। এবার দিলের মধ্যে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাতের তীব্র আবেগ ও উত্তেজনা ছিল। কিন্তু পথ জানা নেই বলে পেরেশান ছিলাম। তবে মনের মধ্যে এ কথাটাও জাগ্রত ছিল যে, আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে এবং

www.islamfind.wordpress.com

কিছুতেই হিম্মত-হারা হওয়া যাবে না। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই হযরতের সঙ্গে যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন হবেই। অবিরাম চলতেই থাকলাম। অল্পক্ষণ চলার পরই একটি বাগান চোখে পড়ল। সেই বাগানের চতুর্দিকে এত পরিমাণ প্রশস্ত ময়দান যে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত শুধু ময়দান আর ময়দানই দেখা যাচ্ছে। আর সেই ময়দানের বিস্তৃত প্রান্তর জুড়ে চোখে পড়ছে ছোট চোট সবজির চারা। বাগানের পশ্চিম দিকে রয়েছে অগণিত তাবু গাঢ়া। সেই তাবুগুলোতে রয়েছেন অস্ত্রসজ্জিত সেনাদল। যাদের চেহারা মনে হচ্ছে সূর্যের কিরণের মতো উজ্জ্বল। ঐ সেনাদলের ঘোরাঘুরি দেখে সন্দেহ জাগল যে, এরা সরকারী বাহিনী নয় তো? এ কথা ভেবে একবার ভয় পেলাম। কিন্তু তাদের সুন্দর ও উজ্জ্বল চেহারা দেখে মন বলছিল যে, এদেরকে আল্লাহ তাআলার খাস বান্দা মনে হচ্ছে। ভয় পাওয়া উচিত নয়। তারপরও সতর্কতার উদ্দেশ্যে আমি দূরত্ব বজায় রেখে এক কিনার দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। কিন্তু দিলের মধ্যে একটি ভাবনা জেগে উঠল যে, হযরতের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হবে, হযরত যদি প্রশ্ন করেন কোথায় কী দেখেছি, তখন কী জবাব দিব— এই ভাবনা মনে উদয় হতেই হিম্মত করে বাগানের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। বাগানের কাছাকাছি পৌছামাত্রই নূরানী চেহারার একজন সশস্ত্র সেপাহী তাবুর দিক থেকে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। ভীষণ জোরে চিৎকার করে আরবীতে কিছু একটা বললেন, যেভাবে ইংরেজ সৈনিক প্রহরীরা কোনো মানুষকে তাদের ক্যাম্পে প্রবেশ করতে গেলে চিৎকার করে ঠেকায় বা জিজ্ঞাসা করে। এতে আমি খুবই ভয় পেয়ে গেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলাম। সেই সৈনিক আমার একেবারে কাছে চলে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন– কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম– হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি বললেন– এই পথ দিয়ে তোমাকে যেতে দেওয়া হবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম– কারণ কী? তিনি বললেন– তুমি জান না আমরা কারা? আমি বললাম– আমি জানি না আপনাদের পরিচয়! এখানে কেন এসেছেন? কে আপনাদের পাঠিয়েছেন?

তিনি বললেন– আমরা সবাই ফেরেশতা। আল্লাহ তাআলা হযরত মাওলানার হেফাজতের উদ্দেশ্যে আমাদের পাঠিয়েছেন। আজ থেকে নয় বরং যখন থেকে পৃথিবীতে এই ফেতনা-ফাসাদ শুরু হয়েছে তখন থেকেই আমরা এই কাজ করে যাচ্ছি। আমি বললাম– আমি তো হযরতের একজন খাস খাদেম। অন্তত আমাকে তো অনুমতি দেওয়া উচিত। তিনি বললেন– এই পথ

www.islamfind.wordpress.com

দিয়ে কারোরই যাওয়ার অনুমতি নেই। বন্ধু হোক বা শত্রু হোক। তোমার জন্য অবশ্যই ভেতরে যাওয়ার অনুমতি আছে কিন্তু এই পথ দিয়ে নয়। পশ্চিম দিকে চলে যাও। সেখানে ক্যাম্পের অফিস আছে। সেখান থেকে অনুমতি নিয়ে ভেতরে যেতে হবে।

পঞ্চম অংশ ঃ আমি আবেদনের সূরে বললাম– আমার একা যেতে ভয় লাগছে, আপনি চলুন আমার সঙ্গে। তিনি বললেন– আমার জিম্মাদারি এই দিকে, ঐদিকে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি তাকে সালাম দিয়ে পশ্চিম দিকে চলতে শুরু করলাম। দীর্ঘ পথ চলার পর ক্যাম্পের পশ্চিম দিকে দেখি বিশাল বড় এক গেট। ভেতরে অনেক বড় একটি কামরা। কামরার মধ্যে অসংখ্য চেয়ার পাতা। মধ্যখানে একটি টেবিল। টেবিলের উপর প্রচুর কাগজপত্র। লম্বা-দীর্ঘদেহী অনেক মানুষকে দেখতে পেলাম, যাদের চেহারা পূর্ণিমা চাঁদের মতো উজ্জ্বল ও আলোকিত। তারা কেউ বসেছিল আবার কেউ কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছিল। দেখলাম দরজার উপর বিশাল এক কামান ফিট করা আছে। আমি দরজার কাছে পৌঁছতেই একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন– কী চাও? আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম– শুধু হযরত মাওলানার সাক্ষাৎ চাই। তিনি বললেন– দরজা থেকে সোজা সড়ক ধরে চলে যাও, আশপাশের কোনো তাবুতে ঢুকতে যেয়ো না। আমি সেই সড়ক দিয়ে সোজা চলতে থাকলাম। সামনে গিয়ে দেখতে পেলাম একজন তাবুগুলোর নিকটে চেয়ারে বসে আছেন। ইশারায় আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন– আমাকে চিনতে পেরেছ? বলতে পার আমি কে? আমি বললাম– দক্ষিণ দিকে তাবুগুলোর পাহারাদার-এর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, তার কথা শুনে জানতে পেরেছি যে, আপনারা সকলেই ফেরেশতা। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত মাওলানার হেফাজতের জিম্মাদারি আপনাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। তিনি বললেন– তুমি যা জেনেছ তা একদম সঠিক ও সত্য। আমি তাকে সালাম দিয়ে চলে এলাম।

ষষ্ঠ অংশ ঃ অল্প কিছুদূর আগানোর পর খানকার দরজা চোখে পড়ল। দরজার সম্মুখে একটি পাকা চত্বর। সেখানে একটি আরাম কেদারা (ইজি চেয়ার) বিছানো। সেই চেয়ারে হযরত আরাম করছেন। হযরতের মাথা মুবারক খালি, পরনে রয়েছে কালো জুব্বা। চেহারা দেখা যাচ্ছিল পূর্ণিমা চাঁদের মতো ঝলমলে–উজ্জ্বল। হযরতের এই সামগ্রিক হালত দেখে আমার

www.islamfind.wordpress.com

ভেতরে মুহাব্বতের আবেগ ঢেউ খেলে গেল। প্রায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হযরতের দিকে দৌড় দিলাম। আমি দরজার কাছে পৌঁছার আগেই হযরতওয়ালা চেয়ার থেকে উঠে খানকায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। আমি খানকায় প্রবেশ করে দেখলাম হযরত নামায পড়ানো শুরু করেছেন। ফজরের নামায, হযরত সূরা কৃফ তিলাওয়াত করছেন। আমি খুব জলদি অযূ করার চেষ্টা করলাম তারপরও এক রাকাত ছুটে গেল। দ্বিতীয় রাকাতে শরীক হলাম। সালাম ফেরানো পর আমি ছুটে যাওয়া এক রাকাত আদায় করলাম। হযরত ততক্ষণ জায়নামাযে বসে রইলেন। আমি হযরতের কাছে গিয়ে মুসাফাহা করলাম এবং খানকায় পৌঁছা পর্যন্ত যা যা দেখেছি এবং যা যা ঘটল সবিস্তারে হযরতের নিকট বর্ণনা করলাম। সবকিছু শুনে হযরত বললেন– এটা আল্লাহ তাআলার ফযল ও এহসান। দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি নিজের খাস বান্দাদের হেফাজত করে থাকেন। আমি কিছু সময় হযরতের কাছে বসে থাকার পর বিদায় চাইলাম। হযরত অনুমতি দিয়ে বললেন– যাও, আল্লাহ হেফাজতকারী।

সপ্তম অংশ– আমি অধম সেখানে থেকে ফেরত রওয়ানা করলাম। আবার সেই নির্জন মরুপ্রান্তরের সফর করছি। অল্প সময় সফর করতেই দেখি যে, মিরাঠ শহরে পৌঁছে গেছি। আমি নিজেকে মিরাঠ শহরের পূর্বদিকে দাঁড়ানো দেখতে পেলাম। সেখানে হিন্দু-মুসলমানদের বিশাল সংখ্যক মানুষের গণজমায়েত দেখতে পেলাম। এই গণজমায়েতের স্থানে একটি গাছ ছিল। নিমগাছ। সেই নিমগাছের পাশে নিচের দিকে গর্ত খোঁড়া হয়েছে একটি বিল্ডিংএর বুনিয়াদ বা ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। সেই গর্তের একটু দূরে রয়েছে হলুদ রঙের ইট স্তূপ আকারে সাজানো। হিন্দু-মুসলিমের এই দলের প্রত্যেকে একটি একটি করে ইট তুলে নিয়ে আসছে এবং বিল্ডিং-এর বুনিয়াদ হিসাবে গেঁথে দিচ্ছে। কিন্তু এক আশ্চর্য ঘটনা সেখানে ঘটছে এই রকম যে, যেই মাত্র বুনিয়াদ-এর উপর আরও একগজ পর্যন্ত গাঁথা হয়ে যায় তখনি আকাশ থেকে নেমে আসে ভয়াবহ এক ঝড় ও বৃষ্টি, যা বুনিয়াদ-সহ দেওয়ালের সব ইট উড়িয়ে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছিল। লোকজন দ্বিতীয়বার একই কাজ করছিল আর ঝড়-বৃষ্টিও এই ঘটনার পুণরাবৃত্তি ঘটাচ্ছিল। সব ইট বাহিরে ছুঁড়ে ফেলার পর সঙ্গে সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি থেমে যাচ্ছিল। এই ভিড় ও হৈ হাঙ্গামা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছিলেন মুসলমানের মতো দেখা যায় এমন এক ব্যক্তি। হিন্দু গণজমায়েতে উপস্থিত মুসলমানদের কাউকে দেখে মুসলমানের মতো মনে হচ্ছিল না। আমি সেই দূরে দাঁড়ানো লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম–

www.islamfind.wordpress.com

আচ্ছা, এই যে এখানে হিন্দু মুসলিম মিলে এই কাজ করতে চেষ্টা করছে এর আসল উদ্দেশ্য কী? তিনি বললেন– হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা কাজের ভিত্তিস্থাপন করতে চাচ্ছে। কিন্তু মনে হচ্ছে আল্লাহর কাছে সেটা মনজুর বা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। দেখতেই পাচ্ছ যে, কীভাবে এদের বিরুদ্ধে ঝড় আর বৃষ্টিকে গযব হিসাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা তাদের গেঁথে ফেলা দেওয়াল ভিত্তিসহ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে।

অষ্টম অংশ– এই কথাবার্তার পর আমি তার কাছে বিদায় চাইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় যাবে? আমি বললাম শহরে যাব। তিনি বললেন শহরের ভিতরে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণে সেখানে ভীষণ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চলছে। যেই সেখানে যায় সেই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। আমি বললাম, আল্লাহর ফযলে আমরা তেমন দুর্বল বিশ্বাসের মানুষ নই যে, যে কোনো ফেতনাই আমাদের উপর আছর করবে। তিনি বললেন, আমি বলতে চাচ্ছি খুন-খারাবির কথা, বিশ্বাসঘাতকতার কথা। আমি কোনো কথাতেই কান দিলাম না বরং শহরের উদ্দেশ্য রওয়ানা দিলাম। যখন শহরের প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছে গেলাম তখন চতুর্দিক থেকে শুধু বন্দুকের গুলির আওয়াজ হচ্ছিল এবং সারা শহরে ব্যাপক হারে গণহত্যা চলছিল। এসব দেখে শুনে আমার ভেতরটাও ভয়ে কেঁপে উঠল। ডানে-বামে তাকিয়ে তাকিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে একটি বাগানের কাছে পৌঁছে গেলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে থাকলাম যে, কী করলে জানটা বেঁচে যাবে।

নবম অংশ– তখন দেখতে পেলাম যে, শহরের পশ্চিম দিকে থেকে আরেকটি কালো রঙের বিশাল বড় ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়াটিও কালো রঙেরই এবং হাতির মতো বিশাল, ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে। আমি যখন গাড়িটা দেখতে পেলাম তখন আমার কলব ভয় ও শঙ্কামুক্ত হল এবং সীমাহীন স্বস্তি ও আনন্দ লাভ করলাম। গাড়িটা আমার পাশে এসে থেমে গেল। গাড়ির চালক নেমে দরজা খুলে দিল। অবাক হয়ে দেখলাম একটি কালো জুব্বা পড়া, মাথায় সবুজ রঙের পাগড়ি বাধা, ডান হাতে তাসবীহ আর বাম হাতে লাঠি নিয়ে নেমে এলেন আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ। গাড়ি থেকে নেমে এসে আমার হাত চেপে ধরে অভয়বাণী শুনিয়ে বললেন পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। এস, আমার সঙ্গে। গাড়িওয়ালাকে বললেন– তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও। আমরা পায়ে হেঁটেই চলে আসব। সেখান থেকে আমার হাত চেপে ধরে আপনি শহরের উত্তর দিকে তাশরিফ নিয়ে গেলেন।

www.islamfind.wordpress.com

দশম অংশ– শহরের বাইরে এসে দেখলাম এক বিশাল বড় কেল্লা। গেট বন্ধ। হযরতওয়ালা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কড়াগুলো হাতের স্পর্শ দিলেন তাতেই সবগুলো তালা খুলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গেট খুলে গেল। ভেতরে প্রবেশ করেই দেখলাম লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট হুজরা। প্রত্যেক কামরা থেকেই আওয়াজ আসছে আল্লাহ আল্লাহ। হযরতওয়ালা বললেন– ভাই! তুমি এখানেই থাক এবং আল্লাহ আল্লাহ যিকির কর। গোটা পৃথিবীতে এর চেয়ে বেশি নিরাপদ জায়গা তুমি আর কোথাও পাব না। তুমি এখানেই থাক আমি একটু ভেতের যাব। পরে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। এ-কথা বলে হযরত ভেতরে চলে গেলেন। আমি কিছু সময় আল্লাহ আল্লাহ যিকির করলাম এরপর ঘুম ভেঙে গেল। ফজরের আযান শুনতে পেলাম। কলবের মেধ্য বিরাজ করছিল পরিপূর্ণ এতমিনান আর এতমিনান। কোনো ধরনের পেরেশানি ও দুশ্চিন্তা নেই। দয়া করে তাবীর জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

তাবীর বা স্বপ্নের ব্যাখ্যা

প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, স্বপ্ন শরীয়তের কোনো দলিল বা হুজ্জত নয়। এবং অকাট্যও নয় যে, তার উপর ভিত্তি করে কারো সঙ্গে বিতর্ক করা যাবে। কিন্তু হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষা বা নছ হিসাবে নেক স্বপ্ন শুভ লক্ষণ। আনন্দ সংবাদের পর্যায়ভুক্ত। এর মাধ্যমে স্বভাবগত স্বান্ত্বনা ও প্রফুল্লতা লাভ করা যায়। শরীয়তের কুরআন-হাদীসের অনুকূলতা পাওয়া গেলে স্বপ্নে সত্যতার দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে।

তাবীর ১ম অংশ : স্বপ্নের পরবর্তী অংশে যে কথা আলোচনা হয়েছে যেমন একজন পরিচয় দিয়ে বলেছেন আমরা ফেরেশতা; এ ধরনের কিছু বিষয় বিবেচনায় রেখে বলা যায় সাদা পোশাক পরা লোকটি একজন ফেরেশতা। কেল্লা হল 'ইহজাগতিক' সীমানা। আর সূরতটি এই আয়াতের মতো قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ (অর্থ প্রত্যেকই আপন রীতিতে কাজ করে) কিছু কিছু ভীতিকর স্থান পরিদর্শনের কথা পরবর্তীতে আলোচনা হয়েছে। যেমন দ্বিতীয় অংশে। ঐ সকল ভীতিকর ব্যাপারের কারণেই ভেতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা হয়েছে। এটাই পাহারা প্রদানের সারকথা। ভেতর থেকে এসে যে লোকটি ভেতের প্রবেশের অনুমতি দিলেন তিনি মানুষ এবং 'কুতুবুত তাকবীন' (মহজাগতিক কুতুব) পর্যায়ের একজন কুতুব। এর প্রমাণ তাঁর কথা 'আমিও

www.islamfind.wordpress.com

তাঁর একজন খাদেম।' ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের ভিত্তি ছিল এই যে আল্লাহ তাআলার হেফাজত ব্যবস্থার কারণে ওই সব ভীতিকর স্থান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। শুনেছি হিন্দি ভাষায় ভবন মানে ঘর বা বাড়ি। কথাটির ব্যাখ্যা এই যে, খানকার এই স্থানটি পুরা এলাকার একটি অংশ তো বটেই কিন্তু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে যেন এটি পৃথক। নামের দুই অংশকে (থানা, ভবন) এলাকার দুটি অংশের ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

তাবীর ২য় অংশ– এটা গুনাহের কাজ ও নিষিদ্ধ কাজের চিত্র দেখেছেন। হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ রুহানী ক্ষতিকারক হিসাবে হিংস্রপ্রাণীর সমতুল্য। মাওলানা রূমীর ভাষায়-

بیچ کہجے بے دو وبے دام نیت - جزبخلوت گاہ حق آرام نیت

গাছের ছায়ায় হিংস্র ও বন্যপ্রাণীর উৎপাত থাকবেই, নির্জনে আল্লাহ আল্লাহ করা ছাড়া আরামের আর কোনো ব্যবস্থা নেই।

তাবীর ৩য় অংশ– উল্লেখিত সীমানা স্বপ্ন প্রথম অংশের কিছু পার্থিব উপার্জন ক্ষেত্র ও কারখানা। এগুলোর হাকীকত দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলোর তুচ্ছতা বোঝানোর জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকৃতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। যেন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ওইসব কারখানা আর পার্থিব উপার্জনক্ষেত্র আগ্রহ দেখানোর উপযোগী নয়। এরপর যে দীন-এর শান শওকত দেখানো হবে তখন এই উভয় চিত্রের সামগ্রিক তুলানার দিকেই মনোযোগ আকর্ষণ কাম্য। যেন বর্তমান হৈ-হাঙ্গামার মাঝেও দীনকেই প্রাধান্য দেওয়া যায়।

তাবীর চতুর্থ– এই বাগান দীনের বাগান। বিশেষ দিক দিয়ে যেতে না দেওয়ার অর্থ হল এই দিকে ইঙ্গিত করা যে, 'মাহফুয, (হেফাজতকৃত) বান্দাদের কেন হেফাজত করা হয় সর্বস্তরের মানুষ থেকে। অর্থাৎ বিরোধী লোকদের থেকেও তো তাদেরকে জাহেরি হেফাজত করা হয়ই। পক্ষের লোকদের থেকেও তাদের বাতেনি হেফাজত প্রদান করা হয়। অর্থাৎ তাদের নানান রকমের গোপন রহস্য এসব পক্ষের লোকেরাও আঁচ করতে পারে না।

তাবীর ৫ম অংশ– কারখানা হল সেই অবস্থার বাহ্যিক আকৃতি যার বর্ণনা দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা নিম্ন আয়াতে–

وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ– আমি তোমাদের প্রাধান্য প্রদান করব। ফলে তোমাদের কাছে কেউ পৌঁছতে পারবে না। –সূরা কাসাস : ৩৫

এখানে 'প্রাধান্য' শব্দ দ্বারা সেই বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। 'অনুমতি পাওয়া' এ কথার ইঙ্গিত করে যে, ঐ 'প্রাধান্য' পক্ষের লোকদের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। তাবু হল ফেরেশতাদের স্থান। 'সড়ক'– সহীহ আমল অর্থাৎ গন্তব্য উপনীত হওয়ার জন্য সহীহ আমল সড়কতুল্য। ফেরেশতাদের ব্যাপারে কিংবা ঊর্ধ্বজগতের বিষয়ে কৌতুহলী বা অনুসন্ধানী হওয়া একজন আলেমের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত।

তাবীর ৬ষ্ঠ অংশ– 'মাথা উন্মুক্ত' দ্বারা ইঙ্গিত 'নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত' হওয়ার দিকে। সাধারণত ওই রকম অবস্থায়ই টুপি খুলে মাথা উন্মুক্ত করে রাখা হয়। 'কালো জুব্বা' মানে নিজের প্রতি মনোযোগী।

তাবীর ৭ম অংশ– মিরাঠ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার হাঙ্গামা শুরু হয়েছিল। বর্তমান ঘটনাবলীর হাকীকতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এই অংশ দ্বারা।

তাবীর ৮ম অংশ– বর্তমান হাঙ্গামাকে দেখানো হয়েছে এই আকৃতিতে।

তাবীর ৯ম অংশ– এই রঙ দ্বারা মাকামে 'ফানা'-এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। যা এতমিনান এর মূল কারণ। গাড়ি থেকে নেমে যাওয়া দ্বারা ইশারা এদিকে যে, মুরীদদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার সময় 'ফানা'র আলামতগুলো আড়াল হয়ে যায়।

তাবীর ১০ অংশ– এটা হল 'যিকরুল্লাহ'-এর কেল্লা। যেমন হাদীসে আল্লাহর যিকিরকে কেল্লা বা দুর্গ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 'তালা' এবং 'দরজারগুলো' স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাওয়া দ্বারা ইশারা হল তাওফীকের দিকে। সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার বস্তু হল– আল্লাহর যিকির ও আল্লাহর দিকে তায়াওয়াজ্জুহ বা অভিনিবেশ। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জামাতকে সেই যিকিরে মশগুলো পাওয়া গেছে। এই হল আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আল্লাহ একে সত্য করুন।

***

হালঃ একরাতে স্বপ্নে এক বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে এমন এলাকায় গিয়ে উপনীত হলাম। যেখানে ছিল ক্ষুদ্র একটি জনগোষ্ঠীর বাস। সেই ছোট পল্লী সঙ্গে লাগোয়া সম্ভবত পশ্চিম দিকে দেখলাম কোনো এক বুযুর্গের মাজার।

www.islamfind.wordpress.com

তবে এটা বুঝতে পারলাম না যে কার মাজার। বহু মানষ যিয়ারত করতে যাচ্ছেন। আমরা দুজনও তাদের সঙ্গী হয়ে গেলাম। খানকার চত্তর লম্বা আকৃতির। বাহিরের দরজা দিয়ে ঢুকে আমরা মাজার মুবারকে হাজির হলাম। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে ফাতেহা পড়ছিলাম। ফারেগ হওয়ার পর হঠাৎ এক খাদেম মাথার দিক থেকে গেলাফ উঁচু করে চিৎকার করে বললেন, সবাই দেখুন হুযূরের ইন্তেকাল হয়েছে শত শত বছর পূর্বে কিন্তু তাঁর দেহ ঠিক তেমনই আছে; যেমন ছিল দুনিয়ার জীবনে হায়াতকালে। সত্যিই নূরানী চেহারার উজ্বলতা দেখতে পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল যে জীবিত মানুষ ঘুমিয়ে আছেন। গলা পর্যন্ত মাথা খোলা অবশিষ্ট পুরা দেহ ছিল গিলাফে ঢাকা। কিন্তু একটি অস্বাভাবিকতা ছিল এই যে, মাথা ছিল দক্ষিণ দিকে আর পা ছিল উত্তর দিকে আর চেহারা মুবারক পূর্বদিকে ঘোরানো। তখন কারোর কিছু বলা ছাড়াই দিলের মধ্যে ইয়াকিন হয়ে গেল যে, এটা খাজা মাঈনুদ্দিন চিশতি আজমেরি রাহ.-এর মাজার মুবারক। যদিও মাজার ও খানকার চিত্র সে রকম নয় যেমন বাস্তবে আজমির শরীফে দেখেছিলাম। যিয়ারত শেষ করে আমরা সকলে বাহিরে চলে এলাম। খানকার সীমানা প্রাচীরের বাইরে কয়েকটি 'নানবাই' বা রুটির দোকান আছে। যেই খাদেম যিয়ারতের সময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমাদেরকে একটা রুটির দোকানে নিয়ে গেলেন এবং বললেন এখানে খানা খান। আমরা কিছু খেয়েছিলাম কি না সেটা মনে নেই। অল্প সময় পর আমরা দশ বারোজন মানুষ আবার খানকার দিকে গেলাম। বাইরের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে সামান্য কিছুদূর হাঁটার পর হযরত খাজা সাহেব চেহারা মুবারক বের করে ভীষণ রাগ এবং জালালী মেজাজ প্রকাশ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন, এখানে কেন আস? তাকদীরের ব্যাপারে আমার কী করার ক্ষমতা আছে? অথবা ভাষাটা এমন ছিল যে, এখানে কেন আস? চলে যাও, আমি ভাগ্যের লিখন কিভাবে ঠেকাতে পারব! একথা বলেই তিনি খুব দ্রুত মাথা মুবারক দুই হাঁটুর মাঝে এমনভাবে লুকালেন যেন পিঠ এবং পায়ের উপর জোর দিয়ে মাথা উরুর উপর রেখে মুরকাবায় বসেছেন। তখনো আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইনি অবশ্যই খাজা আজমীরী রাহ. আর মনে মনে ঠিক ধরতে পারলাম যে, দৈহিক গঠন ও আকার-আকৃতির সাদৃশ্যতায় হুযূর মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের সঙ্গে মিল আছে। যে সময় তিনি আমাদের দিকে তাকিয়েছিলেন তখন রাগে চেহারা লাল হয়ে যাচ্ছিল। মাথা খালি এবং চুল একদম কালো দেখা যাচ্ছিল। মোট

www.islamfind.wordpress.com

কথা যখন খাজা সাহেব রাগের অবস্থায় আমাদেরকে উপরিক্ত বাক্য বললেন তখন একজন খাদেম মাজারের নিকট থেকে দৌড়ে এসে আমাদেরকে বললেন- জলদি ফিরে যাও, হযরত ভীষণ নারাজ ও অসন্তুষ্ট হন। জানি না সঙ্গীদের ভেতর থেকে কেউ এ কথার জবাবে কিছু বলেছিল কিনা। আল্লাহই ভালো জানেন যে, এসব লোক কোন্ খেয়ালে এসেছিলেন এবং কী আবেদন তারা করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু আমি অধম চোখের পানি ফেলে খাদেমের কাছে বিনয়ের সঙ্গে বললাম– এই অধমের তো আর কোনো গরজ ছিল না শুধুমাত্র এই আকাঙ্ক্ষা দিলের মধ্যে নিয়ে হযরতের কাছে এসেছিলাম যে, হযরতকে দিয়ে দুআ করাব যে, আল্লাহ তাআলা যেন আপন মুহাব্বত দান করেন। এখনও দিলের মধ্যে এটা ছাড়া আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। কিন্তু আফসোস! এখন কী করব! হযরত তো কাছে যাওয়ারই অনুমতি দিচ্ছেন না। এ কথা শুনে খাদেম আবার হযরতের নিকট গিয়ে নিবেদন করলেন যে, হযরত! অমুক ব্যক্তি শুধু আল্লাহর মুহাব্বত লাভের উদ্দেশ্যে এসেছে। এর জবাবে হযরত বললেন– ডেকে আন। অনুমতি পাওয়ার পর বিনীতভাবে হযরতের খেদমতে হাজির হলাম। অত্যন্ত স্নেহ-মমতার সঙ্গে হযরত আমার হাল-অবস্থার খোঁজ-খবর নিলেন। অনেক সময় কথা-বার্তা বললেন। তবে এটা স্মরণ নেই যে, অধম কী কী বলেছিল আর হযরত কী কী নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এরপর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বিশ্লেষণঃ বিস্মরকর নয় যে, হযরত খাজা সাহেবের সঙ্গে যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ হয়ে গেছে। বুযুর্গদের জীবিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত সত্য। যদিও সেই জীবন وَلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ (কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না)-এর পর্যায়ভুক্ত। মাথা ও পা-এর দিক পরিবর্তন হওয়া– এটা জীবন বা জীবিত থাকার দিকটি নির্দেশ করে কেননা মৃত ব্যক্তির মাথা ও পা সম্পূর্ণ এর উল্টো থাকে।

যে বিষয়টিতে তিনি রাগ প্রকাশ করেছেন সেটা ঐসব বিষয়, যেগুলোর জন্য দুনিয়াদার লোকেরা বুযুর্গদের কাছে যেয়ে থাকে। আবার দুআর আবেদন করার সময় তাদের আকীদার মধ্যে থাকে বাড়াবাড়ি। সেটা অপছন্দ হওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে এবং ঐ বাড়াবাড়ির জবাব দেওয়া হয়েছে এ কথা বলে– আমি তকদীরের লেখা কীভাবে খণ্ডাতে পারব?

কোনো বুযুর্গকে অন্য কারোর আকৃতি ও গঠনে দেখলে বোঝা যায় যে, ঐ ব্যক্তির কর্মকাণ্ড বুযুর্গের কর্মকাণ্ডের মতো।

www.islamfind.wordpress.com

দুআর জন্য কাছে ডেকে নেওয়া— বিশেষত আল্লাহর মুহাব্বত লাভের জন্য দুআ চাওয়ার পর কাছে ডেকে নেওয়ার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আহলুল্লাহ বা বুযুর্গদের দীনের আকাঙ্ক্ষা পেশ করা উচিত। কথা-বার্তা বলা মানে ফয়েয দানের সুসংবাদ।

মোটকথা চমৎকার স্বপ্ন। মুবারক হোক।

আল মাহফূযুল কাবীরওয়ালার দুটো স্বপ্ন

প্রথম স্বপ্ন ঃ রাতের বেলা স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরত একটি মসজিদের মাঝের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে বসে আছেন। আমি হযরতের পাশে বসে পাখা দিয়ে বাতাস করছি। বুযুর্গ চোহারার এক ব্যক্তি হযরতের খেদমতে হাজির হলেন। হযরতকে সালাম দিয়ে মুসাফাহা করলেন। হযরত তাকে বসার অনুমতি দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন– কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি বসে বললেন আমি হুযূরের খিদমতে হাজির হয়েছি এই বিষয় নিয়ে যে, হযরত সোহ্‌রাওয়ারদী অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন।

বিশ্লেষণঃ হযর সোহ্‌রাওয়ার্দী আসলে অনেক বড় একজন সুন্নতের অনুসারী ছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নতের অনুসরণের কথা ভাবতেন। অনেক বড় বুযুর্গ হওয়ার কারণ এটাই।

হালঃ এ কারণে তাঁর থেকে প্রচুর কারামাত (কেরামতি) প্রকাশ পেয়েছিল।

বিশ্লেষণঃ হাঁ, জাহেরী কারামাতের পাশাপাশি অনেক বাতেনী কারামাতও তাঁর ছিল।

প্রশ্ন ঃ হযরত সোহ্‌রাওয়ারদী যে মর্তবা, যে স্তর হাসিল করেছিলেন তা কি অন্য কেউ হাসিল করতে পারবে?

জবাব ঃ আমার তো মনে হয় হযরত সোহ্‌রাওয়ারদী যে মর্তবা হাসিল করেছিলেন তা হাসিল করা কঠিন কোনো ব্যাপার নয়। কারণ আমার এখানে সুন্নত অনুসরণ করার প্রতি খুব গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর সঙ্গে অল্প একটু হিম্মত করতে হবে। অর্থাৎ প্রথম নম্বরে গুনাহ ছেড়ে দিতে হবে এবং দৈনিক এক শ বার একস্থানে বসে একাগ্রতার সঙ্গে, একাগ্রতা তৈরি হোক না হোক আল্লাহ আল্লাহ যিকির করবে ইনশাআল্লাহ হযরত সোহরাওয়ারদীর মর্তবা হাসিল হয়ে যাবে। আমার এখানে গুনাহ বর্জনের প্রতি সর্বোচ্চ সতর্কতা

www.islamfind.wordpress.com

অবলম্বন করা হয়ে থাকে। সব সময় এ বিষয়ে সকলকে সাবধান করা হয়ে থাকে। আর এই গুনাহ বর্জনটাই সকল (মুজাহাদা-রিয়াযত) সাধনার মধ্যে নফসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী অভিযান। এটাই তরীকতের মূল শিক্ষা।

হালঃ ঐ ব্যক্তি হুযূরের কথা শুনে খুব খুশি হলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করে বললেন– শুনলেন কিছু? এমন এমন শায়খে কামেলও দুনিয়াতে বিদ্যমান আছেন।

বিশ্লেষণঃ এটা হাদীসে জিবরীলের সেই বর্ণনার মতো যে, তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন আবার নবীজীর জবাব শুনে শুনে বলছিলেন– ঠিক বলেছেন। সুতরাং এটা ছিল কোনো কামেল ব্যক্তির রূহ। যার আগমনের উদ্দেশ্য ছিল দীন শেখানো।

দ্বিতীয় স্বপ্ন

একরাতে আমি অধম স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরত সফরে আছেন। আমি এবং প্রিয় ভাই আ-লে আহ্মাদ দুজনই হযরতের সঙ্গে আছি। সফর শেষে হযরত এক শহরে পৌঁছলেন। শহরের মধ্যে একটি আলিশান তিনতলা ইমারত। হযরত আমাদের দুজনকে নিয়ে তৃতীয় তলায় হাজির হলেন। সেখানে গিয়ে হযরত আমাকে বললেন– আ-লে আহমাদকে বল– আমার গোসলের জন্য পানি গরম করতে। আমি তাকে ডেকে বললাম– নিচতলায় চলে যাও। সেখানে সব সামান আছে। পানি গরম কর, হযরত গোস্ল করতে চান। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই নিচে চলে গেলেন। অল্প কিছুক্ষণ পর হযরত বললেন– অনেক দেরি হয়ে গেল। তুমি যাও এবং তাড়াতাড়ি গরম পানি নিয়ে এস। আমি সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে গেলাম। দেখলাম পানি গরম হয়ে গেছে। শুধু নিয়ে যেতে হবে। আমি গরম পানির কলস নিয়ে হযরতের কাছে হাজির হলাম। আমরা দুজনই হযরতের সামনে হাজির ছিলাম। হযরত জামা-পায়জামা খুলে লুঙ্গি পরলেন এরপর আমাদের দুজনকে বললেন– তোমরা নিচে নেমে যাও, যেখানে গোসলের পানি পড়বে সেখানে দাঁড়িয়ে থেক। আমরা দুজন নিচে নেমে বিল্ডিং-এর পূর্ব কোণের দিক গিয়ে দেখলাম হাজার হাজার মানুষ সমবেত। তাদের দু-চারজনকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম– কী কারণে এখানে সমবেত হয়েছে? এর উত্তরে তারা জানিয়েছে– এখানে আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি হবে, আমরা সেটারই অপেক্ষায় আছি। আমি একবার উপরের দিকে তাকালাম, দেখতে পেলাম হযরত বদনা নিয়ে সেইদিকেই

www.islamfind.wordpress.com

গোসলের জন্য তৈরি হয়েছেন। যেই স্থানে পানি পড়বে আমরা দুজন ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। হযরত গোসল করা শুরু করলেন সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে পানি পড়া শুরু হল। উপস্থিত সকলের অবস্থা এমন হল যে, সকলেই চাচ্ছিল যে, ঐ পানি তাদের উপর পড়ুক। কিন্তু আমাদের অবস্থা এমন যে, জায়গামতো দাঁড়ানোর ফলে হযরতের গোসলের পানি দিয়ে আমাদের গোসল হয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে সেখানে বুযুর্গচেহারার এক ব্যক্তি হাজির হলেন এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন– আজকে যার শরীরে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর গোসলের এক ফোটা পানি এমনকি পানির একটু ছিটাও লাগবে তার জাহান্নাম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এরপর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

তাবীর ঃ من قبيل تشبيه المفرد بالمركب (মুফরাদকে মুরাক্কাবের সঙ্গে তুলনা করার গোত্রীয়) এত্তেবায়ে সুন্নাত-এর এটা সামগ্রিক চিত্র। 'উপকৃত হওয়া' তুলনীয় 'ব্যবহৃত পানি' গ্রহণের সঙ্গে। যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম নবীজীর অযূর পানি গ্রহণ করতেন। সুতরাং এই স্বপ্নের ইঙ্গিত এই দিকে যে, এত্তেবায়ে সুন্নাতের ফায়েয উপকার গ্রহণকারী (মুরীদ)দের জন্য নাজাতের কারণ হবে। যেভাবে পূর্বে স্বপ্নটি দুনিয়াতে এত্তেবায়ে সুন্নাতের ফলাফল পাওয়ার সুসংবাদ একইভাবে এটা এত্তেবায়ে সুন্নাতের ফলাফল আখেরাতে প্রাপ্তির সুসংবাদ বহন করে।

হালঃ জুমার রাতের শেষ প্রহরে স্বপ্নে দেখলাম যে, একটি অজানা জায়গায় আপনি অবস্থান করছেন। আপনি বসে আছেন একটা ঘরের ভিতরে। অনেক মানুষ আপনার পাশে আছে। একটি জানাজা রাখা আছে সেখানে। আপনি আদবের সঙ্গে জানাযার উপর হাত রেখে কিছু পড়লেন তখন ঐ লাশের মধ্যে একটু নড়াচড়া দেখা গেল। দ্বিতীয়বার আবারও একটু নড়ল আর তৃতীয়বার একেবারে উঠে বসে পড়ল। যখন উঠে বসে পড়ল তখন জানা গেল যে, তিনি হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব।

খাড়া হয়ে তিনি খুব মুহাব্বতের সঙ্গে আপনাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং মাটিতে শুইয়ে দিয়ে চাদর দিয়ে আপনাকে ঢেকে দিলেন।

বিশ্লেষণঃ আপনি দুটো ব্যাপার দেখেছেন। হযরতের নড়ে উঠার ক্ষেত্রে কারণ হিসাবে দেখেছেন আমাকে আর আমার শান্ত ও নীরব হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কারণ হিসাবে দেখেছেন হযরতকে। এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে

www.islamfind.wordpress.com

আমাদের মাঝে প্রকৃত কোনো এখতেলাফ বা মতপার্থক্য নেই। যেমন মানুষ ধারণা করে থাকে।

হালঃ সেখান থেকে রওনা হয়ে এমন এক জায়গায় পৌঁছলেন যেখানে রাস্তা খুবই সঙ্কুচিত। অন্য সকল মানুষ তো পার হয়ে গেলেন কিন্তু মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব রয়ে গেলেন। রাস্তা খুব বেশি সঙ্কুচিত ছিল। মাওলানা বললেন– থাক এদিক দিয়ে যাব না। বরং অন্য রাস্তা দিয়ে যাই।

বিশ্লেষণঃ চলার পথের অপ্রশস্ততার দিকে ইঙ্গিত। আর এই অপ্রশস্ততার কারণ শরীয়তের নীতিমালা না মানা বা লঙ্ঘন করা। রাস্তার অপ্রশস্ততা সত্ত্বেও যারা পার হয়ে গেল তারা শরীয়তের নীতিমালা অমান্য করাকে পরোয়া করে না। যিনি শরীয়তের নীতিমালা অমান্য করা অসম্ভব মনে করেন তিনি ঐ অপ্রশস্ততায় চলতেই পারেন না। তাকে রাস্তাই পরিবর্তন করতে হয়।

হালঃ ঐ পথ ছেড়ে আসার পর এক প্রশস্ত ময়দানে উপনীত হলেন।

বিশ্লেষণঃ এটাই হল পূর্বসূরীদের পথ, যা প্রশস্ত ও বিশাল। যেখানে কোনো অপ্রশস্ততা নেই। গন্তব্যে পৌঁছতে একটু দেরি হলেও এটাই সঠিক পথ।

***

হালঃ আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম যে, হুযূর একস্থানে অঞ্জলি ভরে পানি পান করছেন হুযূরের দুই হাতের ফাঁক দিয়ে যে পানি পড়ে যাচ্ছে সেগুলো আমি আমার অঞ্জলিতে ধরে নিচ্ছি। এটা স্মরণ নেই যে, সেই পানি আমি পান করছি কি না।

বিশ্লেষণঃ স্বপ্নদ্রষ্টার দীনী উপকার হবে আমার দ্বারা।

হালঃ স্বপ্নে দেখলাম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন– এই ব্যক্তি আমার উম্মতের একজন সরদার। অথচ তাকে মারার জন্য লোকেরা ঘিরে ফেলেছে। এ কথা বলতে বলতে তিনি চলে গেলেন। সেই সময় যার প্রতি ইশারা করেছিলেন, তার নাম মনে ছিল কিন্তু ঘুম ভাঙ্গার পর ভুলে গেছি। তবে যতদূর মনে পরে তাতে প্রায় নিশ্চিত যে তিনি হুযূরই ছিলেন।

বিশ্লেষণঃ যারা আমার বিরুদ্ধে শত্রুতামূলকভাবে বিরোধ করছে তারা মিথ্যার উপর আছে।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আজ চারদিন হচ্ছে প্রতিরাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, এক ব্যক্তি বলছে যে, হযরত থানভীর কাছে দুআ চাও, ইনশাআল্লাহ এতে তোমার পেটের ব্যথা ভালো হয়ে যাবে। এরই ভিত্তিতে হযরতের খেদমতে দুআর দরখাস্ত করছি।

বিশ্লেষণঃ পেটের ব্যথা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে জান-প্রাণ দিয়ে আপনার জন্য দুআ করছি। আল্লাহ আপনার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করুন। ডান হাত পেটের উপর ডলবেন এবং এই আয়াতটি তিনবার পড়বেন–

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا.

তাতে আশা করি উপকার পাবেন। এই আমলটি রাত দিন মিলিয়ে তিনবার করবেন। হতে পারে স্বপ্ন এই ব্যাপারেও আপনার জন্য আনন্দ সংবাদ যে, ছাহেবে দুআ আল্লাহর সন্তুষ্টির সীমায় দাখেল হয়ে আছেন। হতে পারে যে, স্বপ্নদ্রষ্টাকে এ কথা জানানোও উদ্দেশ্য যে, তার কাছ থেকে দীন শেখ। আমল ও আখলাক গড়। আল্লাহু আ'লাম–আল্লাহই ভালো জানেন।

***

হালঃ একটি অসম্ভব সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। যেই জালসায় তিনি তাশরীফ এনেছেন সেখানে আপনি এবং সম্ভবত হাকীম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাহেব এবং সম্ভবত খাজা সাহেবও ছিলেন। তারা সকলেই আপনার ডানে বামে স্টেজের উপর আছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় তাশরীফ আনলেন তখন আমরা সবাই খাড়া হতে শুরু করলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বসার জন্য বললেন। আপনি এবং হাকীম সাহেব হয়ত স্টেজ থেকে নেমে যেতে চাচ্ছিলেন অথবা আপনি সভাপতির আসন ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলেন কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– আপনি এখানেই তাশরীফ রাখুন। নবীজীও স্টেজের উপর এক পাশে বসে গেলেন। নবীজীর চেহারা আপনার (থানভী রাহ.-এর) দেহ কাঠামোর মতো। সেই জালসায় এক ব্যক্তি বললেন– যে যেমন হয় সে আমাকে সে রকমই দেখে। নবীজীর এই বাণী আমার খুব ভালোভাবে স্মরণ আছে। এর পরপরই ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারপর থেকে খুব সুখময় এক অনুভূতি বিরাজ করছে এবং সব ওয়াস্‌ওয়াসা দূর হয়ে গেছে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ! কী দারুণ স্বপ্ন, স্বপ্নের কথা কী বলব! হাজার হাজার জাগরণও এমন স্বপ্নের উপর কুরবান হোক। প্রিয় নবীজীর শুধু যিয়ারতটাই কত বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। সেখানে এই স্বপ্নে নেয়ামতের উপর নিয়ামত এই যে, এই স্বপ্নে নবীজীর বিশেষ মনোযোগ পাওয়া গেছে। এরপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার তাহকীক— যে তাহকীক করেছেন মুহাক্কিক আরেফীন— তার সত্যায়ন হয়েছে এই স্বপ্নে। এটা হল ইল্‌মী দৌলত। এরপর আপনার যিনি মুরব্বী ও মুর্শিদ তার প্রকৃত নায়েবে নবী হওয়ার এবং গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রতি নবীজীর সমর্থন ও গুরুত্ব প্রদান। এটিও একটি স্বতন্ত্র দৌলত। মোটকথা এই স্বপ্ন ধারাবাহিক নেয়ামতের সমষ্টি। আল্লাহ তাআলা সকলকে বরকতময় করুন।

***

হালঃ অধম বান্দা খুবই দুর্বল ও ভীতু। সামান্য কোনো কথা কানে গেলেও দিল বেকারার ও অস্থির হয়ে যায়।

অধম বান্দার দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, যেমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত হাসিল হয় বিভিন্ন ব্যাপারে তেমনিভাবে যদি কোনো স্বপ্নসাক্ষাতে বর্তমানের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে কিছু ধারণা পেতাম তাহলে বেশ এতমিনানের কারণ হত। সুতরাং আলহামদুলিল্লাহ এরই মধ্যে কয়েকবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত নসীব হয়েছে। আর স্বপ্নে যখন নবীজীকে দেখেছি, সেখানে আপনাকেও তাঁর খিদমতে হাজির দেখতে পেয়েছি। কখনো দেখেছি আপনি নবীজীর সামনে কুরআনে কারীমের কয়েক আয়াত তিলাওয়াত করে আয়াতগুলোর তাফসীর পেশ করছেন এবং কুরআনের আয়াত থেকে মাসায়েল এস্তেম্বাত করে শোনাচ্ছেন, যা শুনে নবীজী খুব খুশি হচ্ছেন। কখনো কখনো বরং বেশিরভাগ সময় দেখেছি নবীজী আপনাকে হাদীস শোনাচ্ছেন আর আপনি সেগুলো অন্য সকলকে উর্দূতে নবীজীর মূখপাত্র হিসাবে শোনাচ্ছেন। বিভিন্ন মাসআলা— যা হাদীসগুলো থেকে আহরিত, তা আপনি সকলকে শোনাচ্ছেন। জনগণকে শোনানোর পূর্বে মাসআলাগুলো আপনি নবীজীকে শুনিয়ে নেন। প্রত্যেক মজলিসের শেষেই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। কখনো নবীজী নিজের পাগড়ী মুবারক দিচ্ছেন। কখনো দিয়ে দিচ্ছেন নিজের জুব্বা মুবারক।

www.islamfind.wordpress.com

হযরত! এই অধম বান্দা অনেকদিন থেকেই আনন্দ সংবাদের ফায়েযপূর্ণ যিয়ারতের লাভে ধন্য হচ্ছি পক্ষান্তরে জানি যে, আমার হালত একেবারেই ত্রুটিপূর্ণ। এই কারণে প্রয়োজন ছাড়া কারও কাছে না তো স্বপ্ন বলে তাবীর জানতে চাই আর না কারও কাছে স্বপ্নের আলোচনা করি। আপনি যেহেতু আমার পীর এবং আমি বেশ কয়েকবার হযরতকে নবীজীর সম্মুখে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ হালতে দেখতে পেয়েছি, আপনাকে 'মুহিউস সুন্নাহ' (সুন্নাহ-এর পুনরুজ্জীবন দানকারী) হিসাবে অনেকবার শুনেছি। ইতিপূর্বেও কিছু স্বপ্নের কথা আমি জানিয়েছি আজও সংক্ষেপে কিছু জানালাম। এ ব্যাপারটি আমি প্রায় নিশ্চিত যে, আমার মতো পাপীর স্বপ্ন হুযূরকে আনন্দ দেবে না কিন্তু আমি নিজে খুব আনন্দিত হয়েছি বলে হুযূরের নিকট বিষয়টি পেশ করলাম।

বিশ্লেষণঃ হাদীসে আছে মুমিন-মুসলিমরা নেক স্বপ্ন দেখে অথবা তাকে দেখানো হয়। দ্রষ্টাকে এবং যার পক্ষে দেখেছেন (অর্থাৎ খানভী রহ.) তাকে- এরকম সান্ত্বনা দেওয়া আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য যে, আমরা এই 'বুশরা' থাকতে যেন দুঃখ না করি। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ- وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ...

অর্থ– তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনো হেরফের হয় না। এটাই হচ্ছে মহাসফলতা। আর তাদের কথায় দুঃখ নিয়ো না। –সূরা ইউনুস : ৬৪-৬৫

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সুসংবাদ'এর ব্যাখ্যা করলেন নেক স্বপ্ন দ্বারা। এরপর তার ব্যাপকতা দিয়ে বললেন- অর্থাৎ মুসলিম যে স্বপ্ন দেখে অথবা দেখানো হয়। অতএব আপনার জন্য এবং আমার জন্যও সুসংবাদ।

***

স্বপ্ন : দেখলাম, হযরতের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য মুজাফফরনগর থেকে থানা ভবনের উদ্দেশ্য সফর শুরু করেছি। সফর করছি পায়ে হেঁটে। ফলে জামা-কাপড় সব নোংরা হয়ে গেছে। সারা শরীর ধুলায় আচ্ছন্ন। মোটকথা একেবারে জীর্ণদশা। যখন থানা ভবন পৌঁছলাম এবং খানকাহ চোখে পড়ল তো আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে, খানকার গেট পূর্ব দিকের বদলে উত্তর দিকে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, অনেক পূর্বে গেট উত্তর দিকে ছিল।

স্বপ্ন : এবং পূর্বের গেট থেকে অনেক বেশি সুন্দর এবং অনেক বেশি বড়। আরও দেখলাম একলোক গেটে নাঙ্গা তলোওয়ার হাতে নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। আমি অধম দরজার কাছে গিয়ে প্রহরীর নিকট অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন আপনি অনুমতি ছাড়াই ভেতরে যেতে পারবেন। আপনার জন্য অনুমতি আছে। আমি অধম ভেতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম হাউজের অবস্থা পরিবর্তিত। হাউজের উচ্চতা এক মানুষ সমান। পুরা হাউজ মর্মর পাথরে নির্মিত। হাউজের মাঝামাঝি একটি ফোয়ারা। সেটাও মর্মর পাথর দ্বারাই তৈরি। গোটা খানকার সর্বত্র শুভ্র-সাদা পলেস্তরা যা থেকে নূর চমকাচ্ছে। আমি হাউজের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন পূর্ব দিকে খানকার যে কামরাগুলো আছে, সেই দিকের কোনো এক কামরা থেকে নূরানী চেহারার সাদা পোশাক পড়া একজন ব্যক্তি বেরিয়ে এসে আমাকে সালাম দিলেন আমি জবাব দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম এই মুহূর্তে হযরত মাওলানা সাহেব কোথায় আছেন? এই মুহূর্তে তিনি বাড়িতেই আছেন এবং শিগরির তিনি এসে মাগরিবের নামায পড়াবেন। এই জবাব দিয়েই তিনি আমাকে বললেন– আসুন, হযরত মাওলানা আসার পূর্বেই আপনাকে পূর্বদিকের কামরাগুলো দেখিয়ে দেই। আমি কোনো কথা না বলেই তার সঙ্গে গেলাম। ওই কামরাগুলোতে প্রবেশ করে দেখলাম যে, কোনো কামরায় 'নেটের বেল্ট' বানানো হচ্ছে আবার কোনো কামরায় পশমের টাই। কোথায়ও বানানো হচ্ছে ফিতা। কোথায়ও করা হচ্ছে এ্যামব্রয়ডারি। সব এই ধরনের কাজই হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা 'তাকওয়াকে' লিবাস পোশাক বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর ঐ সব বস্তু হল পোশাকেরই পরিপূরক বা সৌন্দর্যবর্ধক। সুতরাং এর দ্বারা ইশারা হল এই যে, এখানে আমরা তাকওয়ার পূর্ণাঙ্গতার ব্যবস্থা করি। তাকওয়ার পোশাককে সুন্দর করে মানুষকে সুন্দর মানুষ বানিয়ে তুলি।

স্বপ্নঃ এসব দেখে যখন বাহিরে বের হলাম তো দেখি যে, হযরত খানকার প্রধান গেট থেকে দক্ষিণ দিকের একটি ছোট দরজা দিয়ে তাশরীফ আনছেন। হাউজের কাছেই মাদুর বিছানো হয়েছে এবং একটি জায়নামায সেখানে আছে। হযরত এসেই জায়নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। অধম মুসাফাহা করার

www.islamfind.wordpress.com

কোনো সুযোগ পেল না। মাগরিবের নামায শুরু হয়ে গেল। নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর যথারীতি হযরত জায়নামাযেই বসে থাকলেন। এরই মধ্যে সাদা পোশাকধারী নূরানী চেহারার চার যুবক এসে হযরতের কাছাকাছি বসে গেলেন। হযরত তাদের দিকে ফিরে তাকালেন আর আমি হযরতের পিছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। চিন্তা করলাম যে, এই লোকগুলোর কথা আগে শেষ হোক! হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কী উদ্দেশ্যে তাশরীফ এনেছেন? তাদের একজন বলল, আমাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা এই যে, হযরতের কাছে আমরা বাইয়াত হব। আজ সেই উদ্দেশ্যে এখানে হাজির হয়েছি। মুরীদ হতে চাই। হযরত বাইয়াত করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারা যতোই পীড়াপীড়ি করলেন হযরত কিছুতেই রাজি হলেন না। অন্য একজন বুযুর্গ চেহারার মানুষ এসে আমাকে বললেন, আপনিও বাইয়াতের আবেদন করুন। আমি বিনীতভাবে বললাম এমন বড় বড় মানুষকেই যখন ফিরিয়ে দিলেন তখন আমি কী চীজ! ওই ব্যক্তি তবুও জোরাজুরি করতে থাকল আর আমি অস্বীকৃতি জানাতে জানাতে এক পর্যায়ে লোকটি আমার উপর ক্ষেপে গেল। হযরত জায়নামায থেকে উঠে উত্তর দিকের কামরাগুলোর উদ্দেশ্য চলে গেলেন। আমিও হযরতের পিছে পিছে চলতে থাকলাম। হযরত তিন দরজাওয়ালা এক কামরায় প্রবেশ করতে গেলেন তখন আমিও হযরতের সঙ্গে প্রবেশ করতে চাইলাম। দরজায় দাঁড়ানো লোকটি আমার হাত চেপে ধরে বললেন তুমি ভিতরে যেতে পারবে না। আমি বললাম অবশ্যই যাব, তুমি আমাকে ঠেকাতে পারবে না। অবস্থা এমন হল যে, মারপিট শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু ততক্ষণে সেই কামরার ভিতর থেকে এক ব্যক্তি এসে জানতে চাইলেন– কী ব্যাপার? আমি বললাম যে, দেখুন আমি এই কামরার মধ্যে হযরত মাওলানার কাছে যেতে চাই কিন্তু এই লোক আমাকে বাধা দিচ্ছে। ওই ব্যক্তি আমাকে কিছু কাগজ দিলেন তাতে অনেক কিছু লিখা আছে যা আমি পড়ি নি, আর বললেন– এই কাগজগুলো হযরত মাওলানাকে দিবেন। ভিতরে চলে যান, আপনার জন্য এজাযত আছে। আমি কাগজগুলো নিয়ে প্রায় ঢুকে পড়ছিলাম এরই মধ্যে হুযূর নিজেই ভিতর থেকে বের হয়ে এলেন। আমি কাগজগুলো দিলাম। হযরত পড়ে আবার আমার হাতে দিয়ে বললেন- নাও এগুলো তোমার কাছে হেফাজত কর।

আর খানকার প্রধান গেটের নিকটে উত্তরে দিকের কামরাগুলোতে দেখে শুনে থাক। ওইখানের কামরাগুলোই তোমার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আমি কাগজগুলো নিয়ে সেই কামরায় গেলাম। দেখলাম কামরার দরজা বন্ধ। আমি

www.islamfind.wordpress.com

খুলে দেখি যে, পুরা কামরা বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া দিয়ে ভরা। সেখানে গবাদী পশু, হিংস্র পশু-পাখী সব রকমের চামড়াই আছে।

বিশ্লেষণঃ প্রাণীকূলের মধ্যে যেহেতু মানবীয় আত্মা 'রূহ' থাকে না সে কারণে এরা চামড়ার আকৃতি নিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এসব চামড়া দ্বারা প্রাণীজগত বোঝানো হয়েছে। ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই খানকার লোকদের মাধ্যমে তামাম মাখলুকের কল্যাণ হবে। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে, পানির নিচে মৎস্যকূল এবং গর্তের পিপীলিকারা আলেমদের জন্য দুআ করে। যার ভিত্তি এই যে, তাদের মাধ্যমে এরা বেঁচে থাকার উপযোগী দয়া ও রহমতের প্রবাহ (ফায়েয) লাভ করে। একই কারণে পক্ষিকূল নীড়ে বসে জালিম পাপীষ্টদের বিরুদ্ধে বদদুআ করে।

স্বপ্নঃ আমার মনে প্রশ্ন জাগল যে, কী ব্যাপার হযরত মাওলানা আমাকে কোথায় পাঠালেন! এখানে তো চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি কামরা খোলা রেখেই সেই স্থানে ফিরে এলাম যেখানে হযরত আমাকে কাগজগুলো দিয়ে কামরায় যাওয়ার এজাযত দিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছে দেখলাম হযরত সেইখানেই আছেন। আমি হযরতের কাছে নিবেদন করলাম যে, হযরত! ওখানে তো চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। হযরত আমার কথা শুনে মুচকি হাসি দিয়ে বললেন- চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। আমার হাত ধরে সেই কামরায় হাজির হলেন এবং কামরার সামনে বসে পড়লেন। তখন খানকার সব লোক এসে সেখানে জমা হলেন। তাদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। সমবেত লোকদের একদল হযরতের পিছনে বসে পড়ল আর একদল দাঁড়িয়ে থাকল আর আমি হযরতের বাম পাশে বসে পড়লাম। হযরত একবার কামরাটির দিকে দৃষ্টি দিলেন এরপর তাকালেন আসমানের দিকে। তখন কামরা থেকে নূর বের হতে লাগল এবং সেই কামরা থেকে আসমান পর্যন্ত নূরের স্তম্ভ বা খুঁটি তৈরি হয়ে গেল। সেই নূরের উজ্জলতা ছিল এত তীব্র যে, মনে হচ্ছিল গোটা জগত আলোকিত হয়ে গেল। এরপর হযরত মাথা নিচু করে নিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সেই নূরও অদৃশ্য হয়ে গেল। অল্প একটু পর আবারো হযরত কামরার দিকে নজর দিলেন এরপর আসমান দিকে। এতে পূর্বের চেয়ে বহুগুণ বেশি উজ্জ্বল নূর কামরা থেকে সৃষ্টি হয়ে আসমান পর্যন্ত খুঁটিমতো হয়ে গেল।

বিশ্লেষণঃ এই নূর তাই যা যিকির ও আমল দ্বারা কলবের মধ্যে তৈরি হয় এবং যা খানকার ঐসব কামরায় বাসকারীদের প্রদান করা হচ্ছে।

www.islamfind.wordpress.com

স্বপ্নঃ সে সময় হযরত বামদিকে ঘুরে নির্দিষ্ট না করে বরং এক সাধারণ সম্বোধন-এর ভাষায় বললেন- হে লোক সকল! তোমরা কি অন্ধ হয়ে আছ? কেন এই নিয়ামত হাসিল করছ না? হযরতের এতটুকু কথা কানে যাওয়া মাত্রই পুরা মজমার মধ্যে বেচাইন ও চরম ব্যাকুলতা ছড়িয়ে পড়ল। আমি অধম ওই কথা শোনামাত্রই এক লাফ মেরে ওই নূরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ঢোকামাত্রই আমার মধ্যে ওয়াজদ-এর হালত শুরু হয়ে গেল। আমাকে ধরার জন্য মজমার কয়েকজন লোক এগিয়ে এলে হযরত বললেন- তোমরা সরে যাও। তোমরা কিছু করতে পারবে না। যা করার আমিই করব। হযরত খাড়া হয়ে অধমের বাহু চেপে ধরলেন। আমি অধম কখনো হযরতকে চপেটাঘাত করছিলাম আবার কখনো দাড়ি মুবারকে চুমু খাচ্ছিলাম। আবার কখনো দুহাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরছিলাম।

বিশ্লেষণঃ ইশারা রয়েছে যে, ওই নূর এই ব্যক্তি পাবে শওক-এর আকৃতিতে।

স্বপ্নঃ হযরত মুচকি হাসি দিয়ে খুবই খুশি খুশি অধমের হাত ধরে সেই জায়গায় গেলেন যেখানে আমাকে কাগজগুলো দিয়েছিলেন। তিন দরজাওয়ালা সেই কামরায় যখন আমরা প্রবেশ করলাম। আমি দেখলাম সেখানে দুটি কবর। একটি কবর তো স্বাভাবিক অর্থাৎ উত্তর দিকে মাথা দক্ষিণ দিকে পা। কিন্তু দ্বিতীয় কবরটি মাথা অস্বাভিকভাবে পশ্চিম দিকে আর দুই পা পূর্ব দিকে।

বিশ্লেষণঃ মদীনা শরীফে কবর-এর অবস্থা ওই রকমই।

স্বপ্নঃ পূর্ব-পশ্চিম দিকওয়ালা কবরটি ছিল উন্মুক্ত। লাশ দেখা যাচ্ছিল। লাশের ওপর একটি চমৎকার কারুকার্যময় দামি চাদর পড়েছিল। এত সুন্দর চাদর জীবনে আর কখনো চোখে পড়ে নি। ওই লাশ নড়াচড়া করছিল। ছটফট করার সময় যেমন হয়ে থাকে। হযরত আমার হাত ধরে কবরটির দক্ষিণ দিকে বসিয়ে দিলেন।

বিশ্লেষণঃ পবিত্র কবরটির সমাধিত ব্যক্তির চোহারা মুবারক সেদিকেই। এদিকটিই মদীনা শরীফের কেবলা।

স্বপ্নঃ আর হযরত নিজে কবরটির উত্তরদিকে গিয়ে বসে পড়লেন।

বিশ্লেষণঃ প্রিয়নবী বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে দেখি আমার পেছনে থাকলেও।' এই হাদীসটির দিকে ইশারা করা হয়েছে বিষয়টি দ্বারা। আর মোট

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়টি হল দৃষ্টান্ত 'এত্তেবায়ে কামেল' বা পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের। কারণ 'পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ'-এর ক্ষেত্রে অনুসারীর মুখ থাকে 'অনুসৃত' ব্যক্তির পিঠের দিকে।

স্বপ্নঃ পুরা মজমা হুযূরের সঙ্গেই ছিল। আমি অধমের উপর ওয়াজদ-এর মতো সেই হালত চালু ছিল। হযরত জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে– জানো! এটা কার মাজার? আমি বললাম– আমার জানা নেই। হযরত বললেন– এই মুবারক মাজার হল জনাব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। আর এই লাশ মুবারক যা তোমার চোখে পড়ছে এটা জনাব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় যাত। একথা বলেই হযরত সকলকে বললেন উচ্চস্বরে দুরূদ পড়ার জন্য। সকলে উচ্চস্বরে যখন দুরূদ শরীফ পড়া শুরু করলেন তখন ওই লাশ মুবারকের মধ্যে যে নড়াচড়া ও ব্যাকুলতা দেখা যাচ্ছিল সেটা একদম থেমে গেল এবং লাশটি একদম প্রশান্ত হয়ে গেল। যখন দুরূদ শরীফ পড়া শেষ হল তখন আবারও সেই হালত শুরু হয়ে গেল। তিনবার একই রকম হল।

বিশ্লেষণঃ ইঙ্গিত এইদিকে যে, উম্মতের প্রতি প্রিয়নবীর তীব্র ভালোবাসার কারণে উম্মতের উদাসীনতা নবীজীর ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। আর নবীজীর প্রতি দুরূদের মাধ্যমে মনোনিবেশ করলে শান্তি ও আরাম হয়।

স্বপ্নঃ এরপর সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললেন– সকলেই এর জন্য (আমি অধমের জন্য) দুআ করুন। সকলেই দুআ করলেন। হযরত উঠে দাঁড়ালেন এবং অধমের হাত ধরে কামরা থেকে হাউজের কাছে নিয়ে এলেন এবং আমার বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে আমাকে টেনে তুলে মর্মর পাথর নির্মিত হাউজের কিনারে বসিয়ে দিলেন। বললেন– অযূ করে নাও। ফজর নামাযের সময় হয়ে গেছে। আমি অযূ করার ইচ্ছায় দুইহাত পানিতে ডুবাতেই ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম এদিকেও ফযরের জামাতের সময় হয়ে গেছে। তাৎক্ষণিক উঠে পড়লাম, মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করলাম।

বিশ্লেষণঃ ইঙ্গিত করা হয়েছে এদিকে যে, ইবাদতের 'তাওফিক' হবে এবং সেটা সহজ হবে।

***

স্বপ্ন -১ রাতের বেলা এই স্বপ্ন দেখেছি যে, আমি অধম একটি ময়দানে দাঁড়িয়ে আছি। সে ময়দানের মধ্যে একটি বিল্ডিং আছে যার ছাদ কলমদানীর

www.islamfind.wordpress.com

ডাট দিয়ে তৈরি। সেই ছাদের উপর হয়েছে অসংখ্য মানুষের সমাবেশ। আমি ভীষণ তাজ্জব হয়ে ভাবছি যে, এতবড় মজমা এই ঢালু ছাদের উপর বসল কীভাবে? এরা পড়ে যাচ্ছে না কেন? এরপর ভাবলাম ছাদের উপরে উঠে দেখা দরকার যে, এরা কেন এখানে সমবেত হয়েছে, কিসের মজলিস চলছে। আমি সকল দিক ঘুরেও উপরে উঠার কোনো সিঁড়ি খুঁজে পেলাম না। সর্বশেষ আমি উপরে আসমানের দিকে একটি লাফ দিয়ে উড়াল দিলাম। আমি ওই ছাদের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে দেখলাম যে, এত বিশাল সমাবেশ এবং সকলে এমনভাবে গায়ে গায়ে লেগে বসে আছে যে এর মধ্যে ঢোকার বা বসার কোনো সুযোগ নেই। তখন আমি নিজেকে বললাম যে, এর মাঝে বসতে গেলে তোর কারণে অন্যদের কষ্ট হবে। সুতরাং সেখানে থেকে বের হয়ে এলাম। এবং মজমার একেবারে শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেলাম। তারপর দেখলাম যে, সেখানে পাশে আরও একটি ছাদ আছে যার চারভাগের তিনভাগ পড়ে গেছে। যে একভাগ বাকি আছে আমি সেটুকুর উপর বসতে গেলে দেখি, সেটা এতটাই নড়েবড়ে, ভয় হতে লাগল যে, হয়ত পড়ে যাব। সুতরাং সরে পড়লাম এবং পাশেই একটি নিরাপদ ছাদ দেখতে পেয়ে সেটার উপর গিয়ে বসে পড়লাম।

বিশ্লেষণ–১ : দীন ইসলামের উপর অটল-অবিচল থাকার বিচারে মানুষের যে বিভিন্ন স্তর হয় আপনি এই স্বপ্নে সেটাই দেখেছেন। আরও দেখেছেন যে, নড়েবড়ে অবস্থান (দোদুল্যমানতা) থেকে আল্লাহ আপনাকে সুরক্ষা দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত আপনাকে স্থির করে দিয়েছেন অবিচল অবস্থানে।

স্বপ্নঃ ২য় অংশ– বসার পর খুবই নির্ভরযোগ্য নূরানী চোহারার সাদা ধবধবে পোশাক ও কোমরে চামড়ার বেল্ট বাধা এক ব্যক্তি এসে বললেন– এখানে এসে রয়েছ, এস; ওয়াজ শুনতে চল। আমি খুবই তাজ্জব হয়ে বললাম– এখানে কি ওয়াজ চলছে? লোকটি বললেন- তাহলে এটা কিসের মজমা চলছে? এই সব মানুষতো ওয়াজই শুনছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম- ওয়াজ করছেন কে? তিনি জবাব দিলেন-সাইয়্যিদুনা আবূ বকর সিদ্দিক রাযিআল্লাহু আনহু। এই নাম শুনতেই আমি তৎক্ষনাৎ দাঁড়িয়ে গেলাম আর তখন অন্তরে যে কী আনন্দ হচ্ছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। ওই ব্যক্তি আমার হাত চেপে মজমা থেকে বের হয়ে একটি তিন দরজার কামরার কাছে নিয়ে গেলেন। দেখলাম সেটাতে সাদা চুনকাম করা হচ্ছে। কামরার মধ্যে ভেতরের দিকে একটি চৌকি বিছানো আছে। তার উপর রয়েছে সাদা চাঁদি।

www.islamfind.wordpress.com

তার উপর হযরত সাইয়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর ওয়াজ করছেন। ঐ ব্যক্তি আমাকে সেই কামরার মধ্যে চৌকির নিকটে একেবারে হযরত সিদ্দীকে আকবরের সামনে বসিয়ে দিয়ে বললেন– ইনিই হলেন সাইয়্যিদুনা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু আনহু। এতুটুকু বলেই সেই ব্যক্তি মজমার দিকে চলে গেলেন। আর আমি সেখানে বসে ওয়াজ শুনতে থাকলাম। ওয়াজ শুনতে শুনতে চিন্তা করলাম যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযিআল্লাহু আনহু ওয়াজে যা কিছু বলেছেন আগামীকাল সেই কথাগুলো আমি আমার হযরত (থানভী রাহ.) কে শোনাব। সুতরাং খুব মনোযোগ দিয়ে ওয়াজ শুনতে থাকলাম এবং ওয়াজের অনেক বিষয়ই মুখস্ত হয়ে গেল। কিন্তু সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন আলোচনার একটি শব্দও স্মরণ নেই। ওয়াজ শুনতে শুনতে লক্ষ্য করেছিলাম যে, যেই চৌকির উপর বসে হযরত ওয়াজ করছেন তার পশ্চিম দিকে একটি মাটির কলস এবং দুইটি গ্লাস আছে। একটি গ্লাস খুবই সাদা মাটা।

বিশ্লেষণঃ ২য় অংশ– এটা (সাদামাটা...) যাহেদ-নির্মোহ লোকদের রুচি। হযরতের বরকতে প্রবাহ (ফয়েয) ওই শ্রেণির জন্যও আম।

স্বপ্নঃ অংশ-৩ : দ্বিতীয় গ্লাসটি ছিল বিস্ময়কর ও দূলর্ভ ধরনের। এত সুন্দর গ্লাস আমি জীবনে দেখি নি।

বিশ্লেষণঃ-৩ : এটা আরিফবিল্লাহ (মারেফাতের জ্ঞানী)দের রুচি। এদের প্রতিও হযরতের বরকতের ফয়েয পরিপূর্ণ।

স্বপ্ন-৪: হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযিআল্লাহু আনহু যখন ওয়াজ খতম করলেন তখন অধমকে ইশারায় ডেকে বললেন, পানি পান করাও। আমি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং সুন্দর গ্লাসটিতে কলসের পানি ভরে হযরতের সামনে পেশ করলাম। হযরত পানি পান করে কিছু পানি বাকি রেখে দিলেন এবং আমি অধমের দিকে হাত মুবারক বাড়িয়ে ধরে বললেন– নাও, প্রথমত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর অনুসরণই যথেষ্ট।

বিশ্লেষণ-৪ : যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হল তার হকের উপর হওয়ার সুসংবাদ। আলহামদুলিল্লাহ।

স্বপ্নঃ অংশ-৫ : তবুও অবশিষ্ট পানিটুকু তুমি পান করে নাও।

বিশ্লেষণ অংশ -৫: দাতার প্রতি ইঙ্গিত নিজে অর্জনের পর। পীরের অনুসরণই হল অর্জন।

www.islamfind.wordpress.com

স্বপ্নঃ অংশ–৬: আমি যখন হযরতের মুবারক হাত থেকে গ্লাস নিলাম এবং পানি পান করতে চাইলাম তখন ওই মজমার সকল লোক ভিড় করে আমার উপর হামলে পড়ল। হযরত এই অবস্থা দেখে বললেন- সবাই একটু সবর করুন। সকলেই পাবেন। সবাই শান্ত হয়ে বসে গেলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর আমাকে বললেন, আমি যেটুকু বাঁচিয়ে তোমাকে দিয়েছি সেটুকু তুমিই সব পান কর। এরপর কলস থেকে এই গ্লাসে পানি ঢেলে নিয়ে অন্য গ্লাসে একটু একটু করে সকলকে পান করাও। আমি তাই করলাম। মজমার অল্প কিছু লোককেই পান করাতে পারলাম। এরপর ঘুম ভেঙে গেল।

বিশ্লেষণঃ অংশ-৬ : ইশারা করা হয়েছে যে, সাধারণ যাহিদদের তুলনায় 'আরিফ'দের সংখ্যা খুবই কম।

***

হালঃ একবার স্বপ্নে দেখলাম যে, নিজ বাড়ির মসজিদে আমি হযরতের পেছনে বসে কিছু একটা পড়ছি। হযরত বললেন একটু খামুশ থাক। আমাকে বেনারস যেতে হবে এবং এ বিষয়ে কিছু ভাবতে হবে। কিছুক্ষণ পর হযরত বললেন যে, বেনারসে একজন পীর আছে। তিনি বলেন যে, আমি অনেক পরিশ্রম করে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চেয়েছি কিন্তু বাঁচতে পারি নি।

একবার স্বপ্নে হযরত আমার পুরাতন কিছু দোষ-ত্রুটির কথা প্রকাশ করেছিলেন। আমি হাতে পায়ে ধরে হযরতকে বলেছিলাম– দয়া করে আমার এসলাহের দিকে মনোযোগ দিন। হযরত বললেন– আমি দরকার হলে তোমাকে এমনও করে দিতে পারতাম যে, এখনই আল্লাহর স্মরণে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব আলাদা আলাদা হয়ে যেত। কিন্ত ধীরে ধীরে হওয়াই ভালো। একবার আমি স্বপ্নে হযরতের বিছানা বিছয়েছি। পা টিপেছি। হযরত এর বৃদ্ধাঙ্গুলি মুবারক চোখে লাগিয়েছি। হযরত বলেছেন- তোমাকে অবশ্যই নিজের সিলাসিলার মধ্যে দাখেল করে নিব।

দিলের মধ্যে খেয়াল জেগেছে যদি এমন হত যে, আল্লাহ তাআলাকে নামাযের সময় দেখা যেত তাহলে সকলে ঠিকমতো নামায পড়ত। পরে এর ব্যাপারে মনের মধ্যে উত্তর এসেছে যে, আল্লাহর ভয়ের প্রভাবে নামাযে দাঁড়ানো এবং নামায আদায় করা কঠিন হয়ে যেত। অনেক দিনের খেয়াল ছিল যে, কিয়ামতের সময় নেককার ও বদকার-এর জন্য একটি আলামতই তো যথেষ্ট ছিল। উপরন্তু মীজান, পুলসিরাত, আমলনামা প্রদান এত কিছুর কী

www.islamfind.wordpress.com

দরকার ছিল? একদিন হঠাৎ করে এর জবাবে দিলের মধ্যে ভেসে উঠল যে, এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় হল– বারবার নেককারদের শাব্বাস দেওয়া এবং বারবার বদকারদের বদমায়েশি প্রকাশ করে লজ্জিত করা। মাঝে মাঝে মনে মনে প্রশ্ন জাগত যে, 'জানাবাত'-এর জন্য গোসলের হুকুম কেন হল? দিলের মধ্যে এর কারণ এসেছে এরকম যে, হে আল্লাহর বান্দা! বুঝে নাও যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত হলে সে আল্লাহর দরবারের যোগ্য থাকে না। যতোক্ষণ তা থেকে গোসলের মাধ্যমে পরিপূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র না হবে। দুনিয়ার সামান্য লযযতে যদি লিপ্ত হও তাহলে বড় পবিত্রতা (গোসল) জরুরি হয়ে যাবে।

বিশ্লেষণঃ মা-শা আল্লাহ এই ইলম সবই মাহমূদ ও প্রশংসনীয়। আর স্বপ্নের দিকে বেশি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

***

প্রশ্নঃ মানুষ কি আল্লাহকে স্বপ্নে দেহবিশিষ্ট দেখতে পারে? এই অধম তো স্বপ্নে আল্লাহকে কোনো একজন অচেনা মানুষের আকৃতিতে দেখেছে। তাঁর কাছে খুব কাকুতি-মিনতি করেছি। জিজ্ঞাসা করেছেন কী চাও? বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করেছি যে, আপনার পবিত্র দরগায় এই অধমকে কবূল করে নিন। বলেছেন, তুমি তো মাকবূল বান্দা। আমি বললাম– আমার ইয়াকিন হবে না যতক্ষণ না আমাকে আপনার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করবেন। একথা শুনে তিনি আমাকে এমনভাবে আলিঙ্গন করলেন এবং এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার মধ্যে বিশেষ এক হালত চালু হয়ে গেল। নিজেকে, দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুকে ভুলে গেলাম। যখন জ্ঞান ফিরল এবং একদম জেগে উঠলাম তখন আমি অধমের মুখে দুরূদ শরীফ চালু ছিল। মেহেরবানী করে জানাবেন এটা কি সহীহ?

জবাবঃ মুবারক হোক। এরকম হওয়া সম্ভব। এটাকে বলা হয় 'তাজ্জাল্লিয়ে মেসালি' (রূপক জ্যোতি)।

হালঃ এশার নামায পড়ে যখন ঘুমাই তখন স্বপ্নে একটি বাগান আর অনেক দরিয়া দেখতে পাই। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি যে, এই বাগান কার? তিনি জবাব দিয়েছেন যে, এই বাগান হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এটা আমার জন্য তো শুভ সংবাদ বটেই তোমার জন্যও আনন্দের সংবাদ যে, তোমার তাআল্লুক এমন মানুষের সঙ্গে যিনি ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত নন।

হালঃ যখন দরিয়া দেখতে পাই তখন ছোট ছোট শিশু-বাচ্চারা আমার সঙ্গে লড়াই-মারামারি করে। আমি কাউকে মারি, আঘাত করি আবার ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেই। এরপর ঘুম ভেঙে যায়।

বিশ্লেষণঃ ওই দরিয়া হল "আমালে সালেহা' বা নেক আমল। লড়াইকারী শিশু-বাচ্চারা হল শয়তান যারা নেক আমলের মধ্যে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে তাদের উপর গালেব ও বিজয়ী করে দেন। মুবারক হোক।

***

হালঃ আমি অধম রাতে ফখরে আলম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারতের গৌরব অর্জন করেছি স্বপ্নে। আমি দেখলাম যে, এক মসজিদে আছি সেখানে আছেন আরও অনেক মুসল্লিও। আর সেই মুসল্লিদের মনে হচ্ছে তাঁরা সাহাবায়ে কেরাম রাযি.দের জামাত। তাঁরা সকলেই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ফজরের জামাতের জন্য প্রিয়নবীর আগমনের অপেক্ষা করছেন। নবীজী তাশরীফ আনলেন। তখন তাঁরা একে অন্যকে বলতে লাগলেন, নবীজী এসে পড়েছেন। এরপর একামত দেওয়া হল। নবীজী ইমামতি শুরু করলেন। প্রথম রাকাতে সূরা 'আবাছা' তিলাওয়াত করলেন। শুরুর তিন চারটি আয়াত পড়ার পর পরই নবীজী কাঁদতে লাগলেন। বারবার তিনি শুরুর আয়াতগুলো পড়তে থাকলেন। আমি নামাযের মধ্যেই মনে করলাম যে, সূরার মধ্যে যেহেতু নবীজীকে তিরস্কার করা হয়েছে সেজন্যই তার মধ্যে কান্নার আবেগ জেগেছে। একথা মনে করতেই আমার কান্না এসে গেল। এমনকি কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি উঠতে লাগল। নামাযের মধ্যে নবীজীর নিম্নাঙ্গের পোশাক তো জানতে পারি নি তবে উপরে একটি কম্বল জড়ানো ছিল। পা মুবারকে একটি ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখতে পেয়েছি। নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর যখন নবীজীর চেহারা মুবারক দেখার সৌভাগ্য হল, তখন অবাক হয়ে গেলাম হযরত ওয়ালার (থানভী রাহ.)-এর চোহারা দেখতে পেয়ে। এতে চরম তাজ্জব হয়ে গেলাম এজন্য যে, সকলেই তাঁকে রাসূলুল্লাহ বলছেন অথচ চেহারা দেখতে পাচ্ছি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের। নামাযের পর নবীজী আমার মাথায়-চেহারায় হাত বুলিয়ে আদর

www.islamfind.wordpress.com

করে দিলেন। অনেক স্নেহ-মুহাব্বতের প্রকাশ করলেন। বিছানা থেকে উঠার পর আপনা আপনি আমার মাথায় এর যে ব্যাখ্যা এল তা এই যে, রাসূলের যিয়ারত মাওলানা আশরাফ আলীর সূরতে হওয়ার মতলব এই যে, এত্তেবায়ে সুন্নাতের গালাবার (কঠোরভাবে সুন্নাতের অনুসরণের) কারণে বর্তমানে হযরত মাওলানা আনওয়ারে নবুওয়াতের মাযহার (নবীজীর নূরের প্রকাশস্থল)। দীর্ঘকাল থেকে নবীজীর দর্শন লাভের প্রতি আমার অন্তরে প্রবল আগ্রহ ছিল। কে জানে এই স্বপ্নই হয়তো সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে দেখানো হয়েছে যে, আমাকে দেখতে চাইলে হযরত মাওলানাকে দেখ। কেননা তিনিই হলেন নবুওয়াতের প্রকাশস্থল।

আশা করি হযরত আমার উক্ত ধারণার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা নির্ণয় করে দেবেন।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ তাআলা তোমার সুধারণার বরকতে উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে সত্যে পরিণত করুন। উক্ত স্বপ্নের আরও একটি ব্যাখ্যা এমনও হতে পারে যে, স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য জরুরি হল প্রদর্শিত সূরতের ওই ব্যক্তির অনুসরণ করা। (অর্থাৎ থানভী রাহ.-এর)। কেননা তার অনুসরণ মানেই রাসূলের অনুসরণ। কেননা 'নায়েবে নবী' মুনিবের মুখপাত্র হয়ে থাকে কথায়, কাজে ও অভিব্যক্তিতে। আল্লাহই ভালো জানেন।

***

হালঃ এক রাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, একটি বিজলি আমার কাছে এসে পড়ল এবং দীর্ঘক্ষণ যাবত আলোকিত হয়ে থাকল।

বিশ্লেষণঃ ওই বিজলি হল 'নিসবতে এশকিয়া চিশ্‌তিয়া'। মুবারক হোক।

হালঃ কোনো এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি কোথাও যাচ্ছি। আমার কলবের মধ্যে এক আজব কাইফিয়াত তৈরি হল। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম এদিকে কি কোনো বুযুর্গের কবর আছে? যার কারণে আমার এই হালত পয়দা হল। জানতে পারলাম যে, না তা নেই। এরপর একটি ঘর দেখতে পেলাম। ভেতরে ঢুকে কয়েকজন লোক দেখতে পেলাম তারা আমাকে ডেকে নিয়ে একজোড়া সাদা কাপড় হাদিয়া দিল।

বিশ্লেষণঃ আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে সৃষ্টিকে উপকৃত করবেন।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ এক রাতে এশার পরে স্বপ্নে দেখলাম যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই চমৎকারভাবে এই অধমকে জমিনের সফর করালেন। অবশ্য এটা স্মরণ নেই সাত তবক জমিনের সম্পূর্ণটাই ভ্রমণ করালেন নাকি একটি-দুটির। এরপর পুরো সাত আসমানের পরিভ্রমণ করালেন। পূর্ণাঙ্গরূপে প্রত্যেক আসমানের ভ্রমণ করালেন। এই ভ্রমণে যে কী পরিমাণ আনন্দিত ও উল্লসিত হয়েছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এরপর আরশে আজীমের এবং কুরসীর পরিভ্রমণ করালেন। বিশাল এক সমাবেশে জাঁকজমকপূর্ণভাবে এই অধমকে পাগড়ি পরিয়ে বললেন যে, বাইয়াত করার (মুরীদ করার) আম এজাযত আপনাকে দেওয়া হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ সুসংবাদ রয়েছে যে, চূড়ান্ত গন্তব্য পৌঁছার সৌভাগ্য হবে।

হালঃ অন্য এক রাতে আমি অধম তাহাজ্জুদ ও বার তাসবীহ আদায়ের পর শুয়েছিলাম। আধোঘুম ও আধো জাগরণ অবস্থায় দেখলাম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা দেহ মুবারক অত্যন্ত দুর্বল ও জীর্ণশীর্ণ। এ অবস্থা দেখে ব্যথিত ও বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। আমি সেদিকে তাকিয়ে থাকলাম আর চোখের পানি ফেলতে লাগলাম। এরই মধ্যে ঘুম ভেঙে গলে। এখন মাঝে মাঝে সে কথা স্মরণ হয় আর খুব কান্না চাপে যে, আমার বদ-দীনীর আছর।

বিশ্লেষণঃ আপনার বদ-দীনীর আছর নয়। বরং এর দ্বারা ইসলাম দুর্বল হয়ে পড়ার দিকে ইঙ্গিত হয়েছে। সুতরাং ইসলামের খেদমত করে তাকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চালানো উচিৎ। ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে ওয়াজ নসীহত দ্বারা, দুআ ইত্যাদি দ্বারা।

***

হালঃ রাত্রে এশার পর স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি থানাভবনে হযরতের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছি। একই সময়ে করাচি থেকে আরও কয়েকজন সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছেন এবং তারা যোয়ার-এর খোসা বণ্টন করছেন। আমাকে দু-একটি খোসা দিলেন। তখনই আমি দেখতে পেলাম যে, হুযূর একা মসজিদে শুয়ে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসাফাহার উদ্দেশ্যে আমি হুযূরের নিকট হাজির হয়ে গেলাম। হযরত আমাকে খুব কাছে নিয়ে বসালেন যেমন স্নেহশীল পিতা দীর্ঘকাল পর নিজের নেক সন্তানের সাক্ষাতে করে থাকেন। অনেকক্ষণ হযরত আমাকে স্নেহ-মমতা দান করলেন। অধম ভীষণ আনন্দিত

www.islamfind.wordpress.com

হল যে, হযরতের এই স্নেহ-শাফ্‌কত আল্লাহ তাআলারই একান্ত রহমত। এটা আল্লাহ তাআলার ফযল ও অনুগ্রহ।

বিশ্লেষণঃ তীব্র আন্তরিকতা ও ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত বহন করে যা ফয়েয-বরকতের মাধ্যম।

***

হালঃ এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, বড় একটি পুকুর ঘাটে আমি অনেক মানুষের কাপড় সাবান দিয়ে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করছি যার মধ্যে জনাব কারী সাহেবের কাপড়ও আছে। তবে আমার নিজের একটি টুপি আছে যা খুব কালো ও নোংরা হয়ে আছে। সেটাতেও সাবান দিয়েছি কিন্তু এরপর মনে মনে ভাবলাম যে, এটা তো দীর্ঘদিন ধোঁয়ার মধ্যে পড়েছিল ফলে খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হবে না। এটা ভাবতে ভাবতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বিশ্লেষণঃ আপনার দ্বারা অন্যদেরও উপকার হবে। শেষ অংশের ইঙ্গিত এটাই যে, অন্যের উপকারী হলেও নিজের চিন্তাও ত্যাগ করা যাবে না।

***

হালঃ কোনো এক স্থানে আমি কম্বল বিছিয়ে বসে আছি। তখন আমার মধ্যে খুব বিনয় ও নিজেকে তুচ্ছ মনে হচ্ছিল। মাথায় ছিল খিদের টুপি (যা বর্তমানে প্রায়ই ব্যবহার করি।) ঐ কম্বলে আমার সঙ্গে আমার মরহুম বন্ধুও (যিনি খুব তাহাজ্জুদগুজার এবং খুব নেক ছিফাতের মানুষ ছিলেন) বসে আছেন। এরপর প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়েসী তিন ব্যক্তি সেখানে এলেন পৃথক পৃথক ভাবে। এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করে খুব আদবের সঙ্গে বসে রইলেন। তাদের একজনকে চেহারায় কিছুটা পরিচিত মনে হল কিন্তু অন্য দুজন একেবারেই অপরিচিত। তারা খুবই ভদ্রতা ও আন্তরিক ভক্তির ভাব প্রকাশ করে বসে রইলেন। সে সময় আমার যেটা মনে হল সেটা এই যে, আমার বিনয়, নম্রতা তাদের পছন্দ। আর কিছু মনে নেই যে তাদের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা হয়েছিল কিনা।

বিশ্লেষণঃ তাওয়াযু ও বিনয়ের সুফল দেখিয়ে সেদিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

হালঃ এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, ঈদুল ফিতর শুরু হয়েছে।

বিশ্লেষণঃ মুবারক স্বপ্ন। এর অর্থ মুজাহাদা ও সাধনা খতম হওয়ার এবং মুশাহাদা শুরু হওয়ার সময় নিকটবর্তী। মুবারক হোক।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ স্বপ্নে দেখলাম হযরত আমাকে কয়েক রকমের আতর দান করলেন যেগুলো আমি মেখে এবং কয়েকটা আতরের শিশি হাতে নিয়ে মসজিদে গিয়ে বসেছি। খুবই চমৎকার এবং তীব্র সুগন্ধি।

বিশ্লেষণঃ সুসংবাদ আমার থেকে উপকৃত এবং অন্য মানুষের জন্য উপকারী হওয়ার। যার সাক্ষ্য এই মুহূর্তে আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে প্রকাশ করে দিচ্ছি। আমার কাছে আপনি এজাযতে বাইয়াত (মুরীদ করার) এবং তালীম-তালকীনের উপযুক্ত। আল্লাহর নাম নিয়ে মাখলুকের খিদমত করতে শুরু করে দিন। নিজের খাস খাস দোস্ত আহবাবের কাছে এ-কথা প্রচার করে দিন।

হালঃ আমি বাড়ি গিয়েছি। লোকজন বলল– তুমি নামায পড়াও। যখন আমি ইমামতির জন্য দাঁড়ালাম আল্লাহু আকবার (তাকবীরে তাহরীমা) বলার পূর্বে আমার মুখ দিয়ে একবার এমনভাবে 'আল্লাহ' বের হল যাতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে তারপর তাকবীরে তাহরীমা বললাম।

বিশ্লেষণঃ এর তাবীর হল জাহের ও বাতেনের মাঝে সমন্বয়।

হালঃ দেখলাম একটি মুরদার প্রাণী। অনেকগুলো শকুন মিলে খাচ্ছে। আমি তাড়িয়ে দিলাম সবগুলোকে। সবগুলো উড়ে গেলেও কয়েকটি আবার ফিরে এসে খাওয়া শুরু করল। আমি ঘৃণার সঙ্গে বললাম- কীভাবে এরা মৃতপ্রাণী খায়! আল্লাহর শোকর যে, আমাদেরকে এর থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

বিশ্লেষণঃ বিকৃত দুনিয়ার চেহারা দেখানো হয়েছে।

হালঃ একস্থানে কয়েকটি কাঁটাযুক্ত গাছ দেখা যাচ্ছে। আমি সেখানে কাঁটাযুক্ত গাছের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করে এরপর বের হয়ে এলাম। আমার শরীরে কোনো কাঁটা বিধল না। নিরাপদে বেরিয়ে এলাম। কেউ একজন বলছিল– গুনাহগার-পাপীর উচিত আল্লাহর আযাবকে এমনই বেষ্টনকারী মনে করা। এই কাঁটাযুক্ত গাছের মতো। এর সবদিকেই কাঁটা। যেখানে পা দেওয়া যাবে, হাত রাখা যাবে সবখানেই দেখা যাবে কাঁটা আর কাঁটা। এটাই হল আল্লাহর আযাবের দৃষ্টান্ত। এ-কথা শুনে আমি খুব কাঁদলাম। তাবীর জানিয়ে কৃতজ্ঞতার সুযোগ দেবেন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ গুনাহসমূহের এবং শাস্তিসমূহের রূপক প্রতিকৃতি দেখানো হয়েছে।

***

হালঃ এই অধম বান্দার অন্তরে যখন আল্লাহর দীদার লাভের জন্য খুব অস্থিরতা পয়দা হল সেই সময় ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখলাম– শরীরে ভূমিকম্পের মতো আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কলব এবং চক্ষু থেকে আল্লাহ তাআলার বিনা আকার-আকৃতির 'যাতের' তাজাল্লী (জ্যোতি) হল।। কিন্তু তাতে পরিতৃপ্তি হল না। সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি স্পষ্ট তাজাল্লী হল কিন্তু তাতেও পরিতৃপ্তি হল না। এতে দ্বিতীয়বারের চেয়ে আরও বেশি স্পষ্ট তৃতীয় তাজাল্লী হল। কিন্তু তাতেও পরিতৃপ্তি হল না। এভাবে পাঁচ অথবা সাতবার 'তাজাল্লীয়াত'-এর প্রকাশ ঘটল। প্রতিবার ব্যাকূলতা ও আকাঙ্ক্ষা আরও বেশি বেড়ে গেল। এক সময় এই অতৃপ্তির মধ্যেই ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বিশ্লেষণঃ ইঙ্গিত এই দিকে যে, স্বভাবগত পরিতৃপ্তি তুলনাহীতার আকীদায় (তান্‌যীহ-এর মধ্যে) সম্ভব নয়। আর নিছক 'যাতে হক' (আল্লাহর তাআলার যাত)-এর তুলনা (তাশবীহ) অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা করা মানে একটি অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা।

যেহেতু তীব্র আকাঙ্ক্ষার কারণে কখনো কখনো এমন অবাস্তব 'বায়না'ও মানুষের মনে জাগে– যা সুন্নাতের খেলাফ, সুতরাং এই ধরনের বায়নার সংশোধন করাটা রহমতস্বরূপ। আর আখিরাতে যেহেতু স্বভাবের বৈশিষ্ট্যগুলো পাল্টে যাবে, সে কারণে 'তানযীহ' (তুলনাহীনতা)-এর স্তরটাও তৃপ্তিদায়ক হয় যাবে। এবং সেই স্তরের দীদারও হবে।

***

হালঃ স্বপ্নে দেখলাম যে, এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে মুসাফাহা করল। আমি তার লোমশ হাত দেখে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কে? তিনি জবাব দিলেন– আমি জিন জাতির একজন সদস্য।

অন্য একদিন আমি শ্রদ্ধেয় মুনশি... মরহুম রামপুরিকে দেখলাম। তিনি আমার কাছে আমার সীনার উপর কালাম মাজীদ রাখলেন। আমি তাকে বললাম– আমার সীনার উপর থেকে উঠিয়ে কালাম মাজীদ বাক্সের উপর রেখে দাও। সেইদিন থেকেই অধমের হালত খুবই খারাপ। নামায পড়ার

www.islamfind.wordpress.com

সময় মনে হয় যেন কেউ বলছেন– এমন ব্যক্তির নামাযে কী হবে যার দ্বারা আল্লাহ তাআলার শানে বেয়াদবি হয়। আমার দ্বারা কুরআন মাজীদ পড়াও হয় না। হযরতের কাছে দুআ চাচ্ছি। হযরত যদি বলেন তাহলে হুযূরের দরবারে হাজির হওয়ার জন্য তৈরি আছি। যদিও শারীরিক দুর্বলতার কারণে সফরের কষ্ট সহ্য করার মতো অবস্থা আমার নেই। তবুও হযরত চাইলে ইনশাআল্লাহ হাজির হয়ে যাব। কোষ্ঠকাঠিন্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে। লাগাতার কয়েকদিন পর্যন্ত পায়খানা হয় না। রেড়ির তেল পান করলে পায়খানা হয়। শারীরিক এই কষ্ট ও যন্ত্রণার কথা ভাবি না, যতটা ভারাক্রান্ত হচ্ছি মানসিক এই ব্যথা ও বেদনার কষ্টে। হযরত যা পরামর্শ দেবেন তাই করব। নিজের হালতের উপর আমি সীমাহীন লজ্জিত।

বিশ্লেষণঃ লজ্জা ও পরিতাপের কিছু নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা পরীক্ষা। শুধু নিজের কাজ করতে থাকুন। মন লাগুক বা না লাগুক। এটাই হল পূর্ণরূপে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া। ইনশাআল্লাহ খুব শিগগির অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। এক সপ্তাহ পর আবার অবস্থা জানাবেন।

***

প্রশ্ন ঃ রমাযান শরীফে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলে দুইদিন ইফতারির সময়ের ব্যাপারে সন্দেহ ছিল যে, সূর্যাস্তের পূর্বেই হয়ত ইফতার করা হয়ে গিয়েছি। স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, ঐ ইফতার সূর্যাস্তের পূর্বেই ঘটেছিল। ইরশাদ করুন সেই দুইদিনের কাযা করব কি না?

জবাব ঃ স্বপ্ন দ্বারা কোনো হুকুম প্রমাণ হবে না। যদি 'তাহারী' (অনুমান) করে ইফতার করে থাকেন তাহলে কাযা নেই। কিন্তু যদি অধিক এতমিনানের উদ্দেশ্যে কাযা রাখেন তাহলে খারাবির কিছু নেই।

তবে সর্বসাধারণের কাছে এটা কিছুতেই প্রকাশ করা যাবে না। যেন তারা স্বপ্নকে দলিল হিসাবে পেশ করতে শুরু না করে।

***

হালঃ হযরত একটি আলিশান বাড়িতে কিছু তালেবুল ইল্মকে পড়াচ্ছেন। আমি অধম কিছুটা দূরে ছিলাম। হযরতের এখানে শুভাগমনের অবগতি এ বান্দার ছিল না। তহসীলদার... মসজিদের মুসল্লী। তিনি আমার হাত ধরে দূর থেকে ঐ আলিশান বাড়িটি দেখিয়ে বললেন– আমাদের পীর ও মুর্শিদ ঐখানে

www.islamfind.wordpress.com

তাশরীফ এনেছেন। চলুন গিয়ে সাক্ষাৎ করে কিছু বরকত নিয়ে আসি। তার এই প্রস্তাবে খুব খুশি মনে হুযূরের খিদমতে হাজির হয়ে সালাম দিলাম। হুযূর উত্তর দিয়ে অধমের সঙ্গে মুসাফাহার জন্য হাত বাড়ালেন। হযরতকে দুই হাত মুবারক বাড়াতে দেখে অধম সঙ্গে সঙ্গে হযরতের কদম মুবারক ছুঁয়ে কদমবুছি করলাম। কদমবুছি করতে পারায় এই বান্দা যারপরনাই আনন্দ ও খুশিতে উল্লসিত রয়েছি। কিন্তু হুযূর মুসাফাহা না করার কারণে পেরেশান।

বিশ্লেষণঃ পেরেশানীর ব্যাপার নয়। যেহেতু এখনো পর্যন্ত আমি আপনাকে বাইয়াত করি নি। (মুরীদ হিসাবে গ্রহণ করি নি) কিন্তু আপনি আমার পিছনে পিছনে আমার অনুসরণ করেই চলছেন। স্বপ্নের মধ্যে আপনার অনুসরণ ও পিছে পিছে চলাকেই 'কদমবুছি' হিসাবে দেখানো হয়েছে আর এখনও পর্যন্ত বাইয়াত না করার ব্যাপারটিকে প্রকাশ করা হয় মুসাফাহার মাধ্যমে।

সে যাই হোক এখন আপনাকে আল্লাহ ভরসা করে মুরীদ বানিয়ে নিলাম। আল্লাহ বরকত দান করুন।

***

হালঃ এক যাকের ভাই স্বপ্ন বয়ান করেছেন যে, তাহাজ্জুদের পর ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখেছেন যে— চাঁদের মধ্যে চমৎকার হস্তাক্ষরে 'আল্লাহ'র নাম লিখা রয়েছে। সেই নাম দেখে তিনি যিকির করছেন।

বিশ্লেষণঃ আমাদের স্বপ্নের কী এমন গুরুত্ব! যা হোক এটা যদি তেমন কোনো স্বপ্ন হয় তাহলে এর তাবীর হতে পারে এরকম যে, 'চাঁদ' মানে কলব, তার উপর আল্লাহর নামের আছর।

***

হালঃ আমি অধম তিন-চার রাত স্বপ্নে দেখেছি যে, এমন স্থানে আছি যেখানে সব ধরনের নাপাকী ভরা। অধম গোড়ালির উপর ভর দিয়ে চলছে। ভালো ও পবিত্র রাস্তা খুঁজছি। কিন্তু পাচ্ছি না। যে কারণে অধমের বারবার মনে হচ্ছে যে, এসলাহ বা আত্মার শুদ্ধি নসীব হবে না। গুনাহ আর নাফরমানীর মধ্যেই ডুবে থাকব।

বিশ্লেষণঃ তওবা! তওবা!! আমাদের স্বপ্ন কী এমন মর্যাদা রাখে! বিশেষত যখন আমাদের শরীর ও মেজাজ পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়। আপনি যে তাবীর করে মন খারাপ করে আছেন ঐ তাবীর সঠিক হওয়ার কি কোনো দলিল

www.islamfind.wordpress.com

আছে? স্বপ্নের দ্বারা কি এই ইঙ্গিত হতে পারে না যে, আল্লাহ তাআলা ঐ সকল নাপাকী থেকে হেফাজত করবেন? পায়ের গোড়ালিতে ভর করে চলা তো রক্ষা পাওয়া বা সুরক্ষিত হওয়ারই ইঙ্গিত বহন করে।

***

হালঃ অধম বান্দা হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রাহীম রাহ.-এর এক খাদেম। দীর্ঘদিন হযরতের খেদমতে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। আমার প্রতি হযরত ছিলেন খুবই স্নেহশীল। হযরতের নির্দেশ মুতাবেক সাধ্যমতো অযীফা ও আমল করার চেষ্টা করি। হযরতওয়ালা (থানভী রাহ.)-এর প্রতিও আমার আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে। আমার হযরতের জীবদ্দশাতেও আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি। মৌলভী যাফর আহমাদ ছাহেব এবং মুনশী রিয়াযুদ্দীন ছাহেব— যারা হযরতের মুরীদ, তারা আমাকে ভালোভাবে চেনেন।

সোমবার দিন দুপুরে স্বপ্ন দেখলাম– কোনো একস্থানে নামাযের পর মসজিদের ইমাম সাহেব বলছেন– যে ব্যক্তি জান্নাতী হতে চায় সে যেন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেবের মুরীদ হয়ে যায়। আমি নিজেও ইমাম সাহেবের সঙ্গে একমত পোষণ করি। স্বপ্নের মধ্যে হাফেয মৌলভী ওয়াজেদ আলী রায়পুরিকে দেখলাম ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করছেন– মুরীদ হলেই জান্নাতে চলে যাবে? ইমাম সাহেব বললেন– মুরীদ হলেই ততক্ষণাৎ জান্নাতে চলে যাবে। সুতরাং যে জমিনে জীবিত কোনো জান্নাতী মানুষ দেখতে চায় সে যেন তাঁকে দেখে।

আমার বিশ্বাস এটা কোনো নিছক কল্পনা নয়, সত্য স্বপ্ন। এই সব বলে যদিও হযরতকে কষ্ট দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না কিন্তু দিল আমার মানল না। সুতরাং নিবেদন এই যে, এই স্বপ্নে যদি অধমের জন্য দিক-নিদের্শনা থাকে তাহলে এই চিঠিকে হযরতের কাছে বাইয়াতের দরখাস্ত মনে করে নেবেন। হযরত কুতুবুল আলম মাওলানা গঙ্গুহী রাহ.-এর মুরীদ। কোনো কাজ করা হয় নি তখন। আফসোসের কথা। হযরত দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ আপনার আকৃতি যদিও মনে করতে পারছি না এই মুহূর্তে কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, আমি আপনাকে খুব ভালোভাবে চিনি এবং খুব মুহাব্বতও করি। আপনার প্রবল ধারণার কারণে যদি এটা কল্পনা না হয়ে স্বপ্নই হয় তাহলে এর তাবীর ও ব্যাখ্যা স্পষ্ট। যে বুযুর্গাণের দুআর বরকতে আমি

www.islamfind.wordpress.com

ইত্তেবায়ে সুন্নাতের (সুন্নাত অনুসরণের) শিক্ষার ব্যাপারে খুব জোর দেই— আর নিঃসন্দেহে সেটা জান্নাতের পথ। আর বিশেষ পদ্ধতিতে বাইয়াত হওয়া আমার মতে সেটা উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্যে হল 'তাআল্লুক ও ইত্তেবা' বা সম্পর্ক রাখা এবং নির্দেশনা মেনে চলা। 'দাঈ ইলাস্ সুন্নাহ' সুন্নাত অনুসরণের প্রতি আহবানকারীরও মুরীদ হতেই হয়। যদি আপনি আমার খেদমত গ্রহণ করেন তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই।

***

হালঃ অধম যখন স্বপ্নযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে নিয়মিত দুআ করতাম। সেই সময় এক রাতে স্বপ্নের মধ্যে শুনলাম مَا اُرِيْدُ لِمَا يُرِيْدُ এই বিষয়ে হযরতের বক্তব্য জানার জন্য পেশ করলাম।

বিশ্লেষণঃ ঐ আরবী বাক্যের অর্থ হল বান্দা যা চায় আমি তা চাই না। আমার মতে এতে এই নির্দেশনা ছিল যে, যিয়ারতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকাঙ্ক্ষা— যা পূর্ণ হয় নি। তাতে মনমরা বা হতাশ হওয়া উচিত নয়। আমি তাই করি যাতে রহমত ও হেকমত থাকে। এটা জরুরি নয় যে, যা বান্দা চায় তাই আমি করব।

এই সেই একই বিষয় যা আমি বারবার বলে থাকি যে, যে বিষয় বান্দার এখতিয়ারের মধ্যে (আয়ত্বে) না থাকে, তার সবদিকই (হওয়া, না হওয়া) কল্যাণকর। তার পিছে উঠে পড়ে লাগবে না। তাকে কবূলিয়াতের আলামত মনে করবে না। এবং বিতাড়িত হওয়ার আলামতও মনে করবে না। তারবিয়াতুস সালিক ভালো মতো না পড়ার কারণেই এখনো এই ভুল আপনার মাথা থেকে দূর হয় নি।

***

হালঃ একটি ঘটনা ঘটেছে যার দ্বারা আমার দীন ও ঈমানের কিছু সমস্যা ও ঘাটতি ঘটে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ঘটনাটি এই যে, এক রাতে স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি অসুস্থ। আমি বলছি যে, আমার একীন হয়ে গেল যে, হিন্দুদের আকীদা-বিশ্বাস দিলের মধ্যে আসা-যাওয়া করছে আর আমার দিল ঈমানশূন্য হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় মৃত্যু এসে গেলে কী হবে আমার পরিণতি! দিলের মধ্যে ছিল এক আশ্চর্যরকমের কাইফিয়াত। দিল থেকে যেন

www.islamfind.wordpress.com

কিছু একটা বের হয়ে যাচ্ছে। ঘুম থেকে জেগে উঠার পর বেশি পেরেশানী ছিল না। কিন্তু আছরের নামাযের মধ্যে হঠাৎ করে স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল এবং এত পরিমাণ কষ্ট ও পেরেশানী হল যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। নামাযের পর খুব দুআ করলাম যে, হে আল্লাহ দয়া করে তুমিই আমার ঈমান হেফাজতের ব্যবস্থা কর। এতে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। কিন্তু রাতে ঘুমের আগ পর্যন্ত এই হালত চলতে থাকল। সকালে আবার কিছুই ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের আছরের নামাযেও আবার একই স্বপ্ন মনে পড়ে গেল এবং আগের চেয়েও হালত আরও বেশি খারাপ হয়ে গেল। এতই খারাপ হল যে, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গেল। মৃত্যুর ব্যাপারেও ভীষণ আতঙ্ক বোধ হতে থাকল। খুব কষ্টে নামায শেষ করলাম। সেই সময় আল্লাহ তাআলা দিলের মধ্যে এই কথাটি ঢেলে দিলেন যে, এগুলো সবই শয়তানী চক্রান্ত। সঙ্গে সঙ্গে বামদিকে থুথু ফেলে বললাম– যাহ্, দূর-হ! আল্লাহ আমার ঈমানের হেফাজতকারী। তুই কিছুই করতে পারবি না। আলহামদুলিল্লাহ! এখন হালত ঠিক হয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়েছি। আর কখনো আল্লাহর মেহেরবানী ঐ মুসিবত ফিরে আসে নি। তবে এখনো মনে পড়লে ভয়ে আঁৎকে উঠি। সর্বদা ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুর জন্য দুআ করি, হুযূরের কাছেও একই দুআর আবেদন করছি।

বিশ্লেষণঃ এই স্বপ্নেও একটি কল্যাণের দিক ছিল। (হয়ত কোনো একটি বিষয়কে তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। –সূরা বাকারা : ২১৬) যদিও এটা শয়তানী চক্রান্ত কিন্তু 'আল্লাহ চাইলে দুশমনও কল্যাণের কারণ হয়।'

***

হালঃ অধম আল্লাহ তাআলার ফযলে এবং হুযূরের দুআর বরকতে কোনো রকমভাবে নিজ কাজকর্ম আনযাম দিয়ে যাচ্ছি। হযরতওয়ালার বিরহের কষ্ট ও পেরেশানীর কারণে আজকাল হালত খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আবার নুতন করে 'কবয' শুরু হয়েছে। এই সকল চিন্তা ও পেরেশানীর মধ্যে এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি গাজরের হালুয়া তৈরি করেছি। ডেকচিসহ একেবারে পুরো হালুয়া হযরতের সামনে পেশ করেছি। হযরতওয়ালা নিজ কামরাতেই আছেন। হুযূর ডেকচির ভেতর থেকেই খাওয়া শুরু করলেন। অধম বান্দা পাশে বসে এই দৃশ্য দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে যাচ্ছি। হুযূরের খাওয়া অবস্থাতেই আমি দরজার দিকে তাকিয়ে তো অবাক! দেখি যে, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রাহ. এবং প্রায় পনের বিশজন সাদা পোশাক

www.islamfind.wordpress.com

পরা বুযুর্গ মানুষ, চতুর্দিকে অন্য সকলে আর মাঝখানে হযরত গঙ্গুহী। দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হযরতের কাছে নিবেদন করলাম যে, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী তাশরীফ এনেছেন। শোনার সঙ্গে সঙ্গে হুযূরও দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দরজার দিকে ছুটে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে হযরত গঙ্গুহী রাহ. আপনাকে দেখতে পেয়ে অন্যসঙ্গীদের মাঝ থেকে সামনে এগিয়ে এসে আপনাকে জড়িয়ে ধরলেন। আর ঠিক তখনই আমার চোখে পড়ল যে, হযরত গাঢ় সবুজ রঙের আবা পরে আছেন, যাতে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছে আবার হযরত গঙ্গুহীও খয়েরী রঙের আবা পরে আছেন। এরপর হযরত গঙ্গুহী বাঁশের তৈরি লম্বা আকৃতির উঁচু গম্বুজের মতো চতুর্দিকে কাপড় পেঁচানো মাঝখানে দরজা— এমন একটি টুকরি হযরতকে দিলেন। হযরত সেটা গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতে দিলেন এবং বললেন– জলদি এটা খানকার দরজার বাইরে নিয়ে যাও। আমি নির্দেশ মতো সেটা নিয়ে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। এবার খেয়াল করে দেখলাম– ওটার ভিতর রয়েছে নানা প্রকারের ফল। এবার আমি চিন্তা করতে থাকলাম এখন কী করব! ওদিকে তখন মৌলভী শাব্বীর আলী আমাকে বেশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন আর ইশারা করছিলেন– ওখান থেকে তাকেও যেন কিছু দেই। আমারও ইচ্ছা হচ্ছিল যে, তিনি আমার কাছে এসে নিন। আমি সেখান থেকে একটি ফল খেয়েও ফেলেছি। এবার হযরতের দুই ঘরেই সমানভাগে ভাগ করে দেওয়ার কথা মনে হল। আমার বিবেক ফায়সালা করল এভাবে যে, বড় পীর আম্মার কাছে পাঠিয়ে আবেদন জানাই যে, দুই ঘরেই ভাগ করে দিন। এরই মধ্যে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বিশ্লেষণঃ মুবারক স্বপ্ন। ইনশাআল্লাহ দীনি কল্যাণ লাভের সুসংবাদ।

***

হালঃ অসহায় এই অধমের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল এই যে, আকাবির ও আউলিয়া-এর মুবারক সান্নিধ্যে নিজের আখলাকের এসলাহ-সংশোধন করব। যেন রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভ হয়। কিন্তু এতদিন সম্ভব হয় নি লেখা-পড়ার কারণে। কারণ বড়রা (আকাবির) বলেন যে, ইলমে দীন হাসিল করতে হবে আগে। তারপর অন্য কিছু। আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হয়ে গেছি। কিন্তু আমার ভাগ্য এমনই যে, এই মহান নিয়ামত পেতে না পেতেই এমন এক দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে গেছি যে, বুদ্ধি-বিবেকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় উম্মাদ হয়ে পড়েছি। আল্লাহ তাআলা ছাড়া

www.islamfind.wordpress.com

আমার কোনো সাহায্যকারী ছিল না। মারাত্মক রোগাক্রান্ত হওয়ার ফলে মনের একাগ্রতা ও স্বস্তি নষ্ট হওয়ায় শুধু ফরয ও সুন্নাতে মুআক্কাদাহগুলোই আদায় করা সম্ভব হত। কারণ এই যে, এই ধরনের হালতের ব্যাপারে আমার কোনো প্রকার পূর্ব অভিজ্ঞাতা বা ধারণা ছিল না। না দেখা না জানা সেই রোগটিই এই বেচারার উপর চেপে বসে। যাই হোক, আল্লাহ তাআলা গায়েবি সাহায্যের মাধ্যমে কোনোরকমে আমাকে মুক্তি দান করেন। যেই রোগমুক্তি গনিমত মনে করে এখন ভাবছি যে, এবার অবশ্যই নিজের আসল মাকসূদের তালাশ ও অনুসন্ধান করা উচিত। বাইয়াত তো আমি হয়েছি গঙ্গুহী রাহ.-এর শাগরেদ মাওলানা ... মিয়ানাওয়ালীর কাছে। আমার বাইয়াত তাঁর কাছেই হয়েছিল। কিন্তু যে সময় আমার মধ্যে আল্লাহর যিকিরের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হল তখন আমি এস্তেখারা করলাম কয়েক বার এবং দুআও করলাম যে, হে আল্লাহ! এই দুই হযরতের মধ্যে যেই হযরতের সোহবতে এই অসহায়ের বেশি লাভ হবে সেদিকেই আমার মনকে আকৃষ্ট করে দাও। আমার ইচ্ছাকে সুদৃঢ় করে দাও। সুতরাং হুযূরের খেদমতে থাকার ইচ্ছাটাই সুদৃঢ় হয়ে গেল।

দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, প্রচুর পরিমাণে স্বপ্ন দেখি। যার কিছু নমুনা পেশ করছি।

এক– একবার দেখি যে, খুব চমৎকার, সুসজ্জিত এবং বিশাল এক বাড়ি। লক্ষ লক্ষ মাখলূক সেখানে হাজির। পোশাক প্রত্যেকেরই উজ্জ্বল সাদা রঙের। হযরতের কাছে পড়ে আছে দুধভরা বড় মটকা এবং নিজ হাতে সেখান থেকে মগ ভরে ভরে সকলকে দিচ্ছেন। আমি বেচারা ভীষণ তৃষ্ণার্ত। ভয়ে হযরতের কিছুটা দূরে বসে পড়েছি। আপনি আমাকে কাছে ডাকলেন মুআনাকা করলেন এবং এত পরিমাণ দুধ পান করালেন যে, আমার পেট একেবারে পূর্ণ হয়ে গেল এরপর অবশিষ্ট দুধের দায়িত্ব আপনি আমার জিম্মায় দিয়ে বললেন– যে ব্যক্তি আগ্রহ প্রকাশ করবে তাকে দিবে। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

দুই – দেখলাম যে, আমি আমার মরহুম পিতার সঙ্গে হজ করে বাপ বেটা মদীনা শরীফে পৌঁছলাম। যখন মসজিদে নববীতে পৌঁছলাম তখন সরওয়ারে কায়েনাত জনাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে সেখানে হাজির ছিলেন। আমি দেখার সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলাম। অনেক পড়ে জ্ঞান ফিরে পেলাম। আমার পিতাকে নবীজি ডেকে নিয়ে বললেন– মিঁয়া কারী... আজ তো তোমার কুরআন তিলাওয়াত শুনতে ইচ্ছা করছে। আমার মরহুম পিতা সূরা আর রহমান সম্পূর্ণ পড়ে শোনালেন।

www.islamfind.wordpress.com

প্রিয় নবীজি শুনে খুব খুশি হলেন এবং খুশি হয়ে নিজের চাদর মুবারক আমার মরহুম পিতাকে দিয়ে দিলেন। আমার পিতা আনন্দে সেই মুবারক চাদরখানা নিজের চোখে-মুখে লাগিয়ে বরকত নিলেন এবং অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে দুরূদ শরীফ পড়া শুরু করলেন। এরপর আমার মরহুম পিতা নিজ মুর্শিদ কুতুবুল আকতাব হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী ছাহেবের খেদমতে আরজ করলেন, ইয়া হযরাত! যদি আমার এই পুত্রের নিকট থেকে কোনো হাদীস শোনা হত তাহলে আমার জন্য বিরাট সৌভাগ্য ও খুশির কারণ হয়ে যেত। হযরত হাজী সাহেব নবীজির নিকট আবেদন করলেন যে, হযরত! এই ছেলে কারী...-এর পুত্র। সে এবারই হাদীসের ছবক থেকে ফারেগ হয়ে এসেছে। নবীজী এই অধমকে বুখারী শরীফ একেবারে শুরু থেকে পড়তে বললেন। পড়া শুনে বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমার জীবনে বরকত দান করুন। এরপর মুআনাকা করলেন। এরপর ইরশাদ করলেন– হাজী সাহেব! একে মুহিউস্‌সুন্নাহ মৌলভী হিন্দী থানভীর খেদমতে পাঠিয়ে দাও। হাজী সাহেব হুযূর এই অসহায় অপদার্থকে বললেন– যাও, থানা ভবনে আমার বেটা মৌলভী আশরাফ আলীর কাছে থেকে আল্লাহ আল্লাহ করতে থাক। এরপর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

তিন– দেখলাম যে, নবীজী এই অধমকে বলছেন– মুহিউস্‌সুন্নাহ থানভীকে আমার পক্ষ থেকে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলবে। এটাও তাকে বলবে যে, আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের কথা প্রচারের উদ্দেশ্যে আমি বলছি যে, আজ তোমার মতো একজন মানুষও গোটা হিন্দুস্তানে (অখণ্ড ভারতে) নেই। সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবন দান করার কারণে আল্লাহ তাআলা তোমার সকল কাজে বরকত দিয়েছেন।

এইসব স্বপ্ন আমি পূর্বে দেখেছিলাম। এখন থানাভবনে এই অধম বেচারা দুরূদ শরীফ যথাসাধ্য ইখলাস ও মুহাব্বতের সঙ্গে সর্বদা পড়া শুরু করেছি আমার উস্তায মৌলভী... ছাহেবের নির্দেশে। দুরূদ শরীফের আধিক্য এতটা হয়েছিল যে, হঠাৎ কিছু সময় কথাবার্তায় পার হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ এইভাবে করি যে, দ্রুত দুরূদ শরীফ পড়ি। সারাক্ষণ পড়তে পড়তে যেহেতু মুখ শুষ্ক হয়ে যায় এজন্য মাঝে মাঝে মুখ বন্ধ রেখে দুরূদের অর্থ চিন্তা করতে থাকি। মোটকথা এই নিয়ামত একেবারে দিলের মধ্যে বসে গেছে। এই অবস্থার মধ্যে একদিন রাতে দুরূদ শরীফ পড়তে পড়তে চিন্তিত অবস্থায় ঘুমিয়ে গেছি। রাতের শেষ অংশে দেখি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.islamfind.wordpress.com

ওয়াসাল্লাম হযরত হাজী সাহেব কেবলার বৈঠকখানায় উপস্থিত। অসংখ্য অগণিত মানুষ সমবেত হয়েছেন। মাদরাসা, মসজিদ এবং উপরের সকল জায়গায় লোকে লোকারণ্য। আপনি (থানভী রাহ.) নবীজীকে এবং সকল মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। খাবার প্রথমে খেলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এরপর অন্য সকলে খেলেন। আপনি নবীজির খেদমতে আরজ করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকলকে পিপাসার্ত দেখতে পাচ্ছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন– বড় কোনো পাত্র নিয়ে এস। সঙ্গে সঙ্গে বড় একটি পাত্র আনা হল। সেটার মধ্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে পরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– এবার পান করাতে থাক। তখন অবস্থা ছিল এই যে, প্রিয়নবীর আঙ্গুল মুবারক থেকে ঝর্নার মতো অবিরাম দুধ প্রবাহিত হতে থাকল। আপনি বরতন ভরতে থাকলেন আর মৌলভী... ছাহেব এবং আমার উস্তাদ .... ছাহেব এবং মৌলভী... ছাহেব পাঞ্জাবী এই তিনজন মিলে সকল মানুষকে পান করাতে থাকলেন। প্রত্যেকে পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে গেল অথচ দুধ তখনো অবশিষ্ট ছিল। প্রিয়নবী বললেন– তোমরা এই দুধ পান করাতে থাক। আমি যাই। তাঁকে বিদায় জানাতে বিশাল একদল মানুষ বের হয়েছিল। কিছুটা সামনে অগ্রসর হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তোমরা এখানেই দাঁড়াও। যদি কারোর বিশেষ কোনো কথা বলার থাকে তাহলে বল। আমি এগিয়ে গিয়ে মুসাফাহা করলাম, চুমু দিলাম। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন– তোমার বাবার নাম কী? আমি বললাম– মরহূম কারী...। নাম শুনতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে মুআনাকা করলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে আপনাকে বললেন– আমার ভাই মুহিউস সুন্নাহ! এ হল আমার এক বন্ধু— যে অত্যন্ত সুন্নাতানুসারী ছিল বরং সুন্নাতের জন্য জীবন উৎসর্গী ছিল— তার পুত্র। একে আপনার খেদমতে রাখবেন। এরপর নবীজী আল্লাহ হাফেয এবং শেষে আসসালামু আলাইকুম বলে বাহনে উঠে পড়লেন। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

শরীরে ভীষণ ঘাম ঝড়ছিল। হৃৎস্পন্দন খুব তীব্রভাবে হচ্ছিল। আনন্দ ও প্রফুল্লতা ছিল আশ্চর্যরকমের। এই স্বপ্নের পরেও প্রিয়নবীর আনন্দসংবাদের ফায়েযপূর্ণ সাক্ষাৎ বহুবার নসীব হয়েছে। সেই সকল সাক্ষাতের কারণে অধম বেশিভাগ সময় দুরূদ শরীফ পড়াতে ব্যস্ত থাকি। বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়ার কারণে এতে তো প্রিয়নবীর প্রতি মুহাব্বত খুব বেড়ে গেছে। দ্বিতীয়ত স্বপ্নযোগে এই সব সাক্ষাতও প্রচুর পরিমাণে হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। এই

www.islamfind.wordpress.com

হল আমার স্বপ্ন। মুনাসিব হলে তাবীর জানিয়ে গৌরবান্বিত করবেন। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে যিকিরের অযীফা দিবেন। দিলের মধ্যে যিকরুল্লাহর শওক খুব তীব্র। এতেই রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির ইয়াকীন আছে। যতই আগ্রহের কথা প্রকাশ করতে থাকব মনের গভীর থেকে কথা ততই বের হতে থাকবে। কিন্তু আল্লাহর যিকিরের অযীফা প্রদানের আবেদন আমি সেভাবে প্রকাশ করতে পারছি না, যা দ্বারা হযরতকে আমার দিলের মুহাব্বত বুঝাতে পারব। সুতরাং হযরত এই বেচারাকে ঐ সামান্য শব্দের আবেদন কবূল করেই দয়া করে যিকিরের তালীম করবেন। আল্লাহ আপনাকে প্রচুর উত্তম বিনিময় দান করুন। বেয়াদবি মেহেরবানী করে ক্ষমা করবেন।

বিশ্লেষণঃ নিদ্রা ও জাগরণের এই সকল হালতই মুবারক এবং সুসংবাদ আপনার জন্যও এবং যাদের দেখেছেন তাদের জন্যও। 'আল্লাহ তাআলা নেক লোকদের উসিলায় বদকারদেরও মাফ করে দেবেন' নিয়ম হিসাবে আমি অধমও তাদের অন্তর্ভূক্ত। আলহামদুলিল্লাহ আলা যালিক। বিস্তারিত তাবীরের এই জন্য প্রয়োজন নেই যে, স্বপ্ন একেবারেই স্পষ্ট। যে ব্যাখ্যাটি জানা জরুরি তা এই যে, ইনশাআল্লাহ সকলেরই সুন্নাত অনুসরণের বরকত (নিজের কল্যাণ এবং অন্যের কল্যাণ লাভের কারণ) লাভের সৌভাগ্য নসীব হবে। আপাতত আপনি কসদুস সাবীল থেকে অবসর আলেমের দস্তুরুল আমল শুরু করে তিনদিন পর হালাত জানাবেন। আমার মাওয়ায়েযও মুতাআলা করবেন। ইনশাআল্লাহ উপকার হবে।

***

হালঃ ২৭ রমযানুল মুবারকের রাত শবে কদর হওয়ার ভিত্তিতে রাতভর নফল নামায পড়ার ইচ্ছা। এশার নামায আদায় করার পর বাড়ি এলাম এবং ভেতরে ঢুকেই দরজার কাছেই যে খাট আছে সেখানে শুয়ে পড়লাম অল্প সময়ের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে গেল। রাত দুইটার সময় স্বপ্নে দেখি যে, আমি ভ্রমণ করতে করতে এমন একস্থানে পৌঁছলাম যেখানে শত শত মাইল লতাপাতা শূন্য মরুভূমিতে সুসজ্জিত কার্পেট বিছানো। মাঝামাঝিতে একটি টেবিলের উপর কাপড় পড়ে আছে। হাজার হাজার আল্লাহর বান্দা উত্তম পোশাক পরে সুগন্ধি মেখে আদবের সঙ্গে বসে আছে। অল্প কয়েকজন বুযুর্গ ব্যক্তি টেবিলের আশপাশে চেয়ারে বসে আছেন। ঐ টেবিলের উপর একটি দুই তিন গজ লম্বা এবং দেড়গজ চওড়া বোর্ড আছে। টেবিলের কাছে সাদা পোশাক ও আবা পরা পাগড়ি বাঁধা এক লোক দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে মুসাফাহা

www.islamfind.wordpress.com

করছেন। চেহারা সুবারক সূর্যের মতো উজ্জ্বল ও আলোকিত। তিনি বলছেন– আমি তোমাদের জোর তাগিদ দিয়ে বলছি হারাম থেকে দূরে থাক, হালালকে আঁকড়ে ধর। আমি দেখতে দেখতে সেই টেবিলের নিকটে পৌঁছলাম। আমি সালাম দিলাম তিনি জবাব দিলেন। আমি মুসাফাহার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালাম পরে তিনি মুআনাকাও করলেন এবং বললেন– খুব ভালো হল তুমি মুরীদ হয়ে যাও। আমি তোমাকে এমন এগারোটি বিষয় শিখিয়ে দিব যা শুধু তোমার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। অন্য কাউকে বলা হয় নি। আমি আদবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি চেয়ার বসার এজাযত দিলেন। আমি নিচে কার্পেটের উপর বসতে গেলে হুযূর বললেন– ওখানে নয় চেয়ারে বস। আমি শান্তি বজায় রেখে একটি খালি চেয়ারে বসে পড়লাম। মনে মনে খুব খুশি লাগছিল। টেবিলের উপর যে বোর্ড ছিল তার উপর সুন্দর হাতের লেখায় দেখলাম হাজার হাজার নাম। তার মধ্যে হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী এবং জনাব হাজী ইমদাদুল্লাহ ছাহেবের নাম, হাজী আশরাফ আলী ছাহেব এবং মৌলভী মুহাম্মাদ ইসহাক প্রমুখের নাম পড়তে পারলাম। আমি ঘার ঘুরিয়ে তাকাতেই মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব শৈশবে যাকে দেখেছিলাম, তাঁর যিয়ারত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল সম্ভবত এটা হাশরের ময়দান। আর ইনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর চেয়ারে টেবিলের কাছাকাছি বসা চারজন চার খলীফা। এবার অধমের দিলের মধ্যে এই খেয়াল পয়দা হল যে, তুই তো মুরীদ হয়েছিস, নবীজীর কাছে গোপন করা উচিত হবে না। আল্লাহর সন্ধানী হওয়া উচিত। এক দেড় ঘণ্টা পর নবীজী বললেন– উঠ, আমি নির্দেশ পালনার্থে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং মুসাফাহার জন্য হাত বাড়ালাম। মুসাফাহা মুআনাকা দুটোই হল। আমি বললাম– হুযূর সেই এগারোটি বিষয় বলে দিন। যেন আমল করতে পারি। আর হুযূর আমি মুরীদ তো হয়েছি আমাকে 'তালিবে মাওলা' বানিয়ে দিন। এ কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিলেন এবং বললেন তুই তো ... এর মুরীদ আর তুই... বেদআতীর মুরীদ। টেবিল থেকে ব্ল্যাকবোর্ড নিয়ে পেন্সিল দিয়ে আমার নাম পীর সাহেবের নাম কেটে দিলেন এবং বললেন– যা এখান থেকে। আমি বহু সাহস সঞ্চয় করে হাতজোড় করে বললাম যে, হুযূর! উনি তো বেদআতী নন। এ-কথা শুনে বললেন– সে বেদআতী তো বটেই বরং সে একজন মুশরিকও। আমি আবারও বিনীতভাবে বললাম– হুযূর আমি উনাকে কখনো শিরক করতে দেখি নি। তিনি বললেন– সে লোক দুনিয়াদার, তাযিয়া করে। মূর্তি অর্থাৎ কবরপূজারী। কবরে সেজদা করে। তুমি দেখ নি যে,

www.islamfind.wordpress.com

...অঞ্চলে লক্ষ্ণৌ জেলাতে নিজের পীরের কবরের সামনে মাথা নত করেছিল। তাছাড়া তোমাকে মদীনার দরবার থেকে মাহরূম রেখেছে।

(আমি ১৮৯৩ মুরীদ হয়েছি। ১৮৯৮ ইং পীর সাহেব খিলাফত দিয়েছেন। ১৯০০ইং তে এই ঘটনা ...স্থানে ঘটেছিল। আমার মুরীদ হওয়ার মোট ২৬ বা ২৭ বছরের দীর্ঘ সময়ে মাত্র একবার আমি কাওয়ালীর ওরশে শরীক হয়েছি।)

আমি যতই কান্নাকাটি করলাম, নবীজী আমার দিকে ফিরে তাকালেন না। অবশেষে বাধ্য হয়ে ছুটে গেলাম এবং নবীজীর পা মুবারক জড়িয়ে ধরলাম। তিনি ঝটকা দিয়ে জোরে লাথি মারলেন যা আমার পাঁজরে গিয়ে আঘাত করল এবং আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। শরীরে কাঁপুনি শুরু হল। ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ থেকে অশ্রুর ধারা প্রবাহমান ছিল, পাঁজরে ছিল ব্যথার অনুভূতি। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালাম। দরজায় আওয়াজ পেয়ে ভেতর থেকে খুলে দিল। পুত্র... এর কাছে পূর্ণ বৃত্তান্ত যা স্বপ্নে দেখেছি এবং যা হুযূরকে লিখেছি, সব খুলে বললাম। সকালবেলা পীর সাহেবকে লিখে জানালাম। পীর সাহেব নিজেই আমার বাড়িতে এসে গেলেন। তখন আবারও পূর্ণ স্বপ্নের বিবরণ তুলে ধরলাম। শুনে তিনি বললেন– এ বছর হজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর যেন কদমবুসি হাসিল করে দোষ-স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে পারি। আমি ঋণগ্রস্ত ও শূন্যহাত হওয়ার কারণে কোনো জবাব দিলাম না। স্বপ্ন দেখার পর থেকেই পীর সাহেবের উপর থেকে আমার মন সরে গেছে। আমি এখন হুযূরের প্রতি রুজু হচ্ছি, আমার এসলাহ প্রত্যাশা করছি। আমাকে নিজের খাদেমদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়ার জন্য আবেদন করছি। আমার আবেদন গৃহীত হলে মনে করব আমার সৌভাগ্য। জনাব পীর সাহেবের পক্ষ থেকে আমাকে যে খেলাফত দেওয়া হয়েছে যা আমি কোনোভাবেই কবূল করতাম না এবং আমি-এর যোগ্যও নই। উনার পীড়াপীড়ির কারণে নিরূপায় হয়ে কবূল করতে হয়েছিল। (নারী-পুরুষ মিলে ৫০-৬০ জন আমার কাছে মুরীদ হয়েছে। দুই চারজন ছাড়া প্রত্যেকেই নামাযী। মহিলারা বেশিরভাগ তাহাজ্জুদগুযার। শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী) এখন আমি রাত দিন কান্নাকাটি করছি যেন আল্লাহ তাআলা আপন ফযল ও দয়ায় হযরতের পূর্ণ অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমার প্রত্যাশা যে, হুযূরের মাধ্যমে আমার পূর্ণ এসলাহ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এই চিঠির জবাব আসার পর ইনশাআল্লাহ এক মাসের জন্য আমি হুযূরের কদমবুসির জন্য এসে যাবে। হুযূর যা বলবেন সেটাই পালন করব ইনশাআল্লাহ।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ স্বপ্নটি পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনামূলক। প্রিয়নবীর সুন্নাত পরিপন্থী পীরকে ত্যাগ করা এবং হকপন্থী পীরের প্রতি রুজু করা ওয়াজিব। আপনাকে তরীকতের তালীম দিতে আমার কোনোই আপত্তি নেই। আপনি মাসআলা-মাসায়িল, বেহেশতী জেওর এবং এসলাহুর রুসুম থেকে এবং অযীফা কসদুস সাবীল থেকে আর নসীহত আমার বিভিন্ন মাওয়ায়েযের কিতাব থেকে নিয়ে আমল শুরু করুন। বাকি থাকল বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ মশ্ওয়ারা সেটা সাক্ষাতের সময়ই পেশ করা হবে।

***

হালঃ রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরত আমার এখানে তাশরীফ এনেছেন। মাঝরাতে একটি কামরার বারান্দায় কয়েকজন দোস্ত-আহবাবের সঙ্গে বসে আছেন সেই সময় হযরতের সঙ্গে মুলাকাতের জন্য আমি হাজির হয়েছি। হযরতের চেহারার উজ্জ্বলতা দেখে আমি খুবই হয়রান হয়ে থাকলাম। হুযূরের সঙ্গে মুসাফাহা করার সময় আমি হুযূরের দস্ত মুবারকে চুমু খেলাম। এতে মনে হল হুযূর মনক্ষুন্ন হলেন। এরপর বললেন– বুঝি না লোকে মুসাফাহা করার সময় হাতে চুমু দেওয়াতে কী লাভ মনে করে? এতে আমি খুবই লজ্জা পেলাম। এর তাবীর কী হবে?

বিশ্লেষণঃ তাকাল্লুফ ত্যাগ করতে হবে। এটাই এর তাবীর। আর আসলেও হাতে চুমু দিলে আমার সঙ্কোচ হয়।

***

হালঃ আমি পর পর দুটো স্বপ্ন দেখেছি।

এক– দেখলাম একটি সুসজ্জিত ও আলিশান বাড়ি। যার প্রধান গেট অনেক উঁচু। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, সেটা হুযূরের বাড়ি। হুযূর বাহিরে বের হয়ে এলেন এবং এই গোলামকে সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

দুই– এক বিশাল ও প্রশান্ত ময়দান। গ্রীষ্মকাল। গরমের প্রচণ্ডতা একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ের। ময়দানে অসংখ্য মানুষের ভিড়। প্রচণ্ড গরমের কারণে সকলেই অস্থির। সেই ময়দানে হুযূরও উপস্থিত। এই গোলামও সেখানে আছি। হযরতের নিকট একটি সাধারণ চাদর আছে। চাদরটি অতি সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও এত তার চমক যে, তার উজ্জ্বলতার কারণে সেদিকে তাকালে

www.islamfind.wordpress.com

চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জনাব এই গোলামকে নিজের সেই চাদরের ছায়ায় ডেকে নিলেন। সেই ছায়ায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার আর কোনো গরম লাগল না।

বিশ্লেষণঃ আপনার আমার উভয়ের জন্য সুসংবাদ। ইনশাআল্লাহ দীন ও ঈমান নিয়ে মৃত্যু হবে।

***

হালঃ আজ সকালে কাজ করতে করতে শুয়ে পড়েছিলাম তখন স্বপ্নে দেখলাম হযরতকে— একদম কালো রঙের জামা ও পাগড়ি পরে আছেন আর পায়জামা সাদা। আর হযরতের অবস্থা ছিল 'মাজযূব'-এর মতো। এটা কী দেখলাম?

আর আমি নিজেকে এক স্বপ্নে দেখলাম শুধু লুঙ্গি পরে আছি আর সারা শরীর এবং পা একদম খোলা। কিছুই নেই গায়ে ও পায়ে।

বিশ্লেষণঃ পায়জামা হল 'জরুরি আমালে শরঈয়্যাহ' (শরীয়তের জরুরি আমলসমূহের) সূরত। যেমন বাস্তবে পায়জামা জরুরি ও অনিবার্য পোশাকের অন্তর্ভূক্ত। এর সম্পর্ক দুই পায়ের সঙ্গে। আর পা হল পথ চলার, রাস্তা অতিক্রম করার বিশেষ অঙ্গ। শরীয়তের আমলসমূহ হল তরীকতের বা আত্মাত্মিক পথে চলার প্রধান ও সারাংশ। জামা ও পাগড়ি হল শরীয়তের সেবামূলক কাইফিয়াতের অর্থাৎ প্রেম ও ইশ্‌ক–সূলভ রুচির ইঙ্গিতবাহী। যেমন বাস্তবে জামা ও পাগড়ি অতিরিক্ত পোশাক হিসাবে গণ্য। আর ঐ প্রেম ও ইশ্‌কসূলভ রুচির স্থান হল কলব ও দেমাগ বা হৃদয় ও মস্তিষ্ক আর এই দুটো অঙ্গই 'ফানা ও জযব'-এর স্থান। (ফানা আল্লাহতে বিলীন হওয়া, জয্‌ব আল্লাহর প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণের ফলে অন্য বিষয়ে অস্বাভাবিক হওয়া) আর এটাই জযবের সার নির্যাস। সুতরাং গোটা স্বপ্নের ইঙ্গিত আমল ও ইশকের এবং সুলুক ও জযব-এর প্রতি। পায়জামার শুভ্রতার মানে শরীয়তের শুভ্র নূর আর জামা ও পাগড়ির কৃতজ্ঞ হল 'ফানা'র নূর। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শরীয়তের সাদা নূর এবং ফানার কালো নূর উভয়ই দান করুন।

আপনার দেহ পোশাকমুক্ত মানে জাগতিক সম্পর্কমুক্ত হওয়া আর পায়জামা পরা অর্থ হল ওয়াজিব সম্পর্ক বজায় রাখা।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ ভীষণ অসুস্থতার মধ্যে কয়েকটি আশ্চর্য ও অস্বাভাবিক রকমের স্বপ্ন দেখেছি।

এক– মৌলভী... কে দেখলাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আপনাকে কোনো পয়গাম পৌঁছে দিলেন। যা এখন আমার পুরাপুরি স্মরণ নেই। যতদূর সম্ভব পয়গামটি ছিল এই যে, 'আমি তোমার সঙ্গে আছি।' এই পয়গামে হযরত যারপরনাই খুশি হলেন এবং আমাকে বললেন– এই মৌলভী বড় ভালো হালতে আছে। আমি আরজ করলাম– হযরত প্রকৃতই তরীকতের মধ্যে খুবই দূরদৃষ্টির অধিকারী। হযরত বললেন– ভালো হালত ছাড়া আরও ব্যাপার আছে— সে এমন যেন সে ফেরেশতা অথবা জান্নাতের মানুষ।

বিশ্লেষণঃ তুলনাটা (ফেরেশতা বা জান্নাতী) বিশেষগুণের ক্ষেত্রে। সেটা হল তার কলব একদম হিংসামুক্ত।

হালঃ এরপর হযরত বললেন– আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যে, আমার আহবাব ও দোস্তদের আহওয়াল ও মাকামাত যেন আমাকে দান করেন।

বিশ্লেষণঃ এখানে দুইটি বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। এক– আমার দোস্ত-আহবাবের আহওয়াল ও মাকামাতের সৌভাগ্য লাভ করা। দুই– আমার এই বিশ্বাস যে, আমি নিজেকে ঐ সকল কামালাত (বুযুর্গী) থেকে নিজেকে শূন্য মনে করি। আর বাস্তবেও আমি আমাকে ঐ রকমই ভাবি। আল্লাহ যেন সর্বদা আমার বিশ্বাস এমনই রাখেন। কেননা এটা 'কাঙ্ক্ষিত বিনয়'-এর একটি আছর বা আলামত। এই বিশ্বাস বাস্তবসম্মত হোক বা না হোক, সর্বাবস্থাতেই এটা এই কারণে উপকারী যে, এই বিশ্বাসের কারণে তলব বা আগ্রহ সৃষ্টি হয়— যা মাতলূব বা কাঙ্ক্ষিত।

হালঃ (এরপর ঐসব মাকামের ব্যাখ্যাও তুলে ধরেছিলাম— যা আমার মনে নেই।) কিন্তু আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটির জবাবে বলেছেন– জান্নাতে সবকিছু পেয়ে যাবেন।

বিশ্লেষণঃ ঐ বিশ্বাস যদি বাস্তবসম্মত হয় তাহলে বলতে হবে এই ওয়াদার মধ্যে 'দানের' সময় বর্ণনা করা হয়েছে। আর যদি বাস্তবসম্মত না হয় তাহলে এই ওয়াদার মধ্যে 'প্রকাশের' সময় বর্ণিত হয়েছে। আর যেহেতু উক্ত দানের প্রকৃত উদ্দেশ্যও উক্ত প্রকাশই। সুতরাং উভয়টির সার বক্তব্য অভিন্ন। আর

www.islamfind.wordpress.com

পদ্ধতির বিভিন্নতায় বান্দার কী দখল আছে? ভালো করে বোঝার চেষ্টা কর। কেননা এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইল্‌ম।

হালঃ পৃথিবীতে ঐটুকু তো পাওয়া যাবে যে, নিশ্চিন্তে রিযিক নিয়ে যাও।

বিশ্লেষণঃ এ কথাটি একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। 'নিশ্চিন্ততা'-র হাকীকত সেটাই থাকে— আল্লাহ তাআলা আয়াতের মধ্যে 'খাঁটিভাবে' (خَالِصَةً) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۭ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ

অর্থ– আপনি বলুন– আল্লাহর সাজ-সজ্জাকে— যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন- এসব নিয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন 'খাঁটিভাবে' তাদেরই জন্যে। –আল আরাফ : ৩২

এই 'খালেছাহ'-এর ব্যাখ্যা আমার বয়ানুল কুরআন তাফসীরে দেখা যেতে পারে। আর যদি অন্যান্য মুফাস্‌সিরের মতামত ও বক্তব্য দেখার পর আমার তাফসীর দেখা হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

'নিশ্চিন্ততা'র সেই ব্যাখ্যার আলোকে এই বিশাল সুসংবাদের গুরুত্ব ও ব্যাপকতা বোঝা যাবে। এ-হল আল্লাহর মহা অনুগ্রহ, এটা তাকেই দান করেন যাকে তিনি চান। যদিও আমি এর যোগ্য নই।

হালঃ অন্য একস্বপ্নে দেখলাম যে, মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রাহ.-এর যিয়ারত হল। তিনি এই অধমকে বলছেন– আমি তো মুজাদ্দিদ। হাজী ইমদাদুল্লাহ ছাহেব রাহ.-এর দিলটাও আমার মতোই ছিল। খুব সাদা এবং পরিচ্ছন্ন ছিল। এখন আবার মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেবের দিলটাও আমার মতোই। তার দিলের 'নূর' এবং 'উলূম' আমার মতোই। তাহলে তার 'উলূম' কেন লেখ না?

এখন আমি এরাদা করছি যে, যোহরের পর থেকে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই মালফূযাত শুনব এবং লিখব।

বিশ্লেষণঃ খুবই চমৎকার এরাদা। আর তুলনা করার কারণ হল আমার উলূম হক ও সত্য হওয়া আর সুন্নাত জিন্দাকারী হওয়া।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আরেকটি স্বপ্নে দেখলাম যে, এক মসজিদে কেউ ওয়াজ করছেন। ওয়াজের মাঝে তিনি বললেন– এই মুহূর্তে এই মজমাতে তিন ব্যক্তি নবী। তখন হযরতওয়ালা বললেন– আমি স্পষ্ট করেই বলে দিচ্ছি– আমি মূসা আর এ হল (আমার দিকে ইঙ্গিত করে) ঈসা। আর মৌলভী... ছাহেবের দিকে ইঙ্গিত করে তৃতীয় নবীর নাম বললেন– যা আমার মনে নেই।

বিশ্লেষণঃ বোঝাই যাচ্ছে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এই তুলনা করা হয়েছে। সম্ভবত সেই বৈশিষ্ট্যগুলো এই শানে মূসবী (মুসা আলাইহিস সালাম সূলভ আচার-আচরণ) আল্লাহ তাআলার ইশক ও মুহাব্বত— যার কারণেই তিনি বলেছিলেন 'প্রভু! আমাকে দেখা দাও', দীনের ব্যাপারগুলোকে যথার্থ রাখার ব্যাপারে তীব্রতা-আপসহীনতা— যেগুলো তাঁর জীবনের নানান কাহিনী থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। উক্ত ব্যাপারগুলোর বিদ্যমানতা 'তুলনীয়' (থানভী রাহ.)-এর মাঝে সম্ভবত অস্পষ্ট নয়।

শানে ঈসবী হল কোমলতা, সহনশীলতা এবং মূসা আলাইহিস সালামের প্রতিনিধিত্ব বিশেষত আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে। যে নবীর নাম ভুলে গেছেন সম্ভবত তিনি হারূন আলাইহিস সালাম। শানে হারূনী হল মুসা আলাইহিস সালামের প্রতিনিধিত্ব। বিশেষত কল্যাণকর উলূমের তাবলীগ বা প্রচার কাজে। শেষোক্ত দুই 'তুলনীয়' (মুশাব্বাহ) প্রথম 'তুলনীয়' (থানভী রাহ.)-এর সহায়তা করে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় তুলনীয় ব্যক্তি করছেন আত্মশুদ্ধির কাজে আর তৃতীয় তুলনীয় ব্যক্তি সহায়তা করছেন আমার মাওয়ায়েযের খিদমতের কাজে— যা সর্বসাধারণের জন্য বিশেষভাবে উপকারী। এটাই প্রমাণ তৃতীয় নবীর নাম নির্ধারণের। আর যদি এই তৃতীয় তুলনীয় ব্যক্তি শুধু সাময়িক হালতের হিসাবে সীমিত না হয় তাহলে বিচিত্র নয় যে, ভবিষ্যতেও তার দ্বারা এই মাওয়ায়েযের কাজ আরও বেশি প্রকাশ পাবে।

***

হালঃ একদিন স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি এক দোকানে বসে আছি। সেখানে থেকে উঠে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিমের দোকানে দুধ পান করতে গেলাম। তিনি প্রথমে এক কাপ দুধ পান করালেন। এত ভালো দুধ যে মনে হচ্ছিল পুরা দুধে শুধু ঘি আর ঘি। আজ পর্যন্ত পান করা তো দূরের কথা এত চমৎকার দুধ চোখেও দেখি নি। তিনি আরও এক কাপ দুধ দিলেন সেটাও পান করলাম। এরপর তৃতীয় কাপ দিলেন দুধের সর সেটাও খেয়ে ফেললাম।

www.islamfind.wordpress.com

এরপর দুটো সেদ্ধ ডিম দিলেন সে দুটোও খেয়ে শেষ করলাম। এখানের প্রচলিত মুদ্রার এক টাকা দিলাম। তিনি বললেন– তোমার জন্য বিশেষ ছাড় আছে। তিন-চার আনা হলেই হবে। কেননা তুমি মৌলভী... ছাহেবের পাঠানো মানুষ। অবশিষ্ট মূল্য তিনি ফেরত দিতে লাগলেন নিকেলের একটি আটআনা— যার উপর খোদাই করে আরবী হরফে কিছু লেখা ছিল। আরও দুটো ইঁটের মুদ্রা তাতেও ছিল আরবী লেখা। আমি ওজর প্রকাশ করে বললাম– আমাদের এখানে এই মুদ্রা চলবে না। এ-কথা শুনে তিনি এখানের প্রচলিত মুদ্রায় একটি আটআনা, দুইটি চারআনা এবং দুইটি দুইআনা দিলেন। মোট হল সোয়া টাকা। আমি তো তাজ্জব বনে গেলাম যে, এ কেমন কথা! দুধ, মালাই ও ডিম খেয়ে এক টাকা দিলাম আর ফেরত পেলাম এক টাকা চারআনা। খাওয়া-দাওয়া করে আরও চারআনা লাভ হল। দোকানদার বলতে লাগলেন– তোমার মূদ্রার এখানে এরকমই মূল্য। আমি তো দারুন খুশি!

বিশ্লেষণঃ অল্প সাধনায় বিশাল প্রতিদান পাওয়া বোঝা যাচ্ছে। পাশাপাশি ইশারা রয়েছে... মৌলভী ছাহেবের ভালো অবস্থার দিকে। আল্লাহ তাআলা দয়া ও অনুগ্রহ করুন। তাকেও এই খবর পৌঁছে দিবেন। তবে কখনো কখনো মস্তিষ্কের মধ্যে স্বপ্নের নাম-ধাম ইত্যাদি ওলট-পালট হয়ে যায়।

***

হালঃ একদিন তাহাজ্জুদের সময় স্বপ্নে দেখলাম, এক বুযুর্গ সম্মুখের মসজিদে যাচ্ছেন। সেখানে গিয়ে আযান দিলেন এবং হুযূরের নাম মুবারক এত মধুর সুরে উচ্চারণ করলেন যে, আমি অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে গেলাম। মনে চাইল যে, এই বুযুর্গকে কোথায় পাব? তার খিদমতে নিজেকে কুরবান করে দিই। এরই মধ্যে তিনি আমার নিকট তাশরীফ আনলেন এবং চৌকির উপর বসে কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন। তখনই ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানি না তিনি কোন্ বুযুর্গ!

বিশ্লেষণঃ যেই হোন না কেন, স্বপ্ন খুবই ভালো।

***

হালঃ আমি চাই যে, আমার দ্বারা যেন কোনো গুনাহ না হয়। এরই মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম হযরত আমাকে সর্তক করছেন। একটি স্বপ্নের কথা আমার মনে আছে। রাত প্রায় তিনটা হবে। আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরত হাজী সাহেব কেবলা হযরতের খানকার দিকে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন। আমিও পিছে

www.islamfind.wordpress.com

পিছে রওনা হলাম। হাজার হাজার মানুষ সঙ্গী হয়েছেন। হাজী সাহেব যখন বসে পড়লেন তখন আমি তাঁর সঙ্গে মুসাফাহা করে আবেদন জানালাম যে, আমাকে মুরীদ করে নিন। তিনি জবাব দিলেন তোমাকে মাওলানা (অর্থাৎ থানভী রাহ.) মুরীদ করবেন। অল্প সময় পরেই সেখানে আপনি তাশরীফ আনলেন এবং আমাকে চোখ দিয়ে ইশারা করলেন– স্বপ্নের মধ্যে আমি যার মর্ম এটাই বুঝলাম যে, আপনি আমাকে উঠাতে চাচ্ছেন। কিন্তু আমি এড়িয়ে গেলাম, উঠলাম না। এরপর আপনি আবারও জোরালো ইশারা করলেন তখন আমি উঠে সেখান থেকে সরে গেলাম। একটু পরে এক কামরায় একাকী বসে আছি আর আপনি পাশেই একটি পর্দার ভেতরে খানা খাচ্ছিলেন। পর্দার ভেতর থেকেই আপনি আমাকে একটি খানা দিলেন আমি সেটাকে এক কোণায় রেখে দিলাম। এরপর আমি আপনার জুতা সম্মুখে রাখলাম সেটা পায়ে দিয়ে আপনি আমার সামনে এলেন এবং বললেন– এখন নিরিবিলি আছে, যা বলতে চাও বলে ফেল। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম প্রথমে স্ত্রীর হালত বয়ান করব না কি নিজের হালত। অবশেষে নিজের হালত বর্ণনা করাই সঙ্গত মনে করলাম। বললাম– হযরত আমাকে মুরীদ করে নিন। আপনি অত্যন্ত নরম সূরে বললেন– তুমি হযরত শাইখুল হিন্দ-এর কাছে মুরীদ হয়ে যাও। আমি বললাম আমি তো তাঁর কাছে মুরীদ হতে চাই না। আমি চাই আপনার কাছেই মুরীদ হব। এরপর আপনি বললেন– মুরীদ করতে আমি অস্বীকার করছি না কিন্তু তোমার নফ্স ভালো নয়। ওখানে কঠোরতা কম আমার এখানে খুব বেশি। এ কারণে বলছি– ওখানে মুরীদ হয়ে যাও। আমি জবাব দিলাম– উনার তো ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তখন আপনি নীরব হয়ে গেলেন। এরপরই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘড়ি দেখলাম– রাত চারটা বাজে। তখন নিজেকে এত তিরষ্কার করলাম যে বলার মতো নয়। সেইদিন থেকে সীমাহীন নিয়মতান্ত্রিকতার সঙ্গে আমল করে যাচ্ছি কিন্তু দিলের হালত একই রকম।

বিশ্লেষণঃ গুনাহ ত্যাগ করার কোনো চিকিৎসা 'হিম্মত' ছাড়া নেই। হিম্মত করে ছেড়ে দিতে হবে। আল্লাহর আযাবের কথা চিন্তা করা— এটা 'হিম্মত'কে শক্তিশালী করে।

হালঃ জুমার রাতে দেখলাম ছোট্ট একটি কামরা। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। আমিও সেখানে আছি। তাঁর দস্ত মুবারকে কলম, সাদা কাগজ এবং সম্মুখে কালির দোয়াত রাখা

www.islamfind.wordpress.com

আছে। নবীজী এই অধমকে কাছে ডাকলেন। আমি নিকটে গিয়ে বসলাম। তিনি বললেন– লিখাও। বলেই তিনি লিখতে লাগলেন আমি লিখাতে লাগলাম। আমি মুনাজাতে মাকবূল থেকে একটি শের বলছি আর নবীজী সেটা লিখছেন। যখন লিখা শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি বলছেন– হাঁ, এরপর... আমি আবার অন্য শের বলছি। এভাবেই চলছে শের বলা এবং সেটা লেখার কাজ। যখন লিখার কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল তখন নবীজী কোথাও তাশরীফ নিয়ে গেলেন। আমি সেখানেই বসে রইলাম। যেই শের আমি বলেছি এবং নবীজী লিখেছেন সেটা সম্ভবত সপ্তম মনজিল। নবীজী কোথাও চলে যাওয়ার পর দুজন হিন্দু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এল। নবীজী যে ছোট চৌকিটির উপর বসেছিলেন এবং যেটার উপর একটি সাদা চাদর বিছানো, সেটা এখন খালি পড়ে আছে। সেখান থেকে আতরের এত চমৎকার সুগন্ধি পাওয়া যাচ্ছে যে, মস্তিষ্ক পর্যন্ত সুঘ্রাণ হয়ে যাচ্ছে। আমি সেখানেই পায়চারি করছিলাম। নবীজীর ইন্তেযার করছিলাম। যে দুজন হিন্দু সাক্ষাৎপ্রার্থী এসেছে আমি তাদের বসতে বলব এমন ভাবছিলাম। ইচ্ছা হল ঐ চৌকির উপরই বসতে বলি, যেটাতে নবীজী বসেছিলেন। কিন্তু কেউ একজন বাধা দিয়ে বললেন– এখানে তাদের বসতে দিও না। কেননা এখানে নবীজী বসবেন। অবশ্য এটা খুব ছোট। এখান থেকে চাদর উঠিয়ে ওদেরকে বসতে দিতে পার। আর সুন্দর একটি খাট নবীজীর জন্য বিছিয়ে রাখ। এবং সেখানে এই চৌকির চারদটি বিছাও। আমি বিবিকে বললাম– ভালো কোনো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খাট আছে কি যেটা প্রিয়নবীর বসার জন্য বিছাব? ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বিশ্লেষণঃ মুবারক স্বপ্ন। আপনার জন্যও আনন্দ সংবাদ আর মুনাজাতে মাকবূল মকবূল হওয়ার প্রতিও ইঙ্গিতবাহী। হিন্দুদেরকে বসানোর ইচ্ছা হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত সেই ইচ্ছার উপর আমল না করা— এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবত কোনো রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের অনুসরণ করার ইচ্ছা হয়েছিল পরে সেটার উপর আমল করা হয় নি।

***

হালঃ নামাযের জামাত ত্যাগ করার ব্যাপারে আমার খুব ভয় ছিল। কিন্তু ইমাম সাহেব শরীয়তের বরখেলাফ চলার কারণে আমি তার পিছনে নামায আদায় করি না। জুমার রাতে আমি এস্তেখারার নিয়তে দুই রাকাত নামায পড়ে সেজদায় গিয়ে আল্লাহর কাছে খুব কাঁদলাম। কান্নাকাটি করে বললাম–

www.islamfind.wordpress.com

হে আল্লাহ! এই বিষয়ে কোনো জবাব আমি আমার মুর্শিদের নিকট থেকে পাই নি এবং নামাযের জামাত ত্যাগ করার কারণে আমি তোমাকে ভীষণ ভয় পাচ্ছি। এইসব ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে গিয়েছি। স্বপ্নে দেখি যে, বিশাল একটি বাড়ি, তার মধ্যে নূরানী চেহারার এক লোক বসা আছেন। তার আশপাশে অসংখ্য মানুষ। আমি তাদের কাছে জানতে চাইলাম– ইনি কে? তারা জবাব দিল যে, এই ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দাতা। তখন সেই সমস্যার কথাই আমার মনে পড়ল। আমি তার কাছে গিয়ে সালাম দিলাম, তিনি খুব খুশি হয়ে জবাব দিলেন এবং বললেন– বস। আমি তাঁর সঙ্গে মুসাফাহা করে তার পাশে বসে পড়লাম। আমি বললাম হযরত আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। তিনি বললেন– জিজ্ঞাসা করো, আমি তো জবাব দেওয়ার জন্যই বসে আছি। আমি বললাম– আমি গ্রামে বসবাস করি। জুমার নামায আমি কারবার বন্ধ করে রাজপুরা উপশহরে গিয়ে পড়ে আসি আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিজ গ্রামে এসে জামাত থেকে পৃথক একাকী আদায় করে থাকি। এর কারণ এই যে, যেই গ্রামে আমি থাকি সেখানের ইমাম সাহেব জমিন বন্ধক রাখেন। তিনি মাসআলা-মাসায়িলও ভালোই জানেন। আমি তাকে বললাম– আপনি ইমামতি করেন আবার জমিন বন্ধক রাখেন এটা তো ঠিক নয়। আপনি জমিন বন্ধক রাখার কারবার ছেড়ে দিন, নইলে আপনার পিছনে নামায পড়া যাবে না। আপনার ইমামতি করা মাকরূহ তাহরীমী। তিনি স্বীকার করে নিয়ে বললেন– নিঃসন্দেহে এ-কথা সঠিক কিন্তু এটা হল আল্লাহর হক। আল্লাহ গাফুরুর রাহীম। আল্লাহ মাফ করে দিবেন। আপনি আমার পিছে নামায আদায় করতে থাকুন। যে গুনাহ হবে সেটা আমার হবে, আমার দায়িত্বে থাকবে। আপনার কিছুই হবে না। আমার এই বিবরণ শোনার পর নূরানী চেহারার ঐ ব্যক্তি বললেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে এমন নির্ভিক ও দুঃসাহসী এবং জেনে-বুঝে গুনাহকারী; সেই ব্যক্তির ইমামতি সহীহ নয়। তুমি পৃথকভাবেই তোমার নামায পড়তে থাক। এই রকম হালতে এবং এই রকম ইমামের জামাত তরক করলে জামাত তরকের গুনাহ হবে না। এই অবস্থায় জামাত মাফ হয়ে যায়। এই রকম জামাতের চেয়ে পৃথক পড়াই উত্তম। এবার আমি যখন ভালো করে লক্ষ্য করলাম দেখি তাকে হুবহু আপনার মতো একদম আপনার চেহারার মনে হচ্ছে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ঐ ব্যক্তির দ্বারা দীনী কল্যাণ লাভ হবে— তারই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে এটা ভাববেন না যে, এটা আমার জানা মতে ঘটেছে। এর কিছুই আমার জানা নেই।

***

হালঃ অধম এক স্বপ্নে দেখেছে যে, ময়দানের মতো প্রশস্ত এক স্থানে বিছানা বিছানো রয়েছে। মাঝখানে বসে আছেন শাইখুল আরব ওয়াল আজম হাজী সাহেব রাহ., তাঁর দুপাশে রয়েছেন আরও দুই ব্যক্তি। হযরত হাজী সাহেবের দৈহিক গঠন লাগছে কিছুটা মাওলানা মুহাম্মাদ আলী সাহেব মুঙ্গেরী রাহ.-এর মতো। গায়ের জামা হাঁটুর কিছুটা নিচ পর্যন্ত। দুই পায়ের নলা অর্ধেকটা (নিছফে ছাক) খোলা। পায়জামা সাদা আর হুযূরের মতো টুপি পরা। আমি অধম কাছে গিয়ে সালাম দিলাম। ডানে বামে যারা বসা ছিলেন জিজ্ঞাসা করলেন– হযরত এটা কে? হযরত হাজী সাহেব ইরশাদ করলেন– এই ব্যক্তি আমার আশরাফ আলী সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। এ-কথা তিনি এমন খুশির সঙ্গে বললেন যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ঐ দুজনের একজন আরজ করলেন যে, হযরত! আপনি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীকে খুবই মুহাব্বত করেন? এ-কথা শুনে হাজী সাহেবের মধ্যে মাজযূবের মতো হালত এসে গেল এবং তিনি জবাব দিলেন– আমি মুহাব্বত করি, আমি মুহাব্বত করি, আমি মুহাব্বত করি। আরও বললেন– তাকে তো আল্লাহ তাআলাও মুহাব্বত করেন। এ-কথা শুনে ঐ ব্যক্তি বললেন– হযরত মাওলানার খেদমতে দীন তো সেইরকমই যেমন আপনি বললেন কিন্তু বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী? তিনি বললেন– বৈশিষ্ট এই যে, যখন তিনি সেজদায় গিয়ে বলেন– سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى তখন তার প্রত্যেক তাসবীহের জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেন– لَبَّيْكَ يَا عَبْدِيْ আমি হাজির হে আমার বান্দা। তার কোনো তাসবীহ, কোনো সেজদা এমন নেই যেখানে আল্লাহ তাআলার এই ঘোষণা হয় না। তিনি তো এমন ব্যক্তি যাকে আমি আল্লাহর দরবারে ইনশাআল্লাহ পেশ করে বলব যে, আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা আশরাফ আলীও আমার প্রতি নেক ধারণা পোষণ করে। এসব কথা শুনে ঐ দুই ব্যক্তি যেন মাজযূবের হালতে পৌঁছে গেলেন আর আমার আনন্দ ও খুশির কথা কী বলব! এরপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। মেহেরবানী করে স্বপ্নের তাবীর জানালে উপকৃত হব। হুযূর এই অধমের জন্য দুআ করবেন যেন আল্লাহ তাআলা এই অধমকেও হুযূরের এত্তেবা ও অনুসরণের তাওফীক নসীব করেন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ তাবীরের কী প্রয়োজন। স্বপ্নটি নিজেই নিজের ব্যাখ্যা প্রকাশ করে দিচ্ছে। সুস্পষ্ট সুসংবাদ জানাচ্ছে। তবে এটা ভিন্ন ব্যাপার যে, এই সুসংবাদ বর্তমান হিসাবে না ভবিষ্যত অর্থাৎ পরকাল হিসাবে? ভবিষ্যতের হিসাবে হলেও এক সময় তো সেটাও বর্তমান হয়েই যাবে। আল্লাহ তাআলা আপনাকে, আমাকে এই নেক স্বপ্নের বারাকাত নসীব করে দিন।

***

হালঃ স্বপ্নে আমার দুটি ব্যাপার ঘটেছে যাতে মনের মধ্যে ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে। মনে হচ্ছে যে, হয়তো এটা আমার অশুভ পরিণতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। যদি আমার এই দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী সঠিক হয় তাহলে হুযুর মেহেরবানী করে এ থেকে বাঁচার উপায় বলে দিবেন যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করে ক্ষতিপূরণ করতে পারি।

এক– এক অজানা অচেনা লোক যাকে মনে হচ্ছিল হিন্দু চামার গোষ্ঠীর মানুষ। সে রাতের বেলা একটি মেয়েকে আমার বাড়িতে ঘুমানোর জন্য পাঠাল। এক সময় তার উপর আমার দৃষ্টি পড়ায় নফ্সের মধ্যে বদ খাহেশ জেগে উঠল। মিলনের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় প্রবেশের পূর্বেই পতন হয়ে গেল। আমি গোসল সেরে নিলাম।

দুই– নিজেকে এমনস্থানে দেখতে পেলাম যেখানে কয়েকজন মুসাফির-মেহমানের সামান রাখা ছিল। তালার চাবি হারিয়ে গিয়েছিল। তালাশ করতে করতে এত সময় ব্যয় হল যে, সূর্যোদয় ঘটে গেল এবং ফজরের নামায কাযা হয়ে গেল।

এগুলোই আমার স্বপ্নের কাহিনী। শেষ রাতে যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন দিলের মধ্যে ভীষণ পেরেশানী ছিল। আর বাস্তবেও দেখলাম যে, আমার স্বপ্নদোষ হয়ে গেছে। তবে আল্লাহর মেহেরবানী বাস্তবে নামায কাযা হয় নি। বরং অর্থাৎ সেরে জামাতের সঙ্গেই ফজর আদায় হয়েছে।

বিশ্লেষণঃ বাস্তবজ্ঞানীদের কথা থেকে জানা যায় যে, কখনো কখনো কোনো গুনাহের কাজ কোনো ব্যক্তির মুকাদ্দার (ভাগ্যের লিখন) হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা আপন দয়াগুণে সেই গুনাহের কাজকে জাগ্রত অবস্থা থেকে সরিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় নিয়ে যান। সুতরাং এই ধরনের স্বপ্নে খুশি হওয়া উচিত যে, আল্লাহ তাআলা জাগ্রত অবস্থায় এই গুনাহের কাজ থেকে মাহফূয (নিরাপদ)

www.islamfind.wordpress.com

রেখেছেন। আর স্বপ্নের ঘটনা নিয়ে পেরেশান হওয়ার কী আছে? ঘুমের মধ্যে তো মানুষ মুকাল্লাফই নয়। ঘুমের মধ্যে আহকামে শরীয়ত পালনে বাধ্য নয়।

***

হালঃ একবার স্বপ্নে হযরত ইমামে যামান হাজী সাহেব রাহ.-এর যিয়ারত নসীব হল। (কলবের মধ্যে এটাই অনুভূত হল যে, উনি হাজী সাহেব। সাদা ও কালো লম্বা দাড়ি, চিকন-পাতলা ও দীর্ঘদেহ শ্যামলা রঙ।) তিনি খানকাওয়ালাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কয়েকজনের যিকির শুনলেন। পরীক্ষার্থী কারা কারা ছিলেন সেটা স্মরণ নেই। তবে তাদেরই একজন ছিলাম আমি। আমাকে হাজী সাহেব বললেন– নফী-ইসবাতের যিকির করে দেখাও। আমি অধম লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু–এর মধ্যে ঘাড়কে বৃত্তাকারে ডানদিকে নিয়ে নিয়মমতো আদায় করলাম। তিনি বললেন– এই সময়ের মধ্যে তো তুমি কয়েকবার যিকির করতে পারতে। তাতে তোমার উন্নতি বেশি হত। একবারের মধ্যে এত দেরি করে কেন নিজের লোকসান করছ?

বিশ্লেষণঃ এটা একেবারে ঠিক সেই রূচির কথা যা বারবার আমি প্রকাশ করে থাকি। আমি বিভিন্ন সময় বলি যে, আসল মাসূদ বা মূল লক্ষ্য আমল। অন্য সব কয়েদ জেহের, যরব) অতিরিক্ত— যেগুলোর দিকে আমলের চেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়।

হালঃ একবার যিকিরের পর তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে এত বড় দরিয়া দেখতে পেলাম যে, অতবড় দরিয়া আজ পর্যন্ত চোখে দেখি নি। তাতে পানি ছিল একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ কিন্তু কোনো ঢেউ ছিল না। ছিল একদম শান্ত। তার ভিতর দিয়ে আমি নির্বিঘ্নে হেঁটে যাচ্ছি।

বিশ্লেষণঃ তরীকতের অনেক জ্ঞানীরা দরিয়াকে তরীকতের রূপক প্রতিকৃতি (সূরতে মেছালিয়া) বলে থাকেন। (সূরা বনী ইসরাইল ৭০ নং আয়াত অর্থ–) 'আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি।' আয়াতকেও তারা এই অর্থেই ব্যবহৃত বলে দাবি করেন।

***

আলমে মেছালের কাশ্‌ফ (রূপকজগতের অবস্থা উন্মোচন)

(এখানে বর্ণিত হালতগুলো একজন বাঙ্গালী যাকের– যিনি থানভী রাহ.-এর দরবার থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত। মাঝে মাঝে মৌখিকভাবে বর্ণনা করেছেন

www.islamfind.wordpress.com

এবং মৌখিক জবাব শুনে পরে সেই সব প্রশ্ন ও উত্তর নিজের ভাষায় সংরক্ষণ করেছেন। জরুরি সংশোধনের পর সেগুলো নিচে তুলে ধরা হল।)

হালঃ ফজর নামাযের পর যখন আমি যিকির করতে লাগলাম তখন দেখতে পেলাম আসমান এবং তারা। আরও নজরে পড়ল একটি দরিয়া এবং দরিয়ার মধ্যে মনে হল উজ্জ্বল একটি নূর চমকাচ্ছে। এরপর এগুলো আমার ডানদিকে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। বামদিক থেকে একটি কাল রঙ্গের মেঘ সম্মুখে এল এবং বামদিকে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। ডানদিক থেকে সেই দরিয়া ও নূর আবার সামনে এল আবার ডানদিকে সরে গেল আবার বামদিকে সেই কাল রং সামনে এল আবার বামদিকে সরে গেল। আবার ডানদিকে থেকে সেই দরিয়া ও নূর সামনে এসে গোপন হয়ে গেল। এরপর সোনালী পোশাক পরা অত্যন্ত সুন্দর চেহারার একজন মানুষের আকৃতি দেখতে পেলাম।

বিশ্লেষণঃ তাসাওউফশাস্ত্রে এই রকম দেখতে পাওয়াকে 'কাশ্‌ফ' বলে। আপনি যা দেখেছেন সেটা আলমে মেছাল বা রূপকজগত। আর মানুষের যে আকৃতি দেখেছেন সেটা হল নেক আমল বা আমালে হাসানা। কেয়ামতের দিনেও আমলের আকৃতি দেখা যাবে।

হালঃ ফজরের পরে যখন যিকির করতে লাগলাম তখন একটি দরিয়া চোখে পড়ল তার মধ্যে একটি নূরকে চলমান দেখতে পেলাম। তার কিনারে দেখলাম আমার বুক বরাবর উঁচু একটি দেওয়াল। দেওয়ালের পাশে রাস্তা। রাস্তা দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছি ঐ নূরও চলছে এবং নূর আমার আগে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করছে কিন্তু যেতে পারছে না।

বিশ্লেষণঃ আমল দুই প্রকারের হয়। এক– শারীরিক। দুই– আত্মিক (রূহানী)। এই যে দরিয়া দেখছেন সেটা আলমে মালাকূত বা ঊর্ধ্বজগত আর নূর-এর চলমান হওয়া, সঙ্গে যাওয়া এটা রূহানী আমল। আপনার হেঁটে যাওয়া এটা বদনী (শারীরিক) আমল। অর্থাৎ আপনার আমল জাহেরী-বাতেনী দুটোই ভারসাম্যের উপর থাকবে। শিথিলতা ও বাড়াবাড়ি হবে না।

হালঃ অনেক উপরে আসমানের কিনারে এক ব্যক্তির সূরত— মাথা থেকে পা পর্যন্ত নূর আর নূর দেখতে পেলাম। আমার মনে উদয় হল যে, এই ব্যক্তি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম।

www.islamfind.wordpress.com

তাহাজ্জুদের পর যখন যিকির করতে লাগলাম, সেই সময় ঐ বিষয়টি আবার মনে পড়ল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার দিলের মধ্যে এল্‌কা (এলহাম প্রক্ষেপণ) হল যে, ঈসা আলাইহিস সালাম দাঁড়িয়ে পৃথিবীতে নেমে আসার জন্য আল্লাহর হুকুমের এন্তেযার করছেন।

বিশ্লেষণঃ মনে হচ্ছে কিয়ামত খুবই নিকটবর্তী। যা বিভিন্ন আলামত দ্বারাও বোঝা যাচ্ছে। আর ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে আপনার নিসবত (সম্পর্ক) আছে। অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামের মধ্যে যুহুদ ও তাওয়াক্কুল (নির্মোহতা ও ভরসা) সিফাত দুটো ছিল প্রবল। ইনশাআল্লাহ আপনার মধ্যেও এই সিফাতদুটো হবে প্রবল।

হালঃ ফজরের নামাযের পর যখন যিকির করছিলাম তখন এমন এক রাস্তা দেখতে পেলাম যার দুই পাশে স্বর্ণের নকশা করা দেওয়াল এবং কিছুটা সামনে অগ্রসর হয়ে চার-পাঁচ তাকওয়ালা সোনার নকশা করা একটি মিনার দেখতে পেলাম।

বিশ্লেষণঃ এটা হল সিরাতে মুস্তাকীম।

হালঃ এরপর দেখলাম অনেক লম্বা চওড়া একটি দেওয়াল যার মাঝখানে চাঁদের মতো গোল বা বৃত্ত– যাতে চার-পাঁচ রকমের রঙ দ্বারা নকশা করা হয়েছে। এর সামনে রয়েছে চাঁদির নকশা অঙ্কিত একটি সিংহাসন, তার উপর রয়েছে ছাদ।

বিশ্লেষণঃ এই যে চিত্রটি দেখেছেন এটা হল আরশের রূপক প্রতিকৃতি বা সূরতে মেছালিয়্যা।

হালঃ ফজরের পর যখন আমি যিকির করতে লাগলাম তখন উঠান বিশিষ্ট একটি দুইতলা ভবন দেখতে পেলাম। উঠানের মধ্যে চাঁদির নক্‌শা অঙ্কিত খুবই মূলবান ও চমৎকার বিছানা বিছিয়ে রাখা হয়েছে। ঐ ভবনে রয়েছে সাত আটটি কামরা। আমি সর্বডানের কামরায় প্রবেশ করলাম। দেখি যে, কামরার দেওয়াল উজ্জ্বল চাঁদি দ্বারা বিভিন্ন রকম নক্‌শা অঙ্কিত এবং তার মধ্যে উন্নতমানের রেশমী পোশাক ও বিছানা সাজানো রয়েছে। এরপর মাঝের এক কামরায় প্রবেশ করলাম। সেখানে দেখলাম নানা প্রকার ও নানা বর্ণের মর্মর পাথর দ্বারা নির্মিত হয়েছে তার দেওয়াল। কামরার মধ্যে স্বর্ণের তৈরি একটি চেয়ার। এরপর প্রবেশ করলাম সর্ব-বামদিকের এক কামরায়। এখানেও দেখলাম পূর্ববর্তী কামরাগুলোর মতোই সজ্জা ও অঙ্কন। এই ভবনের চতুর্দিকে

www.islamfind.wordpress.com

রয়েছে বাগান। বাগানে আছে সবুজ-শ্যামল অনেক গাছ। এরপর দেখলাম অনেক দরজাওয়ালা একটি ঘর। এর দেওয়ালেও লাগানো হয়েছে নানা বর্ণের মর্মর পাথর। প্রত্যেক দরজার পিছনে দেখলাম একটি করে বাগান। এরপর দেখলাম একটি সাদা মর্মর পাথরের তৈরি ভবন। আমার মনে হল এখানে বাগানের মালি থাকেন। এরপর পূর্ণিমা চাঁদের মতো একটি ঝলমলে নূর দেখতে পেলাম, তার মধ্যে দেখা গেল আমার আকৃতি। এরপর অনেক বড় একটি মসজিদ নজরে পড়ল— যার দেওয়ালগুলোতে চাঁদির নক্‌শা অঙ্কিত এবং মর্মর পাথর সজ্জিত।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সব জান্নাত সম্পর্কিত মুকাশাফাত। ইনশাআল্লাহ আপনার জান্নাত নসীব হবে।

প্রশ্ন ঃ এই যে মুকাশাফাত হয় এতে কি হুবহু বস্তুসমূহ স্বশরীরে প্রতিভাত হয় না কি সেগুলোর ছবি বা প্রতিকৃতি?

জবাব ঃ বস্তুসমূহের প্রতিকৃতি। তবে বেশিরভাগ সময় বাস্তবের সঙ্গে সেগুলোর পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে।

হালঃ ফজরের নামাযের পর যখন যিকির করতে বসলাম, তখন বিশাল বড় একটি ময়দান— যার মধ্যখানে অনেক বড় একটি কেল্লা দেখতে পেলাম। যার চারপাশের দেওয়ালে দামি মর্মর পাথর সজ্জিত। এরপর অনেক উপরে আসমানের নিকটবর্তী এক ব্যক্তির সূরত দেখলাম যার মুখে রয়েছে শিঙ্গা।

বিশ্লেষণঃ এই ব্যক্তি ইসরাফীল আলাইহিস সালাম। এই ধরনের কাশ্‌ফ দ্বারা আকীদা-বিশ্বাসে বিশেষ শক্তি অর্জিত হয়।

হালঃ ফজরের নামায আদায়ের পর যিকির করতে বসলাম তখন আমার সামনে দেখলাম একটি দরিয়া যার কূলে রয়েছে এমন গাঢ় কালো রঙের পাহাড় যার কারণে দরিয়ার পানিও মনে হচ্ছে কালো। এরপর দেখলাম আমার সম্মুখে একটি পর্দা— যাতে চার-পাঁচ রকমের রঙ দ্বারা বিভিন্ন নক্‌শা অঙ্কিত, যা খুবই চমকদার এবং আনন্দদায়ক। এরই পিছনে রয়েছে একটি নূর যার রোশনী বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত করে রেখেছে। এরপর দেখলাম আমার সম্মুখে একটি নূর, আমি সেদিকে তাকিয়ে থাকলাম হঠাৎ আমার জ্ঞান লোপ পেল এবং অল্পক্ষণ পরেই হুঁশ ফিরে পেলাম। দেখলাম সেটাও উধাও হয়ে গেছে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ঐ পাহাড় হল জড়জগত আর দরিয়া উর্ধ্বজগত। সেদিকে কখনোই মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। যদিও এটা হালতে মাহমূদাহ– প্রশংসনীয় অবস্থা তথাপিও এগুলোকে 'মাকসূদ' বা লক্ষ্য মনে করা ক্ষতিকর। কেননা যদি ঐদিকে মনোযোগ প্রদান করেন তাহলে 'তাওয়াক্কুল ইলাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ থেকে মাহরূম থাকবেন। এর দৃষ্টান্ত এরকম যে, শিশু বা অল্পবুদ্ধির বালকদেরকে মাদরাসায় পড়ার জন্য যখন পাঠানো হয় তখন তাদের অভিভাবকেরা কখনো মিষ্টি কখনো ভালো পোশাক, খেলনা ইত্যাদি কিনে দেয় যেন এরা ভালোভাবে মন দিয়ে পড়াশোনা করে। দুষ্টুমি এবং কামাই না করে। অথচ এই সব জিনিস কোনোটাই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ইলমের মজা সম্পর্কে যে অজ্ঞ তাকে ইলম অর্জনে উৎসাহিত করার জন্য এইরূপ করা হয়। একইভাবে আল্লাহ তাআলা এই সব হালত জাহের করে দেন যেন এর মাধ্যমে দিলের মধ্যে প্রফুল্লতা তৈরি হলে যিকির ও শোগল আরও বেশি মন লাগিয়ে করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এগুলো মাকসূদ নয়। মাকসূদ তো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও মুহাব্বত লাভ করা।

প্রশ্ন ঃ নাসূত ও মালাকূত কাকে বলে?

জবাব ঃ 'নাসূত' (ناسوت) শব্দটি (نَاسٌ) (মানুষ) শব্দ থেকে আর মালাকূত (مَلَكُوْتٌ) শব্দটি মালাকুন (ফেরেশতা) শব্দ থেকে গঠিত। নাসূত মানে দৃশ্যজগত আর মালাকূত মানে অদৃশ্যজগত। নাসূত বা দৃশ্যজগত মানুষ বসবাসের স্থান আর মালাকূত বা অদৃশ্যজগত ফেরেশতাদের বাসস্থান।

হালঃ ফজরের নামাযের পর যখন আমি যিকির করছিলাম তখন আসমানের এক কোণে একটি এমন সবুজ রঙ দেখলাম যার আলো বহুদূর সীমা পর্যন্ত আলোকিত করে তুলছিল।

আমার চতুর্দিকে অনেক উজ্জ্বল আলো এবং আমার বুকের মধ্যে একটি আলো দেখতে পেলাম। ধীরে ধীরে চতুর্দিকের আলো আমার বুকের মধ্যের আলোর সঙ্গে মিলে গেল। এরপর আমি অনুভূতিশূন্য হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। যখন জ্ঞান ফিরে আসতে লাগল তখন সীনার মধ্যে একটি নূর বিজলীর মতো চমকাচ্ছিল দেখতে পেলাম।

বিশ্লেষণঃ সবুজ রঙের নূর হল জান্নাতের সূরত। চতুর্দিকের যে আনওয়ার-নূর দেখেছেন সেগুলো মামূলাত। আর সীনার মধ্যে যে নূর দেখেছেন সেটা

www.islamfind.wordpress.com

আমাল। এই দুটোর মিলে যাওয়া কবুলিয়াতের আলামত ও আছার। বিজলীর মতো আলো— এটা হল চিশ্‌তিয়া তরীকার নিসবত এবং এর আছর।

হালঃ অন্য একদিন যিকির করার সময় অনেক উপরে আসমানে নিকটে এক সুন্দরী নারী দেখলাম। যার চেহারা চাঁদের মতো উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছিল আর পোশাক ছিল চাঁদির।

বিশ্লেষণঃ এটা দেখেছেন জান্নাতের হূর।

হালঃ ফজরের নামাযের পর আমি যিকির করতে লাগলাম তখন আমার নজরে পড়ল একটি কেল্লা— যার চতুর্দিকের দেওয়াল স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত। তারমধ্যে সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম নক্‌শা আঁকানো। তার মাঝে ধোঁয়া উড়ছে বলে মনে হয়। এরপর আমার সামনে দেখতে পেলাম চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারার এক নারী যার শরীর ছিল স্বর্ণের বহু অলঙ্কারে সুসজ্জিত। এরপর বহুদূর আসমানের কিণারায় দেখলাম সবুজ রঙ যার মধ্যে খুব উজ্জ্বল এক নূর ছিল। এরপর হঠাৎ চার-পাঁচ রকম রঙ বিশিষ্ট অতি উজ্জ্বল একটি নূর এসে আমার বুকের মধ্যে মিশে গেল। তখন আমার কলবের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হল।

বিশ্লেষণঃ যে কেল্লা দেখেছেন সেটা আলমে বরযখ। তার মাঝে ধোঁয়ার মতো যেটা দেখতে পেয়েছেন সেটা হল 'ফানা'-এর স্তর। নারীর যে সূরত দেখেছেন সেটা রূহ। অধিক যিকিরের কারণে মাহবূবিয়্যাতের প্রবলতায় রূহ নারীর আকৃতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

হালঃ আজ তিনদিন হল যিকির করছি কিন্তু যিকিরের কোনো আছর-প্রভাব বুঝতে পারছি না। পূর্বে যেমন যিকির করলে শরীরে উষ্ণতা থাকত। সর্বদা তাঁর স্মরণেই সময় কাটত। এ জাতীয় কোনো কিছু এখন হচ্ছে না। তবে এটা মনে হচ্ছে যে, সারাক্ষণ পুরা শরীরের মধ্যে আন্দোলন চলছে। এছাড়া কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার সময় যখন আযাব অথবা দোযখের আলোচনা আসে তখন কলবের মধ্যে আঘাত লাগে, আফসোস ও কষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু ঝরতে শুরু করে।

বিশ্লেষণঃ যিকিরের কারণে দুই ধরনের অবস্থা হয়ে থাকে। এক হল– 'কবয' দুই 'বাস্‌ত'। আপনার বর্তমানে চলছে কবযের হালত। এতেও আছে কল্যাণ। কেননা যদি সর্বদা একই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে না থাকবে মজা আর না জানা যাবে এর হাকীকত। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে কখনো রাখেন কবয-এর হালতে আবার কখনো বাসত-এর হালতে। যেন

www.islamfind.wordpress.com

বাস্ত-এর মজা উপলব্ধি করতে পারে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি জীবনে কখনো তিক্ত বস্তু না খেয়ে থাকে তবে সে কখনো মিষ্টি জিনিসের মজাও বুঝবে না এবং কখনোই মিষ্টির হাকীকত অনুধাবন করতে পারবে না। কেননা মূলনীতি আছে– اَلْأَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِاَضْدَادِهَا বস্তুর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় বিপরীত বস্তু দ্বারা। তবে আঘাত লাগা, কষ্ট ও আফসোস হওয়া এটা উন্নত হালত, বিরাট মুজাহাদা।

***

হালঃ তাহাজ্জুদের পর যিকির করার সময় খুব সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও সাদা ধবধবে এক নারী চোখে পড়ল। একটি কবর দেখলাম যেখানে চেহারা ও কপাল ঘামে ভেজা, ধুলিবালি আচ্ছন্ন এক ব্যক্তিকে ঘুমন্ত দেখতে পেলাম।

বিশ্লেষণঃ যে নারী চোখে পড়েছে সেটা রূহ। তার মধ্যে প্রেমাস্পদের ভাব প্রবল হওয়ার কারণে নারীর আকৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে। আর কবরের মধ্যে এক ব্যক্তিকে ঘুমন্ত দেখতে পাওয়া এটা আপনার সূরত। مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا (মৃত্যুর পূর্বেই মরো) হাদীসের প্রমাণ। হাদীসে বর্ণিত আছে اَلْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ بِعِرْقِ الْجَبِيْنِ অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তি লজ্জা ও অনুশোচনায় ঘর্মাক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। এর দ্বারা ইশারা ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু হওয়ার দিকে।

কাশ্‌ফে আনওয়ার (নূরের উন্মোচন) ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়

হালঃ গত কয়েকদিন যিকিরের মধ্যে কিছুটা বৃত্তাকার শুভ্রতা নজরে পড়ছিল কিন্তু এখন আর সেটা নেই। চক্ষু বন্ধ করলে আসমানের মতো এমন আকৃতি এবং তাতে ছোট ছোট অসংখ্য তারা দেখতে পাচ্ছি বলে মনে হয়। এটা কী বিষয়!

বিশ্লেষণঃ বেশিরভাগ সময় এটা হয় কল্পনাশক্তির হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্বে। কখনোবা যিকিরের আনওয়ার আবার কখনো জাগতিক কাশ্‌ফও হয়ে থাকে। যেটাই হোক ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়।

কাশ্‌ফ হয় অভ্যান্তরীণ অনুভূতি দ্বারা

হালঃ আহলে কাশ্‌ফের (কাশ্‌ফওয়ালার) কাছে কি জাগ্রত অবস্থায় জাহেরী চক্ষু বন্ধ করে শুধু বাতেনী অন্তর্দৃষ্টি দ্বারাই দৃশ্যজগত বা অদৃশ্যজগতের

www.islamfind.wordpress.com

অনুভূত ব্যাপারগুলো প্রকাশিত হয় নাকি শুধু বাতেনী অনুভূতি দ্বারা জাহেরী চক্ষু খোলা রেখেও হয়? যেমন তরীকতের অনেকেই কবরের হালত জানার জন্য (কাশ্‌ফে কুবূর-এর জন্য) জাহেরী চক্ষু বন্ধ করে মুরাকাবায় বসে যান এবং উপলব্ধি করেন। আমার তো মনে হয় যার কাশ্‌ফ হয় জাহেরী চক্ষু বন্ধ না করলেও হবে। কেননা উপলব্ধি তো হয় অভ্যান্তরীণ অনুভূতি দ্বারা।

বিশ্লেষণঃ ঠিক বলেছেন। কিন্তু কাশ্‌ফের ক্ষেত্রে শর্ত হল একাগ্রতা। কারও কারও চক্ষু বন্ধ না করলে সেই একাগ্রতা তৈরি হয় না, এদের কাশ্‌ফও চক্ষু বন্ধ না করলে হয় না।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

অষ্টম অধ্যায়
ওয়াসাবেস এবং খেয়ালাতের বর্ণনা

ওয়াসাবেসের উপকারিতা এবং চিকিৎসা

হালঃ কখনো কখনো এমন সব ওয়াস্ওয়াসা আসে মনের মধ্যে, যার কারণে ঈমান বিপদজনক অবস্থায় পড়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ এটা তো আল্লাহ তাআলার রহমত। আপনি কি হাদীস শরীফে – ذَالِكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ (এটাই তো ঈমানের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ।) পড়েন নি। [পূর্ণ হাদীসটি এরকম– হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবীজির কাছে কয়েকজন মানুষ এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা অন্তরের মধ্যে (এমন সন্দেহ ও কুমন্ত্রণা বা ওয়াস্ওয়াসা) পাই যা কোনো মুমিন মুখে উচ্চারণ করাকে বিপদজনক মনে করে (অর্থাৎ মনে করে ঐ কথা মুখে বললে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে)। নবীজি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন– তোমরা কি ঐ রকম (ঈমান নষ্টকারী সন্দেহ মনের মধ্যে) পাও? তারা জবাব দিলেন– হাঁ, পাই। তখন নবীজী বললেন উপরোক্ত কথাটি অর্থাৎ এটাই তো ঈমানের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। ঈমান আছে বলেই ঈমানহারা হওয়ার ভয়। ঈমান না থাকলে তো ঈমানহারা হওয়ার ভয়ও থাকল না।] মনের মধ্যে সন্দেহ, কু-মন্ত্রণা এগুলো তৈরি হওয়ার একটি হেকমত এই যে, এর কারণে নিজেকে ভালো, বড় ও শ্রেষ্ঠ ভাবা (উজব)-এর শেকড় কেটে যায়। আর মনের ওয়াস্ওয়াসা দ্বারা ঈমানের ক্ষতি না হওয়া নিশ্চিত এবং হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণায় প্রমাণিত।

***

হালঃ অনেক সময় আমার অবাধ্য নফ্স আল্লাহর বান্দাগণের প্রতি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকায় অর্থাৎ মানুষকে 'তুচ্ছ' ভাবি আর নিজেকে 'আলিম' মনে করে অন্যরা আমাকে শ্রদ্ধা করুক এমন প্রত্যাশা জাগে নফসের

www.islamfind.wordpress.com

ভিতরে। অথচ না ইলমের কোনো আছর আছে না আমলের কোনো হিম্মত আমার মধ্যে আছে। কখনো মনে খাহেশ জাগে যে, আমাকে 'ধনীর দুলাল' ভেবে লোকেরা আমার বিশেষ ইজ্জত-সম্মান করুক।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সব মনের ওয়াস্ওয়াসা। আপনি নিজে যখন বাস্তবে এগুলোকে মন্দ ভাবেন এবং আপনার ইচ্ছা নয় যে, আপনার মধ্যে ঐ সব খেয়াল আসুক বরং আপনার ইচ্ছা যে, এরূপ না হোক। তাহলে এটা শ্রদ্ধা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নয়, অহঙ্কারও নয় দম্ভও নয়। কারণ এটা দোষণীয় স্বভাবের আওতাভুক্ত নয়। এটা শুধুমাত্র ওয়াস্ওয়াসা। যার জন্য (অর্থাৎ দোষণীয় ব্যাপার যতক্ষণ ওয়াস্ওয়াসার পর্যায়ে থাকবে তার জন্য) কোনো জবাবদিহিতা নেই। যদি মনের ভেতরকার ওয়াস্ওয়াসাকে বাস্তবায়নের সঙ্কল্প করে; জবাবদিহিতা শুধু তখনই হবে।

***

হালঃ এত বেশি ওয়াস্ওয়াসা হচ্ছে যা বর্ণনা করার সামর্থ্য আমার নেই। আবার এমন সব বিপদজনক ওয়াস্ওয়াসা মনের মধ্যে ভিড় করে যা বলতেও ভয় লাগে। ভীষণ হয়রানী ও পেরেশানীতে ডুবে আছি। যদিও জানি যে, ঈমান ছিনতাইকারী শয়তান ডাকাত তার ডাকাতির কাজে ও আয়োজনে ব্যস্ত থাকবেই তবুও প্রতিরোধের ব্যবস্থা না জানার কারণে ভীষণ অস্থিরতা ও ব্যাকুলতায় পড়ে আছি। আমার মুর্শিদ মক্কায় তাশরীফ নিয়ে গেছেন। এ অবস্থায় একমাত্র হুযূর ছাড়া আমার আর কোনো উপায় চোখে পড়ছে না যাকে দিয়ে এই রোগের চিকিৎসা করাব। আমি ঠিকমতো বুঝতেও পারছি না। মেহেরবানী করে দ্রুত আমার সাহায্য করুন। আর তো কোনো সম্বল নেই। এই জীবনের যৎসামান্য অর্জন তো শুধু ঐ ঈমানটুকুই। তাও যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমার কী উপায় হবে?

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

অর্থ– হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে সরলপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করো না। এবং আমাদিগকে তোমার অনুগ্রহ দান করো। নিশ্চয় তুমিই সব কিছুর দাতা।

ব্যস্, আর কী বলব!

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ ওয়াসাবেস (ওয়াস্ওয়াসাসমূহ) কোনো পেরেশানীর বস্তু নয়, পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা করার দ্বারা কলব-হার্ট দুর্বল হয়ে যায়। যেই ওয়াস্ওয়াসায় জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে, তাকে কোনো আমল না দেওয়া এবং ওয়াস্ওয়াসার ব্যাপারে একেবারে বেপরোয়া হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো চিকিৎসা নেই। বরং সর্বোত্তম ব্যবস্থা হল ওয়াস্ওয়াসা এলে খুশি হয়ে যাওয়া, তাতে কলবের মধ্যে শক্তি অর্জিত হবে। ওয়াস্ওয়াসাকে পাত্তা না দেওয়া। এসব করলে খুব জলদি ওয়াস্ওয়াসার শেকড়-সহ উপড়ে যাবে। আর বাস্তবে যখন এতে কোনো গুনাহ নেই তাহলে আর পেরেশানীর কী আছে!

ঐ ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলহামদুলিল্লাহ, সব রকমের ওয়াস্ওয়াসা, সন্দেহ ও কু-মন্ত্রণার ভিড় যেন একেবারে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কোন্ ভাষায়, কোন্ তরীকায় যে হুযূরের শুকরিয়া আদায় করা সম্ভব হবে! যিনি এমন অসময়ে এই অপদার্থ, পাপীকে সাহায্য করেছেন। জগতপ্রভু হযরতের বরকতপূর্ণ যাতের এই ফয়েয ও দানকে কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম রাখুন আর এই বেচারার প্রতি হযরতের স্নেহের দৃষ্টি ও তাওয়াজ্জুহকে অব্যাহত রাখুন। আমীন।

***

হালঃ যখন কোনো দুনিয়াবী কাজ সামনে এসে পড়ে, তখন সেই কাজে শরীর মন এত বেশি ব্যস্ত ও মগ্ন হয়ে পড়ে যে, আমলের সময়েও সেই কাজের বিষয়ে এত পরিমাণ ওয়াস্ওয়াসা আসে যে অস্থির হয়ে যাই। এমন কি আমল ছুটেও যায়। দীর্ঘদিন আমালের ফলে আমলের সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক গড়ে ওঠে, আমল ছুটে যাওয়ার কারণে সেই সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যায়। ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে পড়ে আছি। দুনিয়ার কাজকর্ম থেকে মুক্তও হতে পারছি না। বরং দিন দিন ঝামেলা বেড়েই চলেছে। কোনো আমল একাধারে চল্লিশদিন পর্যন্ত চালু থাকে না।

বিশ্লেষণঃ পেরেশান হবেন না। যদি মন না লাগে তাহলে মন না লাগা নিয়েই অযীফা আদায় করে ফেলবেন। সম্পূর্ণ অযীফা আমল করতে না পারলে অসম্পূর্ণ হলেও করবেন। অল্প হলেও আমল চালু রাখবেন। এতে বরকত হয়। কখনো একদম বাদ দিয়ে দিবেন না। এই চিন্তা মাথা থেকে একদম ঝেড়ে ফেলে দিন যে, 'কোনো ত্রুটি হতে পারবে না।' বরং যখন

www.islamfind.wordpress.com

যেটুকু ত্রুটি বা ঘাটতি হবে এস্তেগফার দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করে নিবেন। আর পেরেশান কখনোই হবেন না। কারণ এতে আরও বেশি কর্মোদ্দীপনা নষ্ট হয়ে যায়।

***

হালঃ হুযূরের নির্দেশে ও দুআর বরকতে ইসমে যাত দৈনিক ৬ হাজার বার পড়ি। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান ঠিক থাকে না। খুব বেশি ওয়াস্‌ওয়াসা আসে। মনের মধ্যে ভয় আর আতঙ্ক ঘুরপাক খায়। ইতিপূর্বে যেমন কোনো যিকির ও ইবাদতের মধ্যে কিছুটা অন্তরের সম্পর্ক, মজা পেতাম সেসব একদম উধাও হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয় যে, দীন-দুনিয়ার বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। আমার হালত খুবই খারাপ। কী করব! কিছুদিন একটি লাল কাগজের মধ্যে আল্লাহু লিখে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখে প্রতিদিন তাকিয়ে থাকতাম। পরে হুযূর বললেন দিলের মধ্যে আল্লাহর নাম খেয়াল করলে বেশি ভালো। সেভাবে কয়েকদিন চেষ্টা করলাম কিন্তু নানান ঝামেলা, কিছুটা রোজগারের পেরেশানীর কারণে ছুটে গেল। একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়েছি। দেমাগ ও মস্তিষ্ক দুর্বলতার কথা কী বলব!

বিশ্লেষণঃ এগুলো হল তালবীন-এর আলামত। এছাড়া দুনিয়াবী ঝামেলায় অন্তরের নানা পেরেশানীও এর কারণ। আপনি কোনো কাইফিয়াত, মজা লাগা না লাগা— এসব কোনো কিছুর দিকেই তাকাবেন না। আমলই আপনার আসল মাকসূদ— এটা মেনে আমল করতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ মাহরূম বা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকা— এটাই পেরেশানী তৈরির মূল কারণ। আপনি এশার পর প্রতিদিন يَا بَاسِطُ এক হাজার বার পড়বেন।

***

হালঃ হুযূর লিখেছিলেন যে, নামাযের মধ্যে যেন এরকম কল্পনা করি— আরশ থেকে কলবের ওপর নূর ঝরছে। জানতে চাই যে, ইমাম কেরাত পড়ার সময় কী করব? কেরাত শুনব নাকি ঐ কল্পনা করব? হুযূর! দুনিয়াবী চিন্তা-ভাবনার কারণে নামাযের মধ্যে মন লাগে না।

বিশ্লেষণঃ ঐ শোগল আপনার জন্য মানানসহ নয়, ছেড়ে দিন। নামাযের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা আসা ক্ষতিকর নয় মোটেও। এর কারণে পেরেশান বা

www.islamfind.wordpress.com

চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। এতে যদি মনে স্বস্তি না হয় তাহলে দুই-চারদিনের জন্য এখানে চলে আসুন। নিজের কথা বলবেন আর আমার কথা শুনবেন।

***

হালঃ হুযূর ১২০০ (বার শ) বার 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পড়ার জন্য বলেছিলেন। আমি হুযূরের হুকুম মতো শুরু করেছিলাম কিন্তু জানি না কী কারণে কলব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং নির্ধারিত সংখ্যা পুরা করতে পারি না। কখনো সংখ্যা গণনার দিকে মন ঝুঁকে যায় আবার কখনো কোনো দুনিয়াবী খেয়াল পয়দা হয়ে যায়। আর কলবকে একাগ্র হতে দেয় না। ইসলাহের জন্য হুযূর কোনো ব্যবস্থা বলুন যেন কলব আবার আগের হালতে ফিরে আসে।

বিশ্লেষণঃ সংখ্যা গণনার খেয়াল বাদ দিন। সংখ্যা আসল উদ্দেশ্য নয় এবং কম বা বেশি হলে কোনো ক্ষতিও নেই। দুনিয়াবী খেয়াল পয়দা হওয়ার কোনো পরোয়া করবেন না। ঐ সব খেয়াল, চিন্তা-ভাবনা-সহই যিকির করলে উপকার পাবেন। কলব আগের হালতে ফিরে আসা— এ ব্যাপারে কথা হল, ধারাবাহিকভাবে যিকির করতে থাকলে এটা এমনিতেই হয়ে যাবে।

***

হালঃ রাতের বেলা মুরাকাবার হালতে আধো ঘুম আধো জাগরণের মতো অবস্থায় দেখলাম যে, সাদা পোশাক পরা কালো মতো একজন আমার দিকে আসতে চাচ্ছে আর আমি তাকে বলছি যে, তুমি একটু থাম, অযীফা শেষ করে নেই তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলব। আমার মনের ইচ্ছা ছিল যে, দালাইলুল খায়রাত শেষ করে ফেলেছি বাকি শুধু মুনাজাতে মাকবূল। অল্পক্ষণ পরেই স্বপ্নের মতো এই হালত কেটে গেল।

বিশ্লেষণঃ এটা ছিল ওয়াস্ওয়াসা দাতা শয়তান। সাদা পোশাক ছিল তার প্রতারণার ফাঁদ অর্থাৎ হকের আকৃতি নিয়ে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা। আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেছেন যে, যিকিরের মধ্যে মশগুল থেকেছেন। আল্লাহ তাকে উধাও করে দিয়েছেন। এই রকম অবস্থায় যিকিরের প্রতিই মনোযোগী থাকা উচিত। আল্লাহ্ হেফাজতকারী, রক্ষাকারী।

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ– নিশ্চয় যারা বিশ্বাস রাখে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে তাদের উপর তার (শয়তানের) কোনো ক্ষমতা নেই।

***

হালঃ যখন আমি নামায পড়ি তখন খুব বেশি আজেবাজে খেয়াল এসে ভিড় করে। নামায পড়তে খুব মন চায় কিন্তু পড়তে পারি না। কাযা হয়ে যায়। কয়েকদিন পর্যন্ত খুব ভালোভাবে নামায পড়ি তারপরই শুরু হয়ে যায় এই ধরনের আজেবাজে খেয়ালের আনাগোনা। এশার নামাযের পর দুরূদ শরীফের অযীফা শুরু করেছিলাম। কয়েকদিন খুব উৎসাহ-উদ্দীপনাসহ পড়লাম এরপর শুরু হল আজেবাজে খেয়াল আসা। এখন আর পড়তে মন চায় না। যখন পড়তে খুব মন চায় তখন শুরু করি শেষে খুব বেশি খারাপ চিন্তা-ভাবনা আসে যার কারণে আর পড়তে পারি না। এমন কোনো অযীফা বলে দিন যেন নামায জামাতের সঙ্গে পড়তে পারি।

বিশ্লেষণঃ এর জন্য অযীফা যথেষ্ট নয়, হিম্মত ও সংকল্প জরুরি। আপনি আজেবাজে খেয়ালের দিকে এবং খেয়াল ভালো না মন্দ এসব কোনোদিকেই একদম তাকাবেন না। এতে কোনো ক্ষতি নেই। যদি আমলের মধ্যে কোনো ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে তার প্রতিকার করা জরুরি। প্রতিকারের সবচেয়ে সহজতম পন্থা এই যে, যখনই কোনো আমলে ঘাটতি হবে জরিমানা হিসাবে বিশ রাকাত নফল নামায পড়ে নিবেন।

***

হালঃ আমি যখন হুযূরের দরবারে হাজির হয়েছিলাম, তখন হুযূর আমাকে বলেছিলেন ইসমে যাত এক হাজার করে পড়তে এবং ধীরে ধীরে ঐ সংখ্যা তিন হাজারে নিয়ে যেতে। সেই নির্দেশ অনুসারেই আমি বেশ কিছুদিন যাবৎ তিন হাজার করে ইসমে যাতের অযীফা আমল করে যাচ্ছি। এখন আমার ইচ্ছা এই যে, হুযূর মেহেরবানী করে আমাকে এমন কোনো অযীফার তালীম দিন যার দ্বারা কলবের খারাবীগুলো দূর হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি তাওয়াজ্জুহ পয়দা হবে। কলবের ওয়াস্‌ওয়াসা অপসারিত হবে। হুযূর মেহেরবানী করে এই অধম খাদেমের জন্য বিশেষ সময়ে দুআ করবেন যেন আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্জিমতো চলার তাওফীক দান করেন।

বিশ্লেষণঃ উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলো হাসিলের জন্য খাস কোনো অযীফা নেই। সকল যিকির ও ইবাদতই যদি শর্ত মেনে করা হয়, তাহলে সেগুলোই

www.islamfind.wordpress.com

এ সকল উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হতে পারে। সেরকম একটি প্রধান শর্ত হল 'সঠিক বুঝ'। আর সঠিক বুঝ হাসিলের তরীকা হল সোহবত। এর মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক অনেক ভুল-ভ্রান্তি দূর হয়ে যায়। দুআ তো সকলের জন্যই করি।

***

হালঃ হযরতের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে লক্ষ্ণৌ পৌছার পর থেকেই কলবের মধ্যে অসহিষ্ণুতা ও নৈরাশ্যের অবস্থা প্রবল হয়ে উঠেছে। মনের মধ্যে ভীষণ আতঙ্ক। মাঝে মাঝেই দিলের মধ্যে এই খেয়াল প্রবল হয়ে ওঠে যে, আমি একেবারে শিশুকাল থেকেই অসুস্থ। আজ পর্যন্ত রীতিমত কত রকমের চিকিৎসাই না হল কিন্তু পূর্ণ সুস্থতা হাসিল হল না। এখানে চিকিৎসা করালে কার কাছে করাব? এবার যদি এখানের চিকিৎসাতেও কাজ না হয় তাহলে তারপর কী করব? আমি না দীনের কিছু করতে পেরেছি না দুনিয়ার। এই ধরনের নানান খেয়াল দিলের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। দিলকে কতভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই দিলে স্বস্তি আসে না। প্রথম প্রথম চিকিৎসা যখন শুরু করা হয় তখন আমার অবস্থা একটুও এরকম ছিল না। এখন যেমন কল্‌ব একেবারেই অধৈর্য হয়ে পড়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমার জন্য দুআ রকবেন যেন আমার কলব আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। এবং যেন পূর্ণ সুস্থতা লাভ হয়। আর কলবে বর্তমানের ভীষণ আতঙ্ক, নৈরাশ্য ও ধৈর্যহীনতার কোনো এলাজ জানিয়ে সম্মানিত করবেন। কেননা এই অবস্থায় আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমার বাতেনী রোগগুলোর মধ্যে বর্তমানে যে রোগটি খুব বেশি কষ্ট দিচ্ছে এবং দীনি ও দুনিয়াবী সকল ব্যাপারে আমাকে অকর্মা বানিয়ে রেখেছে সেটা এই যে, আমার দীন-দুনিয়ার সকল কাজে বিশেষভাবে তহারাত বা অযূ-গোসলের মধ্যে। নামাযের মধ্যে ভীষণ ওয়াস্‌ওয়াসা পয়দা হয়। অর্থাৎ সন্দেহ হয় যে, পেশাবের ফোটা বের হয়ে গেল কিনা, অযূ পূর্ণ হল কিনা। হয়তো নামাযের কোনো ফরয ছুটে গেল। হয়তো কোনো ওয়াজিব তরক হয়ে গেল। এই সন্দেহ ও ওয়াস্‌ওয়াসা এত বেড়েছে যে, ছোট এস্তেঞ্জা করতে গেলেই এক বড় বদনার ভরা পানি ঢালার পর আরও বেশি পানির প্রয়োজন পড়ে যায়। বড় এস্তেঞ্জার জন্য ঐ রকম বড় বড় দুই বদনা তো স্বাভাবিকভাবেই শেষ হয়ে যায়। গোসলের মধ্যে পানি ঢালতেই থাকি। এক এক নামাযের জন্য চারবার পাঁচবার করে নিয়ত বাঁধতে হয়। তারপরও সিজদায়ে সাহু ছাড়া নামায কখনোই শেষ হয় না। যে কোনো

www.islamfind.wordpress.com

সন্দেহ হয়; সে ব্যাপারে কয়েকবার করে তাহকীক করি। বেশিরভাগ সময় তাহকীক বা অনুসন্ধান করতে গিয়েই প্রথমবারেই জানতে পারি যে, সন্দেহ একেবারের অমূলক তারপরও বারবার তাহকীক না করে মনে স্বস্তি পাই না। এক মৌলভী সাহেব আমাকে ফতোয়া দিয়েছেন যে, তোমার সন্দেহবাতিক যদি এতই বেশি হয়ে থাকে তাহলে নামাযে কোনো রোকন ছুটে যাওয়ার সন্দেহ হলেও কোনো সমস্যা নেই। তোমার নামায হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় এই যে, সিররী নামাযগুলোতে (যেগুলোতে কেরাত পড়া হয় নীরবে) তো এমনভাবে পড়া ওয়াজিব যাতে নিজের আওয়াজ নিজে শোনা যায়। আবার কোনো কোনো ফকীহের মতে এমন আওয়াজে পড়তে হবে, যা পাশের ব্যক্তি শুনতে পায়। আমার নামাযের মধ্যে বেশিরভাগ সন্দেহ এটাই হয় যে, আমার কেরাত তো এতটুকু আওয়াজে হয়েছে যা আমি শুনেছি কিন্তু পার্শ্ববর্তীর শোনার মতো হয় নি। এই সন্দেহে সিজাদায়ে সাহু করি।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহ তাআলা বান্দাকে নিজ পিতামাতার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। আল্লাহ যদি কাউকে অসুস্থও রাখেন তাহলে এতেও বিশেষ রহমত ও হিকমত থাকে। অতএব অসুস্থতার ব্যাপারে রাজি ও খুশি থাকা উচিত। তাহলে আর কোনো চিন্তা ও কষ্ট থাকবে না। আর ওয়াস্ওয়াসার চিকিৎসা এটাই যে তাকে পাত্তা দেওয়া যাবে না। ওয়াস্ওয়াসাকে আমল দেবেন না। তহারাত ও নাজাসাতের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রশস্ততা ও অবকাশ রাখা হয়েছে। কারোর না কারো কথা মতে পবিত্রতা হাসিল হয়েই যায়।

নিজের আওয়াজ কানে যাওয়া ওয়াজিব বলে যে কথা উল্লেখ করেছেন সেটা সকলের মত নয়। কারও কারও মতে এটা ছাড়াও নামায হয়ে যায়। একদম চিন্তামুক্ত-নিশ্চিন্ত থাকুন।

***

হালঃ হুযূর বলেছিলেন কসদুস সাবীল দেখে আমল শুরু করতে। আমি সে হিসাবেই কসদুস সাবীলে বর্ণিত ব্যস্ত সাধারণ মানুষের জন্য যে দস্তরুল আমল, সেটা শুরু করেছি। কিন্তু তাহাজ্জুদ নিয়মিত হচ্ছে না। এশার পর নফল পড়ে নিই যেভাবে হুযূর লিখেছেন। এবার সমস্যার কথা বলি– নামাযে দিলের মধ্যে খুব বেশি ভাবনা-চিন্তা-খেয়াল পয়দা হয়ে যায়। এমন এমন সব ভাবনা যা আমি নিজে স্বেচ্ছায় কখনো চিন্তা করি না। সীমাহীন পেরেশানীতে আছি এই ব্যাপারে। নামাযে একাগ্রতা কামনা করি কিন্তু মনে হচ্ছে আমার ক্ষমতার বাইরে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এই উদ্দেশ্যে খুব বেশি চেষ্টা-সাধনা করতে যাবেন না। কারণ বেশি পেরেশানী ও চিন্তা করলে কলব নির্জীব হয়ে যায় আর তাতে অনেক সময় জরুরি কাজও বাতিল হয়ে যায়। এজন্য শুধু এতটকু কাজ করবেন যে, মুখে যেটাই পড়ছেন সেই শব্দগুলোর দিকে সাধারণ পর্যায়ের মনোযোগ নিবিষ্ট করে রাখবেন। এতেই দেখবেন ধীরে ধীরে ওয়াস্ওয়াসা কমে যাবে। কিছুদিন পর আবার অবস্থা জানাবেন।

হালঃ যেদিন থেকে আমি আমল শুরু করেছি দিল খুব কমজোর হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে এমন কাইফিয়াত হয় যে, আশঙ্কায় পড়ে যাই যে, হয়তো বুকে ব্যথা হয়ে যাবে। এই অবস্থা বিশেষভাবে তখন বেশি হয় যখন দিলের মধ্যে শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা পয়দা হয় এবং নফ্স কোনো হারাম কাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এজন্য হুযূরের দরবারে আবদার এই যে, উক্ত বিয়ষগুলো কিভাবে ঠেকানো যাবে সে ব্যাপারে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করবেন এবং দুআ করবেন যেন এই অধম ঈমানের ওপর কায়েম থাকতে পারে।

বিশ্লেষণঃ এর চিকিৎসা সেটাই যা পূর্বে লিখেছি অর্থাৎ এ-ব্যাপারে বেশি চেষ্টা-সাধনা করবেন না। যে তাদবীরের কথা আমি লিখেছি এর মাধ্যমে ওয়াস্ওয়াসা আপনা আপনিই অপসারিত হয়ে যাবে। আর যদি মনে করুন অপসারিত নাও হয় তবুও কোনোরকম চিন্তা করা উচিত নয়। কেননা প্রিয়নবীর হাদীস আমাদেরকে ওয়াস্ওয়াসার ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে এবং আমাদেরকে নিশ্চয়তা দান করেছে যে, এতে বিন্দু পরিমাণও গুনাহ নেই। তাহলে আর এটাকে কেন্দ্র করে এত ভাবনার কী আছে? এটাকে কেন্দ্র করে বেশি চিন্তা-ভাবনার কারণেই বুকে ব্যথার আশঙ্কা হয়, চিন্তামুক্ত থাকলে ইনশাআল্লাহ কোনো আশঙ্কা থাকবে না।

***

প্রশ্ন ঃ যিকির করার সময় এদিক-ওদিকের নানান খেয়াল এসে যন্ত্রণা করে। এ থেকে মুক্তি এবং কলবকে একাগ্র ও একমুখী করার তরীকা কী?

জবাব ঃ এতটুকু করাই যথেষ্ট যে, আপনি নিজে কোনো চিন্তা-ভাবনাকে টেনে আনবেন না। এতেই ইনশাআল্লাহ এই সমস্যা কেটে যাবে অতি শিগ্গির। আলাদা কোনো তদবীর নেই।

***

www.islamfind.wordpress.com

প্রশ্ন ঃ দিলের মধ্যে কখনো বালা-মুসিবত, বিপদ-আপদ ইত্যাদির কারণে যদি আল্লাহর প্রতি কোনো খারাপ ধারণা, বিশ্বাসের মধ্যে হাল্কা কমজোরি এসে যায় তাহলে কি ঈমানের মধ্যে কোনো ঘাটতি হয় না? জিজ্ঞাসা করার কারণ এই যে, অধমের দিলের মধ্যে কখনো কখনো এমন হয়ে যায় অবশ্য পরক্ষণেই দিলের মধ্যে ভীষণ অনুশোচনা হয় এবং প্রতিকার হিসাবে খুব এস্তেগফার করি। তাতে সঙ্গে সঙ্গেই ঈমানের মধ্যে সজীবতা অনুভব করি। মনে হয় যেন ঈমান দ্বিগুণ হয়ে গেল। যখন এ ধরনের বদ-এতেকাদী হয়ে যায় তখন মন চায় এবং মনে মনে দুআও করি যে, আয় রাব্বুল ইজ্জত! আমার যদি এই রকম হালতই হতে থাকে তাহলে আর আমাকে এই পৃথিবীতে বেশিদিন রেখ না। হুযূর! বলুন আমার এলাজ কী?

জবাব ঃ এই ধরনের ওয়াস্ওয়াসা ক্ষতিকর নয়। সতর্কতামূলক এস্তেগফার করাই উত্তম। খুব বেশি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী করা উচিত নয়।

***

প্রশ্ন ঃ একবার কানপুরে এক ওয়াজের মধ্যে আপনি বলেছিলেন যে, ওয়াস্ওয়াসা, ভাবনা-চিন্তা মনের মধ্যে উদয় হওয়া ক্ষতিকর নয় বরং ভালো। কারণ চোর সেখানেই যায় যেখানে মাল থাকে। শয়তান হল ঈমানী দৌলতের চোর। এইসব খেয়াল, চিন্তা ও ওয়াস্ওয়াসাও শয়তানই সৃষ্টি করে। ঐ দিকে ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নয়। পূর্বে আমার খুব ওয়াস্ওয়াসা হত। হুযূরের কথা মতো তাতে আমি খুশিই হতাম এই ভেবে যে, আলহামদুলিল্লাহ ঈমানের দৌলত তো আছে! কিন্তু অনেকদিন হল কোনো ওয়াস্ওয়াসা বা খেয়াল দিলের মধ্যে আসে না। এজন্য ভাবছি যে, আল্লাহ না করুন আমার সেই ঈমানের দৌলত কি তাহলে হারিয়ে গেছে?

জবাব ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ। আপনি তো দেখছি জব্বর বুঝ হাসিল করেছেন! এটা আপনাকে কে বলেছে যে, ওয়াস্ওয়াসা না আসার কারণ শুধু ঐ একটাই? এর তো অন্য কারণও আছে। সেটা এই যে, শয়তান নিরাশ হয়ে আপনাকে ওয়াস্ওয়াসা দেওয়া ছেড়ে দিয়েছে। কারণ এটাও হতে পারে যে, একাগ্রতা সুদৃঢ় হয়ে গেছে যার ফলে অন্য কোনো দিকে আর নফ্সের তাওয়াজ্জুহ যায় না।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আল্লাহ তাআলার তাওফীক আর হুযূরের তাওয়াজ্জুহের বদৌলতে প্রদত্ত অযীফা ও আমল থেকে গাফেল নই। কিন্তু ইসমে যাতের যিকিরসহ অন্যান্য আমলের সময় বেহুদা খেয়ালগুলো খুব অস্থির ও পেরেশান করে তোলে। দিলকে একাগ্র করা যায় না।

বিশ্লেষণঃ কোনো সমস্যা নেই। আপনি এর জন্য ব্যতিব্যস্তই হবেন না। এই ধরনের ব্যাপার তো প্রত্যেকেরই হয়। এবং বিশেষ কোনো চেষ্টা-তদবীর ছাড়াই এক সময় আপনা আপনি এটা ঠিক হয়ে যায়। শর্ত একটিই— আমল করতে থাকা।

ইশ্‌ক ও প্রেমের ওয়াস্‌ওয়াসা এবং এলাজ ও চিকিৎসা

প্রশ্ন ঃ আমার এক নিকটাত্মীয়া। আমার কোনো এখতিয়ার ছাড়া ইতিপূর্বেও তার দিক থেকে নানান ওয়াস্‌ওয়াসা এবং স্বভাবগত প্রীতি ও অনুরাগ বুঝতে পেরেছিলাম। আড়াই মাস পর্যন্ত লাগাতার এক ওয়াস্‌ওয়াসা ও সন্দেহের চক্রে আমি আটকে থাকলাম। সে সময় কলবের মধ্যে সীমাহীন দ্বিধা-সঙ্কোচ আর অবর্ণনীয় কষ্ট হত। যা আমাকে অস্থির ও ব্যাকুল করে তুলেছিল। দুআ করতে করতে এক সময় আল্লাহর মেহেরবানীতে সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া গিয়েছিল। এখন আমি এসেছি নিজ বাড়ি। সেই নিকটাত্মীয়া অসুস্থ। আমিই তার চিকিৎসক। আমার কলবের মধ্যে তার প্রতি এত বেশি পরিমাণ ওয়াস্‌ওয়াসা ও প্রীতি দেখতে পাচ্ছি যে, আমি সীমাহীন চিন্তিত ও পেরেশান। নিজ ইচ্ছায় আমি কখনো কিছুই করি নি। আমি তো আল্লাহর ভয়ে কখনো তার দিকে তাকাই না পর্যন্ত। কিন্তু কলবের গোপন কোণের এইসব খেয়াল ও ওয়াস্‌ওয়াসার কী এলাজ করব? আমি তো আজনবী নারীদের থেকে সবসময় এত বেশি দূরে সরে থাকি যার চেয়ে বেশি একজন মানুষ থাকতে পারে না। যদিও নারীদের প্রতি আমার সবসময়ই সীমাহীন আকর্ষণ। কিন্তু আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহর প্রতি আমার এত বেশি ভরসা যে, আমি বাড়ি থেকে দূরে থাকলেও ইনশাআল্লাহ তেমন কিছুতে আক্রান্ত হয়ে পড়ব না। এ ব্যাপারে নিজের উপর রয়েছে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু বর্ণিত অনিচ্ছাকৃত ওয়ারেদাত (মনের মধ্যে আনাগোনা ভাব ও ভাবনাসমূহ)-এর কোনো এলাজ-চিকিৎসা আমি করতে পারছি না। এখন আমার কী করণীয়?

www.islamfind.wordpress.com

জবাব ঃ ঐ ওয়াস্‌ওয়াসা-সমূহের এলাজ শুধু এই যে, বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয় প্রকারে তার থেকে দূরত্ব বজায়ে রাখতে হবে। বাহ্যিক দূরত্ব এই যে, তার সঙ্গে মেলামেশা করবেন না। কথা বলবেন না, কোনো রকমের কোনো আদান-প্রদান (সালাম, কালাম ও পয়গাম) করবেন না। আর আন্তরিক দূরত্ব হল– তার কোনো প্রকার আলোচনা করবেন না, শুনবেন না। ইচ্ছা করে তার কল্পনা দিলের মধ্যে আনবেন না। অনিচ্ছাকৃতভাবে তার কথা বা কল্পনা এসে গেলে মনকে অন্যদিকে সরিয়ে নিতে হবে। দয়াময় আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটিও করতে হবে।

***

হালঃ আমি অধম যে সময় স্কুলে পড়াশোনা করতাম তখন অনেক বেশি বরং পুরাপুরি নামায তরক করেছি। সেই সব নামায এখন যখনই আদায় করতে যাই। দুই চার দিন পর আবার বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া নামাযের মধ্যে মন একটুও স্থির থাকে না। শুধু ছোটাছুটি করে। দয়া করে কোনো ব্যবস্থা জানাবেন।

জবাব ঃ মনে হচ্ছে আপনি একসঙ্গে অনেকদিনের নামাযের কাযা করতে আরম্ভ করেছেন। অল্প অল্প করে পড়ুন। সবচেয়ে ভালো হয় এক এক ওয়াক্তের সঙ্গে এক এক ওয়াক্তের কাযা পড়ুন। এটাই সহজতম পদ্ধতি। মন স্থির না থাকা যদি নিজের ইচ্ছাকৃত চিন্তা-ভাবনার কারণে হয় থাকে তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে মনকে সরিয়ে নিন। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো চিন্তা আপনা আপনি আসার কারণে মন বিক্ষিপ্ত হয়, তাহলে কোনো পরোয়া করবেন না। যখন খেয়াল হবে যে, মন অন্যদিকে চলে গেছে তখনই মনকে ফেরাবেন। ব্যস এটাই হল এর এলাজ। এটা নিয়ে বেশি চিন্তিত হবেন না তাহলে মনের বিক্ষিপ্ততা আরও বাড়বে। আর যদি বেপরোয়া হয়ে ওটাকে আমল না দেন তাহলে অল্প কিছুদিন পর এমনিতেই দূর হয়ে যাবে।

হালঃ মাঝে মাঝে নামাযের মধ্যে মন বসে না। আজেবাজে খেয়াল মনের মধ্যে ভিড় করে থাকে।

বিশ্লেষণঃ একদম চিন্তা করবেন না। ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। কাজে লেগে থাকুন।

হালঃ যতই চেষ্টা করি খেয়াল দূর করতে পারি না।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এই চেষ্টা করাটা ছেড়ে দিন। ধারাবাহিক যিকির এবং তাকওয়ার মাধ্যমে এটা এমনিতেই একসময় চলে যাবে। নিশ্চিন্ত থাকুন।

***

হালঃ আমি যখন মামূল (অযীফা) আদায় করি, এর মধ্যে যেগুলোর জন্য চোখের প্রয়োজন পড়ে যেমন তিলাওয়াতে কুরআন, মুনাজাতে মাকবূল, দালাইলুল খাইরাত, এগুলো পড়ার সময় খেয়াল ও ভাবনাকে ঠেকানোর জন্য কিতাবের লেখাগুলোর উপর জোরালোভাবে তাকিয়ে থাকি আর নামাযে সিজদার স্থানে নজর রাখি আর ইসমে যাত ও অন্যান্য যিকিরের সময় দিলের দিকে। কোনো ভুল থাকলে ঠিক করে দিন।

বিশ্লেষণঃ সাধারণভাবে তাকাবেন জোর দিবেন না। বেশি জোর দিলে দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হালঃ হুযূরের নির্দেশনা মতো ওয়াস্ওয়াসা ঠেকানোর চিন্তাই মাথা থেকে ঝেরে ফেলে দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ তাতে খুবই উপকার হচ্ছে বলে অনুভব করছি। বিশেষত ওয়াস্ওয়াসার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করার বিষয়ে হুযূরের চিঠি যখন হাতে পেয়েছি, তখন থেকে নিজের হাল পূর্বের চেয়ে ভালো পাচ্ছি। যেসব সমস্যার কথা হুযূরকে জানিয়েছিলাম সেগুলোও অনেক কম বরং একেবারে নেই মতো হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক। আল্লাহর শোকর যে আপনি উপকার পেয়েছেন।

***

প্রশ্ন ঃ অবস্থা এই যে, এখন বেশিরভাগ অবসর সময়ে হযরতের দুআর বরকতে মুখে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'-এর যিকির চালু হয়ে যায়। কথাটি আরও বিশদভাবে বলি– চলতে ফিরতে বেশিরভাগ এমনিতেই শুধু 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' হঠাৎ হঠাৎ তার সঙ্গে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' আর যদি নির্জনে একাকী থাকি তাহলে ভেতরে আগ্রহ জেগে ওঠে যে, নিয়মমতো যরব, জেহেরসহ ঠিকঠাক করা দরকার এবং করিও সেটাই তবে কলবের ওপর যরব শুধু কল্পনায় হয়। আর রাতের বেলা তাহাজ্জুদের পর করি ঠিক সেইভাবে যেমন বলা আছে 'কওলুল জামীল' কিতাবে। আর এই সময়ের যিকিরেই একটু একটু মজা পাই। তবে নানান চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনার আনাগোনা এখনো বন্ধ হয় নি। এই সময়ই খুব বেশি কামনা হয় যে, এই অন্যদিকে মন

www.islamfind.wordpress.com

চলে যাওয়াটা যদি বন্ধ হত! কিন্তু হয় না। এর জন্য কি কোনো ব্যবস্থা আছে? এছাড়া আমার বর্ণিত কর্মপদ্ধতি ঠিক আছে না কি এতে কোনো কম-বেশি করতে হবে? যদি করতে হয় তাহলে সেটা কী?

জবাব ঃ এরজন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। এই উদ্দেশ্যে কোনো তদবীর বা চেষ্টায় বেশি জোর দিবেন না। স্বেচ্ছায় অতি সাধারণ একটু মনোযোগ যিকিরের দিকে নিবিষ্ট রাখুন। তাতেই ধীরে ধীরে সকল খেয়াল একদম বন্ধ হয়ে যাবে।

***

হালঃ প্রথমবার হুযূরের খেদমতে থেকে ফিরে আসার পর দেড় বছর পর্যন্ত আহলিয়া মরহূমার (স্ত্রীর) সঙ্গে থাকার সুযোগ হয়েছিল। আল্লাহর মেহেরবানীতে সেই সময় দৈনন্দিন কলব আলোকিত ও সজ্জিত হয়ে উঠেছিল। ইন্তেকালের পর এখন প্রায় দেড় বছরের বেশি হয়ে গেল এবং দুনিয়াবী সম্পর্ক করে যাওয়া সত্বেও কলবের হালত একেবারেই বদলে গেছে। আগের সেই একাগ্রতাও নেই। খুশূ খুযূও নেই। নেই সেই দুআর মধ্যেকার আকুতি। অথচ আগে অযীফা, ইসমে যাতের যিকির ইত্যাদিতে কোনো প্রকারের ঘাটতি হয় নি। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, যেহেতু কুরআন শরীফ মুখস্ত করা শুরু করেছিলাম এবং সেটা এখনো চালু আছে, সে কারণে দেমাগের শক্তির প্রয়োজনে খাদ্য খাবারের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় খাওয়ার মধ্যে কম করি না। কিন্তু বেশিরভাগ সময় যৌন উত্তেজনার কারণে কুমন্ত্রণা ভিড় করে, আক্রমণ করে। অথচ 'নফসের পূর্ণ হক আদায় হবে' পুরাপুরি এমন আশা করতে পারছি না। সামগ্রিক এই হালতে আমি চিন্তিত ও দিশেহারা হয়ে আছি যে, বিবাহ না একাকীত্ব কোন্‌টাকে গ্রহণ করব? আমার যেহেতু পূর্ণ আস্থা আছে যে, হুযূর দীন-ঈমান হেফাজতের বিষয়টি সামনে রেখেই পরামর্শ দিবেন এজন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, মেহেরবানী করে বিস্তারিত মত জানিয়ে সম্মানিত করবেন যেন আমি চিন্তামুক্ত হতে পারি। দিল চায় যে, হুযূরের খেদমতে হাজির হয়ে সকল রোগের এসলাহ করিয়ে নিই কিন্তু কিছুটা অপারগতাও আছে কিন্তু সেটাই যদি হুযূরের মত হয় তবে তাতেও কোনো সমস্যা নেই।

বিশ্লেষণঃ কাজে লেগে থাকুন। এ সকল পরিবর্তন বা হালতের ভিন্নতা সাময়িক ব্যাপার। ইনশাআল্লাহ পরিণাম শুভ হবে। আশ্বস্ত থাকুন। দেমাগ

www.islamfind.wordpress.com

(মস্তিষ্ক) ও কলবের (হার্টের) শক্তির ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নিন। খাহেশ যদি প্রবল হয় তাহলে বিবাহ করে নিন। আর যদি বিবাহকে দীনের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করেন তাহলে সবর করুন এবং হিম্মত-সাহস রাখুন। সফর করে আমার এখানে আসার জরুরত নেই। আপনার হালত জানাবেন এবং এখানকার দেওয়া পরামর্শ মেনে চলবেন। ইনশাআল্লাহ এতটুকুই যথেষ্ট।

***

হালঃ অধমের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নানান ধরনের ওয়াস্ওয়াসা কলবের মধ্যে পয়দা হয়। শুধুমাত্র পয়দা হয়— তা নয় বরং সেই ওয়াস্ওয়াসাগুলোই আমার উপর বিজয়ী হয়ে আমাকে পরিচালিত করে। আমিই পরাজিত থাকি। অর্থাৎ ওয়াস্ওয়াসা শুধু মনের মধ্যে থাকে না মুখেও প্রকাশ পেয়ে যায়। হিম্মত হয়ে গেছে কমজোর। নফ্সের প্রাধান্য দিন দিন বেড়ে চলেছে। মামুলাত প্রায় সবই ছুটে যাচ্ছে। শেষ রাতে আযানের প্রায় এক ঘণ্টা আগেই ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং আমি জেগেই থাকি কিন্তু এতটুকু হিম্মত ও তাওফীক হয় না যে, উঠে বসব আর কিছু আমল করব। মনে হয় যেন কেউ খাটের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। এপাশ-ওপাশ করতে করতে শরীর ব্যথা হয়ে যায়। এমনকি ফজরের নামাযটাও একেবারে আখেরি ওয়াক্তে পড়া হয়ে যায়। কী করব বলুন!

বিশ্লেষণঃ আপনার এই অবস্থা হয়তো কোনো মানসিক কষ্ট বা শোকের কারণে হয়েছে অথবা কোনো রোগের কারণে। কারণ যদি শোক হয় তাহলে কোনো বৈধ পন্থায় আনন্দ-বিনোদনের ব্যবস্থা করা উচিত। সম্ভবত বিয়ে করে নেওয়া হবে সর্বাধিক যুক্তিযুক্তি ও কল্যাণকর। আর যদি কারণ হয় দ্বিতীয়টি অর্থাৎ কোনো রোগের কারণে এই অবস্থা হয়ে থাকলে গুরুত্বের সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। আমিও আপনার জন্য দুআ করছি। তবে সর্বাবস্থায় এই হালত নিন্দনীয় বা খারাপ নয়। কেননা খারাপ শুধুমাত্র গুনাহ। নিন্দনীয়তা সীমাবদ্ধ গুনাহের কাজে। আর আপনার এই হালতের মধ্যে কোনো গুনাহ নেই।

***

হালঃ বর্তমানে কিছুদিন যাবৎ ওয়াস্ওয়াসার আক্রমণে পড়েছি। নতুন কোনো ব্যাপার ঘটলে নামাযের মধ্যে, যিকিরের মধ্যে এমনকি অবসর সময়ে আপনা আপনি সেই নতুন ব্যাপারটির দিকে মন ও মনোযোগ চলে যায়।

www.islamfind.wordpress.com

ইচ্ছাকৃত এটা করি না কিন্তু যেভাবেই হোক এর কারণে আমি পেরেশান ও চিন্তিত। বিষয়টিকে পাত্তা না দেওয়া, ভ্রূক্ষেপ না করা— এগুলোও করেছি এই ভেবে যে, হয়তো এভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সমস্যার মধ্যেই জড়িয়ে আছি। দুআ ও তাওয়াজ্জুহ চাই।

বিশ্লেষণঃ কোনো অসুবিধা নেই। ভিন্ন দিকে মনোযোগ যায় যাক— এটা নিয়ে আপনি একটুও ভাববেন না। দুঃখ-কষ্ট, শোক, কষ্টদায়ক কোনো অনুভূতি, দুর্বলতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো এর কারণ। ইনশাআল্লাহ কাজে লেগে থাকুন। আপনা আপনি এই অবস্থা দূর হয়ে যাবে।

***

হালঃ আমার হযরত মুর্শিদ কিবলা মাদ্দাযিল্লাহুল আলী! সালামে মাসনূন কবূল করবেন। আল্লাহর অনুগ্রহে ভালো আছি এবং হযরতের সার্বিক মঙ্গল প্রার্থনা করছি। আলহামদুলিল্লাহ! সামগ্রিক হালত শুকরিয়া করার যোগ্য। মাঝে মাঝেই স্বপ্নযোগে হুযূরের কদমবুসি লাভ করার সৌভাগ্য নসীব হচ্ছে। কলব প্রায় সারাক্ষণ জাগ্রত থাকে। নীরবতা ও নির্জনতা ভালো লাগে। বিনীত ও অখ্যাত থাকাই আমার পছন্দ। মাঝে মাঝে যিকিরের মধ্যে এত মজা পাই যে, একেবারে আত্মহারা হয়ে যাই। মনে হয় দুনিয়া-আখিরাত সব কিছু থেকেই আমার কলব মুক্ত হয়ে গেছে। শরীরের এই বন্দি খাঁচা থেকে বের হতে ইচ্ছা করে। হযরত হাজী সাহেব এবং হুযূরের কল্পনা হতে থাকে যেন সারাবেলা। আলহামদুলিল্লাহ! কলবের ভিতরে সততা এবং হুযূরের সঙ্গে অনেক মিল দেখতে পাই। হুযূরের দুআর বরকতে কলবকে দুনিয়ার মোহ-মায়া থেকে এবং বাতেনী সকল প্রতিবন্ধকতা থেকে প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র দেখতে পাই। সাধ্যমতো সকল পেরেশানী বা ঝামেলা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করি। আর কলবও প্রায় সকল সময় শান্ত ও একাগ্র থাকে। কিন্তু হযরত! একটি বড় যন্ত্রণা এখনো রয়ে গেছে। সেইটার জন্য খাস তাওয়াজ্জুহ এবং দুআ করবেন। আল্লাহ যেন এটাকেও দূর করে দেন। আমীন। সেই বিষয়টি হল এই যে, এখনো পর্যন্ত বাতেনের চক্ষু গাইবুল্লাহ থেকে অন্ধ হতে পারে নি। মাঝে মাঝে মানুষের অন্যায় ও অপ্রয়োজনীয় কথায় কলবের মধ্যে কষ্ট হতে থাকে। কলবের সম্পর্ক এখনো রয়ে গেছে কিছু কিছু ওয়াস্ওয়াসা এবং অন্যায় চিন্তার সঙ্গে। নফসের মধ্যে খোদপছন্দী (নিজের সবকিছুই ভালো— এই অনুভূতি) এখনও অব্যাহত। প্রশংসায় খুব খুশি কিন্তু দোষ শুনলে খুব

www.islamfind.wordpress.com

বেজার-অখুশি-অসন্তুষ্ট। নিজের প্রশংসার জন্য লালায়িত আর অন্যের দোষ সন্ধানী এবং অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণকারী। এই তো, এইসব বাজে স্বভাবের কারণেই মনে মনে খুব কষ্টে আছি। হযরত! আমার কলবের চাহিদা এই যে, সব রকমের গাইরুল্লাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাব। ভিন্ন কেউ বা গাইরুল্লাহ ও তাদের কোনো কিছুই যেন আমাকে আগ্রহী করতে না পারে। কারোর প্রশংসা ও নিন্দার প্রতি যেন আমার অন্তরে কোনো স্থান না থাকে। সারা জগতে যেন সর্বাধিক দুর্গন্ধ ও নাপাক নিজেকেই মনে হয়। মনটা যেন ভালো মন্দ সব বরদাশ্‌ত করার অভ্যাস করে নিতে পারে। প্রশংসায় এবং নিন্দায় অন্তরের প্রভাব যেন একই রকম থাকে। হুযূর খাস করে দুআ করবেন যেন আল্লাহ তাআলা এ সকল জঞ্জাল থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করে দেন। গাইরুল্লাহ যত আছে সকল কিছুর ব্যাপারে আমার অন্তরের চক্ষু অন্ধ হয়ে যাক। ঐ চক্ষু দ্বারা মাশুকে পাতিকী ছাড়া যেন আর কোনো কিছুরই দর্শন না হয়। প্রতিটা সময় প্রতিটা মিনিট যেন শুধু তাঁরই সঙ্গে তাঁরই ধ্যানে থাকতে পারি। এক মুহূর্তের জন্যও যেন তাঁর থেকে জুদাই (বিচ্ছিন্নতা) না হয়। আমীন। আলহামদুলিল্লাহ এই আহকর (অধম) হুযূরেরই বদৌলতে হায়াওয়ান থেকে ইনসান হয়েছে। নাবীনা (অন্ধ) থেকে হয়েছে বীনা (চক্ষুষ্মান)। আল্লাহ তাআলা আমার কলবকে জিন্দা করেছেন আর দান করেছেন বাতেনী দৌলত। আল্লাহ তাআলা হুযূরকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। হুযূরের মর্যাদা বুলন্দ করুন এবং সর্বাধিক পরিমাণে রাজি ও খুশি হয়ে যান। আমীন। অধম হুযূরের দরবারের এক অনুগত কুকুর। আশা করি নেক দুআয় আমাকে স্মরণ করবেন।

বিশ্লেষণঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। মা-শা আল্লাহ হালত অত্যন্ত উচ্চস্তরের, আল্লাহ তাআলা আরও বুলন্দ করে দিন। যেই যন্ত্রণা ও জঞ্জালের কথা লিখেছেন স্বয়ং বিষয়গুলোই প্রশংসনীয় হালতের আলামত। কেননা আছর বা প্রভাব দূর হয়ে গেলে না থাকবে কোনো মুজাহাদা (সাধনা) না থাকবে সবরের আজর (সাওয়াব)। সেটা আবার কেমন বুযুর্গী! যদিও মধ্যবর্তী অবস্থাতে হালের প্রবলতার কারণে তেমনও হয়ে যায়। (যেমনটি আপনি চান।) কিন্তু সেটা স্থায়ী হয় না। চূড়ান্ত পর্যায়ে আবার পূর্বের হালত ফিরে আসে অর্থাৎ আবারও প্রত্যেক বস্তুরই প্রভাব পড়বে কিন্তু ঐ প্রভাবের চাহিদা মতো আমল করবে না। প্রাথমিক স্তরের মুরীদ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের মুরীদের মধ্যে এই বিষয়ে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, প্রাথমিক মুরীদ ভীষণ কষ্টে

www.islamfind.wordpress.com

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে আর চূড়ান্ত পর্যায়ের মুরীদ অতি সহজে। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ করতে যদি কষ্টও হয় তবে এই বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপের ফলে ওয়াজিব ও দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এ ছাড়া ওয়াস্ওয়াসা হওয়া কখনোই কিছুতেই ক্ষতিকর নয়। নিশ্চিন্তে কাজ করতে থাকুন। তাৎক্ষণিকভাবে অস্থির হয়ে পড়বেন না। আমিও দুআ করছি। ওয়াস্সালাম।

***

হালঃ কুরআন শরীফ যদি জেহরী (জোরে) পড়ি তাহলে বড় মজা লাগে এবং বেশ একাগ্রতা তৈরি হয়। আর যদি সিরারী (মনে মনে) পড়ি তাহলে আর এগুলো হয় না। তবে মন এটা বরদাশত করে না যে, নামায তরক করি। কোনো কোনো দিন নামাযের মধ্যে খুব একাগ্রতা তৈরি হয়, আজব কাইফিয়াত বোধ করি। আবার কোনো কোনো দিন মন হয়ে পড়ে একেবারে এলোমেলো। ওয়াস্ওয়াসা দলবেঁধে এসে আক্রমণ করে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ জোর করে মনকে বাধ্য করি এবং কুরআনের বা দুআ দুরূদের শব্দগুলোকে চিন্তা করে করে উচ্চারণ করার চেষ্টা করি। এতে অনেক সময় পর পূর্বের কাইফিয়াত ফিরে আসে তবে বেশি সময় স্থায়ী থাকে না।

বিশ্লেষণঃ কোনো অসুবিধা নেই। বেশি সময় ধরে রাখার চিন্তায় পড়বেন না। না থাকে না থাক। নিজের পক্ষ থেকে এখতিয়ারী ব্যাপারে চেষ্টা করাই যথেষ্ট। সেটাও সাধারণভাবে কষ্ট ও বাড়াবাড়ি ছাড়া চেষ্টা।

***

হালঃ আজকাল আমার কলবের আজব হালত চলছে। নামাযের মধ্যে আল্লাহ তাআলার দিকে যখন খেয়াল করি তো বেশিরভাগ সময় আজেবাজে ওয়াস্ওয়াসা সামনে আসতে লেগে যায়। আবার যখন নামাযের মধ্যে হুযূরের খেয়াল আসে তখন আগের সম্মিলিত ওয়াস্ওয়াসাও সব দূর হয়ে যায়। এর পূর্বে আল্লাহর কথা মনে করলে মাঝে মাঝে ফাসেদ ওয়াস্ওয়াসা আসত না কিন্তু এখন প্রায়ই আসতে থাকে। নামায এমনভাবে আদায় করি যেন কারোর বেগার খাটছি। অব্যশ হুযূরের ফায়েযের বরকতে অনুভব করি যে, যদি নামাযে কিছুটা বিলম্ব হয়ে যায় অথবা দৈনন্দিনের অযীফার মধ্যে কোনো ত্রুটি হয় তাহলে দেমাগ এত পেরেশান হয়ে যায় যে, মনে হয় পাগল হয়ে গেছি। এরপর যখন নামায পড়ে নিয়েছি যদিও সে নামায একেবারেই অমনোযোগিতা নিয়ে ওয়াস্ওয়াসা নিয়ে পড়া হয়, তবুও নামায হয়ে যাওয়ার

www.islamfind.wordpress.com

সঙ্গে সঙ্গে কলবের মধ্যে এতমিনান পয়দা হয়ে যায়। আমার মনে হয় এটা একান্তই হুযূরের তাওয়াজ্জুহ এর প্রভাব। যা দিলকে নামাযের প্রতি বাধ্য করে দেয়।

বিশ্লেষণঃ এ ধরনের ব্যাপার প্রায় সকল সালিকের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। সুতরাং পেরেশান ও চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। নিয়মিত কাজে লেগে থাকলে সকল হালত ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। প্রত্যেক সমস্যার জন্য আলাদা তদবীর করার প্রয়োজন নেই।

***

হালঃ ওয়াস্ওয়াসা খুব বেড়ে গেছে। বিশেষভাবে যিকিরের সময়।

বিশ্লেষণঃ ক্ষতিকর নয় বরং এতে এক ধরনের মুজাহাদা আছে ফলে রহমত ও হিদায়াতও আছে। অতএব এদিকে মনোযোগ দিবেন না। কিছুদিন পর আবার হালত জানাবেন।

হালঃ আমার দিলে খুব বেশি ওয়াস্ওয়াসা হয়। কেনো সময় যখন এই ওয়াস্ওয়াসা কোনো মন্দ কাজে প্রলুব্ধ করে তখন আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় আমাকে সেই গুনাহের কাজ থেকে রক্ষাও করেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওয়াস্ওয়াসার কাছে পরাজিতও হয়ে যাই। তখন সীমাহীন পেরেশানী ও অনুশোচনা হয়। হুযূর যদি ওয়াস্ওয়সা থেকে বাঁচার কোনো ব্যবস্থা জানান তাহলে সেটার অনুসরণের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আল্লাহর দয়া লাভ হবে। হিদায়াতের পথ পাব। আশা করি হুযূর এই অধমকে মাহরূম করবেন না।

বিশ্লেষণঃ যদি সম্ভব হয় তাহলে নিচের মামূলাত নির্দিষ্ট করে নিন, ইনশাআল্লাহ উপকার পাবেন।

এক– তাহাজ্জুদ চার রাকাত থেকে ১২ রাকাত যা আপনার জন্য সহজ হয়, শেষ রাতে বা এশার পর।

দুই– তাহাজ্জুদের পর বা অন্য কোনো অবসরে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-এর যিকির ছয় শ থেকে বার শ বার পর্যন্ত এতটুকু আওয়াজে করবেন যেন নিজের আওয়াজ নিজের কানে ঢুকতে থাকে এবং অন্যের কোনো পেরেশানী না হয়। মাঝে মাঝে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' মিলিয়ে নিবেন।

তিন– ঘুমের সময় নফ্সের সঙ্গে মুহাসাবা করবেন অর্থাৎ একা নির্জনে বসে সারাদিনের গুনাহসমূহ স্মরণ করে চিন্তা করবেন যে, যেন কিয়ামত শুরু

www.islamfind.wordpress.com

হয়ে গেছে। আমি আল্লাহ তাআলার সম্মুখে দাঁড়ানো। প্রতিটি গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হচ্ছে। আমি লা-জবাব হয়ে যাচ্ছি। আমার ব্যাপারে শাস্তির ফয়সালা হয়ে গেছে তখন আমি ক্ষমার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। একরকম মুহূর্তে যেই ভাব ও মনোভাব নিয়ে ক্ষমার আবেদন জানানো সম্ভব সেই ভাব-ভঙ্গি নিয়ে আল্লাহর দরবারে এখন ক্ষমার আবেদন জানাতে থাকুন। এবং সঙ্কল্প করুন যে, আমি আর কখনো গুনাহ করব না। এই মানসিকতা নিয়েই ঘুমাবেন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই স্মরণ করবেন যে, রাতে আমি কী সঙ্কল্প করেছিলাম। যখনই কোনো গুনাহের ইচ্ছা হবে সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করবেন এবং আল্লাহকে হাজির নাজির (আল্লাহ সবখানেই বিরাজমান, তিনি সব কিছু দেখছেন) হওয়ার বিষয়টি অন্তরে জাগ্রত করবেন। ইনশাআল্লাহ এই কাজগুলো করলে দৈনন্দিন অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকবে। উন্নতি হবে। আবারও অবস্থা জানাবেন।

***

হালঃ অধম বান্দা সাধ্যমত সব রকমের চেষ্টা করেও বাজে খেয়াল ও ভাবনা থেকে বাঁচতে পারছে না। যদিও জানি যে, এগুলো গুনাহ নয় কিন্তু গুনাহের প্ররোচনাদাতা তো বটেই। প্ররোচনা হতে থাকলে গুনাহ থেকে বাঁচা খুবই কঠিন।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহর অনুগত বান্দার কাজ তো এটাই যে, আনুগত্যের প্রয়োজনে সব ধরনের কষ্টকেও বরদাশত করে নেবে।

হালঃ দয়া করে জানান যে কিভাবে ঐ প্ররোচনাকে দূর করা যায়।

বিশ্লেষণঃ ধারাবাহিকভাবে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা এবং নিয়মিত যিকির চালু রাখার মাধ্যমে আপনা আপনি প্ররোচনার শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। কোনো আলাদা বা খাস কিছু নেই।

***

হালঃ দুইটি সন্দেহ সবসময় কলবকে পেরেশান করে। এক তো কলবের ওপর যখন আনওয়ার (নূর) অবতীর্ণ হয় যার দ্বারা কলবের মধ্যে বেশ নড়াচড়া শুরু হয় এবং সেটা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার মধ্যে আজব রকমের খেয়াল ও হালত পয়দা হয়। এর হাকীকত কী তা বুঝতে পারি না। বুঝি না এটা উন্নতি না কি আল্লাহর পাকড়াও–

www.islamfind.wordpress.com

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ

অর্থ– আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হতে পারে তারাই, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে। –আল আরাফ : ৯৯

এটা খেয়াল হলে দিলের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। কিন্তু মানুষ তো মানুষ; কী করতে পারে!

বিশ্লেষণঃ এত্তেবায়ে সুন্নাত এবং পীরের মুহাব্বত থাকতে কোনোরকম পাকড়াও-এর কল্পনাও করবে না।

হালঃ জাহেরী আরও একটি সন্দেহ এবং পেরেশানীর ব্যাপার এই যে, যখন নিজ স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা করি তখনও পেরেশানী এবং কলবের মধ্যে অস্বস্তি বোধ হয় অথচ শরীয়তের বিচারে কোনো অন্যায় তো খুঁজে পাই না। যতই খোঁজ করি কিন্তু কোনো অন্যায় পাই না। আশা রাখি এটা প্রতিরোধ করার কোনো ব্যবস্থা জানিয়ে নিশ্চিন্ত করবেন।

বিশ্লেষণঃ এই পেরেশানী ও অস্বস্তি কল্পনাপ্রসূত। উত্তেজনা কমে যাওয়ার কারণে এক ধরনের নিঃস্পৃহ বা মনমরাভাব তৈরি হয়। যা হোক এটা এমন কোনো বিষয় নয় যার কারণে অস্থির বা চিন্তিত হতে হবে।

***

হালঃ ইসমে যাতের যিকির যদি উচ্চ আওয়াজে করি তাহলে রিয়া বা লোক দেখানোর ওয়াস্ওয়াসা পয়দা হয় আর যদি নিচু আওয়াজে করি তাহলে গলা ব্যথা করে। 'আল্লাহ' শব্দ উভয় অবস্থাতেই মুখ দিয়ে বের হয় কিন্তু কলব আল্লাহর দিকে মনোযোগী না হয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতে থাকে। যাতে মনের মধ্যে বিরক্তি বোধ হয়।

বিশ্লেষণঃ রিয়ার ওয়াস্ওয়াসা ক্ষতিকর নয়। সুতরাং জেহরীভাবে করাই উত্তম। একইভাবে কলবের এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করাও— যদি অনিচ্ছাকৃত হয়, কোনোই ক্ষতিকর নয়। একইভাবে মনের মধ্যে বিরক্তি বোধ হওয়াও ক্ষতিকর নয়। বরং এই বিরক্তির মধ্যেও যদি শোগল জারি রাখা যায় তাহলে সেটা একটা মুজাহাদা। যা উপকারী হওয়ার দৃঢ় আশা রয়েছে। যাই হোক আসল কথা হচ্ছে অবস্থা যাই হোক কাজ করে যেতে হবে। কাজ করা— যে কোনো ভাবেই হোক, না করার চাইতে উত্তম। যেমন মাওলানা রূমী বলেন–

www.islamfind.wordpress.com

دوست دارد دوست ایں آشفتگی – کوشش ہے ہودہ بہ از خفتگی

অর্থ– আল্লাহ তাআলা এই অনুরাগ পছন্দ করেন। ঘুমিয়ে অলস সময় কাটানোর চেয়ে অনর্থক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উত্তম।

***

হালঃ সন্দেহে পড়ে আছি। যথাসাধ্য প্রতিরোধের চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হতে পারি নি। বিষয়টি এই যে, মাঝে মাঝে দিলের মধ্যে 'ওয়াস্ওয়াসা ও খাতরাহ'-এর কোনো চিহ্নও খুঁজে পাই না; আবার মাঝে মাঝে 'ওসাবেস ও খতরাত'-এর এত পরিমাণ আক্রমণ হয়, আবার ওয়াস্ওয়াসাগুলোও এত ভয়াবহ যে, মনে হয় কোনো নাস্তিকের মধ্যেও এত ভয়াবহ বিষয় জাগে না। সেই মুহূর্তে মনে চায় যে, আত্মহত্যা করি। এই রকমের নালায়েকের দুনিয়ায় থাকাই উচিত নয়। এজন্যই হুযূরের দরবারে মিনতি জানাচ্ছি যে, এই বিষয়ে একটু খাস তাওয়াজ্জুহ দিবেন এবং দুআর দ্বারা সাহায্য করবেন।

বিশ্লেষণঃ দুআ করার ব্যাপারে আমার কোনো ওজর আপত্তি নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে এই অবস্থা তো মন্দই নয় যে তাকে এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে হবে। সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে আফযাল ও আকমাল শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ হালত তো আর কারোর হতে পারে না। হাদীসে সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে যে, তাদের মধ্যে এমন এমন ওয়াস্ওয়াসা আসত যে তারা সেগুলো মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে জ্বলে-পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়াকে বেশি পছন্দ করতেন। আর তবীবে কামেল (শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোকে তাঁদের সুস্পষ্ট ঈমানের আলামত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং যে বিষয়টি ঈমানের আলামত তার কারণে যদি খুশি ও আনন্দ না জাগে তো কষ্ট ও বেদনা জাগারও তো কোনো মানে নেই।

***

হালঃ এই অধম বান্দা এমনিতেই গুনাহগার পাপী এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ইজ্জত-সম্মান ও পদ-পদবীর লিপ্সা আমাকে একেবারে বরবাদ করে দিল। আল্লাহর দরবারে সবসময় এগুলো প্রতিরোধের তাওফীক কামনা করি। কিন্তু কোনোই উপকার পাচ্ছি না। এ কারণেই হুযূরের কাছে দুআর প্রার্থনা জানাচ্ছি।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ নিজের পক্ষ থেকে দোষণীয় বা গোনাহের খেয়ালগুলো প্রতিরোধ করতে থাকুন। যেগুলো অনিচ্ছাকৃত হয়ে যাবে সেগুলোর ব্যাপারে কোনো পাকড়াও নেই। কোনো জবাবদিহিতা নেই। নিশ্চিন্ত থাকুন। প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে খুব বেশি জোরালো চেষ্টার প্রয়োজন নেই। তাতে কলব বেকার ও দুর্বল হয়ে পড়বে। 'নিশ্চয় তোমার ওপর হক রয়েছে তোমার নফসের এবং নিশ্চয় তোমার ওপর হক রয়েছে তোমার দেহের।' এই হাদীসের কথা মনে রাখবেন।

***

হালঃ মাঝে মাঝে তিলাওয়াতের সময় বিভিন্ন সন্দেহ ও আজেবাজে খেয়াল মনের মধ্যে জমা হয়।

বিশ্লেষণঃ ওয়াস্ওয়াসাসমূহের কারণে কোনো ক্ষতি হয় না। বরং এর কারণে বিভিন্ন উপকারিতা ও কল্যাণ লাভ হয়। এদিকে কোনোভাবেই মনোযোগ দিবেন না। ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক কোনোভাবেই না। তাহলে ওয়াস্ওয়াসা আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে।

***

হালঃ এরকম ওয়াস্ওয়াসা মনের মধ্যে আসত যে, সত্যি যদি আল্লাহর অস্তিত্ব থাকত তাহলে কি তিনি জবাব দিবেন না? (নাউযুবিল্লাহ) আমি সুনির্দষ্টভাবে এই বলে নফ্সকে জবাব দিতাম যে, নবীদের সঙ্গেও তো আল্লাহ তাআলা বিনামাধ্যমে কথা বলেন নি আর তুই হে আমার নফ্স! কী এমন চীজ? এই ওয়াস্ওয়াসা দূর হয়ে গেছে। অন্যান্য ওয়াস্ওয়াসাকেও এভাবেই প্রতিরোধ করতে থাকি। এখন সব ওয়াস্ওয়াসা কমে গেছে। নফ্সকে এভাবে বলেছি যে, এই ওয়াস্ওয়াসার হালতেই যদি তোর মৃত্যু হয় তাহলে তোর মৃত্যু হবে কোন্ ধরনের? এই ভাবে চিন্তা করার কারণে দূর হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ ওয়াস্ওয়াসাসমূহকে এভাবে জবাব দিয়ে প্রতিরোধ করা ক্ষতিকর। এর এলাজ হল পাত্তা না দেওয়া। ইতিবাচকভাবেও না নেতিবাচকভাবেও না। কোনোভাবেই পাত্তা দেবেন না।

***

হালঃ অধমবান্দা তাহাজ্জুদ নামাযের পর ১২ তাসবীহ আদায় করি। এবং ২৪ হাজার বার দৈনন্দিন আল্লাহ আল্লাহ যিকির করি। যিকির করার সময়

www.islamfind.wordpress.com

কখনো কখনো মন খুব নিবিষ্ট থাকে ওয়াস্ওয়াসা ও খেয়াল পরাভূত থাকার কারণে। আবার কখনো কখনো ওয়াস্ওয়াসা ও খেয়াল এত বেশি প্রবল থাকে যে, মূল খেয়ালটাই অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন— হাওয়া হয়ে যায়। তখন থাকে শুধু আওয়াজ, দিল না জানি কোথায় কোথায় যায় আর কী কী করে। কখনো আবার ঘুম থেকে জেগে উঠা মানুষের মতো ফিরে আসে। তখন আবার দু-চারবার যিকির করে ঘুমন্ত মানুষের মতো না জানি কোথায় কোথায় চলে যায়। দিলের এই কোথায় কোথায় হারিয়ে যাওয়া ঠেকানোর জন্য কোনো চেষ্টা করি না। বরং আল্লাহ তাআলার ধ্যান স্থির করার চেষ্টা করি। কিন্তু বান্দার এই প্রচেষ্টা অপর্যাপ্ত থেকে যায়। অবশেষে দিশেহারা হয়ে যিকিরে লেগেই থাকি। কখনো জাগ্রত কখনো ঘুমন্ত, কখনো ঘুমন্ত, কখনো জাগ্রত। অযীফার নির্ধারিত সময় ছাড়া বাকি যে সময়গুলো আছে সেইগুলোর বেশিরভাগ অংশে মনের মধ্যে জ্বলতে থাকে। ভিজা লাকড়িতে আগুন জ্বালালে যেমন ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে সেইরকম অন্তরের মধ্যে জ্বলতে থাকে এবং এ কারণেই মুখে এমনিতেই আল্লাহ আল্লাহ শব্দ চালু হয়ে যায় যেমন সিনার মধ্যে ছিল। কিন্তু শুধে মুখে চালু হওয়ার কারণে মনে প্রশান্তি আসে না জেহের না করা পর্যন্ত। জেহরটাও এত বেশি আওয়াজে যা খানকার আর কেউ করে না। এর সঙ্গে হরকতও (নড়াচড়া) করতে হয়। মনের এই জ্বালা হুযূরের মজলিসে বসে সবচেয়ে বেশি বেড়ে যায়। এই জ্বালার কারণেই বাদ যোহর হুযূরের চলে যাওয়ার পরও আমি আল্লাহ আল্লাহ অযীফা করতেই থাকি। বেশিরভাগ দিন আছরের পর এবং মাগরিবের পর প্রায়ই করে থাকি। আর নির্ধারিত অযীফা অর্থাৎ ২৪ হাজার বার ইসমে যাত সকাল ১১টা বাজার আগেই পূর্ণ হয়ে যায়। এই ওয়াস্ওয়াসা ও খতরাহ জেহের করলে কম হয়। তবে সাধারণ জেহের নয় বরং একটু পূর্বে যেমন বললাম– এত তীব্র আওয়াজে যা খানকার আর কেউই করে না। অযীফাতে যেমন মন লাগে সেরকম কুরআন তিলাওয়াতে ও নামাযে প্রশান্তি আসে না।

বিশ্লেষণঃ সূচনাতে এই রকম হালতই হয়ে থাকে। এগুলোর সবই আল্লাহ তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্তির ভূমিকা। কাজ করতে থাকুন। যে ব্যক্তি সহীহ রাস্তায় চলতে থাকে অবশ্যই সে গন্তব্যে উপনীত হয়। আর সঠিক পথ এটাই যেটা দিয়ে আপনি চলছেন। ওয়াস্ওয়াসার আক্রমণে পেরেশান ও চিন্তিত হবেন না। নিজ ইচ্ছা ও মনোনিবেশ যিকিরের প্রতি নিবদ্ধ রাখুন। ব্যাস এই যথেষ্ট।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ যে নতুন ব্যাপারটি ইদানিং সৃষ্টি হয়েছে সেটা এই যে, কালামে মাজীদ (কুরআন)-কে আল্লাহর বাণী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হতে শুরু করেছে। আমি এই সন্দেহকে দিল থেকে বের করার আপ্রাণ চেষ্টা করি, কাজ হয় না। গত কিছুদিন থেকে এই সন্দেহ আরও বেড়ে গেছে পাশাপাশি নতুন করে এই সন্দেহটাও যুক্ত হয়েছে যে, নাউযুবিল্লাহ প্রিয়নবী সত্যিই আল্লাহর রাসূল কি না? এই দিনগুলোতে অধিক পরিমাণে নবীজির জীবনী পাঠ করতে থেকেছি, কিন্তু এই বাজে খেয়াল দিল থেকে দূর হওয়ার পরিবর্তে উল্টো প্রতিটা শব্দ থেকেই দিলের মধ্যে বিপরীত ধারণা জন্ম নিতে থাকে। যদিও আমি অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব এবং তাঁর অদ্বিতীয়তা একত্ব বিশ্বাস করি, নবীজীকে নবীয়ে বরহক বা সত্য নবী বলেই মানি, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহর ওপর রয়েছে আমার পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস এবং মনে মনে এই চিন্তার কারণে নিজেকে অনেক তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করছি এবং এই ভুল বিশ্বাস স্বভাবগতভাবে আমার মধ্যে নেই কিন্তু যখনই চিন্তা করি অথবা নবীজীর জীবনী বা জীবনচরিত-এর কোনো কিতাব চোখে পড়ে তখন এই ভুল বিশ্বাস অবশ্যই পয়দা হয়ে যায়, যার কারণে মনে খুব পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা হয়। যখন থেকে এ ধারণা বেশি বেশি হতে শুরু করেছে আমি দুরূদ শরীফ বেশি বেশি পড়া শুরু করে দিয়েছি এবং এই জাতীয় কিতাবাদি পড়া ছেড়ে দিয়েছি। হুযূর! মেহরবানী করে আমার জন্য দুআ করবেন যেন আমার শেষ পরিণতি (মৃত্যু) ভালো (ঈমানের সঙ্গে) হয় এবং এই সব বাজে খেয়াল অন্তর থেকে বের হয়ে যায়। যদিও খুব চেষ্টা-সাধনা করতে থাকি কিন্তু নামাযের মধ্যে মন বসাতে পারি না। সবসময় মন চিন্তিত থাকে। অন্তর ঘাবড়াতে থাকে। প্রায়ই হুযূরের কদমবুসির আগ্রহ জেগে উঠে অন্তরের মধ্যে। মাঝে মাঝে এই আগ্রহ অস্থিরতায় পৌঁছে যায়। মনে হয় এখনই হুযূরের দরবারে ছুটে চলে যাই। এ কথা ভেবে খুবই তাজ্জব হয়ে যাই যে, এই ধরনের বাজে ও ভয়ঙ্কর খেয়াল যখন দিলের মধ্যে আসে তখন হুযূরের প্রতি কেন অন্তর এত বেশি ঝুঁকে পড়ে? কেননা হুযূরের প্রতি আগ্রহ তো শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই।

বিশ্লেষণঃ এটাই ইয়াকীনী আলামত এবং দলিল এ কথার যে, এই দ্বিমুখী আয়নার নিশানা মূলত কলবের ভিতরে নয়, বাহিরে কিন্তু দেখতে মনে হয় ওটা ভিতরেও। অনিচ্ছাকৃত খেয়াল ও চিন্তা-ভাবনার জন্য মানুষ দায়ী নয়, পাপী নয়। একদম নিশ্চিন্ত থাকুন। একটুও ভ্রূক্ষেপ করবেন না। তাতে

www.islamfind.wordpress.com

দেখবেন আপনা আপনি সব দূর হয়ে যাবে। দূর করার জন্য খুব বেশি কষ্ট করবেন না।

***

হালঃ এই অধম বান্দা নিয়মিতই বার তাসবীহ এবং ফজর থেকে যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে ২৪ হাজার ইসমে যাত আদায় করছি। কয়েকদিন হল যিকির বাদ দিয়ে 'হাদীসুন নফ্স' (মনের এলোমেলো জল্পনা কল্পনা) খুব বেশি হচ্ছে। যার কারণে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি। দয়া করে এর জন্য কোনো এলাজ ও চিকিৎসা দান করুন।

বিশ্লেষণঃ এর এলাজ ভ্রূক্ষেপহীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সেই ভ্রূক্ষেপহীনতাও এলাজ হিসাবে নয় বরং এই ইচ্ছায় যে, নবীজী এটাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে সাব্যস্ত করেন নি, আমি কেন তাহলে গুরুত্ব দিব? অবশ্য নিজে ইচ্ছা করে কোনো ওয়াস্ওয়াসা বা খেয়াল আনা যাবে না। মোটকথা ইচ্ছা করে আনাও যাবে না এবং ইচ্ছা করে তাড়ানোও যাবে না। এর অনিবার্য সুফল হবে এই যে, খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বিদূরিত হয়ে যাবে।

***

হালঃ কিছুদিন থেকে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে এবং গুনাহ হয়ে যাচ্ছে বেশি বেশি। এ কারণে মাঝে মাঝে নিজের অর্জিত সবকিছুকে বরবাদ ও বেকার মনে হয়। দুআয়ে খায়ের করবেন যেন আল্লাহ তাআলা স্বস্তির ব্যবস্থা করেন। মাঝে মাঝে শয়তানী ওয়াস্ওয়াস প্রবল হয়ে উঠে। বলে যে, 'ইবাদত কি উদ্দেশ্যে করিস।' হুযূর! দয়া করে-এর এলাজ জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ অধিক গুনাহের যে অভিযোগ পেশ করেছেন— এই এখতিয়ারী রোগের এলাজ এখতিয়ারী হিম্মত ছাড়া আর কী বলব? থাকল ওয়াস্ওয়াসার ব্যাপার, সেটা যদিও গায়রে এখতিয়ারী কিন্তু সেটাকে তো রোগের মধ্যে গণ্য করা হয় না। তার চিকিৎসা এটাই যে, কোনো চিকিৎসা করবেন না। অর্থাৎ ওয়াস্ওয়াসাকে পাত্তাই দেবেন না।

***

হালঃ নামাযের মধ্যে পূর্ণরূপে 'তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ' থাকে না অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি অভিনিবেশ রক্ষা হয় না। এ-কথা সে-কথা

www.islamfind.wordpress.com

মনের মধ্যে জেগে উঠে অনিচ্ছাকৃতভাবে। কিন্তু অন্তরও তাতে ব্যস্ত হয়ে যায়। অনিচ্ছাকৃত বিষয় অবশেষে যেন ইচ্ছাকৃত বা এখতিয়ারী হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ সূচনাতে এমনই হয়। কিন্তু হিম্মত ও সাহস না হারানো উচিত। অবিরাম চেষ্টায় লেগে থাকুন। ইনশাআল্লাহ একদিন দেখবেন কাঙ্ক্ষিত হালত পয়দা হয়ে গেছে।

***

হালঃ আল্লাহর ফযলে এবং হযরতওয়ালার নেক তাওয়াজ্জুহে 'খতরাহ এবং ওয়াস্ওয়াসা' কমে এসেছে।

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ।

হালঃ খতরাহ এবং ওয়াস্ওয়াসার মধ্যে পার্থক্য কী?

বিশ্লেষণঃ এই পার্থক্য জানার প্রয়োজনটা কী?

হালঃ কিছু কিছু ওয়াস্ওয়াসা হয় এমন যার কারণে দীর্ঘসময় পর্যন্ত অনুশোচনা, দুশ্চিন্তা এবং আফসোস হতে থাকে। বারবার মনে হতে থাকে যে, যে সব মানুষের তোর প্রতি এত পরিমাণ মুহাব্বত ও শাফ্কত, ভালোবাসা ও স্নেহ তাদের সম্পর্কে তোর অন্তর এত নোংরা ও নাপাক।

বিশ্লেষণঃ অন্তরের মধ্যে গোপনে কারোর ব্যাপারে শুধু যদি মন্দ ধারণা আসে কিন্তু বাস্তবে সেটাকে আপনি আমল না দেন তাহলে দুঃখ-অনুশোচনার কোনোই কারণ নেই। আফসোস বেশি করা ক্ষতির কারণ হবে।

***

হালঃ এক বছর বা ছয়মাস পূর্বে শয়তানী ওয়াস্ওয়াসার ব্যাপারে আমি অধম হুযূরের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলাম হুযূরও যথাসময়ে অধমের নিকট জবাব পাঠিয়েছিলেন। এখন শয়তানী ওয়াস্ওয়াসার সেই জোর ও শক্তি প্রভাব নেই যা পূর্বে ছিল কিন্তু একটি ওয়াস্ওয়াসা এখনো খুব বেশি জ্বালাতন করে এবং এর প্রভাব চলতে থাকে বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত। এরপর আবার দশ পনের দিন পর্যন্ত কিছু থাকে না। এরপর আবার আসে। সেই ওয়াস্ওয়াসটি এই যে, হিন্দুরা প্রায়ই সূর্যের পূজা করে কিন্তু আমার দিলের মধ্যে বিতাড়িত শয়তান সেই সূর্য পূজার মুহাব্বতের উসকানি দিতে থাকে। এই ওয়াস্ওয়াসা দূর হয়ে যাওয়ার পর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

www.islamfind.wordpress.com

রাসূল হওয়ার ব্যাপারে ওয়াস্ওয়াসা হতে থাকে নামাযে, কুরআন তিলাওয়াতে যার কারণে মনের মধ্যে খুব দুশ্চিন্তা হয়। সূর্যের ওয়াস্ওয়াসা ছয়মাস ধরে অবিরাম হয়েই যাচ্ছে। দিনের বেলা গোসল করি না। কারণ বেশিরভাগ হিন্দু গোসলের সময় সূর্যের প্রণাম করে। আমার দিলের মধ্যেও সেই ওয়াস্ওয়াসা তৈরি হয়, আল্লাহ ও রাসূলের মুহাব্বত দিল থেকে মনে হয় যেন মুছে গেছে।

এতএব এই অধম পাপীর জন্য দুআ করবেন যেন আল্লাহ তাআলা আপন হাবীবের ছদকায় নিজের মুহাব্বত এবং তাঁর হাবীবের মুহাব্বত দান করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত বিতারিত শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা থেকে আমাকে নাজাত দান করেন। আমীন। প্রয়োজনীয় অর্থ এই মুহূর্তে আমার হাতে নেই। নইলে হুযূরের খিদমতে হাজির হয়ে তাওবা করতাম এবং বাইয়াত হয়ে যেতাম।

বিশ্লেষণঃ যে ওয়াস্ওয়াসা অনিচ্ছাকৃতভাবে আসে তার দ্বারা বিন্দুমাত্র দীনি ক্ষতি হয় না। তাহলে কেন এত চিন্তিত হয় পড়লেন? চিন্তায় এত কাতর হলে অথবা ওয়াস্ওয়াসা ঠেকাতে খুব বেশি বেশি চেষ্টা করতে থাকলে ওয়াস্ওয়াসা আরও বাড়বে। সুতরাং একেবারেই চিন্তিত হবেন না চাই ওয়াস্ওয়াসা যেমনই হোক না কেন। কাজে লেগে থাকুন।

***

হালঃ অনিচ্ছাকৃত নানান খেয়াল ও চিন্তা মনের মধ্যে ঢুকে প্রত্যেকটা কাজ ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিশেষভাবে নামায পড়ানোর কাজে খুব বেশি বাধাগ্রস্ত হচ্ছি। প্রতিরোধকল্পে খুব চেষ্টা করে যাচ্ছি। হুযূরের কাছে মিনতি এই যে, অধমের এই হালতে দুআ করুন যেন আল্লাহ এ থেকে নাজাত দান করেন।

বিশ্লেষণঃ ঐ সব ওয়াস্ওয়াসাকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিরোধ করার চেয়ে বেশি উপকারী হবে এটা যে, সেই সময় অন্য কোনো নেক আমলের দিকে কিছুটা গুরুত্বের সঙ্গে মনোনিবেশ করুন। দেখবেন ঐ সকল ওয়াস্ওয়াসা এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। এরপরও যদি কিছু বাকি থেকে যায় তাহলে পরোয়া করবেন না; এভাবেই এক সময় এমনি এমনিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমি দুআ করছি।

***

হালঃ অধমের হলত এই যে, দিন ও রাতের মধ্যে বেশ কয়েকবার খুব চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ি। মাহরূম হয়ে যাওয়ার আফসোস, ব্যথা ও আশঙ্কায় বিষণ্ন হয়ে কান্নাকাটি ও আহাজারিতে ডুবে থাকি।

'তারবিয়াতুস সালিক' ৮ম অধ্যায়-৩২১

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এর কারণ সম্ভবত একক কিছু নয় বরং দুটো বিষয়ের সমন্বিত রূপ। এক– শারীরিক দিক থেকে অস্বাভাবিকতা— যার চিকিৎসা ডাক্তার থেকে নেওয়া জরুরি। দুই– উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ভ্রান্তি। এর সমাধান হল 'তারবিয়াতুস সালিক' মনোযোগ সহকারে পড়া। যদি এই দুটো বিষয় না হয় তাহলে এটা স্বাভাবিক 'কব্য' (ইবাদত ভালো না লাগা ও গুনাহ ভালো লাগা 'বাসত'-এর বিপরীত) যা অত্যন্ত উঁচুস্তরের হালত এবং যা উপকারিতার বিচারে 'বাসত'-এর চেয়ে উপরে। আল্লাহর ইলম যখন যুক্তিযুক্ত মনে করে তখন এমনিতেই দূর হয়ে যায়। এর আদব হল সবর ও তাফবীয (সমর্পণ)।

একাগ্রতা পছন্দ হওয়া

হালঃ বেশিরভাগ সময় মনের পছন্দ একাগ্রতা।

বিশ্লেষণঃ শুভ লক্ষণ।

***

হালঃ দুনিয়ার মুহাব্বত দিল থেকে বের হয় না; আল্লাহর মুহাব্বত পয়দা হয় না।

বিশ্লেষণঃ মুহাব্বতের মানে কী? মুহাব্বত মানে তাঁর আদেশ মানা এবং নিষেধ থেকে দূরে থাকা।

***

হালঃ কখনো কখনো চুতর্দিকের খেয়াল ও চিন্তা-ভাবনা আসতে থাকে। বিশেষভাবে যে ব্যাপারে জড়িয়ে আছি, তার খেয়ালের ভিড় ও আক্রমণে মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা হতে থাকে, সে সময় কিছুটা সান্ত্বনা পাই হয়ত মৃত্যুর কথা চিন্তা করে। যেমন ভাবি যে, খুব শিগগিরই মৃত্যু এসে এই সব দ্বন্দ্ব থেকে চিরতরে মুক্তি দিয়ে যাবে। অথবা ভাবি এই কথা যে, নফ্স তো দুশমন, সুতরাং নফ্সের কষ্টে তো খুশি হওয়া উচিত। ভালোই হয়েছে। এই ভাবে তার কষ্ট হোক। অন্য কোনো মুজাহাদার তো যোগ্য নয় আমার নফ্স। ঠিকই আছে।

বিশ্লেষণঃ এটাও চমৎকার এলাজ।

***

www.islamfind.wordpress.com

প্রশ্ন ঃ ইতিপূর্বে যখন হুযূরের সম্মুখে হাজির হতাম, পথিমধ্যে এত বেশি খত্‌রা বা এলামেলো ভাবনা এসে ভিড় করত যে, হুযূরের সামনে যেতে লজ্জা লাগত। এ বিষয়ে কোনো কোনো সালিকের জন্য হুযূর তারবিয়াতুস সালিকের মধ্যে লিখেছেন যে, এলোমেলো ভাবনা আসছিল না বরং বের হয়ে যাচ্ছিল। আমি অধম কি নিজের জন্য এটাই কল্পনা করব?

জবাব ঃ যত তদবীর আছে তার মধ্যে এটাও একটা বিশেষ তদবীর। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেই তদবীরই মানানসই যা তার জন্য উপকারী হয়। এটা আপনি পরীক্ষা করে দেখুন আপনার উপকার হয় কি না।

প্রশ্ন ঃ এবার হুযূরের সম্মুখে হাজির হওয়ার সময় কাইফিয়াত এমন হল যে, যতই নিকটবর্তী হচ্ছিলাম এলোমেলো ভাবনা তো আসে নি কিন্তু মনমরা এবং বিষণ্নভাব হচ্ছিল। তবে কদমবুসির গৌরব লাভ হওয়ার পর সেই ভাব কেটে গেছে এবং আগের চেয়ে বেশি একাগ্রতা হাসিল হয়েছে। এর কারণটা জানতে পারলে এই ধরনের ক্ষেত্রে দূরদৃষ্টি লাভ করা যেত।

জবাব ঃ এইসব বিষয় আকস্মিক, স্বভাবগত নানান কারণেও হয়ে থাকে। যেগুলো সব একত্র বলা সুকঠিন ব্যাপার। তাছাড়া এসব বিষয় তাহকীক করে কোনো লাভ নেই।

***

হালঃ এটা তো হুযূরের অবদান যে আবারও আমি অধম কাজে লাগতে পারলাম। আমি হুযূরের একজন পুরাতন গোলাম। হুযূর ছাড়া এর আর কোনো আশ্রয়ের ঠিকানা নেই। জীবনও শেষ প্রান্ত। আল্লাহর সন্তুষ্টি আজও লাভ করতে পারলাম না।

বিশ্লেষণঃ এমন ধারণা করা ঠিক নয়। আশাকে 'ভয়'-এর উপর প্রবল রাখতে হবে।

***

প্রশ্ন ঃ হুযূর বলেছেন, আজেবাজে খেয়াল আসা ক্ষতিকর নয়, টেনে আনা ক্ষতিকর। মাঝে মাঝে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, আমি বুঝতেই পারি না যে, এই খেয়াল নিজেই এসেছে না কি আমি নিয়ে এসেছি। একটি মাপকাঠি বলে দিন যেন এইরূপ ক্ষেত্রে দুটোর মাঝে পার্থক্য করতে পারি।

www.islamfind.wordpress.com

জবাব ঃ মাপকাঠির প্রয়োজন নেই। যখন 'আসা' আর 'আনা'র মধ্যে সন্দেহ হয়, তখন সর্বনিম্ন স্তর যেটা সেটা নিশ্চিত হয়ে যায়। 'সুনিশ্চিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না' এই মূলনীতি দ্বারা ওটাকে 'আসা'ই ধরে নেবেন।

***

হালঃ হুযূরের হুকুম মতো মাওয়ায়েয পড়ছি এবং আল্লাহর শোকর যে, ঐগুলো দ্বারা কিছু কিছু উপকারও পাচ্ছি বলে অনুভব করছি।

বিশ্লেষণঃ এটা 'কিছু কিছু' নয় বরং 'সবকিছু'।

হালঃ শরীর ও মনকে বাধ্য করলে নামাযে খুশূ অর্জিত হয়।

বিশ্লেষণঃ ব্যাস, মানুষের দায়িত্ব অতটুকুই। 'বাধ্য করা' মানে হল মুজাহাদা। আর আল্লাহর কাছে মুজাহাদাযুক্ত আমল মুজাহাদামুক্ত আমলের তুলনায় অনেক বেশি উত্তম এবং অনেক বেশি সন্তোষজনক। যা মুবতাদীর (প্রাথমিক স্তরের মুরীদের) জন্য প্রার্থনীয়।

হালঃ এরপর সামান্যতমও যদি উদাসীনতা তৈরি হয়, ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে এদিক-সেদিকের পেরেশানী খেয়াল সব এসে জড়ো হয়ে পড়ে।

বিশ্লেষণঃ এরপর আবার জোর করে নামাযের দিকে মনোযোগী হয়ে যাওয়া উচিত। আর এটাই মুজাহাদা।

হালঃ মন চায় যে, কোনোভাবে কলবের স্বস্তির সঙ্গে যেন ইবাদত-বন্দেগী পালনের তাওফীক পাই।

বিশ্লেষণঃ এখতিয়ারী বা ইচ্ছাকৃত স্বস্তি তো আছে, অপারগ স্বস্তি অর্জনের জন্য মানুষ বাধ্য নয়।

হালঃ বেশিরভাগ সময় এই খেয়াল দিলকে ব্যাকুল করে রাখে যে, আমি যা কিছু করি তা আসানীর সঙ্গে হয় না।

বিশ্লেষণঃ খোদ আসানী মাতলূব বা প্রার্থনীয় নয়। হাদীস শরীফে এসেছে– 'তিলাওয়াতের সময় মুখে জড়তার কারণে যে ব্যক্তি কষ্ট পায় তার দ্বিগুণ সাওয়াব।'

হালঃ মনকে বাধ্য করে করে আমল করি এবং–

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

www.islamfind.wordpress.com

(আর নিশ্চয় নামায খুব কঠিন। তবে সে সব বিনয়ী লোকের জন্য তা সহজ হবে...) এই আয়াতের প্রতি নজর থাকে যে, এটা তো কষ্টকর।

বিশ্লেষণঃ আয়াতের 'খুব কঠিন' ব্যাপারটা আকীদাগত, যার থেকে প্রত্যেক মুমিন মুক্ত। আর স্বভাবগত কাঠিন্য সেটা দোষণীয় নয় বরং বেশি সাওয়াবের কারণ। হাদীসে আছে– কষ্ট হলেও অযূকে পূর্ণ করা অধিক সাওয়াবের কারণ।

হালঃ কোনোভাবে নামাযের 'বোঝা' হওয়া (কঠিন হওয়া) যেন দূর হয়ে যায়। আর আয়াতের শেষ অংশের (যার অর্থ ঃ তবে নামায সেই সকল বিনয়ী লোকদের জন্য সহজ— যারা এ-কথা খেয়াল করে যে, তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে আপন পরওয়ারদেগারের) দিকে তাকালে তো মনে হয় যে, আমার যে হালত তাতে বোধহয় পরওয়ারদেগারের সম্মুখীন হওয়ার খেয়ানত আমার মধ্যে নেই।

বিশ্লেষণঃ এটা নির্ভর করছে 'খুব কঠিন'-এর অর্থ চিন্তা না করার উপর। একটু পূর্বে আমি সেটা বিশ্লেষণ করেছি।

হালঃ জানি না আমার মধ্যে ঈমান আছে কি না?

বিশ্লেষণঃ ঈমান বিশ্বাসের নাম আর সেটা একটা প্রত্যক্ষ বিষয়। আপনার এই চিঠিরই পরবর্তী এক অংশে ঈমান থাকার প্রমাণও আছে।

হালঃ ঐসব হালত সত্ত্বেও আমি নামায ত্যাগ করতেও সক্ষম নই। কখনো যদি ঘটনাক্রমে এশার সময় ঘুমিয়ে যাই তবে একেবারে আচমকা একসময় ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারপর যতক্ষণ নামায না পড়ি স্বস্তি পাই না এবং আর ঘুমও আসে না।

বিশ্লেষণঃ এটাই হল ঈমান ও বিশ্বাসের দলিল।

হালঃ মৃত্যুর ব্যাপারে অন্তরের মধ্যে আতঙ্কের ভাবও বিদ্যমান।

বিশ্লেষণঃ হাদীসে আছে মা আয়েশার বাণী – كُلُّنَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ (আমাদের সকলেই মৃত্যুকে অপছন্দ করে।) তাঁর এই কথায় নবীজীর আপত্তি না করা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। সুতরাং আপনার এই হালত (মৃত্যুর ব্যাপারে আতঙ্ক)-কে দোষণীয় বলার কোনো সুযোগ নেই। তবঈ বা স্বাভাবিক ব্যাপার।

হালঃ অন্তর ঘাবড়াতে থাকে। আমি আরও মাওয়ায়েয পড়ব।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ বেশি প্রয়োজন তারবিয়াতুস সালিক পড়ার।

হালঃ কাজি আযীযুল হাসান সাহেবের দুআ-প্রার্থনার কথা বেশিরভাগ সময় খুব মনে পড়ে এবং অন্তরে ইচ্ছা জাগে যে, তার মতো যেন হয়ে যাই।

বিশ্লেষণঃ সূরা নিসা আয়াত : ৩২-এ আল্লাহ তাআলার বাণী –

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

অর্থ– আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

গায়রে এখতিয়ারী অর্থাৎ যে ব্যাপারগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ব নয় যেমন বংশমর্যাদা, দৈহিক গঠন, রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য— এগুলো কারোর সাধ্যায়ত্ব বিষয় নয়। এ ধরনের বিষয়গুলোতে আকাঙ্ক্ষা পোষণ মানে দূরাশা। আয়াতে বলা হয়েছে– এ ধরনের দূরাশা পোষণ করা উচিত নয়। কেননা হাজার চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা করলেও 'নিছক আল্লাহ প্রদত্ব' এইসব বিষয় অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। আয়াতের পরের অংশ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا (পুরুষরা যা কিছু সাধনার মাধ্যমে অর্জন করবে তারা তার অংশ পাবে) অর্থাৎ গুণ বৈশিষ্ট্য ও কর্মের দক্ষতা, নেক আমল, সদগুণ ইত্যাদি এখতিয়ারী (সাধ্যায়ত্ব) বিষয়সমূহে তাদের অর্জিত বিষয়ের অংশ তারা পাবে। وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ (এবং নারীরাও যা অর্জন করবে সেটা তাদের অংশ। (একটু আগে যা বলা হয়েছে অর্থাৎ সাধ্যায়াত্ব বিষয়সমূহে তাদের উপার্জিত অংশ তারা পাবে।) উপরোক্ত আয়াতাংশের সারকথা 'তোমরা অর্জনযোগ্য বিষয়সমূহে (নেক আমল, সদগুণ) চেষ্টা-সাধনা করো। আর আল্লাহ প্রদত্ব (তোমাদের সাধ্যায়ত্ব নয় এমন সব বিষয়ে যেমন বংশ, সৌন্দর্য, নারী হওয়া, পুরুষ হওয়া) বিষয়গুলো অর্জনের দূরাশা করো না। وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ (আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।) অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ব বিষয় প্রার্থনা করতে কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং কোথায় দূরাশা পোষণ! আর কোথায় প্রার্থনা! তবে অসম্ভব প্রার্থনা (যেমন পুরুষ কর্তৃক নারী হওয়ার বা এর উল্টো) করা যাবে না। اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত) অর্থাৎ আল্লাহ ভালো জানেন যে, প্রার্থিত বিষয়ের কোনটি

www.islamfind.wordpress.com

বান্দা পাওয়ার যোগ্য আর কোন্‌টি সে পাওয়ার অযোগ্য। এতে ইঙ্গিত রয়েছে প্রার্থিত বিষয় না পেলে নিরাশ হওয়া যাবে না। এবং ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এবং তাতেই নিগুঢ় রহস্য রয়েছে, —এই বিশ্বাস রাখতে হবে।

***

হালঃ হুযূর একটি খেয়াল এখনো দিলকে ব্যাকুল করে রাখে যে, এখনো পর্যন্ত তো নিজেকে বেশিরভাগ পার্থিব স্বাদ-উপভোগ থেকে— প্রথমত গুনাহের ভয়ে দূরে রেখেছি। যদিও এই দূরে থাকার মধ্যে যেমন ভালো নিয়ত থাকা জরুরি ছিল— সেটা ছিল না। কখনো কখনো এমন খেয়াল হত যে, লোকেরা মৌলবী বলে— গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখে তারা খোঁচাখুঁচি করবে। কখনো কখনো এমন খেয়াল ছিল যে, তার উপর তোর যোগ্যতার চেয়ে বেশি রয়েছে আল্লাহর নিয়ামত। যেমন তোকে আরবী, ইংরেজীর এত পরীক্ষায় পাশ করিয়েছেন। সম্মানজনক বেতনের চাকরি দিয়েছেন। এমন না হয় যে পার্থিব নেয়ামতের স্বাদ আস্বাদনের কারণে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হয়ে এই সব নিয়ামত ছিনিয়ে নিলেন। এখন এই আশঙ্কা হয় যে, পরকালে না জানি এ-কথা বলে দেওয়া হয় যে, আমি তো দুনিয়াতে দিয়েছিলাম, এখন আর কী বাকি আছে? এই ভয়ে অন্তর কেঁপে ওঠে। আর মনে মনে বলি দুনিয়াতে স্বাদ ও মজা থেকে দূরে থাকলাম এর বিনিময়ে পরকালে অবশ্যই পাওয়া উচিত। নতুবা দুনিয়া আখিরাত সবই বরবাদ হয়ে যাবে। যদিও এখন এস্তেগফারও করি। হুযূর দয়া করে এ-ব্যাপারে কিছু বলুন। স্বস্তি পাওয়ার পথ দেখান, খুব চিন্তিত আছি।

বিশ্লেষণঃ গুনাহ ত্যাগ করে পার্থিব স্বাদ ও মজা বর্জনের উৎস সম্পর্কে যে দ্বিধা— এর অত্যন্ত সহজ মাপকাঠি এই যে, মনে করুন গুনাহ বর্জন করা সত্বেও যদি মানুষ তিরস্কার করে অথবা গুনাহ এমনভাবে করা হল যে, কেউই জানতে পারল না এবং কেউ তিরস্কার করল না। এই দুই সূরতে কি গুনাহ থেকে দূরে থাকব না? জবাব যদি হয় 'না', তাহলে সত্যিই গুনাহ বর্জনের উৎস অপ্রশংসনীয়। এবং এই রকম বর্জনের কোনো সাওয়াব হবে না। বরং এই মানসিকতা পরিবর্তন করা ওয়াজিব। যা সাধ্যায়াত্ব (এখতিয়ারী) বিষয়। সেই পরিবর্তন হবে এভাবে যে, সঙ্কল্প করে নেবে যে, ঐ দুই সূরতেও গুনাহে লিপ্ত হবে না। ব্যাস এটুকুই যথেষ্ট। আর যদি জবাব ঐরকম না হয় (অর্থাৎ কেউ গুনাহের কথা না জানলেও এবং কেউ তিরস্কার না করলেও গুনাহে লিপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

হব না। জবাব যদি এটা হয়) তাহলে এটা গুনাহ বর্জনের উৎস হল না। তখন এই রকম উৎসের আশঙ্কা নিছক ওয়াস্ওয়াসা মাত্র। যার জন্য কোনো জবাবদিহিতা বা পাকড়াও নেই। এই একই কথা ও একই রকম বিশদ ব্যাখ্যা নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া সম্পর্কেও বুঝে নিতে হবে। আমার মতে এই দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়ার আশঙ্কা যদি গুনাহ বর্জনের উৎস বা মূল প্রেরণা হয় তাহলে তখনও বিষয়টি প্রশংসনীয়। কেননা এটাও আল্লাহরই ভয়। এবং এটাও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের একটি দলিল। যদিও এটা আল্লাহভীতির নিম্নস্তর কিন্তু অন্যায় লোভ বা ভয় তো নয়। আর এই আশঙ্কা যে, কেয়ামতের দিন যদি বলা হয়... এ আশঙ্কা যদি স্বভাবগত এবং আল্লাহর ভয় থেকে উৎপত্তি হয়ে থাকে তাহলে হবে 'সুন্নাতে উমর' এবং প্রশংসনীয় হালত। কেননা তিনিও ইসলামের ব্যাপক বিজয়াভিযান এবং বাইতুল মালে প্রচুর সম্পদ আগমনে ঐরকম আশঙ্কার কথা উচ্চারণ করেছিলেন। আর যদি এই আশঙ্কা কোনো দলিল থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে দলিল তার বিপরীত কথা বলে। সেই আয়াতের সূচনা ও সমাপ্তি নিচে দেওয়া হল–

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۭ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ

অর্থ– যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানকর আযাবের শাস্তি দেওয়া হবে; কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহঙ্কার করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে। –আল আহকাফ : ২০

'পাপাচার করতে' মানে 'কুফুরী' করতে। নুতবা সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই এমনকি আম্বিয়া কেরামও পার্থিব সুখ প্রাপ্ত হয়েছেন। তাহলে এই আয়াতের সম্বোধন ব্যাপক (অর্থাৎ কাফের ও মুমিন সকলেই) হওয়ার সম্ভবনা কিভাবে হবে?

***

www.islamfind.wordpress.com

প্রশ্ন ঃ বেশিরভাগ সময় আল্লাহ তাআলার দিকে মন নিবিষ্ট থাকে। যখনই আল্লাহর দিকে মন ধ্যানস্থ হয় তখনই আসমানের দিকে খেয়াল চলে যায়। এতে যদিও আমি মাযূর কিন্তু সন্দেহ জাগে যে, এতে কুফুরী হয়ে যায় না তো? এর যদি কোনো এলাজ থাকে তাহলে জানাবেন।

জবাব ঃ সকল 'দিক' থেকে আল্লাহ তাআলা পাক ও পবিত্র। তা সত্ত্বেও তাঁর বিশেষ তাজাল্লি-র (নূর-এর ফোকাসের) বিশেষ সম্পর্ক আছে আরশ-এর সঙ্গে। এ কারণেই সৃষ্টিগত স্বাভাবিকতায় উপরের দিকে খেয়াল চলে যায়— যার মূল উৎস বাস্তবিক ব্যাপার। এতে কুফুরীর কোনো ব্যাপার নেই।

***

হালঃ জাতি ও ধর্মের হে মহান সংস্কারক, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমার হালত অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং এখন নিজের হালতের সংশোধনের ব্যাপারে প্রায় নিরাশ হয়ে গেছি। কারণ সংশোধন তিনভাবে হতে পারে। আমল, দুআ আর হালত জানানো।

এক– আমলের হালত এই যে, আমি আমলকে বাধা ও অন্তরায়ের প্রভাবমুক্ত সুদৃঢ় সঙ্কল্পের অনিবার্য প্রভাব মনে করি। আর সঙ্কল্পকে এখতিয়ারী (মানুষের সাধ্যায়াত্ব) মনে করি না। বরং সমগ্র কর্মকাণ্ডের সূচীপত্রের অংশ হিসাবে 'সঙ্কল্প'কেও আল্লাহর মাখলূক হিসাবে জানি। আমার জানামতে এমন কোনো কর্ম, খেয়াল ও গতি নেই যা আল্লাহর মাখলূক নয়, বরং সবই তাঁর সৃষ্ট মাখলূক। এই অবস্থায় বুঝে আসে না যে, 'এখতিয়ার' আসলে কী বস্তু? তবে এখনও পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার অসীম অনুগ্রহে আমি এই খেয়াল ও ধারণাকে গুনাহের কৌশল বানাই নি। অর্থাৎ 'আমার নিজস্ব স্বাধীনতা নেই, আমি পুতুল, আমার কিসের শাস্তি?' আমি এরূপ মনে করি না। আমার ধারণা ও বদ্ধমূল বিশ্বাস এই যে, পূর্ণ আনুগত্য ও দাসত্ব সত্ত্বেও শাস্তি প্রদানের পূর্ণ হক আল্লাহ তাআলার আছে। নিষ্পাপ নবীদেরও কোনো ওজর এ-ব্যাপারে চলবে না, তাহলে অপরাধী পাপীর তো কোনো কথাই ওঠে না। খোদ গোলামীটাই এমন অপরাধ যা মুনিব-মালিককে সকল প্রকার শাস্তির হক প্রদান করে।

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ– তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। –সূরা আম্বিয়া : ২৩

আমি মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অপরাজিত, অপ্রভাবিত খেয়ালের দ্বারা এমনই প্রভাবিত মনে করি, যেমন প্রভাবিত ঘড়ির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ চাবির দ্বারা। বাধামুক্ত খেয়ালকে আমি মানুষের কাজ মনে করি না। বরং ইচ্ছা করা ছাড়াই বান্দার দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এক খেয়াল পয়দা করে দেন। এই খেয়াল হয় দুই প্রকারের। কখনো হয় (এক) প্রতিবন্ধকমুক্ত— এর দ্বারা অনিবার্যভাবে ক্রিয়াকর্ম প্রকাশ হতে থাকে। আবার কখনো এর সঙ্গে আরও একটি বাধামুক্ত খেয়ালও থাকে— যা প্রথম খেয়ালের মতোই বান্দার অনিচ্ছাকৃত। এর আবার দুই প্রকার। কখনো হয় পরাভূত-পরাজিত আর কখনো হয় বিজয়ী-প্রবল। যদি পরাজিত হয় তাহলে প্রথম খেয়ালকে বাধা দিতে, ঠেকাতে পারে না। নতুবা (বিজয়ী হলে) ঠেকিয়ে দেয় প্রথম খেয়ালের প্রভাবকে। খেয়াল শক্তিশালী কিংবা দুর্বল হয় অন্তরের শক্তি ও দুর্বলতার কারণে।

সারকথা এই যে, মানুষ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নয়, ধারণাপূর্ণ বা সন্দেহযুক্ত স্বাধীন। অবারিত স্বাধীনতা তার নেই। তার আছে কল্পিত স্বাধীনতা। এরপর যখন নিজের স্বভাবের প্রতি তাকাই তো তাকে মাগলূব ও পরাজিত দেখতে পাই। যে খেয়াল ইতিমধ্যে পয়দা হয়ে গেছে, তার প্রতিবন্ধক কোনো খেয়াল হয়ত পয়দাই হয় না আর যদি পয়দা হয় তাহলে এতটা শক্তিশালী হয় না যে, প্রথম খেয়ালকে মাগলূব বা পরাজিত করে দিবে।

মাওলানা রূমী রাহ.-এর মসনবীর উচ্চ পর্যায়ের বিষয়বস্তু এবং হযরতের বিভিন্ন আলোচনা কখনো কখনো হাসির উদ্রেক করে। কিন্ত সব কথার ভিত্তি একটাই যে, 'কাজ করো; হিম্মত করো'। ব্যাস, এখানে এসেই আমার অন্তর আবারও হোচট খায় এবং আবারও সেই 'মালুবিয়ত ও মাজবূরী' পরাজিত মানসিকতা ও অপারগতা সামনে এসে দাঁড়ায়। হায় কপাল! আমি যদি এতটা নির্বোধ হতাম যে, আমার দেমাগ (বুদ্ধি) এতদূর না পৌছত বরং স্বাধীনতার কল্পনা অথবা কল্পিত স্বাধীনতার কথাই যদি আমার অনুভবে থাকত!

এই মুহূর্তে একটি সূরত আছে এই যে, আমি অন্ধ অনুকরণ হিসাবে 'এখতিয়ার'কে মেনে নিব কিন্তু এই মেনে নেওয়ার আছর বা প্রভাব অন্তরের উপর কিছুই পড়বে না। কেননা এটা হল ধরে নেওয়া বা মনে করা প্রথম

www.islamfind.wordpress.com

খেয়ালের সঙ্গে যার সেই রূপ সম্পর্ক যা বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার। মোট কথা আমল এরকমই শূন্য।

দুই– দুআ। এর ব্যাপারে দিলের মধ্যে এমন বেহুদা খেয়াল জমে গেছে যে, আল্লাহর পানাহ! সেই খেয়াল এই যে, আল্লাহ তাআলা আমার দুআ কবূলই করেন না। বরং আমার দুআর উল্টো আছর হয়। এখন দুআ করতে গেলে কবূল হওয়ার প্রবল আশার পরিবর্তে দ্বিধা তৈরি হয়। এর মূল কারণ এটাই যে, আমার মনে পড়ে না যে, কখনোই আমার কোনো দুআ কবূল হয়েছে। যেসব দুআ একেবারে পরিপূর্ণ উপকারী, তাও কবূল হয় না। যেমন আমলে সালেহ বা নেক আমলের তাওফীক প্রার্থনার দুআ ইত্যাদি। এই হল দুআর হালত।

তিন– হালত জানানো। এই ব্যাপারে খেয়াল হয় যে, চিকিৎসকের কাজ রোগ নির্ণয় করে ওষুধ বলে দেওয়া। তার দেওয়া ওষুধ পান করার হিম্মত থাকলে কষ্ট করে পান করে নেওয়া রোগীর কর্তব্য। আর যদি অভাব, কৃপণাত অথবা অন্য কোনো কারণ ওষুধ পান করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে যায় তাহলে করণীয় কী থাকে! নিজের হালতকে আল্লাহর ভরসায় ছেড়ে দাও। আমি নিজের অন্তরটাকে পরীক্ষা করে দেখেছি। ওষুধ হজম করতে পারে না। বমি করে বের করে দেয়। মোটকথা

تن ہمہ داغ داغ شد، پنبہ کجاکجانہم

অর্থ– সারা শরীরে ঘা, মলম দিব কোথা।

এরপর কথা হল দুআ এবং হালত জানানো— এই দুটোই উৎসরিত হয় পূর্বোক্ত সেই প্রবল খেয়াল থেকে যা এখানে অস্তিত্বহীন। কতিপয় দোস্ত আহবাবের সঙ্গে যখনই কথা হয় তো তারা বলেন– তুমি অন্যসব কাজই তো করছ তাহলে যিকির-শোগল তোমার দ্বারা কেন হয় না? যিকির করাও কি কোনো জটিল কাজ? এটা তো শুধু ঠোঁট নাড়ানো। তাদের এ ধরনের বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে অন্যের বিষয়কে নিজের সঙ্গে তুলনা করা। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীকপ্রাপ্ত আর আমি সেই তাওফীক থেকে বঞ্চিত। এই কারণে ঐ সব কাজ তাদের কাছে সহজ বোধ হয় আর আমার কাছে পাহাড়ের মতো ভারী মনে হয়। কখনো কখনো তাদের সামনেও এই হালত আসে, যিকির শোগল তাদেরও ছুটে যায়। যেটাকে আজ তারা এত বেশি সহজ ভাবছে সেই কাজটাই কাল তাদের জন্য জটিল ছিল অথবা ভবিষ্যতে কোনো একসময়

www.islamfind.wordpress.com

জটিল হয়ে যাবে। অথচ তারা ঐ অবস্থাতে যিকিরের চেয়ে বেশি জটিল কাজ করেন। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে দুই হালতের পার্থক্যের ভিত্তি মনে হয় শুধুমাত্র এ খেয়ালের শক্তি ও দুর্বলতা— যা নিছক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসে থাকে। নতুবা গুনাহের হাকীকত এবং এর আছর জাননেওয়ালা কোনো ব্যক্তি, আল্লাহকে সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবগত মান্যকারী, উপকারকে উপকার এবং ক্ষতিকে ক্ষতিজ্ঞানকারী কেউ গুনাহ করতেই পারে না। অথচ বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মোটকথা যখন কোনো আলোচনা করা হয় তো আমার অন্তর তার ভূমিকাকে সংশয়পূর্ণ বানিয়ে তারপর গোটা আলোচনার আছরকেই হারিয়ে ফেলে। তা থেকে কোনো প্রভাবই গ্রহণ করে না। মোটকথা আমার মতে আমার সকল রোগের মূল ভিত্তি এটাই যা আমি নিবেদন করলাম। এখন আমি এক আজব সঙ্কটের জালে ফেঁসে গেছি এবং এ থেকে মুক্তির কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছি না। আল্লাহর তাওফীক এবং খেয়ালের পরিবর্তন ছাড়া। আমি তো নিজের অন্তর সম্পর্কে ভালোমতোই জানতাম, সে কারণে দীর্ঘদিন থেকে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, ...সাহেব যদি এসে পড়তেন! তাহলে তার সহযোগিতায় এবং তার ধাক্কাধাক্কিতে কাজ চলবে। কিন্তু পোড়া কপালের কথা কী বলব! তিনি এতটাই বিলম্বে এলেন যে, ততদিনে আমি একেবারেই অকেজো হয়ে পড়েছি। আমার ধারণা মতে বেশিরভাগ বিষয়ে আমার অন্তরের মিল খুঁজে পেতাম হুযূরের মন-মানসিকতার সঙ্গে। আর এ-কারণেই খেয়াল ছিল যে, ইনশাআল্লাহ, আমার অনেক উপকার হবে হুযূরের মাধ্যমে। কিন্তু আফসোস! এই সব ঘটনা ঘটে গেল যা আমাকে একেবারে অকর্মণ্য বানিয়ে ছাড়ল। নিজের এই হালত প্রকাশ করতে লজ্জা পাই। এই বিলম্বের একটি কারণ এই লজ্জাও।

মৌখিকভাবে আমি এই ধ্যান-ধারণাগুলো এতটুকুও প্রকাশ করতে পারতাম না, এ কারণে লিখিত আকারে পেশ করা হয়েছে। জবাব দানের বেলায়ও যেটাই হুযূরের সহজ হবে, লিখিত হোক বা মৌখিক যেভাবে হুযূরের ভালো লাগে আমার কোনো কিছুতেই সমস্যা নেই।

বিশ্লেষণঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আপনার লেখার প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বাক্য অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। ভারি মজা পেয়েছি। যদিও মজা পাওয়ার কথা প্রকাশ করতে একটু দ্বিধা হচ্ছিল এই কথা ভেবে যে, কেউ হয়ত বলে বসবে যে, 'একজনের ঘর পুড়ছে

www.islamfind.wordpress.com

আরেকজন হাত তাপাচ্ছে' কিন্তু আমি এই কারণে মজা পাওয়ার কথা প্রকাশ করলাম যে, এ-কথা জানতে পারলে অবশ্যই আপনিও মজা পাবেন যাতে আপনার কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে আর উপলক্ষ্য হওয়ার সুবাদে আমিও কিছুটা সাওয়াব পেয়ে যাব আপনার কষ্ট লাঘবের কারণে।

আপনি 'আমল'-এর আলোচনায় 'এখতিয়ার' বা মানুষের স্বাধীনতা বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন তার ভূমিকার বিষয়ে অনেক জোরালো ও যুক্তিপূর্ণ কথা বলা যেতে পারে এবং এ ধরনের অনেক কথা আছেও। কিন্তু এরপর আবার আমার সেই কথার বিরুদ্ধেও (কাউন্টার) পাল্টা কথার সুযোগ থাকবে। যুক্তি ও গবেষণার বিষয়সমূহের যা বৈশিষ্ট্য। আপনি একটি বলবেন আমি তার বিরুদ্ধে বলব। আপনি আমার কথার বিরুদ্ধে বলবেন আবার আমি বলব তার বিরুদ্ধে এভাবেই চলতে থাকবে যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির গন্তব্যহীন সফর। এই কারণে এই বিষয়ে কথা না বলাটাই আমি কল্যাণকর মনে করছি। আর বাস্তবেও এ-বিষয়টি যুক্তি দিয়ে বোঝার বিষয় নয়। এটা রুচিগত ও উন্মোচনগত করার মাধ্যমে।

আজকেই শুধু নয়, সেই যেদিন থেকে আপনার এই ধ্যান-ধারণার খবর আমার কানে এসেছে, সেই তখন থেকেই আমার আশা— যা ইয়াকীনের খুব কাছাকাছি এই যে, ইনশাআল্লাহ এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আপনাকে জরুরি ইলমের সাহায্যে নিশ্চিত করে দেবেন।

তবে এই মুহূর্তে 'তাকলীদ' বা অন্ধ অনুকরণ করার ব্যাপারে আপনিও সম্মত হয়েছেন, অতএব আপনি এখন শুধু আমার কথার অন্ধ অনুকরণ হিসাবেই যিকির ও শোগল সম্পর্কিত মা'মূলাত বা অযীফাগুলো চালু রাখুন তাতে মন লাগুক বা না লাগুক, কোনো আছর হোক বা না হোক, প্রতিদিন নিয়মিত করা সম্ভব হোক বা অনিয়মিত, যেদিনই হোক যে পরিমাণই হোক; করতে থাকবেন— একেবারে বাদ দিবেন না কিছুতেই। এতটুকুতেই ইনশাআল্লাহ শিগগিরই দেখতে পাবেন এমন কিছু যা এই মুহূর্তে পাচ্ছেন না। তাছাড়া এতে করে অন্তত 'আমল তো শূন্য হল না'।

দুআ সম্পর্কে যা লিখেছেন আকীদা ও বিশ্বাসের আলোকে তার বিরোধিতা করা আপনার উপর ওয়াজিব। দুআ অবশ্যই উপকার করে। আপনি নিজের দিলকে জোরপূর্বক এ-কথা বোঝান যে, নির্দিষ্ট যে ব্যাপারে দুআ করে মনে হয়েছে যে, কোনো উপকার হয় নি। সেখানে দুআ না করলে হয়তো আরও

www.islamfind.wordpress.com

বেশি দীন ও দুনিয়াবী বিপদ হত। তাছাড়া শরীয়তের নির্দেশ মনে করেই দুআ করুন। তাতে নির্দেশ মানার সাওয়াব অন্তত হবে, বিপদ কাটুক বা না কাটুক।

অবস্থা জানানোর ব্যাপারে কথা এই যে, নতুন কোনো হালত হলে তখন জানানো আবশ্যক। আর যে হালতের যেই তদবীর বলা হয়েছে এবং তার মধ্যে কোনো অবহেলা বা অলসতা হয়েছে সেটা জানানো আসলেও জরুরি নয়। বরং সেই একই তদবীর প্রয়োগের চেষ্টা ও চিন্তা করা উচিত। প্রয়োগের হিম্মত ও সঙ্কল্প করা উচিত। এতেই ইনশাআল্লাহ একদিন হিম্মত ও সঙ্কল্প নসীব হয়ে যাবে। এগুলো বোঝা বা বোঝানোর বিষয় নয়, বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখার বিষয়। এই বিষয়গুলোর পাশাপাশি যদি কিছুটা আল্লাহর প্রতি সমর্পণ থাকে তাহলে এতে সীমাহীন শক্তিশালী তাছীর পয়দা হবে। বিনা প্রচেষ্টায় শুধু সমর্পণ সেটা হল মুখের সমর্পণ বাস্তব সমর্পণ নয়। হাদীসে যেটা বলা হয়েছে– اِعْقِلْ ثُمَّ تَوَكَّلْ বেঁধে রাখ তারপর তাওয়াক্কুল করো। হিতাকাঙ্ক্ষী, পরামর্শদাতাদের বক্তব্য ও পরামর্শের কথার দিকে না তাকিয়ে তাদেরকে হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করে তাদের কথা মেনে নিয়ে আমল শুরু করে দিন। ফলাফল প্রাপ্তির জন্য মনের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে নিবেন না। আখিরাত পর্যন্ত ফল প্রকাশের জন্য— যা একেবারে সুনিশ্চিত, প্রস্তুত থাকুন। আপনার পথ খোঁজার এবং খুঁজে সেই পথ ত্যাগ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

যেই স্বভাবগত মিলের কারণে আমার প্রতি আপনার প্রত্যাশা ছিল, সেই প্রত্যাশা এখনো মিটি যায় নি। এমনকি এই ভয়াবহ বিপদের মধ্যেও সেই মিল আছে অর্থাৎ এক সময় আমার জীবনেও এমন ঘটনা ঘটেছে। এরপর যেভাবে আল্লাহর অনুগ্রহে আমার মুক্তি হয়েছে, একইভাবে আপনারও শিগগিরই মুক্তি হবে।

এই যে বিষয়গুলো আপনার জীবনে ঘটছে এতে লুকায়িত আছে অগণিত হিকমত। অতিসত্বর বুঝতে পারবেন যে এর দ্বারা কত রকমের হীন ও নিচু স্বভাবের এলাজ হয়ে গেছে।

লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। আমি আপনাকে তুচ্ছজ্ঞান করি নি। বরং সবকিছু খুলে বলার মাধ্যমে আপনার মনটা হালকা হয়েছে আর আমার মনোযোগ দুআ করার প্রতি বেশি পরিমাণে আকৃষ্ট হয়েছে। এখন আল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

তাআলার কাছে প্রত্যাশা এই যে, আপনার এবং আমার উভয়ের দুআয় ইনশাআল্লাহ শিঘ্রই উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে। আমি তো বিশেষ মনোযোগ ও মিনতির সঙ্গে দুআ শুরু করে দিব এবং ইতিমধ্যে শুরু করেও দিয়েছি।

হালঃ আমার পোড়া কপাল ছাড়া আর কী বলব! এমন এক মহান দরবারের গোলামী নসীব হওয়ার পরও আমার হালত এমন হল যে, সারাক্ষণ শুধু দুনিয়া নিয়েই মত্ত থাকলাম। নিজের কোনো এসলাহ ও শুদ্ধি করা হল না। আমার হালত এই যে, দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডে মত্ত হয়ে থাকার কারণে নামাযের মধ্যেও একই রকম অবস্থা থাকে। এবং না অন্য কোনো নিয়মিত বা অনিয়মিত নেক আমলও একাগ্রতার সঙ্গে করতে পারি। নামায, দুআ তিলাওয়াতে কুরআন অথবা দালাইলুল খাইরাত, মুনাজাতে মাকবূল সবই অভ্যাস মতো দৈনিক পড়ি, একটুও একাগ্রতা থাকে না।

বিশ্লেষণঃ এটাও যথেষ্ট এবং এটাই একদিন ইনশাআল্লাহ চমৎকার সুফল দেবে। নিরাশ হবেন না।

হালঃ সারাবেলা দুনিয়াবী চিন্তা-ধান্দার মধ্যেই কেটে যায়।

বিশ্লেষণঃ যিকির-শোগল অমনোযোগিতার সঙ্গে হলেও ইনশাআল্লাহ তাআলা একদিন এটাও (এই অমনোযোগিতাও) কলব থেকে বিদায় নেবে ঐ যিকিরের বরকতে।

***

হালঃ কয়েকদিন থেকে একটি নতুন রোগ দেখা দিয়েছে। যিকির ও নামাযের মধ্যে দুনিয়াবী এলোমেলো খেয়াল খুব বেশি আসতে শুরু করেছে। হুযূরের নির্দেশনা ও নসীহত মুতাবেক ঐদিকে ভ্রূক্ষেপ করি না তারপরও ঐ সব খেয়ালের কারণে খুব কষ্ট হয়। এছাড়া আরও একটি বিষয় এই যে, 'যিয়াউল কুলূব'-এর মধ্যে হযরত হাজী সাহেব রাহ. নফী-ইসবাতের যরব-এর যে তরীকা লিখেছেন সেটা আমি পুরাপুরি পারি না। বরং হাল্কা হাল্কা যরব হয় আমি এভাবেই করি। এতে কোনো অসুবিধা নেই তো?

বিশ্লেষণঃ আপনি যেটাকে 'রোগ' লিখেছেন সেটা আসলে কোনো রোগ নয়। এটা সেই সব পরিবর্তনের মধ্যে পরিগণিত যা রোগীর সামনে রোগমুক্ত হয়ে সুস্থতা অর্জনের ক্ষেত্রে অবশ্যই এসে থাকে। ইচ্ছাকৃতভাবে ঘাবড়ানো উচিত নয়। আর যদি অনিচ্ছাকৃত হয়ে যায় তাহলে সেটাও অপারগ

www.islamfind.wordpress.com

মুজাহাদা। যা উপকারী। 'যরব'-এর খাস কোনো তরীকা মাকসূদ নয় এবং মাকসূদের জন্য নির্ভরশীলও নয়। কোনোরকম তাকাল্লুফ ছাড়াই যেরকম হয়ে যায় এবং আপনি যেভাবে করছেন সেটাই যথেষ্ট।

***

প্রশ্ন ঃ কোনো কোনো সময় যিকির করতে করতে অথবা যিকির খতম হওয়ার পর মনে হয় যে, যেভাবে ধীরে ধীরে, টেনে টেনে ও থেমে থেমে শব্দগুলো উচ্চরণ করা উচিত সেভাবে হল না। (যদিও নামায থেকে শুরু করে যিকির শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রায় দেড় দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়।) আরও মনে হয় যে, মেহনত এবং কাজ দুটোই নষ্ট হল এবং এতে কষ্ট হয়।

জবাব ঃ এই নিয়মকানুন মাকসূদ নয়। নিছক নিয়মকে মাকসূদ মনে করাই বড় ভ্রান্তি।

হালঃ উল্লেখিত বিষয়গুলোর কারণে যে কষ্ট হয়, সেই কষ্টের জন্যও কষ্ট হয় যে, কাজ নষ্ট হওয়ার কারণে যে পরিমাণ কষ্ট হওয়া উচিত ছিল সেই পরিমাণ তো হল না। আর এসব সামগ্রিক কারণে নৈরাশ্য তৈরি হয়।

বিশ্লেষণঃ অল্প কষ্টের কারণেই যখন কলবের মধ্যে নৈরাশ্য পয়দা হয়ে যায় তাহলে যদি বেশি কষ্ট হত যেমন আপনি চান, তাহলে নৈরাশ্য আরও বেশি হত। কেননা এই বর্ধিত কষ্টের সঙ্গে যদি এ কারণে খুশি লাগত যে, থাক কাজ নষ্ট হওয়ার কারণে আমার দিলে অনেক কষ্ট তো হল! তখন আবার এরকম সন্দেহও হত যে, সত্যিই যদি বেশি কষ্ট হত তাহলে কষ্টের সঙ্গে মন আবার খুশির দিকে ঝোঁকে কেন? এতেও মনের ঐ টানাপোড়েন হতেই থাকত। এতএব বর্তমান হালতেই আল্লাহর শোকর করুন যে, আল্লাহ কষ্টও দিয়েছেন এবং সহ্য-ক্ষমতা মতোই দিয়েছেন। বেশি দেন নি।

হালঃ আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, অন্যান্য নামায ভালো মতো হয় না। বরং অন্যান্য নামাযে ওয়াস্ওয়াসা একদমই হয় না। কখনো ওয়াস্ওয়াসার আক্রমণ হলেও এক মিনিট বা তারচেয়েও কম সময়ের জন্য। এরপর তৎক্ষণাত সেগুলোকে প্রতিরোধ করে ফেলি। আমার আবেদন এই যে, হুযূর এর ক্ষতিপূরণ বা প্রতিকার বা প্রতিরোধের ব্যবস্থা জানাবেন; যেন এটুকু ওয়াস্ওয়াসাও পয়দা না হয়। আমি ঐদিকে একেবারেই খেয়াল করি না। এর আরও কোনো এলাজ থাকলে হুযূর মেহেরবানী করে জানাবেন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ আরও একটি এলাজ এই যে, নিজে নিজে কোনো খেয়াল আনবেন না। ব্যাস এতটুকুতেই ইনশাআল্লাহ সফলতা পুর্ণতা পাবে।

***

হালঃ অধমকে হুযূর যেটা পড়তে বলেছিলেন, আল্লাহর মেহেরবাণীতে সেটা প্রতিদিন নিয়মিত কোনোদিন বাদ না দিয়ে পড়ে যাচ্ছি। কিন্তু আজও পর্যন্ত একাগ্রতা অর্জন করতে পারি নি। যে কারণে মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী হয় যে, এটা আমারই দুর্ভাগ্য।

বিশ্লেষণঃ একাগ্রতার প্রতি মনোযোগ দিবেন না। কারণ সেটা মানুষের সাধ্যাতীত (গায়রে এখতিয়ারী) এমন বিষয় হাসিলের জন্য ব্যাকূল হওয়া মানে অসহনীয় বোঝা বহনের ইচ্ছা করা যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আমল করতে থাকুন— এটা সাধ্যায়ত্ব এবং মূল মাকসূদ হাসিলের ক্ষেত্রে এরই প্রভাব আছে। গায়রে এখতিয়ারী বা সাধ্যাতীত বিষয়ের কোনো প্রভাব নেই মূল মাকসূদ হাসিলের ক্ষেত্রে। একদম নিশ্চিন্ত মনে কাজে লেগে থাকুন। আর নিয়মিত অবস্থা সম্পর্কে জানাতে থাকুন। আমি দুআ করছি।

***

হালঃ আমি অধম সুদৃঢ়ভাবে সকল ইসলামী আকীদার প্রতি অন্তর দিয়ে বিশ্বাসী এবং মৌখিকভাবে স্বীকারকারী। এটা স্বত্বেও মাঝে মাঝে দিলের মধ্যে এমন এমন খেয়াল জেগে ওঠে যে, যেন মৃত্যুপরবর্তী কিছু কিছু হালতের প্রতি সন্দেহ রয়েছে। আল্লাহই জানেন যে, এ আবার কেমন মুসিবত! যার কারণে ভাবি যে, এটা তো সুস্পষ্ট কুফরী! আল্লাহ না করুন, এই সন্দেহের মধ্যেই যদি মৃত্যু হয়ে যায় এবং আযাবে-আখিরাতে জড়িয়ে পড়ি আর ফেরেশতারা বলতে থাকেন যে, তুমি তো সন্দেহের মধ্যে ছিলে এবং সন্দেহের অবস্থাতেই তোমার মৃত্যু হয়েছে আর সে অবস্থাতেই তেমার পুনরুত্থান হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ! এইসব খেয়াল প্রতিরোধের যদি কোনো তদবীর থাকে তাহলে খুবই ভালো হয়।

বিশ্লেষণঃ এই হালতে যদি মৃত্যুও হয়ে যায়, তবুও কোনো অসুবিধা নেই। নিশ্চিন্ত থাকা উচিত। এটা সন্দেহ নয়। কারণ 'সন্দেহ' এবং 'সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী' কিভাবে একত্র হওয়া সম্ভব! এটা হল ওয়াস্ওয়াসা। যা হাদীসের আলোকে 'ঈমানের সুস্পষ্ট আলামত'। ওয়াস্ওয়াসার বিরুদ্ধে অন্তরে কষ্ট নিয়ে মৃত্যুবরণ শাহাদাতের মর্যাদা রাখে।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ আমি দুআ করার সময় প্রথমে 'আউযু বিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ' পড়ে শুরুতে ও শেষে দুরূদ শরীফ পড়ি এই ভেবে যে, দুআ কবূল হয়ে যাবে। কিন্তু ইদানিং দিলের মধ্যে খটকা হচ্ছে যে, এই দুরূদ শরীফ তো শুধু দুআ কবূল হওয়ার মতলব নিয়ে (স্বার্থপরের মতো) পড়ছি। এখানে খালেছ নিয়ত কোথায়? সুতরাং আমি জানতে চাই যে, সত্যিই কি এটা মতলবি দুরূদ হিসাবে বিবেচিত হবে? যদি সেটাই হয় তাহলে কি কোনো সাওয়াব পাব? নবীজীর কাছে কি এই দুরূদ পৌঁছানো হবে? যদি সাওয়াব হয় এবং পৌঁছানো হয় তাহলে সাওয়াবের মধ্যে কোনো ঘাটতি হবে কি না? তাছাড়া এসব ভাবনার কারণে মাঝে মাঝে এটা কল্পনা ও ধ্যান করার চেষ্টা করি যে, আমার দুআ কবূল হোক না হোক, আল্লাহ তাআলা যদি মেহেরবানী করে দুরূদ শরীফটাই শুধু নবীজীর কাছে পৌঁছিয়ে দেন তাহলেই তো আমার বিরাট সৌভাগ্য। জানতে চাই এই কল্পনা করা কেমন হবে?

বিশ্লেষণঃ খোদ দীনি মতলব কোনো দোষণীয় মতলবের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর দুআ হল দীন ও ইবাদত। সুতরাং দুআ কবূল হওয়ার উদ্দেশ্যে দুরূদ পড়ার মানে হল দীনি মতলবের জন্য পড়া। যা অবশ্যই মাতলূব ও প্রার্থনীয়; এতে বিন্দুমাত্র অপছন্দনীয় নেই। নেই ইখলাসের বিপরীত কিছু। আশা করি সকল সন্দেহ দূর হয়ে গেছে।

***

প্রশ্ন ঃ হুযূর! এখন তো পার্থিব কোনো বিষয়ে কল্যাণ ও মঙ্গলের দুআ করতে গিয়ে মনে ভয় লাগে। কারণ এটা তো জানা নেই যে, আল্লাহ তাআলা কী ফয়সালা করে রেখেছেন। সুতরাং আমি তাঁর ফয়সালার বিপরীত কোনো কিছু প্রার্থনা করে নিজেকে কোনো খারাবীর মধ্যে ফেলে দিচ্ছি না তো? এই কারণে এখন বিশেষ কোনো দুনিয়াবী কাজের জন্য দুআ করতে মন চায় না। বরং এখন সবচেয়ে ভালো দুআ মনে হয় এটা–

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ– হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতের কল্যাণ দান কর আর আমাদেরকে রক্ষা কর জাহান্নামের আযাব থেকে।

www.islamfind.wordpress.com

জবাব ঃ এই দুআও করুন এবং অন্যান্য খাস দুআগুলোও করুন। আর আপনার ঐ সংশয় ত্যাগ করুন। যেখানে আপনার দুআ আল্লাহর ফয়সালার বিপরীত হবে আপনার সেই দুআসমূহ আল্লাহ তাআলাই ঘটতে দিবেন না। এতে দুআ অবৈধ হওয়ার সংশয় পোষণ করবেন না। কেননা আপনি তো নিজের মতে কল্যাণ মনে করেই দুআ করছেন আর ঐটা অকল্যাণ হওয়ার কোনো প্রমাণ আপনার কাছে নেই। এ-কারণে শরীয়ত দুআ করার অনুমতি দিয়েছে আর শরীয়তের অনুমতির পর অন্য কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের সুযোগ নেই।

***

প্রশ্ন ঃ এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার কিছুটা ঝামেলা ছিল। সেই ব্যক্তি একদিন আমার ডিউটির সময় রেল গাড়ী থেকে নামল বিনা টিকিটে। আমি এখন দীনি ও দুনিয়াবী কর্তব্যগুলো পালন করার ব্যাপারে যথাসাধ্য সর্তক থাকি। যেহেতু এখানে আমার দায়িত্ব বিনা টিকিটের যাত্রীদের ধরা এবং তাদের নিকট থেকে টিকিটের মূল উসূল করে সরকারী ফাণ্ডে জমা করা। সেহেতু কর্তব্য হিসাবে আমি লোকটিকে টিকিটের মূল্য পরিশোধের জন্য বললাম। তবে মনের মধ্যে খুশি লাগছিল যে, আজ তো তোমার বারটা বাজাব। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল যে, এটা তো ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্য করা হচ্ছে, খালেস আল্লাহর জন্য কাজটি করা হচ্ছে না। তখন মনের ওয়াস্ওয়াসা পয়দা হল যে কী করা উচিত? তাকে কি ছেড়ে দিব? ভাড়া উসূল কবর? যদি ছেড়ে দেই তাহলে জেনে-শুনে সরকারী কর্তব্য-কাজে ফাঁকি দেওয়া বা খেয়ানত করা হয়ে যায় আর যদি আইন হিসাবে তার নিকট থেকে ভাড়া উসূল করি তাহলে মনে হয় তাতে ব্যক্তিগত শত্রুতার আবেগ মিশে যায়। খাঁটি দিয়ানতদারী থাকে না। নিজের বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে কোনো সমাধান করতে না পারায় অবশেষে তার নিকট থেকে ভাড়া আদায় করে সরকারী ফান্ডে জমা করে দিলাম। কিন্তু মনের মধ্যে অস্বস্তি থেকে গেল। এজন্যই হুযূরের কাছে জানতে চাই যে, এই অবস্থায় শরীয়তের মুওয়াফেক কাজ কোন্‌টি? ছেড়ে দেওয়া না কি ভাড়া আদায় করা?

জবাব ঃ ভাড়া আদায় করা। আর ব্যক্তিগত শত্রুতা তার উপর প্রয়োগের কথা ভাববেন না এবং ভাবা উচিত নয়। ওয়াস্ওয়াসা ক্ষতিকর নয়।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ প্রায় দু-সপ্তাহ ধরে জামাতে মন লাগে না। শুধু মনের মধ্যে ওয়াস্‌ওয়াসা আসতে থাকে। আমি অনেক চেষ্টা করি ওয়াস্‌ওয়াসা ঠেকানোর জন্য কিন্তু ঠেকাতে পারি না। হুযূর! এই চিঠি পেলে মেহেরবাণী করে আমার জন্য দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ মন না লাগলে কী সমস্যা? তাতে কোনো গুনাহ আছে?

***

হালঃ একদিন যিকিরের সময় এমন ভয়ঙ্কর ওয়াস্‌ওয়াসা পয়দা হল যে, মনে চাইল ঐ পাপের শাস্তি হিসাবে যদি আমাকে কতল করে দেওয়া হত অথবা যদি আমাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারা হত তবেই ঠিক হত। এমন ভয়ঙ্কর ওয়াস্‌ওয়াসার দুশ্চিন্তায় মনে হল যে, আমি ঘেমে যাব। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে সেই সময় হঠাৎ মনে পড়ল সাহাবায়ে কেরামের ওয়াস্‌ওয়াসার কথা এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাবের কথা। আলহামুদলিল্লাহ! তাতে কলবের মধ্যে এতমিনান ও প্রশান্তি নেমে এল। তাতে হাদীসের হাকীকত বুঝতে পারলাম।

বিশ্লেষণঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি শয়তানী চক্রান্ত ও ওয়াস্‌ওয়াসাকে প্রতিরোধ করেছেন।

***

হালঃ আল্লাহর শোকর! ষোল বছর বয়স থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত এমন এমন ওয়াস্‌ওয়াসার আক্রমণ হত যার কারণে কখনো কখনো মনে মনে বলতাম যে, আয় আল্লাহ! এইসব ওয়াস্‌ওয়াসা ও আজেবাজে খেয়াল আমাকে কোথায় নিয়ে পৌঁছাবে? মাঝে মাঝে মনটা অস্থির ও পেরেশান হয়ে যেত। বয়স যখন একত্রিশ-এ উপনীত হল, তখন থেকেই হুযূরের উপদেশ নেওয়া শুরু হল। আল্লাহর শোকর! তারপর থেকে ওয়াস্‌ওয়াসা এবং আজেবাজে খেয়াল যেন অর্ধেক কমে গেল। বর্তমান অবস্থা এই যে, আল্লাহ তাআলার লক্ষ কোটি শোকর! হুযূরের ফয়েয, বরকত ও সোহবতের প্রভাবে ওগুলো একেবারে উধাও হয়ে গেছে। এছাড়া ভিতরে যুক্তিবিদ্যা ও আরও কিছু বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্যের কারণে এমন দম্ভ ও অহঙ্কার ছিল যে, এ ময়দানে আমি ছাড়া আর কে আছে? আলহামদুলিল্লাহ! এখন সেসব বিষয়ে বিশেষভাবে যুক্তিবিদ্যার প্রতি অনীহা এসে গেছে। এটা শুধু হযরত ...এর সোহবতের বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। আরও বড় ত্রুটি ছিল এই যে, যখনই কোনো

www.islamfind.wordpress.com

উত্তেজনাপূর্ণ খেয়াল অথবা বিয়ে-শাদির ওয়াস্ওয়াসা হত তাৎক্ষণিক কয়েক ফোটা 'মোযি' বের হয়ে যেত। বিশেষত শীতের সময়ে এ-কারণে খুবই কষ্টে পড়ে যেতাম। কারণ অযু ইস্তেঞ্জা না করে এক ওয়াক্ত নামাযও পড়া সম্ভব হত না। আর এখন আল্লাহ তাআলার ফযল ও করম এবং হুযূরের সোহবতের বরকতে ঐসব আজেবাজে খেয়াল তো প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে আবার মোযির ফোটা বের হওয়ার ঝামেলা থেকেও মুক্তি পেয়েছি। এখন মাসে একবার এ ধরনের হওয়ায় হুযূরের শোকর আদায় করি যে, কষ্ট কমে গেছে। আশা করি হুযূরের আরও বেশি শোকর আদায়ের সুযোগ হবে। একইভাবে রাগ ও ক্রোধের ব্যাপারটিও মনে হয় যে, অনেক কমেছে। এখন তো মনে হয় যেন একেবারেই নির্মূল হয়ে গেছে। এবং অন্তরে সহনশীলতা সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। স্বপ্ন তো দলিল হতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন স্বপ্ন থেকে বুঝতে পারছি যে, এখন রাগ একেবারেই নেই।

বিশ্লেষণঃ হালত মুবারক ও চমৎকার। তবে এইগুলো আরও সুদৃঢ় হওয়ার প্রয়োজন এখনো বাকি আছে। এ কারণে নিশ্চিন্ত ও উদাসীন হয়ে যাবেন না। সময় ও নফ্সের ব্যাপারে যত্নবান থাকতে হবে।

***

হালঃ আমি এমন এক ব্যক্তি, যে জগৎ প্রভুকে পাওয়ার পথ খুঁজতে বেরিয়ে মঞ্জিলের ঠিকানা সম্পর্কে অজ্ঞ ও দৃষ্টিহীন হওয়ার কারণে দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে। বিপদসঙ্কুল মরুভূমির দানবেরা আমার অজ্ঞতা ও দৃষ্টিহীনতার কারণে আরও বেশি উদভ্রান্ত করে রাখছে। এ কারণে এক বন্ধুর কাছে আপনার খবর পেয়ে আপনার কাছে আমার এই নিবেদন পেশ করছি যে, আল্লাহ ও রাসূলের ওয়াস্তে দয়া করে আমার দিকে একটু মুখ তুলে তাকান। আমার মন বলছে যে, এটাই উত্তম হবে যে, আমার ব্যক্তিগত, পারিবারিক কিছু অবস্থা জানিয়ে তারপর আসল উদ্দেশ্যের প্রতি হুযূরের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমি... উপশহরের এক উচ্চ ও ধনী পরিবারের সন্তান। সেই রীতি পদ্ধতিতেই লালিত-পালিত হয়ে আমি বড় হয়েছি। কিছুকাল থেকে আমার অবস্থা খুবই খারাপ। মায়ের খেদমত, ছোট এক ভাইয়ের লেখাপড়া ও সামগ্রিক দায়িত্ব আর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য আমাকে বাধ্য করেছে রোজগারের অনুসন্ধানে বের হতে। আমি এখানে এসেছি কোনো চাকরি বা পেশার খোঁজে। আমার স্ত্রী ও সন্তান নেই।

www.islamfind.wordpress.com

সৃষ্টিগতভাবে অধমের স্বভাবগত ঝোঁক সুক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের দিকে। শৈশবকাল থেকেই অবস্থা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত না হতে পারি এবং যুক্তি-বুদ্ধির মানদণ্ডে উন্নীত না হতে পারি ততক্ষণ সেই ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। একই সঙ্গে আখিরাতের ব্যাপারে আগ্রহও শৈশবকাল থেকেই ছিল। মনে হত যে, দুনিয়ার জীবন মাত্র কয়েকদিনের। পরকালের চিন্তা করা উচিত। উক্ত দুটি বিষয়ের ফলাফল এই হয়েছে যে, মাত্র ১৬ বছর বয়স থেকেই আমি ধর্মীয় ব্যাপারের বিভিন্ন প্রকার খোঁজ-খবর ও অনুসন্ধান শুরু করি এবং প্রায় ১৫ বছরের বয়সে উপনীত হওয়া পর্যন্ত ইসলাম ধর্মকে সত্য ধর্ম এবং আল্লাহর মনোনীত ধর্ম বুঝতে পেরে সেই ধর্ম গ্রহণ করার আবশ্যকতা অনুভব করে আলহামদুলিল্লাহ! খাঁটি অন্তরে ইসলামের অনুসারী হয়ে গিয়েছি। যেহেতু আমি জীবনের শুরু থেকেই ইংরেজি স্কুলে শিক্ষা লাভ করেছি এবং নিজের স্বভাবের রুচি হিসাবে বেশিরভাগ দর্শন ও বিজ্ঞানের শিক্ষিতদের সঙ্গে উঠা-বসা করেছি। এরই কুফল ইসলাম গ্রহণ করার পর খোদ ইসলামী কিছু বিষয়ে— যেগুলো জাহেরী দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের বিপরীত, দ্বিধা-দন্দ্বে পড়ে রইলাম। কিন্তু আল্লাহর শোকর যে, সেগুলোর সবই সমাধান হয়ে গেছে। এরপর আমার দিলের এমন কাইফিয়াত হয়েছে যা একজন খাঁটি মুসলিমের হওয়া উচিত। হৃদয়ের একেবারে গভীরে আমার বিশ্বাস ও ইয়াকীন স্থাপিত হল। যেন আমি হৃদয়ের চক্ষু দিয়ে দেখতে পেলাম দাসত্বের সেই সব দাবি— যার ভিত্তিতে কারও জীবনের একমাত্র লক্ষ্য (মাকসূদ) প্রেমাস্পদ (মাহবূব) এবং কাঙ্ক্ষিত (মাতলূব) সবকিছুই শুধুমাত্র আল্লাহই হওয়া উচিত। এবং তার প্রত্যেকটা কাজ এমনকি উঠা, বসা, জীবন, মরণ সবই একমাত্র আল্লাহর জন্যই হওয়া উচিত। তিনি ছাড়া আর কোনো কিছুর খাহেশ দিলের মধ্যে যেন অবশিষ্ট না থাকে। এমনকি জান্নাতকেও আমি একটি পরীক্ষা মনে করতে থাকলাম। আর দুনিয়ার তো কোনো হাকীকতই দৃষ্টিতে ও অন্তরে থাকল না। কিন্তু আফসোস এই যে, অল্প কিছুদিন পরই শয়তান দিলের মধ্যে নানান ওয়াস্ওয়াসা ও সন্দেহ ঢুকাতে শুরু করে দিল। এক একটি ওয়াস্ওয়াসা ও সন্দেহ দূর করতে বা সংশোধন করতে চার-পাঁচদিন করে লেগে গেল। এই ভাবেই আল্লাহর প্রতি আমার মনোনিবেশ শয়তান কমিয়ে দিল। সবশেষে আমার দিলে যে চমৎকার কাইফিয়াত সৃষ্টি হয়েছিল তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। এখন শুধু নিজের দাসত্ব আর আল্লাহ তাআলার প্রভূত্বের খেয়াল দিলের মধ্যে বাকি রয়ে গেছে। যার কোনো গভীর

www.islamfind.wordpress.com

প্রভাব অন্তরের মধ্যে নেই। আমি ইসলাম কবুল করার পর গত চার পাঁচ বছর মেয়াদের মধ্যে এই ধরনের শয়তানী প্রতিবন্ধকতা তিন চারবার হয়ে গেছে। বর্তমানে আবার দিলের মধ্যে ইসলামের প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। আলোকিত হয়ে গেছে অন্তর। প্রায় এক মাস পূর্বে আমি মারাত্মকভাবে ইনফ্লোয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সেই অবস্থাতেই আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলাম যে, আরও কিছুদিনের জন্য আমাকে জীবন দান করেন যেন আমি আপনার দাসত্বের হক আদায় করে যেতে পারি। আল্লাহর রহমতে সুস্থ হয়ে গেছি। সেই সময় থেকে দুনিয়ার দিক থেকে একেবারেই দিল সরে গেছে। এবং আল্লাহ তাআলার অগণিত দয়া ও সীমাহীন রহমতের অনুভূতি আর সেগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপলব্ধি দিলের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে। সেই সব হাকীকত ও দাসত্বের দাবিসমূহ দিলের উপর এত পরিমাণ উন্মোচিত হয়ে গেছে— যার আলোকে আল্লাহই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু সূচনা থেকেই একটি কাইফিয়াত এ রকম তৈরি হয়ে আছে যে, কখনো আপনা আপনি দিলের উপর এমন এক পর্দা পড়ে যায় যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে ইচ্ছা ও অনুভূতির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত এবং যে কাইফিয়াত তৈরি থাকে তা একেবারে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়ে যায়। এবং সেই সব হাকীকত যা দিলের মধ্যে উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল সেগুলো সব মস্তিষ্ক থেকে উধাও হয়ে যায়। তখন আর কিছুই মনে থাকে না। এমনকি এ-কথাটুকুও না যে, কেন আমি তাঁকে পেতে চাই। এছাড়া আরও একটি হালত এই যে, যে সময় দুনিয়ার অস্থায়ীত্ব ও চূড়ান্ত তুচ্ছতা দিলের মধ্যে বেশি গভীরভাবে অঙ্কিত হয় এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি একাগ্রতা এসে যায় তখন অন্তরের মধ্যে এক আজব ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়— এটা আল্লাহ তাআলার আযমত ও জালাল, বড়ত্ব ও মহত্বের কারণে হচ্ছে না; হচ্ছে অন্য কোনো অজানা কারণে। 'লা-হাওলা' পড়লেও কিছু হচ্ছে না। এটা সেই কাইফিয়াত যা এবারের আক্রমণে সূচনা থেকেই সৃষ্টি হয়ে আছে। অল্প কিছুদিন থেকে পূর্বের মতো আবারও শুরু হয়েছে ওয়াস্ওয়াসা ও এলোমেলো কল্পনার আধিক্য। দুর্ভাগ্যক্রমে সৃষ্টিগতভাবে আমার স্বভাব হল গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা। এই জন্য প্রথমত কোনো ওয়াস্ওয়াসা আসার কারণে যে গোলযোগ তৈরি হয়ে যায়, সেটাকে আমি না কোনোভাবে ঠেকাতে পারি না দূর করতে পারি। এই দুটো দিকই আমার ক্ষমতার বহির্ভূত যে, 'কোনো ওয়াস্ওয়াসা যেন পয়দা না হয়।' 'পয়দা হয়ে গেলে যেন কোনো

www.islamfind.wordpress.com

প্রকার গোলযোগ না হয়।' অবশ্য যখন যুক্তিসঙ্গত জবাবের দ্বারা ঐ ওয়াস্ওয়াসা বা সংশয় কেটে যায় তখন ঐ গোলযোগ দূর হয়ে যায়। ঐ গড়বর অবস্থায় আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাঁর প্রতি আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসার যে সব অনুভূতি ও কাইফিয়াত কলবের মধ্যে থাকে সেগুলো সব একেবারে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যায় আর বাড়তে বাড়তে কোনো কোনো সময় অবস্থা এতদূর গড়ায় যে, দিল প্রায় শূন্য এবং একেবারে কাইফিয়াতমুক্ত হয়ে যায়; আর অন্তর বিদ্রোহী হতে শুরু করে। এই অবস্থাকে আমি যতক্ষণ ওয়াস্ওয়াসা সংশয় কেটে না যায়, কোনোভাবেই প্রতিরোধ করতে পারি না। একটার পর দ্বিতীয়, দ্বিতীয়টার পর তৃতীয় মোট কথা ওয়াস্ওয়াসার এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। পূর্বে যে ওয়াস্ওয়াসাগুলো থেকে আমি যেই জবাবগুলোর দ্বারা মুক্ত হয়েছি সেগুলো ভুলে যাই। ফলে সীমাংসিত ওয়াস্ওয়াসাগুলো আবার নতুন করে দিলের মধ্যে এসে আশ্রয় নেয়। বর্তমানে দিলের মধ্যে এই ওয়াস্ওয়াসা এসে ঢুকেছে— 'মানুষ আল্লাহর কোনো অংশ নয়, এ কারণে সে নিজের সাধনা ও সংগ্রাম দ্বারা আল্লাহ তো হতে পারে না অর্থাৎ আল্লাহর মধ্যে মিশে যেতে পারে না তাহলে 'নাজাত' মুক্তির মানে কী? দুনিয়ার বস্তুসমূহ অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল হওয়ার কারণে চোখ তুলে তাকানো অর্থাৎ দিল লাগানো বা ভালোবাসবার যোগ্য নয়। পরকালের নিয়ামতসমূহ যদিও চিরস্থায়ী কিন্তু সেগুলো দ্বারা কিছু রূহানী সুখ প্রাপ্তি ছাড়া আর কোনো অর্জন নেই। সুতরাং পরকালের চিরস্থায়ী নিয়ামতসমূহের অর্জনটাও অনর্থক ও নিষ্প্রয়োজনীয়। এবং শুধুমাত্র জটিল পরীক্ষা। সুতরাং মানুষের অস্তিত্ব লাভ করা এবং না করা (অর্থাৎ সৃজিত হওয়া ও না হওয়া) দুটোই সমান সমান। বরং মানুষ সৃষ্টি না হলে এই সব ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকত। সুতরাং আল্লাহ তাআলার খালেকিয়্যাত বা তাঁর স্রষ্টাগুণের কোনো ইহসান নেই আর ইবাদত পরিপূর্ণরূপে মানুষের জন্য দায় ও কষ্ট সাপেক্ষ' —এই ওয়াস্ওয়াসা খুব চিন্তা-ভাবনার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো কিছুটা যন্ত্রণা রয়েই গেছে। মোটকথা শয়তান আমাকে খুব মারাত্মক পেরেশান করে রেখেছে। আমি ভেবে দেখেছি এবং আমার মনে হয়েছে যে, দিলের মধ্যে যদি আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ মুহাব্বত পয়দা হয়ে যায় তাহলে এসব এলোমেলো ভাবনা থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। যতদূর সম্ভব এখনো পর্যন্ত আমার ইয়াকীনই পূর্ণাঙ্গ হয় নি। বরং ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় আছে। এই কারণে নানান ওয়াস্ওয়াসা দ্বারা গড়বড় বা জটিলতা তৈরি হয়ে যায়। এজন্য দিলের চক্ষুতে কিছুটা আলো

www.islamfind.wordpress.com

থাকা উচিত যেন কমপক্ষে 'আইনুল ইয়াকীন'-এর কাইফিয়াত অর্জন হয়ে যায়। হুযূর! মেহেরবানী করে আমার জন্য দুআ করবেন যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর অটল রাখেন এবং মঞ্জিলে মাকসূদে উপনীত করে দেন। এবং নিজ দয়ার প্রতিপালন ব্যবস্থা দ্বারা আমার দিলকে পূর্ণাঙ্গরূপে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে নেন। এবং যেন তিনি ছাড়া দুই জাহানে আমার কোনো লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা না থাকে।

যাহোক এই মুহূর্তে হযরতের কাছে আমার আবেদন হল— এমন কোনো তরীকা আমাকে বলে দিন যার দ্বারা আমার দিলে আল্লাহ তাআলার কামেল মুহাব্বত পয়দা হয়ে যাবে এবং তাঁর রাসূলের যথাযথ ভালোবাসা অর্জন হবে। দ্বিতীয় এই যে, হৃদয়ের চক্ষুতে যেন আলো ও দূরদর্শিতা অর্জন হয় এবং দিল হাকীকতের যেই রঙের স্বাদ ও মজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবে একবার, সেই রঙ যেন নজরে কায়েম থেকে যায়। হযরতের এই দয়া ও করুণা হবে আমার শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষমতার উর্ধ্বে। এর বিনিময় দেবেন খোদ আল্লাহ তাআলা।

পরিশেষে আমার হালত সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য একটি জরুরি বিষয় এই যে, আমি জীবনের শুরু থেকেই শ্বাসকষ্ট, পাকস্থলির দুর্বলতা এবং হার্টের ব্যথা এই সব রোগের যন্ত্রণা ভোগ করে আসছি। আমার প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষভাবে আমার হৃৎপিণ্ড সীমার বাইরে দুর্বল হয়ে পড়েছে। মাওলানা ...সাহেব এশার পর অথবা ফজরের পর সূরা 'আলাম নাশরাহ'এর অযীফা করতে বলেছেন। শুরুতে ও শেষে ২৫বার করে দুরূদ শরীফ রোগমুক্তি এবং রিযিকের স্বচ্ছলতা লাভের উদ্দেশ্যে পড়তে বলেছিলেন। আজকাল আমি পড়ছি তবে নিয়ত এই যে, এর মাধ্যমে যেন আমার অন্তর্দৃষ্টি হাসিল হয়। কাদেরিয়া তরীকায় মাওলানা ...এর হাতে আমার বাইয়াত নেওয়া আছে। আরও বিশেষভাবে নিবেদন এই যে, শ্রদ্ধেয় মৌলবী আবদুল হাই সাহেবের নসীহত ও পরামর্শ মুতাবেক আমি তাহাজ্জুদের নামায পড়া শুরু করেছি। দুইদিন থেকে রাত সাড়ে তিনটায় উঠে চার রাকাত নফল পড়ি। এরপর আবার ঘুমাই। পাঁচটায় আবার উঠে ফজরের নামায পড়ি। এরপর যতক্ষণ যে পরিমাণ সম্ভব দুরূদ শরীফ পড়তে থাকি, কমপক্ষে এক হাজার সর্বোচ্চ দুই হাজার বার পড়ে থাকি। দুরূদ শরীফ বা 'আলাম নাশরাহ' সূরার অযীফা পড়ার সময় আল্লাহকে হাজির-নাজির জ্ঞান করে সামনে উপস্থিত কল্পনা করি। তাঁর প্রতিই আত্মনিবেদিত থাকি। অথবা আমার কলবের মধ্যে আল্লাহ তাআলা স্থান গ্রহণ

www.islamfind.wordpress.com

করেছেন চিন্তা করে চক্ষু বন্ধ করে তাঁর প্রতি নিবেদিত ও ধ্যানমগ্ন থাকি। কারোর সঙ্গে যেমন মৌখিক কোনো বিষয়ে কথার আদান-প্রদান চলে, সেইভাবে অযীফা চালু রাখি। এই হালতে মাঝে মাঝে আল্লাহর মেহেরবানীতে একাগ্রতা তৈরি হয়ে যায়। এই তরীকার ব্যাপারে হুযূরের নির্দেশনা চাই। এভাবেই চালু রাখব যদি হুযূর বলেন নতুবা সেভাবেই করব যেভাবে হুযূর বলেন।

আরও একটি প্রসঙ্গ হুযূরকে জানানো জরুরি মনে করছি। আমি এখানে এক নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে মেহমান হিসাবে থাকছি। যেই কামরায় থাকি তার সংলগ্ন এমনকি সেই কামরাতেও অন্য মানুষ থাকে। কামরাটাও ছোট। সে কারণে ঐসব মানুষের যেন বিরক্তি ও কষ্ট না হয় সেদিক বিবেচনায় রেখে যতদিন আমার থাকার পৃথক কোনো ব্যবস্থা না হয় হুযূর মেহেরবানী করে এমন আমল দেবেন যা চুপিচুপি পড়তে হয় অথবা মনে মনে সম্পাদন করা যায়। যেমন মুরাকাবা— মনে মনে ধ্যান করেও আমলের মধ্যে থাকা যায়। আমাকে এই জাতীয় আমল দিলেই বর্তমান অবস্থা হিসাবে বেশি ভালো হবে। আমি আরবী পড়াশোনা করি নি। ফলে আরবী পড়তে পারলেও অর্থ বুঝি না। স্থায়ীভাবে অসুস্থ থাকার কারণে শারীরিক দুর্বলতা চূড়ান্ত পর্যায়ের। কলব ও দেমাগ (হার্ট ও ব্রেইন) খুব কমজোর ও দুর্বল হয়ে গেছে। এ কারণে অধিক মেহনত করা আমার পক্ষে অসম্ভব। হযরত মেহেরবানী করে আমার সুস্থতার জন্যও দুআ করবেন।

বিশ্লেষণঃ সম্পূর্ণ চিঠি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দে শব্দে পড়েছি। বিশেষ এক ধরনের মজাও পেয়েছি। যদিও গায়েবানা এলাজও করা সম্ভব কিন্তু সন্দেহ নেই মুখোমুখি চিকিৎসা তারচেয়ে উত্তম। পূর্ণ সুস্থতা ও স্বস্তি কেবল সামনা-সামনি আলোচনা দ্বারাই সম্ভব। সে-রকম কোনো সূরত তৈরি করা যদি সম্ভব হয় তাহলে খুবই ভালো আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে অবস্থা হিসাবে অপারগ মোটে না হওয়ার চেয়ে কোনোরকম হওয়াই উত্তম। আর এটা হল এসলাহ ও এলাজের সর্বনিম্নস্তর। এই সর্বনিম্নস্তরের এসলাহ একটি কর্মসূচীর আকারে লিখছি।

১। মাওলানা আবদুল হাই সাহেব যা বলেছেন সেটার উপর আমল অব্যাহত রাখুন। চাই তাতে মন নাই বা লাগুক। বরং সেটা চাই কষ্টকর লাগুক বা তাতে পেরেশানী হোক। কোনোরকম মজা বা আনন্দ লাগার অপেক্ষাই করবেন না।

www.islamfind.wordpress.com

২। ঐ আমলের মধ্যে শরীর ও মনের সহ্যক্ষমতার ভিতর থেকে ধীরে ধীরে একটু একটু করে বৃদ্ধি করতে থাকুন। যদি বৃদ্ধি করা সম্ভব না হয়, সহ্য করা না যায় তাহলে ঐটুকুই যথেষ্ট।

৩। আমার লেখা কিতাবাদির মধ্য থেকে বিশেষভাবে দাওয়াত ও আবদিয়াত-এর যতগুলো খণ্ড পাওয়া যায়, সবগুলো এবং অন্যান্য মাওয়াযেও— যেগুলো খুবই উপকারী, পড়বেন। আর তারবিয়াতুস সালিক-এর সব খণ্ড, আল ইনতিবাহাতুল মুফীদা এবং ইমাম গাযযালী রাহ.-এর রচনাবলী থেকে যেগুলো সহজে বুঝে আসে পড়ে নিবেন।

৪। এরপর কিছুকাল কিতাব পড়া একদম ছেড়ে দিবেন।

৫। বিভিন্ন মাসায়েল ও আকায়েদ সম্পর্কে অথবা সেগুলোর দলিল-প্রমাণ সম্পর্কে চিন্তা ও ফিকির করা একদম ছেড়ে দিবেন। সব চিন্তা বাদ দিয়ে একটি মাত্র বিষয়ে ভাববেন যে, আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মান্য করা জরুরি। চাই তাতে কোনো ফলাফল হোক বা না হোক। চাই মজা লাগুক, আরাম হোক বা কষ্টকর হোক। তাতে কোনো যুক্তি থাক বা না থাক। শুধু এটা ভেবে আমল করতে থাকবেন যে, এমন এক মহান যাতের হুকুম যাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়। চিন্তা না করলেও যদি কোনো চিন্তা মাথায় এসে যায় তাহলে স্বেচ্ছায় সেই চিন্তাধারাকে সামনে বাড়াবেন না। যদি নিজে নিজেই সামনে বাড়তে থাকে তাহলে অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবেন। দুনিয়াবী কোনো কাজে হলেও।

৬। এরপরও যদি চিন্তা দূর না হয় তাহলে আর দুঃখ পাবেন না। ভাববেন যে, যেহেতু আমার সাধ্যের বাইরে সুতরাং এর জন্য আমার কোনো গুনাহ নেই। কোনো জবাবদিহিতা নেই। তাহলে আর দুঃখ কিসের!

৭। আমার সঙ্গে চিঠির যোগাযোগ চালু রাখবেন এবং আপনার প্রত্যেক চিঠিতেই আমার এই জবাবের কপি পাঠাবেন।

৮। এটা কখনোই হিসাব করবেন না যে, এতদিনে কী লাভ হল! বরং অনর্থক চেষ্টার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

***

হালঃ বড় বড় মহান বুযূর্গগণের যেহেতু দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ তৈরি হয়ে যায় এ-কারণে তারা দুনিয়া কামাই ও অর্জন করেন না। দুনিয়ার কোনো কিছু

www.islamfind.wordpress.com

তারা চান না। বরং কোনো কোনো ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তারা স্বয়ং আল্লাহর কাছেও দুনিয়ার প্রার্থী হন না। অন্য কারোর কাছে চাওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু আমার মতো এমন অতি সাধারণ জনগণের জন্য এটা দুরুস্ত আছে কিনা যে, জীবনধারণ উপযোগী পরিমাণ রিযিক মজুদ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর কাছে রিযিকের অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে? আমার দুই ধরনের অবস্থা হয়। কখনো লজ্জায় দুআ করতে পারি না। কখনো লজ্জা লাগে না তখন খুব বেশি দুআ করি। অবশ্য শাসকদের বা ধনীদের দুয়ারে ধর্না দেওয়া একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি। তাদের কাছে যাওয়ার আর হিম্মত ও ইচ্ছাই হয় না। প্রশ্নে যেটা জানতে চাই তা হল– যথেষ্ট পরিমাণ থাকা সত্বেও সম্পদবৃদ্ধির জন্য দুআ করা উত্তম কি না?

বিশ্লেষণঃ কোন্ নিয়তে সম্পদ বৃদ্ধির দুআ করছেন সেটাই উপর নির্ভর করে ভালো বা মন্দ হওয়া।

***

হালঃ যিকির, তাহাজ্জুদ নামায, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত, মুনাজাতে মাকবূল— সংক্ষিপ্ত এই জাতীয় যে আমলগুলোর নির্দেশনা হুযূর দিয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো নিয়মিত চালু আছে। কখনো মজা লাগে কখনো লাগে না। খোঁজখবর করে বুঝতে পেরেছি যে, মজা পাওয়া নির্ভর করে মন মানসিকতার উপর। যেসময় সারাক্ষণ অথবা বেশিরভাগ সময় মনটা ঝুঁকে থাকে আমলী উন্নতির দিকে তখন নামায, যিকির ইত্যাদির মজা পাওয়া যায়। যখন নফসানী চিন্তা-ভাবনা মনের মধ্যে প্রবল থাকে আবার দীর্ঘদিন বাড়ি থেকে দূরে থাকার ফলে যখন মনের মধ্যে যৌন উত্তেজনামূলক চিন্তা প্রবল থাকে আবার যখন সাংসারিক কোনো ঝামেলার কথা জানতে পারি এবং সেই প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে অর্থ উপার্জন বাড়ানোর কথা ভাবতে থাকি আবার কখনো হয়তো অন্য ধরনের চিন্তাও আসে— এই সকল হালতে মজা একেবারেই 'অনুপস্থিত' অথবা 'কম' অবশ্যই হয়।

'মজা' যদিও মাতলূব বা কাম্য নয় কিন্তু চিন্তা-ভাবনার এসলাহ তো জরুরি। যেন আকাঙ্ক্ষার স্তর উঁচু হতে থাকে। এই সব চিন্তা-ভাবনা যদিও আল্লাহর মেহেরবানীতে কোনো গুনাহের কারণ হতে পারে না কিন্তু উন্নতির পথে অন্তরায় অবশ্যই হয়। যেগুলোর এসলাহ হওয়া জরুরি বলে মনে হয়।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ! আপনি একদম চমৎকার ও সঠিক বুঝটাই লাভ করেছেন। এই সঠিক বুঝ হাসিল করতে পারায় আপনাকে এবং আপনার বুঝকে অভিনন্দন। ঐ বিষয়গুলোকে উন্নতির পথে 'অন্তরায়' মনে করেছেন— এটা সঠিক নয়। 'অন্তরায়' একমাত্র গুনাহ। গুনাহের প্ররোচনা নয়। বরং গুনাহের যত প্ররোচনাই হোক, আল্লাহর ভয়ে গুনাহ থেকে বিরত থাকলে, ইবাদতের উপর অটল থাকলে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য প্রাপ্তির পথে তার উন্নতি হতেই থাকবে।

***

হালঃ এই অধমপাপী হুযূরের দয়ার দৃষ্টি কামনা করছে। এই অধম দীর্ঘদিন থেকে হুযূরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। কিন্তু আমি নফ্সের কু-প্ররোচনায় প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে গেছি। যা থেকে মুক্তির উপায় চোখে পড়ছে না। দুআ করুন যে, আল্লাহ তাআলা যেন নিজ দয়া ও করুণায় নফ্সের কাছে পরাজিত এই অধমকে গোমরাহীর অতল গভীরতা থেকে মুক্ত করে হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করেন এবং ইবাদতের মজা দান করেন।

হুযূর আমার অবস্থার পরিবর্তন পরিতাপজনক। পূর্বে অল্প পরিমাণ আল্লাহ নামের যিকির করতাম। তখন অন্তর খুব আনন্দ ও প্রশান্তিতে থাকত। তবে নামায যেমন এখন পড়ি। মুনাজাতে মাকবূলের অযীফা এখন যেমন আছে, পূর্বেও সবকিছু একই রকম ছিল। ইবাদত-বন্দেগী, অযীফা ইত্যাদি কোনো কিছুই এখনকার চেয়ে বেশি ছিল না। কিন্তু তখনকার হালত এই ছিল যে, আমি মনে মনে নামাযের সময়ের প্রতীক্ষায় এবং আকাঙ্ক্ষায় থাকতাম যেন নামাযের সময় জলদি আসুক, যেন কাজকর্ম ছেড়ে নামায পড়তে পারি। আর বর্তমান অবস্থা এই যে, নামাযে দাঁড়ালে মনে চায় তাড়াতাড়ি নামায শেষ হলে গিয়ে অমুক কাজ করব। নামাযের মধ্যে একটুও মন বসে না। মসজিদে যখন যাই সঙ্গে সঙ্গে রিয়া আর লোক দেখানো মানসিকতা পিছে পিছে যায়। ঘরে যদি নামায পড়ি তাহলে মনের মধ্যে বিরক্ত লাগে। কোনোভাবেই মন বসে না। কয়েকবার যিকির করার এরাদা করেছি কিন্তু আল্লাহ জানেন কি কারণে যিকির করতে গেলে মনের মধ্যে ভয় লাগতে থাকে। ভীষণ ঘুম পেতে থাকে। হযরত! আপন যবান মুবারক থেকে কোনো অযীফা দান করুন যার দ্বারা নফসানী ওয়াস্ওয়াসা দূর হয়ে কলবের স্বস্তি ও ইবাদতের মজা লাভ হবে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এমন কোনো খাস অযীফা নেই এবং কোনো অযীফার মধ্যে এমন কোনো খাস আছরও নেই যার দ্বারা ইবাদতে মন বসবে। একইভাবে এই উদ্দেশ্য হাসিলের অন্য কোনো তদবীরও জগতে নেই। এর কারণেই মুহাক্কিকগণ বলেন যে, এটা হাসিলের ইচ্ছাও করবে না এবং এর অপেক্ষায়ও থাকবে না; কাজ করতে থাকবে এবং যে পরিমাণ মনোনিবেশ ও ধারাবাহিকতা এখতিয়ারী বা নিজ আয়ত্বাধীন সেটুকুতে কোনো অবহেলা ও ত্রুটি করবে না। এটুকু করলেই সকল বরকত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যা আমলের পূর্বে বুঝেও আসে না কিন্তু বরকত এসে গেলে তখন চোখেও দেখা যায়।

***

হালঃ যখন যিকির করি তখন যিকিরের প্রতি আগ্রহও থাকে এবং মনও লাগে। তবে কিছু কিছু খেয়াল ও এলোমেলো ভাবনাও এসে পড়ে। যিকির করার সময়ের তুলনায় অবসর সময় আল্লাহর প্রতি ধ্যান বেশি থাকে। এ কারণেও চিন্তিত যে, এরকম আজব ও উল্টো ব্যাপার কেন হচ্ছে? হযরত! মেহেরবাণী করে এর এলাজ করে এই অধমকে সম্মানিত করবেন।

বিশ্লেষণঃ এলোমেলো ভাবনা ও খেয়াল যিকিরের বাইরের অবসর সময়েও আসে কিন্তু অন্য সময়গুলোতে খেয়ালকে ঠেকানোর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এ কারণে খেয়াল আসার ব্যাপারে মনোযোগ থাকে না। যিকিরের সময় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় খেয়াল না আসার প্রতি এজন্য সেই দিকে মনোযোগ থাকে। তাছাড়া কখনো এমনও খেয়ালকে ঠেকানোর চিন্তার কারণেই খেয়াল চলে আসে। চিন্তা না করলে আসে না। এই হল পার্থক্যের কারণ। তবে আসল কথা হচ্ছে এগুলো ক্ষতিকর নয় যদি ইচ্ছা করে খেয়াল না আনা হয়।

***

হালঃ বেশিরভাগ সময় এলোমেলো চিন্তা-ভাবনাগুলো একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়। ঠেকানোর জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করব! হযরত দুআ করবেন যেন আল্লাহ তাআলা এতমিনান দান করেন এবং আল্লাহ তাআলার প্রবল মুহাব্বত ও ইশ্‌ক দান করে পূর্ণ ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু দান করেন।

বিশ্লেষণঃ বোঝা যাচ্ছে যে, তারবিয়াতুস সালিক-এর কথা ভুলে গেছেন অথবা বোঝেন নি।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ যে সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে এসেছি। সেগুলো আবার করতে খুব মনে চায়। নানারকম আজব আজব ফন্দি-ফিকির করে শয়তান বিভ্রান্ত করতে চায়। এমনকি নামায পড়ার সময় আজেবাজে চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে দেয় না। তবে আল্লাহ তাআলার শোকর! যখন থেকে তাওবা করেছি, তখন থেকে আর শয়তানের ফাঁদে আটকা পড়ি নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিরালায় অথবা ঘুমাতে যাওয়ার সময় কল্পনা হতে থাকে যে আমি খারাপ কাজ করছি। তাতে মনের মধ্যে সুখ অনুভূত হয়। ভালো লাগে।

বিশ্লেষণঃ সেই সময় স্বেচ্ছায় মনকে অন্যদিকে ব্যস্ত করে দেওয়া জরুরি। তাছাড়া এই কর্মের জন্য আল্লাহর আযাবের কথাও ভাবতে হবে।

হালঃ তবে কখনো যদি নিজের অতীত গুনাহগুলোর কথা মনে পড়ে তবে অজান্তেই কান্না এসে পড়ে। খুব ভয় লাগে বিশেষত ফজরের নামাযের পরে আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহসমূহের ক্ষমা চাওয়ার সময়ে ভীষণ কান্না পায়। ভয় লাগে। অনুতাপ ও অনুশোচনা হতে থাকে। নামাযে মন বসে না। নানারকমের চিন্তা-ভাবনা এসে ভিড় করে।

বিশ্লেষণঃ অনিচ্ছাকৃত চলে আসা চিন্তা-ভাবনা ক্ষতিকর নয় যদি সেগুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে চালু রাখা না হয়।

হালঃ মন চায় জলদি নামায থেকে ফারেগ হয়ে যাই।

বিশ্লেষণঃ মনের এই চাওয়ার বিরুদ্ধে আমল করতে হবে।

হালঃ মাঝে মাঝে খুব মনোযোগ তৈরি হয়ে যায়। ধীরে ধীরে থেমে থেমে পড়ি। সব রোকন ঠিকভাবে আদায় হয়।

বিশ্লেষণঃ তখন আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

হালঃ অলসতা খুব বেশি। মাঝে মাঝে শয়তান এভাবে প্ররোচিত করে যে, নামায পড় না। অন্যসব ভালো কাজ কর। দান-খয়রাত কর, যাকাত দাও। মানুষের সঙ্গে সদাচরণ কর। কিতাবাদি পড়। আলেমদের নিকট যাও ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশেষভাবে এশার নামাযে খানা খেয়ে উঠার কারণে খুব আলসেমী লাগে। কিছুতেই নামায পড়তে মনে চায় না। নানাভাবে শয়তান বিভ্রান্ত করে নামায থেকে দূরে রাখে। তবে আজব ব্যাপার এই যে, একদিকে শয়তান নিষেধ করে নামায পড়তে অন্যদিকে যেন কেউ একজন ভেতর থেকে শয়তানের সকল বাহানা ও উস্কানিকে খণ্ডন করতে থাকে এবং অবশেষে খাট

www.islamfind.wordpress.com

থেকে নামিয়ে দেয় নামাযের জন্য। বেশিরভাগ সময় শয়তান বা নফ্স এই যুদ্ধে পরাজিত হয়। আমি এই লড়াই থেকে বাঁচার জন্য খানা খাওয়ার পূর্বেই নামায পড়ে নিই।

বিশ্লেষণঃ এগুলো সবই মুজাহাদা। এর কারণে সাওয়াব দ্বিগুণ হয়ে যায়।

***

হালঃ বাতেনী রোগগুলো শক্তি দেখাচ্ছে। রোগের প্রকোপ এত মারাত্মক আকার ধারণ করছে আর এত উত্তেজনা দেখা দিচ্ছে যে, মাঝে মাঝে ইয়াকীন হয়ে যায়— এবার নিশ্চিত ঈমান নষ্ট হয়ে গেল।

বিশ্লেষণঃ এইসব গায়রে এখতিয়ারীর (সাধ্যায়ত্ব নয় এমন) ওয়াস্ওয়াসাগুলো ঈমান পূর্ণকারী; বিনষ্টকারী নয়।

হালঃ রমাযান শরীফে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, তখন নফ্সের মধ্যে ভয়ঙ্কর সব অভিযোগ জাগত। কুরআন পড়ার সময় এত বেশি গোস্তাখি, অস্বীকৃতি, প্রত্যাখান ও দ্বিধা তৈরি হত যে, আল্লাহর পানাহ! নামায পূর্ণ করাও কঠিন হয়ে যেত। ঐদিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিলেও কয়েক মিনিট লেগে যেত নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ পেতে। আল্লাহ তাআলার আযমত ও কুদরত, বড়ত্ব ও অসীম ক্ষমতার ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে ভীষণ বেয়াদবি পয়দা হয়ে যায়। মোটকথা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে কোনো খেয়াল হোক অথবা শরীয়তের কোনো হুকুম-আহকাম সম্পর্কে হোক; চাই বুযুর্গানে দীন সম্পর্কে হোক অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে হোক; এত পরিমাণ ঘৃণা জাগানো বেয়াদবি ও কল্পনা স্থির হয়ে যায় যে, তাকে সরানো কঠিন হয়ে পড়ে। এত বেশি প্রবল ও শক্তিশালী হয়ে যায় যে, মনে হয় যখন-তখন মুখ দিয়ে বেড়িয়ে যাবে অথবা কল্পনার স্তর পেরিয়ে ইয়াকীনের স্তরে পৌঁছে যাবে।

বিশ্লেষণঃ এটা অকারণ ও অমূলক সম্ভাবনা। ইয়াকীন তৈরি হয় পছন্দ ও গ্রহণ করার দ্বারা। আপনি তা করছেন না বরং আপনি ঐ খেয়ালকে ঘৃণা ও প্রত্যাখান করছেন। এই অবস্থায় মুখ দিয়ে বের হলেও কোনো গুনাহ নেই, কুফুরীও হবে না।

হালঃ যদি গাই ও গাধা ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকি তখন মনে হয় দৃষ্টি থেকে দূরে সরে থাকে নতুবা সারাক্ষণ ওয়াস্ওয়াসা, আজেবাজে কল্পনায় কাটে।

www.islamfind.wordpress.com

কল্পনা-খেয়ালের আয়নায় জীবন্ত ছবি হয়ে যেন ভাসতে থাকে। এতখানি তো ইয়াকীন আছে যে, 'ওয়াস্ওয়াসা' ক্ষতিকর নয় কিন্তু চিন্তিত এই কথা ভেবে যে, হয়ত আপন এখতিয়ার ও এরাদা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্লেষণঃ এরাদা ও এখতিয়ার এমন জিনিস নয় যেখানে 'হয়ত' শব্দের কোনো অবকাশ আছে। তাই এরাদা ও এখতিয়ারের অস্তিত্ব তো ইয়াকীনী হয়।

হালঃ মাঝে মাঝে এমন 'হাদীসুন নফ্স' মনের গোপন কথা তৈরি হয় যে, মনে হয় নিজ কানেই শুনতে পেলাম। প্রবল শক্তিশালী অবস্থায় তাকে ঠেকানোর ক্ষমতাও থাকে না আবার সে সময় নফ্সের মধ্যে তার খারাবীর প্রতিও নজর থাকে না।

বিশ্লেষণঃ আকীদাগতভাবে তাকে বাতিল মনে করা— এতটুকুই যথেষ্ট।

হালঃ আজ হুঁশ-জ্ঞান স্বাভাবিক থাকা অবস্থায় যেমন শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতিই ভরসা রয়েছে যে, তাঁর পূর্ণ অধিকার রয়েছে ইচ্ছা হলে বঞ্চিত করবেন, চিরতরে রহমত থেকে তাড়িয়ে দেবেন আবার ইচ্ছা হলেই শুভ পরিণতি (ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু) দান করবেন। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন ইয়াকীন হয়ে যায় যে, আমি তো সৃষ্টিগতভাবেই হতভাগা। আমার পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতের দু-জায়গাতেই বরবাদি। আযালী (সৃষ্টির সূচনাতে যখন জান্নাতী, জাহান্নামী ইত্যাদি সকল বিষয় চূড়ান্ত করা হয়।) দুর্ভাগ্য কিভাবে বদলাতে পারে?

বিশ্লেষণঃ কিন্তু এটা তো দুর্ভাগ্যই নয়।

হালঃ যে ব্যক্তি মারদূদ— আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত। তার জীবনে কখনো সৌভাগ্যক্রমে কোনো কল্যাণ হলে হতে পারে। নতুবা যেটা 'আযলী তকদীর' ছিল, যা হয়েই গেছে। এখন ঐ ব্যক্তির আর কি কল্যাণ হওয়ার আছে? যেসব গুনাহের শাস্তি কপালে আছে সেগুলো তো ভোগ করতেই হবে। অনিবার্য বিষয়। এইসব ছিল আমার পেরেশান হালের চিত্র। তবে এর মধ্যেও শুকরিয়া-যোগ্য বিষয় এই যে, অযীফা ও নামায সম্পূর্ণ আদায় হয়ে যাচ্ছে।

কোনো কোনো দিন ইস্তেগফার করতে করতেই কেটে যায় সারাটা দিন। নিজের কৃত গুনাহসমূহের শাস্তি চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ তাহলে এইগুলো কি কোনো সাধারণ নিয়ামত? এগুলোর কারণে কি আপনি الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (যাদেরকে আপনি নিয়ামত দান করেছেন)-এর শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান নি? আর যে ব্যক্তি ঐ শ্রেণীভুক্ত হয়েছে, সে কি الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ (যাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে) এবং الضَّآلِّيْنَ (যারা পথভ্রষ্ট) এই দুই শ্রেণীর বাইরে নয়? এরপর আর কী চাই!

হালঃ কোনো কোনো দিন বিনা কারণে দিল মলিন হয়ে যায়। কান্নাকাটিতে দিল হাল্কা হয়। নিরাসক্তি ও উদাস ভাব কমে যায়। কোনো কাজে মন লাগে না। হিসাব-কিতাব করতে গেলে দিল ঘাবড়ায়ে উঠে। যতদূর সম্ভব এগুলো কলব ও দেমাগের (হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের) দুর্বলতার প্রভাবেও হচ্ছে।

বিশ্লেষণঃ অবশ্যই এর প্রভাব আছে।

***

হালঃ নিবেদন এই যে, আমার অন্তরে আজব ধরনের ওয়াস্ওয়াসা হয় যার কারণে কলব ভীষণ পেরেশান ও চিন্তাগ্রস্থ থাকে। মুতালাআ বা পড়াশোনার সময়ে ওয়াস্ওয়াসাগুলো বেশি আক্রমণ করে আর শয়তান এমন সব প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করে যার জবাব আমি দিতে পারি না। এমন দরজা খুলে যায় যে, বন্ধ হওয়ার নামই নেয় না। আমি যতই ওয়াস্ওয়াসার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করি কিন্তু ওয়াস্ওয়াসা এসেই যায়।

বিশ্লেষণঃ আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে আপনি 'ভ্রুক্ষেপ না করা'-কে কাজের কৌশল হিসাবে ব্যবহার করছেন। আপনার নিকট মূল লক্ষ্য ওয়াস্ওয়াসাকে প্রতিরোধ করা। এটাই আপনার ভুল। 'ভ্রুক্ষেপহীনতা'কে আপনি মূল লক্ষ্য বানান, তাতে প্রতিরোধ হোক বা না হোক। এমনিভাবে 'আরাম ও শান্তি'-কেও মূল লক্ষ্য ভাববেন না। বরং এর জন্যও মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হবে যে, যদি সারাজীবন এর চেয়েও বেশি কষ্ট হয় তাহলে সেটাও 'মাহবূব' আল্লাহর উপহার।

উক্ত জবাবের প্রতিক্রিয়া

হালঃ নিবেদন এই যে, চিঠি যখন বক্সের মধ্যে ফেলে এলাম, তখনই মন খুব খারাপ হতে লাগল। কলবের মধ্যে খুব পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা হতে শুরু করল। পড়ার মধ্যে একটুও মন লাগছিল না। এশার নামায শেষ করে যখন

www.islamfind.wordpress.com

মুতালাআ ও পড়াশোনার জন্য বসলাম তখন একগাদা ওয়াস্ওয়াসা আসতে লাগল। যতই পড়ার দিকে জোর দিতে চাইলাম কিছুই বুঝে আসছিল না। মন চাচ্ছিল যে, বের হয়ে পালিয়ে যাই। শেষে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু কিছুতেই আরাম পেলাম না। বাহিরে বের হয়ে শাহ সাহেবের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা হল কিন্তু শাহ সাহেব ততক্ষণে ঘুমিয়ে গেছেন। সুতরাং বাধ্য হয়েই আবার এসে শুয়ে পড়লাম। অনুভূতি সব এমনভাবে হারিয়ে গেল যে, মনে হচ্ছিল আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব। বেশ কিছু সময় অস্থিরভাবে কাটানোর পর একটু শান্তি লাগল, তাতেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম। কিন্তু রাতভর পেরেশানীর মধ্যেই থাকলাম। হুযূরকে এবং হাজী সাহেবকে সারারাত খানকাতে দেখলাম। রাতভর কুতুবখানার কামরাতে হাজী সাহেব যিকির করলেন। ভোর পর্যন্ত হাজী সাহেব খানকাতেই রয়ে গেলেন। তিনি খানকা থেকে যাওয়ার সময় হযরত যে ঘরে বসেন সেখানে শুয়ে পড়লেন এবং একলোক একটি রঙ্গিন ফুলের ছবিওয়ালা চাদর হযরত হাজী সাহেবের গায়ের উপর ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। আমি অধমও হাজী সাহেবের সঙ্গে মুসাফাহা করেছিলাম। সকাল পর্যন্ত আমার পেরেশানী ছিল। রাতের মতো বেশি না হলেও ছিল। হযরতের জবাব যখন হাতে পেলাম। সেটা দেখেই আনন্দ ও খুশির আজব হালত পয়দা হয়ে গেল আর দিল থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবেই হুযূরের জন্য এত দুআ আসতে থাকল যে বর্ণনার বাইরে। হুযূরের লেখার এত বরকত ও আছর হল যে, তখন থেকে উপকার পাওয়া শুরু হয়ে গেল। মনে হতে লাগল যে, কেউ যেন বিধে থাকা কাঁটা বের করে দিল। সত্যিই আমি বড়ই ভুলের মধ্যে ছিলাম যে, ভ্রুক্ষেপহীনতাকে প্রতিরোধের তদবীর ভাবতাম। যেইমাত্র ভ্রূক্ষেপহীনতাকে মূল উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম এবং এভাবেই কল্পনা করতে শুরু করলাম সঙ্গে সঙ্গেই এমন লাগল যে, আর কোনো ওয়াস্ওয়াসাই যেন নেই। প্রথম প্রথম কয়েকবার কষ্ট হল। দু-চারবার করার পর একদম স্বাভাবিক হয়ে গেল। দিন যত বাড়তে থাকল ততই ওয়াস্ওয়াসাসমূহ হাওয়া হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ! এই মুহূর্তে হুযূরের উসিলায়, হুযূরেরই বরকতে এবং হুযূরের নেক দৃষ্টির বদৌলতে একদম এতমিনান ও শান্ত হয়ে গেছে। হুযূর আমার প্রতি বিরাট দয়া করেছেন। আল্লাহ তাআলা দীন ও দুনিয়ায় হুযূরকে অনেক বড় মর্তবা দান করুন। এভাবে বারবার হৃদয় থেকে হুযূরের জন্য দুআ বের হচ্ছে। আমি তো গুমরাহ হয়ে পড়েছিলাম। হুযূরের উসিলায় যেন নতুন করে হিদায়াত লাভ করলাম।

www.islamfind.wordpress.com

এতবড় এহসান ও অনুগ্রহের বদলা কিভাবে আদায় হতে পারে আমার মতো নগণ্যের পক্ষ থেকে। আমার প্রতি তো হযরতের আরও কত অনুগ্রহ রয়েছে। আমি তো কিছুই দিতে পারলাম না। আল্লাহ তাআলাই যেন আপন শান মতো হুযূরকে এর পূর্ণ বিনিময়, আজর ও সাওয়াব দান করেন। আল্লাহ তাআলা হুযূরের ছায়া ও মায়াকে আমাদের উপর চিরস্থায়ী করে দিন। আমাদেরকে তিনি সারাজীবন হুযূরের জুতার তলায় থাকার তাওফীক দান করুন। হুযূরের কদমের নিচে আমাদেরকে ফানা করে দিন। হুযূরের ফয়েয ও বরকত যেন জগৎময় ছড়িয়ে পড়ে, যেন সারা দুনিয়ার মানুষ উপকৃত হয় আর আমরাও হুযূরের ফয়েয বরকত থেকে মুস্তাফীদ ও কল্যাণ লাভ করতে পারি। আল্লাহ তাআলা হুযূরের উসিলায় আমাকে এবং সকল মুরীদকে মাকসূদে মনযিলে উপনীত হওয়ার তাওফীক দান করেন। হুযূর আমার জন্য দুআ করবেন যেন আল্লাহ তাআলা চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছে দেন। ইলম, আমলে কামিয়াব করেন।

বিশ্লেষণঃ পূর্ণ চিঠি পড়ে সীমাহীন খুশি হলাম। আল্লাহ তাআলা সব সময় চিন্তামুক্ত রাখুন।

আমার প্রিয় ভাই! এসব কারণেই একজন স্নেহশীল মুর্শিদ ও মুসলিহের প্রয়োজন পড়ে। যে প্রয়োজন কিতাব পড়ে পূর্ণ করা সম্ভব নয়। যদিও ঐ মুসলিহ নিজেও হয়ত কিতাব থেকেই সাহায্য গ্রহণ করবেন।

***

হালঃ গত মাসে আমার মধ্যে এমন এমন সব আজেবাজে ওয়াস্ওয়াসা আসতে থাকল যে, মনে হল এরচেয়ে উত্তম এটাই যে, এই পোড়ামুখ কখনো কাউকে না দেখাই। মুখে আল্কাতরা মেখে কোথাও লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যাই। আমি এটা বুঝি যে, তারবিয়াতুস সালিক-এ যেমন পড়েছি, ওয়াস্ওয়াসাসমূহের কোনো হাকীকত নেই। এর এলাজ একমাত্র এটাই যে, ঐ দিকে ভ্রুক্ষেপই করা যাবে না। এসব কথা যতই ভেবেছি এবং চেয়েছি যে কোনো ভ্রুক্ষেপ করব না কিন্তু অন্তরটা দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে থাকত। এরপর একদিন কয়েক রাকাত নফল নামায জরিমানা হিসাবে পড়লাম। দেখলাম তাতেও কমল না। পরের দিন ২০ রাকাত পড়লাম। তারপর দিন পড়লাম ৫০ রাকাত। চতুর্থদিন পড়লাম ১০০ রাকাত নফল। সঙ্গে রোযাও রাখা শুরু করলাম আর নফ্স ও শয়তানকে বললাম– আরে শয়তান! ঐসব ওয়াস্ওয়াসা দ্বারা আমার কোনো ক্ষতি নেই। তবুও শুধুমাত্র আমাকে পেরেশান করার জন্য

www.islamfind.wordpress.com

তুই যে আমার অন্তরে ওয়াস্ওয়াসা পয়দা করছিস এবার আমিও তোকে পেরেশান করার জন্য নফল শুরু করে দিলাম। কারণ আমি জানি মানুষ নফল পড়লে তোর খুব কষ্ট হয়। অন্তর্জ্বালা শুরু হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ! এরপর অল্পদিনের মধ্যেই ওয়াস্ওয়াসা দূর হয়ে গেল। আগের মতো এখন আর সেই তোড়জোড় নেই হঠাৎ একটু-আধটু হয় আবার ভালো হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ। দারুণ চিকিৎসা করেছেন।

তাকদীসুল কুদসী

হালঃ ১। হুযূরের মুবারক চিঠি পেয়ে সান্ত্বনা লাভ হয়েছে। ২। হুযূরের পরামর্শ মতো আউলিয়াগণের জীবন চরিত শুনব। লাইব্রেরী থেকে আজই কয়েকটি কিতাব আনিয়ে রেখেছি। ৩। চিঠিতে নির্দেশনা ছিল এই রকম 'যেই মুবারক নকশা পাঠাচ্ছি সেটা গলায় নিতে হবে'। কিন্তু চিঠির মধ্যে কোনো নকশা ছিল না। ৪। আপাতত আমি হুযূরের পবিত্র চিঠিটাকেই তাবিজ বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছি। ৫। ঐ শের বা পঙক্তি একটি কাগজে লিখে সম্মুখে রেখে দিয়েছি। প্রায় প্রায়ই পড়ি। প্রত্যেকবার তরতাজা মজা পাই এবং প্রত্যেকবারই মনে হয় নতুন নতুন অর্থ বুঝতে পারছি। ৬। জীবানুনাশক-এর আজ পনেরতম দিন। আগামীকাল থেকে জোলাপ শুরু করা হবে। ৭। সকল চিকিৎসক একমত যে, হার্টের সমস্যার পাশাপাশি ব্রেণেরও অসুখ আছে— যা হার্টের চেয়েও বেশি বিপদজনক। ৮। আমি বলতে পারি না আমার আসল অসুখটা কী? ৯। ভীষণ চিন্তিত হয়ে আছি। ১০। আল্লাহ তাআলা অন্তরসমূহের খবর ভালো জানেন। আল্লাহর কসম আমি দীর্ঘকাল থেকে মৃত্যুর ব্যাপারে খুব আগ্রহী। প্রতিটা মুহূর্তে আমি অপেক্ষমাণ ব্যক্তির মতো প্রস্তুত থাকি। ১১। বারবার আমার বুকে ব্যথার সমস্যা দেখা দিয়েছে কিন্তু কখনো চিন্তাগ্রস্ত হই নি। কিন্তু এখন এক বছর ধরে নানারকমের সংশয় সন্দেহ এবং বিভিন্ন রকমের খেয়াল পয়দা হতে শুরু করেছে। এগুলোর কারণে খুব পেরেশান হয়ে পড়েছি। ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে গেছি। মৃত্যুর আগ্রহ অনেক আগে থেকেই ছিল এই এক বছরে সেটা অনেক বেড়ে গেছে। যেই সংশয় শঙ্কাগুলো আমাকে পেরেশান ও চিন্তাগ্রস্ত করতে থাকে সেগুলো এই 'হয়ত আমি পাগল হয়ে যাব।' 'পাগল হয়ে যাওয়ার আগেই আমার উচিত আত্মহত্যা করা।' 'হয়ত আমার মৃত্যু ঈমানের সঙ্গে হবে না।' 'ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু না হলে খুবই মুশকিল' ইত্যাদি ইত্যাদি। ১২। এই সকল আশঙ্কার

www.islamfind.wordpress.com

কারণে খুব কষ্ট হয়। নিজেকে অনেকভাবে নিয়ন্ত্রণ করি। নিজেই বিভিন্ন দলিল ও প্রমাণ সমৃদ্ধ জবাব দিই। অনেক কষ্টে আরাম ও স্থিতিশীলতা লাভ হয়। এরপর আবার ঐসব ভাবনা ও শঙ্কা আছন্ন করে ফেলে। মাঝে মাঝে এমন আত্মহারা হয়ে যাই যে, কোনো কিছুরই দিশা থাকে না। ১৩। একদিন এরকমই আশঙ্কা ও দুর্ভাবনাগুলো ভিড় করে এসেছিল— এমন সময় আমি হুযূরের প্রতি মনোযোগ স্থির করে নিলাম। এক আত্মহারা অবস্থা তৈরি হল। হুযূরের কিছু সান্ত্বনামূলক কথা আমি নিজ কানে শুনতে পেলাম। দিলের কাজে নয় একেবারে দৈহিক দুই কানে একেবারে স্পষ্ট আওয়াজে। আমি ঘুমিয়েছিলাম না পায়চারি করছিলাম। তখনই স্থিতিশীলতা ও শান্তি লাভ করলাম। আমি স্বতস্ফূর্তভাবে উপস্থিত লোকদের বললাম যে, আমি এই মুহূর্তে স্পষ্ট ভাষায় হযরতের কথা শুনতে পেলাম। হুযূর আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে কথা বললেন। ১৪। একদিন মাগরিবের নামাযে প্রথম সিজদাতে হুযূরের হুবহু প্রতিচ্ছায়া চর্মচোখে দেখতে পেলাম। ১৫। আজ খুব বেশি পেরেশান। ইচ্ছা ছিল আজ সব হালত লিখে জানাব। কিন্তু আর লিখতে পারছি না। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে গেছি। দুর্বলতা বোধ হচ্ছে এবং গায়ে জ্বরও আছে।

বিশ্লেষণঃ আমার মুহিব (মুহাব্বতকারী) এবং আমার মাহবূব! আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করুন। আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনার মুহাব্বত ভরা চিঠি পেয়েছি। এ চিঠি আমাকে যুগপৎ আনন্দিত করেছে আবার ব্যথিত করেছে। আনন্দের কারণ আমাকে আপনার স্মরণ হয়েছে আর ব্যথার কারণ আপনার দুঃখ ও ব্যথার সাগরে সাঁতরানো। কিন্তু আকলী বিবেচনায় এজন্য খুশি হয়েছি যে, যে হালত এই চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে পূর্বে তা কখনো প্রকাশ পায় নি। আমার বিশ্বাস আসল সমস্যা সম্ভবত আজ প্রথম বুঝতে পারলাম। এজন্য আজকের চিঠির জবাব অন্য জবাবগুলোর চেয়ে ভিন্ন রকম হবে। দীর্ঘ-বিশদ হওয়ার ব্যাপারেও, আসবাব বা কারণ অনুসন্ধানের আলোচনাতেও, চিঠির বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও। অর্থাৎ আজ কিছুটা বে-তাকাল্লুফ (লৌকিকতা মুক্ত বা ফ্রি) হয়ে লিখব। কারণ এই ধরনের আলোচনা বে-তাকাল্লুফি ছাড়া লিখা যায় না। আপনার ব্যাপারে তো আমার পূর্ণ আস্থা আছে যে, আমার প্রত্যেক ভঙ্গিই আপনার পছন্দ হবে কিন্তু হয়ত আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবরা আমার কোনো শিরোনামকে আমার অবস্থানের চেয়ে উঁচু আর আপনার চেয়ে নিচু ধারণা করে বসবে। এ কারণে তাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

www.islamfind.wordpress.com

১। আল্লাহ তাআলা এই সান্ত্বনাকে দীর্ঘস্থায়ী করুন। ২। গত চিঠি থেকে হালত সম্পর্কে যে অনুমান করেছিলাম, এই তদবীর ছিল সেই হালতের জন্য মুনাসিব। কিন্তু এখন ঐ ব্যবস্থাকে আপাতত মওকূফ রাখুন। হালত সম্পর্কে আমি যদি নিয়মিত অবগতি পেতে থাকি তাহলে আবার কখনো প্রয়োজন হিসাবে আমি এই পরামর্শ দিব। আপাতত দৈনিক কমপক্ষে একবার আমার এই চিঠি পড়বেন।

৩। প্রচুর কাজ এবং স্মরণ শক্তির দুর্বলতার কারণে এই ধরনের ভুল প্রায়ই হতে শুরু করেছে। এখন পাঠিয়ে দিচ্ছি। ৪। আল্লাহ তাআলা এই বিনয়ের মধ্যে আরও বেশি বরকত দান করুন আর হাদীসে কুদসীর 'বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা করে আমি সে রূপই আচরণ করি' ফলাফল দান করুন। এবার প্রেরিত নক্সাকে ওর জায়গায় বদল করে নিন। ৫। কী শের বা পঙক্তি পাঠিয়েছিলাম তা আমার মনে নেই। আপনার যদি মজা লাগে তাহলে এই কাজ করুন, এই মুহূর্তে মজা লাগাটাই আপনার চিকিৎসা। ৬। আল্লাহ তাআলা ভালোভাবে পূর্ণ করুন এবং কল্যাণময় করুন। ৭। 'আরও বেশি বিপদজনক' এই অংশ ছাড়া চিকিৎসকের মতামত (অর্থাৎ হার্টের সমস্যা, ব্রেণের অসুখের কারণ) সম্পূর্ণ চিকিৎসাশাস্ত্রীয় আসবাব উপকরণের উপর নির্ভরশীল কিন্তু আমার তা মনে হয় না। (আমার মনে হয় এই সমস্যা ও অসুখ গোপন কিছু কারণজনিত।) আমার মনে না হওয়া রুচিগত ও উপলব্ধিগত। তাদের সঙ্গে আমার অমিল শব্দগত এবং আমার আশা যে, অবশেষে ঐ চিকিৎসকরাও আমার বর্ণিত গোপন আসবাবের বিষয়টি অস্বীকার করবেন না। অবশ্য গোপন কারণগুলো থেকে পরে চিকিৎসা শাস্ত্রীয় কারণগুলোও তৈরি হয়ে গেছে। এ কারণে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঐ শাস্ত্রীয় কারণগুলোর লক্ষ্য রাখা জরুরি, ব্রেইন সুস্থ ও শক্তিশালী হলে ঐ গোপন কারণগুলোও বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারবে না। ঐ সব গোপন কারণ এবং সেগুলোর জন্য তদবীর শিগগিরই (একটু পরে) তুলে ধরব। ৮। এই সকল কারণের প্রতি অমনোযোগিতাই হল আপনার এই দিশাহারা অবস্থার মূল কারণ। এখন এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার পর ইনশাআল্লাহ উপকার পাওয়া শুরু হয়ে যাবে।

أُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

অর্থ– আমি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি আমার ব্যাপার। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছেন। –আল মুমিন : ৪৪

www.islamfind.wordpress.com

৯। এই দুশ্চিন্তাই ইনশাআল্লাহ একাগ্রতার চাবিকাঠি হয়ে যাবে। ১০। আল্লাহ আল্লাহ! কত বড় দৌলত এটা। এই ব্যাপারটা যে বিশাল বড় দৌলত— এটা যদি মাঝে মাঝেও স্মরণ করা যায় তাহলে যাবতীয় পেরেশানী কর্পূরের মতো উবে যাবে। যদি তবঈ (স্বভাবগত) পেরেশানীর কিছুটা আঁচ থেকেও যায়, আকলী (জ্ঞান ও যুক্তিগত) শান্তি ও স্থিতিশিলতা না থাকার দরুন ঐ তবঈ পেরেশানী কষ্টদায়ক হবে না। এরপর আর সেগুলোকে 'পেরেশানী' বলারই যোগ্য থাকবে না। যেমন কোনো মাহবূব নিজের আশেক বা প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে তপ্ত রোদে বসে পড়লে রোদের কারণে গা গরম হবে কিন্তু মাহবূব-এর সঙ্গে থাকার কারণে রূহ শীতল ও ঠাণ্ডা থাকবে। সেই সময়ে মাহবূব যদি বলে– আমি তো এখানেই রোদের মধ্যেই বসে থাকব, রোদে যদি তোমার কষ্ট হয় তাহলে আমাকে ফেলে রেখে দূরে কোনো ছায়ায় গিয়ে বসে থাক। তখন তো প্রেমিক এ-কথাই বলবে যে, 'তুমি পাশে থাকলে দোযখও আমার জান্নাত আর তুমি বিহীন জান্নাতও আমার কাছে দোযখতুল্য।

১১। চিঠির এই অংশ থেকে গোপন কারণগুলো নির্ধারিত ও নির্ণিত হয়। কারণগুলোর সারকথা দুটো অংশ দ্বারা গঠিত। এক অংশ বিশেষ ধরনের খেয়াল যার কিছু দৃষ্টান্তও আপনি এখানে লিখেছেন এবং যেগুলোকে আপনি আখ্যায়িত করেছেন সংশয়-সন্দেহ, শঙ্কা নামে এবং সেগুলোকে আপনি 'পেরেশান ও চিন্তাগ্রস্ত করে' বলেছেন।

গোপন কারণগুলোর দ্বিতীয় অংশ– এই খেয়ালগুলোর হাকীকত এবং এদের আছর সম্পর্কে চিন্তা না করা। কারণগুলো যখন নির্ণিত হল আর চিকিৎসার হাকীকত হল মূল কারণগুলো অপসারণ, যেগুলো গঠিত দুই অংশ দ্বারা, এতএব সেগুলো অপসারণের সম্ভাব্য দুটো সূরত হতে পারে। প্রথম সূরত– প্রথম অংশের অপসারণ অর্থাৎ ঐ খেয়ালগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে কথা হল– যেহেতু খেয়ালগুলো গায়রে এখতিয়ারী (সাধ্যাতীত) এ কারণে এগুলো বন্ধ করাও গায়রে এখতিয়ারী (সাধ্যাতীত)। বেশিরভাগ তরীকতের লোকেরা এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় নেমে পড়ে এবং সফল না হতে পেরে পেরেশান ও অস্থির হয়ে যায়। এই ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। কেননা গায়রে এখতিয়ারী বিষয়ের চেষ্টা মানে সামর্থের বাইরের চেষ্টা। তারা এই অসাধ্য সাধনের ব্যর্থ চেষ্টা যেহেতু ত্যাগ করে না; এই কারণে পেরেশানী ও দুশ্চিন্তাও তাদেরকে ছেড়ে যায় না। যেন তারা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। এই রোগের সূচনা মানসিক রোগ হিসাবে কিন্তু এর প্রবল

www.islamfind.wordpress.com

প্রতাপ হার্ট ও ব্রেণকে দুর্বল ও অবশ করে দিয়ে অবশেষে শারীরিক রোগের দিকে ঠেলে দেয়। সুতরাং প্রমাণ হল যে, এলাজ বা চিকিৎসার এই সূরত একদম গায়রে এখতিয়ারী। কেউ কেউ এক্ষেত্রে আরও একটি ভ্রান্তিতে আক্রান্ত হয়ে যায়— হিপনোটিজম বা বশীকরণকারীদের তালাশে লেগে পড়ে। প্রথমত এই ধরনের কাউকে পাওয়াটাই গায়রে এখতিয়ারী বরং এই খোঁজ ও অনুসন্ধানে পড়ে থাকার কারণে রোগের মাত্রা বেড়ে যায়। দ্বিতীয়ত এমন কাউকে পাওয়া গেলেও তার বশীকরণের মাধ্যমে সাময়িকভাবে রোগের কিছু কিছু আছর দূর হয়ে যায়, রোগের মূল কারণ নির্মূল হয় না। ফলে সেই বশীকরণকারীর নিকট থেকে একটু দূরে গেলেই আবারও রোগের আছরগুলো আগের মতো ফিরে আসে।

এলাজ বা চিকিৎসার দ্বিতীয় সূরত– রোগের দ্বিতীয় অংশের অপসারণ অর্থাৎ ঐ খেয়ালগুলোর হাকীকত এবং সেগুলোর আছর সম্পর্কে চিন্তা করা। চিকিৎসার এই সূরতটি এখতিয়ারী ও সাধ্যায়ত্ব। সুতরাং গ্রহণ করার জন্য চিকিৎসার এই সূরতটিই নির্ধারিত হয়ে গেল। এরই সম্পর্কে কিছু কথা আরজ করছি। নমুনা হিসাবে গ্রহণ করছি আপনার বর্ণিত মেছাল ও উদাহরণগুলো। প্রথম মেছালের হাকীকত সুস্থতা কাম্য বা মাতলূব হওয়া। দ্বিতীয় মেছালের হাকীকত— উন্মাদনা রোগ থেকে আত্মরক্ষা করা, বাঁচার চেষ্টা করা। তৃতীয় মেছালের হাকীকত— ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু কাম্য হওয়া। চতুর্থ মেছালের হাকীকত— ঈমান হারা হওয়া থেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা। এবার ব্যাখ্যা বোঝার চেষ্টা করুন। শারীরিক সুস্থতা এবং ঈমান শরীয়তের বিচারে উভয়টাই কাম্য। যদিও কাম্যতার স্তর হিসাবে উভয়টি ভিন্ন। এই দুটো কাম্য হওয়ার জন্য এ দুটোর বিপরীত (অসুস্থতা ও বেঈমানী) অবস্থা থেকে দূরে থাকা জরুরি। এতে প্রমাণ হল যে, চারটি খেয়ালই মাহমূদ বা প্রশংসনীয়। বাতিল খেয়াল নয়। যদি সন্দেহ হয় যে, দ্বিতীয় মেছালের আত্মহত্যার খেয়াল কিভাবে মাহমূদ বা প্রশংসনীয় হওয়া সম্ভব? এর জবাব এই যে, আত্মহত্যার খেয়াল যদি ইচ্ছাকৃত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা মাযমূম বা নিন্দনীয়। কিন্তু যখন এই খেয়াল হবে গায়রে এখতিয়ারী আর গায়রে এখতিয়ারী শরীয়তের বিচারে মাযমূম হয় না। তাহলে ঐ আত্মহত্যার খেয়াল নিশ্চিত মাযমূম থাকল না । বাকি থাকল মাহমূদ হওয়া। তো যদি মাহমূদ হওয়া প্রমাণিত না হয়, তখনো গুনাহ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে এবং গুনাহ হওয়ার ভিত্তিতে যে পেরেশানী হয় সেই পেরেশানী থেকে বাঁচার জন্য ঐ খেয়াল গায়রে মাযমূম

www.islamfind.wordpress.com

(অনিন্দনীয়) হওয়াই যথেষ্ট। মাহমূদ হওয়া জরুরি নয়। কিন্তু এই আত্মহত্যার খেয়ালের মান্‌শা মূল উৎস যেহেতু বেঈমানীর হাত থেকে পালানো আর এই পালানোটা প্রশংসনীয়। এজন্য মানশা বা মূল উৎস বিচারে এই খেয়াল (আত্মহত্যা) প্রশংসনীয়ও বটে। যদিও সূরতের বিচারে প্রশংসনীয় নয়। প্রশংসনীয় হওয়া যদি বুঝে না আসে তাহলে গায়রে মাযমূম (অনিন্দনীয়) হওয়ার ব্যাপার তো খুব সহজ। এবং সেটুকুই যথেষ্ট। একইভাবে উক্ত চার মেছাল ছাড়াও আরও যে গায়রে এখতিয়ারী খেয়াল আছে, যেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি বলে, সেগুলোও হয়ত মাহমূদ হবে অথবা গায়রে মাযমূম তো অবশ্যই হবে। এই হল হাকীকত ঐ সব খেয়ালের। হাকীকতের বিচারে শরীয়ত এই খেয়ালগুলোকে ক্ষমা করে দিয়েছে। অতএব এই সব খেয়ালের কারণে পেরেশান হয়ে যাওয়া এক মুমিনের জন্য একেবারেই অর্থহীন। আর প্রকৃতপক্ষে এটা শয়তানের ষড়যন্ত্র যে, মুমিনকে পেরেশান করার জন্য এক ভয়ানক আকৃতিতে এই খেয়ালগুলোকে সামনে তুলে ধরে। কিন্তু মুমিনকে শয়তানের মুকাবেলায় শক্তি নিয়ে কাজ করে যেতে হবে, এবং উক্ত হাকীকতগুলোকে এবং প্রভাব ও আছরগুলোকে (একটু পরে আলোচিত) ও দৃষ্টিতে রাখা উচিত। একদম পরোয়া না করা উচিত যেন শয়তানের সাহস নষ্ট হয়ে যায়। এবং সাহস হারিয়ে সে ঐ মুমিনের পিছু নেওয়া ছেড়ে দেয়। এই সব কারণে শয়তান সেই ব্যক্তিকে ভীষণ ভয় পায়, যে এই সব হাকীকত এবং এই হাল হাকীকতের সব কিছু ফাঁস করে দিয়ে তার চক্রান্তের জাল ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। এই সকল ব্যাপারকে প্রিয়নবী প্রকাশ করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়–

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلٰى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ

অর্থ– (শয়তানের বিরুদ্ধে) একজন ফকীহ হাজার আবেদের চেয়ে ভয়ঙ্কর।

মুমিনের এই শক্তিকে এবং শয়তানের এই দুর্বলতাকেই আল্লাহ তাআলা এভাবে উল্লেখ করেছেন–

اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

অর্থ– নিশ্চয়ই শয়তানের আধিপত্য চলে না তাদের উপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপন পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। –নাহল : ৯৯।

www.islamfind.wordpress.com

আরও বলেছেন–

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا

অর্থ– নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। – আন নিসা : ৭৬

এই ছিল ঐসব খেয়ালের হাকীকত। এবার আছর বা প্রভাব সম্পর্কে আরজ করছি। কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনায় সাধারণভাবে এটাই প্রমাণিত যে, মুমিনের সামান্য সামান্য কষ্টেও সাওয়াব দেওয়া হয়। আপনার এই খেয়ালের দ্বারা কষ্ট হওয়া তো খুবই স্পষ্ট। এতে সাওয়াবও হবে। আর সাওয়াবের কাজে খুশি হওয়া শরীয়তের নির্দেশ। সুতরাং এর দাবি এই যে, ঐ সকল খেয়ালের কারণে আনন্দিত হওয়া উচিত। যদিও মজদুরের মতো ঐ বোঝার কারণে ঘাড় ভেঙ্গে যাচ্ছে কিন্তু পরিশ্রমের অর্থও তো পাওয়া যাবে? যদিও এই পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি আখিরাতেই পাওয়া যাবে, তথাপিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই দুনিয়াতেও বোঝা নামিয়ে দেওয়া হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ.

অর্থ– আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেই নি? আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা— যা ছিল আপনার জন্যে অতিশয় দুর্বহ-দুঃসহ। –সূরা আল ইনশিরাহ : ১-৩।

বিভিন্ন হাদীসে খোদ হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্টের কাইফিয়াত বর্ণিত হয়েছে যে, বারবার পাহাড় থেকে পড়ে জান দিয়ে দেওয়ার খেয়াল হত তাঁর। কিন্তু দুনিয়াতে যদি এই বোঝা নামানো নাও হয় তাহলে সেই ব্যবস্থার জন্যেও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। আবদিয়াত ও নির্মল দাসত্ব তো এটাই যে, আমি যেই মুনিবের দাস। তাঁর সকল ফয়সালাতেই আমি সর্বাবস্থাতেই আনন্দিত থাকব। হাকীকত ও বাস্তবতা বোঝার পরও যদি কেউ ঘাবড়ে যায় তবে মাহবুব মাওলা পাকের পক্ষ থেকে সে তো এই রকম ব্যক্তব্যেরই উপযুক্ত প্রমাণিত হয়ে যায়–

تویک زخے گریزانی زعشق - تو بجزنا حیے چہ حیدانی زعشق

এক আঘাতেই পালিয়ে গেলে ভণ্ড প্রেমিক? প্রেমের পথের নামটি ছাড়া আর কী জানো মুর্খ পথিক!

www.islamfind.wordpress.com

এ আলোচনা ছিল 'নুছুছে আম্মাহ' (কুরআন হাদীসের সরাসরি সাধারণ উক্তি)-এর আলোকে। এই ধরনের ওয়াস্ওয়াসার ব্যাপারে বিশেষভাবেও নুছুছ বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সাহাবায়ে কেরাম রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম এমন এমন ভয়ানক ওয়াস্ওয়াসা সৃষ্টির অভিযোগ পেশ করেছেন যেগুলো মুখে আনার চেয়ে জ্বলে-পুড়ে ছাই ভস্ম হয়ে যাওয়া ছিল বেশি পছন্দ। যেগুলোর জবাবে প্রিয়নবী ইরশাদ করেছেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ كَيْدَهٗ اِلَى الْوَسْوَسَةِ

অর্থ– সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি শয়তানের চক্রান্তকে প্ররোচনা দেওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত সীমিত করে দিয়েছেন।) আরও বলেছেন–

ذَاكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ

অর্থ– ওটা হল সুস্পষ্ট ঈমানের আলামত।

এবং এই জাতীয় আরও হাদীস বর্ণিত রয়েছে। অবশ্য যদি শরীয়ত বিরোধী ওয়াস্ওয়াসা আসে তাহলে ফরয হল সেই ওয়াস্ওয়াসাকে বাতিল মনে করা। ব্যাস, এতটুকুই যথেষ্ট। সুতরাং আপনার খেয়ালগুলোর আছর বা প্রভাবের সার কথা এই যে, এটা একটা অপারগতামূলক মুজাহাদা ও সাধনা। যা সাওয়াবের কারণ এবং ঈমানের সুস্পষ্ট আলামত। এমনকি যদি মৃত্যুর সময়ও কেউ এইসব ওয়াস্ওয়াসাতে আক্রান্ত থাকে (যদিও এরকম বাস্তবে ঘটে না। আখিরাতের অভিনিবেশের কারণে এগুলোর প্রতি মনোযোগ থাকে না। কিন্তু ধরে নিলাম যদি এমন হয়ও) তবুও কোনো অসুবিধা নেই। যেমনিভাবে কোনো কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে শহীদ হয়। এটাও সে রকমেরই কঠিন রোগ। এই রোগ আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেও শহীদ হিসাবে গণ্য হবে। আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণ প্রয়োজনীয় আলোচনা এই অংশের হয়ে গেছে।

১২। কষ্টের দ্বারাই তো মর্যাদা বাড়ে। নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রয়োজন নেই। সম্ভবত আপনি নিয়ন্ত্রণ এই উদ্দেশ্যে করে থাকেন যেন ওয়াস্ওয়াসার ধারাবাহিকতা আরও অগ্রসর না হতে পারে। কিন্তু উপরে নিবেদিত হয়েছে যে, অগ্রসর হওয়া বা বাড়াও ক্ষতিকর নয়। একইভাবে এগুলোর জবাব প্রদানের প্রয়োজন নেই। এর দ্বারা আরও পেরেশানী বাড়ে। বাড়ার রহস্য এই যে, জবাব প্রদান দ্বারা তার প্রতি মনোযোগ প্রদান হয়ে যায়, প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে হলেও। এই প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত হল– যেমন কেউ কারেন্টের তার—

www.islamfind.wordpress.com

যাতে কারেন্ট আছে, হাত দিয়ে ধরে সরাতে গেল। সরাতে গেলেও ইলেক্ট্রিসিটি তাকে শক্ করবেই। সহীহ তদবীর হল– সেদিকে কোনোভাবেই ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। ইতিবাচক ভাবেও না, নেতিবাচকভাবেও না। ওয়াস্ওয়াসা বিষয়ক হাদীসে বর্ণিত 'থুথু ফেলবে' কথাটির ব্যাখ্যা এটাই। ১৩। ও ১৪। এ ধরনের ঘটনা কখনো হয়ে থাকে এই দৃশ্যজগতের অর্থাৎ নিজেরই কল্পনাশক্তির কারসাজি। কখনো আবার অদৃশ্যজগতের ব্যাপারও হয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার হিকমত আরাম ও শান্তির উদ্দেশ্যে 'লতীফা গায়বিয়া'কে ঘনিষ্ঠ ও আপন কারো আকৃতিতে প্রকাশ করে দেন। ওদিকে যার সূরত দেখানো হল তার এটা জানাও থাকে না। অবশ্য হঠাৎ কখনো অলৌকিক হিসাবে সূরতওয়ালার জানা মতে এবং কখনো কখনো তার ইচ্ছামতেও এই জাতীয় ঘটনা প্রকাশ হয়। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমি ঐ অলৌকিকতার মাকাম থেকে একদম বহুদূরে। এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুই সূরতের প্রত্যেকটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সর্বাবস্থাতেই আপনার জন্য এটা গায়েবী সাহায্য। ১৫। আল্লাহ তাআলা এখন আপনাকে এমন সুস্থতা ও শক্তি দান করুন যেন আপনি নিজেই আমাদেরকে এই খোশ খবর শোনাতে পারেন যে, 'আজ আমি একদম পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও স্থিতিশীল ও স্বাভাবিক। এখন আমার মধ্যে উদ্যম আছে, শক্তি আছে, আবেগ ও উদ্দীপনা আছে, আনন্দ ও ফূর্তি আছে এবং পরিপূর্ণ সুস্থতা আছে।'

'তাকদীসুল কুদসী'-এর পরিশিষ্ট

একই লেখকের পরের চিঠি ও তার জবাব

হে আমাদের সকল রোগের মহান চিকিৎসক!

সালাম বাদ আরজ এই যে, হুযূরের নির্দেশ মতো দৈনিক হুযূরের পবিত্র চিঠিখানা পড়ি বরং কয়েকবার পড়ি। তাতে আরাম পাই শান্তি লাগে। আমার চিকিৎসায় জোলাপের পালা শেষ হয়ে এখন চোবচিনির চিকিৎসার সপ্তম দিন। কামরার আলো বাতাস কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে জেলখানায় বন্দি আছি। সারাক্ষণ একা। হুযূরের ঐ পবিত্র চিঠিটা ছাড়া আর কিছু নেই শান্তি পাওয়ার মতো। অন্ধকারে ভালোভাবে পড়াও যায় না তবুও চোখ টেনে বড় বড় করে পড়ি। একবার নয় বারবার পড়ি। জোলাপের পর থেকে বুকে ব্যাথা হওয়ার পালাটা অনেক কমে গেছে কিন্তু মস্তিষ্কের ব্যথা ও কষ্টের ব্যাপারটা বেশি বেড়ে গেছে। চোবচিনির ভাপ দেওয়া হচ্ছে মাথায়, ঘাড়ে আর বুকে। প্রথম চিঠিতে যে চারটি বিষয় লিখেছিলাম যেগুলোকে আমি সংশয় ও শঙ্কা

www.islamfind.wordpress.com

বলে আখ্যায়িত করি সেগুলোই হল অন্য সকল সংশয় ও শঙ্কার মূল শেকড়, অন্য খেয়ালগুলো ঐ চারটার শাখা-প্রশাখা।

শরীয়ত বিরোধী কোনো ভাবনা-শঙ্কা বা কোনো গুনাহের খেয়াল আলহামদুলিল্লাহ কখনো হয় না। যতদূর আমার মনে পড়ে কখনো হয় নি। শুধু উম্মাদনা এবং পাগলামির পেরেশানী ও অস্থির ভাবনাগুলো। আত্মহত্যার আশঙ্কা, মৃত্যুর পরের ব্যাপারগুলো এমনিভাবে শুধু আখিরাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় চোখের সামনে থাকে। মুবারক চিঠিতে হুযূর যেভাবে বিশদ বিবরণ দিয়ে মজা করে লিখে আমি পাগলকে সান্ত্বনা দান করেছেন– এর শুকরিয়া আদায়ের শক্তি, সামর্থ্য আমার নেই। নিঃসন্দেহে হযরতের উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ যাত হাকীমুল উম্মত (উম্মতের রূহানী চিকিৎসক), অসহায়ের সাহায্যকারী এবং বেদনা ভারাক্রান্তদের উদ্ধারকারী। আল্লাহ এই গুণাবলীকে আরও বাড়িয়ে দিন। এক ভিখারী দুআ ছাড়া আর কী হাদিয়া পেশ করতে পারে!

জবাব ঃ আমার মুহিব (আমাকে মুহাব্বতকারী) ও আমার মাহবূব (আমি যার মুহাব্বতকারী)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া কলবী লাদাইকুম ওয়া ওয়াজহী ইলাইকুম (আমার হৃদয় তোমার কাছে আমার মনোযোগ তোমার প্রতি) জবাব দান বিলম্বের কারণ মেহমানদের ভিড়। এ কারণে আমি আন্তরিকভাবে লজ্জিত। বিশেষত আপনি আমার জবাবের অপেক্ষা করছেন ভেবে আন্তরিক কষ্ট হচ্ছিল। সেই বাধাগুলো আজ এখনও আছে। তবে সেই ঝামেলা কিছুটা কমিয়ে আর কিছুটা অভদ্রতা দেখিয়েই এই জবাব লেখার সুযোগ বের করতে হল। আমি আন্তরিকভাবে লজ্জিত ঐ পরামর্শদানের জন্য যে, আমার চিঠি দৈনিক পড়বেন। আপনার কামরার আলো-বাতাস বন্ধ করার নিয়ম-কানূন সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না। এখন কিছুটা এই সমস্যার কারণে আর কিছুটা আমার চিন্তা-ভাবনার সমৃদ্ধির কারণে ঐ পরামর্শকে ভিন্ন পরামর্শ দ্বারা বদল করে দিচ্ছি। যে সম্ভাবনার কথা পূর্ব চিঠিতেও প্রকাশ করেছিলাম। অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে আউলিয়াদের জীবনচরিত আলোচনার শোগল আপনাকে দিব বলেছিলাম। এখন সেইটাই আপনাকে বলছি কিছুটা সংযোজন-সহ। সংযোজন এই যে, আউলিয়াদের হায়াত (জীবনী)-এর চেয়ে আউলিয়াদের মালফূযাত এবং মাকালাত (তাদের আলোচিত ও লিখিত বিভিন্ন বিষয়) পড়ার জন্য আমি প্রস্তাব করছি। মাকালাত-এর মধ্যেও এই সময় উপযোগী

www.islamfind.wordpress.com

বিশেষ একটি বিষয় অর্থাৎ এহ্ইয়াউল উলূম থেকে কিতাবুর রজা (আশা অধ্যায়) পড়ার জন্য প্রস্তাব করছি এবং পড়তে গেলে ক্লান্তি ও কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে সে জন্যে শোনার ব্যবস্থা করুন। ঐ অধ্যায়ের বিশেষ কোনো স্থান যদি বেশি ভালো ও আনন্দদায়ক লাগে তাহলে সেই অংশ বারবার শুনুন। একবার খতম হলে আবার প্রথম থেকে শুরু করুন। যেদিন বেশি অলসতা বোধ হয় এবং খেয়াল কম সেদিন বাদ রাখুন আবার যেদিন বেশি উদ্যম ও প্রফুল্লতা বোধ হয় এবং খেয়াল বেশি হয় সেদিন পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। অবস্থা বুঝে কম বেশি করুন বা ভারসাম্য বজায় রাখুন। যখন দেমাগের উপর থেকে পেরেশানীর আছর কমে যাবে তখন ঐ এহ্ইয়াউল উলূমের চতুর্থ খণ্ডে কিতাবুল মুহাব্বত ওয়াশ্ শাওক ওয়াল উল্স ওয়ার রিযা-এর ব্যাপারেও একই রকম শোগল চালু রাখুন। এই সব তাদবীরের সঙ্গে এই মুরাকাবা ও ধ্যান করবেন যে, আমি কে? নিজের মধ্যে কোনো হস্তক্ষেপ করার বা কোনো কিছু নির্ধারণ করার কী অধিকার আমার আছে? আমার মধ্যে কোনো হস্তক্ষেপ বা কিছু নির্ধারণের একমাত্র হক রয়েছে মাহ্বুবে হাকীকী আল্লাহ তাআলার। আর তাঁর হস্তক্ষেপ ও নির্ধারণ সম্পূর্ণরূপে কল্যাণকর। আমার বুঝে আসুক বা না আসুক। অবশ্য পরে একসময় বুঝে এসেই যায়। যে সকল আমল করতে তিনি আমাদের হুকুম করেছেন, সেগুলো স্বয়ং তাঁরই হস্তক্ষেপ। সেগুলো পালনের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া মানে আমার হস্তক্ষেপ নয় বরং তাঁরই হস্তক্ষেপকে মেনে নেওয়া। এর সঙ্গে এই ইয়াকীন ও বিশ্বাসকে তাজা ও শক্তিশালী করতে হবে যে, তাঁর কোনো হস্তক্ষেপ দ্বারা— যা বরদাশ্ত করা বান্দার পক্ষে সম্ভব না হয়। স্বাস্থের হানি হয় বা নষ্ট হয়ে যায় বরং জীবনও চলে যায় তাহলে তাঁর এই ধরনের হস্তক্ষেপ হল সবচেয়ে বড় রহমত।

দাসসূলভ, ইশ্ক ও প্রেমমূলক, তাওহীদপূর্ণ এবং তাফযীব বা সমর্পণের চেতনা সম্পন্ন ঐ মুরাকাবাগুলোর শুদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে— কারণ কখনো কখনো ঐ মুরাকাবাগুলো করার দ্বারা উজব ও আত্ম অহঙ্কার এবং এস্তেগনা ও বেপরোয়া ভাবের আশঙ্কাও হয়। দুআ, মুনাজাত, প্রার্থনা ও কান্নাকাটির আমলও করতে হবে। বরং ঐসব মুরাকাবার চেয়ে বেশি এই আমল চালু রাখতে হবে। কারণ এটাও সমর্পণের একটি শাখা। আমলের মতো দুআও আল্লাহর নির্দেশিত। অল্প কথার মধ্যে অনেক কিছু এসে গেছে। ইনশাআল্লাহ এই নুসখা বা প্রেসক্রিপশন দেহ এবং রূহের এসলাহের জন্য যথেষ্ট।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ ইবাদতের নিয়তের সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব গায়রে ইবাদতের ওয়াস্ওয়াসাসমূহ আসে সেগুলো ঠেকানোর ব্যবস্থা কী?

বিশ্লেষণঃ ওয়াস্ওয়াসা ইখলাসের বিঘ্নসৃষ্টিকারী নয়। প্রথমত সেগুলো গায়রে এখতিয়ারী দ্বিতীয়ত নামাযের দ্বারা সেগুলো মাকসূদ তো নয়।

হালঃ নামাযের এরাদার সময়ে তাকবীরে তাহরীমার একটু পূর্বে যতই চেষ্টা করি যে, গায়রে ইবাদতের ওয়াস্ওয়াসা যেন কলবের মধ্যে না আসে কিন্তু এই চেষ্টায় সফল হতে পারি না।

বিশ্লেষণঃ তাতে সমস্যা কী? এখলাসের বিপরীত কিছু হয় নি। অবশ্য যদি এরকম ইচ্ছাকৃত করা হয় তাহলে সেটা সততার বিপরীত হয় কিন্তু অনিচ্ছাকৃত হলে সেটাও হয় না।

হালঃ অনেক সময় তাহরীমা ছেড়ে দিতে বাধ্য হই।

বিশ্লেষণঃ এটা তো হারাম।

হালঃ বারবার নিয়ত করতে হয়। এই কথা ভেবে যে, তাহরীমার সময় নিয়ত ও সঙ্কল্প ঠিক হয় নি। কারণ তাহরীমার সময় মনোযোগ ঠিক ছিল না।

বিশ্লেষণঃ নিয়ত তো এখতিয়ারী আমল। সে সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য দিকে মনোযোগ না হওয়া উচিত। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত হলে নিয়তের জন্য ক্ষতিকর নয়।

***

হালঃ অনেকদিন থেকে এই রকম হালত হয়ে গেছে যে, ছোট হোক বা বড় কেউ যদি আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে কোনো প্রকারের অভিযোগ প্রচ্ছন্নভাবে বা ইশারাতেও করে, যেমন কেউ যদি বলে অসময়ে বৃষ্টির কারণে অনেক ক্ষতি হবে অথবা যদি বলে কূয়াশার কারণে এবার ফসলের ক্ষতি হয়ে গেছে ইত্যাদি, তবে কলবের মধ্যে খুব কষ্ট হয় এবং সেই ব্যক্তির উপর খুব রাগ হয়ে যায়। কঠোর ভাষায় জবাব দিয়ে ফেলি। লোকেরা এতে বিরক্তও হয় কিন্তু কী করব! মন চায় যে, এইরকম মানুষকে আস্ত চিবিয়ে খাই। এই হালত এমনকি এতদূর বেড়ে গেছে যে, মুনাজাতে মাকবূল-এর উর্দূ ছন্দ অনুবাদের মধ্যে যেখানে আছে আমাকে গুমরাহ করো না অথবা আমার দিলের উপর শয়তানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করো না ইত্যাদি এতেও মনে কষ্ট লাগে। মনে হয় এটাও আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে এক ধরনের অভিযোগ। এতে আমার লজ্জা লাগে এবং মনে হয়— আমরা নিজেরা নফসের প্ররোচনায় খারাপ কাজ

www.islamfind.wordpress.com

করছি, জেনে বুঝে গুনাহ-এর কাজে লিপ্ত হচ্ছি; এতে যদি আমাদের উপর কোনো দুর্যোগ বা বিপদ-আপদ নেমে আসে তাহলে আল্লাহর দোষ দিয়ে কেন এমন বলব যে, আল্লাহ এমন এমন করেন। মোটকথা ঈমান এবং পরিপূর্ণ ইয়াকীন তো এরকমই আছে যে, ভালো-মন্দ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় কিন্তু মন্দ বিষয়কে আল্লাহর দিকে নিসবত করলে মনে খুব কষ্ট হয়।

বিশ্লেষণঃ হাল এবং অভিব্যক্তি হিসাবে এটা ভালো। কিন্তু মুনাজাতে এই ধরনের কথায় মন্দ বিষয়ের নিসবত আল্লাহর দিকে করা হয় না বরং মন্দ বিষয়ের নিসবত আল্লাহর দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। যেমন গুমরাহ করো না— এই দুআর মধ্যে গুমরাহ করার নিসবত তো আল্লাহর দিকে করা হচ্ছে না বরং গুমরাহ না করার নিসবত করা হচ্ছে।

***

হালঃ সর্বপ্রথম ক্ষমাপ্রার্থনা করছি নিজের হালতের অবগতি প্রদানে ত্রুটির কারণে। তবে এটা এ কারণে ঘটে নি যে, আমি এ ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে গেছি বরং ব্যাপারটা এমন হয়েছে যে, আমি বারবার এরাদা করতাম কিন্তু কলবের মধ্যে প্রেরণা তৈরি হত না। আজ এমন কয়েকটি খতরা দিলের মধ্যে উদয় হয়েছে যেগুলোর কারণে হালত খুবই খারাপ হয়ে পড়ার আশঙ্কা করছি। খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছে। নিজে নিজে প্রতিরোধ করতে চেয়েছি এ-কথা ভেবে যে, হুযূরকে যেন কষ্ট দিতে না হয় কিন্তু এখন দেখছি ঐ শঙ্কা ও খতরাগুলো খুবই প্রবল রূপ ধারণ করছে। ফলে বাধ্য হয়েই হুযূরকে জানাতে হচ্ছে। বিষয়টি এই যে, পার্থিব সুখ-শান্তির ভিত্তি আমলে সালেহ বা নেক আমল নয় আবার আখিরাতের সুখ-শান্তিও আল্লাহর ফযল ও দয়ার উপরই নির্ভরশীল। তাহলে আমলে সালেহ যেমন যিকির ও তাহাজ্জুদ ইত্যাদি আমলের কষ্ট যদি নাও করা হয় বরং আরকানে ইসলামের উপর কায়েম থাকা যায় তাহলে তাতে সমস্যা কী? এই শয়তানী সন্দেহ কলবের মধ্যে এমনভাবে বসে গেছে যে, তাহাজ্জুদের সময় ঘুম থেকে উঠে পড়ি কিন্তু তাহাজ্জুদ পড়তে পারি না। ইতিপূর্বে তাহাজ্জুদের কাযা এশরাকের সময় পড়ে নিতাম আজ সেটাও সম্ভব হয় নি।

বিশ্লেষণঃ খতরা (মনের মধ্যে সৃষ্টি শয়তানী সন্দেহ-সংশয়) যতই পাকড়াও বা জবাবদিহীর বিষয় না হোক কিন্তু মনের মধ্যে এর ভিড় বা প্রবলতা অবশ্যই মনকে পেরেশান-অস্থির ও ব্যাকুল করে দেয়। এবং চূড়ান্ত

www.islamfind.wordpress.com

পর্যায়ের দুঃখ ও কষ্ট কলবের উপর চেপে বসে। সুতরাং এটা 'আমরাযে শরইয়্যাহ' (শরীয়তে বিবেচিত রোগসমূহ)-এর অন্তর্ভূক্ত নয়। সে কারণে এর এলাজ করা জরুরি নয়। কিন্তু স্বভাবগত রোগসমূহের অন্তর্ভূক্ত একটি মারাত্মক পর্যায়ের রোগ। এজন্য এর সহজ পরীক্ষিত ও সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা পেশ করা হচ্ছে। সেটা এই যে, খতরা বা শয়তানী সন্দেহের হাকীকত হল– অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো মন্দ বস্তু বা বিষয়ের দিকে নফ্স ঝুঁকে পড়া। যেহেতু জ্ঞান-বুদ্ধির নির্দেশনা এবং বিশেষজ্ঞ আলিম ও দার্শনিকদের স্বীকৃতিতে এটা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত যে, নফ্স যখন একদিকে ঝুঁকে পড়ে বা মনোযোগী হয় তখন অন্যদিকে মনোযোগী হতে পারে না। সুতরাং যখন কোনো মন্দ বস্তু বা বিষয়ের দিকে মনের খেয়াল চলে যায় তখন সেটা প্রতিরোধের ইচ্ছা করবেন না। ঐ বিষয়টি নিয়ে বা তার কারণ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। কারণ তাতে খেয়ালটি আরও গভীর হয়ে যায়। বরং তৎক্ষণাত খেয়ালকে কোনো নেক বিষয়ের দিকে ঝুঁকিয়ে দিবে। এতে ঐ মন্দ খেয়াল এমনিতেই অপসারিত হয়ে যাবে। আর যদি সেটা আবার খেয়ালের মধ্যে এসে পড়ে আবার একই কাজ করবে। ইনশাআল্লাহ এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বরং খোদ ঐ শয়তানী সন্দেহ বা খতরাই কল্পনা শক্তি থেকে চিরতরে বিদায় নেবে। এর পূর্ণাঙ্গ এলাজ এটাই। হাদীসের মধ্যে এই রকম সময়ে যে কতিপয় যিকির বা সাধারণ যিকিরের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে সেগুলো থেকেই এই এলাজ আহরিত।

অন্য যেসব চিকিৎসা মাশায়েখদের নিকট সাধারণভাবে প্রচলিত, যেমন পীরের ধ্যান অথবা পাস্-আনফাস্ অথবা ইসমে যাত 'আল্লাহু' শব্দের লিখিতরূপ কল্পনা করা এগুলো সবই উপরোক্ত পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার বিভিন্ন অংশ। 'খতরাসমূহ' বা শয়তানী সন্দেহ দ্বারা পেরেশানীর কারণে হার্টের দুর্বলতা অথবা হৃৎকম্পন অথবা দৈহিক দুর্বলতা, অন্য কোনো রোগ তৈরি হয়ে গেলে উল্লিখিত চিকিৎসার পাশাপাশি হৃৎপিণ্ডের বলকারক ও আরামদায়ক ওষুধ, উত্তম খাবার এবং সাময়িক অসুস্থতার ওষুধ ব্যবহার করাও জরুরি। যেহেতু কোনো কোনো সালিকের সামনে এই বাধা ও প্রতিবন্ধকতা পেশ হয়ে থাকে, যার দ্বারা তার জাহেরী ও বাতেনী নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে সমস্যা ও বিঘ্নতা ঘটে; এইজন্য এর এসলাহ ও সংশোধনী ব্যবস্থা জানিয়ে দিলাম। সহজ ও সংক্ষিপ্ততার কারণে এই এলাজ ও চিকিৎসার অমর্যাদা করবেন না। পরীক্ষা করে দেখুন এর উপকারিতা ও কল্যাণ।

'তারবিয়াতুস সালিক' ৮ম অধ্যায়-৩৭০

www.islamfind.wordpress.com

আশরাফ আলীর (থানভী রাহ.) পক্ষ থেকে কামেল মুমিন ও নফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদকারী, আল্লাহ আপনার ঈমানে বরকত দান করুন। আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

কয়েকদিন হল আপনার চিঠি পেয়েছি তাতে আপনার হালত জানতে পেরেছি। মা-শা-আল্লাহ আপনার ঈমান একদম পরিপূর্ণ। তাতে কোনো প্রকার ত্রুটি অসম্পূর্ণতা নেই। যে হালতের কথা আপনি লিখেছেন এবং যাকে আপনি ঈমানের 'ত্রুটির কারণ' বলে মনে করেছেন আসলে সেই হালতটাই আপনার পরিপূর্ণ ঈমানের দলিল। কিন্তু যেহেতু এখনো আপনার ইল্ম কম এই কারণে আপনার আশঙ্কা হয়েছে এবং মনের মধ্যে অস্থিরতা এসে ভিড় করেছে নতুবা আপনার হালত খুবই খুশি হওয়ার মতো এবং খুবই প্রশংসাযোগ্য। এই ওয়াস্ওয়াসার হালত— ওয়াস্ওয়াসা চাই একটা হোক বা হাজারটা— এটা এমন নয় যে আপনার ক্ষেত্রেই শুধু এই রকম ঘটনা ঘটল! বরং এমন কোনো সালিক (মুরীদ) ও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভকারী ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার সাধনার পথে এই প্রতিবন্ধকতার ঘাঁটি অতিক্রম করতে হয় নি। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা নিজেরাই আরেফ বিল্লাহ (মারেফাতের জ্ঞানী) অথবা কোনো আরেফ বিল্লাহর সঙ্গে তাআল্লুক, মুহাব্বত ও ভক্তিপোষণকারী তাদের দৃষ্টিতে তো এগুলো কোনো বিষয়ই নয়। আর যারা অনভিজ্ঞ তারা তিলকে তাল বরং পাহাড় বানিয়ে নানান প্রকারের পেরেশানী ও দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

আমার প্রিয় ভাই! সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে বড় মর্যাদা কোনো আলেম, কোনো আরেফের হয় নি, তাঁদেরও পর্যন্ত এই প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের ওয়াস্ওয়াসা-শয়তানী, সন্দেহ-সংশয় তাদের ঘিরে ধরত। সেই ওয়াস্ওয়াসাগুলোও এমন যে, সেগুলো মুখে উচ্চরণ করাকে তাঁরা জ্বলে কয়লা হয়ে যাওয়ার চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট, অধিক ভয়ঙ্কর, খুব কষ্টকর এবং বেশি অসহ্য মনে করতেন। অবশেষে তারা নবীজীর কাছে এর উল্লেখ করেন, নবীজী তাদের মুখে এগুলো শুনে বলেন– সেটাই তো ঈমানের সুস্পষ্ট আলামত। কারণ দুইটি। এক– এই জন্যে যে, চোর সেখানেই যায় যেখানে সম্পদ পায়। সুতরাং যদি ঈমানের সম্পদ ঐ ব্যক্তির কলবের মধ্যে না থাকত তাহলে শয়তান কখনোই তার পিছে লাগত না। এ কারণেই নেক লোকদের মনেই বেশিরভাগ ওয়াস্ওয়াসা সৃষ্টি হয়ে থাকে আর যারা ফাসেক–ফাজের বা পাপী— তাদের মনে কখনো ওয়াস্ওয়াসা তৈরিই হয় না। কেননা শয়তান

www.islamfind.wordpress.com

যখন তাদের দ্বারা সব রকমের গুনাহের কাজ করিয়ে নিচ্ছে তাহলে তার ঠেকা কী যে, এদেরকে এমন ব্যাপারে আক্রান্ত করবে যাতে আদৌ কোনো গুনাহই নেই। দ্বিতীয়ত এটা ঈমানেরই আলামত যদি মুমিন এটাকে খারাপ মনে করে। সুতরাং যদি ঐ ব্যক্তির ঈমানের মধ্যে বিঘ্ন ঘটত তাহলে এসব কুফরী খেয়ালগুলোকে এক ও সত্য মনে করত। এবং ঐগুলোকে দিল থেকে কবূল করে নিত। এবং ঐগুলোর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকত এবং মনের মধ্যে ঐসব ব্যাপারে প্রশান্তি থাকত, ঘৃণাবোধ তৈরি হত না। যেমন সকল কাফেরের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ঐগুলোকে যখন মুমিন ব্যক্তি অপছন্দ করে, তাহলে এর মানে সে বিপরীতকেই হক মনে করে আর এটাই তো ঈমান। মোটকথা এসব কারণে এগুলো ঈমানের আলামত। কিছুতেই এগুলো কুফরী নয়। কুফরী তো দূরের কথা এগুলো গুনাহও নয়। কেননা গুনাহ সেই নিন্দনীয় কাজ যা ইচ্ছা করে সম্পাদন করে। আর ওয়াস্ওয়াসাসমূহের উপর কোনো এখতিয়ার নেই, এ কারণে সেটা গুনাহ হতে পারে না। গুনাহ যখন নয় তাহলে এটা নিয়ে পেরেশান হওয়া অনর্থক বিষয়। এটা হল ওয়াস্ওয়াসা ভালো না মন্দ— তার বিশ্লেষণ। বাকি থাকল এর এলাজের ব্যাপার। ব্যাস এর সর্বশ্রেষ্ঠ এলাজ— যাকে মহৌষধ বলা উচিত, এই যে– এর কোনো প্রকার এলাজ না করা বরং সহজ ও বীরত্বের সঙ্গে ইয়াকীন ও সংকল্পের সঙ্গে এটা মনে করবে এবং দিলের মধ্যে খেয়াল করবে যে, এটা যখন আল্লাহর কাছে গুনাহ নয় এবং শরীয়তের বিচারে কোনো রোগই নয় তাহলে আর দুঃখ কিসের? বরং যখন এটা জানতে পেরেছি যে, এটা সুস্পষ্ট ঈমানের আলামত তাহলে এর জন্য উল্টা আরও খুশি হওয়া উচিত। এই ব্যক্তি যখন খুশি হবে তখন এর প্রভাব কী হবে? শয়তান ভাববে যে, একে এই ওয়াস্ওয়াসা ও প্ররোচনা তো শুধু এই উদ্দেশ্যে দিয়েছিলাম যে, এতে সে ব্যথিত-চিন্তিত থাকবে। কিন্তু এই লোক তো ওয়াস্ওয়াসার কারণে উল্টা খুশি হচ্ছে, মুমিনের খুশি তো শয়তানের পছন্দ নয়, অতএব সে ওয়াস্ওয়াসা দেওয়াই ছেড়ে দিবে। এভাবে অতি সহজে মুমিন ওয়াস্ওয়াসা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। আর কোনো কারণে যদি ওয়াস্ওয়াসা থেকে মুক্তি লাভ হয় তবুও পরোয়া নেই। কেননা এটা যখন গুনাহ নয় তাহলে এ থেকে মুক্তির কোনো আবশ্যকতা নেই। এছাড়া যেভাবে ভ্রূক্ষেপহীনতা, সাহসিকতা এবং বেপরোয়া মানসিকতা দ্বারা এটা অপসারিত হয়; একইভাবে যদি এটাতে ভয় পেতে থাকে, এর চিন্তায় পড়ে যায়, সারাক্ষণ এরই যিকির ও ফিকির করতে থাকে তাহলে এটা দৈনন্দিন বাড়তে থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

যদিও এটা বাড়ার কারণে গুনাহ হয় না কিন্তু অহেতুক পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা তো হয়। সুতরাং সর্বোত্তম এলাজ এটাই যা বর্ণনা করা হল। এছাড়া প্রত্যেক ওয়াস্ওয়াসার বিস্তারিত জবাব চিন্তা করা বা কারোর কাছে জিজ্ঞাসা করা ক্ষতিকর পদ্ধতি। এতে তাতক্ষণিক যদি কোনো সান্ত্বনা পাওয়াও যায় তবে দু-চারদিন পর আবার সেই জবাবের মধ্যে কোনো ফাঁক-ফোকর তৈরি হয়ে যায় আবার কোনো ওয়াস্ওয়াসা কষ্ট দিতে শুরু করে এবং নফসের মধ্যে বেশ জোরে-শোরে এক বির্তক চলতে থাকে। এই ক্ষতিকর পদ্ধতি কিছুতেই অবলম্বন করা উচিত নয়। বরং এই চিন্তা-ভাবনা করা ও জবাব প্রদানের তরীকা চেড়ে আল্লাহর যিকির চালু রাখবে। কারণ যিকির একই সঙ্গে ওয়াস্ওয়াসা দূরকারী, যেটা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আবার নফ্সের মধ্যে শক্তিও পয়দাকারী। নফ্স শক্তিশালী হলে এসব অনর্থক বিষয় তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে না। অতএব পূর্ণ আলোচনার সারকথা হচ্ছে তিনটি–

এক– এইসব ওয়াস্ওয়াসার কোনো পরোয়াই করবে না। প্রতিরোধ করার কথাও ভাববে না।

দুই– এগুলোর কোনো জবাব খুঁজে বেড়াবে না। কারও কাছে কোনো কারণ জিজ্ঞাসা করবে না। কুরআন সুন্নাহকে বিনা দলিলে হক বলে বিশ্বাস করবে এবং এর বিরোধিতাকে আকীদাগতভাবে বাতিল মনে করবে কোনো কিছুর কারণ বুঝে না এলেও, কলবের মধ্যে কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কোনো শয়তানী সন্দেহ-সংশয় এলেও।

তিন– ওয়াস্ওয়াসা ও সন্দেহের দিককে উপেক্ষা করে আল্লাহর যিকিরের দিকে মনোযোগী থাকবে। যিকির চাই দুরূদ শরীফ হোক, ইস্তেগফার হোক বা অন্য কিছু হোক, সেগুলোর মধ্যে খেয়ালকে নিবদ্ধ রাখবে। ইনশাআল্লাহ একদিনের মধ্যেই আপনার কলবে বরং এক মিনিটের মধ্যেই পরিপূর্ণ আরাম, স্বস্তি ও স্থিতিশীলতা এসে যাবে এবং সারা জীবনে আর কখনো পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা হবে না। কোনো কথা যদি জিজ্ঞাসা করার থাকে তাহলে নির্দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করবেন।

***

প্রশ্ন ঃ হযরত রাহ. যখন আমাকে যিকির শিখিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন 'লা-ইলা-হা' বলার সময় এই খেয়াল করবে যে, কলবের মধ্যে গায়রুল্লাহর

www.islamfind.wordpress.com

(অর্থাৎ আল্লাহ ভিন্ন অন্য যত কিছুর) যত মুহাব্বত আছে সকল মুহাব্বত কলব থেকে বের করে পিছনে ফেলে দিলাম। আর 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় চিন্তা করবে যে, শুধুমাত্র আল্লাহর মুহাব্বত কলবের মধ্যে দাখেল করে নিলাম। এখন সন্দেহ যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা এই যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বতের ব্যাপারেও কি যিকিরের সময় ঐ রূপ চিন্তা করতে হবে? পক্ষান্তরে হাদীসে তো এসেছে যে, যার দিলের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত না থাকবে সে মুমিনই নয়।

জবাব ঃ যেহেতু রাসূলের মুহাব্বত আল্লাহর মুহাব্বত হিসাবেই বিবেচিত বরং সকল আহলুল্লাহর (আল্লাহওয়ালাদের) মুহাব্বতও আল্লাহ তাআলারই মুহাব্বত হিসাবে বিবেচিত। সুতরাং ঐ তালীম বা শিক্ষা প্রদানের মূল কথা এই যে, যে সকল মুহাব্বত আল্লাহ তাআলার মুহাব্বতের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় সেই সকল মুহাব্বতকে পিছনে নিক্ষেপ করবে। এতে আর কোনো সমস্যা থাকবে না।

কুরআন তিলাওয়াতে একাগ্রতা না থাকা

হালঃ এখন আমি প্রতিদিন নিয়মিত মাওয়ায়েয পড়া শুরু করেছি। যতক্ষণ পড়তে থাকি ততক্ষণ মনে হয় যে, হুযূর বলছেন আর আমি-সহ সকলে শুনছি। এত পরিমাণ একাগ্রতা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের সময়ও হয় না। সম্ভবত অর্থ না বোঝার কারণে অথবা আমার না জানা কোনো কারণে এরূপ হয়।

বিশ্লেষণঃ কারণ বোঝার আবশ্যকতা নেই। এই অনিচ্ছাকৃত পার্থক্য ক্ষতিকর নয়।

নামাযের মধ্যে খেয়াল আসা

হালঃ নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিকের বিভিন্ন খেয়াল আসে এবং তাতে মনের মধ্যে খুব কষ্ট হয়।

বিশ্লেষণঃ ঐ খেয়ালগুলো আসার ক্ষেত্রে যদি ইচ্ছার কোনো দখল না থাকে অর্থাৎ ইচ্ছা করে যদি ঐ সব খেয়াল না আনা হয় তাহলে দুঃখিত না হওয়া উচিত। আর যদি দুঃখটাও অনিচ্ছাকৃত হয় তাহলে এই দুঃখটাও কল্যাণকর ও উপকারী।

www.islamfind.wordpress.com

যিকিরের সময় ওয়াস্‌ওয়াসা আসা

হালঃ ইতিপূর্বে সন্ধ্যায় ইসমে যাতের যিকির সামান্য আওয়াজ দিয়ে করা হত। কিন্তু বর্তমানে অনেক চেষ্টা করেও আওয়াজ বের হয় না। একদম মনে মনে যিকির করি। আওয়াজ দিয়ে করলে মনোযোগ বেশি হয় আর মনে মনে করলে বিভিন্নরকম খেয়াল ও ওয়াস্‌ওয়াসা আসে।

বিশ্লেষণঃ তাহলে আওয়াজ দিয়ে করলেই তো ঝামেলা শেষ।

হালঃ দিলের বিভিন্ন রকম খেয়ালে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণে মনে হয় মুখে মুখে এইসব হরফ উচ্চারণ করে লাভ কী? এরমধ্যে যদি মনোযোগই না থাকে!

বিশ্লেষণঃ এটা ভুল কথা। মনোযোগ থাক বা না থাক যিকির সর্ব অবস্থাতেই উপকারী। বিশেষভাবে যখন খিয়ালাত গায়রে এখতিয়ারী (অনিচ্ছাকৃত চিন্তা-ভাবনা) হয়। আপনার উচিত তারবিয়াতুস সালিক পড়া।

রিয়া বা লোক দেখানোর সন্দেহ

হালঃ নামাযের মধ্যে আমার খুব সন্দেহ-ওয়াস্‌ওয়াসা হয়। সকল নেক কাজে বিশেষত নামাযে এই খেয়াল হয় যে, তোকে অমুক অমুক দেখছে। এজন্য তোর এ কাজ 'রিয়া' হিসাবে গণ্য। যা বেশিরভাগ সময় ফরয আমল ছাড়া অন্য সব নেক আমল ছেড়ে দিতে বাধ্য করে। এলাজ জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ শুধুমাত্র কারোর দেখার কারণেই 'রিয়া' হয়ে যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমলকারী ব্যক্তি দেখানো ইচ্ছা না করবে। এটাও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, 'ইচ্ছা' এখতিয়ারী বিষয়। অনিচ্ছাকৃতভাবে শুধু দেখানো 'খেয়াল' এসে যাওয়া 'ইচ্ছা' নয়। এই খেয়ালের একটি এলাজ হল এই বিষয়ক সঠিক জ্ঞান বা জ্ঞানকে শুদ্ধকরণ। আর এই খেয়াল মতো আমল না করা অর্থাৎ ইবাদত বা নেক আমল ত্যাগ না করা— এটা হল ঐ এলাজকে পূর্ণকারী।

রিয়া ও উজব-এর সন্দেহ

হালঃ কখনো যিকির করার সময় মনের মধ্যে খেয়াল হয় যে, কেউ যদি শোনে তাহলে আমার প্রশংসা ও গুণগান করবে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ মনের মধ্যে 'শোনানো' সংকল্প না থাকলে শুধু ঐ খেয়াল ক্ষতিকর নয়।

হালঃ যদি কেউ মুখের উপর প্রশংসা করে তাহলে ভালো লাগে। এর এলাজ কী?

বিশ্লেষণঃ এই ভালো লাগাটাকে যদি আকল বুদ্ধি দিয়ে অপছন্দ করেন তাহলে আর ক্ষতিকর নয়। সুতরাং আকলীভাবে ঘৃণা করলেই সমাধান হয়ে গেল।

অকৃতজ্ঞতার ওয়াস্‌ওয়াসা

হালঃ চুরির যে ঘটনাটি ঘটল সেটা চিন্তা করলেও কোনো আফসোস হয় না— এটা আল্লাহ তাআলার না শোকরী-অকৃতজ্ঞতা নয় তো?

বিশ্লেষণঃ চুরি হয়ে যাওয়ার খবর শুনলাম ...সাহেবের মুখে। এই চুরির কথা শুনে আফসোস হল তবে আপনার দৃঢ়তার কথা শুনে খুশি লাগল। আপনার মনে না শুকরীর সম্ভাবনার প্রশ্নটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। যেই না শোকরীটা দোষণীয় বা নিন্দাযোগ্য তার কারণ তো এই যে, সেটা নিয়ামত দাতা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কহীনতার কারণে সৃষ্টি। পক্ষান্তরে আপনার দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়েছে নিয়ামত দাতার সঙ্গে চূড়ান্ত সম্পর্কের কারণে। সুতরাং এটা প্রশংসনীয়। কেউ হয়ত এটাকে না শোকরী নামে আখ্যায়িত করতেও পারে অথচ বাস্তবে এটা না শোকরী নয়। দেখতে না শোকরী হলেও।

উজব-এর ওয়াস্‌ওয়াসা

হালঃ ইয়াতীম খানার মধ্যে মসজিদ আছে। কোনো ইমাম নেই। ১৮,১৯ পারার একজন হাফেজ আছেন তিনিই বেশিরভাগ সময় নামায পড়ান বরং আমিও অনেক সময় বলি নামায পড়াতে। কিন্তু তিনি নামাযের মাসআলা মাসায়িল কিছুই জানেন না। এমনকি সহীহ শুদ্ধভাবে তাজবীদ মতো কুরআন শরীফ পড়তেও জানেন না। এ কারণে অনেক সময় তার পিছনে নামায পড়লেও এই সংশয় হয় যে, তিনি তো মাসায়েল জানেন না। তার পড়াও ঠিক নয় এতে আমার নামায নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না তো? এ কারণে মনের মধ্যে দ্বিধা ও সঙ্কোচ হতে থাকে। এসব কারণে নিজেই নামায পড়ানো শুরু করেছি তবে এখন আবার মনের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগছে যে, এতে আবার নিজেকে উত্তম মনে করার অহঙ্কার হচ্ছে না তো?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এতে নিজেকে উত্তম ভাবা হয়ে যাচ্ছে না। বরং আল্লাহ তাআলা যে সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন পড়ার যোগ্য ইলমের দৌলত দান করেছেন সেই দৌলতকে উত্তম মনে করা হচ্ছে ঐ হাফেজকে প্রদত্ত দান থেকে। সুতরাং সমস্যা কোথায়?

নামাযের মধ্যে কলবের বিক্ষিপ্ততা

হালঃ নামাযের সময় কলবের মধ্যে যেসব খেয়াল, অনর্থক ভাবনা আসে, এগুলো প্রতিরোধের উপায় কী?

বিশ্লেষণঃ যিকির ও কুরআনের আলফাজের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ হয়ে গেলে খেয়াল বন্ধ হয়ে যায়।

***

হালঃ ঈদুল আযহার কয়েকদিন পূর্বে নামায, তিলাওয়াত ও যিকিরে খুব মনোযোগ সৃষ্টি হত। খুব আনন্দ অনুভব হত। কিন্তু এই চমৎকার সময়ের স্থিতি ছিল মাত্র দু-চারদিন। আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, হুযূরকে দিয়ে দুআ করাব যেন নামায, যিকির ইত্যাদিতে এভাবেই মন লাগতে থাকে। কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে চিঠি পাঠাতে পারি নি। ফল হল এই যে, সেই হালত ধীরে ধীরে কমে গেল। মাত্র তিনদিনের ব্যবধানে তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে এশার নামাযে একেবারেই মন লাগল না। নামায ও যিকির থেকে যখন ফারেগ হলাম মনে হল একেবারে বেকার-বেগার খাটলাম।

বিশ্লেষণঃ কোনো সমস্যা নেই। আমল যদি সুদৃঢ় হয়ে যায়, আর সেটা লৌকিকতা করে হলেও নিয়মিত অভ্যাস ও ধারাবাহিকতার মাধ্যমে হয়েই যায়। তখন হালত এমনি এমনিই দৃঢ়তা লাভ করতে থাকে। কোনো চিন্তা করবেন না। কাজ করতে থাকুন।

***

হালঃ অধম বান্দার একটি সমস্যা এই যে, নামায ও যিকিরের মধ্যে পূর্ণ একাগ্রতা তৈরি হয় না। নামাযে খেয়াল আসতে থাকে। এর এলাজ-চিকিৎসা আমি এভাবে করতে থাকি যে, নামাযের মধ্যে কুরআনের শব্দগুলো ইচ্ছা করে উচ্চারণ করি, অর্থ চিন্তা করি। এত বেশি মজা পাই। যেখানে অর্থ বুঝতে পারি না সেখানে শুধু আলফাজ ও শব্দগুলোই ভাবতে থাকি কিন্তু এসব কিছু করা সত্ত্বেও আবার ভুলে যাই এবং আগের হালত ফিরে আসে, আবার ভুলে

www.islamfind.wordpress.com

যাই। মোটকথা এক নামাযে কয়েকবার এইরকম করতে হয়। আমি মনে করি এটা আমার হিম্মতের দুর্বলতা। কেননা এর জন্য যখন হুকুম দেওয়া হয়েছে তাহলে অবশ্যই এটা এখতিয়ারী আমল। এরজন্য উপযোগী এসলাহ ও দিক-নির্দেশনা চাই।

বিশ্লেষণঃ মধ্যমভাবে এই চেষ্টা চালু রাখবেন। বেশি বাড়াবাড়ি করলে মনে বিরক্তি তৈরি হয়। তাতে কাজের ব্যাপারে মনে আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়।

***

হালঃ আমি আল্লাহর ফযলে অযীফা ও আমল চালু রেখেছি। কিন্তু আমি ভীষণভাবে অপারগ হয়ে যাচ্ছি, নানান রকম ওয়াস্ওয়াসা ও দ্বিধা দ্বন্দের কারণে দিল চায় যে, ব্যাস, জলদি অযীফা শেষ হয়ে যাক। এতে মনের মধ্যে খুব অশান্তি ও পেরেশানী বোধ হতে থাকে।

বিশ্লেষণঃ মনের অশান্তি ও পেরেশানীর পরোয়া করবেন না। যেভাবেই হোক অযীফা পূরণ করবেন। ইনশাআল্লাহ এভাবে নিয়মিত ও ধারাবাহিক যিকিরের বরকতে এসব পেরেশানী এমনি এমনিই দূর হয়ে যাবে। নিশ্চিন্ত থাকুন।

***

প্রশ্ন ঃ আমাকে যে সব যিকির অযীফা হিসাবে পড়তে বলা হয়েছিল, আল্লাহর মেহেরবানীতে সেগুলো দৈনিক নিয়মিত যথাসময়ে আদায় করে যাচ্ছি। সমস্যা শুধু একটাই যে, কোনোভাবেই নামাযের মধ্যে একাগ্রতা তৈরি হচ্ছে না। বরং একাগ্রতা তৈরির জন্য যত বেশি চেষ্টা করছি তত বেশি খেয়াল বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঐ সব খেয়ালের কারণে বেশিরভাগ সময় নামাযে ভুল হচ্ছে এবং সিজদায়ে সাহু করা লাগছে। এতে মনে খুব পেরেশানী ও অশান্তি হচ্ছে।

জবাব ঃ এটাই ভুল হচ্ছে যে, খুব বেশি চেষ্টা করছেন। এত বেশি চেষ্টা না করে খুব সাদামাটা ভাবে একটু মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমেই ইনশাআল্লাহ একাগ্রতা হাসিল হয়ে যাবে। আর এতেও যদি পূর্ণ সফলতা না পওয়া যায় তাহলে নিশ্চিন্ত থাকুন এই পদ্ধতিতেই শিগগির একাগ্রতা তৈরি হবে।

হালঃ যিকির এবং গায়রে যিকিরের মধ্যে খুব ওয়াস্ওয়াসা হয়। ওয়াস্ওয়াসা ভিড় করে থাকে। এর মধ্যে কিছু কিছু তো মারাত্মক নাপাক ওয়াস্ওয়াসা। ইতিপূর্বে এই হালত ছিল না বর্তমানে এটা পয়দা হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

অথচ আমি না এইদিকে খেয়াল করি আর না পেরেশান হই। কিন্তু এতে যিকিরের মধ্যে একাগ্রতা ও শান্তি থাকে না। হুযূরের বিভিন্ন মাওয়ায়েযে তো দেখেছি যে, 'ইচ্ছা করে আনবে না, অনিচ্ছায় এসে গেলে পেরেশান হবে না। এটা ক্ষতিকর নয়।' কিন্তু এতে যিকিরের উদ্যম তো নষ্ট হয়। আর তখন খুব খারাপ লাগে। নিজের প্রতি ঘৃণা বোধ হয়। মনের আকাঙ্ক্ষা এই যে, ওয়াস্ওয়াসা যেন না হয়। এর জন্য কী করতে হবে? হুযূর! দুআও করে দিন।

বিশ্লেষণঃ গায়রে এখতিয়ারী বিষয়ে দুআ করাই একমাত্র পথ। আমিও দুআ করছি। তবে মনে রাখবেন উদ্যম লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূক্ত নয়।

***

হালঃ যিকির করার সময় নানান রকম হালত হয়। কখনো উদাসীনতা আবার কখনো দুর্বলতা। কখনো উৎসাহ বোধ করি কখনো সতর্কতা। গাফলত বা উদাসীনতার হালতে যিকির হয় কিন্তু বুঝেই আসে না, যে আল্লাহর যিকির করছি সেই যিকিরের আল্লাহ কাকে বলে? এই হালতে মুখ দিয়ে দুআও বের হয়। যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে তখন বুঝি যে, আলহামদুলিল্লাহ অন্য কারও নাম নিই নি অন্য কারও কাছে প্রার্থনা করি নি। কলব এক অবস্থায় থাকে না।

বিশ্লেষণঃ এক অবস্থা তো বড় বড়দের কলবেরও থাকে না। যেমন অনুভূত বিষয়ের মধ্যে একটি হল হাঁটা। প্রতি কদমে হাঁটার প্রতি মনোযোগ থাকে না। কিন্তু হাঁটার যেটা ফল (পথ অতিক্রম করে গন্তব্যে উপনীত হওয়া) সেটা হাসিল হয়ে যায়। একইভাবে শরীয়তের মধ্যে যিকির। যদিও প্রতিবারের উচ্চারণে মনোযোগ না থাকে কিন্তু শুরুর ইচ্ছা প্রলম্বিত হয়ে ফল (আল্লাহর সন্তুষ্টি) অর্জন করে দেয়। তবে হাঁ, ইচ্ছাকৃতভাবে মনোযোগকে অন্যদিকে ধাবিত করা যাবে না। যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে হাঁটাকে ভিন্নপথের দিকে ঘুরিয়ে দিলে গন্তব্যে উপনীত হওয়ার মধ্যে বিঘ্ন ঘটে।

***

হালঃ আল্লাহর রহমতে কখনো কখনো নামাযের মধ্যে খুশূ তৈরি হয়।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

হালঃ যেদিন হয় না সেদিন দিল পেরেশান হয়ে যায়। দুইবার তিনবার করে ফরয নামাযে দোহরাতে থাকি। তাতে কখনো লাভ হয় কখনো হয় না।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ কখনোই এমন করবেন না। এর প্রতিকারের জন্য কিছু নফল পড়ে নেবেন।

***

হালঃ যিকিরের মধ্যে যখন কোনো সময় দিল লাগত না তখন খুব পেরেশানী হত। চিন্তা করতাম যে, কী কারণে দিল লাগল না। এই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়তাম। একদিন খেয়াল এল যে, দিল না লাগার অনেকগুলো সূরত আছে। কখনো কোনো কাজের কারণে পেরেশান হয়ে যায়। কখনো শারীরিক কোনো অসুস্থতা থাকে যার কারণে দিলের মধ্যে পেরেশানী হয়। কখনো খিদের কারণে, কখনো কোনো গুনাহে জড়ানোর কারণে হয়ে থাকে। এ সকল কারণের মধ্যে যেটা প্রতিরোধ করা এখতিয়ারী বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত সেটা প্রতিরোধ করে যিকিরে মশগুল হই। যেমন পেরেশানীর কারণ যদি গুনাহ হয় তাহলে গুনাহ ত্যাগ করে ইস্তেগফার করে তারপর যিকিরে বসি। কারণ যদি খিদে হয় তাহলে খানা থাকলে খেয়ে নিতে হবে। যদি অবৈধ কোনো সম্পর্ক থাকে তাহলে ছেড়ে দিতে হবে, এরপর যিকিরে মশগুল হতে হবে। এরপরও যদি দিল না লাগে তাহলে কোনো পরোয়া করা যাবে না। যিকিরটাকে মাকসূদ মনে করে পূর্ণ করে নিবে। ইনশাআল্লাহ যিকিরের বরকতে (যে বিষয়গুলো মাকসূদ বা উদ্দেশ্য নয়, মাহমূদ বা প্রশংসনীয়) সেগুলোও হাসিল হয়ে যাবে।

বিশ্লেষণঃ মা-শা-আল্লাহ ইল্‌ম ও আমল দুটোই অত্যন্ত সহীহ।

***

হালঃ নামাযের মধ্যে যখন অন্যদিকে খেয়াল চলে যেতে থাকে তখন এ কথা ভেবে দিলকে ফিরিয়ে নিই যে, বড়ই শরমের কথা যে, আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিয়ে ডেকে আনলেন কথা বলার জন্য আর তুমি অন্যদিকে মনোযোগী। নামাযের সুন্নাতগুলো আদায় করতে যখন অবহেলা হয় তখন বলি যে, খারেজী সুন্নাতগুলো আদায় করে থাক আর সবচেয়ে বড় ইবাদত যে নামায তার সুন্নাতের মধ্যে এত অবহেলা! এটা কি ঠিক?

বিশ্লেষণঃ বিলকুল ঠিক।

***

হালঃ যিকিরের মধ্যে আগের মতো একাগ্রতা আর হয় না। অন্তর এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত থাকে। পূর্বে যেমন আল্লাহ তাআলার প্রতি ধ্যান নিবিষ্ট

www.islamfind.wordpress.com

হয়ে থাকত, মনে হত যেন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথোপকথন করছি, মুহাব্বতের সঙ্গে বারবার ডাকছি আর তিনি আমার ডাক শুনছেন। এতে এক দারুন কাইফিয়াত হত। খুবই মজা পেতাম। এই রকম হালত জানানোর পর হুযূর বলেছিলেন– মুবারক হোক। তবে এটাকে নিয়ামত মনে করবে, বুযুর্গী মনে করবে না।

হযরত! পূর্বের সেই একাগ্রতা হারানোর ফলে এখন অন্তরের মধ্যে ভীষণ দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী রয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে কোনো এলাজ করুন।

বিশ্লেষণঃ এটা আরেকটা নিয়ামত। যার নাম মুজাহাদা বা সাধনা। প্রথমটার চেয়ে এটা বেশি কল্যাণকর ও উপকারী। বেশি মজাদার না হলেও।

***

হালঃ আল্লাহ রহম করুন! যিকিরের প্রতি আকর্ষণ খুবই কম। তাসবীহের প্রতি একেবারেই আগ্রহ নেই। মনে হচ্ছে এই যিকির ও তাসবীহের প্রতি পাবন্দি করা খুবই কঠিন।

বিশ্লেষণঃ আরও দুটি আমল আছে নফল এবং তিলাওয়াতে কুরআন। দেখুন এ দুটোতে মন লাগে কি না।

হালঃ নামাযের মধ্যে শয়তান যে এত আজেবাজে খেয়াল নিয়ে আসে— এর কী করব?

নামাযের মধ্যে তো আর এত কথাবার্তা চিন্তা করা যায় না। নামাযের মধ্যেই যদি নফ্সের সঙ্গে এত সব কথাবার্তা চলতে থাকে তাহলে তো আর নামায হবে না। অবসরে এসব কথা মনের সঙ্গে চলতে পারে।

বিশ্লেষণঃ নামাযের মধ্যে এতটুকু পরিমাণ যথেষ্ট যে, জাহান্নামের ধ্যান করবেন।

***

হালঃ আমি একটি হাল লিখে হুযূরকে জানিয়েছিলাম। সেটা ছিল এই যে, জমিনের ফসল কম হলে অথবা টাকা পয়সার টানাটানি হলে দিল পেরেশান হয়ে যায় এবং ইবাদতের মধ্যে এটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর জবাবে হযরত লিখেছিলেন– কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে? এর জবাব এই যে, কলবের ভীষণ অস্থিরতা ও পেরেশানীর কারণে নামায ও ইবাদতে 'হুযূরে কলব' বা একাগ্রতা হাসিল হয় না। তবে হযরতের এই মুবারক প্রশ্নের প্রভাবে আমার মনের সব

www.islamfind.wordpress.com

সংশয় দূর হয়ে গেছে। সেটা এই ভাবে যে, আয়-রোজগারের টানাটানির কারণে দিল পেরেশান হওয়া— এটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। এটা গায়রে এখতিয়ারী (অসাধ্য) বিষয়; একইভাবে এর কারণে ইবাদতের মধ্যে একাগ্রতা না হওয়াটাও গায়রে এখতিয়ারী বিষয়। অবশ্য এসব পেরেশানী ও দুশ্চিন্তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযের মধ্যে টেনে আনা এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে তৈরি হওয়া খেয়ালকে ইচ্ছা করে ধরে রাখা— এগুলো একাগ্রতার পরিপন্থী। কেননা এগুলো রোধ করা এখতিয়ারী বিষয়। আর মানুষ শুধু এখতিয়ারী বিষয়ের মুকাল্লাফ (দায়বদ্ধ)। আর গায়রে এখতিয়ারী বা অনিচ্ছাকৃত বিষয় এসে যাওয়া— এটা গায়রে এখতিয়ারী। মানুষ এর মুকাল্লাফ নয়। এ কারণে এর কোনো এলাজও নেই। এলাজ হয় এখতিয়ারী রোগের। এখানে সেটা নেই। জানতে চাই যে, অধমের এই মত সহীহ কি না?

বিশ্লেষণঃ সহীহ।

***

হালঃ ইচ্ছা ছিল নিজের কিছু হাল জানানোর কিন্তু হুযূর দেওবন্দ ও মিরাঠে যে ওয়াজ করেছিলেন তাতে আমার বেশিরভাগ প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছি। যার ফলে খামুশ হয়ে পড়েছিলাম। আজ মনের মধ্যে খুব অস্থিরতা তৈরি হয়েছে এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রায় নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এই জন্য ভাবলাম– এই রকম হালতে যদি হুযূরের কাছে হাল না জানাই তাহলে আর কবে জানাব? দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং অস্থিরতার কারণ বেশিরভাগ এই যে, আল্লাহর ফযলে সকল মামূল ও অযীফা নিয়মিত এবং সময়মতোই আদায় হচ্ছে অথচ কলবী হালতের মধ্যে কোনো রকমের তারতম্য নেই। প্রথম দিন যা ছিল আজও সেই একই অবস্থা। মনের সংশয়-সন্দেহও যেমন ছিল তেমনই আছে।

বিশ্লেষণঃ এই পথে চলতে হলে সর্বপথম শর্ত হল নিজের পীরের উপর আস্থা ও ইয়াকীন রাখা। আমি বারবার বলেছি– এই পথের সকল চেষ্টা ও সাধনার আসল উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তাআলার রেযা ও সন্তুষ্টি— যা হাসিল হবে এই দুনিয়াতে আর দুনিয়ায় এই সন্তুষ্টি প্রাপ্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটবে আখিরাতে। আর অন্য যে হালতগুলোর কাম্য মাতলূব হওয়ার কথা লিখেছেন সেগুলো মাতলূব-কাম্য নয়।

৮ম অধ্যায় সমাপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

নবম অধ্যায়
বিবিধ বিষয়ের বর্ণনা

বেতন গ্রহণের যৌক্তিকতা

হালঃ আপনি প্রথম যখন আমাদের এলাকায় তাশরীফ আনলেন, তার পূর্ব থেকেই হুযূরের এই খাদেম আমি মৌরূসী অর্থাৎ হালাল-হারাম মিশ্রিত বংশগত উত্তরাধিকার ভোগ করা (যেমন জমিদার দাদার জবরদখল মিশ্রিত জমি-জমার ফসলাদি ভোগ করা) থেকে তওবা করেছি এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করেছি যেন এই সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে পারি। আল্লাহর রহমতে এবং হযরতের দুআর বরকতে এখন পর্যন্ত অবিচল রয়েছি। হযরত দুআ করবেন যেন আল্লাহ তাআলা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই নীতিতে অটল রাখেন। বাড়ির লোকজনকে আমি বলেছি– আমি আর বাড়িতে বসে থাকব না। বংশগত ধারায় প্রাপ্ত জমি ও ফসলের কোনো কিছুই গ্রহণ করব না। কোথাও গিয়ে চাকরি করব এবং উপার্জিত অর্থ দিয়েই প্রয়োজন মিটাব। এ কথা শুনে পিতা বলেছেন– 'আমি তোমাকে আমার বাপ-দাদার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোনো সম্পদ থেকে নয় স্বয়ং আমার বেতনের টাকা থেকে খাওয়াব এবং তোমার সকল প্রয়োজন আমার বেতন থেকেই নির্বাহ করব। তুমি আমাদের কাছেই থাক। যদি আমার এই কথা না মান তাহলে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলার সম্মুখে তোমাকে ছাড়ব না।' মাও খুব কান্নাকাটি করতে লাগলেন। এসব পীড়াপীড়ির কারণে আমার আর দূরে কোথাও যাওয়া সম্ভব হল না। তবে চিন্তা করেছি পিতার ঘাড়ে যেন বোঝা না হয়ে পড়ি সেজন্য গ্রামের অদূরে মাঠের মধ্যে একটি ছাপড়া ঘর তুলেছি। সেখানে ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়াচ্ছি। ভাবছি যারা স্বচ্ছল তাদের থেকে বেতন নিব এবং অসচ্ছল বা গরিবদের (ফ্রি) বিনা বেতনেই পড়াব। আবার কখনো মনে হচ্ছে– দরকার নেই, কারোর কাছ থেকেই বেতন নিব না। সম্পূর্ণই আল্লাহ ভরসা করে থাকব। কেউ দিলে নিব আর না দিলে দাবি করব

www.islamfind.wordpress.com

না। কারোর কাছ থেকেই পাওয়ার প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশায় থাকব না। এ বিষয়ে আমার জন্য হযরতের রায় জানতে চাই।

বিশ্লেষণঃ বর্তমান অবস্থায় প্রথম সূরত উপযুক্ত (শুধু স্বচ্ছলদের কাছ থেকে নেওয়া)-এর জাহেরী যৌক্তিকতা বুঝাই যাচ্ছে আর বাতেনী উপযোগিতা উজব বা আত্ম অহঙ্কারের পথ রুদ্ধ করা। কিছুদিন পর দ্বিতীয় সূরতের ব্যাপারে পুনরায় পরামর্শ চাইবেন।

ওলীদের মাযার যিয়ারতের দ্বারা উপকারের আশা

হালঃ আমি তাহাজ্জুদ নামাযের পর বসে বসে যিকির করছিলাম। কিছুটা তন্দ্রার ভাব হল। তখন দেখতে পেলাম– আমি কোনো বুযুর্গের মাযারে গিয়েছি। ছাহেবে মাযারের ধ্যান করে দেখলাম যে, সেই মাযার একদম নূর আর নূরে ভরা। এটা দেখে কলবের মধ্যে খুব শান্তি হল। তবে এটা জানা গেল না যে, সেটা কার মাযার। জানি না এটা কেমন ব্যাপার। প্রথম কথা হল আমার তো মাযারসমূহে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ ছিল না। কখনো মন চাইলে আছরের নামাযের পর হযরত হাফেয সাহেবের রাহ. মাযারে চলে যাই। তবে কখনো কোনো মাযারে গিয়ে যদি ছাহেবে মাযারের দিকে ধ্যান করি তাহলে সেই দিকে কলবের আকর্ষণ হয়, কিছুটা আরাম ও শান্তি বোধ করি। তখন মাযারের প্রতি আগ্রহ বোধ হয়। হযরত! এ-ব্যাপারে কি এজাযত আছে?

বিশ্লেষণঃ হ্যাঁ, উপকারের প্রত্যাশা আছে।

তীব্র প্রয়োজনে পেশাব দ্বারা বাহ্যিক চিকিৎসা

হালঃ ইতোপূর্বেও কয়েকজন চিকিৎসক বলেছিলেন, এখন আবার অন্য একজন চিকিৎসক খুব জোর দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেন– পায়খানা করার সময় কোনো পাত্রে পেশাব ধরে ফারেগ হওয়ার পর সেই পেশাব দিয়ে 'অর্শ'-এর জায়গা ভালোভাবে ধুয়ে ফেলবে। কিছুক্ষণ পর পানি ব্যবহার করবে। এটা করলে অর্শ ভালো হয়ে যাবে। চিকিৎসক বারবার পীড়াপীড়ি করছেন কিন্তু আমার কাছে মনে হয় একে তো সুস্থ বিবেকের পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত নাপাক বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া— এই বিবেচনায় আমার মন ইতোপূর্বে কখনোই মেনে নেয় নি। কিন্তু ডাক্তারের কথার কারণে এখন

www.islamfind.wordpress.com

মন নরম হয়েছে। তাই ভাবছি হুযূর এজাযত দিলে এটাও একবার পরীক্ষা করে দেখব।

বিশ্লেষণঃ তীব্র প্রয়োজনের সময় এরূপ করার অবকাশ আছে।

***

মুশাহাদা ও মুআয়ানা-এর সংজ্ঞা

হালঃ মুশাহাদা কাকে বলে?

বিশ্লেষণঃ সিফাত (গুণাগুণ)-এর প্রতি মনোনিবেশ করাকে মুশাহাদা বলে।

হালঃ মুআয়ানা কাকে বলে?

বিশ্লেষণঃ যাত (সত্তা)-এর প্রতি মনোনিবেশ করাকে মুআয়ানা বলে।

হালঃ ঐ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী? যদিও 'হুযূর' হাসিল হওয়ার পর তারাক্কি বা উন্নতির বহু পথ আছে কিন্তু এটাও একটি পথ যে, ইসমে যাতের ধ্যানে খুব (মালাকা) প্রতিভা ও বে-তাকাল্লুফি অর্জন করবে?

বিশ্লেষণঃ এটা 'হুযূর' হাসিল হওয়ার পর নয় বরং এটাই (ইসমে যাতের ধ্যানে প্রতিভা অর্জন) তো প্রকৃত হুযূর।

সময়সূচী তৈরির শিক্ষা

হালঃ কলেজে কাজ করতে করতে বেশিরভাগ সময় এই খেয়াল পয়দা হয়ে যায় যে, যদি এই সময়গুলিই ইবাদত বন্দেগী ও অযীফা আদায়ে কাটাতে পারতাম তাহলে ঈমান ও বিশ্বাস পরিপাটি বা সজ্জিত হয়ে যেত। মৃত্যুর পর এই দুনিয়া কী কাজে লাগবে! বিশেষভাবে যখন দীনি কোনো কাজ করা অবস্থায় কলেজের কোনো কাজের কথা মনে পড়ে যায় তখন খুবই অরুচি নিয়ে দীনের কাজ ছেড়ে কলেজের কাজে লেগে যাই। তখন এই চিন্তাটা খুব বিরক্ত করে আসলে কী করা উচিত? কলেজের কাজের পরোয়া না করে নিজের আসল কাজে ব্যস্ত থাকব না কী করব?

বিশ্লেষণঃ সকল জায়েয কাজের সময়সূচী তৈরি করে নিন এবং সেটা মেনে চলুন।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ নিজের অবস্থা বলতে লজ্জা লাগছে। কিন্তু না বলে কোনো উপায় নেই। যেদিন থানাভবন থেকে হুযূরের সঙ্গে কান্ধালা যাচ্ছিলাম সেদিন অবস্থা এই ছিল যে, মন চাচ্ছিল যত বেশি সম্ভব আল্লাহর যিকির করি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর মেহেরবানীতে খফী যিকির করতে থাকি। কান্ধলায় পৌঁছার পর যিকির একদম বন্ধ হয়ে গেল। দিল্লিতে তো একেবারে আল্লাহ মাফ করো পুরা অবস্থাই বদলে গেল। অবশ্য আমার জন্য 'অবস্থা বদলে গেল' কথাটাও শোভনীয় নয়। কারণ এমন কী হালত আমার হল যা বদলাবে! বদলে গেল বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে, যিকিরের প্রতি যে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল এবং দিলের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল— রাত-দিন আল্লাহর যিকির করি, সেই আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা একেবারে হারিয়ে গেল। আল্লাহ পাকের প্রতি যে মুহাব্বত বুঝতে পারছিলাম সেটাও নষ্ট হয়ে গেল। এখন বিন্দু পরিমাণও সেটা অনুভূত হয় না। আমার 'মুরতাদ' হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হচ্ছে। বরং মনে হচ্ছে মুরতাদ হয়েই গেছি। এমনিভাবে ইসলামের প্রতি যে প্রীতি ও অনুরাগ ছিল এখন তারও কোনো অনুভূতি নেই। হুযূর দুআ করবেন যেন ইসলামের উপর কায়েম থাকতে পারি। এবং যেন হক ও ন্যায়ের বিপরীত পথে পরিচালিত না হই।

اللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلٰى دِيْنِكَ، اللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلٰى طَاعَتِكَ، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

অর্থ– হে আল্লাহ! আমার কলবকে তোমার দীনের উপর অবিচল রাখ। হে আল্লাহ! আমার কলবকে তোমার আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা। –আ-লি ইমরান, আয়াত : ৮

হালত অত্যন্ত খারাপ। যা বর্ণনা করা কঠিন। একেবারে চরম অনাগ্রহের সঙ্গে নামায আদায় হচ্ছে। যিকির ও নফল আদায় করতে একদমই মন চায় না। আল্লাহ তাআলা আমার হালের উপর রহম করুন। হুযূর দুআ করবেন ধ্বংসের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। হে আল্লাহ! যতক্ষণ বাঁচব দয়া করে আমাকে মুসলিম হিসাবে বাঁচিয়ে রেখ। যখন মৃত্যু দিবে দয়া করে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দিও আর মুসলিম-জামাতের সঙ্গে আমার হাশর কর।

www.islamfind.wordpress.com

'তাবলীগে দীন' কিতাবে অতিরঞ্জন

হালঃ 'তাবলীগি দীন' কিতাবে যে সকল রুহানী রোগের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেগুলো পড়লে তো বুঝতে পারি যে, এমন একটি রোগও নেই, যে রোগটিতে আমি আক্রান্ত নই। অর্থাৎ প্রত্যেকটা রোগই আমার মধ্যে আছে। আল্লাহর মেহেরবানী যে, পুরাপুরি নেই। তবে আংশিকভাবে আমার মধ্যে প্রত্যেকটি রোগই আছে জানতে পেরে ভীষণ ভয় হয়।

বিশ্লেষণঃ 'আশা'র দিকটা প্রবল রাখুন। মনে রাখবেন তাবলীগে দীন কিতাবে কিছুটা অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। এটা ডাক্তারের সেই পরামর্শের মতো 'আপনাকে অবশ্যই কষ্টকর ইঞ্জেক্শন নিতে হবে' যেন এই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আপনি নিজেই গিলে খাওয়ার ওষুধে রাজি হয়ে যান।

সহজে পরিশোধযোগ্য ঋণ গ্রহণে সমস্যা নেই

হালঃ জাগ্রত অবস্থায় হুযূরের সাক্ষাৎ যদিও আজ পর্যন্ত নসীব হয় নি কিন্তু স্বপ্নে বহুবার সাক্ষাৎ সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। কিছুদিন থেকে হুযূরের প্রতি মুহাব্বত এত বেড়ে গেছে যে, সারাক্ষণ মনটা অস্থির হয়ে আছে। মামূলাত বা অযীফাসমূহ আদায় করার সময় অবশ্য আল্লাহ তাআলার যাতের ধ্যান করি। অবসর সময়ে এই মুহাব্বতের তাগাদায় হুযূরের প্রতি এত বেশি আকর্ষণ পয়দা হয় যে, মন চায় সব কাজ ফেলে হুযূরের কাছে ছুটে চলে যাই। কিন্তু জাহেরীভাবে এটাকে অসম্ভব বলেই মনে হয়। সফরের ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা নেই স্বল্প আয় ও অধিক ব্যয়ের কারণে। বয়স্ক ও দুর্বল পিতা-মাতার সেবা, নিজের পরিবার-পরিজনের ব্যয়ভার সামান্য বেতনের মধ্য দিয়েই পালন করে যেতে হয়। হুযূর অনুমতি দিলে কোথাও থেকে ধার-কর্জ করে খেদমতে হাজির হব যেন দিলের জ্বলন নেভানো যায়। অধম আগে থেকেই ঋণগ্রস্ত। আরও একটু বাড়লে কী হবে? ভয় হয় ধার-কর্জের চিন্তা অথবা যে কোনো কারণেই যদি হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত থাকি তাহলে না জানি হযরত উয়ায়েস করনী রাহ.-এর মতো সারাজীবনের জন্যই মাহরূম হয়ে যাই কি না? দিলের মধ্যে সীমাহীন আগ্রহ অথচ অভাবের কারণে আমি হুযূরের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারছি না। হুযূর আরও ঋণ করার জন্য অনুমতি দিন অথবা দুআ করুন আল্লাহ যেন দিলের আকর্ষণ কমিয়ে দেন।

বিশ্লেষণঃ ঋণ নিতে সমস্যা নেই যদি সহজে পরিশোধযোগ্য হয়।

www.islamfind.wordpress.com

গানের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত নয়

হালঃ আমি ইচ্ছা করে গান শুনি না। অতীতে যত শুনেছি তার জন্য তাওবা করে নিয়েছি। কিন্তু যদি কোনো মাধ্যমে গানের আওয়াজ কানে আসে তাহলে মন খুব খারাপ হয়ে যায়। কষ্ট ও দুশ্চিন্তা হয়। এমনকি কারোর মৃত্যুতে যেমন শোক ও ব্যথা লাগে সেই রকম অনুভূতি হয়।

বিশ্লেষণঃ গানের আওয়াজ অনিচ্ছাকৃতভাবে কানে ভেসে এলেও সেদিকে মনোনিবেশ করবে না।

ঋণ পরিশোধ করার দৃঢ় সংকল্পটাই আখেরাতের বিচারে পরিশোধতুল্য

হালঃ পরশু থেকে আমার শরীরে জ্বর ও কাঁপুনি হচ্ছে। শারীরিক ও মানসিক খুব কষ্ট হচ্ছে তবে আলহামদুলিল্লাহ! রুহানী কোনো কষ্টবোধ হচ্ছে না। কিন্তু মোহর পরিশোধ হয় নি বলে শঙ্কিত। এই শঙ্কা দূর করার কোনো ব্যবস্থা যদি আল্লাহ তাআলা করে দিতেন তাহলে নিশ্চিন্তে মরতে পারতাম।

বিশ্লেষণঃ হাদীস দ্বারা ঋণ পরিশোধের সঙ্কল্প পরকালে পরিশোধ বলে বিবেচিত হওয়া প্রমাণিত। নিশ্চিন্ত থাকা উচিত। পরিবেশের সঙ্কল্পে কোনো ত্রুটি না করা উচিত।

গায়েব এবং মুশাহাদার মধ্যে পার্থক্য

হালঃ কয়েক বছর ধরে এই অধম বান্দার হাল এই যে, সবসময় এই শখ ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা যে, মানুষ যেভাবে বড় বড় অফিসার এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তার সম্মুখে অত্যন্ত আদব-বিনয় এবং ভয়ের সঙ্গে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে (জাহেরী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন দৃষ্টি, কথা, হাত-পা-সহ অন্য কোনো কিছুতে ব্যস্ত করে না। অন্তরটাও অন্য কোনো চিন্তায় বিভোর থাকে না বরং তারমধ্যে ভয়-ভীতির এমন এক হালত থাকে যার কারণে তার মনের গোপন খেয়ালটাও এদিক সেদিক যায় না।) সেভাবেই যেন আল্লাহ তাআলার ধ্যান ও খেয়াল থাকে এবং বিশেষ করে নামাযের মধ্যে তো অবশ্যই এই খেয়াল হওয়া উচিত। কিন্তু কিছুতেই এই হালত অর্জন করতে পারছি না।

বিশ্লেষণঃ সাদামাটাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যান তবে ঐরূপ না হলে মন খারাপ করে বিষণ্ন হয়ে পড়বেন না। স্বভাবগতভাবেই গায়েব এবং মুশাহাদার মধ্যে পার্থক্য আছে। চোখের দেখা আর অদেখা সমান হয় না।

www.islamfind.wordpress.com

ঋণ পরিশোধ করা উচিত

হালঃ আমার সর্বাধিক আতঙ্ক এই কারণে যে, মানুষের কাছে অনেক ঋণীও হয়ে গেছি।

বিশ্লেষণঃ ঋণ করলেন কেন?

হালঃ যতই ভাবছি যে ঋণের দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাব। সব ঋণ শোধ করে দিব কিন্তু পারছি না।

বিশ্লেষণঃ বেতন থেকে শোধ করা সম্ভব না হলে অতিরিক্ত গৃহস্থালি আসবাব এবং কিতাবাদি বিক্রি করে শোধ করার চেষ্টা করুন।

হালঃ ভয় হয় যে, এই হালতে মৃত্যু হলে কী হবে? আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি সকল পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা থেকে নাজাত দান করেন এবং তাঁর নিজের খাস আমলের মধ্যে ব্যস্ত রাখেন।

বিশ্লেষণঃ দুআ করছি। সঠিক পরিকল্পনা যেন করতে পারেন সেজন্যও দুআ করছি। আমার ধারণায় এই ঋণের বোঝা আপনার নিজেরই ক্রয়কৃত।

তাবিজ কবজ-এর হুকুম

হালঃ চৌদ্দ-পনের বছর ধরে আমার ঘরওয়ালীর হালত এই যে, রাতের বেলা স্বপ্নে এক ব্যক্তি আসে কখনো পুরুষের আবার কখনো নারীর আকৃতি ধরে। কখনো পেট মালিশ করে। কখনো কখনো বিভিন্ন বস্তু দেখায়। অসংখ্য রকমের অসংখ্য ধরনের কারিশমা দেখায়। কখনো নিজে নিজেই হাসির আওয়াজ পাওয়া যায়। মোটকথা এত পরিমাণ বিরক্ত করে যে, ঘুমানো কিংবা আরাম ও বিশ্রাম করা অসম্ভব ব্যাপার। ইতোপূর্বে এরকম হত হঠাৎ হঠাৎ। দুই তিন মাস যাবৎ হালত এতই মারাত্মক যে, প্রায় সারাক্ষণই খারাপ অবস্থা বিরাজ করে। তার পরিবারের লোকদের চাইতে আমার নিজের অবস্থা বেশি শোচনীয়। পেরেশানী ও দুশ্চিন্তায় কাহিল হয়ে গেছি। কত যে অর্থ এই রোগমুক্তির জন্য ব্যয় করেছি কিন্তু দিনে দ্বিগুণ আর রাত হলে বাড়ে চার গুণ সেই অবস্থা। অনেকদিন থেকে মনে মনে একটা খেয়াল ছিল যে, হুযূরের নিকট এই হালত লিখে জানাব কিন্তু ভয় করছিল হুযূর আমাকে 'তাবিজওয়ালা' বিবেচনা করে বসেন কি না?

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ তাবিজ সেইগুলো খারাপ যা শরীয়তের বিরোধী অথবা যেই তাবিজের উপর ভরসা হয়ে যায়। আর যদি সাধারণ একটি চিকিৎসার মতো গণ্য করা যায় এবং শরীয়ত মতো হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

হালঃ আজকাল যখন খুব বেশি পেরেশানী হতে শুরু করেছে এবং খুব বেশি বিরক্ত করছে টিকতে না পেরে হুযূরকে জানাচ্ছি। এখন হুযূর নির্ণয় করবেন যে, এটা কী বিপদ! হুযূর বাঁচার কোনো তদবীর জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ তাবিজ লেখার আমেল তো আমি নই। তারপরও আল্লাহ ভরসা করে একটি তাবিজ পাঠাচ্ছি। এটা গলায় ঝুলিয়ে দিবেন। ঘুমানোর সময় সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ফুঁ দিবেন। যদি রোগী নিজে ঐ দুই সূরা পড়তে পারে তাহলে আরও বেশি ভালো।

প্রেম ও বশীকরণের তাবিজ করা বৈধ নয়

হালঃ ...গ্রামে লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমতি এক মেয়ের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ হয়েছে। তার পিতা সোজাসুজি অস্বীকার করে বিয়ে দিতে। আমার ব্যাপারে এবং নিজের মেয়ের ব্যাপারে বলেছে– ...এর বয়স বেশি আর মেয়ের বয়স কম। এ বিয়ে হবে না। ইতোমধ্যে (আমার অজান্তে) এক আল্লাহর বান্দা সহীহ তরীকায় ঐ মেয়েকে আমার প্রতি বশ করার উদ্দেশ্যে তদবীর করেছে। এখন ঐ মেয়ে বলছে যে, আমি ঐ ছেলে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করব না। তার বাড়ির সকলের অমত সত্ত্বেও সে এক খেয়ালেই অটল। এরপর আমি তাবিজের ব্যাপারটি জানতে পারলাম এবং বিষয়টি আমার পছন্দ হল না। আমি বললাম– আমার অনুমতি ছাড়া কেন এমন করা হল। কোনো মুসলমানকে বিশেষত নারীকে পেরেশান করা কীভাবে উচিত? তকদীরে কী আছে জানি না। জানতে চাই শরীয়তের দৃষ্টিতে এই তদবীর করা কেমন?

বিশ্লেষণঃ বৈধ নয়। অবৈধ। হারাম।

হালঃ এর মাধ্যমে রাজি হওয়া মেয়েকে বিয়ে করা জায়েজ হবে কি না?

বিশ্লেষণঃ জায়েজ হবে কিছুদিন বিলম্বের পর। যেন ঐ আমলের আছর ও প্রতিক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়।

বিভিন্ন স্বভাবের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য

হালঃ আসর থেকে এশা পর্যন্ত বেশিরভাগ দিন এক বিশেষ আত্মহারা অবস্থা তৈরি হয়— যা তাহাজ্জুদের সময় হয় না অথচ ঐ সময় নির্জন থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ একেক জনের স্বভাবের এক এক রকম বৈশিষ্ট্য থাকে। আপনার স্বভাব সেই সময় বেশি প্রভাবিত হয় যখন ফানা ও ক্ষয়-এর আগমন ঘটে। আর তাহাজ্জুদের সময় যদিও নির্জনতার মুহূর্ত কিন্তু সেটা এমন সময় যখন বিভিন্ন সম্পর্ক ও তাআল্লুকের আগমন ঘটে। তখন আখিরাতের প্রভাব সৃষ্টি হয়। যদি দুনিয়ার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া হত তাহলে ঘটনা উল্টো হত।

এহ্ইয়াউল উলূম পড়া কোনো কোনো ব্যক্তির জন্য উপকারী নয়

হালঃ আমি প্রথমে এহ্ইয়াউল উলূম মুতালাআ করেছি। সেখানে 'ক্ষুধার্ত থাকার' প্রচুর ফযীলত দেখে আমি খুব বেশি বেশি ক্ষুধার্ত থাকি। যার ফলে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। অর্থাৎ অধিক হারে ক্ষুধার্ত থাকার ফলে হজমের ও গ্যাস্টিকের সমস্যা হয়ে গেছে। ইখলাস ও রিয়ার অধ্যায় পড়ে কোনো আমলের মধ্যে কোনো আশার আলো দেখতে পাই না। বরং সীমাহীন ভয় জেগে ওঠে। ঐ কিতাবের সবর অধ্যায়ে লিখা হয়েছে–

اَشَدُّ الْمُجَاهَدَةِ الْفِرَارُ عَنِ الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْاَصْدِقَاءِ وَالْاِحِبَّاءَ.

সবচেয়ে কঠিন মুজাহাদা হল স্ত্রী-পরিবার, সম্পদ, বন্ধু ও প্রিয়জনদের থেকে দূরে পলায়ন। এর কারণে আমি কোথাও পালানোর এরাদা করি নি। আমার উস্তাদ 'এহ্ইয়া...'-এর সঙ্গে ইবনে আতা-এর হাকাম, শারানীর 'লাতায়িফুল মিনান' এবং 'শাযুলিয়্যা'-এর কিতাবাদি মুতালাআ করতে বলেন। আমি এগুলো মুতালাআ করার পর আমল করছি এই ইবারত মতো–

لَا عَمَلَ اَرْ ٰى لِلْقُلُوْبِ مِنْ عَمَلٍ بَعِيْبُ عَنْكَ شُهُوْدُهٗ وَيَحْتَقِرُ عِنْدَكَ وُجُوْدُهٗ.

কলবের জন্য এরচেয়ে বেশি আশাদায়ক আর কোনো আমল হয় না যার অস্তিত্ব তোমার কাছে তুচ্ছ এবং যার উপস্থিতি তোমার কাছে অদৃশ্য।

এখন অবস্থা এই যে, কোনো আমল করতে পারলেই আল্লাহ তাআলার তাওফীক মনে করে শুকরিয়া আদায় করি। একই সঙ্গে সেটা আমি অধমের ত্রুটিপূর্ণ আমল মনে করে এস্তেগফারও করি। এতে কোনো সংশোধনী থাকলে মেহেরবানী করে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ উপরোক্ত কিতাবগুলো কারও কারও জন্য উপকারী নয়। আপনি আমার মাওয়ায়েজ এবং তারবিয়াতুস সালিক এবং তাকাশ্শুফ পড়ুন তারপর হালত জানান।

www.islamfind.wordpress.com

ইসালে সাওয়াব

প্রশ্ন ঃ কুরআন শরীফ পড়ে তার সাওয়াব মরহুম কারোর রূহের জন্য বখশিশ বা দান করে দেওয়া হয়। এতে তিলাওয়াতকারীর কি কোনো সাওয়াব হয়? কেননা তিলাওয়াতকারী তো নিজের সাওয়াবের অংশ অন্যকে দিয়েই দিল। তাহলে সে কোন্ সাওয়াব পাবে?

জবাব ঃ তিলাওয়াতকারীর নিকট কোনো সাওয়াব থাকে কি না এরই কী গ্যারান্টি আছে! এতটুকু নিশ্চিত যে, যদি অন্যকে সাওয়াব প্রদান করা কোনোভাবেই বঞ্চিত হওয়ার বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ হত তাহলে নবীজীর পক্ষ থেকে এর এজাযত-অনুমতি দেওয়া হত না।

মতভেদপূর্ণ মাসায়েলে আমলের পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ 'হালাল-হারাম মিশ্রিত বংশগত উত্তরাধিকার সম্পদ' এবং 'নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত গ্রামে জুমার নামায' অবৈধ হওয়ার বিষয়টি আমাদের জেলার লোকেরা যতদূর সম্ভব কোনোদিন কানেই শোনে নি। হুযূরের একেবারে খাস লোকের ছাড়া। এই মাসআলা শোনার পর সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং বিশেষভাবে গায়রে মুকাল্লিদীন লোকেরা মানুষকে প্ররোচিত করার অনেক বড় সুযোগ পেয়ে যাবে। কিন্তু তাতে আমার কোনো পরোয়া নেই। হযরতের সোহবতের বরকতে এসব বিষয়ের কোনো খেয়াল আমার মধ্যে নেই। আমার ইমাম বা মুফতী হওয়ার তো কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু কেউ মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তো বলতেই হবে। এত দীর্ঘ ভূমিকার সারকথা হল হুযূরের পরামর্শ প্রার্থনা যে, শুরুতে এ সকল বিষয়ে কোন্ পদ্ধতিতে আমল করব?

জবাব ঃ নিজে থেকে কাউকে কিছু বলতে যাবেন না। যে ব্যক্তি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে আপনি কোন্ পন্থায় আমল করেন? তাকে উপযুক্ত কোনো ওজর পেশ করবেন। আর যে ব্যক্তি আমলের নিয়তে তাহকীক করতে চায় তাকে বলে দিবেন। আর যে আপত্তিমূলক ও অবাধ্যতাসূলভ প্রশ্ন করবে তাকে বলবেন– অন্য কোনো আলেমকে জিজ্ঞাসা করুন।

সুন্নাতে মুআক্কাদাও ফরযের অন্তর্ভুক্ত

হালঃ ফারায়েয (ফরয নামাযসমূহ) ছাড়া সুন্নাত ও নফলসমূহ নির্জন পড়তে মনে চায়। এটাতে কোনো ভুল থাকলে হুযূর এসলাহ জানাবেন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ সুন্নাতে মুআক্কাদা নামাযগুলোও এই হুকুমের ক্ষেত্রে ফারায়েযের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সেগুলো ফরযের সঙ্গে মসজিদে পড়বেন।

মাদরাসা থেকে বেতন চাওয়া লজ্জার ব্যাপার নয়

হালঃ মাদরাসা থেকে বেতন চাইতে লজ্জা লাগে। দিল চায় যে, মুহতামিম সাহেব নিজেই ডেকে দিয়ে দিন। যদিও মাসের শেষে বেতনের চাহিদা তৈরি হয়। এরপর আরও বেশি বিলম্ব হলে বাধ্য হয়ে চেয়ে নিই। এখন ভাবছি যে, মুহতামিম সাহেবকে বলব– চাওয়া ছাড়াই যেন দিয়ে দেন। এতে অহঙ্কার হবে না তো?

বিশ্লেষণঃ বলে দিন; যদি বলার পরও সময় মতো না পাওয়া যায় তবে চাইবেন। এটা কেমন লজ্জা? চাকরি করতে যদি লজ্জা না লাগে তবে বেতন চাইতে কেন লজ্জা হয়। বরং এই সঙ্কোচ ও লজ্জার মধ্যে অহঙ্কার সুপ্ত আছে।

পর্দার তাগিদ

হালঃ আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে, রীতিমতো শরঈ পর্দা ব্যবস্থা মেনে চলব কিন্তু সেটা এখন অসম্ভব মনে হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা নারীদের জাহালাত থেকে নিরাপদ রাখুন।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহই জানেন আপনার এই 'ইচ্ছা'র মানে কী? আমি যেভাবে বলছি সেটা করুন। একদিন বিবি এবং শ্বাশুড়িকে এবং বাড়ির সকলকে একত্র করে বলুন যে, আপনার অমুক মেয়েকে আমার সঙ্গে পর্দা করান। সকলে মিলে তাকে তাগাদা দিন এ বিষয়ে, না হলে আমি বাড়ি আসা একদম বন্ধ করে দিব। এ-ব্যবস্থা করে সত্বর আমাকে জানাবেন। যতদিন এই ব্যবস্থা না করতে পারবেন ততদিন যেন আপনার কোনো চিঠি আমার কাছে না আসে।

হালঃ তবে আমি নিজেই এ ব্যবস্থা করেছি যে, আমি বাড়িতে খুবই কম যাই। যখন বাড়ি যাই তখন গেট দিয়ে ঢুকে মাথা নিচু করে সোজা আমার কামরায় চলে যাই যেখানে আমার বিবি ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না। এ-পদ্ধতিতে আশা করছি যে, ফেতনা থেকে মাহফুজ ও নিরাপদ থাকতে পারব।

বিশ্লেষণঃ এটা আপনার অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা। নফ্স ও শয়তানের কুটষড়যন্ত্রের কারণে ফেতনার দুয়ার এতে বন্ধ হবে না। আসল কথা হচ্ছে যে, আপনার নফ্স এটা চায় না যে, তার মন খারাপ হোক।

www.islamfind.wordpress.com

রুজি-রোজগারের উন্নতির অযীফা

হালঃ সাংসারিক অভাব পেরেশান ও ব্যাকুল করে রেখেছে। এ-কারণে অভাব দূর হওয়া এবং রুজি-রোজগার বৃদ্ধি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছুদিন থেকে এশার পর একটি অযীফা শুরু করেছি। যার এজাযত দিয়েছেন মাওলানা-মরহুম রায়পুরী রাহ.। অযীফাটি এই– সূরা মুয্যাম্মিল এগার বার আর ইয়া মুগনী এক হাজার এক শ বার। এই অযীফা যদি আমার হালতের জন্য ক্ষতিকর হয় তাহলে হুযূরের মত পেলে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিতে তৈরি আছি।

বিশ্লেষণঃ ক্ষতিকর নয় তবে খুব একটা লাভজনকও নয়।

ইচ্ছামতো চলা নিষেধ এবং শেষ রাতে জাগার তদবীর

প্রশ্ন ঃ হুযূর আমাকে প্রতিদিন এশার পর এক হাজার বার করে আল্লাহু যিকির করার কথা বলেছিলেন। সেটা করি। এর মাঝে আমি 'তুহফাতুল আশিকীন' 'হিদায়াতুল ইনসান' সাবীলুল ইরফান কিতাবগুলো মুতালাআ করছি। এগুলো পড়ার পর দিলে ভীষণ আঘাত লাগে। তারপর থেকে অনবরত দিলের মধ্যে শুধু 'ইয়া আল্লাহ'-এর শোগল জারি হয়ে আছে। কিন্তু এই কমবখত্ (হতভাগা) দিলের কথা কী বলব! অন্য কোনো দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত হলেই থেমে যায়।

হে আমার আকা ও মুনিব! বিপদে পড়েছি। সাহায্য চাই। দয়া করে আমার প্রতি নজর দিন। মাঝে মাঝে মন পেরেশান হয়ে গেলে জঙ্গলে ছুটে চলে যাই কামেলদের তালাশে। কিন্তু কারোর সন্ধান পাই না। তাহাজ্জুদের নামায বেশিরভাগ পড়া হয় না। ঘুমই ভাঙ্গে না। সকালে আফসোস করতে থাকি। এসব কারণে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিন এবং তাহাজ্জুদের সময় ঘুম ভাঙ্গার কোনো তরীকা বলে দিন।

বিশ্লেষণঃ যদি নিজেই কোনো নতুন অযীফা বাড়িয়ে নিয়ে থাকেন তাহলে সেটা ছেড়ে দিন। এবং সেই পরিমাণ সময়ে এবং অন্য সময়েও শুধু দুরূদ শরীফ পড়ুন। তাহাজ্জুদের সময় ঘুম থেকে জেগে উঠার জন্য সূরা কাহাফের শেষ চার আয়াত একবার পড়ে দুআ করে ঘুমালে উপকার পাবেন। ইনশাআল্লাহ যেই সময়ের জন্য দুআ করবেন সেই সময়েই ঘুম ভাঙ্গবে।

www.islamfind.wordpress.com

আমি তো আপনাকে তালীম দেয়াই শুরু করেছিলাম কিন্তু আপনি নিজের মনগড়া কিতাব পড়া শুরু করেছেন। এ-ব্যাপারে আমার করার কী আছে? আপনি যদি নিয়মিত আমার তালীম চালু থাকার কামনা করেন তাহলে কিতাবাদির মুতালাআ একদম ছেড়ে দিন। যা লিখতে হয় আমাকে লিখে জানাবেন। কামেল লোকদের তালাশের তরীকা এটা নয় যে, জঙ্গলে ছুটে বেড়িয়ে পড়বেন। বরং যার প্রতি ভক্তি হয় কিছুদিন তার কাছে থাকা উচিত। তার কাছে সব রাস্তা পাওয়া যাবে। আমি যা বললাম সে অনুসারে আমল করে যদি সান্ত্বনা-স্বস্তি না পাওয়া যায় অথবা যদি বুঝে না এসে থাকে তাহলে মৌখিক আলোচনা করবেন। বুঝিয়ে দিব।

কুরআনের হাফেযদের আদব কুরআনের মতো নয়

প্রশ্ন ঃ নতুন একটি বিষয় মাথায় এসেছে যেটা হুযূরকে জানানো জরুরি। ছাপার কুরআন শরীফের উপর চামড়া বা প্লাস্টিকের কভার তার উপর কাপড়ের জুযদানও দেওয়া থাকে তারপরও সেই কুরআন শরীফের আদব রক্ষা করতে হয় তাহলে হাফেযে কুরআনের হৃদয় ও মস্তিষ্কও তো প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাকৃতিক ছাপায় ছাপা হয়ে যায়। আর মানুষের দেহের চামড়া হল তার কভার ও জুযদান। আমার খেয়াল এই যে, হাফেযের সিনা এবং দেমাগের আদব আরও বেশি বেশি রক্ষা করা উচিত। দয়া করে আমার এই খেয়ালের এমন সমাধান দিবেন যেন আমার হৃদয় প্রশান্ত হয়ে যায়।

জবাব ঃ হাফেযের দেমাগের অঙ্কন যেহেতু জাহেরী নয় বাতেনী। এই কারণে তার আদব এরকম নয় যে, বিনা অযূতে তাতে হাত লাগানো যাবে না। তাহলে তো হাফেযের জন্য বরং সামান্য কয়েকটি সূরা মুখস্থকারী ব্যক্তির জন্যও পায়খানা-পেশাব খানায় যাওয়া জায়েয হত না।

প্রশ্ন ঃ কুরআন মাজীদ পড়তে পড়তে মুখে যে থুথু উঠে। সেগুলো যেখানে সেখানে ফেলতে মন চায় না। কুরআন পড়ে কোনো কিছুতে ফুঁ দিলে সেটা আদবের উপযুক্ত হয়ে যায়। যেমন– পানি। তাহলে যে বস্তুর পড়ার মধ্যে বারবার স্পর্শ হয় (থুথুর) তার আদব থাকবে না কেন? আমার খেয়াল কতটুকু ঠিক আর কতটুকু ভুল। যদি ঠিক হয় তাহলে কি বিষয়টি অন্যদের বলব?

জবাব ঃ এটা আপনার একটা হাল-হৃদয়ের অভিব্যক্তি। যা সৃষ্টি হয়েছে কুরআনের শ্রদ্ধা ও আজমতের বিশ্বাস থেকে। কিন্তু শরীয়তের হুকুম-

www.islamfind.wordpress.com

আহকামের ভিত্তি আহওয়াল— অভিব্যক্তি হতে পারে না। তার ভিত্তি হয় বাস্তবিক হাকীকতসমূহ। বাস্তব হাকীকত এই যে, থুথু মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়সমূহের একটি অংশ আর খোদ মানুষের উপরই কুরআনের ভক্তি-শ্রদ্ধা ওয়াজিব। 'অংশ' সবসময় অনুগত হয় মূলের। তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়াল এই যে, অংশ ও উপকরণ ভক্তিকারী হল। যেমন হাত মানুষের অংশ তাহলে খোদ হাতের উপর ওয়াজিব হবে পবিত্র হয়ে তবেই কুরআন পর্যন্ত পৌঁছবে। এমনিভাবে মুখের উপর ওয়াজিব পবিত্র না হলে পড়বে না। যেমন জানাবতের (গোসল ফরয হওয়ার অবস্থায়) মধ্যে— যা নাজাসাতে হুকমিয়্যা অথবা কোনো কারণে মুখের মধ্যে রক্ত ভরে গেল— যা নাজাসাতে হাকীকিয়্যাহ (এই উভয় অবস্থাতেই মুখ দিয়ে কুরআন পড়া যাবে না, নাপাক হওয়ার কারণে) সুতরাং খোদ এই অংশ ও উপকরণগুলোর উপরই ভক্তি শ্রদ্ধা ওয়াজিব তাহলে এই অংশগুলোর ভক্তি কিভাবে হবে? একই বস্তু ভক্তিকারী এবং ভক্তিপাত্র হয়ে যাবে। (যা অবাস্তব) অবশ্য এর পবিত্রতা অবশ্যই প্রমাণিত হবে। (অর্থাৎ থুথু নাপাক নয়, পাক।) সুতরাং আপনার এই খেয়াল বাস্তবতার পরিপন্থী। এ-কারণে ঐ খেয়ালের উপর আমলও করা যাবে না এটা অন্যের কাছে বলাও যাবে না।

মস্তিষ্ক ও কল্পনা শক্তির হস্তক্ষেপ

প্রশ্ন ঃ আমার মাওলা ও মুনিব! বেশিরভাগ সময় নামাযে এই অবস্থা হয় যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে দুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে।

জবাব ঃ মুবারক হালত।

প্রশ্ন ঃ বুঝতে পারি যে, চতুর্দিক থেকে এই আওয়াজ ভেসে আসছে— তুই বড়ই বদনসীব, তুই এত বড় গুনাহগার যে, তোর অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে থাকার যোগ্য নয়।

জবাব ঃ এই আওয়াজ শুধুমাত্র দেমাগ ও কল্পনাশক্তির সৃষ্টি। এটা ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়। আপনার ধারণা অনুসারে এটাকে যদি গায়েবী আওয়াজও ধরে নেওয়া হয় তাহলেও এর সম্পূর্ণটাই নির্দেশনা এই বিষয়ের যে, 'আপনি আপনার হালের এসলাহ করুন।' আপনার ধারণা মেনে নিলে সে অবস্থাতেও এটা রহমত হল। আপনি নিজের এসলাহের প্রতি মনোযোগী হোন। আমার প্রথম ব্যাখ্যার সম্ভাবনা অনুসারে নিজের দেমাগের চিকিৎসা করান।

www.islamfind.wordpress.com

‘গায়রুল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক’ এর ব্যাখ্যা

প্রশ্ন ঃ সুফীদের পরিভাষায় ‘গায়রুল্লাহ’ বা ‘গায়রে হক’ কাকে বলে? এর ব্যাখ্যা কী? তারা যে বলেন– সকল গায়রে হক বা গায়রুল্লাহর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন কর– তাহলে কী নবী-রাসূলদের ও ওলী-আউলিয়াদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাবে না?

জবাব ঃ হক মানেও আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই সেটাই গায়রে হক বা গায়রুল্লাহ। যার সম্পর্ক হক বা আল্লাহর সঙ্গে থাকবে সেটা (ব্যক্তি বা বস্তু) গায়রে হক নয়, গায়রুল্লাহ নয়। এটাই উক্ত কথার অর্থ ও উদ্দেশ্য। সম্পর্ক তিন প্রকারের। প্রশংসনীয়, নিন্দনীয় ও মুবাহ। ‘প্রশংসনীয়’ সম্পর্ক সেটাই যার সঙ্গে ‘হক বা আল্লাহ’-এর সংযোগ আছে। যেমন দীনের শিক্ষা— এই জাতীয় সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্ক হকের সঙ্গে বা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক (তাআল্লুক বা হক)-এর অন্তর্ভুক্ত। ‘নিন্দনীয়’ সম্পর্ক হল– হক বা আল্লাহর সঙ্গে কোনো সংযোগ নেই— এমন ব্যক্তি বা বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক। আর যে সম্পর্ক প্রশংসনীয়ও নয় নিন্দনীয়ও নয় তাকেই বলে ‘মুবাহ’ সম্পর্ক। এই সম্পর্ক রাখা জায়েয; না রাখা গুনাহ নয়। সুতরাং এই মুবাহ সম্পর্কের মধ্যেও যদি মত্ত হয়ে না পড়ে তাহলে এটাও হকের অন্তরায় নয়। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের জন্য বাধ্য নয়।

ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা

প্রশ্ন ঃ কোনো ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্তক থাকার নির্দেশ রয়েছে— এর উদ্দেশ্য কী? নিজেদের কোনো পূর্বসূরী বুযুর্গের এমন কোনো ঘটনা— যা বর্ণনা করেছে কোনো অখ্যাত-অজানা ব্যক্তি, এবং যার সত্য বা মিথ্যা বিষয়ে জানা নেই। এই ঘটনা বর্ণনা করা কি নিষেধ?

জবাব ঃ যদি মন সাক্ষ্য দেয় যে, সত্য— তাহলে বর্ণনা করা জায়েয। সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেই সকল বর্ণনার ক্ষেত্রে যেগুলোর সঙ্গে কোনো শরঈ হুকুম জড়িত। আর যদি সত্য মনে না হয় তাহলে বর্ণনা করা জায়েয নয়।

ভিক্ষা চাওয়া এবং ভিক্ষুককে ধমকানো নিষেধ -এর কারণ

হালঃ একদিন লোকজনকে বুঝাচ্ছিলাম যে, ভিক্ষুককে ধমকানো উচিত নয় এবং বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষা করা বা কারো কাছে হাত পাতা উচিত নয়। তখন

www.islamfind.wordpress.com

হঠাৎ করে এ কথাটি মনে জেগে উঠল যে, কোনো জ্ঞানী-গুণী ও ধনীর ছেলে যদি কারোর কাছে হাত পেতে কিছু চায় তাহলে ঐ ধনীর মাথা নিচু হয়ে যায় এবং এটা তার জন্য লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় আর যদি সেই ব্যক্তি— যার কাছে ভিক্ষা চেয়েছে, ছেলেটিকে ধমক দেয় তাহলে তো ঐ ধনী ব্যক্তি লজ্জায় একেবারে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যায়। আল্লাহ তাআলা হলেন সবচেয়ে বড় ধনী আর হাদীসে বলা হয়েছে– সকল সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার, আরও বলা হয়েছে আল্লাহ তাআলা সর্বাধিক গায়রতমান্দ (আত্মমর্যাদাশালী)। এজন্যই ভিক্ষা করা এবং ভিক্ষুককে ধমকানো নিষেধ।

বিশ্লেষণঃ একটি সুক্ষ্ম রহস্যের পর্যায়ে পড়ে এটা। আসল কারণ এটাই যে, ভিক্ষার ক্ষেত্রে ভিক্ষুকের লাঞ্ছনা হয় আর তাকে ধমকানোর ক্ষেত্রে কষ্ট দেওয়া হয়। দুটোই অগ্রহণযোগ্য।

একইসঙ্গে এবং ভিন্ন ভিন্নভাবে দান করা

হালঃ একদিন এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করল– 'আমার স্ত্রীর ইন্তেকাল হয়েছে, মরহুমার রূহে সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে আমি যদি একজন মানুষকে চল্লিশ দিন খানা খেতে দিই, সেটা জাযেয কি না? আমার দিলের মধ্যে উদয় হল এবং সে হিসাবে আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম– তোমার ছেলেকে যদি আমি কিছু অর্থ দিতে চাই সেটা একই সঙ্গে তাকে দিয়ে দেওয়া ভালো নাকি চল্লিশ দিন ধরে বারবার ঘুরিয়ে? সে জওয়াব দিল– একই দিনে দেওয়া ভালো। চল্লিশ দিন ধরে ঘোরানোর মধ্যে অসম্মান করা হয়। এরপর তাকে বললাম– আপনি ইনসাফ-এর সঙ্গে ভেবে দেখুন– ফকির মিসকিনও তো আল্লাহর পরিবার, আল্লাহর মাখলুক, আল্লাহর মাবযূক এবং আল্লাহরই বান্দা। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে রয়েছে তাদের বহুমুখী সম্পর্ক। তাহলে তাদের সঙ্গে কী করা উচিত! একই দিনে সব শেষ করে দিন।

বিশ্লেষণঃ আপনার ভাবনার এ দিকটি ঠিক আছে কিন্তু এর বাইরেও কথা বলার অবকাশ আছে। সেটা হল কখনো একই সঙ্গে দেওয়া দাতার জন্য কষ্টকর এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেওয়া সহজ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে এটাই যুক্তিসঙ্গত। চল্লিশ দিনের নির্ধারণ যুক্তিহীন।

রওযা মুবারকের ছবিতে চুমু দেওয়া সুন্নাতের খেলাফ

হালঃ দালায়েলুল খায়রাত-এ রওযা মুবারকের ছবি দেওয়া আছে। যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরও আছে। সেই ছবিতে আমি

www.islamfind.wordpress.com

প্রতিদিন পড়ার সময় চুমু দিতাম। কিন্তু কয়েকদিন থেকে চিন্তা হচ্ছে যে, হুযূরকে জিজ্ঞাসা না করে চুমু দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং কয়েকদিন থেকে বন্ধ রেখেছি হুযূরের মতামত জানার জন্য।

বিশ্লেষণঃ প্রকৃতই এই চুমু সুন্নাতের পরিপন্থী। বাদ দিয়ে ভালো কাজ করেছেন।

ইশ্‌ক ও আফিয়াত (ঝামেলা মুক্তি) একত্র হওয়া সম্ভব নয়

হালঃ আমার চিন্তায় এই সাধনার-পথের (তরীকতের) মূল লক্ষ্য শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। এর দ্বারা কোনো কাইফিয়াত বা মজা উদ্দেশ্য নয়। এছাড়া এই মাধ্যম দিয়েই হোক বা অন্য কোনো সূরতে খাহেশ অথবা লক্ষ্য যদি কিছু থাকে তবে সেটা এই যে, দিলের পরিচ্ছন্নতা পয়দা হোক। হারাম কাজের প্রতি ঘৃণা এবং ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হোক। যেন আমার দ্বারা ভালো কাজ সঙ্ঘটিত হয় এবং যিকিরের প্রতি দিলের অনুরাগ তৈরি হয় এবং যিকিরের প্রতিবন্ধক অনাগ্রহ ভাব যেন কেটে যায়। আমার সামান্য জ্ঞান এরচেয়ে বেশি আমার মনের কথা যা প্রকাশ করতে পারে না। আমি রুগী আপনি চিকিৎসক। রোগ নির্ণয় এবং ওষুধ নির্বাচন আপনি যাই করবেন সেটাই হবে আমার গ্রহণযোগ্য।

বিশ্লেষণঃ রাতের বেলা এশার পরে তাহাজ্জুদ পড়ে নেয়াই যথেষ্ট। নফী-ইসবাত অর্থাৎ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-এর যিকির একটি নির্ভরযোগ্য পরিমাপে হওয়া জরুরি। নিজের ক্ষমতা ও সহনশীলতার ভিত্তিতে এর পরিমাণ নির্ধারণ করে নিবেন। এরপর সেটা আমাকে জানিয়ে রাখতে হবে।

আপনি এই তরীকতের যে লক্ষ্য ও মাকসূদের কথা লিখেছেন সেটা ঠিক, দ্বিতীয় মাকসূদটাও যথার্থ ও সঠিক তবে এ ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যাখ্যা ও একটুখানি বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। সেই ব্যাখ্যা এই যে, আগ্রহ ও অনাগ্রহ এই পর্যায়ের কখনোই হাসিল হয় না যে, এরাদা ও এহতেমামের (ইচ্ছা ও গুরুত্বের) কোনো প্রয়োজন থাকবে না অথবা বিপরীত করার কোনো ইচ্ছাই জাগবে না। আগ্রহ-অনাগ্রহের এই স্তর অবশ্যই অর্জন হয় যে, সামান্য এহ্‌তেমাম ও গুরুত্ব যথেষ্ট। এবং প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধে সামান্য মনোযোগ দিলেই সফলতা লাভ হয়ে যাবে। কারণ বিপরীত করার প্রেরণা যদি একেবারেই নির্মূল হয়ে যায় তাহলে তো 'পরীক্ষা' বলে কিছুই থাকল না এবং তখন তো এই ব্যক্তি সাওয়াবেরও যোগ্য থাকবে না।

www.islamfind.wordpress.com

দ্বিতীয় নিবেদনযোগ্য বিষয়— যা পূর্ববর্তী আলোচনারই শাখা আলোচনা। এই যে, যিকিরের অনাগ্রহ যদি প্রবলও হয় তবুও মাকসূদ হাসিলে বিঘ্নসৃষ্টিকারী নয়। প্রতিবন্ধক নয়। অথচ অনাগ্রহকে যিকিরের প্রতিবন্ধক আখ্যায়িত করেছেন। কেননা যিকিরের এখতিয়ার (সাধ্য) তো তখনও অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য কষ্ট নিশ্চয়ই হয় কিন্তু কষ্ট মোকাবেলা করা এখতিয়ারী বিষয়। তাহলে আর বিঘ্নসৃষ্টিকারী বা প্রতিবন্ধক হওয়ার মানে কী? মূলত এটা একটা নফ্সের চক্রান্ত যে, সে সর্বদা কষ্ট দেখে পালিয়ে যায় এবং আল্লাহপ্রেমিক হয়েও আফিয়াত (ঝামেলামুক্তির) প্রেমিক হয়ে থাকে। অথচ ইশ্ক ও আফিয়াত বা প্রেমিক হওয়া নির্ঝঞ্ঝাট থাকা একত্রে সম্ভব নয়। এটা একটা অবাস্তব কল্পনামাত্র। অর্থাৎ প্রেমিকের জন্য উচিত নয় ঐ দুটোকে একত্র করার ইচ্ছা করা। আর যদি ঐদিক থেকে দান করা হয় তাহলে তাঁর মেহেরবানী।

মনের ভাব প্রকাশে অক্ষমতা

হালঃ এটা একটা আজব ব্যাপার যে, লিখে মনের ভাব প্রকাশের যে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা এই অধমের ছিল বর্তমানে সেই ক্ষমতার দশ ভাগের একভাগও নেই। খুব কষ্ট করে এইটুকু প্রকাশ করতে পারলাম।

বিশ্লেষণঃ আল্লাহর কসম! শুনে ভীষণ আনন্দিত হলাম। কেননা তিরমিযী শরীফের হাদীস– اَلْحَيَاءُ وَالْعَيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ لْاِيْمَانِ (লজ্জাশীলতা ও অক্ষমতা ঈমানের দুটো শাখা)-এর বক্তব্যের বাস্তব প্রকাশ ঘটল। আবার প্রকাশটাও একেবারে চাক্ষুষ এবং হাল হিসাবে। আর প্রকৃতপক্ষে হাদীসের মর্মোদ্ধার 'হাল'এর মাধ্যমেই সম্ভব। এই অক্ষমতার ব্যাপারটি আমি নিজেও নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারছি এবং তাতে খুশি হচ্ছি।

কারও উপকার-অপকার নিয়ে মুবতাদীর মাথা না ঘামানোর ব্যাখ্যা

হালঃ মনের মধ্যে অনুভূত হয় যে, সারা দুনিয়ার মুসলমানের কল্যাণ কামনা যেন আমাকে গুলিয়ে খাওয়ানো হয়েছে। এই শক্তি পূর্বেও আমার মধ্যে ছিল কিন্তু এখানে আসার পর সেটা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কাউকে কোনো বিপদ ও মুসিবতে দেখলে সহ্য করতে পারি না। যতদূর সম্ভব তার সাহায্য এত আন্তরিকতা নিয়ে করতে ইচ্ছা হয়, যে আন্তরিকতা নিয়ে নিজের

www.islamfind.wordpress.com

জরুরি কাজগুলো করে থাকি। কিন্তু এখন এটা থেকেও মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হল। কারণ আমি তো মুবতাদী— একেবারে প্রাথমিক স্তরের সালিক, যার কারোর উপকার-অপকার নিয়ে মাথা ঘামানো উচিৎ নয়। মাঝে মাঝে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে বেশ কষ্টও করতে হয়।

বিশ্লেষণঃ 'মাথা ঘামানো উচিত নয়' বলে আমি বলতে চেয়েছি যে, অন্যের উপকার-অপকারকে আপাতত প্রধান কাজ ও কর্তব্য বানাবে না। অথবা যেই উপকার অনিবার্য-জরুরি পর্যায়ের নয়, সেইটা করার ইচ্ছা করবে না। তবে ঠিক সেই সময়ে অকুস্থলে যদি নিরূপায় হয়ে কোনো অনিবার্য-জরুরি উপকার (যা না করলে কারোর ক্ষতি হয়ে যাবে) করার চাহিদা দিলের মধ্যে জেগে উঠে সেটাতে কোনো নিষেধ নেই। সেটা কল্যাণকর।

তরীকত সম্পর্কে অজ্ঞতার এলাজ

হালঃ সবসময়ই আমার ঘুম খুব বেশি। এখনো খুব বেশি ঘুম পায়। ঘুমালে সহজে আর ঘুম ভাঙ্গে না। তবে কোনো ভয় থাকলে ভাঙেও। আল্লাহভীতি যেন প্রবল হয়— এর জন্য কী করব?

বিশ্লেষণঃ সাধারণভাবে আল্লাহভীতি এই ধরনের হওয়া জরুরি নয়, যার দ্বারা ঘুম দূর হয়ে যাবে। এইসব অন্যায় আবদার-আকাঙ্ক্ষা মনে লাগে অজ্ঞতার কারণে। খুব তীব্র প্রয়োজনে এই অধমের পুস্তাকাদি পড়া বিশেষভাবে মাওয়ায়েয ও তারবিয়াতের সবগুলো খণ্ড পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, যেন এইসব ভুল-ভ্রান্তি দূর হয়ে যায়।

দৃষ্টিশক্তি অটুট রাখার আমল

হালঃ অনেকদিন হল এক বুযুর্গের কাছে শুনেছিলাম যে,

اَلْكَرِيْم اِبْنُ الْكَرِيْم اِبْنُ الْكَرِيْم اِبْنُ الْكَرِيْم يُوْسُفُ اِبْنُ يَعْقُوْبَ اِبْنِ اِسحٰقَ اِبْنِ اِبْرَاهِيْمَ

নামাযের পর এই দুআ পড়ে দুই হাতের সব আঙ্গুলি একত্রে গোল করে তার উপর ফুঁ দিয়ে সেগুলো দুই চোখে লাগালে দৃষ্টিশক্তি অটুট থাকে। এই আমলটি আমি নিয়মিত করতাম। কিন্তু মনে হল যে, হুযূরের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ না করেই আমল করা হচ্ছে। আল্লাহ না করুন যেহেরীভাবে বোঝা যায়

www.islamfind.wordpress.com

না এমন কোনো খারাবী থাকতে পারে। এটা পড়ার সময় আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি একেবারেই কোনো মনোযোগ থাকে না বরং শুধু এতটুকু খেয়াল হয় যে, এই নামগুলোর মধ্যে এই উপকারিতার জন্য ওষুধের মতো একটি প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আছে।

বিশ্লেষণঃ জায়েয হওয়ার জন্য এটুকু যথেষ্ট। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ তাওহীদের পরিপন্থী এটা। এর পরিবর্তে উত্তম হবে ৭ বার অথবা ২১ বার 'ইয়া নূ-রু' পড়ে আঙ্গুলে ফুঁ দিয়ে চোখে ছোঁয়া দিবে।

মৃত ব্যক্তিদের থেকে উপকৃত হওয়া

হালঃ হযরতের কোনো একটি লেখায় পড়েছি যে, 'ছাহেবে নিসবত'-এর (আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কওয়ালা বুযুর্গের) মাযারে যাওয়ার মাধ্যমে এতটুকু উপকার হয় যে, নিসবতের (সম্পর্কের) মধ্যে কুওওয়াত (শক্তি) এবং বাতেনী তারাক্কী (উন্নতি) হাসিল হয়।

নিসবতের মধ্যে কুওওয়াত এবং বাতেনী তারাক্কী হওয়ার ব্যাখ্যা কী? জীবদ্দশায় তো আল্লাহওয়ালাদের দ্বারা এই উপকার হয় যে, তাঁরা নিজেদের ইল্‌ম, আমল ও হাল-এর শক্তি দ্বারা মুরীদদের প্রবাহিত করেন। এর দ্বারা যে লাভ ও উপকার পাওয়া যায় তা হল– মুরীদের জাহেরী, বাতেনী আমলসমূহে শক্তি ও উন্নতি এবং নেক আমলসমূহের তাওফীক লাভ হয়। জাহেরী ও বাতেনী আখলাক সব ঠিক হয়ে যায়। আমার তুচ্ছজ্ঞানে ঐভাবে রূহানী ফয়েয (প্রবাহ) মৃত্যুর পর হতে পারে না। কেননা তিনি জীবিত বুযুর্গের মতো নিজ জাহেরী ও বাতেনী আমলসমূহ দ্বারা প্রবাহ (ফয়েয) পৌঁছাতে অপারগ থাকেন। তাহলে আল্লাহর ওলীগণ মৃত্যুর পর এটা কোন্ প্রকারের রূহানী ফয়েয প্রবাহ করেন। আর এই প্রবাহের অনুভব ছাহেবে নিসবত বুযুর্গ— যদি তিনি 'ছাহেবে কাশফ' না হন, তাহলে কিভাবে করেন?

জবাব ঃ বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে যে হাল হাসিল হয় যেমন আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয় ইত্যাদি। এইগুলো কখনো হয় দুর্বল-ভঙ্গুর বা অদৃঢ় আবার কখনো হয় মজবুত সুদৃঢ়। সুদৃঢ় হওয়ার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। কখনো তালীম কখনো দুআ আবার কখনো সোহবত এমন কি ছাহেবে সোহবত না চাইলেও। যেমন আগুনের পাশে পানি গরম হয়ে যায়। আর এই সোহবত জীবিত বুযুর্গদের যেমন উপকারী একইভাবে মৃতদেরও উপকারী যখন উভয়ের রূহের মধ্যে মুনাসাবাত (সামঞ্জস্য থাকে। ফয়েয হাসিলের এটাই শর্ত।)

www.islamfind.wordpress.com

সুতরাং যখন মাযারের বুযুর্গ 'ছাহেবে নিসবত' হয় আবার যিয়ারতকারীও সেরকমই হয় (অর্থাৎ ছাহেবে নিসবত) এবং উভয়ের নিসবতের মধ্যে মিল থাকে তাহলে এর মাধ্যমে যিয়ারতকারীর পূর্ব অর্জিত বিভিন্ন হালের (মুহাব্বত, ভয় ইত্যাদির) মধ্যে দৃঢ়তা ও মজবুতি হাসিল হয়ে যায়। একেই বলা হয় শক্তি ও উন্নতি। আর নিসবতের দৃঢ়তা মেধাগত (বিজদানী) হওয়ার কারণে মেধা দ্বারাই এটা উপলব্ধি করা যায়।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহওয়ালাদের কলব থেকে সূফীদের রীতি অনুসারে ফয়েয হাসিল করার তরীকা কী? কখনো যদি তাদের কবরে যাওয়া হয়ে যায় তাহলে তাদের রূহানী ফয়েয লাভ করার জন্য কি করা উচিত?

জবাব ঃ প্রথমে কিছু পড়ে বখশিশ্ করে দিবে অর্থাৎ দুআ করবে যে এর সাওয়াব তাঁর রূহে পৌঁছে দেওয়া হয়। এরপর চোখ বন্ধ করে কল্পনা করবে যে, আমার রূহ এই বুযুর্গের রূহের সঙ্গে মিলে গেছে। এবং তাঁর বিশেষ বিশেষ হাল আমার রূহের মধ্যে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

ব্যাপক দুআ ছাড়া বিশেষ বিশেষ দুআর হিকমত

প্রশ্ন ঃ 'হে আল্লাহ! দুনিয়াতে আমাদের কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো এবং ...' এটা একটা ব্যাপক ভিত্তিক দুআ। এছাড়া আরও অনেক দুআ আছে। আমার ভাবনায় যেটা এসেছে সেটা হল– আমি যখন একটি বাগান চেয়েছি— যাতে গোলাপ ফুলও আছে, লেবু, কমলা, আপেল ইত্যাদি সবকিছুই আছে। তাহলে আর পৃথক পৃথকভাবে লেবু, কমলা, আপেল চাওয়ার প্রয়োজন কী?

জবাব ঃ আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি হল বড় জিনিস। অভিজ্ঞতা বলে যে, বিশেষ বিশেষ বস্তু চাইতে গেলে বেশি বেশি বিনয় ও আকুতি মনের মধ্যে জেগে ওঠে। এ কারণে হাদীসসমূহে ব্যাপক দুআ ছাড়াও খাস খাস মাকাসেদের দুআও বর্ণিত হয়েছে।

মসজিদের মধ্যে ঘুমানো

হালঃ কখনো কখনো নিরিবিলি হওয়ার জন্য মসজিদে ঘুমাই। কেননা যেখানে মানুষজনের সামান্য আওয়াজও হয় সেখানে আমার ঘুম আসে না। এজন্য মসজিদে গিয়ে দুরাকাত নামায পড়ে এতেকাফের নিয়ত করে নিই।

www.islamfind.wordpress.com

এরপর ঘুমিয়ে পড়ি। শরঈ মুসাফির তো নই। তাছাড়া মসজিদ ব্যতীত এমন নিরিবিলি জায়গাও পাওয়া যায় না। জানতে চাই যে, উপরোক্ত বাহানায় মসজিদে ঘুমানো জায়েয কি না?

বিশ্লেষণঃ জায়েয আছে।

নফল নামাযে সূরা ওয়াকিয়া ঈসালে সাওয়াব এবং অভাব দূর করার নিয়তে পড়া

প্রশ্ন ঃ দুই রাকাত নফল নামায পড়ি সূরা ওয়াকিয়া দিয়ে। নিয়ত করি যে, এর সাওয়াব উম্মতে মুহাম্মাদীর সকল মুমিন নর-নারীর রূহের কাছে পৌঁছে যাক। এরই ভিতরে এই নিয়তও করি যে, হাদীসে আছে রাতে একবার সূরা ওয়াকিয়া পড়লে কখনো তার ক্ষুধার কষ্ট হবে না। এই দুই ধরনের নিয়ত করা কেমন?

জবাব ঃ কোনো অসুবিধা নেই। ক্ষুধা ও অভাব দূর করার নিয়ত এজন্য রাখা উচিত যে, রোজগারের এতমিনান থাকলে দীনের কাজে সহযোগিতা হবে। এই নিয়ত করলে এটাও দীন হবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করাই এই আমলের প্রশংসনীয় হওয়ার দলিল। অবশ্য বিশেষ বিশেষ কয়েদসহ যেমন তদবীর হিসাবে এই সূরা পড়া হয়। তদবীরকারী একে দলিলের চেয়ে বেশি আছরকারী ভেবে পড়ে থাকে যেন আছর হওয়াকে নিজের মুঠিতে মনে করে। সেই সব তদবীর তালেবে হক বা আল্লাহসন্ধানী সাধকদের রীতি পরিপন্থী।

রচনা ও অনুবাদ কাজ করার জন্য সালিকের প্রতি শর্ত

প্রশ্ন ঃ আমার মাথায় কিছু কিছু উপকারী লেখা-পড়ার ভাবনা ও ইচ্ছা জাগে। যেমন কোনো কিতাবের তরজমা করা অথবা ছাত্রদের জন্য উপকারী কোনো বিষয় অথবা জরুরি কোনো পাঠ্য কিতাবের টিকা (হাশিয়া) ইত্যাদি ধরনের কাজে ব্যস্ত হওয়া কি আমার জন্য ভালো নাকি যথাসাধ্য জরুরি বিষয়গুলোতেই নিজেকে আটকে রাখা উচিত? আমার নিজের কলবের চাহিদা এরকম যে, জরুরি বিষয়ের মধ্যে থেকেও বেশি জরুরি খুঁজে শুধু সেগুলোই করব অন্যসব বর্জন করব। অন্যান্য চাহিদাকে অন্তরায় মনে হয়। হুযূরের মতে যেটা অধিক উপকারী দয়া করে জানাবেন।

www.islamfind.wordpress.com

জবাব ঃ প্রথম ব্যাপারটিতে দুটি বিষয়ের আন্দাজ করুন। এক– নিজের শরীর ও মনের শক্তি ও দুর্বলতা। দুই– এই দিকটিরও আন্দাজ করুন যে, এই অনুবাদ কর্মটি জরুরি কাজগুলোর মধ্যে ব্যাঘাত ঘটাবে কি না? যদি এই দুটো ব্যাপারেই নিশ্চিত হতে পারেন তাহলে মানব কল্যাণে বা অন্যদেরও উপকার হয়— এমন কাজে বিশাল সাওয়াব রয়েছে। আর যদি এই দুই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে না পারেন তাহলে নিজের জরুরি কাজই অগ্রগণ্য।

রোযার গায়রে ওয়াজিব ফিদ্‌য়ার আকারে যাকাত আদায় করা

প্রশ্ন ঃ আমার এক দাদী নিজের সকল জমি-জমা আমার নামে দানপত্র করে দিয়েছেন। এখন তার সকল জায়গা জমির পূর্ণ মালিকানা আমার। দান খয়রাত করা তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। এখন তিনি সীমাহীন দুর্বলতার কারণে রমাযান শরীফের রোযা রাখতে পারেন না। তিনি আমাকে বলেছেন– আমার রোযার ফিদ্‌য়া দিয়ে দাও। এখন তার কোনো অর্থ সম্পদ, আসবাব বা জমি-জমা কিছুই নেই। এ অবস্থায় কি তার উপর রোযার ফিদ্‌য়া দেওয়া ওয়াজিব হবে? যদি ওয়াজিব না হয় এবং শুধুমাত্র তার সান্ত্বনার জন্য ফিদ্‌য়ার হিসাব করে পরিমাণ মতো অর্থ নিজ হাতে বিলিয়ে দেই এবং মনে মনে নিয়ত করি যে, আমার ফরয যাকাতের অর্থ বিলি করছি তাহলে কি আমার যাকাত আদায় হয়ে যাবে?

জবাব ঃ হাঁ, যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা তার উপর ফিদ্‌য়া দেওয়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু নিজের মুহ্‌সিনের সঙ্গে (অনুগ্রহকারীর প্রতি) এরকম ধোকাবাজি করা খুলুস ও আন্তরিকতার পরিপন্থী। এ কথাগুলো প্রযোজ্য হবে যদি দানপত্র সঠিক শর্ত মোতাবেক হয়ে থাকে। আর যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে আবার প্রশ্ন করে জেনে নিবেন।

সম্পদ সংরক্ষণ ও হেফাজত করা ইবাদত

প্রশ্ন ঃ পূর্বের চিঠিতে জানিয়েছিলাম যে, আমার ভাইয়ের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। যিনি আমার এত বড় মুরব্বি ও আমার প্রতি এত বেশি স্নেহশীল ছিলেন যে, তার বর্তমানে দুনিয়ার কোনো চিন্তাই আমাকে করতে হয় নি। আমার এবং পুরা পরিবারের সকল দায়িত্বের বোঝা তিনি একাই বহন করতেন। জমি-জমার সকল কাজ তিনি একাই দেখা-শোনা করতেন। আমার

www.islamfind.wordpress.com

তো কোনা বিষয়ের কোনোরকম খবরও ছিল না। এমনকি আমার নিজের আয়ের ব্যাপারেও কিছুই জানা ছিল না। পুরা সংসারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা নিজেই আঞ্জাম দিতেন। তিনি বেঁচে থাকতে আমার পুরা দিন কাটত পড়া আর পড়ানোর মধ্য দিয়ে। সারাদিনে দশ বারটা সবক পড়াতাম। দুপুর বেলায় একটু আরাম করার সুযোগও খুব কষ্ট করে বের করতে হত। দৈনিক মাদরাসায় যেতাম। আছরের পর হুযূরের বাতানো অযীফা কখনো বাদ যেত না। রাতের বেলাও মুতালাআর ব্যস্ততার কারণে অবসর খুবই কম পেতাম। অতিরিক্ত কাজের কারণে কারও সঙ্গে কথা বলাও আমার জন্য খুব কষ্টকর ছিল। রমাযান মাসেও অবসর পেতাম না। যদিও এত বয়সেও কোনো রকমের কোনো যোগ্যতাই হাসিল করতে পারি নি কিন্তু এত বয়স পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এই কাজে আমাকে এমনভাবে ব্যস্ত রেখেছিলেন যে, এত নিশ্চিন্ত, নিরাপদ, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন এই সময় সম্ভবত খুব কম লোকই পায়। এখন বড় ভাইয়ের ইন্তেকালের পর জমি-জমাসহ সংসারের যাবতীয় দায়িত্বের বোঝা চেপেছে আমার উপরে। যে কারণে এত বড় পেরেশানী ও দুশ্চিন্তায় পড়েছি যা বর্ণনা করার মতো নয়। এই সব কাজের কোনো কিছুই আমি জানি না। আমি কখনো কিছুই করি নি। এসবের কিছুই বুঝি না। একবারেই অজ্ঞ। হিসাব-নিকাশ কিচ্ছু জানি না। যার কারণে ভীষণ চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি। ২৩ দিন হয়ে গেল ভাইয়ের ইন্তেকালের। চারদিন পূর্বে মরহুম ভাইয়ের এক ছেলেরও ইন্তেকাল হয়ে গেল। এখানে আসার পর গত পাঁচ মাসে চোখের সামনে চারটি মৃত্যু ঘটল। সেগুলোর শোক ও কষ্টে দিল এত দুর্বল হয়েছে যা ভাষায় বর্ণনা সম্ভব নয়। এইসব পেরেশানীর কারণে সকল অযীফা ছুটে গেছে। অধমের বর্তমানে যে হালত চলছে আল্লাহই সাহায্য করুন। যদি কখনো সুযোগ পাই তাহলে ইসমে যাত অনির্ধারিত পরিমাণ পড়ে নিই। এখনো কোনো সময়সূচী ঠিক করা হয় নি। কোনো উপায় বুঝে আসছে না। হুযূরের যা হুকুম হবে আমি হাজির। সবসময় মৃত্যুর ব্যাপার চোখের সামনে থাকে। ভাইয়ের ইয়াতীম সন্তান আছে। তাদের লালন-পালন, ভরণ-পোষণের জিম্মাদারিও আমার কাঁধে। যেটা নিয়ে খুবই শঙ্কিত যে, না জানি তাদের হক-হুকূক পালনে কোনো ত্রুটি হয়ে যায়। আজকাল জমি-জমার কাজ খুবই জটিল বিশেষত আমি বেকুব ও অনভিজ্ঞের জন্য। হুযূর দুআ করবেন আল্লাহ তাআলা যেন সাহায্য করেন। এখন আমার জন্য যেরূপ হুযূরের নির্দেশনা— তাই আমল করব ইনশাআল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

জবাব ঃ নিজের মাল-দৌলত হেফাজত করাও ইবাদত। বিশেষত যখন আয়ের অন্য কোনো উপায় না থাকে। এবং আয়-উপার্জনের ব্যবস্থা ছাড়া দিলের মধ্যে কোনো স্বস্তি না থাকে। এবং স্বস্তি ছাড়া ইবাদতও হয় না। বর্তমানে সাধারণভাবে দুর্বল স্বভাবসমূহের অবস্থা এটাই। এছাড়া ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধানটাও ইবাদত যদি তাদের তত্ত্বধান করার কেউ না থাকে। এগুলো যখন ইবাদত তাহলে ইবাদতের ব্যাপারে ঘাবড়ানোর কী আছে? এরপর থাকল আপনার পেরেশানী ও দুশ্চিন্তার কথা। সেটার কারণ 'না জানা'। পূর্বে কখনো না করা। এটা একেবারেই সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এইরকম ক্ষণস্থায়ী পেরেশানী যা হয়ে যাবে, শিগগিরই স্থায়ী স্বস্তির কারণ সেটা অবশ্যই সহ্য করার যোগ্য। এই সাময়িক সমস্যার কারণে অযীফা ছুটে যাওয়া বা আদায়ে বিঘ্নঘটা এটাও বরদাশ্‌ত করার যোগ্য। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত সবকাজ নিজের আয়ত্বে না আসবে অবশ্যই সেগুলো মনোযোগ দিয়ে করতে থাকবে না। কোনো জানা-শোনা লোকের সহযোগিতা নিয়ে নিজের অনভিজ্ঞতার প্রতিকার করবেন। আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী কোনো বিজ্ঞলোককে আপনার কাজে শরীক করে নিন। যখন কাজ আয়ত্বে এসে যাবে তখন প্রয়োজনীয় এনতেজাম করে ইবাদতের জন্য অবসর সময় বের করে নিবেন। তখন এটা সহজ হবে। এইরূপ অবসর না পাওয়া পর্যন্ত অযীফার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ততা স্বীকার করে নিবেন তবে চেষ্টা করবেন যেন স্থায়ী ও ধারাবাহিকভাবে আমল চালু রাখা যায়। আউলিয়াদের মালফুজাত এবং তাদের জীবনী মুতালাআ কখনেই বাদ দিবেন না। দৈনিক মাত্র পাঁচ মিনিট করে হলেও অবশ্যই পড়বেন।

'মাজযুব'-এর সঙ্গে আচরণ

হালঃ রমাযানের তিন তারিখ। দুপুর বেলা দোকানের পাশে যোহরের নামাযের উদ্দেশ্যে অযূ করছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে দোকানের সামনে দাঁড়ালেন। লোকটির পায়ে কোনো জুতা-স্যান্ডেল কিছুই ছিল না। দেখাচ্ছিল খুবই চিন্তিত, বিষণ্ন, শুষ্ক ঠোঁট এবং চোখে পানি। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে দেখতেই কয়েক সেকেন্ড পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম– কী ব্যাপার? কী চাও? সে বলল– কিছুই চাই না। ঘটনাক্রমে ঐদিন দুজন কর্মচারীর একজনও দোকানে আসে নি এবং পরের দিনও আসার কোনো আশা ছিল না। ফলে আমি তাকে বললাম– দোকানে কাজ করবেন? তিনি– হাঁ করব। আমি জিজ্ঞাসা করলাম– বেতন কত দিতে

www.islamfind.wordpress.com

হবে? তিনি– খাওয়া আর পরার পোশাক। আমি নাম জানতে চাইলাম, সেকেন্দার শাহ বাদশাহ। শুনে আমার হাসি পেল। আমি জানতে চাইলাম রোযা রেখেছেন? উত্তরে বললেন– না। সকালে পানি খেয়ে ফেলেছি। মনে ছিল না যে রোযা রাখতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম খানা খেয়েছেন? বললেন– না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম– কেন? বললেন– পাই নি। আমি বললাম– কারো কাছে চাইলেই তো ব্যবস্থা হত। তিনি বেশ উত্তেজিত হয়ে বললেন– আমি কারও কাছে কিছু চেয়ে খাই না। কেউ নিজ থেকে দিলে খেয়ে নেই। আমি এবার জিজ্ঞাসা করলাম– এখন খাবেন? বললেন– হাঁ খাব। আমি তাকে ছোলা ও মুড়ি দিলাম। নিয়ে দোকানেই খাওয়া শুরু করলেন। আমি নামায পড়তে থাকলাম। এরপর আমি বললাম– আমার কাছে কাজ করতে হলে নামায পড়তে হবে, রোযা রাখতে হবে। তিনি বললেন– পড়ব, রাখব। আমি বললাম– জুতা পরতে হবে। তাতেও রাজি। আমি আমার পুরাতন এক জোড়া জুতা দিলাম তার পায়ে মাপ মতো হয়ে গেল। সেইদিন তাকে সঙ্গে করে কানপুর গেলাম। পথে যখন তার পাশে বসেছি বিশেষ ধরনের সুখ ও শান্তি— যা হযরতের খলীফাদের পাশে বসে হাসিল হয়, তার কাছে বসে পেয়েছি। কিছু কিছু অর্থহীন কথাও বলেছেন। কথা-বার্তার জবাব মুখে, হাত নেড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে দিয়েছে। কানপুরে রাতের বেলা প্রায় সারারাত জায়নামাযে মুরাকাবার হালতে কাটিয়েছে। এটা তার আশপাশে যারা ছিল তাদের কাছে শোনা। সকালে তার নোংরা কাপড়-চোপড় পাল্টানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছি। গোসলের ব্যবস্থা করেছি। আনারের রস দিয়ে আমি ইফতার করেছিলাম। রেলগাড়ীতে তাকেও সেটা খেতে দিয়েছি। খুব সুস্বাদু ও মজাদার ছিল। সেহরীতে শুধু দুধ খেয়েছি। সবকিছু মিলিয়ে তার মধ্যে বেশ উচ্ছ্বাস দেখা গেল। শোক ও বিষণ্নতার ভাব কেটে গেল। তৃতীয় দিন ভোরে খালি পায়ে ফুলের বাগানে শিশির ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে তাকে অনেক সময় পর্যন্ত হাঁটালাম। সামান্য যে বিষণ্নতা ছিল— সেটাও কেটে গেল। তখন তিনি বললেন– তিন দেশের খেদমত আমার দায়িত্বে অর্পিত। আমি বললাম– এ বিষয়ের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। বললেন– এবার আমাকে যেতে হবে। ছয়মাস আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমি বললাম– আমি এক ঘন্টাও অপেক্ষা করব না। তবে আপনি না বলে যাবেন না। যখনই যাবেন বলে যাবেন। রমাযানের ছয় তারিখ চলে গেলেন। যেসব লোক তাকে দেখেছিলেন তারা সকলেই তার ভক্ত হয়ে গেছে। সবাই মন্তব্য করল লোকটি মাজযূব (মানসীক ভারসাম্যহীন আল্লাহপ্রেমিক)। লোকটি চলে যাওয়ার পর কিছু লোক

www.islamfind.wordpress.com

আমাকে বলল– কেন যেতে দিলেন। আমি বললাম– যদি আল্লাহর কোনো বান্দার কাছে কোনো উপকারের আশা থাকে তবে তিনি হচ্ছেন আমার মাওলানা। আল্লাহ তাকে দীর্ঘজীবি করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন। অন্য কেউ এলে তাতে আমার কোনো আনন্দ নেই। চলে গেলে কষ্ট নেই। সুযোগ থাকলে খেদমত করা এটা মেহমানের হক। মেহমান যেই হোক, সাধারণ মানুষ বা বিশেষ কেউ, মাজযূব হোক বা সালিক, জাহেল হোক বা আলেম তার খেদমত করা উচিত। যাই হোক তেরতম দিনে পথে আবার তার সঙ্গে দেখা হল। আমার সঙ্গে এলেন। বললেন, ক্ষুধা লেগেছে, খানা খাব। আমি তাকে বললাম– ঘরে কিছু থাকলে নিয়ে আসছি। কিন্তু না থাকলে এটা মুশকিল হবে যে রোযাদার বেরোযদারের জন্য রান্না করতে যাবে। কয়েকটি রুটি আর ডাল পেয়ে গেলাম। তাই নিয়ে এলাম। সেগুলো খেয়ে বললেন– আরও নিয়ে এস। আমি দেখলাম আরও তিনটি রুটি আছে, দুটো রেখে দিলাম মেয়েদের জন্য আর একটি রুটি এনে তাকে দিলাম। খাওয়ার জন্য শুধু একটু লবণ চাইলেন, এনে দিলাম এবং ঐ রুটিটাও খেয়ে শেষ করলেন। লবণ যেটুকু বেঁচে গেল বললেন এটুকু নাও। আমি কাগজে মুড়িয়ে প্লেটে রেখে দিলাম। তিনি পকেট থেকে কিছু কড়ি (এক আনা চার আনা ইত্যাদি) বের করে সাজাতে লাগলেন। এরপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন নিবে? আমি বললাম– দিলে নিব। সেগুলো সব দিয়ে দিলেন। মোট তেরটি কড়ি ছিল। বারটি ভালো একটি ছিল ঝুনঝুনি। একটি ছিল টিনের টুকরা যা চাঁদির দুই আনার সমান। এরপর নিজে নিজেই আমার কলবের দিকে তাওয়াজ্জুহ দিলেন। আমিও চুপচাপ বসে রইলাম। অনেক সময় ধরে মুতাওয়াজ্জেহ রইলেন। তাওয়াজ্জুহ দেওয়া শেষ করে অনেকক্ষণ দুআ করলেন। এরপর বললেন– আগামীকাল চলে যাব। আমি বললাম– আপনার ইচ্ছা, আমি বাধা দিচ্ছি না। জুমার দিনেও আমার এক সেট পুরাতন জামা টুপি তাকে দিলাম। তিনি সেগুলো পরে তার পুরাতনগুলো আমাকে দিয়ে চলে গেলেন। তিন চারদিন হয়ে গেল আর আসেন নি। তবে কিছু লোক বলছেন কানপুরেই এখনো আছেন। আমি তাদের মুখে এই খবর নিরাসক্ত মনে শুধু শুনেছি। সাক্ষাতের কোনো ওয়াস্ওয়াসাও আল্লাহর ফযলে মনে জাগে নি। লবণ, টিনের টুকরা, পয়সা কড়িগুলো আছে আমার কাছেই। সাক্ষাতের সময় হুযূরকে দেখাব। আল্লাহ জানেন– কী এসবের হাকীকত! সঠিকভাবে কিছুই বুঝতে পারি নি তবে মন চাচ্ছে বুঝতে পারলে ভালো হত। আর এই উদ্দেশ্যেই কাহিনী এত খুলে বিশদভাবে আলোচনা করলাম। যদি কোনো কষ্ট

www.islamfind.wordpress.com

ও বেশি চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হযরতের কিছু বুঝে আসে তাহলে মেহেরবানী করে জানাবেন। যদি কোনোরূপ পেরেশানী হয় তাহলে কিছুতেই ব্রেনের উপর চাপ দিবেন না। যে জিনিসগুলো আমার কাছে তিনি রেখে গেলেন– এগুলো কী করব?

বিশ্লেষণঃ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বিষয়টির যে হাকীকত মাথায় এসেছে সেটাই নিবেদন করছি। জাহেরীভাবে মনে হচ্ছে তিনি মাজযূব ছিলেন। আপনি তার সঙ্গে যে আচরণ করেছেন অর্থাৎ তার সঙ্গে সম্পর্ক শুধু খেদমতের অন্য সব ব্যাপারে অনাগ্রহ— এমনটাই করা উচিত ছিল। আপনাকে তিনি যে জিনিসগুলো দিয়ে গেছেন এই দুনিয়া ঐগুলোই। যা বেশিরভাগ লোকের আকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত গন্তব্য। আপনার নিজে থেকে চাওয়া ভালো হত না। কিন্তু বিনা চাওয়ায় যখন এসেছে এবং প্রয়োজনের জিনিস তাহলে আল্লাহর নিয়ামত হিসাবে মূল্যায়ন এবং শুকরিয়া আদায় করতে হবে। খাবার জিনিসগুলোর মধ্যে লবণ রেখে দিন, আর ঐ টিনের টুকরা ব্যবসায়ী পণ্যের মধ্যে আর যদি তার ময়লা জামা-কাপড় থাকে তাহলে সেগুলো গৃহস্থালী আসবাবের মধ্যে রেখে দিন। আর যেহেতু তার জ্ঞান ও অনুভূতি যথার্থ থাকার ব্যাপারে সন্দেহ আছে এজন্য তার এই সব দান গ্রহণের বৈধতার ব্যাপারেও সন্দেহ আছে। এইজন্য শরঈ নিয়ম হিসাবে এই জিনিসগুলোর ব্যাপারে একটি নোট লিখে রাখবেন এবং উত্তরাধিকারীদেরকেও ঐ নোট সম্পর্কে জানিয়ে রাখবেন। নোটে লিখা থাকবে এরকম যে, অমুক অমুক জিনিস এইরকম এক ব্যক্তির আমানত। তাকে পাওয়া গেলে এগুলো ফেরত দিতে হবে। আর যদি তাকে না পাওয়া যায় তাহলে এই জিনিসগুলোর মূল্য ফকির-মিসকিনকে দান করে এগুলো আপনার মালিকানার বস্তু ধরে নিতে হবে বরং উত্তম এটাই যে, আপনি নিজেই মূল্য দান করে দিন। এবং লিখে রাখুন যে, মালিক পাওয়া গেলে এগুলো তাকে ফেরত দিতে হবে। পথে পড়ে পাওয়া বস্তুর হুকুমের মতো। না পাওয়া গেলে আর কোনো কথা নেই।

আসবাব-উপকরণের দিকে নিসবতের হিকমত

হালঃ কিছুদিন থেকে মনে হচ্ছে যে, পৃথিবীতে 'যা কিছু ঘটে সবই আল্লাহর হুকুমে ঘটে, এতে আসবাব-উপকরণের কোনো দখল নেই। হাত নেই। আল্লাহর হুকুম ছাড়া একটি অণুও নড়তে পারে না।'

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এই দখলের ব্যাপারে আরও একটি শব্দ 'প্রকৃতপক্ষে' যোগ করতে হবে। এটা একান্ত জরুরি। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আসবাবের কোনো দখল নেই।

হালঃ যে বিপদ-আপদ অথবা পুরস্কার বান্দার উপর নেমে আসে, সব আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। কেউ যদি আমার সামনে কোনো দুর্ঘটনাকে আসবাবের দিকে নিসবত করে (যেমন চালক ঘুমিয়ে পড়ার কারণে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে।) তাহলে আমার খুব খারাপ লাগে। মনের মধ্যে কষ্ট হতে থাকে।

বিশ্লেষণঃ বলতে হবে– 'স্বাভাবিক বা স্বভাবগত ভাবে' আমার মনে কষ্ট হতে থাকে।

হালঃ দিলের মধ্যে এমন খেয়াল হয় যে, যখন আল্লাহ ছাড়া আর কোনো খালিক ও মালিক নেই, তাহলে বিভিন্ন আসবাবের দিকে কেন নিসবত করা লাগবে? বরং গায়রুল্লাহ দিকে নিসবত করাকে এক ধরনের শিরক বলে মনে হয়। কারও সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যদি তার রুচি ও তরীকা অনুযায়ী কোনো বিষয়কে আসবাবের দিকে নিসবত করি তবে সঙ্গে সঙ্গেই কলবের মধ্যে খটকা হতে থাকে। মনে হয় এটা 'শিরকে খফী'। মনে হয় তাওবা করি। মোটকথা আসবাবের দিকে কোনো বিষয়ের নিসবত করা হোক— এটা মন মানতে চায় না। অন্য কেউ করলে সেটাও আমার কাছে খারাপ লাগে। যদিও জানি যে আল্লাহ তাআলার রীতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরকমই যে, যা ঘটে বিভিন্ন কার্যকরণ বা আসবাবের মধ্য দিয়েই ঘটে। আল্লাহ তাআলা আসবাবের মধ্যে বিশেষ বিশেষ প্রভাব রেখে দিয়েছেন। যদিও কখনো কখনো আলৌকিকভাবে উপকরণ ছাড়াও কিছু বিষয় অস্বাভাবিক পন্থায় ঘটে যায় তবুও বেশিরভাগ ক্ষেত্র আসবাবের মাধ্যমেই মকসূদ হাসিল হয়। এরই ভিত্তিতে রূপক অর্থে আসবাবের দিকে নিসবত করে দেওয়া হয়। যদিও সব কিছু আল্লাহর হুকুমেই হয়। মেহেরবানী করে আমার এসব ধারণার ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করুন।

বিশ্লেষণঃ কিছু বন্ধনীর শব্দ তো লিখে দিয়েছি উপরে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, আওয়াম বা সর্বসাধারণ মানুষ যারা আসবাবের দিকেই ঘটনাবলীর নিসবত করে থাকে এতে একটি বড় ধরনের গায়েবী মাছলিহাত বা যৌক্তকতা রয়েছে। সেটা এই যে, আওয়ামের কলবের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ইশ্‌ক কম আর কোনো কোনো দুর্ঘটনা স্বভাবগতভাবে

www.islamfind.wordpress.com

অপছন্দনীয় হয়ে থাকে। এইসব লোকের নজর যদি আসবাবের দিকে না হত এবং সরাসরি ঐ অপছন্দনীয় বিষয়ের নিসবত আল্লাহর দিকে করে বসত তাহলে আল্লাহর প্রতি তাদের অন্তরে অনীহা ও অপছন্দনীয়তা পয়দা হত। তাহলে আসবাবের দিকে নিসবত একটি ঢাল স্বরূপ। এটাই হল এর বড় একটি হিকমত। এই হিকমতের বিচারে আওয়ামের এই নিসবতকে রহমত ও গনিমত মনে করা উচিত।

ঈসালে সাওয়াব

প্রশ্ন ঃ ঘনিষ্ঠ এক মুরুব্বির এক নিকটাত্মীয়ের ইন্তেকালের খবর শুনে এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে শোক জানাতে গেলাম। আরও অনেকেই সেখানে ছিলেন। সেই মুরব্বি আমাকে এবং আমার বন্ধুকে মরহুমের উদ্দেশ্যে এক খতম কুরআন মাজীদ পড়ে বখশিশ করে দেওয়ার ফরমায়েশ করলেন। দৈনন্দিন আমাল ও অযীফার দিকে তাকালে সত্যিই ফরমায়েশ পূরণ করা কঠিন মনে হল। কিন্তু সোজাসুজি অস্বীকার করলাম না। শোক পরিবেশের পরিপন্থী এবং মুরব্বীর মনোকষ্টের কারণ চিন্তা করেই এবং বিনাবাক্যে ওয়াদা করে ফেললাম। সে ওয়াদা পুরণও করলাম। জোর করে মনের মধ্যে ইখলাস পয়দা করার চেষ্টা করলাম। এই বিষয়ে হুযূরের দিক-নির্দেশনা চাই যে, এই ধরনের পরিবেশে কি কারও মন ভাঙ্গার চিন্তা বাদ দিয়ে সোজাসুজি অস্বীকার করব? না কী করা উচিত?

জবাব ঃ ঐ সময় নম্রভাষায় এ কথা বুঝিয়ে দেবেন যে, আমি খুব শিগগির জানিয়ে দিব। এরপর চিঠিতে নম্রতার সঙ্গে আপনার ওজর জানিয়ে দিবেন। যেটুকু পরিমাণ সম্ভব সেটুকুর ওয়াদা করে তার সান্ত্বনার ব্যবস্থা করবেন।

(মুবতাদীর জন্য) এখতিয়ারী গুনাহ এবং গায়রে এখতিয়ারী বিষয় একই রকম

হালঃ হুযূর একদিন বলছিলেন যে, দিলের মধ্যে গুনাহ করার চাহিদা পয়দা হওয়া ক্ষতিকর নয় তবে সেই চাহিদা মতো আমল করা (অর্থাৎ গুনাহ করা) ক্ষতিকর। কারণ এটা গায়রে এখতিয়ারী আর ওইটা এখতিয়ারী। হুযূরের কাছে আমার জানার ইচ্ছা যে, গায়রে মাহরাম কোনো নারীর মুহাব্বতের আবেগ দিলের মধ্যে পয়দা হওয়া এখতিয়ারী ব্যাপার না কি গায়রে এখতিয়ারী? আশা করি সমাধান জানাবেন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ এই এখতিয়ারী গায়রে এখতিয়ারী খোঁজ করা, এর তাহকীক ও বিশ্লেষণ জানতে চাওয়া তোমার জন্য ক্ষতিকর। এতে শয়তান সুযোগ পেয়ে যাবে তোমাকে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে এখতিয়ারী পর্যায়কে (সাধ্যের ভিতরের পর্যায়কে) গায়রে এখতিয়ারী (অসাধ্য) বলে গুনাহ-এর মধ্যে ডুবিয়ে দেবে। এই ধরনের প্রাথমিক পর্যায়ের মুরীদের এলাজ এটাই যে, এখতিয়ারী ব্যাপারগুলোর সঙ্গে যেমন করা হয় গায়রে এখতিয়ারীর সঙ্গেও একই রকম করবে। অর্থাৎ সবগুলোকেই এখতিয়ারী মনে করে অবশ্যই তার এলাজ ও চিকিৎসা করাবে।

এশ্‌রাকে নফ্‌স ছাড়া 'হাদিয়া' গ্রহণ করা

হালঃ আমি অধম আজ পর্যন্ত দুনিয়াবী কোনো মতলব নিয়ে কারও সঙ্গে সম্পর্ক গড়ি নি এবং এটাকে খুব জঘণ্য ত্রুটি মনে হয়। কারোর সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব হয় তাহলে সেটা দুনিয়াবী গরজে নয় বরং স্বাভাবিক আন্তরিক যোগাযোগের কারণে। কিছুকাল পরে যদি সেই বন্ধু দুনিয়াবী উপকার করতে শুরু করে তাহলে সেই নির্মল হাসি-আনন্দ আর থাকে না। বরং এর কারণে মনটা মলিন হয়ে যায় আর মনে হয় যে, তার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। যেমন আমি অধমের একজন উস্তাদ আছেন। ডাক্তার এবং বেশ ধনী। যখন থেকে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি তখন থেকেই তিনি খুব আর্থিক সাহায্য করেন। আমি বলেও দিয়েছি যে, এই সাহায্য নিতে আমার মানসিক অস্বস্তি ও কষ্ট হয় কিন্তু তিনি কোনো কথাই মানতে রাজি নন। এখন ভয় লাগে যে, এর উৎস কোনো রোগ নয় তো?

বিশ্লেষণঃ ভয় লাগা তো খুবই ভালো ব্যাপার। ভয়, শঙ্কাই তো বাঁচার উপায়। নিজে যখন চাচ্ছেন না এমন কি এশরাফ্‌ (মনে মনে চাওয়া)ও নেই বরং মনের অস্বস্তির কথা জানিয়েও দিয়েছেন; এরপরও তিনি খেদমতে করছেন তাহলে এটা নিয়ামত। এতে স্বভাবগত অস্বস্তি-সঙ্কোচ হলেও জ্ঞান ও যুক্তির বিচারে আনন্দিত ও প্রফুল্ল হওয়া উচিত। এবং সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার— যিনি প্রকৃত নিয়ামত দাতা (মুন্‌ঈমে হাকীকী) এবং দ্বিতীয়ত ঐ ব্যক্তির— যিনি রূপকার্থে নিয়ামত দাতা অর্থাৎ নেয়ামতের মাধ্যম, তাঁর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আর শুকরিয়া আল্লাহর জন্য তো তাঁর হুকুম মানা আর ঐ ব্যক্তির শুকরিয়া হল— তার জন্য দুআ করা।

www.islamfind.wordpress.com

'মান্ আরাফা নফসাহু ফকাদ আরাফা রব্বাহু'–এর ব্যাখ্যা

হালঃ দয়া করে জানাবেন যে, উপরোক্ত হাদীস শরীফে (অর্থ– যে নিজের নফ্সকে চিনতে পেরেছে সে নিজের রবকে চিনতে পেরেছে) নিজের নফ্সকে কোন্ ধরনের চেনা-জানার কথা বলা হয়েছে? যার দ্বারা রব-এর পরিচিত হাসিল হয়ে যায়। নফ্স-এর সেইরকম পরিচিতি হাসিলের তরীকা কী? নফ্সের এই চেনা এবং রবকে জানার উদ্দেশ্য কী?

বিশ্লেষণঃ প্রথম কথা ঐটার হাদীস হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়তঃ এতে আল্লাহকে জানার অনেক পথের একটি পথ শিখানো হয়েছে। এর বাইরেও রয়েছে আরও অনেক পথ। মোটকথা মারেফতে মাকসূদা (আল্লাহকে জানার কাঙ্ক্ষিত পথ) ঐ একটিমাত্র পথের উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং এই হাদীসের তাহকীক ও বিশ্লেষণ মাকসূদ হাসিলের শর্ত নয় বরং শুধুমাত্র এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হবে এখন আসল মাকসূদ। যা হবে অন্যান্য প্রবন্ধ বা বক্তব্য ব্যাখ্যার অনুরূপ। যে সম্পর্কে আমি পূর্বে পরামর্শ দিয়েছি যে, এগুলো অপ্রয়োজনীয়। এসলাহের ক্ষেত্রে মাকসূদ হল শুধু হালাতের অবগতি দেওয়া এবং পরামর্শ দিয়েছি যে, এগুলো অপ্রয়োজনীয়। এসলাহের ক্ষেত্রে মাকসূদ হল শুধু হালাতের অবগতি দেওয়া এবং কোন্ রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি কী সেটা জিজ্ঞাসা করা। এরপর পীর সাহেব যে পদ্ধতিতে চাইবেন এলাজ ও এসলাহ করবেন। সুতরাং মারেফাতে মাকসূদা সেটাই যার হুকুম দিয়েছেন নবীজী যে, আল্লাহ তাআলার সিফাত কামাল (পূর্ণাঙ্গতার গুণাগুণ) সম্পর্কে বিশ্বাস রাখ এবং তাঁর কর্তৃত্ব ও পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের কথা স্মরণ রাখ। সর্বব্যাপী ও সকল মাখলুকের মধ্যেই তাঁর এই কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সু-প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে মানুষের মধ্যেকার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সর্বাধিক বিস্ময় জাগানো। তাদের মধ্যেও নিজেরই নফ্সের কথা বলা হয়েছে। নতুবা নফ্স মাকসূদ নয় সকল কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-এর কথাই মনে রাখা একই রকম। এ-কারণেই কুরআন মাজীদের যে স্থানে চিন্তা করার আহবান জানানো হয়েছে; সেখানে নফ্স এবং বিস্তৃত জগত উভয়েরই উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ

অর্থ– আমি তাদেরকে আমার (ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের) নিদর্শন দেখাব দিগন্তে ও তাদের নিজেদের ভিতরে (অর্থাৎ নফ্সের মধ্যে)।

www.islamfind.wordpress.com

মুজাদ্দিদে আলফেসানী রাহ.-এর মাকতুবাতের একটি বক্তব্যে সন্দেহের জবাব

হালঃ আজকাল মুজাদ্দিদে আলফেসানী রাহ.-এর মাকতুবাত পড়ছি। সেখানের বিভিন্নস্থানে এই বিষয়টির আলোচনা পাওয়া যায় যে, বাতেনী রোগসমূহের সর্দার আভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রধান হল— গায়রুল্লাহর সঙ্গে মনের আকর্ষণ ও সম্পর্ক। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সম্পর্কের বন্ধন থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত নাজাত পাওয়া অসম্ভব। কেননা ঐ মহান দরবারে অংশিদারিত্বের কোনো স্থান নেই। اَلَالِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ জেনে রেখো খাঁটি আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্যই) এই পর্যন্ত বিষয়বস্তু তো হযরতের মাওয়ায়েয ও মালফুজাতেও রয়েছে। এবং এর ব্যাখ্যা এতদিন পর্যন্ত এটাই বুঝতাম যে, আল্লাহর মুহাব্বত গায়রুল্লাহর মুহাব্বতের উপর এবং আল্লাহর যিকির গায়রুল্লাহর যিকির (স্মরণের)-এর উপর প্রবল হওয়া উচিত। (এভাবে চলতে চলতে এক সময় উত্থান (উরূজ)-এর হালতে এমনও হয় যে, গায়রুল্লাহ দিল থেকে একেবারেই মিটে যায়) কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব রাহ. গায়রুল্লাহ-এর সঙ্গে মনের সম্পর্ক না হওয়ার মাপকাঠি বলেছেন এই যে, আর দিলের সম্পর্ক না হওয়ার আলামত এই যে, গায়রুল্লাহকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাবে এবং সকল বস্তু সম্পর্কে বেখবর (অজ্ঞ) হয়ে যাবে। এমনকি যদি কষ্ট করেও বিভিন্ন বস্তুকে স্মরণ করে তবুও মনে পড়বে না। (একস্থানে আরও এতটুকু বেশি আছে যে, অন্তরে গায়রুল্লাহর ভাবনা জেগে উঠা অসম্ভব হয়ে যায়।) সুতরাং বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে মন লাগার এই মাকাম-এ কিসের অবকাশ! আল্লাহওয়ালাগণ এই হালতকে 'ফানা' বলে ব্যক্ত করে থাকেন। তরীকতের পথে এটা হল পয়লা কদম।

এই মাপকাঠি জানার পর যখন আমি নিজের মধ্যে তাকালাম দেখলাম যে, এই মাপকাঠির বিচারে আমি একেবারে রিক্ত। একদম শূন্যহস্ত। আমার কিছুই নেই। আল্লাহর মেহেরবানীতে এতটুকু তো আছে যে, মূল কলবের মধ্যে গায়রুল্লাহর কোনো স্থান নেই কিন্তু কলবের চতুর্পাশে গায়রুল্লাহর আসা যাওয়াও আছে এবং সে সবের স্মরণও আছে। 'কষ্ট করলেও কোনো কিছুর স্মরণ হয় না' এমন হালত নেই। হাঁ, হঠাৎ কখনো তেমন হালতও হয়েছে। যা বেশিরভাগ যিকির ও শোগলের সময় হয়েছে এবং এখনো হয়; সে সময় গায়রুল্লাহ কলবের আশপাশে ভিড়তে পারে না কিন্তু এটা বলতে পারি না যে,

www.islamfind.wordpress.com

আনাগোনা অসম্ভব হয়ে যায়। তবে গায়রুল্লাহর চিন্তায় পড়ে যাই না। এটাও সর্বদা নয় বেশিরভাগ সময়। নতুবা যিকিরের সময়ও কখনো কখনো অনিচ্ছকৃত ওয়াস্ওয়াসা এসে যায়। যদিও সেদিকে কলবের ঝোঁক থাকে না। আর কমপক্ষে যিকিরের সময় যখন এটা মনে হয় যে কলব থেকে যিকির হচ্ছে এবং যিকিরে অন্যান্য লতীফার অংশগ্রহণও অনুভূত হয় তখন বেশ মজা হয় এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত নিজের দিকে আকর্ষণ করে নেয়। এটাকেও 'তাওয়াজ্জুহ ইলা গায়রিল হক' বা গায়রুল্লাহর প্রতিই মনোনিবেশ বলে মনে হয়। সেদিক থেকে মনকে সর্তক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরিয়ে নেই। যাই হোক মুজাদ্দিদ রাহ.-এর এই বক্তব্য পুরোপুরি সমাধান করতে পারলাম না। মনের আকাঙ্ক্ষা হল– এর ব্যাপারে যে প্রশ্ন জাগে সেগুলো-সহ পুরো বিষয়টির ব্যাখ্যা অবগত হই। এবং ঐ হালত যেন পুরোপুরি হাসিল হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ বেশিরভাগ 'আহলে মাকাম' ব্যক্তির মধ্যেও কখনো বিশেষ কোনো হাল গালেব বা প্রবল হয়ে উঠে। (এর সোজা অর্থ ব্যক্তি হন পরাজিত আর হালটা তখন বিজয়ী।) এরকম অবস্থায় মাসায়েলের (বিভিন্ন বিষয়ের) ব্যাখ্যা ও আলোচনাতেও জোশ ও উদ্যমের প্রভাব প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। আমার মতে শিরোনামটাই একটু বেশি ধারালো কিন্তু ভিতরের বক্তব্য সেটাই যা নুছূহ (কুরআন হাদীসের সরাসরি বক্তব্য) থেকে পাওয়া যায়। আমি সেটাকে আরও একটু সহজ শিরোনাম দিয়ে ব্যক্ত করে থাকি যা হযরত মুজাদ্দিদ রাহ.-এর কথার কাছাকাছি ব্যাখ্যা এবং বিখ্যাত ব্যাখ্যার চেয়ে কিছুটা স্পষ্ট। সেটা এই যে, গায়রুল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ও মন লাগানোর কথা বলতে বলে সকল সাধারণ সম্পর্ককেই বোঝানো হয় নি। কেননা পরাজিত সম্পর্ক নিন্দনীয় নয়। বরং বোঝানো হয়েছে এমন সম্পর্ক— যার ক্ষেত্র (যেমন স্ত্রী, সন্তান, সম্পদ ইত্যাদি) দূরে গেলে বা হারিয়ে গেলে কলবের মধ্যে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে কলব অস্থির, ব্যাকুল হয়ে তারই কল্পনায় তারই হারানো শোক ও হতাশায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে আর এই ব্যস্ততায় আল্লাহর হুকুম মানা ও আনুগত্য করার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় স্বল্পতা বা দুর্বলতা। আর যদি এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় তাহলে শুধুমাত্র শোকের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রতিবন্ধক ও অন্তরায় নয়। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের তীব্রশোকের বিষয়কে কেউ কি অস্বীকার করতে পারবে? তাঁর হালতকে কেউ কি (মানে আনিল হক) আল্লাহর পথে অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক বলতে পারবে?

www.islamfind.wordpress.com

পরিশিষ্ট– প্রথম অধ্যায়

বাইয়াত হওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া ক্ষতিকর

হালঃ অধম বান্দা প্রায় দেড় বছর ধরে হুযূরের লিখিত কিতাবাদি এবং মাওয়ায়েয দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। হুযূরের কিতাব থেকে ফায়েয বরকত হাসিল করার ফলে এখন দিলের খাহেশ এই যে, হুযূর এই অধম বান্দাকে বাইয়াত (মুরীদ) করে ফায়েয হাসিলের সুযোগ দিবেন।

বিশ্লেষণঃ আপনার মাকসূদ কী? এবং সেই মাকসূদ কি বাইয়াত (মুরীদ) হওয়ার উপর নির্ভর করে?

রূহে তরীক বা তরীকতের প্রাণ

হালঃ দীর্ঘদিন থেকে সর্বদা শুধু নিজের নফ্সকে তিরষ্কার করতে থাকি এই বলে যে, হুযূরের খাদেমদের মধ্যে সম্ভবত আমিই এক অভাগা এমন আছি যার আল্লাহকে পাওয়ার এই সাধনার পথের গন্তব্যে পৌঁছা তো দূরের কথা, গন্তব্যে পৌঁছার হাকীকত সম্পর্কেও অজ্ঞ। এককালে কম বেশি যেটুকুই যিকির করতাম, দীর্ঘদিন ধরে সেটাও ছুটে গেছে। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক হবে কী আর গুনাহ বর্জন করব কী! সত্য তো এটাই যে, নামায রোযা শুধু জাহেরী রুকু সিজদাটাও আল্লাহর জন্য নয়। যদি কারোর জেনে ফেলার এবং অসম্মান হওয়ার আশঙ্কা না থাকত তাহলে মনে হয় স্থায়ী বর্জন না হলেও এটা নিশ্চিত যে বর্তমান অবস্থা থাকত না। বারবার নতুন করে শুরু করার খেয়াল হয়। কখনো কখনো শুরু করেও দিই আবারও ছুটে যায়। হযরতের প্রতিও সেই মুহাব্বতপূর্ণ সম্পর্ক যা একসময় ছিল, এখন কিছুতেই বলা সম্ভব নয় যে সেটা আছে। আলহামদুলিল্লাহ সম্পর্ক অবশ্যই আছে এবং শ্রদ্ধা-ভক্তির সম্পর্ক আছে বরং হযরতের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই তাকে আমার পছন্দই হয় না।

এখন আবারও আল্লাহর নাম ভরসা করে অত্যন্ত দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে বার তাসবীহ এবং এর সঙ্গে দেড় হাজার ইসমে যাত এবং বাদ মাগরিব তিন হাজার ইসমে যাত প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ শুরু করে দিয়েছে। অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে হযরতের কাছে আবেদন করছি– দয়া করে আমার জন্য দুআ করবেন এবং আমার প্রতি বিশেষ নেক নজর দান করবেন যেন আমারও এসলাহের

www.islamfind.wordpress.com

ব্যবস্থা হয়ে যায়। আর যে অযীফাগুলো আমি নিজের মতে শুরু করেছি এতে কোনো পরিবর্তন জরুরি; না কি এরকমই থাকবে? মাদরাসায় আসা যাওয়ার পথে দুই পাড়া করে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেছি। আমার অযীফাগুলো নিম্নরূপ– ভোর চারটায় উঠে আযান পর্যন্ত উপরের যিকির। অযূ ইস্তেন্জা থেকে ফারেগ হয়ে আযানের পর চা পান করি। নামায পড়ে মাঝে মাঝে সূরা ইয়াসীন পড়ে পান বানিয়ে নিয়ে মাদরাসায় রওনা দিই। বারটার দিকে মাদরাসা থেকে এসে খানা খেয়ে শুয়ে পড়ি। এরপর নামায পড়ে আধাঘন্টা মুতালাআ করে আবার মাদরাসায় যাই। মাগরিব পর্যন্ত মুতালাআ অথবা কোনো কিতাবের ব্যাপারে কিছু লেখা। নামায পড়ে উল্লিখিত যিকির। এরপর এশা পর্যন্ত সেই মুতালাআ অথবা লিখা। এশার পর খানা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

বিশ্লেষণঃ মূল মাকসূদ ও লক্ষ্য তো জানা আছে অর্থাৎ রেযায়ে হক– আল্লাহর সন্তুষ্টি। এরপর থাকে দুটো জিনিস, তরীকতের ইল্ম এবং সেই ইল্মের উপর আমল। সুতরাং পথ শুধু একটি। জাহেরী ও বাতেনী হুকুম আহকামের অনুসরণ আর এই একমাত্র পথের সহায়ক দুইটি। এক– যিকির; যেই পরিমাণ প্রতিদিন করা সম্ভব। যেটা আপনি শুরু করেছেন সেটাও এই মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত। দুই– আহলুল্লাহ; আল্লাহওয়ালাদের সোহবত যত বেশি সম্ভব। যদি এর জন্য প্রয়োজনীয় অবসর সময় ও সুযোগ না থাকে তাহলে বুযুর্গদের জীবনী, হালাত, মাকালাত (প্রবন্ধ) মালফুযাত ইত্যাদি বেশি বেশি পড়া— এটা সোহবতের বিকল্প। তরীকতে এবং মাকসূদ হাসিলের ক্ষেত্রে দুইটি প্রতিবন্ধক আছে। এক – গুনাহ। দুই– অপ্রয়োজনীয় কাজ। এই দুটো থেকে খুব সাবধান থাকতে হবে। উপরোক্ত সবগুলো বিষয় থেকে উপকৃত হতে হলে একটি শর্ত— নিজের অবস্থা জানানোকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নেওয়া। এরপর হল যার যেমন যোগ্যতা। যোগ্যতার তারতম্যের কারণে মাকসূদ অর্জনে (আল্লাহর সন্তুষ্টি) কেউ অগ্রগামী কেউ নিম্নগামী। কেউ দ্রুতগতি কেউ ধীরগতির হয়। তরীকতের সম্পূর্ণটাই এখানে লিখে ফেলেছি।

পীরের কাছে হালত জানানোর পদ্ধতি

হালঃ আমার একটি বড় রোগ এই যে, হুযূরকে যখনই চিঠি লিখে হালত জানাতে চাই আমার বুঝে আসে না যে, কি লিখব? নিজের দোষ-ত্রুটির কথা যখন এসলাহের উদ্দেশ্যে লিখতে চাই তখন চিন্তায় পড়ে যাই যে, প্রথমে কোন্ দোষটির কথা লিখব। বেশিরভাগ সময় এই চিন্তা করতে করতেই চিঠি

www.islamfind.wordpress.com

লিখা আর হয়ে উঠে না। যখন কোনো একটি দোষ নির্ণয় করি লিখার জন্য তখন মনে হয়— এটা তো নিজে নিজেই একটু হিম্মত ও সাহস করে ছেড়ে দেওয়া যায়। প্রথমে নিজেই ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে দেখা উচিত। যদি এই চেষ্টা সফল না হয় তাহলে তখন হুযূরকে জানানো উচিত। তার আগেই শুধু শুধু হুযূরকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী? এইসব দ্বিধা ও সংশয়ের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতেই চিঠি লিখা বন্ধ হয়ে যায়। ওদিকে দোষ-ত্রুটিগুলো যেমন ছিল তেমনই রয়ে যায়। এখন হুযূরের খিদমতে নিবেদন এই যে, এই চিঠি লিখার যে জটিলতা— এই রোগের চিকিৎসা দিন যেন সেই চিকিৎসা মতো আমল শুরু করতে পারি।

বিশ্লেষণঃ যখন কোনো রোগের বা দোষের কথা মনে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে সেটা নোট করবেন এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত দেখবেন যে, দূর হয় কি না। যদি দূর না হয় তাহলে নফ্সকে আরও বেশি সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না বরং মুসলিহ বা পীরকে জানিয়ে চিকিৎসা করাবেন।

শায়খ বা পীর জরুরি কেন?

হালঃ অধম এ বছর দাওরায়ে হাদীসে পড়াশোনা করছে। অনেকদিন থেকে চিঠি লিখার কথা ভাবছিলাম কিন্তু যে সমস্যার কারণে লিখা হয় নি সেটা এই যে, আপনার রচনাবলী পড়ে আবার খুব ভালো লাগে। শৈশব থেকেই এবং এখনো পর্যন্ত আমি আপনার কিতাবাদিই অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়ে থাকি এবং আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো থেকে খুব উপকৃত হয়ে থাকি। আপনার কিতাবাদি পড়েই একটি বিষয় জেনেছি যে, 'মামুরাতে শরঈয়্যাহ' অর্থাৎ শরীয়তের সকল নির্দেশিত বিষয়ই এখতিয়ারী (অর্থাৎ সাধ্যায়ত্ব) এজন্য যে কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেটাও এখতিয়ারী। সুতরাং সকল রূহানী রোগের চিকিৎসা তো এটাই যে, নিজের এখতিয়ার ও ইচ্ছায় বিরত থাকবে। এখন নিজের সম্পর্কেও সবসময় এই ব্যবস্থাটাই চালু রেখেছি। প্রশ্ন এই যে, আপনার বর্ণিত এই মূলনীতি জানার পর তরীকতের পীর-মাশায়েখদের নিকট যেয়ে কী প্রশ্ন এবং কী এলাজ করানো লাগে? এই কথাটাই আমার বুঝে আসে না। বহুদিন ধরে এই বিষয়টি নিয়ে ভাবছি। আশা করি হুযূর এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করবেন। যেন সে অনুযায়ী আমল করতে পারি। যদি কোনো ভুল করে থাকি তাহলে মেহেরবানী করে জানাবেন।

www.islamfind.wordpress.com

বিশ্লেষণঃ মামূরাত (নির্দেশিত) এবং মানহিয়্যাত (নিষেধকৃত) সবকিছুই এখতিয়ারী। সুতরাং নির্দেশিত কাজ করা এবং নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকার বিষয়টিও সম্পূর্ণ এখতিয়ারী। কিন্তু এই ব্যাপারগুলোতে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে। সেই ভুল কখনো হয় এ রকম যে, অর্জিত বিষয়কে মনে করা এখনো অর্জিত হয় নি। কখনো হয় এর উল্টা অর্থাৎ যা এখনো অর্জিত হয় নি সেটাকে মনে করা হয় অর্জন করে ফেলেছি। উদাহরণ— এক ব্যক্তি নামাযে খুশূ অর্জন করতে চাইল এবং হাকীকতের মাপকাঠিতে সেই খুশূ হাসিল হয়েও গেল। কিন্তু খুশূ হাসিল হওয়া সত্ত্বেও পাশাপাশি তার নামাযের মধ্যে কিছু ওয়াস্ওয়াসা ও খত্‌রা, সন্দেহ ও শঙ্কার ভিড়ও হতে থাকল। আর এই ব্যক্তি সেটাকে খুশূ-এর পরিপন্থী মনে করে ভাবতে থাকল যে, এখনো আমার খুশূ হাসিলই হয় নি। অথবা ইবাদতের শুরু মুহূর্তে গায়রে এখতিয়ারী (অসাধ্য পর্যায়ের) কিছু ওয়াস্ওয়াসা ছিল (যা খুশূ-এর পরিপন্থী নয়) কিন্তু সেটা চলতে চলতে একসময় এখতিয়ারী ওয়াস্ওয়াসায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। (অর্থাৎ পরে এখতিয়ারী ওয়াস্ওয়াসা চালু হয়ে গেছে— যা খুশূ-এর পরিপন্থী) ঐ ব্যক্তি সূচনাকালের সেই ধোকায় পড়ে মনে করতে থাকল খুশূ এখনো রয়েই গেছে। অথচ অনেক আগেই তার খুশূ নষ্ট হয়ে গেছে।

কখনো 'গায়রে রাসেখ' (যে স্বভাব দৃঢ়তা লাভ করে নি) কে 'রাসেখ' (সুদৃঢ়) মনে করে নেওয়া হয়। যেমন– দু-চারটা হাল্কা দুর্ঘটনার সময় 'রেযা বিল কাযা' (ভাগ্যের যেকোনো ফায়সালায় সন্তুষ্টি)-এর অনুভূতি হল। এতটুকুতে ঐ ব্যক্তি ভেবে নিল যে, (ভাগ্যের ভালো-মন্দ সব কিছু মেনে নেওয়ার) যোগ্যতা তার মধ্যে রাসেখ বা সুদৃঢ় হয়ে গেছে। এবং এখনো রেযা অনুপস্থিত বা দুর্বল নয়।

আর অর্জিত বিষয়কে ছেড়ে দেয়, তখন সত্যি সত্যিই (সেই অর্জিত বিষয় যাকে সে মনে করে অর্জিত নয়) সেটা নির্মূল হয়ে যায়। উল্টো ক্ষেত্রে (অর্জিত নয়– এমন বিষয়কে অর্জিত ভাবার ক্ষেত্রে) যে মন্দ প্রতিক্রিয়া হয় সেটা এই যে, সেটা হাসিলের ব্যাপারে কোনো গুরুত্বই দেয় না এবং মাহরুম ও বঞ্চিত থেকে যায়। 'গায়রে রাসেখ' (দৃঢ় নয়, ভঙ্গুর) কে 'রাসেখ' (দৃঢ়) মনে করার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা অর্থাৎ বিষয়টিকে পূর্ণতায় পৌছানোর কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কখনো এমন ভুল হয় যে, হাসিল রাসেখ (অর্জিত ও দৃঢ়) কে মনে করে নেয় যে, কিচ্ছু অর্জন হয় নি, সব নষ্ট। যেমন– কোনো ব্যক্তি হারাম যৌন চাহিদাকে প্রতিরোধ করল। এটা ছিল তার যিকিরের প্রবল

www.islamfind.wordpress.com

প্রভাবের যামানায়। এই কারণে (যিকিরে প্রবল প্রভাবের কারণে) হারাম যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা এমনভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল যে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপই হত না। এরপর যিকিরের আছর ও প্রভাব-এর জোশ ও উদ্যম কমে যাওয়ার কারণে যেই মাত্র স্বভাবগত আকর্ষণ হতে লাগে দুর্বলভাবে হলেও অমনি ঐ ব্যক্তি ভেবে নেয় যে, যাহ! সব সাধনা বেকার হয়ে গেল। হারাম যৌন আকাঙ্ক্ষার কু-স্বভাব আবার ফিরে এল। এটার এসলাহ ও সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে সত্যি সত্যি গুমরাহীতে লিপ্ত হয়ে যায়।

এই ছিল কিছু ভুল-ভ্রান্তির এবং সেগুলোর বিপরীত দিকের দৃষ্টান্ত। যদি কোনো পীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে এবং তাঁর প্রতি আস্থা ও ভক্তি থাকে, তাহলে তাঁকে জানালে তিনি নিজের অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার কারণে এসব কিছুর হাকীকত বুঝে নেন। এবং মুরীদকে ভুল-ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেন এবং বুঝিয়ে দেন। ফলে মুরীদ ঐসব ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকেন।

মেনে নিলাম খোদ সালিক তীক্ষ্ণ মেধা ও সুস্থ বুদ্ধির কারণে নিজেই এই সব বিষয় বুঝতে সক্ষম কিন্তু অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে চিন্তামুক্ত হতে পারবে না। চিন্তিত ও পেরেশান হলে মাকসূদের মধ্যে বিঘ্ন ঘটে। এটাতো পীরের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটাই তার ডিউটি। এর বাইরে তার আর কোনো কাজ নেই। কিন্তু নফল হিসাবে তিনি আরও একটি খেদমত করেন, সেটা এই যে– মাকসূদ অথবা মাকসূদের ভূমিকা হাসিলে একইভাবে কোনো মন্দ স্বভাব বা তার ভূমিকাকে দূর করতে মুরীদের সামনে তীব্র কষ্ট এসে যায়। যদিও বারবার কষ্ট স্বীকার করতে করতে এবং বারবার মন্দ বিষয় থেকে দূরে থাকতে থাকতে ঐ কষ্ট অবশেষে সহজ হয়। কিন্তু পীর সাহেব নফল দায়িত্ব হিসাবে কখনো এমন এমন তদবীর বলে দেন যার কারণে শুরু থেকেই কোনো কষ্ট হয় না। বুঝকে সহজ করতে এ-ছিল একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তবে পীরের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার ব্যাপার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝে আসবে তখন যখন কাজ শুরু করে নিজের খণ্ড খণ্ড হালত তার কাছে নিয়মিত প্রকাশ করতে থাকবে। এবং তার পরামর্শ মানতে থাকবে। এই পূর্ণ অনুসরণ তখনই করা সম্ভব যখন তার উপর ভক্তি ও ভরসা থাকবে। এবং তার সঙ্গে আনুগত্যের সম্পর্ক থাকবে। তখন অনুভব ও অনুভূতি শক্তি দিয়ে বোঝা যাবে যে, শায়খ ও পীর ছাড়া মাকসূদ হাসিল হওয়া কষ্টসাধ্য। একেবারে দুষ্প্রাপ্য ব্যতিক্রম ছাড়া। এরপর যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার তারতম্যের হিসাবে ঐ জবুরতের মধ্যে তারতম্যও হয়ে থাকে। এটাই ছিল মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্বসূরীদের ক্ষেত্রে এই জবুরত কম হওয়ার হেতু।

www.islamfind.wordpress.com

পরিশিষ্ট– তৃতীয় অধ্যায়

গুনাহের চাহিদা হওয়ার এলাজ

হালঃ হযরতওয়ালা! এই অধমের নফ্সের মধ্যে কিছুদিন থেকে মনে হচ্ছে যে, গুনাহের চাহিদা একদম প্রথমদিকের মতো হওয়া শুরু হয়েছে। দিশাহারা হয়ে যাচ্ছি যে, দীর্ঘকালের নিস্তেজ নফ্স এখন আবারও সেই তীব্রতা, জোশ ও উত্তেজনার সঙ্গে গুনাহের চাহিদা দেখাতে শুরু করেছে. যেরকম চাহিদা হত যৌবনের শুরুতে।

বিশ্লেষণঃ বেশিরভাগ তরীকতওয়ালাদেরই এই একই হালত পয়দা হয়ে থাকে। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এই অবস্থায় নফ্সের যে মোকাবেলা করা হয় তাকে বলা হয় দ্বিতীয় মুজাহাদা। এবারের মুজাহাদার আছর ইনশাআল্লাহ মনের মধ্যে বদ্ধমূল (রাসেখ) হয়ে যাবে। সুদৃঢ় হয়ে যাবে। একেবারেই দুষ্প্রাপ্য ক্ষেত্রে কোনো স্বাভাবিক বিষয়ের প্রতি হাল্কা চাহিদা হওয়া— সেটা দৃঢ়তার পরিপন্থী নয়। এই (পরবর্তী জীবনের) পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে যেমন শেষ রাতে অন্ধকারের পর এক আলো ছড়িয়ে পড়ে। যাকে সুবহে কাযিব বলে। অজ্ঞ লোকেরা এই ভেবে খুশি হয় যে, অন্ধকার কেটে গেল। এরপর হঠাৎ করেই সেই আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় সকল দিক। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় আলো আসে— যাকে বলে সুবহে সাদিক। সেটা স্থায়ী এবং ক্রমেই আরও বেশি উন্নতি করতে থাকে। জগতকে আলোক উদ্ভাসিত করতেই থাকে।

হালঃ হযরতওয়ালা অধমের জন্য বিভিন্ন গুনাহের যেসব এলাজ সময়ে সময়ে ইরশাদ করেছেন আমি এখন সেই সব এলাজের উপরই আমল করে যাচ্ছি। হযরতের দুআর বরকতের নফ্সের বিরোধিতা করার দ্বারা প্রত্যেক গুনাহের চাহিদা অতি দ্রুত অপসৃত হয়ে যায়। পূর্বের মতো নফ্সকে প্রতিরোধ করতে কষ্ট ও জটিলতার মুখোমুখি হতে হয় না। সামান্য বিরোধিতা ও সতর্কতা অবলম্বনের দ্বারাই গুনাহের চাহিদা থেকে নফ্স ফিরে আসে।

বিশ্লেষণঃ এটাই বর্তমান স্বভাবের দিকে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি দুর্বল হওয়ার আলামত। যদি দুর্বল না হত তাহলে প্রতিরোধ করা কঠিন হত। যেমন পূর্বে কঠিন ছিল।

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ এটাই ভেবে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছি যে, নফ্‌স ও শয়তানের কত বড় সুক্ষ্ম চাল এটা! কারণ আমি সকল আমলে মামুলাত পালনে কোনো অলসতা-অবহেলা এবং অন্যথা করি না বরং নফ্‌স মনে হয় বুঝে গেছে যে, এই সব আমল তো না করে কোনো উপায়ই নেই।

হযরতওয়ালা! অধমের মিনতিপূর্ণ আবেদন এই যে, নফ্‌সের ঐ ষড়যন্ত্র ও কুটচালের জন্য এই অধম কী তদবীর করতে পারে? গুনাহের পূর্ববর্তী চিকিৎসা অনুযায়ী অধম রীতিমত আমল চালু রেখেছে।

বিশ্লেষণঃ যেটা করছেন সেটাই চালু রাখুন। এটাই তদবীর এবং এর মাধ্যমেই ইনশাআল্লাহ সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে। যখনই এমন ঘটবে এটাই এলাজ ও চিকিৎসা। কখনো ফারেগ হওয়ার চিন্তাই করবেন না। অবসর হওয়ার ইচ্ছা কখনোই করা যাবে না। জ্বর-এর মৌসুমে কারও কারও সব সময় জ্বর হয় তার জন্য চিকিৎসা এটাই যে, সব সময়ই জ্বরের ওষুধ খাবে। জ্বরই যেন না হয়— এ-ধরনের চেষ্টা করা একেবারেই বেকার ও অনর্থক চেষ্টার শামিল।

রাগ-ক্রোধের এলাজ

হালঃ হযরত জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কাউকে সালাম-কালাম করতে না চাওয়া এখতিয়ারী নাকি গায়রে এখতিয়ারী? হুযূরের সেই জিজ্ঞাসার জবাব হিসাবে আরজ করছি যে, মনের চাওয়া না চাওয়া গায়রে এখতিয়ারী। কিন্তু আমি চাই যে, আমার অন্তরে কারোর ব্যাপারে খারাপ ধারণা না হোক এবং অন্য কারও অন্তরেও আমার ব্যাপারে খারাপ ধারণা না হোক। সব সময় মুসলমান ভাইয়ের ব্যাপারে অন্তর পরিষ্কার থাক। এটাই আমার চাওয়া এবং এটাই আমার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু যখন কোনো মুসলমান ভাই আমাকে খারাপ বলে তাতে তার জন্যও আমার দিলে খারাপ ধারণা বা ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

বিশ্লেষণঃ এই কারণে আপনার কোনো গুনাহ হবে না। কিন্তু যার ব্যাপারে মনের মধ্যে খারাপ ধারণা কিংবা ঘৃণা রয়েছে, মন না চাইলেও আপনি কষ্ট করে তাকে সালাম দিবেন, কষ্ট করে তার সঙ্গে কথা বলবেন। তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই দেখবেন— মনের সেই (খারাপ ধারণা ও ঘৃণার) প্রতিক্রিয়াও দুর্বল হয়ে গেছে।

হালঃ কারোর সঙ্গে যদি কোনো ঝামেলা হত, তাহলে এই রাগ ও অসন্তুষ্টির প্রভাব দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকত। এর কারণে ঐ ব্যক্তিকে সালাম দিতে বা তার সঙ্গে কথা বলতে মন চাইত না। হুযূরের নির্দেশনা ও পরামর্শ মতো দীর্ঘদিন আমল করলাম অর্থাৎ মন না চাইলেও কষ্ট করে সালাম-কালাম করার কারণে আল্লাহর ফযলে অন্তরের সেই প্রভাব দুর হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণঃ মুবারক হোক।

হালঃ যদি কখনো মনের মধ্যে রাগের সেই প্রভাব কিছুটা থাকেও তবে ক্ষণিকের জন্য। এরপর একসময় একেবারে আগের মতোই স্বাভাবিক হয়ে যায়। আগের তুলনায় এখন রাগও অনেক কম হয়। কিন্তু হঠাৎ যদি মনে না থাকে তাহলে রাগ এসে যায়। মনে পড়ার পর লজ্জা ও অনুশোচনা হতে থাকে যে, আমি এমন একটি খারাপ কাজ করলাম! এখানে সংশোধনযোগ্য কিছু থাকলে দয়া করে জানাবেন।

বিশ্লেষণঃ নিজের জন্য এটা বাধ্যতামূলক করে নিন যে, যখনই রাগ হবে, ঐ ব্যক্তিকে সামান্য হলেও কিছু হাদিয়া দিয়ে দিবেন।

কিবির ও অহঙ্কারের চিকিৎসা

হালঃ হযরতওয়ালা! আমার নিবেদন এই যে, নিজেকে সকল মুসলমানের চেয়ে নিশ্চিতরূপে ছোট ও তুচ্ছ মনে করার পদ্ধতী কী? দয়া করে জানাবেন। যদি শরীয়তের বিচারে এরূপ মনে করা আমাদের দায়িত্ব না হয় তাহলে কী মনে করার দায়িত্ব আমাদের? আমরা কিসের ও কতটুকুর মুকাল্লাফ? তাছাড়া কোনো গুণ, বৈশিষ্ট্য, কৃতিত্ব ও অবদানের ক্ষেত্রে নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় মনে করা অর্থাৎ তাকাব্বুর ও অহঙ্কার করা; যে ব্যাপারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যার কলবের মধ্যে সরিষার দানা পরিমাণও অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না। এই অহঙ্কার-এর ব্যাখ্যা কী? দয়া করে জানাবেন যেন সেটা থেকে বিরত থাকতে পারি।

বিশ্লেষণঃ যদি নিজের গুণ আর অন্যের দোষ-ত্রুটির দিকে নজর পড়ে, তাহলে এ কথা চিন্তা করা ওয়াজিব যে, হতে পারে তার মধ্যে এমন কোনো গুণ আছে এবং আমার মধ্যে এমন কোনো দোষ আছে যার কারণে আল্লাহর কাছে এই ব্যক্তি আমার চেয়ে উত্তম। অহঙ্কারমুক্ত হতে এ-চিন্তাই যথেষ্ট।

***

www.islamfind.wordpress.com

হালঃ অধমের মধ্যে নানান দোষ-ত্রুটি তো আছেই উপরন্তু বড় একটি মন্দ স্বভাব এই যে, নতুন আলেম অথবা এমন আলেম যারা এখনো যিকির-শোগলে যুক্ত হয় নি অথবা এমন আলেম যারা কোনো বেদআতী পীরের ভক্ত অথবা কোনো সুন্নাতী পীরেরই ভক্ত কিন্তু সে পীর এসলাহী রীতি-নীতি সম্পর্কে বিজ্ঞ নয় এবং হুযূরের মতো মুরীদদেরকে শিক্ষা দেয় না— এই সকল শ্রেণীকে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত মনে হয়। তাদের কারোর প্রতিই কলবের আযমত ও ভক্তি নেই যার দ্বারা নিজের শ্রেষ্ঠ ও বুযুর্গ হওয়ার শান এবং তাদের তুচ্ছতা বোঝা যায়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারি যে, ঐ খেয়ালের পক্ষে কোনো দলিল নেই। নিজের কলবের মধ্যে খুঁজে পাই এই অনুভূতি যে, আল্লাহর কাছে কার কী মর্যাদা সেটা আমি কী করে জানব! নিজের দোষের কথাও স্মরণে নিয়ে আসি। তাদের ভালো কাজ ও নেক আমলের কথাও খেয়াল করে এইভাবে যে, হতে পারে তাদের মধ্যে এমন কোনো গুণও আছে যা আমার জানা নেই, অথচ আল্লাহর কাছে তা পছন্দনীয়। আর আমার যে গুণ আমি দেখতে পাচ্ছি তার হয়তো এমন কোনো দোষ আছে যার জন্য আমাকে পাকড়াও করা হবে। এইসব কথা ভাবার পর নিজের বুযুর্গী অথবা আল্লাহর কাছে মকবূল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা তো নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু দিলের মধ্যে তাদের কোনো আযমত, ভক্তি-শ্রদ্ধাও জাগে না। এমনিভাবে ক্লাসে পড়ানো অথবা ওয়াজের ক্ষেত্রে নিজেরটাই পছন্দ হয়। অন্য সকলের বিশেষ করে কারোর কারোর পড়ানো বা ওয়াজ করা তো একেবারেই ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়। মোটকথা এইসব কিবির ও অহঙ্কার আমার মধ্যে বিদ্যমান। এটা দূর করার তদবীর জানিয়ে আমাকে সাহায্য করবেন।

বিশ্লেষণঃ এটা কিবির ও অহঙ্কার নয়। যে সব কথা চিন্তার মধ্যে হাজির হয় কিবিরের মুক্ত হওয়ার জন্য সেগুলোর যথেষ্ট। কিন্তু এগুলো হল এতকাদী-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অহঙ্কারের এলাজ। আমলী কিবির-এর এলাজও করা দরকার। আমলী কিবির হল তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা আর এর এলাজ হল– তাদের মধ্যে যারা আহলে হক মুখে তাদের প্রশংসা এবং আচরণে তাদের একরাম ও সম্মান করবে। আর যারা বাতিল, বিনা প্রয়োজনে তাদের গীবত থেকে বিরত থাকবে।

www.islamfind.wordpress.com

'সম্পদের মোহ'-এর ওয়াস্‌ওয়াসার এলাজ

হালঃ যখন জমি ক্রয়ের বায়নাচুক্তি হয়ে গেল সে সময় খুব খুশি লাগল। এমন কি চলার গতিতেও এক ধরনের অহঙ্কার বোধ হচ্ছিল। আমার মনে হল এই খুশি সীমা অতিক্রম করেছে। এই কারণে ইচ্ছা করে ঐ গতি পরিবর্তন করে সেখানে গিয়ে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে দুআ করলাম–

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَ لَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَ لَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا –

اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَ لَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ

অর্থ– হে আল্লাহ! দুনিয়াকে আমাদের চিন্তার প্রধান বিষয় বানিয়ে দিও না এবং দুনিয়াকে বানিয়ো না আমাদের জ্ঞানে চূড়ান্ত গতি এবং আকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত পরিণতি। হে আল্লাহ! তোমার দান ঠেকানোর কেউ নেই এবং তুমি বাধা দিলে আর দেওয়ার কেউ নেই।

এরপর কয়েকদিন পর্যন্ত আর সেখানে গেলাম না। এতে সংশোধনযোগ্য বিষয় থাকলে দয়া করে জানাবেন। এরপর এই জমি ক্রয়ের পর মনের মধ্যে এই খেয়াল হল যে, এই মূল্য পরিমাণ অর্থের যাকাত দেওয়া লাগবে না। এতে দিলের মধ্যে খুশির ভাব বোঝা গেল। এটা 'হুব্বেমাল'– সম্পদের মোহ কি না? আরও একটি বিষয় এই যে, প্রায় এক মাস চেষ্টা-তদবীর ও দৌড়াদৌড়ি করার পর রেজিষ্ট্রি সম্পন্ন হল। এই চেষ্টা তাদবীরের সময় বারবার মনে হচ্ছিল যে, যাকাতের সময় আসার পূর্বেই ক্রয় সম্পন্ন হয়ে গেলে ভালো হয়। এই উদ্দেশ্যে তাড়াহুড়া করা হয়। আমি যাকাতের হিসাব করি যিলহজ মাসের শেষে। গভীরভাবে চিন্তা করে যেটা বুঝলাম– ক্রয় সম্পন্ন হওয়ার আগেই যাকাতের সময় এসে গেলে যাকাত আদায়ে যে আন্তরিকতার অভাব হবে— তা নয়। কিন্তু এটা সত্য যে, তাড়াহুড়া করেছি যেন ঐ সময় আসার পূর্বেই কাজটি শেষ হয়ে যায়। এইটা প্রকৃত পক্ষে কী? এতে কোনো গুনাহ হবে কিনা? রেজিষ্ট্রি হয়ে যাবার পর এই জমির উপর মনের মধ্যে এক ধরনের নিশ্চিত ভরসা ও নির্ভরতা তৈরি হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারেও এতমিনান আছে যে, আল্লাহ চাইলে এখনই এই জমি আমার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে এই জমি খরিদ করার উদ্দেশ্য এই যে, বলা তো যায় না আমার কখন মৃত্যু এসে যায়! আমার মৃত্যুর পর যেন সন্তানদের সামনে একটা

জাহেরী অবলম্বন থাকে। এর মাধ্যমে আরও একটি বিষয় প্রমাণ হয়েছে যে, এই জমির খরিদ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমার ডাক্তারখানার আয় কমে গেছে। এতে আমার কোনো পরোয়া নেই। বরং আমি আল্লাহর দরবারে দুআ করি–

اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِي كُلَّ مُهِمٍّ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ وَ مِنْ اَيْنَ شِئْتَ

হে আল্লাহ! তুমি যথেষ্ট হয়ে যাও আমার প্রয়োজনের জন্য। তুমিই মিটিয়ে দাও আমার সকল প্রয়োজন যেখান থেকে চাও, যেভাবে চাও।

বর্ণিত অবস্থায় কোথাও আমার কি কোনো গুনাহ, কোনো ক্ষতি আছে অথবা আমার মনের ঐ সকল অবস্থা অন্য কোনো গুনাহের প্রতিক্রিয়া নয় তো?

বিশ্লেষণঃ আলহামদুলিল্লাহ! এতে কোনো গুনাহ বা কোনো ক্ষতি নেই। এগুলো সবই 'হুব্বেমাল' (বা সম্পদের মোহ)-এর প্রভাব বটে কিন্তু এগুলো হুব্বে তবঈ (স্বভাবগত আকর্ষণ) যা দোষণীয় নয়। হুব্বে এতকাদী বা আকলী (বিশ্বাসগত বা জ্ঞানগত আকর্ষণ) নয়— যা দোষণীয় ও নিন্দাযোগ্য। হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহু পারস্য বিজয় ও সে বিজয় থেকে অর্জিত বিপুল পরিমাণ গনিমত দেখে এই দুআ করেছিলেন– হে আল্লাহ! আপনিই বলেছেন- মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি, এবং ক্ষেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী– (সূরা আ-লি ইমরান : ১৪) (এখানে মোহসৃষ্টিকারী তিনি আল্লাহকেই সাব্যস্ত করেছেন) যখন আপনিই এই মোহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, সুতরাং আমাদের এই আকর্ষণ সৃষ্টিগত। এই কারণে আমরা এটাকে নির্মূল করে দেওয়ার আবেদন করছি না। কারণ সৃষ্টিগত স্বভাব পরিবর্তন হয় না। অবশ্য আমরা এই আকুতি জানাচ্ছি যে, (সম্পদের প্রতি) এই মোহকে আপনার মুহাব্বতের সহায়ক বানিয়ে দিন। যেন এটা আনুগত্যের উপকরণ হিসাবে গণ্য হয় এবং আনুগত্যের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলোর (যেমন অভাব ও দুশ্চিন্তার) জন্য এটা (সুযোগ সৃষ্টির) পথ রুদ্ধকারী হয়ে যায়। সৃষ্টিগত স্বভাবের ক্ষতিকর হওয়া এবং সেটাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এটাই আল্লাহর নির্দেশ। একই উদ্দেশ্যে অন্য আয়াতে আরও স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হয়েছে– (সূরা তাওবা : ২৪)

www.islamfind.wordpress.com

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ

অর্থ– বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান– যাকে তোমরা পছন্দ কর– (এই সব কিছু যদি) আল্লাহ তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে 'অধিক' প্রিয় হয়...

এখানে হুমকি প্রিয় হওয়ার কারণে নয় বরং আল্লাহ ও রাসূল ও জিহাদের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়ে গেলে অবশ্য এই হুব্বে তবঈ প্রভাব কখনো কখনো ঠেলে দেয় গুনাহের দিকে। যেমন আপনি বলেছেন চলার গতিতে অহঙ্কার... অতএব এর প্রতিকার সেটাই যা আপনি করেছেন। আপনাকে অভিনন্দন সহীহ-ইল্‌ম এবং নির্ভুল আমলের জন্য।

বিভিন্ন ওয়াস্‌ওয়াসার এলাজ এবং দুআর হাকীকত

হালঃ আমি হুযূরের এজাযত নিয়েই কুরআন হিফ্‌য করা শুরু করেছিলাম। তিন মাসে চার পারা মুখস্তও করেছিলাম। এক সপ্তাহ ধরে একেবারেই মন লাগছে না। যিকিরের সংখ্যা পূরণ করে নিই কিন্তু একেবারেই মন লাগে না। জোর জবরদস্তি করে কাজ সারতে হচ্ছে। ২। দুআ করতে মন চায় না। মনের দলিল থাকে এই যে, এতকাল ধরে একটি দুআও কবূল হয় নি। অতএব আল্লাহ যেটা ফায়সালা করেছেন সেটাই হবে। قضا ذكر نشود بصدآه وناله কাযা বা আল্লাহর ফায়সালার হেরফের হবে না হাজার ফরিয়াদ ও আর্তনাদ করলেও।

কিন্তু আমি জোর করে ইচ্ছা না হলেও মুনাজাতে মাকবূল-এর মন্‌যিল অযীফা পড়া চালু রেখেছি এবং দুআও চালু রেখেছি। তবে হালত যদি এরকমই চলতে থাকে তাহলে আগামীতে এই হালত চালু রাখা মুশকিল হয়ে যাবে।

৩। আয়-রোজগারের টানাটানিতে প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সারা দুনিয়ায় যেমন আছে সেরকমই অথবা কিছুটা বেশি পরিমাণ আমারও আছে। মনের মধ্যে

www.islamfind.wordpress.com

এইরকম ভাবনা সৃষ্টি হয় যে, দুনিয়ার আরাম মাল ও সম্পদ দ্বারা হাসিল হয়। সম্পদ অর্জন জায়েয বা নাজায়েয— যে কোনো তরীকাতেই হোক করা উচিত। অযীফা আদায়ের জন্য সময় ব্যয় করে; সবর ও ধৈর্য্য ধরে বসে থাকলে কস্মিণকালেও দুনিয়ার সুখ-শান্তি পাওয়া যাবে না। এসব ছাড়াও অনেক আজেবাজে খেয়াল, কল্পনা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার দ্বারা গুনাহ হয়েছে, হয়েই যাচ্ছে। এ হচ্ছে সেই সব গুনাহের শাস্তি। এরপর শয়তান জবাব দেয় দুনিয়ার আরও বিভিন্ন মানুষ কি গুনাহ করে না? কৈ তাদের তো এই হালত হয় না? এর কোনো জবাব আমি খুঁজে পাই না।

আল্লাহর ওয়াস্তে আমার এই দুঃসহ অবস্থার উপর রহম করুন। দুআ করুন আমার জন্য। আমার জন্য মুনাসিব কোনো কিছু অযীফা, তদবীর বা শোগল নির্বাচন করে দিন।

বিশ্লেষণঃ মৌলিক ও উপকারী চিকিৎসা তো এটাই যে, এই ওয়াস্ওয়াসাগুলোকে আকীদা-বিশ্বাসের হিসাবে খারাপ জানতে হবে। এদের চাহিদা অনুসারে আমল করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এগুলো নিজে নিজেই দূর হয়ে যাবে। যদি দূর নাও হয় তবু কোনো ক্ষতি নেই। বরং এইগুলো এক ধরনের মুজাহাদা যার দ্বারা আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি এই ওয়াস্ওয়াসাগুলোর খারাবীর কারণ জানার শওক হয়ে থাকে তাহলে সংক্ষেপে এতটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে– আমলে সালেহ-এর উদ্দেশ্য দুনিয়ার সুখ-শান্তি নয় বরং আখিরাতের সুখ শান্তিই আসল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলার যে ফযল ও রহমতের উপর সুখ-শান্তি নির্ভরশীল, এর অর্থ এটা নয় যে, ফযল ও রহমতের মধ্যে আমলের কোনো দখল নেই। বরং অর্থ এই যে, পাওয়া যাবে আমলের দ্বারাই কিন্তু যত পরিমাণ পাওয়া যাবে তত বেশি প্রভাব তো আমলের মধ্যে নেই। সেটা হল আল্লাহর ঐ ফযল ও রহমতের প্রভাব। কিন্তু যে ব্যক্তি আমলই করবে না সে নিয়ম হিসাবে ঐ ফযল ও রহমত থেকেই বঞ্চিত থাকবে। মন না লাগা আমল কবূল হওয়ার শর্ত করা ওষুধ খেতে যদি মন না লাগে তবুও ওষুধের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সুস্থতা হাসিল হবেই।

দুআ অবশ্যই কবূল হয়। তবে এই কবূল হওয়ার বাস্তবতা রুগীর সেই আবেদন মঞ্জুর করার বাস্তবতার মতো। যেই রুগী ডাক্তারের কাছে আবেদন জানাল যে, আমাকে জোলাপ-এর চিকিৎসা দিন। রুগির আবেদন মঞ্জুর করে

www.islamfind.wordpress.com

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করে দিলেন বটে কিন্তু জোলাপ দিলেন না। কারণ তার শরীর জোলাপের উপযুক্ত ছিল না। এ কারণে অন্য পদ্ধতিতে চিকিৎসা শুরু করলেন। এটাকে কেউ এমন বলতে পারবে না যে, ডাক্তার জোলাপের চিকিৎসা দেয় নি সুতরাং রুগীর আবেদন মঞ্জুর করে নি। এটা অবাস্তব কথা। একইভাবে দুআর দ্বারা আসল প্রার্থনা হল আল্লাহ তাআলার বিশেষ 'তাওয়াজ্জুহ' (নজর) কামনা করা। দুআর মধ্যে বান্দা যেই বিশেষ পদ্ধতি বেছে নিয়েছে, সেটাই আল্লাহ তাআলার বিশেষ 'তাওয়াজ্জুহ' প্রদানের একমাত্র পদ্ধতি নয়। এ-ধরনের আরও অনেক পন্থাই রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যে পদ্ধতিতেই বিশেষ তাওয়াজ্জুহ দান করুন সেটাই দুআ কবূল করা। চাই সে পদ্ধতি বান্দার নির্ণিত হোক বা আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত।

এগুলো ছিল আনুগত্য-ইবাদত এবং হাজত সম্পর্কে কথা। তবে গুনাহের কাজে জড়ানো— যা ঠেলে দেয় জাহান্নামের দিকে, তার উদাহরণ এরকম যেমন রুগীর নিষিদ্ধ বিষয় বা খাবারের মাধ্যমে মজা পাবে (যেমন সুগারের রুগী নিষিদ্ধ মিষ্টি খেলে মজা পাবে) আর সবর করার দ্বারা মজা থেকে সাময়িক বঞ্চিত হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি জানে মজা পাওয়া মাকসূদ (উদ্দেশ্য) নয়, সুস্থতা লাভ করাটাই কাম্য— সে ধৈর্য ধরবে। একইভাবে পরকালের মুক্তি যার মাকসূদ বা আসল লক্ষ্য সে দুনিয়ার সুখ-শান্তিকে মাকসূদ মনে করবে না।

গুনাহের শাস্তি কাউকে দেওয়া হয় এখানে; কাউকে ওখানে— পরকালে।

আপনার জন্য মুনাসিব বরং ওয়াজিব এটাই যে, ইবাদত-আনুগত্যে যথাসাধ্য মশগুল থাকুন। গুনাহ থেকে দূরে থাকুন। লক্ষ্য উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই জানুন, সেই সন্তুষ্টির প্রকাশ চাই এখানে ঘটুক বা ওখানে।

এই মুহূর্তে রোজগার সংক্রান্ত কোনো অযীফা আপনার ওয়াস্ওয়াসাতে আরও বৃদ্ধি ঘটাবে।

সমাপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

রাহনুমা প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ-

- **তারবিয়াতুস সালিক** (১ম, ২য় এবং ৩য় (শেষ) খণ্ড)
  মূল ঃ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান
- **সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন** (১ম খণ্ড)
  মূল ঃ ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান
- **তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন** (১ম, ২য় খণ্ড এবং সব খণ্ড একত্রে)
  মূল ঃ ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান
- **নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন**
  মূল ঃ ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান
- **আল্লাহ্‌র পরিচয়**
  মূল ঃ মাওলানা তারিক জামিল, অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান

অসাধারণ তাবলিগী সফরনামা

- **ইয়েমেনে এক শ বিশদিন**
  প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

কিশোর সিরিজ- পর্ব ১ ও ২

- **প্রিয় নবীর হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরাম**
  প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

কিশোর সিরিজ- পর্ব ৩

- **একজন নাস্তিক প্রফেসর**
  প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম
- **কুরআন প্রেমিকদের অমর কাহিনী**
  মুহাম্মাদ মুয়াজ্জম হুসাইন ফারূকী
- **হাদীসের প্রামাণ্যতা**
  মূল ঃ বিচারপতি আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকি উসমানি, অনুবাদ ঃ মুফতী মুহিউদ্দীন কাসেমী
- **সমাজ সংশোধনের দিক-নির্দেশনা**
  মূল ঃ বিচারপতি আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকি উসমানি, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম
- **প্রচলিত ভুল**
  লেখক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক, আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা
- **ঈমান সবার আগে**
  লেখক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক, আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা
- **সালাম, মুসাফাহা ও অনুমতি প্রার্থনা**
  মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন দোস্ত সাহেব, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান রহমতী
- **বক্তৃতার ডায়েরী**
  মাওলানা আবদুল গাফফার শাহপুরী
- **পুঁজি কম লাভ বেশি**
  মুফতী মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

- **বাইবেলই বলে খৃস্টবাদ একটি বাতিল ধর্ম**
  মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির ফাযলী
- **ইমামের পিছনে কেরাত পড়া এবং তারাবীহ নামাযের রাকাত সংখ্যা**
  মূলঃ মুফতী আনোয়ার হোসেন চিশতী, সম্পাদনাঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান
- **কাদিয়ানিরা অমুসলিম কেন?**
  মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মানযুর নুমানী রহ., অনুবাদঃ মাও. মুহাম্মাদ নুরুদ্দীন, সম্পাদনাঃ মাও. মাসউদুর রহমান
- **প্রিয় নবীর দিন রাত** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
  মূল ঃ মাওলানা সা'দ হাসান ইউসুফী, অনুবাদ ঃ মুফতী মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন
- **দৈনন্দিন জীবনে প্রিয় নবীর সুন্নাতসমূহ**
  মূল ঃ মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ., অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আল আমিন চাঁদপুরী
- **ইসলামের পরিচয়**
  মূল ঃ সায়্যিদ আবূল হাসান আলী নদভী রহ., অনুবাদ ঃ মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী
- **দাওয়াত ও তাবলীগ : উসূল ও আদাব**
  মূল ঃ মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী, অনুবাদ ঃ মুফতী হেদায়াতুল্লাহ
- **সুন্নাহ্‌র আলোকে আমাদের নামায**
  লেখক ঃ মুফতী মুহাম্মাদ ইব্রাহীম আযম
- **মুসলিম নারীর সংগ্রাম সাধনা**
  সঙ্কলন ঃ মাওলানা শহীদুল ইসলাম মাজাহেরী
- **ইসলামে জীবিকার নিরাপত্তা**
  লেখক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন
- **ইমাম আবূ হানীফা রাহ. এক শ ঘটনা**
  সঙ্কলন ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ রুহুল আমীন, সম্পাদনাঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান
- **রক্তাক্ত ফিলিস্তিন**
  লেখক ঃ মাওলানা শাফী বিন নূর

  কুরআন-হাদীসের আলোকে
- **তাবলীগের প্রশ্ন-উত্তর**
  লেখক ঃ এস. এম. সলেহীন
- **আসহাবে মুহাম্মাদ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
  লেখক ঃ মাওলানা মাহবুবুর রহমান

  সীরাতে আয়েশা রাযি.
  মূল ঃ সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী রাহ.
  অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম, সম্পাদনা ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান
- **দুনিয়া বিমুখ শত মনীষী**
  মূল ঃ শাইখ সিদ্দীক আল মিনশাভী
  অনুবাদ ঃ মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আবদুল জলীল, মাওলানা আতাউল্লাহ আবদুল জলীল

www.islamfind.wordpress.com

তারবিয়াতুস সালিক

(আল্লাহ্‌প্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত বুযুর্গ ও হক্কানী আলেম। জীবদ্দশায় তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সকল শ্রেণির দীনদার মানুষের নিকট যেমন ছিল অবিসংবাদিত, ইন্তেকালের ৭০ বছর পর এখনো তা অম্লান ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, ফতোয়া, মাওয়ায়েয ও তাসাওউফ ইত্যাদি বহু বিষয়ে গ্রন্থিত তাঁর সহস্রাধিক রচনাসম্ভার তা-ই মুসলিম-সমাজের 'আম-খাস' (আলেম, গায়রে-আলেম) সকলের মাঝেই আজও ব্যাপক পঠিত ও সমাদৃত।

তারবিয়াতুস সালিক তাঁর তাসাওউফ বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ, বস্তুনিষ্ঠ ও অনন্য গ্রন্থ। জগতবিখ্যাত এই কালজয়ী গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে জটিল ও রহস্যপূর্ণ এই শাস্ত্রের প্রত্যেক বিষয়ের খুটিনাটি, প্রচলিত-অপ্রচলিত বহু ভুল-ভ্রান্তির সংশোধনী, জটিল বিষয়গুলোর সরলীকরণ, রহস্যপূর্ণ বিষয়ের রহস্য উন্মোচন। রয়েছে এই শাস্ত্রের প্রতিটি বিষয়ের কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপন। পাশাপাশি সালিকদের অসংখ্য হাল, আমলসঘলিত চিঠি আর পেলুলোর জবাবে হযরতের নিগূঢ় যুক্তিপূর্ণ, কুরআন-সুন্নাহর নকলী ও আকলী তাহকীক-বিশ্লেষণ ও দুর্লভ সমাধানের ভাণ্ডার। এমন বহু বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তার কারণে—যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো গ্রন্থেই নেই। অনেকেই মনে করেন, *তারবিয়াতুস সালিক* কিতাবটিই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তাসাওউফ গ্রন্থ।

হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর সোহবত, কলবি ফয়েয ও দুআর বারাকাতপ্রাপ্ত হিজরী চতুর্দশ শতকের শ্রেষ্ঠতম মুজাদ্দিদ হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর সারাজীবনের পড়াশোনা, গবেষণা ও সাধনালব্ধ উলূম ও মা'আরিফ (জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা)-এর সার নির্যাস মুক্তাদানার মতো ছড়ানো রয়েছে তাঁর এই শ্রেষ্ঠতম রচনার পাতায় পাতায়। যা পাঠ করা উচিত প্রত্যেক দীনদার, অগ্রসর ও সমঝদার পাঠকের, আলেম ও গায়রে-আলেমের।

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™
ইসলামী টাওয়ার, দোকান ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.islamfind.wordpress.com